// সোমপ্রকাশ

[illegible] ২ য় সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬০ টাকা।
অগ্রিম বাণ্মাষিক ৩০ টাকা।

১২৮৭ সাল ১৫ ই বৈশাখ। ইং ১৮৮০। ২৬ এ এপ্রেল।

মফস্বলে ডাক মাশুল সহ ১০, বাণ্মাষিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই বৈশাখ সোমবার।

কলিকাতা ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন।

[illegible] এক শতাব্দীর প্রায় চতুর্থাংশ কাল [illegible] বর্দ্ধমান প্রভৃতি বঙ্গদেশের নানা স্থানে [illegible] উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেরও কোন [illegible] অধিকার বিস্তার করিল, অসংখ্য লোক [illegible] কবলে পতিত হইয়া ইংরাজ গবর্ণমে- [illegible] প্রজাবৎসল ধর্ম্মরাজের [illegible] করিল। উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, ও [illegible] যত লোকের মৃত্যু হয়, তাহার [illegible] গণনা করিয়া দেখিলে বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়া- [illegible] লোকসংখ্যা কম হইবে এরূপ বোধ হয় না। [illegible] ম্যালেরিয়াকে আশ্রয় করিয়া বঙ্গদেশের [illegible] অনেক গৃহ অরণ্যপ্রায় করিয়া তুলিয়া- [illegible] মাতাপিতৃহীন হইয়াছে। সেই দুরন্ত ম্যালেরিয়ার নিদান নির্ণয়ার্থ গবর্ণমেণ্টের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। অনেক ডাক্তার ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সাধা- রণের অনেক অর্থ উদরসাৎ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ম্যালেরিয়ার অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। ম্যালে- রিয়া যে কি রূপ ধারণ করিয়া কোন্ স্থানে লুকাইয়া আছে, ডাক্তরেরা তাহা খুঁজিয়া পান নাই। আমরা একটী সন্ধান বলিয়া দি, সেইখানে গেলেই ম্যালেরিয়াকে দেখিতে পাইবেন। ফকিরচাঁদ মিত্রের লেনে যে দুটী পুরাণ পুষ্করিণী আছে উহাই ম্যালেরি- য়ার আকর স্থান। ঐ খান হইতে উদ্ভূত হইয়া ম্যালেরিয়া দেশব্যাপী হইয়াছে। ডাক্তরেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, ঐ পুষ্করিণী দুটীর প্রত্যেক জলীয় পরমাণু এক একটী পর্ব্বত প্রমাণ ম্যালেরিয়ার প্রসব করিয়াছে। সেই পুষ্করিণীর ধারে গেলে বোধ হয় ম্যালেরিয়া মহোদয় বুঝি আমাদের শরীরে অধি- ষ্ঠান করিলেন। সময়ে সময়ে মনে এই তর্কের উদয় হয়, যাহারা ঐ পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে বাস করিয়া আছে, তাহারা কিরূপে জীবিত থাকে। শেষে এই সিদ্ধান্ত হয়, ঐ স্থানই বিষ-কৃমি-ন্যায়ের অধিষ্ঠান স্থান। মধ্যে আমরা শুনিলাম রাজপুরুষেরা জেলার ও আদালতের পুরাতন সীমার পরিবর্ত্ত করিয়া নূতন সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সেই সময়ে কি ফকিরচাঁদ মিত্রের লেনটীকে কলিকাতা হইতে খারিজ করা হইয়াছে? উহা কি আর কলিকাতার অংশ বলিয়া পরিগণিত হয় না? ঐ লেনবাসীরা কি মিউনিসিপাল ট্যাক্স দেয় না? তাহারা কি গবর্ণমেণ্টের প্রজা নয়? গবর্ণমেণ্ট কি তাহাদের স্বাস্থ্যের দায়ী নন? গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটী তাহাদের স্বাস্থ্যের দায়ী, যদি এরূপ হয়, অবিলম্বে ঐ পুষ্করিণী দুটী বুজাইয়া ফেলা উচিত। উক্ত লেনবাসীরা যখন ট্যাক্স দিতেছে, তখন তাহারা স্বচ্ছন্দ ব্যবহারার্থ কলের জল না পাবে কেন? ঐ গলিটী মিউনিসিপা- লিটীর চক্ষে ধূলি দিয়া কি আত্ম-গোপন করিয়া আছে? ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন বলিয়া যে একটী গলি আছে, মিউনিসিপালিটী কি তাহা জানিতে পারেন নাই? যদি জানিতে পারিয়া থাকেন, তবে এ গলির এ দুর্দশা কেন?

মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভা- বনা হইয়াছে। তাহাতে অনেকে অনেক প্রকার সুখলাভের আশা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা অচিকিৎসনীয় রোগগ্রস্তের কাল-পরি- বর্ত্তনে স্বাস্থ্যলাভের আশার ন্যায় আশা মাত্র। অচিকিৎসনীয় রোগী মনে করে, দুরন্ত হেমন্তকাল অতীত হইয়া বসন্তের আগমন হইলে আমি নীরোগ হইব, সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব। আমরাও সেইরূপ মনে করি, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা ভঙ্গ হইয়া নূতন মন্ত্রিসভা হইলে, কষ্টের অবসান হইবে। কিন্তু আমরা মূঢ় ও অতি নির্ব্বোধ, বুঝিতে পারি না যে, আমাদের এ কষ্ট অবসান হইবার নহে। আমাদের রোগ প্রতীকার হইবার রোগ [illegible] আমাদের এ অচিকিৎসনীয় রোগ। মন্ত্রিসভার [illegible] বর্ত্ত হউক, আর শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্ত [illegible] এ রোগের প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা [illegible]। পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ হইয়াছে। নূতন [illegible] জন্য সভ্য নির্ব্বাচন হইতেছে। ছয় বৎসর [illegible] মন্ত্রিসম্প্রদায় যেরূপ [illegible] আচরণ করিয়া আসিয়া- ছেন, তাহাতে ইংলণ্ডীয় নির্ব্বাচক সম্প্রদায়ের মন বর্ত্তমান মন্ত্রিবর্গের উপরে অত্যন্ত চটিয়া আছে। তাঁহারা দলে দলে বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের বিরোধি- গণকে মনোনীত করিতেছেন। এখনও সভ্যনির্ব্বাচন শেষ হয় নাই। যতদূর নির্ব্বাচন হইয়াছে, তাহাতে পরিবর্ত্তনপ্রিয় উদারমতাবলম্বী দলের বিলক্ষণ পরি- পুষ্টি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহার পরিণাম-ফল ব[illegible] মান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পদত্যাগ। আমাদের অ[illegible] বণীয় ফলসিদ্ধি হউক না হউক, বর্ত্তমান মন্ত্রি[illegible] দায়ের পদত্যাগ একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠি[illegible] পরিবর্ত্তনে যদি কিছু লাভ হয় এই আশা। নূতন ভাল বাদি অন্ততঃ সেই নূতনের [illegible] হইবে। যাহাতে সাধারণতন্ত্র উন্মূলিত হই[illegible] তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। বিলাতে তাঁহারা যাহাই ক[illegible]

তবর্ষবাসী প্রজাগণের অনুরাগভাজন হইতে ন, এমন একটী কাজও তাঁহাদের আধিপত্য লে অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। লর্ড লিটন সিমলায় বসিয়া বৈদ্যুতিক-তার-যোগে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন। এই তারের এক প্রান্তে লর্ড বিকন্সফিল্ড স্বয়ং ছিলেন। তিনি যেরূপে নাড়িয়াছেন, লর্ড লিটন অপর প্রান্তে থাকিয়া রূপে নাড়িয়া তাঁহার উত্তরসাধকতা করিয়াছেন। দের আধিপত্যকালেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে। নানাপ্রকার অত্যাচারকর করের ষ্টি হইয়াছে। দুর্ভিক্ষে অনাহারে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতবাসীর শোণিত-স্বরূপ ধনসম্পত্তি অনাবশ্যক যুদ্ধে ব্যয়িত হইয়াছে। আমরা নূতন পরিবর্ত্তন ভাল বাসি বলিয়া মনে করিতেছি, বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় চলিয়া গেলে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের হইতে আমাদের মঙ্গল হইবে। বাস্তবিক কি সে ঘটনা ঘটিবে? যিনি ভাবী মন্ত্রিসম্প্রদায়ের নেতা, সেই গ্লাডষ্টোন সাহেবই ইংলণ্ডের জন্য ভারতবর্ষীয় রাজস্ব ব্যয়ের পথপ্রদর্শক। যিনি ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে যত টাকা ব্যয় করুন কলেই তাঁহার অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র। অতএব তাঁহার মতাবলম্বী দলও যে আমাদের বন্ধু, তাহা আমরা বলিতে পারি না। দুই দলেরই অভিপ্রায় ভারতভূমি দোহন। এই দোহন ব্রতে দুই দলই সমান দক্ষ, তবে একটু প্রভেদ আছে। একদল দোহন করিয়াই ক্ষান্ত হন, আর এক দলের শুদ্ধ তাহাতে তৃপ্তি হয় না, তাঁহারা দুগ্ধনিষ্কাশন-যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া পয়স্বিনীর জীবন সংশয় করিয়া তুলেন।

যাহা হউক, আমরা এখন যেরূপ উদ্বিগ্ন, তাহাতে যে কোন পরিবর্ত্তন হউক, তাহাই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। ভাগ্যচক্রের ফলাফলে আমরা ভুক্তভোগী হইয়াছি, এখন যে দিকেই চক্র চালিত হউক, তাহাতে আমরা ভীত ও দুঃখিত নহি। তবে এক আশ এই, যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা একাধিপত্য ও যথেচ্ছ ব্যবহারের এত পক্ষপাতী নহেন। স্বদেশবাসিদিগের কতকগুলি মনুষ্যোচিত স্বত্ব তাঁহারা এ কথা স্বীকার করেন এবং সেই অবিলুপ্ত থাকে, তাঁহাদের এরূপ ইচ্ছা ও ছে। কিন্তু তাঁহারা নিজ জন্মভূমির কার্য্য রূপ ব্যস্ত থাকেন, যে ভারতবর্ষের দিকে প করিবার অবসর পান না। ইংলণ্ডের লোক আপনার কাজেই ব্যস্ত। পার্লি-র সভ্যগণও প্রায় স্ব স্ব উন্নতি লাভের তায় প্রবেশ করেন। সুতরাং যিনি যে দলের লোক, তিনি সেই দলের অধিকাংশের মনোরক্ষা করিয়া চলিয়া থাকেন। আমরা উপরে উভয় দলের যেরূপ গুণ বর্ণন করিলাম, তাহাতে পাঠক এরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন না যে ইংলণ্ডে পরহিতৈষী ভাল লোক নাই। এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা চিন্তাশীল উদারস্বভাব পরহিতব্রতে দীক্ষিত ও অত্যাচারবিরোধী। তাঁহারাই প্রাচীন সাধন সম্প্রদায়ের লোক। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প বটেন; কিন্তু তাঁহারাই সমাজের প্রাণভূত। যেমন কয়েকখানি মাত্র বাষ্পীয়যন্ত্রে সহস্র সহস্র শকট বহন করিয়া দেশময় বেড়াইতেছে, তাঁহারাও সেইরূপ দেশের সমুদায় কার্য্যে অগ্রসর, সমুদায় কার্য্যের প্রবর্ত্তক ও সমুদায় কার্য্যে উদ্যোগশীল, তাঁহাদের হইতেই ইংলণ্ডের মান ও নাম। তাঁহাদের অধ্যবসায় অবিচলিত। উলবরফোর্স দাসত্বমুক্তি-বিধায়ক নিয়ম সংস্থাপনের জন্য অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া শেষে কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ই ইংরাজদিগের মুখ উজ্জ্বল করেন। তাঁহাদের উদারমতাবলম্বী দলের সহিতই সহানুভূতি অধিক। ঐ দল সময়ে সময়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রায় শত বৎসর কাল তাঁহাদের হইতেই যা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহাদের মতেই সাধারণের মত। গ্লাডষ্টোন সাহেব পূর্ব্বে যেরূপ থাকুন, অধুনা তিনি এই সম্প্রদায়ের অগ্রণী হইয়াছেন; তাঁহারা গত কয়েক বৎসর কাল অত্যাচারে পীড়িত ভারতবর্ষের সহিত সমসুখদুঃখতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দ্বারা এরূপ বোধ হইয়াছে যে, তাঁহারা যদি কখন পদস্থ হন, ভারতবর্ষ সুখী হইবে। এ প্রস্তাবটীর লেখা শেষ হইলে পর আমরা শুনিলাম, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন।

এদেশীয়দিগের উচ্চতর রাজকার্য্যে নিয়োগ।

বিধাতা দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ কটু কষায়াদি বড় রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, আর মনের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ কবিগণের নবরস সৃষ্টি। শৃঙ্গার বীর করুণাদি ভিন্ন ভিন্ন রসের ভিন্ন ভিন্ন দেশে সমাদর। কোন দেশের লোকে বীররস ভাল বাসেন। কোন দেশের লোকের আদিরস প্রিয়। কিন্তু হাস্যরসের সকল দেশেই সমান আদর। পাঠক! ইতিহাস পাঠ কর দেখিতে পাইবে অনেক সময়ে অনেক দেশে অনেক প্রকারে হাস্যরসের অভিনয় হইয়াছে। যখন রোমকেরা গ্রীসদেশীয়দিগের স্বাধীনতা দানের ঘোষণা করেন, তখন এই হাস্যরসের একবার অভিনয় হয়। গত শতাব্দীতে যখন সর্ব্বশক্তিমান সিন্ধিয়া আপনাকে পেশোয়ার পাদুকাবাহক বলিয়া ঘোষণা করেন, তখনও এই রসের অভিনয় হয়। আমাদের দেশেও আমাদের গবর্ণমেণ্ট গত বৎসর এই র অভিনয় করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা যে রাজ লাভ-বিষয়ে ইউরোপীয়ের সহিত সমান স্বত্বের অ কারী, এ কথা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট অনেকবার স্বয় স্বীকার করিয়াছেন। কার্য্য কিন্তু কথার সম্পূর্ণ বি রীত। প্রথমতঃ বলা হইল সিবিল সর্ব্বিস পরী ইংলণ্ডে নিরপেক্ষ ভাবে গৃহীত হইবে। এ পরী কি ইংলণ্ডীয় কি ভারতবর্ষীয় সকলেরই সমা আছে। ভারতবর্ষীয়েরা যদি ইচ্ছা করে, ইং গিয়া পরীক্ষা দিতে পারিবে। প্রথমে পরীক্ষা দি জন্য ২১ বৎসর বয়স নির্দ্ধারিত হইল। তাহার যখন দেখা গেল, ভারতবর্ষীয়েরাও ২১ বৎসর ব অনায়াসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, তখন ঐ ব কমাইয়া ১৯ বৎসর করা হইল। কিন্তু সমান স্ব যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহার কোন ব্যতি করা হইল না! এই ত গেল এক অভিনয়।

দ্বিতীয় অভিনয়—গত বৎসর সিবিল সর্ব্বিস লই মহা ধুমধাম পড়িয়া গেল। বিলাতে পর্য্যন্ত "সম স্বত্বের" গৌরব-রক্ষার ঢেউ উঠিতে লাগিল ভারতের মুখ-উজ্জ্বলকারক বাবু লালমোহন ঘো দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ইংলণ্ডীয়দিগের মনে সমা স্বত্ববিষয়ক সংস্কার দৃঢ়তর করিয়া দিলেন। ইংলণ্ডী মন্ত্রিসভা অমনি ভারতবর্ষীয়দিগকে বিনা পরী সিবিল সর্ব্বেণ্ট করিয়া দিবার অনুমতি দি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এমনি সসজ্জ যে ম মুখ হইতে বাক্য নির্গত হইতে না হইতে ই দুই তিন জনকে সিবিল সর্ব্বেণ্ট করিয়া ফেলিলে জয়জয়কার শব্দ উত্থিত হইল। সকলে আন উন্মত্ত হইলেন। সেই আনন্দোন্মাদ-হেতু বেতন বিষয়ে কাহারই লক্ষ্য রহিল না। বলা হইয়াছি বিনা পরীক্ষায় নিয়োজিত সিবিল সর্ব্বাণ্টে ইংলণ্ডের পরীক্ষোত্তীর্ণ সিবিল সর্ব্বেণ্টদিগের বে নের দুই তৃতীয়াংশের অনধিক বেতন পাইবে কথার বাঁধনী কেমন? দুই তৃতীয়াংশের অনা অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশও নয়, শেষ দাঁড়াইল শত টাকাও নয়। কিন্তু "নামে গোয়ালা ত কাঁজি।" ফলতঃ নামে সিবিল সর্ব্বিস আড়ম্ব সিবিল সর্ব্বিসের অধিক। কিন্তু রুধিরের বি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের অপেক্ষা হীন। নামে যে হউক, ফলে ডেপুটী ও সিবিল উভয়ই সমান হই অনেক উপযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এই প্রাথ সিবিল সর্ব্বাণ্ট পদের নিমিত্ত দরখাস্তও করি না! যাহাতে লাভ নাই, তাহার জন্য বৃথা চেষ্টা অন্য লোকে করিবে। গবর্ণমেণ্টও দেখিলেন সত্য সত্যই ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী ও সি সর্ব্বিস এক হইল, এই সুযোগে আমরা ব্যয় বি

কিঞ্চিৎ সুবিধা করিয়া লই। অমনি ডেপুটীদিগের বেতন কমিয়া গেল। দুই শত টাকা হইতে দেড় শত হইয়া দাঁড়াইল। বঙ্গীয় যুবকদিগের অন্ততঃ আট দশ জন প্রতি বৎসর দুই শত টাকা বেতনে রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন, এখন দুই জনের অধিক প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অবশিষ্ট সকলকে ১৫০ টাকায় প্রবেশ করিতে হইবে। সিবিল সর্ব্বিস সম্বন্ধে ইউরোপীয়ের সহিত ভারতবর্ষীয়ের সমান স্বত্বের কল্যাণে প্রাচীন অবিসম্বাদিত স্বত্বও লোপ হইল, অথচ ইংলণ্ডের লোকেরা জানিলেন বিনা পরীক্ষায় দেশীয়দিগকে সিবিল সর্ব্বেণ্ট করা হইল! ডেপুটীরা যেমন পূর্ব্বে অনেক বেতন পর্য্যন্ত উঠিতে পারিতেন এখন আর সে উঠিবার যো রহিল না। এখন পাঁচ শতের উপর উঠা অতিশয় কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। সিবিলিয়ান ত নিযুক্ত হইলেন, ইহাদের কি অবস্থা দাঁড়ায় আর কিছু দিন পরিদর্শন না করিয়া বলিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা প্রায় স্থিরই যে ইহাঁরা ইংলণ্ডীয় সিবিলিয়ানের ন্যায় উচ্চ পদ ও উচ্চ বেতন পাইবেন না। গবর্ণমেণ্ট যাহাই স্থির করুন যে কোন রূপে এই কার্য্যপ্রণালী সমর্থন করুন, আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোক আমরা এই বুঝিলাম, গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশে দুই জন করিয়া রূপান্তর ডেপুটী মনোনীত করিবেন; কিন্তু ইহাদিগকে ডেপুটীদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক কাজ করিতে হইবে। অবশিষ্টগুলি সব-ডেপুটী হইলেন। তাহাদিগকে ডেপুটীর কার্য্য করিতে হইবে অথচ ডেপুটীর মত বেতন পাইবেন না।

উপসংহারে দুঃখ সহকারে দয়ালু গবর্ণমেণ্টকে বিনীতভাবে জানাইতেছি, প্রজার প্রতি এরূপ ব্যবহার আমাদের মহামনা গবর্ণমেণ্টের উচিত নয়।

বঙ্গসমাজের একটী সুন্দর চিত্র।

কোণের বউ।

বঙ্গদেশে একজাতি মনুষ্য আছে, তাহাদিগকে কোণের বউ বলে। কোণের বউ হওয়া যে কি ভয়ানক দায়, তাহা যাহাঁরা কোণের বউ তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা সরলচিত্তে তাহা অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। কোণের বউ প্রতিপদেই অপরাধী, প্রতি কার্য্যেই দোষী। গমনে, ভোজনে, শয়নে, রন্ধনে, বাক্য কথনে, অঙ্গচালনে সকলেতেই কোণের বউ দোষী। কোণের বউ ক্ষুধা হইলে বলিতে পাইবে না; খাইতে পাইবে না—উদর পূরিয়া খাইতে পাইবে না; কোন ইচ্ছা হইলে প্রকাশ করিতে পাইবে না—তিরস্কার করিলে কাঁদিতে পাইবে না—পীড়া হইলে বলিতে পাইবে না—হাসিয়া কথাটী কহিতে পাইবে না—যাতনা হইলে প্রকাশ করিতে পাইবে না—প্রাণ ওষ্ঠাগত দেখিয়াও গাত্রবস্ত্র খুলিতে পাইবে না—ত্বরিত চলিতে পাইবে না—স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে পাইবে না! ইহাই বঙ্গসমাজের নিয়ম—ইহাই বঙ্গসমাজে চির প্রচলিত; ইহাই বঙ্গসমাজে আদরের ধন। কোণের বউ সকল দিকেই অপরাধী; দ্রুত চলিলে ফড়কা, মন্থরে কুঁড়ে; হাসিলে লজ্জাহীনা, না হাসিলে অহঙ্কারী; কথা কহিলে বাচাল, না কহিলে গর্ব্বিতা, ক্ষুধায় খাইলে রাক্ষসী, না খাইলে তাচ্ছিল্যকারিণী ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া হয়। অধিক কি, পীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যন্ত্রণাসূচক সামান্য চিহ্ন প্রকাশ করিলেও অসহিষ্ণু বলিয়া তাহার কত গুণ ব্যাখ্যা হইয়া থাকে? কোণের বউ নিজে কিছু বলিতে পায় না। তাহার হইয়া বলিবারও কেহ নাই। কোণের বউ পৃথিবীর সকল সুখে বঞ্চিত। অধিক কি কথাটী কহিবারও যো নাই। কথা কহিয়া যে সুখ, কোণের বউয়ের তাহা নাই। হাসিয়া যে সুখ, কোণের বউয়ের তাহা নাই। যাহার হাসিবারও কথা কহিবার অধিকার নাই, পৃথিবীতে তাহার কি সুখ? গৃহে কোন ক্ষতি হইলে কোণের বউ তাহার দায়ী; কুকুরে হাঁড়ি খাইলে কোণের বউ তাহার দায়ী। কোণের বউ কথা কহিতে পারে না; কোণের বউ উত্তর করিতে পারে না; কোণের বউ নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে পারে না; কোণের বউ নিজ দোষ ক্ষালন করিতে পারে না, সুতরাং অপরাধী। গৃহিণীর শত অপরাধ হইলেও মার্জ্জনীয়; কিন্তু কোণের বউয়ের পানে চূণ খসিলেই প্রমাদ উপস্থিত; তাহার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তিরস্কারের সীমা থাকে না। শাশুড়ী মুক্তকণ্ঠ, ননান্দ খড়্গহস্ত। কোণের বউয়ের কাঁদিবারও যো নাই। কাঁদিয়া যে টুকু সুখ কোণের বউয়ের তাহাও নাই। কাঁদিলে আরও ভর্ৎসনা, আরও গঞ্জনা। কোণের বউ ছাদ হইতে শুষ্ক বস্ত্র আনিবার সময় ভ্রমক্রমে ননান্দার একখানি বস্ত্র আনিয়াছেন এবং দৈবাৎ তাঁহারই নিজ গৃহে তাহা নিপতিত হইয়াছে; অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল, কোণের বউয়ের ঘরে পাওয়া গেল—অতএব কোণের বউ চোর। কোণের বউ চোর, এ অপবাদের আর সীমা নাই—এ কলঙ্ক রাখিবার আর স্থান নাই। শাশুড়ী তীক্ষ্ণ বাক্যাবলীতে তাহার অন্তর বিদ্ধ করিলেন; ননান্দ শতমুখী হস্তে করিলেন। ঠাকুর জামাই তাহাতে অনুমোদন করিলেন। পাড়ার লোকে গালাগালি করিতে লাগিল "কোণের বউ চোর।" কোণের বউ ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় অবনতমুখী; মুখে কথা নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, উদরে আহার নাই; পরাধীনা—সম্পূর্ণ পরাধীনা। যতক্ষণে দিবে ততক্ষণে খাবে—সকলে বিরক্ত; কে দিবে? যথাকালে দিবে তথাকালে খাইবে। পেট জ্বলিয়া গেল, পিপাসায় তালু শুষ্ক হইয়া গেল—কে দেখিবে; কে জিজ্ঞাসিবে? যে যথাকালে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া দিবে, তথাকালে খাইবে। কোণের বউয়ের হইয়া কে বলিবে? কোণের বউয়ের দুঃখ কে দেখিবে? কে শুনিবে? কে তাহার সহিত সহানুভূতি করিবে? কোণের বউ চোর না হইলেও সামাজিক গতিকে চোর! সকল বিষয়েই তাহার মর্ম্মান্তিক—তাহার বুকে পাথর চাপা।

সুখের জীবন যৌবন। জীবনের সুখ যৌবন। কত উৎসাহ, কত আমোদ, কত আহ্লাদ, কত উল্লাস, কত আকাঙ্ক্ষা, কত আশা, কত ভরসা, কত সৌন্দর্য্য এই সময়ে হইয়া থাকে। কিন্তু হইলে কি হইবে। তৎসমুদয় অঙ্কুরিত হইতে না হইতেই সেই পতিসোহাগিনীর অন্তরে পাথর চাপা পড়িল। মর্ম্মপীড়ায়, দুঃখে ও চিন্তায় সুবর্ণবর্ণ কালিমা প্রাপ্ত হইতে লাগিল; কমনীয় লাবণ্য তিরোহিত হইতে লাগিল; নবীনা দিন দিন দীনা, ক্ষীণা, মলিনা, শীর্ণা হইতে লাগিল। এইরূপ দুর্দ্দশায়—এইরূপ নিরুৎসাহে তাহার সুখের যৌবনকাল অতিবাহিত হইল। পৃথিবীর সকল সুখে জলাঞ্জলি দিল—তাহার অন্তর ভাঙ্গিয়া গেল। ভবিষ্যতের সকল সাধু আশা ভরসা তাহা হইতে তিরোহিত হইল।

কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই যে অবস্থায় ধর্ম্ম, বিদ্যা, উৎসাহ ও উন্নতির মূল স্থাপিত হয়—যে অবস্থায় যশঃ, গৌরব, প্রতিষ্ঠা, আশা অঙ্কুরিত হয়—যে অবস্থায় দয়া ও দাক্ষিণ্যের হস্ত প্রসারিত হইতে আরম্ভ হয়—নীতিশিক্ষা পাইলে মানুষ যে অবস্থায় বিবিধ সুমিষ্ট ফলে ফলবান হইতে থাকে—যে অবস্থায় শরীর ও মন সতত প্রফুল্ল থাকে—উৎসাহবারি নিক্ষিপ্ত হইলে যে অবস্থায় শরীরের তেজ ও কান্তি, দেহের লাবণ্য, গঠনের সৌন্দর্য্য, মনের উল্লাস দিন দিন দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং দীর্ঘজীবনের ভিত্তিমূল দৃঢ় সংস্থাপিত করে; সেই অবস্থায়—সেই যৌবন অবস্থায়—যাহারা মনস্তাপ পাইল যাহাদের সকল আশা, সকল ভরসা, সকল উৎসাহ সমূলে উৎপাটিত হইল—যাহাদের দয়া, ধর্ম্ম, যশঃ, গৌরব, প্রতিষ্ঠার আশাবীজ অঙ্কুরিত অবস্থাতেই [illegible] দ্বারা নিষ্পেষিত হইল—উল্লাস, আনন্দ, প্রফুল্লতা, যাহাদের শোকে, দুঃখে ও চিন্তায় পরিণত হইল, এ জীবনে—এ পাপ জীবনে—তাহাদের সুখ কোথায়? কাপুরুষ [illegible] বা কোথায়?

জীবনই বা কোথায়? সংসারসুখে—পৃথিবীর সকল সুখে—আমোদ আহ্লাদে জলাঞ্জলি দিয়া তাহারা অনবরত উন্মনা ও চিন্তানিমগ্ন। তাহাদিগের হইতে আমাদের উপাদেয় ফল লাভের আশা কিরূপে হইতে পারে? আহা! স্বামীর যে স্ত্রী বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবন সুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার সৌন্দর্য্যের প্রতিমা বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন, গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে সখা, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু, আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ, অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে [illegible], বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা, তাহার সহিত কি ঐরূপ ব্যবহার করা উচিত? সমস্ত জীবন যাহার উপর নির্ভর করে, তাহার জীবনতরুমূলে কি ঐরূপ কুঠারাঘাত করা উচিত? ইহাতে কি পরিণামে সুফল ফলিয়া থাকে? না; পরিণামে অমৃত ফল না ফলিয়া বিষময় ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আমরা যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিলাম, সুশিক্ষিতা না হইলে আমরা কখন উক্তরূপ আশা করিতে পারি না। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার নাম শুনিলেই প্রাচীনেরা জ্বলিয়া উঠেন, বিবরস্থিত সর্পের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠেন। সেই হেতু অনেক স্ত্রীই পিঞ্জরবদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় অন্ধকারাবৃতা থাকিয়া নানারূপ যাতনা সহিতে থাকেন। সকল স্ত্রীই প্রথমে কোণের বউ। সকল স্ত্রীরই এই দুর্দ্দশা, সকল স্ত্রীরই এই লাঞ্ছনা। সকল স্ত্রীরই এই পরিণাম। ইহার মূল কারণ পরাধীনতা। যাহাঁরা স্বাধীন না হইয়া বিবাহ করেন, তাঁহাদেরই জীবন বিষাদময়। তাঁহাদের উভয় সঙ্কট। একদিকে সমাজবন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না, অপর দিকে সুখে জীবন উপভোগ করিতে পারেন না। অতএব স্বাধীন হইয়া বিবাহ করা ও দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় প্রাচীনদিগের কার্য্য করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

শ্রীসতীপ্রসাদ সেন।"

বাবু সতীপ্রসাদ সেন সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় বঙ্গসমাজের যে একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। চিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সৌষ্ঠব ও উন্নত ভাব দর্শন করিলে চিত্রকরের লিখননৈপুণ্য ও উন্নত ভাবের প্রশংসায় বিরত হওয়া যায় না। তিনি যে কেবল অতি উজ্জ্বল বর্ণ ফলাইয়াছেন এরূপ নয়, তাঁহার তুলির টানগুলি দেখিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, চিত্রখানি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ও সম্পূর্ণ হয় ই। সতীপ্রসাদ বাবু নব বধূর কষ্টের বিষয়ই বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু কি কারণে যে সে কষ্ট হয়, তাহা বিশেষ করিয়া বলেন নাই। এ কষ্ট বাল্যবিবাহ ও অশিক্ষার ফল। শৈশবকালে বিবাহ হয়, বালিকারা শৈশবেই পতিগৃহে যায়। তখন তাহাদের কর্ত্তব্য-শিক্ষা বা স্বভাবতঃ কর্ত্তব্য বোধ হয় না, গুরুজন বা অন্য অন্য পরিবারের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহা তাহারা জানে না। সর্ব্বদা ভ্রমপ্রমাদ ঘটে ও বুদ্ধি স্খলিত হয়। গুরুজনেরা তাহাদের সেই ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু অধিকাংশ গুরুজন অশিক্ষিত। পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন অশিক্ষিতের নিকটে শিক্ষালাভ কেমন বিড়ম্বনার বিষয়। যেরূপে শিক্ষা দিতে হয়, তাহারা তাহা জানে না। সুতরাং বানরের হাতে খন্তা দিবার ন্যায় বিপরীত ফল ফলিয়া উঠে। গুরুমহাশয়ের বেত্রবাহিনী শিক্ষার ন্যায় এ শিক্ষা অনেক স্থলে নববধূর অঙ্গে রুধির ধারা বর্ষণ করিয়া বঙ্গসমাজের শোচনীয় অবস্থার প্রমাণ করিয়া দেয়।

সতীপ্রসাদ বাবু যে প্রথার নিন্দা করিয়াছেন, যে প্রথা নববধূদিগের বিষম কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহাঁরা ঐ প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, নববধূদিগকে কষ্ট দেওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহাদের একটী সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত নয়, পক্ষান্তরে বাল্য বিবাহ চিরপ্রচলিত। একরূপ স্থলে পতিগৃহই স্ত্রীগণের শিক্ষার প্রধান স্থান। বিবাহের পর বালিকারা পতিগৃহে যদি গুরুজনের নিকটে থাকে, গুরুজন যদি সজ্জন ও ধীরপ্রকৃতি হন, তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসে তাহাদিগকে নীতিগর্ভ সৎ উপদেশ দিয়া সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন। গুরুজনেরা এই শিক্ষা দিবেন বলিয়াই সমাজের অধিনায়ক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্ত্রীগণের শৈশব কালেই পতিগৃহে বাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ গুরুজনই অশিক্ষিত। অধিকাংশ স্থলে সেই অশিক্ষার বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে গুরুজন সুশিক্ষিত এবং নববধূগণ বিনীত, সলজ্জ ও কর্ম্মিষ্ঠ, সেখানে সতীপ্রসাদ বাবুর বর্ণিত কষ্টের অভিনয় হয় না। বোধ হয় সতীপ্রসাদ বাবুও ইহা অনুভব করিয়া দেখিয়া থাকিবেন।

কালচক্র কুম্ভকার চক্রের ন্যায় খরতর ভ্রমণ করিতেছে, সেই ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশীয় লোকেরা সেই পরিবর্ত্তস্রোতে গা ঢালিয়া দেন না, উজান যাইবার চেষ্টা পান। সুতরাং বিপরীত স্রোতোগামীর যে দারুণ কষ্ট, তাহা ভোগ করিয়া থাকেন। বাল্যবিবাহ এখনকার সময়ের উপযোগী নয়। বাল্যবিবাহের পরিবর্ত্তন এখন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা এমনি অনাদ্রব (একগুঁয়ে) কালের গতির এমনি বিরোধী, প্রাচীন প্রথার এমনি ভক্ত, যে বাল্যবিবাহ নিবন্ধন দেশের বিষম দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, দেশ বলবীর্য্যহীন হইতেছে, অপ্রতিবিধেয় রোগ শোকের আবসথ হইতেছে, অকালমৃত্যুর ক্রীড়ার স্থান হইতেছে, তাঁহারা ইহা দেখিয়াও দেখেন না! তথাপি তাঁহাদের চৈতন্য হয় না, তথাপি তাঁহাদের বাল্যবিবাহ-পরিবর্ত্তন-চেষ্টা জন্মে না! সতীপ্রসাদ বাবু যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, বাল্যবিবাহের পরিবর্ত্তন ও সুশিক্ষার বহুল প্রচার ব্যতিরেকে কি তাহার সংশোধনের সম্ভাবনা আছে?

বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যের দুটী বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। প্রথম, যে পরিবর্ত্তনে দেশের উপকার আছে, সে পরিবর্ত্তন-চেষ্টা নাই, প্রত্যুত, যাহাতে অপকার আছে, সেই পরিবর্ত্তনস্রোত অবাধিতরূপে বহিতেছে। দ্বিতীয়, যদি কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তন করা হয়, প্রাচীন বিষয়ের সংস্কার-চেষ্টা করা হয় না। পরিবর্ত্তনস্থলে বিজাতীয় বিষয় আনিয়া সমাজ মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাওয়া হয়। তাহার এই ফল ফলে, অনেকে তদ্‌গ্রহণে অসমর্থ ও অননুরক্ত হয়। সুতরাং অভীষ্টসিদ্ধি হয় না।

পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয়দিগের ব্যবহার দর্শন করিলে ইহাঁদিগকে সজীবতা ও সহৃদয়তা-শূন্য বলিয়া বোধ হয়। দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গদেশে বার মাসে তের পার্ব্বণ ও সেই পার্ব্বণকালীন বাদ্যোদ্যম প্রথম উদাহরণ। সম্প্রতি যে চৈত্র-পার্ব্বণ অতীত হইয়াছে, পাঠক তাহারই বিষয় একবার বিচার করিয়া দেখুন। বাদ্যকারা যে ঢক্কার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যাহার শব্দে কর্ণ বধিরায়মাণ ও শিরোবেদনা উপস্থিত হয়, সেই ঢকার শব্দ ও তাহার তালে তালে আজও ভক্তের নৃত্য হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয়েরা এমনি বিকৃত-রুচি-সম্পন্ন ও নয়ন-শ্রবণহীন, যে তাহাতে কষ্ট বোধ নাই। কষ্ট বোধ থাকিলে অবশ্যই উহার পরিবর্ত্তনস্পৃহা জন্মিত। দ্বিতীয়, বস্ত্র-পরিধান। এ বিষয়ে বঙ্গবাসীদের রুচি যে কেমন বিকৃত, পাঠক কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। স্ত্রীলোকদিগের শাটী পরিধার যে এক রীতি আছে, তাহাতে ত প্রথমতঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে আবৃত হয় না, তাহা

[illegible]দার লোকে যত সৌখীন হইতেছে, ততই [illegible] হইয়া দাঁড়াইতেছে। শরীর আবরণ করা [illegible] পরিধানের উদ্দেশ্য; কিন্তু অনেকেরই বস্ত্র সে উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় না। সামাজিক লোকেরা সেই [illegible] বস্ত্র পরিধান করিয়া পরিবারগণকে [illegible] স্থানে কিরূপে গমন করিতে অনুমতি দেন, [illegible] আমরা বুঝিতে পারি না। যে দেশের অবস্থা [illegible]প, যে দেশের রুচি এই [illegible] বিকৃত, সে দেশে সতীপ্রসাদ বাবুর বর্ণিত [illegible] হইবার সম্ভাবনা নাই। [illegible] এমনি বিকৃত শোচনীয় অবস্থা যে, সকল অমঙ্গ[illegible] আকর যে বাল্যবিবাহ তাহা সমাজের দৃঢ়বদ্ধ [illegible] ভগ্ন করিতে পারিতেছে না, কিন্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ [illegible]পান সেই অর্গলা ভগ্ন করিয়া সমাজভিত্তিতে [illegible] ছিদ্র করিয়াছে, তাহাতে কোন কথা নাই। [illegible] যদি [illegible]-যৌবন-চিহ্ন নিজ কন্যাকে [illegible] বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় রাখ, [illegible] লোকেরা তোমাকে জাত্যন্তর করিবে, [illegible] হুকা বারণ করিবে। কিন্তু তুমি যদি মদের [illegible] পিপা পান করিয়া সহরের মদ মহার্ঘ্য [illegible] ফেল, কেহ উচ্চ বাচ্য করিবে না। শাস্ত্রে [illegible] যে সুরা পান করে, যে তাহার সংসর্গে থাকে, [illegible] মহাপাতকী হয়। সেই সুরা এখন নিত্য সেব্য হইয়া উঠিয়াছে।

শাসন সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয়-দিগের দুর্ভাগ্য।

শাসন সম্বন্ধে ভারতবাসিদিগের অনেকগুলি [illegible] বৈগুণ্য ঘটিয়াছে। তাঁহারা শাঁখের করাতের [illegible] স্থানে পতিত হইয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রথমতঃ শাসনকর্ত্তা বিদেশীয়, এদেশীয়ের সহিত তাঁহার সম-সুখ-দুঃখতা অল্প, এদেশীয়ের মনের ভাব ও আচার ব্যবহারাদিজ্ঞান অল্প; তাহাতে আবার তাঁহারা এক স্থানে স্থির নন, রাশিচক্রের ন্যায় ঘুরিতেছেন। রাজনীতিও ঘড়ির পেণ্ডুলমের ন্যায় চঞ্চল। কেবল নিজে চঞ্চল নয়, ঘড়ির কাঁটার ন্যায় রাজপুরুষদিগকেও চঞ্চল করিয়া তুলে। রাজা রাজধানীতে বাস করিয়া দেশ শাসন করেন, এই [illegible] প্রথা। উহাতে রাজা স্বরাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন [illegible] সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারেন। তাঁহার [illegible]বর্গের ভূয়োদর্শন জন্মে। প্রজায় রাজায় সম্পর্ক দৃঢ়ীভূত হয়। রাজা প্রজাবৎসল হন। কিন্তু অনেক দেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রথা। কোন দেশে প্রতি বৎসর, বা তিন চারি বৎসর অন্তর শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্ত হয়। রোমে প্রতি বৎসর সর্ব্ব প্রকার শাসনকর্ত্তারই কোন না কোনপ্রকার পরিবর্ত্ত হইত। আমেরিকায় পাঁচ বৎসরান্তে শাসন কর্ত্তার পরিবর্ত্ত হয়। ইংলণ্ডেও বলিতে গেলে সাত বৎসরের মধ্যে একবার না একবার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইহাতে শাসনকর্ত্তাদিগের শাসনকার্য্যে ভূয়োদর্শন জন্মিবার সম্ভাবনা অল্প হইলেও রোমের বৃদ্ধ-বিজ্ঞ-জন-শোভিত সেনেট, ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট, আমেরিকার কনগ্রেসসভা অনেক পরিমাণে সে অভাব পূরণ করিত ও করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দেশ সমূহে সাধারণ লোকে শাসনকার্য্য অনেক পরিমাণে শিখিত ও শিখিয়া থাকে, সুতরাং অনভিজ্ঞতা দোষে কোন শাসনকর্ত্তা কোন অন্যায় কার্য্যের অনুমোদন করিতেছেন বা অন্যায় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন দেখিতে পাইলে তাহারা তাহার দৃঢ়তর প্রতিবাদ করিত ও করিয়া থাকে। শাসন কর্ত্তারাও দেশীয় লোক, দেশের লোকের মনের ভাব ও আচার ব্যবহারাদি তাঁহাদের বেস জানা ছিল ও আছে, সুতরাং তাঁহারা দেশের লোকের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইতেন ও হইয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। প্রথমতঃ যাঁহারা শাসন করেন, তাঁহারা দেশীয় নহেন। দেশীয় আচার ব্যবহার প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগকে যাবৎ শাসনকাল অনভিজ্ঞ থাকিতে হয়। অনেক রীতিনীতি তাঁহাদের দেশীয় রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত, দেশীয় ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভাবিত নয়। তাঁহারা যদি এক ধর্ম্মাবলম্বী হইতেন প্রতিবেশস্থ দেশবাসী হইতেন তাহা হইলেও কথঞ্চিৎ সুবিধা হইত, তাঁহাদের শিক্ষা ও সংস্কার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ দুর্য্যোগ ত ব্রিটিশ সিংহের ভারতবর্ষে পদার্পণ দিনাবধি ঘটিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের শাসন সম্বন্ধে আর এক বিষম দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় ইংলণ্ডে মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন হইলেই ভারতবর্ষেরও শাসনকার্য্যের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। গবর্ণর জেনারল এবং বোম্বে ও মান্দ্রাজের গবর্ণর পরিবর্ত্তন হয়। সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তনস্রোত লেপ্টনাণ্টগবর্ণরপর্য্যন্তও আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এক দেশের শাসন প্রণালীর সহিত আর এক দেশের শাসন প্রণালীর এরূপ নিকট সম্বন্ধ থাকা দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। রোমীয় সাধারণ তন্ত্রের অধীনস্থ দেশ সকলেও এইরূপ রাজধানী হইতে পরিবর্ত্তন স্রোত প্রত্যেক স্থানীয় শাসনস্থানে উপনীত হইত। ইহাতে প্রজাগণের অতিশয় পীড়ন হইত। রোমে যে সকল উৎকোচ গ্রহণাদি মহাপাপের স্রোত বহিয়াছিল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সদাশয়তা ও নত্র-কর্ত্তা এবং ব্রিটিশ জাতির রাজনৈতিক উদারতা গুণে ব্রিটিশ অধিকারে তাহার কিছুই নাই বটে কিন্তু শাসনকর্ত্তার ঘন ঘন পরিবর্ত্তনে দেশের মঙ্গল হয় না।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল সভা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কেন্দ্র স্থানীয়। যেমন রোমীও সেনেট সভা নূতন নূতন নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাদিগের অনভিজ্ঞতা দোষের সংশোধন করিতেন, ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল সভাও সেইরূপ ভারতবর্ষীয় অনভিজ্ঞ শাসনকর্ত্তাদিগের দোষ সংশোধন করিয়া লন। বাস্তবিক সে ঘটনা নয়। গবর্ণর জেনারল সকল সময়ে কৌন্সিলের মত লইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য নহেন। তিনি নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন, কার্য্য করিয়াও থাকেন। যিনি গবর্ণর জেনারল হন, তিনি প্রায়ই ভারতবর্ষীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেন না। ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসভায় তাহার তর্ক প্রণালীর গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া তাহাকে নির্ব্বাচন করা হয় না। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অনেক সময়ে ভারতবর্ষবাসীদিগের প্রকৃত অনিষ্ট করিয়া বসেন। যিনি সর্ব্বোপরি কর্ত্তা, তিনি নিজেই যখন অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ নন, তখন তিনি যে আপনার অধীন শাসনকর্ত্তাদিগের অনভিজ্ঞতা দোষের সংশোধনে সমর্থ হইবেন তাহার সম্ভাবনা অল্প। আবার দেখা যায় যে মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন অনুসারে শাসনকার্য্য কখন ইংলণ্ডের কখন ভারতবর্ষের হস্তগত হয়। যখন উদারমতাবলম্বী [illegible] ইংলণ্ডের কর্ত্তা হন, তখন তাঁহারা স্বদেশের উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত থাকেন ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পান না। তাঁহারা যাঁহাকে গবর্ণর জেনারল করিয়া পাঠান, তাঁহারা তাঁহার উপরে ভার [illegible] প্রায় নিশ্চিন্ত হন। তিনি যদি যোগ্য লোক হন, তবেই ভারতবর্ষের কথঞ্চিৎ মঙ্গল হয়। অন্যথা সমুদয় ক্ষমতা ইণ্ডিয়ান কৌন্সিলের উপরে বর্ত্তে। এই কৌন্সিল ভারতবাসী অধিকাংশ ইংরাজের আশাস্থল। তাঁহারা এই সুযোগের সময়ে আপনাদের সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। এমন কি ইহারা লর্ড নর্থব্রুকের ন্যায় মহোদয়দিগেরও ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা বিফল করিয়াছেন।

আবার যখন উদার মতাবলম্বীর বিরোধী দল কর্ত্তা হন, ভারতবর্ষের শাসন[illegible] তাঁহাদের দেশের মাথা [illegible] তাঁহাদের এক [illegible]। তাঁহারা ভারতের প্রতি বিশেষ [illegible] দেন। কিন্তু ইহা বিমাতার মনোযোগ। ইহারা প্রায়ই এক

একজন সাক্ষী গোপাল ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের প্রতিবাদ গ্রাহ্যও করেন না। ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসভায় বসিয়া ভারতবর্ষের ব্যবস্থা প্রস্তুত হয়। বিংশতি কোটি লোকের তারস্বরে আর্ত্তনাদ অরণ্যে রোদন প্রায় হয়।

ফলতঃ ঘটিকা যন্ত্রস্থ দোদুল্যমান পদার্থের ন্যায় ভারতবর্ষীয় শাসন ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষীয় ও ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসভার হস্তে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এক মন্ত্রিসভার কর্ত্তৃত্বে ভারতবর্ষীয় ইংরাজগণের, অপর সভার কর্ত্তৃত্বে ইংলণ্ডীয় ইংরাজগণের মহোৎসব। অভাগা ভারত সন্তানের পক্ষে ইংলণ্ডীয় শাসন শাঁখারির করাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর। উভয় পার্শ্বেই তীক্ষ্ণ ধার দন্তাবলী, যে দিকেই যাও মাংসাস্থি ছেদন নিশ্চয়। যাহাই হউক, অত্রত্য কতকগুলি ইংরাজের একটী গুণ দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। যে মন্ত্রিসভার উপরেই কার্য্যভার ন্যস্ত হউক না কেন, তাঁহারা সকলেরই মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারেন। আজ দেখিলেন, ভারতবর্ষবাসীদিগের উপর কর্ত্তৃপক্ষীয়ের সুদৃষ্টি পড়িয়াছে, অমনি তাঁহারা উহাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়া বিখ্যাতনামা হইলেন। কালি আবার অন্য মন্ত্রিসভার অন্য মত হইল, তাঁহারা অমনি সেই মতে চলিলেন। তাঁহারা যেন আধ্যাত্মিক শক্তিবলে কাহার হাতে কখন প্রভুশক্তি ন্যস্ত থাকিবে, তাহার আঘ্রাণ প্রাপ্ত হন। আর সেই আঘ্রাণের অনুসরণ করেন। ইহা ভারতবর্ষীয়দিগের আর এক অমঙ্গল। ভারতবর্ষীয়েরা কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাশক্তির স্রোত বুঝিয়া লইতে পারেন না। সুতরাং উঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া তাহার অপনয়নে সমর্থ হন না।

কলিকাতা ছোট আদালতের সীমা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি।

ব্যাঘ্রের মুষলাকার তীক্ষ্ণাগ্র দন্তাবলী ও প্রখর নখর আছে, তদ্দ্বারা কেবল যে তাহারা পশু বধ করিয়া তন্মাংস ও শোণিত দ্বারা আত্মোদর পূরণ করে এরূপ নয়, ঐ দন্ত ও নখ তাহাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র স্বরূপ। যখন অপেক্ষাকৃত বলবান ব্যাঘ্র ও সিংহাদি আক্রমণ করিতে আইসে, তখন তাহারা ঐ অস্ত্র দ্বারা আত্মরক্ষা সম্পাদন করে। শৃগাল সর্প কুক্কুরাদিরও তীক্ষ্ণ দশনাদি তাহাদের আত্মরক্ষার উপায়। ভীরু কাপুরুষ মানুষদিগেরও ঐরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনা, ছলনা, চাতুরী, আইনের অসম্পূর্ণতাদি তাহাদের উপার্জ্জন ও আত্মরক্ষা উভয়েরই সাধন হইয়াছে, কিন্তু আমাদিগের রাজপুরুষেরা দিন দিন যে প্রকার তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইতেছেন, তাহাতে ঐ অধমদিগের ঐ উভয় পথই ক্রমে রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। এখন মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি দ্বারা উপার্জ্জন চেষ্টা বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। অধমেরা একেবারে ব্যবসায় ত্যাগ করে নাই বটে, কিন্তু সশঙ্ক হইয়া বিচরণ করিতেছে। অধমেরা এমনি চতুর ও প্রতারণাপটু যে তাহারা একটু ছিদ্র পাইলেই তদ্দ্বারা আপনাদের স্বার্থসাধন করিয়া লইবার চেষ্টা পায়। অতি সূক্ষ্ম বিন্দুও তাহাদের চক্ষে এড়াইতে পারে না। কোথায় কি আপনাদের প্রতারণার পথ আছে, তাহারা সর্ব্বদা সে অনুসন্ধান করিতেছে। কোথায় কি আইনের দোষ ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা আছে, কোথায় কাহার কি বন্দোবস্তের ছিদ্র আছে, তাহারা সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় যেন সে সমুদায় দেখিতে পাইতেছে। কলিকাতার সীমা ও ক্ষমতা নির্ণায়ক আইনের যে একটু অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটী আছে, অধমেরা তাহার উদ্ভাবন করিয়া সেই পথে বণিকদিগকে ঠকাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে।

এক ব্যক্তি কলিকাতার এক বণিক হাউস হইতে কতকগুলি দ্রব্য লয়। তখন সে কলিকাতায় বাস করিত। এখন সে বণিককে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে মফস্বলে গিয়া বাস করিয়াছে। যে দ্রব্য লয়, তাহার মূল্য ৫০০ টাকার ন্যূন। যাহার পাওনা, সেই মহাজন দেনদারের নামে কলিকাতা ছোট আদালতে নালিশ করিয়াছিল। জজ বলিয়াছেন ৫০০ টাকার ন্যূন মকদ্দমায় মফস্বলবাসী আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন, কলিকাতার ছোট আদালতের এরূপ ক্ষমতা নাই। আইনেও এ ক্ষমতা দেয় নাই। এই কথা কহিয়া জজ দুঃখ প্রকাশ ও বাদির নালিশ অগ্রাহ্য করেন।

ট্রেড্‌স এসোসিএসন সভার সেক্রেটারি এই বিষয়টী উদাহরণ স্থলে প্রদর্শন করিয়া কলিকাতা ছোট আদালতের সীমা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রার্থনায় বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আবার ঐ বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, শীঘ্র এ বিষয়ে আইনের একটী পাণ্ডুলেখ্য ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইবে।

দুর্ব্বৃত্তেরা হিতোপদেশকর্ত্তার হিরণ্যক মূষিকের ন্যায় শত দ্বার করিয়া বাস করে। কখন কোন মুখ দিয়া বহির্গত হয়, আর কোন মুখ দিয়া প্রবিষ্ট হয়, তাহার নির্ণয় করা কঠিন। অতএব তাহাদের গর্ত্তের দ্বারগুলি এককালে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত। যদি গর্ত্তগুলি একান্ত বন্ধ করিতে না পারা যায়, অন্ততঃ গর্ত্তের মুখে মুখে কেতকপত্র ও রা[illegible]বারণের ন্যায় আইনরূপ কণ্টক নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর তাহারা তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক দ্বারা মুখ বিদারণের ভয়ে গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অনেক ধূর্ত্ত দেনদার দিন কত কাল মহাজনদিগকে ঠকাইবার অভিপ্রায়ে ফরাসডাঙ্গায় গিয়া বাস করে। সে পথটী বন্ধ হইয়াছে, এখন কলিকাতা ছোট আদালতের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া এ পথটী বন্ধ করা একান্ত আবশ্যক।

কাবুলে এখন কে রাজা হইবেন?

ব্রিটিশসিংহ ক্ষুধার্ত্ত দৃপ্ত সিংহের ন্যায় লোলজিহ্ব হইয়া বেগে যখন কাবুল আক্রমণ করিতে যান, তাহার স্বাধীনতা হরণে উদ্যত হন, তখন এই সোমপ্রকাশ প্রাণপণে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। প্রাণপণ শব্দটী সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে [illegible] হইয়াছিল। সোমপ্রকাশ দেহ ত্যাগ করিয়াছে তথাপি প্রতিবাদে বিরত হয় নাই। কিন্তু আক্রমণে প্রবৃত্ত সিংহের ক্রম নিবারণ সাধ্যায়ত্ত নয়, কাবুলের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে। এখন তথায় কে রাজা হইবেন, এই প্রসঙ্গ উপস্থিত। সম্প্রতি তথায় যে একটী দরবার হইয়া গিয়াছে, দরবার স্থলে দরবারের অধিনায়ক গ্রিফিন সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, কাবুলে প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা একজন রাজার অন্বেষণ করিতেছেন। সেই রাজা যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগত হন, তবেই রাজা হইতে পারিবেন। সর্দ্দারদিগের ইচ্ছা যাকুব খাঁ রাজা হন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সে ইচ্ছা নয়। তাঁহারা বলেন যাকুব খাঁ তাঁহাদের অমতে কাজ ও বিরোধী আচরণ করিয়াছেন। যিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মতে কাজ করিবেন, তিনিই রাজা হইবেন।

রাজপ্রতিনিধির প্রতিনিধি দরবার স্থলে যখন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তখন কাবুলের যত স্বাধীনতা আছে ও উত্তর কালে যত স্বাধীনতা থাকিবে, তাহা পাঠকের অবিদিত থাকিতেছে না। যিনি অতঃপর রাজা হইবেন, তিনি যে কিরূপ রাজা হইবেন, তাহাও পাঠকের বুঝিয়া লওয়া কঠিন হইতেছে না। তাঁহাকে স্বর্ণসিংহাসনরূঢ় একটী সুসজ্জিত পুত্তলিকা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাজপুরুষেরা কল টিপিয়া তাঁহাকে যে দিকে নাচাইবেন তিনি সেই দিকেই নাচিবেন। কাবুলের সিংহাসনে এরূপ রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার স্বাধীনতা

কার ভাণ কি বিড়ম্বনার বিষয় নয়? এরূপ অবস্থায় কাবুলে আমাদিগের রাজপুরুষগণের কিরূপ কাজ করা উচিত?

কাবুলের স্বাধীনতারত্ন যখন হৃত হইয়াছে, স্বাধীন দেশ বলিয়া কাবুলের যখন মান মর্য্যাদা লাভের সম্ভাবনা নাই, দেশ স্বাধীন থাকিলে যে যে গুণ থাকে, সে গুণ থাকিবারও যখন আর সম্ভাবনা নাই, তখন আর এই বিড়ম্বনা কেন? আমাদিগের বিবেচনায় পরম্পরা সম্বন্ধে না করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাবুলের রাজশক্তি নিজ হস্তে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কাবুলের সিংহাসনে উল্লিখিত বিড়ম্বনাময় রাজাকে অধিষ্ঠিত করিলে কি কাবুলের, কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের, কি ভারতবর্ষের কাহারই মঙ্গল হইবে না। কাবুলের এখন বিষম বিশৃঙ্খল অবস্থা, তথাকার সরদারেরা অতিশয় উদ্ধতপ্রকৃতি ও অশিক্ষিত। তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত নয়। তাহারা পরস্পর পরস্পরের তত্তবেষ করিয়া থাকে। একটু সুযোগ পাইলেই পরস্পরের অনিষ্টসাধনে বিমুখ হয় না। রাজ্যের শাসনরজ্জু গ্রহণে সমর্থ এমন যোগ্য ও দক্ষ লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্ট যাহাকে রাজা করুন, আপনাদিগের পক্ষের আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে। সৈন্য সামন্ত তথায় রাখিতে হইবে। সেই সৈন্যের ব্যয় নিত্য যোগাইতে হইবে। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট নিজেই যে কেবল ব্যতিব্যস্ত হইবেন এরূপ নয়, ভারতবাসীদিগকেও ব্যতিব্যস্ত করিবেন। ভারতভূমিকে তাঁহারা কপিলা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদিগের সংস্কার এই, তাঁহারা যখন মনে করিবেন, তখনি তাহাকে দোহন করিয়া লইতে পারিবেন। ভারতভূমি হৃষ্টপুষ্ট কামধেনু হউক, আর জীর্ণ শীর্ণ গাভি হউক, এস্থলে তাহার বিচারের প্রয়োজন হইতেছে না; যাহার সঙ্গতি আছে, সে ব্যক্তিরও যদি অপরের নিমিত্ত নিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা হইলে সে ক্ষতি সহ্য করিতে পারে না। ভারতবর্ষ কাবুলের নিমিত্ত চির দিন যে ক্ষতি সহ্য করিবে, ইহা কি সম্ভাবিত?

দ্বিতীয় কথা এই, কাবুলে যদি ধামাধরা রাজা করা হয়, কাবুলের তাহাতে মঙ্গল নাই। তাঁহা হইতে কাবুলের কোন প্রকার উন্নতি হইবে না। না দেশের লেখা পড়া শিক্ষা, না ধর্ম্মনীতিদীক্ষা, না আয় ব্যয়ের সচ্ছল অবস্থা, না পুলিষের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, না সুবিচার প্রণালী ইহার কিছুই হইবে না। প্রত্যুত সুরাজা-রহিত রাজ্যের যে সমস্ত দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে, তাহাই ঘটিবে। তাহাতে লোকের ক্রমে অবনতি হইবে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎসম্বন্ধে যদি কাবুলের রাজ্যভার গ্রহণ করেন, আমরা যে যে অনিষ্টের উল্লেখ করিলাম, তাহার নিবারণ হইয়া নানাপ্রকার শুভ ফলই ফলিতে থাকিবে। পুলিষের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত, সুবিচার বিতরণ, দেশের লোকের লেখা পড়া শিক্ষার উপায় বিধান প্রভৃতি নানাপ্রকার সুখকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। দেশের লোকেরা স্বাধীনতা বিনিময় করিয়া যদি এইগুলি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেও তাহাদিগের হৃদয় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইবে। কিন্তু এদিকে স্বাধীনতা গেল ওদিকেও অত্যাচার-স্রোত বহিতে লাগিল, যদি এরূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলে কাবুল যে কেবল শ্রীহীন হইবে এরূপ নয়, কাবুলবাসিরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে নিত্য অভিশাপ দিতে থাকিবে।

তৃতীয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বরদার মলহর রাওকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে একজন বালককে অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু তথায় এক শুভ ঘটনা নিবন্ধন বালকের অভিষেক জন্য অনিষ্ট ফল দেখিতে হইল না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রাজনীতিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ উপযুক্ত সর, টি, মাধব রাওকে ঐ রাজ্যের কর্ণধারতা পদে নিয়োজিত করিলেন। গবর্ণমেণ্ট কাবুলে কি সার টি, মাধব রাওয়ের সদৃশ উপযুক্ত মন্ত্রী পাইবেন? কাবুলে আজিও সেরূপ যোগ্য লোক জন্ম গ্রহণ করেন নাই। গবর্ণমেণ্টকেই মন্ত্রীর কার্য্য করিতে হইবে।

চতুর্থ, আবদুল রহমান মাংসাশী গৃধ্রের ন্যায় দূর হইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাবুল দর্শন করিতেছেন। তিনি সুযোগ পাইলে উপদ্রব ঘটাইবার চেষ্টায় কখনই বিমুখ হইবেন না। দেশীয় কোন ব্যক্তিকে রাজা করিলে আবদুল রহমানের ভগ্নোৎসাহ হইবার কথা নয়, প্রত্যুত তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তিনি যদি ব্রিটিশ সিংহকে কাবুলের সিংহাসনে অধিরূঢ় দর্শন করেন, অগ্রসর হইতে তাঁহার সাহস জন্মিবে না।

পঞ্চম, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাবুলের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বল্পকাল মধ্যে তথা হইতেই কাবুলের ব্যয় সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তাঁহারা আয় সংস্থানের নানা উপায় জানেন। রাজ্য সুশৃঙ্খল হইলে সে উপায় সহজে উদ্ভাবিত ও সম্পাদিত হইয়া আসিবে। তাহা হইলে আর পীড়িতের পীড়া অর্থাৎ দুর্ব্বহ ভারবাহী ভারতকে নূতন ভারে ক্লিষ্ট হইতে হইবে না। ভারতবাসিরাও রাজপুরুষদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। কাবুলও সুখী হইবে। তবে সর্ব্বাগ্রে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে বিনা পক্ষপাতে রাজপুরুষদিগকে এই কাজটী করিতে হইবে, ইউরোপীয়ের হউক, আর দেশবাসীর হউক, কাবুল মধ্যে কাহার কোন প্রকার অত্যাচার না থাকে। সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার নিবারিত হইলেই কাবুলবাসীরা আপনা হইতেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত হইবে এবং আপনাদের স্বাধীনতালোপ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া যাইবে।

আমরা যে যে যুক্তিতে উপরি উক্ত মত প্রকাশ করিলাম, যাঁহারা পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে সেই সেই যুক্তি ধরিয়া উল্লিখিত বিষয়ের বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা সকলেই একমত্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বহস্তে কাবুলের রাজশক্তি গ্রহণের মত প্রকাশ করিবেন সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে কোন দোষ থাকুক, সাধারণো প্রজাগণের সুখ সম্বর্দ্ধন ও তাহাদের উন্নতি-বিধানের যে ইচ্ছা আছে, তাহা সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কাবুল তাঁহাদের হস্তগত থাকিলে এক্ষণকার অপেক্ষা ইহা যে বহুগুণে সুখী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন স্থির হইতেছে, উহাদিগের স্বাধীনতা লাভের আর আশা নাই, তখন এই ব্যবস্থাই শ্রেয়স্করিণী। তবে যাঁহারা মনে করিতেছেন, উদার মতাবলম্বী দলের প্রভুত্ব জন্মিলে কাবুলের স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে, তাঁহাদিগের ভ্রম। ব্রিটিশ রাজনীতির গতি এরূপ নয়। পূর্ব্বাধিকারীরা যে কাজ করিয়া যান, পরাধিকারীরা তাহার পরিবর্ত্তন করেন না। ভারতবর্ষে ব্রিটিশজাতির প্রায় সপাদ শতবৎসর রাজত্ব হইতে চলিল, ইহার মধ্যে যত কাজ হইয়া গিয়াছে, তাহার কোনটীর পরিবর্ত্ত হইয়াছে? ব্রিটিশ রাজনীতি আমাদিগের দায়ভাগকার জীমূতবাহনের নীতির তুল্য। দায়ভাগকার বলেন, পিতা পুত্রপৌত্রাদি-সত্ত্বে কাহাকে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারিবেন না, কিন্তু যদি দান করিয়া ফেলেন তাহা সিদ্ধ হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরও মত নয় যে তাঁহাদের অধীন কর্ম্মচারীরা কোন প্রকার অন্যায় বা অসঙ্গত কর্ম্ম করেন, কিন্তু যদি করিয়া ফেলেন, তাহার আর পরিবর্ত্ত হইবে না।

বাবু লালমোহন ঘোষের পার্লামেণ্টের সভ্যপদ লাভের আশংসা।

“ঘোস খবরের ঝুঁটাও ভাল।” বাবু লালমোহন ঘোষ পার্লামেণ্ট সভার সভ্য হইবেন যে একটী জনরব উঠিয়াছে, তাহা সত্য হউক, আমাদিগের হৃদয় কিন্তু আনন্দিত হ

পার্লামেণ্ট সভায় ভারতবর্ষীয় সভ্য নিয়োজিত হন, সোমপ্রকাশের এ অনেক দিনের প্রস্তাব, এ অনেক দিনের বাঞ্ছা। বাবু লালমোহন ঘোষ হইতে বুঝি সেই বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, এই আশাবীজ অঙ্কুরিত হয়। সোমপ্রকাশের যুক্তি এই, ভারতবর্ষীয়েরা যাবৎ পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য হইতে না পারিবেন, তাবৎ ব্রিটিশ জাতি হইতে ভারতের প্রকৃত হিত লাভের সম্ভাবনা নাই। পার্লামেণ্টসভা ব্রিটিশ জাতির সমষ্টিস্বরূপ। যাঁহারা ব্রিটিশ জাতির অলঙ্কার ও গৌরবভূত, তাঁহারা পার্লামেণ্ট সভা অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। তাঁহারা ভারতের দুঃখ, ভারতের অভাব ভারতের কষ্ট প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে পারেন না। সুতরাং দুঃখ জানিতে না পারিলে দয়া উপজে না। দয়া না হইলেও দুঃখ প্রতিকারের ইচ্ছা জন্মে না। সভায় আমাদিগের দুঃখ জানাইবার লোক নাই, সুতরাং সভার আমাদিগের দুঃখ দূর করিবার আন্তরিক চেষ্টা হয় না। কিন্তু সভায় যদি ভারতবর্ষীয় সভ্য নিয়োজিত হন, তাঁহারা যদি ভারতবর্ষের দুঃখ সভ্যগণের গোচর করেন, আমাদিগের কষ্টের অনেক লাঘব হয় সন্দেহ নাই।

অনেকে আপত্তি করিয়া বলেন, ভারতবর্ষীয়দিগের পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য হইবার স্বত্ব কি? দাওয়া কি? ভারতবর্ষীয়েরা গ্রেট ব্রিটেনে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইঁহারা গ্রেট ব্রিটেনের আচার ব্যবহার অনুসারে চলেন না। গ্রেট ব্রিটেনের ধর্ম্ম ইঁহাদের ধর্ম্ম নয়। তবে কি গুণে ও কি যুক্তিতে মহাসভার সভ্য হইবেন?

আমরা যুক্তি বুঝি না, ও স্বত্বাস্বত্ব বুঝি না। আমরা এই বুঝি, আমরা ব্রিটিশ প্রজা, পার্লিয়ামেণ্ট সভা আমাদিগের রাজা, রাজার কর্ত্তব্য, প্রজার যে অংশে যে কিছু কষ্ট আছে, সমুদায় দূর করেন। সভা আমাদের সমুদায় দুঃখ জানিতে পারেন না। সুতরাং তাহা দূর করিতেও পারেন না। কিন্তু আমাদিগের দেশের লোক সভ্য হইলে সভা আমাদের দেশের দুঃখ ও অভাব বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন, তাহার মোচন ও করিবেন। অতএব আমাদের পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য হইবার দাওয়া আছে। কেবল বাবু লালমোহন ঘোষ সভ্য হইলেই আমরা তৃপ্তি লাভ করিতেছি না। কতকগুলি ভারতবর্ষীয় সভ্য হইলে সভা আমাদিগের নিবেদনীয় বিষয় সুন্দররূপে জানিতে পারেন, কতকগুলি সভ্য করা উচিত। আইন বল, নিয়ম বল, এ সমুদায়েরই মূল যুক্তি। যুক্তিই আইন ও নিয়মের সৃষ্টির কারণ। যুক্তিই আইন ও নিয়মের রক্ষার কারণ। যুক্তিই আইন ও নিয়মের পরিবর্ত্তের কারণ। যুক্তিই আইন ও নিয়মের লোপের কারণ, সেই যুক্তি আমাদিগের পক্ষে আছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন আইন ও কোন নিয়মই অপরিবর্ত্তনীয় নয়। তাঁহারা প্রয়োজন অনুসারে সমুদায় বিষয়ের পরিবর্ত্ত করিয়া থাকেন। প্রয়োজন অনুসারে নূতন নিয়মেরও সৃষ্টি করেন। তাঁহারা যখন আমাদের পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য হইবার প্রয়োজন বুঝিতেছেন, তখন নূতন নিয়ম না করিবেন কেন? আমাদিগের যে কিছু শুভাশুভ সমুদায়ই তাঁহাদিগের কৃপাসাধ্য। তাঁহারা যখন আমাদিগের উপর কৃপা করিয়া আমাদিগকে সিবিল সর্ব্বাণ্ট করিয়াছেন, কৃপা করিয়া আমাদিগকে হাইকোর্টের জজ করিয়াছেন, কৃপা করিয়া আমাদিগের জেলার জজ হইবার পথ মুক্ত করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে আমাদিগের প্রতি যে কৃপা করিবেন না, তাহা ত বোধ হয় না। তবে আমাদিগের চেষ্টা নাই, উদ্যোগ নাই, তাহাতেই তাঁহারা কৃপা করেন না। যেমন ইক্ষু তেমনি থাকিলে রস নির্গত হয় না, তাহা মর্দ্দন করিতে হয়। অতএব যাঁহারা আমাদিগের দেশের শীর্ষ স্থানে আছেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য, একবাক্য হইয়া সকলে এ বিষয়ে যত্নবান হন এবং অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের দ্বারা এ বিষয় ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের ও পার্লিয়ামেণ্ট সভার গোচর করেন।

বিবিধ সংবাদ।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে। ১৯ এ এপ্রেল জেনারল ষ্টুয়ার্টের সৈন্যগণ মুসাকি হইতে যাত্রা কালে দেখিল, আন্দারাইজ তেরাকিস ও সলিমান খেল জাতীয় ১৫০০০ অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্য একত্রিত হইয়াছে। জেনারল ষ্টুয়ার্ট ইহাদিগকে আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে গিজিনির ২৩ মাইল দক্ষিণে ঐ সকল সৈন্যের মধ্য হইতে ৩০০০ হাজার আসিয়া ইংরাজ সৈন্যগণকে আক্রমণ করে। উভয় পক্ষে এক ঘণ্টাকাল ঘোরতর যুদ্ধ হয়। বিপক্ষেরা পরাস্ত হইয়াছে। এই যুদ্ধে উহাদিগের দুই হাজার লোক হত ও আহত হইয়াছে। ইংরাজ পক্ষে ১৭ জন মাত্র হত ও ১১৫ জন আহত হইয়াছে।

রুশিয়াবাসী ইহুদীরাই তত্রত্য নিহিলিষ্ট চক্রান্তের মূল। রুশ কর্ত্তৃপক্ষেরা এতদিন তাহা জানিতে পারেন নাই। সম্প্রতি এ রহস্যের উচ্ছেদ হইয়াছে। চক্রান্তকারীদিগকে ধরিয়া ফাঁসি দেওয়া হইতেছে। এই সঙ্গে অনেক নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে। চক্রান্তকারীরা এক্ষণে শরণাগত হইয়াও পরিত্রাণ পাইতেছে না।

লাহোরে গত শনিবারে ও তাহার পূর্ব্ব বুধবারে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। শনিবারে বেলা ৫ টা ২৫ মিনিটে আরম্ভ হইয়া চারি সেকেণ্ড মাত্র ছিল উহার পূর্ব্ব বুধবারে রাত্রি ৮ টা ১৫ মিনিটে আরম্ভ হইয়াছিল।

কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ধরণী নামক অসভ্য জাতীয় ৩০০ শত লোক একত্র হইয়া ধবরাই আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। উহাদিগের ১২ জন হত ও ১৪ জন আহত হইয়াছে।

আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা ও কার্য্য বর্ত্তমান, আফগানিস্থানে যে সকল কর্ম্মচারী টেলিগ্রাফ ও ডাক বিভাগে কর্ম্ম করিতেছেন, কর্ত্তৃপক্ষেরা ইতিপূর্ব্বে তাহাদিগকে ভাতা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মধ্যে একবার তাহা বন্ধ করিয়া দেন। এক্ষণে আবার এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে টেলিগ্রাফের কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীরাই ভাতা পাইবে, কিন্তু ডাক বিভাগের লোকে পাইবেন না।

শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ক্রফ্ট সাহেব এক খানি সারকিউলার প্রচার করিয়া সমুদায় কালেজ ও স্কুলের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকদিগকে জানাইয়াছেন যে এখন হইতে তাঁহাদিগের স্কুল অথবা কালেজ লাইব্রেরীর জন্য যে সকল ইংরাজী পুস্তক আবশ্যক হইবে, তাহা ব্রাউন কোম্পানির নিকট হইতে ক্রয় করিতে হইবে। ষ্টেট সেক্রেটারির নি[illegible] উহার জন্য আর আবেদন করিতে হইবে না।

প্রোফেসর মার্স নামে আমেরিকাবাসী এ[illegible] পণ্ডিত এক অদ্ভুত জন্তু দর্শনের কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, উহার উরুদেশ ৮ ফিট লম্বা ও ২৫ ই[illegible] মোটা। অন্যান্য অবয়বও এইরূপ। লম্বায়ও উহা ১১৫ ফুটের কম নহে। তত্রত্য ইয়ালো কালেজ মিউজিয়মে যে কুম্ভীরের মৃতদেহটী আছে, উহা জীবিতাবস্থায় ১০০ ফিট লম্বা ছিল।

গত ১৪ ই রাণিকট নামক স্থানে বেলা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময়ে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। কম্পনে অনেকগুলি বাড়ীর দেয়াল ফাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু আর কিছু বিশেষ ক্ষতি হ[illegible] নাই।

বঙ্গদেশের ন্যায় অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হাঁসপাতাল সমূহের ব্যয় সংক্ষেপ করা হইতেছে। গতবর্ষে এই সকল হাঁসপাতালের প্রতি রোগীর জন্য প্রত্যহ পাঁচ আনা আট পাই খরচ পড়িত, এবৎসর সংক্ষেপ করিয়া পাঁচ আনা তিন পাই করা হইয়াছে।

[illegible] গ্রন্থগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে:—

১। শত্রু বংশ চরিত। ২। জোয়ানের জীবন চরিত। ৩। [illegible] সঙ্গীত। ৪। আর্য্যধর্ম্ম বিবেক। ৫। [illegible] মাসিক পত্রিকা) ৬। জেনানা [illegible] কাব্য) ৭। পঞ্চানন্দ (হাস্য রস-[illegible] পত্র) ৮। কল্পলতা (মাসিক পত্রিকা) ৯। সহজ পরিমিতি।

[illegible] অব্দে হিংস্র জন্তুর হস্তে মান্দ্রাজের [illegible] লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ঐ দুই বৎসরে শীকারীর হস্তে ১৭৯ ব্যাঘ্র ৬১৮ চিতা বাঘ [illegible] ১৩ নেকড়িয়া ১৬ গোবাঘ হত হয়। গবর্ণমেণ্টকে এই সকল শীকারির পুরস্কার ১৭১৬৩ টাকা দিতে হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম-ভারতবর্ষের যাবতীয় বিভাগেই ব্যয় সংক্ষেপ চেষ্টা জন্মিয়াছে, ষ্টেট সেক্রেটারি বোম্বাইয়ের গবর্ণরের বেতন বার্ষিক ৮ হাজার টাকা কমাইয়া দিয়াছেন। এখন হইতে যিনি বোম্বাইয়ের গবর্ণরী পদে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে বার্ষিক ১২০০০০ টাকা বেতন লইতে হইবে। পূর্ব্ববৎ ১২৮০০০০ টাকা পাইবেন না। ঐরূপ তাঁহার সভার সভ্যগণেরও বার্ষিক ৮ হাজার টাকা বেতন কমিয়া গিয়াছে। এখন হইতে সভ্যগণেই বার্ষিক ৬১ হাজার টাকা বেতন প্রাপ্ত হই-[illegible]। ক্রমে হাইকোর্টের জজদিগেরও বেতনের [illegible] হইবে, কিন্তু কত হ্রাস হইবে তাহার কিছুই [illegible] হয় নাই। অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণকে [illegible] দিয়া অথবা তাহাদিগের বেতন কমাইয়া [illegible] সংক্ষেপ করা অপেক্ষা এইরূপ মোটা বেতন [illegible] মোটা টাকা কমাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাই ভাল [illegible]। ষ্টেট সেক্রেটারির দৃষ্টি কি আর কোন দিকে পড়িবে না?

ইংলিসম্যানের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন [illegible] গ্রিফিন কোহিস্থানে সর্দ্দার ও মালিক [illegible] লইয়া একটী দরবার করিয়াছিলেন। [illegible] ইংরাজদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া [illegible] গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহাদিগের উপর অত্যন্ত [illegible] হইয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে জানানই এই [illegible] মুখ্য উদ্দেশ্য।

[illegible] হইতে [illegible] এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে [illegible] গত কল্য উইণ্ডসোর হইতে লণ্ডনে [illegible] করিয়া আর্‌ল গ্রানভিল ও গ্লাডষ্টোনের [illegible] সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী গ্লাডষ্টো-[illegible] হয় অদ্য ডাকিয়া লইয়া যাইবেন। ডেলি [illegible] বলিতেছেন, লর্ড ডফরিনকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল করাই ক্রমে স্থির হইতেছে।

গত বুধবার বেলা ৭ ঘটিকার সময়ে একখানি চাউলের কীস্তি ইথুপিয়া নামক জাহাজের ধাক্কা লাগিয়া গার্ডেন রিচে জলমগ্ন হইয়াছে। চাউল ডুবিয়া গিয়াছে কিন্তু প্রাণিহত্যা হয় নাই।

১৭ ই এপ্রেল যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৮২ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

চীনেরা যে ইন্দুর ভক্ষণ করে, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু উহারা যে দুগ্ধ পান করে না, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। তাহাদিগের যুক্তি এই, খাদ্যের নিমিত্ত পশুদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কিছু লওয়া মানুষের উচিত নহে। বিশেষতঃ গাভী হইতে কিছুই লইতে নাই। উহারা মনুষ্যের বিশেষ উপকারী। যাহার নিকট হইতে মানুষ সর্ব্ব প্রকারে উপকার পায়, সেই গাভীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক দুগ্ধ দোহন করিয়া লওয়া বড়ই অকর্ত্তব্য। যে সকল লোক ইহা না বুঝে, তাহারা পশু অপেক্ষাও নির্ব্বোধ। যাহারা দুগ্ধ বিক্রী করে, তাহারা ধনলুব্ধ, যাহারা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য খায়, তাহারা নির্ব্বোধ। স্তনদুগ্ধের অভাবে বালকের যেমন দেহ পুষ্ট হয় না, তেমনি গাভীর দুগ্ধ না পাইলে বৎসও সবলদেহ হইতে পারে না। এই সকল জানিয়া শুনিয়া যাহারা গাভিদুগ্ধ দোহন করিয়া বিক্রয় করে ও যাহারা তাহা ক্রয় করে, তাহারা মহাপাপে লিপ্ত হয়। যদিও গরুতে কিছু বলিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহারা এ জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হয় এবং যাহারা খায়, তাহারা ক্রমে পশুপক্ষির ন্যায় হইতে থাকে। দেহ পুষ্ট করিবার জগতে অসংখ্য দ্রব্য আছে। এ সকল সত্ত্বেও যাহারা দুগ্ধ পান করে, তাহাদিগের অপেক্ষা মূঢ় জগতে আর কেহই নাই। উহারা বলে মানুষের জীবনের একটী সীমা আছে, তবে যাহারা দুগ্ধ পান করে, তাহারা কি সকল হইয়া অমর হয়? যখন তাহা হয় না জানা আছে তখন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সদয় ব্যবহার করা মনুষ্যের উচিত। সকলেরই এই সৎপরামর্শ অনুসারে দুগ্ধ পানে বিরত হওয়া আবশ্যক। যে পরিবার দুগ্ধ পান হইতে নিবৃত্ত হইবে, সেই পরিবার ভীষণ সংক্রামক পীড়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে। আর যাহারা দুগ্ধপানের বিষময় ফল না জানে, যিনি তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দিবেন, এ জগতে তাঁহারই উন্নতি হইবে।

আমেরিকার অন্তঃপাতী নরকোপিং নামক স্থানের একটী নদীতে বৃহৎ জাহাজের গমনাগমনের সুবিধার্থ তাহার তলা খনন করিয়া গভীর করিবার প্রয়োজন হয়। ঐ তলা খনন করিতে করিতে উহার সাত ফুটের নিম্নে ৮ টী ওক গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার সমুদায় ছাল পচিয়া গিয়াছে। যখন ঐ গাছ তোলা হইল দেখা গেল উহা আবলুসের ন্যায় কাল হইয়া গিয়াছে এবং অতিশয় শক্ত হইয়াছে। অনুমান করা হইয়াছে ঐ গাছগুলি প্রায় ৯০০ শত বৎসর কাল ঐ অবস্থায় পতিত ছিল।

এই গ্রীষ্মের সময়ে বঙ্গদেশ প্রায়ই সুস্থ থাকে কিন্তু এবার আমরা আমাদের বাস গ্রামের সন্নিহিত গ্রাম গুলিতে জ্বর, হাম, বসন্ত, বিসূচিকাদি রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখিতেছি। আমাদিগের সম্বাদদাতারাও বিসূচিকাদির প্রাদুর্ভাবের সংবাদ দিয়াছেন। এবার এই প্রকার ঘটনার কারণ এই বোধ হয় গত বৎসর সুবৃষ্টি না হওয়াতেই সরোবরাদি জলে পরিপূর্ণ হয় নাই। অনেক স্থলেই বিশুদ্ধ পানীয় জল দুর্লভ হইয়াছে। অনুমান হয় পঙ্কিল জল পানই এই পীড়ার প্রাদুর্ভাবের কারণ। যেখানে মিউনিসিপালটী নাই, সেখানে যদি বিশুদ্ধ পানীয় জল দুর্ল্লভ হয়, তাহা আমাদিগের তত বিস্ময়ের কারণ হয় না। কিন্তু যে যে স্থানে মিউনিসিপালিটী আছে, সেখানে এ ঘটনা অতিশয় দুঃখ ও বিস্ময়ের কারণ। মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য রাস্তাদিরকার্য্য বন্ধ করিয়াও উৎকৃষ্ট পানীয় জলের সংস্থান করিয়া দেন। অধীনস্থ গ্রাম নগরাদির স্বাস্থ্যবিধানই মিউনিসিপালিটীর প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য।

গবর্ণমেণ্ট বিনা পরীক্ষায় দেশীয়দিগকে যে সিবিল সর্ব্বাণ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভারতজাত ইংরাজ ও ইউরেসিয়েরাও তৎফলভা[illegible]বে। এটী গবর্ণমেণ্টের ঔদার্য্যের কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যেই এই প্রকার ঔদার্য্য দর্শন করিতে ভাল বাসি।

এবার চীনের সহিত রুশের ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। উভয় পক্ষেই যুদ্ধ আয়োজন হইতেছে। চীনেরা বড় বড় কামান ও রণতরি সংগ্রহ করিয়া থিয়াঙ্গিনে একত্র করিতেছে।

মনিয়র উইলিয়ম্‌সের হিন্দুধর্ম্ম সংক্রান্ত ও রিজ ডেবিডের বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তকদ্বয় এল, এ, পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। উদার মতাবলম্বী গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মগ্রন্থ পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য নয়।

গ্লাসগো নিবাসী ম্যাকটীয়র নামে এক ব্যক্তি সামান্য প্রস্তর হইতে উজ্জ্বল হীরক প্রস্তুত করিয়াছেন। উহার জ্যোতি প্রকৃত হীরার অপেক্ষা ন্যূন নহে। প্রকৃত হীরার সহিত প্রভেদ করাও কঠিন।

ফ্যাবার নামে একজন ফরাসি এক আশ্চর্য্য কলের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। তিনি বলেন ঐ

কল মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্ট কথা কহিতে পারিবে। ইহাতে ১৪ টী চাবি আছে ও মনুষ্যের শ্বাসনালীর ন্যায় নালী, ওষ্ঠ, আলজিহ্বা ও নাসিকা প্রভৃতি সমস্তই আছে। এই কল দ্বারা কথা কহাইতে হইলে ঐ চাবি এরূপে টিপিতে হইবে যে তাহা দ্বারা ঐ ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃত ক্রিয়া হইতে থাকিবে। এবং কথাগুলিও অতি স্পষ্টরূপে বহির্গত হইবে।

কল চালাইবার কার্য্যে দেশীয়দিগকে নিযুক্ত করিবার সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত রেজলিউসন করিয়াছেনঃ—

কল চালকের পদে দেশীয় লোক নিযুক্ত করা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মাত্রেরই উচিত। কেবল ব্যয়সংক্ষেপ নয়, ইউরোপীয় কলচালকদিগের প্রাণরক্ষাও ইহার উদ্দেশ্য। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সর্ব্বদা অগ্নির নিকটে থাকাতে ইউরোপীয়েরা শীঘ্র রুগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। দেশীয় লোক কলচালক হইলে সে শঙ্কা অল্প হইবে। লোক এই সময়ে সর্দ্দিগর্ম্মিতে প্রাণত্যাগ করে। দেশীয় লোককে কল চালকের কার্য্য উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট তদ্দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অন্য অন্য রেলওয়ে কোম্পানিও যাহাতে এই প্রথা প্রচলিত করেন, তজ্জন্যও বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। সুবুদ্ধি বালকগণ যদি লোকোমটীবে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে এক অথবা দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারখানার কার্য্য ও ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইবে। তৎপরে কোন কল চালকের অধীনে বহু দিবস বিনা বেতনে ফায়ারম্যানের কাজে থাকিয়া উত্তমরূপ শিখিলে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত বেতনে কল চালকের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। ইংরাজী শিক্ষিত বালক ইংরাজীর অনভিজ্ঞ বালক অপেক্ষা অধিক বেতন প্রাপ্ত হইবে। গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে গারান্টিড রেলওয়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ও ষ্টেট রেলওয়ের ম্যানেজারদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এবং যাহাতে তাঁহাদিগের অধীনস্থ রেলওয়ে সমূহে দেশীয় ড্রাইবর নিযুক্ত হয় সে জন্য বিশেষ মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে উক্তরূপ প্রথা প্রথম অবলম্বন করিতে হইলে বড় কষ্ট হইবে বটে কিন্তু ইহারা যখন শিক্ষিত হইবে তখন সকল দিকেই বিশেষ সুবিধা হইবে। বোম্বাইয়ের গবর্ণর এই আদেশ মান্দ্রাজ ও দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন।

অধুনা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ এক প্রকার লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা আর্য্যগণের কৃতি ও কীর্ত্তি। আমরা তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইংরাজী সাহিত্যের মোহিনী শক্তি আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমাদিগকে সেই পবিত্র সারগর্ভ লুপ্তপ্রায় সংস্কৃত শাস্ত্রের উদ্ধার বিষয়ে একান্ত শিথিলযত্ন দেখিয়া ইউরোপীয় পাণ্ডতগণ তাহার উদ্ধার কামনা করিয়াছেন। যে সকল পুস্তক এক্ষণে আর আমাদিগের দেশে পাওয়া যায় না, ইউরোপে তাহা পাওয়া যাইতেছে। আমাদিগের আবশ্যক হইলে ইউরোপবাসী পণ্ডিতগণ আমাদিগের ঐ অভাব মোচন করেন। জগতের সকল জাতিই আপন আপন দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্যাদি শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষণে তৎপর। তাঁহারা আপনাদিগের পৈতৃক ধন যত্নে রাখিয়া অন্য জাতির সাহিত্যাদি ভাণ্ডার হইতে অমূল্য রত্ন সকল বাছিয়া লইতে চেষ্টা পান, কিন্তু আমরা সেই আর্য্যদিগের এমনি অকৃতী সন্তান যে আমরা আমাদিগের অমূল্য পৈতৃক সম্পত্তি সংস্কৃত শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় গ্রন্থের রসাস্বাদে এমনি মগ্ন হইয়াছি যে তাহাতেই আমাদিগের সংস্কৃতশাস্ত্র লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। অতিরিক্ত মধুর রসাস্বাদে আমাদিগের মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই কেহ তাহার উদ্ধারের কথা একবার মনেও করে না। জ্ঞানের প্রশস্ত পরিচায়ক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের পুনরুদ্ধারে যে আমাদিগের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তাহা আমরা বুঝি না। সুতরাং আমরা তাহার উদ্ধার চেষ্টাও করি না। একখানি সূচনা পত্র দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম বাবু তারিণীপ্রসাদ নিয়োগী সেই লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ সকলের পুনরুদ্ধার চেষ্টা পাইতেছেন। আপাততঃ তিনি দুষ্প্রাপ্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রতিমাসে ডিমাই ৪ পেজি ১০ ফরমা করিয়া ছাপাইয়া প্রকাশ করিবেন। এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ক্রমে তিনি শিল্প, দর্শন, সাহিত্য, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, সামুদ্রিক ও যোগ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সমূহ প্রচার করিতে থাকিবেন। ৫০০ শত গ্রাহক হইলেই তিনি কার্য্য আরম্ভ করিবেন। আপাততঃ অন্যূন ২০০ শত মাত্র গ্রাহক হইয়াছে। বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সহ ৬৷৵০। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলিকাতা ২ নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিবেন। ভরসা করি দেশীয় ধনী ও বদান্য মহোদয়গণ তারিণী বাবুর এই কার্য্যে সাহায্য দান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম অযোধ্যার কমিশনর হ্যারিংটন সাহেব বারানসীর ষ্টার নামক পত্রের প্রকাশকের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া অপরাধে রায়বেরিলির সহকারী [illegible] নিকট অভিযোগ করিয়াছেন। প্রতিবাদীগণের আবেদন ক্রমে লক্ষ্ণৌয়ের সিটি মাজিষ্ট্রেটের উপর ইহার বিচারের ভার হইয়াছে। প্রকাশক জামিনে খালাস পাইয়াছেন। উকীল জ্যাক্সন সা[illegible] পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। বেরিলির সংবা[illegible] পত্রই এই অনর্থের মূল।

শ্রীহট্টে ভয়ানক ঝড় ও বন্যা হইয়া গিয়াছে।

আগামী বৎসর হইতে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের সোমবারে গৃহীত হইবে।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত করডো[illegible] অবজারবেটরীর প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা ডাক্তার গাউলড বলেন যে সম্প্রতি তিনি সূর্য্যের অতি নিকটেই একটী বৃহৎ ধূমকেতু দেখিয়াছেন। উহা ক্রমে উত্তর দিকে গিয়াছে।

লিপজিগে এক প্রকার কালী প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইতেছে। লুইস মুলার ইহার আবিষ্কারকর্ত্তা। এই কালী চারি প্রকার। কাল,লাল, সবুজ ও শ্বেত। কাঁচ, চীনার বাসন, হাড়ের দ্রব্যে, প্রস্তর ও ধা[illegible] প্রভৃতি দ্রব্যে পেন কলম দ্বারা লিখিয়া শুকা[illegible] লইলে কোন ক্রমেই উঠান যায় না।

কলিকাতা গেজেটে এবার বর্দ্ধমান মিউনিসিপা[illegible] লিটীর কতগুলি অবান্তর নিয়ম প্রকাশিত হইয়া[illegible] সে নিয়মগুলি অতি সুন্দর। মিউনিসিপাল [illegible] এরূপ অবান্তর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার [illegible] সকল মিউনিসিপালিটীকেই দেওয়া আছে [illegible] দুই একটী ভিন্ন অন্য কোন মিউনিসিপালিটী [illegible] ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন না। আমরা [illegible] করি, অন্যান্য মিউনিসিপালিটী সমূহ ও বর্দ্ধমা[illegible] নিসিপালিটীর প্রদর্শিত পথের পথিক হইবেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কালিকাতা [illegible] ভক্তি-প্রদায়িনী সভা অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র [illegible] ভালরূপে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিশেষ চে[illegible] তেছেন। সভা ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠীদিগের পরী[illegible] করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। ১৯ এ বৈ[illegible] পরীক্ষা বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে [illegible] গৃহীত হইবে। সভা সর্ব্বো[illegible] ব্যক্তিকে একটা পদক পুরস্কার [illegible] গণের ১৫ ই বৈশাখের [illegible] আবশ্যক।

লিভারপুল ও সাউথ পোর্ট ডো[illegible] ২৩ এ মার্কেটারে একটী বৃহৎ [illegible] ছিল। এই সভার বিস্তর লোকের [illegible] তুলজাত দ্রব্যের উপর হইতে ভারতবর্ষীয় [illegible]

[illegible] যাহাতে এককালে উঠিয়া যায় সাধারণের সেই চেষ্টাই এই সভা করিবার মূল কারণ। এই সভায় পার্লামেণ্টের অন্যূন ১২ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বার্লে নামক একজন সভ্য বলিয়াছেন যে গবর্ণর জেনেরলের সভায় নূতন সভ্য গিব [illegible] আমদানী শুল্কের একজন ঘোর বিরোধী। সুতরাং এবিষয়ে গবর্ণর জেনেরলের অন্যমত করার সম্ভাবনা অল্প। শুদ্ধ গিব সাহেব নহেন রাজস্ব সচিব ষ্ট্রাচি সাহেবও আমদানী শুল্কের অত্যন্ত বিরোধী। তিনি এ জন্য সভাস্থ অন্য অন্য সভ্যের ও গবর্ণমেণ্টের প্রায় কর্ম্মচারিমাত্রেরই সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন।" মাঞ্চেষ্টারের কি এখনও ক্ষুধার শান্তি হয় নাই?

বিজ্ঞান শাস্ত্রের কল্যাণে নিত্য যে কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সে দিন আমেরিকার অন্তর্গত বেলিভো নামক স্থানে বিজ্ঞানের সাহায্যে একটী চমৎকার অস্ত্র চিকিৎসা হইয়াছে। ২০ বৎসর বয়স্ক একটী যুবকের নাসিকার উপর শোথ হইয়া ক্রমে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ডাক্তারেরা রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লইয়া তাহার নাসিকা করি[illegible]য়াছেন। পীড়িত ব্যক্তির বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ [illegible] নখটী উঠাইয়া ফেলা হয় এবং নাসিকার [illegible]ভাগে দুইটী গভীর ছিদ্র করিয়া দাঁড়াটীর স্থানে যে গর্ত্ত ছিল তাহা এক খণ্ড মাংসের দ্বারা আবৃত [illegible]রিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নাসিকার উপরিভাগে [illegible] কয়েকটী ছিদ্র করিয়া ঐ অঙ্গুলী বসাইবার [illegible]গী করিয়া অঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব হইতে [illegible]গ পর্য্যন্ত কাটিয়া মধ্যে চেলা করা হয় [illegible] নাসিকার ন্যায় করিয়া উভয় পার্শ্বে রৌপ্যের [illegible] দেওয়া হইয়াছিল। পরে অবশিষ্ট অঙ্গুলির [illegible]গ করিয়া হাড়খানি নাসিকার দাঁড়ার [illegible] দিয়া কপাল হইতে মাংস এরূপ [illegible] নাসিকার সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া [illegible] উহা স্বাভাবিক নাসিকার ন্যায় হইয়া [illegible] পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে সকল স্থানই সুন্দর [illegible] গিয়াছিল।

[illegible] ১ লা জানুয়ারিতে কটকে র‍্যাভেন্সা [illegible] একটী কালেজ খোলা হইবে।

[illegible] শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কলিকাতা [illegible] প্রধান বিচারপতি জষ্টিস জ্যাকসন [illegible] কর্ম্ম হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। [illegible] ভাল নহে বলিয়া ডাক্তরেরা তাঁহাকে [illegible] প্রধান দেশ পরিত্যাগ করিয়া জীবনের [illegible] অংশ ইউরোপে অতিবাহিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। জ্যাকসনের ন্যায় উপযুক্ত বিচারপতি অতি অল্পই আছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দুর্গাপূজার ছুটী সম্বন্ধে একটী নূতন রকমের আদেশ প্রচার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের বিচার সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যাঁহারা দুর্গোৎসব উপলক্ষে একমাস ছুটী লইবেন, তাঁহারা আর অনুগ্রহ-প্রত্ত ছুটী লইতে পারিবেন না। বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের উপরে এ আদেশ গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত নিরনুগ্রহ বলিতে হইবে। তাঁহাদিগকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়, কোন স্বচ্ছন্দই নাই, যা একটু ছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহাতেও তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিলেন?

বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রীক্ট জজের পদ উঠিয়া যাওয়াতে তত্রত্য লোকের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। শুনিলাম বাঁকুড়াবাসীরা তাঁহাদিগের অসুবিধা জানাইয়া বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করিয়াছে। যাহা হউক লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের এবিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা উচিত।

উপনগর মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত টারণডেল সাহেবের মাসিক ২৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্য মিউনিসিপাল কমিশনরেরা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। শুনিলাম লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সে আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে কলিকাতা আগ্রা ব্যাঙ্কের অন্যতর কর্ম্মচারী বাবু অম্বিকাচরণ সুর বেঙ্গল লিমিটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেসনের ডাইরেক্টর হইয়াছেন। অম্বিক বাবু যেরূপ যোগ্য লোক তাহাতে তাঁহার এই পদ প্রাপ্তি সকলের আনন্দের হইয়াছে।

গত ১৮৭১ অব্দে একবার গ্রেটব্রিটেনের কালা ও বোবার সংখ্যা গণনা করা হয়, তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ২০০০০ হইয়াছিল। ব্যারনেস মেয়র ডি, রথশ্চাইলড ইহাদিগকে মুখে মুখে শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ভ্যান প্রাগ সাহেব এই বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক হন। তাঁহারই যত্নে বালকগণ শিক্ষকের ঠোঁট নড়া দেখিয়া দিব্য লেখা পড়া শিখিয়াছে। ইহাদিগের সংবাদপত্র পাঠেরও ব্যবস্থা আছে। এক জন কাগজ পড়িতে থাকে অপরাপর বালকে তাহার ঠোঁট নড়া দেখিয়া সমস্ত বুঝিতে পারে।

ম্যালেবর দ্বীপের শাসনকর্ত্তা তত্রত্য বাগানে অনেক সম্ভ্রান্ত দেশীয় ও ইউরোপীয়কে গত শুক্রবারের পূর্ব্ব শুক্রবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শুনিলাম বোম্বাইয়ের বিস্তর হিন্দু ও পারসী সস্ত্রীক হইয়া তথায় উপস্থিত হন। উপস্থিত স্ত্রীগণ ইংরাজি ভাষা ও ইউরোপীয় আচার ব্যবহারও উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন। বোম্বাই বঙ্গদেশকে অনেক বিষয়ে অতিক্রম করিয়াছে।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ১৫ই এপ্রেল। সর্দ্দার তাহের খাঁ আলম ও সরওয়ার খাঁ ময়দান নামক স্থানে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অনুচরবর্গ ১৪ই গিয়াছে। আবদুল রহমান ইংরাজদিগের সহিত তাঁহাদিগের এ যুদ্ধটীকে ধর্ম্ম যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। দেশের লোকেরও ইহাতে বিশ্বাস হইয়াছে। তিনি আপনাকে আফগানস্থানের রাজা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তুর্কিস্থানের যুদ্ধে তিনি কৃতকার্য্য হওয়াতে হিন্দুকুশের উত্তরের লোকেরা তাঁহাকে রাজা স্বীকার করিয়াছে। এক্ষণে তিনি ইংরাজদিগের হস্ত হইতে কান্দাহার উদ্ধার করিয়া আপনাকে সমস্ত কাবুলের আমীর বলিয়া ঘোষণা করিবার কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যার্থ খোদামন হইতে তুর্কিস্থানে বিস্তর লোক প্রত্যহ যাইতেছে। মীর বোঁচার দুই জন ভ্রাতা সাহাবাজ খাঁর অজ্ঞাতসারে ১০০ লোক সঙ্গে লইয়া বেষা কুচকার হইতে পলায়ন করিয়াছে। উহারা এক্ষণে খোজা কিজ্রি নামক স্থানে মীর বোঁচার শরীররক্ষক হইয়া আছে।

সেনাপতি আলম কুশির পশ্চিম পাটকোয়াই রোগান নামক স্থানে দুই দল পদাতি ও একদল অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইংরাজেরা শত্রুদিগের যে সকল কামান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৯৪ টী ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন।

সেনাপতি রস সাহেব বিস্তর সৈন্য সামন্ত লইয়া ময়দান অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ প্রথমে কেল্লা কাজি তৎপরে আরগন্ধা জয় করিয়া ময়দানে যাইবে।

হিসারক হইতে সংবাদ আসিয়াছে ইংরাজ সৈন্যগণ আনক্ষমগাম হইতে যখন প্রচ্ছন্নভাবে স্থানান্তরে যাইতেছিল, সেই সময়ে শত্রুরা কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া শেষে শিবিরের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল। ইহাতে লেপ্টেনাণ্ট পামর হত, কাপ্তেন হামিণ্টন দুই জন সিপাহি ও এক জন কাহার আহত হইয়াছে। কাপ্তেন নিউজেণ্টেরও কিছু আঘাত লাগিয়াছিল।

আবদুল রহমানের সমরসজ্জায় কাবুলে হুলস্থূল পড়িয়াছে। সেরপুরের শান্তিরক্ষার নিমিত্ত তত্রত্য হিন্দু বণিকগণ ৮ লক্ষ টাকা গচ্ছিত করিয়াছে।

এইরূপ জনরব রুশেরা আবদুল রহমানের সাহায্যার্থ ৫০০০ চর্ম্মনির্ম্মিত ও ৩২ টী লৌহ নির্ম্মিত কামান ও ২০০০ বন্দুক দিয়াছেন।

মহম্মদ জান ধারানিরিক নামক স্থানে রহিয়াছেন। আবদুল গফুর তথায় ২০০০ সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছেন।

হাসেন খাঁ ও করিম খাঁ লগারে লোক সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন। সেকাবাদ নামক স্থানে শত্রুরা বোধ হয় ইংরাজ সৈন্যগণের গতিরোধের চেষ্টা পাইবে। হিসারকে একটী ঘোরতর যুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনা আছে। ইংরাজ সৈন্যগণের পিজওয়ান নামক স্থানে যাত্রাকালে বিপক্ষ পক্ষ আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। বিপক্ষেরা পিজওয়ান ও জগদলকের মধ্যস্থিত টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়াছে।

কোয়েটা হইতে ১৯ এ এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে মেজার ওয়াওবি শত্রুদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

কান্দাহারে তারে খবর দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কাবুল হইতে ১৮ ই এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে যে আবদুল রহমান তক্তিপোলে পৌছিয়াছেন। তিনি বারাকজাইয়ের মেদীন খাঁ ও কিজিলবাসের সুলতান মহম্মদ খাঁর পুত্র কাদের খাঁকে এক হাজার বিদ্রোহী সৈন্য সহ বধ করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া সৈন্যগণ ভয়ে পলাইয়া আপন আপন গৃহে যাইতেছে।

মীর বোঁচা টেগাওর সর্দ্দার গোলাম কাদেরের অধীনস্থ তিন হাজার সাফি সঙ্গে লইয়া খোজা কাদেরের নিকটে গিয়াছেন। খেবাজির সৈয়দ আবদুল্লা ৩ হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছেন। সওয়ার খাঁ পিজয়ানে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৬ ই এপ্রেল। রুশ গবর্ণমেণ্ট এক কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিবেন।

লণ্ডন ১৭ ই এপ্রেল। রাজ্ঞী ইউজেনা কেপে উপনীত হইয়াছেন।

বার্লিন ১৬ ই এপ্রেল। জর্ম্মণির পার্লামেণ্ট সভায় সেনা সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই এপ্রেল। ভারতেশ্বরী উইণ্ডসোরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৭ ই এপ্রেল। প্রিন্স গর্চ্চাসকফ কিছু সুস্থ হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৭ ই এপ্রেল। তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী তত্রত্য পার্লামেণ্ট সভার অধিবেশনের আদেশ দিয়াছেন।

লণ্ডন ১৯ এ এপ্রেল। হাটার্ড বলেন মন্ত্রিসম্প্রদায় কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। লিবারাল দল মন্ত্রী হইলেন।

টাইমস বলেন ব্রাইট সাহেব পুনরায় সভাস্থ থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

পারিস ১৯ এ এপ্রেল। এম ফ্রিসিনেট একখানি সার্কুলার প্রচার করিয়া সাধারণকে জানাইয়াছেন যে এম, থিয়ারের রাজনীতির কিছুই পরিবর্ত্ত হইবে না। তিনি বর্ত্তমান প্রস্তাবের একটী মীমাংসা করিয়া শীঘ্রই সন্ধিপত্রের লিপিপড়ি শেষ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

লণ্ডন ২০ এ এপ্রেল। হোম বিভাগের সেক্রেটারি ক্রস সাহেব "গ্রাণ্ড ক্রস অব দি বাথ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২০ এ এপ্রেল। রুশের সরকারী পত্র সকল লিখিয়াছেন যে নিলষ্টিষ্টেরা রুশ গবর্ণমেণ্টকে তাহাদিগের শত্রু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। রুশ গবর্ণমেণ্ট উহাদিগের শাসনের নিমিত্ত একটী উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন একণে তাহাদিগের এই পত্র হস্তগত হওয়াতে সংকল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠান সত্বরেই করিবেন এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ এপ্রেল। ভারতেশ্বরী বোধ হয় শীঘ্রই লর্ড হাটিংটনকে নূতন মন্ত্রিসভা করিবার আদেশ দিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০ সাল।

৯ ই এপ্রেল। প্রেসিডেন্সি বিভাগের [illegible] সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাধাকিশো[illegible] অনুপস্থিতি নিবন্ধন বাবু বেণীমাধ[illegible] আপাততঃ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন[illegible] পরগণার লাইসেন্স ট্যাক্সেরও কার্য্য করিবেন।

বাবু বনমালী পরামাণিক কিছু [illegible] প্রেসিডেন্সি বিভাগে বেণী বাবুর পদে [illegible] সব ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

১৪ ই এপ্রেল। জে, এ, ক্রাভেন [illegible] লিঙ ভলেণ্টিয়ার রাইফল সৈন্য দলের [illegible] ও আডজুটেণ্ট হইলেন।

১৫ ই এপ্রেল মালদহের সব ডেপুটী [illegible] বাবু বঙ্কবিহারি বক্সী সাঁওতাল পরগণার [illegible] দুমকায় বদলী হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত গোড্ডা[illegible] ডেপুটী কালেক্টার বাবু দেবীপ্রসাদ মুঙ্গেরের [illegible] বেগুসরাইয়ে বদলী হইলেন।

[illegible]রের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটও ডেপুটী কালেক্টার [illegible]বিহারী সেন ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন [illegible]কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible]র প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible]সি, এ, সামুয়েল ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট [illegible] হইলেন।

[illegible]প্রেল। হাবড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও [illegible]এফ, ডবলু ব্র্যাডকক সাহেব ১৮৭০ [illegible]আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা [illegible]।

[illegible]দের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ ডবলু [illegible]সাহেব ২৪ পরগণা ও হুগলীর আডিসনাল [illegible]নাল সেসন জজ হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible]প্রেল। প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক [illegible] ডাউনিং সাহেব সিবিল ইঞ্জিনিয়ারি [illegible] প্রিন্সিপাল হইলেন এবং ঐ কালেজের [illegible]টার ও গিনিল্যাণ্ড সাহেব সিবিল ইঞ্জিনিয়ারি বিভাগের অধ্যাপক হইলেন।

[illegible] ই এপ্রেল। পাটনা কালেজের অধ্যাপক ইউব্যাঙ্ক সাহেব ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেবের অনুপস্থিতি [illegible]লে তথাকার কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible] ই এপ্রেল। পূর্ণিয়ার সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী আবদুল মাজিদ ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের [illegible]লেন।

[illegible] ই এপ্রেল। কটকের অন্তর্গত যাজপুরের [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ও, টি, ব্যারো [illegible]নের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[illegible]প্রেল। মেদনীপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার [illegible] কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible]তিনিধি মুন্সেফ বাবু পূর্ণচন্দ্র সোম [illegible] হইলেন। কিন্তু ইনি সচরাচর হাব-[illegible]থাকিবেন।

[illegible]নসিংহের অন্তর্গত নিকলির মুন্সেফ বাবু কা[illegible]লাল মুখোপাধ্যায় (যিনি এক্ষণে ছুটী লইয়া-[illegible]) বীরভূমের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায় [illegible]ই থাকিবেন।

বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় ছোট আদালতের [illegible]জের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ৫০ টাকা [illegible]ন্তের মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

২০ এ এপ্রেল। ২৪ পরগণার অন্তর্গত আলি-[illegible] মুন্সেফ বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র ভাগলপুরের সুবর্ডিনেট জজ এবং মুঙ্গের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজ হইলেন।

ঢাকার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীহট্টের ২য় মুন্সেফ বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী করিমগঞ্জে বদলী হইলেন।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত করিমগঞ্জের মুন্সেফ বাবু অশ্বিনীকুমার গুহ ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

শ্রীহট্টের মুন্সেফ বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক বি, এল, রঙ্গপুরে বদলী হইলেন। ইনি প্রায় সদর ষ্টেষণে অবস্থান করিবেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের মুন্সেফ বাবু হরিনারায়ণ রায় ১ম শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

ফরিদপুরের অন্তর্গত মুলফৎগঞ্জের মুন্সেফ বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বাবু জগৎচন্দ্র দাস নওয়াখালীর ৪র্থ শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন। ইহাকে প্রায়ই দেওয়ানগঞ্জে থাকিতে হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত ইহাঁকে ময়মনসিংহের অন্তর্গত ইসরাগঞ্জের মুন্সেফের কার্য্য করিতে হইবে।

নওয়াখালীর মুন্সেফ বাবু হরমোহন বসু এল, এল যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না পাইবেন, সে পর্য্যন্ত প্রায়ই তাঁহাকে দেওয়ানগঞ্জে থাকিতে হইবে।

বাবু শোভাচরণ সেন বি, এল, কটকের ৪র্থ শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত ইনি মেদনীপুরে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন, ইহাঁকে প্রায়ই নিমলে থাকিতে হইবে।

কটকের মুন্সেফ বাবু ত্রিগুণাপ্রসন্ন বসু ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, ইনি ২৫ টাকা পর্য্যন্তের মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

রাণীগঞ্জ।

এখানকার মাজিষ্ট্রেট বেলি সাহেব স্থানান্তরিত হইলেন। পূর্ণ দেড় বৎসর মাত্র তিনি এখানে ছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে ইংরাজ কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তন দেশের হিতের জন্য নহে। একে তাঁহারা বিদেশীয়, এ সময়ের মধ্যে এক স্থানের আচার ব্যবহারে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা জন্মিবার বিষয় কি? সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্মচারীদিগকে স্থানান্তরিত করিলে বড় সুখের হয়।

বিসূচিকা এখানে দেখা দিয়াছে। প্রতি বৎসরই এই পীড়ার প্রকোপে এ স্থানটী উৎসন্ন যাইতেছে। যে যে কারণে এ রোগটী এখানে প্রবল হয়, সে গুলির নিষ্কাশন না হইলে স্থানটী অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এ স্থানটী বহুজনাকীর্ণ, পানীয় জলের যে পরিমাণে এ সময় সরবরাহ হইয়া থাকে, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। একে এখানে পুকুরের সংখ্যা অতি অল্প, তাহাও গ্রীষ্মাগমে অনেক পরিমাণে শুষ্ক হইয়া যায়। এই দূষিত জল পান করিয়াই লোকে এই অভিভূত হয়। আমরা সানুনয়ে প্রার্থনা করি, কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়টীর একবার বিবেচনা করেন।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম এখানকার পুস্তকালয়ের অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে। এখানে এতগুলি কৃতবিদ্য লোক থাকিতে এটী যে অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে, ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে। সম্পাদক মহেন্দ্র বাবুর যত্নের ত্রুটি নাই। চাঁদাদাতৃগণের এত অনাস্থা কেন?

যশোহর।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আমাদের দয়াশীল লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহোদয় বঙ্গদেশে রেলওয়ে বিস্তারে মনোযোগী হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের ষ্টেষণ রাণাঘাট হইতে বনগ্রাম পর্য্যন্ত যে রেল হইবে, তথা হইতে যশোহর সদর ষ্টেষণ হইয়া খুলনা পর্য্যন্ত একটী শাখা রেল হইবে।

ঝিনাদহ সবডিবিজনের এলাকাধীন ষ্টেষণ কোট চাঁদপুরের অন্তঃপাতী জয়দীয়া গ্রামে রাজা সতীশচন্দ্র রায় ও বাবু কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয়দিগের বহুদিন অবধি বিবাদ মামলা মোকদ্দমা দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতেছিল। এতন্নিবন্ধন রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হওয়ায় উভয় পক্ষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সম্প্রতি ঝিনাদহের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট ডিয়ার সাহেব উক্ত গোলযোগ নিবারণার্থে উভয় পক্ষের ৪৫ জন আসামী করিয়া প্রত্যেকের নিকট ৫০০ পাঁচ শত টাকা আদায় করিবার অভিপ্রায়ে ওয়ারেণ্ট জারি করিয়াছেন।

কয়েক দিবস হইল এদিকে অতিশয় শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কৃষকেরা ধান্য বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিল হওয়ায় আম্র সকল দাগি হইয়াছে। এবার আরও প্রচুর জলের আবশ্যক। স্থানে স্থানে জল কষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঝিনাদহের মাজি-

ষ্টেট ডিয়ার সাহেব বাবনগর গ্রামে একটা পুষ্করিণী খননের সাহায্যার্থ এককালীন ৪০০ চারি শত টাকা দান করিয়া সাধারণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

যশোহর জেলার মধ্যে কোট চাঁদপুর গুড় ও চিনি কারবারের প্রধান স্থান। বসুন্দিয়া, কেশবপুর, খেজুরা প্রভৃতি স্থানেও গুড় চিনির ব্যবসায় হইয়া থাকে। এ বৎসর কারখানাদার ও আড়তদারদিগের কিছু কিছু লাভ হইবে বটে কিন্তু খরিদদারদিগের অপরিমিত ক্ষতি হইবে। কোট চাঁদপুরে ভাল চিনি ৭।০ টাকা, দালী ৩৸০ টাকা দরে বিক্রী হইতেছে।

ষ্টেষণ কোটচাঁদপুরের অন্তর্গত সলেমানপুর ও ধোপাবিলা গ্রামে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইতিমধ্যে সলেমনপুর গ্রামে ৩৪ টী এবং ধোপাবিলা গ্রামে ৪৫ টী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণেও কয়েকজন পীড়িতাবস্থায় শয্যাগত আছে। ধোপাবিলা গ্রামে দূষিত জল হইতেই বিসূচিকা বিষ উৎপন্ন হইয়াছে।

জামালপুর (মুঙ্গের।)

২১ এ এপ্রেল।

গত বৎসরের শেষে আমরা দুটী মহৎ লোককে হারাইয়াছি। একটী কাশিমবাজার নিবাসী রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর, অপরটী বাবু শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য। ইঁহারা উভয়েই সোমপ্রকাশের বহুদিনের গ্রাহক। অন্নদা বাবু স্বদেশের জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া মুঙ্গেরেই প্রায় বাস করিতেন। ২৭ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। নব্য বিষয়ী বাবুদিগের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইঁহার তাহার একটীও ছিল না। ইদানীন্তন ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও দান, ধ্যানে বেশ উৎসাহ জন্মিয়াছিল। তিনি জামালপুরের সাধারণ পুস্তকালয়ের জন্য ২০০ টাকা এবং মুঙ্গের হরিসভাগৃহের জন্য ৪০০০ সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও একজন প্রশংসনীয় লোক। ইনি একাদিক্রমে ২৫ বৎসর সম্মান ও তেজের সহিত রেলওয়ে আফিসে কর্ম্ম করেন। অন্যান্য বাবুদিগের মত " আজ্ঞে " " যে আজ্ঞে " করা ইঁহার প্রকৃতি ছিল না। একমাত্র ইঁহারই যত্নে এখানে একটী হরিসভাগৃহ হয়। ঐ গৃহের যাহা কিছু খরচ শ্যামাচরণ বাবু একাই নির্ব্বাহ করিতেছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তদ্ভিন্ন ইদানীং তাঁহার অতিথি ও পথিকের প্রতি যত্ন হইয়াছিল। আমরা প্রত্যহ প্রায় দেখিতাম একজন না একজন সন্ন্যাসী বা মহান্ত তাঁহার গৃহে উপস্থিত আছে। ইঁহার মৃত্যু বড় আশ্চর্য্য ও দুঃখজনক। সমস্ত দিন আফিসে কাজ করিয়া সহজ মানুষ বাসায় আসেন। সেদিন বাদলাপ্রযুক্ত পরিবারে খিচুড়ি রাঁধিয়া দেয়, আহারান্তে খড়িকা খাইতে খাইতে গৃহে আসিয়া বমী করেন এবং " একি। আমার মাথায় যেন কে ত্রিশূলের আঘাত কর্চে যে" এই কথা বলিয়া, ইষ্টনাম স্মরণপূর্ব্বক যেমন শয়ন করেন, অমনি মৃত্যু হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে সম্প্রতি এখানে একটী পুস্তকালয় ও ঔষধালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানীর পুস্তকালয় হইতে বাঙ্গালী বাবুদিগকে পুস্তক পড়িতে দেয় না দেখিয়া অনেক দিন হইতে উক্ত বাবুর একটী পুস্তকালয় করিবার ইচ্ছা ছিল, সম্প্রতি কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। আপাততঃ প্রায় একশত ভাল ভাল ইংরাজী পুস্তক আসিয়াছে। গ্রাহকগণ নিম্নলিখিত নিয়মে দেখিতে পাইতেছে—১৫ হইতে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত যাহারা বেতন পান মাসিক ৵০ আনা; ৩০ হইতে ৭০ টাকা ।০ আনা এবং ৭০ টাকার উপর হইতে ॥০ আনা। ১৫ দিন পর্য্যন্ত যদ্যপি ঐ সময়ের মধ্যে পুস্তক সকল পাঠ করিতে দেওয়া হইবে। পাঠ সমাপ্ত না হয়, পুনরায় যাইয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া আসিতে হইবে। উক্ত বাবুর নিজ টাকায় ঔষধালয় করিবার উদ্দেশ্য এই, রেলওয়ে কোম্পানীর ঔষধালয় হইতে বাঙ্গালীদিগকে ঔষধ দেওয়া হয় না। এজন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘরের টাকায় ঔষধ আনিয়া খরিদ দরে বিক্রয় করিতেছেন। আমরা তাঁহার প্রসাদে সুলভ মূল্যে ঔষধ পাইতেছি। পল্লীগ্রামের জমীদারগণ যদ্যপি এই নিয়মে এক একটী ঔষধালয় করেন, গরিব লোকের বিশেষ উপকার করা হয়।

দুর্গাচরণ বাবুর আমোদ প্রমোদেও বেশ সখ আছে। তাঁহার যত্নে সত্বরে একটী নাট্যাভিনয় হইবে বলিয়া রীতিমত আখড়াই দেওয়া হইতেছে।

এখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ের কার্য্যভার শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিত্যাগ করিলে স্কুলটী একেবারে ধ্বংস হইতেছিল। সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের যত্নে পুনরায় একটী ১৫ টাকা বেতনের শিক্ষক আসিয়াছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম।

শ্যামাচরণ বাবুর মৃত্যুর পর হরিসভার প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলে একত্রিত হইয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের হাতে আপাততঃ ঐ সভার তত্ত্বাবধান ভার প্রদান করিয়াছেন। এখানকার ফিটার সকল শুনিতেছি আর একটী [illegible] করিবে। [illegible] হরিসংকীর্ত্তন [illegible] হে।

মুঙ্গেরের সম্প্রতি [illegible] উপদ্রব [illegible] গত বারুণীর দিন কষ্টহারিণীর ঘাট [illegible] বৎসরের একটী বালক ও বালিকাকে [illegible] বালিকাটীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় [illegible] টীর মৃত দেহ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে [illegible]

মুঙ্গেরের বাঙ্গালী বাবুরা একটী [illegible] করিয়াছেন। মধ্যে জামালপুরে তাঁহা[illegible] হয়। গান ইত্যাদি আমাদের ভাল [illegible] তবে সাজ পোষাক মন্দ নহে।

হুগলী।

হুগলী জেলার অধীন থানাকুল কৃষ্ণ[illegible] বন্দর গ্রাম নিবাসী উদয় চন্দ্রের হরিদাসী [illegible] বালিকা কন্যা তাহার সম বয়স্ক রাম নামক [illegible] বালকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে [illegible] জ্বালিয়াছিল। ঐ জ্বলিত দেশলাইয়ের উত্তাপ [illegible] দাসীর অঙ্গুলিতে অসহ্য হওয়াতে ভূমিতে [illegible] কালে দৈবাৎ কেরোসীনের কানেস্তারা [illegible] যায়, পরক্ষণেই অগ্নি ভয়ঙ্কররূপে প্রজ্বলিত হইয়া [illegible] গৃহস্থিত যাবতীয় দ্রব্যাদি ভস্মীভূত কাণ্ডাতে [illegible] বালক ও বালিকা দুইটীর মৃত্যু হইয়া গিয়াছে [illegible] শোচনীয় ব্যাপার! আমরা আরো [illegible] হইলাম, এই অগ্নিকাণ্ড দ্বারা গৃহস্বামীর [illegible] শতি সহস্র টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া[illegible] গৃহে এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে, সেখানি [illegible] দোকান ঘর ছিল। আজ কাল সস্তা [illegible] লোকে কেরোসিন তৈলের ব্যবহার [illegible] ছেন, কেরোসিন তৈল বড় বিপদজনক।

আজ কাল রৌদ্রের তেজ প্রখর [illegible] দারী রেজেষ্টরী কালেক্টরী প্রভৃতি [illegible] কার্য্য প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ ক[illegible] এগার টা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। [illegible] পাঠকবর্গ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, [illegible] কালেক্টর সাহেব বাহাদুর ডেপুটী [illegible] বাবু কেদার নাথ বিশ্বাস মহাশয়কে [illegible] তিনি বেলা নয় টা হইতে দুই ঘটিকা [illegible] আদালত ও ট্রেজরি খোলা রাখিবেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টী সর্ব্বদাই বলিতেন " কোন [illegible] মের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে সে নিয়মটী [illegible] নিয়ম অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী ও উপকারী [illegible] ভালই, নতুবা পুরাতন নিয়মই উৎকৃষ্ট" আমরা [illegible] তেছি বীমস সাহেব বাহাদুরের এই হুকুমে [illegible] গণ উকীল, মোক্তার, বাদী, প্রতিবাদিগণের [illegible]

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। ৩ য় সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম ষাণ্মাষিক ৫॥০ টাকা।

১২৮৭ সাল ২২ এ বৈশাখ। ইং ১৮৮০। ৩ রা মে।

মফস্বলে ডাক মাসুল সহ ১০, ষাণ্মাষিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

২২ এ বৈশাখ-সোমবার।

নববিভাকরের কি ঔদার্য্য!

সীজার মৃত্যুকালে কহিয়াছিলেন *Et tu Brute*? ব্রুটস তুমিও ইহার মধ্যে আছ? আমাদিগকেও আজ সীজারের ন্যায় দুঃখে ও ক্ষোভে জিজ্ঞাসা করিতে হইল, নববিভাকর! তুমিও কি সোমপ্রকাশের বিদ্বেষি চক্রান্তকারি-দলের মধ্যে আছ? তুমি লিখিয়াছ "তাঁহার (সোমপ্রকাশ সম্পাদকের) কি আর তিন চারিমাস কাল বিলম্ব সহিল না? তিন চারি মাস পরে উদারতন্ত্র মন্ত্রিদল আপনা হইতেই এই অনিষ্টকর ব্যবস্থা উঠাইয়া দিতেন। এই কয়েক মাসের অর্থক্ষতি কি তাঁহার এতদূর অসহনীয় হইল যে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য রাখিলেন না? অর্থ ক্ষতির চিন্তা যদি তাঁহার নিকট এত গরীয়সী হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বে সেরূপ তেজস্বিতা সহকারে সোমপ্রকাশ বন্ধ না করিয়া সেই সময়েই গবর্ণমেণ্টের নিকট হীনতা স্বীকার করা উচিত ছিল। সে যাহা হউক, যাহা অনিষ্ট হইবার তাহা হইয়াছে, এখন ভরসা করি প্রাচীন সম্পাদক মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে অথবা প্রকারান্তরে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার পোষকতা করিয়া আর যেন আপনার অগৌরব ও স্বদেশীয়দিগের অহিত সাধন না করেন।"

যাহারা অর্থ ভাল বাসে, আমরা অর্থের লোভেই সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যদি তাহারা এ কথা বলে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হয় না। "আত্মবন্মন্যতে জগৎ" মহোপাধ্যায় আর্য্য চাণক্যের এই মহার্থ নীতিবাক্য আছে। যে নিজে অর্থলুব্ধ হয়, সে অন্যকেও অর্থলুব্ধ দেখে তাহা ত সিদ্ধই আছে। নববিভাকর! তুমি ত অর্থলুব্ধ নও। তুমি ত নিঃস্বার্থ-দেশহিতব্রতে দীক্ষিত। তুমি কিরূপে স্থির করিলে যে আমরা অর্থলোভী? অর্থলোভের বশীভূত হইয়া সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচার আরম্ভ করিয়াছি? যাহারা স্বার্থে অন্ধ ও যাহারা স্বার্থে বধির হয়, তাহারা প্রকৃত বৃত্তান্ত দেখিতে বা শুনিতে পায় না। নরশার্দ্দূল ইংলণ্ডের অধিপতি তৃতীয় রিচার্ড রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া যেসময়ে অসংখ্য নরহত্যা করিয়া ইংলণ্ডকে শোণিতে প্লাবিত করে, তৎকালে বকিংহাম তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া প্রধানরূপে সেই হত্যাকাণ্ডের সাহায্য দান করে। রিচার্ড অঙ্গীকার করিয়াছিল বকিংহামকে হিয়ারফোর্ডের আরল করিয়া দিবে। অন্য অন্য অস্থাবর সম্পত্তি দানেরও অঙ্গীকার করিয়াছিল। বকিংহাম যখন সেই অঙ্গীকৃত পুরস্কার প্রার্থনা করিল, রিচার্ড তখন সে কথা শুনিতে পাইল না। বকিংহাম যত প্রার্থনা করে, রিচার্ড অন্য কথা আনিয়া ফেলে।

যে ঘটনায় সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে, তাহা ত ৮ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে আদ্যোপান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা স্বার্থান্ধ ও স্বার্থবধির, তাহারা তৃতীয় রিচার্ডের নিকটে বকিংহামের প্রার্থনা বাক্যের ন্যায় তাহা যেন দেখিতে না পাউক বা শুনিতে না পাউক কিন্তু নববিভাকর! তুমি ত স্বার্থান্ধ ও স্বার্থবধির নহ, তবে তুমি তাহা দেখিতে ও শুনিতে পাইলে না কেন?

নববিভাকর! তুমি আর এক স্থানে লিখিয়াছ "সোমপ্রকাশ সম্পাদক গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রকারান্তরে অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করাতে এবং হীনতা স্বীকার পূর্ব্বক সংবাদপত্র পুনঃ প্রচারের অনুমতি গ্রহণ করাতে উল্লিখিত মহাত্মাদিগের অনেক জোর কমিয়া গিয়াছে।" এ স্থলে এককালে অনেকগুলি বক্তব্য উপস্থিত হইয়াছে। বিভাগ করিয়া ক্রমে বলি, বিভাকর সম্পাদক অবধান কর। প্রথম কথা এই, গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনায় কি অপমান আছে? দ্বিতীয় কথা কোন্ খানে বিভাকর সম্পাদক আমাদিগের ক্ষমা প্রার্থনা দেখিলেন? গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমরা যে আবেদন পত্র করিয়াছিলাম, তাহাই কি বিভাকর সম্পাদকের চক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে? বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষের আবেদন পত্র পাইয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে রেজলিউসন করেন, তাহা কি বিভাকর সম্পাদকের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই? আমাদিগের আবেদন করিবার পূর্ব্বে যে কার্য্য শেষ হইয়াছিল! তাহা কি বিভাকর সম্পাদক জানিতে পারেন নাই? লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের রেজলিউসনের পর আমরা তাঁহার নিকটে যাই। তিনি আমাদিগকে সোমপ্রকাশ প্রচারের অনুমতি দেন, এবং এই কথা বলিয়া দেন, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে সোমপ্রকাশ প্রচার নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অতএব ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতি-গ্রহণার্থে একখানি আবেদন করিতে হইবে। তদনন্তর আমরা স্বয়ং আবেদনপত্র প্রেরণ করি। গবর্ণমেণ্ট দুর্গাপ্রসন্নের আবেদন পত্রের ফাকা উত্তর না দিয়া রেজলিউসন করিলেন কেন? এটা কি বুঝা কঠিন কাজ? মাননীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর স্বাধীন ভাবে স্বমত প্রকাশ করিয়া পুনর্ব্বার সোমপ্রকাশ প্রচারের অনুমতি দিয়া যখন আমাদিগের মান বর্দ্ধন করিলেন, তখন কি তাঁহার অধিকতর মান বর্দ্ধন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নয়? ভদ্রজনোচিত কি

এই ব্যবহার নয়? ভদ্রতার কি এই রীতি নয়? যে ব্যক্তি যাহার সম্মাননা করে, সে যদি তাহার সমুচিত প্রতিসম্মাননা না করে, সে কি রূঢ় বলিয়া পরিগণিত হয় না? আমাদের ইংরাজীতে পত্র লিখিবার অভ্যাস নাই। অন্যে অনুগ্রহ করিয়া ঐ আবেদনপত্রখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমরা যদি নিজে লিখিতে পারিতাম, আমরা উহাতে আরো অধিক বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ করিতাম। তাহা হইলেই যথাবিধি কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইত। ঐ আবেদন পত্রে আমাদের মনোমত সৌজন্য প্রদর্শিত হয় নাই। ভাল! এ স্থলে আমরা বিভাকর সম্পাদককে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি কোন খুনে নরহত্যা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে, গবর্ণমেণ্ট কি আইন রহিত করিয়া তাহাকে বধদণ্ড হইতে মুক্ত করিয়া দেন? আমাদিগের ক্ষমা প্রার্থনার কি এমনি মোহিনী শক্তি আছে যে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মুগ্ধ হইয়া আইনটী রহিত করিয়া ফেলিলেন? বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কৃত রেজলিউসনটী দেখিয়া বিভাকর সম্পাদক কি বুঝিতে পারেন নাই যে সোমপ্রকাশের পুনর্জন্ম দানে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা জন্মিয়াছিল? সোমপ্রকাশ প্রচার যে কারণে বন্ধ করা হয়, তাহা কি ৮ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে বিস্তারিতরূপে লিখিত হয় নাই? গবর্ণমেণ্ট ডিপজিট চাহিয়াছিলেন, আমরা দিতে পারি নাই, তাই সোমপ্রকাশ বন্ধ করিয়াছিলাম। ইহা ত স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে বিভাকর সম্পাদক তেজ কোথায় দেখিলেন? গবর্ণমেণ্টের উপরে তেজ?

বিভাকর সম্পাদক আর এক যে কথা লিখিয়াছেন "উদার মতাবলম্বিদলের মন্ত্রিত্ব লাভ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা না করিয়া সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রচার করাতে ৯ আইনের বিরোধিদলের বল কমিয়া গিয়াছে।" এটীও একটী বিচার্য্য কথা। বল কমিয়া গেল, না, বলবৃদ্ধি হইল? গবর্ণমেণ্ট আমাদের ক্ষমা প্রার্থনায় মুগ্ধ হইয়াই করুন, নিজ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই করুন, আর অন্য কারণের পরতন্ত্র হইয়াই করুন, যখন বিনা ডিপজিটে সোমপ্রকাশ পুনঃপ্রচারের অনুমতি দান করিয়াছেন, তখন কি আইনটী বলহীন হয় নাই? ইহাতে কি ৯ আইনের বিরোধি দলের বলবৃদ্ধি হইতেছে না? তাঁহারা কি এ কথা বলিতে পারিবেন না যে আমাদের অনুযোগেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারের অনুমতি দিয়াছেন? বিভাকর সম্পাদক যে লিখিয়াছেন "গ্লাডষ্টোন সাহেব মুদ্রণবিধি উঠাইবার জন্য বিধিমত প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন বটে কিন্তু এতদ্দেশীয় অদূরদর্শী স্বার্থান্ধ ব্যক্তি বিশেষের দোষে কিছু কিছু ব্যাঘাত ঘটিতেছে। রাজপুরুষেরা ৯ আইন প্রণয়ন করিবার কিছু পরেই বঙ্গের প্রধানতম সংবাদপত্র সোমপ্রকাশ অন্তর্হিত হয়। গ্লাডষ্টোন সাহেব এই কথার উল্লেখ করিয়া উক্ত আইনের বিষময় ফল হাতে হাতে দেখাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বলিতেন আইন নাম মাত্র হইল। এই আইন অনুসারে দণ্ডবিধান করিবার প্রয়োজন হইবে না। তবে আইন থাকাতে ভয়ে কেহ রাজদ্রোহসূচক কথা লিখিতে সাহসী হইবেন না।" তাহাই কি ফলে পরিণত হইতেছে না? আইনটী কি বাস্তবিক নামমাত্র সার হইল না? যে ডিপজিট সোমপ্রকাশের মৃত্যুবাণ হইয়াছিল, তাহাই যদি রহিত হইল, আইনের আর কি মহিমা রহিল? ডিপজিট গ্রহণ ব্যবস্থা কি ৯ আইনের প্রাণভূত নয়? বিভাকর সম্পাদক আমাদের ক্ষমা প্রার্থনার যে স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহাই যেন আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম, এখন বিভাকর সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বিনা ডিপজিটে গবর্ণমেণ্ট সংবাদ পত্রের পুনঃ প্রচারে অনুমতি দিবেন, ৯ আইনের কোন ধারায় ইহা লিখিত আছে?

যে প্রকারে সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ত ইতিবৃত্ত যথাযথরূপে লিখিত হইল, এখন বিভাকর সম্পাদক কি বলেন? ইহাতে দেশের মঙ্গল না অমঙ্গল? ইহাতে দেশের গৌরব না অগৌরব? ইহাতে দেশের মান না অপমান? অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই গবর্ণমেণ্ট যে একটী অনুপম ঔদার্য্যের কার্য্য করিলেন, বিভাকর সম্পাদক তাহার গুণ গ্রহণ করিলেন না!

যাহা হউক, যে যাহা বলুন সকলই শোভা পাইতে পারে। কিন্তু নববিভাকরের সোমপ্রকাশের বিপক্ষে কোন কথা বলা উচিত হয় না। সোমপ্রকাশের সহিত বিভাকরের যেরূপ গুরুতর সম্বন্ধ তাহা তাঁহার একবার স্মরণ করা উচিত ছিল। সোমপ্রকাশ বিভাকরের জন্মদাতা। সোমপ্রকাশের যদি মৃত্যু না ঘটিত, নববিভাকর কি উদিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে নিজ কিরণ-বিতরণ করিতে পারিত? যাহা হইতে জন্মলাভ, পুষ্টিলাভ ও উন্নতিলাভ হইয়াছে, সে যদি সহস্র দোষে দোষী হয়, তাহা হইলে তাহার দোষের কথা বলা কর্ত্তব্য হয় না। তাহাতে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। সোমপ্রকাশ যদি নববিভাকরকে নিজ গ্রাহকগণ না দিত নববিভাকরের কি এ প্রকার আকস্মিক উন্নতি লাভ হইত? সেই উন্নতি লাভের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কি বিধেয় নয়? সোমপ্রকাশ নিজ দেহ ত্যাগ করিয়াও এরূপ সাহায্য দান না করিলে বিভাকর এত দিনে রাহুগ্রস্ত হইত সন্দেহ নাই। যে সর্ব্বস্ব দান করিয়া এই মহোপকার করিল, তাহার সেই দানের ও সেই উপকারের কি শেষে এই পুরস্কার? কি অকৃতজ্ঞতা! কি মানুষ রাক্ষসতা! সকল দোষ মার্জ্জনীয় হয়; কিন্তু অকৃতজ্ঞতা দোষ মার্জ্জনীয় নয়। বিভাকর সম্পাদক কৃতবিদ্য হইয়াও যে অকৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, ইহার পর ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে? বিভাকর সম্পাদক একবার পক্ষপাতশূন্য হইয়া ভাবিয়া বলুন দেখি, যে ব্যক্তি দেশমধ্যে অকৃতজ্ঞতাবীজ বপন করে, তাহা হইতে দেশের অমঙ্গল, না যে ব্যক্তি হইতে দেশের মান রক্ষা হয়, সে ব্যক্তি হইতে দেশের অমঙ্গল?

উপসংহারে একটী কথা ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক। নববিভাকরসম্বন্ধে অনেকে ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন। তাঁহাদিগের সংস্কার এই নববিভাকর সোমপ্রকাশ সম্পাদকের সম্পত্তি। সোমপ্রকাশ সম্পাদক উহাতে লিখিয়া থাকেন। অন্য কথা কি, সে দিন বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত হোরেস কক্‌রেল সাহেবও স্পষ্টাক্ষরে এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক আমি নববিভাকরে লিখি না এবং উহার এক পয়সা উপস্বত্ব লই না। অথচ সাধারণে আমাদিগকে উহার লেখক ও উপস্বত্ব-ভোগী মনে করেন। সাধারণের এই ভ্রম দূর করাই সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য। বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ যে ঘটনা ঘটাইয়াছেন, তাহার পরেও যদি আমরা সোমপ্রকাশের পুনঃপ্রচারে বিরত হইতাম, দেশের লোকে ও গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে প্রতারক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিতেন সন্দেহ নাই। বিভাকর সম্পাদক বিজ্ঞ লোক। তিনি কি সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারে বিরত হইয়া সাধারণের এই সংস্কারকে জাগরিত করিয়া রাখিতে বলেন? সাধারণের এই প্রকার ভ্রান্ত সংস্কার হওয়াতে বিভাকর সম্পাদক কি লাভবান হইয়াছেন? এখনও যদি এই সংস্কার বলবান থাকে, তাহাতে কি তাঁহার স্বার্থসিদ্ধি আছে? তাঁহার যে প্রকার নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রতে দীক্ষা ও শিক্ষা দেখিতে পাই, তাহাতে ত আমাদের এমন বোধ হয় না যে লোককে ভ্রান্ত রাখিয়া তাঁহার কোন স্বার্থসিদ্ধি বা ইষ্টসিদ্ধি আছে। ইহার অভ্যন্তরে আর একটী মারাত্মক কথা আছে। আজও বঙ্গদেশের এমন অবস্থা হয় নাই যে সকল পাঠকেই ভিন্ন ভিন্ন লেখকের লেখা ও রচনার ভিন্ন ভিন্ন রীতি ও উৎকর্ষ অপকর্ষ বুঝিতে পারেন। সুতরাং অনেকেই নববিভাকরের

লেখাকে আমাদের লেখা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সাধারণের এ প্রকার সংস্কার থাকাও উচিত নয়। এই সকল নানা কারণে আমাদিগকে অগত্যা সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারে ব্রতী হইতে হইয়াছে।

লর্ড লিটন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

আমাদিগের উপরে যদি কিছু স্নেহ ও মমতা থাকে, তাহা কাটাইয়া তিনি ত স্বদেশে চলিলেন। কিন্তু আমরা বড় দুঃখিত হইতেছি, তাঁহাকে অভিনন্দন দিয়া বিদায় করিতে পারিলাম না। আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু একটীও অভিনন্দনযোগ্য গুণ খুজিয়া পাইলাম না। ডুবুরিয়া সমুদ্রে ডুব দেয়, রত্নও পায় বিষাক্ত দ্রব্যও পায়। কিন্তু আমরা তাঁহার অভিনন্দন দ্রব্য লাভার্থ অনেক ডুব দিলাম কিন্তু একটী রত্নও পাইলাম না, কেবল বিষাক্তদ্রব্যে আমাদের মস্যাধার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি যাহাতে প্রজারা সন্তুষ্ট হয়, তিনি এমন কোন কাজ করিয়াছেন, আমাদের ত মনে হইতেছে না। রাজা রামচন্দ্র প্রজার মনোরঞ্জনার্থ প্রাণপ্রিয়তমা গর্ভবতী জনকতনয়াকে বনে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড লিটন গবর্ণর জেনরল হইয়া বঙ্গদেশের প্রধান প্রজা যে জমীদারদল, তাহার অবমাননা করিয়াছেন। তাঁহাদের অপরাধ এই, তাঁহারা স্বদেশের হিত-চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহাদিগকে তিরস্কার করাও হইয়াছে। তাঁহাদের দশসালা বন্দোবস্তের যে অখণ্ডনীয় স্বত্ব ছিল, লার্ড লিটন তাহা খণ্ডন করিয়াছেন, লাইসেন্স ট্যাক্স করিয়া দরিদ্র প্রজাদেরও অসন্তোষ সম্পাদন করিয়াছেন। বলিতে কি, তাঁহার উপরে কোন প্রজাই কোন অংশে তুষ্ট হয় নাই।

লার্ড লিটন ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরী ভারতের প্রকৃত অধিপতি বটেন কিন্তু লর্ড লিটন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজা। প্রজার হিত সাধন, শ্রেয়োবর্দ্ধন, উন্নতিসাধন রাজার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু তিনি বরাবর ইহার বিপরীতপথগামী হইয়া চলিয়াছেন। তিনি নিজ অধীন প্রজাগণের অনিষ্ট করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের ইষ্টসাধন করিয়াছেন। তাঁহার অধিকারে প্রজারা কোন অংশেই সুখী হয় নাই, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তিনি নিজে দরিদ্রপীড়ক কর সংস্থাপন করিয়া প্রজাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছেন। বিধাতা আবার তাঁহার সপক্ষ হইয়া দুর্ভিক্ষ ঘটাইয়া প্রজাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের প্রকোপে কত লোক যে জঠরানলজ্বালায় দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত লোকের যে ধর্ম্ম ও চরিত্র নাশ হইয়াছে, তাহার সীমা নাই। কত লোক যে কত প্রকার অসহ্য কষ্ট পাইয়াছে, তাহার অবধি নাই। কাবুলে যে এক অভিনয় হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার যবনিকা পতন হয় নাই, তাহাতে লর্ড লিটনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব নাই বটে, কিন্তু তিনি তাহার একজন প্রধান নায়ক। লর্ড মেও ও লর্ড নর্থব্রুক প্রভৃতি ভাবী অনিষ্ট শঙ্কা করিয়া যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে শঙ্কিত ও শঙ্কুচিত হন, তিনি অক্লেশে অবলীলাক্রমে সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যার পর নাই অযশোভাজন হইলেন। একটী স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল, কত অর্থের শ্রাদ্ধ হইল, কত লোক প্রাণ ত্যাগ করিল, দেশটী অরণ্যপ্রায় হইয়া উঠিল, আপনার অধীন অসংখ্য সৈন্যও সমরাঙ্গনে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিল, শেষে ভারতবর্ষকে লইয়াও বিষম টানাটানি আরম্ভ হইল, অকৃতাপরাধে যুদ্ধের ব্যয় ভারতের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইল! কাবুলের উপরে তাঁহার এমনি কোপ, কাবুলকে উৎসন্ন দিবার তাঁহার এমনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে তিনি যাইবার সময়েও কান্দাহার ও গজনীর স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত করিয়া কাবুলকে অঙ্গহীন করিয়া গেলেন। যাহা হইতে এত অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে, আমরা কি বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন দান করিব? আমরা যদি তাঁহাকে অভিনন্দন দান করি, সাধারণের কি এই সংস্কার জন্মিবে না যে, যে সকল গবর্ণরজেনেরল ভারতের অনিষ্টকারী, তাহাদিগকেই অভিনন্দন দান করিতে হয়? তাহা হইলে কি অভিনন্দনশব্দটী কলঙ্কিত হইবে না? যে শাসনকর্ত্তা প্রজারঞ্জক, তাঁহাকেই অভিনন্দন দিতে হয়। কিন্তু আমাদের লর্ড লিটন এমনি প্রজারঞ্জক! এমনি প্রজারঞ্জনগুণে ভূষিত! পাছে নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের অধীনে প্রজারঞ্জনার্থ কোন শ্রেয়স্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, এই শঙ্কায় অগ্রে পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন! ফলতঃ আমরা এক দুই করিয়া গণনা করিয়া দেখিতেছি, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া প্রজার যত অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছেন, তাহার শতাংশের এক অংশও প্রিয় কার্য্য করেন নাই। কিছু করেন নাই বলিলেই বরং সোজাসোজি বলা হয়। এক ব্যক্তি এক মাতালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ঢাকের বাদ্য কখন ভাল লাগিয়া থাকে! মাতাল উত্তর করিল, যখন চুপ করে। আমরাও তেমনি বলি, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া শাসন কার্য্যরূপ যেরূপ বাদ্যোদ্যম করিলেন, যদি সে বাজনা না বাজাইতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত। অথবা এ কথা বলিলে অধিকতর সঙ্গত হয়, তিনি যদি ভারতবর্ষে পদার্পণ না করিতেন, তাহা হইলে আরও ভাল হইত।

পক্ষপাতদূষিত মুদ্রাযন্ত্রসংক্রান্ত ৯ আইনটী তাঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি যদি ঐ স্তম্ভটী উন্মূলিত করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তাহা হইলেও আমাদিগের অভিনন্দন দিবার একটী পথ থাকিত। সে অংশেও আমরা হতাশ ও বঞ্চিত হইলাম।

আমরা স্বদেশের প্রতিনিধি হইয়া এতক্ষণ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। এখন আমাদের নিজের বিষয়ে বক্তব্য এই, তিনি আমাদের একটী মহোপকার করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণোদিত হইয়া সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারের অনুমতি দিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা নিজে তাঁহার নিকট, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু অভিনন্দন দান করিতে পারি না। অভিনন্দন দান করিতে গেলে সাধারণের প্রতিনিধি হইয়া দিতে হয়। কিন্তু তিনি নিজ কার্য্য দ্বারা সাধারণের অনুরাগভাজন হইয়া অভিনন্দন লাভের পথ বন্ধ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়।

পুরাতন মন্ত্রিসম্প্রদায় পদত্যাগ করিয়াছেন। লর্ড বিকন্সফিল্ড্ আপনার প্রাধান্য রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরিশেষে সদলে কর্ম্মত্যাগ করিলেন। তাঁহার আশ্রিত সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইংলণ্ডের নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করিতেছেন, কেহ ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে ইংলণ্ডের সর্ব্বনাশ হইবে। জাতীয় ভাব ও ইংলণ্ড সাম্রাজ্যের লোপ হইবে। বঙ্গদেশেও বিপ্লবের তরঙ্গ লাগিয়াছে। লার্ড বিকন্সফিলডের পক্ষ লোকে যেমন নিরানন্দ হইয়াছেন, উদারমতাবলম্বী দল পদস্থ হইয়াছেন বলিয়া বঙ্গদেশীয় যুবকগণ আনন্দ সাগরে ভাসমান হইয়াছেন। ইহাঁরা মনে করিতেছেন যেন ইহাঁদেরই রাজত্ব হইল। ইহাঁদের জাগ্রৎ স্বপ্ন এই, এত দিনের পর ভারতের দুঃখ-নিশার অবসান হইল! সুখরবি উদিত হইয়া ভারতের মলিন মুখ উজ্জ্বল করিবে! কিন্তু চিত্র না করিলে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য গিয়া যখন ভারত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতেশ্বরীর হস্তগত হয়, তখনও আমরা এইরূপ সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। অনেকে বলে, ক্ষণবিশেষে স্বপ্ন দেখিলে একে আর হয়। আমরা কি অশুভক্ষণে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, বলিতে পারি না, আমাদের অদৃষ্টে বিপরীত

ঘটনা হইল। আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে যে সুখে ছিলাম, ভারত ইংলণ্ডেশ্বরীর খাস হইলে তাহা হইতে বঞ্চিত হইলাম। লিবরালদলের মন্ত্রিত্বকালে আমাদের অদৃষ্টে যে সে ঘটনা ঘটিবে না, তাহার প্রমাণ নাই। যাহা হউক, জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা এই, সুবকগণের মনোরথই পূর্ণ হউক। অপর প্রার্থনা এই, লিবরাল দলের অধীনে যাঁহারা ভারতের শাসনকর্ত্তা হইবেন, তাঁহারা যেন কন্সরবেটিভ শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় ইংলণ্ড হইতে যাত্রাকালে ইংলণ্ডে মন ও চক্ষু রাখিয়া আসিয়া ভারত শাসন না করেন।

বিকন্সফিলড দলের লোকে যাহাতে উদারমতাবলম্বী দলের গৃহবিচ্ছেদ হয়, তাহাও করিতে ক্রটী করেন নাই। বিধি বাম হইলে সকলই বিফল হয়। লিবরল দলের সভ্য সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে আর কোন সময়ে কোন দলের এত অধিক হয় নাই। বিকন্সফিলডের দলে ২৩৫ ও গ্লাডষ্টোনের ৩৪৯। আবার এই সমস্ত লোকের এক মত ও এক প্রাণ। ইংলণ্ডেশ্বরী হার্টিংটন সাহেবকে ডাকিয়া মন্ত্রিসভা সংগঠনের অনুরোধ করেন, কিন্তু হার্টিংটন তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব থাকিতে আমি প্রধান পদ লাভের যোগ্য নহি। এই উদারভাব আজিও আছে বলিয়াই ইংলণ্ডের এত প্রভুত্ব। যে পদ পাইবার জন্য অন্য দেশের লোক কত নরহত্যা করে, কত পাপ করে, হার্টিংটন সেই পদ প্রাপ্ত হইয়াও ত্যাগ করিলেন। মহারাণী গ্লাডষ্টোন সাহেবের উপর কিছু বিরক্ত। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে গ্লাডষ্টোনকে ডাকেন, কিন্তু যখন সমস্ত ইংলণ্ড গ্লাডষ্টোনকে মন্ত্রী করিবার জন্য উৎসুক, তখন আপনার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি উদারতা গুণে গ্লাডষ্টোন সাহেবকে প্রধান মন্ত্রী এবং রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী করিয়াছেন। হার্টিংটন সাহেব ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি হইয়াছেন। হার্টিংটন সাহেবের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ উদারচেতা লোককে ষ্টেট সেক্রেটরি পাওয়া আমাদের অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। তিনি যেরূপ উদারতা সহকারে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পদের লোভ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ভারতবর্ষের বিষয়ে তিনি কিরূপ আচরণ করিবেন, তাহারও নির্ণয় করা কঠিন নহে। যত লোকে লর্ড লিটনের শাসনপ্রণালীর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে মারকুইস অব হার্টিংটন একজন প্রধান। গ্লাডষ্টোন ও ফসেট সাহেব ভারতবর্ষের জন্য যত লড়িয়াছেন, হার্টিংটনও সেইরূপ অধ্যবসায় সহকারে ভারতবর্ষীয়দিগের মনুষ্যোচিত স্বত্ব স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বে জনরব উঠিয়াছিল লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরী হইবেন, সম্প্রতি তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে, তিনি নৌ-সৈন্যের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে লিবরাল দল ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তা হইলে ভারতবর্ষের দিকে তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ থাকিবে না। তাঁহারা স্বদেশের উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন। একজন ভাল গবর্ণর জেনরল প্রেরণই তাঁহাদের ভারতবর্ষ শাসনের শেষ সীমা হইবে। আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল প্রায় হইয়াছে। সভ্য নির্ব্বাচন সভায় এত বক্তৃতা হইয়া গেল, গ্লাডষ্টোন হার্টিংটন ফসেট প্রভৃতি সদাশয়-মহাশয়গণ এত বক্তৃতা করিলেন, বক্তৃতাস্রোতে দিক প্লাবিত হইয়া গেল, কিন্তু কই ভারতবর্ষের কথা ত কেহই কিছু বলিলেন না। যদি কেহ কিছু বলিয়া থাকেন তবে সে আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে। কিন্তু আফগান যুদ্ধ ত ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থ যুদ্ধ নয়। উহা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ। যখন ১৮৭৪ অব্দে বিকন্সফিলড প্রধান মন্ত্রী হন, সে সময়েও এইরূপ চারি দিকে বক্তৃতার ঘটা পড়িয়া গিয়াছিল। রাজস্ব কার্য্যে গ্লাডষ্টোন সাহেব বৃহস্পতি। তিনি বলিয়াছিলেন অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। টাকা উদ্বৃত্ত হইলে ইংলণ্ডীয়দিগের আয়করের কিয়দংশ উঠাইয়া দেওয়া যাইবে। তাহাতে বিকন্সফিলড (তখন ডিসরেলি) বলিয়াছিলেন, গ্লাডষ্টোনের এই কথা অত্যন্ত অন্যায়। যখন বাঙ্গালাদেশে দুর্ভিক্ষরূপ ঘোর অনল শিখা জ্বলিতেছে, তখন ইংলণ্ডের ঐ উদ্বৃত্ত রাজস্ব দ্বারা তাহার নিবারণ করাই উচিত। তিনি মুখে এই কথা বলেন বটে কিন্তু কার্য্যে ভারতবর্ষের বহু কোটী টাকা ইংলণ্ডে ব্যয় করিয়া ফেলেন, এক কপর্দ্দকও ভারতবর্ষকে দেন নাই। কিন্তু তখন তাঁহার কথায় লোকে এমনি মোহিত হইয়াছিল যে তাহাতে কতই হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এবার মুখের কথায়ও সে আশা দেওয়া হয় নাই। তবে গ্লাডষ্টোন সাহেব মিডলোথিসনে বক্তৃতাকালে ভারতবর্ষীয় মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনের বিষয়ে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অনুমান হয় যে উক্ত আইনের আয়ুঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। গবর্ণর জেনেরল নিয়োগের বিষয়েও আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। লোকে ডফরেন প্রভৃতি বড় বড় লোক গবর্ণর জেনারল হইবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু গ্লাডষ্টোন সর্ব্বপ্রথমে গোসেন সাহেবকে গবর্ণর জেনরল হইতে অনুরোধ করেন। গোসেন সাহেব রাজস্বকার্য্যে অতিশয় দক্ষ। গত কয় বৎসর ধরিয়া অর্থ নীতি সংক্রান্ত অনেক অতি জটিল বিষয়ের তিনি অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। আমরা দুঃখিত হইলাম যে গোসেন সাহেব গবর্ণর জেনারল হইতে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে অনুরোধ করাতে কিরূপ লোককে গবর্ণর জেনারল করা গ্লাডষ্টোন সাহেবের অভিপ্রেত, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ হইতেছে। ৭। ৮ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ও আয় ব্যয় হিসাব লইয়া যে কি গণ্ডগোল করিতেছেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। তাঁহাদের কথা শুনিয়া ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অবস্থা অবগত হওয়া একান্ত দুষ্কর। এই আজি বলিলেন গবর্ণমেণ্ট দেউলিয়া হইয়াছে, আবার কালি দেখান হইল রাজস্ব উদ্বৃত্ত হইয়াছে। অতএব রাজস্বের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই জন্যই গ্লাডষ্টোন সাহেব গোসেন সাহেবের মত সুদক্ষ অর্থনীতিজ্ঞ লোককে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল করিবার চেষ্টায় আছেন। এরূপ একজন প্রসিদ্ধ সচ্চরিত্র লোক আসিলে তিনিও ভারতবর্ষের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তাঁহার নিশ্চিন্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনও হইয়াছে। তাঁহাকে আপাততঃ দুটী গুরুতর বিষয়ে একান্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে। প্রথম, বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টসকলের সঙ্গে সন্ধিবিগ্রহাদি। দ্বিতীয়, হোম রুলরদিগের সহিত বিরোধ। বিদেশীয়দিগের সহিত ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রি সম্প্রদায় যে আচরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে গ্লাডষ্টোন সাহেবের অনুমোদিত নহে, ইহা সকলেই অবগত আছেন বিকন্সফিলড যাহা করিয়া গিয়াছেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না স্থির করিয়াছেন। কিন্তু যাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে, তাহার ত মীমাংসা করিতে হইবে। এই মীমাংসা করিতে অনেক সময় লাগিবে এবং অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টও, পাছে নূতন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কৃতকার্য্য উল্টাইয়া দেন এই ভয়ে অনেক বিষয়ে এমন গোল বাঁধাইয়া গিয়াছেন যে তাহা পরিষ্কার করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। লর্ড লিটন কান্দাহারে যাহা করিয়াছেন, উদাহরণ স্বরূপ তাহা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কাবুলের কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে তাহার এখনও কিছু স্থির হয় নাই। ইহার মধ্যে লর্ড লিটন কান্দাহারকে কাবুল রাজ্য হইতে পৃথক করিয়া তথায় একজন শাসনকর্ত্তা বসাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে লর্ড লিটনের যে কি সুবিধা হইল তাহা বুঝা যায় না। তিনি প্রথম হইতে বলিয়া আসিতেছেন, কাবুল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাহার পর সহসা এইরূপ কাবুলের এক খণ্ড স্বাধীন করিয়া দেওয়া শুদ্ধ কাবুল ঘটিত একটা বন্দোবস্ত যাহাতে শীঘ্র না হয় বোধ হয় তাহাই উদ্দেশ্য। ইহাতে কেবল আগতপ্রায় গবর্ণর জেনারলের কার্য্য পথে কণ্টক অর্পণ করা হইল।

গ্লাডষ্টোন সাহেবের দ্বিতীয় দুর্ভাবনার বিষয় হোমরুলরদিগের সহিত বন্দোবস্ত। হোমরুলর নামে একদল লোক ইংলণ্ডে হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডে স্থানীয় কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য স্বতন্ত্র পার্লিয়ামেণ্ট হউক এবং সমস্ত সাম্রাজ্যের উপর বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃত্ব করুন। ইহাঁদের দলে কত লোক, তাঁহাদিগের শক্তি কত দূর, তাহা অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু ইহাঁদের দল যে ক্রমশঃ পুষ্ট হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। অধুনাতন পার্লিয়ামেণ্টে ইহাঁদের ৬৩ জন মেম্বর আছেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব হোম রুলার মতের পক্ষপাতী নহেন। সুতরাং তাঁহার সহিত হোমরুলরদিগের বিবাদ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্টে হোম রুলরদিগের প্রাধান্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহারা এবার যুঝিতে ক্রটী করিবেন না।

মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পদত্যাগ প্রযুক্ত ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিগণের কিরূপ রাজনীতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে জানিবার জন্য কৌতূহল হইতে পারে। বাস্তবিকও উহা কৌতুকের বিষয়। অনেক কর্ম্মচারী ইহারই মধ্যে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইংলণ্ড উদারমতাবলম্বী, আমরাও তাহাই। যাঁহারা উচ্চ শিক্ষার একান্ত বিরোধী, যাঁহাদের যত্নে মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারাও ভারতবর্ষীয়দিগের মঙ্গলের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন। সর জর্জ্জ কূপার উচ্চ শিক্ষার যত সুহৃৎ তাহা কে না জানে? মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন হই বার সময়ে তাঁহার বক্তৃতা কাহার অবিদিত আছে। তিনি ক্যানিং কালেজের পারিতোষিক বিতরণ স্থলে এই মর্ম্মের বক্তৃতা করিয়াছেন "সদ্বংশজাত যে সকল ছাত্র ক্যানিং কালেজে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিবে তাহাদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইল, তদ্দ্বারা অনা য়াসে তাহারা ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্ব্বিসে প্রবেশ করিতে পারিবে। অতএব এখন যদি তালুকদারের সন্তানেরা তাঁহাদের সন্তানদিগকে সুশিক্ষা না দেন তবে সে তাঁহাদের দোষ।" বায়ু যখন যে দিক দিয়া বহে, পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষাদিও সেই দিকে হেলিতে থাকে। ইংলণ্ডের রাজনীতির প্রবাহ যে দিক দিয়া বহে ভারতবর্ষস্থ অনেক সাহেবই সেই দিকে আত্ম সমর্পণ করেন। যাহা হউক, আমরা আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।

শিবপুর কলেজ ও ঢাকা ওয়ার্কশপ।

শিক্ষিত দল! তোমাদের ত বড় বিপদ দেখিতেছি। ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় মুসলমানজাতীয় একজন জিগীষু রাজা বহুসংখ্যক লোককে বন্দীকৃত করিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষার্থ খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা কষ্টকর বিবেচনা করিয়া এককালে সকলের প্রাণহত্যা করিয়াছিল, তেমনি ইংলণ্ডেশ্বরীর নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় তোমাদের সকলের জীবিকা সংস্থান দুরূহ ও কষ্টকর বোধ করিয়া এককালে তোমাদের সকলকে তোপে উড়াইয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন। অতএব তোমাদের বড় বিপদ, এ কথা আমরা বলিতেছি না। আমাদের রাজারা মুসলমানজাতীয় রাজা নন। আমরা তোমাদিগের বাস্তবিক বড় বিপদ দেখিতেছি। এদিকে প্রতিবৎসর তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, ওদিকে তোমাদের জীবিকার পথ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। গবর্ণমেণ্টের নিকটে আশাদ্বার সংকীর্ণ হইয়াছে। উচ্চতর রাজপদগুলি তোমাদের পক্ষে কণ্টকাকীর্ণ, তৎপদ লাভে তোমাদের আশা নাই বলিলেই হয়। আমাদের গবর্ণমেণ্ট বহুজাতীয় বহুবিধ লোকের ভরণ-পোষণ-কারী। যাহাঁরা তাঁহাদের প্রিয়পাত্র, উচ্চ রাজপদগুলি তাহাদের জন্যই রাখিয়াছেন। তোমরা বিনা পরীক্ষায় সিবিল সর্ব্বেণ্ট হইবে বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিলে, কৌতুককর দেশীয় সিবিল সর্ব্বেণ্ট পদের সৃষ্টি করিয়া তোমাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। ফিরিঙ্গিরাও তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে, সামান্য পদগুলিও যে তোমরা নির্ব্বিঘ্নে পাও, সে সম্ভাবনাও অল্প। দিন দিন যেরূপ আকার দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কিছু দিন পরে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিয়া চাকরীতে তোমাদের মাসিক ১০। ১৫ টাকা উপার্জ্জন করা কঠিন হইয়া উঠিবে। তোমরা এ বিপদ-শান্তির কি উপায় স্থির করিয়াছ? স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পথ শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য। তাহাতে তোমরা অভ্যস্ত নও। উচ্চতর বাণিজ্যদ্বারও এক প্রকার রুদ্ধ। তাহাতে বিশাল মূলধন, অধিকতর পরিশ্রম, দৃঢ়তর অধ্যবসায় আবশ্যক। সেদিকেও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। শিল্পকার্য্যে ইউরোপীয়দিগকে অতিক্রম করা বড় কঠিন কর্ম্ম। একে ত তাহারা শিল্পকার্য্যে বহুদিনের অভ্যস্ত. তাহারা শিল্প দ্রব্যের যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবে, এদেশীয়দিগের দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা অল্প। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয়দিগের এক প্রকার দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা এই, এদেশীয়েরা কি শিল্প কি বাণিজ্য কোন বিষয়ে তাহাদিগকে পরাভব করিতে না-পারে। আপনাদের প্রাধান্য অব্যাহত রাখিবার জন্য সৎই হউক আর অসৎই হউক যে কোন উপায় আছে, তাহার অবলম্বনে অনেকে পরাঙ্মুখ হয় না। যে এক কৃষিকার্য্য আছে, ইউরোপীয় অধ্যবসায় তাহারও অপ্রতিযোগী নয়। প্রতিযোগী থাকিলেও ঐ একমাত্র আশাস্থান আছে। উহার উন্নতি-সাধন করিতে পারিলে কিছু লাভ হয় বটে, কিন্তু সকল শিক্ষিতই যদি সেই লাভের লোভে উন্মুখ হন, সেই লাভ "চটকস্য মাংসং ভাগশতং" হইয়া পড়িবে। উহারও বহু ভাগী আছে, এদেশে কৃষক বলিয়া যে সম্প্রদায় আছে, তাহারাই সেই ভাগী। শিক্ষিতেরা যদি কৃষিকার্য্য আপনাদের একায়ত্ত করিয়া লইতে যান, তাহা হইলে তাহাদের অন্নের হন্তা হইতে হইবে। সেটীও দেশের একটী অমঙ্গলের কথা।

আমরা দেখিতেছি কতকগুলি শিক্ষিত লোক নিরুপায় ও হতাশ হইয়া যাত্রার দল আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের দেশ আমোদপ্রিয়, ইহাতে কতকগুলি লোকের অন্ন সংস্থান হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে দেশের উন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই। ইহা এক প্রকার নিকৃষ্ট ব্যবসায়। শিক্ষিতদল এখন তোমরা কি করিবে? চাকরীর আশা পরিত্যাগ করিয়া কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প এই তিনটী বিষয় অবলম্বন কর। ইহাতেও প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী আছে সত্য কিন্তু ভারত তোমাদের দেশ, তোমাদের জন্মভূমি, তোমরা যদি অধ্যবসায়শীল হইয়া এই সকল বিষয়ে মনোনিবেশ কর, স্বার্থলাভ তোমাদের পশ্চাতে থাকিয়া উত্তেজনা করিতে থাকে এবং ন্যায়পথে থাকিয়া তোমরা উহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা পাও, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে না হউক বহু অংশে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। শিল্প বিষয়ে তোমাদিগকে কার্য্যপটু করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তোমাদিগের কার্য্যশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তোমরা এই সময়ে বদ্ধপরিকর হও। বর্ত্তমান শতাব্দীতে শিল্পশিক্ষা বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বড় বড় লোক সকলও এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দান ও নিজ নিজ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছেন।

ফলতঃ, ঊনবিংশ শতাব্দী অন্য কার্য্যের নিমিত্ত যত না হউক, শিল্প ও পূর্ত্ত কার্য্যের নিমিত্ত বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই শতাব্দীতে লেসেপ্স সাহেব জন্মগ্রহণ করিয়া সুয়েজ খাল খনন করিয়া আপনার পূর্ত্তকার্য্যদক্ষতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। দুর্ভেদ্য আল্পসও স্বহৃদয় ভেদ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া লৌহবর্ত্মের অবকাশ প্রদান করিয়াছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয়ের মধ্যে ভূমির নিম্ন দিয়া পথ হইবার জল্পনা শুনিতেও পাওয়া যায়।

আটলান্টিক সাগরের উপর দিয়া রেল চালাইবার প্রস্তাবও হইতেছে। বৈদ্যুতিক তারে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানই প্রায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। লেসেপ্স সাহেব সেবার আষ্ট্রাকান হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত রেল করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী প্রদেশস্থ রাজা সকলের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন তিনি পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই। অধুনা তিনি এই প্রাচীন বয়সে পানামা যোজকের মধ্য দিয়া একটী খাল খনন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি যে ইহার শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া যান, এমন বোধ হয় না, কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত কার্য্য শেষ হইলে নাবিকদিগকে আর সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকা বেষ্টন করিতে হইবে না, যে পথে যাইতে বহুদিন লাগিত, তাহা একদিনের মধ্যেই যাওয়া যাইবে। ইউরোপে প্রস্তাব হইতেছে, একটী খাল কাটিয়া ডেন্মার্ককে ইউরোপ হইতে স্বতন্ত্র করা হইবে। তাহা হইলে বাণিজ্যতরি অনায়াসে বল্টিক সাগর হইতে জর্ম্মণ সমুদ্রে আসিতে পারিবে, আর বিপদসঙ্কুল স্কাগারা দিয়া যাইতে হইবে না।

আমাদের দেশেও পূর্ত্তকার্য্যের মহা উন্নতি হইয়াছে। যে সকল বৃহৎ বৃহৎ সেতু নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষগণের নাম চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে সন্দেহ নাই। শোণ সেতু শতদ্রু সেতু প্রভৃতি ইংরাজজাতির বিজ্ঞান বিদ্যার কীর্ত্তিস্তম্ভ।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বভাবসিদ্ধ উদারতাগুণের বশীভূত হইয়া ভারতবর্ষবাসিদিগকেও এই বিদ্যা শিখাইবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহারা কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলিয়া ভারতবর্ষবাসীদিগকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছেন। অনেকগুলি বাঙ্গালী এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছেন। অনেকে স্ব স্ব কার্য্যে বিলক্ষণ নৈপুণ্যও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যে শিক্ষা হইত, তাহাতে হাতে কর্ম্ম শিক্ষা হইত না। কেবল পুস্তক হইতেই শিক্ষা দেওঁয়া হইত। অধুনা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উঠাইয়া দিয়া শিবপুরে একটী নূতন বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তক হইতেও শিক্ষা দেওয়া হইবে, হাতেও কাজ শিখান হইবে। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহারা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিবে। ইহাতে পাঁচটী শ্রেণী খুলা হইয়াছে। ১। সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং ২। মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং। ৩। সিবিল ওবরসিয়র ৪। মেকানিকাল ওবরসিয়র। ৫। ক্রাফ্টস ম্যান। ছাত্রগণের সুবিধার জন্য ১০ টী বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ছাত্রগণের থাকিবার স্থানেরও বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রধান অধ্যাপক ডাউনিং সাহেব অধ্যক্ষ হইয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছাত্রগণের কোন কষ্ট নাই। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য এত লোক আবেদন করিয়াছে যে শিবপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে তাহাদের থাকিবার স্থান পাওয়া যাইতেছে না। এ জন্য ডিরেক্টর সাহেব ১লা জানুয়ারির পূর্ব্বে আর আবেদন গ্রহণ করিবেন না স্থির করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। উক্ত সময়ের মধ্যে অন্ততঃ দুই শত ছাত্রের বাসোপযোগী বাটী নির্ম্মিত হইবে।

সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সঙ্গে সঙ্গে ডিহিরির কার্য্যালয়ও উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাকার ছাত্রেরা নূতন বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তথাকার অধ্যাপক কোবেকার্ণ সাহেবও নূতন বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শুনিতেছি নাকি এই সঙ্গে ঢাকার শিল্পবিদ্যালয়টীও উঠিয়া যাইবে। ঢাকার বিদ্যালয়টী ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক বাবু দীননাথ সেনের যত্নে স্থাপিত হয়। দীন বাবু বাল্যকাল অবধি কর্ম্মকার ও সূত্রধার প্রভৃতির কার্য্য অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম যখন নর্ম্মাল স্কুলের সঙ্গে শিল্পশ্রেণী খুলেন, তখন গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। যখন দেখিলেন ঢাকার উন্নতিপ্রিয় যুবকগণ তাঁহার নিকটে শিক্ষা লাভার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন তিনি প্রত্যহ ৪ টা অবধি ছয়টা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। পরে সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেবের শাসনকালে তিনি সাহায্য প্রাপ্ত হন। তদবধি বিদ্যালয়ের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। দীন বাবুরও উন্নতি হইয়াছে। তিনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। কিন্তু যে পেণ্ডুলম চালিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিও চলিতেছে। আজিও সে বিদ্যালয়ে নানাবিধ দেশ হিতকর ব্যবসায় শিক্ষা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, বিদ্যালয়টী উঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমরা এরূপ বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার যুক্তি বুঝিতে পারিতেছি না। ডিহিরির বিদ্যালয় উঠাইয়া দেওয়াতে বিশেষ ক্ষতি নাই। কারণ, ডিহিরি শিক্ষার্থী ছাত্রের পূর্ণ বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান নহে, বিদেশ হইতে ছাত্র গিয়া তথায় শিক্ষা করিত; সুতরাং সে বিদ্যালয় উঠিয়া যাওয়াতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ঢাকা ডিহিরির মত স্থান নয়, কলিকাতা যেমন ঢাকাও প্রায় তেমনি, উহা পাশ্চাত্য সভ্যতা-প্রসারের একটী কেন্দ্র। ওরূপ স্থান হইতে বিদ্যালয় উঠাইয়া দিলে অত্যন্ত অসুবিধা ঘটিবে। ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রেরা কিছু শিবপুরে আসিতে পারিবে না। উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয়ও অল্প। উহার বিশেষ গুণ এই যে, উহা এদেশীয় লোক দ্বারা এদেশীয় পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত ও চালিত হইতেছে। অতএব ঐ বিদ্যালয়টী উঠাইয়া দেওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।

দিবাকরের পুনরুদয়কামনা।

দিবাকর সৌর-জগৎ-শৃঙ্খলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এককালে অদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন, জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছে, সৃষ্টি লোপ হইতে বসিয়াছে। অতএব দেবগণের ন্যায় আমরা তাঁহার পুনরুদয় কামনা করিতেছি। পাঠক উপরের শীর্ষটী দেখিয়া কি তাই ভাবিতেছেন? তা নয়। দিবাকর নামে আমাদের সহযোগী একখানি সমাচারপত্র ছিল। সোমপ্রকাশের মৃত্যু হইলে তিনি আমাদিগের সপত্নতা করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহারও প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। এক্ষণে সোমপ্রকাশ জীবন লাভ করিল, দিবাকর মৃত অবস্থায় থাকেন কেন? আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাহারই পুনরুদয়-কামনা করিতেছি। দিবাকর সম্পাদকের প্রতিও আমাদিগের বক্তব্য এই, তিনি মাননীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করুন, অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদিগের রাণীগঞ্জের সংবাদদাতা যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে গৃহীত ও প্রচারিত হইল।

"সোমপ্রকাশ ত পুনর্জীবন লাভ করিলেন। যখন ইহার ঘোর বিপদ উপস্থিত, সে সময় ইহার উদ্ধারে বিশেষ প্রয়াসবান হইয়া যে একখানি সংবাদ পত্র সোমপ্রকাশের সঙ্গে গতজীবন হয়, তাহার পুনঃ প্রকাশের এখন উপায় কি? যে কৃপাবলে সোমপ্রকাশের উদ্ধার সাধন হইল, সেইরূপ কৃপার কণা মাত্র প্রক্ষিপ্ত না হইলে এ কাগজ খানির ত গত্যন্তর দেখা যায় না। যে কাগজ খানি সে সময়ে সোমপ্রকাশের রক্ষার্থ এত বদ্ধপরিকর হয়, তাহার নাম "দিবাকর"। বীরভূম হইতে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল। ইহার কার্য্য অধিক দিন না চলিতে চলিতে সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব ইহাতে উদিত হয়। প্রস্তাবটী তাদৃশ কঠোরভাষায় লিখিত হয় নাই, কিন্তু তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট (গ্রাণ্ট) সাহেবের সম্মুখে সেই প্রস্তাবটি গ্লানিকর ও বিদ্রোহের উদ্দীপক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এ কাগজের অধ্যক্ষ বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁহার বহুবার লেখালেখি চলে। দক্ষিণা বাবুর গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে অন্য কোন সংস্রব নাই। তিনি বীরভূমের কমিটীর অন্যতর

সহসা মাত্র। তিনি পত্রের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইহাতে বড় মন্দ হইবার সম্ভাবনা। এই হেতু কাগজের প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। কাগজখানি কয়েক মাস মাত্র জীবিত ছিল, ইহার লেখাও অতি পরিপাটী হইতেছিল। এত দিন ইহার কার্য্য চলিলে এটী সাধারণ্যে সমাদৃত হইত ও দেশের ভূরি উপকার সাধনে সমর্থ হইত। এখন কথা হইতেছে, এটী এখন কি উপায়ে পুনঃ প্রকাশিত হয়। আমাদের ছোট বাহাদুর অতি হৃদয়বান্ লোক। সোমপ্রকাশের প্রচার বন্ধ হওয়াতে দেশের কত যে ক্ষতি হইতেছিল, তাহা এত দিন নীরবে অনুধাবন করিয়া এখন প্রকাশের আদেশ প্রচার করিলেন ও তদ্দ্বারা আপন মহানুভবতার সামান্য পরিচয় দিলেন না। আমরা বলি, তাঁহার এক অংশে আর কলঙ্ক থাকে কেন? এ সামান্য মাত্র কাগজের প্রচার বন্ধ রাখিয়া রাজ্যের কি বিশেষ উপকার দর্শিবে? আমি বলি, তিনি কৃপা করিয়া এখনকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অনুসন্ধান লইয়া অধ্যক্ষকে প্রচারের অনুমতি করুন। এ কার্য্যে বীরভূমবাসিমাত্রেই ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তাঁহার দীর্ঘ-জীবন কামনা করিবে।

কাহা হইতে আদালতের জীবন রক্ষা হইতেছে?

যাহাঁদের তর্কশক্তি নাই, পরিণাম-বিবেচনা করিয়া উত্তর দিবার ক্ষমতা নাই, এবং চিন্তাশক্তি নাই, তাঁহারা, কাহা হইতে আদালতের জীবন রক্ষা হইতেছে? এই প্রশ্নের এই উত্তর দিবেন কেন গবর্ণমেণ্ট হইতে। পাঠক একবার তর্ক করিয়া দেখুন দেখি, এটী সদুত্তর হইল কি না? কেহ যদি মকদ্দমা না করে, অর্থী প্রত্যর্থী না জুটে, তাহা হইলে কি গবর্ণমেণ্ট আদালত রক্ষা করিতে পারেন? তবে বল, অর্থী প্রত্যর্থীই আদালতের রক্ষাকর্ত্তা। না, পাঠক! তাহাও নয়। অন্য দুই একটী উদাহরণ-রূপ শাণ দিয়া তর্কশক্তিকে ধারাল করিয়া তুল, তাহার পরে স্থির করিয়া বলিতে পারিবে আদালতের রক্ষাকর্ত্তা কে? নদীকে কে রক্ষা করে? পর্ব্বতের প্রস্রবণ। তাকে আবার কে রক্ষা করে? মেঘ। মেঘ হইয়া বৃষ্টি না হইলে প্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া যায়। সেই মেঘের রক্ষার কারণ কে? সমুদ্র। সূরকর-সংযোগে সমুদ্রের জল বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়। এখন পাঠক এইরূপে তর্কশক্তি খাটাইয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, আদালতের রক্ষাকর্ত্তা কে?

আমরা উপরে প্রমাণ করিয়া দিলাম, গবর্ণমেণ্ট আদালতের রক্ষাকর্ত্তা নন। আপাততঃ অর্থী ও প্রত্যর্থীকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বোধ হয় বটে কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বাস্তবিক তাহারাও নয়। মকদ্দমা করিবার যে প্রকার কার্য্যপ্রণালী, আইনের যে প্রকার জটিলতা, তাহাতে অসহায় হইয়া অর্থী প্রত্যর্থীর মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা নাই, তাহারা আদালতে গিয়া যদি সহায়তা না পায়, তাহা হইলে কি মকদ্দমা করিতে পারে? উকীল, মোক্তার, কৌন্সলি প্রভৃতি অর্থী প্রত্যর্থীর যে যে সহায়দল আছেন, তাঁহারাই আদালতের প্রকৃত রক্ষক। সূর্য্য ব্যতিরেকে যেমন পৃথিবী থাকে না, উঁহাদের ব্যতিরেকে তেমনি আদালত ক্ষণকাল তিষ্টিতে পারে না। আদালত আবার উঁহাদের রক্ষক। কথায় বলে "বন-রক্ষক শিবা, শিবারক্ষক বন।" তেমনি আদালত-রক্ষক উকীল ও উকীল রক্ষক আদালত।

উকীলেরা যে কিরূপে আদালতের রক্ষাকর্ত্তা হইলেন, তাহা বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিলেন। তথাপি আমরা আর একটু বিশদ করিয়া বলি। বোধ কর একটি ঘটনা ঘটিল, একজন অর্থী ও একজন প্রত্যর্থী হইল, উভয়েই আদালতে গেল, একজনের ন্যায় একজনের অন্যায় আছে সন্দেহ নাই। উকীলেরা দুই দল হইলেন, উভয় দলেই উভয় পক্ষের সমর্থন করিলেন। মকদ্দমা চলিতে লাগিল। কিন্তু কেহ যদি অন্যায় পক্ষ আশ্রয় না করেন, কেহ যদি অন্যায়কারীকে উৎসাহ না দেন, তাহার অন্যায় তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, কেহ যদি তাহার উকীল না হন, কাজেই তাহাকে মকদ্দমা হইতে বিরত হইতে হয়। পাঠক! এখন দেখুন প্রতিপন্ন হইল কি না উকীলেরাই আদালতের রক্ষক। নদী-মাতৃক দেশে নদীর জলেই যেমন শস্যের জীবন রক্ষা হয়, উকীল হইতেই তেমনি আদালতের রক্ষা হইতেছে। এটী ঠিক কথা কি না পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন।

যে কারণে আজ আমাদের মনে এবিষয়টীর উদয় হইল, তাহা এই—সম্প্রতি ইংলণ্ডে এক ব্যক্তির স্ত্রী বাজারে গিয়া এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ধারে কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করে। ব্যবসায়ী ঐ স্ত্রীর স্বামীর নিকটে বিল পাঠাইয়া দেয়। উহার স্বামী এক পয়সাও দিল না, বলিল আমার স্ত্রীকে আমি বাজার হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছি। ব্যবসায়ী আদালতে নালিশ করিল। নিম্ন আদালতে তাহার পরাজয় হইল। তাহার আপীল করিল। সেখানেও পরাজয় হইল। পাঠক দেখুন কেমন চমৎকার কাণ্ড। কেমন মকদ্দমার আপীল পর্য্যন্ত হইয়া গেল! উকীলেরা অর্থীকে যদি নিবারণ করিতেন, তাহা হইলে কি এ মকদ্দমা হইত? দুরবগাহ জটিল বিষয় নয় যে উকীলেরা বুঝিতে পারেন নাই। যে স্ত্রী ধারে দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনে, তাহার স্বামী যখন বলিল সে অনুমতি দেয় নাই, সে যে তাহার দায়ী নয়, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রী যদি ইচ্ছামত ঋণ করিয়া টাকা অন্যকে দেয়, স্বামী কি তাহার দায়ী হইবে? আমাদের দেশে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কি ধর্ম্মকর্ম্ম কি ব্যবহার কার্য্য কোন বিষয়েই স্ত্রীর স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার অধিকার নাই। অন্য দেশে এরূপ শাস্ত্র না থাকুক, যুক্তি ত আছে? স্ত্রী যখন স্বামীর পরাধীন, তখন স্বামীর মতনিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য করিলে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি বল ইউরোপীয় স্ত্রীরা স্বাধীন, স্বামীর পরাধীন নন। তাহা হইলে ত যুক্তি আরও পরিষ্কার। স্বাধীন পুরুষ স্বাধীন স্ত্রীর ঋণের দায়ী হইবেন কেন?

আমরা যে মকদ্দমাটীর উল্লেখ করিলাম বোধ হয় ইহার মত পরিষ্কৃত মকদ্দমা আর হয় না। এমন পরিষ্কৃত সন্দেহশূন্য মকদ্দমা যাঁহাদের প্রসাদে হয়, তাঁহারাই কি আদালতের জীবনভূত নন? তাঁহারা কেবল আদালতের রক্ষার উপায় নন, গবর্ণমেণ্টেরও আয়ের প্রশস্ত দ্বার।

এখন প্রশ্ন এই উকীলের সংখ্যাবৃদ্ধি দেশের মঙ্গলের কারণ কি না? ভরণ-পোষণ-পর্য্যাপ্ত শস্য দেশমধ্যে উৎপন্ন না হইলে যেমন দেশের অমঙ্গল হয়, উকীলের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে তেমনি অমঙ্গল ঘটিতেছে। এই অমঙ্গল নিবারণের একটী উপায় করা আবশ্যক। সম্প্রতি লিবরালদল মন্ত্রিসম্প্রদায় হইয়াছেন। তাঁহারা পরিবর্ত্তনপ্রিয়। তাঁহাদের মত উদার। তাঁহারা নূতন বন্দোবস্ত ভাল বাসেন। অতএব আমরা তাঁহাদিগের নিকটে উকীলদিগের বিষয়ে একটী নূতন বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিতেছি, উকীলদিগকে সরান একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এত বিচারপতির পদ নাই যে সেই সেই পদে ইহাদিগকে পাঠাইয়া দিবেন। কাবুলে যুদ্ধ উপস্থিত আছে, গবর্ণমেণ্ট সেইখানে ইহাদিগকে সৈন্যদলে নিযুক্ত করুন। যাহার যেমন গুণ ও ক্ষমতা তদনুসারে তিনি তেমনি পদস্থ হউন। সৈন্যদল মধ্যে ইহাঁদের প্রথম পাইবার যোগ্য জমাদার সুবেদার লেপ্টনেণ্ট কাপ্তেন প্রভৃতি অনেকগুলি কাজ আছে। প্রথমে সেই সেই পদে অধিষ্ঠিত হউন, তাহার পর ক্রমে উন্নতি লাভ করিবেন। ক্রমে অভ্যাস দ্বারা সাহসিকতা ও কার্য্যপটুতাও জন্মিবে।

কেমন পাঠকগণ এ কি মন্দ প্রস্তাব? আপনারা কি ইহাতে অনুমোদন করেন না?

নূতন গবর্ণর জেনরল।

বুধবার তারে সংবাদ আসিয়াছে, মারকুইস রিপন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত লোকে গবর্ণর জেনারল নিয়োগের বিষয়ে যাঁহাকে যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যে যে বিতর্ক করিয়াছিলেন, সে সমস্ত বিফল হইল। কেহ বলিয়াছিলেন কানাডার ভূতপূর্ব্ব সুদক্ষ গবর্ণর ডফরেন্ সাহেব গবর্ণর জেনারল হইবেন। কেহ ভাবিয়াছিলেন ডিউক আর্গাইল গবর্ণর জেনরল হইবেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব যেদিন গোসেন সাহেবকে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহাতে সকলের সংস্কার হইয়াছিল, বিলাতের কোন বিখ্যাতনামা উদার নীতিজ্ঞ ভারতবর্ষে মহারাণীর প্রতিনিধি হইবেন। সকলের সকল আশা ব্যর্থ হইল। কিন্তু উপস্থিত নিয়োগে আমাদের অসন্তুষ্ট হইবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না। লর্ড রিপন যদিও উদারমতাবলম্বীদিগের অধিনায়ক নহেন, কিন্তু ইনি একজন অতি উচ্চ পদবীর লোক। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মারকুইস উপাধিধারী অতি বিরল। ইহাঁর পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট, বয়স ৫৩ বৎসর, ইনি দক্ষতা সহকারে অনেক প্রধান প্রধান রাজকার্য্যও করিয়াছেন, সুতরাং ইনি যে ষ্টেট সেক্রেটরি অথবা প্রধান মন্ত্রীর ধামাধরা হইবেন এরূপ বিশ্বাস হয় না। ইহাঁর পিতা কিছু দিনের জন্য ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে রিপনের আরল হন। আমাদের গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮২৭ খ্রীঅব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খ্রীঅব্দে পিতার পরলোকান্তে ইনি পৈতৃক সম্পত্তি ও উপাধির উত্তরাধিকারী হন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে ইনি কমন্স হাউসের সভ্য হইয়াছিলেন। যে বৎসর পিতার মৃত্যু হয়, সেই বৎসরেই ইনি যুদ্ধ বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটরি হন। পরে অল্প দিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটরি হইয়াছিলেন। সার জি সি লুইসের মৃত্যু হইলে ১৮৬৩ খ্রীঅব্দে ইনি স্বীয় দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ যুদ্ধ বিভাগের সেক্রেটরির পদ প্রাপ্ত হন এবং মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। পরে যখন ১৮৬৬ খ্রীঅব্দে সর চার্লস উড ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরির পদত্যাগ করেন, সে সময়ে ইনি কিছু দিন ষ্টেট সেক্রেটরির কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীঅব্দে আমেরিকার সহিত সন্ধি করিবার জন্য যে কমিশন পাঠান হয় ইনি সেই কমিশনের সভাপতি হন। এ কার্য্যে ইনি এরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে মহারাণী তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে মারকুইস উপাধি প্রদান করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইহাঁকে ডি সি এল উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডের এক জন লর্ড লেফ্‌টনাণ্ট ও মাজিষ্ট্রেট। ১৮৭৩ খ্রীঅব্দে লর্ড জেটলণ্ডের মৃত্যুর পর ইনি ইংলণ্ডীয় ফ্রিমেশন দিগের অধিনায়ক অথবা গ্রাণ্ডমাষ্টার হন কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই কোন কারণ বশতঃ সেই অধিনায়কতা পরিত্যাগ করেন। একণে ঐ ফ্রিমেশন দলের প্রতি ইহার বিশেষ বিদ্বেষ। কারণ এই, দিব্য করিয়া গোপনে যে সমাজে প্রবেশ করিতে হয়, ইনি সে সমাজ ভাল বাসেন না। ১৮৭৪ খ্রীঅব্দে ইনি রোমান কাথালিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহাঁর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ লইয়া ইংলণ্ডে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। ইহার একটী পুত্র, তিনি অরল, তাঁহার নাম ফ্রেডরিক ওলিভর।

ইহাঁর জীবন চরিত পাঠ করিয়া আমাদের একটী বিষয়ে আশার সঞ্চার হইতেছে। ইনি গ্লাডষ্টোনের দলাক্রান্ত রোমান ক্যাথলিক। সুতরাং ইহার অধিকার কালে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যয় উঠিয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর ১৫।১৬ লক্ষ টাকা পাদরীদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। এই পাদরীরা আবার ইংলিস চর্চ্চের পাদরী। ভারতবর্ষে যত সাহেব আছেন, তাহার অনেকেই ইংলিস চর্চ্চের নহেন। ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ খৃষ্ট ধর্ম্মবলম্বী নয়। ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারল রোমান ক্যাথলিক যাঁহার হস্তে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ভার, তিনি স্বয়ং আয়রলণ্ড হইতে প্রোটেষ্টাণ্ট চর্চ্চ উঠাইয়া দিবার প্রধান উদ্যোগী। এ অবস্থায় কয়েক জন মাত্র ইংরাজ কর্ম্মচারীর সুবিধার জন্য বৎসর বৎসর ১৫। ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় রহিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

উপসংহারে বক্তব্য এই, ইহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে ভারতের শুভ লাভের যেমন আশা সঞ্চার হইতেছে, তেমনি ইহাঁর ধর্ম্ম লইয়া মত পরিবর্ত্ত দেখিয়া শঙ্কাও জন্মিতেছে। কথায় বলে "অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোপি ভয়ঙ্করঃ"। ইহাঁর মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সংবাদে অস্থিরচিত্ততার যেন কিছু কিছু পরিচয় হইতেছে।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ২৩ এ এপ্রেল। সেনাপতি রস সাহেব সংবাদ দিয়াছেন, তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য দল কেল্লা দরনি হইতে যখন তোপ নামক স্থানে যাইতেছিল সেই সময়ে শত্রু পক্ষীয় সৈন্যগণ পর্ব্বতের অন্তরাল হইতে গোলা বর্ষণ করিয়া তাহাদের বাধা দিয়াছিল।

ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে কাবুলের বিস্তর লোক বিনষ্ট হওয়াতে তদ্দেশবাসীদিগের বিষম শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

মহম্মদ হোসেন খাঁ গত কল্য লগারের অন্তর্গত আরগণ সার নামক স্থানে লোক সংগ্রহার্থ গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কোহিস্থানের অন্তর্গত তাজা নামক স্থানে মীর বোঁচা ২০০ সৈন্য ও মীর সৈয়দ খাঁ ইস্তালিফে ৪০০ সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতেছে।

জেনারল ষ্টুয়ার্ট গজনি জয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সম্মানার্থ সেরপুরে ৩১ টী তোপধ্বনি হইয়াছিল।

২৬ এ এপ্রেল। আবদুল রহমান তুর্কিস্থানে ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন বলিয়া সাধারণের যে প্রতীতি জন্মে তাহা ভ্রান্ত, বাস্তবিক তিনি ততদূর আয়োজন করিতে পারেন নাই। কুণ্ডুজ নামক স্থানে তিনি সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা পাইতেছেন।

গজনির পতন হইলে মুস্কি আলম মুসাজানকে সাপুরে লইয়া গিয়াছেন। এই যুদ্ধের সময় তাঁহার গুরু আহত ও তাঁহার ভ্রাতা হত হইয়াছেন।

কোহিস্থান ও কাবুলের লোকে গজনীর অবরোধ সংবাদে বিশ্বাস করিতেছে না।

মহম্মদ জানের ভ্রাতা ও আর কতকগুলি সর্দ্দার মুস্তাফি দুর্গ হইতে আসিয়াছে। মহম্মদ জান আরমতে পলায়ন করিয়াছেন। মুসা খাঁ মুস্কি আলমের দুর্গে আছেন এবং মুস্কি আলম ওথাকার জাতিদিগকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন। হাজারারা যদিও সম্মুখে বন্ধুভাব দেখায়, ভিতরে ভিতরে অনেক অনিষ্ট করিতেছে।

কাবুল হইতে ২৫ এ এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে, গজনিতে অরাজকতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। আহম্মদ খেল নামক স্থানে গিলজাইজাতি পরাভূত ও নির্ব্বিঘ্নে গিজনি অধিকৃত হইয়াছে। তত্রত্য সর্দ্দার ও মল্লিকগণ একণে অধীনতা স্বীকার করিতেছেন।

সেনাপতি রস সাহেব সর্দ্দার আলম খাঁ ও তাহের খাঁকে মসাজানে প্রেরণ করিয়াছেন। আলম খাঁর প্রার্থনা অনুসারে সেনাপতি ষ্টুয়ার্ট মসাজানকে সন্ধি করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। গজনিবাসিদিগের উপর আলম খাঁর প্রভুত্ব অত্যন্ত অধিক। যে পর্য্যন্ত কাবুলের সকল গোলযোগ শেষ না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার মতে প্রদেশ শাসন করা হইবে।

চার্কখানী হোসেন খাঁ গোলাম হায়দর ও বাদশা খাঁর অধীনস্থ লগারিগণের সহিত অদ্য চেরাশিবস্থ সৈন্যগণের একটী যুদ্ধ হইয়াছিল প্রাতঃকালে ১০০০ হাজার শত্রু একত্র হইয়া শিবির অধিকার করিয়া তাহাতে পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। শত্রুগণ পুনরায় বেলা সাতটার সময়ে গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ইংরাজ সৈন্যগণ উঁহাদিগের প্রতিকূলাচরণ করে নাই। লগারিরা দিন দিন সংখ্যায় বৃদ্ধি হইতেছে। ৯২ নং হাইলাণ্ডার সৈন্যগণ গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শত্রুগণ উহাদিগের কতকগুলি অশ্ব বধ করিয়াছে। ৯২ নম্বরের মধ্য হইতে ৩ দল সৈন্য চেরাশিবের অন্তর্গত ২ টী ক্ষুদ্র প্রায় কেল্লা অধিকার করিয়াছে। শত্রুগণ জেনারল ম্যাককার্সনকে আক্রমণ করিয়াছে। সেনাপতি হ্যাওলে বিস্তর সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ যাত্রা করিয়াছেন। লগারিরা যখন বাগান পরিত্যাগ করিয়া কুশীর নিকটস্থ পর্ব্বতে যাইতেছিল, সেই সময়ে ইংরাজ সৈন্যগণ উঁহাদিগকে আক্রমণ করে। উভয়পক্ষে একটী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শত্রুদিগের ১০০ শত হত ও তদ্ভিন্ন অনেক আহত, ইংরাজ পক্ষে ৩০ জন হত ও ৩১ জন আহত হইয়াছে।

কাবুল হইতে ২৫ এ এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে মোল্লা মুস্কি আলম ছয় হাজার আন্দারিজ ও সলিমান খেল জাতীয় লোককে উত্তেজিত করিয়া অর্জ্জা আলমের নিকট একত্র করিয়াছেন। সেনাপতি পালিসর সৈন্য সামন্ত লইয়া উঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা যে স্থানে রহিয়াছে সে স্থান আক্রমণ করা সহজ সাধ্য নয় বলিয়া সেনাপতি ষ্টুয়ার্ট বিস্তর নূতন সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দান করেন, ৯ ই প্রাতঃকালে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। শত্রুদলের চারিশত হত হইয়াছে।

কাবুল ২৬ এ এপ্রেল। আবদুল গফুর বিস্তর লোক লইয়া সেনাপতি রসের শিবির আক্রমণ করে, কিন্তু কার্য্য কিছুই করিতে পারে নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৪ এ এপ্রেল। ভারতেশ্বরী গ্লাডষ্টোন সাহেবকে উইণ্ডসোরে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশক্রমে তিনি নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সভ্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

কনষ্টান্টিনোপল ২৫ এ এপ্রেল। মন্টেনিগ্রোর সৈন্যগণ পঁহুছিবার পূর্ব্বে এলবেনিয়েরা পরিত্যক্ত প্রদেশ সকল অধিকার করিয়াছে। উভয় দলে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছে।

লণ্ডন ২৬ এ এপ্রেল। কয়চুন বেতে আমেরিকাবাসী ধীবরেরা যে অত্যাচার করিয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন যে ক্ষতি হইয়াছে, লর্ড সালিসবরি তাহা পূরণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ এপ্রেল। সার, উবলিউ, ভারনান হার্টকোর্ট হোম বিভাগের ষ্টেট সেক্রেটারি হইলেন।

লর্ড ভার্ব্বি গসেন ও লর্ড রোজবেরি মন্ত্রিসভার সভ্যপদ গ্রহণে সম্মত হন নাই।

২৮ এ এপ্রেল। মার্কুইস রিপন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল, আরল কিম্বারলে উপনিবেশের ষ্টেট সেক্রেটারি, ডিউক আর্গাইল প্রিবিসিলের লর্ড, আরল স্পেন্সার প্রিবি কাউন্সিলের প্রধান সভাপতি। জন ব্রাইট ডচি ল্যাঙ্কাষ্টারের চ্যান্সেলার, নর্থব্রুক এডমিরালিটীর সেক্রেটারি, সার চার্লস ডাইক বিদেশীয় কার্য্যের জন্য প্রতিনিধি ষ্টেট সেক্রেটারি হইলেন।

সেন্টপিটার্সবর্গ ২৭ এ এপ্রেল। উইণ্টার পালেস যে ব্যক্তি দগ্ধ করিয়াছিল, সে হত হইয়াছে।

২৯এ এপ্রেল। ডডসনসাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও ক্যাবিনেটের একজন সভ্য হইলেন। চ্যাম্বারলেন বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেন্ট। মন্দিলা শিক্ষা সংক্রান্ত সভার ভাইস প্রেসিডেন্ট। সার হেন্‌রী জেমস্ এটর্ণি জেনেরল গ্রাণ্টডফ্ উপনিবেশের অণ্ডার সেক্রেটোরি। মার্কুইস লাক্স ডাউন ভারতবর্ষের অণ্ডার সেক্রেটোরি। আরল মরলে সংগ্রামকার্য্যের অণ্ডার সেক্রেটরি। ফসেট পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল, লর্ড কালিংফোর্ড কনষ্টান্টিনোপলের ইংরাজ দূত হইলেন।

বিবিধ সংবাদ।

ভারতেশ্বরীর মধ্যম পুত্র এডিনবর্গের ডিউক রুশ সম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বড়ই গোলে পড়িয়াছেন। ইংলণ্ডের সহিত রুশ রাজবংশের কিছু বিবাদ চলিতেছে বলিয়া তাঁহার পত্নী ডচেস এডিনবর্গ কোন ক্রমেই ইংলণ্ডবাসে সম্মত হইতেছেন না। ইহার পক্ষে পুত্রকলত্র পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করা যেরূপ কঠিন, আর সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ঘরজামাই হইয়া থাকা সেইরূপ কঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন আজি কয়েক মাস হইল লর্ড লিটন কভেনাণ্টেড সিবিল সর্ব্বিসটী উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত তলে তলে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল শীঘ্রই ইহা কার্য্যে পরিণত করিবেন। সত্য সত্যই কি এটী লার্ড লিটনের প্রস্তাব?

দারভাঙ্গায় চিনির কলের ম্যানেজার সাহেব বিনা অপরাধে একজন দেশীয় লোককে বধ করাতে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। সাহেব বলেন তিনি তাহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে আঘাত করেন নাই। এটী ত সেকেলে বুলী।

ইংরাজ অধিকৃত ব্রহ্মদেশে এখনও এক প্রকার লোক আছে, উঁহারা দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। হিন্দু ধর্ম্মের আচার ব্যবহারের প্রতি ইহাদিগের এখন অটল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। ইহারা যে সকল স্থানে থাকে, সে সকল স্থানে আজিও ইংরাজদিগের কঠোর শাসন প্রচলিত হয় নাই।

গত ৭ই মার্চ্চ নিগেটা বন্দরে জাপানিদিগের এক খানি জাহাজের চোঙ্গ হঠাৎ ফাটায় ৩৮ জন লোক হত ও ৩৬ জন আহত হইয়াছে। উহাতে সমুদায় ৭২ জন মাত্র লোক ছিল।

কাঠিওয়ারে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। তত্রত্য লোকেরা এক্ষণে ঘাস ও বৃক্ষের পত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

মিশর দেশের খেদাইব আবিসিনিয়ায় সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের অধিবাসীর সংখ্যা ৪ কোটী। গ্রেট বিটনের ৩ কোটী ২০ লক্ষ। ভারতবর্ষের ২০০০ কোটী। ঐ ঐ স্থানবাসীদিগের সুবিধার্থ ইউনাইটেড ষ্টেটে ৪১ হাজার গ্রেট বিটনে ১৩৭৬৮ ও ভারতবর্ষে ৪১০৭টী পোষ্ট আপিস আছে।

শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ক্রফ্ট সাহেব হুগলী জমিদারী স্কলারসিপ ফণ্ড হইতে কিছু টাকা লইয়া দুইটী স্বতন্ত্র বৃত্তি স্থাপন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে বালক বৃত্তি না পাইবে ও ইচ্ছা সত্ত্বে অর্থাভাব নিবন্ধন পড়িতে না পারিবে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর তাহার প্রকৃত অবস্থা জানিয়া দুই বৎসরের নিমিত্ত ঐ বৃত্তি তাহাদিগকে দান করিবেন। হুগলী ব্রাঞ্চ ও হুগলী কলেজ স্কুল ও উত্তরপাড়া স্কুলের যে বালকের এইরূপ অবস্থা ঘটিবে তিনিই উহা প্রাপ্ত হইবেন কিন্তু তাঁহাকে হুগলী কালেজে পড়িতে হইবে।

আমাদিগের পাঁচতোপীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন " বড়ঞা থানা মুর্শিদাবাদের সহিত মিলিত হইয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই জেলার অন্তর্গত কান্দিতে একটী সবডিবিজন স্থাপিত হইয়াছে। ফৌজদারী মকদ্দমা কম। কিন্তু দেওয়ানি আদালতে অনেক মকদ্দমা দায়ের হইয়াছে। একজন বিচারক হইতে আর চলে না। আমাদের বিবেচনায় আর একজন সাহায্যকারী মুন্সেফ আসিলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়।

এডুকেশন গেজেটে বিনা মূল্যে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। আমরা জানি অনেকে আমোদ করিবার নিমিত্ত এ কার্য্য করিয়া থাকেন। আর কেহ২ বা লোক নিযুক্ত করিয়া বিজ্ঞাপন দেন। কর্ম্মপ্রার্থিগণ বিজ্ঞাপন দেখিয়া বিজ্ঞাপনদাতার নিকট প্রশংসাপত্রের অনুলিপি ও পত্রোত্তর পাইবার আশায় পত্রোদরে একখান ডাক টিকিট পাঠাইয়া থাকেন। বিজ্ঞাপন দাতারা পত্র পাইয়া তাহার উত্তর পর্য্যন্ত দেন না। টিকিট খানি তাঁহার লাভ হইল। এক মাসের উপর হইবেক আমার এক আত্মীয় এডুকেশন গেজেটে একটী স্কুলের পদ শূন্য দেখিয়া উক্ত স্কুলের সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে স্বীয় প্রশংসা পত্রের অনুলিপি ও পত্রের উত্তর পাইবার বাসনায় পত্রের মধ্যে একখান টিকিট দিয়া পাঠাইয়া দেন। তাহার পর তাঁহার উত্তর না পাইয়া পুনর্ব্বার আর দুইখান পত্র লিখিলেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য কর্ম্ম পাওয়া দূরে থাকুক, পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত পাইলেন না। তাঁহার দুই আনা ডাক মাশুল অকারণ গেল। এডুকেশন গেজেট সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমাদের বিনীত প্রর্থনা এই যে, বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত না হইয়া অমূলক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া আর গেজেটের নামে যেন কলঙ্ক রটনা না করেন। ইহাতে সাধারণের উপকার না হইয়া বরং দিন দিন অপকার হইতেছে।

ঈশ্বর প্রসাদাৎ আজ কাল এ অঞ্চলে কোন পীড়া নাই। এবার ওলাউঠায় পাঁচতোপী ও তৎপার্শ্ব স্থান সমূহে অনেক লোক মরিয়াছে। পাঁচতোপীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিনা মূল্যে ঔষধাদি প্রদান করিতেছেন। ইহাতে এ অঞ্চলের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

গত ১৮ই বৈশাখ সন্ধ্যার প্রাক্কালে এখানে বিলক্ষণ ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই বৃষ্টিতে তিলের ও তুঁতের বিশেষ উপকার হইয়াছে।"

সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্মের পর কেবল যে আমরা কয়েকজন শিক্ষিতের নূতন ব্যবহার দেখিলাম, তাহা নয়; কয়েকখানি নূতন সংবাদপত্রও আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছে। মেদিনী পত্রিকা তাহার অন্যতর। বাবু হৃদয়নাথ দাস মেদনীপুরে ইহার প্রণয়ন করেন। এই পত্রে দেখা গেল, লক্ষ্মণনাথের শ্রীমতী গোলোকমণি নিজ পুত্রের বিবাহ-কালে শিক্ষা কার্য্যের উন্নতি সাধনার্থ শিক্ষাবিভাগের হস্তে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকায় দুটী বৃত্তি দেওয়া হইবে। লক্ষ্মণনাথ স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা ঐ বৃত্তি পাইবেন।

প্রভাতী এখানিও আমাদের পক্ষে নূতন পত্র। এখানি দৈনিক। এখানির কার্য্য মন্দ হইতেছে না। আকার দেখিয়া বোধ হইতেছে, সম্পাদকেরা অধ্যবসায়বান হইলে ইহা ক্রমেই উন্নতি পথে অধিরূঢ় হইবে। এই পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদ দুটী দৃষ্ট হইল।

"বোটানিকাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ কিং সাহেব বলেন যে, চীনেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারে। নেপাল রাজ্যের উপর তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। উদ্ভিদ তত্ত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত কিং সাহেব সম্প্রতি নেপালে গিয়াছেন। তিনি বলেন তথাকার প্রধান লোকেরা চীন গবর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এবং তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, রুশিয়া অপেক্ষা চীন হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকতর অনিষ্টের সম্ভাবনা। উত্তর ব্রহ্মদেশেও চীনগবর্ণমেণ্টের দূত আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পুনা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, ভীলেরা নগরের কালেক্টরীতে ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের শাসনের নিমিত্ত মেজর ডানিয়েল তথায় প্রেরিত হইয়াছেন।"

মফস্বলে যে সমস্ত সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে আমরা ভারতমিহিরকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া থাকি। ইহার রচনা তত উৎকৃষ্ট না হউক, প্রস্তাবগুলি মন্দ হয় না। অনেক প্রস্তাবে তর্কশক্তির বিশেষ পরিচয় থাকে। মুদ্রণকার্য্যটীও সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়। আমরা সম্পাদককে সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জীবন সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত দেখিয়া বড় দুঃখিতহইলাম। বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষের আবেদনপত্রের প্রত্যুত্তরে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে রেজলিউসন করেন, সম্পাদক কি সেখানি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন নাই? গবর্ণমেণ্ট যে সোমপ্রকাশের মান বর্দ্ধন করিয়াছেন, ঐ রেজলিউসন কি তাহার পরিচয় দিতেছে না? গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যে অনুমতিপত্র দিয়াছেন, তাহাতে কি কোন সরত আছে? যে গবর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের মান বর্দ্ধন করিয়াছেন, আমাদিগের স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের মান বাড়ান কি উচিত নয়? আমাদের গবর্ণমেণ্ট এমন নির্ব্বোধ নন, যে ন্যায় যুক্তি ও আইনের বিরুদ্ধে আমাদিগকে কোন সরতে বাধ্য করেন, আমরাও এমন কাপুরুষ নহি, যে কোন সরতে বাধ্য হই। সে প্রকার বাধ্য বাধকতা থাকিলে গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দান কালে অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিতেন। যাহা হউক, আমরা সম্পাদককে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন রেজলিউসনটী একবার অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন। সম্পাদক নিশ্চয় জানিবেন আমরা বিনীতভাবে যে আবেদন করিয়াছি, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের মান বর্দ্ধন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। এই পত্র হইতে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটী উদ্ধৃত করিলাম।

"কাগমারির জমিদার বাবু দ্বারকানাথ রায় চৌধুরীর একটী হাতি পাগল হইয়া সহরের সন্নিকটে তাহার মাহুতকে আহত এবং একটী লোককে হত করিয়াছে। মাহুত হাতীটাকে যথেষ্ট প্রহার করে, সেই প্রহারে ক্লিষ্ট হইয়া হাতী মাহুতকে পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিতে প্রয়াস পায়। প্রথমত একজন মাহুত পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যায় এবং প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে। হাতী অপর মাহুতকেও ফেলিয়া দেয় এবং তাহাকে দাঁতে বিদ্ধ করিতে যত্ন করে। মাহুত দুই দাঁতের মধ্যে পড়িয়া দাঁত ধরিয়া থাকে। হাতী দাঁত বিঁধাইতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে কিন্তু দাঁত মাটিতে বাধিয়া যায় বলিয়া দাঁতের ফাঁকে মাহুত রক্ষা পায়। হাতী পুনঃ পুনঃ বিফল যত্ন হইয়া মাহুতকে লইয়া একটী বৃক্ষে ঘর্ষণ করিতে থাকে। এদিকে পল্লীর লোক সমবেত হয়। পল্লীর লোকের হো হো শব্দে এবং প্রহারে উত্ত্যক্ত হইয়া হাতী মাহুতকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। লোকগুলি দৌড়িয়া পলায়ন করে তাহাদের মধ্যে একটী লোক ভূমিতে পড়িয়া যায়। হাতী তাহাকে ধরিয়া বলের ন্যায় শূন্যে বার বার ছুড়িয়া ফেলে এবং ধরিতে থাকে। প্রহারে প্রহারে লোকটী পিণ্ডাকার হইয়া যায়। কেহ লাস আনিতে গেলে হাতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসে। সমস্ত দিন, হাতীটী ঐ লাসের উপর আপনার ক্রোধের ঝাল মিটাইয়াছে। হাতীটাকে ধরিয়া আনিতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব উহাকে গুলি করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ধৃত না হওয়ায় পুলিশসাহেব গুলি করিয়াছেন। হাতী বারটী গুলি খাইয়াও মরে নাই। শুনিতেছি মেজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং গুলি করিবেন।"

সিংহলের মুক্তা তোলায় গবর্ণমেণ্ট গত ১৭ই এপ্রেল ১৫৩০০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গ্যাটলিং নামে এক ব্যক্তি নূতন রকমের এক প্রকার কামান প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কামানে এক মিনিটে প্রায় হাজার বার গোলা ছোড়া যাইতে পারে।

ফরাশিদিগের সহিত প্রুশিয়ার যুদ্ধকালে এক জন সৈন্য ১৬ বার আহত হইয়াছিল। পরে তাহার কোন বন্ধুর কৃপায় তাহার জীবন রক্ষা হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে তাহার বন্ধুর কৃত উপকারের কথা বিস্মৃত হয় নাই। রোনের অন্তর্গত পইণ্ট ডি এল নামক স্থানে ঐ সৈনিকপুরুষ অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই বন্ধুকে আনাইয়া ২৫০০০০ (ফ্রাঙ্ক মুদ্রা বিশেষ) দিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে যে প্রণালীতে কাবুলীদিগকে ফাঁসি দেওয়া হইতেছে, কোন এক ইংরাজ তাহা ভাল বলিয়া অনুমোদন করেন নাই। সম্প্রতি তিনি লিখিয়াছেন শুদ্ধ ফাঁসি দিয়া তাহাদিগকে বধ করিলে সাধারণের মনে কখনই ভয়ের সঞ্চার হইবে না। তিনি বলেন অপরাধি ব্যক্তিকে ফাসি দিয়া তাহার মস্তক একখানি শূকর চর্ম্মের দ্বারা আবৃত করিয়া ৪ ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখিলে সকলেই অত্যন্ত ভীত হইবে এবং ক্রমে আর তাহারা বিপক্ষতাচরণে সাহসী হইবে না। উঃ কি সূক্ষ্মবুদ্ধি !!

বাবু হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ফুকা দুগ্ধ বাহির করিবার আইনে ২৪ জন গোয়ালার দণ্ড হইয়াছে এবং সকল গোয়ালাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি আমরা শুনিলাম, আমাদের বাসা বাটীর নিকট সেন্স্বনা গলিতে একজন গোয়ালা প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঐ কার্য্য অতি গোপনে সম্পন্ন করিয়া থাকে। ভরসা করি, পশুদিগের প্রতি অত্যাচারনিবারিণী সভা এবিষয়ের তত্ত্ব লইবেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও খড়দহ গ্রামে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এখানে বৃহৎ গভীর পুষ্করিণী নাই, তজ্জন্য গ্রামবাসিদিগকে এই সময়ে অনেক কাজের নিমিত্ত গঙ্গাজল ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু সকলের পক্ষে সকল কাজের নিমিত্ত গঙ্গাজল আনয়ন দুঃসাধ্য। দয়াবান্ গবর্ণমেণ্ট অথবা নবাবগঞ্জনিবাসী প্রভূতসম্পত্তিসম্পন্ন বাবু বংশীধরমণ্ডলের ন্যায় কোন পরদুঃখকাতর মহোদয় ২। ১ টী ব্যবহার যোগ্য পুষ্করিণী যদি খনন করাইয়া দেন, তাহা হইলে গ্রামবাসিগণের ক্লেশের নিবারণ হয়।

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আলীপুরের বাটী হইতে তিন শত টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি চুরি গিয়াছে। এত পাহারা থাকিতে এরূপ চুরি হওয়া আশ্চর্য্যের সন্দেহ নাই। শাসন প্রণালীর বিষয়ে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরকে সতর্ক করা কি চোরদের অভিপ্রেত নয় ?

রাজস্ব মন্ত্রী ষ্ট্রাচি সাহেবের লীলা বুঝিয়া উঠা ভার। এবার রাজস্বসংক্রান্ত আয় ব্যয়ের হিসাব দিবার সময়ে তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের [illegible] অবস্থা জানাইয়া দিয়াছেন। পার্লামেণ্টের [illegible] প্রকৃত পক্ষে ভারতের দুরবস্থা জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা ষ্ট্রাচি সাহেবের এই [illegible] বিরক্ত হইয়াছেন।

গিল্জনি অধিকার উপলক্ষে কলিকাতায় [illegible] ধ্বনি হইয়াছিল।

বিলাতের এক জন সাহেব [illegible] পরিত্যাগ করিয়া উদারমতাবলম্বী [illegible] করাতে তাঁহার স্ত্রী বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে [illegible] করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইয়া একখানি দরখাস্ত করেন। বিচারপতি তাঁহাদিগের স্ত্রী পুরুষে এরূপ অকৌশল দেখিয়া পরিত্যাগের বিধি দিয়াছেন।

আর্য্যবিভাকর নামে এক খানি নূতন সমাচার পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান বৈশাখ মাসই তাহার জন্ম মাস। পত্র খানি যেমন নূতন, তেমনি ইহাতে একটী নূতন রকমের সংবাদ দেখিতে পাইলাম। সেটি এই:—

" রেঙ্গুণে একটা সুন্দর রকমের জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে।—ব্রহ্মদেশীয় একটী স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলিয়া জনৈক সদাগরের দোকান হইতে এক হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ খরিদ করে এবং পুরুষটী স্ত্রীটীকে দোকানে রাখিয়া স্বর্ণের তোড়া সহ নৌকা হইতে টাকা আনিবার ছল করিয়া প্রস্থান করে। কিয়ৎকাল পরে স্ত্রীটীও স্বামী আসিতেছে না কেন, কারণ অবগত ও টাকা আনিবার জন্য তাহার ক্রোড়স্থ শিশুসন্তানটীকে সদাগরের অপর এক কেটাতে রাখিয়া প্রস্থান করিল। সদাগর অনেক বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া শিশুটীর নিকটে গেলেন, দেখিলেন, শিশুটী প্রকৃত মনুষ্য নহে, একটা চীনের পুতুল কাপড়ে জড়ান। সদাগর নিশ্চয়ই জুয়াচোরের ব্যাপার মনে করিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলেন ; কিন্তু আর তাহাদিগকে দেখা গেল না। "

মূল্য অল্প বা ব্যয় অল্প হইলে কাজ যে কত অধিক হয়, ১৮৭৮ অব্দের ডাকবিভাগের পত্র বিলি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। লণ্ডনের প্রধান ডাক ঘর হইতে ১৮৭৮ অব্দে প্রতিদিন দশ লক্ষ চিঠি বিলি হইয়াছে। লণ্ডনের একটী কুঠি প্রতি দিন তিন হাজার চিঠি ডাকে পাঠাইয়াছে।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, ভারতবর্ষে ২৬০ প্রকার সর্প আছে। উহার মধ্যে পাঁচ প্রকার বিষাক্ত।

দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন লক্ষিত হয়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, ঐ সকল চিহ্ন যখন দেখিতে পাওয়া না যায়, সেই সময়ে অনাবৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ হয়।

যাঁহারা খগোলবিদ্যায় পারদর্শী, তাঁহারা বলেন, পৃথিবীর উপগ্রহ যেমন একটী চন্দ্র আছে, মঙ্গলেরও উপগ্রহ স্বরূপ দুটী চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। একটী চন্দ্র মঙ্গলের ১৪০০ মাইল দূরে আছে এবং উহা ৩০ [illegible] সময় মধ্যে মঙ্গলের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। অপরটী মঙ্গলগ্রহের ৫৮০০ মাইল দূরবর্ত্তী এবং উহা ৭ ঘণ্টায় মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে।

সম্প্রতি আমরা একটী নূতন রকমের প্রস্তাব শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট কালেজের ছাত্রগণকে ট্রেজরিতে গিয়া মাসে মাসে তাহাদিগের বেতন দিয়া আসিতে হইবে। কালেজের কেহ উহা গ্রহণ করিবেন না। বালকগণকে দুই খানি চালান পূর্ণ করিয়া তথায় লইয়া যাইতে হইবে। টাকা গ্রহীতা তাহার এক খানিতে সহি করিয়া দিবেন। সেই খানি তাহার বেতন দেওয়ার প্রমাণভূত হইবে। এ নিয়মটি কার্য্যে পরিণত হইলে কালেক্টরীতে খাজনা দেওয়ার ন্যায় হইবে সন্দেহ নাই। এ প্রস্তাবটি কোন সূক্ষ্মবুদ্ধি মহাত্মা করিলেন ?

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার শান্তিরক্ষক জুয়াচোর ব্যবসায়ীদিগের জুয়াচুরি ধরিবার বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। সে দিন কলিকাতার ঘাটে এক ব্যক্তি এক নৌকা পচা ছোলা ও খেসারি বিক্রয়ার্থ আনিয়াছিল। শান্তি রক্ষকের অনুসন্ধানে ব্যবসায়ী ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনীত হয়। বিচার পতির আদেশ ক্রমে উহা জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিগত ৭ই তারিখে বগুড়া জেলে অগ্নি লাগিয়াছিল। শুনা গেল ২৫০ কয়েদী পুড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।

একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বলেন যে এক চামচা গন্ধক এক গ্লাস পোর্টে মিশ্রিত করিয়া রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য হয়। গন্ধক ঐ প্রকারে ভক্ষণ করিলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় এবং তাহাতেই বিশেষ উপকার দর্শে।

দুগ্ধের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার একটী নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এক হাঁড়ি দুগ্ধে আধ ছটাক গীপসম লবণ ফেলিয়া দিয়া উহা ঘন করিয়া জাল দিতে হয়। যদি এই দুগ্ধ ১০ ঘণ্টায় জমিয়া যায়, তাহা হইলে ইহা বিশুদ্ধ, যদি দুই ঘণ্টায় জমিয়া যায় তাহা হইলে উহাতে এক চতুর্থাংশ জল আছে, যদি সার্দ্ধ এক ঘণ্টায় জমিয়া যায়, তাহা হইলে অর্দ্ধেক জল আছে, আর যদি ১০ মিনিটে জমে তাহা হইলে উহাতে তিন ভাগ জল ও একভাগ দুগ্ধ আছে জানিতে পারা যায়। এই নিয়মটী ভূয়োভূয়ঃ পরীক্ষিত হইয়াছে।

ফ্রান্সের একাডেমী অফ্ সায়নস্ সূর্য্যের তাপ পরিমাণ অবধারণ করিবার জন্য একটী পুরস্কার দিবেন,প্রতিশ্রুত হন,কিন্তু সূর্য্যের তাপের কত পরিমাণ এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা সাধ্যাতীত দেখিয়া ঐ পুরস্কারটী কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। তবে ভিওলী নামা কোন বিজ্ঞানবিৎ তাঁহার গবেষণার জন্য একাডেমী হইতে প্রশংসা পাইয়াছেন। সেনবী নামক এক বিজ্ঞানবিৎ নির্ণয় করিয়াছেন যে সূর্য্যের উত্তাপের

পরিমাণ ১৮০০০০০ হইতে ৩৬০০০০০ ডিগ্রির মধ্যে।

ভিলার্ড আরেমি নামক ফ্রান্স দেশীয় কোন একটী গ্রাম সমস্ত অট্টালিকা ও ধর্ম্মালয় প্রভৃতির সহিত ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে। ঐ গ্রামটী পার্ব্বত্য প্রদেশে সংস্থাপিত বলিয়া বৃষ্টির প্রপাতে উহার অধস্তল শিথিল হইয়া যাওয়াই এরূপ ঘটনার কারণ।

মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তনে লর্ড হার্টিংটন ষ্টেট সেক্রেটারি, গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী; সালবোর্ণ লর্ড হাই চ্যানসেলর; আরল গ্রানভিল বিদেশীয় কার্য্যের ষ্টেট সেক্রেটারি; চাইল্ডার্শ যুদ্ধকার্য্যের ষ্টেট সেক্রেটারি, লর্ড নর্থব্রুক আডমিরালিটীর কর্ত্তা, ফরষ্টার আয়রলণ্ডের প্রধান সেক্রেটারি হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, লিগাল রিমেম্ব্রান্সার কে, ওকিনলি সাহেব কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি লুইস জাক্সনের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট জল সেচন কার্য্যের নিমিত্ত বর্ত্তমানে খাল খননের আদেশ দিয়াছেন। ইহা কাঞ্চন নগর হইতে আরম্ভ হইয়া মেমারির রাস্তা পর্য্যন্ত হইবে। দামোদরের উপকূলের নিম্ন দিয়া এই খাল খনন করা হইবে। এই কার্য্য করিতে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

ইউরোপীয়েরা শবদাহের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। আমাদিগের আর্য্য ঋষিরা আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে যে সকল উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপকারিতা বুঝিলে বোধ হয় জগতের সকল জাতিই তাহাতে মুগ্ধ হইয়া ক্রমে তাহার অনুকরণপ্রিয় হইয়া উঠিবেন। আমাদিগের শাস্ত্রে যে এক একটী উপাদেয় বিধান আছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে শব দাহের ন্যায় তাঁহাদিগের সেই সকলের ইচ্ছা যে অত্যন্ত বলবতী হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই শব দাহের প্রস্তাব ইংলণ্ডে আজি কয়েক বৎসর আন্দোলিত হইয়া ক্রমে তাহা ফলে পরিণত হইতেছে। ইংলণ্ডবাসীরা যদিও তাহাদিগের চিরন্তন প্রথার একেকালে লোপ সাধন করেন নাই বটে কিন্তু শীঘ্রই যে তাহা করিবেন, সে বিষয়ে বড় সংশয় জন্মিতেছে না। এ জন্য তথায় সভা হইয়াছে। ওকাকিঙ নামক স্থানে শব দাহের জন্য দাহস্থানও প্রস্তুত হইতেছে। এজন্য আইন প্রণয়নেরও কল্পনা করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের এই সভা সাধারণ্যে উহার উপকারিতা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়াতে ইটালিপ্রভৃতির মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। মিলানে শবদাহ আরম্ভ হইয়াছে। জর্ম্মণি ও ইহার প্রচলনের আদেশ দিয়াছেন। হলাণ্ড ও বেলজিয়মের সমাজ সংস্কারকেরা বিধি বিধান দ্বারা ইহার প্রচলনের চেষ্টা পাইতেছেন। ফ্রান্সেও এজন্য একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, আমেরিকাও এই নিয়ম প্রচলিত করিবেন। সুইটজারলণ্ডস্থ জুরিচ সোসাইটী এজন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

পাটনা ও গয়া ষ্টেট রেলওয়ের একখানি কল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া জাহানার নিকটস্থ একটী পল্লী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

রুশিয়ার কোন কোন স্থান এরূপ শীতপ্রধান যে শীতকালেও পৃথিবীর কোন স্থানে সেরূপ শীত হয় না। এই ঘোর শীত প্রধান স্থানের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে একজন কৃপণ বাস করিত। এ ব্যক্তি নিজ দেহ রক্ষার জন্য কখন দুই পয়সারও কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া আগুন করে নাই। বুকে হাত দিয়া দারুণ শীত কাটাইতেছিল। সম্প্রতি ইহার অনশনে মৃত্যু হইয়াছে। আত্মাকে বঞ্চনা করিয়া এ ব্যক্তি এত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল যে মৃত্যুর পরে তাহার নিকট হইতে ৩০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

এখন হইতে সিবিল সার্জ্জনেরা কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গেলে প্রতি মাইল আট আনা অথবা প্রতি দিন ৫ টাকা ভাতা পাইবেন। জলেই জল বাঁধে।

গবর্ণমেণ্টের মণিঅডার আপীস যখন স্বতন্ত্র ছিল, তখন ব্যয় বাদে কেবল কলিকাতা হইতেই বৎসরে ৫০। ৬০ হাজার টাকা লাভ হইত কিন্তু গত জানুয়ারি মাস হইতে জেনেরল পোষ্টআপীসে উঠিয়া গিয়া মার্চ্চ মাস অবধি ৬০ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে জেনেরল ষ্টীমন্যাভিগেসন কোম্পানির প্রগ্রেস নামক জাহাজ গোহাটীতে অগ্নি লাগিয়া একেকালে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। কত প্রাণী হত্যা হইয়াছে, এখনও সে সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সম্প্রতি ভুটিয়ারা ইংরাজ অধিকারে আসিয়া নানা প্রকার উপদ্রব করিয়া পলায়ন করিয়াছে। কমিশনর লর্ড ইউলিক ব্রাউন তাহাদিগের শাসনার্থ বক্সা নামক স্থানে গমন করিয়াছেন। যদি উহারা এই অবধি ক্ষান্ত না হয়, তবে বোধ হয় নাগা যুদ্ধের ন্যায় ভুটান যুদ্ধও আবার বাঁধিবে।

শ্রীযুক্তবাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় সেণ্টপিটা-পিটার্সবর্গের অধ্যাপকতা পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ভারতী তাঁহার একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন সেই পত্র পাঠ করিয়া রুশিয়ার অভ্যন্তরীণ অবস্থা বৃত্তান্ত অনেক পরিমাণে জানা যায়। নিশিকান্ত বাবু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিযুক্ত হন নাই। রাজমন্ত্রী তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি তথায় গিয়া অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহাকে অধ্যাকপগণের সংসর্গ ছাড়িয়া বড় লোকের দলে মিশিতে হয়। এইরূপ করাতে অধ্যাপকেরা তাঁহার উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। তিনি এক্ষণে "দেশত্যাগেন দুর্জ্জনঃ" এই সাধু উপদেশ অনুসরণ করিয়া পুনরায় জর্ম্মণিতে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন। জর্ম্মণিতে তিনি ডাক্তরী পরীক্ষা দিবেন। তিনি লিখিয়াছেন, তিনবৎসর কাল তিনি রুশিয়ায় অধ্যাপকতায় ব্যস্ত ছিলেন। অধ্যাপক হইয়া পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে খ্যাতি লাভ করিব ও জগতের যৎকিঞ্চিৎ উপকার সাধন করিব, এই তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ ছিল। তাঁহার সে আশা বিফল হইল; কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ হন নাই। পুনরায় নূতন বিদ্যা শিক্ষার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন।

যদি কেহ এমন নির্ব্বোধ থাকেন এরূপ মনে করেন, ভারতবর্ষে রুশিয়া অধিকার হইলে সুখী হইব, তিনি দেখুন যে ইংরাজে ও রুশে কত প্রভেদ। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পত্রের কিয়দংশ এই:—

"এস্থানীয় সমাজ নানা দলে বিভক্ত—দলীয়গণের পরস্পরের প্রতি কুকুর বিড়ালের অনুরাগ। একদলে যাহা বলিবেন ও করিবেন, অপর দলে তার যতদূর প্রতিকূল আচরণ করিতে পারেন করিবেনই নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। যদি ইহার এক দলের পক্ষাবলম্বী অথবা এমন কি পক্ষপাতী ও হইয়া পড় তবে বিপক্ষ দল তোমার অনিষ্ট করিতে জীবন মরণে ব্রতী, ইহারা তোমার নামে নিন্দাবাদ প্রচার করিতে তোমার যাহাতে প্রতিপত্তি ক্ষয় হইতে পারে তার জন্য সমস্ত অর্পণ করিতে প্রস্তুত। ঘোর অবিশ্বাস পরনিন্দা, পরানিষ্ট-চিন্তা, অশ্রাব্য চরিত্র-দোষের (স্ত্রীগণের এ বিষয়ে হয় ত প্রাধান্য!) সংযোগে এই রুশিয় রাজধানী পুরাকালীন সোডম, রোম, পম্পায়ি অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর বেরসাইয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যাহাদিগকে নিতান্ত আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান হয় তাহাদিগকেও মন খুলিয়া সকল ভাব ও চিন্তা বলা যায় না—কাফে (Cafe´) ও রেস্তোরাঁর (Rotaurant) ত কথাই নাই—সেখানে যে অর্ব্বাচীন রাজনীতি ধর্ম্মনীতি অথবা সমাজ-নীতি সম্বন্ধে আলাপ করিবে তার সম্বন্ধে শ্বেতদ্বীপকূলস্থ কোন চিরবরফাবৃত নির্জ্জন কারাবাস দর্শন সম্ভব। মানব চিত্ত যে সমুদায় প্রশ্ন সম্বন্ধে তর্ক ও আলোচনা

করিয়া ক্রমশঃ মনুষ্যত্ব ও উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তাহা যখন ঘুণাক্ষরেও অসম্ভব, তখন সে নগরে সে দেশে ভয়ানক অশ্রুতপূর্ব্ব লম্পটতা নিয়ম হইবে আশ্চর্য্য কি? যেখানে স্বজাতিহন্তা পশুবৎচরিত্র যোদ্ধৃগণের অথবা নর্ত্তকী—কামেদিয়েনগণেরই—পসার, যেখানে গুপ্তচর অথবা মানব হৃদয়ের প্রিয়তম আশা ভরসার ধ্বংসকারী পামরগণই Star দ্বারা বিভূষিত হয়, যেখানে উচ্চপরিবারের বালকগণ শৈশবাবধিই Diplomacy শিক্ষা করে এবং বালিকাগণ ফরাসী ও জর্ম্মান্ রাজ্যের নীতি আদর্শানুসারে চরিত্র গঠন করিতে থাকে, সেখানে যে পূর্ব্বতন পম্পায়ি নগরের খেলা পুনরায় খেলিত হইবে না তা কি সম্ভব হয়? সোডম মরুসাগরে, পম্পায়ি বিসূভিয়স্ গর্ভে; আমার কখন কখন মনে হয় যেন সেণ্টপিটরসবর্গও সেই রূপে কোন দিন অকস্মাৎ উত্তর মহাসাগরের তুষার পর্ব্বতের দ্রবসম্ভূত জলপ্লাবনে "মাত্রা ষ্টবার" গর্ভে স্বকীয় পাপ কলঙ্কিত মুখ লুকায়িত করিতে বাধ্য হইবে।

নিহিলিষ্টগণের একখানি হত্যাখাতা খুঁজিয়া পাইলে হয় ত লিষ্টের মধ্যে একটী ব্রাহ্মণবধের আদেশ পাওয়া যাইতে পারে। ইঁহারা পড়িয়াছেন ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর Aristocrat এর Aristocrat অতএব একটা ব্রাহ্মণ হত্যা করিলে অন্ততঃ অসংখ্য অসংখ্য পারিয়ার দুঃখের কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ লওয়া হইবে। "বিশেষতঃ এখানে আসিয়া ও এই চাণক্য পুত্র কেবল রাজকর্ম্মচারিদের মধ্যেই ফেরাফিরি করে—এ ভারতবর্ষ নয়, আমরা পারিয়া নই, এক বার দেখা যাবে।"

সংবাদদাতার পত্র।

মালদহ।

মালদহে এক্ষণে গ্রীষ্মের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তজ্জন্য প্রায়ই দুই একটী লোক ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। যদ্যপি শীঘ্র বৃষ্টি না হয়, তবে এই রোগের ভীষণ রূপ ধারণ করিবার সম্ভাবনা। গ্রীষ্মাতিশয্যে আম্রেরও অনেক ক্ষতি হইতেছে। এ বৎসর আম্রের প্রচুর মুকুল হইয়াছিল; কিন্তু ফাল্গুন মাসের বৃষ্টিতে উহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা ছিল তাহাও ১৮ ই বৈশাখের ভয়ানক ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে। একে ত দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হওয়াতে লোকে কষ্টে সৃষ্টে এক প্রকার সংসার চালাইতেছিল, তাহাতে যখন আম্রের এই মহৎ অনিষ্ট হইল; তখন মালদহবাসী দরিদ্রদিগের কষ্টের একশেষ হইবে; কারণ এখানকার দীন-দুঃখীরা আম্রের সময় আম্র কুড়াইয়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ধনীরাও ফলকর বাগান বিক্রয় করিয়া থাকেন।

এবার মালদহে বোরাধান্য বেশ জন্মিয়াছে।

মালদহ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিবদাস ভট্টাচার্য্য এই জেলার ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি স্কুল পরিত্যাগ করাতে ছাত্রগণ অতিশয় দুঃখিত হইয়াছে। আমরা আশা করি ভাবী হেডমাষ্টার বাবু সাগরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, ছাত্রদিগের এই দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইবেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু গোলোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গ্রেডে উন্নীত হইয়াছেন। ইনি বরাবর প্রশংসার সহিত স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

এত দিনের পর মালদহ সবর্বরি স্কুলগৃহ প্রায় প্রস্তুত হইল। বিগত বর্ষায় স্কুল গৃহটী পড়িয়া যাওয়াতে উহার কার্য্য সাধারণের অসুখকর একটী স্থানে সম্পন্ন হইত। অগ্রহায়ণ মাসে হিতৈষী ব্যক্তিদিগের চেষ্টায় গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় সংগ্রহার্থ একটী কমিটী হইয়াছিল। তাহাতে প্রায় ৫০০ শত টাকা সংগৃহীত হয় এবং আরও কিছু টাকার অনটন হওয়ায় দিনাজপুরের রায় রাধাগোবিন্দ রায় বাহাদুর ২০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এখনও আর কিছু টাকার আবশ্যক আছে। মালদহ যেরূপ দরিদ্র প্রধান স্থান; তাহাতে ইহার সাহায্য করা সকলেরই উচিত। স্কুল সম্পাদক বাবু কৃষ্ণমোহন দাস ও সহকারী সম্পাদক বাবু কিশোরীমোহন শেঠ বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণার্থ বিশেষ যত্ন ও সাহায্য করিতেছেন।

যশোহর।

১। মহাশয়! কপোতাক্ষী নদীর শোচনীয় অবস্থা দেখিলে কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ ব্যথিত না হয়? এই ক্ষুদ্র নদীটী যশোহরের অন্তঃপাতী তারপুরের দক্ষিণাংশে ভৈরব নদী হইতে নির্গত হইয়া চৌগাছা, অমৃতবাজার, ঝিঙ্গারগাছা, রামগঞ্জ, মুক্তারপুর, ঝাঁপা, চাকলা, ত্রিমোহনী, বরণডালি, মুক্তাপুর, গোপসোনা, তালা, কপিলমুনি, হরিদাসকাটী, রাড়লি, সোলো, গদাইপুর, প্রভৃতি গ্রাম দিয়া শিবসা নদীতে পড়িয়াছে। ইহার সঙ্কীর্ণতাবশতঃ বোঝাইসমেত বড় বড় নৌকা গমনাগমন করিতে পারে না। এতন্নিবন্ধন এপ্রদেশের মহাজনদিগের ব্যবসায়কার্য্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে। সময়ে সময়ে চাউল, চিনি গুড়, চিনি প্রভৃতি দ্রব্য পরিপূর্ণ নৌকা সকল কপোতাক্ষী গর্ভে দেহত্যাগ করিয়া থাকে। নদীতে অধিক জল নাই, এ কারণ অধিকাংশ স্থানে চড়া পড়িয়া গিয়াছে। যদি বোঝাই নৌকা ঐ সমস্ত চড়ায় প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল নৌকা তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হইয়া মহাজনদিগকে শোকাকুলিত করে। এই নদীটীর শোচনীয় দশা মোচনার্থ কোন মহাত্মা যত্নবান হইয়া কোন প্রকার চেষ্টা বা গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। এই নদীসীমার মধ্যগত যে কয়েকটী খাল আছে, তাহার ঝালান আবশ্যক। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর মাননীয় শ্রীযুক্ত মন্‌রো সাহেব সমীপে আমাদিগের সানুনয় নিবেদন এই, কপোতাক্ষী নদীর চির দুর্দ্দশা বিমোচন করিয়া যশোহরবাসিগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হউন। আশা করি কমিশনর বাহাদুর এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

২। এ বিভাগের অধিকাংশস্থানবাসীরা অতিশয় জলকষ্ট পাইয়া থাকে। কোন কোন স্থানের অর্দ্ধক্রোশ, একক্রোশ কি দেড় ক্রোশ ব্যবধানে নদী কিংবা বাঁওড় বা খাল কি বিল অথবা উত্তম পুষ্করিণী আছে। ঐ ঐ গ্রামের মহিলাগণ দলবদ্ধ হইয়া প্রত্যেকে বাটী হইতে এক একটী কলসী এবং একটী করিয়া ঘটি লইয়া জল আনয়নার্থ গমন করে। জল লইয়া আসিবার সময়ে ঐ ঘটির জল তাহাদের জীবনাবলম্বন হয়। সময়ে সময়ে বাটী হইতেও এক এক ঘটিপূর্ণ জল সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। কাহার কাহারও দুই তিন বার যাতায়াত করিতে হয়। এই দারুণ বৈশাখ মাসের রোদ্রে অবলা সম্প্রদায়েরা পথ হাটিতে যেরূপ কষ্ট পায়, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ ভাবিয়া দেখুন। কোন কোন গ্রামে যে দুই একটী পুষ্করিণী বা পাতকুয়া আছে, তাহা অত্যন্ত অপরিষ্কৃত। বিশেষতঃ গরু, মেষ, মহিষ প্রভৃতি পুষ্করিণীতে নামিয়া জল পান করায় জল পঙ্কিল হইয়া উঠে। ঐ জল হইতে দূষিত বাষ্পরূপ বিষ উত্থিত হইয়া বিসূচিকা রোগের সৃষ্টি করে। শুনিতে পাই, গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার উপনগর সমূহে জলকষ্ট নিবারণার্থ পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় খনন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সঙ্গে সঙ্গে যশোহরের নির্জ্জল প্রদেশের প্রতি প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট কি এক বার কৃপা কটাক্ষে চাহিবেন? আমাদের দেশীয় দাতা মহোদয় ও দানশীল মহোদয়ারা কি নির্জ্জল প্রদেশে জলাশয় প্রতিষ্ঠা পুণ্য বিবেচনা করেন না?

৩। থানা কালীগঞ্জের অন্তঃপাতী সারাপুর গ্রামে ও আউটপোষ্ট চৌগাছার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামে অত্যন্ত চৌর্য্য ভয় হইয়াছে। ইতিমধ্যে প্রাগুক্ত গ্রামদ্বয়ে কয়েকটী গরু ও অন্যান্য জিনিষপত্র চুরি

গিয়াছে। এদিকে ক্রমশঃ চোরের সংখ্যা বৃদ্ধি হই-তেছে। আজ কাল অন্যান্য স্থানেরও চুরির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় না হইলে যেমন পঞ্চায়তের মাল ক্রোক বিক্রয় দ্বারা ট্যাক্স সংগ্রহ করা হয়, সেই রূপ গৃহস্থের জিনিসপত্র চুরি গেলে চৌকিদারের নিকট হইতে অপহৃত দ্রব্যের মূল্য সংগ্রহ করা কি যুক্তিসঙ্গত হয় না? আমাদের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু মহেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহোদয় কি ঐ নিয়মটী কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইবেন? গৃহস্থের দ্রব্য সামগ্রী চুরি গেলে চৌকীদারকে দায়ী হইতে হইবে। যদি এই নিয়মটী প্রচলিত হয়, তাহা হইলে চৌকীদারেরা কার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে সাহসী হয় না। সুতরাং সকলের দ্রব্য সামগ্রী চুরি যাইবারও অতি অল্প সম্ভাবনা থাকে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদে-শানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০ সাল।

১৯ এ এপ্রেল। নওয়াখালীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এফ এচ, ম্যাকললিন সাহেব আপাততঃ প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু কালীনাথ দে মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথির ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রজনীকুমার দত্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলী হইলেন।

বাকরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-ক্টার বাবু গৌরদাস বসাক ত্রিপুরায় বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-ক্টার বাবু ব্রজমোহন রায় হুগলীর অন্তর্গত জাহানা-বাদের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

হুগলীর অন্তর্গত জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় বালেশ্বরে বদলী হইলেন।

নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-ক্টার বাবু যদুনাথ বসু নদীয়ার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত নওয়াখালীতে বদলী হইলেন।

রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-ক্টার মৌলবী ফইজুদ্দিন হোসেন ময়মনসিংহে বদলী হইলেন।

মুঙ্গেরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী সেরাজুল হক্ রাজসাহিতে বদলী হইলেন।

২০এ এপ্রেল। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এফ এফ হ্যাণ্ডলে সাহেব আপাততঃ প্রথমশ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার হইয়া গয়ায় রহিলেন।

২৩এ এপ্রেল। পণ্ডিত শ্যামনারায়ণ কিছুদিনের জন্য সারণের লাইসেন্স ট্যাক্স বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু প্রভাতচন্দ্র রায় রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রামে রহিলেন।

২৪এ এপ্রেল। ঢাকার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সেন ভুমী সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনু-সারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের ভূমি রেজিষ্টরির নিমিত্ত বাবু জানকী নাথ দত্ত আপাততঃ দ্বিতীয়শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

সাহাবাদের অন্তর্গত বক্সারের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ এফ হার্ডিং ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

সাহাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-ক্টার জে আর হ্যাণ্ড সাহেব বক্সারের ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের দ্বিতীয়শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু দুর্গাচরণ ঘোষ কুতবদিয়ায় নিযুক্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ই এপ্রেল। ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

২১ এ এপ্রেল। রঙ্গপুরের মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস, বি এল (ইনি ছুটি লইয়াছেন) ২৪ পরগণার মুন্সেফ হইলেন।

বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্রের প্রতি যে পর্য্যন্ত দ্বিতীয় হুকুম না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তিনি আলীপুরে থাকিবেন।

ঢাকার অন্তর্গত কালীগঞ্জের মুন্সেফ বাবু আনন্দ কুমার সর্ব্বাধিকারী ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের মুন্সেফ হইলেন।

২৪ এ এপ্রেল। সুবর্ডিনেট জজ বাবু ত্রৈলো-ক্যনাথ মিত্র কিছুদিনের জন্য হুগলীর দ্বিতীয়শ্রেণীর সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

২৫ এ এপ্রেল। ঢাকার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের মুন্সেফ বাবু শম্ভুচন্দ্র দে চট্টগ্রামের অন্তর্গত ফটিকছারীতে বদলী হইলেন।

ফটিকছারির মুন্সেফ বাবু চন্দ্রকুমার রায় চট্টগ্রা-মের অন্তর্গত হাথাজারিতে বদলী হইলেন।

২৭ এ এপ্রেল। বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র ২৪ পর-গণার মুন্সেফ হইলেন। ইহাঁকে প্রায় সাতক্ষীরায় থাকিতে হইবে।

প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। সপ্তম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকা-প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। এক অপূর্ব্ব নগরী।
৪। উপন্যাস।
৫। শকুন্তলা ও কালিদাস।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরীপাড়ায় কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশ নব কলেবর ধারণ করিয়া নূতন স্থানে ও নূতন যন্ত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সোমপ্রকাশ কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত হইবে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১০৲ টাকা ও যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সহ ৭ টাকা। অসমর্থপক্ষে মাসিক, যাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্যের নিয়ম নাই। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।
(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাসুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে মহারাণী স্বর্ণময়ী, সি, আই মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়
৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

পঞ্চানন্দ

রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গলাভ গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।
নির্ব্বোধের নাম বোকা॥

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাসুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেন্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল লাইব্রেরি ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪৪ রসারোড় ভবানীপুর } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১৷৵ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের স্বর্ণলতা "লেখক" "হরিষে বিষাদ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৪৪ রসারোড ভবানীপুর } শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের হিতার্থে প্রথম প্রকাশিত এই পত্রিকা খানি প্রায় ১৬ বৎসর কাল চলিয়া মধ্যে বিশেষ দুর্ঘটনা প্রযুক্ত এক বৎসর বন্ধ ছিল। গত কার্ত্তিক মাস হইতে ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইয়া ছয়মাস কাল নির্ব্বিঘ্নে ও নিয়মিত রূপে চলিয়া আসিয়াছে। এই পুনর্জ্জীবিত পত্রিকাখানির প্রতি পূর্ব্ব গ্রাহক গ্রাহিকা এবং বামা হিতৈষী বন্ধুগণ যেরূপ স্নেহ ও সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশাতীত উৎসাহ লাভ করিয়াছি এবং পত্রিকাখানি যে স্থায়ী হইবে, তাহার সম্পূর্ণ আশা হইয়াছে। এক্ষণে বামাবোধিনী যাহাতে অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া বামাগণের সর্ব্ব প্রকার উন্নতির সহায় হইতে পারে, তাহা একান্ত প্রার্থনীয় এবং সেই জন্য দেশস্থ বিদ্যানুরাগী ও বামাকুলের উন্নতি প্রার্থী সকল মহোদয় ও মহোদয়ার নিকট আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা, তাঁহারা এই পত্রিকার প্রতি যথোচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া ইহার উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা বিধান করিবেন।

কলিকাতা
৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট
১২৮৭। ১ লা বৈশাখ } শ্রীআশুতোষ ঘোষ। সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সমস্ত প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়।

ঔষধের মূল্য

	১ ড্রাম	২ ড্রাম		বাক্স।
মাদার টিং	॥৵০	॥৶০	ওলাউঠা বাক্স ২॥০	৪॥০
ক্ষুদ্র বড়ী	।৶০	॥৶০	সাধাঃ চিকিঃ	৮৲ ১২৲
ডাইলিউসন	।০	।৶০	জ্বররোগের	৫৲ ১০৲

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৫৲ চিকিৎসা সূত্র ॥৶০
ওলাউঠা চিকিৎসা ।০ ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি ।৵
স্ত্রী চিকিৎসা ১৲ প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ। ।৵
ঔষধগুণ সংগ্রহ ১।০ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ।০
অস্ত্র চিকিৎসা ॥০ হোমিওপ্যাথিক কি? ৶০
ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১।৵ ডাক মাশুল।৶০।

হোমিওপ্যাথী প্রকাশক যন্ত্র।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল দাখিলা, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গলা ও নাগরীতে অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া

কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵০ পোয়া ... ... ৩ টাকা।
তৈল।০ পোয়া ... ... ৪ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ু দূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিসম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১॥০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাসুল ... ৶০ আনা।

শিবা ঘৃত।

(নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা অধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাসুল ... ... ৶০ আনা।

যোগসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা সপূয ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গম শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর লুপ্তরজঃরোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২্ প্যাকিং ৵০। কলিকাতা সিমুলিয়া।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া,
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, সুতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ।১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২্ টাকা, ডাকমাসুল ॥৵০।

চন্দনাসব।

সকল প্রকার মেহরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ এবং তৎসংক্রান্ত প্রস্রাব কালীন জ্বালা বা ধাতু নির্গমন হইলেও তিন দিবস মধ্যে রোগের বিশেষ শান্তি হইবে। এ ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র ইহা দ্বারা আশু শান্তি হয়। ১ শিশির মূল্য ২্ টাকা প্যাকিং ও ডাকমাসুল ॥৵০ আনা।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ত্রৈলোক্যনাথ বসু, " " "
" " অমৃতকৃষ্ণ বসু, " " "
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ... ॥৵ আনা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পুক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর বৃন্দাওস্তাগর লেন ১০ নং বাটী কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। " ৪ র্থ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম ষাণ্মাষিক ৫৷৷০ টাকা।

১২৮৭ সাল ২৯ এ বৈশাখ। ইং ১৮৮০ ১০ ই মে।

মফস্বলে ডাক মাসুল সহ ১০, ষাণ্মাষিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

২৯ এ বৈশাখ-সোমবার।

মন্দ কৌতুক নয়।

একটী বড় কৌতুককর কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত আমাদিগকে সোমপ্রকাশের পুনর্জীবন সম্বন্ধে পুনরায় লেখনী গ্রহণ করিতে হইল। আমাদের এক জন আত্মীয় এক দিবস আসিয়া দুঃখিতচিত্তে বিষণ্ণবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আপনাকে নাকি বড় ধমকাইয়াছেন ? আমরা হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে তোমাকে এ সংবাদ দিল ? ইহার রচয়িতাই বা কে ? তিনি এই উত্তর করিলেন, রচয়িতার নাম শুনিবার প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক ঘটনাটী কি ? আমরা তাঁহার সমক্ষে যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহামতি ইডেন সাহেব আমাদের যেরূপ অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনা করেন, তাহা নিজ মুখে বলা ভাল দেখায় না। আমরা অনরেবল কৃষ্ণদাস পালকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি সাক্ষিস্বরূপ আছেন। সপ্ত রথিতে বেষ্টন করিয়া অভিমন্যু বধ করিতে উদ্যত ! এ সময়ে কৃষ্ণদাস বাবুর কর্ত্তব্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত আমাদের যে প্রকার কথোপকথন হয়, তিনি পেট্রিয়টে প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন। শরপ্রহার আর সহ্য হয় না !

তবে নাকি আমাদের নব যুবকগণের উদ্ভাবনী শক্তি নাই ? তবে নাকি তাঁহাদের নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই ? আমরা উপরে যে কৌতুককর বাক্যের উল্লেখ করিলাম, ইহার তুল্য নূতন সৃষ্টি আর কি আছে ? ইহার তুল্য নূতন আবিক্রিয়া আর কি হইতে পারে ? মহামুনি বাল্মীকি " মা নিষাদ " ইত্যাদি শ্লোকের সৃষ্টি করিয়া যে যশোভাজন হন নাই, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের ও কলম্বস আমেরিকার আবিষ্কার করিয়া যে যশোলাভ করিতে পারেন নাই, আমাদের কতিপয় যুবক সোমপ্রকাশের পুনর্জীবন সম্বন্ধে নূতন সৃষ্টি ও নূতন আবিক্রিয়া করিয়া সেই যশ একায়ত্ত করিয়া লইলেন !

যাহা হউক, বুদ্ধির কি তীক্ষ্ণতা ? কি চমৎকারিতা ? এক বৎসর কাল সোমপ্রকাশ বন্ধ হইয়াছিল, ইহার মধ্যে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আমাদিগকে ডাকিয়া ধমকাইবার আর সময় পান নাই ! যেই বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ আবেদন করিলেন, অমনি সুযোগ পাইলেন ! অন্য সময়ে আমাদিগকে ডাকাইতে কি তাঁহার সাহস হয় নাই ? আমাদের কি মহাবীর অর্জ্জুনের দেবদত্ত গাণ্ডীব ধনুক ও অক্ষয় তূণীরের ন্যায় দেবদত্ত দুর্জ্জয় গোলাগুলি আছে ? তাই দেখিয়া কি তিনি ভীত হইয়াছিলেন ? বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই, গবর্ণমেণ্ট যে এমন মহত্ব প্রকাশ করিলেন, সোমপ্রকাশ হইতে দেশের উপকার হয় ইহা জানিতে পারিয়া গবর্ণমেণ্ট যে দেশহিতৈষিতা ও গুণগ্রাহিতা গুণের পরিচয় দিলেন, আপনারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারের যে অনুমতি দিলেন, কতিপয় যুবক সোমপ্রকাশের প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃ সে মহত্ব, সে হিতৈষিতা, সে গুণগ্রাহিতা, সে ঔদার্য্যের মহিমা যে বুঝিতে পারিলেন না, ইহার পর আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় আর কি আছে ?

আমরা দেখিতেছি সোমপ্রকাশের পুনর্জীবন সম্বন্ধে উল্লিখিত বিপরীত ঘটনা ঘটাইবার বিবিধ কারণ ঘটিয়াছে। প্রথম, সোমপ্রকাশকে পুনরুদয়মান দেখিয়া কয়েক ব্যক্তি ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়াছেন। ঈর্ষ্যা সীসার অক্ষর। যদি সমানভাবে মুদ্রিত হয়, পদার্থ তাহার উপর বিপরীতভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে। আবার যদি বিপরীতভাবে মুদ্রিত হয়, পদার্থ সমানভাবে অঙ্কিত হয়। ইহার অন্যতর ঘটনা হওয়াতেই কয়েকজন নব যুবক সোমপ্রকাশের পুনর্জন্ম লাভ ঘটিত যথাযথ বৃত্তান্তের বিপরীতভাব দর্শন করিয়াছেন। ঐ ঈর্ষ্যাবশতঃ বেল্ভেডিয়ার প্রাসাদে বসিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত আমাদের যে কথাবার্ত্তা হয়, যুবকেরা তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি উদারভাবে যে রেজলিউসন করেন, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই এবং গবর্ণমেণ্ট বিনা সম্বন্ধে উদারভাবে আমাদিগকে সোমপ্রকাশ প্রচারের যে অনুমতি দেন, তাহারও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই। কেবল আমাদের বিনয়বিজৃম্ভিত আবেদনপত্রখানিকে আমাদের লঘুতা ও হীনতা স্বীকাররূপ কুজ্ঝটিকাময় দেখিয়াছেন। পৃথিবীতে এরূপ কতকগুলি লোক আছে, যে উপকারির উপকার স্মরণ করিয়া তাহাদের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়, কিরূপে সেই উপকারির উপকার-ঋণের পরিশোধ করিবে ভাবিয়া আকুলিত হয়, ঈর্ষ্যাবান যুবকেরা তাহা বুঝিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারের অনুমতি দেওয়াতে কেবল আমাদের নয় দেশেরও বিশেষ উপকার হইয়াছে। যে গবর্ণমেণ্ট এমন উপকার করিলেন, আমাদের আবেদনপত্রে প্রকাশিত বিনয় ও সৌজন্য কি সেই উপকার ঋণের পর্য্যাপ্ত পরিশোধ হইয়াছে ? সেই গবর্ণমেণ্টের মান-বর্দ্ধন করাতে কি লঘুতা হয় ? সমাচার পত্র সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে উদার ব্যবহার করেন, অন্যত্র কুত্রাপি কি তাহার সাদৃশ্য আছে ? অন্যত্র সংবাদ পত্র হইতে গবর্ণমেণ্টের অনভিমত একটি বাক্য বিনিঃসৃত হইলেই তৎক্ষণাৎ কারাবাস বা নির্ব্বাসন দণ্ড হয়। রুশ গবর্ণমেণ্টের

প্রসাদে কত সংবাদ পত্র সম্পাদকের যে সাইবিরিয়া বাসস্থান হইয়াছে, সোমপ্রকাশের প্রতি ঈর্ষ্যাবান্ যুবকেরা কি তাহার সংবাদ রাখেন না?

দ্বিতীয়, কতকগুলি যুবক ভ্রান্ত তেজস্বী। ভীমের মত তাঁহাদের তেজ। প্রকৃত তেজ কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানেন না। প্রকৃত তেজ অনুসারে কাজ করিতে পারেন না। আমাদের কৃত আবেদন পত্রে যদি আমরা লিখিতাম, যাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজার বিরাগ উৎপন্ন হয়, যাহাতে প্রজারা গবর্ণমেণ্টের বিদ্রোহী হয়, আমরা সেই প্রকার প্রস্তাব লিখিব, তাহা হইলে বোধ হয় ভ্রান্ত-তেজস্বীরা বড় খুসী হইতেন। তাঁহারা শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেন! তাঁহাদের কৃত ধন্যবাদ ধ্বনিতে গগনতল পরিপূরিত হইত সন্দেহ নাই। ভ্রান্ত-তেজস্বীরা আমাদিগকে তেজোহীন কাপুরুস মনে করুন, তাহাতে দুঃখ নাই, গবর্ণমেণ্টকেও যে কাপুরুষ মনে করিতেছেন, ইহাই অতি দুঃখের বিষয়। তাঁহারা আমাদের কৃত আবেদন পত্রের নম্রভাব দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা নিয়মে ও সরতে বাধ্য হইয়া সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, অর্থ-লোভে যেন সরতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট কি এমনি বৃদ্ধ, কাপুরুষ ও অসভ্য যে আমাদিগকে যুক্তি ন্যায় ও আইন বিরুদ্ধ সরতে বাধ্য করিয়া সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারে অনুমতি দিবেন? সে প্রকার কোন নিয়ম ও সরত থাকিলে তাঁহাদের অনুমতি পত্রে কি তাহা প্রকাশ থাকিত না? সোমপ্রকাশ হইতে দেশের উপকার হয়, সোমপ্রকাশের মৃত্যুদিন অবধি নানা প্রমাণ পাইয়া তাঁহাদের এই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তাঁহারা যদি সোমপ্রকাশের হস্ত পদ ও মুখ বন্ধ করিয়া প্রচারের অনুমতি দিতেন, তাদৃশ অসার সোমপ্রকাশ হইতে দেশের উপকার কি? গবর্ণমেণ্ট সংবাদ পত্র হইতে শাসিত প্রজার অভিপ্রায় জানিতে পাবেন। ইহা সংবাদ পত্র প্রচারের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্ট যদি সেই সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন, তবে তাদৃশ সংবাদ পত্র হইতে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা কি? সে প্রকার কোন গর্হিত নিয়মে বদ্ধ করা যদি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারের অনুমতি দিতেন না। আমরাও উহার প্রচারে ব্রতী হইতাম না। আমরা স্বাধীনভাবে স্বমত প্রকাশ করিয়া সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদন করিব, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর স্বয়ং স্বমুখে এই অনুমতি দিয়াছেন। আমরা আবেদন পত্রেও তাহার উল্লেখ করিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট যে অনুমতিপত্র দিয়াছেন তাহাতে বিশেষ করিয়া উহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু যদি কোন বিপরীত নিয়ম বা সরত থাকিত, ঐ অনুমতি পত্রে বিশেষ করিয়া তাহা উল্লিখিত হইত, তাহার কি সন্দেহ আছে?

তৃতীয়, এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, যার তার কথায় ও যে সে কথায় তাঁহারা বিশ্বাস করেন। অপরের নিন্দাও তাঁহাদের বড় মিষ্ট লাগে। সোমপ্রকাশদ্বেষিরা গ্লানিকর একটী অলীক জনরব তুলিয়া দিলেন, তাঁহারা সেই কথায় প্রত্যয় করিয়া সর্ব্বত্র গল্প করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহাদের নিজের কোন অর্থলাভ নাই। অপরের নিন্দা প্রচার করিয়া তাঁহাদের মনের যে কিছু তৃপ্তি লাভ হয় এই মাত্র।

চতুর্থ, সোমপ্রকাশের পুনর্ব্বার জন্মলাভে কতকগুলি লোকের স্বার্থহানি হইয়াছে। স্বার্থ বড় আপদ। স্বার্থ হানির সম্ভাবনা হইলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। বুদ্ধি স্থির থাকে না। দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হইতে হয়। স্বার্থ-নাশ-শঙ্কিত ব্যক্তিরা না করিতে পারে এমন কাজই নাই। তাঁহারা কেবল উল্লিখিত কৌতুককর গল্পের সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, আরো কত সোমপ্রকাশের গ্লানিকর প্রমোদময় কল্পনা করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, সোমপ্রকাশের লেখা ভাল নয়, সম্পাদক বাঙ্গালা লিখিতে জানেন না, তবে যে সোমপ্রকাশ বিক্রীত হয়, সে কেবল সম্পাদকের খাতিরে। তাঁহাদের মনে মনে অভিমান এই, তাঁহারা সোমপ্রকাশের লেখা অপেক্ষা ভাল লিখিতে পারেন, কেবল খাতির নাই বলিয়া তাঁহাদের প্রণীত পত্র সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হয় না! কেমন পাঠকগণ! এটী কি কৌতুকের কথা নয়? সোমপ্রকাশে বিশুদ্ধ রীতির অনুগত বাঙ্গালা ভাষা লিখিত হয়, আমরা এ গর্ব্ব করি না। কিন্তু আপনাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের এমন বিপরীত সংস্কার কেন? সোমপ্রকাশের প্রতি এরূপ অনুচিত পক্ষপাত হইবার কারণ কি? এ প্রকার অসঙ্গত খাতির বা কি কারণে করিয়া থাকেন? পাঠকগণ! অনুগ্রহ করিয়া আপনারাই এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিবেন। সোমপ্রকাশের পুনর্জীবন সম্বন্ধে যে সমস্ত কৌতুককর গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে, সে গুলির উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে সেই মধুর আস্বাদনের অংশী না করা উচিত হয় না, এই বিবেচনা করিয়াই আমরা এ স্থলে সেগুলির উল্লেখ করিলাম। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ ব্যর্থ গেল বলিয়া আপনারা কুপিত না হন, এক্ষণে এই প্রার্থনা।

উপসংহারে আমরা দুঃখিত চিত্তে অর্থিভাবে সর্ব্ব-সাধারণ-রূপ উচ্চতম আদালতের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি, সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্ম-লাভরূপ নাটক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষের আবেদন প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় অঙ্ক বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের রেজলিউসন। তৃতীয়, মহামতি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ। চতুর্থ, আমাদের আবেদনপত্র। পঞ্চম, গবর্ণমেণ্টের অনুমতিপত্র। যাঁহারা ঈর্ষ্যা, অসূয়া, মৎসর বা অন্য কারণে অন্ধ হইয়া নাটকের আর কোন অঙ্ক দেখিতে পাইলেন না, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল চতুর্থ অঙ্কটী দেখিলেন এবং যে ভাবে ও যে কারণে ঐ অঙ্কটী ঐরূপে অবতারিত হইয়াছে, তাহা বুঝিলেন না, প্রত্যুত বিপরীত ভাব ঘটাইলেন, তাঁহাদের কি দণ্ড হওয়া উচিত? আমরা যে প্রমাণ প্রয়োগ করিলাম, তাহাতে যদি আপনারা নিঃসন্দেহ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে হয় প্রতিবাদিগণের মস্তকের বামভাগের কেশ মুণ্ডন করিবার, না হয়, গোঁপের দক্ষিণভাগ কামাইয়া দিবার আজ্ঞা দিন। অন্য প্রকার শারীর দণ্ডে আমাদের বড় অরুচি। এই নিমিত্ত আমরা সে প্রার্থনা করিলাম না।

নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সঙ্কট।

পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবগণ যে যে সময়ে অসুর-কর্ত্তৃক উপক্রান্ত হইয়াছেন, সেই সেই সময়ে তাঁহারা কোন প্রধান দেব বা দেবীর শরণাগত হইয়া সেই সেই অত্যাচার হইতে মুক্তির ও সুখলাভের আশা করিয়াছেন। বেণ রাজা যখন প্রজা পীড়ন করেন, তখন সেই সকল প্রজা পৃথুরাজা হইতে আপনাদিগের সৌভাগ্যলাভের আশা করিয়াছিল। প্রজারা যখন দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়, তখন দেবরাজ হইতে সুবৃষ্টি হইয়া সেই দুর্ভিক্ষ দুঃখের অবসান হইবে তাহারা এই আশা করে। আমরা সেইরূপ দেখিতেছি, অত্যাচার-পীড়িত জাতি ও ব্যক্তিরা নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের অধিনায়ক গ্লাডষ্টোন সাহেব হইতে আপনাদিগের দুঃখ-নিশা-অবসানের আশা করিতেছে। গ্রীশদেশীয়েরা তারযোগে গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকটে এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন "গ্লাডষ্টোন সাহেব মিড্‌লোথিয়ানে যে জয় লাভ করিয়াছেন, সেই প্রমোদকর সমাচার অদ্য প্রাতঃকালে আমাদের নিকটে উপনীত হইল। ইহাতে এথেন্সের সমুদায় লোক আনন্দিত হইয়াছে। প্রভুশক্তি যে বিষয় লদলের হস্তগত হইয়াছে, ইহাতে প্রজারা ও সমাচার পত্র সম্পাদকেরা সকলেই তুল্যরূপে আনন্দিত হইয়াছে এবং এই মনে করিতেছে, তাহাদের মনো-

রথ এক্ষণে পরিপূর্ণ হইবে।" মর্ণিংনিগ্রো হইতে তারযোগে এই সমাচার আসিয়াছে যে, "গ্লাডষ্টোন সাহেব যে স্বাধীনতার পক্ষপাতী, মর্ণিংনিগ্রোবাসীরা ইহা কখন ভুলিবে না। কখন নয়, কখন নয় কখন নয়।" সর্ব্বত্রের লোকেরাও লিবরলদলের মন্ত্রিত্ব লাভে অভিনন্দন করিয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন বলিয়া বঙ্গীয় যুবকেরাও উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন। সে দিন তাঁহাদের আনন্দের প্রমাণ স্বরূপ ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন সংবাদপত্র লোহিত রেখা দ্বারা অঙ্কিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল।

আমরা ত দেখিতেছি, নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের বিশেষতঃ গ্লাডষ্টোন সাহেবের বড় সঙ্কট উপস্থিত। অনেকগুলি তাঁহার পরীক্ষার স্থল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হইবেন এটী বড় সংশয়স্থল। আমরা কাবুলে তাঁহার পরীক্ষা অধিকতর কঠিন দেখিতেছি। "সাপে ছুঁচা ধরা" বলিয়া যে একটী প্রবাদ আছে, আমাদের গবর্ণমেণ্টের কাবুলে সেই ঘটনা ঘটিয়াছে। এখন যদি তাঁহারা কাবুল ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আইসেন, অন্ধ হইবেন। অপমান অপেক্ষা অন্ধতা প্রশংসনীয়। যদি কাবুল স্বহস্তে রাখেন, তাহাতে মৃত্যু। সেই মৃত্যু উভয় পক্ষে। কাবুলবাসীরা যেপ্রকার উদ্ধতপ্রকৃতি, তাহারা যে সহজে বশ্যতা স্বীকার করিবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। গবর্ণমেণ্ট যত দিন তাহাদিগকে স্ববশে আনিতে না পারিবেন, তত দিন উভয় পক্ষের যে কত লোক হতাহত হইবে, তাহার নির্ণয় নাই। তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করা সহজ নহে। কাবুল পর্ব্বতময় স্থান। জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তাহারা নগর হইতে তাড়িত হইলে সেই জঙ্গলে গিয়া বাস করিবে। সময়ে সময়ে তথা হইতে দস্যুর মত বহির্গত হইয়া বৃটিশ সৈনাগণের প্রাণ সংহার করিবে, আপনারাও হত হইবে। সমুদায় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সুন্দর বনের ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদিগকে এককালে উন্মূলিত করা কি সহজ? যদি জঙ্গল পরিষ্কৃত না হয়, আমরা যে উপদ্রবের আশঙ্কা করিতেছি, তাহা দূরীকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। নাগারা যে সামান্য শত্রু তাহারাও জঙ্গল ও পর্ব্বতবাসী বলিয়া এ পর্য্যন্ত পরাজিত ও বশীভূত হইল না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সভ্য গবর্ণমেণ্ট হইয়া সোদরসম মনুষ্যদিগকে বন্য জন্তুর ন্যায় চিরকাল তাড়াতাড়ি করিয়া বেড়ান এবং তাহাদিগকে উন্মূলিত করিবার চেষ্টা পান, এটীও বড় লজ্জার বিষয়। মানুষ যখন অসভ্য অবস্থায় থাকে, তখন প্রবল লোকেরা পশুপক্ষ্যাদির ন্যায় নিকৃষ্ট মনুষ্যদিগকে হত ও উন্মূলিত করিবার চেষ্টা পায়। সভ্যকালেও যদি সেই অসভ্যোচিত কার্য্যের অভিনয় হয়, তাহা হইলে সভ্যতার ও অসভ্যতার কি ইতর বিশেষ হইল। গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকটে আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই, প্রথমেই কাবুলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হউক। তিনি শীঘ্র কাবুল ঘটিত গোলযোগের মীমাংসা করুন। অকারণ প্রাণিহত্যা হইতেছে, সেই কারণে আমাদের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে বলিয়াই যে আমরা গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকটে কাবুলের গোলযোগ নিষ্পত্তির সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি এরূপ নহে, ঐ কাবুল আমাদের ধনস্থানে শনিস্বরূপ হইয়াছে। কাবুলে যত দিন গোলযোগ থাকিবে, তত দিন কাবুলবাসীদিগের ন্যায় আমরাও অসুখিত হইব। আমাদের সুবিবেচক রাজপুরুষেরা স্থির করিয়াছেন, আমরা যত দোষের দোষী, আমাদের নিমিত্তই কাবুল যুদ্ধ, অতএব যাবৎ যুদ্ধকাল, আমাদিগকে কাবুলের যুদ্ধ ব্যয় যোগাইতে হইবে।

কাবুলের গোলযোগের মীমাংসা করা যেমন কঠিন, গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিত্ব লাভে বঙ্গীয় যুবকেরা যে আশান্বিত হইয়াছেন, সে আশা পূর্ণ করা তেমন কঠিন নহে। কঠিন নয় কেন, এ কারণ প্রদর্শন করিতে গেলে বঙ্গদেশীয়দিগের কি কি প্রার্থনীয় বিষয় অগ্রে সেগুলির বর্ণন করা আবশ্যক হয়। প্রথম প্রার্থনীয় এই, রাজপুরুষেরা অপক্ষপাতে সমুদয় কার্য্য করুন। অনেক বিষয়েই তাঁহাদিগের বিলক্ষণ পক্ষপাতিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। রাজপদ-বিতরণবিষয়ে রাজপুরুষদিগের পক্ষপাত যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব বিনা পক্ষপাতে ইউরোপীয়দিগের সহিত সমভাবে এদেশীয়দিগকে উচ্চতর রাজপদে অভিষিক্ত করিতে কি সাহসী হইবেন না? দ্বিতীয় পক্ষপাত বিচার বিতরণ কালে। একে এই ঊনবিংশশতাব্দী, বৃটিশজাতির প্রায়, সপাদ শতাব্দী কাল ভারতে আধিপত্য লাভ হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আজিও রাজপুরুষেরা বিচার বিতরণ কালে ইউরোপীয়ের সহিত এদেশীয়ের সমদর্শিতা রক্ষা করিতে পারিলেন না। আমরা কলিকাতা ছোট আদালতকে ইহার উদাহরণ স্থানে গ্রহণ করিলাম। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ক্ষীরগ্রামে যুগাদ্যা নামে এক ঠাকুরাণী আছেন। প্রতিমা সম্বৎসর জলশায়িনী থাকেন। সম্বৎসরান্তে তাঁহার পূজা হয়। পূজার দিবস বর্দ্ধমানের মহারাজের প্রদত্ত পূজা অগ্রে না হইলে যেমন অন্যের পূজার অধিকার নাই, তেমনি কলিকাতা ছোট আদালতে অগ্রে ইউরোপীয়ের মকদ্দমা না হইলে এদেশীয়ের মকদ্দমায় অধিকার হয় না। তৃতীয় কর নির্দ্ধারণ বিষয়ে পক্ষপাত। যে সকল লোকে স্বচ্ছন্দে কর দান করিতে পারে, তাহাদের অর্থ-শরীরে অস্ত্রাঘাত করা হয় না! পক্ষান্তরে যাহারা অতি কষ্টে জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহাদিগের উপরে ছুরিকার তীক্ষ্ণতর আঘাত! বর্ত্তমান লাইসেন্স ট্যাক্সই ইহার প্রধান উদাহরণ স্থল। এদিকে দরিদ্র মারী লাইসেন্স ট্যাক্স করা হইল, ওদিকে কিন্তু মাঞ্চেষ্টারের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল এটী সামান্য পক্ষপাতের কার্য্য নয়। আইন বিধান বিষয়ে রাজপুরুষেরা অপক্ষপাতিতার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেন না। মুদ্রা যন্ত্র সংক্রান্ত নয় আইন সেই পক্ষপাত স্পষ্টাক্ষরে করিয়া দিতেছে। ইংরাজী সংবাদ পত্রের যে কার্য্য, বাঙ্গালা সংবাদপত্রেরও সেই কার্য্য। ইংরাজী সমাচারপত্র হইতে যে ইষ্টানিষ্ট হয়, বাঙ্গালা সমাচার পত্র হইতেও তাহাই হইয়া থাকে। কিন্তু চমৎকার এই, ইংরাজী সমাচার পত্রকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাঙ্গালা সমাচার পত্রের শাসনার্থ আইন করা হইল।

এগুলি পুরাণ কথা বটে, কিন্তু নূতন করিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। গ্লাডষ্টোনসাহেব লিবরল, তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত। সেই প্রশস্ত হৃদয়ে এই সকল সংকীর্ণভাব স্থান প্রাপ্ত না হয়, এই প্রার্থনা তাঁহাকে জানাইবার নিমিত্তই আমরা একে একে ঐ পুরাণ বিষয়গুলির উল্লেখ করিলাম। গ্লাডষ্টোন সাহেব যদি ঐ বীভৎস দোষগুলির সংশোধন করেন, তাহা হইলেই আমাদের যুবকগণের মনোরথ পূর্ণ হইবে। মনোরথ পূর্ণ হইলেই তাঁহারা গ্লাডষ্টোন সাহেবের অভিষেকে যে আশান্বিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাহার গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতে পারিবেন।

বঙ্গীয় যুবকগণের যে যে প্রার্থনীয় এক যুবক সেগুলি বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছেন, সে লেখাটীও এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

১ম। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত ৯ আইন। ইংরাজ জাতি স্বভাবতঃ স্বাধীনতাপ্রিয়। তাঁহাদের ইতিহাস অত্যাচারির হস্ত হইতে লুপ্তপ্রায় স্বাধীনতার উদ্ধার বৃত্তান্তে পরিপূরিত। সুতরাং তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-বিলোপকে অত্যাচার বলিয়া মনে করেন সন্দেহ নাই। যে দিন এই নীতিবিগর্হিত ও সভ্য জাতির কলঙ্ক স্বরূপ এই ঘৃণ্য ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেই দিন অবধি উদার মতাবলম্বী দল ইহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া মুক্তকণ্ঠে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত তাঁহাদের বক্তৃতা অরণ্যে রোদন প্রায় হইয়াছিল। কারণ, বিকন্স্‌ফিল্ড দলে ভারী ছিলেন। তিনি তাঁহাদের চীৎ-

কারে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এখন পদস্থ। ঐ পক্ষপাত দূষিত আইনটী শীঘ্র বিলুপ্ত হয়, যুবকগণের এই সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম প্রার্থনীয়।

২য় আফগান যুদ্ধ। স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজজাতি সাহসী বলিষ্ঠ তেজীয়ান সমরকুশল এক বৃহৎ জাতির স্বাধীনতা বিনা কারণে হরণ করেন, এটী অতি ঘোর কলঙ্কের কথা। এ কলঙ্কের শীঘ্র অপনয়ন করা উচিত। ইংরাজেরা অতি সত্বর আফগানস্থান পরিত্যাগ করিয়া আইসেন, অনেকে এই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। উদার মতাবলম্বী দল বরাবর আফগান যুদ্ধের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন। অতএব যুবকগণের বাসনা এই, নূতন গবর্ণর জেনেরল ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়াই যেন লিপেল গ্রিফিন ও জেনরল রসকে তারযোগে এই কথা বলিয়া পাঠান যে তোমরা সংবাদ পাইবামাত্র সৈন্যে খাইবার পার হইয়া আসিবে। আফগানেরা যাহাকে ইচ্ছা রাজা করুক, সে বিষয়ে আমাদের কোন কথা কহিবার প্রয়োজন নাই।

৩য়। দুর্ভিক্ষের দোহাই দিয়া লাইসেন্স টাক্স প্রভৃতি যে সমস্ত অত্যাচারকর কর করা হইয়াছে, যাহাতে প্রজার বাণিজ্য বন্ধ হইতেছে, ব্যবসায় ক্ষতি হইতেছে, লোকে করদায় হইতে অব্যাহতি পাইবার আশয়ে মিথ্যা কথা কহিতে শিখিতেছে সেই জঘন্য কর অবিলুপ্ত রাখিয়া ব্রিটিশ জাতির কলঙ্ক অক্ষালিত রাখা কি লিবারল দলের মন্ত্রিত্বকালে শোভা পায়? যে দিন বিপন সাহেব আসিয়া প্রথম মন্ত্রিসভায় অধিষ্ঠিত হইবেন, সেই দিনেই তিনি দেখিতে পাইবেন যে শুদ্ধ ৭০ লক্ষ টাকার জন্য গবর্ণমেণ্ট সাধারণ প্রজার বিরাগভাজন হইতেছেন, এবং উল্লিখিত দোষগুলি ঘটিতেছে। অতএব তিনি অবিলম্বে এই আজ্ঞা দিবেন যে ঐ কর এককালে উঠিয়া যায়। যদি লর্ড লিটন নিতান্ত অর্থকৃচ্ছের সময়ে ২৫ লক্ষ টাকার তুলার মাসুল ত্যাগ করিতে পারিলেন, তবে বিপন সাহেব সচ্ছল অবস্থায় আর ৭০ লক্ষ ত্যাগ করিতে না পারিবেন কেন?

৪ র্থ সিবিল সর্ব্বিস। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিসম্প্রদায় পরীক্ষার্থির বয়স কমাইয়া দিয়া অনুদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে উদারমতাবলম্বী দল পরীক্ষার বয়স বাড়াইয়া যাহাতে দেশীয় যুবকেরা বিলাতে গিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করুন এবং আপনাদের অনুপম ঔদার্য্যের পরিচয় দিন।

৫ম। আফগান যুদ্ধের ব্যয়। রুশিয়ায় ও ইংলণ্ডে দ্বন্দ্ব। বিকন্সফিল্ড ও আলেকজাণ্ডরে কলহ, তাহাতে দরিদ্র ভারত মারা যায় কেন? বিশেষতঃ ভারত নিরপরাধ। ভারতের প্রজারা যুদ্ধ বাঁধায় নাই। বিকন্সফিল্ডই যত অনর্থের মূল। হয় তিনি নিজে কাবুল যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করুন, নতুবা যাঁহারা তাঁহার উপরে রাজ্যভার দিয়া এই অনর্থ ঘটাইয়াছেন, তাঁহারা ব্যয়ভার বহন করুন।

৬ষ্ঠ। গ্লাডষ্টোন ধর্ম্মালয়ের প্রতি পক্ষপাতী নন। তিনি এক্ষণে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের ধর্ম্মালয়গুলি উঠাইয়া দিন। তাহাতে প্রায় ১৫। ১৬ লক্ষ টাকা লাভ হইবে। ঐ টাকা শিক্ষাবিভাগের সাহায্যার্থ প্রদত্ত হউক এবং ঐ টাকার মধ্য হইতে এক লক্ষ টাকা বিলাতগামী শিক্ষার্থিদিগের পাথেয় ব্যয়ার্থ নিয়োজিত হউক।

৭ ম। তুলার মাসুল। ভারতের অসচ্ছল অবস্থায় মাঞ্চেষ্টরের অনুরোধে যে তুলার মাসুল পরিত্যাগ করা হইয়াছে, সে কাজটী অন্যায়। অন্যায়ের বিদ্বেষী ন্যায়পরায়ণ উদারমতাবলম্বী দল যদি এই অন্যায় কার্য্যটীকে জীবিত থাকিতে দেন, তাহা হইলে সেটী তাঁহাদের কলঙ্কস্তম্ভস্বরূপ হইবে। অতএব এ ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

যুবকগণের এ প্রার্থনীয়গুলি অসঙ্গত নয়। আমরাও সেই সেই প্রার্থনায় পরাঙ্মুখ নহি। কিন্তু উদারমতাবলম্বী দল স্ব ইচ্ছায় উল্লিখিত প্রার্থনীয়গুলির কতদূর পরিপূরণ করিবেন, কতদূর পরিপূরণে সমর্থ ও কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা বড় কঠিন, কিন্তু এ কথা বলা কঠিন নয় যে, পৃথিবীতে যত সম্প্রদায়ের যত রাজনীতিজ্ঞ আছেন, তাহার মধ্যে উদার মতাবলম্বী নীতিজ্ঞেরাই সর্ব্বাপেক্ষা ধার্ম্মিক। যদি কাহারও বাক্যে দৃঢ়তর আস্থা করা যায়, সে ইংলণ্ডের উদারমতাবলম্বী দলের। যদি কেহ দেশের বিশেষ উপকার করিয়া থাকেন, সে ইংলণ্ডের উদারমতাবলম্বী দল। রাজনীতিজ্ঞেরা সচরাচর মনে করেন, স্বকার্য্য সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত অন্যের সর্ব্বনাশ করা দূষণাবহ নহে। যদি কোন সম্প্রদায় এই জঘন্য কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, সে ইংলণ্ডের উদারমতাবলম্বী দল। যদি কাহার উপরে ভারতের আশা ভরসা থাকে, সে ইংলণ্ডের উদারমতাবলম্বী দলের উপরে। কিন্তু যুবকগণ উদারমতাবলম্বী দল হইতে যেপ্রকার শুভ-লাভের আশা করিতেছেন, আমরা সে প্রকার করিতে পারিতেছি না। সত্য বটে, তাঁহারা বরাবর কন্সারবেটিব দলের কার্য্যের ও বাক্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং প্রতিবাদের সময়ে অনেক শক্ত কথাও বলিয়াছেন কিন্তু কখন এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলেন নাই যে আমরা পদস্থ হইয়া পূর্ব্বমন্ত্রিসম্প্রদায়কৃত কার্য্য রহিত বা তাহার পরিবর্ত্ত করিব। বরং হার্টিংটন সাহেব অস্ওয়াল্ড টুইষ্টল নামক স্থানে তাঁহার প্রতিযোগী এক্রয়ড সাহেবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, স্বাধীন বাণিজ্যের নিয়ম অনুসারে তূলজাতযন্ত্রের সকল মাশুলই উঠিয়া যাওয়া উচিত। তবে উহা সময়সাপেক্ষ। গ্লাডষ্টোন সাহেবও বলিয়াছেন, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার উপর আমরা হস্তক্ষেপ করিব না। যদি এরূপ হইল, উদারমতাবলম্বী দলের মন্ত্রিত্ব-লাভে উন্মত্তপ্রায় যুবকগণের মনোরথ পূর্ণ হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তবে এক আশা এই, যাঁহারা নূতন মন্ত্রিসভার সভাপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয় উদার, উদারতম কার্য্যের অনুষ্ঠানেই তাঁহারা অভ্যস্ত। তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না। আর যদি অবসর পান, তাহা হইলে ভারতবর্ষের হিত চেষ্টাও করিতে পারেন। কিন্তু অবসর পাইবেন কি? তাঁহাদের ঘরের কাজ অনেক। বিশেষ উদার দলের গৃহ বিচ্ছেদেরও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। গোসেনও লো প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির গ্লাডষ্টোনের সঙ্গে অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে। তাহার উপর, হোমরুলর বলিয়া কতকগুলি লোক আছেন। কার্য্যও অনেক আছে। হয় ত এমনও হইতে পারে যে প্রথমেই নির্ব্বাচন প্রণালীর পুনঃ সংস্কার লইয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইবে। ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মালয় ঘটিত গোলযোগ ঘটিবারও অসম্ভাবনা নয়। যদি ইহার অন্যতর কোন ঘটনা হয়, কার্য্যের এত বাহুল্য হইয়া উঠিবে যে হার্টিংটন সাহেব পর্য্যন্তও ভারতবর্ষের কার্য্য সম্যক্‌রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন না। ভারতের সমস্ত কার্য্যই আমাদিগের নূতন গবর্ণর জেনরলের হস্তে ন্যস্ত হইবে। তিনি কি করিতেছেন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের তাহার তত্ত্ব লইবারও অবসর হইবে না। এরূপ অবস্থায় যুবকগণের আনন্দোন্মাদ হয় ত কেবল উন্মাদেই পর্য্যবসিত হইবে।

বেহারে উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে নাগরী অক্ষর।

উভয়ের মধ্যস্থলে পতিত হইলে যে কি দারুণ দুর্দ্দশা ও দুঃসহ যন্ত্রণা হয়, যিনি কখন পরস্পর আঘাতোন্মুখ উভয় নৌকার মধ্যস্থলে পড়িয়াছেন, তিনি জানিতে পারিয়াছেন। মধ্যম পুত্রের, মধ্যম শ্রেণীর লোকের, মধ্যম শ্রেণীর ধনবান্, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকের তাহা অবিদিত নাই। বেহারবাসীরা বাঙ্গালা দেশ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মধ্য-

স্থলে পড়িয়া যার পর নাই বিপদাপন্ন হইয়াছে। তাহাদের কোন বিষয়েই উন্নতি নাই। না আছে তাহাদের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় বলবীর্য্য, না আছে বঙ্গদেশীয় বুদ্ধিচাতুর্য্য, না আছে সাংসারিক সুখ। অনেকে অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আলঙ্কারিকেরা "গৌর্ব্বাহীকঃ" বলিয়া যে লক্ষণার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারা সেই উদাহরণস্থল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের সদয়-হৃদয় মাননীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহাদের দুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের কল্যাণবিধানের চেষ্টা পাইতেছেন। নীলকরের হউক, আর জমীদারের হউক, তাহাদের উপরে যে সকল অত্যাচার ছিল, তিনি ক্রমে তাহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া আনিয়াছেন। তাহারা উর্দ্দূ ও হিন্দি উভয়ের মধ্যস্থলে পড়িয়া যে অত্যাচার ও কষ্ট ভোগ করিতেছিল, সম্প্রতি তাহারও সংহারার্থ তিনি অসি উত্তোলন করিয়াছেন।

রাজা যা কিছু করেন সে প্রজার মঙ্গলের জন্য। তিনি আইনই করুন, বিচারই করুন, হিসাবই করুন, আর কোন প্রতিজ্ঞাই করুন, তাঁহার উদ্দেশ্য যে, প্রজাগণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে। অতএব রাজভাষা প্রজাগণের সুখবোধ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিদেশীয়দিগের অধিকার স্থলে প্রায়ই ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটিয়া থাকে। রাজা নিজ ভাষায় রাজকার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন, প্রজারা তাঁহার ভাষা শিখিয়া লয়, অথবা প্রজাকে বুঝাইবার জন্য দ্বিভাষার প্রয়োজন হয়। বিচারালয় সমূহে বিচারপতি ও কার্য্যার্থির এইরূপ ভাষাভেদ-নিবন্ধন সময়ে সময়ে অনেক অসুবিধা ঘটে, হাস্যরসেরও অভিনয় হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে এক্ষণে সমস্ত কার্য্যই বাঙ্গালাভাষায় সম্পন্ন হয়, কেবল বিচারপতিরা ইংরাজীতে আপন মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত হয়, তাহা সাধারণের গোচর করিবার জন্য অনুবাদক নিযোজিত আছেন; কিন্তু বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা শোচনীয়।

বঙ্গদেশে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রাজকার্য্য সম্পাদিত হয়, কিন্তু বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইংরাজী উর্দ্দূ ও হিন্দি এই তিনের অধিকার। উর্দ্দূ ও হিন্দিতে বিষম দ্বন্দ্ব। উর্দ্দূ লক্ষ্ণৌ দিল্লী প্রভৃতি কতিপয় মুসলমানপ্রধান নগরীতে প্রচলিত। ঐ ঐ স্থানের সকল লোকই যে উর্দ্দূ বুঝিতে পারেন, এরূপ নহে। দেশের অধিকাংশ লোকে উহা বুঝিতে পারে না। বেহারে ও পশ্চিমের প্রতি স্কুলে প্রতি শ্রেণীতে উর্দ্দূ ও হিন্দী দুটী ভাষারই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। যতদিন এই শোচনীয় অবস্থা দূরীকৃত না হইতেছে, ততদিন পশ্চিমের মঙ্গল নাই। সেখানে কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে গেলে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হয়। উর্দ্দূতে লিখিলে কতকগুলি লোক গ্রাহক হয়, আর হিন্দিতে লিখিলে অপর কতকগুলি গ্রাহক হইয়া থাকে। সমস্ত লোককে শিক্ষা দেওয়া যায়, এরূপ পুস্তক সেখানে লিখিবার যো নাই। রাজা শিবপ্রসাদ ঐ গোলমাল মিটাইবার জন্য উর্দ্দূ ও হিন্দীর মাঝামাঝি এক ভাষা প্রস্তুত করিতে গিয়াছিলেন। তিনি যে পুস্তক ছাপাইতেন, তাহা নাগরী ও উর্দ্দূ দুই প্রকার অক্ষরেই মুদ্রাঙ্কিত করিতেন, অথচ ভাষা একই থাকিত। তাঁহার উদ্যম এক প্রকার ব্যর্থ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক দেশে এক স্থানে এইরূপ ভাষা-বৈষম্য তদ্দেশবাসীদিগের উন্নতির প্রতিবন্ধক সন্দেহ নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাহেবেরা উর্দ্দূর পক্ষপাতী। তদ্দেশীয়দিগের পক্ষে যেমন ইংরাজী উর্দ্দূও তেমনি বিদেশীয় ভাষা। ইংরাজীতে প্রকাণ্ড সাহিত্য আছে, উর্দ্দূতে তাহা নাই, হইতে ও পারে না। কারণ, উহা জাতীয় ভাষা নহে। দুই চারি জন রাজা ঐ ভাষায় কাজ কর্ম্ম করিতেন বলিয়াই উহার এত আদর। উর্দ্দূ যে রাজকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কতিপয় ইংরাজের ভ্রমই তাহার কারণ। প্রথম প্রথম তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, সমস্ত ভারতবর্ষের লোকেই উর্দ্দূ বুঝিয়া থাকে। উহা এক প্রকার ভারতের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হইবে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় অবধি উর্দ্দূ বাঙ্গালাদেশে হইতে অপসৃত হইয়াছে। আমাদের সুযোগ্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার আশলি ইডেন সাহেব সম্প্রতি রেজোলিউসন করিয়াছেন যে, বেহারে উর্দ্দূর পরিবর্ত্তে নাগরী অক্ষর ব্যবহৃত হইবে। যেমন বিদেশীয় বৃক্ষকে অনেক ব্যয় করিয়া অনেক যত্নে জীবিত রাখিতে হয় অথচ তাহাতে কোন উপকার হয় না, উর্দ্দূও ঠিক সেইরূপ। এক্ষণে যদি উর্দ্দূ অক্ষর উঠিয়া যায় ক্রমে উর্দ্দূ ভাষাও বিলুপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। উর্দ্দূ রহিত হইয়া তথায় হিন্দী প্রচলিত হইলে বাঙ্গালা দেশে যেমন বর্দ্ধনশীল সাহিত্যের সূত্রপাত হইতেছে, বেহারেও তেমনি হইবে। ঐ রেজোলিউসন দ্বারা লেঃ গবর্ণর মুসলমান পীড়িত বেহারবাসীদিগের মহোপকার সাধন করিলেন। তাহারা যে একটী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহার সূত্রপাত হইল। তাহাদের যে একটী স্বতন্ত্র ভাষা ও স্বতন্ত্র সাহিত্য শাস্ত্র হইবে তাহার উপক্রম হইল। ভারতবর্ষে বেহারীদিগের ন্যায় গৌরব কাহার? ঐ বেহারে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোককে এক ধর্ম্মসূত্রে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ বেহারবাসীদিগের মাগধী ও পালী নামে ভাষা এক সময়ে সংস্কৃতের লোপে উদ্যত হইয়াছিল। ঐ মাগধী এক দিন মূল ভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

"সা মাগধী মূল ভাষা নরেয় আদি কপ্পিকা।"

এই মহাবাক্য যে ভাষার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে, ঐ ভাষা আজিও সিংহল ও ব্রহ্মদেশে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ মাগধী ও পালী ভাষার লিখিত পুস্তক অনুবাদ করিয়া চীনের সাহিত্য শাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল। যাহাদের ভাষা এইরূপ এবং বুদ্ধদেব যেখানে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বেহারীরা কি না যাবনিক ভাষা বন্ধনে দৃঢ়তর বদ্ধ। বঙ্গদেশের আদালতে সাক্ষ্য দিতে গেলে একজন দ্বিভাষীর সাহায্য লাভ হইলেই পর্য্যাপ্ত হয়। কিন্তু বেহারে দুইজন দ্বিভাষী না হইলে চলে না। উহাদিগের জাতীয়তার পুনঃ স্থাপন করিয়া সর আশলি ইডেন শুদ্ধ বেহারীদিগের কেন সমস্ত ভারতবর্ষের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। যে মিথিলা পণ্ডিত মণ্ডলীর জন্ম ভূমি, যেখানে প্রধান প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের গৌরবের এক মাত্র স্থান নবদ্বীপ যে মিথিলা হইতে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মিথিলার ভাষা ইতর লোকের ভাষা বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে, ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়! বিশেষতঃ যে ভাষায় বিদ্যাপতি কবিতাবলী লিখিয়া ভক্তিরসে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে উন্মত্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার মত ললিত সুন্দর সুশ্রাব্য ভাষার দুরবস্থা দেখিয়া আমরা নিতান্ত কাতর ছিলাম। ইডেন সাহেব আমাদের সে দুঃখ দূর করিলেন। এখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাসন কর্ত্তারা যদি ইডেন সাহেব প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে ভারতের একটী মহোপকার সাধিত হইবে।

লবণের ব্যবসায়।

এদেশে একটী চির প্রবাদ আছে "যার লুণ খাই তার গুণ গাই।" লবণের এমনি মহিমা যার লুণ খেতে হয়, তাহার বর্ণনীয় গুণ না থাকিলেও তাহার আরোপিত গুণেরও বর্ণন করিতে হয়। আমরা সেই প্রবাদ বাক্যের বশীভূত হইয়া আজ "লবণের ব্যবসায়" এই শীর্ষক প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। পাঠকগণ! আপনারা দূর দেশে আছেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনাদিগকে লবণ খাওয়াইব, আর আপনারা উহার গুণে বশীভূত হইয়া সোমপ্রকাশের যে গুণ নাই, তাহা চক্ষে দেখিবেন এবং তাহার

বর্ণনে প্রবৃত্ত হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই আজ আমরা লবণ সংক্রান্ত বৃত্তান্ত কর্ণপ্রণালীর দ্বারা আপনাদিগের উদরস্থ করিয়া দিতেছি। অভিপ্রায় এই আপনারা সোমপ্রকাশকে ভুলিতে পারিবেন না, ইহার দোষকীর্ত্তনে উৎসুক হইবেন না, এবং ইহার যে গুণ নাই, তাহারও গানে উন্মুখ হইবেন।

১২৮৫ সালে ৭৮ লক্ষ মণ লবণ কলিকাতায় আসিয়াছে। ইহার মধ্যে ৭২ লক্ষ মণ ইংলণ্ড হইতে ও ছয় লক্ষ মণ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে আনীত হইয়াছে। চব্বিশ পরগণায় যে লবণের গোলা আছে, তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৭৫০ মণ লবণ প্রস্তুত হইয়াছে। বিদেশ হইতে যে সমস্ত লবণ আসিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশ লিবরপুল, আরব, মিসর ও ইটালি হইতে আনীত হয়। ফ্রান্স হইতে কিছু কিছু লবণ আসিত, এবার তাহার আমদানী বন্ধ হইয়াছে। ফ্রান্সের লোকে যদি ইংলণ্ড হইতে লবণ লয়, তাহা হইলে তাহাদের মণ করা আট আনার বেশী ব্যয় হয় না। কিন্তু তাহারা ইংলণ্ডের লবণ লয় না। তাহারা নিজের দেশে লবণ প্রস্তুত করে এবং তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় লবণের আমদানী বন্ধ করিবার জন্য লবণের উপরে অত্যধিক শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যদিও ফ্রান্সের লবণের মূল্য অধিক, তথাপি যাহারা লবণ বিদেশে বিক্রয় করিয়া আসিতে পারে, ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে পারিতোষিক দেন বলিয়া অনেকে লবণ আমাদের দেশে লইয়া আইসে। এবার কিছু আসে নাই কেন, বুঝা যায় না। বোধ হয় তাহাদের চক্ষু ফুটিয়াছে। পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে যত লবণ খরচ হইত, সমুদায় কলিকাতা হইতে যাইত; কিন্তু এক্ষণে সম্বর হ্রদ ও পঞ্জাবস্থ লবণময় পর্ব্বত মালায় এত অল্প মূল্যে এত অধিক লবণ পাওয়া গিয়াছে যে ৪০০০০ মণ লবণ পঞ্জাব হইতে বেহার পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিয়াছে। লিবরপুলের লবণের আমদানী ক্রমে কম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সে বৎসরও কলিকাতা হইতে লবণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছিল; কিন্তু বোধ হয় শীঘ্র কলিকাতা হইতে রপ্তানী বন্ধ হইবে। লিবরপুল লবণের মূল্যও কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে শতকরা ৪০ টাকা ছিল, এখন শতকরা প্রায় ৮০ টাকা হইয়াছে। পঞ্জাবের লবণের দর যদি ইহার অপেক্ষা অল্প হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশেও ঐ লবণ ব্যবহৃত হইবে। লবণে মণকরা এখন ২৸৴ মাশুল লওয়া হয়। লবণের দামও মণ করা প্রায় ৸৴। সুতরাং মাশুল ও খরচায় লবণের মূল্য ৩॥৴ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপরে ব্যবসাদারদিগের লাভ আছে। সুতরাং লবণ অধিক কিনিতে গেলে ৪ টাকা পড়ে ও অল্প কিনিতে গেলে প্রায় ৪॥ টাকা পড়িয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট যেমন কিছু মাশুল ত্যাগ করিয়াছেন, তেমনি লিবরপুলের ব্যবসাদারেরা মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। অতএব প্রজার কিছু বিশেষ লাভ হয় নাই।

যে ৭৮ লক্ষ মণ লবণ কলিকাতায় আইসে, তাহার প্রায় ৪৯ লক্ষ মণ বাঙ্গালায় খরচ হয়, ২৯ লক্ষ মণ বেহারে, অর্দ্ধ লক্ষ মণ ছোটনাগপুরে, ৩ লক্ষ মণ আসামে, চারি লক্ষ মণ উত্তর পশ্চিমে, ৩ হাজার মণ নেপালে যায়, অবশিষ্ট কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ব্যয়িত হয়। ছোট নাগপুরে, গঞ্জাম ও সম্বলপুর হইতে লবণের আমদানী হয়। এই জন্য কলিকাতা হইতে অল্প লবণ রপ্তানী হইলেও উল্লিখিত স্থান সকলের বিশেষ ক্ষতি হয় না। বাঙ্গালার লোক গড়ে সাড়ে পাঁচ সের, বেহারের লোক সাড়ে চারি সের লবণ খরচ করে। আসামে প্রতি ব্যক্তিতে প্রায় তিন সেরই পড়ে। আসামে এত কম লবণে কিরূপে চলে? আমরা শুনিয়াছি সেখানকার লোকে অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারে না। এই জন্য কলার বাসনা পুড়াইয়া এক প্রকার অতি জঘন্য অস্বাস্থ্যকর লবণ প্রস্তুত করিয়া তাহাই ব্যবহার করে। এ কথা সত্য হইলে আসামে লবণের শুল্ক কমাইয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের উচিত।

৭৮ লক্ষ মণ লবণের মধ্যে ৫ লক্ষ মণ কলিকাতায় থাকে, অবশিষ্টের মধ্যে ২১ লক্ষ মণ পূর্ব্ব ভারত রেলওয়ে, ৫ লক্ষ মণ পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে, লক্ষমণ ষ্টীমার দ্বারা ৪৫ লক্ষ মণ নৌকায়, প্রায় লক্ষ মণ গোরুর গাড়ি ও মোট প্রভৃতিতে চতুর্দ্দিকে নীত হয়। রেলওয়েতে লবণের ভাড়া অতি অল্প, নৌকার ভাড়াও অধিক নয়। কারণ, যে সকল নৌকা বোঝাই হইয়া আইসে, তাহাই ফিরিয়া যাইবার সময়ে লবণ লইয়া যায়। সুতরাং অতি অল্প ভাড়াতেই নাবিকেরা সন্তুষ্ট হয়। এইরূপে কেবল সিরাজগঞ্জ হইতে প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ মণ চারি দিকে যায়।

কলিকাতা ভিন্ন বাঙ্গালার মধ্যে চট্টগ্রামের বন্দরে ইংলণ্ড হইতে প্রায় দুই লক্ষ মণ লবণ আমদানী হয়। এই দুই লক্ষের মধ্যে ২৪ হাজার মণ নারায়ণ গঞ্জে ও ৪০ হাজার মণ ঢাকায় পাঠান হয়, অবশিষ্ট নিজ চট্টগ্রামে খরচ হইয়া থাকে।

সাঁওতাল পরগণা ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের রেজলিউসন।

৫ই বুধবারের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের একটী রেজলিউসন প্রকাশিত হইয়াছে। দেখা গেল সাঁওতাল পরগণার অন্তঃপাতী দামন কোহ নামক স্থানে রাজস্বের বন্দোবস্তের বিষয় উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ১৮৬৪ অব্দে একবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, আবার ১৮৭৯ অব্দে হয়। রাজস্বের বৃদ্ধি হইয়াছে, দেশে ৩৩ টী বাজার বসিয়াছে, কোনরূপ হাঙ্গাম হয় নাই। উক্ত স্থানে পাহাড়ী ও সাঁওতাল নামক দুই জাতি বাস করে। পাহাড়ীয়া পাহাড়ের ভিতর অবস্থান করে। উহারা সংখ্যায় অতি অল্প। সাঁওতালদিগের পাহাড়ের নীচে বাস। তাহারা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অধিক। রেজলিউসনে দেখা গেল, বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীরা যাহাতে দামনকোহের মধ্যে কোনরূপে স্থান না পায়, তাহার জন্য অত্যন্ত কঠোর নিয়ম করা হইয়াছে। এমন কি গ্রাম্য লোকের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত যে, বিদেশীয়দিগকে গ্রামে বাস করিতে বা বাজার হইতে কোন দ্রব্য কিনিতে দিবে না। দামনকোহে রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ বাসা না পাইলে অসুবিধা হইবে বলিয়া রেলওয়ে কোম্পানি ঐ বন্দোবস্তের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে উত্তর দিয়াছেন, যে, রেলওয়ে কর্ম্মচারিরা বাজারে গিয়া থাকিবে, যদি বাজারে থাকিতে না পারে, সেখানকার আফিসরের নিকট আবেদন করিলে তিনি যে স্থান দেখাইয়া দিবেন, সেই স্থানে গিয়া বাস করিবে। এত কড়াকড়ি কেন? কড়াকড়ি করিবার তিনটী কারণ অনুমিত হইতেছে। প্রথম, সাঁওতালেরা অতি সরল, নির্ব্বোধ, লেখাপড়া জানে না, চতুরতা শিখে নাই। বাঙ্গালীরা চতুর। যাহারা বিদেশে বাস করে, তাহাদিগের অধিকাংশের চরিত্র ভাল নহে। হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে যাহারা ধূর্ত্ত, তাহারাই ব্যবসায়কার্য্যে নিযুক্ত হয়। সেই ব্যবসায়ীরা, নির্ব্বোধ সাঁওতালদিগের নিকটে অনায়াসে অধিক লাভ করিতে পারিবে বলিয়া সাঁওতাল পরগণায় বাণিজ্য করিতে যায় এবং সরল সাঁওতালদিগকে ঠকাইয়া তাহাদের অর্থ হরণ করিয়া আত্মোদরপূরণ করিয়া থাকে। সাঁওতালদিগকে কেহ প্রতারণা প্রবঞ্চনা না করে, এইটী গবর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্টের এ সদয় আশয় প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট পিতৃস্থানীয়, প্রজারা সন্তান, সাঁওতালেরা সরলতায় বালক তুল্য। পিতা যেমন সর্ব্বপ্রযত্নে শিশু সন্তানের রক্ষা করেন, গবর্ণমেণ্টেরও সেইরূপ শিশু সম সাঁওতালদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এ অংশে গবর্ণমেণ্টের নীতির প্রশংসা না করিয়া বিরত হওয়া যায় না।

দ্বিতীয়, সাঁওতালেরা অনরক্ষর বলিয়া নিজ চরিত্রের দৃঢ়তা ও উৎকর্ষ রক্ষণে তাদৃশ পটু

নয়। তাহার উপরে বিদেশীয় অসৎ লোকের সংসর্গ হইলে সেই চরিত্র অধিকতর দূষিত হইবার সম্ভাবনা।

তৃতীয়, মানা সাহেব ও কুমারসিং প্রভৃতির ন্যায় যে সমস্ত দুষ্ট ও দুরভিসন্ধি ব্যক্তির গবর্ণমেণ্টের উপর বিদ্বেষ আছে তাহারা বৈরসাধনার্থ অনায়াসে সরলপ্রকৃতি সাঁওতালদিগকে বিদ্রোহকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে।

আমরা উল্লিখিত রেজলিউসন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে নীতির অনুমান করিলাম, তাহা এক অংশে অপ্রশংসনীয় হইতেছে না বটে কিন্তু অপর অংশে অনুমোদনীয় নয়। দামনকোহ নামক স্থানে বিদেশীয়দিগের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ হওয়াতে সাঁওতালদিগের যেমন ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে, তেমনি একটী মারাত্মক অনিষ্টেরও সম্ভাবনা। বিদেশীয়ের সহিত সংসর্গ না হইলে, তাহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতির পরিজ্ঞান না থাকিলে, তাহাদের হৃদয়ের উন্নত ভাব ও অভিপ্রায়াদি জানিতে না পারিলে, স্বদেশের উন্নতি হয় না। স্বদেশীয়দিগের বুদ্ধির উন্মেষ চতুর গতি ও মার্জ্জনাদি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বলিতে কি, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের উল্লিখিত ব্যবস্থাটী আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণের কলির প্রথমে সমুদ্রযাত্রাদি-স্বীকারাদি-নিষেধ-তুল্য হইয়াছে। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয়েরা অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া দেশদেশান্তরে ও দ্বীপদ্বীপান্তরে যদি যায়, ইহাদের ধর্ম্মসংস্কারের বিপর্য্যয় ঘটিবে, ধর্ম্মের দৃঢ় বন্ধন শ্লথ হইয়া যাইবে, লোকের মনে ধর্ম্মের মহিমা ও ধর্ম্মের প্রতি আস্থা জাগরুক থাকিবে না, ক্রমে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহারা এ বিবেচনা করেন নাই যে, সমুদ্র যাত্রা প্রতিষেধ করাতে ভারতবাসীদিগের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বিদেশীয়ের সহিত সংসর্গ না হইলে কি বহুদর্শন হয়? বহুদর্শন ব্যতিরেকে কি বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত হয়? অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া দেশ দেশান্তরে গমনাগমন না করিলে কি সাহস উৎসাহ ও অধ্যবসায়াদি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ও বদ্ধমূল হয়? ভারতবাসীরা দীর্ঘকাল অলস অকর্ম্মণ্য নিরুৎসাহ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া জড় পদার্থের ন্যায় যে কালক্ষেপ করিয়াছেন এবং পশুজাতির ন্যায় কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া দিনপাত করিয়াছেন, উল্লিখিত মারাত্মক প্রতিষেধ কি তাহার কারণ নয়?

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ২৮এ এপ্রেল। গত ২৫এ এপ্রেল সেখাবাদে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ওয়ার্দ্দক, ওমীরখেল সাফি ও লগারিরা একত্র হইয়া সেনাপতি রস সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করিয়াছে। এই যুদ্ধে উহাদের ১২ শত লোক হত হইয়াছে। সৈদাবাদের নিকটস্থ কিলুসর্ক নামক স্থানে নিক, ওয়ার্দ্দক, লগার ও ময়দান হইতে লোক সকল আসিয়া একত্র হয়। রবিবারে ইংরাজ সৈন্যের সহিত উহাদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ফলাফল আজি ও জানা যায় নাই। ঐ দিবস কর্ণাল জেন্‌কিন্স গোলাম হায়দার ও হাসেনখাঁকে চারাশিব নামক স্থানে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

হাসেনখাঁর তিন শত লোক কালাজাদুর্গে অবস্থিতি করিতেছে।

মীরবোঁচা অতি অল্প সৈন্য লইয়া কোহিস্থানে রহিয়াছেন। সা সঙ্গের নিকটে শত্রুরা ইংরাজদিগের একজন পত্র বাহককে গুলি করিয়াছে।

আব্দুলগফুর বিদ্রোহের উদ্দীপনা করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য সেনাপতি গফ ২৯ এ লঙ্গার নামক স্থানে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন। মোল্লারা তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করে নাই। তিনি দুর্গ লুণ্ঠন ও তাহা ধ্বংস করিয়াছেন এবং আব্দুল গফুরের পুস্তকালয়ে যত বহুমূল্য পুস্তক ছিল তাহা লইয়া আসিয়াছেন।

কাবুল ২রা মে। গ্রিফিন সাহেব কোহিস্থানের ভার, সর্দ্দার ইব্রাহিম খাঁ বাহাদুর ও ওয়াজির জাদা আফজুল খাঁর হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন।

অদ্য জেনেরল রসের সৈন্যগণ গোলাম হায়দরের কেল্লা হইতে সেরপুরে বড় বড় কামানশ্রেণী আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

অনেকের মনে হইয়াছিল যে ওয়ালি মহম্মদ দেশের লোককে বিদ্রোহী করিবার জন্য ফিরিতেছেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি তাহা করেন নাই। বরং যে সকল লোক দরবাণী আক্রমণের চক্রান্তে ছিল তিনি তাহাদিগের অনেককে বন্দী করিয়াছেন ও তাহাদিগের গ্রামের কিয়দংশ ধ্বংস করিয়াছেন।

খেলাতি গিলজাইয়ে কতকগুলি লোক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে।

কাবুল ৩ রা মে। লগার হইতে সংবাদ আসিয়াছে সৈন্যগণ নির্ব্বিঘ্নে আমীর কেল্লায় উপস্থিত হইয়াছে। কামান গুলিও টাঙ্গি-ওয়ার্দ্দাকের মধ্য দিয়া গিয়াছে। লগারবাসীরা ইংরাজ সৈন্যগণের খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্য সকল দিতেছে।

কাবুলের নদীটী ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। উহার মধ্যস্থলে যে সেতুটী ছিল তাহার কিয়দংশ ভাসিয়া গিয়াছে।

বারিকার নামক স্থানে শত্রুরা ইংরাজদিগের কতকগুলি দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়াছিল। কাপ্তেন কুইম এই সংবাদ শ্রবণে দশজন সৈন্য সমভিব্যাহারে গিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য সমুহের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। এবং দস্যুদিগের ৫০ জনকে ধৃত করিয়া অনিয়াছেন।

দিন দিন কাবুলে গ্রীষ্ম বাড়িতেছে।

কাবুল ৫ই মে। জেনেরল ষ্টুয়ার্ট সর্দ্দার আলম খাঁকে গজনী শাসনের ভার দিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

দস্যুরা ময়দান গমনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে।

আসামতুল্লা পিউজানের নিকটস্থ গ্রাম সমূহের লোকদিগকে বিদ্রোহী করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু তিনি আজিও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইংরাজেরা কাবুল হইতে আব্দুল রহমানের নিকট কিজন নামক স্থানে দূত প্রেরণ করিয়াছেন। আব্দুল রহমান যদি কাবুলে যাইতে সম্মত হন তাহা হইলে দূত তাঁহার গমনার্থ ব্যয় ও তদ্ভিন্ন বিস্তর টাকা দিবেন।

ইংরাজকৃত প্রস্তাবের উত্তরে আব্দুল রহমান কি বলেন, সেই অপেক্ষায় মীর বোঁচা চুপ করিয়া আছেন।

কাবুল ৫ই মে। তুর্কিস্থানে আপাততঃ কোন গোলযোগ নাই। জনরব এই যে আব্দুল রহমানের বদাক্‌সানস্থ সৈন্যগণ বেতন না পাইয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। ধর্ম্মঘট করিবার জন্য কোহিস্থানীরা বেবা কুচকারে আর একত্র হইতেছে না। যাহারা একত্র হইয়াছিল তাহারা ও পরস্পরে পৃথক হইয়াছে। সরওয়ার খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা পরোয়ানে প্রত্যাগত হইয়াছে। জেনেরল সৈয়দ খাঁ ইস্তালিফে আছেন। মীর বোঁচা ইংরাজদিগের প্রেরিত দূতের সঙ্গে তুর্কিস্থানে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

গিলজাইয়েরা ইংরাজদিগের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে। উহারা রাস্তাদি ভাঙ্গিয়া দিবার ভয় দেখাইতেছে। ভবিষ্যতে ইংরাজদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইবে তাহার কোন সংবাদ না পাওয়াতে গিলজাইদিগের তেজিনস্থ সভা ভঙ্গ হইয়াছে।

আসামতুল্লা ও বাইরম খাঁ হিসারকে থাকিয়া ইংরাজদিগের অনিষ্ট চিন্তা করিতেছেন।

তাহের খাঁ গজনীতে জেনারল ষ্টুয়ার্টের নিকটে রহিয়াছেন।

মুসাজান রবিবারে গজনীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

মানুষ বিজ্ঞানবলে যে সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড করিতেছে ইহা যদি স্থায়ী হয়, আর মানুষের এই সভ্যতার অধঃপাত হইয়া, যদি সে পুনরায় অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হয়, এই সভ্য কালের মনুষ্য কৃত ঐ অদ্ভুত কাণ্ড গুলিকে সে দেব কাণ্ড বলিয়া মনে করিবে সন্দেহ নাই। নিম্ন লিখিত সংবাদটী পাঠ করিলেই পাঠক আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন। রুশিয়ায় ভল্কা নামে একটী বৃহৎ নদী আছে। উহার উপরে একটী সেতু করা হইতেছে। যেস্থানে সেতু নির্ম্মিত হইতেছে সেখানকার পরিসর চারি মাইল। এত বড় সেতু আর কোথাও নাই। ইহার নির্ম্মাণ ব্যয় ন্যূনাধিক ১৭ লক্ষ টাকা অনুমিত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম লর্ড লিটন সিমলায় অতি মনোদুঃখে কালযাপন করিতেছেন। তাঁহার মনে এই প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছে যে, কেহ তাঁহাকে ভাল বাসে না। এই নিমিত্ত তিনি লোক জনের সহিত বড় দেখা সাক্ষাৎও করেন না। যদি সত্য হয়, এটী বাস্তবিক দুঃখের সংবাদ সন্দেহ নাই।

আমেরিকায় প্রায় ৬০ হাজার বর্গমাইল প্রশস্ত একটী কয়লার খনি আছে। উহা আপানাবিয়ান খনি নামে প্রসিদ্ধ।

একখানি সংবাদ পত্রে দেখা গেল, ইংলণ্ডেশ্বরীর ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডিসরেলি সাহেবের আকার দেখিলে বোধ হয় তিনি বড় চিন্তাশীল। জগতের অনিষ্ট চেষ্টাই কি এই চিন্তার ফল হইল?

বোধ হয় আমাদিগের পাঠকগণের অনেকেই ষ্ট্রাসবর্গের প্রসিদ্ধ ঘড়ির কথা শুনিয়াছেন। আমেরিকাবাসী ফিলিপ্স মীর নামে এক ব্যক্তি ঐরূপ একটী বৃহৎ ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঘড়িটী উচ্চ ১৮ ফুট, প্রশস্ত প্রায় ৮ ফুট। ইহার নির্ম্মাণার্থ ৩০ হাজার ডলার ব্যয় হইয়াছে। এবং দশ বৎসর কাল লাগিয়াছে। উহার শীর্ষ স্থানে কলম্বসের পিত্তল নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছে। ঐ ঘড়ির চারি পার্শ্বে ক্ষোদিত গহ্বরে বালক যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ ও এক মৃত ব্যক্তির অস্থিময় মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু অতি ক্ষীণস্বরে কোয়াটার, যুবা অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও স্পষ্টস্বরে অর্দ্ধ ঘণ্টা, প্রৌঢ় পূর্ণস্বরে তিন কোয়াটার, এবং বৃদ্ধ ক্ষীণতর স্বরে চারি কোয়াটার বাজায়। অবশেষে মৃতের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ স্বরে ঘণ্টা বাজাইয়া দেয়। ঘণ্টা বাজান শেষ হইলে পর মধুর বাদ্যোদ্যম হইতে থাকে। ঘড়ির একটী দ্বারে এক কৃত্রিম ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। সে সেই দ্বার রক্ষা করিতেছে। আমেরিকার কনগ্রেস সভার সভাপতিগণের মূর্ত্তি ঐ দ্বার দিয়া বহির্গত হয়। ওয়াসিংটনের মূর্ত্তি এক চন্দ্রাতপের নিচে উপবিষ্ট আছে। ২৭ টী নক্ষত্র দ্বারা ঐ চন্দ্রাতপ সুশোভিত হইয়াছে। উক্ত সভার সভাপতিগণের মূর্ত্তিগুলি ওয়াসিংটনের মূর্ত্তির নিকটে আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হয় এবং তাঁহাকে নমস্কার করে। ওয়াসিংটনের মূর্ত্তি উত্থিত হইয়া একখানি পত্র হস্তে স্বাধীনতার ঘোষণা করিতে থাকে, তাহার পর আর একটী কৃত্রিম ভৃত্য আর এক দ্বার খুলিয়া দেয়। সভাপতিগণের মূর্ত্তি গুলি সেই দ্বার দিয়া ঘড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অধিকতর আশ্চর্য্য এই, ঘড়িতে দুটী কাঁটা আছে, তাহার একটী, পৃথিবী কোন ঋতুতে সূর্য্যাভিমুখে কি ভাবে অবস্থিতি করে এবং গ্রহগণ কোন সময়ে কত দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহা, দেখাইয়া দেয়। আর একটী কাঁটায় নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, সেণ্টপিটার্সবর্গ, সান ফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে কোন সময়ে কয় ঘণ্টা বাজে তাহা দেখাইয়া দেয়।

পূর্ণিয়ার জমীদার বাবু মহেশলাল ও নথ চাঁদলাল ৫০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া সারা নদীর উপরে একটী সেতু করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

সিরাজগঞ্জের অন্তঃপাতী করমালিকার লোকেরা জমীদারের সহিত খাজনা আদায়ের গোলযোগ করাতে, গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, শান্তি রক্ষার্থ তথায় একবৎসরের নিমিত্ত, ৮ জন কনষ্টেবল ও একজন হেড কনষ্টেবল থাকিবে। ইহাতে ৯৮৬ টাকা ব্যয় হইবে। গ্রামবাসিদিগকে ঐ ব্যয় দিতে হইবে। এপ্রকার দণ্ড না হইলে দুষ্ট প্রজাদের শাসন হয় না।

লণ্ডন জর্ণাল সম্পাদক বলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব এবার এক ক্ষণে পার্লামেণ্টের কর্ত্তা হইয়াছেন। তিনি আর দুই বৎসর কাজ করিয়া, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন। এবং আপনার পদ লর্ড গ্রানভিলকে দিয়া যাইবেন। এটী কাহার কথা, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। জর্ণাল সম্পাদকের না গ্লাডষ্টোনের?

বিশ হাজার চীন সৈন্য আমুর পার হইয়া গিয়াছে। উহাদিগের আর ৪০ হাজার সৈন্য কাসগার ও কুলদজা সীমাস্থ রুশের অধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। রুশকে যে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে দিতেছে না। অতি লোভে বুঝি তাঁতি নষ্ট হয়।

প্রিমসল সাহেব ডার্ব্বিতে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন একজন ভারতবর্ষীয়কে পার্লামেণ্টের সভ্য করিতে হইবে এবং তজ্জন্য যে ব্যয় হইবে তাহার সাহায্যার্থ তিনি ৫০০ টাকা দিবেন। সেদিন গ্লাডষ্টোন সাহেবও ইহার পোষকতা করিয়া লিডসের সভ্য নির্ব্বাচকদিগকে বলিয়াছেন লালমোহন বাবু স্বদেশের সুখ দুঃখের কথা জানাইবার জন্য ভারতের প্রতিনিধি হইয়া এখানে আসিয়াছেন, আর প্রকৃত পক্ষে ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ সম্পর্ক তাহাতে, তাঁহার আগমনও অবিধেয় হয় নাই। ইয়র্কসায়রের অধিবাসীগণের নিকটে তিনি লালমোহন বাবুর পরিচয় দিয়া বলেন যে তিনি একজন সবক্তা বুদ্ধিমান ও চতুর লোক। উদার মতাবলম্বী দলের কার্য্য-সম্পাদকদিগের এরূপ এক জন সুদক্ষ বাঙ্গালীকে পার্লামেণ্টের সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা কর্ত্তব্য উচিত। আর উদারমতাবলম্বী দলের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একজন হিন্দুকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিলে অনেকের সুখের হইবে সন্দেহ নাই। লালমোহন বাবুকে সভ্য করার বিষয়ে অনেক বড় ইংরাজের মত আছে, বিলাতের কোন কোন সংবাদপত্র সম্পাদকও ইহার অনুমোদন করিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের এদেশীয় সহযোগীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এ কথায় ঠাট্টা করিয়া থাকেন। এক লালমোহন বাবুর পার্লামেণ্ট সভায় সভ্য পদলাভ প্রস্তাব লইয়া আমরা অনেকের হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। যাহাঁরা তাঁহার সপক্ষ তাঁহাদের এক হৃদয়; আর যাহাঁরা তাঁহার বিপক্ষ তাঁহাদের এক হৃদয়। লালমোহন বাবু সভ্য হইলে ইংরাজ জাতীর যে কি গৌরবের ও উন্নত ভাবের কাজ হয়, সংকীর্ণ হৃদয় বিপক্ষেরা সেটী বুঝিতে পারেন না।

ভারতবর্ষীয় ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে এচিসন সাহেব এক জন সুদক্ষ ও প্রতিভাশালী লোক। তিনি ব্রিটিশ ব্রহ্মের প্রধান কমিশনর। প্রান্তবর্ত্তী রাজ্য সমূহের বৃত্তান্ত তাঁহার নখদর্পণের ন্যায়। নূতন গবর্ণর জেনরলকে ব্রহ্মদেশের বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য তাঁহাকে শীঘ্র ব্রহ্মদেশ হইতে আসিতে বলা হইয়াছে। এ পরামর্শের উদ্দেশ্য কি? ডিসরেলি সাহেব পৃথিবী মধ্যে হুলস্থূল বাঁধাইয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন! লিবারলদলের ত উহার অপেক্ষা অধিক হুলস্থূল বাঁধাইয়া তাঁহাকে পরাভব করিবার ইচ্ছা নয়?

ইংলণ্ডের মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তনে রুশেরা বড় খুসী হইয়াছে। তত্রত্য সংবাদপত্র সম্পাদকেরা বলেন, এই পরিবর্ত্তনে ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হইল। কথা বড় মিথ্যা নহে।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল মার্কুইস রিপন

১৪ই মে বিলাত পরিত্যাগ করিবেন। ১লা জুন বোম্বাইয়ে উপনীত হইবেন। তথা হইতে আসিয়া সিমলা শৈলে লার্ড লিটনের নিকট হইতে কাজ কর্ম্ম বুঝিয়া লইবেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিবেন। শুনা যাইতেছে লার্ড লিটনের সহিত ইহার অকৃত্রিম বন্ধুতা আছে।

অধ্যাপক বীল সাহেব বলিয়াছেন, "বিনয় বীতকাম" গ্রন্থে বুদ্ধদেবের শিক্ষা প্রণালীর যেরূপ উল্লেখ আছে, বিলাতের কালেজ প্রভৃতিতে সেই শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা উচিত। কেবল বুদ্ধদেবের নীতি শিক্ষা প্রণালী কেন ভারতবর্ষীয় আর্য্য গ্রন্থকারেরাও যেপ্রকার মহার্ঘ নীতির উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহার এক একটা বোধ হয় আজিও ইংরাজী মরাল ফিলসফি গ্রন্থে প্রবেশ করে নাই।

বারানসীর ষ্টার পত্রে বেরিলির কমিশনর হ্যারিংটন সাহেবের নামে গ্লানিকর পত্র প্রকাশ হওয়াতে কমিশনর যে অভিযোগ করিয়াছিলেন গত বারে আমরা তাহা পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। এক্ষণে আমরা তাহার ফলের কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। বিচারে পত্রপ্রকাশকের ২৫০ টাকা অর্থদণ্ড ও পত্রপ্রেরকের ৬ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। এটী সংবাদদাতা ও পত্রপ্রেরকদিগের একটী বিলক্ষণ শিক্ষাস্থল হইল। আমরা দেখিতে পাই অনেক সংবাদদাতা ও পত্র-প্রেরক, যে কোন একটা শুনা কথা লিখিয়া বসেন, শেষে প্রমাণ হয় না, আপনারাও মজেন, সম্পাদককেও মজান। যে বিষয় তাঁহারা প্রমাণ করিতে না পারিবেন সে সংবাদ লেখা অতি অকর্ত্তব্য। সত্য সংবাদ হইলেও যদি প্রমাণ না হয় তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া উঠে। বিপক্ষ কুকর্ম্ম করিয়াও শেষে জয়গর্ব্বিত হন। অতএব তাঁহাদিগের বিশেষ সাবধান হইয়া লেখনী ধারণ করা কর্ত্তব্য।

কালীঘাটের অনতিদূরবর্ত্তী সাহাপুরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের আজিও কিনারা হয় নাই। আসামীদিগের অধিকাংশই ধৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহারা নিজ নিজ মুখে কোন স্পষ্ট কথা বলে নাই। প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এ পর্য্যন্ত যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত ঘটনার অনেক রহস্য উদ্ভেদ হইয়া পড়িয়াছে। সে দিবস আলীপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ বিষয়ের তদন্ত করিবার জন্য মূল ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ হইলে আরও নূতন নূতন রহস্য জানা যাইবে। যদি চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জন সাধারণের মত ঠিক হয়, তাহা হইলে ধৃত আসামীরা যে এ অভিনয়ের প্রধান নায়ক তাহার আর সন্দেহ থাকে না। আমরা ভরসা করি স্থানীয় পুলিস এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিবেন। দুষ্টের দমন অথচ শিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর কোন অত্যাচার না হয় ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

দক্ষিণ উপনগরীয় মিউনিসিপলিটীর যত্নে যেমন কালীঘাট পর্য্যন্ত গ্যাসের আলো হইয়াছে, তেমনি জলের কল হয় এই আমাদের ইচ্ছা। কালীঘাট প্রভৃতি স্থানে ভাল পানীয় জলের পুষ্করিণী একটীও নাই, কেবল এক গঙ্গা ভরসা। তাহাও এই নিদারুণ গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এমনি লোণা হইয়া উঠে যে, নিতান্ত প্রাণের দায় ভিন্ন তাহা কোন মতে পান করা যায় না। এরূপ অবস্থায় পানীয় জলের কল হওয়া একান্ত আবশ্যক।

মূর্খ লোকে যে বলে, "আদালতের ডিক্রী কলার পাত, ছুট করিলে দশ হাত তফাৎ" বাস্তবিক এ কথাটী নিতান্ত অপ্রমাণ্য নহে। সে দিবস কার্য্য বিশেষে কালীঘাটে গিয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি তাহার আদালত-সিদ্ধ ন্যায্য প্রাপ্য পালা দখল পাইবার জন্য আদালতের নাজির পেয়াদা সঙ্গে বিষয়-স্থলে উপস্থিত হইয়াও স্থান পাইতেছে না, ও দিকে আর এক ব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রস্তুত অন্নে বল পূর্ব্বক ভোগ সরাইতেছে। এ এক রূপ মন্দ নয়।

বোম্বাইয়ের জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ সংস্কৃত শিক্ষার্থীগণের উৎসাহ দানার্থ কতকগুলি বৃত্তি স্থাপনাভিপ্রায়ে ২০০০০ টাকা দিয়াছিলেন। এবং আরও কিছু দিবেন বলিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছু পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে ঐ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার হস্তগত হয়। মৃত জগন্নাথের পত্নী ইহার আনুপূর্ব্বিক জানিতেন। এবং স্বামীর অঙ্গীকৃত টাকা দিবার কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া তালুক বিক্রয় করিয়া টাকা দিবার অভিপ্রায়ে সেনেটকে জানান। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সভা তাহাতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা তাহাদিগের প্রাপ্য টাকার দাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছেনএবং ঐ বিশ হাজার টাকার সুদে বার্ষিক বৃত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা হউক স্ত্রীলোকটীর সদাশয়তা ও মহাশয়তার নিমিত্ত তাঁহাকে সেনেট সভার বিশেষরূপে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল।

জেনেরল পোষ্ট আফিসে মণিঅর্ডার আফিসের কার্য্য উঠিয়া যাওয়াতে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে। ষ্টেটস্ম্যানের সম্পাদক এই কথা শুনিয়া সংবাদপত্রের মাশুল কমাইয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। রাজকোষে অর্থের অনটন হওয়াতেই গবর্ণমেণ্ট তখন উক্ত কার্য্যের অনুমোদন করিতে পারেন নাই। এক্ষণে ত ডাকবিভাগের অবস্থা ভাল এক্ষণে কেন না করেন? এ অনুরোধে কেবল সংবাদপত্র পাঠক ও সংবাদপত্র প্রচারকের লাভ নয় গবর্ণমেণ্টেরও ইহাতে বিলক্ষণ লাভ আছে। সংবাদপত্র যতই অল্প মূল্য হইবে ততই গ্রাহক বৃদ্ধি হইবে। ততই গবর্ণমেণ্টের লাভ।

যদুনাথ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কুষ্টীয়ায় কর্ম্ম করিতেন। কোন কারণে তথায় তিনি কর্ম্মচ্যুত হইয়া কলিকাতা বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েটে কর্ম্মপ্রার্থী হন এবং হেড আসিষ্টাণ্ট বাবু ব্রজনাথ সেনের নিকটে আসিয়া একখানি জাল সুপারিস চিঠি দিয়া বলেন, কুষ্টীয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। কিন্তু ব্রজনাথ বাবু লিখিত পত্রখানির রচনা দেখিয়া এই জালের কথা তাঁহাকে বলেন। যুবক সে কথা অস্বীকার করাতে তিনি তাঁহাকে পুলিষের হস্তে অর্পণ করেন। গত মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারে তাঁহার প্রতি চারি মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। যাহা হউক যদু বাবু চাকরী করিলেন ভাল? অথবা যদু বাবুর দোষ নাই, যেপ্রকার দিন কাল পড়িয়াছে তাহাতে চাকরী জুঠা ভার, অন্য দিকে যাইবার সকলের সুবিধা ও ক্ষমতা নাই, চাকরী না হইলেও চলে না সুতরাংই দিবা দুই প্রহরের সময়ে সিঁধকাঠি হাতে করিয়া বাহির হইতে হয়।

লার্ড নর্থব্রুকের স্মরণার্থ ঢাকায় নর্থব্রুক হল নামে যে একটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ বিভাগের কমিশনর ২৪ এ মে উহার প্রতিষ্ঠা করিবেন। লার্ড নর্থব্রুক অনেক বিষয়ে ভারতবাসিদিগের স্মরণীয়।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অনুমান করিয়াছেন, কলিকাতা ও তাহার নিকটে ১৯৬২৭২৪ মণ চাউল মজুত আছে। উহার মধ্য হইতে ৯ লক্ষ মণ বিদেশে পাঠান যাইতে পারে।

৩ রা মে বেহারের ২৩৫০ সিন্দুক অহিফেন ৩২৯৭২৭৫ টাকায় এবং বারাণসীর ২৩৫০ সিন্দুক ৩১১৫৭২ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

ষ্ট্রেচি সাহেব আমাদের দেশীয় সিবিলিয়ান। তাঁহার দলাদলির মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিসম্প্রদায়ের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি লর্ড লিটনের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। তাঁহারই উৎসাহে লর্ড লিটন কাবুল যুদ্ধে কোমর বাঁধিয়াছিলেন। লার্ড লিটন বলিলেন টাকার অনটন, ষ্ট্রাচি সাহেব বলিলেন ভারতে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত আছে। কাবুল যুদ্ধের ব্যয় ভার ইংলণ্ড না ভারতবর্ষ কে বহন করিবে? ষ্ট্রাচি সাহেব মুখর হইয়া বলিলেন ভারতবর্ষের রাজকোষে অগাধ অর্থ

আছে। অতএব ভারতবর্ষেরই সেই ভার বহন করা কর্ত্তব্য। তাহার দুই দিনপরেই আবার বলিলেন, দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে একটীও টাকা নাই। এবারও পার্লি-য়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ হয় হয় এমন সময়ে (নিয়মিত সময়ের ৫ সপ্তাহ পূর্ব্বে) বজেট বাহির করিলেন। বজেটে দেখান হইল যে, কাবুল যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় দিয়াও ৪০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। লিটন সাহেব মহাখুসি হইলেন, তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব করিলেন ষ্ট্রাচি সাহেব যেপ্রকার কার্য্য-দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে ৫০০০০ টাকা এক কালীন দান করা হইবে। কিন্তু যেমন লিবরাল দল পদস্থ হইলেন অমনি দেখা গেল যে, ভারতবর্ষীয় রাজকোষের সঞ্চিত টাকাগুলির পাখা হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। তাঁহাকে যে ৫০০০০ টাকা দিবার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাহাও আর দিবার সঙ্গতি নাই। আবার সম্প্রতি তার যোগে সংবাদ আসিয়াছে যে, আর ব্যয় বৃত্তান্ত প্রদর্শিত হয় তাহাতে কাবুল যুদ্ধ সম্বন্ধে ৩ কোটী টাকা ভুল হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে ঋণ না করিলে আর চলে না। যাহা হউক মহাবীর ষ্ট্রাচি সাহেবের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইলাম, আর দুঃখ করিলেই বা কি হইবে। স্বকর্ম্ম ফল ভাব কুমার।

বিজ্ঞান বৃদ্ধ হইবে না। অলফাইড অফ লাইম, বেড়াইটা ও খড়ি প্রভৃতি কতক গুলি এরূপ গুণ সম্পন্ন পদার্থ আছে যে, তাহারা দিবসে সূর্য্যের আলোক আকর্ষণ করিয়া রাত্রিতে উহা উদ্গীরণ করিয়া থাকে। এই গুণ অবলম্বন করিয়া ঐ সব পদার্থের দ্বারা এরূপ রঙ্গ প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহা গৃহের দেয়ালে লেপন করিয়া দিলে সেই ভিত্তি পতিত আলোক রাশিকে বন্দীকৃত করিয়া রাখে। নিশাগমে ঐ আলোক বিক্ষিপ্ত হইয়া গৃহকে আলোকময় করে। এ আলোর অগ্নির ন্যায় দাহিকা শক্তি নাই। এই নিমিত্ত জাহাজের বয়ার বিলেপিত হইতেছে ও বাষ্পপূর্ণ খনির গাত্রের লণ্ঠনে ঐপদার্থ লিপ্ত হইয়া আলোকের কার্য্য সম্পাদন করে।

ফরাসিরা ক্ষুদ্র পশমের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। ১৮৫১ অব্দে তথায় সূত্র পাকাইবার জন্য ৮৫০০০০ কল ছিল। এক্ষণে উহা বৃদ্ধি হইয়া ২২৭০০০০ হইয়াছে। পশম ও পশমি দ্রব্য বিক্রয়ে উহারা বিস্তর টাকা পাইয়া থাকে। উহারা ৩২২০০০০০ টাকা মূল্যের সূত্র ও ৪৬৪২০০০০০ টাকা মূল্যের পশমি কাপড় ৩০৯০০০০০ টাকা মূল্যের পরিষ্কৃত পশম ও ৩৬৭০০০০০ টাকা মূল্যের অপরিষ্কৃত পশম বিক্রয় করিয়াছে।

নিউইয়র্ক হইতে সায়ান্টিফিক আমেরিকান নামে এক খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহার গ্রাহক সংখ্যা ৫০ হাজার।

বিজ্ঞাপন।

আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত হইতেছে। প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ আনা। কলিকাতা ৬ নং কালেজ স্কোয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকট ⁄১০ আনা ডাকমাশুল সহ ৮০ আনা করিয়া মূল্য পাঠাইলে তিন তিন খণ্ড একত্র যাইবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ এপ্রেল। গত কল্য পার্লামেণ্টের অধিবেশন হইয়াছিল। উহার বর্ত্তমান সভ্যগণ বলিয়াছেন, ব্রাও সাহেব বক্তা মনোনীত হইবেন।

লর্ড কার্লিংফোর্ড কনষ্টান্টিনোপলের দৌত্য-কার্য্য গ্রহণে অসম্মত হইয়াছেন।

সর জে, হার্শেল সলিসিটার জেনেরল ও এচ, সি, বেনারম্যান সংগ্রামকার্য্যের ফাইনানসিয়াল সেক্রেটারি হইলেন।

জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়ার সম্রাট রুশ সম্রাটের অম্মতিথি উপলক্ষে সেনাপতিদিগকে রুশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বোধ হয় পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা দৃঢ়তর হইবে।

লণ্ডন ১লা মে। আরল কাউপার আয়র্লণ্ডের লর্ড লেপ্টেনণ্ট ও লর্ড ও হেগান লর্ড চ্যান্সেলর এবং অনরেবেল ময়গাস এডভোকেট জেনেরলের জজ হইলেন।

লণ্ডন ৩ রা মে। মার্কুইস রিপন ১৪ই মে ভারতবর্ষে আগমনার্থ যাত্রা করিবেন।

রৌপ্যের উপর শুল্ক উঠাইয়া দিবার জন্য একটী সভা করিবার চেষ্টা করা হইবে।

অদ্য গ্লাডষ্টোন সাহেব লীডসে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন, এবার ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবে বোধ হয় ৪। ৫ কোটী টাকা কম পড়িবে।

লণ্ডন ৫ ই মে। ডেলিনিউস বলেন, সর ফ্রেডরিক হেলিসের পদ, সার গার্ণেট উলসলিরই পাইবার সম্ভাবনা।

ভারতের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব দর্শনে ষ্টাণ্ডার্ড পত্রের সম্পাদক পার্লামেণ্টকে রাজস্ব-সচীব ষ্ট্রাচি সাহেবকে ভারতবর্ষের কার্য্য হইতে অপসৃত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

ডেলিটেলিগ্রাফ বলেন, গর্ডন পাশা নূতন গবর্ণর জেনেরলের প্রাইবেট সেক্রেটারি হইলেন।

লণ্ডন ৬ ই মে। গোসেন সাহেব কনষ্টান্টিনোপলের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

টাইম্‌স বলেন, আফগান যুদ্ধের যে ব্যয়ের ফর্দ্দ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৩ কোটী টাকা ভুল বাহির হইয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই মে। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট একখানি সরকিউলার প্রচার করিয়াছেন, ইউরোপের বড় বড় রাজগণ যাহাতে একত্র হইয়া বার্লিনের সন্ধি-পত্রের অবশিষ্ট সরতগুলি সম্পন্ন করিয়া দেন, এই পত্র সেই অভিপ্রায়েই প্রচারিত হইয়াছে।

বিস্তর অনুসন্ধানেও আটলান্টা নামক জাহাজের কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

জেনেরল ফ্রবেলফ ২৫ এ এপ্রেল টাইফ্লিসে পৌঁছিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২৭ এ এপ্রেল। রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলু এচ্ ডি অলি, কিন সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত মুঙ্গেরে থাকিবেন।

মুঙ্গেরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, এ সামুয়েল রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

২৬ এ এপ্রেল। মেদনীপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কুমার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ কিছুদিনের জন্য কাঁথির ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সাঁয়লের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শান্তপ্রসাদ ও তত্রত্য সবডেপুটী কালেক্টার মুন্সি মৈউদ্দিন আহম্মদ দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত ভাণ্ডোরারায় কার্য্য করিবার নিমিত্ত আপাততঃ রেবিনিউ বোর্ডের অধীনে রহিলেন।

২৮ এ এপ্রেল ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নগেন্দ্রনাথ সরকার বি, এ, মানভূমের সদর ষ্টেষণে রহিলেন।

২৯ এ এপ্রেল। ষ্টাম্প ষ্টেষনরির সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট জে বি রবার্ট সাহেব ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৩০ এ এপ্রেল। পণ্ডিত শ্যামনারায়ণ চম্পারণের অন্তর্গত বেতীয়ার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

১লা মে। ঢাকার সবডেপুটী কালেক্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র পাল ময়মনসিংহে বদলী হইলেন।

৪ঠা মে। ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলী হইলেন।

৩০এ এপ্রেল। লোহারডগার মুন্সেফ মৌলবী গফুর আলী হাজারিবাঘের অন্তর্গত কুরুক্ দিয়ায় বদলী হইলেন।

কুরুক্ দিয়ার মুন্সেফ বাবু রামদয়াল ঘোষ লোহারডগায় বদলী হইলেন ও কর সংক্রান্ত মোকদ্দমা করিবার জন্য ডেপুটী কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১লা মে। পিরোজপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন। ইহাঁকে প্রায়ই বরিশালে থাকিতে হইবে।

ডায়মণ্ডহারবরের মুন্সেফ বাবু শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ২৪ পরগণায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ইহাঁকে প্রায়ই ডায়মণ্ডহারবরে থাকিতে হইবে।

নওয়াখালীর অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরের মুন্সেফ মৌলবী আহম্মদউল্লা শ্রীহট্টের অন্তর্গত মঙ্গলবাজারে বদলী হইলেন।

বাবু বিমলাচরণ মজুমদার বি, এল নওয়াখালীর মুন্সেফ হইলেন। কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে লক্ষ্মীপুরে থাকিতে হইবে।

মানভূমের অন্তর্গত বড়বাজারের মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণধন চৌধুরী ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ৫০ টাকা পর্য্যন্তের কর সংক্রান্ত মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

৩ রা মে। ২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষীরার মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র রঙ্গপুরের সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

পিরপৈঁতী।

আমরা অতীব আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এখানকার পূর্ব্বতন সুযোগ্য ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র বাবু রামরতন মজুমদার ও অন্যান্য কতিপয় সুশিক্ষিত ব্যক্তি গত ৩০ এ এপ্রেল শুক্রবার হইতে "The Kali yog" নামক বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, ইতিবৃত্ত, রাজনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায় পূর্ণ একখানি সাপ্তাহিক ইংরাজী সংবাদ পত্র (রয়াল ২ পেজীর ২ ফর্ম্মার আকারে) প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা। ইহা প্রতি শুক্রবার এখানকার "আলবর্ট" প্রেস্ হইতে মুদ্রিত হইবে। এবারে ইহাতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের উৎপত্তি, স্থিতিকাল, এবং দশ অবতারের বিষয় হিন্দু পঞ্জিকা মতে, অথচ বিজ্ঞানের সহিত ঐক্য করিয়া অতি সুন্দর রূপে লিখিত হইয়াছে। যেমন সত্যযুগের স্থিতিকাল ১৭,২৮,০০০ ত্রেতার ১২,৯৬,০০০ দ্বাপরের ৮,৬৪,০০০ এবং কলির ৪,৩২,০০০ বৎসর (তন্মধ্যে কলি ৪২৮১ বৎসর হইয়াছে) এই চারিযুগে ৪৩,২০,০০০ বৎসরে এক মহাযুগ হয়। পৃথিবী ২৮ মহাযুগে ধ্বংস হইবে। এই রূপ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর; এবং ১৪ মন্বন্তরে বা ১৪ × ৭১ + ৪৩,২০,০০০ = ৪.২৯,৪০,৮০,০০০ বৎসরে সৃষ্টিকর্ত্তার এক দিবস হয়, অর্থাৎ এত সৌর বৎসরে ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবীর কক্ষোপরি পরিভ্রমণের ন্যায় একবার আপনা আপনি আবর্ত্তন করিয়া থাকে। পাঠক! এই উদাহরণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আর্য্যপণ্ডিতগণ জ্যোতিষতত্বে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন; আর ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় পৃথিবী একটী বিন্দু রূপে পরিগত হইয়া পড়ে কি না। যাহা হউক রামরতন বাবু এক জন হিন্দু। তিনি যদি ক্রমশঃ এইরূপে হিন্দুদিগের সমুদয় কার্য্যকে, ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তির সহিত ঐক্য করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহই আমাদের মহোপকার সাধন করা হয়। আমরা ঈশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে এই পত্রিকার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি।

আজ কাল এখানকার অধিবাসীগণের স্বাস্থ্য মন্দ নহে। শস্য এ বৎসর উত্তম জন্মিয়াছে। ১০১ সিক্কার ওজনে ভাল চাউল ৩ টাকা, মধ্যম ।।০ টাকা; তিশি ৪।৶০-।।০; উৎকৃষ্ট দুধী গম ২।।০ টাকা, মধ্যম জামালি বা গজর গম ২ ৶০-।০; বুট ২ ৶০-৶০; এবং রেড়ী ৩।০ দরে প্রতি মণ বিক্রীত হইতেছে। নীলের আবাদ মন্দ নহে। গত ২৩ এ ২৪ এ বৈশাখে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

গত ১৬ ই মার্চ্চ এখানকার ট্রেজরী হইতে ৩০০০ টাকা অপহৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তি সেই অপহারকের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে মহামান্য কমিশনর সাহেব তাঁহাকে ৫০০ শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন, এই রূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। কালেক্টরী হইতে চুরি, বড় সর্ব্বনাশের কথা। যে কোন উপায়েই হউক, গবর্ণমেণ্টের এ চোর ধরা নিতান্ত আবশ্যক।

যখন এদেশবাসীগণ সবল, সুস্থ শরীর ও দীর্ঘজীবি ছিলেন, তখন মহাত্মা মনু, তাঁহাদিগের জন্য ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত সংসারাশ্রমের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ কাল এদেশবাসীগণ নানা কারণে যত দুর্ব্বল অল্পায়ু ও কৌপীনধারি হইতেছেন, ততই তাঁহাদের সংসারে বিশেষরূপ ঘনিষ্টতা জন্মিতেছে। ততই তাঁহাদের নিকট মহাত্মা মনুর, সে সুনিয়ম তামাদি হইয়া পড়িতেছে!! দুঃখের কথা বলিব কি, কাহাল গ্রামের একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সংপ্রতি স্ত্রী হীন হওয়ায়, আবার এই মাসে বিবাহ করিবেন, দিন স্থির করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ক্রম পঞ্চাধিক ষষ্ঠী বৎসর! আবার ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার পৌত্র, দৌহিত্র ও পুত্র কন্যায় ১৫টী সন্তান জীবিত! পাঠক! ইহার বিবাহের উদ্দেশ্য কি, কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন কি?

সোমড়া।

কিয়দ্দিবস হইল, আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সভ্য শ্রীযুক্ত দীননাথ অধ্যেতা মহাশয় এখানে আগমন করিয়াছেন। গত ১৬ ই চৈত্র সুখড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ মুস্তোফী মহাশয়ের বাটীতে তদীয় পুত্র বাবু ক্ষেত্রনাথ মুস্তোফী মহাশয়ের যত্নে একটী সভা হইয়াছিল। আর্য্যজাতির ধর্ম্ম ও বিদ্যা বিষয়ে অধ্যেতা মহাশয় প্রায় দুই ঘণ্টা কাল একটী সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তৎপরে আর্য্যসঙ্গীত হইয়াছিল। সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের

সম্পাদক বাবু সতীপ্রসাদ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধোতা মহাশয় জন্মান্ধ; কিন্তু তাঁহার বক্তৃতাশক্তি, সংগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি বিশেষ প্রশংসনীয়।

পুমুই নামক গ্রামে এক ব্যক্তি তালগাছে পাতা কাটিতে উঠিয়া দুর্বুদ্ধি বশতঃ গাছের উপর হইতে বৃক্ষান্তরে যাইবার চেষ্টা করাতে পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ডাক বিভাগের আজ কাল অত্যন্ত কার্য্যবিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে। চিঠি, সংবাদপত্র অতি বিলম্বে পৌছিতেছে। সম্প্রতি মুঙ্গের হইতে একখানি চিঠি সাত দিনে, কলিকাতা হইতে ৩।৪ খানি সংবাদ পত্র তিন দিনে ও আন্দুলের (হাবড়ার অন্তর্গত) চিঠি সকল চারি দিনে পাওয়া গিয়াছে। কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ আবশ্যক।

মধ্যে বিসূচিকা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আজ কাল একটু কম বোধ হইতেছে।

ঝড় ও বৃষ্টি সর্ব্বদাই হইতেছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহে এক এক পস্‌লা সুন্দর বৃষ্টি হইতেছে। কৃষকেরা কৃষি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এবার এখানে আম্র সামান্য জন্মিয়াছে।

১৪ ই বৈশাখ এখানে শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

থামারগাছি।

রোডসেস কমিটী হইতে আমাদিগের গ্রাম্য রাস্তা সংস্করণের জন্য অনেক দিন পরে এক শত টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। টাকা আনিবার জন্য আমরা দুই তিন দিবস হুগলি গমন করিয়াছিলাম, রোডসেস কর্ত্তৃপক্ষের তাচ্ছিল্যে আমরা প্রত্যাগমন করিয়াছি। ভাইস চেয়ারম্যান বাবুকে সানুনয় অনুরোধ এই, তিনি যেন লোককে বারম্বার আজি কালি করিয়া কষ্ট না দেন।

দাদপুর গ্রামে সদ্গোপ জাতীয় দুই ব্যক্তি ক্ষিপ্ত শৃগালের দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বার্ত্তাবহ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগের ডাকঘর হইতে বাণেশ্বরপুর রুকুষপুর ও হাতিকান্দা প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রাম খারিজ করিয়া বলাগড়ের ডাকঘরভুক্ত করাতে তত্রত্য গ্রামবাসীদিগের কষ্টের এক শেষ হইয়াছে। আমাদিগের ডাকঘর হইতে ঐ সকল গ্রাম দুই মাইলের মধ্যে, কিন্তু বলাগড় হইতে উহা পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী। কর্ত্তৃপক্ষ কি বিবেচনায় এরূপ বন্দোবস্ত করিলেন বুঝিতে পারি না। হুগলির ইনেস্পেক্টীং পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়কে অনুরোধ এই, তিনি ঐ কয়খানি গ্রাম পূর্ব্ব এলাকাভুক্ত করিয়া তাহাদিগের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হউন।

রাণীগঞ্জ।

আজি কয়েক দিন মধ্যে মধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইতেছে। তবে এই ঝটিকার প্রবলতা বহু ক্ষণ ব্যাপক হয় না। আবার মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষণ হওয়াতে সময়ের ভাব বিলক্ষণ শীতল হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় এ সময়ে নৈদাঘ উত্তাপে লোকে গলদঘর্ম্ম-কলেবর হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিবে, না শীত কালের শীত আসিয়া উপস্থিত। সময়ের আকস্মিক এরূপ পরিবর্ত্তনে নানা পীড়া দেখা দিয়াছে। কতিপয় দিবস মধ্যে আমরা অনেক গুলি লোককে জ্বরে অভিভূত হইতে দেখিলাম।

শুনিলাম উকড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সহিত সম্পাদক মহাশয়ের বিলক্ষণ বিবাদ চলিতেছে। শীঘ্র এ বিবাদের মীমাংসা হইয়া না গেলে স্কুলটার স্থায়িত্ব বিষয়ে আমাদিগকে সন্দিহান হইতে হইবে। এটী উচ্চ শ্রেণীর স্কুল, এখানে প্রবেশিকা পরীক্ষার বিষয়াদি অধ্যাপনা হইয়া থাকে। উকড়া সিহাড়সোলের অতি সন্নিহিত। সিহাড়সোলে যখন এবম্প্রকার স্কুলের কার্য্য চলিতেছে, তখন উকড়া স্কুলের তাদৃশ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। আবার উকড়ার অন্য পার্শ্বে মানকরে একটী উচ্চশ্রেণীর স্কুল সংস্থাপিত হইতে চলিল। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এত নিকটে নিকটে স্কুল স্থাপনের আবশ্যকতা কি? ইহাতে কোনটীরই সম্যক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। সাহায্য মঞ্জুর করিবার সময়ে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্য করিলে আমাদিগকে আর লেখনী ধারণ করিতে হয় না। এস্থলে বলা আবশ্যক, সিহাড়সোলের স্কুলটী অত্রত্য মহারাণী দ্বারা পরিপালিত হইয়া থাকে। বালক দেয় বেতনের হার অতি সামান্য, ৵০ বার আনা ও ৵ আনা মাত্র। এতৎ ব্যতীত দরিদ্র বালকগণের রাজসরকার হইতে আহার পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিহাড়সোলের সন্নিহিত আমড়া পোতায় একটী পুলিস আউট পোষ্ট সংস্থাপিত হইয়াছে। সেখানে দুইজন মাত্র কনষ্টেবল থাকে। এটী যেরূপ ভয়ঙ্কর স্থান, এখানে এইরূপ পুলিস থাকাতে এ অঞ্চল এক প্রকার আশঙ্কাশূন্য হইয়াছে কিন্তু শুনিলাম কনষ্টেবলদের থাকিবার কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয় নাই, তথায় তাহারা বৃক্ষতলে আহার ও শয়ন করিয়া থাকে, এরূপে জীবন ধারণ বহুকষ্টকর। পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ কি তাহাদের থাকি বার কোনরূপ উপায় করিয়া দিবেন?

সংবাদপত্রে দেখিলাম রাণীগঞ্জের কোন কয়লার খনি (ধসকে) ভূতলে পতিত হওয়াতে অনেকগুলি লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। আমরা এখানে বাস করিয়া থাকি, বিশেষ অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম, এখানে এরূপ কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সংবাদ প্রকাশ না করিলে সংবাদপত্র কি দরের জিনিস হয় না?

এখানকার সন্নিহিত কোন স্থানে ১২৫ ফিট ভূগর্ভে একটী ব্যবহৃত শিল ও নোড়া পাওয়া গিয়াছে ঐ শিল নোড়া সিহাড়সোল রাজবাটীতে প্রদর্শন জন্য আনীত হইয়াছে। এই শিল ও নোড়া কত দিনের ব্যবহারের জিনিস তাহার মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু দেখিয়া বোধ হয় যেন ঐ শিল ও নোড়া সেদিন মাত্র ব্যবহার করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

বাওয়ালী।

কলিকাতার প্রায় ৯ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে বাওয়ালী নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। বাওয়ালী কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ অগাধ ঐশ্বর্য্যশালী জমীদারদিগের বাসস্থান বলিয়া খ্যাত। বলিতে কি কলিকাতার দক্ষিণে এরূপ ধনী জমিদার আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার চতুষ্পার্শ্বে আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে ও অনেকগুলি ভদ্রলোকের বসতি ও আছে। বিশেষতঃ উক্ত জমীদার মহাশয়দিগের জমীদারী কার্য্যোপলক্ষে অনেকগুলি ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বিদেশী এখানে প্রায় সর্ব্বদা থাকেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত এখানে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত একটী মধ্যম শ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয়, একটী পোষ্টআফিস, একটী দাতব্য চিকিৎসালয়, "বাওয়ালী দেশ হিতৈষিণী" নামক একটী সভা প্রভৃতি জমীদার বাবুদিগের অনেকগুলি সদনুষ্ঠান আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটীর অভাবে এস্থানটী অরণ্যবৎ হইয়া আছে। সেই অভাবটী অদ্যাপি যে এখানে কেন না পূর্ণ হইতেছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। যে যে কারণে এ অভাব দূরীভূত হয় তাহার একটীরও অসদ্ভাব এখানে নাই। আমরা অনেক দিন পর্য্যন্ত উক্ত অভাব মোচন কারী কর্ত্তৃপক্ষদিগের মুখাপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু কেমন আমাদিগের দুরদৃষ্ট, যে মহাত্মারা ভুলিয়াও একবার এ হতভাগ্যদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন না। বাওয়ালী ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র ও জঘন্য পল্লীতে তাঁহাদিগের কীর্ত্তি দেখিয়া আর আমরা চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

অভাব একটী রাস্তা। রাস্তা একেবারেই নাই বলিলে হয় ত আশ্চর্য্য হইবেন। হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন তবে অত্রস্থ অধিবাসীরা অন্য স্থানে কি উপায় অবল-

স্থলে গমনাগমন করিয়া থাকেন। এরূপ প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর এই যে, যদি ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত গোরুর গাড়ির লিক অর্থাৎ চাকার চিহ্ন ও আষাঢ় মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ডোঙ্গার অথবা শাল্‌তির আশ্রয় সুসভ্য ও প্রজাবৎসল ইংরাজদিগের রাজত্বে প্রজাদিগের যাতায়াতের সহজ ও সুপথ বলিয়া গণ্য হয় তাহা, হইলে, অত্রত্য লোকদিগের রাস্তার আদৌ অভাব নাই। বাস্তবিক আজ কাল যেথানে সেথানে রাস্তার যেরূপ উন্নতি হইতেছে তাহাতে, যদি রোডসেস কমিটীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা একবার, এথানকার রাস্তার অবস্থা অবলোকন করেন, তাহা হইলেও আমাদিগের অদৃষ্টকে শত শত ধন্যবাদ দি। এস্থলে আমরা দুইটী রাস্তার কথা উল্লেখ না করিয়া বিরত থাকিতে পারিলাম না।

১ ম। খিদিরপুর হইতে আরম্ভ হইয়া বেহালা ও রাজার হাটের ভিতর দিয়া ডায়মণ্ড হারবর পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে বেহালার অন্যূন ১ ক্রোশ দক্ষিণে জায়গীর ঘাট নামক স্থান হইতে ঐ রাস্তার একটী শাখা বহির্গত হইয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাকরা হাটের ভিতর দিয়া বরাবর রায়পুর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই রাস্তাটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত। আবার বাকরা হইতে এই রাস্তাটীর আর একটী শাখা বহির্গত হইয়া বাওয়ালি পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই শাখা প্রশাখা রাস্তা দুটীর অবস্থা যদি রোডসেস কমিটীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা স্বচক্ষে একবার দেখেন তাহা হইলে উপরে যে আমরা গোরুর গাড়ির লিক ও ডোঙ্গা অত্রত্য লোকদিগের যাতায়াতের সহজ ও সুপথ বলিয়া আসিয়াছি তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে। বর্ষাকালের ত কোন কথাই নাই, অন্যান্য কালে ও এই রাস্তার পথিকের দুর্গতির কথা শুনুন। প্রায় প্রতি বৎসর এই রাস্তায় নূতন মাটি দেওয়া হয়। ঐ নূতন মাটির উপর দিয়া সর্ব্বদা গোরুর গাড়ির যাতায়াতে ১ ফুট হইতে ২ ফুট পর্য্যন্ত ৪।৫ টী খাদ বরাবর হইয়া যায়। ঘোঁড়ার গাড়ির কথা দূরে থাকুক ইহাতে পথিকের গমনাগমনের যে কতদূর কষ্ট হয় তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। বিশেষতঃ যদ্যপি কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি হয় অথবা শুক্লপক্ষে সুধাকর দৈব প্রতিবন্ধক বশত সুধা বিতরণে বিরত হন, আর যদি কোন পথিক এই রাস্তায় আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই রাত্রি সেই রাস্তায় অতিবাহিত করিতে হইবে, ইহাতে তাঁহার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক।

২য়। খিদিরপুর হইতে আরম্ভ হইয়া বজবজের ভিতর দিয়া আচিপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী গিয়াছে বহুকাল পূর্ব্বে বজবজ হইতে বাওয়ালী পর্য্যন্ত বোধ হয় ঐ রাস্তাটী মৃত্তিকানির্ম্মিত শাখা রাস্তা ছিল। এক্ষণে নাই বলিলেও হয়, তথাপি স্থানে স্থানে যে কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা বোধ হয় ইহা পূর্ব্বে একটী রাস্তা ছিল, নয় একটী প্রশস্ত বাঁধ ছিল। এই রাস্তার বিষয় আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই; কিন্তু এইটী অত্রত্য লোকদিগের যাতায়াতের সহজ পথ, এবং অল্প অর্থ ব্যয় করিলে এ রাস্তাটীর উদ্ধার হইতে পারে।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যাহা যাহা থাকিলে রোডসেস কমিটির কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার একটীরও অসদ্ভাব এথানে নাই। রাস্তা না হইবার প্রধান কারণ অর্থ, সেই অর্থের ও অপ্রতুল এথানে নাই। অত্রস্থ জমীদার মহোদয়গণ বৎসর বৎসর প্রায় ১২। ১৩ হাজার টাকা রোডসেস দিয়া থাকেন। আমরা জানি ও কমিটীর কর্ত্তৃপক্ষেরা বলিয়া থাকেন যে যে স্থান হইতে রোডসেস আদায় হয় সেই টাকায় সেই স্থানের প্রজাদিগের গমনাগমনের সুবিধার জন্য রাস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, এবং অতিরিক্ত হইলে স্থানান্তরে ব্যয়িত হয়। আমরা কয়েক বৎসর যাবৎ তাহার ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। কেন যে রোডসেস কমিটির কর্ত্তৃপক্ষেরা আমাদিগের প্রতি বাম, বলিতে পারি না। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি স্থানীয় সাহায্যের সাপেক্ষ হন, তাহা হইলেও জমীদার মহোদয়গণ সাহায্য দানে কুণ্ঠিত নহেন। এরূপ অবস্থায়ও যদি এথানে রাস্তা না হয়, তাহা হইলে আর আমাদিগের আশা নাই।

আমাদিগের এত প্রার্থনায়, এত ক্রন্দনে যদি রোডসেস কমিটীর কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আমাদিগের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে আমাদিগের প্রার্থনা এই যে হয়, যেন তাঁহারা জায়গীর ঘাট হইতে বাওয়ালি পর্য্যন্ত এই ৬ ক্রোশ রাস্তাটী পাকা করিয়া দেন, নয় বজ বজ হইতে বাওয়ালী পর্য্যন্ত আপাতত একটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত রাস্তা প্রস্তুত করিয়া, পরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেইটীকে পাকা করিয়া দেন। শেষোক্তটী আপাততঃ মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইলেও আমরা বিশেষ উপকৃত হই ও ইহাতে আমাদিগের জমীদার মহোদয়গণ স্থানীয় সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এ রাস্তাটীর দৈর্ঘ্য আড়াই ক্রোশের অধিক হইবে না। এ রাস্তাটী হইলে আর একটী সুবিধা এই যে কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অতি অল্প অর্থ ব্যয় করিয়া অবলীলাক্রমে বাওয়ালীতে আসা যায়। কলিকাতা খিদিরপুর প্রভৃতি স্থান হইতে ৶০ হইতে ১৷০। ১৷৷০ পর্য্যন্ত দিয়া নৌকা কিম্বা ভাউলিয়া যাহা বজ বজ আসিয়া উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাহার পর এই আড়াই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিতে তত বেশী কষ্ট বোধ হয় না। এ ভিন্ন সময়ে সময়ে ঘোঁড়ার গাড়ি প্রভৃতি অন্যান্য যান অবলম্বন করিয়াও অতি অল্প ব্যয়ে এথানে যাতায়াত করা যায়।

উপসংহার কালে প্রার্থনা এই যে বাঙ্গালা কাগজের অনুবাদক মহোদয় এই বিষয়টী অনুবাদ করিয়া রোডসেস কমিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণের গোচর করেন।

বাওয়ালী
২২ বৈশাখ
১২৮৭ সাল } শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধী—বর্দ্ধমান ১০
শ্রীযুক্ত রায় রমণীমোহন রায়চৌধুরী বাহাদুর—
তুবভাণ্ডার ১০
শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়—মালদহ ১০
" " মধুসূদন তালুকদার—নওয়াখালী ১০
" " ছবিলালসরকার—রাজমহল ১০
" " কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডাক্তার—
গোবরডাঙ্গা ৭
" " পরেশনাথ আচার্য্য—কলিকাতা ৫৷৷০
" " কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জজ—
ভবানীপুর ৫৷৷০
" " গোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ—দিনাজপুর ১০
" " দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—মেহেরপুর ৭
" " অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কলিকাতা ৭

রক্তঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
৮বিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়,আমরক্ত গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ন আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগন এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধ এবং তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা, ডাকমাশুল ।৵০।

চন্দনাসব।

সকল প্রকার মেহরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ এবং তৎসংক্রান্ত প্রস্রাব কালীন জ্বালা ও ধাতু নির্গমন হইলেও তিন দিবস মধ্যে রোগের বিশেষ শান্তি হইবে। এ ভিন্ন ইহা দ্বারা শ্বেতপ্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র আশু শান্তি হয়। ১ শিশির মূল্য ১, টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত সর্ব্বপ্রকার [illegible] ক্রিয়া দ্বারা ইহা জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, ঋতু কালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, এবং গর্ভ দোষে জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ২ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ।/০ আনা।

কুমারি আসব।

ইহা দ্বারা সকল প্রকার অম্লশূল, পরিণাম শূল বুক জ্বালা, অম্লোদগার অজীর্ণ, ক্ষুধা মান্দ্য, উদরাধ্মান, আহারান্তে অম্ল বমন, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়, এবং এতৎ সংক্রান্ত উদরাময়াদি বর্ত্তমান থাকিলে তাহাও বিনষ্ট হইয়া শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি হয়।

এক শিশির মূল্য ১৸৵ প্যাকিং ৵০

মাতঙ্গি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার সন্ধিবাত, চৌরঙ্গিবাত, কোন সন্ধি বা অঙ্গের স্পর্শ শক্তি হীন, অসাড় পক্ষাঘাত এবং সন্ধি স্থানের স্ফীততা, সূচিবিদ্ধ বা অন্য কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, হস্ত পদাদির খেচুনি, আক্ষেপ ধনুষ্টঙ্ক প্রভৃতি রোগ সকলের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে এবং উক্ত যন্ত্রণা হেতু নিদ্রা বিহিন হইলে যন্ত্রণা সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

৵০ পোয়া শিশির মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দর্গদাস বসু,		এল এম এস
" "	ত্রৈলোক্যনাথ বসু,	" " "
" "	অমৃতকৃষ্ণ বসু,	" " "
" "	ক্ষেত্রমোহন মিত্র,	" " "

মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

" " কিশোরিমোহন চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

যজুর্ব্বেদ সংহিতা (সম্পূর্ণ)

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ—৬৲,
বাঙ্গালা মাত্রের মূল্য—১৲

এবং—সামবেদ সংহিতা।

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রতি মাসে ১০ ফরমা নিয়মে অনূন বর্ষত্রয়ে সমাপ্ত হইবে। দ্বাদশ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৩৲ এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ মাত্র। অবে ১০০ গ্রাহক সংগৃহীত হইলেই কার্য্যারম্ভ হইবে।

প্রকাশক—শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা। কলিকাতা।

ষ্টিকনিড়াইন।

আত্যন্তিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের জন্য ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্মরণশক্তির হ্রাস, শুক্রসত্বহীনতা, স্ত্রীরোগ, অজীর্ণতা, পুরাতন পীড়া, প্লীহা ও যকৃতের পীড়া, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদিতে ইহাই একমাত্র ঔষধ। মূল্য ফিঃ বোতল ৪, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

দাদের ঔষধ।

যে কোন প্রকার দাদ হউক না কেন, ইহা দ্বারা ৩ দিনে নিশ্চয় আরাম হইবে। মূল্য ১, প্যাকিং ।০।

ডবলিউ কড়র এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান দেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ হীনতা (টাক) ও অকাল পক্বতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশি মূল্য ১, ডাকমাশুল ।৵০

স্মর সুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও বোধ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কোটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ৵০

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি, প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, কৃশতা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ৵০

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রেরিত হইবেক।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়; পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড

গরাণহাটা

কলিকাতা।

এই যন্ত্রালয়ে স্কুল ব্যবহার্য্য ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সকল উচিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। রচয়িতার আদেশানুযায়ী প্রুফ দেখা এবং রচনার সংশোধন কার্য্য সকলও উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল

ম্যানেজার।

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের সপ্তম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৫৲ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। সপ্তম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। এক অপূর্ব্ব নগরী।
৪। উপন্যাস।
৫। শকুন্তলা ও কালিদাস।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরীপাড়ায় কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ

কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশ নব কলেবর ধারণ করিয়া নূতন স্থানে ও নূতন যন্ত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সোমপ্রকাশ কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত হইবে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১০৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সহ ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্যের নিয়ম নাই। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।

(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাসুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়

৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

কোন ব্যক্তি প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের নাম করিয়া ধনী মহাত্মাদিগের নিকট অর্থ এবং গ্রন্থকার মহাশয়গণের নিকট হইতে আবশ্যক পুস্তক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন এবং কতিপয় মহাত্মার নিকট হইতে অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহও করিয়াছেন, সম্প্রতি এই ঘটনা প্রকাশ হইয়াছে। কত দিন হইতে এরূপ হইতেছে এবং কতগুলি ব্যক্তি ইহার মধ্যে আছেন, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। একারণ সকলকে বিনীতভাবে জানাইতেছি যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যতীত এই পুস্তকালয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিবার অপর কাহারও অধিকার বা ক্ষমতা নাই। যাঁহারা করেন কিম্বা করিবেন তাঁহারা প্রবঞ্চক। ইংরাজীতে সোমড়া পবলিক লাইব্রেরীর নাম মুদ্রিত কাগজ ও চিঠি ও পুস্তকালয়ের নামাঙ্কিত মোহর এবং আমার স্বাক্ষর ভিন্ন কেহ যেন অর্থ কিম্বা পুস্তকাদি দান না করেন। বড় দুঃখের বিষয়, এইরূপ ধর্ম্মজ্ঞানহীন প্রবঞ্চকদিগের জন্য অনেকে সাধু ইচ্ছায় বিরত হয়েন, এবং অনেক দেশহিতকর সাধুকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। ইতি। ২৪ এ বৈশাখ ১২৮৭।

শ্রীসতীপ্রসাদ সেন

সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের স্থাপয়িতা ও সম্পাদক।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১৸০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবে। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু

পুঙ্খুওস্তাগরের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র

কলিকাতা মৃজাপুর

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫॥০ টাকা ডাক মাশুল ।০

আর্য্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১॥০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃদ্ধওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।" ৫ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

১২৮৭ সাল ৫ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮০ ১৭ ই মে।

মফস্বলে ডাক মাশুল সহ ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

৫ ই জ্যৈষ্ঠ-সোমবার।

নববিভাকর বদ্ধপরিকর হইয়া পুনরায় শর শরাসন হস্তে সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার আষ্টে পৃষ্টে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সতরটী তূণীর নিবদ্ধ। দুই হাতেও দুটী তূণীর ঝুলিতেছে। তূণগুলি শরে পরিপূর্ণ, কিন্তু শরের তীক্ষ্ণতা নাই। ছেঁদো কথা আর অধিকক্ষণ না বলিয়া স্পষ্ট কথা বলা ভাল। পাঠকগণ! এক সোমপ্রকাশের কথা লইয়া ২৯ এ বৈশাখের নববিভাকরের সতর কলম পরিপূরিত হইয়াছে। সতর কলম পড়ি, আমাদের এত সময় ও ধৈর্য্য হইল না, কিন্তু আমরা বলপূর্ব্বক ধৈর্য্যকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করিয়া দুই দশ পড়িলাম, তাহাতে বোধ হইল, উহার মধ্যে সতর পংক্তিও উত্তর দান যোগ্য নাই। আমরা যে সময়ে এ প্রস্তাবটী লিখিতে আরম্ভ করি, তৎকালে ধারাবাহিক কামানের শব্দের ন্যায় আমাদিগের মস্তকের উপরে যে নির্জ্জল মেঘ গর্জ্জন হইতেছিল, তাহার সহিত ঐ সতর কলম লেখার উপমা দিলে অসঙ্গত হয় না। অথবা যে অজাযুদ্ধ, ঋষিশ্রাদ্ধ, প্রাভাতিক মেঘাড়ম্বর, ও দম্পতীকলহ প্রসিদ্ধ উপমান আছে, তাহার সহিতও উপমা দেওয়া চলিতে পারে। একটী নূতন উপমান সংগ্রহ করিয়া দিলেও দেওয়া যায়। সে উপমান—বাঙ্গালিদিগের যুদ্ধ। যে যুদ্ধ প্রায়ই বাক্যে পরিণত হয়। তবে নববিভাকর একটী উত্তর-দান-যোগ্য কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে গ্রাহকের ফর্দ্দ দিয়াছিলাম এই মাত্র। আমরা ফর্দ্দ দিয়াছিলাম, তিনি যে এ কথা লিখিয়াছেন, আমাদের খাতার পাখা হইয়া তাঁহার বাসস্থানে উড়িয়া গিয়া বসিয়াছিল, এ কথা যে তিনি লিখেন নাই, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়! যাহা হউক, লেখাটুকু সংক্ষিপ্ত বটে; কিন্তু পাঠক কি মনে করিতেছেন, ইহা হইতে অসংক্ষিপ্ত বিশাল কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস উঠিতেছে? অথবা অকৃতজ্ঞতার স্রোত বহিতেছে? আমরা যে গ্রাহকগণের নামের ফর্দ্দ দিয়াছি, নববিভাকর তাহা উপকার বলিয়া স্বীকার করেন না! তাহা না করুন, তাহাতে তাঁহার তেজস্বিতার মান রক্ষা হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। তিনি যে কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ নন, তাহার এই কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাকে ১৫০০ টাকা দেনা বহন করিতে হইয়াছে কিন্তু ১০০০ টাকা মাত্র পাওনা পাইয়াছেন। এস্থলে এই দেনা পাওনার টাকার পরিমাণ ও সংখ্যা নির্ণয়ের প্রয়োজন হইতেছে না। দেনা পাওনা যতই হউক, পাওনা আদায় করিতে ও দেনা পরিশোধ করিতে পারুন আর না পারুন, তাহাও দেখিবার প্রয়োজন হইতেছে না। বিভাকর সম্পাদক দেনা পাওনার ভার লইয়া একখানি স্বতন্ত্র কাগজ বাহির করিবেন, এই স্বীকার করাতেই আমরা গ্রাহকগণের নামের ফর্দ্দ দিয়াছিলাম। এরূপ স্থলে যে সচরাচর দেনা পাওনার ভার বহনের ব্যবস্থা হয়, তাহা বিষয়ী লোক মাত্রেই সহজে বুঝিতে পারেন। এস্থলে আমরা বিভাকর সম্পাদককে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তিনি নিঃস্বার্থ ও স্বপক্ষপাতশূন্য হইয়া সরলভাবে বলুন দেখি, এপ্রকার দেনা পাওনার ভার লইয়াও কে এত গ্রাহক পায়? আমরা স্বতন্ত্র অর্থ না লইয়া কেবল গ্রাহকগণের দেনা পাওনার ভার দিয়া গ্রাহকের ফর্দ্দ দিয়াছি-এই কথা শুনিয়া কয়েক জন সমাচারপত্র ব্যবসায়ী ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নববিভাকর যে একখানি স্বতন্ত্র পত্র রূপে উদিত হইয়াছে, তৎসম্পাদক স্বয়ংই ২০ এ বৈশাখের নববিভাকরে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

নববিভাকর সম্পাদক আর এক বড় মিষ্ট কথা লিখিয়াছেন, আমরা গ্রাহকগণের নিকট হইতে ১৫০০ টাকা অগ্রিম লইয়া হজম করিয়া ফেলিয়াছিলাম, তিনি (বিভাকর সম্পাদক) অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সেই [illegible] হইতে মুক্ত করিয়াছেন। সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের [illegible] এ [illegible] বিভাকর সম্পাদকের কিছু নূতন বলা হয় নাই। তবে হজম করিবার কথা যে বলিয়াছেন, এটী সকলের পক্ষে না হউক, আমাদের পক্ষে নূতন বটে। কিন্তু তিনি নিশ্চয় জানিবেন, আমাদের উদর অগ্নিগিরি পর্ব্বতের উদরের ন্যায় নয়। ইহাতে যে সে দ্রব্য হজম হয় না। গরুড়ের উদরে যেমন ব্রাহ্মণ জীর্ণ হন নাই, আমাদের উদরেও তেমনি পরের দ্রব্য জীর্ণ হয় না। নববিভাকর সম্পাদক স্বতন্ত্র সম্পাদনের প্রণালী হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে যদি সোমপ্রকাশের দেনা পাওনার ভার গ্রহণ না করিতেন, আমরা সকলের নিকট [illegible] ভারগ্রস্ত [illegible] থাকিতাম। আমরা [illegible] না। [illegible] যেমন [illegible] উৎপাদন করে, [illegible] তেমনি আমাদের হৃদয়ে [illegible] উৎপাদন করিয়া থাকে। [illegible] পরিশোধ [illegible] যে কেমন আবশ্যক, তাহা বোধ হয় সকলে [illegible] না।

নববিভাকর সম্পাদক আর একটী বড় [illegible] বহু যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি [illegible] গ্রাহকগণ সোমপ্রকাশ সম্পাদকের [illegible] যে তিনি দিলেন আর [illegible]; [illegible] দেওয়া যাওয়া কি? এটী বড় [illegible] কথা! [illegible]

ভাবের সম্পাদক ঐশ্বর্য্যবান্ লোক, তিনি গ্রাহকগণকে সম্পত্তি জ্ঞান করিতে না পারেন, কিন্তু আমাদের সে জ্ঞান নাই, তাহার বিচারেরও এখানে প্রয়োজন হইতেছে না। গ্রাহকগণ আমাদের সম্পত্তি নন, আমরা নববিভাকর সম্পাদকের সহিত একমত হইয়া যেন একথা স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমরা যে তাঁহার প্রার্থনা ও অনুরোধক্রমে গ্রাহকগণের নামের ফর্দ্দ তাঁহাকে দিয়াছি, সে বিষয় অস্বীকার করিতে সমর্থ নহি। ফর্দ না পাইলে কি বিভাকর সম্পাদক এই অল্প দিনের মধ্যে এত গ্রাহক সংগ্রহে সমর্থ হইতেন? তিনি যে লিখিয়াছেন, এটী গুপ্ত করার কথা নয়, তদুত্তরে আমরা বলি, গ্রাহক যখন সংবাদপত্রের জীবন এবং সেই গ্রাহক প্রকাশ্য লোক, তখন গ্রাহকগণের কথা যে গোপন করার কথা নয়, প্রকাশ্য কথা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোন যুক্তি দ্বারাই তাহার খণ্ডন হইবার সম্ভাবনা নয়। যাহা হউক স্পষ্ট কথা এই বিভাকর সম্পাদক যদি এ কথা বলিতেন নববিভাকর সোমপ্রকাশের পরিবর্ত্তে হইতেছে, তাহা হইলে আমরা গ্রাহকের নাম দিতাম না। আর আমরা সোমপ্রকাশ প্রচার করিতে পারিব না, যদি এ অঙ্গীকার করিতাম, তাহা হইলেও আমরা উহার পুনঃপ্রচারে প্রবৃত্ত হইতাম না।

এখানে আর একটী কৌতুকের কথা পাঠকগণের গোচর করিতে হইল। বিভাকর সম্পাদক [illegible] হইয়া সোমপ্রকাশের সহিত [illegible] সম্পর্ক শূন্য হইয়াছেন সত্য কিন্তু তিনি যে স্থান আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহা উঁহার পক্ষে অনুকূল না [illegible] দিতেছে। [illegible] যান এই [illegible] সোমপ্রকাশের বিদ্বেষী কয়েক জন সম্পাদকের [illegible] ঠেকো অর্দ্ধ পৃষ্ঠ দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু বুঝিতে পারেন নাই, [illegible] যদি ধাক্কা লাগে, ঠেকো দেওয়া [illegible] ন্যায় নিঃসংশয় [illegible] হইবেন। [illegible] বিভাকর অপর সম্পাদকদিগের মত উদ্ধৃত [illegible] তাঁহার অপমান [illegible] হইল, তিনি [illegible] মনে একথার স্থান না [illegible]। [illegible] উদ্ধৃত মতগুলি দেখিয়া [illegible] বলিবেন, আমরা [illegible] এক মাত্র নববিভাকর, তাহা নয়, আরও [illegible] নববিভাকর আছেন।

[illegible] সম্পাদককে কিছু উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য [illegible] সোমপ্রকাশের [illegible] করিতেছেন। সোমপ্রকাশের প্রতি [illegible] প্রকাশ করিয়া [illegible] স্বার্থসিদ্ধি [illegible] সম্ভাবনা নাই। [illegible] রমণীগণের চরণাবরণ উপানৎযুগলের ন্যায় নববিভাকর কলেবরের সুন্দরতা সম্পাদন করিবে, সন্দেহ নাই। "বলং বলং বাহুবলং" বিভাকর সম্পাদক বাহুবল আশ্রয় করুন। উজ্জ্বল ও ওজস্বিনী ভাষায় উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করুন। এখন আমরা দেখিতেছি বঙ্গদেশ বিদ্যানুরাগী ও গুণের উৎসাহদাতা হইয়াছেন। বিভাকর সম্পাদক উৎকৃষ্ট প্রস্তাবরূপ পর্য্যাপ্ত ভোজ্য দ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত করিয়া যদি পাঠকগণের জ্ঞানক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন, বিভাকরের উন্নতি প্রাবৃটকালীন বন্যার ন্যায় দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। কাপুরুষেরাই অন্যের মস্তক চাপিয়া রাখিয়া আপনার মস্তক উচ্চ করিয়া তুলিবার চেষ্টা পায়। সৎ পথে থাকিয়া নিজ বাহুবল প্রকাশ করিয়া আত্মোন্নতি সাধন চেষ্টাই প্রশংসনীয়। মহাপুরুষেরা সেই চেষ্টাই করিয়া থাকেন। নববিভাকর উন্নত হইয়া যদি দীর্ঘজীবী হন, তাহা সহচর সংবাদপত্রের শ্রীবৃদ্ধির ন্যায় সোমপ্রকাশের অধিকতর আনন্দের কারণ হইবে। বিভাকরের উদয় দেখিয়া সোমপ্রকাশ ত কাতর নয়, কিন্তু সোমপ্রকাশের উদয় দেখিয়া বিভাকর কাতর হইতেছেন কেন?

কাবুল যুদ্ধের ব্যয় ও গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকট একটী প্রার্থনা।

বত্রাবলীর ঐন্দ্রজালিক পিচ্ছিকা ঘুরাইয়া এবং নানাপ্রকার নৃত্য করিয়া বৎস রাজাকে কহিয়াছিল, মহারাজ! আপনি যদি হরি-হর-ব্রহ্মাদি দেবগণ দেখিতে চান, দেখাইতে পারি। তাহার পর রাজা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া নিজ মহিষীকে কহিলেন। ঐ দেখ

"এষ সন্ধ্যাং স নাকে রজনিকরকলাশেখরঃ শঙ্করোঽসৌ। দোর্ভিদৈর্ত্যেন্দ্রকোটীর্দধদসিগদাচক্রচিহ্নৈশ্চতুর্ভিঃ। এষোঽপ্যৈরাবতস্থস্ত্রিদশপতিরমী দেবি দেবাস্তথান্যে। নৃত্যন্তি ব্যোম্নি চৈতাশ্চলচরণরণন্নূপুরা দিব্যনার্য্যঃ॥"

দেবি! দেখ ঐ গগনতলে পদ্মাসনে আসীন ব্রহ্মা। ঐ দেখ রজনীকর কলা-শোভিত শঙ্কর। ঐ দেখুন গদা চক্র-শঙ্খ-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ। ঐ দেখ ঐরাবতারূঢ় দেবরাজ। আরো দেখ অন্য দেবগণ। ঐ দেখ অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছেন। তাহাদের চরণের নূপুরধ্বনি হইতেছে।

ইংলণ্ডেশ্বরীর ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডিসরেলি সাহেব কাবুল-সঙ্কটনার কারণ, আমীর সিয়ার আলীর ব্যবহার, ভারতের সীমানির্ণয়, ভারতের রক্ষে কাবুল যুদ্ধের ব্যয়ভার নিক্ষেপের যুক্তি, ভারতবর্ষের অর্থাগমের দ্বার-বহুলতা ও অর্থের সচ্ছলতা প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা ইন্দ্রজালের স্বরূপ কি তাহা জানেন না, তাহার তত্ত্ব বুঝেন না, তাঁহারা ঐ ঐন্দ্রজালিক কাণ্ডকে প্রকৃত ঘটনা বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। সাধারণ্যে ইংলণ্ডের লোকেরা ও পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যগণ ভারতের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহেন। সুতরাং ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ তাঁহাদিগকে যাহা বুঝাইয়াছেন, তাঁহারা তাহাই বুঝিয়াছেন।

পাঠক এস্থলে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে ইংরাজ জাতি এমন বুদ্ধিমান্ ও সকল বিষয়ের অনুসন্ধানকারী, তাঁহারা প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন না কেন? নৈয়ায়িকেরা বলেন, আলোকসংযোগে পদার্থ দর্শন হয়। সেই পদার্থ যদি অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা কি? ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডিসরেলি সাহেব এমনি গূঢ় ভ্রান্তিতম বিস্তার করিয়াছিলেন, কেবল দ্রষ্টব্য পদার্থ নয়, ইংলণ্ডের লোক ও পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণের যে মানস-চক্ষু পদার্থ দর্শন করিবে, তাহাও ঐ গাঢ় অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল। বিষয় গ্রহণে চিত্তের স্বাধীনতা না থাকিলে বিষয় যথাযথরূপে গৃহীত হয় না। ডিসরেলি সাহেবের উপর বিশ্বাস তাঁহাদিগের সেই স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা বিপথগামী হইয়া ভ্রান্ত পথের পথিক হইয়াছিলেন। সাংখ্যদর্শনকার বলেন।

"অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে।"

ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু যাহারা ভ্রান্ত, তাহারা চক্ষুর গোলকাদিকে ইন্দ্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকে।

ভ্রান্তির পরবশ হইয়াই ইংলণ্ডের লোকেরা মনে করিয়াছিলেন, সত্যই বুঝি ডিসরেলি সাহেব ভারতবর্ষের আয়াম বৃদ্ধি করিয়া বৈজ্ঞানিক সীমা নির্ণয় করিতেছেন! সত্যই বুঝি রুষিয়া আক্রমণে উদ্যত হইয়াছেন। সত্যই বুঝি ভারতের সীমা বৈজ্ঞানিকরূপে নির্দ্ধারিত হইলে রুষিয়ার ভারত প্রবেশ নিরুদ্ধ হইবে! সত্যই বুঝি আমীর রুষিয়ার চক্রে পড়িয়া ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন! সত্যই বুঝি ভারতের রক্ষার জন্য কাবুল আক্রমণ করা হইয়াছে! সত্যই বুঝি ভারতের সচ্ছল অবস্থা!

এখন গ্লাডষ্টোন সাহেবের অধিকার উপস্থিত। এখন সত্যরূপ সূর্য্যের উদয়। এখন আর প্রকৃত বৃত্তান্ত ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন থাকিবার সম্ভাবনা নয়। ডিসরেলি সাহেব ও গ্লাডষ্টোন সাহেব উভয়ের স্বভা-

বগত সৌসাদৃশ্য নাই। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ডিসরেলি সাহেবের মনকে সমুদ্রগর্ভের ন্যায় নিয়ত আলোড়িত করিতেছে। কার্য্য দেখিয়া লোকের মন অনুমান করা যদি সঙ্গত হয়, তাঁহার মনের ভাব যে প্রকার অনুমিত হইতেছে, তাহাতে বোধ তাঁহার যদি অলৌকিক ক্ষমতা থাকিত, তিনি প্রকৃতি বিপ্লব ঘটাইতেন সন্দেহ নাই। তিনি বিশ্রবার পুত্র রাবণের ন্যায় দশমুণ্ড ও বিংশতি হস্ত করিয়া কৈলাস পর্ব্বত উৎপাটন করিতেন, সমুদ্র উৎখাত করিতেন, ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডে নিয়া এবং ইংলণ্ডকে ভারতে আনিয়া ফেলিতেন! তাঁহার যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা যেরূপ প্রবল, প্রাকৃতিক বিপ্লব ঘটাইতে পারিলে সেই আকাঙ্ক্ষা যথার্থতঃ চরিতার্থ হইত। তিনি ইহুদি—বংশজাত আসিয়া খণ্ডের লোক। তিনি যে সমস্ত কাণ্ড করিলেন, বোধ হয় তাঁহার মনে মনে ছিল তাঁহা হইতে আসিয়া খণ্ডের মুখ উজ্জ্বল হইল।

গ্লাডষ্টোন সাহেবের স্বভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই, আমরা এ কথা বলি না। কিন্তু তাঁহার সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ডিসরেলি সাহেবের আকাঙ্ক্ষার ন্যায় দুরাকাঙ্ক্ষা নহে। তাঁহার সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ন্যায়পরতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি মানব—হিতৈষী। তাঁহার হৃদয় উদার। পরদ্রোহচিন্তা ও সঙ্কীর্ণভাব তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় না। গ্লাডষ্টোন সাহেব এই প্রকার গুণান্বিত ও মহোদার-হৃদয় বলিয়া তাঁহার নিকটে আমরা এই প্রশ্ন করিতেছি, কাবুল যুদ্ধের ব্যয় কাহার দেওয়া কর্ত্তব্য? তিনি স্থির ও ধীরচিত্তে বিনা পক্ষপাতে এই প্রশ্নটীর একবার বিবেচনা করুন। এ প্রস্তাব মধ্যে কাবুল সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার ইচ্ছা নাই। কাবুল সংক্রান্ত ব্যয় বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ ভারতকে কাবুলের যুদ্ধ-ব্যয়ের যে দায়ী করিয়াছেন, এটী নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। ভারত যে কাবুল যুদ্ধব্যয়ের দায়ী হইবেন তাহার কারণ কি? যদি বলেন রুশিয়ার আক্রমণ-শঙ্কাই সেই কারণ, এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, সেই কাল্পনিক শঙ্কা যদি বাস্তবিকই হয়, তাহা হইলেও ভারতকে কাবুল-যুদ্ধব্যয়ের দায়ী করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। রুশিয়েরা যদি বাস্তবিক ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তাহাতে ক্ষতি ও অপমান কার? ক্ষতি ও অপমান কি ইংলণ্ডের নয়? ভারত রক্ষা করিতে না পারিলে ইংলণ্ড অবমানিত হন, যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের আত্ম-মান-রক্ষার্থ ব্যয় করা কি উচিত নয়? ভারতের নিজের মানই বা কি অপমানই বা কি? ভারতের হস্তে ও পদে পরাধীনতা শৃঙ্খলের কড়া পড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ কাহার সম্পত্তি? ভারত হস্তান্তরগত হইলে কাহার ক্ষতি হইবে? এ ক্ষতি কি ইংলণ্ডের নয়? সম্পত্তির রক্ষার্থ যদি কিছু ব্যয় করিতে হয়, সম্পত্তি স্বামীর কি সে ব্যয় করা উচিত নয়? যদি কোন জমীদারের জমিদারীর অন্তর্গত কোন তালুক অন্যে কাড়িয়া লয়, জমিদার কি সে তালুক রক্ষার ব্যয় নিজে করিবেন না? তবে তিনি বড় প্রজার নিকটে সাহায্য চাহিতে পারেন। সেই সাহায্য দানও প্রজার সৌজন্যের উপর নির্ভর করে। অতএব ভারত-রক্ষার্থ কাবুল যুদ্ধের ব্যয়ভার ইংলণ্ডেরই বহন করা উচিত। ইংলণ্ড ভারতের নিকটে সাহায্য চাহিতে পারেন এই মাত্র। কাবুল যুদ্ধ-ব্যয়ের সাহায্য দান করা ইংলণ্ডের উচিত এই বলিয়া ফসেট সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন সেটীও ঠিক হয় নাই। ইংলণ্ড কাবুল যুদ্ধের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করুন এবং ভারত সাহায্য দান করুন, ফসেট সাহেবের এই প্রকার সুসঙ্গত প্রস্তাব করাই উচিত ছিল। এ ব্যয়ের অবধিও নাই। প্রথমে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, এক্ষণে শুনিতেছি দশ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহাই যে অন্ত্য সীমা হইবে, কে বলিতে পারে? কাবুলীরা এখনও যুদ্ধে বিরত হয় নাই। ওদিকে আবদুল রহমান গৃধ্রের ন্যায় কাবুলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। আরও যে কত ব্যয় হইবে, তাহার সীমা কি? এই দুর্ব্বহ ব্যয়ভার ভারতের মস্তকে যদি নিক্ষিপ্ত হয়, ভারত পিষ্টকপিণ্ড হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও তৎপাঠে লোকের ইচ্ছা।

"শনৈঃ কন্থাঃ শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনঃ।"

ক্রমিক-উন্নতি-জ্ঞাপক এই যে একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উন্নতি তাহার একটী প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছে। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত বর্ণন এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। সেই ইতিবৃত্ত বর্ণনে রেভরেণ্ড জে লং সাহেবের অধিকার। পরাধিকার হরণ করিয়া পাপগ্রস্ত হওয়া আমাদের কোষ্ঠীতে লেখে নাই। সাহিত্য-গগনভাগে যে বিপ্লব ঘটিয়াছে, সংক্ষেপতঃ তাহারই উল্লেখ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ফলতঃ বঙ্গভাষা এক্ষণে যে অবস্থা-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহারই বর্ণন করা আমাদের অভিপ্রেত। সোমপ্রকাশের উদয়ের পূর্ব্বে আমরা জ্ঞানান্বেষণ, সমাচারদর্পণ, বঙ্গদূত, প্রভাকর, ভাস্কর, সমাচার চন্দ্রিকা, রসরাজ, সুধাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয়, এই কয়েকখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র দর্শন করিয়াছিলাম। আর যদি দুই একখানি থাকে, তাহা আমাদের স্মরণ হইতেছে না। সোমপ্রকাশের জন্মের পর তিমিরাবৃত গগনমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলীর ন্যায় অসংখ্য বাঙ্গালা সংবাদপত্র সাহিত্য-গগনভাগে শোভা পাইতেছে। এখনও অদৃষ্টপূর্ব্ব দুই একখানি নূতন উদিত হইতেছে। এগুলি সমুদায়ই ক্রমে গ্রাহকগণের উৎসাহ-দান-রূপ বারি দ্বারা সিক্ত হইয়া পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে। সকলগুলির সমানরূপ উন্নতি না থাকুক, সকলগুলিই যে গ্রাহকগণের সাহায্য-দান-দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এতদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে বঙ্গভাষার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার যে প্রকার দুর্দ্দশা ছিল, এখন সেরূপ নাই। পূর্ব্বে যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতেন, রস ভাব, গুণ, রীতি, অলঙ্কারাদি দ্বারা ভাষাকে সুশোভিত করা দূরে থাকুক, উজ্জ্বল ও ওজস্বিনী রচনা দূরে থাকুক, তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে স্বাভিপ্রায়ই প্রকাশ করিতে পারিতেন না, সুতরাং পাঠকও জুটিত না। পুষ্পে মধু না থাকিলে মধুকর কি সেখানে গিয়া থাকে? এখন সকল সংবাদপত্রেই যখন মধুলোভী মধুকর জুটিতেছে, তখন স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলি এখন মধুহীন নয়। এখন উহা মধু দ্বারা উন্মাদিত করিয়া তুলে বলিয়া উহার দৈনন্দিন উন্নতি লাভ হইতেছে। পূর্ব্বে পাঠকদিগের যে প্রকার বিকৃত রুচি ছিল, এখন তাহার বহুল পরিবর্ত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্যক্তিবিশেষের গ্লানি লইয়াই প্রায় সম্পাদকেরা ও পাঠকেরা আমোদ করিতেন। এখন তাহার বহুল পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন সকলে রাজনীতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পাঠক এরূপ মনে করিবেন না যে পূর্ব্বে যে বিশকর্ম্মা বেয়াল্লিশকর্ম্মা চুয়াল্লিশকর্ম্মা ও পঞ্চাশকর্ম্মা সাহিত্য-সংসারে জন্মিয়াছিলেন, এখন আর তাঁহারা নাই। এখনও সম্পাদকদল মধ্যে তাঁহাদের অনেকের উদয় নয়নগোচর হয়। গ্লানি করিবার ও গালি দিবার রোগটা আজও অনেকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অবসর উপস্থিত হইলে তাঁহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। পরের গ্লানি করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের জিহ্বাবর্ত্তী শিরাগুলিকে যেন বিষ নিক্ষেপ দ্বারা উন্মাদিত করিয়া তুলে! ঐ মহামতিদিগের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে বাঙ্গালা ভাষা অধিকতর উন্নত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। ঐ মহামতিদিগের আরো একটী বিরুদ্ধ ইচ্ছা ও চেষ্টা দেখিতে পাই, তাঁহারা প্রত্যেকে মনে করেন, এক একটী নূতন ভাষার সৃষ্টি করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ দেশ মধ্যে নিখাত করিবেন। এই

প্রসঙ্গে আমরা একটী প্রস্তাব করিতেছি, প্রত্যেকে এক একটী ভাষার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা না করিয়া সকলে মিলিয়া একটী ভাষাকেই পরিপুষ্ট বৰ্দ্ধিত মাজ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া তুলুন। তাহা না করিলে বাঙ্গালা ভাষার সম্যক উন্নতি লাভ দুর্ঘট।

মফস্বলের ইউরোপীয় অপরাধী।

ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী বিরাটরূপ ধারণ করিয়া সহস্র চরণে বিচরণ, সহস্র নয়নে দর্শন ও সহস্র করে কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। পাপ কার্য্য ও দুষ্ক্রিয়ার আর নিষ্কৃতি নাই। যেখানে দিবাকরের প্রবেশ করিতে না পারে, সেই অন্ধতম গিরিগুহায়ও আর আত্মগোপন করিয়া দুষ্কার্য্য আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না। পীড়ন দস্যুতস্করতা ও অন্যান্য দুষ্কার্য্যসকল ক্রমে কূর্ম্মের ন্যায় অঙ্গনিগূহন করিতেছে। তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পূর্ব্ববৎ বল, বিস্তার ও দাঘিমা নাই। শিরাসকল সঙ্কুচিত হইয়া শুষ্ক প্রায় হইয়া আসিয়াছে। শাসন-প্রণালী-সম্বন্ধে নগর ও পল্লীগ্রাম উভয়েরই প্রায় তুল্য অবস্থা। মফস্বলে ধনবান্ বলবান্ জমিদারদিগের যে এক অত্যাচার ছিল, ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীর মহিমা তাহাকে হস্তপদ বদ্ধ করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রের একাদশীর ন্যায় উদ্ধসার করিয়া তুলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মফস্বলবাসী দুষ্ট জমিদার ও দুষ্ট প্রজাগণের দণ্ডবিধানার্থ যে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব অদৃষ্ট উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে অত্যাচারকে দেশ পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম আশ্রয় করিতে হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সে উপায় গুরুতর অর্থদণ্ড। বাবু জানকীনাথ রায়ের [illegible] হাজার টাকা দণ্ড হইয়াছিল। আমরা শুনিলাম সম্প্রতি এক মফস্বলবাসী জমিদারের এক মকদ্দমায় [illegible] হাজার টাকার জামিন লওয়া হইয়াছে। যদি তিনি দোষী হন, তাঁহার যে গুরুতর অর্থদণ্ড হইবে এই অনুমিত হইতেছে। মফস্বলবাসী প্রজারা [illegible] করিলে তাহাদের দমনার্থ ও গ্রামের শান্তি রক্ষার্থ সেখানে [illegible] বসাইয়া দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদিগকে সেই শান্তিরক্ষক কনষ্টেবলদিগের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। পাঠক! ইহাতে এমন মনে করিবেন না যে [illegible] হইয়া উঠিয়াছে, পুলিস [illegible] উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং পুলিস অবসরগুলি [illegible] ধার্ম্মিক লোকে পরিপূরিত হইয়াছে। মফস্বলে একটীও অন্যায় হয় না তাহা নয়, একটীও অত্যাচার হয় না, তাহা নয়, পুলিস কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বস্বভাবের পরিচয় দেন না তাহাও নয়। আমরা মধ্যে মধ্যে দুই একটী বীভৎস ঘটনা শুনিতে পাই। পুলিস কর্ম্মচারীরাও সময়ে সময়ে অদ্ভুত রচনাশক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণো বলিতে গেলে নরকে ও স্বর্গে যত অন্তর মফস্বলের পূর্ব্ব অবস্থায় ও মফস্বলবাসী পুলিসের এক্ষণকার অবস্থায় তত অন্তর হইয়াছে। বলিতে কি এক্ষণে রামরাজ্য উপস্থিত, এ কথা বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু মফস্বলবাসী ইউরোপীয় অপরাধীর বিষয়ে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মফস্বলবাসী ইউরোপীয় অপরাধীর প্রায়ই দণ্ড হয় না। যদি দুই এক ব্যক্তির কদাচিৎ দণ্ড হয়, সে সামান্য মাত্র। তাহাদের অপরাধানুরূপ দণ্ড বিধানে গবর্ণমেণ্টের যত্ন নাই, আমরা এ কথা বলি না। গবর্ণমেণ্টের চক্ষে নীল লোহিত শ্বেত পীত সকলই সমান। আইনেরও অপরাধ নাই, আইনও শুক্ল কৃষ্ণ ভেদে দণ্ডভেদ করিতে বলে না। তবে এরূপ বৈষম্য ঘটনা হয় কেন? এই বৈষম্য ঘটনার কয়েকটী কারণ ঘটিয়াছে। আমরা হত্যাকেই উদাহরণস্থলে গ্রহণ করিলাম। এদেশের যে সকল লোক ইউরোপীয়ের নিত্য সেবাকার্য্যে নিযোজিত হয়, তাহারা হীনকুলজাত। ইতর লোকেরা প্রায়ই নির্ব্বুদ্ধি হয়, নির্ব্বুদ্ধি লোকেরা কার্য্যে অলস, কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম ও অদক্ষ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইউরোপীয়েরা স্বভাবতঃ কার্য্যদক্ষ, ক্ষিপ্রকারী ও কার্য্যসাধনে তৎপর। তাহারা শীঘ্র কাজ চায়, এদেশীয় অলস ভৃত্যেরা তাহাদের মনোমত শীঘ্র কার্য্যসম্পাদন করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং ইউরোপীয়ের ক্রোধ ন্যায়সীমা-বন্ধন-চ্ছেদ করিয়া উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তখন সে মদমত্তের ন্যায় জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে, তাহার হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, সে অন্ধপ্রায় হইয়া নিজ ক্রোধপাত্রকে দারুণ প্রহার আরম্ভ করে। যে পর্য্যন্ত ক্রোধবেগের শান্তি না হয়, তাবৎ বিরত হয় না। এদেশীয়ের প্রাণ, পুঁটীমাছের প্রাণ, ইউরোপীয়ের বজ্রসম মুষ্টি ও পদপ্রহার কত ক্ষণ সহ্য করিতে পারে। এদেশীয়েরা নানাকারণে এমনি সাহসহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, যে প্রহারকালে ইউরোপীয়ের প্রতিযোগী হইয়া তাহার প্রহারে সাহসী ও শক্ত হয় না। সুতরাং প্রহৃত ব্যক্তি দীর্ঘকাল প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। যাহারা স্ববল বৈরসাধনে সমর্থ না হয়, তাহারা রাজার আশ্রয় গ্রহণ করে, এটী যেন বিধিকৃত নিয়ম। এই নিমিত্ত নীতিশাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা।" হত ব্যক্তির আত্মীয় অন্তরঙ্গেরা শোকার্ত্ত হইয়া আদালতের আশ্রয় লয়। কিন্তু প্রায়ই তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। তাহার কারণ এই, অধিকাংশ ঘটনাস্থলে সাক্ষী থাকে না। যে দুই একজন স্বচক্ষে সেই ঘটনা দর্শন করে, তাহারা সেই হত্যাকারী ইউরোপীয়েরই অর্থভুক ভৃত্য, সহজেই তাহাদের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়ের প্রতি অত্যাচার হইলে ইহার প্রতিকার হওয়া উচিত, আমি যাহা চক্ষে দেখিয়াছি, তাহা আদালতে অবিকল বলিব, এ প্রকার ইচ্ছা ও স্বদেশীয়ের ও স্বজাতীয়ের প্রতি অনুরাগ এদেশে বিলুপ্ত হইয়াছে। যদি কাহার সে ইচ্ছা ও সে অনুরাগ অবিলুপ্ত থাকে, আর সে সাহস করিয়া সাক্ষ্য দিতে যায়, আর একটী দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হয়। সাধারণো দেখিতে পাওয়া যায়, এদেশীয় ইতর লোকের কালের ও স্থানের দূরত্ব বোধ নাই। উকিল ও কৌন্সলিরা এটী বিলক্ষণ জানেন। তাঁহারা ডিস্‌রেলী সাহেবের ভারতের বৈজ্ঞানিক সীমানির্ণয়ের ন্যায় ঐ বিষয়ের নির্ণয়ার্থ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রকৃত ঘটনাদর্শী ও প্রকৃত-ঘটনা-বাদী সাক্ষীরও বাক্যের পূর্ব্বাপর বিরোধ ঘটিয়া উঠে। যদি এমন কোন বিচারপতির নিকটে উক্ত প্রকার মকদ্দমার বিচার উপস্থিত থাকে যে, তাঁহার হৃদয় স্বজাতীয়ের প্রতি পক্ষপাতে অন্ধ, তিনি ঐ সাক্ষিবাক্যের পূর্ব্বাপর বিরোধরূপ দিব্য পথ পান, অতএব তিনি স্বচ্ছন্দে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দেন। আর যদি অপক্ষপাতী বিচারপতির নিকট মকদ্দমা উপস্থিত হয়, তিনি যদি ধর্ম্মাধিকরণের মানরক্ষার্থ অপরাধীর কিছু দণ্ড করেন, উপর আদালতে তাহা স্থায়ী হয় না। নিম্ন আদালতের বিচারপতি ঘটনা স্থানে গিয়া তদন্ত করেন, ঘটনার অনুসন্ধান লন, তাহাতে তাঁহার যে সংস্কার জন্মে, আপীল আদালতের সে সংস্কার থাকে না। আপীল আদালত দূর হইতে দর্শন করেন, সাক্ষিবাক্যের অনৈক্য দেখিলেই ঘটনাটীকে অলীক বলিয়া বোধ করেন, সুতরাং তিনি মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দেন। দূর হইতে দর্শন করিলে যে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানা যায় না, উপস্থিত কাবুল যুদ্ধই তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। উহার ভিতরের গূঢ় বৃত্তান্ত যে কি ইংলণ্ডের লোকেরাও তাহা জানেন না, আমরাও জানিতে পারি নাই। একখানি সম্বাদপত্র লিখিয়াছেন, কাবুলে ষাটি হাজার ব্রিটিশ সৈন্য গিয়াছে, আরও সৈন্যের প্রয়োজন। এদিকে শুনিতে পাই, কাবুলের প্রধান প্রধান স্থানগুলি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। দূর হইতে দেখিলে প্রকৃত ঘটনা যে জানিতে পারা যায় না এটী সিদ্ধ কথা। আমরা দূর হইতে যদি একটী স্বভাবতঃ বক্র পদার্থ দর্শন করি, তাহাকে সমান বলিয়া বোধ

হয় এবং অৰ্দ্ধবিচ্ছিন্ন পদার্থ দূরবর্ত্তী ব্যক্তির দৃষ্টিতে অচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অতএব দূরবর্ত্তী আপীল আদালতের প্রকৃত ঘটনাকে যে অলীক বলিয়া বোধ হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

সম্প্রতি হাইকোর্টে যে একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, তাহাই আমাদের এ প্রস্তাবের অবতারণার কারণ। দ্বারভাঙ্গার মাজিষ্ট্রেট ডাউএল সাহেব ঐ মকদ্দমার বিচার করেন। বাদী ভারতেশ্বরী, প্রতিবাদী এ, সি, বিচিগুন। মাজিষ্ট্রেট প্রতিবাদীর ছয় সপ্তাহের কারাবাসের আদেশ করিয়াছিলেন, হাইকোর্টের বিচারে তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন। বিচিগুন দোষী কি নির্দ্দোষ, তাহার মীমাংসা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। আদালত সে মীমাংসা করিয়াছেন। মফস্বলে যে ঘটনা হয়, এই প্রসঙ্গে আমরা তাহার স্বরূপ বর্ণন করিলাম এই মাত্র।

এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই, ইউরোপীয়েরা প্রবল, এদেশীয়েরা দুর্ব্বল, উভয়ের সমকক্ষতা নাই। সুতরাং উভয়ের বিরোধ স্থলে ন্যায় বিচার হইবার সম্ভাবনা অল্প। ন্যায় বিচার না হইলেও ধর্ম্মাধিকরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিফল। গবর্ণমেণ্টেরও কলঙ্ক। প্রবলের হস্তে যদি দুর্ব্বলেরা নিহত হয়, গবর্ণমেণ্ট যদি তাহার নিবারণ করিতে না পারেন, তাঁহাকে ঘোর পাপী হইতে হইবে। ঈশ্বর মনুষ্যকে মনুষ্যবধের অধিকার দেন নাই। রাজা পৃথিবীতে সেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তিনি প্রতিনিধি হইয়া যে কারণে হউক যদি সেই ঈশ্বরের অনভিপ্রেত মনুষ্য বধ নিবারণ করিতে না পারেন, সমুদায় পাপই তাঁহার স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতএব আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি, এইরূপ একটী আইন করা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করা কর্ত্তব্য যে, যে কোন ইউরোপীয় হউক, যে কোন কারণ উপস্থিত হউক, কোন ইউরোপীয় এ দেশীয়ের গায়ে হাত তুলিতে পারিবে না। যে কোন ইউরোপীয় এই আইন লঙ্ঘন করিবে, গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় জমিদারদিগের ন্যায় অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার ৫।১০।১৫।২০।২৫ প্রভৃতি হাজার টাকা দণ্ড করিবেন। যদি কোন এদেশীয় ইউরোপীয়ের নিকটে অপরাধ করে, ইউরোপীয় অপরাধকারির নামে যোগ্য আদালতে রীতিমত অভিযোগ করিবে। আদালত প্রমাণ প্রয়োগ লইয়া তাহার দণ্ড করিবেন। ইউরোপীয় যদি স্বয়ং স্বহস্তে রাজশক্তি গ্রহণ করিয়া অপরাধির দণ্ড করে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট থাকিয়া ফল কি? ব্যবস্থাপদ্ধতিতেই বা প্রয়োজন কি? ফলতঃ এরূপ একটী উপায় না করিলে ইউরোপীয় হইতে এদেশীয়ের প্রাণ হত্যা নিবারণ হইবে না, গবর্ণমেণ্টও দোষ মুক্ত হইতে পারিবেন না। আমাদের সহযোগীরা কি এ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন না? তাঁহারা কি এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে উৎসুক নন? এপ্রকার একটী আইন হইলে কি দেশের উপকার নয়? পরিশেষে অনুবাদক মহোদয়ের নিকটে আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, তিনি যেন এই প্রস্তাবটী আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন অথবা এই একমাত্র প্রস্তাবের বিষয়ে নয়, সাধারণ্যে তাঁহার নিকট আমাদের অনুরোধ এই, তিনি যখন সোমপ্রকাশের যে প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের গোচর করা আবশ্যক বোধ করিবেন, তাহার যেন আদ্যোপান্ত অনুবাদ করেন।

রুশ ও চীন।

বোধ হয় আমাদের পাঠকগণের অনেকের মধ্যে আসিয়াস্থ কাসগরের অধিপতি য়াকুব বেগের নাম অবিদিত নাই। তিনি একজন সামান্য লোকের সন্তান। নিজ উৎসাহ অধ্যবসায় ও সাহসাদিগুণে উন্নত হইয়া উঠেন। তাঁহার বাল্যাবস্থায় চীন সাম্রাজ্যের পশ্চিম ভাগে মুসলমানেরা বিদ্রোহী হইয়া চীন সম্রাটের প্রতিনিধিদিগকে দূরীকৃত করিয়া দেয় এবং ঐ অঞ্চলে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত করে। য়াকুব বর্দ্ধমান হইয়া আপনার উন্নতিশ্রীর উন্নতি করেন এবং ক্রমে কাসগরের অধিনায়ক হইয়া উঠেন। তাঁহার যাবৎ জীবন কাল সুনিয়মে কাসগর শাসিত হইয়াছিল। কিন্তু কুলজা নামক স্থানের বিশৃঙ্খলা কোন ক্রমে নিবারিত হয় নাই। রুশিয়েরা ঐ স্থান অধিকার করিয়া লয়। তখন চীন ও রুশিয়ার মিত্রতা ছিল। চীনেরা আপত্তি করিল। রুশিয়া বলিলেন, তোমরা যখন উহার শাসনে সমর্থ হইবে তখন আমরা কুলজা তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব। য়াকুব বেগের মৃত্যুর পর চীনেরা কাসগর অধিকার করিয়া রুশিয়াকে কুলজা ছাড়িয়া দিতে বলে। রুশ গবর্ণমেণ্ট তাহার এই উত্তর দেন, আমাদের যে খরচ হইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে দিতে হইবে, আর তোমাদের দেশে গোলযোগ ঘটিয়া আমাদের তুর্কিস্থানে কোন উপদ্রব না ঘটে, এজন্য তোমাদিগকে পর্ব্বতের পথগুলি আমাদিগকে দিতে হইবে। তদনুসারে চীনের কর্ম্মাধ্যক্ষ চঙ্গৌ রুশ গবর্ণমেণ্টের ঐ প্রস্তাবে সম্মত হন। লিবেদিয়া নামক স্থানে সন্ধি হয়। কর্ম্মাধ্যক্ষ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু তিনি পিকিনে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর চীন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। তাহার পর সংবাদ আসিল যে, চীন গবর্ণমেণ্ট রুশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে পার্ব্বত্য পথগুলি ফিরিয়া চাহিয়াছেন। কিছু দিন পরে, এ সংবাদও আসিল যে চীন সৈন্য আমুর নদী পার হইয়াছে এবং এ জনরবও উঠিল যে রুশিয়েরা বলিতেছে, ইংলণ্ড চীনদিগকে রুশিয়ার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণার্থ উত্তেজিত করিতেছে। পরে প্রমাণ হইল, কতকগুলি মজুর আমুর নদী পার হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা চীনের সৈন্য নহে। রুশ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা হইল, কুলজা নামক স্থানের ইতিবৃত্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া বিনা বিবাদে উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করেন। অধ্যাপক মার্টিনের উপরে কুলজার ইতিবৃত্ত জানিবার ভার সমর্পিত হইল। তিনি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, কুলজা চীনের রাজ্যভুক্ত। চীনদিগকে উহা ফিরিয়া দেওয়া উচিত। রুশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি পূরণ প্রার্থনা অসঙ্গত নয়। ক্ষতি পূরণের যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, যদি উভয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করেন, তাহার পরিবর্ত্তনও করিতে পারেন। তুর্কিস্থানের শান্তিরক্ষার জন্য পর্ব্বতের পথ অধিকার করিয়া রাখা রুশ গবর্ণমেণ্টের অন্যায়। চীনেরা যখন কাসগর অধিকার করিতে শক্ত হইয়াছে, তখন তাহারা কুলজাতে যে শান্তিরক্ষা করিতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মার্টিনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর চীন গবর্ণমেণ্টের দূত ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য সেণ্টপিটর্সবর্গে গমন করিয়াছেন।

মার্টিন সাহেব রিপোর্ট মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, ইংলণ্ড চীনদিগকে রুশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে যুদ্ধার্থ উৎসাহিত করিতেছেন, এ কথা অমূলক। ইহা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ইংলণ্ডের লোকেরা রুশদিগের হাজার বিপক্ষ হউন তাঁহারা কখন আসিয়ার একজন রাজার সঙ্গে যোগ করিয়া ইউরোপীয় রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন না। কারণ, আসিয়ার কোন রাজা [illegible] হইলে [illegible] যেমন [illegible], ইংলণ্ডেরও [illegible]। [illegible] ইহাকে [illegible], তাই [illegible] সঙ্গে যুদ্ধ, তখন আমরা [illegible] ভাই। আর যখন [illegible] সঙ্গে [illegible] হইয়া তখন [illegible] ভাই। ইউরোপ ও আসিয়ার এরূপ কৌরব পাণ্ডব সম্বন্ধ।

পাঠক! এ স্থলে ডিসরেলির অধিষ্ঠিত [illegible] গবর্ণমেণ্ট ও আলেকজাণ্ডরের অধিষ্ঠিত [illegible] মেণ্ট কত অন্তর, একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। আলেকজাণ্ডর শুনিলেন, ইংলণ্ড [illegible] রুশের বিপক্ষে অভ্যুত্থিত করিতেছেন। তিনি তাহার [illegible] নির্ণয়ার্থ তথায় একজন বিজ্ঞ বিদ্বান্ [illegible]

পাঠাইলেন, তাহার তত্ত্ব নিরূপিত হইল। তাঁহার মনে যে সংশয়রূপ কুজ্ঝটিকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তদ্রূপ প্রাভাতিক নির্ম্মল বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহা দূরীভূত করিয়া দিল। পক্ষান্তরে, ডিসরেলির অধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট যখন শুনিলেন, রুশ গবর্ণমেণ্ট কাবুলের আমীর সির আলিকে ইংলণ্ডের বিপক্ষে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন, তখন তিনি তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলেন না. ঐ কিম্বদন্তীকে সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন এবং সহস্র ধারাবাহী এমনি এক ঘোর শোণিতময় অনর্থ প্রস্রবণ উৎখাত করিয়া বসিলেন যে, আজও তাহার মুখ বন্ধ হইল না! কতদিনে যে বন্ধ হইবে, তাহার নিশ্চয় নাই। কত দিন যে ঐ লোহিতময় প্রস্রবণ রুধিরধারা উদ্গীরণ করিয়া দেশ প্লাবিত করিবে, তাহা বলা যায় না।

তুর্কি ও মণ্টিনিগ্রো।

যেমন সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই অন্ধকার স্বাধিকার পরিত্যাগ করিয়া দূরে প্রস্থান করে, সেইরূপ উদারমতাবলম্বিদলের রাজ্যাধিরোহণের পূর্ব্বেই পৃথিবীর অনেক স্থান হইতে অত্যাচার পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুর্কি ও মণ্টিনিগ্রো এই দুই দেশের রাজ্য সীমা লইয়া যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহার মীমাংসা হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে দিন রুশবিদ্বেষী তুরুষ্কপক্ষ মন্ত্রিগণ ইংলণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, সেদিন তুর্কি চতুর শৃগালের ন্যায় দুই দিকের বিবাদ বাধাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইতেছিল। যখন ইংলণ্ড রাজ্য-সংস্কারের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন, তখন তুর্কি রুশিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িত, আবার যখন রুশিয়া তুর্কির অধীন রাজ্য সমূহের গ্রাসার্থ মুখব্যাদান করিত, তুর্কি অমনি ইংলণ্ডের নিকট রাজ্যসংস্কার প্রতিজ্ঞা করিয়া ইংলণ্ডের সাহায্য লাভে সমুত্থান হইত। গত এপ্রেল মাসে যখন উদারমতাবলম্বিদলের প্রতি ইংলণ্ডবাসিদিগের পক্ষপাতিতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, তখন তুর্কি ভাবিল ইংলণ্ডের প্রভূশক্তি লিবারেলদের হস্তগামিনী হয়, আর অধিক বিলম্ব নাই। লিবারেলদল এখন বিপক্ষ দল, বিশেষতঃ তাঁহারা উদারের পক্ষপাতী। এ সময়ে যদি আমরা বাক্যের অন্যথা না করি, আমরা লিবারেলদলের অনুগ্রহভাজন হইতে পারিব না, তাহা হইলেই আমাদিগকে পৃথিবীর মানচিত্রের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইতে হইবে। এই ভাবিয়া তুর্কির মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল, উহারা তখন মণ্টিনিগ্রোর সহিত রাজ্যসীমা সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে উৎসুক হইল। যে সময়ে বার্লিনে কনগ্রেস সভা হয়, সেই অবধি যাহাতে এই বিবাদের মীমাংসা হয়, এই ইউরোপীয় রাজগণ তুর্কিকে সেই অনুরোধ করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু তুর্কি একটা না একটা ছল করিয়া তাঁহাদের অনুরোধ পরিহার করিয়াছে। এখন আর সেই অনুরোধ পরিহারের পথ নাই। কনষ্টান্টিনোপলস্থ ইটালীয় দূত কাউণ্ট স্কটি এ বিষয়ে তুর্কির বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ১২ ই এপ্রেল রাত্রিতে এই মীমাংসা হইয়াছে যে, প্লাবা ও গুসিঞ্জি তুর্কি পাইবেন এবং কুকিক্রাজ্ঞা মণ্টিনিগ্রো পাইবেন। স্কুটারি হ্রদ ও আড্রিয় সমুদ্রের মধ্যগত সমস্ত প্রদেশই প্রায় মণ্টিনিগ্রোর হস্তগত হইবে। তুর্কি দশ দিনের মধ্যে ঐ সমস্ত প্রদেশ ছাড়িয়া দিবেন। ইউরোপীয় রাজগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেই ইহার নিষ্পত্তি হইবে।

চারি শত বৎসর ক্রমাগত বিবাদ বিসম্বাদের পর মণ্টিনিগ্রো স্বাধীনতা লাভ করিল। এই কারণেই মণ্টিনিগ্রোবাসিরা গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিত্ব লাভে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মণ্টিনিগ্রো পূর্ব্বে রোমীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। ঐ সাম্রাজ্যের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলে মণ্টিনিগ্রো সারভিয়ার সহিত মিলিত হয়। সারভিয়া যখন স্বাধীন হইত, মণ্টিনিগ্রোও স্বাধীন হইত। সারভিয়া যখন অধীনতা স্বীকার করিত, মণ্টিনিগ্রোও তাহার অনুগমন করিত। যে সময়ে ভুবনবিজয়ী দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত দ্বিতীয় মহম্মদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া একে একে সমস্ত প্রদেশ গ্রাস করিতে থাকে, সে সময়ে কেবল কৃষ্ণ পর্ব্বত মধ্যবর্ত্তী কতিপয় মণ্টিনিগ্রোই তাঁহাদের জয়প্রবাহের গতি রোধ করে। তখন একজন বিশপ মণ্টিনিগ্রোর অধিপতি ছিলেন। তাহার পর বহুবার মণ্টিনিগ্রোর রাজ্যতন্ত্রপ্রণালী পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু সমরকুশল স্বাধীনতাপ্রিয় সাহসী পার্ব্বত্যগণ কখন মুসলমানদিগের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। তুরস্কের সুলতান অনেকবার অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়াছেন এবং শোণিত স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেশের উর্ব্বরতা সাধন করিয়াছেন কিন্তু নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন যে মণ্টিনিগ্রোবাসিরা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গবর্ণরকে দূরীকৃত করিয়া আবার স্বাধীন হইয়াছে। শেষে সুলতান বিরক্ত হইয়া মণ্টিনিগ্রোর সীমায় কতকগুলি গোঁড়া মুসলমানকে বাস করাইলেন। মণ্টিনিগ্রোর সহিত ইহাদের অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই ভাবে প্রায় ৩ই শতাব্দী চলিয়া আসিয়াছে। প্রবল পরাক্রান্ত বিনিসের সাধারণতন্ত্র মণ্টিনিগ্রোর একমাত্র সহায় ছিল। কালক্রমে তাহারাও কালকবলে পতিত হইল কিন্তু মণ্টিনিগ্রো অচলের ন্যায় দীপ্যমান হইতেছে। এইরূপে চারি শতাব্দীকাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে উহাদের আশা পূর্ণ হইল। ইউরোপীয় রাজগণের অনুগ্রহে এক্ষণে মণ্টিনিগ্রো একটী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। উহাদের সাহস ধন্য! জগদীশ্বর কখন গুণের পুরস্কার দানে বিমুখ হন না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভা।

বাটীর কর্ত্তা স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইলে পরিবারের যেমন কষ্ট হয়, দেশের গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাচারী হইলে প্রজার তেমনি যার পর নাই কষ্ট হইয়া থাকে। সামাজিক বন্ধন লোক-লজ্জা ও লোকের অবজ্ঞা প্রভৃতি বাটীর কর্ত্তার স্বেচ্ছাচারিতা নিরোধের কয়েকটী যেমন স্বভাবসিদ্ধ উপায় আছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতা নিরোধের তেমন কোন স্বাভাবিক উপায় নাই। প্রজার প্রতি দয়া ও মায়া সকল শাসনকর্ত্তার থাকে না। সকল শাসনকর্ত্তা সমাচারপত্রের বাধায় ভ্রূক্ষেপ করেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতার হস্ত রোধ করিতে পারেন, ইংলণ্ডে এরূপ একদল কর্ত্তা আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা দূরে থাকেন এবং ভারতের প্রকৃত কথা ও প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের হস্তে সর্ব্বস্ব শক্তি থাকিলেও তাঁহারা অধিকাংশ সময়ে সেই শক্তিশূন্য হইয়া পড়েন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতার নিরোধ করিতে পারেন, ভারতবর্ষ মধ্যে এমন একটী শক্তিসম্পন্ন উপায় না থাকিলে ভারতের মঙ্গল নাই। আমরা ইণ্ডিয়ান-আসোসিয়েসন সভাকে সেই শক্তিসম্পন্ন উপায় মনে করিতেছি। এই সভার সভ্যগণ যদি দেশের সমস্ত লোকের সাহায্য পান, আমরা যে আশা করিতেছি, তাহা পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন ও ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন এই দুটী সভা এক্ষণে ভারতে আমাদের আশাস্থল হইয়াছেন। প্রথমোক্ত সভার জমীদারের সভা বলিয়া কিছু অপ্রতিষ্ঠা আছে, সুতরাং তাঁহার বল যেন কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া আছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভার সে অপ্রতিষ্ঠা নাই। অতএব ইনি সম্পূর্ণ বলশালী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ সভার সভ্যগণের এখন নূতন উৎসাহ ও নূতন অনুরাগ। এ সভা এখন দ্বিগুণিত উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে শক্ত হইবেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার কর্ত্তব্য, এই সভার সহিত মিলিত হউন এবং এই সভাটীই যাহাতে ভারতে ইংলণ্ডের

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় অনুরূপ সভারূপে প্রতিষ্ঠিত হন, সেই চেষ্টা করুন। এই সভা যথোচিত শক্তিসম্পন্ন হইলে যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতা নিরুদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যে প্রসঙ্গে অদ্য আমরা এই সকল কথা কহিলাম তাহা এই:—

গত ১৩ ই মে বৃহস্পতিবার ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভার সভ্যগণ টাউনহলে এক সভা করেন। সভাস্থলে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, ১৮৭৭ অব্দে ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ অবধি ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের উপর যত প্রকার অত্যাচারকর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং এই কয়েক বৎসরে যে যে অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রতিবাদ করিয়া, তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করা হইবে। যে কয়েকটী বিধি, প্রজার ক্লেশকর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন, অস্ত্রবিষয়ক বিধান, বিদেশীয় বস্ত্রের শুল্ক ত্যাগ ও লাইসেন্স কর গ্রহণ ব্যবস্থা প্রধান। আর যে সকল কার্য্য দ্বারা প্রজাগণের পীড়ন হইয়াছে, তাহার মধ্যে কাবুল যুদ্ধ, কাবুল যুদ্ধের ব্যয় ভারতের স্কন্ধে নিক্ষেপ, সিবিল সর্ব্বিসের বয়োহ্রাস প্রধান।

আমরা উক্ত সভার এই মহোদ্যমের চেষ্টার সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি। উচিত সময়েই উহার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। এখন লিবারালদলের মন্ত্রিত্ব। অত্যাচারের উন্মূলন করাই তাঁহাদের প্রধান সংকল্পিত বিষয়। সভার নিকটে আমাদের একটী বিশেষ বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। লালমোহন বাবুর ন্যায় উপযুক্ত আরো দুই তিন জন লোককে নিযুক্ত করুন। তাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়া ঐ সকল বিষয়ের আন্দোলন করুন এবং ভারতে ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টের অনুরূপ একটী সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করুন। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোক অত্যাচার ভাল বাসেন না; ঐ সকল কথা শুনিলে তাঁহাদের হৃদয় অবশ্য আর্দ্র হইবে। তাহা হইলে তাঁহাদের হৃদয় আপনা হইতেই ক্রমে উক্ত সভার প্রতিনিধিগণের প্রার্থনা পরিপূরণে উৎসুক হইবে সন্দেহ নাই।

বহরমপুর কালেজ।

সর আশলি ইডেন সাহেব আর একটী কার্য্য দ্বারা বঙ্গদেশীয় কৃতবিদ্যগণের ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ক্রফ্ট সাহেব বহরমপুর কালেজটীর গলদেশে আঘাত করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিয়াছিলেন। ইডেন সাহেব সে খড়্গ কাড়িয়া লইয়াছেন। তিনি বহরমপুরে এক জন ইউরোপীয় প্রিন্সপাল পাঠাইবেন সংকল্প করিয়াছেন ক্যাম্বেল সাহেব বহরমপুর হইতে বি, এ, ক্লাস উঠাইয়া গিয়াছেন। তথায় এখন এল, এ, পর্য্যন্ত পড়া হয়। বি, এ, ক্লাস উঠিয়া যাওয়াতেই ত কালেজটী নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে, ক্রফ্ট সাহেবের মরার উপরে খাঁড়ার ঘা কেন? বহরমপুর কালেজের জন্মাবধি প্রায় আমরা গোলযোগ শুনিতেছি। বোধ হয়, উহার প্রতিষ্ঠাকালে অস্থির উদ্ধার করা হয় নাই, বহরমপুরবাসিরা দৈবজ্ঞ ডাকিয়া একবার অস্থির উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়া দেখুন না, যদি কালেজটী স্থিরপদ হয়। আমরা পরিহাস করি আর যা করি, বড় দুঃখের বিষয়, মুরশিদাবাদ একটী প্রসিদ্ধ স্থান। বহরমপুর জেলায় প্রায় ১৩ লক্ষ লোকের বাস। এরূপ স্থলে একটী কলেজ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কথায় বলে, "দুধের সাধ ঘোলে মিটে না।" কেবল এল, এ, ক্লাস খোলা থাকিলেই কালেজের সাধ মিটিবে না। পূর্ব্বের মত বি, এ, ক্লাস খুলিয়া কালেজটীকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া তোলা হউক। যদি বলেন ছাত্র জুটে না, এই নিমিত্ত কালেজ ক্লাস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাহার কারণ কি? আমাদের মনে হইতেছে, বন্দোবস্তের দোষই তাহার কারণ। ভাল বন্দোবস্ত হইলে অবশ্যই ছাত্র জুটিবে।

পূর্ব্বে উত্তর বাঙ্গালা হইতে যে সকল ছাত্র বহরমপুরে আসিত, তাহারা এক্ষণে রাজসাহীতে যায় সত্য, কিন্তু বীরভূম, বাঁকুড়া, মুরশিদাবাদ, নবদ্বীপ মেহেরপুর মহকুমার উত্তর অঞ্চল এবং জঙ্গল মহালের যাবতীয় ছাত্র বহরমপুরে যায়। বহরমপুর কালেজের হীনাবস্থা দেখিয়া অনেকে কলিকাতায় আসিতেছে কিন্তু বহরমপুরে যদি ভাল পড়াশুনা হয়, উহাদের কেহই আর কলিকাতায় আসিবে না। বরং এরূপ সম্ভাবনা করা যায় যে, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানের ছাত্রগণও বহরমপুরে উপস্থিত হইবে। যতগুলি কালেজ আছে তন্মধ্যে কৃষ্ণনগর কলেজ একটী প্রধান বলিয়া গণ্য। কিন্তু কৃষ্ণনগর কলেজের প্রায় সমস্ত ছাত্রই নবদ্বীপ জেলার লোক। যশোহরের ঝিনাদহ, মাগুরা ও নিজ যশোহরের ছাত্রও অনেক আছে। কৃষ্ণনগর কলেজ অর্দ্ধ দেড়টী জেলা লইয়া চলিতেছে। অতএব পাঁচ সাতটী জেলার ছাত্র লইয়া যে বহরমপুর কালেজ কেন চলিবে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বহরমপুরের দেশহিতৈষী উদারচেতা মুক্তহস্ত জমীদার ও মহাজনগণ সর রিচার্ড টেম্পলের সময় অবধি বি, এ, ক্লাস খুলিবার চেষ্টায় আছেন। শুনিয়াছি তাহারা একবার ৪০০০০ টাকা দিয়াছিলেন। সর রিচার্ড সে টাকা লইয়া প্রাক্টিকাল আর্ট স্কুল খুলিয়া যান। তাহার পর আর সেই স্কুলের নামও শুনিতে পাওয়া যায় না। বহরমপুরের জমীদারেরাও বহরমপুর কালেজের প্রতি ক্রফ্ট সাহেবের দয়া দেখিয়া আর বি, এ, ক্লাস খুলিবার প্রস্তাব করিতে সাহসী হন নাই। এল, এ, ক্লাসই থাকে না, তাঁহারা কিরূপেই বা বি, এ, ক্লাস খুলিবার চেষ্টায় সাহস বাঁধিবেন? তাঁহাদের এই এক সুযোগ উপস্থিত। এইবারে যাহাতে কলেজটী ভাল হয়, তাঁহারা সেই চেষ্টায় থাকুন। আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরলের এদেশীয়দিগের বিদ্যা শিক্ষা দান বিষয়ে অনুদার ভাব নয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ১৮৫৪ অব্দের সর চার্লস উডের প্রবর্ত্তিত উদার শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবেন। সর আশলি ইডেন সদয় আছেন। এ সুযোগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটী কথা বলিবার প্রয়োজন হইল। বহরমপুর কালেজে যদি একজন ইউরোপীয় অধ্যক্ষ নিয়োজিত হন, বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারির কি গতি হইবে? তাঁহার পূর্ব্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠাই ন্যায়সিদ্ধ। তাঁহাকে যদি পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের একটী উপায় করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইবে। তিনি যেপ্রকার যোগ্য লোক, তাহাকে ভূদেব বাবুর ন্যায় একটী স্বতন্ত্র বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর করিয়া দিলেই সর্ব্ব সামঞ্জস্য হইবে।

রাজস্বমন্ত্রী ষ্ট্রাচি সাহেবের বড় বিপদ।

কাবুল যুদ্ধের ব্যয় লইয়া মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছে। রাজস্বমন্ত্রী ষ্ট্রাচি সাহেবের মহা বিষম ত্রুটি বাহির হইয়াছে। ১৭ এ ফেব্রুয়ারি আয় ব্যয়ের যে আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত হইয়াছিল, তদনুসারে কাবুল যুদ্ধের ব্যয় সর্ব্বশুদ্ধ ৯ কোটি টাকা স্থির হয়। এই নয় কোটীর মধ্যে তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ যুদ্ধে ব্যয়িত হইবে, এই প্রকার অনুমান করা হয়। অবশিষ্ট পাঁচ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ের তালিকা এই—

১৮৭৮-৭৯ অব্দে	৬০ লক্ষ।
১৮৭৯-৮০ অব্দে	২ কোটি ৫০ লক্ষ।
১৮৮০-৮১ অব্দে	২ কোটি ৪০ লক্ষ।

সর্ব্বশুদ্ধ সাড়ে পাঁচ কোটি টাকায় কাবুল যুদ্ধের শেষ হইবে শুনিয়া অনেকেই বিস্ময়াবিষ্ট

হইলেন। যাঁহারা হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রশংসাবাদে গগনতল পরিপূরিত হইল। সকলে (অন্যে যত করুক না করুক তাঁহাদের পক্ষ লোকে) ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিসম্প্রদায়ের মনে আত্মশ্লাঘার উদয় হইল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, দেখ এত বড় একটা কাবুল যুদ্ধসত্ত্বেও আমরা ভারতকে দেউলিয়ার অবস্থা হইতে এমনি সচ্ছল করিয়াছি যে, ১৮৮০।৮১ অব্দে সমস্ত ব্যয় বাদে ৪০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে অনুমান করা হইয়াছে, আরও বা কত বেশী হয় বলা যায় না। লর্ড লিটন গবর্ণমেণ্টের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন এবং অবল উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ষ্ট্রাচি সাহেবের ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দিবার হুকুম হইয়া গেল। নীল ও গালার মাশুল ত্যাগ করিয়া প্রায় ৫। ৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার করা হইল।

১০ এ ফেব্রুয়ারি হিসাব প্রস্তুত হয়। কিন্তু তিন সপ্তাহের মধ্যেই অর্থাৎ ১৫ ই মার্চ্চের মধ্যে প্রকাশ হইল যে, প্রত্যহ রাজকোষ হইতে বিস্তর টাকা কাবুলে যাইতেছে। তিন সপ্তাহ না যাইতেই অনুমানে হেরফেরে দোষ স্পর্শিল। গবর্ণর জেনরল ও ষ্ট্রাচি সাহেব তখন সাহস পূর্ব্বক সকল কথা বিলাতে লিখিয়া পাঠাইতে পারিলেন না। বোধ হয়, ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য নির্ব্বাচনের সঙ্গে ইহার কোন প্রকার গূঢ় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তখনও সভ্য নির্ব্বাচন শেষ হইয়া যায় নাই। যাহা হউক, পরে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অনুসন্ধানে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল যে, যদিও সৈনা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ যত্ন ও অনুধাবন করিয়া হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন, তথাপি এখন যখন এত অধিক ব্যয় হইতেছে, তখন অবশ্যই তাঁহাদের অনুমানে কোথাও গুরুতর দোষ ঘটিয়াছে। শেষ স্থির হইল, হিসাবে ভুল হইয়াছে। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনরল 'আমাদের ভুল হয়েছে' বলিয়া ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন এবং এই কথা বলিলেন, অনুমানাধিক প্রায় ৪ কোটী টাকা অধিক ব্যয় হইবে।

এই ৪ কোটী টাকাই যে কাবুল যুদ্ধব্যয়ের শেষ সীমা হইবে, এ কথা কে স্থির করিয়া বলিতে পারেন? সাধারণের বিশ্বাস এই যে রাজকোষ হইতে প্রতি মাসে এক কোটী করিয়া টাকা কাবুলে যাইতেছে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে ৪ কোটী টাকা ব্যয়ে যুদ্ধ শেষ হওয়া দূরে থাকুক, বার কোটী টাকা লাগিলেও লাগিতে পারে।

যাহা হউক, বড় দুঃখের বিষয়, ষ্ট্রাচি সাহেবকে লইয়া ছেঁড়াছিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কহিতেছেন, তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হউক, কেহ কহিতেছেন, যাঁহাদের হস্তে আমাদের সমস্ত ভার অর্পিত ছিল, তাঁহারা বিশ্বাসের অযোগ্য, নিজ কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদনে অক্ষম, তাঁহাদের মত লোকের হস্তে বড় বড় কার্য্যের ভার দেওয়াতে কেবল অধীনস্থ লোকদিগের সর্ব্বনাশ করা হয় এই মাত্র। যদি কেহ মিথ্যা জল্পনার কল্পনা করিয়া লোকের ক্ষতি করে, সর্ব্বদেশের দণ্ডবিধিতেই তাহার গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। আর যাঁহারা ভারতের কর্ত্তা, তাঁহারা যে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা রটাইয়া ইংলণ্ডের লোককে মোহজালে আচ্ছন্ন করিয়া, ভারতবাসিদিগের মহৎ ক্ষতি করিয়াছেন এবং নিতান্ত অর্থকৃচ্ছ্রের সময়েও অন্যায় যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া দরিদ্র ভারতকে ১০। ১২ কোটী টাকার দায়ী করিয়াছেন, তাঁহাদের কিরূপ দণ্ড হওয়া উচিত? ইংলণ্ড যদি রোম রাজ্য হইত, যদি রোমের ন্যায় প্রদেশস্থ দুরন্ত কর্ম্মচারিদিগের বিচারের জন্য ইংলণ্ডে কোন বিচারালয় থাকিত, তাহা হইলে লর্ড লিটনের বা ষ্ট্রাচি সাহেবের হয় ত সর্ব্বস্ব দণ্ড হইত। সাউথ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে যে নাটোর অভিনয় হইয়াছিল, হয় ত পুনরায় তাহার অভিনয় হইত, ইত্যাদি।

ষ্ট্রাচি সাহেবকে লইয়া কাঁটা বনে যে প্রকার হেঁচড়ান হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তিনি যে মিথ্যা হিসাব দিয়া সকলকে ঠকাইয়াছেন, ভ্রমেও কখন আমাদের এরূপ মনে হয় না। ভারতের রাজস্ব চিরকালই গোলোকধাঁধা হইয়া আছে। যিনি রাজস্বমন্ত্রী হন, তিনিই ঘুরিয়া বেড়ান, কেহই অন্ত পান না। প্রতারণাকারিতা এক পদার্থ, আর ভ্রমান্ধতা অন্য পদার্থ। ষ্ট্রাচি সাহেব স্বয়ং ভ্রমান্ধ হইয়া অন্যকে ভ্রমে পাতিত করিয়াছেন। অতএব তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয় নয়। তাঁহার যদি প্রবঞ্চনা করিবার অভিপ্রায় থাকিত, তিনি কখন ভ্রম হইয়াছে বলিয়া জগতে নিজ দোষ খ্যাপন করিতেন না। ভারতের রাজস্ব যে প্রকার অন্ধতমসাচ্ছন্ন, তিনি যদি মৌনী হইয়া থাকিতেন, তাঁহার ভ্রম সহসা প্রকাশ হইত না। রাজস্ব যে প্রকার বিষয়, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ ঘটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। বিশেষতঃ অনুমানের উপরেই অধিকাংশের নির্ভর। প্রায়ই অনুমানের অধিক আয়ব্যয় হইয়া থাকে। যুদ্ধের ব্যয় স্থির করিয়া বলিতে পারেন, বোধ হয়, জগতে এরূপ লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। আনুমানিক আয় ব্যয়ের যে স্থিরতা নাই, নিম্নলিখিত কয়টী বিষয় দ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে।

গত বৎসর অহিফেনে প্রায় দেড় কোটী টাকা অনুমানাধিক লাভ হইয়াছিল। এ বৎসরও দেড় কোটি টাকা অধিক লাভ হইবে অনুমান করা হইয়াছে, কিন্তু মালবের অহিফেন ব্যবসায় মন্দ হওয়াতে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। লবণেও এইরূপ ক্ষতি হইবে অনুমান হইতেছে। গবর্ণর জেনরল বলেন, যুদ্ধের ব্যয়াধিক্য, অহিফেন ও লবণের ক্ষতি অভাবনীয় ঘটনা। এ কথা অযথার্থ নয়। এ স্থলে আমাদের বক্তব্য এই, রাজস্ব বিষয়ে এপ্রকার আলগা ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। যাহাতে পাকা বন্দোবস্ত হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। ফসেট সাহেবের চেষ্টা দেখিয়া কালে যে পাকা বন্দোবস্ত হইবে, সে আশাও জন্মিতেছে।

পাঠকগণ। শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, ভারতবন্ধু ফসেট সাহেব এবার মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য হইয়াছেন। তিনি পবিত্র লোকহিতৈষিতাবলে এই উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা ভারতীয় বিষয়সকলের রীতিমত অনুসন্ধান করেন, তাঁহার এই চেষ্টা। কাবুলযুদ্ধ ব্যয়ভারের কিয়দংশ ইংলণ্ড বহন করেন, তাঁহার এই ইচ্ছা। আয় ব্যয় বৃত্তান্তে প্রায় ৪। ৫ কোটি টাকার ভুল হইয়াছে শুনিয়া, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যাঁহাদের দোষে এইরূপ হইয়াছে তাঁহাদিগকে এ বিষয়ের দায়ী হইতে হইবে। ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অবস্থা যে অত্যন্ত মন্দ, তদ্বিষয়ে তাঁহার দৃঢ়তর সংস্কার আছে। লিবরালদল যখন পদস্থ ছিলেন, তখনও এই রাজস্ব লইয়া যে মহাতলস্থুল হয়, ফসেট সাহেবই তাহার কর্ত্তা। ভারতবর্ষীয় রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা, এরূপ অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকেরই আছে। ভারতের রাজস্বের অনুসন্ধানার্থ এক কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। সর রিচার্ড টেম্পল এই কমিটীর অন্যতম সভ্য হইয়াছেন। কমিটীর সভ্যগণ অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

বিবিধ সংবাদ।

ফিরোজপুরে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াগিয়াছে। ম্যাক্কার্থে ও জনষ্টন নামক অর্ডনান্স বিভাগের দুই জন কর্ম্মচারির পরস্পর বিলক্ষণ হৃদ্যতা ছিল। বুধবার জনষ্টন কোন কার্য্য উপলক্ষে ম্যাক্কার্থের বাটীতে গিয়াছিলেন। কার্য্য শেষ হইলে জনষ্টন বসিয়া আছে, এমন সময়ে, ম্যাক্কার্থে তরবারি লইয়া তাহাকে আক্রমণ করে ও বিলক্ষণ আঘাত করে। সেখানে একটী বন্দুক ছিল জনষ্টন আত্মরক্ষার্থ ম্যাক্কার্থকে গুলি করে। গুলি খাইয়া সে যেমন পড়িয়া গেল অমনি জনষ্টন পলায়ন করে।

আক্রমণকারী বলিয়া বিচারে তাহার ৫ বৎসর কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। ইউরোপীয়ে ইউরোপীয়ে হইয়াছে বলিয়া এইরূপ দণ্ড হইল, ইউরোপীয়ে ও এদেশীয়ে হইলে এ প্রকার দণ্ডবিধান হইত কি না সন্দেহ স্থল।

গবর্ণমেণ্ট সকলের দণ্ড করিয়া বেড়ান। এবার গবর্ণমেণ্টকে দণ্ড দিতে হইয়াছে। ডবলু বুল সাহেব ইটের সনন্দ লইয়াছিলেন। তাহা ভঙ্গ করাতে গবর্ণমেণ্টকে ২০ হাজার টাকা দণ্ড দিতে হইয়াছে।

সংবাদ পত্রে দেখা গেল লেডি লিটন লর্ড লিটনের সহিত আপাততঃ ইংলণ্ডে যাইতেছেন না। শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত শিমলায় থাকিবেন। গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবই কি ইহার কারণ?

এডিনবর্গে গ্লাডষ্টোন সাহেবের সম্মানার্থ একটী চিহ্ন স্থাপিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এরূপ চিহ্ন স্থাপনে কেবল যে গুণির উৎসাহ দান করা হয় তাহা নয়, যাঁহারা গ্লাডষ্টোন সাহেবের সদৃশ ব্যক্তিদিগের সম্মাননা চিহ্ন স্থাপন করেন, তাঁহাদিগেরও গুণজ্ঞতার পরিচয় হয়।

১৮৭৯।৮০ অব্দে ভারতে ২০৫০৩৯২৯ টাকার স্বর্ণের আমদানী ও ২৯৯৮৮৯৩ টাকার স্বর্ণের রপ্তানি এবং ৯৬০৪৫০১৯ টাকার রৌপ্যের আমদানী ও ১৭৩৫২৫৮৬ টাকা মূল্যের রৌপ্যের রপ্তানি হইয়াছে।

ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগে ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তথায় নিউওয়েষ্ট মিনষ্টর নামে এক নগর আছে। উহা ফেজর নদীর তীরে অবস্থিত। উক্ত নগরের কিয়দ্দূরে ফেজর নদীর পরিসর প্রায় অর্দ্ধ মাইল। উহার এক তীর দশ ফুট উচ্চ ও অপর তীর ১০০ ফুট উচ্চ। হঠাৎ এক দিন উচ্চ তীরটী অনেক দূর লইয়া ভাঙ্গিয়া নদীর মধ্যে পড়িল। নদীর পরিসর প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গেল। পতনোন্মুখ তীরাহত বারিরাশি ১০ ফুট উচ্চ তীর ভূমি অতিক্রম করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত জল প্লাবিত করিয়া ফেলিল। ইহাতে অনেক অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে। বঙ্গদেশেও ফেজর নদীর পদ্মানামে সহোদরা আছেন। তিনিও সময়ে সময়ে লক্ষ বাটী ও বাগান সমেত ২।৩ ক্রোশ পর্য্যন্ত উদরসাৎ করেন।

শুনা গেল মহারাজ সিন্ধিয়া আমেরিকা হইতে ১৮০ মণ রৌপ্য আনাইয়াছেন। এত রূপা কেন? আমরা রাস্তায় সন্দেশ বিছাইয়া রাস্তা চলিবার কথা শুনিয়াছিলাম, তেমনি কি রূপা রাস্তায় বিছাইয়া দেওয়া হইবে?

গত নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে আফগান যুদ্ধে দ্রব্যাদি এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাইতে ও আবশ্যক সামগ্রী ক্রয় কারণে গবর্ণমেণ্টের ১০০০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। শুদ্ধ জিনিষ নাড়াচাড়া ও খরিদ বিক্রীতে মাসিক এই, পাঠক মূল ব্যয়টী ইহাতে অনুমান করিয়া লইবেন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের একজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন তথায় শীঘ্রই একটী ভয়ানক ঝড় হইবে। পুলিষ কমিশনর সামুদ্রবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছেন। অধিক গর্জ্জন হইলে বর্ষণ হয় না। জ্যোতির্ব্বিদেরা যখন যখন ঝড়ের কথা কহিয়াছেন, তখনই পবনদেব মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন। পবনদেব বর্গীদের ন্যায় অতর্কিত ভাবে আসিয়া অসম্বদ্ধ ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করেন।

১৮৭৮ অব্দে কলিকাতা ছোট আদালতে ৩৬০০০ মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু ১৮৭৯ অব্দে ৩৭১৯৯ টী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। ১৮৭৮ সালের মোকদ্দমার সংখ্যার অপেক্ষা ৭৯ সালে ১১৯৯ মোকদ্দমা অধিক হইয়াছে। বিবাদি টাকার সংখ্যা ৭৮ সালে ১৮১৯৬১৪ ছিল ৭৯ সালে ১৮৭৯৫৬৬ হয়। জজ প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের বেতন দিয়া গবর্ণমেণ্ট কেবল এক কলিকাতা ছোট আদালত হইতে ৭৯ সালে ৭৩৬১৯টাকা লাভ পাইয়াছেন। মকদ্দমার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দেশের মঙ্গলের নয়।

মেদিনীপুর ও কোলার মধ্যস্থানে ডাক মারা গিয়াছে। দস্যুরা ৯ টী পুলিন্দা লইয়া গিয়াছে। ঐ রূপ দার্জ্জিলিং লাইনেও ডাক মারা গিয়াছে। এখনও তাহার কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

ইণ্ডিয়ান হেরাল্ড বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে পণ্ডিত হরসহায় কাশ্মীরে উচ্চ বিচারপতির কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নিউইয়র্কের অন্তর্গত কোপেক নামক স্থান হইতে একটী প্রকাণ্ডকায় শূকর ইউরোপের ব্রডওয়ে নামক বাজারে আনীত হয়। উহার দৈর্ঘ্য ৯ ফুট, প্রস্থ ৭ ফুট। ওজন ১৭ মণ ১৫ সের।

সেরপুর বারিকের অবরোধ শেষ হইতে না হইতেই রবর্টস্ সাহেব মীরবোচার দুর্গ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র নষ্ট করিবার জন্য লোক পাঠান। যুদ্ধের সময়ে দুর্গ নষ্ট করা দূষিত নহে, কিন্তু দ্রাক্ষাক্ষেত্র নষ্ট করা অত্যন্ত অন্যায়। কারণ উহাতে মীরবোচার নহে সমস্ত আফগানিস্থানের প্রায় দুই লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে।

আমরা শুনিলাম মৌনগরের নিকটে একজন বেনিয়ার এই স্বপ্নাদেশ হইয়াছে যে মাটির ভিতর এক মসীদে বিস্তর টাকা আছে। বেনিয়া সিন্ধিয়ার অনুমতি লইয়া সেই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বহু সংখ্যক লোক দেখিতে আসিতেছে দর্শকগণের মধ্যে আমরা মহারাজ হোলকার এবং নর হেনরি ডেলির নাম শুনিতে পাই।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেঞ্জামিন পিয়ারস্ বলেন যে ডাক্তার গুলড্ দক্ষিণ আমেরিকায় যে ধূমকেতু দেখিয়াছেন সে ১৮৪৩ অব্দের ধূমকেতুর পুনরাবৃত্তি মাত্র। ঐ ধূমকেতু খ্রীষ্টের জন্মের ১৭৭০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম দৃষ্ট হয়। তাহার পর পূঃ পূঃ ৩৭০, ২৫২, ১৮৩ এবং খ্রীঃ অঃ ৩৩৬, ৪১২, ৫৩৩, ৫৮২, ৭০৮, ৭২৯, ৮৮২, ১০৭৭, ১১০৬, ১২০৮, ১৩১৩, ১ ২৬, ১৩৮২, ১৪০২, ১৪১৪, ১৪৯১, ১৫১১, ১৫২৮, ১৬৬৮, ১৬৮৯, ১৭০২, ১৮৪৩, এবং ১৮৮০ সালে উহাকে দেখা গিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদেরা স্থির করিয়াছেন যে উহা সাত বৎসর অন্তর ফিরিয়া আইসে।

গত ১২ই ফেব্রুয়ারি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ গিল সাহেব দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ কেপে একটী বৃহৎ ধূমকেতু দেখিয়াছিলেন।

প্রায় দুই বৎসর হইল শ্যামে কয়েকটী নীলকান্ত মণির খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশবাসীরা সংবাদ পত্রে এই সংবাদ প্রকাশ করাতে ঐ বহুমূল্য দ্রব্যের লোভে তথায় এত লোক গিয়াছিল যে সেই জনতায় বিস্তর লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কেহ বা রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিয়াছে, কেহ কেহ বিস্তর মণি লইয়া আসিয়াছে। কলিকাতায় উহার এক খানি পাথরের দাম ৩০০০০ টাকা হইয়াছে। এক খানি ওজনে ৩৭০ ক্যারাট।

মনে উৎসাহ ও আনন্দের উদয় হইলে বিনা ঔষধে কঠিন পীড়ারও শান্তি হয়। পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন। সম্প্রতি বিলাতের একটী বিবি এরূপ পীড়িত হন যে ডাক্তারে জবাব দিয়া যান। বাটীর সকলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। পীড়িত বিবিটীর এক শৈশবসহচরী এই সংবাদে তাহাকে দেখিতে আইসে, এবং নিকটে বসিয়া একে একে সেই বাল্যকালের ক্রীড়ার কথা উল্লেখ করিয়া কাঁদিতে থাকে। পীড়িত বিবিটীর মনেও শৈশবকালের কথা স্মরণ হওয়াতে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয় এবং ক্রমে চক্ষুরুন্মীলন করেন। দুই এক দিনের মধ্যে তিনি আপনা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত সমুদ্রগর্ভ দিয়া বৈদ্যুতিক তার আছে। অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট আর এক প্রস্থ তার বসাইবার জন্য ইষ্টরণ এক্সটেনশন টেলিগ্রাফ কোম্পানির সহিত ৩, ২০, ৪০০ টাকা দিবেন স্থির করেন। মীমাংসা হয় যে আট মাসের মধ্যে তার বসান শেষ হইয়া যাইবে। অধিকাংশ তার প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময়ে ইংলণ্ডের হঠাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা পর্য্যন্ত তার বসাইবার নিতান্ত প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বোক্ত কোম্পানি অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া সমস্ত তার ইংলণ্ডকে দেন, অথচ প্রস্তাবিত সময়ের পর এক মাস মধ্যেই অষ্ট্রেলিয়ার কার্য্যও শেষ করিয়া দেন। অষ্ট্রেলিয়া তাঁহাদের যে দুই মাস অধিক সময় দিয়াছিলেন তাহার সমুদয় লাগে নাই। ইংরাজের অধ্যবসায় ও কর্ম্মক্ষমতা ধন্য। ১০ মাসের মধ্যে ইংলণ্ডের ৩৩ ১৮ মাইল ও অষ্ট্রেলিয়ার ২৫৬২ মাইল তার প্রস্তুত ও সমুদ্র গর্ভে নিহিত হইল।

মিউনিচের এক ব্যক্তি দিব্য বেহালা বাজাইতে পারেন। তিনি অন্য কোন উপায়ে কিছু উপার্জ্জন করিতে না পারিয়া বনমানুষের বেশ ধারণ করিলেন। তাঁহার পুত্র একটী বাড়ি ভাড়া করিয়া সাধারণ্যে এই বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন বনমানুষে উত্তম বেহালা বাজাইতেছে। অনেক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই ঘটনা দর্শনার্থ টিকিট ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই উপায়ে সাহেবের এক সপ্তাহে যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন হইল। একদা এক ব্যক্তি বনমানুষের বেহালা বাদন শুনিয়া অবশেষে তাহার সহিত কৌতুক করিবার জন্য তাহার গাত্রস্থ একটী লোম ধরিয়া সজোরে টানাতে কৌতুক যুক্ত হওয়াতে সাহেবের জুয়াচুরি ধরা পড়িয়াছে। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র।

আমরা দুঃখ সহকারে প্রকাশ করিতেছি বিদুষী রমাবাইয়ের ভ্রাতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গত ১৭ই বৈশাখ শনিবারে ঢাকা নগরীতে জ্বর রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ষ্টাম্প ষ্টেশনরির সুপরিণ্ট রবার্ট সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।

গবর্ণর জেনেরল স্থির করিয়াছেন হাঁসপাতালের সহকারী দিগকে মাসে দশ টাকা বাঁটা দিবেন।

৬ই মে গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারিতে ৫৭৮৬৮২৫ টাকা সঞ্চিত ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এ সপ্তাহে ২ লক্ষ টাকা কম পড়িয়াছে।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে:—

১। কল্পনা কুসুম। ২ ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা অভিধান। ৩ লুক্রেশিয়া। ৪ ম্যাটসিনির জীবন বৃত্ত। ৫ বিধবা বিবাহ নিষেধক। ৬ সভ্যতা সোপান। ৭ আর্য্য চরিত। ৮ উমা হরণ, গীতি নাট্য। ৯ ব্যাকরণ মঞ্জুষা। ১০ সাগর প্রকাশ। ১১। Child's arithmetic. ১২। শিশুপাল বধ। ১৩ অকাল বিয়োগ কাব্য। ১৪ সরল অভিধান।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ৮ই মে। জেনেরল রবার্টের সৈন্যগণ চারাসিব নামক স্থানে আপাততঃ শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে।

গতমাসের দশম রাত্রিতে জেলালাবাদ হইতে কমিসরিয়েটের পশু গুলি লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। মহম্মদ আস্লম কুশির দক্ষিণ পশ্চিম কারগুমার নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি কোরাণ লইয়া লোকদিগকে এই ধর্ম্ম যুদ্ধে যোগ দানার্থ আহ্বান করিতেছেন।

জেনেরল রবার্টের সৈন্যগণ ময়দান নামক স্থানে যাইতেছে।

আবদুল রহমানের নিকট যিনি দৌত্যকার্য্যে গিয়াছেন তিনি নিরাপদে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু আবদুল রহমান যে কোথায়, তাহার কিছুই স্থির হয় নাই।

বরদাক হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মুস্তাফি হবিবুল্লা ও গোলাম হায়দার নির্বিঘ্নে গজনীতে অবস্থিতি করিতেছেন।

আলম খাঁ জমাতের লোকদিগকে মহম্মদ জানের কথা শুনিতে নিবারণ করিয়াছেন।

জেলালাবাদে ৮ ই মে। অদ্য কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট জেনেরল আবথুনট ও মেজর কুক ৬ জন সেপাই সমভিব্যাহারে, যখন জগদলক হইতে যাইতেছিলেন সেই সময়ে একদল চোর তাঁহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিল। মেজর কুক উঁহাদিগের একজনকে গুলি করে। ও ১ জনকে ধৃত করিয়া মেজেষ্টরি কমিশনারের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিচারে তাহাদিগের মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। এই রসদাগারের নিকটস্থ হাইয়ে একদল দস্যু কয়েকজন গোরুর গাড়ির ও ঘোড়াদের আক্রমণ করিয়া একজনকে হত ও দুই জনকে আহত করিয়া রাইফেলের দ্রব্য সামগ্রী ও পশু লইয়া গিয়াছে।

কাবুল ৯ ই মে। সামানের কমিশরিয়েটের পশু লইয়া চারাসিয়া মেডুর্ব পর্য্যন্ত আশ্রয় লইয়াছে। কর্ণেল ডসন ও কর্ণেল ও ব তকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ঐ সকল পশুর উদ্ধারার্থ প্রত্যাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই কেবল তাহাদিগের দুই জনকে মাত্র হত করিয়াছেন।

কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে কর্ণাল টানার অত্যাচারী ও অপহারক মালেকদিগের শাসনার্থ ১৫০ শত সৈন্য লইয়া খেলাতি গিলজই হইতে কাজিবাদে গমন করিয়াছেন। তিনি উহাদিগের গ্রাম অধিকার করিয়া অপহৃত দ্রব্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। কর্ণাল টানার যখন খেলাতিগিলজাইয়ে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন সেই সময়ে শত্রুপক্ষীয় ৩০০ লোক একত্র হইয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করে। অবশেষে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের একজন আহত ও শত্রুপক্ষের ২৪ জন হত ও ৮ জন বন্দীকৃত হইয়াছে।

মহম্মদ জান কোরাণ লইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন। তাহার উপদেষ্টাকার একদিক সর ফ্রেডরিক রবার্ট ও অন্যদিক জেনারল ষ্টুয়ার্ট রক্ষা করিতেছেন।

জেনেরল রবার্ট সৈন্য সামন্ত লইয়া অদ্য সাফদসঙ্গ ও জাফিদাবাদ যাত্রা করিয়াছেন। সেনাপতি ষ্টুয়ার্ট গত কল্য চারাসিব পরিদর্শন করিয়াছেন।

১০ ই মে। ওজিরের মালেকদিগের সভা ভঙ্গ হইয়াছে। আশামুদ্দিন মাঙ্গলা খাঁর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছেন আমীর মালিকদিগকে যেরূপ সাহায্য করিতেন, ইংরাজেরা তাহাদিগকে সেইরূপ সাহায্য দান করেন না বলিয়াই উহারা এক উৎপাত করিতেছে। তাহারা কাবুলে যাইতে ইচ্ছা করে না। যদি প্রস্তাবিত বিষয়ে ইংরাজেরা সম্মত হন তাহা হইলে আর কোন উপদ্রব ঘটিবে না। নচেৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে। তাহারা তাহাদিগের পরিবার বর্গকে পাহাড়ে রাখিয়া আসিয়াছে এবং দ্রব্য সামগ্রী ও ভিসারক উপত্যকা হইতে লইয়া গিয়াছে। টুটু, গুলাম ও উজিরের খোজানি মালেকেরা আশামদুল্লা খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। কিন্তু কি অভিপ্রায়ে তাহা জানা যায় নাই।

হাজারা পোস্তাজার লোকেরা বিদ্রোহী হইয়াছে।

জেলালাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে ৩ রা রাত্রিতে শত্রুরা বসাবা ও সেফুর নিকটস্থ এক স্থান হইতে ১০০ হাত টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। মহম্মদ জান উজিরী, হাজারা ও ওয়ার্দক হইতে ৭০০০ লোককে যুদ্ধার্থ একত্র করিয়াছেন। তাহারা ওয়াস্তা নামক স্থানে একত্র হইয়াছে। সৈয়দ খাঁ মির্জাই, সুলতান মহম্মদ লোমগাই ও মহম্মদ খাঁ আসেমজাই ইহাদিগের দলপতি।

কাবুল ১০ ই মে। আসকা দুর্গ হইতে শত্রুরা একব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। অনেক অনুসন্ধানেও এতদিন তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি এ ব্যক্তি সুযোগ ক্রমে কারামুক্ত হইতে কাবুলে পলাইয়া আসিয়াছে।

বাদাখসানের যে সকল সৈন্য আবদুল রহমানের বিদ্রোহী হইয়াছিল তিনি তাহাদিগকে দমন করিয়াছেন। মীর বেবা জান এই গোলযোগের মূলীভূত বলিয়া তাহাকে কারাবদ্ধ করিয়া তৎপদে ওমর খাঁকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

আবদুল্লা খাঁ টোকো কুন্দজী নামক স্থানের সেনাগণের সৈনাপত্য করিতেছিলেন। আবদুল রহমান তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সর্দ্দার উপাধি দিয়া মেজারি সরিফে ইসক খাঁর সাহায্যার্থ পাঠাইয়াছেন। ইসক খাঁ সর্দ্দার সরওয়ার খাঁর হত্যাকারীদিগকে শাসনার্থ মেজারি সরিফে রহিয়াছেন।

গত রাত্রিতে শত্রুরা সি বেরা ও জগদলকের মধ্যস্থ টেলিগ্রামের তার কাটিয়া লইয়া গিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ই মে। ফসেট সাহেব হ্যাকনির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ভারতের রাজস্ব বিষয়ক প্রস্তাবের উত্থাপনা করিয়া বলিয়াছেন, রাজস্ব সচীব সার জন ষ্ট্রাচির প্রদত্ত আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবে ভুল বাহির হইয়াছে। এ ভুল পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক এক্ষণে হিসাবের আগা গোড়া ভাল করিয়া দেখা হইবে। তাঁহারা বিশিষ্ট কারণ দেখাইতে না পারিলে তাহাদিগকে নিশ্চয় দায়ী হইতে হইবে। আফ্‌গান যুদ্ধের ব্যয়ের কিয়দংশ ইংলণ্ডকেও বহন করিতে হইবে।

লণ্ডন ৮ই মে। মার্কুইস রিপন ভারত সভার প্রেরিত প্রতিনিধির শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর গত কল্য ডাউনিংষ্ট্রীটে বলিয়াছেন তিনি কোর্ট অব ডাইরেক্টারের লিখিত ১৮৫৪ অব্দের পত্র অনুসারে শিক্ষা বিষয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

বাণিজ্যসংক্রান্ত সভার সভাগণ বলিয়াছেন গত মাসে দ্রব্যের রপ্তানি ও আমদানি ভাল গিয়াছে। ক্রমেই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

কর্ণাল কমিরেরফ্‌কে যে ব্যক্তি হত্যা করিয়াছিল তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে।

কনসরবেটীব দলের একজন সার জারমন হার্টকোর্ট সভ্য পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই; তাহার পরিবর্ত্তে অন্য অক্সফোর্ডে সভ্য নির্ব্বাচন হইতেছে।

লণ্ডন ৯ মে। কর্ণেল গর্ডন, মার্কুইস রিপনের প্রাইবেট সেক্রেটরি, লর্ড উইলিয়ম বেরেসফোর্ড এবং লেফেনাণ্ট মিউর ও লর্ড এডিকং। কাপ্তেন হত ও কিং উইলিয়ম অতিরিক্ত এডিকং। মেজর বেরিং ইঁহার প্রাইবেট সেক্রেটরি হইলেন।

১০ ই মে। নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সকল সভ্যই অবিসম্বাদিতরূপে স্ব স্ব কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ফসেট সাহেব বজেটের ভুল উপলক্ষে পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছিলেন ষ্টান হোপ সাহেব তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। ফসেট নিজ দোষ স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ১১ ই মে। ষ্টাওয়ার্ট বলেন ভারতবর্ষের রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থার পরিদর্শনার্থ ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি লোক প্রেরিত হইবে। ইহাদিগের একটী সভা হইবে। এই সভার নাম কমিটী "অব এনকোয়ারি।" সার রিচার্ড টেম্পল ইহার একজন সভ্য হইয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই মে। বর্লিনের সন্ধিপত্রের মর্ম্ম অনুসারে মণ্টিনিগ্রো গ্রীক ও অষ্ট্রেলিয়ান দিগের সম্বন্ধে যে কার্য্য অদ্যাপি বাকী আছে তাহার একটা মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট পত্র-

যারা ইউরোপের বড় বড় রাজগণকে জানাইয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই মে। আলবানিয়েরা বিদ্রোহী হইয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। স্কুটেরি নামক স্থানে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইতেছে। মন্টিনিগ্রোর সৈন্যগণ সীমা প্রদেশে একত্র হইতেছে।

কমন্স হাউসের সিলেক্ট কমিটী কহিয়াছেন, ব্রাডল সাহেব সে নিজে রাজভক্ত, তাহা তিনি দিব্য করিয়া বলিতে পারেন। বেঙ্গল ষ্টাফ কোরের কাপ্তেন রিচার্ড করি রিজওয়ে ভিক্টোরিয়া ক্রস উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

লণ্ডন ১৪ ই মে। লর্ড রিপন লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ঘোডেজার্ট, ডার্ব্বির হইয়া সভ্যপদপ্রার্থী হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

প্রিন্স লিওপোল্ড কানাডায় যাত্রা করিয়াছেন।

ডেলিনিউস একটী প্রস্তাবে লিখিয়াছেন, যাহাতে বিদ্রোহীদিগের দমন করা যায়, ফরষ্টার সাহেব আয়লণ্ডে পুনরায় সেই উপায় অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

বকবর্ণে ২৫ হাজার তাঁতি কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। তাহারা শত করা ৫ টাকার হিসাবে মজুরি বৃদ্ধি করিবার কথা বলিতেছে।

প্রেরিত পত্রের সার সংগ্রহ।

বাবু অমূল্যচরণ বসু লিখিয়াছেন, গত ২৮ এ রবিবার বেলা প্রায় ৮।। ঘটিকার সময় রাণাঘাটের বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহাশয়ের পূজার বাটীর চাঁদনীতে রাণাঘাট করদাতৃসভা নামে একটী সভা করিবার অভিপ্রায়ে অনূন দুই শত ভদ্রলোক সমবেত হইয়া একটী সভা করিয়াছিলেন। মিউনিসিপাল কমিশনরগণের ভ্রমে যেখানে দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান না হইবে অথবা কমিশনরগণের কোন বিষয়ে কোন অন্যায় অনুষ্ঠান হইবে তাহার প্রতিবাদ করা ও কমিশনরগণকে তাঁহার অপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন ষ্টেশন চণ্ডীতলার অনতিদূরবর্ত্তী শ্রীখণ্ড, নৈটী, মণিরামপুর ও রমানাথপুরে ওলাউঠার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ঐ গ্রাম গুলিতে কৃষকদিগের বাস। ইতিপূর্ব্বে ম্যালেরিয়া জ্বরে তত্রত্য অধিবাসিগণ জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা ঐ পীড়াক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। নিত্য নিত্য বিস্তর লোক কাল কবলে পতিত হইতেছে। গ্রামের দুরবস্থা ও অধিবাসীদিগের অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস ও অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভোজনাদি নিবন্ধনই এই মৃত্যু ঘটিতেছে। যাহা হউক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিশনের এই অনিষ্ট দূরীকরণে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

কেওড়ামাল পরগণা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট মেদনীপুর জেলার খাস মহাল জরিপ করিয়া টাকা প্রতি ৫০। ৫৵০ নিরিখ বৃদ্ধি করাতে কোন প্রজা তাহা দিতে সম্মত হয় নাই। সম্প্রতি কাঁথির বন্দোবস্ত সংক্রান্ত ডেপুটী কালেক্টার মহাশয় ঐ সকল খাস মহলের প্রতি প্রজাকে বর্ত্তমান বর্দ্ধিত জমীর জমাবন্দী সহ এক একখানি নোটীশ দিয়াছেন। এই প্রকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নোটীশ দেওয়াতে প্রতি প্রজাকেই কালেক্টারের নিকট, কাহাকে বা রেবিনিউ বোর্ডে, কাহাকে বা কমিশনরের নিকট কাহাকেও বা দেওয়ানি আদালতে নালিশ করিতে হওয়ায় তাহাদিগের বিস্তর শারীর ক্লেশ ও অর্থ ক্ষতি হইতেছে। তিনি আরও শ্রুত হইয়াছেন বর্ত্তমান বন্দোবস্তের খাজনা আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জমীদারকে যে নোটীশ দেন, তাহাতে জমীদার অস্বীকার করায় ঐ সকল খাস মহালের ভূমির রাজস্ব গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং আদায় করিবেন এই রূপ বাসনায় প্রকাশ্য স্থানে ঢেঁড়রা দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট খাস মহলের প্রজাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, ইহাই পত্র প্রেরকের প্রার্থনা।

যশোহরের সংবাদদাতা "বঙ্গদেশে আবগারির একাধিপত্য ও গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, চতুর্দ্দিকে মদের ভাঁটী হওয়াতেই অধিকাংশ লোক মাতাল হইয়া অকর্ম্মণ্য হইতেছে এবং অপরিমিত সুরাপান নিবন্ধন অনেকের অকালে মৃত্যু হইয়া দেশের মহৎ অনিষ্ট হইতেছে। অতএব গবর্ণমেণ্ট যাহাতে আবগারী উঠাইয়া দিয়া অন্য প্রকার করস্থাপন করিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লন, সংবাদ দাতার তাহাই ইচ্ছা। তাঁহার বিনীত অনুরোধ এই, অন্য অন্য সম্পাদক তাঁহাদিগের পত্রে এইবিষয়ের আন্দোলন করেন।

রাজুতা হইতে বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নায়েব শ্যামনগরনিবাসী বাবু নটবর ঘোষ অনেকের বিষনয়নে পতিত হইয়াছেন। ইনি বিষয় কর্ম্মে একজন যোগ্য লোক। ইহাঁর বিরুদ্ধে মহারাজের নিকটে অনেকে অনেক সময়ে অভিযোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যেন তাহাতে আদৌ বিশ্বাস না করেন। স্বর্গীয় মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্যামনগরে দেবালয় অতিথিশালা, সংস্কৃত বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ইহাঁর যত্নে দেবসেবা, বিদ্যাদান অন্নদান প্রভৃতি উত্তম চলিতেছে। কিন্তু চিকিৎসালয়টীর অবস্থা ভাল নহে।

অনুগত শ্রী লিখিয়াছেনঃ—বগুড়ার ব্যবসায়িগণ লাইসেন্স ট্যাক্স প্রপীড়িত হইয়া বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। তত্রত্য ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার যেখানে ১২০০ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালেক্টার সেই খানে ৪০ হাজার টাকা কর ধার্য্য করাতেই সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর, যাহাদিগের কর গ্রহণ করিতেন না, বর্ত্তমান কালেক্টর তাহাদিগেরও কর নিদ্ধারণ করিয়াছেন। কোথায় ১২ হাজার কোথায় ৪০ হাজার! বড় অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে।

বারাণসী হইতে পণ্ডিত জয়রাম বেদান্তবাগীশ লিখিয়াছেন, তথায় একটী হরিসভা হইয়াছে। ইতি মধ্যে ইহার দুইটী অধিবেশনও হইয়াছিল। সভার অধিবেশন-দিবসদ্বয়ে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং তত্রত্য অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইহাতে মনোহর বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। তত্রত্য ধনিগণ এই সভার কার্য্যে যোগ না দিলে ইহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা অল্প।

সংবাদদাতার পত্র।

যশোহর।

ষ্টেশন মণিরামপুরের অন্তঃপাতী আমাদিগের আবাস ভূমি চাকলা গ্রাম হইতে ক্ষেদাপাড়া পর্য্যন্ত একটী ফেরিফণ্ড রাস্তা না থাকায় পথিক সম্প্রদায়ের যাতায়াতের অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে। বর্ষাকালে যশোহরে যাইতে হইলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ঐ সময়ে ডাকের পত্রাদি বিলি এবং মফস্বলে গমন ও এজাহার প্রভৃতি জারি হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। গত বর্ষাকালের বন্যায় ১।। দেড় ক্রোশ ব্যবধান ঝাঁপা পোষ্টাফিস হইতে ৫। ৬ দিন অন্তর আমরা ডাকের চিঠি ও সংবাদপত্রাদি পাইয়াছিলাম। চাকলা হইতে নোয়ালি, সোঁড়া, ভরতপুর, ঝাঁপা, মল্লিকপুর, হরিহর নগর দিয়া ক্ষেদাপাড়ার তালসারি পর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত রাজপথ প্রস্তুত হইলে অনায়াসে ২৫। ৩০ খানি গ্রামের অধিবাসিবর্গের গমনাগমনের কষ্ট নিবারণ হইতে পারে।

এক্ষণে যশোহরের দয়াশীল মাজিষ্ট্রেট [illegible] সাহেব মহোদয় সমীপে আমাদিগের বিনীত প্রার্থনা এই, প্রাগুক্ত রাস্তাটি প্রস্তুত করাইবার

সাহায্য মঞ্জুর করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করুন।

বিগত ২৩ এ বৈশাখ মঙ্গলবার এ বিভাগের প্রায় সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন হইতে এ দিকে প্রায় প্রতিদিন বরুণদেব বারি বর্ষণ করিতেছেন। ঐ বৃষ্টিতে ষ্টেষণ মাধবরামপুরের অন্তঃপাতী চুঁটে কামালপুর, গোপালপুর, মনোহরপুর, বাজিতপুর, শ্যামনগর, কোদাকোলা, হাড়খালি, বিপ্রকোণা, দশাড়াঙ্গা, কোদালাপাড়া, কেদাপাড়া, কদম্বাড়িয়া হরিহরনগর, মুক্তারপুর, ডুমুরখালি, গোলখাদা, মনিরুপুর, দো দেড়ে, রাজগঞ্জ, মামা বাগপুর, এগো, মন্মথ নগর, খেজুরা, কাটালতলা, পৌতা, ভরতপুর, নোয়ালি, গোবিন্দপুর, চাকলা প্রভৃতি গ্রামের কৃষকেরা ভূমি চাস করিয়া ধান্য বপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যশোহরের আর কোন স্থানে বোধ হয় ধান্য বুনিতে বাকি নাই। অধিকাংশ স্থানে ধান্যের চারা বাহির হইয়াছে। গত রবিবারেও এদিকে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে।

যশোহরের অন্তঃপাতী হড় হড়ে (হরিহর) নদের জল স্থানে স্থানে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

যশোহরের অন্তঃপাতী ফকির হাটের শাখা পোষ্ট আফিসের ভূতপূর্ব্ব পোষ্টমাষ্টার পূর্ণচন্দ্র দাস গুপ্ত ইতিপূর্ব্বে দুইখানি রেজেষ্টরি পত্র মধ্যস্থিত ২৫৫ টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। সম্প্রতি সে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। শুনা গেল বিচারে তাহার ২ বৎসর কারাবাস ও ২০০ দুইশত টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ঝিনাদহের বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের বার্ষিক অনটন নিবারণার্থ বিগত ২২ এ বৈশাখ সোমবার তথায় একটী সভা হইয়াছিল। উক্ত সবডিবিজনের কয়েক জন কৃতবিদ্য পরহিতৈষী ন্যায়পরায়ণ মহোদয় ব্যক্তি উদ্যোগী হইয়া এলাকাধীন প্রায় সকল স্থানের সঙ্গতিপন্ন ভদ্র লোকদিগকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই, আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ সকলে উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া সভা মহোদয়দিগের মানরক্ষা এবং বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের উন্নতির চেষ্টা করিলেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় কর্তৃপক্ষের কটাক্ষপাতে যশোহরের মধ্যে প্রধান উন্নত গ্রামটীর উপক্রম হইয়াছে। ইংরাজি স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কম হওয়াটা কি বঙ্গবিদ্যালয়ের অপরাধ?

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে দিবস আউট পোষ্ট কোটচাঁদপুরের অন্তর্গত সলেমানপুর গ্রামে চোরে ধনিবার জে, এম ম্যাকলিয়ড সাহেবের মৃত মেমের কবর বা সমাধি খনন করিয়াছিল। কোট চাঁদপুরে একটী বিখ্যাত গুলির আড্ডা আছে। ঐ আড্ডার লোকের দ্বারা এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হওয়ারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জনশ্রুতি মৃত মেমের করীতে একটী স্বর্ণনির্ম্মিত ফুল এবং হস্তের অঙ্গুলিতে ৭। ৮ শত টাকা মূল্যের একটী হীরকাঙ্গুরীয় দেওয়া হইয়াছিল। চোরেরা স্ক্রু দিয়া বন্ধ করা কাঁটালের বাক্স ভাঙ্গিয়া ইপ্সিত অর্থ লইতে পারে নাই। উক্ত গ্রামে আরও একটী সিদ চুরি এবং বাজারে জনৈক দোকানদারের সরিষা চুরি গিয়াছে। ঐ সময়ে কোট চাঁদপুরে ঝিনাদহের পুলিষ ইনস্পেক্টর ও সব ইনস্পেক্টর উপস্থিত থাকিতেও ঐ সমস্ত চুরি যাওয়ায় তত্রত্য অধিবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে।

হুগলী।

১ লা জ্যৈষ্ঠ।

গ্রীষ্মাতিশয্য নিবন্ধন প্রাতঃকালে কাছারি হওয়াতে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া "সোমপ্রকাশে" লিখিয়াছিলাম। সংপ্রতি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, আমাদিগের সেই লেখা দেখিয়া বেঙ্গল সেক্রেটরী সাহেব বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনর সাহেবকে ইহার সত্যতা জানিবার জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে উল্লেখ করেন "সোমপ্রকাশের হুগলির সংবাদদাতা হুগলির ফৌজদারী কালেক্টরী প্রভৃতি আদালত গুলি প্রাতঃকালে হওয়াতে সর্ব্ব সাধারণ উকীল মোক্তার ও অর্থী প্রত্যর্থীগণের বিলক্ষণ অসুবিধা হইতেছে বলিয়া লিখিয়াছেন।" যাহাতে প্রাতঃকালে কাছারি না হইয়া বেলা ১০ টা হইতে ৪টা অবধি হয়, তাহার নিমিত্ত স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেই পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইবাতে মাজিষ্ট্রেট বীমস্ সাহেব মহোদয় আবার ১০ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত কাছারি করিতেছেন।

আমাদিগের কৃতবিদ্য যুবকেরা দেশের অলঙ্কার স্বরূপ, অজ্ঞ লোকেরা তাঁহাদিগকে আদর্শ জ্ঞান করিয়া থাকেন, এমত অবস্থায় তাঁহারা নিজেই যদি ক্রোধাদি রিপুর অধীন হইয়া অন্যায় কাজ করিয়া বসেন, তাহা হইলে নিতান্ত দুঃখের হয়। আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, মেডিকেল কালেজের ছাত্র গরিফানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় হুগলি-রেলওয়ে ষ্টেষণের বুকিং ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহিত টিকিট লওয়া উপলক্ষে বিবাদ করিয়া মারপিট করাতে হুগলির জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কপিশ সাহেব বাহাদুর উপেন্দ্র বাবুর ১০ টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে এই সামান্য মোকদ্দমায় উপেন্দ্র বাবুর পাঁচ ছয় শত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমরা জানি নীলমণি বাবু নিতান্ত অমায়িক ও শান্ত প্রকৃতির লোক। তিনি হুগলির ষ্টেষণে প্রায় ৪।৫ বৎসর আছেন। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আমরা তাঁহাকে কোন আরোহির সহিত কুব্যবহার করিতে দেখি নাই।

আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি এখানকার একটী সম্ভ্রান্ত বংশীয় কুলনারী রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে ছাদ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। শুনা গেল ঐ স্ত্রীলোকটী ৩। ৪ মাসের সসত্ত্বা ছিলেন।

সংপ্রতি হুগলির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও রোড সেস কমিটীর ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাধব রায় মহোদয় আমাদিগের মোগুলাই গ্রামের রাস্তা গুলির সংস্কারার্থ রোডসেস্ ফণ্ড হইতে এক শত টাকা দিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রদত্ত টাকা "সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য স্বরূপ" হইয়াছে। আমরা ভরসা করি শ্যামাধব বাবু আগামী বৎসরের বজেটের সময় আর কিছু টাকা দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

চন্দননগর।

বসন্ত ও ওলাউঠায় এস্থান জনশূন্য করিতেছে। তবে আহ্লাদের বিষয়, যে মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় ক্রমে পীড়ার হ্রাস হইতেছে।

আমাদের নবাগত বড় সাহেব "সেফ দে সেব ভিস" বাস্তবিক প্রজাহিতৈষী। তিনি প্রায় প্রত্যহই এখানকার ধনী প্রজাবর্গের বাটীতে গিয়া, কিসে এস্থানের উন্নতি হইবে, তাহার পরামর্শ করিতেছেন। যদ্যপি ঈশ্বরেচ্ছায় এখানকার জল বায়ু তাঁহার সহ্য হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের উন্নতি হইবে।

বাঙ্গালী টোলায় রাত্রিকালে আলো দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমান খ্রী অব্দে সর্ব্ব সমেত ৩৮ টী নূতন আলো দেওয়া হইবে। ইহার জন্য প্রজাকে ট্যাক্স দিতে হইবে না। এস্থানের প্রত্যেককে বার্ষিক আট আনা ট্যাক্স দিতে হয়। এই ।৷০ আট আনা ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট আর কোন বিষয়ে কর গ্রহণ করেন না। চন্দননগর-গবর্ণমেণ্ট যেরূপে প্রজা পালন করিতেছেন, তাহাতে বাস্তবিক ফরাস জাতিকে প্রজাপালন বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আমাদের পাড়ার জন কয়েক যুবকের যত্নে একটী নাট্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এবিষয়ে নন্দলাল বাবুর যত্ন দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইহা স্থায়ী হইবে।

তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়, কিন্তু যদ্যপি তিনি ইহার সঙ্গে একটী রিডিংরুম করিতে পারেন, তাহা হইলে অনেক অভাব মোচন হয়।

জামালপুর

একটী ব্রাহ্মণ জামালপুরের অডিট আফিসে কেরাণিগিরি কর্ম্ম করিত। উহার চরিত্র সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। সম্প্রতি ঐ ব্যক্তি একদিন রাত্রি অনুমান একটার সময়ে এক ফিরিঙ্গীর বাড়িতে প্রবেশ করিয়া তাহার মেমের সহিত বারাণ্ডায় বসিয়া গল্প করিতেছিল। হঠাৎ সাহেবের নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় দেখে মেম নিকটে নাই। অনুসন্ধানার্থ বাহির হইবা মাত্র মেম ও ঐ যুবাকে একত্র বসিয়া গল্প করিতে দেখিয়া সাহেব যুবার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বিলক্ষণ প্রহার করেন এবং অনধিকার প্রবেশের দাবিতে পুলিসে চালান দেন। মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইহার বিচার হয়। বিশিষ্ট প্রমাণ না হওয়াতেই মোকদ্দমাটী ডিস্ মিস হইয়াছে। ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ানেরা যদি জাত্যন্তর বলিয়া হিন্দু সমাজে স্থান না পায় তবে এই লম্পট যুবক ও আমাদের মতে হিন্দু সমাজে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে।

একটী রেলওয়ে বাবু ট্রেণ হইতে নামিয়া যাত্রীরা যে ফটক দিয়া বাহিরে যায় সেখান দিয়া না যাইয়া প্লাটফরমের মধ্য দিয়া কর্ম্ম স্থানে যাইতে ছিলেন। পুলিসের জনেক কনষ্টেবল যাইতে নিষেধ করিলে কহেন, আমার নিকট ছাড় পত্র (পাশ) আছে, অতএব যে সে স্থান দিয়া যাইতে পারি। কনষ্টেবল সে কথা না শুনিয়া বল পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধরিতে উদ্যত হইলে ও তিনি যাইতে নিরস্ত হয়েন নাই। কনষ্টেবল এই অপমানে তাঁহার উপর মান দিতে একটী মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া, মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করে। কিন্তু রীতি মত প্রমাণ দিতে না পারায় মোকদ্দামাটী ডিস্ মিস্ হইয়াছে।

মুঙ্গেরের একটী বাবু জামালপুরের অডিট আফিসে কর্ম্ম করেন। বাসায় কিছু কাজ আনিয়া দেখেন, গৃহে কালী নাই। তাঁহার এক বন্ধু মুঙ্গের ষ্টেসনে কর্ম্ম করেন, তাঁহার নিকট ভৃত্য দ্বারায় কিছু কালী চাহিয়া পাঠান। ভৃত্য একটী ভাঙ্গা বোতলে করিয়া কালী লইয়া প্লাট ফরমে আসিবা মাত্র রেলওয়ে পুলিসের এক ব্যক্তি তাহাকে চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করে ও হাজতে দেয়। যে বাবু কালী দিয়াছিলেন তিনি এই সমাচারে ভৃত্যের উদ্ধার করিতে যাইলে কহে, "তুমি আমাদের সহিত ভাল ব্যবহার না করাতেই এরূপ কাজ করিয়াছি, এক্ষণে যদ্যপি দুই শত টাকা আনিয়া দিতে পার তাহা হইলে ছাড়িতে পারি, নচেৎ কিছুতেই ছাড়িব না" এই বলিয়া, সমস্ত রাত্রি তাহাকে হাজতে রাখে। তৎপরদিন ছাড়িয়া দিয়া, ফৌজদারিতে তাহার নামে নালিশ করিয়াছিল। মুঙ্গেরের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট ভৃত্যটীকে খালাস দিয়া উল্টিয়া ঐ পুলিশ কনষ্টেবলের মেয়াদ দিয়াছেন। উত্তম বিচার হইয়াছে, এইরূপ দুই চারিটী হইলে পুলিসের অত্যাচার অনেক কমিতে পারে।

গত সপ্তাহে একশত মণ আন্দাজ একখানি চাউলের নৌকা যখন মুঙ্গেরের ঘাটে লাগে হঠাৎ তামাক খাইবার আগুণ উড়িয়া গিয়া ছৌই ধরিয়া যায়। মাঝিরা বুদ্ধি পূর্ব্বক নৌকা খানি জলমগ্ন করায় চাউল ও নৌকার কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

এখানে আজ কাল ব্রাহ্মণে ও মদ বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে। অথবা তাহাতেই বা দোষ কি? বোতল বোতল সুরা উদরস্থ করিয়া যখন ব্রাহ্মণদেব ব্রাহ্মণের পবিত্র দেহে স্থির থাকিতে পারেন তখন সুরা স্পর্শে তাঁহার অকলঙ্কিত শরীর কলঙ্কিত করিতে কে সাহসী হইবে?

সম্প্রতি এতদঞ্চলে এমন পূর্ব্ব বাতাস বহিতেছে যে, গৃহের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য। ঈশ্বরেচ্ছায় বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টি না হইলে ধূলার জ্বালায় রাস্তা চলা ভার হইত। এই বাতাসে আম্রের অনেক ক্ষতি করিয়াছে। আম পয়সায় দুইসের আড়াইসের বিক্রয় হইতেছে।

অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর এখানে বিসূচিকা ও বসন্ত রোগের ভয় কম। যদিও দুই একটী বালকের জ্বর বিকার হইতেছে কিন্তু সাংঘাতিক নহে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

৩ রা মে। মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরায়ের ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ইমদাদ আলী কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরায়ে রহিলেন।

মৌলবী গোলাম এলাহি পূর্ণিয়ার ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

৪ ঠা মে। বাকরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দীননাথ আড্ডি ঐ জেলার ভূমী সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২ য় শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলু, সি, টেলার সাহেব প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

১০ ই মে। চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালিশঙ্কর সেন ১৮৬৮ অব্দের ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পুরীর অন্তর্গত খুরদার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগমোহন রায় ১৮৬৮ অব্দের ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১১ ই মে। শ্রীযুক্ত, এস, এন বন্দ্যোপাধ্যায় দিনাজপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৩ রা মে। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য বেগুসরায়ের ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

লের প্রোবেট লইয়াছেন। একণে ঐ প্রসন্নময়ী দাসীই উক্ত সম্পত্তি সমূহের একমাত্র কর্ত্রী। উইলকর্তার সম্পত্তির উপর যদি কাহার কিছু দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কর্ত্রী অর্থাৎ Executrix কে ত্বরায় জানাইতে হইবে। যদি কেহ মৃত ব্যক্তির নিকটে ঋণী থাকেন তবে তাঁহারা সত্বর স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করুন।

ধর এণ্ড ধর

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসীর প্রক্টর।

বৈষ্ণব! বৈষ্ণব! বৈষ্ণব!

"বৈষ্ণবাচার দর্পণ; বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব, নামক পুস্তক গুরুপ্রণালী, সিদ্ধপ্রণালী, অষ্টকালী লীলা, প্রত্যহ যাট্ দণ্ডের যে যে দণ্ডে যে যে লীলা, সর্ব্বাঙ্গ সেবা প্রার্থনা, গণোদ্দেশ ও নবদ্বীপ ধামের ও ব্রজ ধামের তত্ত্বধান, সমুদয় বনের বর্ণনা কোন্ বনে কোন্ লীলা তাহার বিবরণ; কোন ভক্তের কি স্বরূপ, কোথায় কার বাস ইত্যাদি।

বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়ের বিবরণ প্রমাণ শ্লোকসহ পয়ার প্রভৃতি ছন্দে বঙ্গভাষায় পদ্যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম বিভব পর্য্যন্ত ১ ম খণ্ড (৩১২) পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা। ডাক মাশুল ৶০ আনা। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি ও শ্রীবা সাদির এবং শ্রীরেবতী বলদেব ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও তত্তৎ সখা সখীর তত্ত্বধান অর্চ্চনা প্রভৃতি উপাসনা কাণ্ডের সমুদয় বিবরণ এবং বৈষ্ণবদিগের আচার কাণ্ডের নিত্যকৃত্য ও অপরাধ ও তন্মোচন প্রভৃতি সমুদয় বিবরণ আছে। উহার ষষ্ঠ বিভব দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা, ডাক মাশুল ৶০ আনা। দুই খণ্ডের অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহকদিগের মাশুল সমেত ৫ চারি টাকা মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ অধিকারী।

৫৭ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট

বালাখানা। কলিকাতা

যজুর্ব্বেদ সংহিতা (সম্পূর্ণ)

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ—৩০,

বাঙ্গালা মাত্রের মূল্য—১০

এবং—সামবেদ সংহিতা।

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রতি মাসে ১০ ফরমা নিয়মে অল্পদিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবে। দ্বাদশ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৩, এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ।।০ মাত্র। আর ১০০ গ্রাহক সংগৃহীত হইলেই কার্য্যারম্ভ হইবে।

প্রকাশক—শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা। কলিকাতা।

অব্যর্থ বেদনানিবারক।

এই ঔষধ লেপনে দেহের যে স্থানে যে কোন প্রকার বেদনা হউক না কেন, বুকে ব্যথা, পিঠে ঘাড়ে, কোমরে, হাতে, পায়ে, গ্রন্থিতে ব্যথা, যে কোন প্রকার ও যত দিনের বাত হউক না কেন, পক্ষাঘাত, গ্রন্থীসংকোচন, শূল ব্যথা, ফোলা, পঞ্জির ব্যথা, কাণের ব্যথা, শিরঃপীড়া, কাণে ব্যথা ইত্যাদিতে এই ঔষধ মহোপকারী। সহস্রাধিক প্রশংসাপত্র দেখান যাইতে পারে। মূল্য ছোট বোতল ২ ও বড় ৪, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ডবলিউ কড়র এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান দেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔসধালয়।

১৪৩ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ হীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ।।৶০

সুর সুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ।।০

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি, প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তী হানীন প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১।০ ডাকমাশুল ।।৶০

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

মালিকাপুর বস্তু পুষ্করিণী।

১৮৭৭ সালের ১০ আইনের ৩০ ধারার বিধানমতে মালিকাপুর, বৈকুণ্ঠপুর, চাঙ্গড়ীপোতা হরিনাভি, রাজপুর, নিশ্চিন্তপুর, জগন্নাথপুর, উখলা, তেঘরি, খুড়িগাছি ও সোনাপুর গ্রাম হায়ের লোক সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, যে জেলা ২৪ পরগণার প্রথম সুবরডিনেট জজ আদালতে বাদী রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এবং রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতিবাদী মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পঞ্চানন রায় চৌধুরী কেদারনাথ রায় চৌধুরী, নবীনচাঁদ ঘোষ, দীননাথ ভট্টাচার্য্য এবং রাজকুমার বসুর বিরুদ্ধে গত ৩০ এ এপ্রেল তারিখে সাধারণের হিতার্থে ১৫০০ টাকার দাবিতে বসু পুষ্করিণী নামক পুষ্করিণী দখল জন্য নালিস উপস্থিত করিয়াছে। ঐ পুষ্করিণী মালিকাপুর গ্রামে স্থিত এবং পুষ্করিণীটীর পরিমাণ কমবেশী ৪১।০ বিঘা জমী হইবে। ঐ মোকদ্দমার উভ ধার্য্যের জন্য আগামী ৫ ই জুলাই দিন অবধারিত হইয়াছে। ১৮৮০। ৬ ই মে।

Bhubun Chundra Mookerjee

প্রথম সবজজ।

জেলা ২৪ পঃ

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্র মৃজাপুর কলিকাতা } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড

গরাণহাটা

কলিকাতা।

এই যন্ত্রালয়ে স্কুল ব্যবহার্য্য ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সকল উচিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। রচয়িতার আদেশানুযায়ী প্রুফ দেখা এবং রচনার সংশোধন কার্য্য সকলও উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল

ম্যানেজার।

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের সপ্তম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৫৲ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। সপ্তম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। এক অপূর্ব্ব নগরী।
৪। উপন্যাস।
৫। শকুন্তলা ও কালিদাস।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মায় আট ফর্ম্মায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরীপাড়ায় কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ

কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশ নব কলেবর ধারণ করিয়া নূতন স্থানে ও নূতন যন্ত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সোমপ্রকাশ কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত হইবে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১০৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সহ ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্যের নিয়ম নাই। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে

প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।

(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাসুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়

৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

কোন ব্যক্তি প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের নাম করিয়া ধনী মহাত্মাদিগের নিকট অর্থ এবং গ্রন্থকার মহাশয়গণের নিকট হইতে আবশ্যক পুস্তক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন এবং কতিপয় মহাত্মার নিকট হইতে অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন, সম্প্রতি এই ঘটনা প্রকাশ হইয়াছে। কত দিন হইতে এরূপ হইতেছে এবং কত গুলি ব্যক্তি ইহার মধ্যে আছেন, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। এজন্য সকলকে বিনীতভাবে জানাইতেছি যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যতীত এই পুস্তকালয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিবার অপর কাহারও অধিকার বা ক্ষমতা নাই। যাঁহারা করেন কিম্বা করিবেন তাঁহারা প্রবঞ্চক। ইংরাজীতে সোমড়া পবলিক লাইব্রেরীর নাম মুদ্রিত কাগজ ও চিঠি ও পুস্তকালয়ের নামাঙ্কিত মোহর এবং আমার স্বাক্ষর ভিন্ন কেহ যেন অর্থ কিম্বা পুস্তকাদি দান না করেন। বড় দুঃখের বিষয়, এইরূপ ধর্ম্মজ্ঞানহীন প্রবঞ্চকদিগের জন্য অনেক সাধু ইচ্ছায় বিরত হয়েন, এবং অনেক দেশহিতকর সাধুকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। ইতি। ২৪ এ বৈশাখ ১২৮৭।

শ্রীসতীপ্রসাদ সেন

সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের স্থাপয়িতা ও সম্পাদক।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ২৸০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবে। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু

বৃন্দাবন বসাকের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র

কলিকাতা মৃজাপুর

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫॥০ টাকা ডাক মাশুল ।০

আর্য্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সন্নিপাত, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১॥০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃদ্ধওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

// সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। “প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।” ৬ ষ্ঠ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। ১২৮৭ সাল ১২ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮০ ২৪ এ মে। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

১২ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

প্রহারনিষেধক আইনের আবশ্যকতা।

মফস্বলে ইউরোপীয়ের দারুণ প্রহারে সচরাচর এদেশীয়ের মৃত্যু হয়। ইহার নিবারণার্থ এইরূপ একটী আইন করা আবশ্যক যে কোন ইউরোপীয় এদেশীয়ের গায়ে হাত তুলিতে পারিবে না। যদি কোন ইউরোপীয় এ আইনের উল্লঙ্ঘন করে, অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার গুরুতর অর্থদণ্ড করা হইবে। পাঠকগণের বিলক্ষণ স্মরণ আছে, আমরা গত বারে এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম। পরে শুনিলাম আহমদাবাদের এক মুসলমান পদাঘাতে এক হিন্দু স্ত্রীলোকের প্রাণ সংহার করিয়াছে। অতএব আমরা এই প্রস্তাব দ্বারা আমাদের কৃত সেই অতীত প্রস্তাবের সংশোধন বাসনা করিয়াছি। কেবল ইউরোপীয়ের প্রহার-নিষেধ-বিষয়ক আইন হইলে চলিতেছে না। সাধারণ্যে প্রহারনিষেধক একটী আইন হওয়া উচিত।

কেহ কাহাকে প্রহার করিলে আদালতে অভিযোগ করিয়া তাহার দণ্ডবিধান করা যায় এইরূপ আইন আছে। কিন্তু প্রাণবধের নিবারণ বিষয়ে সে আইনটী পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। কেহ প্রহার করিল, গাত্রে বেদনা হইল, অথবা শরীরের কোন স্থানে ক্ষত হইয়া রুধিরধারা নির্গত হইল, তুমি আদালতে অভিযোগ করিলে, বিচারপতি অপরাধীর দণ্ড করিলেন, তাহাতে তোমার গাত্রের বেদনার লাঘব হইল না এবং শরীরে যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহাও বিশুষ্ক হইল না। ক্ষতের প্রতিকারার্থ ডাক্তারের আশ্রয় লইতে হইল, ব্যয় করিয়া ঔষধ সেবন করিতে হইল। আদালতে অভিযোগ করিয়া সে অংশে তুমি কোন ফল পাইলে না। তবে অপরাধীর দণ্ড হওয়াতে তোমার এই এক লাভ হইল, ক্রোধে ও অপমানে তোমার শিরায় শিরায় যে বিষের জ্বালা ধরিয়াছিল, শরীরচারী শোণিত যে উৎপ্লুত বিপ্লুত হইতেছিল, মুখ চোখ ও নাসিকা হইতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, ব্রহ্মতল বিদীর্ণ হইয়া যে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছিল, হস্ত পদ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অশ্বত্থপত্রের ন্যায় যে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতেছিল, ললাটফলকে স্বেদবিন্দু মুক্তামালার ন্যায় যে বিরাজিত হইতেছিল; অপরাধীর দণ্ড হওয়াতে তাহার শান্তি হইল এবং বর্ষাকালীন পদ্মার আবর্ত্তের ন্যায় তোমার মনোমধ্যে যে মহান আবর্ত্ত হইতেছিল, তাহার নিবৃত্তি হইল এই মাত্র।

যে স্থলে অনাক্রান্ত প্রহারে শরীর অক্ষত ও অবিনষ্ট থাকে, সেইস্থানকার এই ব্যবস্থা, কিন্তু যেখানে প্রহার প্রভাবে শরীরস্থ পঞ্চ ভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, সেখানে বিচারালয়ের দণ্ড ব্যবস্থায় কোন প্রকার লাভেরই সম্ভাবনা নাই। সেই সেই হত্যাস্থলের দণ্ড ব্যবস্থার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র আইন করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে।

এক জন নিদারুণ প্রহার করিয়া ইচ্ছামত আর এক জনের প্রাণহরণ করে; এ বড় ভয়ঙ্কর কথা। মানুষ যে ইচ্ছামত আর একজনের প্রাণ সংহার করিবে, ঈশ্বর কি মানুষকে সে ক্ষমতা দিয়াছেন? না, দেন নাই। তিনি যদি মানুষকে সে ক্ষমতা দিতেন, তিনি নিজ হস্তে সে ক্ষমতা রাখিতেন না। যিনি যত বড় উচ্চপদারূঢ় হউন; যিনি যত বড় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী হউন; যিনি যত বড় বুদ্ধিমান হউন; যিনি যত বড় ঐশ্বর্য্যশালী হউন, [illegible] সকলেরই এক গতি। দরিদ্র ও ধনশালীরা যে রীতিতে জন্মগ্রহণ করে; যে রীতিতে তাহাদের যৌবন লাভ হয়; যে রীতিতে তাহাদের প্রৌঢ় দশা ও বৃদ্ধদশা উপস্থিত হয়; পরিশেষে তাহাদের যে রীতিতে মৃত্যুমুখ দর্শন হয়; উচ্চ পদারূঢ় ও ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তিরও জন্ম অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাকৃতিক বিষয়ের সেই রীতি। যে জুগুপ্সিত পদার্থে দরিদ্রের জন্ম, ঐশ্বর্য্যবানেরও সেই পদার্থে জন্ম হয়। মৃত্যুকালে দরিদ্রের যেমন হিমাঙ্গ নাড়ীক্ষয় দৃষ্টি ও বাক্রোধ, চৈতন্য নাশ হয়, ঐশ্বর্য্যবানেরও অবিকল সেইগুলি হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান ও ধনবান বলিয়া কেহ থাবি খাওয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। ঈশ্বর যখন যাবতীয় মনুষ্যেরই [illegible] বৃদ্ধি ও মৃত্যুর একবিধ নিয়ম করিয়াছেন। [illegible] মনুষ্যের কেন, পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি [illegible] একবিধ প্রণালী সংস্থাপন করিয়াছেন, তখন [illegible] বুঝা যাইতেছে, প্রমাণও হইতেছে, ঈশ্বর [illegible] রের ক্ষমতা আর কাহারও হস্তে ন্যস্ত করেন নাই।

পাঠক এ স্থলে এই আপত্তি করিতে পারেন, যদি ঈশ্বর মানবের প্রাণবধ করিবার ক্ষমতা [illegible] [illegible] অমনোযোগ্য [illegible] করিতেন না এবং [illegible] প্রাণহত্যার [illegible] দণ্ডের বিধি করিতেন না। তাহার উত্তর [illegible] নির্দ্দিষ্ট [illegible] ঈশ্বরাধিকার [illegible] স্বাধীনতার ফল। ঈশ্বর মানুষকে [illegible] শক্তি দিয়াছেন, [illegible] করিয়াছেন। মানুষ যদি [illegible] নিজ নিজ অধিকার রক্ষা করে, পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ হয় না, যুদ্ধঘটনা হয় না, [illegible] হয় না।

কিন্তু মানুষ কেমন দুরাগ্রহ গ্রস্ত, কেমন দুরাকাঙ্ক্ষার পরবশ, কেমন স্বার্থপরতায় অন্ধ, কেমন কূট বুদ্ধির আশ্রয়, কেমন অকৃতজ্ঞ যে ঈশ্বরের অধিকার হরণ করিয়া বসে। ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কৃতঘ্নতার পরিচয় দেয় এবং তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্য করিয়া মহাপাপভাগী হয়! নচেৎ সৌভ্রাত্রে কার্য্য করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিতে পারে না। তাহাতেই জগতে মনুষ্যহত্যা বিচরণ করিতেছে।

রাজারা জগতে যে মনুষ্যবধদণ্ড প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাদের ঈশ্বরাধিকার-হারিতার পরিচয় হইতেছে। তাহাতে তাঁহাদের অক্ষমতা ও সজ্ঞানশক্তি-বিমুখতা ও নিকৃষ্ট ভাবের পরিচয় হইতেছে। একজন এক জনের প্রাণবধ করিল, রাজা সেই প্রাণবধকারীর প্রাণবধ করিলেন। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে প্রাণবধ অংশে প্রথমাপরাধী প্রাণবধকারী প্রজা ও তাহার দণ্ডকারী রাজা উভয়ের তুল্যাংশ হইল। ঈশ্বরের নিকটে উভয়েই মহাপরাধী হইলেন, উভয়েই তুল্য পাপী হইলেন। আমরা যে রাজগণের নির্ব্বুদ্ধিতার কথা কহিতেছিলাম, তাহার কারণ এই। তাঁহারা মনে করেন, মনুষ্যহত্যার প্রাণবধ দণ্ড করিলে জগতে মনুষ্যবধ নিবারিত হইবে। ইতিহাসের সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত মনুষ্যবধ দণ্ড প্রচলিত দেখা যাইতেছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন্ দেশে মনুষ্যবধ নিবারিত হইয়াছে? মনুষ্যহত্যার দণ্ডবিধানের কি অন্য উপায় নাই? [illegible] অন্য উপায় অবলম্বনের [illegible] হয়। অন্য উপায় অবলম্বন করিলে বরং অনেক উপকার হইতে সম্ভাবনা আছে। [illegible] যদি [illegible] [illegible] হইতে পারে। বধদণ্ড যে কেমন বীভৎস, যাঁহারা স্বচক্ষে ঐ দণ্ড দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। [illegible] এই নিমিত্ত [illegible] দুষ্ট হইতেছে। যখন [illegible] নিরাকৃত হইল, তখন রাজগণ [illegible] পরিত্যাগ করেন। আমরা ইহার একটী প্রমাণ দিতেছি, [illegible] ছিল। [illegible] উপরে মাটি দিয়া [illegible] করা হইত; [illegible] কুকুর দিয়া খাওয়ান হইত; করাত দিয়া বিদারণ করা হইত; [illegible] আশ্রম লইয়া [illegible] যুদ্ধ [illegible] রাজ্ঞী। [illegible] হইলে শাস্তিক [illegible]

[illegible]

[illegible]

ইহাকে বন্ধন করিয়া টানিতে থাকুক, অথবা কুকুর দিয়া খাওয়ান হউক, কিম্বা শূলে দেওয়া হউক, অথবা করাত দিয়া বিদারণ করা হউক।

এই সকল দণ্ড এক্ষণে বীভৎস ও জুগুপ্সিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। আবার এমন দিনও আসিবে, যখন মানুষের প্রাণবধ দণ্ড এইরূপ জুগুপ্সিত বলিয়া বোধ হইবে। তখন উহা পরিত্যক্ত হইবে সন্দেহ নাই। যখন আমাদের দয়ালু আর্য্য ঋষিগণের পবিত্র মুখ হইতে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" এই যে মহোদার বাক্য নির্গত হইয়াছে, রাজগণ তাহার অনুসরণ করিবে। ফলতঃ যেসমস্ত দয়ালু সৎপুরুষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহারা দৃঢ়তররূপে জীবহিংসার পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

অতএব আমরা প্রবল ব্যক্তির নিদারুণ প্রহারে দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রাণহত্যা নিবারণের উপায় স্বরূপ যে আইন করিবার প্রস্তাব করিলাম আমাদের সভ্যতম গবর্ণমেণ্ট তাহাতে উপেক্ষা করিবেন, আমাদের এমন বোধ হয় না। তাঁহারা ঐ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন এবং আমাদের বাঞ্ছানুরূপ একটী আইন করিয়া ঐ বীভৎস কাণ্ডের নিবারণে যত্নবান্ হন, এই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

যদি গবর্ণর জেনরল রাখা হয় ইংলণ্ড হইতে পাঠান উচিত নয়।

সার আর্স্কিন পেরি আফগান যুদ্ধ-সম্বন্ধে যে এজাহী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাতে যদি বিশ্বাস করা যায়। বিশ্বাস না করিবার কোন পথ দেখা যায় না, তিনি প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া স্ববাক্য সমর্থন করিয়াছেন তাহা হইলে লর্ড লিটনকে আফগান যুদ্ধের সম্পূর্ণদায়ী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হয়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এক জন নাটক রচনা করেন, অন্য জন তাহার অভিনয় করিয়া থাকেন। কিন্তু আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে লার্ড লিটন নাটকরচয়িতা ও অভিনেতা উভয় পদই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবে বুঝা যায়, প্রস্তাব লেখক পেরি সাহেবের এই কথা বলা অভিপ্রেত, আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কোন দোষ নাই। যত দোষ লার্ড লিটনের। কারণ, তিনি সীমাবৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া তাহাতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের মত করিয়া লইয়াছিলেন। সিক্রেটরি সেক্রেটরি কর্ণেল কল সাহেব আবার লার্ড লিটনের মত করেন।

পেরি সাহেব একজনকে দোষমুক্ত ও অপরকে দোষী করুন, আর অন্যেই সে চেষ্টা পাউন, কিন্তু আমাদের মতে সকলেই সমান দোষী। সত্য বটে লার্ড লিটন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু লার্ড সালিসবরি বা ডিসরেলি যদি ঐ প্রস্তাবে অনুমোদন না করিতেন, প্রস্তাবটী কখনই কার্য্যে পরিণত হইত না। লার্ড লিটন মোহমন্ত্রবলে কি তাঁহাদিগকে মোহিত করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লইলেন? তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না? যদি বুঝিতে না পারিয়া থাকেন; তাহা হইলে এই দুই প্রকার অনুমান করিতে হয়। হয়, তাঁহারা ভারতবর্ষের কার্য্য কিছুই দেখেন না, গবর্ণর জেনেরলের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করেন,তিনি যা করেন, তাই হয়, নতুবা তাঁহারা মৃণ্ময়মূর্ত্তি, উপরিস্থ পদে কেবল সাক্ষী গোপাল স্বরূপ আছেন। তাঁহারা এমন গুরুতর বিষয়ে কিরূপে অনায়াসে অনুমোদন করিলেন? তাঁহারা ইহার অনিষ্টকারিতার বিষয় একবারও চিন্তা করিলেন না? সীমা বাড়াইতে হইলে অন্ততঃ উপত্যকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইবে। পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী যাবতীয় পার্ব্বত্য পথ অধিকার ব্যতিরেকে সে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। পার্ব্বত্য পথ অধিকার করিতে গেলেই কাবুলের সহিত যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা। ঘটনাতে তাহাই ঘটিয়াছে। যাঁহাদের উপরে সকল বিষয়ের ভার, তাঁহারা যদি উচ্চাসনে থাকিয়া এ সকল অনিষ্ট দেখিতে না পান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের উচ্চ স্থানে আরোহণ করিবার ফল কি? বিশেষতঃ সীমাবৃদ্ধি প্রস্তাব নূতন প্রস্তাব নয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল ঐ প্রস্তাব হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গবর্ণর জেনরলেরা ঐ সকল অনিষ্ট দেখিয়াই ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। অতএব যাঁহারা বলেন, লার্ড লিটনই কাবুল যুদ্ধ বাঁধাইবার গুরুমহাশয়, তাঁহারা ভ্রান্ত। আমাদের সংস্কার এই, ইংলণ্ডে কাবুল যুদ্ধের পত্তন প্রস্তুত হইয়াছিল, দোমেষ্টেও হইয়াছিল, লার্ড লিটন কেবল রঙ দিয়াছেন।"

গবর্ণর জেনেরল যত অনর্থের মূল, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহারা গবর্ণর জেনেরলের মতেই চলেন, যদি এই সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে গবর্ণর জেনেরলের নিয়োগ বিষয়ে একটী বিশেষ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা এদেশীয়ের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী নন, তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল করা কর্ত্তব্য নয়। এদেশের প্রতি স্নেহ ও মমতাবান্ লোকের অন্বেষণ করিতে হইলে ইংলণ্ড হইতে গবর্ণর জেনেরল পাঠান উচিত হয় না। ভারতে ইংরেজ আধিপত্য আরম্ভ অবধি এপর্য্যন্ত ইংলণ্ড হইতে যত গবর্ণর জেনরল আসিয়াছেন, তাঁহাদের

অধিকাংশই ভারতের প্রতি দয়া মায়া-শূন্য হইয়া কাজ করিয়াছেন। লর্ড লিটন ঐ দলের প্রধান। ইনি ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন, সকল বিষয়েই ভারতের সহিত ইহাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের ও দুঃখের বিষয় এই, ইহাঁ হইতে ভারতের একটীও হিত কার্য্য হয় নাই। লার্ড ডেলহাউসি যে এত দুরন্ত ছিলেন, তথাপি তিনি প্রকারান্তরে ভারতের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের রেলওয়ে তাঁহার কীর্ত্তি। এই সকল কারণে আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি, যাহাঁরা ভারতে থাকিয়া দীর্ঘকাল রাজকার্য্য করিয়া রাজকার্য্যে সুশিক্ষিত ও এদেশীয়দের হিতব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তিকেই ভারতের গবর্ণর জেনরল করা কর্ত্তব্য। আমরা সকল বিষয়েই ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন রাজকর্ম্মচারীদিগের পূর্ব্বশিক্ষার ও অভিজ্ঞতালাভের বিধি দেখিতে পাইতেছি। যিনি সিবিল সর্ব্বেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশে আইসেন, তাঁহাকে প্রথমে মাজিষ্ট্রেটের সহকারী হইয়া কার্য্য করিতে হয়। তাহার পর ক্রমে তিনি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চ ও উচ্চতর পদ লাভ করেন। অন্য অন্য বিষয়েরও এইরূপ ব্যবস্থা। কেবল গবর্ণর জেনরল নিয়োগের বিষয়ে এ বিধি নাই। এ বিধি নাই বলিয়াই আমরা অল্প গবর্ণর জেনরলকে ভারতহিতৈষী ও ভারতের প্রতি দয়াবান্ দেখিতে পাই। যদি একপ নিয়ম হয়, ভারতের যেসমস্ত রাজকর্ম্মচারী নিজ গুণে ও ভারতের প্রতি দয়াগুণে বিখ্যাত হইবেন এবং ক্রমে কমিশনর ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উচ্চ পদ লাভ করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাছিয়া গবর্ণর জেনরল করা হইবে।

আমরা যে অনিষ্ট নিবারণের বাঞ্ছায় গবর্ণর জেনরল নিয়োগের উল্লিখিত প্রস্তাব করিলাম, ভারতে গবর্ণর জেনরল পদ রহিত করিলেও সে মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে। এখন আর আমরা ভারতের গবর্ণর জেনরল পদের উপযোগিতা আবশ্যকতা ও সার্থকতা দেখিতে পাই না। এখন যদি সকল প্রেসিডেন্সিতে এক একজন উপযুক্ত গবর্ণর প্রতিষ্ঠিত হন, তাহা হইলে কার্য্য চলিতে পারে। তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এককালে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে স্ব বক্তব্য বিষয় সকল লিখিয়া পাঠাইবেন। ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে আদেশাদি দিবেন। গবর্ণর জেনরল পদ উঠিয়া গেলে অনেকগুলি উপকার লাভেরও সম্ভাবনা আছে। প্রথমতঃ অনেকগুলি টাকা বাঁচিয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ কার্য্য লাঘব হইবে। তৃতীয়তঃ লার্ড ডেলহাউসি ও লার্ড লিটন প্রভৃতির ন্যায় দুরাকাঙ্ক্ষা-পরবশ গবর্ণর জেনরল হইতে ভারতের যে মহা অনিষ্ট ও ইংরাজ জাতির যে কলঙ্ক হইল, তাহা আর হইবে না। লার্ড ডেলহাউসি অন্যায় বলপ্রয়োগপূর্ব্বক ঝান্সী বেরার প্রভৃতি এদেশীয় রাজার রাজ্য যে ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কি ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হয় নাই? লার্ড লিটন কাবুলে অন্যায় যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া একটী স্বাধীন দেশ উৎসন্ন করিলেন এবং অন্যায়রূপে ভারতকে সে ক্ষয়ের দায়ী করিলেন, এটী কি ইংরাজ জাতির কলঙ্কের বিষয় নয়?

ভারত যাহাঁদের চন্দ্র সূর্য্য বুধ বৃহস্পতি শুক্রাদি গ্রহের ন্যায় দূরবর্ত্তী, ভারতের সহিত জন্মাবচ্ছিন্নে যাহাঁদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, তাদৃশ সমসুখদুঃখতাহীন ব্যক্তিদিগকে ভারতের গবর্ণর জেনরল করিলে যে কি মহাদোষ হয়, তাহা অনেকেরই কার্য্য দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। যাহাঁরা তাদৃশ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের কাজ ভাল হয় না, তাদৃশ ব্যক্তিরও এদেশে আসা ভাল হয় না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কেবল যে ভারতের প্রতি নিঃস্নেহ ও নির্ম্মম, তাহা নয়। তাঁহারা রাজনীতি বিষয়েও নিষ্ণাত নন। রাজনীতি যে প্রকার দুরূহ বিষয়, দীর্ঘকাল আলোচনা না করিলে ইহাতে ব্যুৎপত্তি হয় না। রাজনীতিতে ব্যুৎপন্ন না হইয়া গবর্ণর জেনরলী করা নাপিতপুত্রের ক্ষৌরকার্য্য শিক্ষার ন্যায় হইয়া উঠে। ইংলণ্ডে গবর্ণর জেনরল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবার আর একটী প্রধান দোষ এই, অনেকে দুরাকাঙ্ক্ষা শিরোদেশে বহন করিয়া আইসেন। উপস্থিত হইয়া তাহা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই চেষ্টায় অনেকে ধনে প্রাণে ও স্বাধীনতায় বঞ্চিত হয়। ভেকেরা প্রস্তরনিক্ষেপকারী বালকদিগকে যেমন বলিয়াছিল "তোমাদের ক্রীড়া আমাদের মৃত্যু" অনেককে সেই বাক্যের পুনরুক্তি করিতে হয়।

নীলকরের অত্যাচার।

আমাদের যশোহরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, পুনরায় নীলকরের অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, নীলকরেরা বলপূর্ব্বক প্রজার ক্ষেত্রে নীল বপন করিতেছে।

অত্যাচারের মূল উৎপাটিত হয় নাই। অতএব পুনরায় অত্যাচার সংবাদ শ্রবণ আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কতক গুলি জঙ্গলা গাছ আছে এক কালে তাহার মূল উৎপাটন না করিয়া যদি তাহার মস্তক ছেদন করা হয়, সে গাছ পুনরায় দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তাহার শাখা প্রশাখা বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নীল ঘটিত অত্যাচারের মূল দুটী। এক প্রজার ক্ষেত্রে নীল বপন, দ্বিতীয় প্রজাকে নীলের দাদন দেওয়া। এ দুটীর অন্যথাচরণ হয় নাই। মধ্যে কেবল অত্যাচার বৃক্ষের মধ্যস্থানে আঘাত করিয়া তাহার ছেদন করা হইয়াছিল। পুনরায় কালসহকারে সেই অত্যাচার-বৃক্ষ শাখা পল্লবাদি বিশিষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। নীলকরেরা প্রজার ধান্যাদি ক্ষেত্রে নীল বপন করিতে পারিবে না এবং প্রজাকে কোন রূপে দাদন গছাইতে পারিবে না, যাবৎ এ প্রকার স্পষ্ট আইন না হইবে, তাবৎ এ অত্যাচারের সম্পূর্ণরূপে নিবারণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

যিনি নীল অত্যাচারের প্রধান শত্রু, তিনি বঙ্গদেশের শীর্ষ স্থানে বিরাজমান। অতি দূরতর প্রদেশ হইতেও তিনি দৃশ্যমান হইতেছেন। তাদৃশ ব্যক্তির অধিকারে নীলকরেরা কিরূপে পুনরায় অত্যাচার করিতে সাহসী হইল এ বিষয়ে আমাদের বড় সংশয় জন্মিতেছে। ইহার অভ্যন্তরে কোন গূঢ় কাণ্ড থাকিতে পারে। অথবা সংশয় কি? স্বার্থ মানুষের হৃদয়কে মলিন করিয়া তুলে। নীলকরদিগের ত হৃদয়ের মলিনতা-কারক নীল সম্পর্ক আছে, যাহাদের সে সম্পর্ক নাই, স্বার্থ তাহাদের শুক্ল হৃদয়কেও নীলরঞ্জিত করিয়া তুলে। যাহা হউক, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা আমরা বলিলাম। পত্র প্রেরকের নিকটেও আমাদের কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। তিনি "নীলকরের অত্যাচার" এই শীর্ষক দিয়া পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু এ শীর্ষক না দিয়া যদি "দেশীয় লোকের প্রতি দেশীয় লোকের অত্যাচার" এই শীর্ষক দিয়া পত্র লিখিতেন, তাহা অধিকতর সঙ্গত হইত। আমরাও, পত্রপ্রেরক ঠিক কথা লিখিয়াছেন বলিয়া অধিকতর আনন্দিত হইলাম। নীলকরেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজার প্রতি অত্যাচার করে? না, নীলকরের নিয়োজিত দেশীয় কর্ম্মচারীরা ও লাঠিয়াল প্রভৃতি প্রজার প্রতি অত্যাচার করে? নীলকর ত একক। দেশীয় লোকেরা যদি তাহার সাহায্য না করে, নীলকর কি অত্যাচার করিব মনে করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে? নীলকর কি স্বহস্তে প্রজাকে [illegible] প্রহার করে? দাদন দিবার নিমিত্ত নীলকর কি প্রজার বাটীতে ডাকিতে যায়? নীলকর কি স্বয়ং লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া প্রজার জমি চষিতে যায়? নীল

কর কি স্বয়ং আবদ্ধ প্রজার বাটী লুণ্ঠন করিতে যায়? দেশীয় লোকেরাই নীলকরের সহায় হইয়া এই সকল অন্যায় ও নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়া থাকে। যাহাদের এদেশে জন্ম, যাহাদের জন্মাবধি এদেশীয়ের সহিত সহবাস, যাহাদের এদেশীয়ের সহিত একবিধ ব্যবহার ও একবিধ ধর্ম্ম, তাহারাই যদি সামান্য অর্থের দাস হইয়া দয়া মায়া পরিত্যাগ করিয়া সোদরসম স্বদেশীয়ের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতে পারিল, বিদেশীয় বিজাতীয় বিধর্ম্মী নীলকরেরা যে অত্যাচার করিবে, তাহা কি অধিক আশ্চর্য্যের বিষয়? নীলকরের স্বার্থের মহান্ অনুরোধ আছে। নীলকরের ভাল বাড়ী ভাল গাড়ী ও ভাল খানা চাই, তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে নাচ গান প্রভৃতি নানা প্রকার বাবুগিরী চাই। এক নীল হইতে সে সমুদয়ের ব্যয় সংগ্রহ করিতে হইবে। সুতরাং তাহার অধিক লাভ চাই। প্রজার স্বচ্ছন্দ খুঁজিতে গেলে সে অর্থলাভ দুর্ঘট হয়। প্রজা বাঁচিল বা মরিল, তাহা দেখাও চলে না। কাজে কাজেই অন্ধ ও বধিরপ্রায় হইয়া কাজ করিতে হয়। যাহারা অন্ধ ও বধির হইয়া কাজ করে, তাহাদের হইতে ন্যায়সীমা রক্ষা হয় না, ন্যায়সীমা অতিক্রম করিয়া অধিক লাভ করিবার চেষ্টা পাইতে গেলে অত্যাচার আপনা হইতে হইয়া আইসে। নীলকরের বাটীর সম্মুখে যে মনোহর উদ্যান বিনির্ম্মিত হয়, তাহাতে যে নানাজাতীয় বৃক্ষ বিরোপিত হয়, তাহাতে এক একটু প্রজার শোণিত না দিলে তাহার বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী।

গত বুধবারের পূর্ব্ব বুধবার টাউনহলে ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভার সভ্যগণ একটী সভা করিয়াছিলেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা বিষয়ে যে ক্ষমতা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রস্তাবিত সভায় তিনি বিশেষরূপে তাহার পরিচয় দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। সভার প্রধান প্রস্তাবিত বিষয় এই, কন্সরবেটীব দলের অধিকার কালে ভারতে যে সমস্ত অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার প্রতীকার প্রার্থনায় পার্লিয়েমেণ্ট সভায় আবেদন করা। দ্বিতীয়, প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালীর প্রার্থনা করা। আমরা হিন্দুপেট্রিয়টের অতিরিক্ত পত্রে দেখিলাম ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভাও অনিষ্টপ্রতিকার প্রার্থনায় পার্লিয়েমেণ্ট সভায় আবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং দেশের সকল লোককে এ বিষয়ে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমরা উক্ত সভাদ্বয়ের এ প্রশংসনীয় চেষ্টা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বটে, কিন্তু আমরা যে প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হইতেছি, যদি উক্ত সভাদ্বয় ও দেশের লোকেরা তৎসাধনবিষয়ে যত্নবান হন, আমরা অধিকতর সন্তোষ লাভ করিব, দেশেরও সমধিক কল্যাণ সাধিত হইবে। ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভা অনিষ্ট প্রতিকারপ্রার্থনা ও প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী প্রার্থনা যুগপৎ এই উভয় প্রার্থনা করিতেছেন। এরূপ প্রার্থনা না করিয়া সকলে মিলিয়া ভারতে কেবল একমাত্র প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী-প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করুন এবং তাহার হেতুবাদস্থলে কন্সরবেটীব দলের মন্ত্রিত্বকালে ভারতে যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করুন। ভারতে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে উল্লিখিত যাবতীয় অনিষ্টের প্রতিকার সহজে হইয়া আসিবে। এই একমাত্র প্রার্থনা না করিয়া নানাবিধ প্রার্থনা করিলে এই হইবে, নূতন মন্ত্রিগণ কতক কতক প্রার্থনা পূরণ করিয়া আবেদনকারিদিগের মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা পাইবেন। কতক মনোরথ পূর্ণ হইলে আবেদনকারিদিগকে কাজে কাজেই নিরস্ত হইতে হইবে, তখন আর তাঁহারা অধিক জিদ করিতে পারিবেন না। লজ্জা হইবে। এরূপ মনে হইবে, উপকারীকে বারম্বার বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নয়।

বোধ কর, এক ব্যক্তির সান্নিপাতিক বিকার হইয়াছে, নানা উপসর্গ উপস্থিত। দারুণ পিপাসায় বক্ষঃস্থল ফাটিয়া যাইতেছে, ওষ্ঠ তালু শুষ্ক, রসনা নীরস, তন্দ্রায় নয়নদ্বয় নিমীলিত, হস্তপদে জ্বালা, আন্তরিক দারুণ যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করিতেছে। শয্যাতলে বিলুণ্ঠন করিতেছে। মুহুর্মুহুঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছে। এক একবার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিতেছে। এক একবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা পাইতেছে। এরূপ স্থলে চিকিৎসক আসিয়া যদি তৃষ্ণাশান্তি, বা দাহনিবৃত্তির কোন ঔষধ দেন বা কোন মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করেন, সে চিকিৎসাপ্রণালী যেরূপ, উক্ত সভাদ্বয়ের অনিষ্ট প্রতিকার প্রার্থনা সেইরূপ হইয়াছে। চিকিৎসক যদি প্রকৃত সান্নিপাতিক রোগের চিকিৎসা না করিয়া কেবল উপসর্গ নিবারণের চেষ্টা করেন, তাহাতে তাঁহার কৃতার্থতা লাভ হয় না। সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠালাভও হয় না। একটী উপসর্গের নিবারণ হইল, আর একটী উপসর্গ আর এক দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিল। ভারতেরও ঐরূপ প্রকৃত রোগ প্রতিনিধি শাসনপ্রণালীর অভাব। যত দিন সে রোগের শান্তি করা না হইবে, তত দিন উপসর্গসম অনিষ্ট প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া সম্পূর্ণ রূপে কৃতার্থতালাভের সম্ভাবনা নাই। একের মন্ত্রিত্ব কালে একটী অনিষ্টের প্রতিকার হইল, অপরের মন্ত্রিত্বকালে হয় ত আর এক প্রকার গুরুতর অনিষ্ট দর্শন দিল। কিন্তু প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কিত অনিষ্টের মূলে কুঠারাঘাত হইবার সম্ভাবনা। প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ ইষ্টলাভের যে সম্ভাবনা নাই, আমরা কয়েকটী উদাহরণ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছি। ভারতের রাজস্ব একটী প্রধান অন্ধকার পূর্ণ বিষয়। এটী কখন যে কি আকার ধারণ করে, বাহিরের লোকের তাহা বুঝা দূরে থাকুক, যাহাঁরা ঐ কাজে আছেন, তাঁহারাও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। বহুবার ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিকারের কোন উপায় হইল না। মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধানার্থ এক একটী কমিটী বসে বটে কিন্তু সেই সেই কমিটীর উপবেশন ও আড়ম্বরমাত্র সার, কাজে কিছু হয় না। প্রতিনিধি শাসনপ্রণালীরূপ ঔষধ প্রয়োগ ব্যতিরেকে, এ রোগের কি শান্তির সম্ভাবনা আছে? আমাদিগের প্রস্তাবিত শাসন প্রণালী হইলে তন্ন তন্ন করিয়া রাজস্ব বিষয়ের অনুসন্ধান হইবে। যে যে স্থানে দোষ আছে, তাহার সংশোধন হইবে। একটী বিশুদ্ধ ও পরিপুষ্ট রাজস্বপ্রণালী সংস্থাপিত হইবে। এখনকার মত তখন আর হাঁচা করিয়া বেড়াইতে হইবে না। এখন সমুদয়ই গোলযোগে পূর্ণ ও অন্ধতমসে আচ্ছন্ন। এখন দুই এক লক্ষ টাকা কেহ নিজ ব্যয়ে বিনিয়োজিত করিলে অপরে জানিতে পারে না। কেহ দুই এক লক্ষ টাকা নিজ ঘর হইতে আনিয়া সাধারণ ধনাগারে ঢালিয়া দিলেও অপরে জানিতে পারে না। রাজস্বের এটী বড় শোচনীয় অবস্থা। প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী হইলে এ অবস্থা সংশোধিত হইবে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়, সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থীর বয়স কম করিয়া দেওয়াতে এদেশীয়েরা সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইতে পারিতেছে না বলিয়া তোমরা চীৎকার আরম্ভ করিলে, বিড়ম্বনাময় দেশীয় সিবিল সর্ব্বিসের সৃষ্টি করিয়া তোমাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী হইলে, এ প্রকার বিড়ম্বনাময় কপট নাটকের অবতারণা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

তৃতীয়, অস্ত্রবিষয়ক ও মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন করিয়া পক্ষপাতিতার একশেষ করা হইল। তোমরা গোলযোগ করিলে, কেহই তোমাদিগের কথায় কর্ণপাত বা উত্তর দান করিল না। তোমরা বর্ষাকালের ভেকের ন্যায় আপনারাই চীৎকার করিলে আপনারাই আবার নীরব হইলে। প্রতিনিধি শাসন প্রণালী হইলে কি ঐরূপ অন্যায় ও অবিচার হইবার কথা? তখন আপনাদিগের অধিকারের কথাই বল,

আর কোন নূতন স্বত্বের কথাই বল, সকলই শোভা পাইবে। তখন, আর অরণ্যে রোদন হইবে না। তখন আর তোমাদের প্রার্থনাবাক্য কাপুরুষের কটূক্তিপূর্ণ বহ্বাস্ফোট তুল্য বিফল হইবে না।

উপসংহারে আমরা পুনরায় অনুরোধ করিতেছি উক্ত সভাদ্বয় মিলিত হউন, দেশের সকল লোককে সঙ্গে করিয়া লউন, কোমর বাঁধুন, লিবারল পার্লামেণ্ট সভার নিকটে কেবল ঐ এক বিষয়ের প্রার্থনা করুন, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন। লিবারল দল উন্নতিপ্রিয়, লিবারল শব্দের অর্থ উদার। ঐ দল উন্নতিবিষয়ক প্রস্তাবের অনুমোদন ও আপনাদিগের ঔদার্য্যের পরিচয় দান করিয়া স্বনামের যে সার্থকতা সম্পাদন করিবেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যাঁহারা সুজন ও উন্নতিপ্রিয়, তাঁহারা উন্নতিবিষয়ক প্রস্তাব শুনিয়া দীর্ঘকাল মুখমুদ্রণ করিয়া থাকিতে পারেন না। অধ্যবসায় প্রায় বিফল হয় না। আবেদনকারীরা অধ্যবসায়বান্ হইয়া যদি সংকল্পিত বিষয় সাধনের দৃঢ়তর চেষ্টা পান, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন।

কাবুল পরিত্যাগের উদ্যোগ।

কনসরবেটীব দলের লীলাখেলা ইংলণ্ডে ত শেষ হইয়াছে, তাঁহারা মন্ত্রিত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। কাবুল যে তাঁহাদের একটী প্রধান লীলাখেলার স্থান হইয়াছিল, এখানকার লীলাখেলাও বোধ হয় শেষ হইয়া আসিল। বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারি লড হার্টিংটন বক্তৃতাকালে প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে কহিয়াছিলেন, কাবুল পরিত্যাগের সুযোগ উপস্থিত হইলে লিবারল দল কাবুলের যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে, ইংরাজেরা কাবুলে ইংরাজ সৈন্যগণের নিবাস ও রক্ষার্থ যে সমস্ত দুর্গ ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ভগ্ন করিতে কত ব্যয় হইবে, তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইঞ্জিনিয়রদিগের উপরে আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং রাস্তা আর প্রস্তুত করা না হয়, এই আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট অনুমান হইতেছে, কাবুলযুদ্ধ ও কাবুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের অভিমত। তাঁহারা যে অবিলম্বে কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন বোধ হয় ইহাই তাহার উপক্রম।

আমরা অনেকের অনেক প্রকার লীলাখেলা দেখিয়াছি ও দেখিতেছি। কিন্তু কনসরবেটীব মন্ত্রিদলের লীলাখেলার ন্যায় এমন অদ্ভুত নিষ্প্রয়োজন নিষ্ফল অনিষ্টকর লীলাখেলা কখন দেখি নাই। আর যে দেখিব সে সম্ভাবনাও নাই। কৃষ্ণ পূতনা বধ করিলেন, কালীয় দমন করিলেন, গিরি গোবর্দ্ধন তুলিয়া ধরিলেন, সে সকলের এক একটী মহান উদ্দেশ্য ছিল। জগতের উপকারই সেই উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টও অনেক লীলাখেলা করিয়াছেন। শয়তানে তাঁহাকে পর্ব্বতে লইয়া গেল। তিনি স্পর্শ করিয়া কুষ্ঠ প্রভৃতি মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করিলেন। এক একখানি রুটী ও এক একটী মৎস্য দ্বারা বহুসংখ্য লোককে আহার করাইলেন। তিনি এই প্রকার অনেক লীলাখেলা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহা হইতে জগতের ভূরি উপকার হইয়াছে। সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে জগৎ উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছে। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণের কাবুলের লীলাখেলায় আমরা এ প্রকার কোন উপকার দেখিতে পাই না, কেবল অনিষ্ট। অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ ধননাশ ও মাননাশ হইল। আমাদের কাবুলের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। যদি কিছু সম্পর্ক থাকে, সে কেবল কাবুলের মেওয়া, আঙ্গুর, বাদাম, পেস্তা, ও কিসমিসের সঙ্গে সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরাও কাবুলের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর বিপদাপন্ন হইলাম। দুই একটী লোকের খেয়াল চরিতার্থ করা ভিন্ন ত আর আমরা কাবুল যুদ্ধের কোন ফল দেখিতে পাইতেছি না। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ এই ভৌতিক কাণ্ড উপস্থিত করিয়া কি আপনাদিগের ক্ষমতা দেখাইলেন? "আমরা যা মনে করি তাই করিতে পারি" জগৎকে কি এই প্রভু শক্তি প্রদর্শন করিয়া মোহিত করিলেন? কাবুলে যে কাজ হইয়া গেল, বাতুলেও এমন কাজ করে না। না আছে যুদ্ধের প্রয়োজন, না আছে যুদ্ধের প্রতিপাদ্য, না আছে সামঞ্জস্য-সম্বন্ধ।

এ সম্বন্ধে আমাদের দুটী বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। কাবুলকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসা হইবে? যদি কাবুলরক্ষার সুব্যবস্থা না করিয়া আসা হয়, সেটী ভদ্রতার একান্ত বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে। কাবুলের যে প্রকার দুর্দ্দশা ঘটান হইয়াছে, এখন তাহাদের যে প্রকার অশরণ অবস্থা ঘটিয়া উঠিয়াছে, এখন যদি তাহাদিগকে অমনি ছাড়িয়া আসা হয়, তাহারা এখন যে বিপদসাগরে পতিত হইয়া আছে, তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিকতর বিপদে পড়িবে। তাহারা সিংহ, ব্যাঘ্র ও শৃগাল কুক্কুরাদির ন্যায় পরস্পরকে পরস্পর দংশন করিবে এবং পরস্পরকে পরস্পর ক্ষত বিক্ষত করিবে এবং দুর্ব্বলেরা অনাথ ও অসহায় হইয়া বিপদ্যমান হইবে। উদারাশয় লিবারল দল কি ইহা দেখিতে পারিবেন? এ কথা ভাবিলেও যে শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। লিবারল দল কাবুল ছাড়িয়া আসিবেন, যদি এই সংকল্প করিয়া থাকেন, সেটী তাঁহাদের নামের অনুরূপ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাবুলীদিগের রক্ষার সদুপায় করিয়া আপনাদের নামের অনুরূপ কার্য্য করিয়া আসা উচিত।

দ্বিতীয়, কাবুলের সিংহাসনে কাহাকে অধিরোহিত করা হইবে? পূর্ব্ব আমীরের পরিবারস্থ দুই ব্যক্তিকে আমরা সিংহাসন-যোগ্য দেখিতেছি। এক, ভূতপূর্ব্ব আমীর সিয়ার আলীর পুত্র ইয়াকুব খাঁ; দ্বিতীয়, আবদুল রহমান। হতভাগ্য ইয়াকুবের অদৃষ্টে চিরকালটা বন্দীদশাতেই গেল। কাবুলবাসীরা যদি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকেই পদাস্থ করা উচিত। যদি বল, তিনি ইংরাজের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই, তাঁহার সে দোষ ধর্ত্তব্য নয়। যদি কাবুলের সমুদয় বিষয়েরই পরিবর্ত্ত হইল, মূল কাবুল যুদ্ধই যদি বিড়ম্বনাময় হইল, যদি যুদ্ধের প্রয়োজন ও প্রতিপাদ্য অকিঞ্চিৎকর হইল, হতভাগ্য ইয়াকুবের অপরাধই কি কেবল কিঙ্কিংকর বলিয়া পরিগণিত হইবে? তাহা হইলে ত লিবারল দলের লিবারলত্ব থাকে না। যথার্থ উত্তরাধিকারিকে বঞ্চিত করা কি ঔদার্য্যের কার্য্য? ইনি রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী, ইনি ইংরাজের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই বলিয়া ইহাঁকে বঞ্চিত করিলে অন্যায় কাজ হইবে।

কান্দাহার প্রভৃতি যে যে প্রদেশগুলি কাবুল হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, তাহাদের কি গতি হইবে? আমাদের বিবেচনায় এগুলি কাবুলের সহিত সংযোজিত করিয়া কাবুল পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনি একটী অখণ্ড রাজ্য করিয়া দেওয়া উচিত।

বিলাতী কাপড়।

১২৮৫ সালে বিলাত হইতে ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ সত্তর কোটী টাকার বস্ত্র আনীত হয়। ইহার মধ্যে আট কোটী আটত্রিশ লক্ষ টাকার কাপড় কলিকাতায় আইসে। ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দর হইতেও জাহাজে কলিকাতায় প্রায় চারি লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকার কাপড় আসিয়াছিল।

কলিকাতা হইতে প্রায় তের কোটী তেষট্টি লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় বাঙ্গালা দেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালায় চারি কোটী, বেহারে তিন কোটী চৌষট্টি লক্ষ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুই কোটী বিরানব্বই লক্ষ, পঞ্জাবে এক কোটী ঊনষাট্টি লক্ষ, আসামে বিরাশি লক্ষ, রাজপুতানায় চৌদ্দ লক্ষ, মধ্য ভারতবর্ষে সাত লক্ষ, ছোটনাগপুরে তের লক্ষ, বোম্বাইয়ে তিন লক্ষ, এবং চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি ভারত-

বর্ষীয় বন্দর সমূহে প্রায় সাট লক্ষ টাকার [illegible] নীত হইয়াছে।

এস্থলে পাঠকগণ কৌতূহল [illegible] জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কলিকাতায় [illegible] না। যে কাপড় বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহাই আবার কলিকাতা হইতে অন্যান্য নীত হইয়াছে। আসিবার সময়ে আট কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় আসিল, কিন্তু যাইবার সময়ে [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় [illegible] পাঁচ কোটী এরূপ অল্প [illegible] মূল্যের কিরূপে সংঘটন হইল? তাহার উত্তর এই যে, কলিকাতায় যে মূল্যে বস্ত্রাদি আনীত হয়, কলিকাতার বাহিরে যাইবার সময়ে তাহার মূল্য বণিকদিগের লাভ ও মাশুল প্রভৃতিতে শতকরা প্রায় পঁচিশ টাকা বৃদ্ধি হয়। সুতরাং কলিকাতায় আট কোটী বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র আমদানী হইলে কলিকাতা হইতে বাহিরে যাইবার সময়ে তাহার মূল্য দশ কোটী বায়ান্ন লক্ষ টাকা হইয়া উঠে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বাউড়িয়ার কাপড়ের কলে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার কাপড় প্রস্তুত হয়। উপরে যে লেখা হইয়াছে এদেশের নানা বন্দর হইতে কলিকাতায় ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার কাপড় আইসে, তদ্ভিন্ন বোম্বাই হইতেও প্রায় একত্রিশ লক্ষ টাকার কাপড় আসিয়াছিল। ১৮৭৩।৭৪ সালে ইংলণ্ডে বস্ত্রের ব্যবসায় অত্যন্ত মন্দ হয়, এই জন্য [illegible] [illegible] কোটী টাকার কাপড় আসিয়া কলিকাতার গুদাম পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ১২৮৫ সালে তাহার অধিকাংশ বিক্রীত হইয়াছে।

১৮৬৫ সালের গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট দৃষ্টে [illegible] যে সকল জেলার লোক পূর্ব্ব ভারত রেলওয়ের যোগে কলিকাতা হইতে বস্ত্র প্রাপ্ত হয়, তাহারা সম্বৎসরে প্রত্যেকে ১/১ মূল্যের কাপড় ক্রয় করে। পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের যোগে যাহারা বস্ত্র পায়, তাহাদের প্রত্যেকের ১।৫/০ মূল্য লাগে। কিন্তু এতদ্দেশীয়েরা প্রত্যেকে বৎসরে প্রায় এক টাকা [illegible] আনার কাপড় ক্রয় করে। উহারা অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান দেশে বাস করে বলিয়া বোধ হয় উহাদিগকে অধিক পরিমাণে বস্ত্র ক্রয় করিতে হয়।

এস্থলে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, একজন লোকের সম্বৎসরে অন্ততঃ চারিখানি ধুতি, একখানি চাদর এবং দুই তিন খানি গামছা ভিন্ন চলে না, এ সমুদয়ে অন্যূন আড়াই টাকা লাগে। কিন্তু বিলাত হইতে আমরা প্রত্যেকে গড়ে পাঁচ সিকার অধিক কাপড় পাই না। অবশিষ্ট কাপড় কোথা হইতে আইসে? ইহাতে এই অনুমান হয়, এদেশে অন্ততঃ আর দশ কোটী টাকার কাপড় সংগ্রহ হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের কোন প্রসঙ্গই প্রায় থাকে না। প্রতি হাটে প্রতি সপ্তাহে দুইবার করিয়া যে কত টাকার কাপড় বিক্রয় হয়, তাহার একটী রেজেষ্টরী থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সে রেজেষ্টারি নিয়ম না করিলে, আমরা বস্ত্রের জন্য কেবল মাঞ্চেষ্টরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকি বলিয়া সাধারণের যে একটী ভ্রম আছে, তাহা দূরীভূত হইবে না এবং দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করেও লোকের দৃষ্টি পড়িবে না। আমাদের সংস্কার এই, ভারতবর্ষের নানা স্থানে আজিও অনেক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমরা ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের সূক্ষ্মবস্ত্র-ব্যবসায়ীদিগের কথা বলিতেছি না। অদ্যাপি কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান ভিন্ন অনেক স্থানে তন্তুবায়দিগের ব্যবসায় চলিতেছে। অযোধ্যার একজন কমিশনর লিখিয়াছেন যে উক্ত প্রদেশের পূর্ব্ব অংশে সহস্র সহস্র তাঁত চলিতেছে। [illegible] দিগের দেশীয় দরিদ্র তাঁতিরা যে অগাধ ধনশালী মাঞ্চেষ্টর বণিকদিগের সহিত যুঝিয়া উঠিতেছে, ইহা তাহাদিগের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। আমাদিগের দেশীয় ধনবানেরা যদি এই সময়ে উহাদিগের সহায়তায় প্রবৃত্ত হন, অথবা উহাদিগের সহিত মিলিয়া নিজেরা স্বতন্ত্ররূপে ব্যবসা চালাইতে থাকেন, তাহা হইলে ভারতের একটী উন্নতি দ্বার বিমুক্ত হয় সন্দেহ নাই।

১২৮৩ সালে ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ১১১৫০০০০০ টাকার তুলা বিদেশে নীত হইয়াছে এবং ১৬৭১০০০০০ টাকার কাপড় বিদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। তুলা ও কাপড় উভয়ের ওজন এবং মূল্য ধরিলে যত তুলা গিয়াছে, তত কাপড় আইসে নাই। আমরা যদি নিজে নিজ দেশে এই বস্ত্রের ব্যবসায় চালাই, এই তুলার কাপড় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অধ্যবসায়বান হই, দরিদ্র তাঁতিদিগের বস্ত্রবয়ন শিক্ষা, বড় বড় কারখানা খুলি, রীতিমত শ্রমবিভাগ ব্যবস্থা করি, সুপ্রণালীতে তাহার পরিদর্শনকার্য্য সম্পন্ন করি; তাহা হইলে কেবল হাতে তাঁত বুনিয়া আমরা ম্যাঞ্চেষ্টরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া জয় লাভ করিতে পারি বোধ হয়। আর যদি আমরা কল আনাইয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিতে শিখি এবং যদি স্বদেশোৎপন্ন সমস্ত তুলার কাপড় প্রস্তুত করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোকের বস্ত্র সংস্থান করিয়া দিতে পারি। বিশেষতঃ মাঞ্চেষ্টর এক্ষণে আমাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। তত্রত্য বণিকগণ কাপড়ে এত পাট মিশাইতেছে যে, যে দরে আমরা কাপড় কিনিয়া থাকি, উহার রীতিমত মূল্য তাহার অর্দ্ধেক হওয়াও উচিত হয় না। মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণ দেখিতেছেন, আমরা অনন্যগতি। তাঁহাদের ভিন্ন আমাদের গতি নাই। আমরা হস্ত-পদ-হীন অসার অপদার্থের ন্যায় তাঁহাদের উপরে নির্ভর করিয়া আছি। সুতরাং তাঁহাদের স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে। তাঁহারা যা মনে করিতেছেন, তাই করিতেছেন। তাঁহারা যদি কেবল পাট মিশাইয়া ক্ষান্ত থাকেন, তাহা হইলে ত তাঁহারা বাপের ঠাকুর। কবে খড় ও কেশে মিশান, বলা যায় না। ক্ষমতাহীন কাপুরুষকে সকলেই চাপিয়া ধরে। পাট মিশান রোগটী কেবল মাঞ্চেষ্টরের নয়, শুনিতেছি বোম্বাইয়েরও নাকি ভেজাল দেওয়া রোগ ধরিয়াছে। আমাদের দেশীয় বস্ত্রে একটুও ভেজাল নাই, অথচ উহার মূল্য কলজাত বস্ত্রের মূল্যের অপেক্ষা চারি আনার অধিক নহে। আমরা কৃতবিদ্য উৎসাহশীল, উদ্যমশীল যুবকগণকে দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিতেছি। যদি তাঁহারা স্বীয় অধ্যবসায় বলে এদেশে প্রচুর পরিমাণে অকৃত্রিম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেশীয় বস্ত্রের মূল্য আর কিছু কমাইতে পারেন, তাহা হইলে, মানুষের বুদ্ধি ত আছে, পাট মিশ্রিত কাপড় কেহ কিনিতে যাইবে কেন?

আমরা সময়ে সময়ে এই বাতুলপ্রায় প্রস্তাব শুনিতে পাই, যুবকেরা উপহাসকর প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, তাঁহারা মাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র আর পরিধান করিবেন না। এরূপ অলীক দেশহিতৈষিতায় দেশের অপকার ভিন্ন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি যথার্থ দেশের হিতসাধন ব্রতে ব্রতী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মাঞ্চেষ্টরের দোষদর্শন লোকের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিউন এবং নিজে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে যাহাতে দেশীয় বস্ত্র অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, আমরা বাউড়িয়া কলে প্রায় বিশ লক্ষ টাকার বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু আমাদের অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন মাঞ্চেষ্টর ও বোম্বাইর পথাবলম্বী হইয়া পাট মিশাতে আরম্ভ না করেন। তাহা না করিলে কেবল যে তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি ও সেই সঙ্গে লাভ হইবে এরূপ নয়, তাঁহাদের দ্বারা পৃথিবীর একটা মহৎ উপকার সাধিত হইবে। দশ জন প্রতারকের মধ্যে যদি দুই জন সাধু থাকে, তাহা হইলেও ভরসা করা যায়, যে

কালে প্রতারকদিগেরও চরিত্র সংশোধিত হইয়া আসিবে।

মিউনিসিপালিটী।

১৮৭৬ অব্দে যে মিউনিসিপাল আইনটী করা হয়, তাহার তুল্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আইন ভারতবর্ষীয় কোন ব্যবস্থাপক সভা হইতে কখন হইয়াছে কি না সন্দেহস্থল। মিল প্রভৃতি গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ স্থানীয় শাসন সম্বন্ধে যে সকল উন্নত নীতির আবিষ্ক্রিয়া করিয়া গিয়াছেন, উহাতে সে সমস্তই সন্নিবেশিত আছে। মিল বলেন, স্থানীয় শাসন কার্য্য নির্ব্বাহার্থে যে সকল ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হন, তাঁহারা প্রায়ই গ্রামবাসী লোক। তাঁহাদের স্থানীয় কার্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকিলেও উচ্চতর রাজনীতি বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অতএব তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি শিক্ষিত কর্ম্মচারিকে স্থানীয় শাসন সভায় স্থান দেওয়া আবশ্যক। আমাদিগের মিউনিসিপাল আইনেও রাজ কর্ম্মচারিদিগের মধ্য হইতে এক চতুর্থাংশ সভ্য মনোনীত করিবার বিধি আছে। মিলের মতে স্থানীয় সভায় নির্ব্বাচন প্রণালী প্রচলিত করা আবশ্যক। মিউনিসিপাল আইনেও বিধি আছে, যদি কোন মিউনিসিপালিটী লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করেন, তাঁহারা নির্ব্বাচন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। ঐ আইনে এ বিধিও আছে, কমিশনরেরা স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকটে পত্র লিখিতে পারিবেন। আইনে বিধি আছে স্থানীয় করে যে কিছু লাভ হয়, মিউনিসিপালিটীই তাহার এক মাত্র অধিকারী। এই জন্যই আমরা বলিয়াছিলাম যে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আইন অতি অল্প আছে।

কিন্তু একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই, মফস্বলের অধিকাংশ মিউনিসিপালিটীর অবস্থা অতি শোচনীয়। গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সম্পাদন করা হইবে বলিয়া প্রতিবৎসর রাশি রাশি টাকা কররূপে লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু টাকা কোথায় যায়, তাহার কিছুই ঠিকানা হয় না। অনেক স্থলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান নাই, রাস্তা ঘাটও তথৈব চ, লোকের মধ্যে এই যে মিউনিসিপালিটী হইবার পূর্ব্বে পথে ধূলা কম ছিল, এখন অধিক হইয়াছে। পূর্ব্বে রাস্তা নিম্ন ছিল, নিম্ন দিক দিয়া জল চলিয়া যাইত, এখন রাস্তা উচ্চ হইয়া জলের পথগুলি বন্ধ হইয়াছে। তন্নিবন্ধন অনেক স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। লোকে মনে করেন, আইন ভাল হইলেই সব ভাল হয়। কিন্তু আমাদের মিউনিসিপাল আইন ভাল হইয়াও মিউনিসিপালিটীর অবস্থা ভাল হয় না কেন?

প্রধান কারণ এই যে ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতি এবং আইন অনুসারে তিনি কমিশনরদের অমতে কার্য্য করিতে পারেন। শুভ উদ্দেশে এ নিয়ম করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ, অনেক সময়ে অনভিজ্ঞ কমিশনরদের অমতে কার্য্য করা আবশ্যক হইয়া উঠে। যেখানে পাঁচ জনের হাতে কাজ, সেইখানেই সভাপতিকে এই প্রকার ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার সাক্ষী গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রিসভা। কিন্তু অনেক স্থলে এই শুভ বিধি অশুভ ফলোৎপাদক হয়। মাজিষ্ট্রেটেরা সচরাচর স্বচ্ছন্দে অধিক ক্ষমতা রাখিতে ভাল বাসেন। তাঁহারা অধিকাংশ সময়ে কমিশনরদের অমতে কার্য্য করিয়া থাকেন; প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত না থাকিলে সভা হয় না। আমাদের মতে এ নিয়ম রহিত করিয়া স্থানীয় কোন কার্য্যদক্ষ উপযুক্ত সভ্যকে সভাপতির আসন দেওয়া উচিত এবং কতকগুলি করিয়া মিউনিসিপালিটীর কার্য্য প্রণালী পরিদর্শনার্থ এক একজন ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। ম্যাজিষ্ট্রেট নিকটে না থাকিলে সভ্যগণ অনেক সময়ে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারেন।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতেও গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত সভাপতির সহিত সভ্যদিগের বিবাদে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া থাকে। যখন কলিকাতাতেই এরূপ কাণ্ড হয়, তখন মফস্বলে যে কিরূপ হয়, তাহা অনুমান করিয়া লওয়া কঠিন হইতেছে না। যে কিছু টাকা আদায় হয়, তাহার অৰ্দ্ধেক, তিন পঞ্চমাংশ বা দুই তৃতীয়াংশ পর্য্যন্তও বিভাগস্থ কমিশনর সাহেব পুলিসের উদরে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। মাজিষ্ট্রেটের ভয়ে সভ্যেরা প্রতিবাদ করিতে পারেন না, করিলে কেহ শুনে না। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করিলেও কিছু হয় না। গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যকর কার্য্যের অনুষ্ঠান রহিত করিয়া পুলিসে যে এত টাকা কেন দেওয়া হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ কার্য্যটী কি অন্যায় নয়? যখন মিউনিসিপালিটী ছিল না, তখন ত গ্রামবাসিদিগের দত্ত অর্থে পুলিস প্রতিপালিত হইত। সে টাকা এখন কোথায় গেল? দেশের শান্তি রক্ষা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। গবর্ণমেণ্ট তাহার জন্য নানা প্রকার কর লইতেছেন। স্থানীয় সভ্যেরা না হয় গবর্ণমেণ্টের কিছু আনুকূল্য করুন, তাঁহারা পুলিসের সমস্ত ব্যয় ভার কেন বহন করিবেন, তাহার যুক্তি বুঝিতে পারা কঠিন। আর যদিই তাঁহাদিগকে ব্যয়ভার বহন করিতে হয়, স্থানীয় পুলিসের অধ্যক্ষতা ভারও তাঁহাদের হস্তে সমর্পন করা কর্ত্তব্য। বিভাগস্থ কমিশনরের হস্তে কেন? ব্রিটিশ প্রতাপে এক্ষণে চৌরাদির উৎপাত অল্প হইয়াছে। মধ্য সময়ে ইউরোপে রাজার ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তিনি দেশ শাসন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। দুর্বৃত্ত লর্ডেরা গ্রামবাসিদিগের উপর অত্যাচার করিত। এই কারণে গ্রাম রক্ষার ভার গ্রামবাসিদিগের হস্তেই অর্পিত হয়। তাহাতে রক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। এখন সুরক্ষিত দস্যুভয়-বিরহিত শান্তিপ্রিয় বঙ্গদেশে সেই রক্ষাকার্য্য গ্রামবাসিদিগের দ্বারা সম্পাদিত না হইবে কেন?

আইনে যে সকল স্থানীয় আয়ের উপরে মিউনিসিপালিটীর ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে পার ঘাটের টাকা, খোঁয়াড়ের টাকা, গাড়ি রেজিষ্টরীর টাকা ও টোল গেটের টাকা প্রধান। কিন্তু খোঁয়াড়ের টাকা প্রায় কোন মিউনিসিপালিটী পান না। শুনিয়াছি উহা নাকি ইম্পিরিয়াল ফণ্ডে জমা হয়। যদি ইম্পিরিয়াল ফণ্ডেই জমা হইল তবে মিউনিসিপালিটীকে এ টাকার অধিকারী করিবার অর্থ কি? পার ঘাটের টাকাও অনেক স্থানে গবর্ণমেণ্টের কর বলিয়া গৃহীত হয়। আবার অনেক স্থানে এক পারে প্রবল ও অপর পারে দুর্ব্বল মিউনিসিপালিটী থাকিলে প্রবলই সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলেন কিন্তু পার ঘাটের রাস্তা যে এক মাইল পর্য্যন্ত বাঁধাইয়া দিবার কথা আছে, তাহা বাঁধাইয়া দেন না। যেখানে একটু বাণিজ্য আছে গরুর গাড়ীর রেজিষ্টরী হইতেছে সেইখানেই কিছু লাভ হয়, অন্যত্র কিছুই হয় না। অনেক স্থলে মিউনিসিপালিটী গরুর গাড়ীর রেজিষ্টরী করেন না। টোলগেটের বিষয়ে নিয়ম এই যে, মিউনিসিপালিটীর সীমার দুই এক মাইলের মধ্যে টোলগেট হইলে উহার উপস্বত্ব মিউনিসিপালিটী পাইবেন। কেবল যে রাস্তার জন্য টোলগেট হয়, মিউনিসিপালিটীকে সেই রাস্তাটীর সংস্কার করিতে হইবে। কিন্তু আমরা অনেক স্থানে দেখিতেছি যে এরূপ টোলগেট আজিও রোডসেস সভার হাতে রহিয়াছে, মিউনিসিপালিটীকে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং যে সকল স্থানীয় কর মিউনিসিপালিটীর হস্তগত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ দ্বারা মিউনিসিপালিটীর প্রকৃত প্রস্তাবে আনুকূল্য হইতেছে না, ইহাও মিউনিসিপালিটী সমূহের অনুন্নতির অন্যতম কারণ।

উপযুক্ত কমিশনরের অভাব অনুন্নতির আর একটী কারণ। জেলার সদর ষ্টেসনে উকীল ডাক্তার

ও শিক্ষকদিগের মধ্যে ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী স্বদেশানুরাগী অধ্যবসায়বান্ ও উদ্যমশীল লোক পাওয়া যায় এবং স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটেরাও মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি বিষয়ে যত্নবান হন। তথায় ভাল রাস্তা প্রস্তুত হয় ও অংশতঃ ইংরাজ-পল্লীর শোভা সম্বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু সদর ষ্টেসন ভিন্ন অন্যত্র কমিশনর হইবার যোগ্য লোক মিলিয়া উঠে না। প্রাচীন অঙ্গের জমীদার অথবা তালুকদারেরা স্ব স্ব অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য অনেক সময়ে স্থানীয় সভায় এমনি দলাদলি বাধাইয়া তুলেন, যে তাহাতে সমস্ত কার্য্যেরই ক্ষতি হইয়া যায়। গ্রামের মধ্যে যদি দুই চারি জন সাধু লোক থাকেন, তাঁহারা দলাদলির মধ্যে প্রবেশ করিতে চান না। কর নির্ব্বাহার্থ আইনে কতকগুলি সভ্যের উপস্থিতির আবশ্যকতা নির্দ্ধারণ করিয়াছে অনেক স্থানে বিভাগের মাজিষ্ট্রেট সেই সভ্যদিগকে সর্ব্বদা যাহাতে পাওয়া যায়, তাহার উপায় করিয়া তাহাদিগের দ্বারাই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া লন। অন্য অন্য সভ্যেরা প্রায় আসেন না। অনেকেই মিউনিসিপালিটীর সভ্য হইতে চান না। এরূপ কেন হয়? প্রাচীন সময়ে রোমে সাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে তখন প্রদেশস্থ প্রায় সমস্ত নগরেতেই স্বদেশহিতৈষিতা বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। রোম সাম্রাজ্যের প্রথম শতাব্দীতে প্রায় প্রত্যেক নগরেই স্থানীয় শাসনকর্ত্তারা মন্দির, সভাগৃহ, নাট্যশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগের দেশহিতৈষিতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষেও সেই সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে সেরূপ স্বদেশহিতৈষিতা দেখা যায় না কেন? রোমে যাহারা স্থানীয় সভায় দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন, তাহাদিগকে রোমকদিগের ন্যায় সমস্ত স্বত্ব প্রদান করা হইত, সময়ে সময়ে তাহাদিগকে সেনেট সভার সভাপদে নিযুক্ত করা হইত, তাহাদিগের উপরে প্রধান রাজকর্ম্মের ভার দেওয়া হইত, কিন্তু আমাদিগের মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের এরূপ কি আশা ও প্রলোভন আছে যে, তাঁহারা নিজ ক্ষতি স্বীকার করিয়া দেশের কার্য্য করিবেন? তাহাদিগের দুই দিকেই তিরস্কার ও গালি লাভ হয়। যদি তাহারা টাক্স বৃদ্ধি করেন, প্রজারা পুণ্যাখ্যানের [illegible] করিয়া তাঁহাদের চৌদ্দপুরুষের উদ্ধার করে। ওদিকে টাকা বৃদ্ধি না করিলে বিভাগীয় মাজিষ্ট্রেট ও কমিশনরের কোপে পড়িতে হয়। মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের "উভয়সঙ্কট" হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় [illegible] খাইয়া কে বনের মহিষ তাড়াইতে যাইবে? আমাদের মতে রোমক গবর্ণমেণ্টের ন্যায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরও উৎসাহদানের কোন উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম গত ১৫ ই বৈশাখ চট্টগ্রামে রাউজান থানার অন্তর্গত নওয়াপাড়া পুস্তকালয়ে সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্ম উপলক্ষে একটী সভা হইয়াছিল। এই সভায় বিস্তর লোকের সমাগম হয়। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাকৃপা সেন গত ১২৮৫ সালের সোমপ্রকাশ হইতে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। "সোমপ্রকাশের দ্বারা দেশের কি উপকার হইয়াছে" এই বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতাও করা হইয়াছিল।

শকট নির্ম্মাণকারী ষ্টুয়ার্ট কোম্পানি এদেশীয় লোকদ্বারা যেপ্রকার শকট নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাঁরা ঝিন্দের রাণীর জন্য এক খানি রৌপ্য-মণ্ডিত শকট প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে এত শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় ছিল যে তাহা দেখিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি আবার নেপালের সেনাপতির নিমিত্ত এক খানি গাড়িতে এরূপ শিল্পকার্য্য করিয়াছেন যে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এদেশীয় লোকেরা সুশিক্ষিত ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে সকল বিষয়েই পরমোৎকর্ষলাভ করিতে পারে।

প্রজার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট নানা প্রকার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রোগের উৎপত্তি। এক দেশের রোগ যাহাতে অন্য দেশে না যায় গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক। এই অনিষ্টকারিতা নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট বন্দরে বন্দরে এক এক জন ভাল ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। আগত ও প্রতিগত জাহাজের যাত্রিদিগকে পরীক্ষা করাই ইহাঁদিগের কাজ। জাহাজ যাইবার সময়ে ও আসিবার সময়ে ডাক্তার তথায় গিয়া যাত্রিদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যদি ঐরূপ পীড়াক্রান্ত কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পান তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি সে জাহাজের স্থানান্তরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে উত্তমরূপে ধৌত করাইয়া ছাড়িয়া দেন এবং পীড়িত ব্যক্তির উপযুক্ত চিকিৎসা করেন। পীড়িত ব্যক্তি আরোগ্য হইলে তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গত ১৮৭৮ সালে আগত ৫০৫ ও প্রতিগত ৪০৬ খানি জাহাজের ঐ পরীক্ষা হয়। এত চেষ্টায় ও গত বর্ষে সিংহলের বিরি বিরি রোগ এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল।

ডেভেন পোর্টের ডকইয়ার্ডে একটী নূতন যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ধূমপূর্ণ জলন্ত গৃহে ১৫ মিনিট অবস্থিতি করা যাইতে পারে। নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে ও কোন কষ্ট হয় না।

গুজরাটে এক জাতীয় হিন্দু আছে। উহাদিগের বার বৎসর অন্তর বিবাহের দিন পড়ে। বার বৎসরের মধ্যে আর কাহারো বিবাহ হয় না। বার বৎসর পরে কোন নির্দ্দিষ্ট মাসে প্রায় পুত্র কন্যার বিবাহ হইতে বাকি থাকে না। অতি অল্প দিন হইল উহাদিগের সেই বিবাহের সময় গিয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে দেশের আর কোন বালক বালিকার বিবাহ হইতে বাকী নাই। অনেকে পাছে আবার তাহার পুত্র কন্যার ১২ বৎসরের মধ্যে বিবাহ না হয় এই ভয়ে সদ্য প্রসূত সন্তানের ও বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছে। সামাজিক প্রথার ও মহিমা অনন্ত!

বিগত ৩১ শে মার্চ্চ যে বৎসরের শেষ হইয়া গেল তাহাতে আমাদের দেশ হইতে ১৬২॥ লক্ষ টাকার কাফি, ১১১৫ লক্ষ টাকার তুলা, ৮৩৪ লক্ষ টাকার চাউল, ১১৫ লক্ষ টাকার গম, ৪ কোটী টাকার পাট, ৬০ লক্ষ টাকার তৈল, ৪ কোটী টাকার তৈলোৎপাদক শস্য, ৩০ লক্ষ টাকার রেশম, ১১ লক্ষ টাকার তামাক বিদেশে নীত হইয়াছে। আমাদের দেশে প্রায় ২৭৮॥ লক্ষ টাকার সূতা, ১৬৭১ লক্ষ টাকার কাপড়, ৬৮ লক্ষ টাকার রেশম, ৩১ লক্ষ টাকার কাগজ, ১০৭ লক্ষ টাকার চিনি, ২১ লক্ষ টাকার চা, ৬॥ লক্ষ টাকার তামাক ও চুরট, ৮৩ লক্ষ টাকার পশম ও পশমের কাপড় আনীত হইয়াছে।

গত ১৮৭৩ অব্দে কলিকাতা ১৩৩ নং অপর চিৎপুর রোডে একটী আয়ুর্ব্বেদবিধিবিহিত ঔষধালয় হইয়াছে। স্থাপয়িতা আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থী বালকদিগেকে শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং প্রতিদিবস প্রাতঃকালে সমাগত পীড়িত দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে বিনা মূল্যে অকৃত্রিম ঔষধ ও বিতরণ করেন। আমরা ইহাঁদের প্রেরিত দুই একটী ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহা উৎকৃষ্ট।

মেলটন নামক স্থানে অতি কৌতুককর একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তথায় একজন এইরূপ বাজি রাখিয়াছিল যে সে ঘোড়ায় চড়িয়া উপরের বৈটকখানার উঠিবে ও তথা হইতে নামিয়া আসিবে। যাইবার সময়ে ঘোড়া বেশ গেল কিন্তু অমন সুখের বৈটকখানা ছাড়িয়া সে আসিবে কেন, কোন মতেই সে ঘোড়াকে ঘর হইতে বাহির করা গেল না, ২। ৩ দিন পরে ঘরের এক পার্শ্বের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিয়া কল আনিয়া ঘোড়াকে নামন হইল। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ২০০০ টাকা ব্যয় পড়িল।

মৃত রাজকৃষ্ণ হালদারের উপপত্নীর পুত্রেরা পিতার বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের স্বত্ব স্থাপনের জন্য

হাইকোর্টে নালিশ করে। জজ সাহেব এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন বাদীরা যে রাজকৃষ্ণের পুত্র তাহা বিশেষরূপে প্রমাণ হয় নাই। বিচারপতিদিগকে অনেক সময়ে অনেক প্রকার বিপদে পড়িতে হয়।

ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারিদিগের বেতনের তালিকা—

	পাউণ্ড
গ্লাডষ্টোন, প্রধানমন্ত্রী	৫০০০
লর্ড সেলবোরন, লর্ড চ্যানসেলার	১০০০০
আরল স্পেনসার, সভাপতি	২০০০
ডিউক আর্গাইল, প্রিবিসিল	২০০০
সার ডবলিউ হারকোট হোম সেক্রেটরি	৫০০০
আরল গ্রেনভিল, বিদেশীয় সেক্রেটরি	৫০০০
আরল কিম্বারলি, উপনিবেশের সেক্রেটরি	৫০০০
চাইল্ডারস, সংগ্রামকার্য্যের সেক্রেটরি	৫০০০
মারকুইস হাটিংটন ভারতবর্ষের সেক্রেটরি	৫০০০
লর্ড নর্থব্রুক, নৌবিভাগের সেক্রেটারি	৪৫০০
ফরষ্টর আয়রলণ্ডের সেক্রেটরি	৪৫১৫
ফসেট, পোষ্টমাষ্টার জেনারল	২৫০০
চাম্বারলেন, বাণিজ্যবিভাগ	২০০০
ব্রাইট, ল্যাঙ্কাষ্টরের চ্যানসেলার	২০০০
ডডসন, স্থানীয় বোর্ডের কর্ত্তা	২০০০
সালেফিবার, নৌবিভাগের সেক্রেটরি	২০০০
ডবলু বি এডাম, কার্য্যবিভাগে	২০০০
মণ্ডেলা, শিক্ষাবিভাগে	২০০০
গ্রাণ্টডফ ঔপনিবেশিক অণ্ডর সেক্রেটরি	১৫০০
মারকুইস ল্যান্সডৌন, ভারতের অণ্ডর সেক্রেটরি	১৫০০
আরল মোরলি, যুদ্ধ বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটরি	১৫০০
সার চারলস ডিলকি বিদেশীয় অণ্ডর সেক্রেটারি	১৫০০
ক্যাম্বল ব্যানরমান রাজস্ব অণ্ডর সেক্রেটরি	১৫০০

বিলাতে সর্ব্বোচ্চ বেতন ১০০০০ পাউণ্ড বা লক্ষ টাকা। তাহাও একজনের, দুজনের নয়, গ্লাডষ্টোন যে বেতন পান আমাদের দেশের হাইকোর্টের পিউনি জজেরাও সেই বেতন পান। কমিসনরেরা অণ্ডর সেক্রেটরিদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক বেতন পাইয়া থাকেন।

ট্রক নামক স্থানে রিচার্ডসন ব্রাদার কোম্পানি এক প্রকার রেল গাড়িতে করিয়া তিন মাইল দূরস্থিত একটী অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আনয়ন করিয়া থাকেন। রেলওয়েতে লোহার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠের রেল ব্যবহৃত হয়।

ফ্রান্সে একটী নূতন রকমের মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। ১৮৬৯ অব্দে প্যালেরয়ালের অবিদূরে আলফ্রেড গিলবার্ট ও ঝিব্রিল ক্যারন নামক দুই যুবক যুবতীতে প্রণয় সঞ্চার হয় কিন্তু যুবতীর পিতার সহিত যুবকের রাজনৈতিক মতের মিল না হওয়ায় সে বিবাহে অসম্মত হয়। যুবক ও যুবতী গোপনে পলায়ন করে কিন্তু সপ্তাহ মধ্যে যুবতীর পিতা তাহাকে ধৃত করে এবং গিলবার্টের সঙ্গে বিবাহ দিব অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া আসে কিন্তু বিবাহ না দিয়া অন্য পাত্র অন্বেষণ করিতে থাকে। যুবক যুবতী আবার পলায়ন করিয়া সেন্সিপিক নামক স্থানে উপস্থিত হয়। তথায় দুইজনেই আত্ম হত্যা করিব স্থির করে। তদনুসারে গিলবার্ট ক্যারনকে গুলি করিয়া আপনাকেও গুলি করে। কিন্তু কেহই মরে নাই। দুই জনেই দুই মাস হাঁসপাতালে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করে। আরোগ্য লাভের পর প্রণয়িনীকে গুলি করার অপরাধে গিলবার্টকে হাজতে রাখা হয়। গিলবার্ট হাজতে আছে এমন সময়ে জর্ম্মণেরা প্যারিস অবরোধ করে। প্যারিসের কর্ত্তৃপক্ষ গিলবার্টকে খালাস দিয়া তাহাকে সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত করেন। সে অনেক বার যুদ্ধকার্য্যে প্রশংসা লাভ করে। জর্ম্মণদিগের সঙ্গে সন্ধি হইয়া গেলে গিলবার্টকে পূর্ব্ব অপরাধে আবার জেলে দেওয়া হয়। আবার কমিউনদিগের বিদ্রোহ সময়ে বিদ্রোহীরা হাজত ঘর ভাঙ্গিয়া গিলবার্টকে স্বদলে লয়। বিদ্রোহ শান্তি হইলে গিলবার্ট বিদ্রোহিদিগের সহিত নির্ব্বাসিত হয়। বিদ্রোহিদিগের অপরাধ মার্জ্জনা হইলে, গিলবার্ট আবার প্যারিসে আইসে এবং হত্যা করার অপরাধী বলিয়া পুলিসের হস্তে সমর্পিত হয়। এ দিকে এই সকল ঘটনা ঘটিতেছে ওদিকে তাহার প্রণয়িনী ক্যারন একজন সম্ভ্রান্ত বণিককে বিবাহ করে, তাহার অনেক গুলি সন্তান সন্ততি হইয়াছে। কিন্তু চমৎকার এই গিলবার্ট আজও হত্যা করিবার চেষ্টার অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইল না।

বোম্বাই হইতে সমাচার আসিয়াছে যে মানিকজী পেটিটের তুলার কলে আগুণ লাগিয়া প্রায় তিন লক্ষ টাকার মাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সংবাদ পত্রে দেখা গেল যে এবার বেথুন স্কুলে টাকা ছিল না বলিয়া যৎসামান্য পুস্তকাদি পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে।

কমিশরিয়েটের অনেক গুলি দ্রব্য চুরি যাওয়াতে লেপ্টেনাণ্ট সেভিনোয়াক্স তাহার তদারক করিবার জন্য সীমা প্রদেশে গিয়াছিলেন। ৫ জন গোমাস্তা ও ৩ জন দেশীয় কর্ম্মচারী দ্বারা এই অন্যায় কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে এই রূপ প্রমাণ হওয়াতে তাঁহারা দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছেন।

অধ্যাপক টিণ্ডেল অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছেন, বক্তৃতার বিষয় আলোক ও বর্ণ। পূর্ব্বে লোকের সংস্কার ছিল যে হরিদ্রা ও নীলে মিশ্রিত হইয়া সবুজ রঙ্গ হয় কিন্তু এক্ষণে সেটী ভুল বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। উক্ত বর্ণ দ্বয়ের মিলনে সাদা রঙ হয়। প্রতিপক্ষ বর্ণ বিষয়ে যে মত ছিল টিণ্ডেল সাহেব তাহারও খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি বলেন সাদার প্রতিপক্ষ কাল, নীলের প্রতিপক্ষ কমলা লেবুর রঙ এবং লালের প্রতিপক্ষ সবুজ।

বারাণসীর কতকগুলি পণ্ডিত একত্র হইয়া সংস্কৃত ভাষায় এক খানি সংবাদপত্র প্রচার করিবার কল্পনা করিয়াছেন। শুনা গেল তাঁহারা ইংলণ্ডীয় সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাহায্য পাইবার জন্য অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাহেবকে ধরিয়াছেন। পত্রখানি সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ হইবে।

শ্যামে গৃহদাহ হইলে প্রজার বড় বিপদ। রাজা তন্ন তন্ন করিয়া অগ্নিদাতার অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিম্নলিখিতরূপ দণ্ড বিধান করেন। যদি কোন শূন্য গৃহে কাহারও অনবধনতা নিবন্ধন অগ্নি লাগে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে ১০ দিন কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। যদি কোন গৃহস্থের অনবধানতায় তাহার নিজ গৃহে অগ্নি লাগে তবে তাহাকে ২০ দিন কারারুদ্ধ থাকিতে হয়। কিন্তু যদি ঐ অগ্নি হইতে অন্যের গৃহদাহ অথবা কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহার ৬০ দিন কারাবাস এইরূপে দেশের লোকের যে পরিমানে ক্ষতি হইবে সেই পরিমানে কারাবাস দিনের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন রাজবাটী অথবা নগরের প্রধান ধর্ম্মালয় ভস্ম হয় তাহা হইলে অগ্নিদাতার দশ বৎসর কারাবাস হয়। অনবধানতার ত গেল এই, যদি কেহ ক্রোধ পরবশ হইয়া অথবা নিজ গৃহে অগ্নি দিয়া অন্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাহার দ্রব্য সামগ্রী লয় কিম্বা সেই অভিপ্রায়ে আগুন দেয়, এরূপ প্রমাণ হয় তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহার মস্তকচ্ছেদ করিয়া থাকেন।

বিলাতের কনসরবেটীব দলের সভাগণ বলিতেছেন, লিবারল দল হইতে রাজকার্য্য কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে না। কাষ্টে স্বচ্ছে এবৎসর যদি তাঁহার কার্য্য করিতে পারেন কিন্তু আগামী বর্ষে আর তাহা পারিবেন না। তাঁহাদিগের সংস্কার লিবারল দল বর্ত্তমান বর্ষের জন্যই রাজা, আগামী বর্ষে আবার তাঁহারাই ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

গবর্ণমেণ্ট ডুমজুড়ে একটী সবরেজিষ্টার আফিস করেন, এই প্রার্থনা করিয়া ঐ স্থানের কতকগুলি লোকে স্বাক্ষর করিয়া আমাদিগের নিকটে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা ঐ পত্র মধ্যে এ প্রার্থনাও করিয়াছেন, হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব

একটু কৃপাদৃষ্টি করিলে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে। ক্যাম্বেল সাহেব সর্ব্বত্র রেজিষ্টারি আফিস হইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। যদি গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি না হয়, ডুমজুড়ে রেজিষ্টারি আফিস হইবার কোন বাধা দেখা যাইতেছে না। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এ বিষয়ে অমনোযোগী হইবারও কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।

প্রেশ কমিশনর নকলগু সাহেব ষ্ট্যাম্প ষ্টেষণরির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন। শুনা যাইতেছে তাঁহার পদে আর এখন লোক নিযুক্ত করা হইবে না। ক্রমে পদটী উঠাইয়া দেওয়া হইবে। ঐ সঙ্গে সঙ্গে ঐ আইনটীকে একবারে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলেই ভাল হইত।

গত ২০ এ এপ্রেল আমিলিয়া নামক জাহাজ কালাপানিতে জলমগ্ন হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে ১০ শত টন চা ঐ সঙ্গে নষ্ট হইয়াছে।

স্টুয়ার্ট সাহেব কলিকাতা চিৎপুরে আবার ট্রামওয়ে খুলিতেছেন।

কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর ইয়াকুব খাঁ মস্থর কারাগার হইতে পলায়নের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। শুনা গেল সর্দ্দার মহম্মদ শরিফ খাঁ ইহার তলে ছিলেন। এবং তাঁহারই উদ্যোগে এত দূর হইয়াছিল।

পেশোয়ারে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে।

টাইমস বলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কাশ্মিরের মহারজার বিরুদ্ধে বিলাতে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সংস্কার মহারাজ শাসন কার্য্যে পটু নহেন। কেহ বলেন তিনি গোপনে রুশের সহিত কি মন্ত্রণা করিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া এই সকল কার্য্য করিয়াছেন। লক্ষণ ভাল নয়।

রাজস্ব সচিব ষ্ট্রাচি সাহেব আগামী ৩ রা জুন বিলাত যাত্রা করিবেন। এটী কি শেষ যাত্রা?

কলিকাতার প্রট্কা সাহেব আমের পাতা হইতে এক প্রকার হরিদ্রা রঙ বাহির করিয়াছেন। ইহাতে বেশ কাপড় ছোবান যাইবে।

বিলাতি চিঠির রেজিষ্টারি ফি কমিয়া যাওয়াতে ভারতীয় রেজিষ্টারি চিঠির ফি কমাইয়া দুই আনা করিবার প্রস্তাব হয়। কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন আপাততঃ আন্দোলিত প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করা যাইতে পারে না। ভবিষ্যতে যাহাতে কমিয়া যায় তাহার জন্য চেষ্টা করা যাইবে।

বিলাতে এই রূপ জনরব উঠিয়াছে ইণ্ডিয়া হাউসের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত পুরাতন কাগজপত্র পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। কাগজ পত্র গুলি কাবুল সংক্রান্ত নয়?

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু প্রমদাচরণ সেন ও বাবু উপেন্দ্রলাল দে এ বৎসর গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মেডিকাল কালেজের বাবু বসন্তকুমার বসু ও সেণ্টজেভিয়ার্স কালেজের মণ্ডার সাহেব ইংলণ্ডে ৮০ সালের পরীক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

একজন অন্ধ ভিক্ষুক একটী ছোট কুকুর ও একটী বাঁশি লইয়া কতেক বৎসর অবধি সেণ্ট ডিসেণ্ট, দেবিস নামক স্থানে ভিক্ষার্থ যাতায়াত করিত। ভিক্ষুক এক স্থানে বসিলে কুকুর বাঁশিটী মুখে করিয়া থাকিত এবং দয়ালু পথিকগণ ঐ বাঁশির মধ্যে কিছু কিছু দিয়া যাইত। এইরূপে কিছু দিন গেলে বৃদ্ধ ভিক্ষুকের পীড়া হইল। তখন তাহার সেই কুকুরটী বাঁশি মুখে করিয়া প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইত। পথিকেরা ভিক্ষুককে অনুপস্থিত দেখিয়া তাহার পীড়া হইয়াছে মনে করিয়া ঐ কুকুরের বাঁশিতে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কিছু বেশী দিত। অতঃপর ভিক্ষুকের মৃত্যু হইলে কুকুরটীও অদৃশ্য হইল। তখন সকলেই তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ক্রমে দেখা গেল কুকুরটী তাহার প্রভুর বাটীর পোতার নীচের একটী কুঠারিতে মরিয়া রহিয়াছে এবং সে যেখানে শুইয়াছিল তাহার নীচে অর্লিয়ান রেলওয়ের লিখিত একখানি ২০০০০ ফ্রাঙ্কের খত পাওয়া গিয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানি এই টাকা তাহার নিকট হইতে ঋণ করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট আফ্গান যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৩১১ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হইয়াছেন। এই টাকা পূর্ত্তকার্য্যের নাম করিয়া লওয়া হইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, রাজসাহীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বাবু রাম রহিম দে তত্রত্য কালেজে আইন শিক্ষা দিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী খুলিবার অভিপ্রায়ে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের হস্তে ২০০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ দিয়াছেন।

আলিপুরে যে ভয়ানক হত্যার বিচার হইতেছিল বোধ হয় তাহার নিষ্পত্তি আলিপুরে হইল না। পেজ সাহেব ১১ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত জুরিদের চার্জ্জ দিলেন। জুরিরা প্রথম একমত হন নাই। তাহার পর সকলে এক মতে অপরাধী ত্রয়কে দোষী বলিয়া আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। অপরাধীদিগের পক্ষে কৌন্সিল বলেন জজের যখন অভিপ্রায় উহারা মুক্তি পায়, তখন জুরিদের সঙ্গে তাহার অনৈক্য হওয়া প্রযুক্ত মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠান উচিত। গবর্ণমেণ্টের উকীল বলেন যে অবিলম্বে ইহাদের দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক ক্ষণ বিবেচনার পর জজ বলিলেন যে, আমি অদ্য দণ্ডাজ্ঞা দিব না; সে ভার হাইকোর্টের উপর নিহিত হইবে। কারণ বাদীর পক্ষ সাক্ষী গ্রহণের পর জুরিদিগের অগ্রণী বলিয়াছিলেন যে এ বিচারে আমাদের একমত হওয়া কঠিন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্টন কলেজে একটী স্ত্রীলোক গণিত শাস্ত্রের ট্রাইপস পরীক্ষায় সপ্তম হইয়াছেন। যদি তাঁহার উপাধি পাইবার আইন থাকিত তবে তিনি রাঙ্গলার হইতেন অর্থাৎ বাবু আনন্দমোহন বসু যে উপাধি পাইয়াছেন সেই উপাধি পাইতেন। নিউহাম হলের আর দুইটী ছাত্রীও উত্তম পাশ হইয়াছেন। একজন ইতিহাসে প্রথম হইয়াছেন আর একজন নীতিশাস্ত্রে চতুর্থ হইয়াছেন।

লর্ড রিপন ভারতবর্ষে আসিয়া মস্থর পর্ব্বতে অবস্থিতি করিবেন।

ইউনাইটেড ষ্টেট নিবাসী প্রোফেসর রিচেল অন্তরীক্ষগামী একপ্রকার যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। তিনি ইহা দ্বারা উত্তর কেন্দ্রে গমন করিবেন স্থির করিয়াছেন। ইহার আকৃতি জাহাজের ন্যায় প্রতিকূল বায়ুতে ইহা ঘণ্টায় ৫ ক্রোশ যাইয়া থাকে।

বন্দীকৃত আমীর ইয়াকুব খাঁর পরিবারবর্গ শীঘ্রই মস্থরে তাঁহার নিকটে আসিবে।

এক ব্যক্তি মনের দুঃখে ও নানাপ্রকার কুচিন্তায় মলিন ও শুষ্ক মুখে বার্লিংটনের এক ডাক্তারখানায় উপস্থিত হয় এবং চিকিৎসককে তাহার এই পীড়া শান্তির ঔষধ দিতে বলে, ডাক্তার তাঁহার এই কথায় একটী শিশিতে কিছু কুইনাইন, ইপসম সল্ট ওয়ার উড, রুবার্ব ও কাষ্টর অইল একত্রে করিয়া সেবন করিতে দেন। সে ব্যক্তি ইহা সেবন করিলে তাহার মুখ এরূপ বিকৃত হইয়া যায় যে ৬ মাস সে কেবল মুখের অসুখ লইয়াই বিব্রত হয়, সুতরাং আর অন্য কোন চিন্তাই তাহার মনে স্থান পায় নাই।

ভারতেশ্বরী লর্ড বিকন্সফিল্ডের পদত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ মান বর্দ্ধন করিয়াছেন এরূপ সম্মান প্রায় কখন কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। অন্য সময়ে প্রধান মন্ত্রিকে ডাকাইবার প্রয়োজন হইলে তিনি লোক দ্বারা খবর দিয়া ডাকাইয়া আনিতেন। কিন্তু তাঁহার পদত্যাগের পূর্ব্বে লিওপোল্ডকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন।

ভ্রমসংশোধন।

হুগলীর সংবাদদাতার পত্রের এক স্থলে লেখা ছিল এখানকার কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় কুলনারী ছাদের উপর হইতে ঘুমের ঘোরে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এখানকার পরিবর্ত্তে ইলছোবামোণ্ডলাই পড়িতে হইবে।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ১৫ ই মে। জেলেলাবাদ ও দরুন্টরের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহের লোকের উপর দস্যু হস্ত হইতে ইংরাজ দিগের পশু রক্ষার ভার ছিল, কিন্তু তাহারা সে বিষয়ে উপেক্ষা করাতে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের ৮০০০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন।

কাবুল ১৬ ই মে। সেনাপতি রবার্টের সৈন্যগণ লগার উপত্যকায় অবস্থিতি করিতেছে। উহারা আহম্মদ খাঁই দুর্গ ধ্বংস করিয়াছে বটে কিন্তু পাদসা খাঁকে ধরিতে পারে নাই।

লটাবণ্ড নামক স্থানে একটী ডাকের ঘোড়া চুরি গিয়াছে।

কাবুলের সর্দ্দারগণ গিলজাই ও কোহিস্থানীদিগের সহিত কুমন্ত্রণা করিতেছেন। শুনা যাইতেছে শীঘ্রই উহাদিগকে দমন করা হইবে।

কাবুল ১৭ ই মে। তুরস্কের দুইজন লোক কাবুলে আসিয়াছে। রুশেরা উহাদিগকে বন্দীকৃত করিয়াছিল। সুযোগ পাইয়া উহারা তথা হইতে পলাইয়া আসিয়াছে।

হিরাট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আয়ুব খাঁর সৈন্যগণ তাঁহার অবাধ্য হইয়া প্রজাগণের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে। রাজ্যে ঘোরতর অরাজক কাণ্ড উপস্থিত।

মোল্লা কাহাল ও মোল্লা ফকির জেলালাবাদের দক্ষিণ চিপ্রিয়ার নামক স্থানের লোকদিগকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিয়াছে। উহারা কোন ক্রমেই ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টকে খাজনা দিতে চাহিতেছে না। এজন্য তাহারা প্রাণ পণ করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছে।

সেনাপতি রবার্ট পাদসা খাঁর সরথালস্থ দুর্গ ধ্বংস করিয়াছেন, পাদসা খাঁ পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছে। তত্রত্য লোকের বিশ্বাস, আবদুল রহমান কাবুলের আমীর হইবেন।

কাবুল ১৮ ই মে। আহম্মদ-খেল দিগের সহিত মুসাকি নামক স্থানে ইংরাজ সৈন্যদিগের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ১৯ নম্বর বেঙ্গল ল্যান্সার ও ২ নম্বর পঞ্জাব ক্যাভালরি দলের ১০০ শত লোক হতাহত হইয়াছে ও ৮০টী ঘোড়া মারা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিস্তর লোক সামান্যরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

কাবুল ২০ এ মে। গত কল্য মোল্লা কালীল ২০০০ সাদিকে যুদ্ধার্থ একত্র করিয়া জেলেলাবাদের নিকটস্থ বিসদ নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ সেনাগন যুদ্ধার্থ নদী পার হইলে উহাদিগের কতকগুলি লোক পলায়ন করে, অবশিষ্ট লোক গুলি সাহস সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল। শেষে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। এই যুদ্ধে উহাদিগের ৭০ জন হত ও ইংরাজদিগের ১০ জন মাত্র আহত হইয়াছে। মোল্লা কালীল প্রস্থান করিয়াছে।

সেসবোলাক নামক স্থান হইতে যাত্রা করিয়া ইংরাজ সৈন্য চারি সহস্র শত্রুর সম্মুখীন হইয়া পড়ে। ব্রিগেডিয়ার গিব একেবারে তাহাদের অক্রমণ করেন। অনেকক্ষণ তুমুল যুদ্ধের পর উহারা, তিন চারি মাইল হটিয়া পড়ে। এই ৪০০০ এর মধ্যে অধিকাংশই গিলজায়রি ও কুগিয়ানি উহাদের প্রায় ১০০ জন হত হইয়াছে। ইংরাজদিগের সমভিব্যাহারে তিন জন হত ও ৪৫ আহত হইয়াছিল। কাবুলে বারুদ খানায় আগুণ লাগিয়া ২০টী বাটী একেবারে উড়িয়া গিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৫ ই মে। দক্ষিণ কেনসিংটনের চিত্রশালায় ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যে বিভাগ আছে, রাজ্ঞী গত কল্য তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট আয়র্লণ্ডে কোন প্রকার বল প্রযোজ্য উপায়ের অবলম্বনে অভিলাষী নহেন।

লণ্ডন ১৭ ই মে। সুলতান বার্লিনের সন্ধিপত্র অনুসারে কাজ করাতে আলবানিয়া ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়াছে। ইউরোপের রাজগণ এই কথা বলেন যে, সুলতানের উচিত সেই সেই স্থানে সৈন্য প্রেরণ করেন।

প্রিন্স অর্লফ রুশের দৌত্যকার্য্য গ্রহণার্থ সেণ্ট পিটর্সবর্গ হইতে পারিসে গিয়াছেন।

এই প্রকার ঘোষণা করা হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট আয়র্লণ্ডের দুর্ভিক্ষঘটিত প্রস্তাব পার্লামেণ্টের বর্ত্তমান সেসনে উপস্থিত করিবেন।

সুলতান কর্ণেল কমেরফের হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড রহিত করিবার জন্য রুশ সম্রাটকে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই মে। গোসেন সাহেব গত কল্য কনষ্টাণ্টিনোপল যাত্রা করিয়াছেন।

পার্নেল সাহেব হোমরুলের দলের কর্ত্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সুলতানকে বলা হইয়াছে যে তিনি নিজ রাজ্যে ইউরোপীয় শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন।

মণ্টিনিগ্রোর গোলযোগ সম্বন্ধে ইউরোপীয় রাজাদিগের দূতগণ একত্র হইয়া সুলতানকে পত্র লিখিয়াছেন। তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি তাহার অনুসন্ধানার্থ এক কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৯ এ মে। গত কল্য উইগ টাউন জিলার যে সভ্য নির্ব্বাচন হয় তাহাতে ম্যাক্‌লরণ স্কটলণ্ডের লর্ড এডভোকেটের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কনসরবেটীব দলের লোক।

ন্যাটারবুল হিউজিসান সাহেব পিয়ার হওয়াতে সান্টউইচের প্রতিনিধি সভ্য পদ খালি হয়। সেই পদে অধিকাংশের মতে কনসরবেটীব দলের বরাট মনোনীত হইয়াছেন।

আলেকজাণ্ড্রিয়া ২০ এ মে। আর্ল রিপন অদ্য প্রত্যূষে এই স্থানে উপনীত হইয়াছেন। এবং বিশেষ ট্রেণে সুয়েজ বোম্বক অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

প্যাকবরণে সম্মগোটে তাঁতিরা সেই পূর্ব্ব নিয়মেই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

গত কল্য কনসরবেটীব দল একটী সভা করিয়াছিলেন। তাহাতে লর্ড বিকন্সফিল্ড বলিয়াছেন তিনি ঐ দলের অধিনায়কতা পরিত্যাগ করিবেন না। লিবারল দলের জয় ও স্বদলের যে পরাজয় হইয়াছে তিনি লোকের পরিবর্ত্তন স্পৃহাকেই তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি স্বদলস্থ লোকদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহারা নীতিমত দলবদ্ধ থাকেন এবং যাহাতে স্বদলের সম্মান রক্ষা হয় এরূপে বিপক্ষকে বাধা দেন।

লণ্ডন ২০ এ মে। অদ্য পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন হইল লর্ড চানসেলার রাণীর বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন। মহারাণী বলেন যে বিদেশীয় রাজগণের সহিত আমার সদ্ভাব আছে। ভরসা হয় যে অন্যান্য রাজগণের সহযোগে শীঘ্র বর্লিন সন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব। তুর্কির রাজ্য প্রণালীর সংস্কার হইবারও তুর্কির অধীনস্থ রাজ্য সমূহের স্থায়ী বন্দোবস্ত হইবারও সম্ভাবনা আছে। তুর্কির সহিত উপরিউক্ত বিষয় দ্বয়ের নিষ্পত্তি হইলেই পূর্ব্ব অঞ্চলে আর কোন গোলযোগ থাকিবে না। সুদক্ষ গোসেন সাহেবকে তুর্কিতে দূত স্বরূপ প্রেরণ করা হইয়াছে।

আফগানিস্থানে আমার সৈন্যেরা বিলক্ষণ সাহস ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও অনবরত শ্রম করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এখনও অভিলষিত বন্দোবস্ত হইবার কোন সুবিধা হয় নাই। আফগানিস্থানে শান্তি স্থাপন এবং তত্রত্য অধিবাসীগণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ যত্ন করিতে কোন রূপ ত্রুটি হইবে না।

যাহাতে আমাদের সহিত আফগানদিগের সৌহার্দ্দ থাকে তাহারও যত্ন করা যাইবে।

ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অবস্থা বড় মন্দ। উহার অবস্থা সম্যক পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। পার্লিয়ামেণ্ট যাহাতে রাজস্ব বিষয়ে তথ্য অবগত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে কোন ত্রুটি করা যাইবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজ্য সমবায় সংস্থাপন ও ট্রান্সভালে আমাদিগের প্রাধান্য রক্ষার বিশেষ যত্ন করা যাইবে।

এতদ্ভিন্ন মহারাণী ইংলণ্ডে অনেকগুলি হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী এই যে, যদি কারখানায় কর্ম্মকরদিগের কোন দুর্ঘটনা ঘটে তবে তাহার জন্য কারখানার অধিকারী দায়ী হইবেন।

গ্লাডষ্টোন সাহেব বলেন যে তুর্কির সংস্কার এই যে তুর্কির সাম্রাজ্য রক্ষা ইংলণ্ডের প্রয়োজন। তুর্কির এই সংস্কার দূর করিবার জন্য গোসেন সাহেবকে তথায় পাঠান হইয়াছে। গ্রীস ও মণ্টিনিগ্রোর সহিত তুর্কির বিবাদ যাহাতে সত্বর নিষ্পত্তি হয় তাহার জন্য গোসেনকে বিশেষ চেষ্টা করিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্বাদদাতার পত্র।

কোন্নগর।

গবর্ণমেণ্টের এইরূপ নিয়ম যে, রাত্রি ৯ টার পর আবকারীর দোকান সকল বন্ধ হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই নিয়ম সকল সময়ে সর্ব্বস্থানে প্রতিপালিত হয় না। ইতিমধ্যে আমরা রাত্রি ১০ টার পর কোন্নগরের দেশীয় মদের দোকানের নিকট দিয়া আসিতেছিলাম। দেখিলাম, তখন পর্য্যন্ত দোকানে আলো জ্বলিতেছে এবং কতকগুলি লোক

বাহিরে গোলমাল করিতেছে। কিঞ্চিৎ পরে এক ব্যক্তি এক বোতল মদ লইয়া দোকান হইতে বহির্গত হইল। ইহারা কি সাহসে এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, বুঝিয়া উঠা ভার। ভরসা করি; শ্রীরামপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট এই দোকানখানির উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।

এখানে অতিশয় চোরের ভয় হইয়াছে। গত পূর্ব্ব সপ্তাহে বিহারী দাস নামক জনৈক ব্যক্তির গৃহে সিঁদ হইয়াছিল। অনূ্যন ৩০ টাকার দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে। গত সপ্তাহে চোরেরা শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে রাত্রে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা জাগিয়া উঠাতে বিফল প্রযত্ন হইয়া গিয়াছে। অনেকের এইরূপ অনুমান, যে খানড়ার পুরাতন কল বন্ধ হওয়াতে এই সকল ঘটনা ঘটিতেছে। যাহা হউক ভরসা করি, স্থানীয় পুলিস ইহার নিমিত্ত যথোচিত উপায় করিবেন।

বরাহনগর, পানিহাটী, বারাকপুর ও খড়দা প্রভৃতি স্থানের গঙ্গায় অতিশয় হাঙ্গরের ভয় হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গ্রামগুলির কয়েক ব্যক্তিকে দংশন করিয়াছিল। কয়েক ব্যক্তি শমন সদনে নীত হইয়াছে, অবশিষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এক্ষণে গঙ্গাতীরবাসী লোকদিগের নিকট অনুরোধ এই, ইঁহারা যেন জলে নামিয়া না স্নান করেন।

পাঁচতোপী।

জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতী সবডিবিজান কান্দির সন্নিকটবর্ত্তী জেমোর রাজধানীতে একটী চুরী হইয়াছে। চোরেরা অনুমান ২২০০ টাকা ও গহনাদি লইয়া গিয়াছে। নলহাটী ষ্টেসনের নিকটে, তিন জন দস্যু ধৃত হইয়া আসিয়াছে। শুনিলাম ইহারা পশ্চিম দেশীয় লোক। তাহারা বলে আমরা চুরী করি নাই, আমাদিগকে নিরর্থক ধরিয়া আনিয়াছেন। উহাদের সঙ্গে আরও চোর আছে, তাহাদের সন্ধান হইতেছে। ইহাদের নিকট কতক মাল পাওয়া গিয়াছে। ইহারা এক্ষণে হাজতে আছে।

মধ্যে মধ্যে এখানে বৃষ্টি হইতেছে। ইহাতে কৃষি কার্য্য উত্তম চলিতেছে। ধান্য বপন আরম্ভ হইয়াছে, নীলের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। আর আর ফসল উত্তম।

এখানে পাঁচ আইন জারি হইয়াছে। এ আবার কি? সকলে ইহাতে মিউনিসিপাল ট্যাক্সের আশঙ্কা করিতেছে।

শান্তিপুর।

"গোঁসাই, তাঁতি, পচাভুষ, তিন লয়ে শান্তিপুর" আমরা এই চির-প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা পদে পদে প্রত্যক্ষ করিতেছি। শান্তিপুর আমাদের জন্মভূমি, এ জন্য ইহার হিতের কামনায় আমরা সর্ব্বদা লালায়িত ও ব্যাকুলিত হইয়া থাকি, কিন্তু শান্তিপুরের স্বামিহীনতা নিবন্ধন আমরা প্রায় অধিকাংশ বিষয়েই অকৃতকার্য্য হই, এই মাতৃভূমি শান্তিপুরের জন্য আমরা অরাতিচক্রে পড়িয়া তজ্জন্য পদে পদে বিপদের পদে দলিত হইতেছি, তন্নিবন্ধন আমাদের বিপুল অর্থ অনর্থক ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে ব্যয়িত হইতেছে, তথাপি সাধারণের সহানুভূতিলাভ সুদূরপরাহত। পূর্ব্বে যখন ৺শ্রীপাট শান্তিপুরের স্বামী ছিলেন, তখন সাধারণের হিত কামনায় কাহাকে কখন অযথা বিপদের পদে নিপতিত হইতে হয় নাই। ঐ সময়ে পরকীয়া প্রেম পিপাসু প্রমত্ত বাবুরা মতিবাবুর কঠোর শাসনাঙ্কুশের দারুণ আঘাতে দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ্ কাল সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই, সুতরাং দুরাচার ব্যক্তির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে ঐ সকল ষণ্ড ভণ্ড দুরাচারদিগের সাময়িক সুশাসনের সদুপায় নাই। কারণ, গত ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দের ৯ আইন ও ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের কয়েকটী ধারা সামাজিক শাসনের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে!! সুতরাং আজ কাল মুড়ি মিচরির সমান দর না হইবে কেন? পূর্ব্বে যখন সামাজিক শাসন সকলত্র প্রচলিত ছিল, তখন ব্যভিচার দোষের ঈদৃশ বিসদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল না। দুরাচার ব্যক্তি মাত্রেই সামাজিক শাসনাধীন ছিল। এক্ষণে সামাজিক শাসন নাই, সুতরাং ব্যভিচারস্রোতঃ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরী আমাদের সাময়িক হিত কামনায় তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিধি দ্বারা নিত্য নতুই নূতন নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়া প্রচলিত করিতেছেন, তদ্দ্বারা নিত্য নূতন নূতন অপরাধের আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে। মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের রাজত্বকালে আমাদের অন্তঃকরণে যে সকল আশা ভরসা সঞ্চারিত হইয়াছিল, আমাদের ভাগ্যদোষে ভারতেশ্বরীর শাসমণ্ডলে সে সমস্ত নিশীর স্বপন ও দরিদ্রের মানস-রাজ্যের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, লর্ড বিকন্সফিল্ডের গবর্ণমেণ্ট আমাদের দুঃখ ভিন্ন কোন বিষয়ে সুখ হয় নাই।

শান্তিপুরের লোকেরা আমোদ প্রিয়, এজন্য এখানে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইয়া থাকে। বারয়ারী পূজা, তের দোল ও চৌদ্দ দোলের ভাব মরিতে না মরিতেই সে দিন কয়েক পল্লীতে চন্দন যাত্রা হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে প্রায় কয়েক স্থানেই বিলক্ষণ সমারোহ ও নর নারী সমাগম হইয়াছিল। চন্দন যাত্রায় প্রতি বৎসর যে সকল সঙ গঠিত হইয়া থাকে, এবার তদপেক্ষা কিছু অধিক হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন রং মহলে কয়েক দিন বিলক্ষণ সঙের গল্প চলিয়াছিল! বস্তুতঃ এবার প্রায় সমস্ত সঙই দেখিতে সুশ্রী ও সুসজ্জিত হইয়াছিল। এই সকল মৃণ্ময় সঙ দেখিয়া যদি আমাদের জীবন্ত সঙের কিছু চৈতন্য হইত, তাহা হইলে সঙের ব্যয় আমাদের সার্থক জ্ঞান হইত। জীবন্ত সঙ মাত্রেই বিবেকবিরহিত, সুতরাং কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের সম্ভাবনা অত্যল্প।

শান্তিপুর মিউনিসিপল ইংলিস স্কুলের বহুকাল সংকল্পিত একটী বাটীর জন্য আমাদের ভাইসচেয়ারম্যান একটী সভা করেন। ঐ সময়ে নগরস্থ সমস্ত ভদ্র লোককে রীতিমত নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। কতকগুলি মনোনীত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া ৺নতি বাবুর নির্ম্মিত অসম্পূর্ণ গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভা করা হইয়াছিল। ঐ সভার সভাপতি পদে রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট অধিরোহণ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট একটী ইংরাজী বক্তৃতা করেন। মিউনিসিপল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী ও একটী বাঙ্গালা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্কুল গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী চাঁদা সংগ্রহ করা এই সভার উদ্দেশ্য। যে সভায় জলপান নাই, টাকা দিতে হয়, সেই সভায় সচরাচর যেরূপ লোক সমাগম হইয়া থাকে, প্রস্তাবিত সভায় তদনুরূপই হইয়াছিল। এতন্নিবন্ধন সভার আশানুরূপ উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হয় নাই। ফলতঃ মিউনিসিপল স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণার্থ কৃতবিদ্য সম্প্রদায় কত অর্থের আনুকূল্য করিবেন, তাহা ভবিষ্যদ্বাণী দেবীই জানেন, বলা বাহুল্য যে, মিউনিসিপলিটীর মাথা নাই ও উহা সাধারণের বিবেচনায় বেওয়ারিস মাল?

শান্তিপুর নিবাসী ৺ভীম ঘোষের পুত্র শ্রীহরিচরণ ঘোষ নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টে রিসিভিং ক্লার্কের কর্ম্ম করিত। ঐ ব্যক্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ফেরত। নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের কর্ম্মচারী হইয়া কিছু দিন কর্ম্ম করিতে করিতে মধ্যে সৈয়দপুর ষ্টেষণ হইতে অনুমান দুইশত টাকা তহবীল তছরুপাৎ করিয়া পলায়ন পরায়ণ হয়। ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেং জি, এস, ডুরি হরিচরণের নামে দিনাজপুরে ওয়ারেণ্ট জারি করেন। হরি শ্রীহরি স্মরিয়া ওয়ারেণ্টের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছে।

রাণাঘাটের মুন্সেফ ইতিপূর্ব্বে ১৫ দিন রাণাঘাটে ও ১৫ দিন চুয়াডাঙ্গায় কাছারী করিতেন, এতন্নিবন্ধন অর্থী ও প্রত্যর্থী সমুদায় লোকের কষ্ট হইত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাণাঘাটে পূর্ব্বের ন্যায় কাছারি করিবার আদেশ করিয়াছেন।

রাজপুরের ন্যায় শান্তিপুরেও মদের ভাঁটী হইয়াছে সত্য, কিন্তু মদের মূল্য পূর্ব্ববৎ। মধ্যে গাজিমিয়ার বিবাহোপলক্ষে নিকারী ও মুনেড়ের মদের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা স্থানীয় মাতালদের ফাঁকি দিয়া কাল্না হইতে টাকায় পাঁচ বোতল মদ ক্রয় করিয়া খাইয়াছে। এ জন্য মাতালদের মর্ম্মান্তিক দুঃখ ও গাত্রের জ্বালা হইয়াছে, কিন্তু সস্তা ছাড়িয়া কে এক টাকা দিয়া তাহাদের এক বোতল মদ ক্রয় করিবে? শুনিতেছি যে, স্থানীয় রাজস্বকর্ম্মচারিগণ কাল্না হইতে মদ ক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু মাতালেরা তাহাদের কথায় কতদূর কর্ণপাত করিবে, তাহা বলা যায় না।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত মহারাজ কুচবিহার—আলিপুর	১০
শ্রীযুক্ত বাবু রদানাথ মৈত্র—নবাবগঞ্জ	৭
" কমলাপতি সিদ্ধান্তবন্ধু—দেবগ্রাম	৭
" " কালীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী—ময়মনসিংহ	১০
" " মাখনলাল ঘোষ—পটোলডাঙ্গা	৫
" " কুঞ্জবেহারী দেব—পাকাঁইট কলিকাতা	৫
চাঁদপুর স্কুল ষ্টুডেণ্ট—চাঁদপুর	৫
" " নরসিংহ দত্ত—বড়বাজার	১০
" " ভগবানচন্দ্র ঘোষ—মাদারীপুর	৭
" " ভগবানচন্দ্র ভৌমিক—ফরিদপুর	৭
" " শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—আসাম	১০
" " রাখালদাস হালদার বাঁটি	১০
" " চণ্ডীচরণ দে—ছাপরা	৫
" " চিন্তামণি ভাড়ড়ি—নাজিরপুর	৭
" " রায় রাধাগোবিন্দ রায় বাহাদুর দিনাজপুর	১০
" " সূর্য্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় দিনাজপুর	৭
" " জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—কলিকাতা	১০
" " গোলোকচন্দ্র সেন—সাকরাইল	১০
" " প্রিয়নাথ বসু—সিমলা পাহাড়	১০
" " রাজচন্দ্র দত্ত—ত্রিপুরা	১০
" " হেমন্তকুমার ঘোষ—যশোহর	৮

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

৬ ই মে। বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ভঞ্জ কিছু দিনের জন্য মালদহের ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

ডবলু, এচ, টমসন সাহেব ভাগলপুর সদর ষ্টেষণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

৭ ই মে। পুর্ণিয়ার অন্তর্গত আরারিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু উমাচরণ বসু ভাগলপুরের অন্তর্গত বাঁকায় বদলী হইলেন।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোঁসাই দাস দত্ত আরারিয়ার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

আরারিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী বজলল করিম সদর ষ্টেষণে রহিলেন।

বাঁকার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অবিনাশ চরণ মল্লিক যশোহরের অন্তর্গত বাগিরহাটে বদলী হইলেন।

১০ ই মে। বাবু আশুতোষ সরকার গয়া সদর ষ্টেষণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

হাবড়ার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ দে মেদনীপুরের অন্তর্গত কাঁথিতে এবং কাঁথির সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু শশিভূষণ সেন হাবড়ায় বদলী হইলেন।

১৩ ই মে। রঙ্গপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, ই, টালি ভূমী সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এফ ই, পার্জিটার; জে, সি বিচি; পি, পিটারসন সাহেব ২ য় উপক্রম না হওয়া পর্যান্ত ২ য় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১১ ই মে। পিঙ্গনার মুন্সেফ বাবু নীলমণি নাগ ময়মনসিংহে বদলী হইলেন, কিন্তু ইহাকে আটীয়ায় কাজ করিতে হইবে।

১৫ ই মে। বাবু চন্দ্রনাথ ঘোষ দিনাজপুরের মুন্সেফ হইলেন, কিন্তু ইহাঁকে পত্নীতলায়ও কাজ করিতে হইবে।

১৫ ই মে। পাটুয়াখালীর ২ য় মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ (ইনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।) ত্রিহুতের অন্তর্গত হাজিপুরে বদলী হইলেন।

১৮ ই মে। বাবু গৌরচরণ রায় পূর্ণিয়ার মুন্সেফ হইলেন। ইহাঁকে কদবার কাজও করিতে হইবে।

শিক্ষা সংক্রান্ত।

১৭ ই মে। রাজসাহী কালেজের অধ্যক্ষ এস, টি, ডাউডিং বি, এ, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ফরেন বিভাগে নিযুক্ত হইলেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক এস, রবসন সাহেব ঢাকা কালেজের অধ্যাপক হইলেন।

ঢাকা কালেজের সহকারী অধ্যাপক ডবলু, বি, লিভংষ্টোন বহরমপুর কলেজের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ হইলেন।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলিকাতার বরাহনগর উপনগরনিবাসী মৃত বংশীধর দত্ত (যিনি জাতিতে হিন্দু) তাঁহার নগরস্থ শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী নামে তাহার সমস্ত সম্পত্তির উইল করিয়া দিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রসন্নময়ী দাসী কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে সেই উইল-

লের প্রোবেট লইয়াছেন। একণে ঐ প্রসন্নময়ী দাসীই উক্ত সম্পত্তি সমূহের একমাত্র কর্ত্রী; উইল-কর্ত্তার সম্পত্তির উপর যদি কাহার কিছু দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কর্ত্রী অর্থাৎ Executrix কে ত্বরায় জানাইতে হইবে। যদি কেহ মৃত ব্যক্তির নিকটে ঋণী থাকেন তবে তাঁহারা সত্বর স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করুন।

[illegible]

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসীর প্রক্টর।

বৈষ্ণব! বৈষ্ণব! বৈষ্ণব!

"বৈষ্ণবাচার দর্পণ; বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব, নামক পুস্তক গুরুপ্রণালী, সিদ্ধপ্রণালী, অষ্টকালী লীলা, অহোরাত্র ষাট দণ্ডের যে যে দণ্ডে যে যে লীলা, সর্ব্বাঙ্গ সেবা পোর্থনা, গৌড়দেশ ও নবদ্বীপ ধামের ও ব্রজ ধামের তত্ত্বধ্যান, সমুদয় বনের বর্ণনা কোন্ বনে কোন্ লীলা তাহার বিবরণ; কোন্ ভক্তের কি স্বরূপ, কোথায় কার বাস ইত্যাদি।

বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়ের বিবরণ প্রমাণ শ্লোকসহ পয়ার প্রভৃতি ছন্দে বঙ্গভাষায় পদ্যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম বিভব পর্য্যন্ত ১ম খণ্ড (৩৭১) পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা। ডাক মাসুল ৶০ আনা। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি ও শ্রীবাসাদির এবং শ্রীরেবতী বলদেব ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও অন্যং সখা সখীর তত্ত্বধ্যান অর্চনা প্রভৃতি উপাসনা কার্য্যের সমুদয় বিবরণ এবং বৈষ্ণবদিগের আচার কার্য্যের নিত্যক্রিয়া ও অপরাধ ও ভক্ষোপযোগী প্রভৃতি সমুদয় বিবরণ আছে। উহার ষষ্ঠ বিভব দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা, ডাক মাশুল ৶০ আনা। দুই খণ্ডের অগ্রিম মূল্য দিলে গ্রাহকদিগের মাশুল সমেত ৪ চারি টাকা মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ কবিরত্ন।
৫৭ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট
বাগবাজার। কলিকাতা

যজুর্ব্বেদ সংহিতা (সম্পূর্ণ)

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ—৩৲
বাঙ্গালা মাত্রের মূল্য—১০

এবং—সামবেদ সংহিতা।

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রতি মাসে ১০ ফরমা নিয়মে অন্যূন বর্ষত্রয়ে সমাপ্ত হইবে। দ্বাদশ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৫৲ এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৷০ মাত্র। আর ১০০ গ্রাহক সংগৃহীত হইলেই কার্য্যারম্ভ হইবে।

প্রকাশক—শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা। কলিকাতা।

ষ্টিকনিডাইন।

আত্যধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের জন্য ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্মরণশক্তির হ্রাস, পুরুষত্বহীনতা, স্নায়ুরোগ, অজীর্ণতা, পুরাতন পীড়া, প্লীহা ও যকৃতের পীড়া, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদিতে ইহাই একমাত্র ঔষধ। মূল্য ফিঃ বোতল ৪, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

দাদের ঔষধ।

যে কোন প্রকার দাদ হউক না কেন, ইহা দ্বারা ৩ দিনে নিশ্চয় আরাম হইবে মূল্য ১৲ প্যাকিং ।০।

ডবলিউ রুড়ব এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রাদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৩৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কতিপয় উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ হীনতা (টাক) ও অকাল পক্বতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগে আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ৷৷৶০

স্মর সুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ৷৷০

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তী হীনীন প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷৷০ ডাকমাশুল ৷৷৶০

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাসুল সহ ৮০ আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জববওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্র মৃজাপুর কলিকাতা } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড
গরাণহাটা
কলিকাতা।

এই যন্ত্রালয়ে স্কুল ব্যবহার্য্য ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সকল উচিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। রচয়িতার আদেশানুযায়ী প্রুফ দেখা এবং রচনার সংশোধন কার্য্য সকলও উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩৲ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া

থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দু ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশ নব কলেবর ধারণ করিয়া নূতন স্থানে ও নূতন যন্ত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সোমপ্রকাশ কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দু ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১০ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সহ ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্যের নিয়ম নাই। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কার্য্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।
(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাশুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই. মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়
৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

সোমড়া পুস্তকালয়।

কোন ব্যক্তি প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের নাম করিয়া ধনী মহাত্মাদিগের নিকট অর্থ এবং গ্রন্থকার মহাশয়গণের নিকট হইতে আবশ্যক পুস্তক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন এবং কতিপয় মহাত্মার নিকট হইতে অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহও করিয়াছেন, সম্প্রতি এই ঘটনা প্রকাশ হইয়াছে। কত দিন হইতে এরূপ হইতেছে এবং কত গুলি ব্যক্তি ইহার মধ্যে আছেন, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। এজন্য সকলকে বিনীতভাবে জানাইতেছি যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যতীত এই পুস্তকালয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিবার অপর কাহারও অধিকার বা ক্ষমতা নাই। যাঁহারা করেন কিম্বা করিবেন তাঁহারা প্রবঞ্চক। ইংরাজীতে সোমড়া পবলিক লাইব্রেরীর নাম মুদ্রিত কাগজ ও চিঠি ও পুস্তকালয়ের নামাঙ্কিত মোহর এবং আমার স্বাক্ষর ভিন্ন কেহ যেন অর্থ কিম্বা পুস্তকাদি দান না করেন। বড় দুঃখের বিষয়, এইরূপ ধর্ম্মজ্ঞানহীন প্রবঞ্চকদিগের জন্য অনেক সাধু ইচ্ছায় বিরত হয়েন, এবং অনেক দেশহিতকর সাধুকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। ইতি। ২৪ এ বৈশাখ ১২৮৭।

শ্রীসতীপ্রসাদ সেন
সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের স্থাপয়িতা ও সম্পাদক।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের গদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্য হইবে। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু
বৃন্দুওস্তাগরের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র
কলিকাতা মৃজাপুর

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫৷৷০ টাকা ডাক মাশুল ।০

আর্য্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সন্দিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১।০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।
১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

পঞ্চানন্দ

রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্ণখনি গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।
নির্ব্বোধের নাম বোকা॥

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫, পাঁচ টাকা মাত্র, ডাকমাশুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেন্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪৪ রসারোড়
ভবানীপুর

শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৵ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের "স্বর্ণলতা লেখক" "হরিষে বিষাদ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৪৪ রসারোড ভবানীপুর } শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট কার্ড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

ঔষধের মূল্য

	১ ড্রাম	২ ড্রাম		বাক্স।
মাদার টিং	।/৹	।।/৹	ওলাউঠা বাক্স	২।।৹ ৪।।৹
ক্ষুদ্র বড়ী	।৵৹	।।৵৹	সাধাঃ চিকিঃ	৮, ১১,
ডাইলিউসন	।৹	।৵৹	জ্বররোগের	৫, ১১,

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান	৫,	চিকিৎসা সূত্র	।।৵৹
ওলাউঠা চিকিৎসা	।৹	ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি	।৵
স্ত্রী চিকিৎসা	১,	প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ	।/
ঔষধগুণ সংগ্রহ	।৹	হাম ও বসন্ত চিকিৎসা	।৹
অস্ত্র চিকিৎসা	১৹	হোমিওপ্যাথিক কি?	৵৹

ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১।।৵ ডাক মাশুল।৵৹।

দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল দাখিলা, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষর সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নবেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

সংস্কৃত মূল ও শ্রীমদ্ভাগবৎ।

১ ম ও ২য় স্কন্ধ ৭২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল।৹ আনা মাত্র।

ঐ বাঙ্গালানুবাদ।

দশম একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ ১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ২।।৹ টাকা মাত্র।

হরিবংশ মূল হইতে অনুবাদিত। ইহা দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথমতঃ ১ টাকা পাঠাইলে ক্রমে সমস্ত পাইবেন।

৩৯ নং গরাণহাটা শ্রীশ্রীনাথ দাসের নিকটে এবং ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট জেনারেল লাইব্রেরীতে শরচ্চন্দ্র দত্তের নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য	… …	২ টাকা।
ঘৃত ৵৹ পোয়া	… … …	৩ টাকা।
তৈল।৹ পোয়া	… … …	৪ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ু দূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য	… …	১।।৹ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	…	৵৹ আনা।

শিবাঘৃত।

(নপুংসক শৃগাল ক্বাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য	… …	৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল	… …	৵৹ আনা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।।৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দাওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ৭ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ দশ টাকা। ১২৮৭ সাল ১৯ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮০ ৩১ এ মে। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা

সোমপ্রকাশ।

১৯ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

প্রজারা চীৎকার করে কেন?

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ও ইণ্ডিয়ান আসোসিএসন সভা ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার নিকটে যে আবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তন্নিবন্ধন আমাদের মনে একটী প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রজারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে সর্ব্বদা রোদন করে, আত্মদুঃখ নিবেদন করে, এবং উচ্চ স্বরে তাহার প্রতীকার বাসনা করে। এ প্রকার চীৎকার করা কি প্রজার স্বভাব? না, চীৎকারের কোন কারণ আছে? আমাদের গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার উচ্চ, সকল কার্য্যে তাঁহাদের সে উচ্চতা, সমদর্শিতা ও মহানুভাবতার পরিচয় হয় না। এই নিমিত্তই প্রজারা অসন্তুষ্ট হয় ও চীৎকার করে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন জাতির, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিপতি। ইহাঁরা রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে সকল জাতি সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের সহিত সমান ব্যবহার করেন না। তাহাই প্রজাসাধারণের অসন্তোষের ও চীৎকারের কারণ হয়। পিতা যদি সকল পুত্রের ভরণ পোষণ ও বিলাসিতার পর্য্যাপ্ত বিপুল অর্থ দান করেন, পুত্রদিগের যদি কোন বিষয়ে কষ্ট না থাকে, তথাপি পিতার যদি কোন পুত্রের প্রতি অধিক কোন পুত্রের প্রতি অল্প স্নেহ দৃষ্ট হয়, পুত্রেরা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসী প্রজাগণের পিতার অপেক্ষাও অধিক ইষ্টসাধন করিতেছেন। যাহাতে ইহারা সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে ও সবিশেষ উন্নতি লাভ করে, তাঁহারা তাহার নানা উপায় করিয়া দিতেছেন, কোন বিষয়ে উদাসীন নহেন, তথাপি প্রজারা যে চীৎকার করে, গবর্ণমেণ্টের বিসদৃশ ব্যবহার ভিন্ন তাহার অন্য কারণ নাই।

এই বিসদৃশ ব্যবহারের ফল, রোমে বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। রোমে যে সময়ে উন্নতির প্রাদুর্ভাব, সে সময়ে তথায় দুটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদয় হয়। এক সম্প্রদায় রাজ্যের প্রধান কার্য্যগুলি আপনাদের হস্তগত করিয়া রাখে। অপর সম্প্রদায় তাহা পাইবার জন্য ঘোরতর গোলযোগ আরম্ভ করে। তন্নিবন্ধন রোম প্রায় ক্ষণকাল সুস্থির থাকিত না। পরস্পরে এমনি শত্রুতা জন্মিয়াছিল, যে প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সাধু সদাশয় লোকেরা যদি অপর সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনা করিত, তাহারাও প্রথম সম্প্রদায়ের নিকটে ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত হইত। যে বিষয় সকলেরই সমান ভোগ্য ও সমান বাঞ্ছনীয়, তাহাতে ইতর বিশেষ করিলেই মহান্ অনর্থ ঘটিয়া উঠে। অমুক সম্প্রদায়ের এটী স্বত্ব ও অধিকারভুক্ত এ কথা বলিয়া যে এক সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ, ও অপর সম্প্রদায়ের নিগ্রহ করা হয়, সেটী রাজোচিত কাজ নয়। অধিকার ও স্বত্ব ঔপাধিক ও কাল্পনিক মাত্র। রাজকার্য্য সম্বন্ধে উহা অকিঞ্চিৎকর। তবে যে রাজার সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি পক্ষপাত করিবার ইচ্ছা হয়, উহা তাঁহার কাপুরুষত্বের একটী ছল হয় এই মাত্র। বাস্তবিক রাজকার্য্য সম্বন্ধে কাহারই কোন স্বাভাবিক স্বত্ব বা অধিকার নাই।

রাজা যদি গুণানুসারিণী রাজপদ লাভের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে প্রজার অসন্তোষ থাকে না। অসন্তুষ্ট হইয়া চীৎকার করিবারও কারণ থাকে না। বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায় ভেদ না করিয়া যদি উদারভাবে এই নিয়ম করা হয়; যিনি যে পদের যোগ্য হইবেন; যিনি যে কার্য্য সুসম্পন্নরূপে সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে সেই পদ দেওয়া হইবে, তাহা হইলে আর গবর্ণমেণ্টকে প্রজার চীৎকার শুনিতে হয় না। যদি এরূপ ঘটনা হয়, দুই তিন সম্প্রদায়ের দুই তিন জন তুল্যরূপ যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দুই তিন ব্যক্তিকে দুই তিনটী তুল্য পদ প্রদান করিয়া সকলের সম্মান রক্ষা করা ও সন্তোষ সাধন করা কর্ত্তব্য।

যে সমদর্শী ও উদারতর ব্যবহার দ্বারা প্রজাকে অনুরক্ত করা যায়, অজ রাজা নিজ কার্য্য দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

অহমেব মতো মহীপতেরিতি সর্ব্বঃ প্রকৃতিষচিন্তয়ৎ।
উদধেরিব নিম্নগাশতেষভবন্নাস্য বিমাননা ক্বচিৎ।

প্রজারা সকলেই এইরূপ চিন্তা করিত আমিই রাজার প্রিয়। সমুদ্রের যেমন শত শত নদীর প্রতি ভিন্ন ভাব হয় না, সকলকে সে সমভাবে গ্রহণ করে; তেমনি অজ রাজার কোন প্রজার প্রতি ভিন্ন ভাব ছিল না।

ভিন্ন ভাবই শত অনর্থের মূল। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় প্রজাগণকে যে ভিন্ন ভাবে দর্শন করেন, উহাই প্রজাগণের অসন্তোষের ও চীৎকারের কারণ। আমাদের রাজপুরুষেরা যদি সকল বিষয়ে সমদর্শী ব্যবহার করিয়া গুণানুসারিণী রাজপদ দান ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গসমঞ্জস হয় কোন গোলযোগ থাকে না।

একটী কমিশন নিয়োগ প্রার্থনা।

নৃপ এই একটী রাজপর্য্যায়বাচক শব্দ আছে।

তাহার অর্থ মনুষ্যের পালনকর্ত্তা। পা ধাতুতে রক্ষা বুঝায়। বহিঃশত্রুর (ভিন্ন দেশীয় রাজার) আক্রমণ এবং অন্তঃশত্রু দস্যু তস্কর অত্যাচারী হর্ত্তাকারী প্রভাধাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেই সেই রক্ষাকার্য্য সম্পূর্ণ ও সাঙ্গ হয় না। অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে প্রজাকে রক্ষা করা রাজার একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এটী যে রাজার একটী প্রধান কর্ত্তব্য, আমাদের গবর্ণমেণ্ট নিজ কার্য্য দ্বারা অনেক বার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষ হইল, গবর্ণমেণ্ট প্রজার রক্ষার্থ ব্যগ্র হইলেন। দুরন্ত দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে প্রজা রক্ষার যতগুলি উপায় আছে, গবর্ণমেণ্ট একে একে সে সমুদায়ের অবলম্বন করিলেন। সাংক্রামিক জ্বর দেশব্যাপী হইল, মহাকাল বিশাল বদন ব্যাদান করিয়া প্রজাবিনাশ আরম্ভ করিল, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের রক্ষার্থে ব্যস্ত হইলেন; পীড়ার নিদানে নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন; কমিশন বসিল; স্থানে স্থানে ঔষধ ও চিকিৎসক পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

এই সকল কার্য্য দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, আমাদের গবর্ণমেণ্ট স্বসুখনিরত উদাসীন রাজপুরুষ দ্বারা পরিপূরিত নয়। রাজপুরুষেরা অপত্যনির্বিশেষে প্রজাদিগকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট কমিশন নিয়োগে অভ্যস্ত। যখন কোন একটী জটিল বিষয় উপস্থিত হয় কিম্বা যখন গবর্ণমেণ্ট একটী সঙ্কট উপস্থিত দেখেন, তখন কমিশন নিয়োগ করিয়া তাহার তত্ত্ব নির্ণয় ও গূঢ় কারণের নিষ্কাশন ও প্রতিবিধানের উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। রাজস্ব দুর্ভিক্ষ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বহু বিষয়েই তাঁহাদের কমিশন নিয়োগব্রত পরীক্ষিত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত আজ আমরা এক বিষয়ে একটী নূতন কমিশন নিয়োগ প্রার্থনা করিতেছি। বিষয়টী এই, এদেশীয়দিগের নিত্য বহুল পরিমাণে সুরাপান। এদেশীয়েরা যে যে বস্তু নিত্য আহার করে, তাহা বোধ হয় আমাদের রাজপুরুষগণের অনেকের অবিদিত নয়। ইঁহারা উদ্ভিজ্জজীবী। মাংসের সহিত ইঁহাদের প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হয় না। হিন্দুদিগের গবাদির মাংস ভক্ষণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, ছাগমাংসই কেবল অনুমত, তাহাও নিত্য বিহিত নয়। পর্ব্বাদি কালে দেবতাকে দান করিয়া ভক্ষণ করিতে হয়। সেই দেবোচ্ছিষ্ট ছাগ মাংসও সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। অনেককে পথিমধ্যে ছাগকে চরিতে দেখিয়া মানসিক মাংস ভোজনের সুখ ও তৃপ্তি লাভ করিতে হয়। এখন আমাদের প্রার্থনা এই, গবর্ণমেণ্ট কমিশনরূপে অন্ততঃ দুই তিন জন প্রধান ও প্রসিদ্ধ ডাক্তার নিয়োগ করিয়া নির্ণয় করুন, নিত্য সুরাপানে উদ্ভিজ্জজীবীর অনিষ্ট হয় কি না? যদি অনিষ্ট হয়, সে কি প্রকার? আমাদের শুনা আছে সুরার মাংসকে জীর্ণ করে। যাঁহাদের অন্য কোন জীবের মাংস ভক্ষণ করিবার রীতি আছে, সুরা তাহাদের সেই ভুক্ত মাংসকে জীর্ণ করিয়া শরীরের মাংসকে অক্ষত ও অব্যাহত রাখে, কিন্তু যাহাদের অন্য জীবের মাংস ভক্ষণ করা অভ্যাস নাই, যাহারা কেবল শাক সবজী দ্বারা উদর পূরণ করে; সুরা তাহাদের শরীরস্থ মাংস মজ্জা অস্থি জীর্ণ করে কি না? আমরা এদেশীয় সুরাপায়ীদিগকে সচরাচর যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিতে পাই, সুরার সহিত সেই মৃত্যুর কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে কি না? কমিশন নিয়োগ দ্বারা এই গুলির অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সুরা যদি এদেশীয়দিগের শরীর নাশের, ধাতু ক্ষয়ের, দুশ্চিকিৎস্য রোগ প্রাদুর্ভাবের ও অকাল মৃত্যুর কারণ হয়; আয় বৃদ্ধির উদ্দেশে গবর্ণমেণ্টের সেই সুরার বহুল প্রচার চেষ্টা উচিত কি না? আমরা যে আজ এ বিষয়ে এত কথা কহিলাম, তাহার কারণ এই, আমাদের একজন পত্রপ্রেরক ভারতসভার নিকটে প্রার্থনা করিয়া যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহাই এ বিষয়ের উদ্বোধক হইয়াছে। সে পত্রখানি নিম্নে প্রচারিত হইল।

ভারত সভার নিকট আমাদিগের একটী প্রার্থনা।

অর্থের কি মোহিনী শক্তি! ইহার বলে দুষ্কর্ম্ম সুকর্ম্ম বলিয়া এবং দুর্জ্জন সাধু বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। যে বঙ্গবাসিগণ গৃহের বাহিরে এক পদ ক্ষেপণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন তাঁহারাও এখন অর্থের নিমিত্ত অনায়াসে দূর দেশে ব্যাঘ্রের মুখেও জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছেন।

আমাদিগের রাজপুরুষগণের এই অসাধারণ গুণসম্পন্ন অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে, তাঁহারা অস্মদ্দেশে এমন একটী মারাত্মক উপায় বাহির করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা আমরা দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছি। আমরা ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতে বসিয়াছি। তাঁহারা এক বার সন্তান তুল্য প্রজার ভাবী ইষ্টানিষ্টের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না; তাঁহারা একবারে আমাদের শমন-ভবন গমনোদ্যত জীর্ণ দেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেও বিস্মৃত হইয়া গেলেন। গবর্ণমেণ্ট আবগারির স্বাধীনতা প্রদান করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যে সে এখন লাইসেন্স দিলেই স্বাধীনভাবে ভাঁটী করিয়া মদ্যাদি বিক্রয় করিতে পারিতেছে। ভারতের প্রত্যেক বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীতেই এখন ৩।৪টী করিয়া মদের ভাঁটী! মদ এখন ৪।৫ আনায় বোতল!! যে যত পারিতেছে মনের সুখে তত পান করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র যমালয়ে যাইয়া শমন রাজের প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। যে রূপ রাজার গতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে শমনরাজকে নিশ্চয়ই অতিশীঘ্র হয় পোল ট্যাক্স, না হয়, আর একটী উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে হইবে।

আমরা রহস্য করিতেছি না, দারুণ ব্যথিত হইয়া এ সকল সত্য কথা বলিতেছি। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের হস্তে একমাত্র আবগারী বিভাগ থাকাতে মদ্যাদির মূল্য অধিক ছিল; কাজে কাজেই দরিদ্র ভারতের দরিদ্র প্রজাগণ ইচ্ছামত মাদকাদি সেবন করিতে পাইত না। কিন্তু এখন স্বাধীন হওয়াতে মদ্য পানের আর সে দুঃখের দিন নাই; সুদিন উপস্থিত হইয়াছে। যে, দুরন্ত রৌদ্রে মস্তকের ঘর্ম্ম পদতলে নিক্ষেপ করিয়া মজুরি দ্বারা প্রত্যহ ৵০ আনাও উপার্জ্জন করিয়া থাকে; সে ব্যক্তিও তাহার শ্রমের অর্দ্ধাংশ সুরার পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছে। এমন অবস্থায় তাহার অনাথ পরিবারবর্গের অনশনব্রতাবলম্বন ভিন্ন অন্য উপায় কি আছে? যদি বুঝিতে পারিতাম, অতিরিক্ত মদ্যপানে শরীরের কোন না কোন উপকার হইতেছে তাহা হইলেও না হয় আত্মপ্রিয় ব্যক্তিগণ আপন আপন পরিবারবর্গকে বঞ্চিত করিয়া আপনারা সুখী হইত; তাহা ক্ষোভের বিষয় হইত না, কিন্তু মদ্যে "ইতো নষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হইয়া থাকে। রাস্তায় বহির্গত হইলেই চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ বা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া দিগম্বর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; কেহ বা মৃতবৎ অচেতন হইয়া নর্দ্দামায় পড়িয়া, বিকটাকার দশন বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; মুখের ভিতর দলে দলে মাছি ভন্ ভন্ করিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে, অন্য কেহ বা অশ্লীল ভাষায় গান করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে; কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; সময়ে সময়ে শৃগাল বানরের সহিতও অসঙ্কুচিত চিত্তে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে।

এই ত গেল প্রথম অবস্থা। দ্বিতীয়তঃ আমরা শীতপ্রধান দেশবাসী মাংসভোজী জাতি নহি, যে মাংসের বলে মদ্যাদি জীর্ণ করিয়া ফেলিব। আমরা উষ্ণদেশবাসী শাকান্নভোজী নিরীহ স্বভাব সম্পন্ন দরিদ্র বাঙ্গালী। আমাদের জঠরানলে সুরা কিরূপে জীর্ণ হইবে? এক দিন না হয় দুই দিন জীর্ণ হইল, কিন্তু চিরদিন কখন জীর্ণ হইতে পারে না। ক্রমে এক

দিকে বলকারী সারবান্ দ্রব্যে শরীর পুষ্টির অভাবে, অন্যদিকে সুরার তীক্ষ্ণতায় শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হয়, সুরায় যকৃৎ প্লীহাদি প্রভৃতি ব্যাধিতে দেহ-মন্দির পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং অকালে আমাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করে। বৎসর বৎসর কত হতভাগ্য যে, পিতা মাতা প্রভৃতি পরিজনবর্গকে অনন্ত দুঃখসাগরে ভাসাইয়া অকালে জীবলীলা শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এত দেখিয়া শুনিয়াও অবশিষ্ট মদ্যপায়িগণের চৈতন্য হইতেছে না; বরং তাঁহারা দিন দিন অধিকতর অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছেন। বোধ হয় স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমি ব্যাঘ্রাদি হিংস্র-জন্তু-পূর্ণ সুন্দর বনে পরিণত না হইলে আর আমাদের চৈতন্যোদয় হইবে না। তৃতীয় কথা এই, সুরার সহিত বারবিলাসিনীগণের যে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা সকলেই প্রায় বিশেষরূপ অবগত আছেন। যেখানে মদের ভাঁটী, সেই খানেই বারবনিতাগণ সানন্দে নরাধমগণের পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিতেছে। অবোধ মনুষ্যগণ মন্ত্রবাদ্যৌষধ-চতুর ব্যক্তিগণের বাদ্যধ্বনির ন্যায় তাহাদের আপাত-মনোহর বাদ্য স্বরে মোহিত হইয়া সর্পের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইয়া সমাজবিরুদ্ধ কত নিন্দনীয় কার্য্য করিতেছে, কিছুতেই কুণ্ঠিত নহে। ভারতে হত্যা-অপরাধে আজিও যে সকল লোক প্রাণদণ্ড-রূপ কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে, সে কেবল ইহাদেরই কৃপায়। ইহাদের গুণের অন্ত নাই! মদ্যের প্রাদুর্ভাব অল্প না হইলে ইহাদের অত্যাচারেরও হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই।

সুরা হইতে আরও অনেক অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে। দয়ালু গবর্ণমেণ্ট প্রচুর অর্থের লোভে এ সকলের প্রতি এক বারও দৃক্‌পাত করিলেন না! মহামান্য সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল যাহাতে সাঁওতাল পরগণা হইতে সুরাপান উঠিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন সেই সাঁওতালদিগের কি শোচনীয় অবস্থা! সে দিন এক জন উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত ইংরাজ ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া পথিপার্শ্বে ইহাদের অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এ দুশ্চিকিৎস্য রোগের ঔষধ কি? গবর্ণমেণ্ট যখন অদ্যাপিও এ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন না, তখন আমরা আর কাহার নিকটে তজ্জন্য ক্রন্দন করিব? আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাহাতে যে কেহ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবেন, সে আশাও অল্প। আমরা দিন দিন করভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়িতেছি এবং কর ভার সহ্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইতেছি, তথাপি গবর্ণমেণ্টকে জানাইতেছি, সুরালব্ধ অর্থ না হয় অন্য কোন উপায়ে উপার্জ্জন করুন অথবা আর কোন নূতন করের সৃষ্টির কি আবশ্যকতা আছে? রাজস্বমন্ত্রী ষ্ট্রাচি সাহেব ত অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়াছেন।

আমাদের আর অন্য উপায় নাই। কেবল ভারতের প্রতিনিধি ভারত-বন্ধু ভারত সভাই আমাদের সম্পূর্ণ আশার স্থল। আমরা সানুনয় অনুরোধ করিতেছি, এক বার এই জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করুন। মুদ্রাযন্ত্র ও অস্ত্র-সংক্রান্ত আইনাদির বিরুদ্ধে যখন পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করিবেন, তখন এটী যেন বিস্মৃত না হন। ইহা সভার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সাপুরের হত্যা কাণ্ড ও তাহার মকদ্দমা।

আমরা গত সপ্তাহে বিবিধ সংবাদ মধ্যে এই মকদ্দমার উল্লেখ মাত্র করিয়াছিলাম। এটী একটী বৃহৎ মকদ্দমা। আলিপুরের সেসন আদালতে ১৯ দিন ধরিয়া ইহার বিচার হয়। এত দীর্ঘকাল ধরিয়া খুনী মকদ্দমার বিচার হইতে কখন দেখা যায় নাই। জুরীদের মতে আসামীরা দোষী হইয়াছে। কিন্তু জুরীর মতের সহিত জজ সাহেবের মতের ঐক্য হয় নাই। তিনি ঐ মকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠাইয়া দিতেছেন।

সাপুর বেহালার নিকটবর্ত্তী। এ মকদ্দমার আসামী তিন জন। প্রথম, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয়, বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র। তৃতীয়, গোপাল দাস। জুরির সহিত জজ সাহেবের বাক্যের অনৈক্য হইবার কারণ এই, সাক্ষিবাক্যে তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। এই অবিশ্বাস হওয়াতেই জুররেরা প্রথমে যে একবাক্য হন নাই, এটী তিনি স্বমত পোষক অনুকূল তর্ক মনে করিতেছেন। আরো একটী ঘটনা হইয়াছিল, সেটীও জজ সাহেব আপনার মতের অনুকূল মনে করিতেছেন। ঘটনাটী এই, বিচার শেষ হয় হয় এমন সময়ে মাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টের উকীলকে এই ভাবে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, জুররদিগের মধ্যে যিনি প্রধান, দ্বিতীয় আসামী বৈকুণ্ঠনাথ মিত্রের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আছে। বৈকুণ্ঠের ভ্রাতা প্রধান জুররের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, তিনি বৈকুণ্ঠকে চিনেন না এবং তাঁহার পৌত্রী নাই, তবে তিনি শুনিয়াছেন, অতি দূর সম্বন্ধ আছে। তাহাতে মনের ভাবের ব্যত্যয় হইবার সম্ভাবনা নয়। গবর্ণমেণ্ট উকীলও বলিলেন, তিনি অতি সচ্চরিত্র লোক, তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্ত হইবার কথা নয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এপ্রকার একটী অসম্পূর্ণ সংবাদ অন্তিম ক্ষণে দেওয়া যে অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, উভয় পক্ষের উকীলেই সে কথা বলিয়াছেন। স্বয়ং জজ সাহেবও তন্নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

এ প্রকার গুরুতর মকদ্দমার বিষয়ে জজ সাহেবের সহিত জুরীর মতের ঐক্য না হওয়া বড় সঙ্কটের কথা। আসামীরা যদি বাস্তবিক দোষী হয়, আর যদি তাহারা মুক্তি লাভ করে, তাহা হইলে কেবল যে দুরাত্মাদিগের প্রশ্রয়বৃদ্ধি হইয়া নূতন নূতন হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইবে এরূপ নয়, ঐ বন্দীকৃত দুরাত্মারা এই মকদ্দমা সম্বন্ধে যাহাদের উপর জাতক্রোধ হইয়াছে, তাহাদের তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিবে। উহারা যে কেমন ভয়ঙ্কর লোক, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। ঐ মকদ্দমার কি ফল হয় দেখিবার নিমিত্ত আদালতে এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, "ন স্থানং তিলধারণে" এই প্রবাদ বাক্যটী সফল হইয়া উঠিয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিরা যখন শুনিল, জজ সাহেব আসামীদিগকে ছাড়িয়া দিবেন অভিপ্রায় করিয়াছেন, তখন সকলে যার পর নাই হতাশ ও বিষণ্ণ হইল। তাহার পর যখন তাহারা শুনিল, জুরীরা আসামীদিগকে দোষী করিয়াছেন, তখন তাহাদের হর্ষধ্বনিতে গৃহের ছাদ যেন ফাটিয়া গেল। আসামীরা বাস্তবিক দোষী না হইলে লোকের মনে একরূপ ভাব হওয়া সম্ভাবিত নয়। তাহারা যে কেমন ভয়ঙ্কর লোক, এতদ্দ্বারা তাহাও সপ্রমাণ হইতেছে।

দ্বিতীয় কথা এই, আসামীরা যদি বাস্তবিক দোষী না হয়, আর তাহাদের দণ্ড হয়, তাহার পর অন্যায় আর নাই। অন্যায়ের নিবারণার্থই বহুদর্শী বিজ্ঞ নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, বরং দোষী ব্যক্তি মুক্ত হউক কিন্তু নির্দোষের যেন দণ্ড না হয়।

হত্যাকারীরা যে প্রকার নিষ্ঠুর কাণ্ড করিয়াছে, তদ্বৃত্তান্ত শুনিলে অতি পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও হৃদয়ে শোকের উদয় হয়। হত ব্যক্তি একটী স্ত্রীলোক। তাহার বাটীর পার্শ্বে একটী পুষ্করিণী আছে। সেই পুষ্করিণীর অপর প্রান্তে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক থাকে। সে একদিন ঐ স্ত্রীলোকটীকে বলিল, আমি বাজারে যাইতেছি, যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ যদি এক একবার আমার বাটীতে প্রবেশ করিয়া ঘর খানি দেখিও। চোরে যেন সর্ব্বনাশ করিয়া লইয়া না যায়। স্ত্রীলোকটী দেখিব বলিয়া অঙ্গীকার করিল। বেলা ৯।১০ টার সময়ে স্ত্রীলোকটী পুষ্করিণীতে কাপড় কাচিতে গিয়াছে, বৃদ্ধার বাটীর মধ্যে

শব্দ হইতেছে শুনিতে পাইল। মনে করিল বাটীর মধ্যে লোক প্রবেশ করিয়াছে। সে ঘাটে কাপড় রাখিয়া দেখিতে গেল। হত্যাকারী দুরাত্মারাই ঐ বাটীর মধ্যে শব্দ করিতেছিল। স্ত্রীলোকটী যেমন গিয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছে, অমনি দুরাত্মারা দ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং তাহার মুখে কাপড় বাঁধিয়া তাহার চীৎকার করিবার পথ বন্ধ করিয়া দিল। স্ত্রীলোকটীর উপরে দুরাত্মাদিগের যে কি মর্ম্মান্তিক ক্রোধ ছিল, তাহা প্রকাশ পায় নাই; কিন্তু দুরাত্মারা যেরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ড করিয়াছে, বোধ হয় এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ড মানুষে মানুষের উপর করে না। এ কাণ্ড রাক্ষসকাণ্ড, না পৈশাচ কাণ্ড! শুনিলাম মাথার এক দিকে প্রেক পুতিয়া দেয়, আর এক দিক দিয়া বাহির হইয়া যায়। স্থানে স্থানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। স্ত্রীলোকটীর গর্ভ ছিল, তাহা নিপাতিত করে। হা! কি নিদারুণ কাণ্ড! অথবা মানুষের কিছুই অসাধ্য নাই। মানুষ দ্বিপদ বটে কিন্তু অনেক মানুষের হৃদয়ে পশুধর্ম্ম জাগরিত হইয়া আছে। তাহার উপর ক্রোধ ও বৈরনির্যাতন স্পৃহা থাকিলে উহা মানুষকে পশুর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট করিয়া তুলে। এখন আবার মদ ও তাড়ি উহার প্রধান সহকারী হইয়াছে। অতএব দুরাত্মারা যে ঐ শোচনীয় নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতে আমরা তত বিস্মিত নহি। আমাদের অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভারতেশ্বরীর প্রবল প্রতাপপূর্ণ অধিকার মধ্যে আজও এ প্রকার নিষ্ঠুর কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। যেখানে রাজা আছেন, অথচ তাঁহার প্রতাপ নাই; যেখানে পুলিস আছে, অথচ তাহার ক্ষমতা নাই; যেখানে ধর্ম্মাধিকরণ আছে, অথচ তাহাতে পদার্থ নাই; এ সকল ঘটনা সেই সেই স্থানের ঘটনা। যেখানে প্রতাপাগ্নি তীব্রবেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া দিবাকরের উজ্জ্বল জ্যোতিকে মলিন করিয়া তুলিয়াছে, সেখানকার এ ঘটনা নয়। এই শোচনীয় হত্যা ব্যাপারটী যখন আমাদের শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইল, তখন আমাদের মনে এই তর্কের উদয় হইতে লাগিল, আমরা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজ চক্রবর্ত্তী ইংরাজজাতির অধিকারে বাস করিতেছি? না, বিলাসপর নিস্তাপ যবন রাজ্যে বাস করিতেছি?

উল্লিখিত হত্যাকাণ্ড, তৎসংক্রান্ত মকদ্দমার বিচার ও জুররদিগের সহিত জজ সাহেবের মতভেদ হইয়া হাইকোর্টের বিচারার্থ মকদ্দমা প্রেরণ, এই গুলি দেখিয়া আমাদের মনে মীমাংসাযোগ্য কয়েকটী গুরুতর প্রশ্নের উদয় হইতেছে। প্রথম, আমরা প্রতাপশালী রাজার রাজ্যে বাস করিতেছি বটে কিন্তু আমাদের তুল্য শোচনীয় অরক্ষণীয় অবস্থা শৃগাল কুক্কুরেরও নয়। শৃগাল কুক্কুরের খর নখর ও তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাগ্র আছে, যদি নির্জ্জন স্থানে একটী কুকুরকে আর একটী কুকুর আক্রমণ করে, সে দুর্ব্বল হইলেও নখরাদি প্রহার করিয়া আক্রমণকারির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। কিন্তু আমাদের আত্মরক্ষার কোন পথই নাই। বোধ কর, আমরা ইংরাজরাজ্যে বাস করিতেছি, এই গর্ব্বে স্ফীত হইয়া রাত্রিকালে নির্জ্জন মাঠ দিয়া যাইতেছি, অথবা নির্জ্জন গৃহে শয়ন করিয়া আছি, আমাদের বিপক্ষ আসিয়া অনায়াসে আমাদের প্রাণবধ করিতে পারে। আমাদের আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই। অস্ত্র ব্যবহার দূরে থাকুক, আমরা একটী বাঁশের লাঠিও হাতে বা কাছে রাখি না। আমরা ইংরাজ রাজার প্রজা, মনে মনে এই গর্ব্ব এক সহায় আছে। কিন্তু সেই গর্ব্ব আসন্নকালে রক্ষা করিতে পারে না। এক যে আর্ত্তনাদ সহায় আছে, দুরাত্মারা হঠাৎ মুখ বন্ধ করিয়া দিলে সে সহায়বলও থাকে না। হায়! সাপুরের হত স্ত্রীলোকটী চীৎকার করিয়া সেই দুর্বিসহ দারুণ যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতেও পারিল না! সে যত ছটফট করিয়াছে, ততই সে মনে মনে মাতা পিতা আত্মীয় অন্তরঙ্গ ঈশ্বর ও রাজাকে কত ডাকিয়াছে; কিন্তু কেহই দুরাত্মাদিগের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না! ইহার তুল্য শোচনীয় অশরণ অবস্থা কি আছে? নির্জ্জন হত্যার যে সুবিচার হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। সেখানে কেহ সাক্ষী থাকে না। সাক্ষী থাকিলে হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু যে হত্যা করে, গ্রামীণ লোকের তাহা অবিদিত থাকে না। মকদ্দমার জোগাড় করিবার নিমিত্ত কৃত্রিম সাক্ষী প্রস্তুত করা হয়। তাহাদের বাক্যে প্রায়ই অনৈক্য দোষ ঘটিয়া উঠে। সুতরাং মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। দ্বিতীয়, জুররদিগের সহিত জজের মতের অনৈক্য হইলে যদি তাঁহাদিগের বাক্য অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে জুরীর প্রথা রাখিয়া ফল কি? তৃতীয়, আমাদের এই অশরণ শোচনীয় অবস্থাগুলির সংশোধনের উপায় কি? চতুর্থ, এরূপ মতভেদ স্থলে প্রাণবধ দণ্ড করা কোন ক্রমেই বিধেয় হয় না। নির্ব্বাসন দণ্ডই এস্থলের উপযুক্ত।

রাজনীতিজ্ঞদিগের সরল পথে চলিলে কি চলে না?

যাঁহারা নীতিশাস্ত্রের বহুতর আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, রাজনীতিপথ অতি বক্র, জটিল ও কুটিল, সহজে এ পথে ভ্রমণ করা যায় না। আমাদের প্রশ্ন এই, এ পথটী স্বভাবতঃ বক্র অথবা বক্র লোকে এই পথের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতেই ইহা বক্র ও দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। সরলভাবে যদি রাজনীতির স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, এ পথ স্বভাবতঃ বক্র নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রাজনীতিজ্ঞদিগের যে সরল পথে চলিলে চলে না তাহাও নয়। যাঁহাদিগের উপরে রাজ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিবেচনার ভার ও সন্ধিবিগ্রহাদির ভার সমর্পিত হয়, ভ্রান্তি, শঙ্কা ও সঙ্কীর্ণতাদি দোষে তাঁহাদের বুদ্ধি, প্রায় সরলপথগামী হয় না। সুতরাং তাঁহারা যে পথের সৃষ্টি করেন, তাহা বক্র হইয়া উঠে। কোন্ স্থানে সরল ব্যবহারে অনিষ্ট নাই, কোন্ স্থানে বা আত্মগোপন করা আবশ্যক হয়, অনেক রাজনীতিজ্ঞ এটী বুঝিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা সকল স্থানেই অসরল-ব্যবহারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। নীতিশাস্ত্রে আছে "গূহেৎ কূর্ম্মইবাঙ্গিন" রাজা কূর্ম্মের ন্যায় অঙ্গ গোপন করিবেন। এ রূপ আচরণের স্থলবিশেষ আছে। রাজা যে, সকল বিষয়েই আত্মগোপন করিবেন, তৎপ্রতিপাদন এ বচনের উদ্দেশ্য নয়। বিপক্ষ জীগীষু রাজা যখন রাজ্যের আক্রমণার্থী হয়, তখন সেই আক্রমণীয় রাজার মন্ত্রাদি গোপনের উপদেশার্থ ঐ বচনের সৃষ্টি করা হইয়াছে। আক্রমণার্থী বিপক্ষ রাজা যদি আক্রমণীয়ের সকল পরামর্শ জানিতে পারে; যদি কোষ-দণ্ডজ তেজ, অর্থাৎ সৈন্যবল ও অর্থবল পরিজ্ঞানে সমর্থ হয়; তাহা হইলে আক্রমণার্থী আক্রমণীয়ের সৈন্যাদির পরাভবে সমর্থ এরূপ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অনায়াসে আক্রমণীয়ের পরাভবে শক্ত হয়। সৈন্যসংখ্যা যত অপ্রকাশ থাকে ততই ভাল। বিপক্ষ রাজা আক্রমণীয়ের সৈন্যাদির পরিমাণ না জানিতে পারিলে সে আক্রমণে শঙ্কিত হয়। সেটী মঙ্গলের কারণ সন্দেহ নাই। এই শুভ উদ্দেশ্যেই ভগবান মনু লিখিয়াছেন,

গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ।
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিনৌ॥—

নির্জ্জন গিরিপৃষ্ঠে বা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া অথবা নির্জ্জন অরণ্যে গমন করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের মন্ত্রণা করিবে।

"ষট্‌কর্ণোভিদ্যতে মন্ত্রঃ" ছয় কাণ হইলে মন্ত্র ভঙ্গ হইয়া যায়। ইত্যাদি মহার্থ যে সমস্ত উপদেশ বাক্য আছে, সেগুলি ঐ মন্ত্রগোপনেরই উপদেশক কিন্তু অসরল ব্যবহারের উপদেশক নয়। বোধ কর একজন শত্রুর সহিত সন্ধি হইল; সন্ধিপত্রে কয়েকটী গ্রাম বা কতগুলি অর্থের আদান প্রদানের কয়েকটী নিয়ম করা হইল; নিয়মকর্ত্তারা অসরল

ব্যবহার ও চতুরতা করিয়া সন্ধিনিয়ম ভঙ্গ করিবেন, এবং আপনাদের অসাধুতা মিথ্যাবাদিতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিবেন, এ নিমিত্ত "গৃহেৎ কৃষ্ণ ইবাজানি" ইত্যাদি বাক্যের সৃষ্টি করা হয় নাই। প্রজার সহিত কার্যকালে রাজার অসরল ব্যবহারের কথা ত নাই। কোন নীতিগ্রন্থকার সে উপদেশ দিয়া নিজ গ্রন্থকে দূষিত করেন নাই।

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব ও নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের ব্যবহারকার্য্যই আজ আমাদের এই প্রস্তাবের অবতারণার কারণ হইয়াছে। নূতন মন্ত্রি-সম্প্রদায় যেরূপে কার্য্য করিবেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা ইউরোপীয় সমাচার পাঠে জানিতে পারিলাম ভারতবর্ষীয় ষ্টেট-সেক্রেটরী প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনরল মারকুইস রিপন সাহেব ভারতবর্ষের মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত ৯ আইন ও লাইসেন্স টাক্স বিষয়ে বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডে রিপোর্ট করিবেন। আফগান-যুদ্ধের বিষয়ে বলা হইয়াছে, আফগানজাতীয় একজন ক্ষমতাবান রাজা পাইলেই তাঁহাকে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করিয়া ইংরাজেরা তথা হইতে চলিয়া আসিবেন। আফগান যুদ্ধের প্রকৃত ব্যয় সাত কোটী টাকা, তদ্ভিন্ন সীমা রেলওয়ে ব্যয় আছে। তুরস্কের সুলতানকে গ্রীস মণ্টিনিগ্রো ও আল্বেনিয়ার গোলযোগ শান্তি করিতে বলা হইয়াছে। তিনি যদি কথা না শুনেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দুমাই মাসে বার্লিনে ইউরোপীয় রাজগণের এক সভা হইবে।

নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় সরলভাবে এই বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়া নিজ সরল কার্য্য প্রণালীর যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের গৌরব না অগৌরব? তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি প্রজার [illegible] বৃদ্ধি হইবে না বিরাগ জন্মিবে? তাহাতে তাঁহাদের [illegible] মনোরথ কৃতার্থতা লাভ হইবে, অথবা তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইবেন?

সরলতার একটী মহোদার অদ্ভুত গুণ আছে। এই গুণের প্রভাবে তাঁহারা সকলের প্রশংসাভাজন হইয়া অনায়াসে অতি দুঃসাধ্য কার্য্যের সাধন করিয়া তুলিতে পারিবেন। যদি বা কোন কারণে কোন কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে না পারেন, তথাপি তাঁহারা কাহারও বিরাগভাজন হইবেন না।

পক্ষান্তরে, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ কোন বিষয়েই সরল ব্যবহার করেন নাই। এই নিমিত্ত ইউরোপ আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কেবল যে জীবহানি অর্থনাশ মাননাশ প্রভৃতি শোচনীয় কাণ্ডের ঘটনা হইয়াছে তাহা নয়, গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বজনীন বিরাগ জন্মিয়াছে। বোধ হয় ডিসরেলীর মন্ত্রিত্বের ন্যায় কাহারও মন্ত্রিত্বকালে সাধারণের এ প্রকার বিজাতীয় বিরাগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণের অসরল ভাবই রুশ তুরস্ক যুদ্ধের কারণ। মন্ত্রিগণ এমনি বক্র আচরণ করিয়াছিলেন, যে তুরস্কেরা বুঝিয়াছিল, ইংলণ্ড তাহাদিগকে আসন্নকালে পরিত্যাগ করিবেন না। সেই আনুমানিক সাহায্য বল দর্পিত হইয়াই উহারা সংগ্রামানল প্রজ্বলিত করিল। নূতন মন্ত্রিগণের ন্যায় ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ যদি স্পষ্টাক্ষরে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন, তাহা হইলে তুরস্কের সুলতান বার্লিনের সভায় নত হইয়া পড়িতেন সন্দেহ নাই।

এ দিকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরল ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ কালে ভারতে যে মহা সভা করেন, তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া কাবুলের আমীর সিয়াব আলী আগমন করেন নাই। সেই অপমানে ও সেই কোপে লর্ড লিটন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমীরকে উৎসন্ন দিবেন। সীমার আয়াম বৃদ্ধি তাঁহার ছল হইল। পাঠক দেখুন ভারতবর্ষের পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের কেমন অসরল ভাব! এই অসরল ভাব নিবন্ধন তাঁহারা যার পর নাই প্রজার বিরাগভাজন হইয়াছেন।

১৮৭৮ অব্দের ৯ আইনটীও ভারতবর্ষের পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের অসরলতার ফল। দেশীয় সংবাদপত্রে তাঁহাদিগকে অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল। সেই কোপে নানাপ্রকার দোষের অনুসন্ধান করিয়া এক আইন করিয়া বসিলেন, এবং দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপে প্রবৃত্ত হইলেন।

পক্ষান্তরে নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সরলতাময়ী কার্য্য প্রণালীতে যে উপাদেয় ফল লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহার একটী উদাহরণ দিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় তুরস্কের সুলতানকে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন যদি তিনি গ্রীস মণ্টিনিগ্রো ও আলবেনিয়ার গোলযোগের নিষ্পত্তি না করেন এবং স্বরাজ্যের অন্তর্গত অত্যাচারের নিবারণ করিয়া সুশৃঙ্খলা সম্পাদন না করেন, তাঁহার রাজ্য থাকিবে না। এই স্পষ্ট সরল বাক্য যে কত কাজ হইবে বোধ হয় পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। এখন তাঁহাকে প্রাণপণে রাজ্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশের তণ্ডুল বিনিয়োগ।

বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। ইহাতে বাণিজ্য বা শিল্প অধিক নাই। সুতরাং অধিকাংশ লোকেই কৃষিকর্ম্ম দ্বারা দিনপাত করে। বঙ্গদেশে প্রায় ৬০[illegible] লক্ষ লোকের বাস। ইহার মধ্যে প্রায় ৬ কোটি লোক তণ্ডুলভোজী। বঙ্গদেশ এই সমুদয় অধিবাসীর তণ্ডুল সংস্থান করিয়া দিয়া প্রতি বৎসর কোটি কোটি মণ তণ্ডুল বিদেশে প্রেরণ করিয়া থাকে। একরূপ অবস্থায় তণ্ডুল ব্যবসায়ের উপরে লোকের বিশেষ দৃষ্টি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ বৎসর বৎসর তণ্ডুলের মূল্যের একরূপ ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে যে অনেকেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন না।

উপরে উক্ত হইয়াছে যে বঙ্গদেশে প্রায় ৬ কোটী তণ্ডুলভোজী লোক আছেন। ইঁহাদের মধ্যে ৫ কোটী কৃষিজীবী বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অবশিষ্ট এক কোটী লোক শিল্প বাণিজ্য ও রাজকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ইঁহারা স্বয়ং তণ্ডুল উৎপাদন করেন না। কৃষকদিগের উৎপাদিত তণ্ডুল ভক্ষণ করেন। একজন বাঙ্গালীর বৎসরে গড়ে ছয় মণের অধিক তণ্ডুল লাগে না। গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, ৬ কোটি তণ্ডুলভোজীর জন্য ৪০ কোটী মণ তণ্ডুলের প্রয়োজন হয়। আমরা বহুসংখ্যক কৃষক ও মজুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে মাসে আধমণ তণ্ডুল হইলে এক জনের চলে। এ হিসাবে এক এক ব্যক্তির প্রতি গড়ে ৬ মণ তণ্ডুলের প্রয়োজন হয়। অতএব ছয় কোটি লোকে ৩৬ কোটি মণ তণ্ডুল লাগে। ইহার উপরে তণ্ডুলের অপব্যয়, গোমেষাদির আহার, সঞ্চয় ও অন্যান্য কারণ আছে। তাহাতেও প্রায় ৪ কোটি মণ আবশ্যক হয়। বঙ্গদেশ হইতে প্রায় [illegible] কোটি মণ চাউল প্রতি বৎসর বিদেশে নীত হইয়া থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ [illegible] ৪২ কোটি মণ চাউল বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়।

কোন দ্রব্যের মূল্য কত, অনুমান করিতে হইলে সে দ্রব্য কত উৎপন্ন হয় বলিলে ঠিক হয় না। তাহার মধ্যে কত দ্রব্য বিক্রয়ার্থ বাজারে আনীত হয়, তাহা জানা আবশ্যক। আমাদের দেশে যতই উৎপন্ন হউক, কৃষকেরা সম্বৎসরের জন্য নিজ নিজ ব্যয়ের উপযোগী যে ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাতে ধান্যের মূল্যের উৎকর্ষাপকর্ষ হয় না। তাহার কারণ এই, সে ধান্য বাজারে কখন আসে না। সুতরাং ধান্যের মূল্য নির্ণয়ের সহিত ৫ কোটি লোকের ব্যয়োপযোগী ৩০ কোটি মণের কোন সম্বন্ধ নাই। কৃষকেরা আপন ব্যয়োপযোগী ধান্য রাখিয়া অবশিষ্ট মহাজনকে দেয়। মহাজন আবার তাহার কিয়দংশ নিজ ব্যয়ার্থ রাখে, কিয়দংশ অধিক লাভে বিক্রয় করিব ভাবিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট নিকটবর্ত্তী বাজারে পাঠাইয়া দেয়। [illegible] তণ্ডুল বিক্রয়ের বাজার প্রতি জেলায় [illegible]

করিয়া আছে। সে সমুদয় স্থান হইতে প্রধান প্রধান নগরে তণ্ডুল প্রেরিত হইয়া থাকে। এইরূপে নানা হস্তে ফিরিয়া ১ কোটি মণ বিদেশে রপ্তানী হয়।

যখন কোন বিপদ আপদ বা গোলযোগ না ঘটে, তখনই এক কোটি মণ চাউল বিদেশে রপ্তানী হয় ও নিয়মিত মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভিক্ষাদি আপদ কালের এ নিয়ম নয়। এক বৎসর শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হইলেই দুর্ভিক্ষ হয় না। দুই তিন বৎসর উপর্য্যুপরি শস্যের ব্যাঘাত হইলে তবে দুর্ভিক্ষ হয়। কিন্তু প্রথম বৎসর কেবল একটু কষ্ট হয় এইমাত্র। প্রথম বৎসর যে কিছু ধান্য উৎপন্ন হয় তাহাতে, এবং পূর্ব্ব বৎসরের যাহা সঞ্চিত থাকে, তাহাতে কৃষকদের একরূপ চলিয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি, প্রথম বৎসরে কৃষকেরা খাদ্য দ্রব্যের নিমিত্ত তত কাতর হয় না। তাহারা খাজনার টাকার সংস্থানার্থ মজুরের কার্য্য করে। ঐ সময়ে যদি তাহাদের খাজনা লওয়া বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের বিশেষ উপকার দর্শে। কিন্তু যদি পর পর দুই বৎসর অনাবৃষ্টি হয়, তাহা হইলেই তাহাদিগের উদরান্নের পার পর নাই কষ্ট উপস্থিত হয়, এমন কি অনশনেও প্রাণত্যাগ করে। এখন সভ্যতা প্রভাবে বাণিজ্য বিস্তার হইয়াছে, যাহারা তণ্ডুল কিনিয়া খায়, তাহাদের বড় কষ্ট হয় না। বিদেশের তণ্ডুলে অনায়াসে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। ১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষে যে লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহাতে কৃষক ও শ্রমজীবী উভয়ের প্রায় তৃতীয়াংশ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন দুই বৎসর কিছু জন্মে নাই, বাণিজ্য ও ছিল না। তাহার উপর আবার খাজনা বন্ধ করা হয় নাই। তাহাতেই ঐ ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হয়। ১১৭৬ সালের পর এক শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় উপর্য্যুপরি দুই বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি হয় নাই। শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত তণ্ডুল ব্যবসায়ের একটী প্রধান বিঘ্ন। এতদ্ভিন্ন আর একটী বিঘ্ন আছে, যদি বিদেশে কোথায়ও তণ্ডুলের অধিকতর প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেও ব্যবসায়ের বিষম বিঘ্ন ঘটে। গত বৎসর যে সময়ে কমিশরিয়েটে অনেক তণ্ডুল ও গোধূম ক্রীত হয়, তৎকালে উক্ত শস্য দ্বয়ের মূল্য পশ্চিমাঞ্চলে মণকরা একেবারে ১ টাকা চড়িয়া যায়। মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের সময়ে হঠাৎ তণ্ডুলের অত্যন্ত প্রয়োজন হওয়াতে দিনকত কাল কলিকাতায় তণ্ডুলের মূল্য লইয়া তলদ্রূপ পড়িয়া গিয়াছিল।

ফলতঃ বিদেশে চাউলের হঠাৎ প্রয়োজন হইলেই কলিকাতার বাজারের চাউল সপ্তাহে নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন চাউল এখানে অগ্নিমূল্য হইয়া উঠে। যে কয়েকটী প্রধান বাজার হইতে এখানে তণ্ডুল আমদানী হয় ২।৫ দিন মধ্যে সেখানেও টান পড়ে, ক্রমে মহাজনেরা অধিক লাভের আশায় যে স্থানে (গুদামে) চাউল বন্ধ করিয়া রাখে, তথায়ও আঘাত লাগে। মহাজনদিগের সঞ্চিত শস্য যত শেষ হইতে থাকে, তত চাউলের মূল্য অধিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠে। মহাজনদিগের শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার চেষ্টায় চাউল কিনিবার সময়ও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইবার প্রধান সময়।

কলিকাতায় গত ৭ বৎসরে যত চাউল আমদানী হইয়াছে তাহার তালিকা এই:—

		মণ
১২৮০ সাল		৭৪০০০০০
১২৮১ সাল	(বিহার দুর্ভিক্ষ)	৪০০০০০০
১২৮২ সাল		৫৮০০০০০
১২৮৩ সাল	(মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ)	১৯৪০০০০০
১২৮৪ সাল	(মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ)	২২১০০০০০
১২৮৫ সাল		১০৫০০০০০

উপরি উক্ত তালিকা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে মান্দ্রাজে ৮৩ ও ৮৪ সালে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে বাঙ্গালার মহাজনদিগের সঞ্চিত সমস্ত তণ্ডুল ব্যয় হইয়া যায়। উক্ত দুই বৎসরে প্রায় ২॥ কোটী মণ চাউল মান্দ্রাজে নীত হইয়াছিল। এই দুই বৎসর কলিকাতায় ২০২ ও ২৫২ লক্ষ মণ চাউল আইসে কিন্তু ৮৩ ও ৮৪ অপেক্ষা ৮৫ সালে চাউলের মূল্য অধিক হয়। আমদানী ও রপ্তানি উভয়ের তুলনা করিলে দেখা যাইবে কলিকাতায় ৮৩ সালে ৮ লক্ষ মণ ও ৮৪ সালে ৩০ লক্ষ মণ চাউল মজুত থাকে। এই অল্প তণ্ডুলে এত বড় বৃহৎ নগরের ব্যয় সংকুলান যে অতীব কঠিন হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে।

৮৫ সালে মহাজনেরা গুদাম ভরিয়া রাখিয়া অল্প মাত্রায় তণ্ডুল বাজারে প্রেরণ করিয়াছিল। ৮৬ সালে আবার চাউলের মূল্য অনেক কমিয়া যায়।

আমাদের দেশের অনেক লোকের ভ্রম আছে যে, বিদেশে তণ্ডুল যায় বলিয়া আমাদিগকে অধিক মূল্যে তণ্ডুল ক্রয় করিতে হয় কিন্তু সেটী ভ্রমাত্মক সংস্কার। তাঁহারা মনে করেন, প্রতি বৎসর ১ কোটী মণ চাউল বিদেশে যায়, উহা বিদেশে না গেলে তণ্ডুল কতই অল্প মূল্য হইত, কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না যে বিদেশে না গেলে কেহ ঐ অতিরিক্ত তণ্ডুল উৎপাদনের চেষ্টা করিত না, শস্যেরও মূল্য বৃদ্ধি হইত না। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি না হইলে উহার উৎপাদনে যত্ন জন্মে না, বিশেষতঃ তণ্ডুল বিদেশে প্রেরণ করিবার সময় মূল্য তত বৃদ্ধি হয় না, তাহার এক বৎসর পরে বৃদ্ধি হয়। অপর, মূল্য বৃদ্ধি হইলে ৫ কোটী লোকের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই যে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি ১ কোটী লোকের। এই এক কোটী লোক অন্য অন্য কার্য্য করে, কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হয় না। যাহারা কৃষিকার্য্যে লিপ্ত, তাহারা সংখ্যায় ৫ কোটী হইবে। ফলতঃ সচরাচর যে শস্য বিদেশে প্রেরিত হয়, তন্নিবন্ধন অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। বরং তাহা সন্তোষের কারণ, তাহাতে দেশের উন্নতি হয়।

১২৮৫ সালে ১৪৭ লক্ষ মণ তণ্ডুল কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে নৌকায় ৯৮লক্ষ মণ, গরুর গাড়ী ও মোটে ১০ লক্ষ, রেলে ৩৭ লক্ষ ও জাহাজে দুই লক্ষ মণ। বর্ম্মা ও উড়িষ্যা হইতে যে চাউল আইসে, তাহা জাহাজেই আসিয়াছিল। রেলে চাউল আমদানী অতি অল্প হয়। যদি রেলের ভাড়া কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহাতে অধিক পরিমাণে চাউলের আমদানী হইতে পারে।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ব্যতিরেকে সিংহল ও দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক চাউল রপ্তানি হয়। ইংলণ্ডে প্রায় সাত লক্ষ মণ তণ্ডুল প্রতিবৎসর কলিকাতা হইতে নীত হইয়া থাকে। বিদেশীয় বাণিজ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। ৮৬ সালে ৭০ লক্ষ ৮৫ সালে ৭৫ লক্ষ এবং ৮৫ সালে ৭৮ লক্ষ মণ রপ্তানি হইয়াছে।

সৈন্যবিভাগ।

আজ কাল ভারতবর্ষের সৈন্যবিভাগে কিঞ্চিদধিক বিশ কোটী টাকা ব্যয় হইতেছে। ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবন্ধু ফসেট সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের রাজস্ব আদায় ব্যয় বাদে ৩৮ কোটী টাকা। ইহার মধ্যে ১৭ কোটী টাকা সৈন্য বিভাগে ব্যয়িত হয়। ফলতঃ সেনাবিভাগ সমস্ত রাজস্বের শতকরা ৪৫ টাকা গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহাতে দেশের বাস্তবিক কোন উন্নতি হয় না। ২২ কোটী টাকা ভূমির কর হইতে সংগৃহীত হয়, তাহার মধ্য হইতে এক্ষণে ২০ কোটী অর্থাৎ প্রায় সমস্ত টাকাই গোরা ও সিপাহীদিগের উদরমধ্যগত হইতেছে। একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ভারতবর্ষে প্রতি সৈন্যে যত খরচ পড়ে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহার অর্দ্ধেক ও পড়ে না। সৈনিক বিভাগের এই অসঙ্গত ব্যয় ভারতবর্ষীয় রাজস্বের চিরস্থায়ী অসচ্ছল অবস্থার প্রধান কারণ। এই ব্যয়াধিক্য দেশীয়দিগের প্রতি এক প্রকার অত্যাচার, এটী ইংরাজজাতির কলঙ্ক। আমরা যে এ কথা কহিলাম, তাহার কারণ এই, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিবেশী রাজগণের সহিত সদ্ব্যবহার নাই, প্রজাগণকেও বিশ্বাস

করেন না, তাহাতেই তাঁহাদের এত সৈন্য রাখিবার ও তাহার অসঙ্গত ব্যয় করিবার প্রয়োজন হয়। প্রতিবেশী রাজগণের প্রতি অসদ্ব্যবহার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সভ্য জাতির কি কলঙ্কের কারণ নয়? ভারত কি এই ব্যয়ভারগ্রস্ত হইয়া বিপন্ন হইতেছে না? রাজ্য বৃদ্ধির লোভ পরিত্যাগ করিয়া ও মিত্র রাজগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া সৈনিক বিভাগের অসঙ্গত ব্যয় সংক্ষেপ করা কি কর্ত্তব্য নহে? সে দিবস ভারতসভা ভারতবর্ষের নানাবিষয়িণী দুঃখমালার উল্লেখ করিয়া পার্লিয়ামেণ্টে যে আবেদন করিলেন, তাহাতে সৈন্য বিভাগের ব্যয়াধিক্য প্রধানরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত ছিল। বিশ কোটি টাকা ব্যয়, তাহার প্রতিদানে কিছুই নয়!!

গত বৎসর যখন মহা ধুমধামে এতৎ সম্বন্ধে কমিশন বসে, তখন আমাদের মনে কতই আশার সঞ্চার হইয়াছিল। যখন দেখিলাম দেশ বিদেশ হইতে অগাধ অর্থ ব্যয় করিয়া কার্য্যদক্ষ রাজপুরুষদিগকে শিমলায় লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন ভাবিলাম বুঝি এই বার এ দুঃখের অবসান হইবে। কিন্তু সে আশা ফলবতী হইল না। নবেম্বর মাসে কমিশন রিপোর্ট দিলেন। রিপোর্টের মহাপ্রশংসা হইয়া গেল। লর্ড লিটন মহাসন্তুষ্ট; ষ্ট্রাচি সাহেব আনন্দে বিহ্বল। আমরাও দেখাদেখি সন্তুষ্ট হইলাম। শুনিলাম, দেড় কোটী টাকা ব্যয় লাঘব হইবে। কিন্তু তাহা কই হইল? যেমন গোলযোগ তেমনিই রহিল, কেবল কমিশনের অতিরিক্ত ব্যয় ভারতবাসীর স্কন্ধে চাপিল এই মাত্র। রিপোর্ট ছাপা হইল না। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রি সম্প্রদায়ের সমুদয় কার্য্যই অদ্ভুত। তাঁহারা গোপনে কার্য্য করিতে ভাল বাসিতেন, আলো তাঁহাদের চক্ষের বিষ ছিল। যদি গোপন করাই অভিপ্রেত ছিল তবে কমিশন নিযুক্ত করা হইল কেন? মহাসমারোহে কমিশন অধিবেশনের করিয়া রিপোর্ট প্রকাশ না করাতে লোকের মনে নানাপ্রকার কুতর্কের উদয় হইতেছে। কেহ বলিতেছে যে রিপোর্টের মত প্রচার করিতে গবর্ণমেণ্টের সাহস হয় না। কেহ বলিতেছে যে রিপোর্টকারেরা কিছুই করেন নাই, ডিউক কেম্ব্রিজ কি বলিবেন, এই ভয়েই তাঁহারা অস্থির হইয়াছিলেন।

সেদিন আমাদের একজন সুযোগ্য সহযোগীর পত্রে আর্ম্মি কমিশনের রিপোর্টের উপর সৈন্যাধ্যক্ষ সর ফ্রেডরিক হেনেস মন্তব্য মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ কিছু জানা গেল না, কেবল এই মাত্র জানা গেল,প্রধান সেনাপতির সমস্ত ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে কেবল ইন্সপেক্টর করা হইয়াছে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনরল সৈন্যের প্রকৃত কর্ত্তা হইয়াছেন! বোধ হয় এই কারণে কাবুল যুদ্ধে সৈন্যাধ্যক্ষের নামও নাই। শুনিয়াছি যুদ্ধটী নাকি সৈন্যাধ্যক্ষের অনুমোদিতও নহে। সর ফ্রেডরিক হেন্স আর্ম্মি কমিশনকৃত সৈন্য সংস্কারের উপযোগিতা বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দিহান।

ভারতবর্ষীয় সৈন্যবিভাগে আর একটী মহৎ দোষ ঘটিয়াছে। এদেশীয় যুদ্ধ-কুশল রাজগণ বা সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণ উহাতে স্থান পান না। যখন প্রথম দেশীয় সৈন্যের সৃষ্টি হয়, তখন এক এক রেজিমেণ্টে ৪। ৫ জন মাত্র ইংরাজ থাকিত। অবশিষ্ট সমস্ত আফিসর এদেশ হইতে গৃহীত হইত। দেশীয় লোকেরা বিলক্ষণ দক্ষতাসহকারে যুদ্ধ করিত। ডিউক ওয়েলিংটনও তাহাদের সাহস ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ক্লাইব, লরেন্স, কুট, লেক, কর্ণওয়ালিশ প্রভৃতি বীরগণ অধিকাংশ দেশীয় সৈন্য লইয়াই ভারত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। অনেক সময়ে ইংরাজ সৈন্য বিদ্রোহী হইয়াছে। কিন্তু দেশীয় সৈন্যের অচলা রাজভক্তিতে সে বিপদের উদ্ধার হইয়াছে। আরকটে দেশীয় সৈন্যেরা ফেন খাইয়া আপনাদের সমস্ত অন্ন ক্লাইব ও তাঁহার গোরাদিগকে দিয়াছিল। এত অনুরাগের ফল এই যে এখন শান্তির সময়ে ক্রমে দেশীয় আফিসর গিয়া সব ইউরোপীয় আফিসর হইল! দেশীয় আফিসর থাকিলে এই এক মহৎ উপকার হয়, সৈন্য ও সেনাপতিগণের পরস্পর সমদুঃখসুখতা ও সৌহার্দ্দ থাকে. যুদ্ধ কালে তাহাতে অধিক কাজ হয়।

দেশীয় সেনাপতি রহিত হইয়া ভূরি পরিমাণে ইউরোপীয় সেনাপতি হওয়াতেই সৈন্যবিভাগের ব্যয় অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে। এটীও দেশীয় সেনাপতি রহিত করিবার প্রধান অনিষ্টফল। লর্ড কর্ণওয়ালিশ একবারে এক উদ্যমে এদেশের সমস্ত লোককে রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিয়া ইংরাজদিগের দ্বারা দেশ শাসন করিবেন সংকল্প করিয়াছিলেন। তখন রাজ্যের অন্যান্য বিভাগেও ঠিক এইরূপ ব্যয়াধিক্য হইয়াছিল। শেষে উদারহৃদয় সর উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় হইতে আবার দেশীয়দিগের উচ্চ কর্ম্মে নিয়োগ আরম্ভ হইয়াছে। এদেশীয়েরা প্রশংসনীয় ধারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। উত্তর পশ্চিমে বাঙ্গালী বিচারপতিদিগের বিচার কার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। সৈন্যবিভাগেও যদি এইরূপ কোন উপায় অবলম্বিত হয়, ইষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা আছে।

মনুষ্য লইয়া ক্রীড়া।

ইউরোপীয়েরা অতি প্রাচীন কাল অবধি আশ্চর্য্য-বস্তু-দর্শনপ্রিয়। সেক্‌সপিয়র বলেন, যদি কেহ একটা মরা আমেরিকানকে লণ্ডনে লইয়া যাইতে পারে, তাহার অদৃষ্ট ফুলিয়া যায়। একজন বিখ্যাত চিত্রকর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, আমি উৎকৃষ্ট চিত্র প্রদর্শন করিয়াও উদরান্ন সংস্থান করিতে পারি না, কিন্তু টম্‌থম্‌ নামে একজন বামন প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেছে। আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে নূতন জাতীয় মানুষ লইয়া আসিয়া প্রদর্শন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা ইংলণ্ডের রীতি আছে। প্রাচীন রোমে প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে লোক ধরিয়া আনিয়া রঙ্গভূমিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, অবশেষে তাহারা হস্তী, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত ও ভক্ষিত হইত। ক্রমে সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ক্রীড়া সকল তিরোহিত হইয়াছে। কুক্কুটক্রীড়া ও ষণ্ডক্রীড়া ইউরোপে নিষ্ঠুর কার্য্য বলিয়া রহিত হইতেছে। কিন্তু এই সভ্যতার সময়ে উইলিয়ম নামক এক ব্যক্তি স্বদেশে প্রদর্শন করিয়া অর্থলোভের জন্য পাঁচ জন জুলু ধরিয়া লণ্ডনে আনিয়াছেন। ১৮ এ এপ্রেল জুলুরা তাহাদের বাসার্থ নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করিয়া রাস্তায় উপস্থিত হয় ও মহা গণ্ডগোল বাঁধায়, অনেক সাধ্য সাধনার পর তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হয়। আবার সে স্থান হইতে পলায়ন করে এবং চতুর্দ্দিগস্থ লোকদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়। একজন হস্তস্থিত ছুরিকা আস্ফালন করে, আর সকলে যষ্টি আস্ফালন করিতে থাকে। পুলিসের লোকে তাহাদিগকে ধরিয়া আদালতে উপস্থিত করে। সেখানে দ্বিভাষী কেহ ছিল না বলিয়া জুলুদিগকে কারাগারে বদ্ধ করা হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে উইলিয়ম আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া যায়। তাহারাও বিনা আপত্তিতে উইলিয়মের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়। দুই তিন ঘণ্টার পর আবার শুনা গেল, যে তাহাদের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী পথসমূহ লোকারণ্য হইয়াছে। জুলুরা উন্মত্তবৎ আচরণ করিতেছে। একজন আপন গলায় ছুরি দিবার উদ্যোগ করিতেছে, কেহ তাহাদিগকে থামাইতে পারিতেছে না। পুলিসে আসিয়া তাহারা বলে, আমাদের ভয় হইতেছে যে আমাদের যে সর্ত্তে লইয়া আসিয়াছে, ইহারা তদনুযায়ী টাকা দিবে না। টাকার বিষয়ে জজ তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলে তাহারা বলে যে আমরা অতবার নাচিতে পারিব না। উইলিয়ম এজাহার দেয়, যে সদা প্রাতঃকালে তাহাদের মজুরী দেওয়া

হইয়াছে, কিন্তু তাহারা ফাকি দিবার অভিপ্রায়ে আর নাচিতে চাহিতেছে না। এই উনবিংশ শতাব্দীতে ভল্লুকের ন্যায় মনুষ্য নাচাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করা [illegible], গবর্ণমেণ্ট ইহার নিবারণ করেন না, এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। এ বিষয়টা কি গবর্ণমেণ্টের গোচর হয় নাই? উন্নত সভ্যতা-সম্পন্ন রাজপুরুষদিগের এ কার্য্যটীকে কি কেমন কেমন বলিয়া বোধ হয় না?

বিবিধ সংবাদ।

আমরা ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের ট্রাবলীং পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের নিকট নিম্নের সংবাদটী অবগত হইলাম। কিছু দিন গত হইল শান্তিপুরনিবাসী এক গুরু ঠাকুর, তাঁহার গোয়ালন্দনিবাসী কোন ব্রাহ্মণ শিষ্যের বাটীতে মন্ত্র দিতে যাইয়া শিষ্যের একটী বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যাকে নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া বাহির করিয়া আনেন। কন্যাটী একে বয়স্থা তাহাতে রূপলাবণ্যসম্পন্না ও অবিবাহিতা; হিতৈষী গুরু শিষ্যের এই কন্যাদায় ভাব-দর্শনে নিতান্ত দয়া পরবশ হইয়াই বোধ হয় এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ ও পৃষ্ঠবিস্তার করিয়াছিলেন। না হইবে কেন? "পরোপকারায় সতাং হি জীবনম্" কিন্তু হতভাগা অকৃতজ্ঞ শিষ্য সাধু গুরুর এই পরোপকারিতা বুঝিতে পারিল না। সে এই সংবাদ পাইবামাত্র গুরুর অন্বেষণে চারি দিকে চর পাঠাইল, এবং নিজে গোয়ালন্দের রেলওয়ে ষ্টীমারে যাইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু ধর্ম্মের কেমনই যে কল, উহা বিনা বাতাসে আপনিই নড়িয়া উঠে। শিষ্য গুরুর অন্বেষণে ষ্টীমারে যাইবার পূর্ব্বেই সুযোগ্য ষ্টীমার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের কার্য্যকৌশলে রসিক গুরু মাল সহিত ধরা পড়িয়াছিলেন। পরে যখন শিষ্য যাইয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন সকল রহস্য ভেদ হইয়া পড়িল। এ দিকে তিনিও কন্যাটীকে লইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন, ওদিকে ষ্টীমারের [illegible]গণ নানা মুষ্ট্যাদি দ্বারা গুরুর ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

আজ কাল লোকের আফিম খাইয়া মরা একটী সাংক্রামিক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই [illegible] কিছু বেশী। কথায় কথায় [illegible] যেন [illegible]দিগকে [illegible] করিবার [illegible] আফিমের ঢেলা হাতে লইয়া [illegible] বসিয়া আছে। অভাগীদের এ জ্ঞান নাই [illegible] মহাপাপ।" আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, গত সপ্তাহে কালীঘাটে একটী স্ত্রীলোক আফিম খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। শুনিলাম উহার স্বামীই না কি উহার ঐ আকস্মিক মৃত্যুর প্রধান কারণ। অর্থাৎ তাহার স্বামী রাত দিন মদ ও ইয়ার লইয়া বেশ্যার বাটীতে থাকিত, তাহাকে বিশেষ জ্বালা যন্ত্রণা দিত, বাটীতে আসিত না। এই সব কারণে মনের দুঃখেই সে আত্মঘাতিনী হইয়াছে। অধিক দুঃখের বিষয় এই যে ঐ স্ত্রীলোকটী ৯ মাস গর্ভবতী ছিল। আফিম খেয়ে মরা বা মরিবার জন্য আফিম খাওয়া কালীঘাটে এই শুধু নূতন নয়। সে দিন বারুইপুর মহকুমার অন্তঃপাতী দোবাগাছি গ্রামেও ঐরূপ একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে। এক ব্রাহ্মণতনয় ধারে শুঁড়ির দোকানে মদ খাইত। টাকা দেয় নাই। শুঁড়ি বিস্তর তিরস্কার করে। সেই ক্ষোভে প্রাণত্যাগ করিবে স্থির করিয়া ঐ দিবস দুই বোতল মদ খাইয়া আইসে। তাহার উপরে এক ভরি আফিম খায়। সেই আফিম খাওয়াই শেষে আফিম খাওয়া হইল। যমরাজ আজ কাল অনেকগুলি দ্বার খুলিয়াছেন।

বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের আর একটী নূতন আয়দ্বার শীঘ্রই খোলা হইবে। ইতিপূর্ব্বে ডাক্তারখানায় ডাক্তারগণ যে সব মাদকদ্রব্য ঔষধার্থে ব্যবহার করিতেন, এখন হইতে সেই সব মাদকদ্রব্য বিনা লাইসেন্সে আর রাখিতে পারিবেন না, তাহারই যোগাড় হইতেছে এবং এ সম্বন্ধে কোথায় কত ডিস্পেন্সরী আছে, তাহার তালিকা গ্রহণ করা হইতেছে। সম্প্রতি ভবানীপুর কালীঘাট প্রভৃতি দক্ষিণ উপনগরীর সমস্ত ডাক্তারখানার তালিকা গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে আর একটী নিবেদন করিয়া রাখি, যাহাতে ভবিষ্যতে বিষাক্ত আফিম খাইয়া আর না লোকে মরিতে পায়, ইহার একটা কোন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

গত [illegible] তারিখের সোমপ্রকাশে মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটী লিখিত হয়, তাহা পাঠ করিয়া আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা শান্তিপুরের মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কৌতুককর সংবাদটী লিখিয়াছেন।

"এত কাল অতীত হইল, শান্তিপুরের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের যত্ন ও ৺ মতি বাবুর সহায়তায় এখানে মিউনিসিপালিটী সংস্থাপিত হয়। ঐ সময়ে শান্তিপুরের সমুদয় প্রজা করভারপীড়িত হইয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে গমন করে। একপ জনশ্রুতি যে, কৃষ্ণনগরে ঐরূপ আকস্মিক প্রজা-সমাগম-নিবন্ধন সমুদায় আহার্য্য দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য হইয়া উঠে। এমন কি, পয়সায় একখানি কদলীপত্র বিক্রীত হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সমস্ত প্রজার আগমন বৃত্তান্তের কারণ ৺ মতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে তিনি সাহেবকে বুঝাইয়া দেন যে শান্তিপুরে মিউনিসিপালিটি সংস্থাপিত হইয়াছে, এ জন্য প্রজারা হৃষ্টচিত্তে হুজুরকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছে।" মাজিষ্ট্রেট সাহেব মতি বাবুর মুখে ঐ কথা শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের নির্দ্ধারিত "গৃহ কর" প্রচলিত করিয়া দিলেন। ঐ সময়ে সমাগত প্রজারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলে মতি বাবু সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন যে "হুজুর শান্তিপুরে "গৃহ-কর" বিধিবদ্ধ করাতে প্রজারা আনন্দিত হইয়া "হরি বোল" দিতেছে। সাহেব বলিলেন, সাট্টি! টঠাষ্ট্!"

পলাণ্ডুর উপরে আমাদের দেশের লোক বড় বিরক্ত। মনু বলেন অজ্ঞানবশতঃ পলাণ্ডু খাইলে সাত দিন উপবাস করিয়া সান্তপন ব্রত আচরণ করিতে হয়। জ্ঞাতসারে যে পলাণ্ডু ভক্ষণ করে, সে পতিত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিন্তু আমেরিকার একজন পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে পলাণ্ডুর মত সুলভ ঔষধ অতি বিরল। উহাতে গলনলী ও যকৃৎ রোগের বিশেষ উপকার করে। সময়ে সময়ে উহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। পলাণ্ডু ভক্ষণ করিলে "তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা" সর্দ্দি রোগ নষ্ট হয়। উহাতে পাকক্রিয়ার বিশেষ উপকার হয়।

গটা পার্চার আবৃত টেলিগ্রামের তার জলের ভিতর বহুকাল থাকে। ১৮৫১ সালে পাতিত তার উত্তোলন করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহার গটা পার্চা আজিও ঠিক নূতন আছে। স্থলস্থ টেলিগ্রাফের তারের এরূপ কোন আবরণ আবিষ্কৃত হইলে বজ্রাঘাতের ভয় থাকে না।

১[illegible]৮৭ সালে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ১৬৯[illegible] পাউণ্ড পাঠাইতে হইবে। এক্সচেঞ্জ গোলযোগ হইবার পূর্ব্বে ১৬৯০০০০০০ টাকা পাঠাইলেই হইত, কিন্তু এক্ষণে ২০৩১০০০০০ না পাঠাইলে চলিতেছে না। এই ঘটনায় ভারতবর্ষের প্রায় ৩ কোটী ৬১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা লোকসান হইবে। ইংলণ্ডে দেনা করিয়া ইংলণ্ডের ব্যয় নির্ব্বাহের যে প্রস্তাব শুনিয়াছিলাম তাহার কি হইল?

বক্সর ও এলাহাবাদের মধ্যে পূর্ব্ব ভারত রেলওয়ের যত সেতু আছে, তৎসমুদয় বিস্তৃত করা স্থির হইয়া গিয়াছে। এই দুই স্থানের মধ্যে দুই পংক্তি রেল পাতা হইবে।

এক জন ফরাসী পণ্ডিচারি হইতে এক প্রকার অদ্ভুত কুক্কুট আনাইয়াছেন। ইহার চারি খানি পা

দুইটী লেজ, এবং আকার বৃহৎ। এই কুকুট একটী ঘরে রাখিলে পাখার দ্বারা এ রূপ বাতাস করিতে থাকে যে অতি গ্রীষ্মের সময়ে ও প্রবল বাতাস উঠে, এবং গৃহস্থ লোকের শরীর এককালে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। ফরাসী এই কুকুটের সাহায্যে বেশ পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন। বড় লোকের বৈঠক খানায় এই কুকুট লইয়া গিয়া টানা পাখার কাজ করাইতেছেন।

বোম্বে গারডিয়ান বলেন,যে যদি সারজন ষ্ট্রাচির রাজস্ব সম্বন্ধীয় আয় ব্যয় হিসাবে এতই ভুল বাহির হইল, আর যদি ইংরাজদিগের মধ্যে সুদক্ষ রাজস্ব মন্ত্রিই নাই, তবে কেন কোন দেশীয় রাজার দাওয়ানের দ্বারা রাজস্ব কার্য্য সম্পন্ন করা না হয়? মন্দ পরামর্শ নহে। মুসলমানেরা চিরকাল হিন্দু দাওয়ান রাখিত, ইংরাজেরা তাহা উঠাইয়া দিয়া গোলে পড়িয়াছেন। এখনও যদি তাঁহারা ঠেকিয়া শিখেন তথাপি মঙ্গল।

নবাবিষ্কৃত স্বর্ণ রৌপ্যাদির আকর সমূহের উপর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব সংস্থাপনের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটরি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিকট সারকিউলার বাহির করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই:—

১। যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে সে ভূমিতে আকর আবিষ্কৃত হইলে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কোন স্বত্ব নাই। যদি কোন স্থানে প্রজার আকর অধিকার করিবার রীতি থাকে অথবা এ বিষয়ে কোন আদালতের নজীর থাকে তাহা হইলে তথাকার আকর প্রজার হইবে।

২। আর সর্ব্বত্র আকরের উপর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৩। যদি কোন লোক অস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমি উপভোগ করে আর সেই ভূমিস্থ আকরের উপর তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে নূতন বন্দোবস্তের সময়ে আকর সমেত ধরিয়া তাহার নিকট অধিক রাজস্ব আদায় করা যাইতে পারিবে।

৪। সর চার্লস উড সাহেবের পত্র অনুযায়ী যাহাদের সঙ্গে পতিত জমীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহাদের জমীতে আকর আবিষ্কৃত হইলে তাহা ঐ জমীর স্বত্বাধিকারিবর্গই হইবে।

৫। যাহারা শুদ্ধ চাস করিবার জন্য ভূমি লয় তাহাদের ভূমিতে আকর বহির্গত হইলে সে আকর গবর্ণমেণ্টের হইবে।

ওয়ারসর এক ব্যক্তি ১১৮ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে তাঁহার বংশাবলীর ২৩৫ জন গিয়াছিল।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম দেশীয় উকিলদিগের উপর মণিয়র উইলিয়মের বড় ঘৃণা জন্মিয়াছে। তিনি এক খানি পত্রে লিখিয়াছেন দেশীয় উকিলেরা স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে ন্যায়কে বিকৃত করিয়া তুলিতেছেন। ইত্যাদি।

প্রভাকরের সম্পাদক বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত অনেক দিন অবধি পীড়া ভোগ করিতেছিলেন। সম্প্রতি আমরা তাঁহার মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি।

মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট স্কার্লিব সাহেবের আদালতে একজন দেশীয় লোক চটিজুতা পায় দিয়া বেড়াইতেছিলেন বলিয়া তিনি তাহার দুই টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

ডাক্তার হটর নামে একজন জর্ম্মান পণ্ডিত রক্ত চলাচল প্রত্যক্ষ করিবার এক আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। একটী কাষ্ঠের ফ্রেমে রোগীর মস্তক রক্ষা করিতে হয় ঐ ফ্রেমে একটী প্রদীপ ও একটী অনুবীক্ষণ রাখিবার উপায় আছে। মস্তক রক্ষার পর রোগীর অধর অনুবীক্ষণের তলায় দিয়া আঁটিয়া দিতে হয়। দিবার সময় যেন অধরের ভিতর ভাগ উপর দিকে থাকে। তাহার পর অতি উজ্জ্বল আলোক তাহার উপর পাতিত করিতে হয়। পরে কৌশলক্রমে দেখিতে পারিলেই কৈশিকাগণে রক্তস্রোত কিরূপে বহিতেছে তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হয়। দেখিতে পাওয়া যায় লাল রক্ত বিন্দুর সহিত শ্বেত বিন্দু সকল যাইতেছে কিন্তু শ্বেত বিন্দু গুলি বস্তুতঃ বর্ণহীন। ডাক্তার হটর বলেন তিনি রক্ত চলাচলের সময় পর্য্যালোচনা করিয়া অনেক সময়ে অনেক চিকিৎসায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আমেরিকায় কেন্সাস ষ্টেটের হচসন নগরে এক কূপ মধ্যে এক প্রকার পদ চতুষ্টয় বিশিষ্ট আশ্চর্য্য মৎস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার গলায় এক প্রকার কানকোর মত পদার্থ আছে। মৎস্যের দৈর্ঘ্য তিন ইঞ্চি। অশ্বত্থ গাছের কুঁড়ির মত উহার শরীর হইতে কুঁড়ি বাহির হয়।

অনেক সময়ে অনেক জাহাজ এরূপ বিপদাপন্ন হইয়া জলমগ্ন হয় যে তাহার এক প্রাণীও রক্ষা পায় না। সুতরাং মজ্জন স্থানের নির্ণয় হয় না এবং জাহাজেরও কিছু অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য জাহাজে বার্ত্তাবহ কপোত রাখিবার সংকল্প করা হইয়াছে। জাহাজ বিপদাপন্ন হইলে এই শিক্ষিত কপোত তাহার উদ্ধারার্থ অন্য জাহাজে গিয়া খবর দিতে পারিবে। যদি নিকটে কোন জাহাজ না পায় পরে মজ্জন স্থানেরও নির্ণয় করিয়া দিবে। প্যারিসের অবরোধ কালে যখন তারে খবর প্রভৃতি দেওয়া এক কালে বন্ধ হইয়া যায় সেই সময়ে এই কপোত প্রায় দুই শত মাইল দূর হইতে সংবাদ আদান প্রদান করিয়াছে।

১ লা জুন লর্ড লিটন লর্ড রিপনকে মহা সমারোহে ভোজ দিবেন। ষাটি জন প্রধান প্রধান লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ঐ দিন লর্ড রিপন কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন। কার্য্য ভার গ্রহণের পর লর্ড রিপন লর্ড লিটনকে বিদায় কালীন ভোজ দিবেন।

কাছাড়ে পারাপারের একখানি নৌকা ডুবিয়া যাওয়াতে দুই জন কুঠিয়াল ও এক জন এসিষ্টাণ্ট জলমগ্ন হইয়াছেন।

কলিকাতায় পাখা টানা কলের নূতন সৃষ্টি হইয়াছে। এই কলের দম ৩৬ ঘণ্টা।

আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্কের এক খানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্র বলেন যে তত্রত্য সহরের ১১ লক্ষ লোক গোবীজে টীকা লয়। ইহার মধ্যে ১৪ জন মাত্র বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। গোবীজে টীকা গ্রহণ করিয়া যখন এত উপকার তখন সকল লোকের এই টীকা লওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার তর্করত্ন প্রণীত কৃষ্ণদাসচরিত নামে একখানি খণ্ডকাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে অনরেবল কৃষ্ণদাস পালের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত কবিতা ও তাহার বাঙ্গলা অর্থ উভয়ই আছে। আমরা রাজকুমার তর্করত্নের সংস্কৃত কবিতা রচনার ক্ষমতা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। কবিতাগুলি সুমধুর হইয়াছে।

ব্রাডল সাহেব নাস্তিক। তিনি ঈশ্বর বা ধর্ম্ম কিছুই মানেন না। কিন্তু তাঁহার অধ্যবসায় ও কার্য্যদক্ষতা অসীম। ইংলণ্ডে গ্লাডষ্টোনের নীচেই বোধ হয় ব্রাডলরদল সর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট। তিনি এবার পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য হইয়াছেন। কিন্তু সভ্য হইলে শপথ করিতে হয়। শপথ করা ব্রাডলর মতে অন্যায়। তিনি তাহা করিতে স্বীকার করেন নাই। তাঁহার বিষয়ে কি করা উচিত, স্থির করিবার নিমিত্ত মহাসভায় একটী সিলেক্ট কমিটী হইবে। মহাসভা নাস্তিকেরও প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিতে চলিলেন।

দক্ষিণ মালাবারের অন্তর্গত এক পল্লী নিবাসী এক স্ত্রীলোক একজন পুরুষের সহিত তাড়ি খাইতে খাইতে বিবাদ করে। গ্রামের লোকে মধ্যস্থ হইয়া তাহাদিগের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেয়। কিন্তু পরস্পরে পরস্পরকে জব্দ করিবে এই প্রতিজ্ঞা করে। অনন্তর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে স্ত্রীলোকটী জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়া বিপক্ষের গৃহ জ্বালাইয়া দেয়। ইহাতে সে ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিতে ৫ জন পুড়িয়া মরিয়াছে। সেসন জজ হত্যাকারিণীর ফাঁসির হুকুম

দিয়াছেন। এ ত মেয়ে নয়! সেকালের শুম্ভনিশুম্ভ-বধকারিণী চণ্ডী!

পঞ্জাবে ধনাগারের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ১২৫ লক্ষ টাকা হ্রাসে থাইয়াছে। এ টাকা কিসে ব্যয় হইয়াছে, তাহার কিছু নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরি বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র [illegible] বিদায় গ্রহণ করাতে বাবু হেমচন্দ্র কর [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সৈয়দ মহম্মদ [illegible], কুষ্টিয়ার [illegible] আদালতের জজের পুত্র সৈয়দ আবদুল রব, [illegible] জমীদার মৌলবী [illegible] আমীর [illegible] ও মৌলবী তামিজুদ্দিন চিকিৎসা শিক্ষার্থ বিলাত গমন করিয়াছেন। [illegible] ১৯ জন মুসলমানের অধ্যয়নার্থ বিলাতে গমন করা হইল।

রামরতন নামে এক ব্যক্তির এক খানি বর-মায়ানা মদির দোকান ছিল। কুক সাহেব তাহার ২০ টাকা লাইসেন্স টাক্স ধার্য্য করেন। পঞ্চা-য়েতেরা ইহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তিনি তাহা শুনেন না। সাধারণের নিকট হইতে যে সময়ে টাক্স আদায় করা হয়, সেই সময়ে তাহার নিকটেও ঐ টাক্স আদায়ের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে তাহা দিতে না পারাতে তাহার ২০ টাকা দণ্ড করা হয়। [illegible] মেয়াদ অতীত হইলে রামরতনের ৪০ টাকার অধিক দেনা হয়। [illegible] এই টাকা আদায়ের জন্য তাহার দোকান ক্রোক দিয়া এক খানি ভাঙ্গা খাট ও একটী ঘটী পাইয়াছিলেন। বিক্রয়ে উহার মূল্য পনর আনা মাত্র হইয়াছে। রামরতন এক্ষণে টাক্সের দেনায় দোকান ছাড়িয়া ভিক্ষা বৃত্তি অব-লম্বন করিয়াছে। আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরল যখন লাইসেন্স টাক্সের উপযোগিতার রিপোর্ট করিবেন, তখন যেন রিপোর্টের এক কোণে এ বিষয়টী টুকিয়া দেন।

[illegible] জজ [illegible] সাহেব [illegible] হাইকোর্টের জজ [illegible] হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিলাতের আইন পরীক্ষায় [illegible] হইয়া [illegible] এ এপ্রেল হইতে বারের উপযুক্ত [illegible] হইয়াছেন। [illegible] মহম্মদ, [illegible] রায় বরিশাল, আবদুল [illegible] খাঁ, [illegible] আবদুল হালিম, [illegible] মহম্মদ হোসেন [illegible]।

[illegible] উপনিবেশের [illegible]

[illegible] হইয়াছে।

[illegible] হইয়াছে।

এইরূপ জনরব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্ট-নাণ্ট গবর্ণর সার জর্জ্জ কুপার শীঘ্রই পদত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করিবেন। তাঁহার পদ এ, সি, লায়েলকে দেওয়া হইবে। যাঁহাদের গায়ে গন্ধ আছে, তাঁহারাই এই বেলা সরিয়া পড়ুন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম রাজা হরেন্দ্র-কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার ধরেন্দ্রকৃষ্ণ কাঁথিতে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন।

নিম্ন লিখিত নূতন গ্রন্থ ও পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শ্রীগিরিবিলাল ঘোষ জি, এম, সি, বি কর্ত্তৃক সংকলিত বঙ্গীয় গার্হস্থ্য চিকিৎসা। শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত ও প্রকাশিত মেলা। হর-কুমার শর্ম্মা প্রণীত পর্য্যটক। পুণ্ডরীকাক্ষ মুখো-পাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত সঙ্গীতহার। ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ নামক বাঙ্গালা সাপ্তাহিকপত্র। কলিযুগ নামক ইংরাজী সাপ্তাহিকপত্র।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ২০ এ মে। একজন মুস্তফি ইংরাজ-দিগের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করাতে ধৃত হইয়াছে।

কাবুল ২১ এ মে। দৈবাৎ বারুদে আগুন লাগিয়া কয়েকখানি দোকান পুড়িয়া গিয়াছে।

কাবুল ২১ এ মে। ২০এ মে মার্গারিট যুদ্ধার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিপক্ষ সিনওয়ারি-দিগের কাহাকে ও দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাগত হন। ২১ এ সংবাদ আসিয়াছে তাহারা আর যুদ্ধ করিবে না।

রাজস্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য জেলালাবাদ হইতে যাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল শত্রুরা তাঁহাকে হত্যা করাতে ইঞ্জিনিয়রেরা কোদির ২ টী ও সেব সাইয়ের কতকগুলি অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন।

মোল্লা খালিল জেলালাবাদের উত্তর পূর্ব্ব সরাই কামা নামক স্থানে যুদ্ধার্থ বিস্তর লোক সংগ্রহ করি-য়াছে। ইংরাজ সৈন্যগণ বেবরের উত্তর দিয়া গিয়া নিজামুদ্দিন ও আদমান খাঁর খেলিস্থ দুর্গ ধ্বংস করিয়াছে।

মোগল খাঁ গোস্তের যে দুর্গটী অধিকার করিয়া ছিলেন ইংরাজগণ তাহার উপর গোলাবর্ষণ করেন। মোগল খাঁ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছে। গোলা-বর্ষণ কালে দুই জন লোক হত হইয়াছে।

উজিরিয়া চুপ্রিতে দস্যুবৃত্তি করিয়া দণ্ড-মুক্ত হওয়াতে নির্ভীক হইয়াছে। উহারা আবার একত্র হইয়া মাসেদোরা ও পুলবাসীদিগকে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করাতে সৈন্য তথায় গমন করিয়াছে।

সংবাদ আসিয়াছে খাইবারের লোকেরা যুদ্ধার্থ উৎসাহিত হইয়াছে। আবদুল রহমানের শিরোনামা-ঙ্কিত মুদ্রা কোহিদামানে চলিতেছে।

মুস্তফিকে দেশান্তর করাতে স্থানীয় সর্দ্দারেরা বড় খুশী হইয়াছে। মুস্তফি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে সকলেই ভয় করিত। সর্দ্দারেরা বলেন তিনি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ও স্বজাতীয়ের বিপক্ষে ষড় যন্ত্র করিতেন।

আবদুল গফুর কারওয়ারে গমন করিয়াছে।

কান্দাহার ২৬ এ মে। কাবুলের সহিত হিরাটের সৈন্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে।

থোবা নামক এক জাতীয় লোক ইতিপূর্ব্বে ফিসিনের পথে দস্যুবৃত্তি করিতেছিল সম্প্রতি উহারা ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

কাবুল ২৭ এ মে। আবদুল রহমান কোহি-স্থানের লোকদিগের নিকট হইতে লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন।

একদল ঘাসিয়াড়া লুন্দিকোটোলের বহুদূরে ঘাস কাটিতে গিয়াছিল। এক দল দস্যু তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দুই জনকে হত ও ৪ জনকে আহত করিয়া ঘোড়া লইয়া গিয়াছে।

শুনাগেল ইংরাজ দূত একটী প্রকাশ্য দরবারে আবদুল রহমানকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল কাবুলের আমীরত্ব তাঁহাকে দেও-য়াই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। কিন্তু তিনি এই দান গ্রহণ সম্বন্ধে তত্রত্য প্রধান ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণা-ভিপ্রায়ে পত্রের কিছুই প্রত্যুত্তর দেন নাই। তিনি সহসা কোন বিষয়ের কিছু মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক নহেন।

মহম্মদজান মুসাজানের স্বার্থ রক্ষার্থ গজনীবাসী-দিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। কতকগুলি লোক এই জন্য যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সজ্জিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২১ এ মে। ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন মারকুইস রিপন সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ও লাইসেন্স টাক্সঘটিত আইন উঠাইয়া দেও-য়ার বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবেন। হোম গবর্ণ-মেণ্ট তাঁহার এই বিষয় সংক্রান্ত রিপোর্টের অপে-ক্ষায় রহিলেন।

লণ্ডন ২২ এ মে। ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন আফগান যুদ্ধে ৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সীমা প্রদেশে রেলওয়ে করিতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা স্বতন্ত্র।

মার্কুইস রিপনকে শীঘ্র শীঘ্র আফগান যুদ্ধের শেষ করিতে বলা হইয়াছে।

একজন ভাল শাসনকর্ত্তা পাইলেই, ইংরাজ সৈন্যগণ তাঁহার উপর শাসন ভার সমর্পণ করিয়া কাবুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবে।

ভারতবর্ষের আয়ব্যয়সংক্রান্ত হিসাবে ৩৫০০০০০০ টাকা ভুল বাহির হইয়াছে।

উপনিবেশের অণ্ডর সেক্রেটারি বলিয়াছেন, সার বার্টল ফ্রিয়ার দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ উপনিবেশের গবর্ণর ও প্রধান কমিশনর রহিলেন।

লণ্ডন ২৩ এ মে। রাজগণ শীঘ্রই সুলতানকে গ্রীস ও মণ্টিনিগ্রোর সীমা সংক্রান্ত এবং আর্ম্মেনিয়া ঘটিত গোলযোগের মীমাংসা করিবার জন্য পত্র লিখিবেন। অন্যথা তাঁহারা তাঁহাকে বাদ দিয়া জুলাই মাসে বার্লিনে একটী অতিরিক্ত সভা করিবেন।

লণ্ডন ২৪ এ মে। পার্ণেল সাহেব শীঘ্রই কমন্স হাউসে আয়লণ্ডের হোমরুল সংক্রান্ত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবেন।

লর্ড লিটন ও তাঁহার পরিবারবর্গকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার জন্য হিমালয় নামক জাহাজ বোম্বাইয়ে আসিতে বলা হইয়াছে।

অদ্য সন্ধ্যাকালে লর্ড হার্টিংটন কমন্স হাউসে বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা শীঘ্র কাবুল পরিত্যাগ করা হয়, কিন্তু সৈন্যদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ঋতুর উপযোগিতা বুঝিয়া তাহা করা কর্ত্তব্য। পরিত্যাগ করিবার সময় অনুগত দেশীয়দিগের রক্ষার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। কাবুলের পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগ ছাড়িয়া আসা যত সহজ, কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া আসা তত সহজ নহে। কান্দাহারের সহিত যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে তথায় অধিক দিন সৈন্যরক্ষা করা প্রয়োজন।

লণ্ডন ২৫ এ মে। ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটারি বলিয়াছেন যে ভারতে কারাগার ব্যবস্থা প্রণালীর কিছু পরিবর্ত্ত করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন ভারতবর্ষের শাসনের উৎকর্ষ সাধনার্থ ১৮৫৮ সালে যে ব্যবস্থা বিধি বদ্ধ হয়, তাহার কার্য্য প্রণালী পরিদর্শনার্থ একটী সভা নিয়োগের জন্য মহাসভার পুনরধিবেশনের প্রস্তাব করিবেন।

ডার্বির প্রতিনিধি সভ্য প্লিমসন সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে সার ডবলু হারকোর্ট তৎপদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

সার গার্নেট উলসলি কেপ হইতে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ মে। সর গার্নেট উলসলি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি সেখানে এক মাস থাকিবেন। ইহার মধ্যে যদি কাবুল যুদ্ধ শেষ হইয়া যায় উত্তম, নচেৎ তিনি উক্ত যুদ্ধে সেনাধ্যক্ষ হইবেন।

সর বার্টল ফ্রিয়ার শীঘ্রই ইংলণ্ডে পুনরাহূত হইবেন। এক জন রাডিকালের প্রবর্ত্তনায় গ্লাডষ্টোন উঁহাকে পদচ্যুত করিতেছেন।

লর্ড রিপন বোম্বে হইতে পর্ব্বত-যাত্রাকালে এলাহাবাদে অবস্থিতি করিবেন না। তিনি এক দিন কানপুরে থাকিবেন।

রোম ২৬ এ মে। গারিবল্ডির এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ইটালীর লোকদিগকে উৎসন্ন দিতেছেন বলিয়া তিনি তত্রত্য রাজবংশের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৬ এ মে। অষ্ট্রীয়া আলবানিয়ার সংগৃহীত নূতন সৈন্যগণের গতি রোধার্থ স্কুটেরি অবরোধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

জেনারল স্কবেলফ চিকিস্লারে পৌছিয়াছেন, তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধার্থ মধ্য আসিয়ায় যাইতেছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

ব্রহ্মদেশ।

১২৮৭ সাল ২৬ এ বৈশাখ।

ব্রহ্মদেশে এক্ষণে গ্রীষ্মের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অদ্যাপি বিন্দু মাত্র বৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া দুই একজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এদেশের লোকের মনে বিশ্বাস আছে ওলাউঠা রোগ উপসর্গ মাত্র বাস্তবিক সয়তান আসিয়া লোকের মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। কোন সুযোগে উহাকে দেশ ছাড়াইতে পারিলে মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা হয়। তাহারা সেই সয়তানকে তাড়াইবার যে উপায় অবলম্বন করে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। গ্রামের মধ্য স্থানে একটী চৌরাস্তার উপর একখানি সুদীর্ঘ কাষ্ঠাসন স্থাপিত করিয়া তাহার উপর সুদৃশ্য ও মূল্যবান একখানি আসন পাতিয়া দেয় এবং তাহার নিকটে পুঙ্গি (মঠধারি) দিগের উপবেশনোপযোগী স্থান হয়। ঐ আসনের সম্মুখে কতকগুলি আম্র শাখা সহকারে ঘট স্থাপন ও কতকগুলি নৈবেদ্য রাখিয়া গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ কুলবধূ সমেত গৃহস্থ সকল তথায় সমবেত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া জানু পাতিয়া বসে। তৎপরে দুইজন পুঙ্গি তাল পত্রের পুঁথি হস্তে করিয়া পূর্ব্বোক্ত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে একজন পাঠক ও অপর ব্যক্তি ধারকের কার্য্য করে; এইরূপে পাঠ সমাধান হইলে সকলে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ ঘট গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া ঘট স্থিত শান্তি বারি সকলের গাত্রে এবং গৃহের সর্ব্বস্থানে সিঞ্চন করিয়া অবশিষ্টাংশ পান করে এবং আম্রশাখা গৃহের চালে রাখিয়া দেয়। পরে গোধূলি লগ্নে প্রত্যেক ঘরে বন্দুকের শব্দ হয় এবং কাসর ঘণ্টা প্রভৃতি যাহার যে কিছু থাকে তাহা লইয়া বাজাইতে থাকে এবং তাহাদের কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ যষ্টির দ্বারা আঘাত করিয়া এরূপ একটী মহৎ কোলাহল উপস্থিত করে, বোধ হয় যেন প্রলয় উপস্থিত। এইরূপ সমস্ত কার্য্য নিয়মিত রূপে ও নিয়মিত সময়ে ক্রমান্বয়ে তিন দিবস সম্পন্ন করে।

জামালপুর।

ইতিপূর্ব্বে লোকমটিভ অফিসের কর্ম্মচারী বাবু সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসাতে চুরি হয়। চোরেরা তাঁহার একটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স অত্যন্ত ভারি বোধে অর্থপূর্ণ ভাবিয়া অপহরণ করে। সম্প্রতি জামালপুরের সন্নিকটস্থ সফিয়া সরাই নামক স্থানের এক ব্যক্তির উপর পুলিষের অহিফেন চুরির সন্দেহ হওয়াতে থানা তল্লাস করিতে করিতে ঐ ঔষধের শিশিসকল বাহির হইয়াছে। লোকটী সঙ্গতিপন্ন, উকীল মোক্তার দিয়াছিল। কিন্তু নিজের কথার পেলাপে চুরি প্রমাণ হওয়াতে দুই মাস মেয়াদ হইয়া গিয়াছে।

এখানে ৩। ৪ টী মৌও মদের ভাঁটী আছে। বাবুরা মৌও মধু পানে বিহ্বল হইয়া কত রঙ্গই দেখাইতেছেন। সম্প্রতি দুইটী মাতাল বাবু উক্ত সুরাপানে ঢল ঢল হইয়া বেশ্যালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক বেশ্যাকে এমন প্রহার করেন যে পুলিষে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছিল। উভয়েরই ২০ কুড়ি টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এক জন ট্রাফিকে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার মধ্যে মধ্যে বেশ্যা অঙ্গে হাত তোলাটা ভালরূপ অভ্যস্থ ছিল এবং অনেকবার ঐ অপরাধে পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃতও হইয়াছিলেন। এ জন্য ২০ টাকা অর্থ দণ্ড হইলেও, ভবিষ্যতে পাছে আবার ওরূপ কার্য্য করেন ভাবিয়া ৫০ টাকার জামিন দিয়া তবে আপাততঃ নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। বাবুটীর এই অপরাধে কর্ম্মটুকুও গিয়াছে। টাকার মুখ দেখলে বাবুদের আর জ্ঞান থাকে না, একটু বদ মরা ভাল।

ইতিপূর্ব্বে যে ফিরিঙ্গির উল্লেখ করি, উহার নাম স্মিথ্। অনধিকার প্রবেশের দাবীর মকদ্দামাটী ডিসমিস হইলে সাহেব মনের দুঃখে মেম সাহেব ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে থাকেন এবং ডাইভোর্স করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু ব্যভিচার দোষের চাক্ষুষ প্রমাণ ভিন্ন ডাইভোর্স হইবার নিয়ম নাই বলিয়া আপততঃ তাঁহাকে নিরস্ত হইয়া পুনরায় গোপনে গোপনে অনুসন্ধান লইতে হয়। সম্প্রতি আর একটি বাঙ্গালী যুবা ব্যক্তি রাত্রি ১০।১১ টার সময়ে ঐ মেমের নিকট যাইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, এমন সময়ে স্মিথ [illegible]

কনষ্টেবল ও ২। ৪ জন ভদ্র লোক ও ভৃত্য সমভি ব্যাহারে আসিয়া উঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। মেম কহিতেছেন "বাবু আমার নিকট শ্বেত ইঁন্দুর কিনিতে আসিয়াছিল!" আপাততঃ সাহেব ঐ ব্যক্তির নামে দুইটী চার্জ আনিয়াছেন, একটী অনধিকার প্রবেশ, আর টী ব্যভিচার দোষ। গত বুধবার দিবস জামালপুর ষ্টেষণে মুঙ্গেরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার আরম্ভ হয়। বিচারে হাকিমের মনে সন্দেহ হওয়াতে আপাততঃ মকদ্দমা স্থগিত রাখিয়া ৫০০ টাকার জামিন লইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি ঘটনাটী সত্য হয় বড় দুঃখের বিষয়। সম্প্রতি আবার ফিরিঙ্গির কম্ম টুকুও গিয়াছে। আহা! ব্যাচারা ধনে প্রাণে মারা গেল কপাল যখন মাটে এইরূপই হয়!!

জামালপুর ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা এক্ষণে যার পর নাই শোচনীয়। ইঁহার দশায় আজ কাল "শেয়াল কুকুর কাঁদিতেছে" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সভ্যগণ সহজ সাধন ছাড়িয়া সম্প্রতি বিজন সাধন ধরিয়াছেন!! সমাজে বাতি পড়ে না, অথবা শিবরাত্রির সলিতার মত দুই একজন সভ্য টিম টিম্ করিয়া জ্বলেন মাত্র। সভ্যদের কথা দূরে থাক্, শুভযোগে শুভক্ষণে শুভ বিবাহের পর হইতে বলিলেই হয়, [illegible] সম্পাদক বা বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক মহাশয় এক জনেরও টিকি দেখা যায় না। সমাজ সম্পাদক অথচ সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, এ বড় মন্দ রহস্য নহে। কেশব বাবু সুখে থাকুন!! তাঁহার ধন পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক!!!

হুগলী।

আমাদিগের এখানকার অনারেবল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস মহাশয় যশোহরে বদলী হইয়া চলিলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি তাঁহার পরিবর্ত্তে এখানে কি আর এক জন হাকিম আসিবেন?

আমরা এ সপ্তাহেও আর একটী সমস্ত খুঁজোরের অপমৃত্যুর সংবাদ দিতেছি। সেদিন এই জেলার অধীন পাণ্ডুয়া থানার অন্তঃপাতী গোলাগড়ি নিবাসী মাধুরঞ্জ নামক এক জন অর্দ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি স্বজাতীয় বিন্দু নামে একটী রমণীকে কোদালি দ্বারা বারম্বার আঘাত করিয়া তাহাকে মৃত্যু মুখে পতিত করিয়াছে। হুগলীর সিবিল সার্জ্জন শব ব্যবচ্ছেদ কালে ঐ মৃতার গর্ভে একটী ৭। ৪ মাসের পুত্র সন্তান দর্শন করিয়াছিলেন। আমাদিগের মাননীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাধব রায় মহোদয় আসামীকে ঐ হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মাধু উত্তর করিল, আমি তাহাকে (বিন্দুকে) না মারিলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়। আমার সাধনা হয় না। আর বিন্দু অগ্রে না মরিলে আমিই বা কিসে নিপাত হই?" যাহা হউক এক্ষণে আসামীকে সেসনে সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। এই এক নূতন রকমের পাগল।

গত ১১ ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার হুগলীর ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতে ৮ টা অবধি ১০ টা এবং অপরাহ্নে ৫ টা অবধি ৭ টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। এই উৎসবের দিনে অনেকগুলি দরিদ্র ব্যক্তিকে ভালরূপে আহার করান হইয়াছিল। অপরাহ্নে আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য আমাদিগের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহোদয় "ঈশ্বর তত্ত্ব" বিষয়ক একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া দর্শকগণকে নিস্তব্ধ ও আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় যে কয়েকটী সঙ্গীত হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। এই উৎসবে স্থানীয় অনেকগুলি ভদ্রলোক ও দুই একটী হাকিম যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু দীপেন্দ্র নাথ ঠাকুর এখানে শুভাগমন করিয়া ব্রাহ্মগণের বিলক্ষণ উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। হুগলীর ব্রাহ্ম সমাজটী এতত্য জজ আদালতের হেড ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলকৃষ্ণ সিংহ মহোদয়ের অজস্র পরিশ্রমের অব্যর্থ ফল ও কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ।

আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, এখানকার কয়েকজন ভদ্র লোকের উদ্যোগে হুগলীতে একটী "রিডিং ক্লব" খোলা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

১৭ ই মে। কটকের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, এচ, পসি কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে ও চম্পারণের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের জি, এম করি ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

মাঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরাইয়ের প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, কেনিডি সাহেব ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

১৮ ই মে। রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ এলেন সাহেব ১ ম শ্রেণীতে ও বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ ক্যাম্বল সাহেব ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

১ম শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টার ভিসি সাহেব বাখরগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন, ২য় শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টার এ, এ, ওয়েস বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

গয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ আরেঙ্গাবাদের ভার প্রাপ্ত হইলেন

গয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টার বাবু আশুতোষ সরকার দ্বারভাঙ্গায় বদলী হইলেন।

১৯ এ মে। ষ্টাম্প ষ্টেষণরির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সি, ই, বক্‌লণ্ড সাহেব কিছু দিনের জন্য হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

১ম শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টার এফ, ডবলু ব্যাডকক আপাততঃ মেদিনীপুরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পদে অন্য লোক নিযুক্ত হইলে তিনি হাবড়ায় আসিবেন।

২৫ এ মে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারি এচ, জে রেনল্ড রেবিনিউ বোর্ডের এক জন প্রতিনিধি মেম্বর হওয়াতে ম্যাকেনজি সাহেব আপাততঃ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মেকলে সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ফিনানসিয়াল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি হইলেন।

বালেশ্বরের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বিডন সাহেব ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কুক সাহেব বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত।

১৮ ই মে গয়ার অন্তর্গত আরেঙ্গাবাদের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ ২য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৫ এ মে। হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের মুন্সেফ বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (ইনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) মেদিনীপুরের মুন্সেফ হইলেন।

মেদিনীপুরের প্রথম সদর মুন্সেফ বাবু দেবেন্দ্রনাথ সোম কটকে বদলী হইলেন কিন্তু ইঁহাকে প্রায় পুরীতে থাকিতে হইবে।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এই সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস—কুচবিহার	৭
" " লালরদ্দি মল্লিক—ডায়মণ্ডহারবর	৪
" " অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—এলাহাবাদ	৭
" " রামকৃষ্ণ ও ব্রজনাথ দাস—মালদহ	৭
" " মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়—গঙ্গাটীকুরি	৭
" " চন্দ্রশেখর সেন গুপ্ত—কলিকাতা	৫
" " দুর্গাচরণ লাহা—কলিকাতা	১০
" " শ্রীনিবাস দাস অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট দিল্লী	১০
" " যদুনাথ রায়—মেদিনীপুর	৭
জোড়াসাঁকো লাইব্রেরী—কলিকাতা	৩

বিজ্ঞাপন।

শীঘ্র! নির্ভয়!! নিশ্চয়!!!

বি, এন, দাসের গনোরিয়া মিক্শ্চর।

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন মেহ শ্বেত-প্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। মূল্য ২ টাকা।

২৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা এবং ১১ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বড়বাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ৴১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা, ডাকমাশুল ‖৶০।

চন্দনাসব।

সকল প্রকার মেহরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ এবং তৎসংক্রান্ত প্রস্রাব কালীন জ্বালা বা ধাতু নির্গমন হইলেও তিন দিবস মধ্যে রোগের বিশেষ শান্তি হইবে। এ ভিন্ন ইহা দ্বারা শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র আশু শান্তি হয়। ১ শিশির মূল্য ২, টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ‖৶০ আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়া মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ‖৶ আনা।

মাতঙ্গি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার সন্ধিবাত, চৌরন্ধিবাত, কোন সন্ধি বা অঙ্গের স্পর্শ হীন, অসাড় পক্ষাঘাত এবং সন্ধি স্থানের স্ফীতত্বা, সূচিবিদ্ধ বা অন্য কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, হস্ত পদাদির খেচুনি, আক্ষেপ ধনুস্তম্ভ প্রভৃতি রোগ সকলের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে এবং উক্ত যন্ত্রণা হেতু নিদ্রা বিহিন হইলে যন্ত্রণা সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

৶০ পোয়া শিশির মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৶০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
" " কিশোরিমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। কলিকাতা ৬ নং কালেজ স্কোয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকট ৴১০ আনা ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা করিয়া মূল্য পাঠাইলে তিন তিন খণ্ড একত্র পাইবে।

মেহগসিন্ধুরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৶০।

মালতি কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমুদয় বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু শুলমবায়ু বুদ্ধিভংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন হু হু করা, ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাসা, ক্রন্দন খেঁচুনি এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৶০।

শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় যন্ত্রে ক্রিয়াবান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাসি, ঘুংড়ি, কাস, শ্বাসকাশ, রক্তোৎকাস, বক্ষঃ বেদনা, পার্শ্বশূল, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত অতি উৎকট অবস্থাপন্ন হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল ঔষধ সেবনে ক্ষয়কাস এবং যক্ষ্মাকাস ও বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৶০।

কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে, বহু দিনের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয় পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, বায়ু বিকার বা উহার নিস্তেজতা কারণ বশতঃ সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎ সমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমধিক রতি শক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩, প্যাকিং ৶০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, নৈমন্দপাড়া

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩৲ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দ ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

দ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

নিরুদ্দেশ।

শান্তিপুর নিবাসী আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র ঘোষ প্রায় তিন চারি বৎসর হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, বয়স প্রায় ৩০ বৎসর হইবে, শ্যামবর্ণ, দেখিতে লম্বা, ইনি প্রথমে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের বগুলা ষ্টেষণে সব ওভারসিয়রের কর্ম্ম করিতেন, পরে তথা হইতে কুষ্টিয়ার নিকট জগতি জংসন ষ্টেষণে কয়েক মাস অবস্থিতি করিয়া দিনাজপুর যান, দিনাজপুর হইতে কোথায় গিয়াছেন, আমি তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। অতএব যিনি তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া দিবেন আমি তাঁহাকে ২৫ টাকা পারিতোষিক দিব। আর যদি কোন মহাত্মা পারিতোষিক না লইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব। অনুসন্ধানের বিষয় মান্যবর শ্রীযুত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়কে লিখিলে আমি শীঘ্র প্রাপ্ত হইব। ইতি

১৪ ই জ্যৈষ্ঠ। ১২৮৭ } শ্রীভগবতীচরণ ঘোষ।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।

(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাসুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি আই, মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়
৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ২৷৵ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইব। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু
বৃন্দ ওস্তাগরের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র
কলিকাতা মৃজাপুর

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা কোঁদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫৷৹ টাকা ডাক মাশুল ।৹

আর্য্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সদ্দিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১॥৹ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।৹

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

পঞ্চানন্দ

রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গলাভ গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নির্ব্বোধের নাম বোকা॥

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাসুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেবি নয়। কলিকাতার এজেণ্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪৪ রসারোড় ভবানীপুর } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১।৵ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের "স্বর্ণলতা লেখক" "হরিষে বিষাদ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৪৪ রসারোড ভবানীপুর } শ্রীভুবনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্র মৃজাপুর কলিকাতা } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মুজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মুজাপুর ১০ নং বৃদ্ধওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ৮ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য১০ টাকা। মাসিক ১ এক টাকা।

১২৮৭ সাল ২৬ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮০। ৭ ই জুন।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

মারকুইস রিপন ও তাঁহার প্রজানুরাগ লাভের সহজ পথ।

আলঙ্কারিকেরা রঙ্গভূমিতে অভিনেয় নাটকের প্রথমতঃ চারি প্রকার নায়ক ভেদ (১) করিয়াছেন। আমরা সাহিত্যদর্পণে ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধত ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত, এই চারি প্রকার নায়কের নাম লিখিত দেখিতে পাই। ধীরললিত নায়কের এই লক্ষণ করা হইয়াছে, ইনি মন্ত্রীর উপরে রাজকার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সর্ব্বদা নৃত্য গীতাদি লইয়া কালহরণ করেন। আমরা ভারতের রাজনীতিরূপ রঙ্গক্ষেত্রে এই চারি প্রকার নায়কেরই অভিনয় দেখিলাম। বিশেষতঃ আজ কাল ধীরললিত নায়কেরই পুনঃ পুনঃ অভিনয় দর্শন করিতেছি।

(১) ধীরোদাত্তো ধীরোদ্ধতস্তথা ধীরললিতশ্চ। ধীরপ্রশান্ত ইত্যয়মুক্তঃ প্রথমঃ চতুর্ভেদঃ। স্পষ্টং অত্র ধীরোদাত্তঃ অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ। স্থেয়ান্নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ। অবিকত্থনোঽনাত্মশ্লাঘাকরঃ মহাসত্ত্বো-হর্ষশোকাদ্যনভিভূতস্বভাবঃ নিগূঢ়মানো বিনয়চ্ছন্নগর্ব্বঃ দৃঢ়ব্রতোঽঙ্গীকৃতনির্ব্বাহকঃ। যথা—রাম যুধিষ্ঠিরাদিঃ। অথ ধীরোদ্ধতঃ—মায়াপরঃ প্রচণ্ডশ্চপলোঽহঙ্কারদর্পভূয়িষ্ঠঃ। আত্মশ্লাঘানিরতো ধীরৈর্ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ। যথা—ভীমসেনাদিঃ। অথ ধীরললিতঃ নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং কলাপরো ধীরললিতঃ স্যাৎ। কলা নৃত্যাদিকা। যথা—রত্নাবল্যাদৌ বৎসরাজাদিঃ। অথ ধীরপ্রশান্তঃ-সামান্যগুণৈর্ভূয়ান্ দ্বিজাতিকো ধীরপ্রশান্তঃ স্যাৎ। যথা—মালতীমাধবাদৌ মাধবাদিঃ।

রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হইলে পর তিনি এক দিবস স্বীয় নর্ম্মসচিব বিদূষকের নিকটে সেই গল্প করিলেন। বিদূষক হাসিতে হাসিতে কহিলেন, পিণ্ডীখর্জ্জুর ভক্ষণ করিয়া মুখ অতিশয় মিষ্ট হইলে যেমন তিন্তিড়ী ভোজনে প্রবৃত্তি হয়, তেমনি উত্তম স্ত্রী ভোগ করায় তোমার তপস্বিনীতে রুচি হইয়াছে। তেমনি আমরাও দেখিতে পাই, ইংলণ্ডে অতুল অসংখ্য ভোগ্য দ্রব্য ভোগ করিয়া যে সকল লার্ডের অরুচি জন্মে, তাঁহারা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল পদ গ্রহণ করিয়া তিন্তিড়ীকল্প ভোগ্য ভোগ করিতে আইসেন। তাঁহারা ধীরললিত নায়কের ন্যায় যাবতীয় রাজকার্য্যের ভার মন্ত্রিগণের উপরে সমর্পণ পূর্ব্বক আপনারা রেলওয়ে ভ্রমণ, দরবার, শৈল ও মৃগয়া বিহার করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করেন। কিন্তু আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরল মারকুইস রিপনকে সে প্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হইতেছে না। ভারতবর্ষ যে ইহাঁর কেবল ক্রীড়াক্ষেত্র হইবে, এ প্রকার অনুমান হয় না। তিনি যে অমুক গবর্ণর জেনরলের ন্যায় কেবল নূতন দেশ দেখিতে অথবা নূতনবিধ মৃগয়া বধ করিতে আসিয়াছেন, এমন মনে হয় না। কার্য্য না দেখিলে লোকের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখনও আমরা তাঁহার অনুষ্ঠিত কোন কার্য্য দর্শন করি নাই। কার্য্য না দেখিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা ন্যায়ানুগত হয় না। সে সিদ্ধান্তের সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। সে সিদ্ধান্ত প্রায়ই পরিণামে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। অতএব আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরলের বিষয়ে আপাততঃ কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা উচিত হইতেছে না। আমরা যতদূর তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা, দয়া, লোকহিতচিকীর্ষা প্রভৃতি গুণ ধার্ম্মিক ব্যক্তির সহজেই হইয়া থাকে। অতএব তাঁহা হইতে আমাদের শুভ লাভেরই সম্ভাবনা।

আমরা যখন তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানিতে পারিতেছি, তখন যে, তিনি ধীরললিত নায়কের ন্যায় মন্ত্রিমাত্রের আয়ত্তমা হইয়া স্বয়ং স্বকর্ত্তব্য সমুদয় কার্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে না। স্বয়ং সমুদয় কার্য্য দর্শন করিলে যে, প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন, সে বিষয়েও সংশয় হইতেছে না। তাঁহার পক্ষে প্রজার অনুরাগভাজন হইবার সহজ পথও উন্মুক্ত দৃষ্ট হইতেছে। প্রজার একটী কল্যাণকর কার্য্য করিতে হইলে বিস্তর পরিশ্রম ও বিস্তর চিন্তা করিয়া মাথা ঘরাইতে এবং স্বসুখে বিসর্জ্জন দিতে হয়। তবে একটী নূতন বিষয় উদ্ভাবিত হয়। আমরা নূতন গবর্ণর জেনরলের সে প্রকার কোন কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন দেখিতেছি না। পূর্ব্ব গবর্ণমেন্ট লাইসেন্স টাক্স প্রভৃতি প্রজার পীড়নকর যে যে গর্হিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন নূতন গবর্ণর জেনরল যদি সেইগুলি রহিত করিয়া দেন, তাহা হইলেই তিনি যে, পর নাই প্রজার অনুরাগভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

আমরা রিপন সাহেবের প্রজার অনুরাগভাজন হইবার সহজ পথ দেখাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু তিনি যে প্রকার ধার্ম্মিক ও পরহিতৈষী, তাহাতে তাঁহার ভারতে একটী অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। সুকীর্ত্তি ও দুর্কীর্ত্তি দুই প্রকার আছে। যাঁহারা দুরাকাঙ্ক্ষার পরবশ, তাঁহারা দিগ-

বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ন্যায়বিগর্হিত পথে পদার্পণ করিয়া এক একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া যান, কিন্তু সেই কীর্ত্তিস্তম্ভ চির গ্লানি ও ঘৃণাস্পদ হইয়া থাকে। কিন্তু মারকুইস রিপন যে প্রকার লোক, তাঁহা হইতে সর্ব্বনিন্দানিদান দুষ্কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা সম্ভাবিত নয়। যাহাতে ভারতবাসী ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই মঙ্গল হয়, এমন একটী কাজ করিয়া তাঁহার একটী সুকীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। আমরা ভারতে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ করিয়াই আজ এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। তাঁহার যত্নে যদি ঐ শাসনপ্রণালীটী প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারতবাসী ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই মঙ্গল হইবে। অনেক বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোলযোগ বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারিতা আছে। প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে সেগুলি নিঃসংশয় নিরুদ্ধ হইবে। যদি তিনি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহাকে অনেক বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। অনেকেই ভ্রূকুটী করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাকে তাহাতে দৃক্পাত না করিয়া ন্যায়পথাবলম্বী হইয়া সাহস সহকারে কার্য্য করিতে হইবে। বঙ্গদেশীয় ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর গাণ্ট সাহেব যখন নীলকরের অত্যাচার নিবারণ করেন, তখন অনেকেই অনেক প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই দৃক্পাত করেন নাই, কিছুতেই ভীত হন নাই। অকুতোভয়ে কর্ত্তব্য বোধে সেই কার্য্যটী করিয়াছিলেন বলিয়া উহা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া আছে। যাঁহারা উন্নতহৃদয় মানবহিতৈষী তাঁহারা যে কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন, কোন কারণেই তাহা হইতে বিচলিত হন না। রোমে যখন অভিজাতদল ও প্রাকৃতদল উভয় দলে তুমুল বিরোধ হয়, তখন অভিজাতদলের দয়ালু মহামনা মহানুভব ব্যক্তিরা প্রাকৃত দলের হিতার্থ অনেক বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উপরে কত আপদ বিপদ পড়িয়াছে, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই ভয়সঙ্কুচিত হন নাই। অধ্যবসায় সহকারে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। রিপন সাহেব যদি ঐরূপ অধ্যবসায় ও সাহস সহকারে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়টী সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহার কীর্ত্তি অনন্ত-কাল-স্থায়িনী হইবে।

মার্কুইস রিপন যে অতি ধার্ম্মিক লোক, নিম্নলিখিত বিষয়টী দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে এক দিন (৬ই মে) মেয়র, আলডরম্যান এবং রিপন কর্পোরেসনের কয়েক ব্যক্তি তাঁহার বাস স্থানে গিয়া তাঁহার ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল পদ লাভে আনন্দ প্রকাশ করিয়া অভিনন্দনপত্র দান করেন এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, তিনি কয়েক বৎসরের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে চলিলেন। তিনি তদুত্তরে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় যাঁহাদের সহিত ক্ষেপণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন স্থানে যাইতে হইতেছে, কিন্তু তিনি বান্ধবগণকে কৃতজ্ঞ-চিত্তে বারবার স্মরণ করিবেন। তিনি বলিলেন তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, সেটী অতি গুরুতর কাজ, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, তিনি ঐ কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করিতে পারেন তাঁহার সে গুণ ও ক্ষমতা নাই। তবে সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের উপরেই তাঁহার নির্ভর। তাঁহারই কৃপাতে তিনি স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার এই বিশ্বাস। এতদ্দ্বারা রিপন সাহেবের যে কেমন অসামান্য ঈশ্বরনিষ্ঠা বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ হইতেছে, তাহা পাঠক সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। এ প্রকার সুজন ধার্ম্মিক লোক হইতে ভারতের যে অপূর্ব্ব শুভ লাভ হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ আশা জন্মিয়াছে। তবে বলা যায় না, ভারতের কেমন অদৃষ্ট দোষ ও জলবায়ুর দোষ ঘটিয়াছে, যাঁহারা সুমতি ও উন্নত মন লইয়া এখানে আগমন করেন, তাঁহাদেরও মতিবিপর্য্যয় ও মনের সঙ্কীর্ণতা দোষ ঘটিয়া যায়। লর্ড লিটন প্রথমে যখন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন তিনি এক লার্ড লিটন ছিলেন, কিছু দিন পরেই আর এক লার্ড লিটন হইয়া গেলেন। যে লার্ড লিটন ফুলরের মকদ্দমায় ন্যায়পথাবলম্বী অপক্ষপাতী মত প্রকাশ করেন, মুদ্রাযন্ত্রসংক্রান্ত আইন ও লাইসেন্স টাক্স সম্বন্ধে পক্ষপাতী মত প্রদান কালে তিনি কি সেই লার্ড লিটন ছিলেন? মার্কুইস রিপনেরও ঐরূপ সংসর্গদোষে মতিবিপর্য্যয় না ঘটে এবং তিনি শোচনীয় ভাবে স্বকার্য্যের অভিনয় না করেন, এই আমাদের বাসনা ও প্রার্থনা।

রম্পার বিদ্রোহ।

লাইসেন্স টাক্সের ফল।

আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরলের উপরে ভারতবর্ষের লাইসেন্স ট্যাক্সের ইষ্টানিষ্টকারিতার বিষয়ে রিপোর্ট করিবার ভার সমর্পিত হইয়াছে। তাঁহাকে অধিক অন্বেষণ ক্লেশ পাইতে হইবে না। বোম্বায়ে এই লাইসেন্স ঘটিত যে গোলযোগ হয়; অনেকের যে অকারণ কারাবাস ও অসংখ্য অর্থ ব্যয় হইয়া যায়; সেই সেই বৃত্তান্ত ও রম্পার বিদ্রোহ বৃত্তান্ত রিপোর্টমধ্যে সন্নিবেশিত করিলেই যথেষ্ট হইবে। লাইসেন্স ট্যাক্স একে পক্ষপাতদূষিত, দরিদ্র পীড়নার্থ ইহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আবার যে সকল লোকের উপর লাইসেন্স ট্যাক্স আইন কার্য্যে পরিণত করিবার ভার, তাঁহারা উদ্ধত। এ সকল বিষয়ের আইন কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কার্য্যকর্ত্তার ধৈর্য্য, গম্ভীর্য্য, ও সদ্বিবেচনা আবশ্যক হয়। কার্য্যকর্ত্তারা অল্পবয়স্কতা ও অপরিণামদর্শিতা-নিবন্ধন কার্য্যকালে ঐ সকল গুণের পরিচয় দিতে পারেন না, তাহাতেই অধিকতর অনর্থ ঘটিয়া উঠে। আমরা অদ্য স্ববাক্য সমর্থনার্থ রম্পার বিদ্রোহ বৃত্তান্ত উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম।

মান্দ্রাজে রম্পানামক স্থানে প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া বিদ্রোহ চলিয়াছে। যখন নূতন লাইসেন্স ট্যাক্স স্থাপিত হয় ও প্রাদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ভার প্রাদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের উপরে অর্পিত হয়, তখন মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট রম্পার অধিবাসিদিগের উপরে ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করেন। রম্পার অধিবাসিদিগের প্রধান সম্পত্তি তালবৃক্ষ, গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৃক্ষে এক একটী কর নির্দ্ধারিত করেন। রম্পার লোক অতি সরল, তাহারা কুটিলতা জানে না। তাহারা উহাতে অতিশয় বিরক্ত হয়। তাহাদের দেশীয় রাজাও এই সুযোগে আপনার আয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বসেন। তিনিও প্রতিবৃক্ষে স্বতন্ত্র কর নির্দ্ধারণ করিলেন। রম্পার লোক চটিয়া গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে অনেক স্থানের অসৎ লোক আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল। রম্পা অতি দুর্গম স্থান। সেখানকার জল বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ইংরাজেরা প্রথমে তথায় পুলিসের লোক প্রেরণ করিলেন। তাহারা পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাহার পর রীতিমত সৈন্য প্রেরণ করা হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পরে (গত বৎসরে) শুনা গেল, ব্রিটিশ সিংহের প্রতাপে বিদ্রোহশান্তি ও তত্রত্য রাজার দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। কিন্তু আবার এখন শুনিতেছি, রম্পায় সৈন্য প্রেরণের উদ্যোগ হইতেছে।

ভারতবর্ষে এমন জঙ্গলা জাতি নাই, যাহার সহিত ইংরাজদিগকে বিবাদ করিতে না হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে অনেক স্থানেই সিবিলিয়ানদিগের কঠোর ব্যবহার একমাত্র কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জঙ্গলাজাতি অতি সহজেই ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করে; কিন্তু ২০। ২৫ বৎসর বশ্যতা স্বীকারের পর তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পুনরায় বিরুদ্ধ আচরণ করে কেন? জঙ্গলাজাতি শাসন

করিবার প্রণালী যে ইংরাজেরা জানেন না তাহা বলিবার যো নাই। অনেক ডেপুটী কমিশনর জঙ্গলাদিগের সহিত এরূপ মিলিয়া যান, যে তাহারা তাঁহাকে দেবতুল্য মনে করে। কিন্তু নূতন লোকের হাতে পড়িলেই উহারা গোলযোগ বাঁধাইয়া তুলে। যদি জঙ্গলাদিগের সহিত গোলযোগ বাঁধিবার সময়েই ইংরাজেরা উহাদিগের অসন্তোষের কারণ নির্ণয়ার্থ বিশেষ প্রয়াস পান ও কারণ নির্ণীত হইলে উহাদের ক্লেশ দূর করিবার চেষ্টা করেন, নিঃশব্দে বড় বড় বিদ্রোহ কলিকাবস্থাতেই শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু কার্য্যে প্রায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। ইংরাজেরা বলপূর্ব্বক কার্য্য সম্পাদন করিবার চেষ্টা করেন। জঙ্গলাই হউক আর ভদ্রই হউক, সকল জাতিরই মনে মনে বড় বলিয়া আত্মাভিমান আছে। সেই অভিমানে আঘাত লাগে। সুতরাং -

"মন্দোপি নাম ন মহানবগৃহ্য সাধ্যঃ"

যাহার মনে মহৎ বলিয়া অভিমান আছে, সে হীনজাতীয় হইলেও তাহাকে বলপূর্ব্বক স্ববশে আনয়ন করা যায় না। শান্তভাবে তাহাকে স্বচ্ছন্দে স্ববশে আনা যায়।

এই বাক্যের অভিনয় ঘটিয়া উঠে। উচ্ছৃঙ্খল হস্তির বশীকরণ প্রসঙ্গে অর্থান্তরন্যাসরূপে কবিতার ঐ চরণটী লিখিত হইয়াছে।

রম্পার লোকেরা এক তালগাছের দুই বার রব দিতে সম্মত হয় নাই, ইংরাজেরা অনায়াসে তাহাদিগকে বুঝাইয়া থামাইতে পারিতেন। তাঁহারা তাহা করিলেন না। তাঁহারা বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। দুই বৎসর ক্রমাগত কষ্ট, অর্থ ক্ষতি ও মনুষ্য বধ হইতে লাগিল। বাস্তবিক, ইংরাজদিগের সহিত জঙ্গলা জাতির যুদ্ধ হয় দেখিলে আমাদের বোধ হয়, ইংরাজের উদারতা বড় কম। বস্তুতঃ, রম্পাবাসীদিগের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ এটী বড় বিড়ম্বনার বিষয়। তাহাদের কি কোন অংশে ইংরাজের সহিত সমকক্ষতা আছে? সামান্য লোকের সহিত প্রতিযোগিতা বড় লোকের বড় লজ্জার বিষয়।

চটের ব্যবসায়।

বঙ্গদেশীয়দিগের অনুদ্যমশীলতার প্রমাণ।

বঙ্গদেশীয়েরা যে কেমন অনুদ্যমশীল, তাঁহারা যে আয় বৃদ্ধির কেমন প্রশস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই প্রস্তাবটী পাঠ করিলেই পাঠকের তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। স্কটলণ্ডের অন্তর্গত ডণ্ডি নামক স্থানে ১২।১৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাণ্ড চটের ব্যবসায় ছিল। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে তথায় পাট আমদানী হইত। সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কল ছিল। তথায় ঐ সকল পাটে গুণ (গোণী) ও থলিয়া প্রস্তুত হইয়া দেশবিদেশে নীত হইত। তৎকালে ইংলণ্ডের যত গুণ ও থলিয়ার প্রয়োজন হইত, ডণ্ডি তৎসমুদয়ের সরবরাহ করিয়াও অনেক লক্ষ টাকার দ্রব্য উপনিবেশে ও ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে প্রেরণ করিত। কিন্তু এক্ষণে ডণ্ডির সে ভাব নাই। এখন ডণ্ডিতে ইংলণ্ডের প্রয়োজনানুরূপ থলিয়া ও গুণও প্রস্তুত হইতেছে না। ইংলণ্ডের লোকে বলে যে ডণ্ডি এক্ষণে হুগলী নদীর উভয় তীরে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই, এখন গঙ্গার উভয় তীরে এত চট প্রস্তুত হইতেছে, যে ডণ্ডির প্রাদুর্ভাব কমিয়া গিয়াছে। ডণ্ডির বণিকগণ ঈর্ষাকষায়িত লোচনে হুগলী নদীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। এমন কি ডণ্ডির অনেক বণিক গঙ্গার উভয় তীরে কল নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশ যখন চটের ব্যবসায়ে স্কটলণ্ডকেও পরাভূত করিতেছে, তখন এ ব্যবসায়ের অবস্থা বর্ণন বঙ্গীয় পাঠকগণের একান্ত প্রীতিকর হইবে সন্দেহ নাই।

১২৮৫ সালে কেবল এক বঙ্গদেশ হইতে এক কোটী তিন লক্ষমণ পাট কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে। চাউলের ব্যবসায়ে নৌকায় আমদানী যেমন অধিক হয়, পাটের ব্যবসায়েও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। উক্ত এক কোটি তিন লক্ষের মধ্যে আটাত্ত লক্ষমণ নৌকায় ও একত্রিশ লক্ষ মাত্র রেলওয়েতে আসিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে রেলওয়ের আমদানীতে নয় লক্ষ মণ কম ও নৌকার আমদানীতে এগার লক্ষমণ বেশী হইয়াছে। চাউল ও পাটের আমদানী ও রপ্তানী দেখিলা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, নৌকাযোগে দ্রব্যসামগ্রী কলিকাতায় আনিতে রেল অপেক্ষা অনেক কম খরচ এবং অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু বিলাতী কাপড় ও লবণের আমদানী ও রপ্তানী দেখিলে বোধ হইবে কলিকাতা হইতে মফস্বলে রপ্তানী করিতে হইলে রেল দ্বারা করিলেই অধিক সুবিধা হয়। আসিবার সময় এক টানায় ভাঁটিয়া নৌকা অল্প কালে ও সহজে আইসে, যাইবার সময় উজান ঠেলিয়া যাইতে অনেক সময় লাগে ও বড় কষ্ট হয়। দিনাজপুর, রাজসাহী, রঙ্গপুর, পাবনা, ঢাকা, পূর্ণিয়া সংক্ষেপতঃ সমস্ত উত্তর বাঙ্গালায় এবং দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যে ২৪ পরগণায় প্রচুর পরিমাণে পাটের চাস হইয়া থাকে, পশ্চিম বাঙ্গালায় বড় অধিক পাট জন্মে না। পূর্ব্ব ভারত রেলওয়ে দিয়া অতি অল্প পাটই কলিকাতায় আনীত হইয়া থাকে।

পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন, যে বাঙ্গালায় যেখানে যত পাট জন্মে, সে সমুদয়ই কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী কলসমূহে আনীত হয়। বাস্তবিক তাহা নহে। আজিও দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, জলপাইগুড়ি, ত্রিপুরা—এমন কি হুগলী এবং চব্বিশ পরগণায়ও চট বোনা বন্ধ হয় নাই। মফস্বলের কলে যত থলিয়া হয়, তাহার প্রায় দশগুণ অধিক এখনও হাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উত্তরোত্তর হাতে বোনা থলিয়া উৎকৃষ্টতর হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন নিবাজগঞ্জে পাটের কল আছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কলিকাতায় এক শত তিন লক্ষ মণ পাট আনীত হয়। পোর্ট কমিশনরের রিপোর্টে দেখা গেল, ৭৮ লক্ষ মণ পাট কলিকাতা হইতে বিদেশে নীত হইয়াছে। এই ৭৮ লক্ষ মণের অধিকাংশই ইউরোপ ও আমেরিকায় নীত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরে ৭২ হাজার মণ মাত্র গিয়াছে। আমদানী হইতে যদি রপ্তানী বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে প্রায় পঁচিশ লক্ষ মণ পাট কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে ব্যয়িত হইয়াছে। কটন সাহেব অনুমান করিয়াছেন, কলের প্রত্যেক তাঁতে ৫৫০ মণ পাট প্রতি বৎসর লাগে। কলে ৩৭৮ খানি তাঁত চলিতেছে। সুতরাং কল সমূহেই কিঞ্চিদধিক ২৩ লক্ষ মণ প্রয়োজন হয়। পাট কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে অত্যন্ত অপরিষ্কৃত থাকে। কলিকাতায় আসিয়া পরিষ্কৃত হয়। তাহাতেও পাটের ওজন অনেক কমিয়া যায়।

৭৫।৭৬ খ্রীঃ অব্দে [illegible]টের ব্যবসায় মন্দ হয়। অর্থাৎ গঙ্গার উভয় তীরে ও ডণ্ডি প্রভৃতি যে সকল স্থানে পাটের কল ছিল, [illegible] এত অধিক পরিমাণে থলিয়া ও গুণ প্রস্তুত হয় [illegible] পৃথিবীর এক প্রান্তে মেলবোর্ন নামক [illegible] তিন বৎসরের ব্যবহারযোগ্য থলিয়া ও গুণ মজুত থাকে। ঐ দুই বৎসর চটের ব্যবসায়ের বিষম সঙ্কট উপস্থিত হয়। বাস্তবিক ঐ দুই বৎসরেই পাটের কাজে কোন দেশের ক্ষমতা কত, তাহা প্রকাশ পায়। দুই বৎসর পরে দেখা গেল যে বঙ্গ দেশেরই জয় হইল ও স্কটলণ্ড পরাজয় হইল। ইহার কারণ এই বাঙ্গালায় পাট উৎপন্ন হয়, বাঙ্গালার শ্রমজীবিদিগের বেতন অল্প, সুতরাং বাঙ্গালায় যত অল্প ব্যয়ে গুণ ও চট প্রস্তুত হইতে পারে, স্কটলণ্ডে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বোক্ত বৎসরদ্বয় ব্যাপী ব্যবসায়সঙ্কটের পর [illegible] বঙ্গীয় চট ব্যবসায় ক্রমশঃ [illegible] হইতেছে

তদনুসারে পাটের মূল্যও বৃদ্ধি হইতেছে। নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।

সাল	রপ্তানী মণ	মূল্য
১২৮২	৭০ লক্ষ	২৮০ লক্ষ
১২৮৩	৬২ লক্ষ	২৬৬ লক্ষ
১২৮৪	[illegible] লক্ষ	৩৫০ লক্ষ
১২৮৫	[illegible] লক্ষ	৩৬৩ লক্ষ

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রায় ২৩ লক্ষ মণ পাট কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের কলে ব্যয়িত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কিঞ্চিদধিক ছয় লক্ষ মণের গুণ ও কিঞ্চিন্ন্যূন সতর লক্ষ মণের থলিয়া প্রস্তুত হয়। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আঠারটী চটের কল আছে। প্রত্যেক কলে ন্যূনাধিক লক্ষ মণ পাট ব্যয় হয়। কলের অধ্যক্ষেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, এক মণ পাটে ৩৫ টী করিয়া থলিয়া প্রস্তুত হইতে পারে। সুতরাং মণ করা ৩৫ টী থলিয়া ধরিয়া কিঞ্চিন্ন্যূন সতর লক্ষ মণ পাটে ৫৮৬ লক্ষ থলিয়া প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন প্রায় ২৬১ লক্ষ থলিয়া উত্তর বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। যত থলিয়া আইসে, তাহার অধিকাংশই নৌকায় আসিয়া থাকে। জাহাজে তের লক্ষ মাত্র আসিয়াছে। এই তের লক্ষেরও অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় বন্দর সমূহ হইতে আনীত হইয়াছে। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশ হইতে চারি লক্ষ মাত্র আসিয়াছে। ব্রিটিশ দ্বীপ হইতে এক খানিও থলিয়া আনীত হয় নাই। ব্রিটেনে পাটের ব্যবসায় যেরূপ চলিতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে উক্ত দেশে নিজ ব্যয়োপযোগী থলিয়া প্রস্তুত হয় এই মাত্র।

কলিকাতায় যে সকল থলিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, ও কলিকাতায় যে সকল থলিয়ার আমদানী হইয়াছে তাহার গণনা করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪৬ লক্ষ থলিয়া হয়। ইহার মধ্য হইতে ৮২৬ লক্ষ থলিয়া বিদেশে গিয়াছে। তাহার মধ্যে ৬৩১ লক্ষ থলিয়া জাহাজে রপ্তানী হইয়াছে। ইংলণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ৭১ লক্ষ মাত্র গিয়াছে।

আমদানী ও রপ্তানীর তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে, ২০ লক্ষ মাত্র থলিয়া কলিকাতায় থাকে। আপাততঃ বোধ হয়, ইহাতে কলিকাতার ব্যয়নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভাবিত নয়। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর পাটের ব্যবসায় মন্দ হওয়াতে অনেক মাল মজুত ছিল। এবার তাহা হইতেই চলিয়া গিয়াছে।

গোণী বা চট দুই প্রাকার হয়। এক, কলজাত, দ্বিতীয়, হস্তনির্ম্মিত। কলজাতের পরিমাণ ৮০ গজ ও হস্তনির্ম্মিতের পরিমাণ ২১ গজ। হস্তনির্ম্মিত চট হুগলী ও চব্বিশপরগণায় নির্ম্মিত হয়। ১২৮৫ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ১১ লক্ষ গজ হস্তনির্ম্মিত চটের মধ্যে ৫৭ হাজার গজ বিদেশে ও অবশিষ্ট নিজ কলিকাতায় ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কলে কিঞ্চিদধিক ছয় লক্ষ মণ পাটের চট প্রস্তুত হয়। মণ করা ৮০ গজ চট ধরিলে ৫৩৯ লক্ষ গজ চট কলে প্রস্তুত হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহার মধ্যে ১৮ লক্ষ গজ ইংলণ্ডে, ২৭ লক্ষ গজ অন্য দেশে, ৩১ লক্ষ গজ ভারতবর্ষীয় বন্দর সমূহে, এবং ৪৫৩ লক্ষ গজ রেল ও নৌকা-যোগে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছে। কলিকাতার ব্যয়ার্থ প্রায় দশ লক্ষ গজ মজুত আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে চট গিয়াছে, তাহা কলিকাতা হইয়া যায় নাই, ইছাপুর গৌরীপুর ঋষড়া প্রভৃতি স্থান হইতে একেবারে চালান হইয়াছে।

চটের ব্যবসায়-সংঘর্ষে বঙ্গদেশ স্কটলণ্ডকে পরাজয় করিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাতে বঙ্গবাসীর কি লাভ হইয়াছে? বাঙ্গালীরা ঐ ব্যবসায়ের লাভের কত অংশ পাইতেছেন? প্রণিধানপূর্ব্বক যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায় দৃষ্ট হইবে, লাভ অতি অল্পই হইয়াছে। বঙ্গীয় কৃষকেরা পাটের চাষ করিয়া লাভবান হইয়াছে সত্য, এবং কতকগুলি বঙ্গীয় শ্রমজীবী কলে কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে সত্য, কিন্তু উক্ত শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা পূর্ব্বকার শিল্পজীবীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প। কলের সমস্ত টাকাই ইংরাজের, উহাতে বাঙ্গালী অংশী অতি অল্পই আছেন। সুতরাং লাভের অংশ সমুদয়ই ইংরাজের, বাঙ্গালীর কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীরা যে থলিয়া ও চটের কার্য্যে আর অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে, তাহার যো নাই। আর অধিক কল চলিলে ব্যবসায় মন্দ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। হস্তে প্রস্তুত করিয়া গুণের কারবার করিলেও কলের সহিত যুঝিয়া উঠা যাইবে না। এখনও যে হস্তে চট প্রস্তুত হইতেছে, তাহার কারণ এই, উহা শ্রমজীবীরা বিশ্রামের সময় প্রস্তুত করে; কৃষিকর্ম্ম শেষ হইলে যে কয়েক মাস ঘরে বসিয়া থাকিতে হয়, সেই সময়ে উহারা চট বুনিয়া থাকে। অতি অল্প লাভেই তাহারা সন্তুষ্ট হয়। সুতরাং তাহাদের ব্যবসায় বোধ হয় কোন কালেই মারা যাইবে না।

উপরে যে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, তাহা দেখিয়া পাঠকের কি স্পষ্ট বোধ হইতেছে না, যদি বাঙ্গালী ধনিগণ অধিক পরিমাণে চটের কলে অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরিণামে বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারিতেন? কারণ, বাঙ্গালায় অনেক সুবিধা আছে। যেখানে পাট জন্মে, সেই খানেই কল, পৃথিবীর আর কুত্রাপি এমন সুবিধা নাই। এই সুবিধা থাকাতেই বাঙ্গালায় পাটের কলের এত সমৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এক অমনোদ্যম ও অনুৎসাহশীলতা ধনী বাঙ্গালিদিগের একটী প্রশস্ত আয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এখন তাঁহারা ইংরাজদিগের প্রতিষ্ঠিত কলের অংশ ভূরি পরিমাণে ক্রয় করুন, তাহা হইলেও পরিণামে কথঞ্চিৎ লাভবান্ হইতে পারিবেন।

রুশিয়ার নিহিলিষ্ট দল।

পররাজ্য গ্রহণ করা ও পররাজ্যের প্রজাগণের শান্তিসুখ ভঙ্গ করা যে মহাপাপ, পূর্ব্বকার রাজগণের এ সংস্কার ছিল না। তাঁহারা জিগীষাবৃত্তিকে শ্লাঘনীয় জ্ঞান করিতেন। আত্মসুখার্থ বা আপনার দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত পরের অনিষ্ট করা যে অনুচিত, এটী সভ্যতমকালের সংস্কার। অসভ্য অথবা অর্দ্ধসভ্য অবস্থার এ সংস্কার নয়। ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতি এক কালে সভ্যতার উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরদ্রোহ ও পরহিংসা হইতে নিবৃত্ত হইবার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জিগীষু রাজার পরদ্রোহ নিবৃত্তির উপদেশ দানে সমর্থ হন নাই। তাহার এই কারণ বোধ হয়, আর্য্যজাতীয় রাজগণ স্বেচ্ছাচারী ও প্রবল ছিলেন। শাস্ত্রকারদিগকে তাঁহাদের চিত্তের আরাধনা করিয়া চলিতে হইত। এই নিমিত্ত মহাকবি কালিদাসও "যশসে বিজিগীষূণাং" ইত্যাদি রূপে রঘুবংশীয়দিগের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রকারেরা জিগীষুর পশ্চাৎ ও পুরোবর্ত্তী সপক্ষ ও বিপক্ষ রাজগণকে লইয়া দ্বাদশ রাজমণ্ডল গণনা করিয়াছেন। এই উচ্চতর সভ্যতার কালে জিগীষাবৃত্তির আর উত্তেজনা নাই ও সেরূপ প্রশংসাও নাই। এখনকার সভ্যতম রাজগণ উহাতে ঘৃণা প্রদর্শন করেন। এখনকার মধ্যে অর্দ্ধসভ্য বলিয়া রুশিয়রাজকেই আমরা জিগীষু দেখিতে পাই। তাঁহার জিগীষানিবন্ধন জগতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজদিগকে যে সময়ে সময়ে আমরা জিগীষাবৃত্তির পরবশ দেখিতে পাই, সেটী জাতীয় দুরাকাঙ্ক্ষার ফল নয়, ব্যক্তিবিশেষের দুরাকাঙ্ক্ষার ফল। অতএব উহা দীর্ঘকাল জগতের অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হয় না। ইংরাজদিগের জাতিসাধারণ্যে পরদ্রোহে অপ্রবৃত্তি আছে। রুশিয়রাজ দুরাকাঙ্ক্ষার পরবশ ও জিগীষু হইয়া যেমন জগতের অশান্তির কারণ হইয়াছেন, তেমনি ভগবান্ তাঁহার রাজ্য মধ্যে তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার বিঘ্নভূত বিষম অশান্তির কারণ ঘটাইয়া দিয়াছেন। রুশিয় রাজ্য মধ্যে নিহিলিষ্ট

নামে একটী ভয়ঙ্কর দল হইয়াছে, তাহারা কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক কোন প্রকার বন্ধন ভাল বাসে না। রাজশক্তির উচ্ছেদসাধন তাহাদের প্রধান সংকল্পিত বিষয়। রুশিয়রাজ তাহাদের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আর এখন বাহিরে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবসর অল্প। নিহিলিষ্ট দলের যে কারণে ও যেরূপে উৎপত্তি হইয়াছে, অতঃপর তাহা বর্ণিত হইতেছে।

১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে সেণ্টপিটার্সবর্গে ও মস্কৌয়ে ছাত্রসভা স্থাপিত হয়। পরস্পর আলোচনায় জ্ঞানের উন্নতি সাধনই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। সভায় যে কিছু আয় হইত, তাহা পুস্তক ক্রয়ে ও দরিদ্র ছাত্রবর্গের পাঠব্যয়ে বিনিযোজিত হইত। ইহার কিছু দিন পরেই রুশিয়া ও অন্যান্য স্থানে নানাবিধ বৈপ্লবিক মতের আলোচনা হইতে আরম্ভ হয়। বৈপ্লবিক নূতন মত এই, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বৈষম্যভাবে পূর্ণ, এ প্রকার বৈষম্য না থাকিয়া সমাজস্থ জনগণের সকল বিষয়ে সাম্য সংস্থাপন হওয়া উচিত। এই মতে উক্ত ছাত্রসভার মন বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। কি উপায়ে দরিদ্রদিগের দুঃখবিমোচন হয়, ছাত্রগণ সেই সেই বিষয়ের বাদানুবাদ আরম্ভ করে। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে বৈপ্লবিক মতের প্রতিপোষক বহুতর গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। সভার আয় আর পূর্ব্বের ন্যায় দাতব্য কার্য্যে ও জ্ঞানোন্নতি সাধন বিষয়ে ব্যয়িত না হইয়া বৈপ্লবিক মতের যাহাতে বহুল প্রচার হয়, তদ্দ্বারা তাহারই চেষ্টা আরম্ভ হইল। কোন কোন সভা প্রকাশ্য ভাবে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। ১৮৭৩ অব্দে রুশিয়ায় অসংখ্য গুপ্তসভা স্থাপিত হইল। এই সমুদয় সভার পরস্পর বিলক্ষণ যোগ ছিল। উক্ত অব্দে এক মকদ্দমার বিচারে প্রকাশ পায় যে ছাত্রগণ কৃষকের বেশ ধরিয়া কৃষকদিগের সহিত মিলিতেছে ও তাহাদিগকে বৈপ্লবিকমতে দীক্ষিত করিতেছে এবং অনেক উচ্চবংশীয় যুবক কৃষকদিগের গৃহে দিনপাত করিতেছে, তাহাতে কিছু মাত্র কষ্ট বোধ করিতেছে না। অনেক শিক্ষিত স্ত্রীলোকও অবাধে বৈপ্লবিক মত প্রচারের জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করিতেছে। ছাত্রসভার আয় লইয়া বৈপ্লবিক মতে কৃষকদিগকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইতেছে। অনেক স্থলে অনেক যুবক পাদুকা নির্ম্মাণ ও সূত্রধরের কার্য্য শিক্ষা করিতেছে। চর্ম্মকার ও সূত্রধরের দলে বৈপ্লবিক মত প্রচার করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে যখন তুর্কীর সঙ্গে রুশিয়ার যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হয়, তখন উহারা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু যুদ্ধ না হওয়াতে উহাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। উহারা আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কোন দুষ্কার্য্যেই পরাঙ্মুখ হয় না। সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদিগকে লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে উহাদের সঙ্কোচ নাই। জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া স্বীয় দলের পুষ্টি সাধন উহাদের চক্ষে দোষাবহ নহে। উহাদের কৌশলেই রুশ তুরস্ক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যে কোনরূপে হউক, বর্ত্তমান রুশিয়রাজের রাজশক্তি লোপ করাই উহাদের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য। তুরস্ক যুদ্ধ শেষ হইলে রুশিয়ার যে শোচনীয় অবস্থা হয়, এই নিহিলিষ্ট দল তাহারও মূল। উহারা যে কত হত্যা করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। সচ্চরিত্র সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক উহাদের চক্ষুঃশূল। উহারা রাজার বক্ষস্থলেও ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। গত বৎসর রুশিয়রাজ এমনি ভীত হইয়াছিলেন যে স্থানান্তরে যাইতে হইলে সশস্ত্র লোক সঙ্গে লইতেন। রেলওয়ে দ্বারা কোথায়ও যাইতে হইলে প্রতি ষ্টেষণে সৈন্যদল তাঁহার রক্ষার্থ উপস্থিত থাকিত। এক্ষণে রুশিয়ায় নিহিলিষ্ট বিদ্রোহোদ্যম নিহিলিষ্ট রক্তেই ক্ষালিত হইয়াছে। রুশিয়ায় এক্ষণে শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু সেদিন নিশিকান্ত বাবুর পত্র পাঠে বোধ হইল যে উহারা আজিও পুনরুত্থানের চেষ্টায় আছে। নিহিলিষ্টেরা যদিও প্রথম উদ্যমে কিছু করিতে পারে নাই কিন্তু তাহাতে তাহারা হতাশ হয় নাই। তাহাদের গুপ্ত সভা-সকল আজিও সমান তেজে চলিতেছে, সাভনিকজাতির স্বাধীনতা দান স্বেচ্ছাচারী শাসন-প্রণালীর ধ্বংস ও নূতন উপায়ে মনুষ্য সমাজ সংগঠন উহাদের উদ্দেশ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। সমাজে এখন যে জন্মহেতুক ব্যক্তিগত বৈষম্য হয়, ইহা উহারা সহ্য করিতে পারে না। উহাদের মত এই যে মনুষ্য মাত্রেই সমান স্বত্বাধিকারী।

জগদীশ্বর যখন সকল মনুষ্যকে সমান করেন নাই, তখন সকলে যে সমান স্বত্বভোগী হইবে, ইহা সম্ভাবিত নয়। অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, নিহিলিষ্টদিগের চেষ্টা প্রকৃতির একান্ত বিরুদ্ধ। তাহারা যে এ দুশ্চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইবে, ভ্রমেও আমাদের এমন মনে হয় না। তবে আমাদের বোধ হয়, রুশিয়রাজের দুরাকাঙ্ক্ষার দণ্ড বিধানার্থই ঐ দলের আবির্ভাব হইয়াছে।

রেজিষ্টরি চিঠির মাশুল কম না হয় কেন?

আমাদিগকে এক্ষণে পত্র রেজিষ্টরি করিতে হইলে চারি আনা মাশুল দিতে হয়। পৃথিবীর আর কোন দেশে এত অধিক মাশুল দিয়া পত্র রেজেষ্টরি করিতে হয় না। ইউরোপের লোকে এক খানি রেজিষ্টরি পত্রের চারি আনা মাশুল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যায়। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে রেজিষ্টরি চিঠির মাশুল চারি পেন্স অর্থাৎ এগার পয়সা ছিল। বোধ হয় ইংলণ্ডের চারি পেন্স দেখিয়া আমাদেরও চারি আনা মাশুল নির্দ্ধারণ করা হয়। কিন্তু অধুনা ইংলণ্ডে রেজিষ্টরির মাশুল কমাইয়া দুই পেন্স করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে তদনুসারে উহা দুই আনায় পরিণত হয় না কেন? পোষ্টমাষ্টার জেনারল বলেন, মাশুলের হার কমাইলে ডাকবিভাগের আয় কমিয়া যাইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্রের সময় এরূপ মাশুল কমান কোন প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ হয় না।"

আমরা জিজ্ঞাসা করি যে আয় ন্যূন হইবার আশঙ্কা কেন? ডাকবিভাগে প্রায়ই দেখা যায় মাশুল কমাইলেই কাজ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, যদিও প্রথম প্রথম দুএক লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়, কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই সে ক্ষতি পূরণ হইয়া আয় প্রায় দুই তিন গুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রেজেষ্টরীর মাশুল কমাইলে যদিও এবৎসর কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আগামী বর্ষে নিশ্চয় তাহা হইতে লাভ হইবে। এবৎসরও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা অল্প। রেজেষ্টরী হইতে ডাকবিভাগের কিঞ্চিদধিক সাত লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। মাশুল কমাইলে স্থূল দৃষ্টিতে সাড়ে তিনলক্ষ টাকা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইংলণ্ডে মাশুলের হার কমাইয়া দেওয়াতে শতকরা ৬৬ খানা চিঠি অধিক রেজেষ্টরি হইতেছে; অর্থাৎ পূর্ব্বে যেখানে একশত হইত এখন সেখানে একশত ছষট্টিখান পত্র রেজিষ্টরি হইতেছে। আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে মাশুলের হার কমিলে আমাদের দেশে রেজিষ্টরি পত্রের সংখ্যা উহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। ডাকবিভাগের নিয়ম আছে, অর্থ সম্বলিত পত্র রেজেষ্টরী না করিলে দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হয়। এই নিয়মের অস্তিত্বই সপ্রমাণ করিতেছে যে অনেক লোক মাশুলের হার অধিক দেখিয়া দণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও প্রতারণা করিবার চেষ্টা করে। মাশুলের হার যদি কম হয়, তাহা হইলে প্রতারণা করিবার কোন কারণ থাকিবে না। অনেক লোক রেজেষ্টরী মাশুল বাঁচাইবার জন্য স্থানান্তরে অর্থ প্রেরণার্থ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে। মাশুল কমিলে তাহাদের অনেকেই ডাকযোগে অর্থ [illegible] আরম্ভ করিবে। এই সকল [illegible]

হয় যে মাসুল কমিলে ডাকবিভাগের ক্ষতি না হইয়া লাভ হইবারই সম্ভাবনা, ক্ষতি হইলেও যদি ইংলণ্ডের পরিমাণে শতকরা ছয়টি খানা পত্র অধিক রেজেষ্টরী হয়, তাহা হইলেও সাড়ে তিন লক্ষের এক তৃতীয়াংশ মাত্র ক্ষতি হইবে অর্থাৎ এক লক্ষ সাড়ে ষোল হাজার টাকা ক্ষতি হইবে। কিন্তু মণি অর্ডরের কার্য্য ডাকবিভাগের হস্তে সমর্পিত হওয়াতে ডাকবিভাগের আয়ের অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্য বৎসর মণিঅর্ডরে গবর্ণমেণ্টের ষাটি হাজার টাকা আদায় হইত, এবৎসর প্রথম তিন মাসেই ষাটি হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। যদি এই হারে মণিঅর্ডরের কার্য্য চলে, তাহা হইলে এবৎসর ডাকবিভাগের এক লক্ষ আশী হাজার টাকা অতিরিক্ত আয় হইবার সম্ভাবনা আছে। এই অতিরিক্ত আয় দেখিয়া ও ভবিষ্যতে আয়াধিক্যের নিশ্চয় সম্ভাবনা সত্ত্বেও কেন যে পোষ্টমাষ্টার জেনারল এক লক্ষ সাড়ে ষোল হাজার টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে অসম্মত হইতেছেন বলিতে পারি না। রেজেষ্টরির মাসুল কমান যে নিতান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজি হউক, কালি হউক ভারতবর্ষীয় ডাকবিভাগকে অন্যান্য ডাকবিভাগের অবলম্বিত পথে চলিতে হইবে। তবে কেন মিথ্যা লোকের ক্ষতি করা ও লোককে প্রতারণা শিখিতে উৎসাহ দেওয়া হয়? এবং ভারতবর্ষীয় ডাকবিভাগ অন্য বিভাগের ন্যায় উন্নতিপথে বিচরণ করিতে সম্মত নহে, এ কলঙ্ক কেন গ্রহণ করা হয়?

মারকুইস রিপনের নিকট য়াকুব খাঁর পত্র।

কাবুলের মৃত আমীর শিয়ারআলী খাঁর পুত্র য়াকুব খাঁ ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনেরল মারকুইস রিপনের নিকটে যে এক খানি পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ, বিস্ময়, কৌতুক ও ঔৎসুক্য প্রভৃতি ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। ঔৎসুক্য আমাদের শোণিত-সঞ্চারবেগকে শিরায় শিরায় দ্বিগুণিত করিয়া তুলিল। হর্ষের কারণ এই যে, য়াকুব খাঁ মনের ভাব গোপন না করিয়া সরল ভাবে কাবুলের ও আপনার অবস্থা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ভাবী অনিষ্টের যে আশঙ্কা আছে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। বিস্ময় এই, বিদেশীয় ইতিহাস-লেখকেরা শত-সহস্র-পত্র পূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ লিখিয়া কাবুলের যে অবস্থার বর্ণন করিতে ও কাবুলবাসীদিগের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ না হন, ইয়াকুব খাঁ এক খানি সংক্ষিপ্ত পত্র দ্বারা সেই ভাব ও সেই অবস্থা পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। কৌতুক এই, তিনি ভারতেশ্বরীর নূতন মন্ত্রি সম্প্রদায়ের ও ভারতের নূতন গবর্ণর জেনরলের মনের ভাব ও উদার ভাব বুঝিতে পারিয়াই যথোচিত সময়ে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার যে মনোরথ পূর্ণ হইবে, সে বিষয়ে আমাদের মনে অণুমাত্র দ্বৈধ জন্মিতেছে না। গবর্ণর জেনেরল ঐ পত্র খানি পাঠ করিয়া কি উপায় অবলম্বন করেন এবং কিরূপই বা আচরণ করেন, ইহা জানিবার ইচ্ছাই আমাদিগের ঔৎসুক্যের কারণ হইয়াছে। সে পত্র খানি এই:—

লর্ড মহোদয়! কাবুলের নির্ব্বাসিত আমীর সুবিচারলাভের আশয়ে আপনার মুখাপেক্ষা করিয়া আছে। রুশসম্রাট আফগানিস্থানের রাজসিংহাসন অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে আপনার অনুগত লোককে প্রেরণ করিয়াছেন। আর, আপনারা কাবুলের যথার্থ রাজাকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়া সেই প্রবঞ্চকের সহিত সন্ধি বন্ধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনারা কি এই জন্য আমার পিতার বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন? আপনারা কি আফগান স্থানের দরবারে রুশরাজের আধিপত্য স্থাপনের জন্য কোটী কোটী টাকা ব্যয় ও লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ সংহার করিয়াছেন? আপনারা কি মনে করেন যে রুশিয়ার আশ্রিত ও অনুগত লোক বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া নিজ আশ্রয়দাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের অনুগত হইবে? আপনারা কি মনে করেন যে, সে আপনার ইষ্ট সিদ্ধির জন্য স্বদেশের অনিষ্টকারী ঘৃণিত ব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধি করিয়া প্রজাপুঞ্জের প্রীতিভাজন হইবে? আমি বলিতেছি এরূপ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। ঢাকা হইতে গজনী পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা শিশু সন্তানদিগকে, আক্রমণকারী ঘৃণিত বৈদেশিকেরা হত হইবে, এই আশ্বাস দিয়া ঘুম পাড়াইয়া থাকে। আপনাদিগকে আফগানেরা কত ঘৃণা করে, তাহা কি আপনারা জানেন? আপনারা কি মনে করেন, একজন সাক্ষী গোপাল খাড়া করিয়া সাধারণের মত ফিরাইতে পারিবেন? আফগান সাম্রাজ্য যে কি উপাদানে নির্ম্মিত, আপনারা তাহার কিছুই জানেন না।

আফগান স্থান একটী রাজ্যসমষ্টি। উহাতে অনেক সরদার ও অনেক শ্রেণীর লোক আছে। রাজ বংশের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ও যোগ্য হয়, উহারা তাহারই বশ্যতা স্বীকার করে। যখন রাজ-বংশে কোন উপযুক্ত লোক না থাকে, তখন তাহারা অন্য যোগ্য লোককে আধিপত্য প্রদান করে। ভবিষ্যতে যিনি আমীর হইবেন, তিনি যে রুশিয়ার অর্থবলে অথবা ইংলণ্ডের কামানের বলে আপনাকে প্রজাবর্গের মতনিরপেক্ষ যথেচ্ছাচারী করিয়া তুলিবেন, ইহা প্রজারা কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। আপনারা যদি মনে করিয়া থাকেন যে, আবছুল রহমান গণ্ডামাক সন্ধির নিয়ম পালন করিতে সমর্থ বা উৎসুক হইবেন, সেটী আপনাদের ভ্রম। আপনারা যদি এরূপ মনে করিয়া থাকেন, আফগানদিগের চিরন্তন প্রথা ও ধর্ম্ম বিরোধিনী ও স্বাধীনতা-লোপ-কারিণী রাজনীতি বল পূর্ব্বক প্রচলিত করিবেন, সেটী ও আপনাদিগের ভ্রম। যদি আপনারা এইরূপ বুঝিয়া থাকেন যে, উত্তরাধিকার-স্বত্ব-শূন্য ভুজবল-বিহীন কোন ব্যক্তিকে আফগানেরা আপনাদের আজ্ঞাতেই রাজা করিবে; তাহাও আপনাদিগের ভ্রম। তাহারা যদি ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে রাজা করিতে সম্মত হয়, তবে নিশ্চয় জানিবেন কোনরূপে আপনাদের সৈন্যগণকে কাবুল হইতে বিদায় করিয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত তিনটী ঘটনার যে আশঙ্কা আমার হৃদয়ে উপস্থিত হইতেছে, আমার মনে হইতেছে তাহার অন্যতর একটী নিশ্চয় ঘটিয়া উঠিবে। প্রথম, বোধ হয় আমার পিতৃব্যপুত্র আপনাদের সন্ধিপ্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন ও যাহাতে আমাকে প্রজাবর্গের বিরাগভাজন করিয়া আপনাকে উহাদের অনুরাগভাজন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন। না হয়, তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্যই আপনাদের সঙ্গে সন্ধি করিবেন; অথবা এরূপও হইতে পারে যে তিনি আপনাদের সহিত সৌহার্দ্দ করিবার নিমিত্তই অকপট ভাবে সন্ধি করিবেন। যদি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন তাহা হইলে আপনারা তাঁহাকে তাঁহার আশ্রয় দাতার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া আপনাদিগের অনুগত করিবার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার প্রকৃত পুরস্কার হইবে। আর যদি তিনি আপনাদের সঙ্গে অকপট ভাবে সন্ধি বন্ধন করেন তাহা হইলে স্বদেশীয় লোকের নিকটে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন এবং যে মুহূর্ত্তে আপনাদের সৈন্য চলিয়া আসিবে, সেই মুহূর্ত্তেই প্রজারা বিদ্রোহী হইবে। তখন তিনি জানিতে পারিবেন (অতীত ইতিহাসে যাহার শত শত উদাহরণ আছে) যে প্রাচীন রোমে যেরূপ ছিল কাবুলেও সেইরূপ ঘটনা হইবে। ক্যাপিটল হইতে এক পা সরিলেই টারপিয়ান শৈল দেখিতে হইবে।

অতএব মহোদয়! আপনারা এই ঘোরতর অবি-

মৃষ্যকারিতা করিবার পূর্ব্বে এক বার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন। কারণ, হঠাৎ অবিবেচনার কাজ করিয়া ফেলিলে তাহার আর সংশোধন হইবে না, যদি কোন জাতি দীর্ঘকাল সৎপথ ত্যাগ করিয়া অসৎপথে ভ্রমণ করে, তাহার পুনরায় সৎপথে আসা দুষ্কর হইয়া উঠে। আপনারা আমার প্রতি অবিচার করিয়াছেন বলিয়া আমি যে আর আপনাদের সাহায্যার্থী হইব না, সে শঙ্কা নাই। আপনারা আমার পিতামহের প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ইংলণ্ডের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে বিমুখ হন নাই। আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন আমি এমন কোন কুকার্য্য করি নাই যে, আমাকে তন্নিমিত্ত জবাবদিহি করিতে হয়। বোধ হয় আপনারা ভূয়োদর্শনবলে জানিতে পারিয়াছেন যে, কাবুলের শাসনকর্ত্তার নিকটে অসম্ভাব্য বিষয়ের প্রার্থনা করা অন্যায়। আপনাদিগের সৈন্যগণ আমার রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিয়াছে। যত দিন তাহারা ফিরিয়া না আসিতেছে, তত দিন আফগানস্থান মধ্যে শান্তি বিরাজিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। অতএব আপনারা আমাকে মুক্ত করিয়া দিয়া আপনাদের সৈন্য ফিরাইয়া আনুন তাহার পর ঈশ্বরের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে।"

ইংলণ্ডেশ্বরীর নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে যেমন তাঁহাদের মহত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে, তেমনি কাবুলের যাহাতে ভাল হয়, কোন প্রকার গোলযোগ না থাকে, তাহার উপায় করিয়া দিয়া যদি আসিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অধিকতর মহত্ত্ব প্রকাশ হইবে। যাকুব খাঁ নিজ পত্র মধ্যে কাবুলবাসীদিগের মনের ভাব অকপটভাবে বর্ণন করিয়াছেন। যে সে ব্যক্তিকে কাবুলের সিংহাসনারূঢ় করিয়া দিলে কাবুলীরা সুস্থির থাকিবে না। কাবুলীরা যে রাজবংশের যোগ্য যথার্থ উত্তরাধিকারির প্রতি অনুরক্ত, যাকুবের পত্রে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে। যাকুব সেই যথার্থ যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইবে, কাবুল মধ্যে কোন গোলযোগ থাকিবে না। অতএব তাঁহাকে আমীর করা না হয় কেন? তাঁহার অপরাধ কি? যদি তিনি বাস্তবিক কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, আর তাহার প্রমাণ থাকে, গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রচার করিয়া দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত ও সর্ব্বসাধারণকে সন্তুষ্ট করুন। পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট অকারণ কাবুল-যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া যেমন অযশোভাজন হইয়াছেন, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট তেমনি যেন এক জন নিরপরাধ প্রকৃত রাজ্যাধিকারীকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত করিয়া সাধারণের নিকটে নিন্দিত তিরস্কৃত ও ধিকৃত না হন। মারকুইস রিপনকে অতি সতর্ক হইয়া বিনা পক্ষপাতে উদারভাবে কাজ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের গ্রাম ও নগরগুলি যেমন ম্যালেরিয়াবাষ্পে দূষিত হইয়া আছে, ভারতের রাজনীতিও তেমনি কতকগুলি সঙ্কীর্ণহৃদয় ব্যক্তির দোষে কুযুক্তিরূপ ম্যালেরিয়াবাষ্পে দূষিত হইয়া রহিয়াছে, মারকুইস রিপন যেন সেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত না হন। সেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া তিনি যদি যাবৎ স্বাধিকার কাল অসুস্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে একটীও ভাল কাজ করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে লার্ড লিটনের ন্যায় কেবল নিন্দা ক্রয় করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতে হইবে।

ইংরাজেরা আবদুল রহমানের প্রতি পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহার নিকটে দূতও পাঠাইয়াছেন। কিন্তু যাকুব খাঁ তাঁহার বিষয়ে যে যে কথা কহিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সংশয় হইতেছে না। আমাদের এরূপ বোধ হইতেছে, তিনি স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া অযথাযথ বর্ণন করেন নাই। তিনি স্বরূপাখ্যানই করিয়াছেন। এখন যদি আমাদের গবর্ণর জেনরল পরিষ্কৃত চক্ষে সেই স্বরূপ দর্শন করেন, তাহা হইলেই সকল দিকে মঙ্গল হয়।

বিবিধ সংবাদ।

আমাদের একজন গ্রাহক দুঃখিত হইয়া লিখিয়াছেন। মেদিনীপুরের ১ম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী গত সোমবারে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

গত বৎসর কাবুলের রেসিডেন্সি রক্ষার্থ যে সকল সৈন্যের মৃত্যু হয়, তাহাদের নিরাশ্রয় পরিবারবর্গের ভরণ পোষণার্থ বরদার মহারাজ ও মহারাণী ১০০০০ এবং হোলকার ৫০০০ টাকা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিয়াছেন।

২ রা জুন গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ঝড় হইয়া গিয়াছে।

শ্যামের রাজা ইউরোপে ভ্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। প্রাচীন সভাসদগণের অমত হইলেও মহারাজ নিজ যাত্রার উদ্যোগ করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সিঙ্গাপুরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি প্রথম বায়েনা যাইবেন; তথা হইতে প্রেগ, বর্লিন, হেগ হইয়া লণ্ডনে পৌঁছিবেন। তথা হইতে আমেরিকায় গিয়া পনর দিন থাকিবেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অনেক দিন স্কটলণ্ডে ভ্রমণ করিবেন। ওয়েবরলি নবেল পড়িয়া স্কটলণ্ডের উপর মহারাজের কিছু অধিক ভক্তি হইয়াছে। স্কটলণ্ড হইতে পারিস, লিসবন, মাদ্রিদ, নেপল্‌স ও রোম দর্শন করিয়া তিনি স্বদেশে আসিবেন।

সিমলায় একটী রোমান কাথলিক গির্জ্জা ছিল, সেখানে কেহ কখন যাইত না। কেহ তাহার সন্ধান লইত না। সম্প্রতি সেখানে এত লোকের গতি বিধি হইতেছে, যে পাদরি বেচারা চারিদিক হইতে চেয়ার চাহিয়াও কুলাইতে পারিতেছেন না। এখনও লর্ড রিপন সাহেব আসিয়া পৌঁছেন নাই।

গত বৎসর টেলিগ্রাফ বিভাগে ব্যয় বাদে [illegible] লক্ষ আট হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই বৎসরে ৩১৫ মাইল রাস্তা নূতন খোলা হইয়াছে ও [illegible] মাইল তার বসান হইয়াছে। এবৎসর আফগান যুদ্ধ হেতুক গবর্ণমেণ্টের সংবাদই অধিক হইয়াছে। অন্য লোকের সংবাদ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক অল্প।

আগ্রায় এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। আগ্রার দুর্গে যে সকল কামান প্রোথিত আছে তাহাতে কোন রূপ পরীক্ষা করিবার জন্য [illegible] দেওয়া হয়, যে যেন কেহ দুর্গের নিকট না যাবে। লোকে ঢেঁড়রার ঘোষণা ও তৎ সমীপে গমন নিষেধ শুনিয়া মনে করিল যে মহারাণীর জন্মতিথি উপলক্ষে কেপে আগ্রা নগর উড়াইয়া দেওয়া হইবে। সকলেই ভীত হইল। এক দিন সমস্ত মহাজন [illegible] সমস্ত হইয়া একজন সাহেবের বাটীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করে, সমস্ত নগর উড়াইয়া দেওয়া হইবে কি না? সাহেব অনেক বুঝাইলেন, তথাপি তাহার ভয় সম্পূর্ণ দূর হইল না। সে বলিল যদি উড়াইতে হয় ছাউনির দিক উড়াইলে অধিক ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যদি [illegible] গোলাবারুদ [illegible] বড়ই ক্ষতি হইবে ইত্যাদি। [illegible] এইরূপ [illegible] যে, ইংরাজেরা সব করিতে পারেন। [illegible] আগ্রা সহরটী উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতেও অবিশ্বাস হয় নাই।

ফসেট সাহেবের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশোপলক্ষে বোম্বাইবাসীরা চাঁদা করিয়া তাঁহাকে টাকা দিয়াছিলেন। শুনা গেল, তিনি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন আমি ভারতের মঙ্গলার্থ কখন এক মুহূর্ত্ত [illegible] বা ঔদাস্য করিব না।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম [illegible] মহারাজ গত রবিবার প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। [illegible] সুশাসক ও সুশিক্ষিত ছিলেন।

আমাদের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন " জেলা দিনাজপুর থানা রাণীসঙ্কলের অধীন টেমকা [illegible] নামক গ্রামে বর্ত্তমান মাসের [illegible] তারিখে এক [illegible]র স্ত্রী তিনটী পুত্র সন্তান প্রসব করে। প্রথম পুত্রটী রাত্রি সাড়ে [illegible] সময় ও দ্বিতীয় পুত্রটী বেলা সাতটার সময় ও তৃতীয় পুত্রটী বেলা দশটার সময় ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই [illegible] পুত্র তিনটী [illegible] দিবস থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রসূতি এখনও জীবিত আছে।

[illegible] চোরের বড় উপদ্রব হইয়াছে। [illegible] সকলে সশঙ্কিত। "

[illegible] যে ওয়াকশপ আছে। তাহাতে কোন কার্য্য হয় না। উহাতে যে উৎপন্ন হয়, তাহাতে [illegible] উঠা দূরে থাকুক, উহার নির্ম্মাণে [illegible] অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহার সুদও উঠে না। গবর্ণমেণ্টেরও উহার উপর বড় আস্থা নাই। মথুরা ও হাতরাস রেলওয়ের রোলিংষ্টক উক্ত ওয়াকশপে প্রস্তুত হয়। কিন্তু সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট আর একটী রেলওয়ের রোলিংষ্টকের জন্য অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড কোম্পানিকে বলিয়াছেন। যদি ওয়াকশপ হইতে কোন কার্য্য হয় না, তবে রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়া [illegible] কেন হইল আর ওরূপ অক[illegible] দ্রব্য রক্ষাই বা কেন করা হয়?

এক জন বলেন যে হোমকলরদিগের কেহ [illegible] সাহেব তিন মাস হইতে প্রতিনিধি নিন্দা[illegible] তাঁহাকে [illegible] প্রতিনিধির ত্যাগ করিতে হইয়াছে। তাহারই অন্যতম স্থানের সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার জন্য আমাদের দেশের সুযোগ্য [illegible]কারক লালমোহন ঘোষকে অনেকে বলিতেছেন। তাঁহার পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর হইবার বেশ সম্ভবনা আছে।

বোম্বে কৌন্সিলের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর আলেকজাণ্ডর রজার্স বলেন যে ভারতবর্ষীয় সমস্ত স্বাধীন মিউনিসিপাল গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করা হউক। তাহা হইলে দেশীয়েরা স্বাধীন ভাবে আত্মশাসন করিতে সমর্থ হইবে। আমরাও স্বাধীন মিউনিসিপালিটী চাই, ম্যাজিষ্ট্রেটশাসিত নামমাত্র মিউনিসিপালিটিতে কোন লাভই নাই।

[illegible] লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলেন যে মূর্খ কবি[illegible] হস্ত হইতে বঙ্গীয় গ্রামবাসীদিগকে [illegible] করিবার প্রধান উপায় মেডিকেলস্কুল। উহাতে যত অধিক ছাত্র হয় ও যত উৎকৃষ্ট শিক্ষা হয়, ততই [illegible]।

ঢাকার [illegible] ১৬০টীর অধিক ছাত্র [illegible] হইবে না।

পাটনা মেডিকেলস্কুল উঠাইয়া দিবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা নামঞ্জুর হইয়াছে।

কলিকাতার চেম্বর অব কমর্সের ষাণ্মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রকাশ পায় যে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত বাণিজ্য মাসুল ত্যাগ করিয়া যাবতীয় আমদানী ও রপ্তানীর উপর গড়ে মণ করা একটাকা মাসুল লইবেন প্রস্তাব করিয়াছিলেন। উক্ত টাকা হইতে বাণিজ্য রেজিষ্টরির ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যত কিছু উৎপন্ন হইবে,তাহা রাজস্বমধ্যে পরিগণিত হইবে। চেম্বর এ প্রস্তাবের দৃঢ়তর প্রতিবাদ করিয়াছেন। চেম্বর বলেন যে যদি সমস্ত আমদানি ও রপ্তানির উপর শতকরা একটাকা কর নির্দ্ধারণ করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে পরিণামে অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে কোন অব্যবস্থিতবুদ্ধি রাজস্বমন্ত্রী অনায়াসে এক কথায় উহা দ্বিগুণ করিয়া তুলিতে পারিবেন। আর বর্ত্তমান মাসুল গ্রহণ প্রণালী অপেক্ষা উক্ত প্রণালী অধিকতর বিরক্তিকর হইবে। গবর্ণমেণ্ট এরূপ প্রস্তাব যে কেন করিলেন বুঝিতে পারিতেছি না।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক ডাক্তার ফ্রিমান্ সম্প্রতি রাজনৈতিক প্রশ্নোত্তর নামক পুস্তক লিখিয়া তাহাতে স্বাধীনজাত লোকের তিনটী অকাট্য স্বত্ব আছে স্থির করিয়াছেন; শরীরের স্বাধীনতা বক্তৃতার স্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।

জনরব এই যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সভার অন্যতর সভ্য সর আরস্কিন পেরি সাহেব আগামী জুলাই মাসে পদত্যাগ করিবেন।

যোড়াসাঁকো পুলিসের ইনস্পেক্টর অন্যায় বলপ্রয়োগ করিয়া ভদ্রবংশজাত একটী অন্তঃপুরবাসিনীকে ধৃত করিয়া আনেন। ডেপুটী কমিশনর এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছেন।

জর্ম্মনিতে এক প্রকার নূতন কাচ প্রস্তুত হইয়াছে। উহা লোহার ন্যায় শক্ত। জর্ম্মনির রেলওয়ে কোম্পানি ঐ কাচে রেল প্রস্তুত করিতেছেন। উহার উপর দিয়া গাড়ি অক্লেশে যাইতে পারিবে। বিলাতের ব্রুমিওয়ে কোম্পানিও ঐরূপ এক প্রকার কাচের রেল প্রস্তুত করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে জর্ম্মনিতে আর এক প্রকার এরূপ শক্ত কাচের আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে যে তাহার গ্লাস কিছুতেই ভাঙ্গে না।

আগামী অক্টোবর মাসে লেডি রিপন তাঁহার পুত্র সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল নহে বলিয়াই তিনি লর্ড রিপনের সঙ্গে আসিতে পারেন নাই।

ভাগলপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সহকারী সম্পাদক বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ভাগলপুরে আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধে দুটী বক্তৃতা করিয়াছেন। একটী হিন্দিভাষায়; আর একটী বাঙ্গালা ভাষায়। বক্তৃতা দুটী অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ইচ্ছা এই, স্থানে স্থানে সংস্কৃত বিদ্যালয় ও আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আর্য্যধর্ম্মপ্রচারক নিযুক্ত হন। তদর্থ অর্থ সংগ্রহে তিনি যত্নবান্ আছেন। আমরা শুনিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ বাবু অতি উদারচরিত ধার্ম্মিক লোক। আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি-সাধন-বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক যত্ন আছে। তিনি নিস্পৃহ হইয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার আচার ব্যবহারও অতি পবিত্র। হিন্দিভাষাতে বক্তৃতা করিবার তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। তিনি যদি যথোচিত সাহায্য প্রাপ্ত হন, তাঁহা হইতে আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

আমরা এ সপ্তাহে ভারতদর্পণ নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইলাম। ইহাতে যে প্রস্তাবগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহার মূল্য এক পয়সার মত নয়, তাহার মূল্য অধিক। লেখকেরা নূতন নূতন সংবাদ সংগ্রহ ও তাহার প্রচার বিষয়ে যেন কৃপণতা না করেন। পত্রখানি পটোলডাঙ্গা ৪৬ নং পটুয়াটোলা লেনে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বরদার রাজার প্রধান মন্ত্রী দাদাভাই নাউরোজী একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন " আমি যে রাজ্য শাসন ভার গ্রহণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই তাহার কারণ এই, যে রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ার সর্ব্বদা আমার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন এবং আমার বিরুদ্ধ আচরণ করিতেন। " তিনি পূর্ব্বে এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়া পার্লিয়ামেণ্টে পাঠাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন কিন্তু লর্ড সালিসবরি উহা পার্লিয়ামেণ্টে পাঠাইতে অস্বীকার করেন। এক্ষণে দাদা ভাই উহা পত্রাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

অমৃতবাজার বলেন, যে সর আসলি ইডেন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও অনরেবল কৃষ্ণদাস পালকে বলিতেছেন, যে আপনারা লর্ড লিটনের অভিনন্দন প্রদান করিতে চেষ্টা করুন। এ কথায় আমাদের বিশ্বাস হইতেছে না। এরূপ অভিনন্দনের কোন মাহাত্ম্য নাই। যে অভিনন্দন প্রজারা ইচ্ছাপূর্ব্বক না দেয় সে অভিনন্দন অভিনন্দনই নহে।

এত দিনের পরে দুর্ভিক্ষ কমিসনরদিগের রিপোর্ট স্বাক্ষরিত হইয়াছে। অনেক দিন ধরিয়া মেম্বরদিগের ঐকমত্য হয় নাই। পরে কোন রূপে মতদ্বৈধ

নিবারিত হইয়াছে। কিন্তু বোধ হয় আর্মি কমিসনের রিপোর্টের মত এ রিপোর্টও অপ্রকাশিত থাকিবে। ষ্টেটসমান বলেন যে মিলিটরি আফিসে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সর ফ্রেডিরিক হেন্সের মন্তব্য পত্র কিরূপে ষ্টেটসমান কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইল, তাহার তদন্ত হইতেছে। এক জন কেরাণীর প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহার কর্ম্ম স্থগিত করা হইয়াছে। তাহার এই মাত্র অপরাধ যে সে এক দিন পরিহাস করিয়া বলিয়াছিল যদি আমায় কেহ ২০০ টাকা পুরস্কার দেয়, তাহা হইলে আমি আপন স্কন্ধে দোষ ভার লইয়া আণ্ডামানে যাইতে প্রস্তুত আছি।

সর হেনারি ডালির রিপোর্টে দেখা গেল যে তাঁহার দশবর্ষব্যাপী শাসন সময়ে তিনি মধ্য-ভারত-এজেন্সির বিস্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। হোলকার সিন্ধিয়া ও ভূপালকে অনেক টাকা ধার দেওয়াইয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। সম্প্রতি প্রতি নগরে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উচ্চবংশীয়দিগের শিক্ষার জন্য ইন্দোরে রাজকুমার কলেজ স্থাপন করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের প্রজাবর্গের সাংসারিক ও মানসিক অনেক উন্নতি হইয়াছে।

আমাদের কোন ভ্রমণকারী পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন "ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের থন্যান ষ্টেষণের কর্ম্মচারী মহাশয়দিগের অনবধানতায় ট্রেণের আরোহীদের বড় কষ্ট হইতেছে। ষ্টেসনে গাড়ি আসিলে পিপাসিত পথিকেরা মধ্যাহ্নে উচ্চৈঃস্বরে জল প্রার্থনা করেন; কিন্তু জল দেওয়া হয় না। অথচ জল দিবার জন্য দুই জন ভৃত্য রীতিমত নিয়োজিত আছে।" এ বিষয়ের বিশেষ তদন্ত হওয়া আবশ্যক।

কলিকাতা ৬৯ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটস্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সমাজ" সার্দ্ধ ছয় বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছে। ত্রিপুরার স্বাধীন মহারাজ সম্প্রতি এই সভার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। শুনা গেল, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ইহাকে মাসিক সাহায্য প্রদান করিবেন। এরূপ একটী সভার অভাব ছিল, ভরসা করি এই সভাটী সেই অভাবটী মোচন করিবেন।

আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, জর্ম্মণির অন্তঃপাতী ব্রন্সউইক নগরের প্রাচ্যতত্ত্ববিদদিগের প্রসিদ্ধ সমাজ রাম্বনা গ্রামের বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্তের প্রণীত পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কয়েকখানি বাঙ্গালা ও ইংরাজী গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়া উক্ত বাবুকে একটী উৎকৃষ্ট রৌপ্য পদক প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহাকে ঐ সমাজের ২য় শ্রেণীর ফেলো নিযুক্ত করিয়াছেন। কলিকাতাস্থ জর্ম্মণ দূতের নিকট ঐ পদক পৌঁছিয়াছে।

গ্লাডষ্টোন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টর ছিলেন। তিনি পদত্যাগ করিলে তত্রত্য লোকে ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান কবি আলফ্রেড টেনিসনকে ঐ পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি পদ গ্রহণে অসম্মত হইয়াছেন। তিনি বলেন, যদি দুই দল একত্র হইয়া কেবল সাহিত্য সমাজের প্রাধান্য স্থাপন জন্য আমায় নির্ব্বাচন করেন, তবে আমি পদ গ্রহণ করিব, নচেৎ আমি যে শুদ্ধ এক দল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইব, আর এক দল আর এক জনকে নির্ব্বাচিত করিবে আমি সেরূপ নির্ব্বাচিত হইতে চাহি না। বিশ্ববিদ্যালয়েও দুই দল।

আফগান যুদ্ধের ন্যায় রম্পার যুদ্ধেরও নাকি হিসাবে ভুল হইয়াছে।

রম্পার আর কোন নূতন সংবাদ নাই, কেবল জামনডোরা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল সে ধরা পড়িয়াছে। তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট ৫০০ টাকা পুরস্কার দিবেন স্বীকার করিয়াছিলেন। পুলিসের অধিকাংশ লোক জ্বরে পীড়িত হইয়াছে। সৈন্যগণও জ্বরাক্রান্ত হইতেছে। মান্দ্রাজ হইতে বহুসংখ্যক ডাক্তার আনাইবার কথা হইতেছে।

কল্য বোম্বাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে গড়র্ন পাশা গবর্ণর জেনরলের প্রাইবেট সেক্রেটরির পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যে কেন পদত্যাগ করিলেন, কেহ জানিতে পারে নাই। এ বিষয়ে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন মার্কুইস রিপন তাঁহার সহিত অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার পদত্যাগের বিষয়ে মারকুইসের কোন দোষ নাই, সমস্ত দোষই তাঁহার নিজের। তাঁহার এই পদ স্বীকারই ভ্রমের কার্য্য হইয়াছিল। তিনি এক্ষণে সে ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন সেই জন্য সংশোধনার্থ পদত্যাগ করিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে লর্ড রিপন কাথলিক ও গর্ডন পাশা অত্যন্ত উগ্রত প্রোটেষ্টাণ্ট, এই জন্য হয় ত দুই জনের মতৈক্য হয় নাই। কিন্তু গর্ডন সেই আশঙ্কিত সংস্কার দূর করিবার জন্য নিজ পত্রে লিখিয়াছেন যে লর্ড রিপন ঈশ্বরনিষ্ঠ লোক, তাঁহার অধিকার কালে ভারতবর্ষের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। গর্ডন পাশা একজন সুদক্ষ সদাশয় লোক। তিনি এদেশে থাকিলে এদেশীয় সাহেবদিগের অনেক উন্নতি হইত। তাঁহার পদত্যাগে ভারতবর্ষীয় প্রজা মাত্রেই দুঃখিত হইবেন।

সিডনির ব্যাপ্টিষ্ট নামে এক ব্যক্তি সর্প দংশনের এক নূতন ঔষধ বাহির করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার মিউজিয়মে ইহার পরীক্ষা করা হইয়াছে। দুটী কুক্কুরকে সর্প দ্বারা দংশন করাইয়া ঐ নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ খাওয়াইয়া ও ক্ষত স্থানে মালিস করিয়া দেওয়াতে উহারা আরোগ্য হইয়াছে।

গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষোত্তীর্ণ বাবু প্রমথনাথ বসু ইতিপূর্ব্বে বিলাতের ভূতত্ত্ববিদ সভার এক জন সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি উক্ত শাস্ত্রে বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় জিয়লজিকাল সরবের একজন শিক্ষক হইয়াছেন।

আমরা ঢাকার প্রসিদ্ধ জমীদার নবাব আবদুল গণির গৃহ বিচ্ছেদের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। ইহাঁদিগের ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ হইয়া ফৌজদারীতে মকদ্দমা চলিতেছে। যাহা হউক, ইহা মঙ্গল চিহ্ন নহে। বড় বড় ঘর এইরূপেই প্রায় উৎসন্ন যাইয়া থাকে।

গত বুধবার হইতে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অনবরত বৃষ্টি হইতেছে।

ভারতেশ্বরী ১১ ই মে তাঁহার বকিংহামস্থ প্রাসাদে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোককে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যা ভবেন্দ্রবালা ও সত্যেন্দ্রবালা ঠাকুরও আমন্ত্রিত হন। তাঁহারা ভারতেশ্বরীর অনুজ্ঞাক্রমে আমাদিগের দেশী পোষাকে এই প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এদেশীয় স্ত্রীলোকের প্রকাশ্য সভায় আমন্ত্রণ ও তাহার রক্ষার্থ যাওয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবুর কন্যাদ্বয় এই প্রথম পত্তন করিলেন।

শুনা যাইতেছে আবদুল রহমান বিস্তর রৌপ্য আনাইয়া নানার নামের স্থানে নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত করিতেছেন। আফগান নাগের লোকে কি ইহাঁকে রাজা করিয়াছে?

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তথাকার ছাত্রেরা অধ্যাপকের গৃহ দ্বারে স্ক্রু আঁটিয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই অপরাধে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ১০ জন ছাত্রকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। অক্সফোর্ড কলেজের ছাত্রদিগের বয়স অধিক। তাঁহারা অল্প প্রবীণ, এক একদিন উত্তম আহারাদির পর যখন আমোদ চড়িয়া যায় তখন তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করে তথাপি বোধ হয় শাস্তি কিছু গুরুতর হইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে তুলনা করিলে আমাদের কালেজের ছাত্রেরা ত সোণার চাঁদ।

কোম্পানির কাগজের দর।

মূল্য টাকা।

৪ টাকা সুদের			[illegible]	
[illegible]	"	[illegible]	([illegible])	[illegible]—[illegible]
[illegible]	"	[illegible]	([illegible])	[illegible]—[illegible]
[illegible]	"	[illegible]	([illegible])	১০[illegible]—১০[illegible]
[illegible]	"	[illegible]	([illegible])	
[illegible]	"	[illegible]	([illegible])	১০[illegible]

যুদ্ধ সংবাদ।

হিরাট হইতে সংবাদ আসিয়াছে হিরাটী ও কান্দাহারী সেনায় বিবাদ হওয়াতে আয়ুব খাঁ বড় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। তিনি কান্দাহারে যুদ্ধ যাত্রা করিবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ দিয়াছেন। কান্দাহার আক্রমণ করিয়া উহা স্ববশে আনয়ন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। সহরের বাহিরে গোলযোগ করা তাঁহার অভিপ্রেত।

বারাকি নামক স্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছে আল্‌টিমোর ও চাকিয়াক পথে দস্যুরা একত্র দলবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। উহারা প্রতিদিন আলো জ্বালিয়া পাহাড়ের উপর পাহারা দিতেছে।

লগার উপত্যকার দক্ষিণ গ্রামবাসিগণ আজি কয়েক দিন ইংরাজ সৈন্যগণের প্রতিরোধ চেষ্টা পাইতেছে। উহারা আপন আপন পরিবারবর্গকে পঞ্চ তেল নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিয়াছে।

গত ২৬এ মে আল্‌টিমোরে যে সকল ব্যক্তি একত্র হইয়াছিল মহম্মদ জান তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সেনাপতি হিল সাহেবের সৈন্যগণ এই জন্যই ২৫ এ তথায় না গিয়া জগদ্‌ কোলায় অবস্থিতি করে, শুনা যাইতেছে তিনি আরও কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করিবেন। তাঁহারই উপরে লগার উপত্যকার দক্ষিণ পল্লী সমূহের রাজস্ব আদায়ের ভার সমর্পিত হইয়াছে। কিন্তু আবদুল গফুর ও মহম্মদ হোসেন তত্রত্য অধিবাসী দিগকে ইংরাজ কর্ম্মচারীর হস্তে রাজস্ব দিতে নিবারণ করিতেছেন। তিনি এই কথা বলিতেছেন নূতন আমীর নির্ব্বাচন করা হইতেছে, ইংরাজকে এখন রাজস্ব দিলে পুনরায় নূতন আমীরকে রাজস্ব দিতে হইবে। পোলিটীকাল আফিসর মেজর [illegible] সাহেব তাহাদিগের এই অমূলক [illegible] [illegible] বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন।

বাঙ্গালার ১২ নং [illegible] [illegible] জন সৈন্য দলভ্রষ্ট হইয়া শত্রু হস্তে নিহত হইয়াছে।

লগারে ভয়ানক গ্রীষ্ম হইতেছে।

পাদশ খাঁ জানগান [illegible] নামক এক স্থানের অতি নিকটে একটী দুরারোহ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

২১ এ মে। অনূ্যন ২০০০ তুরি সৈন্য তাহাদিগের সেনাপতির আদেশক্রমে মহম্মদ আজীমের দুর্গ হইতে ৬ মাইল দূরে কুরম নদী পার হইয়া মক্‌বীলদিগের সহিত বিবাদ করে এবং দর্গাই নামক স্থানের নিকটস্থ ৫ টী গ্রাম জ্বালাইয়া দেয়। ক্রমে উভয় পক্ষে একটী যুদ্ধ বাঁধে। তুরিরা তাহাতে জয় লাভ করিয়াছে। এই যুদ্ধে বিপক্ষ দলের ৫ জন ও স্বদলের ৫ জন হত হইয়াছে।

কাবুল ৩০ এ মে। গোলাম হায়দার প্রভৃতি কয়েকজন লোক একত্র হইয়া জদ্রাণ ও খরওয়ারবাসীদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে।

মোল্লা খলিল কামা নামক স্থানের লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করাতে আবার তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছে।

কান্দাহার ১ লা জুন। ওয়ালিসের আলী খাঁ গত কল্য সন্ধ্যাকালে গিরাস্ক নামক স্থানে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন। আয়ুবের সৈন্যগণ কান্দাহারে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। রাজ্যে ঘোরতর অরাজক কাণ্ড বিদ্যমান।

লগার উপত্যকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, বারাকি বোগানের চতুর্দ্দিকে যে সকল লগারি আছে, তাহারা সকলেই যুদ্ধার্থ উত্তেজিত হইয়াছে। অলটিমোর কোটালে যাহারা একত্র হইয়াছে, জেনরল গোলাম হায়দার তাহাদিগের সঙ্গে যোগ দান করিয়াছেন। মহম্মদ জান এই সংবাদ অবগত হইয়াছেন। তিনি ওয়ার্দকে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন এবং তত্রত্য লোকদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় রহিয়াছেন। বোধ হয়, শীঘ্রই তিনি গোলাম হায়দারের সহিত মিলিত হইবেন।

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ সংবাদ।

ব্রহ্মদেশের রাজা থিবাও রাজপরিবারের সকলকেই হত্যা করিয়াছিলেন, কেবল ইয়ঙওক নামে একজন রাজকুমার জীবিত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি বিদ্রোহ বাঁধাইয়াছেন। অনেক লোক তাঁহার পক্ষ হইয়াছে। রাজার সহিত ইহাঁর একণে যুদ্ধ হইতেছে।

রেঙ্গুণে ১ লা জুন। রানকিনটাউন নামক বাষ্পীয় পোত মান্দালাই হইতে থায়াটিমো নামক স্থানে পৌঁছিয়াছে। বিদ্রোহ সংবাদে মান্দালাইয়ের লোকে ভীত হইয়াছে। বিদ্রোহীর সংখ্যা আপাততঃ ৬০০। দূতগণ বৃহস্পতিবার থায়াটিমো হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

রেঙ্গুণ ২ রা জুন। তারে সংবাদ আসিয়াছে, তত্রত্য সীমাপ্রদেশ রক্ষার্থ ইংরাজ সৈন্যগণকে সীমাপ্রদেশে যাইতে বলা হইয়াছে। এবং ইহাও বলা হইয়াছে অস্ত্র ধারণ করিয়া যে কোন ব্যক্তি ইংরাজ রাজ্যমধ্যে আসিবে, তাহাকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়। জনরব এই যে মেনেলায়ও একটী বিদ্রোহ ঘটিয়াছে।

২ রা জুন বৈকালে থিবাওর সৈন্যের সহিত বিদ্রোহী রাজকুমারের সৈনাদিগের একটী যুদ্ধ হয়। থিবাওর সৈন্যগণ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। বিদ্রোহীরা উহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া এক জনকে ধৃত করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদ করিয়াছে।

রেঙ্গুণ ৩ রা জুন। রাজার সৈন্যগণ বিদ্রোহীদিগের অধিকৃত স্থান অধিকার করিতে গিয়াছিল কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছে। উহারা আক্রমণকারীদিগের দলপতি ও আর ৩ জনকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিল। দলপতির মস্তকচ্ছেদ করিয়া অপর ৩ জনকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। মিড্‌ডের শাসনকর্ত্তা বিশ্বাসঘাতকতা করাতে ম্যান্দালাইয়ে প্রেরিত হইয়াছেন। রাজার ৪০০ সৈন্য বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণার্থ যাইতেছে। কিন্তু ইহাদিগের কোন ভাল অস্ত্র শস্ত্র নাই। বিদ্রোহীরা একণে দুরাক্রম্য স্থানে অবস্থান করিতেছে। উহাদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

রেঙ্গুণ ৪ ঠা জুন। বিদ্রোহীরা ইংরাজরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। পুলিষ তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টায় আছেন। ইয়ঙওক কতকগুলি সহচর সমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৯ এ মে। বিদেশীয় কার্য্যের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড গ্রানভিল ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপনের সম্বন্ধে গত রাত্রিতে লর্ডদিগের হাউসে বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বিদিগের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা সম্ভাবিত নয়।

গ্রীকদিগের সীমাসংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসা করিবার জন্য রাজগণ ১৬ ই জুন বার্লিনে একটী সভা করিবেন।

গোসেন সাহেব কনষ্টান্টিনোপলে উপনীত হইয়াছেন।

তুর্কি ও ইউরোপের পূর্ব্বাঞ্চল সম্বন্ধে কি করা উচিত, এই বিষয়ের বিবেচনার্থ ইংলণ্ড ও ইটালী একমত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৩১ এ মে। টাইম্‌স পত্রের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, তাঁহার সহিত কতকগুলি ইংরাজানুগত সর্দ্দারের দেখা হইয়াছিল, তাঁহারা তাঁহাকে বলিয়াছেন আবদুল রহমান ইংরাজকৃত নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ কাবুলে আসিবেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যদি তিনি না আইসেন, তাহা হইলে এই উপলক্ষে কাবুলরাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হউক অথবা কোন উত্তরাধিকারীকে আমীর করিয়া তাঁহার রক্ষার্থ ব্রিটিশ সৈন্য স্থাপন করা হউক অথবা আমীর নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ সৈন্য কাবুল পরিত্যাগ করিয়া যাউক।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩০ এ মে। জেনরল স্কবালফ ছাতি নামক স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩০ এ মে। কনষ্টাণ্টিনোপল-বাসী মুসলমান ও উলিমেরা ইউরোপীয় রাজগণের প্রার্থনার প্রতিবাদ করিবার জন্য সুলতানকে পরামর্শ দিতেছে।

লণ্ডন ৩১ এ মে। অদ্য সন্ধ্যাকালে বিদেশীয় কার্য্যের অণ্ডার সেক্রেটারি কমন্সহাউসে বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট পারস্যের সহিত হিরাট সম্বন্ধে কোন পত্রাদি লিখিতে চাহেন না। কিন্তু হিরাট শাসনের সুব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক আছেন।

বার্লিন ৩১ এ মে। জর্ম্মাণ নৌসেনার সাহায্যার্থ হংকঙে রণতরি পাঠাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩১ এ মে। আড্‌মিরাল সিভ্রাবফ চীন সমুদ্রস্থ রুশ রণতরির সৈনাপত্য গ্রহণ করিলেন।

লণ্ডন ২ রা জুন। প্রধান মন্ত্রী গত রাত্রিতে কমন্সহাউসে সাইপ্রসের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ বিষয়ক প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে ঐ দ্বীপ শাসন সম্বন্ধে তুরস্কের সহিত যে সন্ধিপত্র হয়, তাহা আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তিনি বলেন, সাইপ্রসের শাসন ভার ঔপনিবেশিক কার্য্যালয়ে সমর্পিত হওয়াতে দ্বীপবাসীদিগের বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে।

পারস্যগবর্ণমেণ্ট টেকি তুর্কোমানদিগের গোলযোগে হাত দিতে চান নাই। কিন্তু মার্ববাসীরা যদি অধীনতা স্বীকার করে, তাহা হইলে পারস্যরাজ গ্রাহ্য করিবেন।

লণ্ডন ২ রা জুন। আফগান যুদ্ধের অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা অধিক খরচ হওয়াতে যে সকল কাগজ পত্র দেওয়া হয় তাহা কমন্স হাউসে উপস্থিত করা হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল ১৩ ই মার্চ্চ বায়বাহুল্য সম্ভাবনা করিয়া তারে সংবাদ প্রেরণ করেন। ২২ এ এপ্রেল ষ্টেট সেক্রেটারি একখানি পত্র পাঠান, তাহাতে লেখা ছিল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া ষ্টানহোপ সাহেব পার্লামেণ্টে হিসাব দেখাইয়াছেন। তাহাতে আরো লেখা ছিল আয় ব্যয়ের ন্যূনাধিক্য হইলে গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ঐ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চাওয়া হইয়াছে। ৪ ঠা মে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারিকে এই বলিয়া পত্র লিখেন যে কাবুল যুদ্ধের অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা এ বৎসর চারি কোটী টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২ রা জুন। লেয়ার্ড সাহেব ইংলণ্ডে যাইতেছেন।

মণ্টিনিগ্রো আলবানিয়দিগকে আক্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। আলবানিয়দিগের খাদ্য দ্রব্যের অভাব হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২ রা জুন। মিধাত বেঙ্কিং পাশা পদত্যাগের আবেদন করিয়াছেন। সুলতান আজিও তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

পারিস ২ রা জুন। কাউণ্ট রচফোর্ট দ্বন্দ্বযুদ্ধে গুরুতর আহত হইয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩০ এ জুন। রুশের রাজ্ঞী অদ্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩ রা জুন। গোসেন সাহেব অদ্য ইংলণ্ডের প্রদত্ত কাগজ পত্র প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন সুলতান রাজ্য শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের সংশোধন করিয়া আপনার সাধারণ প্রজাগণকে তাহাতে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিতে পারেন সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর।

২ জুন ১৮৮০।

যে দিন অত্রত্য হরিসভামণ্ডপে আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি সম্বন্ধে এক ব্রাহ্মণ একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার মধ্যে তিনি যে যে মত ও ভাব প্রকাশ করিয়া আর্য্যধর্ম্মের মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাদৃশ প্রশংসনীয় না হইলেও তাঁহার সদুৎসাহের জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। কেন না আজ কাল ধর্ম্মের বাজার যেরূপ উদাস হইয়া উঠিয়াছে, ইহার উৎকর্ষ সাধন মানসে যিনি যে পথ অবলম্বন করুন, তাহা আশানুরূপ ফলপ্রদ না হইলেও পরিণামে কিছু না কিছু উপকার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা লইয়া যিনি যেখানে বক্তৃতা করেন, তাঁহাকে সুন্দর অন্তঃকরণকর সুকোমল ভাবলতিকা ছাড়িয়া শুষ্ক কর্কশ মতমল লইয়া আন্দোলন করিতে দেখা যায়। এতদ্দ্বারা না শ্রোতৃবর্গ বিশেষ উপকারলাভ করেন, না বক্তা অভীপ্সিত আনন্দভাজন হন। উক্ত বক্তা নানা যুক্তি প্রয়োগ করিয়া "ব্রহ্ম" "পরব্রহ্ম" "ঈশ্বর" "পরমেশ্বর" প্রভৃতির মধ্যে বৈষম্য ও পার্থক্য বুঝাইবার জন্য যেরূপ যত্ন ও প্রয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন, যদি শ্রোতৃবর্গের বর্ত্তমান সামাজিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক অভাব দূরীকরণার্থ বিশেষ কোন অনুসন্ধান ও ঔষধ ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে সদুপদেশ দিতেন, তাহা হইলে সকলেই উপকৃত হইত। যথা তথা বৈদান্তিক "ঘটাকাশ" "মঠাকাশ" আর শুনা যায় না। উহাদ্বারা সাধকের উপকার কি? বর্ত্তমান সময় না বুঝিয়া দেশ ও শ্রোতৃগণের অবস্থা বিষয়ে সম্যক্ অনভিজ্ঞ থাকিয়া শাস্ত্রীয় কতকগুলা শ্লোক পড়িয়া বক্তৃতা করার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বক্তৃতাবসানে বক্তা এক হাসাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব গরুর মধ্যে দেখিতে হইবে। "গরুই ধর্ম্ম" কেন না গরু হইতে দুগ্ধ লাভ করা যায়, গরু হইতে দুগ্ধ দোহন করিয়া শিশু-সন্তানের প্রাণ রক্ষা হয়। যদি গরু ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উষ্ট্রের দুগ্ধে মানুষ পুষ্টি লাভ করে, তবে উষ্ট্র কেন ধর্ম্ম হউক না। এ সব অভিনব ধর্ম্মব্যাখ্যান চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজের চতুষ্পাঠী ভিন্ন যেন অন্যত্র না করেন। ছাগল ধর্ম্ম, মহিষ ধর্ম্ম, গরু ধর্ম্ম, গাধা ধর্ম্ম, কেন না তাহাদের দুগ্ধে ছেলে মানুষ হয়। এ অদ্ভুত ধর্ম্ম প্রচার ও ধর্ম্মবিচার আর কখন শুনি নাই। মনের ধর্ম্মে, তর্কের ধর্ম্মে, নক্তের ধর্ম্মে, আর কিছু হয় না। ভাবের উচ্ছ্বাস চাই, ভাবের ধর্ম্ম চাই, ভাবের শাসন চাই ও ভাবের কার্য্য চাই। বৃথা "কর্ম্ম" "কর্ম্ম" করিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? খোলা ভেঙ্গা কাটা ভিন্ন আতপ তণ্ডুল ভিজান ভিন্ন কি কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে আর কিছু সার নাই? মনুপ্রোক্ত ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় প্রভৃতি দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ কি কর্ম্মসাধ্য নয়? ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য কথা অভ্যাস, ইত্যাদি কি "কর্ম্মকাণ্ড" নয়? কেবল ছাগল ভেড়া কাটাই "কর্ম্ম" হইল? জ্ঞানছাড়া কর্ম্ম হইতে পারে না। যাহা কর্ত্তব্য তাহা অগ্রে জানা চাই, নতুবা তাহাতে প্রবৃত্তি ধাবিত হয় না। ভয়ে ভয়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম কোন কাযাকর নহে। জ্ঞানহীন কর্ম্মের আদরেই এত বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। কখন কি ছিল সে কথায় প্রয়োজন কি? এখন বিদ্যালয় ও পাঠশালার পাঠের বিষয় আলোচনা কর, সেকেলে ঘট পড়ার গল্পে আর ছেলেদের মন ভেজে না। ইহা এক প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব লক্ষণ কে না স্বীকার করিবে? এই পরিবর্ত্তনকালে সতর্ক হইতে পারিলেই আপাততঃ, প্রিয় হিন্দু-সমাজ অচিরকাল মধ্যে উন্নত হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির লাইন প্রভৃতি ১লা জানুয়ারি হইতে ক্রয় করা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু কোন প্রকার ভাল পরিবর্ত্তন ত দেখিতে পাওয়া যায় না। যা ছিল তাই রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় আমাদের মত মহাজনদের পথ অবলম্বন করিতেছেন। পূর্ব্বে যিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অক্ষত রাখিয়া যদি কেবল লাভের অংশ লইবার জন্য অংশীদারদিগকে বঞ্চিত করিয়া এই প্রকাণ্ড রেলওয়ে কোম্পানির অধিকার ক্রয় করিয়া থাকেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রশংসিত কার্য্য হয় নাই। যে সব উপকার পূর্ব্বে রেলওয়ে কোম্পানিদ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই, প্রজারা প্রত্যাশ-

সল গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে তাহার প্রত্যাশা করিয়া থাকে। শুনিতে পাই ব্যয় সংক্ষেপ করিবার উপায় হইতেছে। এইবার ছারপোকার দল যায় বা। কেরাণীর দল আর ছারপোকার দল দুই সমান। ছারপোকা মারিলে যেমন নিস্তার নাই বরং হস্ত দুর্গন্ধ হয়, তেমনি কেরাণীদলে তাড়াতাড়ি দিলে কিছুই হয় না। ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইলে কার্য্যবাহুল্য যদি কিছু থাকে, তাহা অগ্রে কমাইয়া সেই সব বিভাগ একেবারে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তবে ব্যয় সংক্ষেপ হওয়া যাইবে, নতুবা এ আফিসে ও আফিসে দুই চারি জন অভাগা কেরাণী ছাড়াইয়া কিছু উপকার দর্শিবে না।

তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমাইবার বন্দোবস্ত চলিতেছে। ইহা যত শীঘ্র প্রবর্ত্তিত হয়, ততই মঙ্গল। এত ভয়ের প্রয়োজন কি? দিনকত দুই মাসের জন্য কমাইয়া দেখা হউক, যদি ক্ষতি হয় আবার যেমন তেমনি করিবার ভাবনা কি? যদি আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়ে কোম্পানি তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমাইয়া লাভবান হইয়া থাকেন, তবে রেলওয়ে কোম্পানির রাজা ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, ইহা মনে করাও ভ্রমের বিষয়। এক পোষ্টেল বিভাগকে দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রহণ করা হউক। সংবাদপত্রের মাশুল কমাইয়া কি গবর্ণমেণ্ট লাভবান হন নাই? এক পয়সার পোষ্টকার্ড করিয়া কি গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ লাভবান হইতেছেন না? সেইরূপ চিঠি রেজিষ্টরির ফী কমাইবার যে কথা হইতেছে তাহা দ্বারাও গবর্ণমেণ্ট আশাতীত লাভবান হইবেন না কে বলিতে পারে? তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া যত অল্প হইবে, আরোহীর সংখ্যা তত অধিক হইবে, কোম্পানির লাভ তত অধিক কেন না হইবে? এ দেশের ছোট লোকেরা দুই এক পয়সার মরে বাঁচে। তাহারা যদি এক টাকার স্থানে ৮০ আনায় যাইতে পারে, তাহা হইলে দেখিবেন, ঝাঁকিয়া দলে দলে লোক রেলে চড়িবে। আমাদের বোধ হয় তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমাইলে এ দেশে দুই খানা ট্রেনে লোক সমাবেশ হইবে না। এত লেখালেখি ও আঁটাআঁটি না করিয়া দিনকত পরীক্ষার জন্য দুই মাসের জন্য ভাড়া কমান হউক।

মুঙ্গের ছোট আদালতে সপ্তাহে দুই দিবস মকদ্দমা হয়, সেই দুই দিন ভাগলপুর হইতে হাকিম আসিয়া থাকেন, কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে অন্য দিন যদি কোন দেনদার কর্ম্ম স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার উপক্রম করে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার কোন উপায় নাই। আদালত খোলা থাকিলেও বন্ধ! এতদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন ও বাদীরাও বিলক্ষণ গোলযোগে পড়িতেছেন। নালিশ অধিক না হইলেই গবর্ণমেণ্টের ষ্টাম্প বিক্রয় কম হইল, ও অন্যান্য আয় হইল না, এ অসুবিধা দূরীকরণার্থ ছোট আদালতের প্রধান কেরাণীর উপর "সমন" জারি করিবার আজ্ঞা পূর্ব্বের ন্যায় বাহাল করিলে ভাল হয়। এ নিয়ম অনেক মফস্বল আদালতে আছে, মুঙ্গের ডিষ্ট্রীক্টে যে কেন ইহা প্রচলিত নাই বুঝিতে পারি না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮ ই মে। হুগলী ও জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় বালেশ্বরে বদলী হইলেন বলিয়া ১৯ এ তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা রহিত হইয়াছে। ইনি বীরভূম সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

হুগলীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস বালেশ্বরে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ব্রজমোহন বাসের হুগলী ও জাহানাবাদে যে নিয়োগাদেশ হইয়াছিল তাহাও রহিত হইল।

২২ এ মে। জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী আবদুর ওহাব দিনাজপুরে বদলী হইলেন ইনি তত্রতা সদর ষ্টেষণেই থাকিবেন।

২৮ এ মে। শ্রীরামপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি ওয়েন বীরভূম সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

বাকরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু উমাকুমার সেন (ইনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) হুগলীতে বদলী হইলেন এবং জাহানাবাদের কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন।

বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোপালচন্দ্র সেন কিছু দিনের জন্য হাবড়ার অন্তর্গত মহিষরেখার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

২৫ এ মে। হুগলীর বিশেষ ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাধাবিনোদ বিষয়ী ভূমী সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৬ এ মে। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী দলিলুদ্দীন আহম্মদ কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। ইনি বাবু হেমচন্দ্র করের অনুপস্থিতিকালে রেজিষ্ট্রেসন বিভাগের ২য় ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিবেন।

২৯ এ মে। সবডেপুটী কালেক্টার বাবু রঘুনাথ সাহি পাটনার অন্তর্গত ভাতওয়ারার বিশেষ ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

১লা জুন। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এস, ম্যাগ্‌রথ পাটনায় রহিলেন।

পাটনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ ঘোষের প্রতি যে বিদায় আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা রহিত হইয়াছে।

২১ এ মে। ত্রিহুতের ২য় সুবর্ডিনেট জজ মৌলবী মহম্মদ নুরুল হোসেন (ইনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) পাটনার ২য় সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

ত্রিহুতের প্রতিনিধি ২য় সুবর্ডিনেট জজ বাবু কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি ২য় মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গপুরে বদলী হইলেন। কিন্তু ইঁহাকে প্রায়ই নেলফামারিতে থাকিয়া কাজ করিতে হইবে।

২৬এ মে। মৌলবী দলিলুদ্দিন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সংক্ষেপ বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটও ডেপুটি কালেক্টার বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ময়মনসিংহের সবডেপুটী কালেক্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র পাল যশোহরের অন্তর্গত ঝনাদহের বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র ঐ জেলার অন্তর্গত খুলনার প্রতিনিধি সবডেপুটী কালেক্টার বাবু অক্ষয়কুমার চৌধুরী ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়! ২৪ পরগণার মুন্সেফ হইলেন কিন্তু ইঁহাকে প্রায়ই ডায়মণ্ডহারবরে কাজ করিতে হইবে।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ দত্ত— কলিকাতা	৫৸৹
" " কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল—চাইপাট	৭
" " মহিমাচন্দ্র জোয়ারদার—বৃন্দাবন	১০
" " গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী—শিবগঞ্জ	৭
" " প্যারিমোহন চাকি—ময়মনসিংহ	৭
" " কেদারনাথচন্দ্র—শ্রীহাটী	৫৸৹
" " কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় —সিউড়ি	৫
" " আশুতোষ পাল—হুগলী লাঙ্গুল	৭
" " নালিয়া মুতরি—দিব্রুগড় আসাম	৫৸৹
শ্রীযুক্ত যশোহর পবলিক লাইব্রেরির সম্পাদক	৭

বিজ্ঞাপন।

নিরুদ্দেশ।

শান্তিপুর নিবাসী আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র ঘোস প্রায় তিন চারি বৎসর হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, বয়স প্রায় ৩০ বৎসর হইবে, শ্যামবর্ণ, দেখিতে লম্বা, ইনি প্রথমে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের বগুলা ষ্টেষণে সব ওভারসিয়রের কর্ম্ম করিতেন, পরে তথা হইতে কুষ্টিয়ার নিকট জগদি জংসন ষ্টেষণে কয়েক মাস অবস্থিতি করিয়া দিনাজপুর যান, দিনাজপুর হইতে কোথায় গিয়াছেন, আমি তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। অতএব যিনি তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া দিবেন আমি তাঁহাকে ২৫ টাকা পারিতোষিক দিব। আর যদি কোন মহাত্মা পারিতোসিক না লইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব। অনুসন্ধানের বিষয় মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়কে লিখিলে আমি শীঘ্র প্রাপ্ত হইব। ইতি

১৪ ই জ্যৈষ্ঠ। ১২৮৭ } শ্রীভগবতীচরণ ঘোষ।

উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
সাধু রহস্য ও সমালোচন পূর্ণ
মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩৷৴০। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
সভাবাজার কলিকাতা।

বি, এন, দাসের গনোরিয়া মিকশ্চর।

শীঘ্র! নির্ভয়!! নিশ্চয়!!!

বি, এন, দাসের গনোরিয়া মিকশ্চর।

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন মেহ শ্বেতপ্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। মূল্য ২ টাকা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১৷০ টাকা।

ইহা দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, এবং শরীরে বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট করিয়া থাকে।

৪৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা এবং ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য ২, টাকা, ডাকমাশুল ।৵০।

৶০ পোয়া শিশির মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৶০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
" " কিশোরিমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

চন্দনাসব।

সকল প্রকার মেহরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ এবং তৎসংক্রান্ত প্রস্রাব কালীন জ্বালা বা ধাতু নির্গমন হইলেও তিন দিবস মধ্যে রোগের বিশেষ শান্তি হইবে। এ ভিন্ন ইহা দ্বারা শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র আশু শান্তি হয়। ১ শিশির মূল্য ২, টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাসুল ।৵০ আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভাশয় জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়া মূল্য ... ... ৩ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ॥৴ আনা।

মাতঙ্গি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার সন্ধিবাত, চৌবন্ধিবাত, কোন সন্ধি বা অঙ্গের স্পর্শ হীন, অসাড় পক্ষাঘাত এবং সন্ধি স্থানের স্ফীততা, কটি বিদ্ধ বা অন্য কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, হস্ত পদাদির খেচুনি, আক্ষেপ ধনুষ্টঙ্ক প্রভৃতি রোগ সকলের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে এবং উক্ত যন্ত্রণা হেতু নিদ্রা বিহিন হইলে যন্ত্রণা সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

মোগসিন্ধুরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাব কালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

মালতি কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উর্দ্ধগ হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত প্রাপ্ত হয়। ইহা [illegible] উর্দ্ধগ শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমুদয় বায়ুবিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায় [illegible] বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, [illegible] বকা, চীৎকার, হাস্য, [illegible] খেচুনি এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং [illegible]।

শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শাস প্রশ্বাসে [illegible] বান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাশি, [illegible] শ্বাসকাশ, রক্তোৎকাশ [illegible]

প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত অতি উৎকট অবস্থাপন্ন হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ [illegible] ঔষধ সেবনে ক্ষয়কাস এবং যক্ষ্মাকাস ও নিবৃত্ত হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে বহু দিবসের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয় পরবশতা, অপরিমিত শুক্রক্ষয়, [illegible] বিকার বা উহার নিস্তেজতা [illegible] যে ধাতু তরল, অধিক [illegible], শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি ও ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, [illegible] সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের [illegible] সংশোধিত হয় এবং সমধিক [illegible] বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী [illegible] মূল্য ৫ প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণব পাড়া

সঙ্কট তৈল।

[illegible] শিশি ১ টাকা প্যাকিং ৵ আনা। [illegible], [illegible] কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ।০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, [illegible], কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ

শ্রীবিহারীলাল [illegible]
৩৮ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

[illegible] নানাপ্রকার জরওয়ার্ক হইতেছে। [illegible] মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে [illegible] করিয়া দেওয়া হয়।

[illegible] } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
[illegible] কলিকাতা }

আচার্য্যের উপদেশ।

[illegible] বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা [illegible] গুলি মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। কলিকাতা ৬ নং কালেজ স্কোয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকট ।১০ আনা ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা করিয়া মূল্য পাঠাইলে তিন তিন খণ্ড একত্র যাইবে।

বৈষ্ণব! বৈষ্ণব! বৈষ্ণব!

"বৈষ্ণবাচার দর্পণ; বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব, নামক পুস্তক গুরুপ্রণালী, সিদ্ধপ্রণালী, অষ্টকালী লীলা, প্রত্যহ যাট দণ্ডের যে যে দণ্ডে যে যে লীলা, সর্ব্বাঙ্গ সেবা প্রার্থনা, গণোদ্দেশ ও নবদ্বীপ ধামের ও ব্রজ ধামের তত্ত্বধ্যান, সমুদয় বনের বর্ণনা কোন্ বনে কোন্ লীলা তাহার বিবরণ; কোন্ ভক্তের কি স্বরূপ, কোথায় কার বাস ইত্যাদি।

বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়ের বিবরণ প্রমাণ শ্লোকসহ পয়ার প্রভৃতি ছন্দে বঙ্গভাষায় পদ্যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম বিভব পর্য্যন্ত ১ ম খণ্ড (৩৭২) পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি ও শ্রীবাসাদির এবং শ্রীরেবতী বলদেব ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও তত্তৎ সখা সখীর তত্ত্বধ্যান অর্চ্চনা প্রভৃতি উপাসনা কাণ্ডের সমুদয় বিবরণ এবং বৈষ্ণবদিগের আচার কাণ্ডের নিত্যকৃত্য ও অপরাধ ও তন্মোচন প্রভৃতি সমুদয় বিবরণ আছে। উহার ষষ্ঠ বিভব দ্বিতীয় খণ্ডেও প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা, ডাক মাশুল ৵০ আনা। দুই খণ্ডের অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহকদিগের মাশুল সমেত ৫ চারি টাকা মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ অধিকারী।
৫৭ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট
বালাখানা। কলিকাতা

যজুর্ব্বেদ সংহিতা (সম্পূর্ণ)

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ—৩৲
বাঙ্গালা মাত্রের মূল্য—১০

এবং—সামবেদ সংহিতা।

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রতি মাসে ১০ ফরমা নিয়মে অন্যূন বর্ষত্রয়ে সমাপ্ত হইবে। দ্বাদশ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৫ এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ।।০ মাত্র। আর ১০০ গ্রাহক সংগৃহীত হইলেই কার্য্যারম্ভ হইবে।

প্রকাশক—শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা। কলিকাতা।

ষ্টিকনিডাইন।

আত্যন্তিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের জন্য ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্মরণশক্তির হ্রাস, পুরুষত্বহীনতা, স্ত্রীরোগ, অজীর্ণতা, পুরাতন পীড়া, প্লীহা ও যকৃতের পীড়া, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদিতে ইহাই একমাত্র ঔষধ। মূল্য ফিঃ বোতল ৩, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

দাদের ঔষধ।

যে কোন প্রকার দাদ হউক না কেন, ইহা দ্বারা ৩ দিনে নিশ্চয় আরাম হইবে মূল্য ১, প্যাকিং ।০।

ডবলিউ কডর এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ হীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ২, ডাকমাশুল ।।৵০

স্মর সুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও যোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ।।০

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১।।০ ডাকমাশুল ।।৵০

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৷৹ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃদ্ধ ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

দ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸৹ আনা মাত্র।

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

১৩১ নং চিৎপুর রোড—গরাণহাটা—কলিকাতা।

সঙ্গীত-বিদ্যা বিশারদ রাজা শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিশুদ্ধ পুস্তকগুলি বিক্রয়ের কারণ এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

	মূল্য	ডাক মাশুল
যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা	৩৷৹	।৹
সঙ্গীতসার	৬।৹	।৹
কণ্ঠকৌমুদি	২৷৹	৷৹

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।
(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাশুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি আই, মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়
৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸৹ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইব। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু
বৃদ্ধওস্তাগরের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র
কলিকাতা মৃজাপুর

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা যোড়াবাগান বাগাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫৷৹ টাকা ডাক মাশুল ।৹

আর্য্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সন্দিগর্ম্মি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৹ টাকা ডাকমাশুল ৵৹

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল।৹

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৶৹

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

পঞ্চানন্দ

রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গীয় গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নির্ব্বোধের নাম বোকা।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫ পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাশুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেন্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪১ রসারোড } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
ভবানীপুর } কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১।৵ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের "স্বর্ণলতা লেখক" "হরিষে বিষাদ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৪৪ রসারোড } শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
ভবানীপুর } কার্য্যাধ্যক্ষ।

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট কার্ড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

ঔষধের মূল্য

১ ড্রাম	২ ড্রাম		বাক্স।
মাদার টিং ॥৵০	৵০	ওলাউঠা বাক্স	২॥০ ৪॥০
ক্ষুদ্র বটী ।৶০	।৵০	সাধাঃ চিকিঃ	৮, ১২,
ডাইলিউসন ।০	।৶০	মহাবোগের	৫, ১০,

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান	৩,	চিকিৎসা তত্ত্ব	॥৶০
ওলাউঠা চিকিৎসা	।০	ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি	।৶
স্ত্রী চিকিৎসা	১,	প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ	।৶
ঔষধগুণ সংগ্রহ	১।০	হাম ও বসন্ত চিকিৎসা	।০
অস্ত্র চিকিৎসা	॥০	হোমিওপ্যাথিক কি?	৵০

ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১৸৶ ডাক মাশুল।৵০।

দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল দাখিলা, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষর সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

সংস্কৃত মূল ও শ্রীমদ্ভাগবং।

১ ম ও ২য় স্কন্ধ ৩২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল।০ আনা মাত্র।

ঐ বাঙ্গালানুবাদ।

দশম একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ ১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ২॥০ টাকা মাত্র।

হরিবংশ মূল হইতে অনুবাদিত। ইহা দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথমতঃ ১ টাকা পাঠাইলে ক্রমে সমস্ত পাইবেন।

৩৯ নং গরাণহাটা শ্রীশ্রীনাথ দাসের নিকটে এবং ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট জেনারেল লাইব্রেরীতে শরচ্চন্দ্র দত্তের নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য … …	২ টাকা।
ঘৃত ৵০ পোয়া … … …	৩ টাকা।
তৈল।০ পোয়া … … …	৪ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ু দূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংসক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য … …	১।০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল …	৷৵০ আনা।

শিবাঘৃত।

(নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জাড্য বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ তৈল শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য … …	৪ টাকা
প্যাকিং ডাকমাশুল … …	৷৵০ আনা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দাওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ৯ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৭ সাল ১ লা আষাঢ়। ইং ১৮৮০। ১৪ ই জুন।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

১ লা আষাঢ় সোমবার।

মারকুইস রিপন সম্বন্ধে একটী ভবিষ্যৎ বাণী।

গর্ডন পাশা আমাদের নূতন গবর্ণর জেনেরলের প্রাইবেট সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। তিনি ইহারমধ্যেই পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মারকুইস রিপনের ঈশ্বরনিষ্ঠতার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, এবং মারকুইস স্বয়ংও মেয়রপ্রভৃতির অভিনন্দনে যে প্রকার নিজ ঈশ্বরনিষ্ঠতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরলীপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বা অধিক দিন তৎপদে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিবেন না। আমরা অগ্রেই ভবিষ্যৎবাণী করিয়া রাখিতেছি, তাঁহাকে পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পদত্যাগ করিতে হইবে। তিনি অযোগ্য অলস অকর্ম্মণ্য ও স্বেচ্ছাচারী বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে অসময়ে পদ হইতে অপসারিত করিবেন, আমরা এ কথা কহিতেছি না, তাঁহার ঈশ্বরনিষ্ঠতাই পদত্যাগের কারণ হইবে। ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত প্রবল। ভারতবর্ষের রাজনীতি যে প্রকার নানা দোষে পূর্ণ ও বিকল হইয়া আছে, অনেক সময়ে কার্য্যকালে তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত ঐ রাজনীতির বিরোধ ঘটিয়া উঠিবে। এক এক সময়ে তাঁহার কার্য্যাকার্য্যবিবেক আঘাত প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং সে অবস্থায় তাঁহার সদৃশ ধার্ম্মিক লোকের কার্য্যানুষ্ঠান দুরূহ হইবে সন্দেহ নাই। তাদৃশ স্থলে তিনি যদি কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ন্যায়পথাবলম্বী হইয়া কার্য্য করেন, অনেকে তাঁহার শত্রু হইবে। কর্ত্তব্যপথে অনুচিত বাধা পাইলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির মনে অতিশয় বিরক্তি জন্মে। তিনি যদি তৎকালে অকুতোভয়ে সমুদয় বাধা অতিক্রম করিয়া ন্যায়পথে চলিয়া কার্য্য করিতে পারেন, কোন কথাই থাকিবে না, কিন্তু তিনি তাহা করিতে পারিবেন, এমন বোধ হইতেছে না। সুতরাং তাঁহার পদত্যাগ শ্রেয় বলিয়া বোধ হইবে সন্দেহ নাই।

যদি বল, যাঁহারা ইংলণ্ডে এক্ষণে কর্ত্তা হইয়াছেন, তাঁহাদের আশয় অতি উদার। অনেক কার্য্যেও তাঁহাদের সেই ঔদার্য্য প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা অন্যায় ও অত্যাচারের একান্ত বিদ্বেষী। তাঁহারা সম্প্রতি গোশেন সাহেবকে এই আদেশ দিয়া তুরস্করাজের নিকটে পাঠাইয়াছেন যে, তুরস্করাজ্যমধ্যে যে সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচারের কার্য্য আছে, তিনি যেন তাহার সংশোধন করেন। যদি তাহার সংশোধন না করেন, তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবে, এ ভয়প্রদর্শনও করা হইয়াছে। যে কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণ বিষয়ে এরূপ যত্ন, তাঁহারা ভারতবর্ষে মারকুইস রিপনকে ন্যায়পথে বিচরণ করিতে উৎসাহ দিবেন সন্দেহ নাই। যদি তাঁহারা উৎসাহ দেন, তাহা হইলে মারকুইস রিপনের ভারতবর্ষের কার্য্যে ধর্ম্মনিষ্ঠা ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা কি? যদি ঐ সকলের বাধা না জন্মে, তবে তাঁহার পদত্যাগেরই বা সম্ভাবনা কি?

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতি বিদ্বেষ আছে সত্য; মারকুইস রিপনও সে বিদ্বেষশূন্য নহেন; কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সহিত অন্য দেশের অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। তুরস্ক রাজ্যের অধিকারমধ্যে অধিকসংখ্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাস। তথায় সাধারণে অত্যাচার নিবারণের আদেশ দেওয়া হইল, সেই আদেশ অনুসারে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা প্রধানরূপে অত্যাচার বিমুক্ত হইবে; সেই সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানেরাও অত্যাচারমুক্ত হইবে। সেখানে যেমন সহজে কার্য্য সম্পাদিত হইল। ভারতে সেরূপ সহজে কার্য্য সম্পাদনের সম্ভাবনা নয়। এখানে নানা জাতি, নানা শ্রেণী ও নানা সম্প্রদায়ের লোকের বাস; সুতরাং নানা প্রকার স্বার্থ সম্বন্ধ আছে। একের স্বার্থ রক্ষা করিতে গেলে অপরের স্বার্থে আঘাত লাগে। এখানকার সকল বিষয় সূক্ষ্ম ও প্রকৃতরূপে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ ও এখানকার গবর্ণর জেনেরলেরাও জানিতে পারেন না। অপরের মুখে শুনিয়া তাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদিগকে শুনান, তাঁহারা পক্ষপাতহীন হইয়া শুনাইতে পারেন না। সুতরাং কার্য্য অপক্ষপাতে সম্পন্ন হয় না।

তাহার একটী প্রমাণ এই, বর্ত্তমান মন্ত্রি-সম্প্রদায় স্পষ্টাক্ষরে আদেশ দিয়া তুরস্কে যেমন লোক পাঠাইলেন, ভারতবর্ষে সেরূপ করিতে পারিলেন না। আমরা লাইসান্স টেক্স ও মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত নব আইনকেই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিতেছি। উক্ত আইন দুটী পক্ষপাত দোষে যে একান্ত দূষিত, তাহা সহজ জ্ঞানে সকলেই বুঝিতে পারেন। তাহা রহিত করা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাও সকলে সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারেন। তথাপি ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা একেবারে উঠাইয়া দিতে পারিলেন না! নূতন গবর্ণর জেনেরলকে তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিতে বলা হইয়াছে।

রাজনীতি স্বভাবতঃ দূষিত নয়। শাসকেরা

যাহাকে ধর্ম্মের প্রতিনিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি যেখানে বসিয়া রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করেন, তাহাকে ধর্ম্মাধিকরণ কহিয়া থাকে। রাজনীতি তাঁহার কার্য্য নির্ব্বাহক উপায় মাত্র। উহা যে অধর্ম্ম-দোষে দূষিত হইবে, ইহা কোন ক্রমে সম্ভাবিত নহে। কিন্তু সেই ধর্ম্মময় রাজনীতিকে কতকগুলি লোকে এমনি দূষিত করিয়া তুলিয়াছেন যে, রাজনীতি শব্দটী কপটতার অপর পর্য্যায়-বাচক হইয়া পড়িয়াছে।

এক্ষণে মার্কুইস রিপনের সম্মুখে দুটী পথ উপস্থিত হইয়াছে। এক, সরলতাময় রাজনীতির অনুমোদিত পথ, দ্বিতীয় আজ কাল বক্র লোকে রাজনীতিকে যে বক্র করিয়া তুলিয়াছে, সেই বক্র পথ। মার্কুইস রিপন যদি অবিচলিত চিত্তে সরল কর্ত্তব্য পথে চলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পদত্যাগের প্রয়োজন হইবে না। আর যদি তাঁহার অগত্যা বাধ্য হইয়া বক্র পথে চলা আবশ্যক হয়, তাহা হইলেই তাঁহার কার্য্যাকার্য্যবিবেক তাঁহার তৎপথে চলিবার প্রতিবন্ধকতা করিবে, সুতরাং তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। লার্ড নর্থব্রুক এই বিপাকে পড়িয়া পদত্যাগ করিয়াছিলেন। আর যদি তিনি পদত্যাগ না করেন, এবং সমস্ত বিরুদ্ধ পথেও গমন করিতে না পারেন, মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক বকিংহামের মত সঙ্কটে পড়িবেন। তিনি কার্য্যজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ হইয়াও অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

অতএব মার্কুইস রিপনের কর্ত্তব্য, তিনি যখন গবর্ণর জেনেরল পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি ন্যায়পথে চলিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করুন। এদিক ওদিক চাহিবার প্রয়োজন নাই। যার তার কথা শুনিবারও প্রয়োজন করে না। কোনটী ন্যায্য ও কোনটী অন্যায্য, তাহা ধর্ম্মানুগত সহজ বুদ্ধি সহজেই বলিয়া দিবে। এক্ষণকার বক্র রাজনীতি যেন কর্ত্তব্য [illegible] বক্রপথে লইয়া না যায়। ন্যায্য কার্য্য করিলে [illegible] মন্ত্রি-সম্প্রদায় তাহার বিরুদ্ধ মত করিবেন [illegible] বোধ হয় না। ন্যায্য কার্য্যেই তাঁহাদের অনুমোদন, ন্যায্য কার্য্যে তাঁহাদের উৎসাহ। তবে যদি তাঁহারা বিরুদ্ধ মত করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মনিষ্ঠ [illegible] মার্কুইসের ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল পদত্যাগ অবধারিত।

নূতন মন্ত্রি-সম্প্রদায় কাবুল সম্বন্ধে বুঝি একটী ভ্রমের কার্য্য করেন।

পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট আবদুল রহমনকে কাবুলের আমীর করিবেন, এই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণও করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি নূতন মন্ত্রি-সম্প্রদায়ও সেই পথের পথিক হইতেছেন। পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের প্রদর্শিত পথে চলা ভ্রমের কার্য্য সন্দেহ নাই। সে পথে চলিতে গেলেই নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে। আবদুল রহমন বহুকাল হইল কাবুল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘকাল তিনি বিদেশে বাস করিতেছেন। তাঁহার উপরে কাবুলিদিগের যে স্নেহ মায়া ও মমতাদি ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহারও কাবুলের প্রতি আন্তরিক স্নেহ মমতাদি থাকিবার সম্ভাবনা নয়। তিনি দীর্ঘকাল রুশিয়ার অর্থে প্রতিপালিত হইয়াছেন। অতএব তিনি যে সে উপকার শীঘ্র বিস্মৃত হইবেন, তাহারও সম্ভাবনা অল্প। এ রূপ অবস্থায় আবদুল রহমনকে কাবুলের আমীর করিলে না হবে কাবুলবাসীদিগের উপকার, না হবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপকার। বরং অপকার হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। এই নিমিত্তই আমরা উপরে আশঙ্কা করিয়াছি, নূতন মন্ত্রি-সম্প্রদায় বুঝি একটী ভ্রমের কার্য্য করেন। ফলতঃ আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আবদুল রহমনকে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করিলেই সেই ভ্রমের কার্য্য ঘটিয়া উঠিবে।

হিন্দু জাতির অশৌচান্ত হইলে যেমন ক্লেশ শুষ্ক মৃণ্ময় পাকস্থলী প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করা, স্নান করিয়া শুদ্ধ হওয়া এবং গোময় লেপন করিয়া পাকস্থানাদি পরিষ্কৃত করা হয়, তেমনি নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়কে পুরাতন-মন্ত্রি-সম্প্রদায়কৃত সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শুচি হইতে হইবে এবং হিন্দুরা যেমন অশৌচান্তে নূতন পাকস্থলী প্রভৃতি করিয়া পাকাদি নির্ব্বাহ করেন, তেমনি নূতন মন্ত্রি-সম্প্রদায়কে নূতন রাজনীতি অবলম্বন করিয়া নূতন রীতিতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। পুরাণ পথে চলিলেই অনিষ্ট ঘটিবে সন্দেহ নাই। অতএব আমরা বলি ইংলণ্ডেশ্বরীর নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় ও ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনেরল আপনাদের কাবুলস্থ প্রধান কর্ম্মচারীকে এই কথা লিখিয়া পাঠাইয়া দিউন, তিনি তথায় একটী দরবার করুন। দরবারস্থলে সরদারদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করুন। তাঁহারা যাঁহাকে মনোনীত করিবেন, তিনিই আমীর হইবেন। যদি এইরূপে আমীর স্থির করা হয়, তাহা হইলে কাবুলে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প হইবে। এইরূপে যিনি আমীর হইবেন, কাবুলবাসী সর্দ্দার ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই সহিত তাঁহার দৃঢ়তর আনুগত্য জন্মিবে। উভয়েই তাঁহাকে রাজা করিলেন বলিয়া তাঁহার মন অবশ্যই কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র থাকিবে।

এস্থলে একটী বিষয়ের বিশেষ করিয়া প্রসঙ্গ করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা কতকগুলি লোকের মত দেখিতেছি, তাঁহারা বলেন, কাবুল যেমন অবস্থায় আছে, তাহাকে সেই অবস্থায় ছাড়িয়া আসা হউক। কাবুলীরা যাহাকে ইচ্ছা রাজা করুক, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। এটী বড় মারাত্মক পরামর্শ। কাবুলের যে প্রকার দুর্দ্দশা করা হইয়াছে, এখন যদি ঐ অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া আসা হয়, তাহা হইলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য করা হইবে। এখন কর্ত্তব্য এই, সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক জন যোগ্য লোককে কাবুলের আমীর করা হউক, এবং তথায় যাবৎ শান্তি স্থাপিত না হইবে, তাবৎ তাহার প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য দান করা হউক। তাহার পর তাঁহার উপরে সম্পূর্ণ ভার দিয়া আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। আহ্লাদের বিষয় এই, যিনি যে পরামর্শ দিন, আমাদের নূতন ষ্টেটসেক্রেটারি অশরণ অবস্থায় কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। তিনি যে দয়ালু উন্নতমনা দলস্থ, তাঁহার উল্লিখিত নিষ্ঠুর মত হওয়া সম্ভাবিত নয়।

এ স্থলে আর একটী কথা এই, আমাদের গবর্ণমেণ্ট যদি কোন যোগ্য লোককে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্বাধীনতা দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে হিরাট ও কান্দাহার প্রভৃতি প্রদেশগুলির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইবে? যদি ঐ প্রদেশগুলি কাবুল হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহা হইলে কাবুল শাখা-প্রশাখাহীন একটী স্থাণুর সদৃশ হইয়া উঠিবে। তাদৃশ কাবুল-রাজ্য বিড়ম্বনার স্থল হইবে সন্দেহ নাই। যদি কাবুলকে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য করিয়া উহাকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়, তাহা হইলে উহা পূর্ব্বে যেরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন ছিল, সেইরূপ করাই কর্ত্তব্য। আমরা এ সপ্তাহের ইউরোপীয় সমাচার পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম, ষ্টেট সেক্রেটারি কান্দাহারে স্বতন্ত্র রাজা নিয়োগের অভিপ্রায় করিয়াছেন। যদি সে ব্যবস্থা করা হয়, একান্ত ভ্রমের কার্য্য হইবে সন্দেহ নাই। এ ব্যবস্থায় কাবুলের আমীরের সহিত কান্দাহারের আমীরের সর্ব্বদা বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে। তাহাতে কাবুলী কান্দাহারী ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদের কেহই সুখী হইবেন না।

হিরাট কাবুল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পারস্যরাজকে দেওয়া হইবে, কখন কখন এ প্রস্তাবও করা হয়। এ প্রস্তাব নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ। পারস্যরাজ হিরাটে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সহিত কাবুলের আমীরের সর্ব্বদা বিরোধ ঘটিয়া উঠিবে। তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আর একটী

কাজ বাড়িবে। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়ের বিরোধের মীমাংসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অপর, পারস্যরাজের হীরাটে প্রবেশপথ যদি পরিষ্কৃত হয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রুশিয়ার যে শঙ্কা করেন, সেই শঙ্কার সময়ে ফলোপধায়িনী হইবার পথও পরিষ্কৃত হইয়া উঠিবে।

ভারতবাসীদিগের কষ্টের কারণ।

কিছু দিন হইল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ভারতবর্ষ প্রভৃতি কয়েকটী দেশের লোক প্রধানতঃ কিরূপে জীবিকা উপার্জ্জন করে, তাহার একটী তালিকা বাহির হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের শতকরা অনূন ৬২ জন লোক কৃষিকার্য্যে রত। ফ্রান্সে শতকরা ৫২ জন। ইংলণ্ডে শতকরা ১০ জনের অধিক নহে। এই অঙ্কগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে কেন যে সকল দেশের অপেক্ষা ধনী, তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না। ইহা রাজনীতিশাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যে দেশের অধিকাংশ লোক কৃষি কার্য্যের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে, সে দেশকে দরিদ্রতার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। আমাদিগের দেশের চিরপ্রচলিত একটী বাক্যের সহিত এই মতের সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। সে বাক্যটী এই:—

" বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি,
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ। "

এখন প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষের শত করা ৬২ জন লোক কৃষিকার্য্যে রত, অবশিষ্ট ৩৮ জন কি উপায়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে? যাহারা দৈনিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে কিম্বা যাহারা রাজ-সেবা দ্বারা সংসার পালন করিয়া থাকে কিম্বা পৌরোহিত্য চিকিৎসা প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দিনপাত করে, উক্ত ৩৮ জনের মধ্য হইতে এই সকলকে বাদ দিলে অবশিষ্ট অতি অল্পসংখ্যক লোককেই অর্থাগমের দ্বারস্বরূপ বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়।

এটা নিশ্চিত কথা, যত দিন ভারতবর্ষবাসীদিগের বাণিজ্যকার্য্যে প্রবৃত্তি না জন্মিতেছে, ততদিন প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান দরিদ্রতা হইতে উদ্ধার হইবার আশা দেখা যায় না। এস্থলে একটী ভাবিবার বিষয় আছে, ভারতবর্ষ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসাতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিপক্ষে যতগুলি পদার্থের প্রয়োজন, সে সমুদায় অল্প ব্যয়ে ও অল্প আয়াসে এ দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ যে সকল পণ্য দ্রব্য মনুষ্যের দৈনিক ব্যবহারের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার অধিকাংশই প্রচুর পরিমাণে এদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ সেই সকল পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে যে শ্রমজীবী লোকের প্রয়োজন, তাহাও অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ভারতবর্ষে মিলে। তৃতীয়তঃ, যে সকল বাজারে সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়, সে সকল বাজারও এই দেশে অধিক। তবে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না কেন? বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে এইগুলি হইলেই সব হইল না। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল আর দুটী প্রধান কারণ আছে। প্রথম, বাণিজ্যের বিনিয়োগোপযোগী অর্থ। দ্বিতীয়, লোকের বাণিজ্যপ্রবৃত্তি। ভারতবর্ষে বাণিজ্যবিনিয়োগোপযোগী অর্থের যে অপ্রতুল আছে, তাহা সকলেই জানেন, তবে এটা সত্য, যে কিছু অর্থ আছে, বুদ্ধিপূর্ব্বক বিনিয়োগ করিতে পারিলে তদ্দ্বারা যথেষ্ট অর্থাগম হইতে পারিত, কিন্তু লোকের দূরদৃষ্টি ও বাণিজ্যপ্রবৃত্তির অভাবে তাহার যথাযথ বিনিয়োগ হইতেছে না। অবশেষে আমাদিগকে এই প্রশ্নে আসিয়া উপনীত হইতে হইতেছে যে লোকের সে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না কেন? যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বাণিজ্যের দ্বারা বিলক্ষণ অর্থাগম হয়, তখন লোকের মন এ পথে ধাবিত না হইবার কারণ কি?

যে কারণে আমরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি, তাহা এই:—

কিছু দিন হইল বিলাতের ন্যাসনাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনসভার সভ্যগণ একটী বিষয়ের আলোচনার্থ সভা করেন। বিষয়টী এই:—ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত ব্যক্তিরা কোন প্রকার স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া রাজকীয় পদের প্রত্যাশী হন কেন? উক্ত সভাতে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত হজসন প্রাট সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অনেকগুলি সার কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, দেশের সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদিগের বাণিজ্য প্রবৃত্তি না থাকাতে যে কেবল অর্থাগম হইতে পারিতেছে না তাহা নহে, আর একটী মহৎ কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারিতেছে না। যদি দেশমধ্যে রাজপুরুষ ও রাজকর্ম্মচারিগণ ব্যতীত এক শ্রেণীর শিক্ষিত স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত বণিক, ব্যবসায়ী ও শিল্পী থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে সকল কার্য্যের পরামর্শ দান ও স্থল বিশেষে তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিতে পারিতেন। তাঁহাদের দ্বারা দেশের সুশাসন ও সুনীতির পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইত। এইরূপ নানা যুক্তি দেখাইয়া তিনি অবশেষে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যে কেবল রাজকার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা না করিয়া তৎসঙ্গে বাণিজ্যোপযোগী শিল্প ও যন্ত্রচালনাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। তিনি আরো বলিয়াছেন যে সকল যুবক ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন করে, তাহাদিগের ঐ সকল বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত।

এ সকল কথা শুনিতে ভাল এবং ভারতবর্ষের পক্ষে প্রার্থনীয়ও বটে, কিন্তু বাণিজ্যের আশানুরূপ উন্নতির পথে একটী সুমহৎ প্রতিবন্ধক দেখা যাইতেছে। বহির্ব্বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীত কেবল মাত্র অন্তর্ব্বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা ধনাগমের বিশেষ আশা দেখা যায় না। কিন্তু বহির্ব্বাণিজ্যের উন্নতি করিতে গেলেই অপরাপর প্রবল বাক্তি ও ধনবান জাতি সকলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসিয়া পড়ে। ইংলণ্ডের ন্যায় বাণিজ্যবিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ দেশের সহিত ভারতবর্ষের ন্যায় নির্দ্ধন ও দুর্ব্বল দেশের সমকক্ষতা শোভা পায় না। আমরা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বাজারে বাহির করিতে না করিতে ইংলণ্ডীয় বণিকেরা ঠিক সেই দ্রব্য উৎকৃষ্টতর ও অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্য করিয়া আনিয়া উপস্থিত করিবেন। এস্থলে অনেকে হয় ত বলিবেন যে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যকে বিকশিত হইবার অবসর দিবার নিমিত্ত অন্ততঃ কিয়ৎকাল বিদেশ হইতে আনীত পদার্থের উপর কর স্থাপন করিয়া দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য সকলকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের অনেক বিজ্ঞ রাজপুরুষের মত ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। নূতন কর স্থাপন করা দূরে থাকুক, রাজস্বের অভাব পূরণার্থ যে কিছু কর ছিল, তাহাও তুলিয়া দিবার জন্য ব্যগ্র। এরূপ অবস্থাতে অচিরকালের মধ্যে ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায় না।

উক্ত সভা আরও একটী প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা এই:—ভারতবর্ষীয় যুবকেরা কায়িক শ্রমের কার্য্যে অগ্রসর হন না কেন? আমাদের দেশে দৈহিক শ্রম চিরকাল নীচ শ্রেণীর লোকের ভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং অনেকের এরূপ ধারণা যে উদরের অন্নের জন্য যদি দৈহিক কোন প্রকার শ্রম করিতে হয়, তাহাতে জাতীয় গৌরব ও বংশমর্য্যাদার হ্রাস হইয়া থাকে। এই সংস্কার বলবৎ থাকাতে লোকে অনাহারের ক্লেশকেও শ্লাঘ্য জ্ঞান করে, তথাপি শ্রমসাধ্য কার্য্যে রত হইতে পারে না। মহা অনর্থের মূলস্বরূপ এই ভ্রান্ত সংস্কারটী যত দিন না লোকের মন হইতে অন্ত

হিত হইতেছে, ততদিন দেশের দুর্গতি দূর হইবার আশা নাই। কুসংস্কারের কি অপার মহিমা! নীচ ভিক্ষাবৃত্তিও লোকের অবলম্বন হয়, তথাপি স্বাধীন থাকিয়া নিজের পরিশ্রমে নিজের উদরের অন্ন উপার্জন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে না। ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন সভা যেমন এই গুলির আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এইরূপ অন্যান্য স্থানেও এই সকল প্রশ্নের আন্দোলন হওয়া উচিত। তাহা হইলে আমাদের [illegible] হইবে। প্রাচীন কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব লাভের নূতন পথ [illegible] প্রবৃত্ত হইবেন।

আইনের দোষ।

এক আইনের যে কত প্রকার দোষ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কার্য্যকালে সেই গুলি লক্ষিত হইয়া থাকে। ভূমির স্বত্ব-সংক্রান্ত আইনের দোষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মারাত্মক। কোন প্রজা বার বৎসর যদি কোন খাস জমী উপভোগ করে, তাহার তাহাতে দখলী স্বত্ব হয়. কিন্তু শত বৎসর ভোগ করিলেও ভদ্রাসনে তাহার দখলী স্বত্ব হয় না। জমীদার অনায়াসে তাহাকে ভদ্রাসন হইতে তাড়াইয়া দিতে পারেন। এ আইন সকলে জানেন না। কিন্তু এ দেশের সাধারণ সংস্কার এই, ভদ্রাসন করিতে হইলে পাকা বন্দোবস্ত না হইলে কেহ করেন না। আমরা একবার শুনিয়াছিলাম, শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ জমীদার বাবু মতিলাল রায় তত্রত্য তদানীন্তন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মা সাহেবের বাঙ্গালা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। মা সাহেব শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইলে প্রথমে মতি বাবুর সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ জন্মে। তিনি মতি বাবুর নিকট হইতে কিছু ভূমি লইয়া তাহার উপরে বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু ভূমির পাট্টা লইলেন না। কিছু দিন পরে মতি বাবুর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইল। মতি বাবু নালিশ করিয়া মা সাহেবের স্বত্ব উচ্ছেদ করিয়া দিলেন এবং মা সাহেবের নির্ম্মিত বাঙ্গালা কাড়িয়া লইলেন।

সম্প্রতি হাইকোর্টে এক মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই স্থির হইয়াছে যে, জমীদার কোন [illegible] বেদখলের নালিশ করিয়া [illegible] উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। উচ্ছেদ করিয়া [illegible] দখল পাইবেন, তাহা জমীদারের হইবে, [illegible] তাহার মূল্য দিতে হইবে না। এটী অতি নিষ্ঠুর বিধান সন্দেহ নাই। যে [illegible] উৎপাদন করিল, সে তাহা পাইল না। এ আইনের সংশোধন করা একান্ত আবশ্যক। প্রজাপালক দয়ালু গবর্ণমেণ্টের প্রজা সংহারক হওয়া উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তের যে প্রস্তাব আছে তাহা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। পাকা বন্দোবস্ত ব্যতিরেকে প্রজার মঙ্গল নয়, ভূমিরও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রজার যদি ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহারা তাহাতে সোণা ফলাইতে পারে। সুইজরলণ্ডের পাহাড়ের উপরে, বেলজিয়মের ডাউন নামক বালুকা প্রান্তরে, সুইডেন ও নরওয়ের কঠিন মৃত্তিকাতে প্রজারা প্রাণপণে খাটিয়া নানা প্রকার শস্য উৎপাদন করিতেছে। অমন উষর ভূমিতেও যে, সোণা ফলিতেছে তাহার কারণ আর কিছুই নয় সেখানে জমীর উপর প্রজার সম্পূর্ণ স্বত্ব। প্রজারা জমীর যে কিছু উন্নতিসাধন করে, তাহার ফলভোগ তাহারা নিজে করে, কেহ তাহার হন্তা হইতে পারে না। মিল বলেন "স্বত্ব" এই শব্দটীতে কিছু ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার আছে। যেখানে প্রজার জমীতে স্বত্ব, সেইখানেই প্রজারা সুখী, সেখানকার ক্ষেত্র-সকল শস্য সম্পত্তিতে পূর্ণ হইয়া যেন হাসা করিতে থাকে। যেখানে স্থায়ী স্বত্ব আছে, সেখানে শিশু সন্তানের প্রতি মাতার যেরূপ বাৎসল্যভাব, জমীর প্রতি কৃষক পরিবারের সেই রূপ ভাব। বঙ্গদেশে ঠিকা প্রজার যেরূপ দুর্দ্দশা, অন্য কোন স্থানে সেরূপ নাই। অলষ্টর নামক প্রদেশে জমীদারের জমীর উপর সম্পূর্ণ স্বত্ব ছিল, প্রজা ইচ্ছা করিলে আপন জোত অন্যকে বিক্রয় করিতে পারিত, তাহাতে প্রজা আপনার অধিকারকালে জমীর যে কিছু উন্নতি করিত, জমা ছাড়িবার সময় তাহার ক্ষতি-পূরণ-স্বরূপ কিছু টাকা পাইত। সুতরাং জমীর উন্নতিসাধনে তাহার একটু আগ্রহ জন্মিত। সে জানিত জমীর উন্নতি সাধন করিলে উন্নতির ফল আমি ভোগ করিতে পারি আর নাই পারি আমার পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না। আয়ারলণ্ডে যে আইন সম্প্রতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে জোত বরখাস্ত করিতে হইলে জমীদারকে প্রজার ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। প্রজা এমন কোন সরত লিখিয়া দিতে পারে না, যে ক্ষতি পূরণে আমার কোন দাওয়া নাই। এরূপ লিখিয়া দিলে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। ইংলণ্ডেও প্রজার জোত উচ্ছেদ করিতে হইলে ক্ষতি পূরণ একান্ত আবশ্যক হয়, পাট্টা করিবার সময়ে বিশেষ সরত থাকিলে ক্ষতিপূরণ না করিলেও চলে। গ্লাডষ্টোন সাহেব ইংলণ্ডে আয়ারলণ্ডের মত নিয়ম প্রচার করিবার চেষ্টায় আছেন। ফলতঃ সর্ব্বত্র ঠিকা প্রজারও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে। কেবল বাঙ্গালায় সে ব্যবস্থা নাই। এবার হাইকোর্টের বিচারে "ব্যবস্থা যে নাই" একথা দৃঢ়রূপে স্থিরীকৃত হইল। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই, যে পর্য্যন্ত স্থায়ী বন্দোবস্তের কোন সুব্যবস্থা না হইতেছে, তাবৎ প্রজার ক্ষতিপূরণের একটী ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

পাণ্ডুয়ার মন্দির।

পাণ্ডুয়ার হজরসার (দেবতা বিশেষের) মন্দির মুসলমানদিগের একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ। হজরসার নিজ পাণ্ডুয়ায় এবং অন্যান্য স্থানে আয় বিশিষ্ট সম্পত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর চৈত্র ও পৌষ মাসে যে দুটী বারান বা মেলা হয়, তদ্দ্বারাও বিলক্ষণ আয় হইয়া থাকে। সম্প্রতি এই মন্দিরটীর স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে লোকের প্রাণের আশঙ্কা আছে। হুগলির ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট হাইম সাহেব পাণ্ডুয়ার মন্দিরের সংস্কারজন্য হজরসার সেবায়েত চৌধুরিয়ার মোল্লাদিগকে আদেশ করাতে তাঁহারা আদেশ অমান্য করেন। সেই অপরাধে অপরাধী হওয়াতে হুগলীর সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় মোল্লাদিগের দুই শত টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, ইহাতেও হজরসার সেবায়েত উক্ত চৌধুরিয়ার মোল্লাদিগের চৈতন্য হইল না। যখন দেখা যাইতেছে, হজরসার বেশ দশ টাকা আয় আছে, তখন উক্ত চৌধুরিয়ার মোল্লাগণ মন্দিরের সংস্কারের জন্য এত কার্পণ্য প্রদর্শন কেন করেন? সম্প্রতি জনশ্রুতি এই যে, হুগলির মাজিষ্ট্রেট সাহেব নাকি জেলার ইঞ্জিনিয়র সাহেবকে উক্ত মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপযুক্ত কি না পরীক্ষার্থ পাণ্ডুয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইঞ্জিনিয়র সাহেব মন্দির দর্শন করিয়া পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, মন্দিরটীর সম্পূর্ণরূপ সংস্কার হইলে এখনও বহুকাল স্থায়ী হইয়া মন্দির হইতে (মন্দিরের উপরিভাগে উঠিতে হইলে আরোহিগণকে এক একটী করিয়া পয়সা দিতে হয়) বিলক্ষণ আয় হইতে পারে। আমরা হজরসার সেবায়েত উক্ত চৌধুরিয়ার মোল্লাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা হজরসার মন্দির বাইশ দ্বারী ভজনালয় প্রভৃতির সংস্কার জন্য যত্নবান হন না কেন? হজরসার অভাব কি? হজরসার সেবা প্রভৃতি যে যে বন্দোবস্ত আছে, উক্ত মোল্লাগণ কি এক্ষণে সেই সেই বিষয়ে টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন? দেবোত্তর ও পীরোত্তর সম্পত্তির কেহ কি মা বাপ নাই? আমাদিগের পিতৃস্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কবে একটী স্বতন্ত্র আইন করিবেন? আমরা ভরসা করি আমাদিগের মাননীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার এসলি ইডেন মহোদয় পাণ্ডুয়ার হজরসার সেবায়েত চৌধুরিয়ার

মোল্লাগণকে, হজরুসার মন্দিরের ও বাইশ-দ্বারী নামক ভজনালয়ের সংস্কার জন্য আদেশ করিয়া যশোভাগী হউন। এই সুবিখ্যাত মন্দিরটী একবার পড়িয়া গেলে এরূপ মন্দির আর হইবে না। বঙ্গদেশে প্রাচীনকালের যে সকল অদ্ভুত পদার্থ আছে, পাণ্ডুয়ার মন্দির তাহার মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। বহুদূর হইতে দর্শকগণ ইহার চূড়া দেখিতে পান। মন্দিরটীর সংস্কার হইলে বহুকাল স্থায়ী হইয়া দর্শকদিগের নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থলে নিজব্যয়ে ভারতের যখন অনেক কীর্ত্তির সংস্কার করিয়াছেন, তখন তাঁহারা একটু মনোযোগী হইয়া হজরসার আয় হইতে এই অদ্ভুত মন্দিরটীর যে সংস্কার করাইবেন, ইহাতে বৈচিত্র্য কি? ইডেন মহোদয় এ সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

প্রজার ঋণ দায় ও অহিফেনের দাদন।

বেহারের অধিকাংশ প্রজা ঋণভারে একান্ত আক্রান্ত। উহারা যে সম্পূর্ণরূপে ঋণদায় হইতে কখন মুক্ত হইবে, সে আশাও করা যায় না। অধিকাংশ স্থলেই একবার একটু শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হইলেই প্রজাদিগের নিতান্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। উহারা কেবল ঋণ করিয়া সে কষ্ট হইতে উদ্ধার পায়। অনেকস্থলে দেখা যায়, জমীদারেরা প্রজার নিকটে খাজনা আদায় করিতে যান না। তাঁহারা মহাজনের নিকট সমস্ত দাখিলা দিয়া তাহাদের নিকট হইতে কিস্তীমত টাকা আদায় করিয়া লয়েন। পরে মহাজনেরা সেই সেই প্রজার নিকট হইতে সুদশুদ্ধ টাকা আদায় করে। অথবা অন্য প্রকারে হয় খাটিয়া না হয় ধান্য দিয়া প্রজারা মহাজনের টাকা আদায় দেয়। এইরূপ ঋণভারহেতু প্রজারা নীলের দাদন লইত এবং নীলকরের অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিত। সম্প্রতিও বেহারে ঠিক এই হেতুতে প্রজারা অহিফেনের দাদন লয়। বেহার এজেন্সিতে অহিফেনের চাসে অতি অল্প লাভ। প্রতি বিঘায় গত বৎসর ৩ সের ১৩॥ সাড়েপনর ছটাক আফিঙ উৎপন্ন হয়। আফিঙের গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট মূল্য সের করা সাড়ে চারিটাকা মাত্র। সুতরাং বিঘা প্রতি উক্ত পরিমাণে ১৮ টাকা মাত্র অহিফেন উৎপন্ন হয়, কিন্তু অহিফেনের জমীর প্রতি বিঘায় আট টাকা খাজনা এবং অহিফেন প্রস্তুত করিতেও তিন চারি টাকা ব্যয় হয়, সুতরাং বিঘাপ্রতি প্রজার বড় অধিক হয় ত ছয় টাকা লাভ থাকে। পক্ষান্তরে প্রজারা অন্য যে কোন চাসই করুক না কেন তাহাদের ছয় টাকার অনেক অধিক লাভ হইয়া থাকে। তথাপি বেহারের কৃষকেরা মধুগন্ধাকৃষ্ট ভ্রমরবৎ অহিফেনের চাসেই অধিক রত হয়। প্রজারা যাহাতে অহিফেনের দাদন লয় জমীদারেরাও তাহার চেষ্টা করেন। কারণ, তাহা হইলে নগদ খাজনা অতি সহজে আদায় হইয়া আইসে। এক্ষণে প্রজারা অহিফেনের দাদনের টাকাও পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। ১৮৭৮ খ্রী অব্দের প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা আজও প্রজার কাছে পড়িয়া আছে। ১৮৭৯ খ্রী অব্দেও প্রায় লক্ষটাকা আদায় হয় নাই। কয়েক বৎসর গবর্ণমেণ্ট বেহারে আফিঙ্গের কারবার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু প্রজাদের যাহার কিছুমাত্র সঙ্গতি আছে তাহারা অহিফেনের চাসে রত হইতে চাহে না। সুতরাং তাঁহাদের সে চেষ্টা বড় সফল হইতেছে না। তথাপি এবৎসর পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক অহিফেন উৎপন্ন হইয়াছে। ১৮৭৮ অব্দে ৫৪০০০ বাক্স বই অহিফেন জন্মে নাই এবৎসর ৬০০০০ বাক্স জন্মিয়াছে।

বারাণসী অঞ্চলে অহিফেনের চাসে বেহার অপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া থাকে। তথায় ভূমির উর্ব্বরতা গুণেই হউক, আর কৃষিকার্য্য প্রণালীর উৎকর্ষেই হউক, প্রজারা বেহারের প্রজা অপেক্ষা সাত টাকা অধিক লাভ পায়। তথায় ও জমীর বিঘা করা খাজনা আট টাকা। তথাকারও বিঘাকরা প্রজার খরচ ৩।৪ টাকা। কিন্তু তথায় উৎপন্ন অনেক অধিক হয়। প্রতি বিঘায় ৫ সের ।৶১০ সাড়ে সাত ছটাক অহিফেন জন্মে। দর সেই সাড়ে চারি টাকা, সুতরাং বারাণসীতে বেহার অপেক্ষা প্রায় দেড় সের অধিক অহিফেন উৎপন্ন হয় ও প্রায় সাত টাকা অধিক লাভ হয়। তথায় প্রজারা বিঘাকরা তের টাকা লাভ পায়। তের টাকাও যে বড় অধিক লাভ তাহা নহে। কিন্তু টাকা অগ্রিম পাওয়া যায় বলিয়া প্রজারা দুই এক টাকা লাভ অনায়াসে ছাড়িয়া দেয়। বারাণসীতে এত প্রজা আফিঙের দাদন লইতে চায় যে সময়ে সময়ে তাহাদিগকে থামাইয়া রাখা ভার হয়।

বারাণসীতে আফিঙের চাসে তের টাকা লাভ হয়। সুতরাং বারাণসীর কৃষকেরা দাদন লইতে উৎসুক হইতে পারে কিন্তু বেহারের প্রজারা শুদ্ধ ঋণ দায়ে বৎসরে ছয় টাকা মাত্র লাভের জন্য দাদন লয়। প্রজারা ঋণদায় হইতে কবে উদ্ধার হইবে। প্রজাদের প্রতি যাহাতে কোন অত্যাচার না হয়, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট যথাবিধি চেষ্টা করিতেছেন। প্রজাদের উপকারার্থ গবর্ণমেণ্টের এত দূর চেষ্টা যে গবর্ণমেণ্ট মহাজনের ক্ষতি করিয়াও ঋণের সুদ কমাইতেছেন, ঋণের দায়ে উহাদের অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল যাহাতে বিক্রীত না হয়, তাহার নিয়ম বিধি বদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু প্রজার ঋণ কমে না কেন, ঋণের জন্য মারপিট বহুকাল উঠিয়া গিয়াছে। প্রজার প্রতি যাহাতে দুর্ব্বৃত্ত জমীদার বা মহাজন প্রভুত্ব করিতে না পারে, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ সততই সতর্ক ও সাবধান আছেন। তথাপি উহাদের দারিদ্র্য দূর হয় না কেন? উহার মুখ্য কারণ এই, যে প্রজারা অধিকাংশই স্বকীয় ভূমিতে স্বত্বশূন্য, সুতরাং জমীতে উহারা খাটিতে চায় না। জমীর উন্নতি করিতে চায় না। যে জমী সামান্য অপরাধে জমীদার কাড়িয়া লইতে পারেন সে জমীতে প্রজা খাটিয়া কি করিবে? প্রজারা যে পরিশ্রম করে, তাহাতে খাজনা ও উদরান্নের সংস্থান হয় এইরূপ মাত্র উৎপন্ন হইতে পারে। মধ্যে যদি একবার শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হয়, সেই যে ধার করিতে আরম্ভ করে, আর সে ধার শোধ যায় না। প্রজারা নিত্য সংসারিক ব্যয় ভিন্ন কোন আগন্তুক ব্যয় করিতে হইলেই ধার করে। বিনা ঋণে বিবাহ করিতে পারে, এমন প্রজা অতি বিরল। সুতরাং সংসারের প্রবেশ দ্বার হইতেই উহারা ঋণে জড়িত হইয়া পড়ে। প্রজাগণকে যদি উত্তম শিক্ষা দেওয়া হয় ও যদি প্রজার জমীতে স্থায়ী স্বত্ব দেওয়া হয়, তবেই উহাদের ঋণ পরিশোধের সুবিধা হইবে। তবেই উহাদের সংসারিক উন্নতি হইবে। প্রজারা যাহাতে পরিমিত ব্যয়ী হিসাবী হয় তাহাতে তাহারা আপনার স্বত্ব বুঝিতে পারে, এরূপ শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ইংলণ্ডের দুঃখী লোকে শুদ্ধ সুশিক্ষার বলে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। ইউরোপের অন্য দেশেও সাধারণ শিক্ষায় অনেক উপকার হইয়াছে। ফ্রান্সের প্রজা যেমন শিক্ষিত তেমনি তাহাদের অবস্থাও উন্নত। সুতরাং ভাল শিক্ষা হইলে আমাদের প্রজাদেরও উন্নত হইবার সম্ভাবনা।

সাক্ষিগণের দুর্দশা।

একজন পত্রপ্রেরক নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া আমাদের নিকটে পাঠাইয়াছেন।

"কোন বিষয়ের পর্য্যালোচনা [illegible] মীমাংসা হয়। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে রীতি প্রচলিত ছিল, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অনুশীলনে প্রত্যেক বিষয়েরই উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। এই সাধারণ সূত্রে কেবল কয়েকটী বিষয় মিলিতেছে না। সাক্ষিগণের দুঃখ বিমোচন [illegible] প্রধান। সাক্ষি কে? সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যক্ষ যাহা দেখিবে তাহার পরিচয় প্রদানই সাক্ষ্য। সত্য বিষয়, সত্য ঘটনা সত্য কর্ম্মাদি বর্ণন করিয়া বিচার

পক্ষকে সহায়তা করা সাক্ষিদিগের বিশেষ কার্য্য। উদ্ধাস্ত পামরগণকে যথোচিত প্রতিফল দেওয়া ও নিরীহ দোষহীন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উন্মুক্ত করা প্রভৃতি গুরুতর কার্য্য সাক্ষীর উপরে নির্ভর করে। তবে তাঁহারা অপরাপর অপেক্ষা অধিক অপমানিত জ্ঞান করেন কেন? [illegible] এত দুরবস্থা কেন? এ যুক্তিতে তাঁহারা [illegible] মান ভাজন। তাঁহাদের অপমানজনিত [illegible] শ্রবণে কোন হৃদয়বানের অন্তঃকরণে না [illegible] সঞ্চার হয়? সেই সংকীর্ণ স্থানে এক [illegible] দণ্ডায়মান থাকা তাহার উপর [illegible] উকীল বাবুদের ছল ও উপহাস পূর্ণ জেরা। [illegible] সামান্য পেয়াদার হস্তে নাস্তানাবুদ হওয়া। গোদের উপর বিসফোড়া। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও এইরূপ অসহনীয় অশুভপ্রদ অবিচার! যে ইংরাজ জাতির শাসন প্রণালী দর্শনে অন্যান্য জাতিরা [illegible] অনুকরণ করিতে পেক্ষক, সেই ব্রিটিশ অধিকারে এতাদৃক নিন্দনীয় নীতির লেখা কেন পরিদৃষ্ট হইতেছে?

সত্য বটে, ভারতের গৌরব [illegible] অনেক দিন বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। যদি [illegible] ভারত এককালে কতকগুলি [illegible] আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু ভারত এখনও এমন আশা শূন্য হন নাই, যে বিশেষ শুশ্রূষায় জীবন পান না। সমবেত উদ্যোগ, সমবেত যত্নে ইহার উদ্ধারের উপায় অতি সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে। অথবা কি একপ নরক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার-লাভ পাইব না? অবশ্যই পাইতে পারি। ইহার একমাত্র উপায় সকলে মিলিয়া সদ্যুক্তি উদ্ভাবন করা। কিন্তু যাঁহারা কৃতবিদ্য, ক্ষমতাশালী তাঁহাদের উপেক্ষাতেই এ বাধা এ পর্য্যন্ত সমাধা হয় নাই। তাঁহারা এবিপদে, এ নরকে প্রায়ই পতিত হন না। চিরকাল, [illegible] কষ্ট অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহারা তাঁহাদের দরিদ্র ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত [illegible] নহেন। তাঁহারা মনে করেন [illegible] অতি অল্পায়াসেই [illegible] হইতে পারে। এক পক্ষে তাঁহাদের অপকারিতা। অন্য পক্ষে, [illegible] মণ্ডলের নাম রক্ষা।

[illegible] যে [illegible] অনেক ব্যক্তিরাই [illegible] কিন্তু [illegible] যে শিষ্টের প্রাণ যায়, [illegible] পরিত্যাজ্য নহে। [illegible]

"[illegible]।

[illegible]।

ইত্যাদি [illegible] করেন বলিয়া সাধু ব্যক্তিদিগের [illegible] বিশ্বাস জন্মে।" ইত্যাদি।

পত্রপ্রেরক যে আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ নহে। ইহার অনেকগুলি কারণ ঘটিয়াছে। প্রথম, গবর্ণমেণ্ট বা আদালত সাক্ষিগণের প্রতি সসম্ভ্রম ব্যবহারের কোন নিয়ম করেন নাই। তাঁহাদের বসিবার স্থান নাই। তাঁহাদের প্রতি সকলেরই উপেক্ষা। আদালতের পেয়াদারাও তিরস্কারে পরাঙ্মুখ হয় না। তাঁহাদের অবস্থা দেখিলে বোধ হয়, তাঁহারা যেন সত্য চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছেন। এই নিমিত্ত ভদ্রলোকে প্রায় সাক্ষ্য দিতে যায় না। যত মিথ্যাবাদী অভদ্র ও ছোট লোকে সাক্ষ্য দিতে যায়। উকীলদিগেরও তাঁহাদের প্রতি সসম্ভ্রম ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহারা নানাপ্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেন। ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট যাবৎ সাক্ষিদিগের প্রতি সসম্মান ব্যবহারের কোন নিয়ম না করিবেন তাবৎ ভদ্রলোকে আদালতে ইচ্ছা পূর্ব্বক যাইবেন না। ভদ্রলোককে আদালতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে ১৯ আইন করা হইয়াছে, তাহা বিফল হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের ঐবিষয়ে মনোযোগ করিয়া একটী সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ভদ্র লোকে যে আদালতে যান না, তাহার আর একটী বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। এক দিনে প্রায় কাহারও শেষ হয় না। অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়। ইহারও একটী সদুপায় করা কর্ত্তব্য। সাক্ষিগণ মকদ্দমার জীবন, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই জীবনেরই যখন এই নিকৃষ্ট দশা, তখন মকদ্দমার যে উৎকৃষ্ট দশা হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? অনেক সময়ে যে আমরা অবিচারের কথা শুনিতে পাই সাক্ষির দুর্দ্দশাই তাহার প্রধান কারণ। ঐ দুর্দ্দশা দেখিলে ভদ্রলোকে আদালত মুখো হইতে চান না। গবর্ণমেণ্ট কি ইহার কোন উপায় করিবেন না?

বিবিধ সংবাদ।

শান্তিপুরের বাবু শ্যামাচরণ সান্ন্যালের প্রতি রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় যে অসদ্ব্যবহার করেন, তদ্ঘটিত যে মকদ্দমা উপস্থিত হয়, সম্প্রতি হাইকোর্টে তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। জজ টটেনহাম ও ম্যাক্লিন সাহেবের নিকটে বিচার হইয়াছিল। উভয় জজই ঐকমত্যে ডেপুটী বাবুর কার্য্যের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, এবিষয়ের বিবেচনার্থ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকটে লেখা হইবে। আমরা চন্দ্রশেখর বাবুর অমঙ্গল দেখিতেছি, তাঁহার এই প্রথম অপরাধ নয়। তিনি আর একবার আর এক বিষয়ে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ন্যায়পরতা যেরূপ প্রবল। তাহাতে তাঁহার অব্যাহতি লাভ হইবে এমন বোধ হয় না। যাহা হউক আমাদিগের ইচ্ছা নিতান্ত গুরুতর দণ্ড না হয়। একবার তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যদি ভবিষ্যতে সাবধান হইতে পারেন। আমরা একটী বিষয়ে বড়ই দুঃখিত ও বিরক্ত হইলাম। চন্দ্রশেখর বাবু সাহস সহকারে সরল ভাবে সত্য কথা কহিতে পারেন নাই। আমাদিগের শিক্ষিত দলে কয়েকজন কাপুরুষ প্রবেশ করিয়া কেবল বিদ্যাশিক্ষার নয় দেশের ও যারপর নাই অগৌরব করিতেছেন। মিথ্যা কথা যেন তাঁহাদিগের রসনাগ্রনর্ত্তকী হইয়া আছে। সামান্য স্বার্থের নিমিত্তও তাহারা অক্ষোভে মিথ্যা কথা কয়। এনিমিত্ত এদেশীয় সমাজের ঘোর নিন্দা হইতেছে। আমাদের সমাজস্থ ভদ্রলোকদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা ঐ সকল মিথ্যাবাদী কাপুরুষকে বাছিয়া সমাজ হইতে খারিজ করিয়া গঙ্গা পার করিয়া দেন। এই সকল লোকের দোষের নিমিত্তই আমাদের সমাজে এই প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হইয়াছে "দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল।" ঐ সকল মিথ্যাবাদী কাপুরুষকে সমাজ হইতে খারিজ করিলে আমাদিগের সমাজের দলপুষ্টি যদি কিছু কমিয়া যায়, তাহা ও আমাদিগের অভীষ্ট।

আমরা গতবারে যাকুব খাঁর লিখিত পত্র বলিয়া যে পত্রখানি প্রকাশ করিয়াছিলাম, আমাদিগের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন সে খানি বাস্তবিক যাকুব খাঁর লিখিত নয়। এই পত্র খানি বাস্তবিকই হউক, আর কল্পিতই হউক, তাহার নির্ণয় করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। ঐ পত্রে কাবুলেরও যাকুব খাঁর অবস্থা সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা সে খানি অবিকল প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের নূতন গবর্ণর জেনেরল কাবুলের বিষয়ে ও যাকুব খাঁর বিষয়ে সুবিচার করেন ইহাই আমাদিগের একান্ত অভিপ্রেত। ঐ পত্রের প্রসঙ্গে আমরা সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কাবুলের ও ইয়াকুব খাঁর বিষয়ে সুবিচার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমাদের নূতন গবর্ণর জেনেরল কি সে সুবিচার করিবেন না?

শুনা যাইতেছে মুস্তফি কাবিবুল্লাকেও হতভাগ্য ইয়াকুবের ন্যায় কারাগারে রাখা হইবে। রাউল পিণ্ডীতে ইঁহার বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নাভার রাজা এক্ষণে সিমলায় আছেন। তাঁহার শরীর নিতান্ত অসুস্থ। এজন্য তিনি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে চান। পাতিয়ালার মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দত্তকপুত্র হইবেন স্থিরীকৃত হইয়াছে।

কলিকাতায় এক প্রকার নূতন রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। কয়েকটী স্ত্রীলোক এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন ইহা সংক্রামক। কেহ কেহ বলেন এ পীড়ার নাম কোরিয়া। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির হস্ত এরূপ কাঁপিতে থাকে যে সে আর কোন কাজ করিতে পারে না। সৌভাগ্যের বিষয় কোন যন্ত্রণা নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ত্রিপুরার মহারাজা বিলাত হইতে কাগজের কল আনিতেছেন।

লর্ড রিপন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হওয়াতে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা বড়ই চটিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে নানা প্রকার তামাসা করিতেছেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সুরাটের সেসন জজ করিয়াছেন। শুনা গেল তত্রত্য আসিষ্টাণ্ট জজ ডামিক সাহেব এই সংবাদ শুনিয়াই প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীর অধীনে কাজ করিবেন না। জনরব, কোন ইংরাজই আর তাঁহার নীচে থাকিয়া কাজ করিবেন না এই রূপ প্রতিজ্ঞা করাতে কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সকল পদে দেশীয় লোক নিযুক্ত করিবেন।

শিবরপুর পুলিস জেমস্ কারল নামক এক জন লোককে ধৃত করিয়াছে। তাহার অপরাধ এই যে সে মেকি টাকা প্রস্তুত করিত। সে ব্যক্তি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি নির্জ্জনে মেকি টাকা নির্ম্মাণ করিত ও তাহার স্ত্রী সেই টাকা অতি সাবধানে একটা একটী করিয়া ছোট ছোট ছেলের হাত দিয়া চালাইয়া দিত।

টাইম্স অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন, যে সৈনাবিভাগের একাউণ্টাণ্ট জেনারল মেজর নিউমার্চ সাহেব গত বৎসর ইংলণ্ডে লিখিয়াছেন, যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আফগান যুদ্ধ [illegible] ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব অনেক কমাইয়া দেখাইয়াছিলেন। [illegible] সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে মেজর নিউমার্চ এক্ষণে কোন পত্র ইংলণ্ডে লিখেন নাই।

[illegible] দেশীয় ইংরেজ লোকের মধ্যে সময় সময়ে [illegible] হুজুক উঠে। [illegible] সময়ে সময়ে লোকের বড় ভয়ও হয়। লাহোর সিমলা প্রভৃতি স্থানে সময়ে সময়ে এই এক হুজুক উঠে এক জন কালপোষাকধারী সাহেব মনুষ্য ধরিয়া [illegible] লইয়া তাহার মস্তক হইতে তৈল বাহির করিয়া লয়। লাহোরে এইরূপ হুজুক সম্প্রতি উঠিয়াছে। তথাকার চাকরেরা কেহই বাহির হইতে চায় না।

[illegible] সাগরে এক প্রকার অতি সুন্দর জীব দৃষ্ট হয়। উহার বর্ণ অতি বিচিত্র, দেখিতে রেসমের ফিতের মত। উহা দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট ও প্রস্থে দুই ইঞ্চি মাত্র। উহার মুখ শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে। উহার গায়ে হাত দিলেই উহা শরীর গুটাইয়া ফেলে। উহার ক্ষুধা অত্যন্ত অধিক। উহার গতি অতি বিচিত্র। ইংরাজিতে উহাকে ভিনসের গার্ডল বলে। এই জীবের পূর্ণাবয়ব প্রায় দৃষ্ট হয় না। কারণ উহার সুদীর্ঘ দেহ হইতে এক আধ ফুট কাটিয়া ফেলিলে উহার কোন ক্ষতি হয় না।

কলিকাতায় পাখাটানা কল হইয়াছে জানিয়া ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সংবাদ দিই, তৎপাঠে আমাদিগের পাঠকের মধ্যে অনেকেই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই এবং উহার মূল্যও অবগত নহি। এই পাখা যাঁহাদিগের আবশ্যক হইবে কলিকাতা ইস্‌প্লানেডরো ই, জে, টমসন কোম্পানীর আফিসে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

এ সপ্তাহে আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি যথা—

১। বাউল শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী প্রণীত ধর্ম্মসমালোচক কাব্য। ২। ব্রাহ্মধর্ম্ম বাক্য ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী ও গদ্য এবং ব্রাহ্মগণের বক্তব্য। ৩। বাবু দুর্গাচরণ রায় প্রণীত পাশকবাছের। ৪। বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত হিরণ্ময়ী উপন্যাস। ৫। ম খণ্ড ১ম সংখ্যা বান্ধব ও হৈত্রমাসের পত্রিকা।

আগ্রার শুকদিংহ নামে বারাণসীর একজন পুলিসইনস্পেক্টার গত ১৮৭৮ অব্দের [illegible] খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। [illegible] পরে তাঁহার আবার হিন্দু হইতে ইচ্ছা যায়। তিনি বারাণসীর পণ্ডিতদিগের নিকট ব্যবস্থা লইয়া [illegible] প্রায়শ্চিত্ত [illegible] কাশীরামনামে এক ব্যক্তি [illegible] পণ্ডিতদিগের সহিত [illegible] [illegible] জাতি কি সত্য সত্যই যাবার [illegible]?

১১ এ [illegible] নামক স্থানে এক [illegible] হইল। [illegible] ইতোমধ্যে [illegible] হয় ও [illegible] না। [illegible] হইয়া [illegible] প্রায় ১২০ বার [illegible]। [illegible] তাহার পর ১২ ই [illegible] একটী [illegible] [illegible] সমস্ত দেশ পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকে। হ্রদের নিকটে [illegible] আরম্ভ হইল। ভয়ানক জলের বেগে সমস্ত বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইয়া হ্রদে পড়িতে লাগিল। [illegible] কিন্তু ক্রমেই শুষ্ক হইতে লাগিল। [illegible] শব্দ হইয়া গেলে পর দেখা গেল মোচাগ্র আকারে কয়েকটী পর্ব্বত শৃঙ্গ উঠিতেছে। পর্ব্বত শৃঙ্গগুলি ক্রমশঃই বর্দ্ধিত কলেবর হইতেছে। [illegible] পর্ব্বত শৃঙ্গের মস্তক হইতে অতি দুর্গন্ধ গন্ধকময় এক প্রকার পদার্থ নির্গত হইতেছে। হ্রদের জল [illegible] পূর্ব্ব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতীয় [illegible] কমিশনারের সহিত [illegible] গবর্ণর জেনেরল মার্কুইস রিপনের একদা [illegible] সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উভয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়। শেষে রিপন সাহেব বলিয়াছেন "আমি [illegible] মান নিয়মের কিছুই পরিবর্ত্ত করিব না। অথচ প্রজাদিগের মন রক্ষা করিব।" বড় শক্ত কথা।

[illegible] বারের আবার [illegible] হইতেছে। এই যে ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম ঐ পদে আর আপাততঃ লোক নিযুক্ত করা হইবে না। [illegible] প্রেম কমিসনরের পদটী উঠিয়া যাইবে। [illegible] কি হইবে পাশ কি [illegible] না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে [illegible] বাবু প্রমথনাথ [illegible] নিয়োগ [illegible] আমরা [illegible] [illegible] পাইবেন।

[illegible] কালেজের [illegible] বাবু যদুনাথ বোস [illegible] [illegible] ইহার এই [illegible] তাহার [illegible] নাই।

[illegible] সাহেব [illegible] হইতে [illegible] হইয়াছে।

বিলাতের চাথাম নগরবাসী কয়েকজন [illegible] স্থির করিয়াছেন লৌহ দ্রব্যে [illegible] করিতে পারে না। তাঁহারা [illegible] করিতেছেন।

পোষ্ট আফিসের কেরাণীরা এক দিন যে গ্রেড পাইয়েছিলেন, শুনা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহা উঠাইয়া দিতেছেন।

রেবারেণ্ড পিটার্স নামে একজন মেথডিষ্ট খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক বাঙ্গালোরের রাস্তায় বক্তৃতা করিতেন। ক্যানটনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে এরূপ করিতে নিবারণ করেন, প্রচারক তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া পুনরায় প্রচার করাতে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার ১ শত টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন, টাকা দিতে না পারিলে ৭ দিন কারাবাস করিতে হইবে।

শিমলা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন কাসো বাটী নামে এক [illegible] যুবক হত্যাপরাধে আড়াই বৎসর কারারুদ্ধ হয়। অল্প দিন হইল তাহার মাতা তাহার মুক্তি প্রার্থনা করিয়া লেডি লিটনের নিকট [illegible] একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করে। [illegible] ইহা পাঠ করিয়া ও বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহাকে এই সর্ত্তে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন [illegible] সে আর তাহার জীবনে ভারতভূমে আসিতে পারিবে না।

গত ২১ এ মে শিমলায় একটী সভা হইয়াছিল। রেবারেণ্ড [illegible] সাহেব আসাম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইনি স্বয়ং আসাম ভ্রমণ করিয়া আসামীদিগের আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ই বিশিষ্ট রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া এই বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন আসামবাসী মজুরেরা অত্যন্ত অলস। [illegible] যে পরিমাণে শস্যোপযোগী ক্ষেত্র আছে সে পরিমাণে কাজ করিবার লোক নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি [illegible] ১০০০০০ লোক প্রেরণ করেন তাহা হইলে [illegible] তাহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারে, দেশের ও উন্নতি হয় এবং অলস লোকের সংখ্যা কমিয়া যায়। আসামের অধিকাংশ লোকই চা ক্ষেত্রে কাজ করে। তাহারা [illegible] নিযুক্ত [illegible] অহিফেন সেবনে তাহারা এমনি অলস হইয়া [illegible] এক প্রকার বসিয়া [illegible]। [illegible] অতিরিক্ত [illegible] ইহাদিগের [illegible] অলসতার কারণ [illegible] গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই প্রার্থনা করিয়াছেন আসামে [illegible] করা হউক তাহা হইলে [illegible] বৃদ্ধি হইবে তেমনি [illegible] সাধিত হইবে। [illegible] সাহেব ও এই প্রস্তাবের [illegible] করিয়াছেন।

১৬ এ মে [illegible] নামক স্থানে ভয়ানক অগ্নি [illegible] ভস্ম হইয়া গিয়াছে। [illegible] পুড়িয়া মরিয়াছে এবং অনেকগুলি লোক [illegible]। উদয়পুরের অন্তর্গত পেরিনা নামক স্থানে ও অগ্নি লাগিয়াছে। ৩ শত মেষ দগ্ধ হইয়াছে ও বিস্তর টাকা মূল্যের দ্রব্য সামগ্রী নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

জষ্টিস ক্যাম্বনের পদত্যাগ প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে। আপাততঃ ফিলড্ সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

মালব দেশ হইতে মান্দ্রাজে যে অহিফেন আসিয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতি সিন্দুকের উপর ৭০০ টাকা মাশুল ধরিয়াছেন।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল মারকুইস রিপন গত ৮ ই জুন মঙ্গলবারে শিমলা শৈলে উপনীত হইয়াছেন।

রুশেরা কতকগুলি তীর্থযাত্রীকে বোখারা ও তুর্কিস্থানের সর্দ্দারদিগের পত্র বাহক ও কোকন্দের বিদ্রোহ মনে করিয়া সমরখন্দে ধরিয়া রাখিয়াছে। কয়েকজন পলাইয়া কাবুলে আসিয়াছে। উহারা বলিতেছে চীনের সহিত রুশের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। রুশের সৈন্য পরাস্ত হইয়া কুলজা সীমা হইতে হটিয়া গিয়াছে। চীনেরা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছে।

দেশের লোকের অনেকেই সময়ে সময়ে চীৎকার করেন গবর্ণমেণ্ট ও মধ্যে মধ্যে দুই একবার প্রস্তাবও করিয়া থাকেন কিন্তু এপর্য্যন্ত মঠের তত্ত্বাবধান ও মঠের নির্দ্দিষ্ট ধন সদ্ব্যয়ে বিনিয়োগ করিবার উৎকর্ষ সাধন হইল না। আমরা শুনিলাম বারাসতের উত্তর আমডাঙ্গায় করুণাময়ী ঠাকুরাণীর বার্ষিক ৪ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি আছে। কৃষ্ণনগরের রাজা ও পাটদহের জমীদার দুর্গাপ্রসাদ রায় ও তারাপ্রসাদ রায় ঠাকুরাণীকে ঐ সম্পত্তি দান করেন। মহান্তদিগের মধ্যে এক এক জন প্রধান হইয়া উহার তত্ত্বাবধান ও ব্যয় করিয়া থাকেন। হোসেনাবাদের এক ব্রাহ্মণ মহান্তের শিষ্য হইয়া ঐ মঠের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৭০ বৎসর হইবে। মাসাধিককাল অতীত হইল কতকগুলি লোকে গবর্ণমেণ্টে এই দরখাস্ত করে যে ঐ বৃদ্ধ পুনর্ ও ঐ বৃদ্ধ উহার স্ত্রীকে হরণ করিয়া আনিয়া মহান্তের শিষ্য হয়। প্রায় ৩০ ৪০ বৎসর হইল এই ঘটনা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ঐ আবেদন অনুসারে বারাসতের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের উপরে উহার অনুসন্ধানের ভার দেন। ডেপুটী বাবু তাঁহাকে সমন দিয়া আপনার কাছারিতে আনিয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে তিনি বলেন, আমাদিগের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিতে নাই। কিন্তু ডেপুটী বাবু তাহাতে ক্ষান্ত না হওয়াতে মঠের অধ্যক্ষ বলেন আমি অদ্য বিবেচনা করি কল্য বলিব, ঐ কথা বলিয়া সে দিন চলিয়া গেলেন। রাত্রিতে গলায় দড়ি দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ঐ ব্যক্তির অসদ্ব্যবহারই তাঁহার এই মৃত্যু ঘটনার কারণ হয়। সে অতিথিদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করিত। দেবদত্ত অনেক অর্থ অসৎকার্য্যে ব্যয় করিত তাহাতে লোকে বিরক্ত হইয়া তাঁহার নামে দরখাস্ত করিয়াছিল।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ময়মনসিংহের কতিপয় উদ্যোগীব্যক্তি একত্র হইয়া প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের উদ্ধার মানসে সপ্তাহে সপ্তাহে ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবেন। ইহাঁরা প্রথমে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার আরম্ভ করিবেন এবং ৯ মাসে উহা শেষ করিয়া ক্রমে অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রই প্রচার করিবেন।

আজি কালি কলের চিনি হইতে যে মিছরি হইতেছে তাহা অনেকে ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন। এই জন্য অনেকে দেশী মিছরি বলিয়া অনেককে কৃত্রিম মিছরি বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল অনিষ্ট দর্শনে বৈদ্যবাটীর শ্রীরামচরণ নাগ দেশী অকৃত্রিম মিছরি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। বাস্তবিক কলের চিনি হইতে যে মিছরি প্রস্তুত হয় তাহা ব্যবহারে আমাদিগের ধর্ম্ম হানি হইয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্ট মিউজিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জোড়াসাঁকোস্থ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ মাসিক ২৫ টাকা দান করিবেন।

১৮৮০ সালের ২৯ এ মে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হইতে গবর্ণমেণ্টের ৭০৮৯২৫।০ আয় হইয়াছে।

কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ বাবু গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের কৃত এক খানি অভিধান ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের হস্তগত হয়। আমরা উহা পাঠ করিয়া দেখিলাম, সাধারণত অভিধান খানি মন্দ হয় নাই। মূল্য ২৷০ টাকা।

গত ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ রাণাঘাট করদাতৃগণের সভায় ২ য় অধিবেশন হইয়াছিল। সভ্যগণ কেবল মিউনিসিপাল কমিশনরগণের ভ্রমনিবন্ধন অনিষ্টের প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। ইহাঁরা সাধারণ দেশ হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। সভ্যগণের এ উদ্যম যে প্রশংসনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গত ২২ এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কলিকাতা জেনারল পোষ্ট আফিসে প্রেসিডেন্সি পোষ্ট মাষ্টার জর্জ্জ সাহেবের সহিত বিউক সাহেবের ঘোরতর মারামারি হইয়া গিয়াছে। শুনা গেল জর্জ্জ সাহেবেই কিছু বেশী মার খাইয়াছেন।

কুমারী বেক উইফ নামক ১৯ বৎসর বয়স্কা একটী বিবি বিলাতের একটী নদীতে একাদিক্রমে ৩০ ঘণ্টা সাঁতার দিয়াছিলেন।

গত ৩১ এ মে বৈকালে খিদিরপুরের নিকটস্থ মমীনপুরের দৌলত সেখ নামক এক ব্যক্তি আবদুল করিম নামক আর এক ব্যক্তিকে উলুবেড়িয়া হইতে চাউল ক্রয় করিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করিলে বেশ লাভ হইবে এইরূপ লোভ দেখায় করিম লোভের বশবর্ত্তী হইয়া দৌলতকে সঙ্গে লইয়া যায়। তাহার সঙ্গে ৬০টী টাকা ছিল। পথিমধ্যে দৌলতের পরিচিত আর ৩ জন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। বজবজের রাস্তায় সকলেই একত্রে তাড়ি খায় ও রাত্রি ১১ টার সময়ে দৌলত ও তাহার ৩ জন পরিচিত ব্যক্তি একত্র হইয়া, আবদুল করিমকে বান্ধিয়া গড়ের মাঠে লইয়া গিয়া তাহার শ্বাসনালীর প্রায় ছয় ইঞ্চি কাটিয়া ফেলে এবং তাহার নিকট হইতে টাকা কড়ি লইয়া প্রস্থান করে। পর দিন প্রাতে তত্রত্য পাটের কলের লোকে তাহাকে অল্প জীবিত দেখিয়া আলিপুরের থানায় সংবাদ দেয় তত্রত্য পুলিস সব ইন্সপেক্টার বাবু গিরিশচন্দ্র দেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া করিমকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিয়া এই ঘটনার অনুসন্ধান করিতে থাকেন। দৌলত ধৃত হইয়া হাজতে আছে, বাকী ৩ জন এখনও ধৃত হয় নাই। গিরিশ বাবু ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতেছেন। ভরসা করি তিনি নিজ অনুসন্ধিৎসাগুণে অপর আসামী ৩ জনকে ধৃত করিয়া সুখী করিবেন।

আলিপুরের অধীন নন্দীগ্রামের কতিপয় জালুক একত্র হইয়া নিমাইচরণ মোণ্ডল নামক মহিষাদল অঞ্চলের জনৈক মহাজনের নৌকায় ডাকাইতি করিয়াছিল। আলিপুরের সুযোগ্য সব ইন্সপেক্টারের যত্নে ৮ জন অপরাধী ধৃত হয়। বিচারে ৭ জন দায়রায় সোপর্দ্দ ও এক জন মুক্ত হইয়াছে।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ৩ রা জুন। আবদুল রহমান ইংরাজ প্রেরিত দূত সর্দ্দার ইব্রাহিম খাঁর ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সুহৃদ ভাবে পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে আমীর করিবার প্রস্তাব করিয়া যে যে পত্র লেখা হইয়াছিল তাহার কোন স্পষ্ট উত্তর দেন নাই। শুনা যায় দূতের সহচরগণকে বন্দি দশায় থাকিতে হইয়াছিল। রহমান তাহাদিগকে একত্র থাকিয়া কোন বিষয়ে কোন প্রকার মন্ত্রণা করিতেও দেন নাই। তাঁহার নিকটে এক জন রুশিয়া এজেন্ট রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন তিনি আবদুল রহমান ভবিষ্যতে কি করিবেন তদ্বিষয় সম্বন্ধে সন্ধি পত্রের মধ্যে একটী লিপি পড়ি করিয়া লইবার জন্য রুশিয়া হইতে কাবুলে আসিয়াছেন।

গজনীস্থ সৈন্যগণের ব্যয়ার্থ শুক্রবার ৩ লক্ষ টাকা প্রেরিত হইয়াছে।

৪ ঠা জুন। বুধবার দস্যুরা জেলালাবাদ শিবিরের নিকটস্থ বাজার আক্রমণ করিয়া ৩ জন দোকানদারকে হত ও ১০ জনকে আহত করিয়াছে। সৈন্যগণ গত কল্য নির্ব্বিঘ্নে কামাহ নদী পার হইয়া গিয়াছে। মোল্লা ফকির রদিকট নামক স্থানে ধর্ম্ম যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে। লগর হইতে সংবাদ আসিয়াছে কোটালের লোক আমিও থরওয়ার নামক স্থানে একত্র হইতেছে।

শুনা যাইতেছে সাঙ্গুখেল ও আলিসারখেল সিকওয়ারি নামক জাতির সর্দ্দারেরা মাসিক ১৬০০ বেতনে পারেন ডাকা ও পেসবোলাকের মধ্যস্থ পথ রক্ষা করিবে।

আয়ুব খাঁ হিরাটে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া কান্দাহারবাসিরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। দেশের সকল লোকই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহা হইতে রাজ্যের যদি কিছু ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত কষ্টকর হইবে।

কাবুল ৩ রা জুন। গত কল্য মহম্মদ জানের আত্মপক্ষীয় একজন লোক তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করে। তাহার উদ্যম বিফল হইয়াছে। অপরাধীর নাসাচ্ছেদ দণ্ড হইয়াছে।

তনকুরগান হইতে দিজন চারিকার হইয়া এক জন লোক আসিয়াছে। সে বলে তুর্কি স্থানের সৈন্যেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে। উজবেক ও কাবুল রেজিমেণ্টে বিবাদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এক রেজিমেণ্ট বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিয়াছিল সে রেজিমেণ্টকে দূর করিয়া মাজারি সরিফ হইতে আর এক রেজিমেণ্ট আনা হইয়াছে। সৈন্যেরা এত উৎপাত করিতেছে যে অনেক ভদ্র পরিবার তনকুরগান ত্যাগ করিয়া যাইতেছে।

আবদুল রহমন বলপূর্ব্বক এক লক্ষ টাকা ঋণ লইয়াছেন। আবার সেইরূপ ঋণ লইবার চেষ্টায় আছেন। টাঁকশাল খোলা হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের অনেক সৈনিক কর্ম্মচারী হত হইয়াছে। কর্ণেল জাবার বিদ্রোহ উত্তেজনা করণ অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে বিস্তর যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছিল। মাজারি সরিফ কিছু কালের জন্য আফগানি স্থানের রাজধানী বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

সোমবার জেনারাল চারলস গফের সৈন্য গুন্দমাগের দিকে যে শিবির আছে তথায় যাত্রা করিবে। ইঞ্জিনিয়ার ফিলড পার্কের তিন চতুর্থাংশ একেবারে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৫ ই জুন। সৈন্যদিগের অল্পকাল কর্ম্ম করিবার যে নিয়ম আছে, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য জেনেরল সর জেমস আয়রের যে কমিটী আছে তাহার সভ্যেরা বলিয়াছেন উহাদিগের কর্ম্মকাল ৯ বৎসর করা কর্ত্তব্য।

১৫ ই জুন বার্লিনে যে সভা হইবে সেই সভায় বর্লিনস্থ ইংরাজ দূত লর্ড ওডো রসেল ও জেনেরল সর জন লিনটরণ ইংরাজদিগের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকিবেন।

মণ্টিনিগ্রোর সহিত আলবানিয়দিগের যে বিবাদ হয় ইংলণ্ড মধ্যস্থ হইয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন ইহা স্থির হইয়া গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট ওফিফেনের মাসুল তুলিয়া দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে বলিয়াছেন রাজস্বের অবস্থা ভাল নহে বলিয়াই তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইল না।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি কমন্স হাউসে বলিয়াছেন, আফগানস্থান সম্বন্ধে লর্ড রিপনের যেরূপ অভিপ্রায় সাধারণে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত নহে। তিনি বলেন গবর্ণমেণ্টের দুটী অভিসন্ধি আছে। প্রথম শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ না করা। দ্বিতীয় একটী পাকা বন্দোবস্ত করিয়া আগামী বসন্তকালে সৈন্য ফিরাইয়া আনা। কান্দাহারকে কাবুল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাতে স্বাধীন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টেরও একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু এরূপ কোন বন্দোবস্ত করিতে হইবে যাহাতে ব্রিটিশ সৈন্যের কান্দাহারে অবস্থান প্রয়োজন না হয়। গবর্ণমেণ্ট বলেন গণ্ডামক সন্ধি দ্বারা সীমা দৃঢ় হয় নাই। লর্ড রিপন সীমা প্রদেশ অধিকৃত রাখা ও না রাখার বিষয়ে যাহা ভাল বুঝিবেন তিনি সেইরূপই করিবেন, গণ্ডামকের সন্ধি পত্র বাতিল হইয়াছে।

সৈন্য ও নৌ-সৈন্যগণ কোন অপরাধ করিলে তাহাদিগকে বেত মারা হইয়া থাকে। আডমিরালিটীর সেক্রেটারি বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট আগামী বৎসর হইতে ঐ নিয়ম তুলিয়া দিবেন।

চীনেরা কুলজার অধিকাংশ অধিকার করিয়াছে।

বিলাতের বাণিজ্য সভা বলেন বাণিজ্যের বিল

[illegible] শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। গত বৎসরের [illegible] মাসে যে প্রকার আমদানী ও রপ্তানি হইয়াছিল এ বৎসর সে মাসে তদপেক্ষা ২[illegible],০০০ টাকা অধিক মূল্যের দ্রব্য আমদানী ও [illegible] টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

[illegible] জুন। [illegible] দক্ষিণ আফ্রিকার [illegible] পাইতেছিলেন তাহা বন্ধ হইয়াছে।

[illegible] ও সাধারণতন্ত্র সভার সভাপতি ও [illegible] সভাপতি হইলেন।

[illegible] জুন। [illegible] দুতগণের অন্যতম [illegible] ক্রেনী প্রিমরোস মার্কুইস রিপনের প্রাইভেট সেক্রেটারি হইলেন।

স্যর রিচার্ড টেম্পল অক্সফোর্ড হইতে ডাক্তার অব সিবিল ল উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উপনিবেশিক ষ্টেট সেক্রেটারি [illegible] কনিকে বলিয়াছেন ঐ রাজ্যদিগের সীমা বাড়াইবার আর আবশ্যক নাই। কারণ তাহা হইলে [illegible] অধিবাসীদিগের সহিত উপনিবেশবাসীদিগের বিবাদে [illegible] সীমার বাহিরে [illegible] না করেন তিনি তাহার ও পরামর্শ দিয়াছেন।

কনষ্টান্টিনোপল ১১ ই জুন। [illegible] সভার সভাপতি হইয়াছেন। [illegible] উজির উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইনি বিদেশীয় কার্য্যের [illegible] গ্রহণ করিলেন।

কনষ্টান্টিনোপল ১০ ই জুন [illegible] যে সকল আলবানিয়েরা [illegible] অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিতেছে।

[illegible] ১১ ই জুন—[illegible] হাউস অব কমন্স [illegible] উপস্থিত করিয়াছেন এবং [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি [illegible] আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত [illegible] করিয়াছেন, কিন্তু [illegible] আর এক [illegible] হিসাব [illegible] করিতে হইয়াছে। [illegible] হইবার কথা ছিল [illegible] উদ্বৃত্ত [illegible] আয় ব্যয়ের যোগ মিটাইতে [illegible] বিদেশীয় মদ্যের উপর যে [illegible] করিয়াছেন। যব হইতে প্রস্তুত [illegible] উপর [illegible] কর ছিল, তাহা উঠাইয়া [illegible] উপর টাক্স বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি ছয় মাসের জন্য যে হারে ইনকম টাক্স দেওয়া হই-

তেছে তাহার উপর প্রতি পাউণ্ড এক পেনি বাড়া ইতে বলিয়াছেন এবং মদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে যে লাইসেন্স লইতে হইত তাহার নূতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি হিসাব করিয়া বলেন যে এরূপ করিলে ৩৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

সংবাদদাতার পত্র।

ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইবার আমাদের অধিকার আছে কি না।

ঈশ্বরের সহিত আমাদের আত্মার সম্মিলন, তাঁহার সহিত আমাদের আত্মার যোগ সাধন ব্যতিরেকে আমাদের জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। যে শুভক্ষণে সেই অধ্যাত্ম-যোগ সাধন হইবে, সেই সময়েই আমাদের জন্ম ও জীবন সার্থক হইবে। ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই সেই যোগ-সাধনের এক মাত্র উপায়। যাহারা অন্যকে প্রীত করিতে অথবা অন্যের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে তত ইচ্ছুক নহেন, নিজের স্বার্থ, নিজের সুখসেবন করাকেই যাঁহারা পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের প্রবোধের জন্য এখানে আমরা তাহাদিগকে এ কথাও জানাইতেছি যে, যিনি আপনার শরীর মন ও আত্মা ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, যিনি তাঁহার কার্য্যেই নিজ জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধিরই ব্যাঘাত হয় না এবং অধ্যাত্ম যোগ সম্ভূত যে ব্রহ্মানন্দ, তাহার আস্বাদ তিনি যদি এক বার প্রাপ্ত হন তবে তাহার তুলনায় তিনি আর বিষয়-সুখকে সুখ বলিয়াই গণ্য করেন না। যিনিই বিষয় সুখ এবং ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, বিষয় সুখ অপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বর সেবা করেন, তাঁহাদের ত কোন কথাই নাই, যাঁহারা নিজ-স্বার্থ ও নিজ সুখের জন্য ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদেরও ঈশ্বরোপাসনা অর্থাৎ তাঁহাকে প্রীত ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কতকগুলি লোক এমন আছেন যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনা করা দূরে থাকুক, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন! তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিলে তাঁহারা যত আহ্লাদিত ও সুখী হন, পৌত্তলিক অথবা একেশ্বরবাদী বলিলে তাঁহারা তাহার সহস্রগুণে বিরক্ত ও অসুখী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের কতকটা এইরূপ অন্ধ বিশ্বাস যে, ঈশ্বরে অবিশ্বাস প্রদর্শন করিতে পারিলেই লোকে তাঁহাদিগকে বিজ্ঞ সভ্য লোক, অন্ততঃ তাঁহার প্রধান শিষ্য বলিয়া গণ্য করিবে! যাহা হউক ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিবার অধিকার মনুষ্যের আছে কি না অদ্য আমরা এক বার অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিয়া দেখিব।

বিশ্বাস মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ-ধর্ম্ম। কোন কিছুতে বিশ্বাস না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। বিশ্বাসের ভূমি অথবা বিষয়—সত্য। যাহারা সংশয়বাদী, সকল বিষয়েই সংশয় করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহারাও তাঁহাদের সেই সংশয়াত্মক মতকে সত্য বোধেই তাহাতে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অতএব সত্য যে আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, অস্বীকার করিবার কোন উপায়ও নাই। সত্য কি? না, যাহা সাধারণ হইতেও সাধারণ, তাহা হইতেও সাধারণ—একান্ত সর্ব্বসাধারণ, তাহাই সত্য। সত্যের সহিত কোন সম্পর্ক নাই এমন কোন বস্তুই নাই, কোন বস্তু হইতেই পারে না। আমরা ইতস্ততঃ যে সকল সত্য দেখিতে পাই, তাহাদের যিনি মূল, তিনিই মূল সত্য; তাঁহারই আবির্ভাবে অন্যান্য বস্তু সত্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই মূল সত্যে সন্দেহ করিলে আমাদের বিশ্বাস করিবার আর কিছুই থাকে না, কারণ যে ব্যক্তি বলে যে "মূল-সত্য নাই" মূল সত্য যদি সত্য সত্যই না থাকেন, তবে তাহার সেই যে কথা তাহা কিসের গুণে সত্য হইবে? সকল সত্যের আশ্রয় স্বরূপ যদি মূল সত্য না থাকিতেন তবে এই দৃশ্যমান সত্য সকল কাহার গুণে সত্য হইত? মূল সত্য আশ্রয়-স্বরূপ বিদ্যমান আছেন বলিয়াই না অন্যান্য বস্তু সকল সত্যপদবাচ্য হইয়াছে? স্বীকার করিতে হইবে, এই যে মূল সত্য, ইহা আজ আছেন, কাল ছিলেন না এমন নহে, পরন্তু ইহা চিরকালই আছেন। কারণ, মূল সত্য যদি কোন এক সময়ে না থাকিতেন, তবে পরক্ষণে তিনি কোথা হইতে আসিলেন? শূন্য, অভাব, অসত্য হইতে কখনও কি সত্য নির্গত হইবার সম্ভাবনা আছে? অতএব মূল সত্য যিনি, তিনি চিরকালই আছেন, এবং তিনিই আমাদের আরাধ্য ও উপাস্য দেবতা।

এই যে সত্য স্বরূপ ঈশ্বর, ইহাঁর কিছুরই অভাব নাই, পরন্তু অভাবেরই অভাব আছে—তিনি পূর্ণ। যদি বল তাঁহার পূর্ণতা আমরা কি প্রকারে অবগত হই? তাহার উত্তর এই যে, আমরা যদি একবার অভিমান শূন্য হইয়া আমাদের আপনাদের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা আপনারা যে কত ক্ষুদ্র অপূর্ণ অনায়াসেই বুঝিতে পারি, কেন না ঈশ্বরের পূর্ণতার ভাব আদর্শরূপে আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে বলিয়াই তাহার তুলনায় আমরা আপনাদিগকে অতি অকিঞ্চন বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি। যখন আমাদের আত্মা

বিকৃত হইয়া যায়, যখন আমরা ধনমদে বা জ্ঞানমদে মত্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকেই বড় দেখি—এই ধরাকে শরা জ্ঞান করি, তখনকার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যখন আমরা প্রকৃতিস্থ থাকি, যখন আমরা আমাদের স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই, তখন আমরা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরস্থ সেই পূর্ণতার ভাবের সমক্ষে হেঁট মস্তক না হইয়া, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রতি নির্ভর না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারি না। এক দিকে এই পূর্ণতার ভাবকে, অপরদিকে আমাদের নির্ভরের ভাবকে আমরা আপনারা ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের মনের মধ্যে আনয়ন করি নাই, পরন্তু ঐ দুইটী ভাব স্বতঃসিদ্ধরূপেই আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, বাল্যকাল হইতে শিক্ষার প্রভাবেই আমরা ঈশ্বরের ভাব, পূর্ণতার ভাব শিক্ষা করিয়া থাকি, উহা যে আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে স্বতই বিরাজ করিতেছে এমন নহে। কিন্তু যাহা আমরা নিজে উপার্জ্জন করি, ইচ্ছা করিলে নিজে তাহা ত্যাগও করিতে পারি; পূর্ণতার ভাব অথবা নির্ভরের ভাব আমরা চেষ্টা করিয়া ত্যাগ করিতে পারি না—এক জন ঘোর নাস্তিক যখন সমুদ্রে পতিত হইয়া হাবুডুবু খায়, যখন তাহার সমস্ত দর্প চূর্ণ হইয়া যায়, তখন সেও "পিতা! রক্ষা কর" বলিয়া রোদন করিতে থাকে। অতএব পূর্ণতার ভাব আমাদের চেষ্টায় নয়, পরন্তু তাহা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে স্বতইস্থিতি করিতেছে। এই পূর্ণভাব যাঁহার, তিনিই ঈশ্বর, তিনি চিরকালই আছেন এবং চিরকালই থাকিবেন, সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিবার আমাদের অধিকার নাই।

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের যে বিশ্বাস তাহা স্বাভাবিক; দর্শনশাস্ত্র পাঠ বা গুরূপদেশ লাভ করিয়া তাহা উপার্জ্জন করিতে হয় না। তাহাকেই সহজজ্ঞানমূলক আত্ম প্রত্যয় কহে। যে জ্ঞান বিনাপ্রকরণে আমাদের আত্মাতে আপনাআপনি আবির্ভূত হয়, তাহাকেই সহজজ্ঞান বলে। সহজ-শব্দের অর্থ সঙ্গে সঙ্গে জাত, আমাদের আত্মার সঙ্গে সঙ্গে যে জ্ঞান আবির্ভূত হয়, তাহাকেই সহজ জ্ঞান বলে এবং সেই সহজ জ্ঞানমূলক যে প্রত্যয়, যাহা কোন প্রকরণ পরতন্ত্র নহে, যাহা আপনাআপনিই আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হয়, তাহাকেই আত্ম-প্রত্যয় বলে। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের এই যে স্বাভাবিক বিশ্বাস; এই যে আত্ম প্রত্যয়, ইহা তোমার আছে আমার নাই এমন নহে, ইহা সভ্য অসভ্য, পণ্ডিত মূর্খ, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকল লোকেরই আছে। যদি বল, এ বিশ্বাস যদি স্বাভাবিক হইল, তবে কোন কোন ব্যক্তিকে নাস্তিক হইতে দেখা যায় কেন? ইহার উত্তরে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, সহস্রের মধ্যে দুই এক জন অন্ধ বা বধির হয় বলিয়া তুমি কি বলিবে যে, মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ লাভ করা স্বাভাবিক বিধান নহে? বিশেষতঃ চক্ষু কর্ণ লাভ করিয়াও তুমি যদি তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেল, তুমি যদি বাহাদুরি দেখাইবার জন্য সাধ করিয়া অন্ধ ও বধির হও তবে সে দোষ কাহার? ব্যক্তি বিশেষ নাস্তিক হয় বলিয়া—সাধ করিয়া নাস্তিক হয় বলিয়া, ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের যে বিশ্বাস, তাহাকে অস্বাভাবিক বলা যাইতে পারে না, সুতরাং তাহা ত্যাগ করিবার আমাদের অধিকার নাই।

হৃৎতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মনুষ্যের "তত্ত্বজ্ঞান" ও "পূপূজিষা" নামক দুইটী মনোবৃত্তি আছে; একটীর কাজ ঈশ্বর তত্ত্বলাভ করা, আর একটীর কাজ ঈশ্বরে আত্মা মন সমর্পণ করা—তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত করা। আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে এবং অনুচিকীর্ষা উপচিকীর্ষা প্রভৃতি যত গুলি মনোবৃত্তি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের সার্থকতার কারণ তদনুরূপ বিষয় সকলও আমাদের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদের এমন একটীও ইন্দ্রিয় বা বৃত্তি নাই, যাহার চরিতার্থ হইবার কোন বিষয়ও নাই। যদি এরূপ হইল তবে আমাদের যখন তত্ত্বজ্ঞান ও পূপূজিষা বৃত্তিদ্বয় আছে, তখন তাহাদের সার্থকতার কারণ অবশ্যই পূর্ণ ঈশ্বর আছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল দেশের সকল মনুষ্যই ঈশ্বর-তত্ত্বানুসন্ধানে ও তাঁহার পূজাতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমাদের উক্ত দুইটী বৃত্তির অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। যখন তাহারা আছে তখন তাহাদের বিষয় ঈশ্বরও অবশ্য আছেন; সুতরাং তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবার আমাদিগের অধিকার নাই।

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস যে স্বাভাবিক, সুতরাং তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবার আমাদের যে কোন অধিকার নাই, তাহা অতি সংক্ষেপে দুই একটী বিষয়ের উল্লেখ দ্বারা এক প্রকার প্রদর্শিত হইল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! একজনের ধনাপহরণে অপরের অধিকার নাই বলিয়া দস্যুরা কি দস্যুবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে? ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিবার মনুষ্যের অধিকার নাই বলিয়া সকল মনুষ্যই যে তাঁহাকে বিশ্বাস করেন এমন নহে, মধ্যে মধ্যে দুই এক জনকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা তাঁহার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ করেন, তাঁহাদের এক মহৎ দোষ বা ভ্রম এই, তাঁহারা সকল বিষয়েই যুক্তির প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা নিজে বুদ্ধি খাটাইয়া যে বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন তাঁহারা তাহাতেই বিশ্বাস করেন, আর যাহার মীমাংসা করিতে পারেন না তাহাতে বিশ্বাসও করেন না। সত্য নির্ণয়ার্থে যুক্তির প্রয়োজন করে না, আমরা এমন অসার কথা বলি না, প্রত্যুত মনুষ্য ধর্ম্মও বুদ্ধিজীবী হইয়াছে বলিয়াই অন্যান্য জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে তাহা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু তাহা বলিয়া কেবল মাত্র বুদ্ধিই আমাদের সম্বল নহে, সত্য নির্ণয়ার্থে বুদ্ধির যেমন বৃত্তিভূমি অর্থাৎ দাঁড়াইবার স্থান প্রয়োজন আত্ম-প্রত্যয়েরও তেমনই প্রয়োজন। কেবল আত্ম-প্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করিলে যেমন ভ্রম হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ কেবল মাত্র বুদ্ধির প্রতি নির্ভর করিলেও আমাদের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। আমাদের বুদ্ধিও চাই, আত্ম প্রত্যয়ও চাই। তর্কের সময় দেখা যায় যে, এ প্রত্যয়টীর প্রমাণ কি, আবার সে প্রমাণের প্রমাণ কি, এইরূপ করিয়া চলিয়া গেলে শেষে আমাদিগকে এমন কতকগুলি প্রত্যয়ে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয়, যাহার কোন প্রমাণ নাই অথচ আমরা তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। "ক্ষেত্রতত্ত্ব বিদ্যার এক তত্ত্ব এই যে, সরল রেখার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু বিস্তৃতি নাই এবং বিন্দুর স্থিতি আছে কিন্তু অবয়ব নাই। এ তত্ত্ব বুদ্ধির অতীত অথচ আমরা সরল রেখারও বিন্দুর অস্তিত্বে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। সূচিভাগ বিদ্যার এক তত্ত্ব এই যে, এমন দুই রেখা আছে যাহা বর্দ্ধিত করিলে পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইবে অথচ তাহাদের সংস্পর্শ হইবে না। এ তত্ত্বটী বোধগম্য নয়, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। বীজগণিতের অনন্তরাশি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সকল বুদ্ধির অগম্য, অথচ সে সকল সিদ্ধান্তে আমরা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না" (ধর্মতত্ত্ব দীপিকা) যদি এরূপ হইল, তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান ও তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক বিশ্বাস সত্ত্বেও তাঁহার সকল তত্ত্ব আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতে পারি না বলিয়া তাঁহাকে অবিশ্বাস করা আমাদের কি উচিত? তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস দ্বারা আমাদের যেমন মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, অবিশ্বাস দ্বারা কখনই তেমন মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করা কেন? আমি যেরূপ বুদ্ধিমান, ঠিক সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধির দৌড় আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতে পারি, কিন্তু আমা

" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার
ইহাঁরা প্রশংসা পত্র দিয়াছেন।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ
মতে ঔষধালয়।
১৪০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

যোগসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহ-রোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাব-কালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্দ্দম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

মালতি কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমুদয় বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, শূলবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন চঞ্চল করা, ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাসা, ক্রন্দন খেঁচনি এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় যন্ত্রে ক্রিয়াবান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাসি, ঘুংড়ি, কাস, শ্বাসকাস, বক্ষোবেদনা, বক্ষঃ বেদনা, পার্শ্বশূল, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত অতি উৎকট অবস্থাপন্ন হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল ঔষধ সেবনে ক্ষয়কাস এবং যক্ষ্মাকাস ও বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে বহু দিবসের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয় পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, স্নায়ু বিকার বা উহার নিস্তেজতা কারণ বশতঃ সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎ-সমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমধিক রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া

সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵ আনা। কর্ণের ঘা, পূয, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ।৹ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মেড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বর্ম্মণঃ
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্র মৃজাপুর কলিকাতা } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা। কলিকাতা ৬ নং কালেজ স্কোয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র মিত্রের নিকট ৷১০ আনা ডাক মাশুল সহ ৸৹ আনা করিয়া মূল্য পাঠাইলে তিন তিন খণ্ড একত্র যাইবে।

অব্যর্থ বেদনানিবারক।

এই ঔষধ লেপনে দেহের যে স্থানে যে কোন প্রকার বেদনা হউক না কেন, বুকে ব্যথা, পিঠে ঘাড়ে, কোমরে, হাতে, পায়ে, গ্রন্থিতে ব্যথা, যে কোন প্রকার ও যত দিনের বাত হউক না কেন পক্ষাঘাত, গ্রন্থীসংকোচন, শূল ব্যথা, ফোলা, সর্দ্দির ব্যথা, কাশীর ব্যথা, শিরঃপীড়া, কাণে ব্যথা ইত্যাদিতে এই ঔষধ মহোপকারী। সহস্রাধিক প্রশংসা-পত্র দেখান যাইতে পারে। মূল্য ছোট বোতল ২ ও বড় ৪, প্যাকিং ।৹। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ডবলিউ রুড়র এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিব-নারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি
বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ হীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ৷৵৹

সুর সুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ৷৹

নলিনাগব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷৹ ডাকমাশুল ৷৵৹

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩, টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃদ্ধ ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৬০ আনা মাত্র।

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

১১৭ নং চিৎপুর রোড—গরাণহাটা— কলিকাতা।

সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদ রাজশ্রীগৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিশুদ্ধ পুস্তকগুলি বিক্রয়ের কারণ এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

	মূল্য	ডাক মাশুল
যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা	৩৷৷০	।০
সঙ্গীতসার	৬৷৷০	৷৷০
কণ্ঠকৌমুদী	১৷৷০	।০

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।

(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাশুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি আই, মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়
৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷৷০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইব। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু
বৃদ্ধওস্তাগরের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র
কলিকাতা মৃজাপুর

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫৷৷০ টাকা ডাক মাশুল ।০

আর্য্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের মতে রোগ সমূহের কারণ লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সন্নিপতন, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পাঠোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

পঞ্চানন্দ

রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গখণ্ড গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নির্ব্বোধের নাম বোকা॥

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫, পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাশুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেণ্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ৯৭ নং কলেজ স্ট্রীট।

৪১ রসারোড়	শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
ভবানীপুর	কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৵ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের "স্বর্ণলতা লেখক" "হরিষে বিষাদ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৩৩ রসারোড়	শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
ভবানীপুর	কার্য্যাধ্যক্ষ।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্ক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। “ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ”। ১০ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৭ সাল ৮ ই আষাঢ়। ইং ১৮৮০। ২১ এ জুন।

অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫৷৷৹, অসমর্থ পক্ষে
মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশ।

৮ ই আষাঢ় সোমবার।

১৮৫৪ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত পত্র ও ইণ্ডিয়ান মিরার।

নদী, নদ, হ্রদ, সাগর প্রভৃতির স্রোতের গমনাগমনের কাল ও দিক নির্দ্দিষ্ট আছে. যে সকল নদী ও নদ পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার স্রোত নিয়তকাল সাগরাভিমুখে যাইতেছে। বর্ষাকালে নদীর শরীর পুষ্ট হয়, স্রোতও প্রবল হয়, কিন্তু সেই সমুদ্রাভিমুখেই যায়, বিশেষের মধ্যে এই হয়, স্রোতের গতি কেবল দ্রুততর হইয়া থাকে। সমুদ্রের স্রোতেরও নিয়মিত দিক ও নিয়মিত পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু রাজনীতি-স্রোতের গতি নিরূপিত নাই। কখন্ কোন্ দিকে বহিয়া যায়, তাহার নির্ণয় করা ভার। আমরা দেখিতেছি, গত কয় বৎসরের মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির কত প্রকার পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। লার্ড মেয়োর অধিকার কালে উচ্চ শিক্ষার প্রাণ কণ্ঠগতপ্রায় হইয়াছিল। লার্ড নর্থব্রুক ও লার্ড লিটনেরও উচ্চ শিক্ষার প্রতি তাদৃশ অনুকূল দৃষ্টি ছিল না। সম্প্রতি মারকুইস রিপন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইয়াছেন, শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিরও পরিবর্ত্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি বক্তৃতাকালে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, সর চারলস উড (লার্ড হেলিফক্স) ভারতবর্ষের যে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির উদ্ভাবন করেন, মারকুইস রিপন তদনুসারে কার্য্য করিবেন। সর চারল্স উডের প্রণীত শিক্ষা সংক্রান্ত পত্রের উদ্দেশ্য এই, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করিবেন না। সাহায্য দান দ্বারা এদেশীয় লোকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। এদেশীয় লোকেরাই স্বয়ং স্ব স্ব সন্তানগণের শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন, যদি আবশ্যক হয়, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দান করিবেন এই মাত্র। কিন্তু যে পর্য্যন্ত এদেশীয়েরা স্বাধীন ভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সমর্থ না হইবেন, তাবৎ গবর্ণমেণ্ট হস্তসঙ্কোচ করিবেন না।

ইণ্ডিয়ান মিরার মারকুইস রিপনের নিকটে এই প্রস্তাব করিয়াছেন, কলিকাতায় উক্ত শিক্ষাসংক্রান্ত পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় ধনী ব্যক্তিদিগের উপরে স্ব স্ব সন্তানগণের শিক্ষাদান কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া অপসৃত হউন। এদেশীয়দিগের উপরে শিক্ষাকার্য্যের ভার অর্পণ করিলে যে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তাবকর্ত্তা মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন বিদ্যালয়কে উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মিরারের এ প্রস্তাবটী ঠিক হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে না। এদেশীয়দিগের স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব সন্তানগণের শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মিরর সম্পাদক যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেটী সৎসিদ্ধান্ত নয়। তিনি যে যোগ্য সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিতেছেন, বাস্তবিক সে সময় উপস্থিত হয় নাই। লেখাপড়া শিক্ষা-বিষয়ে এদেশীয়দিগের অপেক্ষাকৃত অনুরাগ জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু যে অনুরাগের [illegible] ইউরোপীয় সমাজ শিক্ষাকার্য্যে দানবিষয়ে [illegible], এদেশীয়েরা আজও সে অনুরাগসম্পন্ন হন নাই। লামার্টিনিয়র প্রভৃতির ন্যায় এদেশের কোন ব্যক্তি

এপর্য্যন্ত শিক্ষাসম্বন্ধে সর্ব্বস্ব দান করিয়া অসামান্য বদান্যতার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন? যাঁহার অতুল সম্পদ আছে, সন্তান নাই, তিনি ভাবিয়া আকুল হন, কিরূপে সেই বিপুল বিত্তের বিনিয়োগ করিবেন। যে পর্য্যন্ত না একটী দত্তক গৃহীত হয়, তাবৎ তাঁহার চিত্ত সুস্থির হয় না। যদি উপকারিতার ইতর বিশেষ ধরিয়া পুণ্যের ইতর বিশেষ হওয়া ন্যায়ানুগত হয়, তাহা হইলে যে কার্য্যে অধিক উপকার, সেই কার্য্যে যে অধিকতর পুণ্যের কার্য্য সন্দেহ নাই। পোষ্য পুত্রকে সর্ব্বস্ব দান না করিয়া যদি দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের অজ্ঞান বিমোচনার্থ সর্ব্বস্ব দান করা যায়, তাহাতে যে অগণ্য পুণ্য সঞ্চয় হয়, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু সেই পুণ্যের উদ্দেশ্যে কয় জন লোক স্বদেশের শিক্ষাকার্য্যে সর্ব্বস্ব দান করিয়া থাকেন? কয় জন লোক শিক্ষাকার্য্যে অকাতরে ব্যয় করিতে পারেন? ইউরোপীয় সমাজের ও এদেশীয় সমাজের গঠন ভিন্ন প্রকার। এখানকার সমাজের পুণ্য অর্জ্জন রীতিও ভিন্ন প্রকার। এখানকার লোকে শিক্ষা কার্য্যে সর্ব্বস্ব দান করা অপেক্ষা দত্তক গ্রহণ করিয়া তাহাকে সর্ব্বস্বদান করাই শ্লাঘনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন।

এদেশের সংস্কার এই, দত্তক গ্রহণ করিলে বংশের নাম থাকে এবং পিতৃলোক পিণ্ডলাভ করিয়া প্রীত হন। এখনকার দিনে এটী নিতান্ত ভ্রান্তিময় সংস্কার। ঔরস পুত্র হইতেই বংশের নাম থাকে না, দত্তক হইতে নাম থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা কি? কয় ব্যক্তি আপনার সপ্তম পুরুষের নাম বলিতে পারেন? প্রতিবেশবাসিরাই বা কয় ব্যক্তির কয় পুরুষের নাম জানেন? পিণ্ড-দান-সম্বন্ধে বক্তব্য এই, অধিকাংশ দত্তক যে প্রকার সৎপাত্র হইয়া থাকেন, তাহাতে পিতৃলোক তাঁহাদের হস্তের পিণ্ড ভক্ষণার্থ পেট মারিয়া বসিয়া থাকেন না। অধিকাংশ দত্তক ধনস্বামির দত্ত অর্থ মদ্য বারাঙ্গনাদি সেবনরূপ ব্যসনকার্য্যে প্রায় পর্য্যবসিত করিয়া থাকেন। অর্থের তাদৃশ অসৎ বিনিয়োগের অপেক্ষা স্বদেশের অজ্ঞানতম উন্মূলনার্থ সর্ব্বস্ব দান করা কি শ্রেয়স্কর নয়? দেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এ সকল বুঝিতে পারেন না, এরূপ নয়। তাঁহারা এ সকল বুঝিয়াও যখন শিক্ষাকার্য্যে অকাতরে দান করিতে সাহসী হন না, তখন মিরারের প্রস্তাবিত বিষয় সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কি? ফলতঃ যাবৎ এদেশীয় সমাজের শিক্ষা কার্য্যে দান বিষয়ে মুক্তহস্ততা না জন্মিবে, তাবৎ ইণ্ডিয়ান মিরারের প্রস্তাবিত বিষয় কার্য্যে পরিণত হওয়া উচিত নয়। কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের যে বিদ্যালয় আছে, তৎসমকক্ষ বিদ্যালয়ের বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, আজও এদেশীয়দিগের সে অবস্থা হয় নাই। ইণ্ডিয়ান মিরার মেটরোপলিটন ইনষ্টিটিউসন বিদ্যালয়ের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, সেটী দুর্ল্লভ ও বিরল দৃষ্টান্ত। উক্ত বিদ্যালয়ে দর্শন-বিজ্ঞানাদি শিক্ষার উপযোগী উপায় সমাবেশের কি সম্ভাবনা আছে? আমরা বিরল দৃষ্টান্ত বলিলাম, তাহার কারণ এই, উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের সদৃশ কার্য্যদক্ষ অধ্যবসায়সম্পন্ন কার্য্যব্যবস্থাজ্ঞ বুদ্ধিমান যোগ্য লোক কলিকাতায় কয় জন আছেন?

গবর্ণমেণ্ট যদি এখন নিজ কলিকাতায় কালেজটী উঠাইয়া দেন, বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইবে, সে ক্ষতি পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। মিরার সম্পাদক স্বয়ংই লিখিয়াছেন, অন্য অন্য কালেজ গবর্ণমেণ্ট কালেজের প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয় না। ইউরোপীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত কালেজই যখন প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইল না, তখন এদেশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত কালেজ যে গবর্ণমেণ্ট-কালেজের বিলোপ-জন্য ক্ষতির পূরণে সমর্থ হইবে, ইহা কি সম্ভাবিত? উপরে যেরূপ প্রতিপন্ন করা হইল, তাহাতে ইণ্ডিয়ান মিরারের কৃত প্রস্তাব কেবল যে অসাময়িক হইয়াছে এমন নয়, এই প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য্য হইলে বঙ্গদেশের মহা অনিষ্ট ঘটিবে সন্দেহ নাই।

আইনের দোষ।

খোদহাকিমী।

যেমন নানা রোগ আসিয়া যক্ষ্মা রোগ গ্রস্ত ব্যক্তির শরীর আশ্রয় করে, সেইরূপ নানা দোষ ভারতবর্ষের আইন আশ্রয় করিয়া আছে। আমরা গত বারে একটী দোষের উল্লেখ করিয়াছিলাম। যেখানে মৌরাসী মকররী প্রভৃতি পাকা বন্দোবস্ত নাই, সেখানে কোন ব্যক্তি যদি অবাধে খালি জমি বার বৎসর ভোগ করে, তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মে, কিন্তু ভদ্রাসন শত বৎসর ভোগ করিলেও তাহাতে তাহার দখলী স্বত্ব হয় না। এটী আইনের একটী মহৎ ত্রুটি। এটী যেমন অনিষ্টকারক, আইনের অস্পষ্টতা দোষও তেমনি মহৎ অনিষ্টকারক। ঐ অস্পষ্টতা-দোষ নিবন্ধন সময়ে সময়ে বিষম অবিচার ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি সোণাপুর থানার অন্তঃপাতী চাঙ্গড়িপোতা গ্রামের এক মকদ্দমায় আইনের এই অস্পষ্টতা দোষে অতিশয় অবিচার ঘটিয়াছে। ঐ গ্রামের কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির উদ্বাস্তুর উপর দিয়া বাটী জলর নির্গমনের বহুকালের একটী জলপথ আছে। চক্রবর্ত্তীরা কয়েক বৎসর হইল, ঐ পয়ঃপ্রণালিটী পাকা করিয়া বাঁধিয়া দেন। বর্ত্তমান সনের ১১ ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার উক্ত গ্রামের শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বলপূর্ব্বক ঐ পথ বদ্ধ করিয়া দেন। তন্নিবন্ধন ১০ আইনের ৫৩২ ধারানুসারে আলিপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অভিযোগ হয়। ১০ ই জুন বৃহস্পতিবার মকদ্দমাটী অগ্রাহ্য হইয়াছে। বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের নিকটে মকদ্দমাটী সোপরদ্দ হইয়াছিল। তিনি বলেন, হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটকে এ প্রকার জলপথের মকদ্দমা করিবার নিষেধ করিয়াছেন। তবে যদি মাজিষ্ট্রেট বিবেচনা করেন, মকদ্দমা লইতে পারেন।

এ স্থলে আইনের অস্পষ্টতা-নিবন্ধন একটী মহা অনিষ্ট ঘটিয়া গেল। হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটকে যে জলপথের মকদ্দমা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি? জলপথের মকদ্দমা উপস্থিত হইলে প্রায়ই স্বত্বাস্বত্বের বিচার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। স্বত্বাস্বত্বের বিচার দেওয়ানী আদালতের কার্য্য, মাজিষ্ট্রেটের তদ্বিষয়ে অধিকার নাই। অতএব হাইকোর্ট ফৌজদারী আদালতকে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্য যে স্বত্বাস্বত্বের বিচার, তাহার যে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা উত্তমই হইয়াছে। আইনের ভাবে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যেখানে স্বত্বাস্বত্বের বিচার নয়, সেখানে হাইকোর্টের নিষেধ নয়। এই কারণে হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটের ইচ্ছাকৃত সৎবিবেচনার উপরে নির্ভর করিয়াছেন। আমরা যে মকদ্দমার কথা কহিতেছি, তাহাতে স্বত্বাস্বত্বের কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত ছিল না। প্রতিবাদীরা স্বমুখেই স্বীকার করিয়াছেন, জলপথ আছে। তাহা যদি হইল, তাহা হইলে বাদিগণের জলপথে যে স্বত্ব আছে, সে বিষয়ে সংশয় থাকিতেছে না। যদি সংশয় না রহিল, তবে স্বত্বাস্বত্ব-বিচারের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা কি? যদি স্বত্বাস্বত্ব-বিচারের প্রসঙ্গ না রহিল, তবে মাজিষ্ট্রেট বিচার করিতে না পারিবেন কেন? প্রতিবাদীরা যে খোদহাকিমী করিয়া জলপথ বদ্ধ করিলেন, মাজিষ্ট্রেট তাহা যদি খোলসা করিয়া না দেন, কে দিবে? মাজিষ্ট্রেট কি খোদহাকিমীর নিবারণকর্ত্তা নন? বোধ কর, একজন খোদহাকিমী করিয়া এক জনের বাটীর প্রবেশ পথ বদ্ধ করিয়া দিল। সে ব্যক্তি কি বাটীর মধ্যে রুদ্ধ থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিবে? মাজিষ্ট্রেট কি সে পথ খোলসা করিয়া দিবেন না? মাজিষ্ট্রেট পথের স্বত্বাস্বত্ব-বিচারে অধিকারী নন বটে, কিন্তু চিরকালের স্বত্বাস্পদীভূত পথ খোলাসা করিয়া দিবার কি অধি কারী নন? এদেশের সাধারণে সংস্কার এই, কেহ কোন বিষয়ে বেদখল করিলে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে গেলে তিনি দখলকারির দখল বজায় করিয়া দেন। এই কারণে লোকে ছুটিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে যায়। অভিযোগ অবিশু

হইয়াছিল বলিয়া কি নালিশ অগ্রাহ্য হইয়াছে? জলপথ খোলাসা করিবার যখন প্রার্থনা ছিল, তখন অভিযোগ অবিশুদ্ধ হয় নাই। তবে আইনের ধারা-গত বৈলক্ষণ্য ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কিন্তু অভিযোগকারির মূল প্রার্থনীয় অনিষ্ট নিবারণের বাধা জন্মে না।

আর একটী কথা এই আইনে আছে মাজিষ্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন, মকদ্দমা লইতে পারেন। আমরা যে জলপথের মকদ্দমার কথা কহিলাম, সেটী কি মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ বিবেচনার স্থল নয়? এক ব্যক্তির বাটীর চিরকালের জলপথ বন্ধ হইয়া গেল। তাহার বাটীর জল নির্গমের অন্য পথ নাই, বাটীতে জল বসিতে লাগিল। একে ত আমাদের দেশ ম্যালেরিয়ার অনুগৃহীত, তাহাতে যে বাটীতে নিয়ত জল বসিতে লাগিল, সে বাটীর স্বাস্থ্য কতক্ষণ থাকিতে পারে? ম্যালেরিয়া মহোদয় অল্প দিনের মধ্যেই সপরিবারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। ঘটনাতেও তাহাই ঘটিয়াছে। বাদীর বাটীর অধিকাংশ লোক পীড়িত হইয়াছেন। বিশেষতঃ জল বসিয়া ঘর পড়িয়া যাইবার সমধিক সম্ভাবনা। একূপ স্থল যদি মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ বিবেচনার স্থল না হইল, তবে কোন্ স্থল বিশেষ বিবেচনার স্থল হইবে?

আমরা বিচারপতিকে দূষিত করিতেছি না, আইনের অস্পষ্টতা নিবন্ধনই উল্লিখিত দোষ ঘটিয়াছে। কেহ তাঁহাকে এ সকল কথা বুঝাইয়া দেয় নাই। আইন যখন নীরব, তখন বুঝাইয়া দিলেও কাজ হইত কি না সংশয়স্থল। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই, আইন ব্যাখ্যাতাদিগের কর্ত্তব্য উক্ত আইনের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া দরিদ্রদিগের বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার পথ মুক্ত করিয়া দেন।

আইনের অস্পষ্টতানিবন্ধন যে কিরূপ অনিষ্ট ঘটে, আমরা তাহার একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। আর্য্যজাতীয় শাস্ত্রকারেরা পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের অভাবে মৃত ধনে পত্নীর অধিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু পত্নী ধনাধিকারিণী হইয়া তাহার পর যদি ব্যভিচারিণী হয়, সে সেই ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, স্পষ্টাক্ষরে এ কথার উল্লেখ করেন নাই। বিশেষ করিয়া এ কথার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধও হয় নাই। পত্নীকে ধনাধিকারিণী হইয়া যেরূপে সেই ধনের রক্ষা, উপভোগ ও ব্যয়াদি করিতে হইবে, তাহার সে প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝা যায়, পত্নী ধনাধিকারিণী হইয়া ব্যভিচারিণী হইলে সে ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, স্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকাতে সে বৎসর হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পত্নী ধনাধিকারিণী হইয়া ব্যভিচারিণী হইলেও ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না। দেখ পাঠক! আইনের অস্পষ্টতা নিবন্ধন কেমন অনিষ্ট ঘটিয়াছে। শাস্ত্রকারেরা ধনাধিকারিণী পত্নীর স্বপতি ধনের উপভোগাদির যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা এই:—

স্ত্রীর স্বপতি ধনের উপভোগমাত্র ফল। স্ত্রীগণ পতিধনের কোনরূপ অপহার করিবে না। যে ব্যয়ে পূর্ব্ব ধনস্বামীর উপকার না হয়, তাদৃশ অপব্যয় অপহার শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া উপভোগ করিবে না। যাহাতে স্বশরীর ধারণ করিয়া জীবিত থাকিয়া ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিয়া স্বামীর উপকার সাধন করিতে পারে, কেবল তদুচিত ব্যয়ই করিবে। অধিক ব্যয় বা অপব্যয় করিবে না। আর একস্থলে লিখিত হইয়াছে, পত্নী দুহিতরশ্চৈব ইত্যাদি বচন দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে যে সমস্ত পরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারা পত্নীর অধিকার হইবার পূর্ব্বে যেমন ধন গ্রহণ করিত, তাহাদিকার পত্নীর অধিকারধ্বংস হইলেও তেমনি ভোগাবশিষ্ট ধন গ্রহণ করিবে। অধিকারধ্বংসের প্রতি যেমন মরণ কারণ, পাতিত্যও তেমনি কারণ। পুনঃ পুনঃ ব্যভিচারাধীন স্ত্রীলোকের পাতিত্য জন্মে (১)।

ইত্যাদি প্রমাণ-প্রয়োগ-সত্ত্বেও হাইকোর্টের সর বার্ণেস পিককের সদৃশ মহামতি বিচারপতিরাও, ব্যভিচারিণী ধনাধিকার ভ্রষ্ট হইবে শাস্ত্রে একথা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে, যখন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তখন উক্ত বিচারপতি যে ভ্রমে পতিত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। জলপথ যেমন আবহমান প্রচলিত আছে, তেমনি থাকুক, প্রতিবাদীরা দেওয়ানী আদালতে যাউন, এই আজ্ঞা দিলেই কি উচিত কার্য্য হইত না? এই আজ্ঞা না দেওয়াতে খোদহাকিমীর কি অনুমোদন করা হয় নাই? এইরূপ যদি সকলেই খোদ হাকিমী করে, তাহা হইলে ত হাকিমেরা অধিকারচ্যুত হইলেন, তাঁহাদিগের ন অন্নমারা গেল।

খোদহাকিমীর অনুমোদন হউক আর না হউক বিচারপতির বিচারে ভ্রম হউক আর না হউক তাহার নির্ণয়ার্থ আমরা ব্যস্ত নহি। আমরা ব্যস্ত এই, তিনি ভ্রাতার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ব্রাহ্মণেরা ধনেপ্রাণে মারা যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বাটীর জল বাহির হইবার অন্য কোন পথ নাই। জল নির্গমের যে পথ ছিল, তাহা রুদ্ধ হইয়াছে, বাটীতে অনবরত জল বসিতেছে, ইহার মধ্যেই বাটীর অধিকাংশ লোকের পীড়া হইয়াছে। যদি এরূপ জল বসে, কেহ যে সুস্থ থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না, বাটী পড়িয়া যাইবারও সম্ভাবনা। দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া জলপথ মুক্ত করা সহজ কথা নয়। দেওয়ানী আদালতের গদাইলস্করী চাল। অল্প দিনে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় না। দেওয়ানী আদালতের মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনিষ্পত্তি হইবার সম্ভাবনা! মাজিষ্ট্রেট কি একবার এ বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন না? দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রাজার পরম ধর্ম্ম। যে রাজা এই কর্ত্তব্যটী বুঝিতে পারেন, সেই রাজার রাজ্যেই আমাদের বাস। যে রাজা এই কর্ত্তব্য বুঝিতে না পারেন, তাঁহার রাজ্যে আমাদের বাস নহে। শিষ্ট ও দুর্ব্বল ব্রাহ্মণদিগের এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার কি কোন পথ হইবে না? ব্রাহ্মণেরা যে দুর্ব্বল, চিরকালের জলপথ বন্ধ হওয়াতেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা" রাজাই দুর্ব্বলের বল। দুর্ব্বলের উপরে কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, যে গবর্ণমেণ্টের এই নীতি, সেই গবর্ণমেণ্টের অবয়বভূত রাজপুরুষেরা কি দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার-সংবাদ শুনিয়া সুস্থির ও নীরব হইয়া থাকিবেন? মাজিষ্ট্রেট যদি এই সময়ে এক দিন হঠাৎ যাইয়া উপস্থিত হন, স্বচক্ষে ব্রাহ্মণদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া যাইতে পারেন। মকদ্দমার কাগজ পত্র তলব করিয়া দেখাও কর্ত্তব্য। তিনি যদি উপেক্ষা করেন, কমিসনর উপেক্ষা করিবেন এরূপ বোধ হয় না। কমিসনর যদি উপেক্ষা করেন, আমাদের ন্যায়বান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কোন ক্রমেই উপেক্ষা করিবেন না। তিনি বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানে আছেন, তিনি সকল বিষয়ের দায়ী।

গত সপ্তাহে আমরা সাক্ষীর দুর্দ্দশা বলিয়া যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম, এই প্রসঙ্গে তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইয়াছে। আমরা যে জলপথ

---

(১) তথা দানধর্ম্মে। স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগফলঃ স্মৃতঃ। নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিবিত্তাৎ কথঞ্চন।

উপভোগোঽপি ন সূক্ষ্মবস্ত্রপরিধানাদিনা কিন্তু স্বশরীরধারণেন পত্যুরুপকারকত্বাৎ দেহধারণোচিতোপভোগমাত্রমনুমতং এবঞ্চ ভর্ত্তুরৌর্দ্ধদেহিকক্রিয়াদ্যর্থং দানাদিকমপ্যনুমতং। অতএব নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুরিত্যপহারশব্দ ধনস্বামিন্যুপযোগে লক্ষিত।

অতঃ পত্নী দুহিতরশ্চৈবাদিনা যে পূর্ব্বপূর্ব্বাভাবে পরভূতাধিকারিণোনির্দ্দিষ্টাস্তে যথা পত্ন্যধিকারপ্রাগভাবে গৃহ্নন্তি তথা তদধিকারাধ্বংসে পত্ন্যা অধিকারপ্রধ্বংসেঽপি ভোগাবশিষ্টং ধনং গৃহ্নন্তি। তথাচ অধিকারধ্বংসে মরণবৎ পাতিত্যমপি নিমিত্তং তচ্চ পুনঃ পুনর্ব্যভিচারাদেব।

ন ভোগমাত্রমেব বিবক্ষিতং। কিন্তু পতিতত্বরহিতত্বঞ্চ তাদৃশক্ষয়াতি ব্যভিচারহেতুত্বাৎ। দায়ভাগঃ।

[illegible] পক্ষের কথা কহিলাম। [illegible] মারপীট হইয়াছিল। যিনি মারপীট মকদ্দমার বাদী হন, তাঁহার বয়ঃক্রম বাষট্টি বৎসর। [illegible] ২৮ বৎসর বয়স্ক তাঁহার একটী পুত্র [illegible] মারিয়া ফেলিল, এই চীৎকার শুনিয়া [illegible] আসিয়াছিলেন। [illegible] সহকারী ছিলেন না। [illegible] ৭। ৮ জন ছিলেন। [illegible] মার খাইবার সম্ভাবনা, [illegible] বুঝিতে পারিতেছেন। [illegible] এ মকদ্দমাটীও অগ্রাহ্য হইয়াছে। একজন সাক্ষী বলিলেন, আমি মারিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কে মারিয়াছে তাহা বলিতে পারি না! আর একজন বলিলেন আমি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, তাহা জানি না। এরূপ স্থলে বিচারপতি কাহার দণ্ড করিবেন? আমরা সাক্ষীদিগের গুণ বর্ণনাতেই শেষোক্ত বিষয়টীর প্রসঙ্গ করিলাম। এ প্রকার সাক্ষ্য দিতে [illegible] কেন? লোক [illegible] বা কেন? এটী আমাদের সমাজের শোচনীয় অবস্থা। কবে যে এ অবস্থার সংশোধন হইবে, তাহা বুঝিতে পারি না।

সাপুরের হত্যার মকদ্দমা।

উক্ত মকদ্দমার আসামীরা হাইকোর্টের বিচারে মুক্তিলাভ করিয়াছে। আমরা বধদণ্ডের প্রতিবাদী। অতএব মহাকাণ্ড মকদ্দমার যে ফাঁসী হইল না, এটী আমাদের আনন্দের বিষয় হইয়াছে। দুষ্টের যে প্রশ্রয় বাড়িল প্রকৃত হত্যাকারী যে নির্ণীত হইল না, তাহার যে দণ্ড হইল না, দণ্ডবিধানের উদ্দেশ্য যে বিফল হইল, তাহা [illegible] রাজা পাপ পুণ্যের দণ্ডী। [illegible] যে দুর্ঘটনা ঘটিল, কবীর বিচার যে [illegible] হইল, তদ্বিষয়েও আমরা [illegible] নই। [illegible] যে গোপনে নিহত হইল, কেহ [illegible] না, কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে [illegible] না, হত্যাকারীরও অনুসন্ধান হইল না, অপ[illegible] হইল না, [illegible] প্রতাপশালী [illegible] যে অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া [illegible] কাহাকে ধন্যবাদ দিব, [illegible] পারিলাম না, ইহাই [illegible] কাণ্ড হইয়া গেল, [illegible] রাজার [illegible] না।

[illegible] এমন [illegible] কাণ্ডের অভিনয় না হয়, [illegible] আমরা ত তাহার কোন উপায় [illegible] পাইতেছি না। আমরা [illegible] লোকের অনুগ্রহের তলে বাস করিতেছি। তাহারা যখন মনে করে, তখনই আমাদের প্রাণ হরণ করিতে পারে। আমরা যে আত্মরক্ষা করিব, সে উপায়ে বঞ্চিত। ইউরোপে আত্মরক্ষার্থ প্রতিবাটীতেই অন্ততঃ দুই একটী পিস্তল আছে। আমাদের এখানে বাটীতে থাকা দূরে থাকুক, প্রতি গ্রামেও পিস্তলের সহিত দেখাসাক্ষাৎ নাই। আমরা বিস্তল চালনায় অভ্যস্ত নহি, যদি মনে করি যে কাল দিন পড়িয়াছে পিস্তল চালান না হয় অভ্যাস করি কিন্তু সাহস হয় না, গবর্ণমেণ্ট এখনি রাজদ্রোহী বলিয়া কারারুদ্ধ করিবেন। পুলিষ যে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, পুলিষের সে ক্ষমতা নাই। ইহা কেবল সাপুরের হত্যা কাণ্ডে নয়, অনেক কাণ্ডে উহা সপ্রমাণ হইয়াছে। তবে আমরা কি উপায় করি? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন যম ও মানুষের অনুগ্রহ ছায়ায় বাস করিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকেও কি সেইরূপ ব্রিটিশ-সিংহের ক্রোড়ে থাকিয়াও দীনভাবে কালক্ষেপ করিতে হইবে?

আমরা সাপুরের হত্যাকাণ্ডের সহোদর আর একটী যে হত্যাব্যাপারের সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"গত ৫ ই বৈশাখ রাত্রিতে আমার বাড়ী জেলা নদীয়ার অধীন কাশিয়াডাঙ্গা গ্রামে আমার ২৩ বৎসরবয়স্ক পঞ্চম কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অস্ত্রাঘাতে কে বধ করিয়া গ্রামের মধ্যে উমেশ মন্দকের খিড়্কিতে বাঁশ ঝাড়ে ফেলিয়া দিয়াছে। সেই রাত্রে আমার তৃতীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাড়ী ছিল, রাত্রিতে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু সন্ধান পায় নাই। আকস্মিক যে বজ্রাঘাত হইবে, তাহাও তার মনে উদয় হয় নাই। পর দিন শব দেখিয়া হতবুদ্ধি। থানার হেড কনেষ্টবল আসিয়া কেবল লাস চালান ও বাদীর এজেহার লইয়াই ব্যস্ত ছিল, হত্যার কোন অনুসন্ধানই হইল না। তার পর প্রায় দেড় মাস হইল, ইন্সপেক্টর সব ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন কনেষ্টবল গ্রামে আছেন এবং পুলিষ সাহেবও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সরকারদিগকে লইয়া অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু গ্রামের লোকের চক্রান্তে অদ্যাপি কিছু করিতে পারেন নাই। হরি কলুনী নামে এক বেশ্যা এই ঘটনার সমস্ত বৃত্তান্ত জানিত। তাহাকে পুলিষ জিজ্ঞাসা করাতে সে সমস্ত বলিব বলিয়াছিল। কিন্তু হত্যাকারীরা ভয় প্রদর্শন করাতে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে একরূপ কাণ্ড অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। মহাশয়! আমরা ঈশ্বরকৃপায় দশটী ভ্রাতা দুইটী ভগিনী অক্ষত ছিলাম। পিতা মাতা পিতামহী বর্ত্তমান আছেন। মাতা পিতা পুত্রশোক বা আমরা ভ্রাতৃশোক কাহাকে বলে জানিতাম না। তেমনি একবারে বজ্রপাত হইয়াছে। সকলি আমাদের দুরদৃষ্টের ফল। মৃত ভ্রাতা প্রায় দেড় বৎসর অনেক প্রকার পীড়া ভোগ করিয়াছিলেন। নানাপ্রকার চিকিৎসা করাইয়া তাঁহাকে সুস্থকায় করিয়া এই মানুষ যমের হস্তে দিলাম। হায়! আমাদের মত হতভাগ্য জগতে কে আছে? মৃত ভ্রাতা সন্ধ্যার সময় মাতাকে বলিয়া গেল যে মা আমি অদ্য ভাত খাইব না, দুধ রাখ, আসিয়া খাইব, ভাই আর আসিয়া দুধ খাইল না। মাতার শোক দেখিয়া বাড়ীতে তিষ্ঠিবার যো নাই।" ইত্যাদি।

শ্রীবনয়ারিলাল সিংহ।

আমরা ক্ষোভ করিয়া যা বলি, কিন্তু বড় বিপদ দেখিতেছি। হত্যার পুর্ব্বে রক্ষার উপায় নাই, হত্যার পরও যে হত্যাকারির দণ্ড হইয়া হত্যার উদ্যত অপর ব্যক্তির ভয় জন্মিয়া হত্যা ব্যাপারের শান্তি হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নয়। অতএব আপাততঃ অন্ততঃ অনুকল্পগোছের একটী মুষ্টিযোগ করা উচিত। আপাততঃ এই নিয়ম করা হউক, যে পুলিষের অধীনে হত্যা হইবে, তত্রত্য পুলিষ কর্ম্মচারিদিগকে অন্ততঃ তিন বৎসরের নিমিত্ত সেই গ্রাম রক্ষার ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে। আমাদের সংস্কার এই, পুলিষ সবিশেষ সতর্ক থাকিলে হত্যা দস্যুতা প্রভৃতি শোচনীয় কাণ্ড ঘটিবার সম্ভাবনা নহে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটী নূতন আয়দ্বার!

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনাকাঙ্ক্ষিত আকস্মিক একটী আয়দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। বোধ হয়, পাঠকগণের স্মরণ আছে, গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে তিন কোটি তের লক্ষ টাকা ঋণগ্রহণার্থী হইয়া একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কিন্তু এত লোক ঋণদানার্থী হইয়াছেন ও এত টাকা ঋণ দানের প্রস্তাব করা হইয়াছে যে শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। লোকে ১৬২২৪৯১০০ টাকা ঋণ দিতে উদ্যত হইয়াছে। ঋণদানার্থ লোকের আগ্রহ এত যে শতকরা ৩৵০ টাকা ধরাট (প্রিমিয়ম) দিয়াছে ও দিতে চাহিয়াছে। মানুষের যখন পড়্তা পড়ে, তখন এইরূপই হয়। এমন সময়ও দেখা গিয়াছে গবর্ণমেণ্ট ঋণের নিমিত্ত অতিশয় লালায়িত, যত টাকা ঋণগ্রহণার্থ বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, তাহার সমুদয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন এমনি পড়্তা যে এক গুণ প্রার্থনায় প্রায় নয় গুণ অধিক ঋণ দানের যাচক উপস্থিত!

এটী কি নূতন মরিসম্প্রদায়ের উপরে লোকের

বিশ্বাসের ফল ? অথবা সাধু সদাশয় মারকুইস রিপনের রাজ্যাভিষেকের ফল ? ধার্ম্মিক সাধু মহৎ লোকের জন্ম অথবা পদ লাভের কালে নানাপ্রকার শুভ চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া থাকে। রামচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন নৈসর্গিক পদার্থসকলও নানা শুভ লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল। ইহাতে এই একটী বিষয় জানা যাইতেছে, লোকের টাকার বড় সচ্ছল। বাঙ্গলা দেশে কতকগুলি অলস অকর্ম্মণ্য লোকে অনন্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হউক আর শাক ভাত খাইয়া মরুক, পৃথিবীতে কিন্তু টাকা ধরে না।

আলাত পালাত কথা যাউক, আমরা যে নিমিত্ত এ প্রস্তাবটীর অবতারণা করিয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। উল্লিখিত শতকরা ৩৷৹ টাকা প্রিমিয়মে গবর্ণমেণ্টের ১০। ১১ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। এ বড় মন্দ উপায় নয়! মাঝে মাঝে যদি দুই একবার এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, অনেকগুলি টাকা সংগ্রহ হইতে পারে, নূতন নূতন কর করিয়া প্রজাকে উদ্বেজিত করার কারণও অনেক কমিয়া আইসে। আমরা এটী একটী নূতন আবিষ্কার দেখিতেছি। প্রজার নিকট হইতে নূতন কর-গ্রহণ-প্রণালীর উদ্ভাবন অপেক্ষা এটী বড় সহজ পথ! এ টাকা আদায় করিতে টাকা খরচ করিতে হয় না, কোন কষ্ট পাইতেও হয় না। লোকে ঘরের টাকা লইয়া গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে দিয়া যায়! ইহার তুল্য সুখের আয় কি আর আছে? প্রজার নিকটে নূতন কর লইতে গেলেই তাহারা বিরক্ত হয়, রক্তারক্তি করিয়া টাকা আদায় করিতে হয় এবং আয়ের মধ্য হইতে আদায়ের খরচা টাকা বাদ দিতে হয়। এ আয়ে সে সকল উৎপাত নাই!

পার্লিয়ামেণ্ট সভা ও নূতন সভ্যের শপথ করিবার রীতি।

নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় যে কেমন উদারাশয়, দুটী কার্য্যের দ্বারা তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এক, রোমানকাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী মারকুইস রিপনকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল করা হইয়াছে। প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী গবর্ণমেণ্টের ও মন্ত্রিসম্প্রদায়ের এ কার্য্য নিতান্ত উদারতার কার্য্য সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়, নরদামটনের লোকেরা ব্রাডলা নামক এক ব্যক্তিকে আপনাদিগের প্রতিনিধি করিয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভার অন্যতর সভ্য পদে বিনিয়োজিত করিয়াছে। ব্রাডলা নাস্তিক। শপথ করিবার প্রস্তাবে তিনি অসম্মত হইয়াছিলেন। এ বারের ইউরোপীয় সমাচারে পাঠে জানা গেল, পার্লিয়ামেণ্ট সভা এই স্থির করিয়াছেন তাঁহাকে শপথ করিতে হইবে না, তিনি অঙ্গীকার করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

মন্ত্রিসম্প্রদায়ের মনে যদি কোন প্রকার কুসংস্কার থাকিত, তাঁহারা কখনই নাস্তিককে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় স্থান দান করিতেন না। “উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং।” যাঁহাদের চরিত্র উদার হয়, পৃথিবীর যাবতীয় লোকেই তাঁহাদের আত্মীয়। গ্লাডষ্টোন সাহেবের অধিষ্ঠিত মন্ত্রিসম্প্রদায় উদারচরিত বলিয়া নাস্তিক ও কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী কেহই তাঁহাদের পর নন। তাঁহারা প্রোটেষ্টাণ্ট, কাথলিক ও নাস্তিক সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেছেন।

রাজনীতির পর্য্যালোচনা সম্বন্ধে নাস্তিকতা বিশেষ বাধা জন্মাইতে পারে না। ব্রাডলা যখন একটি প্রদেশবাসী বহুসংখ্যক লোকের মনোনীত হইয়াছেন, তখন তাঁহাতে পদার্থ আছে সন্দেহ নাই। তিনি যদি নিজ গুণে ও ক্ষমতায় নিয়োগকর্ত্তৃগণের উপকার সাধন করিতে পারেন, তাঁহার নাস্তিকতায় ক্ষতি হইতেছে না।

আমরা দেখিতেছি ব্রডলাকে সভ্য করাতে একটী মহান পরিবর্ত্ত ঘটিয়া উঠিতেছে। যিনি পার্লিয়ামেণ্ট সভার নূতন সভ্য হইবেন, তাঁহাকে শপথ করিতে হইবে, এই নিয়ম থাকাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, নাস্তিককে পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য করা নিয়মকর্ত্তাদিগের অভিপ্রেত নয়। সে অভিপ্রেত হইলে তাঁহারা কখন শপথ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিতেন না। আজ ব্রাডলা সেই নিয়মমূলে আঘাত করিলেন। অতএব এখন আর বিড়ম্বনাময় শপথ করিবার রীতি রাখা উচিত নয়। ঐ রীতিটী এক কালে বিলুপ্ত করা কর্ত্তব্য। ঐ রীতি অবিলুপ্ত থাকিলে ইংরাজ জাতির একটী মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে। ইউরোপ খণ্ডে সম্প্রতি যে নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ঐ বিধি দ্বারা তাহাকে উত্তরোত্তর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। ব্রডলা যে পথ প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে নাস্তিক সভ্যেরা অতঃপর শপথ বিষয়ে অনম্মতি প্রদর্শনে সঙ্কোচ করিবেন না। এখন যেমন নাস্তিক সভ্যেরা গুপ্তভাবে আছেন, তখন আর তাঁহারা সে ভাবে থাকিবেন না। [illegible] পার্লিয়ামেণ্টের [illegible] নাস্তিকসংখ্যা স্পষ্ট জানিতে পারিবে। [illegible] য়ামেণ্টসভায় অধিকসংখ্যক নাস্তিক প্রবেশ করি[illegible], সাধারণে ইহা প্রচার হইলে পর ইংরাজ [illegible] রুচি ক্রমেই বিকৃত হইয়া উঠিবে সন্দেহ [illegible]। একটী প্রধান জাতির পক্ষে সে প্রকার [illegible] মহা অনিষ্টের কারণ, সে বিষয়েও সং[illegible]। তবে যদি শপথ করিবার রীতি না থাকে, তাহা হইলে সভ্যগণের মধ্যে কে নাস্তিক কে বা নাস্তিক নয়, তাহা জানিবার কারণ থাকিবে না। তাহা হইলে আমরা ইংরাজ জাতির রুচি বিকারের যে আশঙ্কা করিতেছি, সে আশঙ্কারও অবসর থাকিবে না।

ম্যাঞ্চেষ্টরের প্রতারণা।

ম্যাঞ্চেষ্টর কেবল কাপড়ের বাজার শস্তা করিতেছেন না, প্রতারণার বাজারও বিলক্ষণ শস্তা করিয়া তুলিতেছেন। ক্রমেই ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকগণের জুয়াচুরী প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা বড় লোক, তাঁহারাই যখন জুয়াচুরী আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়িরা যে জুয়াচুরী শিক্ষা করিবে, সে বিষয়ে কি সংশয় আছে? প্রতারণা শিক্ষা ও ক্রমে দেশব্যাপিনী হইয়া উঠে দেখিতে পাই। যে ব্যবসায় করিতে যাইবে, সেই প্রতারণা করিবে, এত বড় আপদ! প্রতারণা ব্যতিরেকে কি ব্যবসায় চলে না? পূর্ব্বে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসাদারদের প্রতারণাকাণ্ড দেখিয়া আমরা বিস্ময়ান্বিত হইতাম, ভাবিতাম, ইহাদের ব্যবসায় কিরূপে চলে? কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টর আমাদের সে বিস্ময় দুচাইয়া ও ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দিলেন! আমরা কেন এ সকল কথা কহিতেছি, তাহা পাঠক শুনুন।

সিন্ধু পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ের ট্রাফিক এজেণ্ট লিখিয়াছেন,--

“সম্প্রতি অমৃতসরের প্রধান প্রধান বণিকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। অমৃতসর বস্ত্র ব্যবসায়ের একটী প্রধান স্থান। এইখান হইতে পঞ্জাব ও কাবুল প্রভৃতি পার্শ্বস্থ দেশে বস্ত্র নীত হইয়া থাকে। এখানকার বণিকেরা আমায় বলিয়াছেন যে, প্রতিমাসেই বিলাতী বস্ত্রের ক্রেতা কমিয়া আসিতেছে। পঞ্জাবে ও সীমার অপর পার্শ্বস্থ প্রদেশে লোকে দেশীয় বস্ত্র অধিক মনোনীত করে। বণিকেরা বলিলেন, যদি বিলাতী কাপড়ের পাগড়ী ও কোমরবন্ধ থাকে, আর এক পসলা বৃষ্টি হইয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গে মাড় লাগিয়া যায়।”

ম্যাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র সম্বন্ধে “সোণা কড়াই কাণা” এ কথা বলিলে অধিক বলা হয় না। পাটের টানা ও সুতার পড়েন, তাহার উপর ভয়ানক মাড়। এই ও ম্যাঞ্চেষ্টর-কাপড়ের উপকরণ, সুতরাং ঐ বস্ত্রের উপরে যে লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? জিনিস যত মন্দ, মূল্য তত অল্প [illegible]। ম্যাঞ্চেষ্টরের কাপড় এক্ষণে যে মূল্যে বিক্রীত [illegible] থাকে, উহা যে উপাদানে নির্ম্মিত, তদপেক্ষা [illegible] অল্প মূল্য হওয়া উচিত। মূল্য [illegible] যে, সামগ্রী মন্দ করা হয় ও প্রতারণার [illegible] করা হয়, এটী বড় দুঃখের বিষয়। [illegible]

নিশ্চিত বঙ্গে এ প্রকার গর্হিত আচরণ করা হয় না। যেখানে তাঁত চলিতেছে, সেইখানেই ব্যবসায় ভাল হইতেছে। তাঁতের কাপড় [illegible] টেকসই হয়, তাহাতে অধিক মাড় [illegible] নাই। অনেকে ম্যাঞ্চেষ্টরের [illegible] দিবার জন্য এ কথা ম্যাঞ্চেষ্টরের [illegible] তুলিয়াছিলেন; কিন্তু [illegible] তাহাদের [illegible] কর্ণপাতও করেন নাই। এখন [illegible] হইয়াছে, ম্যাঞ্চেষ্টর ভদ্র লোকে যে [illegible] সৎপথে থাকিয়া ব্যবসায় চালাই[illegible] নাই। এক জন অতিসচ্চরিত্র কার[illegible] চারি পাঁচ জন বড় বড় খদ্দে খরিদদার [illegible] এক দিন একজন আসিয়া বলিল, মহাশয় [illegible] কম মূল্যের কতকগুলি কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন? এই কথা বলিয়া একটী নমুনা [illegible] নমুনা দেখিবামাত্র কারখানাওয়ালা বলিলেন, এ কাপড়ে ভাঁটান দেওয়া হইয়াছে। অতএব এ প্রকার কাপড় আমরা প্রস্তুত করিতে পারি না। করিলে আমাদের ব্যবসায়ের নিন্দা হইবে। তাহাতে [illegible] দুর্ব্বল, আমার এইরূপ বস্ত্রের নিতান্ত [illegible] আমি [illegible] পাইয়াছি, ইহার না [illegible] চলিবে না। যদি আপনি আমাকে সরল [illegible] বস্ত্র না দিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার [illegible] প্রকারে আমার কারবার চলে? অতএব আপনি বেশ বিবেচনা করিয়া দেখুন। আপনি এক [illegible] করিতে পারেন, মার্কা বদলাইয়া দিতে [illegible] তাহা হইলে কেহ [illegible] পাইবে না। [illegible] না পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি আর আপনার সহিত কারবার করিতে পারিব না। [illegible] কারখানাওয়ালা তাঁহাকে ছাড়িতে পারিলেন না, তাঁহাকে [illegible] দিয়া মন্দ কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিতে [illegible] মার্কার একটী অক্ষর [illegible] কারখানা-[illegible] বলিয়াছিলেন, যখনি ঐ [illegible] আমার [illegible] পড়িত, তখনই আমার মন কেমন করিত। আমার মনে হইত, [illegible] আমা [illegible]

[illegible] প্রভাবে ম্যাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র [illegible] হইয়া [illegible] তাহাদের স্থান [illegible] ম্যাঞ্চেষ্টরের [illegible] হইতেছে। [illegible] কাপড় কিনেন [illegible] দীর্ঘ কাল-স্থায়ী হয় না। [illegible] আবার নূতন কাপড় কিনিতে হয়। যখন পঞ্জাবী ও কাবুলীরা বিলাতী কাপড়ের দোষ বুঝিতে পারিয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়া বিলাতী বস্ত্র ক্রয় ত্যাগ করিতেছেন, তখন সুবুদ্ধি বাঙ্গালী যে কেন এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতেছেন না, আমরা তাহা বুঝিতেছি না।

এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের প্রশ্ন এই, তাঁহারা ম্যাঞ্চেষ্টরের প্রতারণা নিবারণের কোন উপায় করিবেন কি না? এ নিমিত্ত একটী নূতন আইন করা উচিত। একদিকে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যা-শিক্ষার উপায় বিস্তার করিয়া লোককে সচ্চরিত্র করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, ওদিকে ম্যাঞ্চেষ্টার প্রতারণার শিক্ষা দিতেছেন। প্রতারণা-শিক্ষাদান যদি নিবারিত না হয়, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাদান-পদ্ধতি কি ফলোপধায়িনী হইবে?

বিবিধ সংবাদ।

শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাকান্ত দত্ত কলিকাতাস্থ ছাত্র ও কর্ম্মচারিগণের বাসসৌকর্য্যার্থে হিন্দুনিবাস নামে এক আশ্রম খুলিয়াছেন। ঠিকানা ১৫ নং সিদ্ধেশ্বরচন্দ্রের লেন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। যিনি যেরূপ টাকা দিবেন, তদনুসারে তাঁহার আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইবে। মাসিক ২০।১২।১১ তিন প্রকার টাকা লইবার ব্যবস্থা আছে। যিনি মাসিক কুড়ি টাকা দিবেন, তিনি প্রত্যহ এক পোয়া মাংস পাইবেন।

বোম্বাইয়ের নূতন গবর্ণর দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাবর্গকে খাজনা হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। সার রিচার্ড টেম্পল যদি এরূপ করিতেন অনেক কষ্ট নিবারণ হইত।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও নিরুক্ত বিদ্যা অধ্যাপনের জন্য এক জন মাত্র অধ্যাপক ছিলেন। একণে সংস্কৃত অধ্যাপনার জন্য স্বতন্ত্র অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। পারসী হিন্দুস্থানী ও তামিল অধ্যাপনার জন্য বার্ষিক ৮০০ পাউণ্ড বেতনে এক এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন।

ডাকবিভাগ আপীল ছাপাইবার খরচ কমাইয়া দিয়াছেন। হাইকোর্টে আপীলের প্রতি পত্র ছাপাইতে পূর্ব্বে ২ টাকা লাগিত এখন ১।০ পাঁচ সিকা লাগিবে। অর্থিপ্রত্যর্থিগণ এই নিয়মে বিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

গবর্ণমেণ্ট সোনাপুর হইতে মগরা পর্যন্ত একটী রেল খুলিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার বিস্তার ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। সম্প্রতি উহা মগরাহাট পর্য্যন্ত যাইয়াই স্থগিত থাকিবে। পরিণামে ইহা ডায়মণ্ডহারবর পর্য্যন্ত যাইতে পারে। ইহার নাম সোনাপুর মগরা ষ্টেট রেলওয়ে হইবে।

সার জন ষ্ট্রাচি বর্ত্তমান পদ ত্যাগ করিবেন এবং হয় ত রাজকর্ম্ম হইতে অপসৃত হইবেন। এরূপ জনরব।

নিউজরসি নামক স্থানের এক গর্ত্তের মধ্যে এক প্রকাণ্ড সর্পের অস্থি পাওয়া গিয়াছে। অধ্যাপক লকউড অনুমান করিয়াছেন, উহার দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট ছিল। অস্থির গায়ে যে দন্তের দাগ আছে তাহাতে বোধ হয় উহার মৃতদেহ মৎস্যগণ আহার করিয়াছিল। পূর্ব্বে আর একটী সর্পাস্থি দৃষ্ট হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ৮০ ফুট।

চীনে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন হইতেছে। উসাঙ ও টেক দুর্গের সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে এবং নিউ-চোয়াঙে একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছে। উহার উদ্দেশ্য এই যে নদীমুখে শত্রুরা সহজে না উপস্থিত হইতে পারে। চীনেরা লিবেডিয়ায় সন্ধিপত্র মঞ্জুর না করায় যে গোলযোগ ঘটিয়াছে তাহা যে অল্পে অল্পে মিটিয়া যাইবে সে সম্ভাবনা নাই। চীনে একণে যাঁহারা পদস্থ, তাঁহারা বিদেশীয়দিগের উপর অত্যন্ত চটা। চংহৌ রুশিয়ায় চীনের দূত ছিলেন। তিনি একণে কারাগারে আছেন, জনরব যে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে কিন্তু তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাহ হইয়া থাকিতে হইবে। মেসনে নামক ইংরাজ চীনের অভ্যন্তরভাগে ভ্রমণ করিতে যাওয়ায় তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন। চীনেরা যখনই বিদেশীয়দিগের সহিত কলহ করিয়াছেন, তখনই দণ্ড হইয়াছেন, ইহাতেও তাঁহাদের চৈতন্য হইল না।

আমরা শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত ভাগবতত্ত্বকৌমুদীর ষষ্ঠ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাগবত যে প্রকার কঠিন গ্রন্থ, ঈশান বাবু সরল পদ্যে তাহার যেরূপ অনুবাদ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তাঁহার প্রণীত পদ্যগুলি সরলতা অংশে কাশীদাসের সমান, কিন্তু তাঁহার পদ্যের বিশেষ গুণ এই যে তিনি মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুগত করিয়া অনুবাদ করিতেছেন, পক্ষান্তরে, কাশীদাস লোকের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছিলেন। ভাগবত আমাদের দেশের একটী অপূর্ব্ব পদার্থ। যাঁহার সংস্কৃতে অধিকার নাই, অথচ ভাগবতখানি সম্পূর্ণরূপে জানিবার ইচ্ছা আছে, তিনি ভাগবততত্ত্বকৌমুদীর সাহায্য গ্রহণ করুন। বিদ্যোৎসাহীদিগের উৎসাহ দানগুণে যদি ভাগবত

তত্ত্বকৌমুদী সমাপ্ত হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ১২ ই জুন। গজনী হইতে সংবাদ আসিয়াছে তথায় বিস্তর লোক একত্র হইতেছে।

লাগারস্থ শিবিরে কতকগুলি দেশীয় লোক সামগ্রী লইয়া যাইতেছিল বৃহস্পতিবার শত্রুরা তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া দ্রব্য সামগ্রী লইয়া গিয়াছে।

সি বেবা ও জগদলকের মধ্যস্থলে দস্যুরা একত্র হইয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার স্বর্ণ অপহরণ করিয়া লইয়াগিয়াছে।

কাবুল ১৩ ই জুন। আবদুল রহমানের সহিত সন্ধি করিতে যত বিলম্ব হইতেছে ততই শত্রুরা ভীষণ হইয়া উঠিতেছে। সাফিরা পঞ্চমের নদী পার হইয়া কোহিস্থানে গিয়াছে। উত্তর দেশবাসী গিল জাই জাতি কাবুল ও গণ্ডামকের মধ্য স্থানে একত্র হইতেছে। উহারা আবার যুদ্ধার্থ প্রোৎসাহিত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে আবদুল রহমানের আদেশক্রমেই এই সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে। শীঘ্রই যদি সন্ধি স্থাপন করা না হয়, তাহা হইলে সর্দ্দার নানাপ্রকার উপদ্রব করিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাহার উদ্যোগও করিতেছেন।

জেনেরল গফের অধীনস্থ সৈন্যগণ কন্দা লগমান নামক স্থানে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন।

কাবুল ১৩ ই জুন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জেনারল চারলস গফের সৈন্যগণ লগমান যাইবে না উহারা সেরপুরের উত্তরবর্ত্তী সমতল ভূখণ্ডে থাকিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অপেক্ষা করিবে। বোধ হয় কোহিস্থানীদিগের অবাধ্যতাই এইরূপ করিবার হেতু।

মীর বাচা অনেক হত্যা করিতেছেন, তিনি জোজামীর নামক দুর্গ আক্রমণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাঁহারা চারিজন কুটবকে হত্যা করেন। ১৪ বৎসরের এক বালককে দারুণ আঘাত করা হইয়াছিল, পরদিন তাহার প্রাণ সংহার করা হইয়াছে। ইংরাজেরা শুনিয়া পাছে শাস্তি দেন এই ভয়ে মীর বাচা আপন পরিবার পাঞ্জশির দুর্গে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ব্রিটিশ সৈন্য উপস্থিত হইলে হইতেই যাহাতে পলায়ন করিতে পারেন তাহার উদ্যোগ করিতেছেন।

আবদুল রহমান কি করিবেন এ বিষয়ে অনেক প্রকার [illegible] উঠিতেছে কেহ বলিতেছে তিনি ইংরাজদিগের [illegible] বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য সরদারদের [illegible] পত্র লিখিতেছেন। [illegible] প্রত্যাগমনে [illegible] শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

জেনরল [illegible] সৈন্য জেলালাবাদে প্রত্যাগত [illegible] উহাদিগকে ইহারা বিল ক্ষণ শাস্তি [illegible] দিয়াছে।

কাবুল ১৮ [illegible]। গত কল্য আবদুল রহমানের নিকট এ [illegible] প্রেরিত হইয়াছে ও তাহার নিকট সন্ধিপত্রের সমস্ত সর্ত্ত পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া এক পত্র দেওয়া হইয়াছে। পত্রের মর্ম্ম এই যে সরদার যদি এই সকল সরতে আবদ্ধ হইতে চান ইংরাজ হস্তে আমীরত্ব লাভ করিতে পারিবেন নচেৎ তাঁহাকে স্বাধীনভাবে আমীর হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধও করিতে হইবে।

চারিদিক হইতে যত সংবাদ আসিতেছে তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে সর্দ্দার ভয় দেখাইয়া ভাল সরতে সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি সর্দ্দারদিগকে পত্র লিখিতেছেন তাহার ভাবার্থ তোমরা সশস্ত্রে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাক যে পর্য্যন্ত আমার শিবির তোমাদের শিবির সমূহমধ্যে সন্নিবেশিত না হয় ততদিন কোন কাজ করিও না। ঈশ্বরের লোকদিগকে কষ্ট দিও না। আবার কতকগুলি দুর্দ্দান্ত সরদার তাহাকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য যে সকল পত্র লিখিয়াছিল সে সকল পত্র জেনারল গফের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আবদুলার খাঁ তাই সমস্ত থাকুক কাবুলে আমাদের অনেক সৈন্য আছে। তিনি যতই কেন করুন না আমাদের কিছুই করিতে পারিবেন না।

আফজল খাঁ নামক একজন দস্যুর নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে আবদুল রহমান খানাবাদ হইতে কাবুল যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে সহস্র পদাতি ও সহস্র অশ্বারোহী এবং ১২ টা পর্ব্বতী কামান আছে।

এক অভ্যাগত সৈন্য লইয়া আসাতে বোধ হইতেছে যে তিনি সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত আছেন। কারণ কথা ছিল যে সন্ধি করিতে হইলে অধিক সৈন্য লইয়া আসিবেন না।

গবর্ণমেণ্টের শেষ প্রস্তাব লইয়া যে দূত যাইতেছে সে ২০ এ সরদারের নিকট পৌঁছিবে। যদি তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত না হন তাহা হইলে হয় আয়ুব খাঁকে আমীর করিতে হইবে, না হয় যাকুব খাঁকে পুনরাহ্বান করিতে হইবে। ইতিমধ্যে সৈন্যগণ প্রস্থানের উদ্যোগ হইতেছে। উত্তর অঞ্চল সমূহের গোলযোগে কোন ভয় নাই।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল [illegible] ঘোষ—কলিকাতা	৫॥০
" " গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ	৫।০
" " অক্ষয়কুমার সান্যাল—[illegible]	[illegible]
" " গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বারুইপুর	[illegible]
" " মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় কলপাইগুড়ি	[illegible]
" " নবীনচন্দ্র গোস্বামী কলিকাতা	৫।০
" " [illegible] ঐ	৫।০
" " [illegible] মিত্র—[illegible]	১০
" " [illegible] মল্লিক—মেদিনীপুর	৫
" " মহেন্দ্রনাথ হালদার ঐ	৬
" " জানকীবল্লভ সেন—[illegible]	[illegible]
শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ চৌধুরী জমিদার যশোহর	১০
" " জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য—রাজপুর	১৩
" " শ্রীরাম পালিত—কলিকাতা	৫॥
" মিস রায়—বীরভূম	৩।০

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১২ ই জুন। গত রাত্রিতে ষ্টেট সেক্রেটারি কমন্স হাউসে বলিয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে হঠাৎ কাবুল হইতে সৈন্য উঠাইয়া আনিবার পরামর্শ অথবা তাহার জন্য কোন দিনস্থির করিয়া দেওয়া হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন রাজকার্য্য সম্বন্ধে এরূপ অসঙ্গত আদেশ দেওয়াই অসম্ভব।

বার্লিনের কনফরেন্স সভা গ্রীকদিগের সীমা সংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত এক কমিশন প্রেরণ করিবেন।

এম, চ্যালিমেল ল্যাকর ফরাসীদিগের লণ্ডনস্থ দূত হইলেন।

কর্ণেল গর্ডন তাঁহার চীন দেশে গমনের যে কারণ প্রদর্শন করেন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের তাহা মনোনীত হয় নাই। তিনি চীন সৈন্যদিগের সৈনাপত্য গ্রহণে অভিলাষী নহেন। রুষের সহিত চীনের বিবাদের যে মীমাংসা হইয়াছে তাহার শেষ করিয়া দেওয়াই তাঁহার চীন গমনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

লর্ড সভায় কর্ণেল [illegible] কালে লর্ড সালিসবরি বলিয়াছেন, গ্লাডষ্টোনের হস্তে সংক্রান্ত পত্র সালিসবরি অতিরিক্ত লিখিতার প্রকাশ হইয়াছে। লর্ড বিকন্স ফিল্ড বলিয়াছেন, এই পত্র দ্বারা ইউরোপের শান্তির মহান অনিষ্ট ঘটিবে।

লণ্ডন ১৪ ই জুন। কতকগুলি ফরাসী [illegible] দিগ একত্র হইয়া প্যারিসে টাকা চাঁদা করিতেছেন।

ইউরোপের রাজাদিগের দূতগণ একত্র হইয়া সুলতানকে মণ্টিনিগ্রোর গোলযোগ মীমাংসা করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন এবং [illegible] আর্ম্মেনিয়া শাসন সংক্রান্ত নিয়মের সংশোধন করিতে বলিয়াছেন।

লণ্ডন ১[illegible] জুন। গত রাত্রে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আপন প্রস্তাব উঠাইয়া লইলেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৫ ই জুন। তুর্কির [illegible] ইউরোপীয় রাজগণের দূতগণকে বলিয়াছেন বার্লিন কনফরেন্সে যে সকল [illegible] [illegible] তুর্কি অনুমোদিত করিয়া [illegible] [illegible] কনফরেন্সে তুর্কিকে আহ্বান [illegible] নাই।

লণ্ডন ১৬ ই জুন। [illegible] বর্ণার্ড ফোর্থাইরের [illegible] [illegible] হই রাছেন।

দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা মধ্যে সাম্প্রদায়িকতামূলক দ্বেষভাব ছিল না, এটী নিতান্ত প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট এত উদার বক্তৃতা প্রত্যাশা করা যায় না। হরিসভা উক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু শুনিলাম এ জন্য তাঁহাদের বিলক্ষণ অর্থাভাব আছে। এটী যাহাতে দূর হয় তদুপায় শীঘ্র অবলম্বন করা উচিত। বিদ্যাপ্রচারক বা ধর্ম্মপ্রচারকদের সাহায্যার্থে প্রচুর না হউক আবশ্যকমত একটী ফণ্ড রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা উপযুক্ত লোক এত দূরদেশে আসিবেন কেন? এবং যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের সম্মান কেবল বাক্যে নয় কিন্তু অর্থ দ্বারা না করিলে চলিবে না। আমরা কুড়ে ভট্টাচার্য্যদের সাহায্যের কথা বলি না, কিন্তু যাঁহা দ্বারা সভা উপকৃত হইবেন, তাঁহাদের উচিতমত সম্মান রক্ষা না করা বিধেয় নয়। এ বিষয়ে মুখ্য সভাদিগের দৃষ্টি রাখা বিধেয়। বিশেষতঃ উপাধিধারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা কোন সভা দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া অর্থ দ্বারা শেষে পূজিত না হইলে আপনাদিগকে অপমানিত মনে করেন। এ জন্য তাঁহাদের বিদায়ের বন্দোবস্ত অগ্রে চাই।

শ্যামাগাছি।

দুর্গাপুর গ্রামে একজন কৈবর্ত্ত অপর একজন স্বজাতীয়ের সহিত জমির সীমা লইয়া বচসা করিয়া তাহাকে এক আঘাতে হত্যা করিয়াছে। হুগলির সেসন জজ সাহেবের বিচারে হত্যাকারীর চারি মাস কাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস ও চল্লিশ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

২। [illegible] গ্রামের একজন কুম্ভকারজাতীয় স্ত্রীলোক অহিফেন সেবনে প্রাণ পরিত্যাগ করে। ঐ স্ত্রীলোকটীর পুত্র উপপত্নী লইয়া থাকিত। উপপত্নীর সহিত মাতার বচসা হওয়াতে সেই দুর্বৃত্ত পুত্র মাতাকে অনেক গালাগালি ও অপমান করে। মাতা সেই দুঃখে প্রাণ পরিত্যাগ করে। স্ত্রীলোকটীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে [illegible] জানিয়াছিলেন সে অহিফেন দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু হুগলীর সিবিল সার্জ্জন [illegible] করিয়া সে বিষয়ে সন্দিহান হন। অহিফেন দ্বারা যে মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া মৃত ব্যক্তির পাকস্থলী ও যকৃৎ কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন। সেখানকার ডাক্তার মহোদয়দিগের অভিপ্রায় আমরা অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। সে যাহা হউক, ঐ দুর্বৃত্ত পুত্র মাতার মৃত্যুর কারণ হইয়া যে রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইল, ইহাই দুঃখের বিষয়!!!

৩। সিঙ্গা গ্রামের একজন কায়স্থজাতীয়া বিধবা ভ্রূণহত্যা করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। ঐ বিধবার মাতা ও ভ্রাতা আছে; তাহাদিগের এজাহারে প্রকাশ হয় যে একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকের সহিত তাহার আসক্তি ছিল। প্রতিমাসেই এইরূপ অসংখ্য ভ্রূণহত্যা হইয়া থাকে। জমিদার মহাশয়গণ ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীরা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে এই ভয়ানক পাপস্রোত রুদ্ধ করিতে পারেন। হত বিধবার মাতা ঐ যুবকের নামে অভিযোগ করিয়াছে।

৪। সিঙ্গা গ্রামের হরিনাথ বণিক উপপত্নী লইয়া বাস করিত। ঐ উপপত্নীর মাতা ত্রিবেণীতে এক বৈদ্যের বাটীতে চাকরাণী ছিল। সেই স্ত্রীলোকটী নিজ প্রভুর অলঙ্কারাদি সমেত প্রায় আট শত টাকার সম্পত্তি চুরি করিয়া নিজ কন্যার উপপতিকে দান করে। মাল সহিত তাহারা ধৃত হইয়া বিচারার্থে হুগলীতে প্রেরিত হইয়াছে।

৫। রোডসেস ফণ্ড হইতে গ্রাম্য রাস্তা সংস্কারার্থে আমরা এক শত টাকা পাইয়াছি। সংস্কার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আমাদিগের গ্রাম হইতে হাসিমপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তার অভাব আছে। আমরা অনেক দিন অবধি কর্তৃপক্ষকে জানাইতেছি। এই রাস্তাটী হইলে প্রায় দশ বার খানি গ্রামের অধিবাসীদিগের উপকার হয়। বিশেষতঃ এ প্রদেশে সিঙ্গার হাট অতি প্রসিদ্ধ। অতি দূর হইতে এই স্থানে ক্রেতা বিক্রেতা আসিয়া থাকে। উত্তরের অধিকাংশ বিক্রেতা এই পথে আসিয়া থাকে। রাস্তা না থাকাতে বর্ষাকালে তাহাদিগকে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আমরা শুনিয়াছি বলাগড় ইউনিয়নের বিস্তর টাকা উদ্বৃত্ত আছে, সেই টাকা ও রোডসেস ফণ্ডের কিয়দংশ লইয়া এই রাস্তাটী প্রস্তুত হইলে প্রদেশবাসীর বিশেষ উপকার হয় এবং হুগলী হইতে বলাগড় পুলিস ষ্টেশনে আসিবার পথ প্রায় দুই মাইল কমিয়া যায়।

৬। এক্ষণে আউশ ধান্য ও পাটের অবস্থা উত্তম। আকাশ কয়েক দিন অবধি মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে, বৃষ্টির নাম নাই। ভয়ানক গ্রীষ্ম। স্বাস্থ্য সাধারণ, [illegible]।

পীরপৈন্তী ও ভাগলপুর।

[illegible] জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭।

কিয়দ্দিবস অতীত হইল, মুঙ্গেরের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সহকারী সম্পাদক বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন ভাগলপুরে আসিয়া সনাতনধর্ম্ম ও সন্তানগণের প্রতি পিতা মাতার কর্ত্তব্য, এই দুইটী বিষয়ে হিন্দী ও বাঙ্গালাতে দুই দিবস বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমরা কার্য্যগতিকে যদিও তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে পাই নাই, তথাপি লোক পরম্পরায় অবগত হইলাম বক্তৃতা অতি হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু বালকদিগের প্রতি পিতা মাতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু লিখিবার ইচ্ছা হইতেছে। আজ কাল যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক পিতা মাতাই কিরূপে তাঁহার সন্তানটী একবিংশতি বর্ষ বয়সে মাষ্টার অব আর্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বড় চাকরী করিতে পারেন, এই বিষয়ে এত মনোনিবেশ করিয়া থাকেন যে ভুলিয়াও ক্ষণকালের জন্য সন্তানেরা শরীরের প্রতি কঠিন পরিশ্রমের প্রতি, অথবা স্বভাব ও সদসৎ সঙ্গের প্রতি দৃক্‌পাত করিতে সময় পান না। এমত অবস্থায় তাঁহার সন্তান ঐ কঠিন পরিশ্রমে অস্থিকঙ্কালময় হইয়া দুশ্চিকিৎস্য রোগে অকালে কালকবলে পতিত, না হয় অসৎ সঙ্গে পড়িয়া একটী জানোয়ার হইয়া সকল আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া থাকে। ফল কথা পিতা মাতার দোষেই অধিকাংশ বালক অধঃপাতে গিয়া থাকে। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের বাল্যকাল অবধি বিশেষ সতর্কভাবে আপনার প্রিয় সন্তানগণের প্রতি যত্ন করা ও বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

মদের ভাঁটীতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে দেখিয়া সাঁওতাল পরগণাস্থ অনেক জেলার অনেক সুশিক্ষিত লোকেরা বাঙ্গালীরাও স্বদেশের স্বজাতীয় ব্যক্তিগণের বিষম সর্ব্বনাশ প্রস্তুত করিবার চেষ্টায় আগ্রহ সহকারে মদের ভাঁটী জমা লইতেছেন। এই ভাবেই আমাদের আশা ভরসা হইল—ভারত হইতে সুরাপান উঠিবে! [illegible] হইল!! বলিতে দুঃখ হয়, [illegible] উচ্চ শ্রেণীর বি. এল, [illegible] আন্তরিক আয় [illegible]। [illegible] টাকার অধিক) [illegible] ১৮টী মদের ভাঁটী জমা লইয়াছেন। অনেক [illegible] উদ্ধার হইয়া [illegible]।

[illegible] প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিবার [illegible] আমাদের কালেক্টর [illegible] মনোযোগী হইয়া [illegible] দিয়াছিলেন। তিনি [illegible] দিয়াছিলেন, যে গাড়ীতে অতিরিক্ত বোঝাই [illegible] তাহার অধিকারীকে দণ্ড দিতে হইবে। [illegible] দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আর [illegible] কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যায় না।

১০। [illegible] দিবস হইল, ভাগলপুরে [illegible] প্রেটের নিকট পুলিসের দুই জন কনষ্টেবলের নামে একটী [illegible] মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। [illegible]

গ্রস্তোদয় সর্ব্বগ্রস্ত চন্দ্র গ্রহণং।

৯ ই আষাঢ় মঙ্গলবার চন্দ্র গ্রহণ হইবে। দিবা পরার্দ্ধ ৬ ঘণ্টা ৬ মিনিটে ঈশান কোণে স্পর্শ হইবে। রাত্রি ৭ ঘণ্টা ২২ মিনিটে নিমীলন হইবে। ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে পরমগ্রাস (অর্থাৎ গ্রহণ মধ্যকাল) হইবে। ৮ ঘণ্টা ৪ মিনিটে উন্মীলন ও ৯ ঘণ্টা ২০ মিনিটে পশ্চিমে মোক্ষ হইবে। স্থিতি ৩ ঘণ্টা ১৪ মিনিট। এই গ্রহণ কলিকাতানুসারে সাধিত হইল। দেশান্তরে ন্যূনাতিরিক্ত কালে স্পর্শ মোক্ষাদি হইবে। এই গ্রহণ আমেরিকাতে গ্রস্তাস্তরূপে স্পর্শমাত্র বোধ হইবে। আমেরিকার পশ্চিম প্রদেশাবধি ক্রমান্বয়ে পশ্চিম পশ্চিম প্রদেশে কাল ভেদে গ্রহণ দৃশ্য হইবে। আসিয়া খণ্ডে সম্পূর্ণ দৃশ্য হইবে। আফ্রিকাতেও ঐরূপ, বিলাত (লণ্ডন) নগরীতে দর্শন সন্দেহ। দিবা ভোজন নিষেধ। প্রমাণ গ্রস্তোদয়ে বিধোঃ পূর্ব্বং নাহর্ভোজনমাচরেৎ।

বিগত চৈত্রের শেষে রবি, শনি, বৃহস্পতি একত্রিত হইয়াছিলেন, ঐরূপ শকাব্দা ১৮০৩ শকের ১ লা বৈশাখ একত্রিত হইবেন, অতএব এই দুই বৎসর পৃথিবীতে নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইবে। পৃথিবীর বিকার জন্মিবে। শস্য নাশের নিমিত্ত বৃষ্টি হইবে, কত জীবজন্তু অশ্ব হস্তী প্রভৃতির অকাল মৃত্যু হইবে, রাজগণের পরস্পর যুদ্ধে সৈন্য সমূহ হইতে রক্তনদী প্রবাহিত হইতে থাকিবে। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদগণ নিশ্চয় করেন, যে আসিয়াখণ্ড জনশূন্য হইবে, ইহা অস্মদাদির সম্মত নহে, কিন্তু বর্ষা ও ঝটিকা দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা। প্রমাণ—রবিশনিবৃহস্পতীনাং মেলকে চৈকরাশৌ ভবতি বিকৃতিপৃথ্বী শস্যনাশায় বৃষ্টিঃ। হয় হস্তিজননাশঃ শোণিতদাঃ পৃথিব্যাঃ নরপতিগণচক্রে ঘোরযুদ্ধাদি ভাবঃ। ইতি সন ১২৮৭ সাল। ২১ জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীচন্দ্রনারায়ণ জ্যোতির্ব্বিদ
মেদিনীপুর।

কালীগঞ্জ।

সম্পাদক মহাশয়,—

জেলা রঙ্গপুর, সবডিবিজন গাইবান্ধার অন্তর্গত কালীগঞ্জ ও তাঁহার নিকটস্থ প্রদেশসমূহের অবস্থা আপনার এবং পাঠকবর্গের বিদিতার্থ কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সোমপ্রকাশে স্থান দিয়া চিরবাধিত করিবেন ইতি—

এই স্থান ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখানকার জলবায়ু রঙ্গপুরের ন্যায় নহে, সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভূমি এরূপ উর্ব্বরা যে সর্ব্বপ্রকার শস্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধান্য, পাট, গোধূম, সরিষা, এগুলি এ স্থানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহা ব্যতিরেকে চিনা, কাঁওন, তিল, তিসী ইক্ষুও (এদেশীয় ভাষায় কুশার) জন্মিয়া থাকে।

ইহা একটী মধ্য শ্রেণীর বাণিজ্য স্থান। এখানে কলিকাতাস্থ রিভারষ্টিম নাবিগেসন কোং ও আই জি এস এন্ কোম্পানীর ষ্টীমারঘাট অর্থাৎ ২ টী ষ্টেশন আছে। কার্য্য উপলক্ষে কয়েক জন সাহেব এখানে আছেন। নানা স্থানের মহাজন লোক দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় জন্য সময়ে সময়ে এখানে আসিয়া থাকেন। এই স্থান স্বর্গীয় ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের জমিদারী। জমিদারী কাছারী অতিথিশালা স্কুল ও বাজারের মধ্যস্থলে ৺ গোপীনাথ ও ৺ জগন্নাথদেবের মন্দির আছে।

এদেশে ভদ্রলোকের বাস অতি অল্প, তবে চাকরী উপলক্ষে কতকগুলি ভদ্রলোক এখানে আসিয়াছেন। রাজবংশী ও মুসলমান জাতি প্রধান অধিবাসী। ইহাদের আচার ব্যবহার অতি জঘন্য। পুরুষদের প্রায় নেংটি পরা (অর্থাৎ কৌপীন পরিধান) পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পরিবার বর্গের মধ্যে লজ্জা বোধ করে না। স্ত্রীলোকেরা বস্ত্র পরিধান করে, কিন্তু স্থানে স্থানে ইতর জাতির অধিকাংশই স্নান সময়ে নদীতীরে বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া উলঙ্গ হইয়া স্নানকার্য্য সমাধানান্তে পুনরায় বস্ত্র পরিধান করে। আত্মীয় ও পরিচিত ভিন্ন অপর লোক দেখিলে লজ্জিতা হয় না। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই কাম ক্রোধ রিপু দ্বয় অতি প্রবল।

নানাপ্রকার ব্যবসায় ও চাষ দ্বারা চাসারা কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, কিন্তু অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া সঞ্চিত ধন কোন রকম বিরোধসূত্র পাইলেই মকদ্দমা ইত্যাদিতে অকাতরে ব্যয় করিয়া থাকে।

স্থানে স্থানে গোপ জাতির বসতি আছে। উহারা বিষ্ণু মন্ত্রে উপাসক, প্রকাশ করে যে আমরা নন্দ ঘোষ-বংশ সম্ভূত, উহারা এক গৃহে একশত লোকেরও অধিক বাস করে। ঐ গৃহের মধ্যে ৫। ৬ হস্ত অন্তরে এক একটী বেড়া দিয়া কক্ষ ও [illegible] করিয়া লয়। ঐ এক এক অংশ এক একটী গৃহস্থের। তন্মধ্যে পিতা মাতা পুত্র কন্যা স্ত্রী ও অভ্যাগত ব্যক্তি সহ বাস করে। ইহাদের পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অতিশয় পরিশ্রমী; কিন্তু নির্লজ্জ, দুষ্ট, কদাচারী। অনেকেই তাহার এরূপ কলহপ্রিয় যে, বিবাদ উপস্থিত হইলে তিন দিবস অতিবাহিত না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। প্রথম দিবস কলহ আরম্ভ করিয়া যখন ক্লান্ত হয়, তখন গৃহ মধ্যে ধামা বা ঝুড়ী চাপা দিয়া রাখে। পর দিন অবসর ক্রমে উক্ত চাপা খুলিয়া কলহকে বাহির করিয়া পুনরায় কলহে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ সচরাচর ঘটিয়া থাকে। তিন দিবসে কলহের শেষ না হইলে সপ্তম দিবসে সমাপ্ত করে। কিন্তু গোয়ালাদের একটী মহৎ গুণ এই যে, অন্য লোকে স্বজাতীয় কাহার উপর উপদ্রব করিলে সকলে ঐকমত্যে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির উদ্ধার সাধন করে। তাহাকে অবহেলা করে না।

কিয়দ্দিবস অতীত হইল এখানে কোন ভদ্রলোকের বাসায় এক ব্যক্তি আপন স্ত্রীসহ দাস দাসী নিযুক্ত হয়; কিছু দিন পরে উক্ত ভদ্রলোক দাসীকে নানাপ্রকার প্রলোভন বাক্যে বশীভূত করিয়া তাহাকে আপন স্বামী পরিত্যাগ করিতে কহেন এবং ভৃত্যকে পরিত্যাগ করেন। দাসীও প্রভুর বাক্যানুসারে স্বামী পরিত্যাগ করে, পরে ভৃত্য স্ত্রী পাইবার আশয়ে গাইবান্ধার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট অভিযোগ করাতে দাসী স্বামীর নিকটে থাকিতে অস্বীকার করে এবং এই কথা বলে যে স্বামী তাহাকে নানাপ্রকার কষ্ট দেয়। এরূপ প্রমাণ দেওয়ায় মকদ্দমা ডিস্‌মিস হইয়া যায়। পরে ঐ ভদ্রলোকের কোন আত্মীয় ব্যক্তি ভৃত্যকে পথিমধ্যে প্রহার করিয়া আদালতের বিচারে দণ্ডনীয় হন। তথাপি তিনি নিজ সৌজন্য প্রকাশ করিয়া দাসীকে দাস হস্তে অর্পণ করেন নাই।

বশংবদ—
শ্রী—

লার্ড রাইপন।

([illegible] জেনারল)

কতদিন পরে আজ ভারত গগনে।
উদিল সুখের রবি বিমল কিরণে॥
এতকাল ভারতেরে,
ছিল দুঃখ তম ঘেরে,
সে দুঃখ নাশিতে আজ সুখ দিবাকর।
লার্ড রাইপন বেশে উদিল সত্বর॥
নানা দুঃখ কষ্ট সয়ে,
ভারত কাতর হয়ে,
ভাসিতেছে দুঃখ নীরে মলিন বদনে।
ভারতের দুঃখ কেহ হেরে না নয়নে॥
এস এস রাইপন,
করি তুমি পোষণ,
ভারত-যশের ভাগী হও হে সুজন।
গাউক তোমার গুণ আনন্দে সকলে।

দুর্ভিক্ষে পীড়িত হয়ে কত নরগণ।
অকালে কালের ঘরে করিছে গমন॥
আবার অন্যায় করে,
প্রাণ জয় কর করে,
লইতেছে ভারতের শোণিত শুষিয়া।
দুঃখের সমুদ্রে সবে রয়েছে ডুবিয়া॥
কাবুল সমর পুনঃ
গাহে লিটনের গুণ,
চরিত্র হৃদয়ে মাঝে উজ্জ্বল হইয়া,
কখন ভারতবাসী যাবে না ভুলিয়া॥
লিটন ভারতবর্ষে,
আসিয়া মনের হর্ষে,
চলিল বিমল কীর্ত্তি রাখিয়া ভারতে।
রহিবে এ কীর্ত্তি আঁকা প্রতি হৃদয়েতে॥

সকলে শুনিয়া তব শুভ আগমন।
আনন্দ সাগর নীরে হয়েছে মগন॥
সবে করিয়াছে আশ,
পূরাবে মনোভিলাষ,
ভারত বদনে তুমি পদার্পণ করি।
লবে ভারতের সব শোক দুঃখ হরি।
ভারত সন্তানগণ
চির শোকে নিমগন,
কখন সুখের মুখ দেখিতে না পেল।
চিরকাল তাহাদের দুঃখে দিন গেল॥
মহামান্য রাইপন,
করি কৃপা বিতরণ,
ভারতের দুঃখ নাশ কর প্রাণপণ।
যশের বিমল বিভা কর বিকিরণ।

সুনিয়মে দেশ মাঝে শান্তিরে স্থাপিয়া।
সুপালনে পাল প্রজা হরষ হইয়া॥
ত্যজিয়া জনম ভূমি,
ভারতে এসেছে তুমি,
কত কষ্ট সহিতেছ যশের কারণ।
যশেতে মণ্ডিত হয়ে যেও নিকেতন॥
তোমার যশের বিভা,
কিবা নিশি কিবা দিবা,
উজ্জ্বল হইয়া থাক ভারত মাঝেতে।
[illegible] গুণ সকলে সুখেতে॥
ভারত [illegible] ভাসি,
কাঁদিতেছে দিবা নিশি,
সে দুঃখ অচিরে তুমি করিয়া মোচন।
অতুল যশের ভাগী হও [illegible]ইপন॥

শ্রীহেমচন্দ্র ঘটক
[illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

উড়িষ্যার কমিশনর এ স্মিথ সাহেব তিন মাসের বিদায় গ্রহণ করাতে ভাগলপুরের প্রতিনিধি কমিসনর সি, টি, মেটকাফ সি, এস, আই, উড়িষ্যার কমিশনরের এবং কটকের করদ মহলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

মুরশিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার এক মাসের বিদায় গ্রহণ করাতে মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণীকুমার ঘোষ মুরশিদাবাদে বদলী হইলেন। তিনি ঐ জিলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত মালদহে বদলী হইলেন।

বাবু গোবিন্দপ্রসাদ শুকুল জলপাইগুড়িতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র মেদিনীপুরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সবডেপুটী কালেক্টর মুন্সী নকরী ছোটনাগপুরে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ঐ জিলার লোহারডগায় থাকিবেন।

ছোটনাগপুরের সবডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ সোভান চাইব চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এইচ, সুইনহেন চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে বদলী হইলেন। তিনি ঐ জিলার সঙ্গ বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলু রাটরে সাঁওতাল পরগণায় বদলী হইলেন।

গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ দ্বারভাঙ্গায় বদলী হইয়াছেন। তিনি ঐ জিলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন। বাবু আশুতোষ সরকারের দ্বারভাঙ্গায় যাইবার যে আদেশ হইয়াছিল, [illegible] রহিত হইল।

দ্বারভাঙ্গার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ[illegible]ী, ২৪ পরগণায় বদলী হইলেন। তিনি এ জিলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

হাজারিবাগ জিলার অন্তর্গত পাচম্বার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি, এস, এল, জেঙ্কিন্স দ্বারভাঙ্গায় বদলী হইলেন। ঐ জিলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

দ্বারভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুরে গমন করিলেন।

ইউলিক কক্রণ পাবনা জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টর বাবু শিবনন্দনলাল রায় বি, এ, পাটনা বিভাগে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিবেন।

মুরশিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গীপুরের সবডেপুটী কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরা জেলায় ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

বাবু অটলবিহারী মৈত্র বি এল দ্বারভাঙ্গা জেলায় ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ষ্টিফন উলফৎ যদেন যে পর্য্যন্ত না অন্য হুকুম হয় চম্পারণ জিলায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ টি, ডি বেটন সাহেব এইচ বেভিরিজ সাহেবের নাবৎ অনুপস্থিতি কাল রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৫৲ টাকা। মাসিক, সাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি কর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃদ্ধ ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যাসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

শীঘ্র! নির্ভয়!! নিশ্চয়!!!

বি, এন, দাসের গনোরিয়া মিকশ্চর।

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন মেহ শ্বেতপ্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। মূল্য ২ টাকা।

৫২ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

ইহা দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, এবং শরীরে বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট করিয়া থাকে।

১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

কুষ্ঠরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বহু পরীক্ষার দ্বারা তাহা উপলব্ধি হওয়ায় অত্র অনেকগুলি ভদ্র লোকের অনুরোধে সাধারণের উপকারার্থে সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপন মুদ্রাঙ্কন করিতে বাধ্য হইলাম। মূল্য প্রতি বোতল ২ দুই টাকা।

এই ঔষধ ৪১ দিন সেবনীয়। ঔষধের মূল্যের নিয়মাবলী প্রেরণ করা যাইবে।

সাঁকারি গ্রাম
সমঙ্গা পোষ্ট আফিস } শ্রীযাদবচন্দ্র মজুমদার
জেলা বর্দ্ধমান।

উৎকৃষ্ট গীত।

মৎপ্রণীত সঙ্গীত সম্ভাব সন্দীপনীর ১ম খণ্ড প্রচার হইয়াছে। মূল্য ডাকমাসুল সমেত ।১০ আনা। দুই পয়সার ডাক টিকিটে মূল্য ৪০১ নং পটোলডাঙ্গা ষ্ট্রীট মৃজাপুর কলিকাতা বেনরজি প্রেসে বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

ঔষধ।

SIGHT PRESERVER.

১। দৃষ্টি রক্ষক নামক সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডাক মাশুলাদি ৶০।

২। প্রমেহ রোগ নূতন বা পুরাতন যে প্রকারই হউক, না কেন, জ্বালা যন্ত্রণা মূত্রাধিক্য পূয়স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ নিবারিত হইয়া নিশ্চয়ই নিঃশেষে আরোগ্য হয়। মূল্য ৪ টাকা ডাক মাশুলাদি ১ এক টাকা মাত্র।

PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA.

৩। ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতিতে মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই দংশন জনিত বিষ নিবারক মহৌষধ, রোগী ক্ষিপ্ত হইলে এমন কি জল কিম্বা আলো দেখিয়া ভীত হইলেও (হাইড্রোফোবিয়া কিম্বা ফটোফোবিয়া) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশনের পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পরিণামে কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১০ দশ টাকা ডাকমাশুল ১৷৷০।

৪। সর্ব্ব প্রকার ক্ষত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন গলিত, নারব এবং উপদংশ জনিত সর্ব্ব প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিস করিলে সর্ব্ব প্রকার চর্ম্ম রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা মাশুল ৷৶০।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, সিমলা ৫৭ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

নূতন পুস্তক। নূতন পুস্তক!!
নূতন পুস্তক!!!

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত "হিরন্ময়ী উপন্যাস ১ম খণ্ড" ১৷০; "অবসর সরোজিনী" ২য় খণ্ড ১৷০ এবং "লৌহকারাগার নাটক" ৶০ আনা কলিকাতা আলবার্ট প্রেস ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের খণ্ড অপর মাসে প্রচারিত হইয়া পাঠকগণকে উদ্বেজক করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৩ কর্ম্মা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা, ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিবা অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব একপ [illegible] করি। গ্রাহক সংখ্যা আশানুরূপ পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ৭৷০ ডাক মাশুল ১৷০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অগ্রিম মূল্য ২ এবং নয়মাস পরে অবশিষ্ট [illegible] লওয়া যাইবে।

একেবারে চারিকনে একযোগে লইলে ১৬ টাকা স্থলে ১২৷৷০ টাকায় পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস } শ্রীকালী প্রসন্ন সান্যাল।
ময়মনসিংহ। } ভারতমিহির ও [illegible]
যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
সাধু-রহস্য ও সমালোচনাদি,
মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি [illegible]
মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশ [illegible]

...হার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩৷৴০। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
২ নং বাবু নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শোভাবাজার কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই ঔষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২৲ টাকা, ডাকমাশুল ৷৶০।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ।

চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুব্যাধি সাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য	২ দুই টাকা
প্যাকিং	৵০ দুই আনা

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য	৪ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ...	৷৵ আনা।

মাতঙ্গি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার সন্ধিবাত, চৌরন্ধিবাত, কোন সন্ধি বা অঙ্গের স্পর্শ হীন, অসাধ পক্ষাঘাত এবং সন্ধি স্থানের স্ফীততা, সূচিবিদ্ধ বা অন্য কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, হস্ত পদাদির খেচুনি, আক্ষেপ ধনুষ্টঙ্ক প্রভৃতি রোগ সকলের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে এবং উক্ত যন্ত্রণা হেতু নিদ্রা বিহীন হইলে যন্ত্রণা সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

৶০ পোয়া শিশির মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৶০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
মেং রমেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" "উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার
ইহাঁরা প্রশংসা পত্র দিয়াছেন।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

যোগসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২৲ প্যাকিং ৶০।

মালতি কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, শুলমবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন হু হু করা, ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাস্য, ক্রন্দন খেঁচুনি এবং হস্তাপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১৲ প্যাকিং ৶০।

শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় যন্ত্রে ক্রিয়াবান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাসি, ঘুংড়ি, কাস, শ্বাসকাশ, রক্তোৎকাস, বক্ষঃ বেদনা, পার্শ্বশূল, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত অতি উৎকট অবস্থাপন্ন হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল ঔষধ সেবনে ক্ষয়কাস এবং যক্ষ্মাকাস ও বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ১৲ প্যাকিং ৶০।

কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়াস্তে বহু দিবসের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, স্নায়ু বিকার বা উহার নিস্তেজস্কতা সর্ব্বদা সে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎ সমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমধিক রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩৲ প্যাকিং ৶০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া

সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵ আনা। কর্ণের ঘা, পূয, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ৷০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মেড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বর্দ্ধণঃ
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

অব্যর্থ বেদনানিবারক।

এই ঔষধ লেপনে দেহের যে স্থানে যে কোন প্রকার বেদনা হউক না কেন, বুকে ব্যথা, পিঠে ঘাড়ে, কোমরে, হাতে, পায়ে, গ্রন্থিতে ব্যথা, যে কোন প্রকার ও যত দিনের বাত হউক না কেন পক্ষাঘাত, গ্রন্থিসংকোচন, শূল ব্যথা, ফোলা, সন্ধির ব্যথা, কাণের ব্যথা, শিরঃপীড়া, কাণে ব্যথা ইত্যাদিতে এই ঔষধ মহোপকারী। সহস্রাধিক প্রশংসা-পত্র দেখান যাইতে পারে। মূল্য ছোট বোতল ২ ও বড় ৪, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ডবলিউ রুড়ব এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বৰ্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১২৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল-পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ॥৵০

স্মরসুন্দরীবটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীলোক আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ॥০

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকাজন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১॥০ ডাকমাশুল ॥৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাসুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড—গরাণহাটা—কলিকাতা।

সঙ্গীত-বিদ্যা বিশারদ রাজশ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিশুদ্ধ পুস্তকগুলি বিক্রয়ের কারণ এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

	মূল্য	ডাক মাশুল
যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা	৩।০	।।০
সঙ্গীতসার	৪।০	।৵০
কণ্ঠকৌমুদী	২।।০	।০

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তির নামে মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবে। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান হয় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু

বৃন্দাবন বসাকের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র
কলিকাতা মৃজাপুর

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১২৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫।।০ টাকা ডাক মাশুল ।০

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সন্নিপাতে, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ২।।০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

পঞ্চানন্দ

রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্ণখনি গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নির্ব্বোধের নাম বোকা॥

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫, পাঁচ টাকা মাত্র; ডাক-মাশুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেণ্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪৪ রসারোড ভবানীপুর } শ্রীরাম[illegible]
[illegible]

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং "। ১১ শ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাস্থল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল ১৫ ই আষাঢ়। ইং ১৮৮০। ২৮ এ জুন। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাস্থল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই আষাঢ় সোমবার।

মারকুইস রিপনের অবলম্বনীয় পথ।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের পদে যেমন উচ্চ মান ও উচ্চ লাভ, তেমনি ইহাতে বিপদও অধিক। ইহার এক পার্শ্বে অহর্নিশ প্রবলজ্বাল অগ্নি জ্বলিতেছে, অপর পার্শ্বে অতলস্পর্শ তুষারময় হ্রদ যেন বদন ব্যাদান করিয়া আছে। যদি কিঞ্চিৎ ভ্রমপ্রমাদ ঘটে অথবা অনবধানতা হইয়া একটু পা পিছলিয়া যায়, হয় অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে, না হয় তুষারময় গভীর হ্রদে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অতএব গভীর চিন্তা ও প্রগাঢ় বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষীয় নূতন গবর্ণর জেনরলের একটী কর্ত্তব্য পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য হয়। মারকুইস রিপন ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনরল হইয়াছেন, এবং ভারতবর্ষে নূতন পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এ সময়টী বিষম সঙ্কটের সময়। পুত্র পিতার পরিত্যক্ত অতুল ঐশ্বর্য্যের নূতন অধিকারী হইলে পর যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থলুব্ধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকে তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসে এবং নানাপ্রকার মন্ত্রণা দেয়, সেইরূপ আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরল মারকুইস রিপনকে নানা শ্রেণীর মন্ত্রিগণ ঘেরিয়া বসিয়াছেন এবং নানাপ্রকার মন্ত্রণা দিতেছেন।

এ সময়ে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তিনি সকলের বাক্য শ্রবণ করুন, সার গ্রহণ করুন, কে কি ভাবে কথা কয় তাহার পরীক্ষা করুন : কিন্তু কাহারও বাক্যে তাঁহার নীত বা চালিত হওয়া উচিত নয়। তিনি একটী কর্ত্তব্য পথ বাছিয়া লউন, এবং কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সেই পথে চলিবেন এই স্থির করুন। তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

অন্য অন্য নূতন গবর্ণর জেনরলের অপেক্ষা মারকুইস রিপনের পদ অধিকতর সঙ্কটাপন্ন। তিনি রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী। পবর্ণমেণ্ট প্রটেষ্টাণ্ট। কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীকে গবর্ণর জেনরল করাতে নানা জন নানা কথা কহিতেছে। অনেকে অনেক প্রকার প্রতিবাদ করিতেছে। তিনি যাহাদিগের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন, তাহারাও একজাতীয় ও একধর্ম্মাবলম্বী নয়। এখানে নানা রঙ্গের লোক আছে। তাঁহার কি নিয়োগকর্ত্তৃপক্ষ কি নিয়োজ্যপক্ষ কোন পক্ষই সুশৃঙ্খল নহে। এই বিশৃঙ্খল উভয় পক্ষের সহিত তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইবে। অতএব তিনি এ অবস্থায় যদি একটী কর্ত্তব্যপথ স্থির করিয়া তদবলম্বন-পূর্ব্বক চলিতে না পারেন, কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। মস্তকের উপরে ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ পাত, নীচে ভীম-আবর্ত্তপূর্ণ নবীনাম্বুময় সমুদ্রের কলকল্লোল, মধ্যস্থলে পোতারূঢ় ব্যক্তি, তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, মারকুইস রিপনের অবস্থার সহিত তাহার সাদৃশ্য দিলে অসঙ্গত হয় না। এ অবস্থায় তাঁহার এক চক্ষু উন্মীলিত আর এক চক্ষু নিমীলিত, এক হস্ত উৎক্ষিপ্ত, আর এক হস্ত নিক্ষিপ্ত; এক পদ অগ্রসর, আর এক পদ সঙ্কুচিত : এ ভাবে কার্য্য করিলে চলিবে না। সরল ভাবে সার্ব্বজনিক ন্যায্য পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে।

আমাদের মনে বড় শঙ্কা হইতেছে, ভারত...

দূষিত রাজনীতিবায়ু পাছে তাঁহার প্রকৃতিস্থ সুস্থ মনকে অপ্রকৃতিস্থ ও অসুস্থ করিয়া তুলে। তাঁহাকে সকল বিষয় স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া স্বয়ং কার্য্য করিতে হইবে। [illegible] অন্যের উপর নির্ভর করিলেই প্রতারিত হইবেন।

আমরা [illegible] প্রসঙ্গ করিলাম, তাহার কয়টী [illegible] ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, মারকুইস রিপন [illegible] একটী নির্দ্দিষ্ট যুক্তির আশ্রয় করিয়া [illegible] করিতে পারিতেছেন না। নূতন [illegible] পরিত্যাগ করা যখন স্থির [illegible] নিঃস্বার্থ হইয়া তৎপরিত্যাগ [illegible] তাহা করিলেই আমরা তাঁহার একটী ন্যায্য পথ অবলম্বন করিয়া চলিবার যে প্রস্তাব [illegible], সেই প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য্য করা হইবে, [illegible] তাঁহার কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা [illegible]। কিন্তু আমরা যে প্রকার সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, তিনি নিঃস্বার্থ হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। তিনি আবদুল রহমানকে [illegible] গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ানুরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়া কাবুলের সিংহাসন প্রদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। আবদুল রহমন তাহাতে সম্মত হইতেছেন না। এটী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিড়ম্বনাময় অবস্থা। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি নিঃস্বার্থ [illegible] কার্য্য করিতেন, এ বিড়ম্বনার অবস্থা ঘটিত না। আবদুল রহমন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] অসম্মত হইতেছেন। তিনি অসম্মত হইলে অন্য এক ব্যক্তিকে সর্দারদিগের অভিমতি [illegible] নিযুক্ত করিয়া [illegible] কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিতে [illegible]। স্বার্থসম্বন্ধ [illegible] যে [illegible] সিদ্ধ হইতেছে না। [illegible] একটী [illegible] হইবে, কাবুলে এ [illegible] থাকিবেন, [illegible] ইংরাজদিগের বার্ষিক [illegible] করা [illegible] না [illegible] স্বাধীন [illegible] কোন প্রকার [illegible] অঙ্গীকারে বদ্ধ [illegible] কাবুলের [illegible] চাহিতেন না।

[illegible] গবর্ণমেণ্ট নিঃস্বার্থ ও ন্যায়পরায়ণতা [illegible] পারিতেছেন না বলিয়াই অনেক [illegible] করিতে হইতেছে। [illegible] ক্রমে কঠিন হইয়া [illegible] মারকুইস রিপনের [illegible] একটী দরবার [illegible] সর্দারদিগকে আহ্বান [illegible] উচিত এই কথা [illegible]। [illegible] সর্দ্দা-

বারি সম্মত হইবেন, তিনি কাবুলের আমীর হউন। সেই নূতন আমীর যে পর্য্যন্ত সিংহাসনে স্থির হইয়া বসিতে না পারিবেন এবং যে পর্য্যন্ত আভ্যন্তরীণ গোল যোগের শান্তি না হইবে, তাবৎ ব্রিটিশ সৈন্য তথায় থাকুক; গোলযোগের নিবৃত্তি হইলেই সৈন্য চলিয়া আসুক। এই পথে চলিলেই ন্যায়পথে চলা হইবে, তাহা হইলে সঙ্কটরূপ কণ্টক কার্য্যপথে উপস্থিত হইয়া কার্য্যের বাধা জন্মাইতে পারিবে না। কার্য্য কালে যদি রুশিয়ার শঙ্কা বা অন্য কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির বাসনা মনোমধ্যে উদিত হয়, তাহা হইলে কাবুল সম্বন্ধে অবলম্বনীয় নীতির দোষ ঘটিয়া উঠিবে। তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সহজে ও সত্বরে সঙ্কটমুক্ত হইতে পারিবেন না। কাবুল ব্যাপার হইতে নির্লিপ্ত হইতে বহুকাল অতীত হইয়া যাইবে। রুশিয়ার এক অলীক আশঙ্কা যাবতীয় অনর্থের মূল হইয়াছে। রুশ যদি বাস্তবিক কাবুল দ্বারা আপনার কোন অসৎঅভিসন্ধি সাধন করিবার মানস করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আবদুল রহমনকে হউক, আর অন্যকে হউক, দৃঢ় দুর্ভেদ্য সহস্র অঙ্গীকারবদ্ধে করিয়াও তাহার নিবারণ করিতে পারিবেন না। কাবুলীদিগকে বশ্যতা স্বীকার করান যেমন কঠিন, তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া তৎপ্রতিপালন করানও তেমনি কষ্টকর। দারুণ বন্যাবেগ যেমন বালুকাময় ভূমিকে সহজে ভগ্ন করিয়া ফেলে, কাবুলীরা তেমনি অনায়াসে বিশ্বাস ভঙ্গ করে। যাহাদের প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বাস ভঙ্গ করা সহজ কাজ, তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া রুশের উপদ্রব হইতে রক্ষা করা কি সহজ?

মারকুইস রিপন যদি এ কথা বলেন, কাবুল সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণই নিরূপণ করেন, সে বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বড় হাত নাই। [illegible] আমাদের বক্তব্য এই, নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় পুরাতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের ন্যায় দূষিত রাজনীতিরূপ নীহারজালে আচ্ছন্ন হইয়া পক্ষপাতী নয়নে অন্ধ নহেন। যদি কেহ ন্যায়পথ দেখাইয়া দেন, তাঁহারা কদাপি কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমরা জানি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক সময়ে মন্ত্রিগণকে উৎপথে লইয়া যান।

নূতন গবর্ণর জেনরলের কর্ত্তব্য পথ স্থির না হওয়াতে কেবল যে কাবুল সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিতেছে তাহা নয়, অন্য অন্য বিষয় সকলও নির্জীব জলমগ্নের ন্যায় স্থির হইয়া আছে। আমরা কোন বিষয়েই তাঁহার বাতপ্রেরিত বহ্নি ও পবনবিহারী মেঘের ন্যায় চাঞ্চল্য দেখিতেছি না। আমরা উপরে বলিয়াছি, তিনি সঙ্কটময় পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন।

কিছু দিন স্থিরভাবে তাঁহার সকল বিষয় জানা শুনা কর্ত্তব্য। অতএব তাঁহার বর্ত্তমান স্থিরভাব নিন্দনীয় নয়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র-সংক্রান্ত ৯ আইন ও লাইসেন্স টাক্স প্রভৃতি যেগুলির উন্মূলন নূতন মন্ত্রি সম্প্রদায়ের সংকল্পিত, তাহার বিষয়ে ঔদাসীন্য বা নিশ্চেষ্টতা শোভা পায় না।

এস্থলে আরও দুই একটা কথা বলিয়া মারকুইস রিপনকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত হইতেছে। রাজনীতি স্বভাবতঃ অতি পবিত্র পদার্থ, কিন্তু ভারতবর্ষের কতকগুলি সাহসহীন সঙ্কীর্ণহৃদয় রাজনীতিজ্ঞ নামধারী কাপুরুষে সেই পবিত্র রাজনীতিকে অপবিত্র করিয়া তুলিয়াছেন। ঐসকল রাজনীতিজ্ঞের আত্মম্ভরিতাই প্রধান গুণ। অন্যায় করিয়া হউক, পক্ষপাত করিয়া হউক, আর স্তোক বাক্যে হউক, এদেশীয়দিগকে দমনে রাখিয়া কার্য্য করা তাঁহারা শ্লাঘনীয় রাজনীতি মনে করেন। এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে তাঁহারা যে যে কাজ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশেই প্রায় পক্ষপাতাদির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য কথা কি, এদেশীয়দিগের বহুকালের দীর্ঘ চীৎকারের পর এদেশীয়দিগকে যে একটী উচ্চপদ দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতেও সরলতা নাই। এদেশের উচ্চপদে ভেত্রজাতীয় বলিয়া ইংরাজের যেমন অধিকার, এদেশীয়েরও তেমনি স্বত্বাধীন অধিকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সঙ্কীর্ণহৃদয় আত্মম্ভরি রাজনীতিজ্ঞেরা এ কথা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। কেবল যে বাক্যে অস্বীকার করেন তা নয়, সেই অস্বীকারের অনুরূপ কার্য্যও করিয়া থাকেন। বড় পীড়াপীড়ির পর যদি দুই একটা কার্য্য তাঁহাদের দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিমধ্য হইতে নির্গলিত হয়, তাহাও পরিণামে বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠে। সম্প্রতি এদেশীয়দিগের প্রবোধার্থ বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীলকে বাঁকুড়ার যে এডিসনাল জজ করা হইয়াছে, আমরা শুনিতেছি, সেটী নিতান্ত বিড়ম্বনাপূর্ণ হইয়াছে। সংক্ষেপে এই একটী কথা বলিলেই বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ব্রজেন্দ্রবাবু জজের কর্ত্তব্য কার্য্যসকল স্বাধীনভাবে করিতে পান না।

উপসংহারে মারকুইস রিপনের নিকটে আমাদের সানুনয় অনুরোধ এই যে তিনি উপরি বর্ণিত রাজনীতিবৎ আভাসমান অপবিত্র রাজনীতির অনুসরণ করিয়া নিজ ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার বিরুদ্ধ আচরণের পরিচয় না দেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে রাজনীতি ন্যায়নিষ্ঠ নয়, সে রাজনীতি রাজনীতিই নয়। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ উদার রাজনীতির অনুসারে চলিয়া সকল জাতি

সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করেন, এই আমাদের অভিলাষ।

মানুষের অত্যাচার নিবারণের কি কোন উপায় নাই?

অন্যায় হইল ও অত্যাচার হইল বলিয়া আমরা মিছামিছি চীৎকার করিয়া থাকি। যে প্রকার কাণ্ড দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে অন্যায় ও অত্যাচারের কোন যুগে ও কোন কালে যে নিবারণ হইবে, তাহার সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। অন্যায় ও অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি জীব জন্তুর স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, যার যেমন ক্ষমতা বলবীর্য্য ও পরাক্রম, সে তেমনি আপনার অপেক্ষা হীনবল ও হীনবীর্য্যের প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার করিয়া থাকে। বিতস্তিপ্রমাণ মৎস্যের অঙ্গুলিপ্রমাণ মৎস্যের উপরে সম্পূর্ণ দৌরাত্ম্য। এমন কি সে ক্ষুদ্র মৎস্যের বংশ ধ্বংস করে, তাহার সেই চেষ্টা। ঐরূপ পশু পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় জীবমাত্রেই স্বাপেক্ষ দুর্ব্বলজাতির উপরে যার পর নাই অত্যাচার করিয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, এই অনিষ্ট চেষ্টা ও এই হিংসা জীবজন্তুর প্রকৃতিগত। মনুষ্য জাতিও এইরূপ স্বাপেক্ষ দুর্ব্বল মনুষ্যের উপরে অনাচারণে ও অত্যাচার বিধানে বিমুখ নয়।

জগদীশ্বর মানুষকে বুদ্ধিজীবী করিয়াছেন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান দিয়াছেন, আপনার বা পরের কিসে ইষ্ট ও কিসে অনিষ্ট, তাহা বুঝিবার ও বিবেচনা করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, মানুষ অহঙ্কারে এমনি মত্ত, স্বার্থপরতায় এমনি অন্ধ যে তাহার সৎ ও কর্ত্তব্য বিবেচনা থাকিয়াও নাই। আপনার সুখ সম্পাদনার্থ অপরের দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়, অপরে যে ক্ষেত্রখানি অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার শস্য উৎপাদন করিয়া সপরিবারে জীবন ধারণ করিতেছে, আমি যদি সেখানি কাড়িয়া লই, সে সপরিবারে মারা যাইবে, স্বার্থান্ধ পুরুষের এ বিবেচনা থাকে না। এ বিবেচনা করিয়াও সে অপরের ভূমি হরণে বিরত হয় না। স্বার্থান্ধ ব্যক্তি কেবল পরস্ব গ্রহণ ও পরদার হরণ প্রভৃতি নীতি বিরুদ্ধ অনার্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ক্ষান্ত হয় না; ইতরজাতীয় জীব জন্তুর ন্যায় আপনার অপেক্ষা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগেরও প্রাণ সংহারে পরাঙ্মুখ নহে।

এস্থলে ঈশ্বরের একটী কৌশলপূর্ণ অদ্ভুত কার্য্যের উল্লেখ করা আবশ্যক হইয়াছে। তিনি জীবজন্তুকে যেমন ভয়াবহ জিঘাংসাবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তেমনি উহাদিগকে অদ্ভুত উৎপাদিকা শক্তিও দিয়াছেন। যেমন বৃক্ষাদির এক একটী ফলে বৃক্ষ জন্মিয়া লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তেমনি পশুপক্ষ্যাদিরও স্ত্রী পুরুষাদি দম্পতীর যোগে শত সহস্র স্ত্রীপুরুষ জন্মিয়া থাকে। মনুষ্য জাতিও সন্তানোৎপাদন বিষয়ে ঊষর নহে। উদ্ভিজ্জ অণ্ডজ স্বেদজ জরায়ুজ সমুদয় প্রাণী যেমন অদ্ভুত উর্ব্বর শক্তি সম্পন্ন, তেমনি ওদিকে ভয়ঙ্কর জিঘাংসাবৃত্তির অনুগৃহীত। যদি ঐ জিঘাংসাবৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে স্থানসমাবেশ হইত না। এক উদ্ভিজ্জে বা এক অণ্ডজে ক্ষিতিতল পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিত। পাঠক দেখ কি অদ্ভুত ব্যাপার। এদিকে বিচিত্র জিঘাংসাবৃত্তি, ওদিকে আশ্চর্য্য উৎপাদিকা শক্তি। ঈশ্বর উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া কেমন লীলা খেলা করিতেছেন। এখন পাঠক বুঝিতে পারিলেন, দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার প্রকৃতিসিদ্ধ। অতএব এ অত্যাচারের নিবারণ সম্ভাবিত নয়।

কিন্তু এস্থলে একটী কথা আছে। যাহাদের তর্কশক্তি নাই, ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, ইষ্টানিষ্ট চিন্তায় অধিকার নাই, যাহারা কেবল স্বাভাবিক বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা যে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করে, দুর্ব্বলকে পীড়ন করে ও দুর্ব্বলকে বিনাশ করে, তাহাতে বিস্ময় হয় না, দুঃখও হয় না। কিন্তু মানুষের হিতাহিত বিবেকশক্তি আছে, অপরকে পীড়ন করিলে যে কি কষ্ট ও অনিষ্ট হয়, মানুষ তাহা বুঝিতে পারে। এ সকল বুঝিয়াও যে মানুষ অত্যাচার করে, ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অতএবই মানুষের অত্যাচার কি নিবারিত হইবে না? আমরা এই প্রশ্ন করিতেছিলাম।

মানুষের অত্যাচার নিবারণ করিবার ক্ষমতা কার? রাজার। কিন্তু আমরা দেখিয়া হতাশ হইতেছি, অত্যাচার নিবারণে যিনি অধিকারী তিনিই অত্যাচারী। তিনিই নিজের ভোগার্থ, নিজের বিলাসার্থ, নিজের স্বেচ্ছাধীনতা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রজার উপরে সময়ে সময়ে যার পর নাই অত্যাচার করিয়া থাকেন। ব্যক্তিবিশেষ ব্যক্তিবিশেষের উপরে অত্যাচার করিলে রাজগোচর করিয়া কথঞ্চিৎ তাহার নিবারণ করা যায়, কিন্তু রাজা অত্যাচার করিলে কে তাহার নিবারণ করিবে? রাজার সৈন্য আছে, অস্ত্র শস্ত্র ও গোলাগুলি আছে, অর্থবল আছে, কেহ নিবারণ করিতে গেলে রাজা তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন, তাহার প্রাণ সংহার করিতে পারেন, গোলাগুলি দ্বারা তাহার ঘর বাড়ী উড়াইয়া দিতে পারেন, তাহাকে দ্বীপান্তরবাসে পাঠাইতে পারেন। অতএব কাহার মাথার উপর মাথা যে রাজার অত্যাচার নিবারণে সাহসী হয়?

আমরা যে আজ এ বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি তাহার কারণ এই, সমাচারপত্র পাঠে জানিলাম রাউমিলিয়ার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা তত্রত্য মুসলমানদিগের উপরে যার পর নাই অত্যাচার করিতেছে। রাউমিলিয়া তুরস্কের স্বলতানের অধিকৃত রাজ্য। তথাকার মুসলমানেরা পূর্ব্বে তত্রত্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের দুর্দশার একশেষ করিয়াছিল। স্ত্রী বালক বৃদ্ধ কাহারও উপরে অত্যাচার করিতে বিলম্ব হয় নাই। অন্য কথা কি, কাহার স্ত্রী লইয়া স্বচ্ছন্দে ঘর করিবার যো ছিল না। এখন তথায় একজন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। তিনি স্বলতানের অধীনস্থ বটেন; কিন্তু তিনি পুরুষবিরোধী [illegible] প্রবল খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের অত্যাচার নিবারণ করিতেছেন না, অথবা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা যথার্থ কথাই কহিয়াছেন "ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং" ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলেই যে দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য করিবার স্বভাব পরিবর্ত্ত হয়, তাহা হয় না। আমরা রাউমিলিয়ার অত্যাচার বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার নিমিত্তই যে কেবল আজ এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, তাহাও নয়, আমাদের সম্মুখে পার্শ্বে ও ইতস্ততঃ সর্ব্বদাই অত্যাচার ঘটিতেছে। আমরা সর্ব্বদা তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছি ও তাহার কথা শুনিতেছি। তবে আমাদের ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতাপে ও শাসন [illegible] রাউমিলিয়ার কাণ্ড এখানে অনুষ্ঠিত হইতেছে না বটে; কিন্তু যাহাঁরা কিঞ্চিৎ [illegible] সম্পন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের প্রতি [illegible] চরিতার্থ করিতে বিমুখ হইতেছেন না। [illegible] হইলে [illegible] না করিলে অত্যাচার [illegible] নিবারণ [illegible] মানুষ যদি অত্যাচার নিবৃত্ত না হয়, তবে মানুষ [illegible] এত জন কবি [illegible] মানুষে আর পশুতে আহার নিদ্রাদি বিষয়ে [illegible] বিশেষ নাই, এক ধর্ম্মই কেবল মানুষের সহিত পশুর ইতরবিশেষ করিয়া দিতেছে। "ধর্ম্মোহি [illegible] অধিকো বিশেষঃ" [illegible] তাহার আর ধর্ম্ম কি? [illegible] কেবল ইন্দ্রিয়ের [illegible] নাই [illegible] "ধর্ম্ম [illegible] বাচাবধর্ম্মস্য" [illegible] নাই যে [illegible]।

কি রাজা কি প্রজা কি রাজকর্ম্মচারী [illegible]

বিষয় বিশেষে অত্যাচারী। রাজার অত্যাচার নিবারণের যে সম্ভাবনা নাই, আমরা উপরে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু রাজা মনে করিলে রাজকর্ম্মচারী ও প্রজার অত্যাচার অনায়াসে নিবারণ করিতে পারেন। দুর্ভাগ্য [illegible], তাঁহার সে মনোযোগ নাই। [illegible] হইয়াছেই অত্যাচার [illegible] অভিভূত [illegible] না। মনু রাজাকে রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন। [illegible], রাজকর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারের [illegible] হয়। রাজশক্তি তাঁহাদের হস্তগত থাকে, তাঁহারা অনায়াসে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। অপরের সাধ্য নাই যে তাহার নিবারণে সমর্থ হন। রাজাই তাহার নিবারণ করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এক্ষণকার রাজারা সেই অত্যাচারকারী রাজকর্ম্মচারীর প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

বালক অপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধনার্থ শিক্ষালয়।

গবর্ণমেণ্ট দয়াপরবশ হইয়া বালক অপরাধীদিগের চরিত্র শোধনার্থ আলিপুরে যে শিক্ষালয় করেন, সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে।

অপরাধ করিলে রাজা অপরাধীর দণ্ডবিধান করেন, এবং অপরাধের তারতম্য অনুসারে সেই দণ্ডের তারতম্য হয়, ইহা সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপরাধীকে দণ্ড দিবার উদ্দেশ্য কি? সকলেই বলিবেন, অপরাধী যাহাতে আর সেরূপ অপরাধ না করে এবং তাহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অন্যেও তাদৃশ গর্হিত আচরণে প্রবৃত্ত না হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে সকল দেশেরই প্রাচীন শাস্ত্রে অপরাধের গুরুতর দণ্ড নির্দ্দিষ্ট দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে এদেশেও এই ব্যবহার ছিল, যে যে অঙ্গ দ্বারা অপরাধ করিত, তাহার সেই অঙ্গ একেবারে ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইত যে, সে যেন আর সেই অঙ্গ দ্বারা কোনরূপ অপরাধ করিতে না পারে। হস্ত দ্বারা অপরাধ করিলে হস্তচ্ছেদন, পদ দ্বারা অপরাধ করিলে পদচ্ছেদন, [illegible] কর্ণে তপ্তসীসক-পাতন প্রভৃতি ভয়ঙ্কর দণ্ডাদির কথা সকল দেশেই শুনিতে পাওয়া যায়। ক্রমে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গচ্ছেদ দণ্ড উঠিয়া গিয়াছে। এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডে অঙ্গচ্ছেদ দণ্ড উঠিয়া যায়। ক্রমে ইউরোপের সকল দেশেই অঙ্গচ্ছেদ দণ্ড উঠিয়া গিয়াছে। এখনও দণ্ড দিবার উদ্দেশ্য ঠিক আছে। কিন্তু এখন আর কষ্ট দিয়া অঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহার অকার্য্য নিবারণ করিতে হয় না। এখন সেই পূর্ব্বকার রীতির বদল পরিবর্ত্ত হইয়া অন্য প্রকার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন অপরাধীকে কারাগৃহে লইয়া গিয়া তাহাকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হয়। সে যত দিন কারাগারে বাস করে, ততদিন তাহাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় যে তাহার কুকর্ম্ম করিতে আর প্রবৃত্তি না থাকে। এখন দণ্ডবিধানের অর্থ চরিত্র সংশোধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব এখন আর কারাগারের সে ভীষণ ভাব নাই। আমরা দশকুমারচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে সেরূপ সঙ্কীর্ণ দূষিত বায়ুপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর অন্ধকারময় কারাগৃহের উল্লেখ দেখিতে পাই, এখন আর সেরূপ কারাগৃহ নাই। এখন বন্দীদিগের স্বাস্থ্যের ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়া কারাগৃহ নির্ম্মাণ করা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর সে বাষ্টিল নাই। যেখানে এক মাস থাকিলে আলোক দেখিবামাত্র চক্ষু ঝলসিয়া যাইত। যেখানে এক ব্যক্তি এক বৎসর কাল মধ্যে একটী ইন্দুর ভিন্ন অন্য জীবজন্তুর সাক্ষাৎ পান নাই। বায়রন বর্ণিত সিলনের কারাগারের কথা আর শুনিতে পাওয়া যায় না। যে দিন বিখ্যাত লোকহিতৈষী জন হাউয়ার্ড কারাবাসীদিগের চরিত্র সংশোধনার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়া ইউরোপের সমস্ত কারাগার পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র কারাশাসন সম্বন্ধে সুনীতির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তদবধি অপরাধীদিগকে আর ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। কারাগার সম্বন্ধে পূর্ব্বে সংস্কার ছিল যাহারা অপরাধ করে, তাহারাই লোকদ্বেষী পামর, তাহাদের বিহিত শাস্তি আবশ্যক, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; অধিক অপরাধী উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া কুকর্ম্ম করে। তাহারা কোন ব্যবসায়ের শিক্ষা পায় না, সুতরাং সুপথে থাকিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না, কাজে কাজেই তাহাদিগকে অসৎ পথ অবলম্বন করিতে হয়। এই সকল লোককে যদি শিক্ষা দেওয়া হয়, যদি ইহাদিগকে [illegible] রিশ্রম করিবার ক্ষমতা জন্মাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহারা আর অপরাধ করে না। আমরা দেখিয়াছি অনেকে কারা হইতে আসিয়া যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে। তাহাদের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

আমরা এতক্ষণ অপরাধি-সাধারণের স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু বালক অপরাধিদিগের অবস্থা ও ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। তাহাদের বালস্বভাবসুলভ বুদ্ধিচাঞ্চল্যই প্রায় কারাবাসের কারণ হয়। তাহাদের প্রকৃত শিক্ষার সময় ও তাহাদের ভবিষ্যতে গ্রাসাচ্ছাদন লাভার্থ ব্যবসায় শিক্ষার সময় এবং ভবিষ্যতে সচ্চরিত্র হইবার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করিবার সময় যদি কারাগৃহে বৃথা নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবন বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠে। অতএব কারাগৃহে তাহাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলার্থ কোন প্রকার শিক্ষা পাওয়া উচিত। তাহারা তাহা যদি না পায়, তাহা হইলে কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া আবার তাহাদের কুকর্ম্ম করিবার ও আবার কারারুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই সমস্ত প্রণিধানপূর্ব্বক ভাবিয়া গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৬ অব্দে বালক অপরাধিদিগের শিক্ষার্থ শিক্ষালয়স্বরূপ স্বতন্ত্র কারাগার স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৮৭৮ অব্দে তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সদর ও মফস্বল সকল স্থান হইতে বালক অপরাধিদিগকে আনিয়া তথায় তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উক্ত শিক্ষালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্তৃপক্ষগণের প্রতি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৭৮ অব্দে ৩০ টী মাত্র ছাত্র লইয়া শিক্ষালয় খোলা হয়। ১৮৭৯ অব্দে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৮ টী বালক হয়। এতদ্ভিন্ন আরও নয় জন বালক অপরাধী তথায় আনীত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ছয় জনের স্বভাব এত মন্দ যে তথায় তাহাদের দ্বারাও অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহাদিগকে জেলে পুনঃ প্রেরণ করা হইয়াছে। একজন পলায়ন করিয়াছে এবং একজন মরিয়া গিয়াছে আর একজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করে, তাহাদিগকে রীতিমত পারিতোষিক দেওয়া হয়। পারিতোষিকের টাকার অর্দ্ধেক বালকদিগকে দেওয়া হয়। তাহারা সেই পয়সা লইয়া খেলানা ও মিষ্টান্ন ক্রয় করে, অপর অর্দ্ধ তাহাদের নামে সেবিংস্ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়।

যেমন সদ্ব্যবহারের পারিতোষিক দেওয়া হয়, তেমনি অসদ্ব্যবহারের দণ্ডও করা হইয়া থাকে। সুখের বিষয় এই যে অপরাধগুলি প্রায়ই অতি সামান্য, বাল-স্বভাব-সুলভ অনবধানতাই তাহার কারণ। দণ্ডও সামান্যরূপ হয়। কখন মিষ্টান্ন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কখন বা কিয়ৎ ক্ষণ এক ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। বালকদিগের পড়িবার সময় তিন ঘণ্টা মাত্র। বালকদিগকে বিরাম করিবার জন্য তত যত্ন নাই। তাহারা পরিণামে যাহাতে নিজ পরিশ্রমে উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে, তদ্বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা পাওয়া হয়। উহাদিগকে নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। উক্ত শিক্ষাগৃহের যত সংস্কারকার্য্য প্রয়োজন হইয়াছিল, সে সমস্ত বালকেরা করিয়াছে। উহাদের পরিশ্রমে বাগানে এত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে যে ঐ শিক্ষাগৃহের যত

যে প্রবল হইলেই স্থানীয় স্বাধীনতার বিলোপ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে যখন দ্বিতীয় চার্লস [illegible] ছিলেন, তখন নগরগুলির [illegible] তাঁহার প্রধান কার্য্য হয়। [illegible] প্রধানতম [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] প্রবল হইয়াছে, [illegible] অধ্যক্ষ দলের সহিত বিরোধ [illegible] প্রবল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। [illegible] আমাদের [illegible] দিতে পারিতেছে না। [illegible] স্থানীয় [illegible] [illegible] সাম্রাজ্য [illegible] মিউনিসিপাল [illegible] নগরের সৃষ্টি হয় এবং সর্ব্বত্র শান্তি ও [illegible] করিতে থাকে। তখন লোকে [illegible] উৎসুক হইত, [illegible] ও [illegible] করিত। কিন্তু [illegible] হইতে লাগিল, [illegible] নগরগুলি [illegible] আরম্ভ করিল, যেখানে [illegible] শাসন [illegible] বিভক্ত হইল, [illegible] প্রয়োজন হইতে লাগিল, [illegible] স্থানীয় [illegible] স্থানীয় আয় গ্রাস করিয়া [illegible], সমস্ত অঙ্গীভূত করিতে লাগিল। ক্রমে মিউনিসিপালিটিগুলি [illegible] হইয়া উঠিল।

রোমে যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়া [illegible] শত বৎসর [illegible], আমাদের [illegible] নগরসমূহে [illegible] মধ্যে [illegible] হইয়া গেল। [illegible] সংবাদ [illegible] হইতেছে। আমাদের মিউনিসিপাল নগরসমূহেও [illegible] মধ্যে সম্পন্ন হইল। [illegible] মিউনিসিপালিটির [illegible] অঙ্কের প্রাবল্যই এ বিষয়ের [illegible] হইল। কিন্তু ইহাতেই এদেশে মিউনিসিপালিটির [illegible] স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। আমাদের দেশে [illegible] পোষণা। কতকগুলি লোক [illegible] কৃষিজীবী, আর কতকগুলি লোক [illegible] তালুকদার প্রভৃতি) পরস্পর [illegible]। আর এক দল আছেন, তাঁহারা [illegible] রাজকর্ম্মচারী। সুতরাং যে শিল্পজীবী ও ব্যবসায়জীবী লইয়া ইউরোপীয় মিউনিসিপাল নগরের বল, এখানে তাহার কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কৃষিজীবী দেশে নগরের সংখ্যা অল্প, গ্রামের সংখ্যাই অধিক হয়। গ্রামগুলির অবস্থাও মন্দ নয়। মনুর সময় অবধি এ পর্য্যন্ত গ্রামের যেমন সুব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, নগরের তেমন অবস্থা নহে। তবে রাজা যেখানে বাস করেন, তাহারই অবস্থা কেবল উৎকৃষ্ট হয়। এরূপ কৃষিপ্রধান দেশে নগর ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে গেলে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার সুনিয়ম রক্ষার প্রয়োজন হয়। রোম ও গ্রীসে যে সকল কারণে নগরের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে সকল কারণ আমাদের দেশে বিদ্যমান নাই। সুতরাং লোকের নগরের প্রতি স্নেহ জন্মাইবার প্রয়োজন হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত নাগরিক লোকের উপর নগরের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া একান্ত আবশ্যক এবং মধ্যে মধ্যে সাহায্য দান ও পরিদর্শনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মিউনিসিপাল আইন জারি হইতে না হইতেই গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটিদিগকে শোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে টাকার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতেছেন। প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আবার স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর উপস্বত্বের অংশ লাভ লালসায় ব্যগ্র ও অগ্রসর হইতেছেন। তিনি কমিটীগুলিও প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতেছেন না। প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা মিউনিসিপালিটির আয়দ্বার রুদ্ধ ও ব্যয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন। খোঁয়াড়ের টাকা মিউনিসিপালিটীর হস্ত হইতে লওয়া হইয়াছে। পারমিটের টাকাও প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের উদরসাৎ হইয়াছে। ডিস্পেন্সারিতে গবর্ণমেণ্ট যে সাহায্য দান করিতেছিলেন, তাহা ক্রমে ক্রমে বন্ধ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের বাড়ীগুলিতে যে মিউনিসিপাল আয় হইত, তাহা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তির মিউনিসিপালিটীর টাকা জলের ন্যায় বলিয়া শতকরা এক টাকা করিয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে। এতদ্ভিন্ন মিউনিসিপালিটীর আয়ের [illegible] পুলিস মহোদয় আছেন। ইহার বৃকোদর ন্যায় পুলিসের উদর অতি প্রশস্ত, অল্পে তাহা সে উদর পূর্ণ হয় না। মিউনিসিপাল আয়ের অর্দ্ধেক পুলিসের উদরসাৎ হইয়া থাকে। ইহাতে কি আর মিউনিসিপালিটীর প্রাণ থাকে? ক্রমে মিউনিসিপালিটীগুলি অন্তঃসার হইতেছে। মিউনিসিপালিটী এই সকল ব্যয় যোগাইবেন, না, নিজের স্বাস্থ্যের উপায় করিবেন? যে নিমিত্ত মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি, এই সকল কারণে অনেক স্থলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। স্বাস্থ্যের উপায়বিধান দূরে থাকুক, অনেক মিউনিসিপালিটিতে প্রকৃত প্রস্তাবে রাস্তাও নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই, ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বাস্তবিক অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে মিউনিসিপাল স্বাধীনতায় ও আয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ বিধেয় হয় না।

বিবিধ সংবাদ।

৬ ই আষাঢ় শনিবার বেলা তিনটার সময়ে বজ্রাহত হইয়া রাজপুরের একজন তিয়োর প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি আড়াপাঁচ নামক স্থানে মাছ আনিতে গিয়াছিল। যেখানে বজ্রাঘাত হয়, সেখানে আর দুই জন মনুষ্য ও দুটী গরু বিদ্যুদগ্নির আঁচ লাগিয়া মূর্চ্ছিত হয়। শুনিতেছি গরু দুটী ও মানুষ দুটী বাঁচিবে।

বিবর্স টমসন ছুটি লওয়াতে ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিশনর এচিসন সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং বার্ণার্ড সাহেব ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিশনর হইয়া যাইতেছেন।

কল্য ২৯ এ জুন লার্ড ও লেডি লিটন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবেন। প্রাতঃকালেই সিমলা হইতে যাত্রা করিবেন, ৩০ এ বেলা ৭ টার সময়ে তুণ্ডলায় উপনীত হইবেন। গোয়ালিয়র জয়পুর ও আলওয়ারের মহারাজগণের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা আছে। ২ রা জুলাই তিনি বোম্বাইতে পৌঁছিবেন। সেখানে তাঁহার প্রতি গবর্ণর জেনরলের সমুচিত সম্মাননা প্রদর্শন করা হইবে এবং তত্রত্য রাজকর্ম্মচারীরা উপস্থিত থাকিবেন। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, কলিকাতা মুসলমান সাহিত্য সভা অনধিকার চর্চ্চা করিয়াও এবং স্বজাতির ও স্বদেশাবলম্বীর প্রতি সমস্বত্বভাবতা পরিত্যাগ করিয়াও লার্ড লিটনকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে বিদ্রোহ ব্যাপারের এখনও শান্তি হয় নাই। এখনও হত্যাকাণ্ড চলিতেছে। বিদ্রোহীরা সীমার নিকটে একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের দমনার্থ অধিকসংখ্যক সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। সিলামোয় গবর্ণর শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া মান্দালয়ে নীত হইয়াছেন। শীঘ্র তাঁহার বিচার হইবে।

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতর বিচারপতি লুইস জ্যাক্সন সাহেব গত মঙ্গলবার কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন বুদ্ধিমান বিচারপতি ছিলেন।

মাহেশের সুপ্রসিদ্ধ ৺জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে এবারে ন্যূনাধিক দশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। হুগলীর [illegible] ষ্টেটর ও পুলিস

সৈর এবং শ্রীরামপুরের পুলিষের বন্দোবস্তে কোন প্রকার অত্যাচার হইতে পারে নাই।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, মদন দত্তের গলির ৫ নং বাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দাসের পুত্র বিপিনচন্দ্র দাস অহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করাতে নবীন বাবু পুলিষে সংবাদ দেন। পুত্র পুলিষ কর্ত্তৃক হাসপাতালে নীত হইয়া এপর্য্যন্ত জীবিত আছে।

আসামে একটী চাবাগানে দুই জন কুলি মাটি পোড়া খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছে। তাহারা কেন এরূপ করে, ইহার কারণ নির্ণীত হয় নাই। আমরা চাবাগানের কুলির যে দুর্দ্দশা শুনিতে পাই, তাহাতে তাহারা যে কত কষ্টেই দিনপাত করে বলিতে পারা যায় না।

আসামের কুলিচালানের রিপোর্ট পরিদর্শন কালে তথাকার চিফ কমিশনর বলিয়াছেন যে চাবাগানে যে সকল ডাক্তার আছেন, তাঁহাদের নিকট কোন খবরই পাওয়া যায় না। তাঁহারা নিদ্রা যান আর দরিদ্র কুলিগণ খাদ্যের অভাবে মাটি খাইয়া জীবনধারণ করে।

গত সপ্তাহে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। রাজসাহী ও কুচবিহারে ধান্য ও পাটের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। অন্য সকল অঞ্চলে শস্যের অবস্থা উত্তম।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, মান্দ্রাজ মিউনিসিপালিটীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কর্ম্মচারী ডবলিউ ষ্টিফেন্সন সাহেব গুইকুমারের রেসিডেণ্ট ডাক্তার সিউয়ার্ড সাহেবের নামে নালিশ করেন। নালিশের হেতু এই যে তিনি আপন ইচ্ছায় [illegible] নদীর তীরে শবদাহ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। মান্দ্রাজের ম[illegible] ষ্ট্রেট তাঁহার একশত টাকা অর্থ দণ্ড করিয়া[illegible]

বগুড়ার আসিষ্টাণ্ট জেলর এক[illegible] ইসকে অল্প বেতনে চাকর রাখেন। [illegible] তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার অগ্রজের [illegible] প্রকাশ করে যে আপনার [illegible] সাহেবের সহিত মারামারি [illegible] আটক হইয়াছে। আপনাকে ৪০০ টাকা সহ তথায় লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনি সত্বর দা[illegible]র করিতে হইবে। [illegible] বেলওয়ে যোগে কোন প্রকার শঠতা করিতে পারে নাই; শেষে বগুড়ার নিকটে আসিয়াই [illegible] সহ টাকা নোট প্রভৃতি লইয়া পলায়। সম্প্রতি [illegible] ধৃত হইয়া বিচারালয়ে অর্পিত হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে বাবু [illegible] প্রত্যাগমন করিতেছেন। আমাদের মতে [illegible] ইংলণ্ডে থাকাই উচিত। এ [illegible] এক [illegible] নিধি স্থায়িরূপে ইংলণ্ডে থাকিলে অনেক সময়ে অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে।

লর্ড রিপন সিমলায় একটী রোমান কাথলিক গির্জ্জা নির্ম্মাণের জন্য ২০০০০ টাকা দিয়াছেন। রোমান কাথলিক গবর্ণর জেনরল নিয়োগের শুভ আশু এই একটী ফল দেখা গেল।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে গত শুক্রবার আমাদের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার আশ্‌লি ইডেন সাহেব দার্জ্জিলিঙে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাস্তায় কি একটা দেখিয়া ঘোড়া ভয় পাইয়া লাফাইয়া উঠে ও অত্যন্ত বেগে ছুটিয়া যায়। সেই সময়ে ইডেন সাহেব পড়িয়া যান। তাঁহার মুখে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে।

তহবিল তছরূপাতের অপরাধে বেঙ্গুনের কমিসরিএট সারজেণ্ট গাড্লিকে সেসনে অর্পণ করা হইয়াছে। সারজেণ্ট বয়েটমানকেও সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। কোহেন সাহেব বলেন, তিনি উহাকে [illegible] বৎসর ধরিয়া প্রতি মাসে [illegible] টাকা করিয়া দিয়াছেন, [illegible] সামগ্রী দিয়াছেন আর তাহার উপর মধ্যে মধ্যে [illegible] দিয়াছেন।

ডিষ্ট্রীক্ট চারিটেবল সোসাইটীর আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক অধিক হইয়াছে। তজ্জন্য উহার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সর্ব্বসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। সোসাইটীর আয় [illegible] টাকা, ব্যয় [illegible] টাকা।

শুনা যাইতেছে [illegible] উত্তরাধিকার [illegible]

[illegible]

[illegible]

পূর্ব্বে এক টেলিগ্রাম আসিয়াছিল যে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব ও আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষার জন্য এক কমিশন বসিবে। সর রিচার্ড টেম্পল উহার অন্যতম সভ্য হইবেন। কিন্তু বোম্বে গেজেট বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে সর রিচার্ড নিজে এ কমিশনের কথা কিছুই জানেন না।

কয়েক দিবস হইল, রামপুরবোয়ালিয়ার [illegible] ঘরে [illegible] হইয়া গিয়াছে। প্রায় [illegible] টাকা অপহৃত হইয়াছে। পোষ্ট মাষ্টার [illegible] কেরাণীর নিকট আফিসের চাবি দিয়া যান। কেরাণী টাকাগুলি লোহার সিন্দুকে না রাখিয়া একটী কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখেন। তথা হইতে সমস্ত টাকা চুরী গিয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুরের মৃত মহারাজকে [illegible] প্রজারা যে কত ভক্তি করিত, [illegible] তাঁহার [illegible] তাঁহার রাজ্যে ট্রাভাঙ্কুর [illegible] প্রকাশনার্থে প্রার্থনা করিয়াছিল।

আমরা একখানি প্রেরিতপত্র পাঠে [illegible] সাবিবাসী [illegible] নীতিসংস্থাপনী নামে একটী নূতন সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুর্নীতি নিবারণ করিয়া সুনীতি সংস্থাপন করা সভার উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যটী মহৎ সন্দেহ নাই। [illegible]

[illegible] সন্দেহ নাই।

[illegible]

[illegible]

ইয়াছেন। তিনি বলেন, চন্দ্রবাবুর কোন দোষ নাই। দোষ না থাকে, আমাদের এই ইচ্ছা। শিক্ষিতদিগের কোন দোষের কথা শুনিলে আমরা অতিশয় দুঃখিত হই। পত্রপ্রেরক যদি চন্দ্রশেখর বাবুর নির্দোষতা প্রতিপাদন করিয়া আমাদের নিকটে কোন পত্র প্রেরণ করেন, আমরা আহ্লাদ সহকারে তাহা প্রচার করিব। [illegible] যেন পত্রপ্রেরকের প্রকৃত নাম [illegible] নিজ নাম অব্যক্ত রাখিয়া অথবা কল্পিত নাম প্রয়োগ করিয়া কাপুরুষতায় যেন [illegible] না দেন।

[illegible] সরকারের কোটি টাকার সম্পত্তি হইয়াছিল বলিয়া সাধারণের এই প্রবাদ [illegible] ছিল, এমন ধনী আর নাই, কিন্তু [illegible]। ইউরোপের নিম্নলিখিত [illegible] ব্যক্তি [illegible] ধনী শুনুন, ওয়েস্টমিনিষ্টরের ডিউকের বার্ষিক ৮০ লক্ষ টাকা আয়, সম্পত্তি কত [illegible], এখন পাঠক অনুমান করিয়া লউন। নেবাডার সেনেটর জোন্সের বার্ষিক আয় এক কোটি টাকা। রথস চাইল্ডের আয় দুই কোটি এবং জে ডবলিউ ম্যাকের দুই কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়।

গ্লাডষ্টোন মন্ত্রী হইয়াছেন শুনিয়া আমাদের অনেকে আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন পৃথিবী স্বর্গ হইয়া উঠিল। এখনও যদি আপনাদের চৈতন্য না হইয়া থাকে, তবে শুনুন, বিলাতে আদিমনিবাসীদিগের রক্ষার্থ যে সভা আছে, তাহার সভ্যগণ লার্ড কিম্বর্লির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই কয়টী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যে জুলুদিগের সহিত যে অন্যায় যুদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ করা হয়, সেটিওয়েকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং ট্রান্সবালে আদিম নিবাসীদিগের [illegible] উপায় করা হয়। যে কারণে গবর্ণমেণ্ট [illegible] লার্ড কিম্বর্লি [illegible] দিবেন এবং এই কথা বলিলেন, গবর্ণমেণ্ট আদিম নিবাসিদিগের মঙ্গল চিন্তা করিবেন। তাঁহাদের মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন ও [illegible] একরূপ চিন্তাস্রোতে বিলীন হইয়া থাকিবে, [illegible] তাহাদের উদ্ধার হওয়া ভার। [illegible] এই নীতি [illegible] করিবেন" আর ইহার [illegible] এরূপ, বাক্য অনাবশ্যক।

চীনের সহিত রুষের যে নূতন সন্ধি একরূপ হইয়াছে। পুরাতন সন্ধির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। রুষেরা মাঞ্চুরিয়ায় বাস [illegible] করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

মহারাজ সিন্ধিয়ার একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। তিনি পুত্রের কল্যাণার্থ পাঁচ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। এ বিষয়ে যে ব্যয় পড়িবে, তাহাতে তিনি যদি প্রজাগণের কোন স্থায়ী উপকারের কার্য্য করিতেন, তাঁহার পুত্র অধিকতর কল্যাণভাজন হইতেন। ব্রাহ্মণেরা পর দিন ভোজনের কথা ভুলিয়া যাইবেন। কিন্তু স্থায়ী উপকার করিলে অন্ততঃ দুই তিন পুরুষ মনে থাকিত।

এই প্রকার জনরব লার্ড লিটন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলি করিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়া লইয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার কিছুই অর্থ সঙ্গতি নাই।

কলের গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া সময়ে সময়ে গুরুতর অনিষ্ট হয়। সুইডেনের ডালষ্টম নামে এক এক ব্যক্তি এই অনিষ্ট নিবারণের উদ্দেশে এক প্রকার কলের উদ্ভাবন করিয়াছেন। গাড়ি যখন চলিতে থাকিবে, ঐ তারযোগে সংবাদ আদান প্রদান চলিবে।

লণ্ডনের প্রসিদ্ধ টাইম্‌স পত্রের অধ্যক্ষেরা এই বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টায় আছেন, পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যেরা যেমন বক্তৃতা করিবেন, টেলিফোঁ যন্ত্র যোগে কম্পোজিটরেরা টাইম্‌স আফিসে বসিয়া অমনি কম্পোজ করিতে থাকিবে।

ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল ঘোষের কৃত বঙ্গীয় পারিবারিক চিকিৎসা গ্রন্থখানি গৃহস্থদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছে। ইহাতে ঔষধের যে প্রকার ব্যবস্থা পরিমাণ সহ লিখিত হইয়াছে, ডাক্তারের সাহায্য ব্যতিরেকেও গৃহস্থ তাহা দেখিয়া ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। ইহার আর একটী বিশেষ গুণ এই, বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত পরীক্ষিত ঔষধেরও ব্যবস্থা ইহাতে লিখিত হইয়াছে। এ প্রকার সহজ ভাষায় ব্যবস্থাগুলি লিখিত হইয়াছে, যাহাদের সামান্য লেখা পড়া জ্ঞান আছে, তাঁহারাও বুঝিতে পারেন।

লীড়সের মাজিষ্ট্রেটের নিকট জন ডলষ্টম নামে একজন কুস্তিগিরের নামে নালিশ হয় যে সে ইলিজা ফেণ্টন নামক একজনকে কামানের গোলা মারিয়াছে। ডলষ্টম লাটী খেলা, কামানের গোলা ধরা প্রভৃতি কার্য্য প্রদর্শন করিয়া বেড়ায়। এক দিবস সে এই বাজী রাখে যে, "যে কামানের গোলা ধরিতে পারিবে, তাহাকে ৫০ পাউণ্ড বক্‌সিস দিব।" তিন জন লোক ধরিবে বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের মধ্যে একজন ইলিজা ফেণ্টন। কামান ঠিক বরাবর হইলে ফেণ্টন কামানের ছয় গজ অন্তরে দাঁড়াইল। কামান ছোড়া হইল। দুর্ভাগ্য ক্রমে কামানের গোলা ফেণ্টনের মাথায় লাগিল। ফেণ্টন গুড়ি মারিয়া সরিয়া গেল। প্রথম বোধ হইয়াছিল যে তাহার বড় লাগে নাই তাহার পর দেখা গেল যে মাথার খুলি কাটিয়া গিয়াছে। মকদ্দামায় প্রকাশ হইল যে ডলষ্টম পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া কামানের গোলা ধরিতেছে কিন্তু কখন কোন দুর্ঘটনা হয় নাই।

লিপজিকের বক সাহেব বলিয়াছেন, যাহারা অত্যন্ত কাফি ও চা খায়, তাহাদের পাকস্থলীতে অসামরিক দুর্ব্বলতা ও স্বভাবের বিকার উপস্থিত হয়।

২৪ এ জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত বৃষ্টির ও শস্যের যে সংবাদ প্রচার হইয়াছে, তাহা এই:—

রাজপুতানা মধ্য ভারতবর্ষ ও বোম্বাইর উত্তরাংশ ভিন্ন ভারতবর্ষের আর সমুদায় স্থানেই বৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্জাব, লাহোর, রাউলপিণ্ডি, জলন্ধর ও অম্বালার প্রায় এক ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। আলাহাবাদ, বারাণসী, বেরিলি ও মশুরিতে মধ্যম প্রকার বৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য ভারতবর্ষের মধ্যে ইন্দোরে কিঞ্চিন্ন্যূন এক ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। বেরারের সকল স্থানেই বৃষ্টি হইয়াছে।

চীনে ও রুশে ত বিলক্ষণ সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। আমরা মনে করিয়াছিলাম, অহিফেণ চীনদিগের উৎসাহ, অধ্যবসায় ও শ্রম-শক্তি ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহা করে নাই। সম্প্রতি যে একখানি পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে, তাহাদের শরীরস্থ পদার্থ সকল অহিফেণে এক কালে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। তাহারা নানাপ্রকার উদ্যোগ করিতেছে। ব্রহ্মরাজের নিকটও দূত প্রেরণ করিয়াছে। "স্বয় অসিদ্ধঃ পরান কথং সাধয়তি।" ব্রহ্মরাজ স্বয়ং অসিদ্ধ, তিনি পরকে কিরূপে সিদ্ধ করিবেন। তাঁহার রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ বহ্নি জ্বলিতেছে।

কেবল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত ব্যয় দোষে দূষিত নন, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টেরও তের লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছে। মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি ট্রেজারিতে যে টাকা জমা রাখিবেন, তাঁহাদিগকে শতকরা এক টাকা করিয়া দিতে হইবে। এ ত মন্দ কৌতুক নয়। যাহারা টাকা জমা রাখে কোথায় তাহারা সুদ পাইবে, তাহা না হইয়া তাহাদের ঠোকন দেওয়া? ইহাকেই কি বলে কাজির বিচার?

নাস্তিক ব্রাডলকে লইয়া ইংলণ্ডে তুমুল গোলযোগ বাঁধিল দেখিতেছি। কমন্স সভা তাঁহাকে সভ্যের আসনে বসিতে দেন নাই। তিনি কথা না শুনাতে তাঁহাকে রুদ্ধ করা হইয়াছে। ওদিকে সর হেনরি ড্রমণ্ড উলফ প্রভৃতি যে সকল সভ্য ব্রাডলার পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য পদ গ্রহণের বাধা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাণ সংহারের ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

রাজমহলে মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

মিস্থর্যার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি ডিক্রিদার।

বং

মিশেল ই, আর ম্যাসিক সাহেবা দেনাদার।

নীচের লিখিত জমীদারি, পত্তনি, ও জোত সম্পত্তির অবিভক্ত ৷৵০ আনা অংশে দেনাদারের যে স্বত্ব সম্পর্ক ও লভ্য আছে তাহা বৃহস্পতিবার সন ১৮৮০ সালের ৫ ই আগষ্ট তারিখে রাজমহলের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর এবং সবরডিনেট জজ আদালতে বিক্রয় হইবে। মিস্থর্যার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি যাঁহারা উক্ত সম্পত্তির অপর ।৵০ আনা অংশের স্বত্বাধিকার, এতদ্দ্বারায় জানাইতেছেন যে, যদি উপোক্ত আদালতের বিক্রয়ে উক্ত সম্পত্তির উপযুক্ত ও প্রচুর মূল্য হয় তাহা হইলে নিলাম ক্রেতা এ মূল্যের হারানুসারে মূল্য প্রদানে অপর ।৵০ অংশ লইতে পারিবেন। মিস্থর্যার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি উপরুক্ত মতে সম্পত্তি বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত আছেন।

এ বিক্রয়ে ধনাঢ্য মহাত্মাগণকে আহ্বান করা যাইতেছে।

তালিকার নম্বর।	তৌজির নম্বর।	কালেক্টরির নাম।	মহলের নাম।	জমির পরিমাণ।	সদর জমা।
			জমীদারি		
২৫	৫৪৪	মালদহ	কবিশপুর বিসনপুর	১৪৮৭/০	৩৭৮৮/০
২৮	৪৯৮	ঐ	দবি দিয়াড়া ঝাউবোনা	৪২৪০/০	৬৬২৮/৯
২৯	১১৬	নয়াদুমকা	ওয়াকেক নিমগাছী উধুয়া	৩৩৩১/০	২৯৭৷৵৩
৩০	১২০	ঐ	তরফ পলাসগাছী	২১২৬০/০	} ৮০৫।৶২
	ঐ	ঐ	তরফ সিরশী গোবিন্দপুর	১২২৫/০	
৩১	১২৮	ঐ	মৌজে দাহুটোলা	৯৮৯৪/০	৩২৭৷০
৩২	১৪১	ঐ	তরফ লক্ষ্মীপুর	৬৯৮/০	২২।৶০
৩৩	১৪৩	ঐ	তরফ লক্ষ্মীপুর	[illegible]	২৮/০
			পত্তনি		
৩৪	৪৩	পুরনিয়া	তরফ ধরমপুর মোদাফত	১১৬৩/০	অন্যান্য মহলের সামিলে থাকায় কর দিতে হয় না
৩৮	১৬৪৪০১	নয়াদুমকা	মৌজে শুকপাড়া ও আমানতবন্দবস্তী শুকপাড়া	২৪৮০/০	৬৬১৶৩
৩৯		ঐ	মৌজে পাতড়া ও চলকর পাতড়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাইগীর ও জোত	৫৬৬১/০	১০০১

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিবরণ জানিবার প্রয়োজন হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

জি এস, পাইকপ
রাজমহল।
৫ ই আগষ্ট। ১৮৮০ অব্দ।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ১৭ ই জুন। ব্রিগেডিয়ার গফ, পগম্যান উপত্যকার অভিমুখে যাইতেছেন। ক্রমেই গ্রীষ্ম বৃদ্ধি হইতেছে।

কাবুল ১৮ ই জুন। সেনাপতি হীলের অধীনস্থ সৈন্যগণ কাবুলের দিকে যাইতেছে। এই স্থির করা হইয়াছে, যত সৈন্য পাওয়া যাইবে, সব কাবুলের দিকে পাঠান হইবে। সেনাপতি হীল কন্দাহার বাদে যাইবেন। শেষে খুর্দকাবুলে সেনানিবেশ করিবেন। ঐ স্থানে থাকিলে টেরাসের রাস্তা, লাতাবন্দের রাস্তা ও কিলাকাজি রক্ষা করিতে পারিবেন। সেনাপতি চারলস গফ গত রাত্রিতে কিলা গোলাম হাইদরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। তথা হইতে পগম্যান উপত্যকাস্থ বেগধাটের প্রায় ৪ মাইল পর যাইবেন। এ প্রকার জনরব মোল্লা আবদুল গোফুর ও বাহাদুর খাঁর অধীনস্থ অধিকসংখ্যক সৈন্য গাউরেজে গিয়াছে। ঐ স্থান হইতে আক্রমণ করিবে, এই তাহাদের অভিপ্রায়। গজনীর গবর্ণর আলম খাঁকে ওয়ারদেকেরা বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। আবদুল রহমন দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছেন, তাহার নিশ্চিত সংবাদ আসিয়াছে।

চরেরা ১৮ ই এই সংবাদ কাবুলে আনয়ন করে। যে সকল লোক ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা শিবিরের কয়েক মাইল দূরে একটী গ্রামে শস্য ও বারুদ প্রভৃতি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। ঐ সংবাদ পাইবার পর একদল সৈন্য তথায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা এক শত মণ শস্য এবং কতকগুলি বারুদ আনিয়াছে।

কাবুল ১৯ এ জুন। চারি দিক হইতে যে প্রকার সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে বোধ হয় মধ্য আসিয়ায় মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। চীনেরা কুল্জা ও কাসগার এই দুই স্থান হইতে উসবাক দল আক্রমণ করিয়াছে। উহারা সায়রেনের দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং তথায় বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে। রুশিয়ার যত সেনা জগবন্দ সমরকন্দ ও তুর্কিস্থানে ছিল, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছে।

আবদুল রহমন যে রুশিয়দিগের যোগে অক্সাস পার হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু রুশেরা চীনের যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়াতে আবদুল সেরপুরে আসিতে উদ্যত হইয়াছেন। যখন আলম খাঁ গজনীতে উপস্থিত হইলে হাসান খাঁ ও মহম্মদ জান তাঁহাকে সমাদর করেন নাই। মহম্মদ জান মুসাজানকে আমীর করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসুক ও উদ্যোগী। তিনি আফগানদিগকে

মুসলমানের স্বপক্ষে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত [illegible]। মুন্সী আলাম গ্রিফিন সাহেবের নামে এক পত্র পাঠান, তাহাতে [illegible] যে আমি স্বদেশে শান্তি স্থাপনের জন্য [illegible] সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মুস [illegible] এবং ইয়াকুব খাঁ [illegible] শান্তি স্থাপন সম্ভাবিত নয় [illegible] গজনী আলামর্দ্দ খাঁকে বন্দী [illegible] তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। [illegible] ছেন যে তিনি সত্বর ময়দানে [illegible] এই স্থান ও গজনীর মধ্য প্রদেশে [illegible] একত্রিত হইয়াছে। ময়দানিরা [illegible] বাস্ত আছে, সুতরাং এই নুতন [illegible] করিতে পারিতেছে না। [illegible] অভিপ্রায় এই যে, ময়দানে সৈন্য [illegible] কোহিস্থানে প্রস্থান করিবেন। কিন্তু [illegible] নাই। [illegible] সাহেব [illegible] আছেন।

[illegible] ২১ এ জুন। জেনরল [illegible] পরিত্যাগ করিয়া আসিলে আফ্রিদিদের লোকেরা [illegible] হইতে নামিয়া ইংরাজদিগের পক্ষের [illegible] হত্যা করে। ময়দানের দুইজন মল্লিকও ইংরাজদিগের প্রতি বিশ্বস্ততা [illegible] হইয়াছে। যদি হত্যাকারিদিগের দণ্ড বিধান কোন বিধান না করা হয়, তাহা হইলে মল্লিকেরা আর ইংরাজদিগের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না।

জেলালাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে [illegible] ইংরাজদিগের অনেক সহায়তা করি[illegible] জেলালাবাদের [illegible] অবরুদ্ধ করিয়াছিল, উহারা তাহাকে [illegible] দিয়াছে।

কাবুল [illegible] এ জুন। আয়েরো [illegible] নামক [illegible] ডাকাইত পদে উৎপাত করি[illegible] সঙ্গে অনেক লোক পাঠাইতে [illegible] দুইজন ডাক বাহক [illegible] লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

[illegible] নামক [illegible] আছেন, সেখানে [illegible]।

[illegible] সেখানে [illegible] হইয়াছিল, তাহারা আর সেখানে নাই।

[illegible] এ জুন, [illegible] আলাম, হাসান খাঁ, [illegible] এবং [illegible] অন্য অধিনায়কেরা [illegible] লোক লইয়া বারাকি [illegible] নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তাহাদের উদ্দেশ্য, এই স্থানের মল্লিক গবর্ণমেণ্টের স্বপক্ষ বলিয়া তাহাকে হত্যা করিবে।

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধসংবাদ।

বিদ্রোহীরা ব্রহ্ম সীমাবর্ত্তী টাগোঙমোঃ নামক স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহারা সংখ্যায় ২০০ লোক মাত্র তাহাদের সঙ্গে ২০ টী বন্দুক আছে। রাজ পক্ষে ৫০ জন লোক উহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছে, রাজপক্ষের অনেকগুলি বন্দুক বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদে-শানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

দ্বারভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রাধাশ্যাম সিংহ এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত চাঁদপুর ডিষ্ট্রীক্টের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ভুবনমোহন রায় ঐ জেলার ব্রাহ্মণ-বেড়িয়া নামক ডিবিজনের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার সদর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রজনী কুমার দত্ত চাঁদপুর ডিবিজনের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের সেসন জজ সি, ডি, ফিল্ড সাহেবকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করা হইল। তিনি হোম রেবিনিউ ও এগ্রিকলচরাল বিভাগে কর্ম্ম করিবেন।

দ্বারভাঙ্গার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর সি, এ, ডাউডল ছমাস ছাব্বিশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

সাহাবাদের প্রতিনিধি জইণ্টমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকালেক্টর এল, এচ বার্লো সাহেব দ্বারভাঙ্গার মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

নাটোরের ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট মুরাব সাহেব রঙ্গপুরের বাগডগী বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বাগডগী বিভাগের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট লিয়ন সাহেব রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোর বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি জইণ্টমাজিষ্ট্রেট গণ সাহেব রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইলেন। তথাকার মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর লিভেসে সাহেব ছুটী লইলেন।

গয়ার প্রতিনিধি জইণ্টমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকলেক্টর হাওয়ার্ড সাহেব মজঃফরপুরের মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর হইলেন। তথাকার মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর উরমস্‌লে সাহেব ছুটী লইলেন।

গয়ার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট কক্‌স সাহেব চৌদ্দ দিনের ছুটী পাইলেন।

গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর মৌলবি আহমদ কিছুদিনের জন্য ঐ জেলার নোয়াদা বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সবজজ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র বাবু কেদারেশ্বর রায়ের অনুপস্থিতিতে যশো[illegible]রের সব জজের কার্য্য করিবেন।

বাবু বিহারিলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাসের অনুপস্থিতিতে ২৪ পরগনার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইলেন। তাঁহাকে আলিপুরের কার্য্য করিতে হইবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৯ এ জুন। সার উইলফ্রড্‌লসন প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে প্রতিবেশীরা ইচ্ছা করিলে মদের দোকান উঠাইয়া দিতে পারিবেন। সে প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের অনভিমত হইলেও মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে।

লে ইলিয়াস সাহেব আবার কাসগারে যাত্রা করিতেছেন। তিনি কাসগারের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবেন এবং তথায় ইংরাজদিগের বাণিজ্যের যাহাতে সুবিধা হয় তাহা করিবেন।

গত রাত্রিতে গ্লাডষ্টোন সাহেব পালিয়ামেণ্টে বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট পক্ষপাতশূন্য হইয়া রুশিয়া ও তুর্কি সম্বন্ধে বার্লিন সন্ধি অনুসারে কার্য্য করিবেন। খ্রীষ্টান ও মুসলমানে কোন ভেদ করিবেন না।

পারিস ১৯ এ জুন—ডেপুটীদিগের চেম্বরে রাজ্য সংক্রান্ত গোলযোগ কারী বলিয়া যত অপরাধী বন্দী হইয়াছে, তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য যে প্রস্তাব হয়, তাহা মঞ্জুর হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২০ এ জুন। এক ব্যক্তি মক্কারসরিফকে হত্যা করিবার জন্য যে উদ্যোগ করিয়াছিল, তাহার উদ্যম বিফল হইয়াছে।

ডায়রবেকর নামক স্থানের দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজারা হাঙ্গাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বার্লিন ২১ এ জুন। বার্লিনস্থিত তুরস্কদূত বলিয়াছেন যে শান্তিরক্ষার জন্য তুরস্ক অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তুরস্ক এটি [illegible] শুনিবেন না। কারণ, [illegible] [illegible]দিগের পক্ষপাতী হইয়া গ্রীক রাজ্যের সীমা [illegible] তুরস্কের নিকট অনেক অধিক দাবী করিতেছেন। গ্রীকেরা যুদ্ধ সজ্জা করিতেছে এবং সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে।

লণ্ডন ২২ এ জুন। প্রধান মন্ত্রী কমন্স হাউসে বলিয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের যে টাকা ধারেন, তাহার এ বৎসরের কিস্তি দিবার বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু সে বিবেচনা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় হিসাব না দেখিলে হইতে পারে না। কিস্তী মকুব করিতে হইলে নুতন আইন করা চাহি।

ষ্টেট সেক্রেটারি কমন্স হাউসে বলিয়াছেন আবদুল রহমন যে রুশীয় কর্ম্মচারীদিগের মনস্তিবার ভাবে কাবুলাভিমুখে আগমন করিতেছেন, একপ বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

পারিস ২১ এ জুন। ডেপুটি চেম্বর সভায় গাম্বেটা সাহেব অপরাধ মার্জ্জনা ব্যবস্থার স্বপক্ষে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন।

বোম্বে ২৩ এ জুন। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া লণ্ডন হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন যে কমন্স হাউসে অহিফেনের রাজস্ব উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব লইয়া বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। পিস সাহেব যাহাতে আফিঙের ব্যবসায় ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে বলেন। সার জর্জ্জ কাম্বেল অহিফেনের ব্যবসায় যে মন্দ তাহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে অপরে ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন। লর্ড হার্টিংটন যাহাতে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিয়া যায় এমন কোন কাজে হাত দিতে সম্মত হইবেন না। ভারতবর্ষের ক্ষতি হউক, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুদ্ধ ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া কোন কাজ করিতে যাহারা চায়, তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া তিনি বলেন আগে ভারতবর্ষীয় দরিদ্র লোকদিগকে কর ভার হইতে মুক্ত কর তাহার পর অন্য কথা।

ফসেট সাহেবও প্রধান মন্ত্রী ও হার্টিংটন সাহেবের মতে অনুমোদন করেন।

লণ্ডন ২৩ এ জুন। কমন্স হাউস দুই দিন তর্ক বিতর্কের পর ব্রাডলাকে সত্য প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিবার প্রস্তাবে অসম্মত হন। ২৩০ জন মেম্বর স্বপক্ষ ও ২৭৫ জন বিপক্ষ ছিলেন। গ্লাডষ্টোন ও হার্টিংটন সত্যপ্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিবার প্রস্তাবের স্বপক্ষ ছিলেন। বিপক্ষ দল বলিতেছেন, এবিষয়ে লিবারল দলের হারি হইয়াছে।

লণ্ডন ২৪ এ জুন। মিসরের ইংরাজ কণ্ট্রোলার এ বেরিন বারিং সাহেব সার জন ষ্ট্রাচির পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের রাজস্বমন্ত্রী হইলেন। সার জন ষ্ট্রাচি পদত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩০ এ জুন। অদ্য বৈকালে ব্রাডলা সাহেব পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইয়া আপন আসন গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কমন্স হাউসের বক্তা তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলেন। তিনি তাঁহার কথা না শুনায় তাঁহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৩ এ জুন। যত দিন না আলবানিয়ার গোলযোগ মিটিয়া যায়, তত দিন মণ্টিনিগ্রো ও আলবানিয়া সম্বন্ধে যে সন্ধিবন্ধন হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করা যাহাতে না হয় তুর্কি তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

আলবানিয়ার কিয়দংশ লইয়া গ্রীসকে অর্পণ করিবার প্রস্তাবে আলবানিয়ার অধিবাসীরা সম্মত হয় নাই, বরং তাহারা ইহার বিরুদ্ধে আবেদন করিতেছে।

নিউইয়র্ক ২৪ এ জুন। প্রজাতন্ত্রসভা জেনরল হানককে আপনাদের সভাপতি ও ইংলিশ নামক এক ব্যক্তিকে সহকারী সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ জুন। গত রাত্রিতে লার্ডদিগের সভায় মৃতের সমাধি সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য তৃতীয়বার পঠিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

কমন্স সভায় ষ্টাফোর্ড নর্থ কোটের প্রস্তাব ক্রমে ব্রাডলা মুক্ত হইয়াছেন।

আলবানিয়েরা ইংলণ্ডের মধ্যস্থতা স্বীকার করে নাই। তাহাদের রাজ্যের অংশ অপরকে দিবার যে কথা হইয়াছিল, তাহারা তাহা হইতে দিবে না। তদর্থ সজ্জিত হইতেছে।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়া ও মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী—কাশিমবাজার	১০
শ্রীযুক্ত কুমার দেবীপ্রসাদ রায়—কলিকাতা	১০
সাঝিলাল শ্রীশ্রীরামনারায়ণ সিংহ দেও বাহাদুর কাশীপুর	১০
শ্রীযুক্ত জে, এ, মলেন সাহেব সিবিল সার্জ্জন চট্টগ্রাম	৪॥০
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়—বহরমপুর	১০
" " প্রতাপচন্দ্র রায় বড়ুয়া—গৌরীপুর	[illegible]
" " শ্রীনাথ সেন—বাটি	৭
" " রামচন্দ্র মৌলিক—বারাণসী	৭
" " মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক—পাথুরিয়াপাড়া	৭
" " উমাচরণ দাস—গয়া	৭।৫০
" " আদিত্যপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা	৫
" " গিরিশচন্দ্র মজুমদার—বড়বাজার	[illegible]
" " শশিভূষণ শেঠ—বড়বাজার	৬॥০
" " মোহনলাল মিশ্র—বড়বাজার	৫॥০

প্রেরিত পত্র।

ঈশ্বর।

বিগত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে "ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইবার আমাদের অধিকার আছে কি না" শীর্ষক একটী অযৌক্তিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সংপ্রোনাস্তি দুঃখিত হইলাম। যদি ঈশ্বর থাকিতেন, এবং তাহাতে বিশ্বাস যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে পত্র প্রেরকের এত কষ্ট করিয়া তাহা প্রমাণ করিতে হইত না। তাঁহার প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য এই বোধ হয় যে সংসারে কিয়ৎপরিমাণ লোকও ঈশ্বরের সত্তায় অবিশ্বাস করে। সুতরাং ঈশ্বরে বিশ্বাস স্বাভাবিক হইল না। কারণ, যাহা স্বাভাবিক, তাহা সকলের পক্ষেই সমান। সে যাহা হউক, আমরা কর্ত্তব্য বোধে ঐ অসার প্রবন্ধের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম।

বাস্তবিক ঈশ্বর অসিদ্ধ। প্রমাণ নাই বলিয়াই অসিদ্ধ। (প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ)। প্রমাণ তিন প্রকার; প্রত্যক্ষ অনুমান ও শাব্দ। প্রত্যক্ষের ত কথাই নাই। কোন বস্তুর সঙ্গে যদি অন্য বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তবে একটী দেখিলে অপর একটীকে অনুমান করা যায়। কিন্তু কোন বস্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায় নাই। অতএব অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না। "সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং"।

কথাটি বোধ হয় পরিষ্কার হইল না। আর একটুকু বুঝাইয়া বলি। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তুমি সিদ্ধান্ত কর, যে তথায় অগ্নি আছে। কেন এ সিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছ, সেই স্থানে সেই স্থানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়া। অর্থাৎ অগ্নির সহিত ধূমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া, এই নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিই অনুমানের একমাত্র কারণ। যেখানে এ সম্বন্ধ নাই, সেখানে পদার্থান্তরের অনুমিতি হইতে পারে না। এই জগতের কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে, যে তাহা হইতে ঈশ্বরানুমান করা যাইতে পারে? কিছুরই সঙ্গে নাই। তৃতীয় প্রমাণ শাব্দ। আপ্তবাক্য [illegible] আপ্তোপদেশ। বেদে ঈশ্বরের [illegible] বরং বেদে ইহাই আছে, যে [illegible] ঈশ্বরকৃত নহে। [illegible] আছে, তাহা [illegible]

ঈশ্বর কাহাকে বল? তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পাপ পুণ্যের ফল বিধাতা। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা [illegible] তবে তাঁহার [illegible] হইবে কেন? [illegible] অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই [illegible] সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন [illegible]

পাপ পুণ্যের দণ্ড বিধাতৃত্ব [illegible] যদি ঈশ্বর কর্ম্ম ফলের বিধাতা [illegible] অবশ্য কর্ম্মানুযায়ী ফলনিষ্পত্তি [illegible] শুভ ফল ও পাপের অশুভ ফল [illegible] বেন। যদি তিনি তাহা না করেন [illegible] ফলবিধান করিতে পারেন?

বিধান না করেন, তবে আত্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব। তাহা হইলে তিনি সামান্য লৌকিক [illegible] ন্যায় আত্মোপকারী এবং সুখ দুঃখের অধীন। যদি তাহা না হইয়া কর্ম্মানুযায়ী [illegible] নিষ্পত্তি করেন, তবে কেন কর্ম্মকেই [illegible] বল না? ফল নিষ্পত্তির জন্য আবার কর্ম্মের উপর ঈশ্বরানুমানের প্রয়োজন কি?

কেহ কেহ বলেন যেমন [illegible] শক্তি ও মনোবৃত্তি প্রভৃতি না [illegible] থাকে তাহাতে বিশ্বাস করে, ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ (কোন প্রমাণ না থাকিলেও) বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।" আমরা আকর্ষণ শক্তি প্রভৃতির কার্য্য দেখিয়া তাহার অনুমান করি। আর মনোবৃত্তি (স্নেহ দয়া প্রভৃতি) অনুভব করি। নৈয়ায়িকেরা বলেন যেখানে নিত্য সম্বন্ধ দেখা গিয়াছে, সেখানেই অনুমান সম্ভবে; সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনরূপ অনুমান করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর যদি অনুভবের বস্তু হইতেন, তাহা হইলে যেমন স্নেহ দয়া প্রভৃতি সকলেই একপ্রকার অনুভব করিয়া থাকে, তেমনি তাঁহাকেও একরূপ অনুভব করিত। কিন্তু ঈশ্বরকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার বলে, সুতরাং ঈশ্বর অনুভবসিদ্ধও নহেন। বিশেষতঃ উহা অপ্রত্যক্ষ। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোন প্রকারেই বিশ্বাস করা যায় না।

এস্থলে একটী কথা হইতে পারে যে, যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রকৃত হইল, তাহা হইলে এত লোকে উহাতে বিশ্বাস করে কেন? আমরা বলি কুসংস্কারাবিষ্ট মন যেমন বিভিষীকাপ্রণোদিত হইয়া জড়োপাসনা করে, সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষসঞ্চিত প্রত্যয়ে ভর করিয়া অনেক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রবৃত্তির অধিকাংশ পিতৃ কিম্বা মাতৃপক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। এ কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হইবে না। [illegible] প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন, একজনের [illegible] হইয়া তদ্বংশজাত [illegible] ইন্দ্রিয় ও মনের বিকৃতি সম্পাদন করে। সুরাপায়ীর সন্তান সুরাপায়ী না হইলেও সুরাসক্ত হয়। সেইরূপ ঈশ্বরবিষয়ক কল্পনা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ [illegible] সহজে উহা পরিত্যাগ করিতে পারি না।

ঈশ্বরে বিশ্বাস [illegible] এবং অস্বাভাবিক, তাহা [illegible] পৌরাণিকেরা মনুষ্যকে [illegible] গিয়াছিলেন, [illegible] বিষয়ক [illegible] আমাদের উল্লিখিত বাক্য [illegible] প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

শ্রীবঙ্কবিহারী দাস।

নূতন ডাকঘরের প্রার্থনা।

মহাশয়! সাধারণের কষ্ট নিবারণ জন্য এতদঞ্চলে একটী পোষ্ট আফিস বিশেষ আবশ্যক। চতুর্দ্দিকে ৮। ৯ মাইলের মধ্যে কোথাও একটী ডাকঘর নাই। এ স্থান হইতে ১০ মাইল অন্তরে থাজুরীতে একটি ডাকঘর আছে। তথা হইতে ১ জন পিয়নের দ্বারা এখানকার ১০০ টী গ্রামে পত্রাদি বিলী হয়। এতদঞ্চল বর্ষাকালে যেরূপ ভয়ঙ্কর ও রাস্তাতে যে প্রকার কর্দ্দম হয় তাহাতে এক ব্যক্তি সমস্ত দিবসে হয় ত ৩। ৪ গ্রামে পত্র বিলী করিতে পারে কি না সন্দেহ। ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন, আমরা কেমন নিয়মিত সময়ে পত্রাদি প্রাপ্ত হই। কাহারও কোন আবশ্যক চিঠি পত্রাদি পাঠাইতে হইলে বা রেজেষ্টরী করিতে হইলে নগদ পয়সা খরচ করিয়া বাহক দ্বারা প্রেরণ করিতে হয়। স্থানে স্থানে এক একটী লেটারবক্স আছে বটে; কিন্তু তাহাতে কি বিশেষ উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? যে হেতু এই সকল স্থানের জন্য এক জন ডেলিপিয়নও নিযুক্ত নাই। পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট একটী পোষ্ট আফিসের জন্য আবেদন করাতে তাঁহারা বলেন হলুদবাড়ীতে চিঠি পত্রাদির আমদানী রপ্তানী নাই এবং যখন থাজুরী পোষ্ট আফিসের আয় কম, তখন হলুদবাড়ীতে আয় অধিক হইবার কি সম্ভাবনা? তাঁহারা এই মহৎ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া বুঝিতে পারেন না যে যখন এতদঞ্চল হইতে প্রয়োজন অনুসারে বাহক দ্বারা থাজুরী, কাঁথি ও [illegible] সাধারণ ও রেজেষ্টরী পত্রাদি প্রেরিত হয়, তখন কি প্রকারে আয় স্থির করা যাইতে পারে? আমরা যতদূর জানি, তাহাতে দেখাইতে পারি [illegible] কেবল হলুদবাড়ীর লেটারবক্স হইতে মাসে [illegible] খান সাধারণ ও পাঁচ সাত খানা রেজেষ্টরি পত্র যায় এবং মাসে গড়ে প্রায় ৮০ খান পত্র আইসে।

এতদ্ভিন্ন এ স্থানে ডাকঘর হইলে চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত লোক এই স্থানেই রেজেষ্টরী প্রভৃতি করিতে আসিবে। আমরা কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আবেদন করিয়া [illegible] হওয়াতেই সংবাদপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের অভাব ও কষ্ট মোচন করিতে ত্রুটি করিবেন না এবং আপনিও অনুগ্রহ করিয়া ভবদীয় পত্রিকা পার্শ্বে আবেদনখানিকে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি।

সার্ব্বজনিক [illegible]
থাজুরী পোষ্ট
মেদনীপুর

ভবদীয় বশম্বদ
শ্রীউমাচরণ মাইতি।

সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের খণ্ড অপর মাসে প্রচারিত হইয়া পাঠকগণকে উত্যক্ত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৩ ফর্ম্মা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা, ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আশানুরূপ পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ৩৷০ ডাক মাশুল ৸০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অঙ্ক মূল্য ২ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ১৷০ লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একখানা লইলে ১৬ টাকা স্থলে ১৩॥০ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস
ময়মনসিংহ।
} শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল। ভারতমিহির ও ভারতমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ।

চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত [illegible] মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, [illegible] তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা [illegible] সহিত শোণিত স্রাব ও [illegible] এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় [illegible] মাথা ঘোরা শারীরিক [illegible] প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ [illegible] ও বিদেশীয় বহুতর রোগী [illegible] লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়া[illegible] এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকা-[illegible] সুবিখ্যাত [illegible] ও [illegible] চিকিৎসকগণ [illegible] উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা [illegible] থাকেন।

এক শিশির মূল্য	২ দুই টাকা
প্যাকিং	৴০ দুই আনা

সুবাস্ত ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত [illegible] উপর [illegible] দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে-[illegible] প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, [illegible] অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং [illegible] দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য	২ টাকা।
প্যাকিং ও [illegible]	৷৷০ আনা।

মার্তণ্ড তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার সন্ধিবাত, [illegible] কোন সন্ধি বা অঙ্গের স্পর্শ হীন, [illegible] এবং সন্ধি স্থানের স্ফীততা, [illegible] বেদনা, হস্ত [illegible] আক্ষেপ সমূহ প্রভৃতি রোগ [illegible] হইয়া থাকে এবং উক্ত সমস্ত [illegible] সবলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া [illegible]।

[illegible] প্যাকিং ৵০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার [illegible] এল এম এস

" " [illegible] " " "

মেং [illegible]নাথ দে [illegible]

শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় [illegible]

কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

" "উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।

" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

ইহাঁরা প্রশংসা পত্র দিয়াছেন।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ

মতে ঔষধালয়।

১৪০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, সমুলিয়া।

মোগসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহ-রোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাব-কালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমুদয় বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, শূলমবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন [illegible], ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাসা, ক্রন্দন খেঁচুনি এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে চিত্ত আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় যন্ত্রে ক্রিয়াবান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাসি, ঘুংড়ি, কাস, শ্বাসকাশ, রক্তোৎকাস, বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত অতি উৎকট অবস্থাপন্ন, হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপককাল ঔষধ সেবনে ক্ষয়কাস এবং যক্ষ্মাকাস বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে বহুদিবসের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, স্নায়ু বিকার বা উদার নিস্তেজস্কতা সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎসমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমধিক রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩, প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

কবিরাজ।

শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।

কলিকাতা সিমুলিয়া।

হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া।

সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। কর্ণের ঘা, পুঁয, কটকট, বেদনা, সন সন ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ।০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মাড়ি ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বসু

৩৪ নং চোরবাগান

ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।

কলিকাতা।

ষ্ট্রিকনিডাইন।

আত্যন্তিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের জন্য ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্মরণশক্তির হ্রাস, পুরুষত্বহীনতা, বহুমূত্র রোগ, অজীর্ণতা, পুরাতন পীড়া, প্লীহা ও যকৃতের পীড়া, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদিতে ইহাই একমাত্র ঔষধ। মূল্য ফিঃ বোতল ৪, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

অম্ল শূল চূর্ণ।

অম্লপিত্ত ও শরীরে অম্লাধিক্য হেতু যে শূল ব্যথা হয়, তাহা এই ঔষধ সেবনে দুই দিনে নিশ্চয়ই আরাম হইবে। সহস্রাধিক রোগী ইহা সেবনে আরাম হইয়াছে, পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। মূল্য প্রতি প্যাকেট ১। প্যাকিং ।০।

ডবলিউ কুড়র এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিব-নারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

হোমিও

ঔষধের মূল্য

১ ড্রাম ২ ড্রাম বাক্স।

মাদার টিং ॥৵০ ॥৵০ ওলাউঠা বাক্স ১০ ১॥০
ক্ষুদ্র বড়ী ।৵০ ॥৵০ সাধারণ চিকিৎ ৫১ ১৭১
ডাইলিউসন ।০ ।৵০ গৃহচিকিৎসার ৫১ ১০১

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ১ চিকিৎসা সূত্র ॥৵০
ওলাউঠা চিকিৎসা ।০ ওলাউঠা চিকিৎসা বিধি ১
স্ত্রী চিকিৎসা ১ প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ ।৵
ঔষধগুণ সংগ্রহ ১।০ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ৷০
অক্ষি চিকিৎসা ।০ হোমিওপ্যাথিক কি? ৵০
ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১॥৵ ডাক মাশুল ।৵০।

দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল হ্যাণ্ডবিল, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

সংস্কৃত মূল ও শ্রীমদ্ভাগবত।

১ম ও ২য় স্কন্ধ ৩২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ।০ আনা মাত্র।

ঐ বাঙ্গালানুবাদ।

দশম একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ ১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ২॥০ টাকা মাত্র।

হরিবংশ মূল হইতে অনুবাদিত। ইহা দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথমতঃ ১ টাকা পাঠাইলে ক্রমে সমস্ত পাইবেন।

৩০ নং পটলডাঙ্গা শ্রীশ্রীনাথ দাসের নিকটে এবং ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট জেনারেল লাইব্রেরীতে শরচ্চন্দ্র দত্তের নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থে নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিদগ্ধ প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া " প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে " স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵০ পোয়া ... . ৩ টাকা।
তৈল ।০ পোয়া ... ... ৪ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়। এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য .. ... ১।০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷০ আনা।

শিবাঘৃত।

(নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ুরোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ুরোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার ...মূল্য ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল .. ... ৷০ আনা।

শারিবা আসব।

ইহা ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্তদুষ্ট, পারাদোষ (অর্থাৎ পারা যে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগোৎপন্ন করে) বাতরক্ত নালিঘা শোথ, গাত্রকণ্ডূ, শরীরের দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিবিহীন, মস্তক ঘূর্ণন হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গরমির পীড়া জন্য গাত্রে যে সকল বিকৃতি চিহ্ন বা ক্ষত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলবান, রূপ ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৶ বার আনা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্ "। ১২ শ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ২২ এ আষাঢ়। ইং ১৮৮০। ৫ ই জুলাই। | অগ্রিম [illegible] ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজপত্রাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা
সোণাপুর ডাকঘর
জিলা ২৪ পরগণা } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

প্রেস ও হটপ্রেসাদি বিক্রয়।

কলিকাতা মুজাপুর বৃদ্ধ ওস্তাগরের লেন ১০ বাটী কল্পদ্রুম যন্ত্রে একটী প্রেস একটী হটপ্রেস ও কতকগুলি ইংরাজী অক্ষর বিক্রেয় আছে, যদি কাহার প্রয়োজন হয়, উল্লিখিত যন্ত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকটে তত্ত্ব করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন। ১২৮৭ সাল ৫ ই আষাঢ়।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশকার্য্যসম্পাদক।

সোমপ্রকাশ।

২২ এ আষাঢ় সোমবার।

গ্লাডেষ্টোন সাহেব কতদূর কৃত-কার্য্য হন বলা যায় না।

এ দেশের লোকের চিরকালের এই সংস্কার ও ব্যবহার আছে, কার্য্যের আরম্ভ কালে যদি কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, কার্য্যে সিদ্ধিলাভে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া লন; গ্রামান্তরে জনপদান্তরে বা দেশান্তরে যাত্রাকালে যদি মাথায় চৌকাট লাগে, বা হোচট খাওয়া যায়, যে উদ্দেশ্যে যাওয়া হইতেছে, তাহা সিদ্ধ হইবে না; মনোমধ্যে এই প্রকার ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এটী উপধর্ম্মজনিত কুসংস্কারের ফল হউক আর না হউক, প্রারম্ভ কালে বিঘ্ন ঘটিলে অধিকাংশ স্থলে ফলাংশে যে প্রায় বিপরীত ঘটনা ঘটিয়া থাকে, ভূয়োদর্শন দ্বারা ইহা এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। উপধর্ম্মদ্বেষী মহামনা জুলিয়স সিজারেরও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁহার স্ত্রীর বাধা না মানিয়া যেমন সেনেট সভায় গেলেন, অমনি নিহত হইলেন। গ্লাডেষ্টোন সাহেবের কার্য্যারম্ভ কালে কয়টী বিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি-বিষয়ে আমাদিগের মন [illegible] সন্দিহান হইয়াছে। তিনি ইতিমধ্যে কয়টী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন; কিন্তু সকল গুলিতেই প্রায় অপদস্থ হইলেন। উহার মধ্যে ব্রাডলা-ঘটিত ব্যাপারটীই গুরুতর। গ্লাডেষ্টোন সাহেব যেমন উদার দলের অগ্রণী, ব্রাডলা সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্যটী তদনুরূপ হইয়াছিল। তিনি নাস্তিক ব্রাডলার কমন্স সভার সভ্যপদ গ্রহণে অনুমোদন করিয়া নিজ উদারতার স্বরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু সভার অধিকাংশ সভ্য বিপক্ষ হওয়াতে ব্রাডলা একেবারে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় প্রবেশাধিকার পাইলেন না, প্রত্যুত, অবরোধরূপ অবমাননাগ্রস্ত হইলেন।

আমরা গ্লাডেষ্টোন সাহেবের কার্য্যারম্ভকালে যে আশঙ্কা করিতেছি, তাহার আর একটী বিশেষ কারণ আছে। তিনি [illegible] এই বিবেচনা করেন, পার্লিয়ামেণ্টসভা রাজনীতি-পর্য্যালোচনা করিবার সভা। রাজনীতি পর্য্যালোচনা-বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর যেমন অধিকার আছে, নাস্তিকদিগেরও তেমনি অধিকার। নাস্তিকতানিবন্ধন রাজনীতি পর্য্যালোচনা-বিষয়ে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার যেমন এই উদার ভাব ও উদার-বিবেচনা, পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিকাংশ সভ্যের সে ভাব ও সে বিবেচনা নয়। তাঁহাদের হৃদয়ে [illegible] নিয়ত বিরাজ করিতেছে। যখন অধিকাংশ [illegible] তখন গ্লাডেষ্টোন [illegible] কৃতকার্য্য হইবার আদৌ সম্ভাবনা বলা যায় না। নাস্তিক ব্রাডলাকে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় [illegible] করিতে না দেওয়াতে [illegible] অধিকাংশের [illegible] সভায় [illegible] করিলে [illegible] বিবেচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা [illegible] নাই। [illegible] আমরা যেমন [illegible] তেমনি [illegible] আজও সর্ব্বসাধারণে [illegible]

না উচিত উচিত হইতে শিক্ষা করে নাই। এখনও [illegible]দিগের ন্যায় তুমুল-সংগ্রাম হইয়া উঠেন [illegible]। সুতরাং ঈদৃশ অপ্রশস্ত হৃদয় ব্যক্তিদিগের [illegible] পক্ষপাতাদি দোষশূন্য উদার ভাবপূর্ণ কার্য্যের অনুষ্ঠান সম্ভাবিত নহে।

লিবরেল দল যখন মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হন, তৎকালে আমাদের দেশের [illegible] আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে [illegible] মন কতই উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিল। [illegible] ভাবিয়াছিলেন, পৃথিবী [illegible] আধিব্যাধি অস্ত [illegible] রাজপ্রান [illegible] নিরাপদ হইয়া উঠিল। কিন্তু [illegible] তাঁহাদের সেই আনন্দে শীতল [illegible] করিয়া তাঁহাদিগকে স্থিরভাবে অবলম্বন [illegible] পরামর্শ দিয়াছিলাম। কেন যে সে পরামর্শ দিয়াছিলাম, পাঠকেরা এখন তাহা ক্ষণকাল জ্ঞানরূপ [illegible] করিয়া অবগত হউন। পার্লিয়ামেন্ট সভার অধিকাংশ সভ্যের মনই যে কেবল আজও [illegible] দোষে নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া আছে, তাহা নয়, ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকেরও হৃদয়গগন [illegible] নির্ম্মল উদারভাব শারদ শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতেছে না। আমরা তাহার দুটী প্রমাণ দিতেছি। প্রথম, বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী লার্ড রিপনকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল পদে প্রতিষ্ঠিত করাতে অনেক প্রধান লোকে [illegible] করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টায়ও বিমুখ নহেন। কি আশ্চর্য্য! হৃদয়ের কি অপ্রাশস্ত্য! কি ক্ষুদ্রতা! [illegible] কলুষ [illegible]! রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে অনিষ্ট হইবে [illegible] প্রোটেষ্টান্ট হইলে ইষ্ট হইবে, তাহার [illegible] কি, আমাদের বিবেচনায় ঐ উভয় [illegible] প্রভেদ [illegible]। রোমান কাথলিক ধর্ম্মেই [illegible] সমধিক সম্ভাবনা। যদি [illegible] করিয়া পরীক্ষা করা দেখা যায়, বোধ হয় প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম্ম হইতে নাস্তিকতা [illegible] হয়। [illegible] লোকে [illegible] হইলে যদি অধিকতর উচ্ছৃঙ্খলতার সম্ভাবনা থাকে; লার্ড রিপন হইতে সে সম্ভাবনা আছে। কিন্তু [illegible] হৃদয়সঙ্কীর্ণতার কেমন [illegible] প্রভাব যে, সেই ধার্ম্মিকবর লার্ড রিপনকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। দ্বিতীয়, ভারতে খ্রীষ্ট মিসনরিদিগের কার্য্য প্রণালী। উঁহারা বিদ্যা [illegible] করিয়া ভারতের বিস্তর উপকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের আশয়টি বিশুদ্ধ নয়। তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যাবিতরণ করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্য থাকাতে কেবল যে তাঁহাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় হইতেছে এরূপ নয়, উদার বুদ্ধির বিদিষ্ট ভদ্রতার বিরোধী কৌশল জালও প্রকাশ পাইতেছে। অভিসন্ধি করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহার মহত্ত্ব থাকে না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন, প্রধান পুরুষার্থ যে মোক্ষ, নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে তাহার লাভ হয়। যে কর্ম্মে কামনা থাকে, সে কর্ম্ম মহত্ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায়। বৃক্ষ সেচন-ব্যাপারে ব্যাপৃত শকুন্তলার সখীগণ সহ কথোপকথন কালে বলা হইয়াছিল "অনভিসন্ধিগুরুও ধর্ম্মো ভবিষ্যতি।" যে বৃক্ষে আপাততঃ ফল ফুল হইতেছে না, তাহাতে জল সেচন করিলে অনভিসন্ধি কৃত গুরুতর ধর্ম্ম হইবে। অতএব খ্রীষ্ট মিশনারিরা যখন ফল কামনা করিয়া বিদ্যা দান করিতেছেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় যে উদার নয়, তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে।

যে জাতির অধিকাংশ লোক এই প্রকার অনৌদার্য্য-দোষে দূষিত, তাঁহাদের হইতে ভারতীয় যুবকগণ কি আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা করেন? ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিসম্প্রদায় যে সমস্ত পক্ষপাতের কার্য্য ও পক্ষপাতাদি-দূষিত আইন করিয়াছেন, তাহার সম্যক উন্মূলন হইবে, তাঁহারা কি তাহার প্রত্যাশা করেন? নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় পদস্থ হইলে পর আমাদের দেশের যুবকগণের মনে যে উৎসাহ জন্মে, তাহার একটী বিশেষ কারণ আছে। যুবকগণ লিবরালদলকে দেবতা ভাবিয়া থাকেন। তাহাতেই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই, দেবতা হইতে যেমন মানুষের অহিতকর কার্য্য হয় না, তেমনি লিবরালদল হইতে অনিষ্টকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার সম্ভাবনা নয়। যুবকেরা এই ভ্রমে পড়িয়াই উন্মত্ত হইয়াছিলেন। লিবরালদলের মধ্যে কতকগুলি লোক দেবসদৃশ সদ্গুণসম্পন্ন আছেন, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। তাঁহারা ইংলণ্ডের গৌরব ও অলঙ্কার স্বরূপ। কিন্তু অধিকাংশের সে ভাব নয়। অধিকাংশের মতেই কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। অধিকাংশই যদি সঙ্কীর্ণ-ভাবাপন্ন হইলেন, তবে যুবকগণ এত আশা করেন কেন? ডিসরেলি সাহেব ইংলণ্ডের লোকের এই ভাব জানিতেন বলিয়াই ভারতে যথেচ্ছাচার করিয়াছিলেন। পার্লিয়ামেন্ট সভার অধিকাংশ সভ্যের যদি উল্লিখিত সঙ্কীর্ণ ভাব না থাকিত, ডিসরেলি সাহেব অধিকৃত রাজ্য মধ্যে কখনই যথেচ্ছাচার করিতে সাহসী হইতেন না। অধিকাংশ সভ্যের হৃদয় সঙ্কীর্ণ বলিয়াই আমরা গ্লাডষ্টোন্ সাহেবের অকৃতার্থতা লাভের আশঙ্কা করিতেছি। ডিসরেলি সাহেব ইংলণ্ডের লোককে চিনেন বলিয়াই এই ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব কাজ করিয়া উঠিতে পারিবেন না। আমরা কার্য্যের যে প্রকার গতি দেখিতেছি, তাহাতে আমাদের মনে এই প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছে, ডিসরেলি সাহেবের ভবিষ্যবাণী বুঝি কার্য্যে পরিণত হয়।

ভারতের সহিত গোধূম ব্যবসায় সম্বন্ধে আমেরিকার প্রতিযোগিতা।

যব গোধূম শালি ভারতের সম্পত্তি। এই সম্পত্তি আছে বলিয়া এদেশের উন্নতি ও অবনতি সূর্য্য চন্দ্রাদি গ্রহগণের ন্যায় এক প্রকার নিয়মবদ্ধ হইয়া আছে। অস্মার্য্যকাল অবধি ভারতসমাজ যে একভাবে চলিয়া আসিতেছে, এই সম্পত্তিই তাহার কারণ। বোধ হয় যেন বিধাতা ভারতের উন্নতি ও অবনতিকে যব-গোধূম শালি বৃক্ষের অনুগত করিয়া দিয়াছেন। কৃষকেরা যদি বিশিষ্ট পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করে এবং ক্ষেত্রে সমুচিত সার দেয়, তাহা হইলে ঐ ঐ বৃক্ষের যে পরিমাণে অবয়বপুষ্টি ও দ্রাঘিমাদি বৃদ্ধি হয়, ভারতের উন্নতির সেই পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাহারা আলস্য ত্যাগ করিয়া অধিক ভূমির কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করে, তাহারা সৌভাগ্যশালী হয়। বণিক-ব্যবসায়িদিগের মত তাহাদের সঙ্গতি না হউক, কিন্তু সাংসারিক কোন বিষয়েই তাহাদের কষ্ট থাকে না। তাহাদের সে সম্পত্তি শীঘ্র নষ্ট হইবারও নয়। যাহারা লক্ষ্মী হয়, রাষ্ট্রবিপ্লব বা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দোষে তাহাদের বাস্তবিক কষ্ট উপস্থিত হয় না। আর একটী বিশেষ গুণ এই, যে যে ভূমিতে ঐ সকল শস্যসম্পত্তি উৎপন্ন হয়, সেগুলি ভারতের অক্ষয় ভাণ্ডার। দীর্ঘকালের সঞ্চিত মণি মুক্তা প্রবাল স্বর্ণ রৌপ্যাদি পূর্ণ অন্য অন্য ধনাগার বিপক্ষেরা নিমেষ মধ্যে লুণ্ঠন করিতে পারে; কিন্তু ঐ অক্ষয় ভাণ্ডারের লুণ্ঠনে কাহারই শক্তি নাই। রাষ্ট্রবিপ্লব বা অন্য কারণে তত্তৎ ক্ষেত্রজাত শস্য যদি এক বৎসর নষ্ট হয়, পর বৎসর প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিয়া সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দেয়। ভারত কতকাল দুষ্মন্ত-তনয় ভরতের নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, গণনা করিয়া স্থির করা যায় না। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতে কত রাজপরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারতের মণি-মুক্তা-প্রবালাদি অনেকবিধ রত্ন গজনী ইংলণ্ড প্রভৃতি অনেক দেশে নীত হইয়াছে, কিন্তু ভারতের এক বিঘা ভূমি কখন কুত্রাপি নীত হয় নাই। ভবিষ্যতে কখন যে অন্যত্র নীত হইবে, তাহারও আশঙ্কা নাই। তবে দুটী [illegible] কারণ উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয়[illegible] [illegible] প্রভাবে

ও অদূরদর্শী লোকদিগের নগদ টাকা সঞ্চয় করিবার লোভে শস্য সঞ্চয় করিবার প্রথাটা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। পূর্ব্বে গৃহস্থ মাত্রেই দুই তিন বৎসরের ব্যয়োপযোগী শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। যদি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে কোন বৎসর শস্য না জন্মিত, সেই সঞ্চিত শস্যে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। এখন শস্য সঞ্চয় না থাকাতেই মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে। এখন এক বৎসর শস্য না জন্মিলেই চক্ষু স্থির হইয়া যায়। পূর্ব্বে যাহাদের শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার ক্ষমতা না থাকিত, তাহারাও সঞ্চিতশস্য ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইত। কিন্তু এখন সকলেরই প্রায় এক দশা। দ্বিতীয়, আমেরিকাদি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ঐ সকল শস্যোৎপাদনের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। প্রবল-প্রতিযোগিতা-প্রভাবে এদেশের তন্তুবায়দিগের যেমন অন্ন মারা গিয়াছে, তেমনি যদি কৃষিব্যবসায়ের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, ভারতের মহা অনিষ্ট ঘটিবে, এই শঙ্কায় আমরা আজ গোধূমব্যবসায়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি। এক্ষণে ইহার যে প্রকার অবস্থা ও ভবিষ্যতে ইহার যে অনিষ্টশঙ্কা আছে, ক্রমে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

১২৮৫ সালে কলিকাতায় ২৬ লক্ষ মণ গোধূম আনীত ও ১২ লক্ষ মণ বিদেশে ও প্রায় দুই লক্ষ মণ ভারতবর্ষীয় বন্দর সমূহে নীত হয়। অবশিষ্ট ১২ লক্ষ মণের কিয়দংশে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের গোধূমভোজীদিগের ব্যয়নির্ব্বাহ হয় এবং কিয়দংশ মহাজনদিগের গুদামে মজুত থাকে। কলিকাতায় যে ২৬ লক্ষ মণ গোধূম আইসে, তাহার ১১ লক্ষ মণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যা হইতে এবং ৯ লক্ষ মণ বেহার হইতে আসিয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে সর্ব্বশুদ্ধ চারি লক্ষ মণ মাত্র উৎপন্ন হয়। নিজ বাঙ্গালার মধ্যে নদীয়া জেলায় অধিক গোধূম উৎপন্ন হইয়া থাকে। তথা হইতে লক্ষাধিক মণ গোধূম কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল। নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়া আলমডাঙ্গা হালসা প্রভৃতি রেলওয়ে ষ্টেশন ও নদীতীরবর্ত্তী বাণিজ্য স্থান সকল হইতেই কিছু কিছু গোধুম আগত হয়। গোধূম ব্যবসায়ে রেলওয়ের উপযোগিতাই অত্যন্ত অধিক। এক পূর্ব্ব ভারত রেলওয়ে যোগে ১৩ লক্ষ মণ ও নৌকায় ১১ লক্ষ মণ আসিয়াছে।

১২৮৫ সালের গোধূম ব্যবসায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অল্প হইয়াছে। ১২৮৪ সালে ৭১ লক্ষ মণ কলিকাতায় আনীত ও ৬১ লক্ষ মণ বিদেশে নীত হয়। ১২৮৩ সালে ৬৪ লক্ষ মণ আনীত ৫২ লক্ষ মণ নীত হইয়াছিল। ১২৮৫ সালে ঐ ব্যবসায় চারি ভাগের এক ভাগে আসিয়া দাঁড়ায়। একেবারে এত অল্প হইবার কারণ এই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যুদ্ধনিবন্ধন কৃষ্ণ সাগরের বন্দর হইতে গোধূম আমদানী রহিত হইয়াছিল এবং ১৮৭৭। ৭৮ অব্দের বাণিজ্য বিপ্লব হেতু আমেরিকায় গোধূম বাণিজ্যের তাদৃশ উন্নতি ছিল না। এই জন্য ইউরোপে ভারতবর্ষীয় গোধূমের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। এই জন্যই এত গোধূম বিদেশে প্রেরিত হয়। ১২৮৩ সালের পূর্ব্বে প্রায়ই তিন লক্ষ চারি লক্ষ ছয় লক্ষ মণ রপ্তানী হইত। ১২৮৫ সালে উহা ১২ লক্ষ মণে দাঁড়াইয়াছিল।

আমরা ভারতের গোধূম ব্যবসায়ের যে ভাবী অনিষ্ট শঙ্কা করিতেছিলাম, তাহা এই—গোধূম ব্যবসায় সম্বন্ধে আমেরিকা ভারতের প্রতিযোগী। আমেরিকার উত্তর পশ্চিম অংশে ১৫[illegible]০০০ একার অর্থাৎ প্রায় ৪৫০০০০০ বিঘা গোধূমোৎপাদনের উপযোগী উৎকৃষ্ট ভূমি আছে। কিন্তু আজও উহার এক চতুর্থাংশের আবাদ হয় নাই। যে পরিমাণে আবাদ হইতেছে, তাহাতেই ইংলণ্ডে গোধূমোৎপাদক কৃষকেরা হাহাকার করিতেছে। আমেরিকায় ১৩ সিলিঙে এক কোয়াটর গোধূম উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডে কিন্তু প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া ঐ এক কোয়াটর গোধূম ৫২ সিলিঙের এক পেনি কমে বিক্রয় হয় নাই। অতএব আমেরিকা হইতে যে মুহূর্ত্তে অধিক পরিমাণে গোধূম আসিতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই অবধি গোধূমের চাসে ইংলণ্ডের ক্ষতি ও ভারতবর্ষীয় গোধূম ইউরোপীয় বাণিজ্য স্থান হইতে দূরীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের কৃষকেরা গোধূমের চাস ত্যাগ করিয়া ঐ চাসের টাকা অন্যান্য ব্যবসায়ে নিক্ষেপ করিতেছে। আমেরিকার প্রতিযোগিতায় যখন ইংলণ্ডের কৃষকেরাই গোধূমের কৃষিকার্য্যে [illegible] হইতেছে, তখন ভারতের কৃষকেরা [illegible] হইবে, সে বিষয়ে বড় সংশয় জন্মিতেছে না। আমেরিকার গোধূমোৎপাদন যোগ্য যাবতীয় ভূমিতে গোধূম উৎপন্ন হইলে মাঞ্চেষ্টরের বস্ত্রের ন্যায় ভারতবর্ষেও গোধূম সুলভমূল্য হইবে। তাহা হইলে ভারতের কৃষকেরা গোধূমের উৎপাদন বিষয়ে মন্দোৎসাহ ও শিথিলযত্ন হইবে সন্দেহ নাই। লাভ না দেখিলে কে কোথায় তাহার উৎপাদনে যত্ন করে? বিশেষতঃ এদেশীয় কৃষকদিগের স্বভাব এই, ইহারা যে বিষয়ে লাভ দেখে, তাহারই কৃষিকার্য্যে ব্যগ্র। আমেরিকায় এখন যেরূপ লোকসংখ্যা অল্প, তাহাতে আমেরিকা অনেক শতাব্দী ধরিয়া গোধূম ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিতে পারিবে। আমেরিকার সহিত কেহই প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিবে না। যদিও আমেরিকায় লোকসংখ্যা বহুপুত্রোৎপাদন ও পরজনপদপরাহরন প্রভৃতি দ্বারা বিংশতি বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণিত হইবার সম্ভাবনা, তথাপি আমেরিকার গোধূম আমেরিকার লোকের ভোগ পর্য্যাপ্ত হইবার শত শত বৎসর বিলম্ব আছে। এই শত শত বৎসর আমেরিকাবাসিরা পৃথিবীর যাবতীয় স্থানকে স্বদেশোৎপন্ন গোধূম দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। আমেরিকার গোধূম কেবল সুলভমূল্য নয়, উহার পুষ্টিকারিতা গুণও বিলক্ষণ আছে। যদি মাঞ্চেষ্টর ও বরমিংহামের কাপড়ের মত আমেরিকাবাসিরা গোধূমে অপর দ্রব্য না মিশায়, সকল লোকেই যে ঐ গোধূম গ্রহণার্থ ব্যগ্র হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। অতএব ভারতের [illegible] বিনিয়োগেচ্ছুক ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য, মধ্যভারতে যে বহু সহস্র বিঘা ভূমি অকৃষ্ট পতিত আছে, ভারতের কৃষকদিগকে উৎসাহ দান করিয়া সেই সেই ভূমিতে গোধূমের উৎপাদনার্থ বিনিযোজিত করেন, তাহা হইলে আর আমেরিকা প্রতিযোগিতা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। ভারতের কৃষকেরা মধ্যভারতের ভূমিতে বিশিষ্ট পরিশ্রম করিয়া গোধূম উৎপাদন করে, তাহা আমেরিকার গোধূম অপেক্ষা সুলভমূল্য হইবে সন্দেহ নাই। আমেরিকাবাসিদিগের গোধূমের কৃষিকার্য্য ভিন্ন বিদেশে প্রেরণাদির নানাপ্রকার ব্যয় আছে। ভারতজাত গোধূমের সে সকল ব্যয় নাই। অতএব ভারতীয়েরা অধ্যবসায়ী হইলে আমেরিকাবাসিরা যে পরাস্ত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? ভারতের অধ্যবসায়ের অভাবই মহা অভাব। ভারতবাসিদিগের যদি প্রকৃত অধ্যবসায় থাকিত, তাহা হইলে কি মাঞ্চেষ্টর ভারতের বস্ত্র ব্যবসায় কাড়িয়া লইতে পারেন? আমাদের দেশের লোকেরা অর্থের প্রকৃত বিনিয়োগ ব্যবস্থা জানেন না। এখানকার যাঁহারা কিঞ্চিৎ ধনী হইলেন, তাঁহারা প্রায় পরশ্রীকাতর হইয়া মকদ্দমা প্রভৃতি অসৎ কার্য্যে ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইতে বসিলেন। যাহাতে নিত্য অর্থাগম হইয়া আপনার ও সেই সঙ্গে স্বদেশের উন্নতি লাভের সম্ভাবনা আছে, এদেশীয়েরা তাদৃশ বিষয়ে অর্থবিনিয়োগে প্রায় [illegible] উৎসাহী হন না।

এক্ষণে আমাদের রাজপুরুষগণের নিকট [illegible] বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। ইংলণ্ডের কৃষকেরা যদি গোধূমোৎপাদন চেষ্টা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের কিছু ক্ষতি হইবে। সেই ক্ষতি পূরণার্থ ইংরাজদিগকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি ভারতের কৃষকদিগকে গোধূমের উৎপাদন বিষয়ে উৎসাহ দান করেন, কেবল যে ইংলণ্ডের ক্ষতি পূরণ হইবে, এরূপ নয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টেরও [illegible] সংস্থার

বিরক্ত হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে [illegible] বিদেশ-বও কষ্টের অনেক [illegible]। [illegible] উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের [illegible] কষ্টের অবধি নাই। [illegible] তাহা দেখেন না [illegible]। অতএব তাঁহার শান্তির [illegible] একান্ত আবশ্যক। আমরা [illegible] রাজপুরুষেরা, [illegible], ঐ সকল কুনকের [illegible]।

[illegible] স্ট্রাচির আয়ব্যয়।

[illegible] লার্ড লিটনের [illegible] মহৎ [illegible] প্রতিনিধি [illegible] স্ট্রাচি সাহেবের [illegible] [illegible]। আমরা ষ্ট্রাচি [illegible]।

আমরা [illegible] ধন্যবাদ দিব না [illegible] দিব, কিম্বা ভারতের [illegible], অথবা ষ্ট্রাচি সাহেবকেই ধন্যবাদ দিব, [illegible] পারিতেছি না। কেবল ষ্ট্রাচি সাহেবের [illegible] দারিদ্র ক্লিষ্ট প্রজারও [illegible], কুম্ভীর [illegible] ভুল করিয়া [illegible]।

আমরা ক্ষোভ করিয়া [illegible] গবর্ণমেণ্টের কৃত ব্যবস্থার এ অবস্থা অতি শোচনীয়। এই শোচনীয় অবস্থা ঘটিবার প্রধান কারণ এই, একজন কর দেয়, অপরে তাহার ব্যয় করে, পরস্পরের কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ নাই। যিনি ব্যয় করেন, তাঁহার করদাতৃগণের সহিত কোন প্রকার [illegible] দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি নিঃসঙ্গ ও নিশ্চিন্ত হইয়া স্বেচ্ছামত ব্যয় করিয়া থাকেন। আয় [illegible] ঠিক আর ব্যয়ের হিসাবে ভুল থাকুক, কিছুই দেখিবার নাই। উপরে কোন কথা বলিবার লোক নাই, নীচেও বলিবার লোক নাই। তবে কেন তিনি সাবধান হইবেন? কেনই বা তিনি ভয়ে প্রাণ সঙ্কুচিত করিয়া চলিবেন?

এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন-প্রণালীর কয়েকটী পরিবর্ত্ত প্রসঙ্গ করা আবশ্যক হইতেছে। প্রথম, ব্যবস্থাপক সভা উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ষ্ট্রাচি সাহেব না প্রতিবৎসর আয় ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ঐ ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদিত করিয়া লইয়াছেন? যে ব্যবস্থাপক সভা রাজস্বমন্ত্রীর ভ্রমপ্রমাদ দেখিতে পান না ও হিসাবের ভুল ধরিতে পারেন না, মৃৎস্তম্ভতুল্য সে ব্যবস্থাপক সভা থাকিয়া ফল কি? কার্য্যদ্বারা স্পষ্ট বোধ হয়, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণেরও এদেশের প্রতি স্নেহ ও মমতা নাই। যাহাদের স্নেহ ও মমতা আছে, তাহাদের লইয়াই একটী সভার সংস্থান করা কর্ত্তব্য। যদি মনে করা হয়, সে সভা করিবার সময় এখনও হয় নাই, সেটী কুসংস্কারের বিজৃম্ভণমাত্র। যাঁহারা এদেশীয়দিগকে উন্নত দেখিতে ভাল বাসেন না, এটী তাঁহাদিগেরই কুযুক্তি। আমরা আর কত কাল তাঁহাদিগকে আমাদের উন্নতি পথের অন্তরায় দেখিব? আর কত কালই বা তাহাদের এই বিষময় [illegible] বাক্য শ্রবণ করিব? সকলের অন্ত আছে, এ কালের কি অন্ত নাই? আমরা ১৮৭১ অব্দের কথা কহিতেছি, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কহিয়াছিলেন "এদেশে ইংলণ্ডের ন্যায় প্রত্যেক গণ্ডগ্রাম হইতে প্রতিনিধি আনয়ন করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু ব্যবস্থা প্রণয়নের নিমিত্ত প্রত্যেক জিলা হইতে এক এক জন উপযুক্ত লোক আনয়ন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণর জেনরেলের মন্ত্রিসভায় এক জন উপযুক্ত ও বুদ্ধিমান ভারতবর্ষীয়কে গ্রহণ করিলে সর রিচার্ড টেম্পল ও জন ষ্ট্রেচি সাহেবের ন্যায় লোকদিগের ভ্রম ও কুসংস্কারের অপনয়ন হইতে পারে।"

১০ বৎসর হইল, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া যে কথা কহিয়াছেন, আজও কি আবার অন্য এক জন আমাদিগের প্রবোধার্থ সেই কথার পুনরুক্তি করিবেন? তবে আর কবে কার্য্য আরম্ভ হইবে? কার্য্য আরম্ভ না করিলে এদেশীয়েরা প্রতিনিধি সভার যোগ্য কি না, কিরূপে তাহার পরীক্ষা হইবে? এদেশীয়দিগের যদি বিচারপতিপদে প্রবেশপথ আজও রুদ্ধ থাকিত, মহানুভব লার্ড বেণ্টিঙ্ক নিজ হৃদয়ের ঔদার্য্যগুণ-প্রণোদিত হইয়া যদি ভারতবর্ষের ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলার্থ ঐ পথ উন্মুক্ত করিয়া না দিতেন, বিচারকার্য্য-সম্বন্ধে এদিশীয়দিগের যোগ্যতার কি পরীক্ষা হইত? সময় হয় নাই, সময় হয় নাই বলিয়া রাজপুরুষেরা যত দিন ভারতে প্রতিনিধি-সভা সৃষ্টির দ্বার রুদ্ধ রাখিবেন, ততদিনই রুদ্ধ থাকিবে। যতদিন রাজপুরুষেরা হৃদয়ের সঙ্কীর্ণভাবের পরিহার করিয়া সাহস সহকারে কার্য্য আরম্ভ না করিবেন, ততদিন ফল দেখিতে পাইবেন না।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করাও একান্ত আবশ্যক হইতেছে। শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তের ন্যায় রাজপুরুষদিগের অবলম্বিত বর্ত্তমান রাজনীতির পরিবর্ত্তনও আবশ্যক। তাঁহারা ভারতীয় প্রজাগণের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করেন, তাহাতে তাঁহাদের দুরভব ভিন্ন ভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়। তাঁহাদের এ ভাব অনৈসর্গিক নয়। যেখানে বিজিতজেতৃত্ব-সম্বন্ধ, সেই খানেই এই ভাব। ইতিহাসের প্রতি পত্র ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। জেতৃগণ স্বভাবতঃ গর্ব্বিত হন এবং সেই গর্ব্ব প্রভাবে আপনাদিগকে উৎকৃষ্টজাতীয় ও বিজিতদিগকে নিকৃষ্ট জাতীয় জীব ভাবিয়া থাকেন। স্বভাবের গতি এই প্রকার। অসভ্যেরা সভ্য দেশ জয় করিয়াও এ অভিমানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে নাই। কিন্তু আমরা এক কথা বলি, আমাদের রাজপুরুষগণের কি এ ব্যবহার আর শোভা পায়? তাঁহাদের যদি অসভ্য জেতৃগণের ন্যায় তাঁহাদের মনের ভাব অপ্রশস্ত থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা কি মহত্ত্ব লাভ করিলেন? যাঁহাদের হৃদয় উদার-ভাবাপন্ন নয়, তাঁহারা মনে করেন, দেশ জয় করা তাঁহাদের স্বার্থের নিমিত্ত। বিজিত দেশীয়েরা গোগবয়াদির ন্যায় তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধির উপকরণ মাত্র। বিজিতের সহিত অভিন্নভাবে মিলিত হইবার যে কি গুণ, কি সুখ, তাহাতে যে হৃদয়ের কি মহত্ত্ব ভাবের পরিচয় হয়, অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য জিগীষু রাজার তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। আমাদের সুসভ্য রাজপুরুষেরা যে তাহা বুঝিয়াও বুঝেন না, ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহারা যে আর কতকাল ইঙ্গিয়গণকে নিপীড়িত করিয়া রাখিবেন, দেখিয়াও দেখিবেন না, আমরা বুঝিতে পারি না।

এদেশে প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে কেবল

যে রাজপুরুষগণের অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব মহত্ত্ব প্রকাশ হইবে, এরূপ নয়, ভারতের অবিদিত-পূর্ব্ব উন্নতি লাভ ও নিস্তব অর্থ অসঙ্গত ব্যয়রূপ রাহুগ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এক্ষণকার রাজস্বমন্ত্রির ভ্রমপ্রমাদনিবন্ধন ভারত যে অতল ঋণসাগরের তলে নিমগ্ন হইয়া জীবন-লাভ-বিষয়ে হতাশ হইতেছে, তাহার আর সে বিপদও থাকিবে না। প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্যবস্থাপক সভার আর প্রয়োজন হইবে না। গবর্ণর জেনরলের অধিষ্ঠিত মন্ত্রিসভাও কালের বিশাল গ্রাসে পতিত হইবে। এই দুটী কার্য্যে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের কত টাকা যে আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে, তাহা আমরা গণনা করিয়া বলিতে পারিলাম না; কারণ, অঙ্কশাস্ত্রে আমাদের তাদৃশ ব্যুৎপত্তি নাই। সে বিষয়ে বিধি আমাদের উপরে বড় বাম। তবে আমরা এই কথা বলিতে পারি, ঐ দুটী সভা উঠিয়া গেলে যে টাকা বাঁচিয়া যাইবে, সেই টাকাগুলি রাজপুরুষেরা ব্যয় না করিয়া যদি সঞ্চিত করিয়া রাখেন, বর্ত্তমান ধনাগারে তাহার সমাবেশ হইবে না।

এখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরল পদ ও তাঁহার মন্ত্রিসভা বিড়ম্বনাময়ও হইয়া উঠিয়াছে। তাহার জীবনে আর ফল নাই। ষ্টেট সেক্রেটারি এখন ইংলণ্ড হইতেই রাজ্য শাসন করিতেছেন। এখনকার গবর্ণর জেনরলদিগকে তাঁহার খামাধরা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ সাক্ষিগোপাল রাখিয়া বিপুল অর্থরাশির শ্রাদ্ধ করিবার প্রয়োজনই বা কি? প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে এ সমুদায় আপনেরই শান্তি হইবে। আমরা ইহঁদিগকে এক এক করিয়া পুনর্ব্বার গণনা করিয়া বলি, গবর্ণর জেনরলেরা বিড়ম্বনার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, বিপুল অর্থরাশি অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে, ইংলণ্ডের [illegible] দূর হইবে, ভারতের লোকেরাও উন্নতির অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিবেন।

মফস্বলে পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণের প্রস্তাব।

সাংক্রামিক জ্বরের নিদান কি, এই প্রশ্ন লইয়া বহুকাল বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। বহু মতভেদও হইয়া আসিতেছে। মৃত বাবু দিগম্বর মিত্রের এই মত যে, ভূমির অভ্যন্তরভাগ আর্দ্র হইলেই সাংক্রামিক জ্বর জন্মে। বহুকাল পূর্ব্বে তিনি যখন বহরমপুরে ছিলেন, তখন বহরমপুরের নিকটস্থ কয়েকটী স্থানে সাংক্রামিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া তাঁহার এই সংস্কার জন্মে, ক্রমে ভূয়োদর্শন সহকারে তাঁহার সেই সংস্কার বদ্ধমূল হয়। তিনি বলেন, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে জলনির্গমের যে সকল স্বভাবনির্ম্মিত পথ ছিল, রেলওয়ে হওয়াতে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। তন্নিবন্ধন অনেক স্থানেরই ভূমির অভ্যন্তরভাগ জলার্দ্র হইয়া যায়, তন্মূলক সাংক্রামিক জ্বর প্রাদুর্ভূত হয়। এস্থলে অনেকে এ কথা বলিতে পারেন, রেলওয়ে হওয়াতেই জল নির্গমের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যদি এই সিদ্ধান্ত হয়, তবে রেলওয়েরই দুই পার্শ্বে জ্বরের প্রকোপ হইবে, অন্যত্র হয় কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই, প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, রেলওয়ে ঠিক দুই পার্শ্ব ভিন্ন অনেক দূর পর্য্যন্ত জলনির্গমের পথ বন্ধ করিয়া দেয়। মুখের দিকে বদ্ধ হইলেই জল ক্রমে বহুদূর হইতে বসিতে আরম্ভ হয়। এইরূপে বাঙ্গালার যে যে অঞ্চলে রেল গিয়াছে, সে সেই অঞ্চল সাংক্রামিক জ্বরদূষিত হইয়া পড়িয়াছে। এই ত গেল দিগম্বর মিত্রের মত।

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব স্বাস্থ্যরক্ষক কোট্‌স সাহেব বলেন যে, ভূমির আভ্যন্তরীণ আর্দ্রতা সংক্রামিক জ্বরের কারণ নহে। তাঁহার মতে অপরিষ্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থাই উল্লিখিত জ্বরের কারণ। বর্ষাকালে পাতা লতা পচে, বাঙ্গালীরা বাড়ীর পার্শ্বে আবর্জ্জনা ফেলে, তাহা পচে, পচিয়া তাহার মধ্যে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম কীটাণু জন্মে, সেই কীটাণু খাদ্য পানীয় ও বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। কোট্‌স সাহেবের মতে এই সকল আবর্জ্জনা দূরে নিক্ষেপ করাই জ্বর শান্তির উপায়। কোট্‌স সাহেবের নির্দ্দেশিত উপায়ই যে রাম শরের ন্যায় জ্বরশান্তির অমোঘ উপায় আমরা তাহা বলিতে পারি না। এ অংশে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালাও জলা দেশ, তবে গ্রাম ডুবিয়া গেলে লোকে উচ্চ মাচা বাঁধিয়া তাহার উপরে বাস করে। তাহাদের জ্বর হয় না। তাহাদের সেই মাচার নীচে যথেষ্ট পচা আবর্জ্জনা থাকে। যাহা হউক, আবর্জ্জনা জ্বরের প্রকৃত কারণ হউক আর না হউক, উহা যে জ্বরের অন্যতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব যাহাতে জল সহজে নির্গত হয় ও যাহাতে আবর্জ্জনা দূরে প্রক্ষিপ্ত হয় এই উভয়বিধ কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। আমাদের মতে সাংক্রামিক জ্বরের প্রাদুর্ভাবনিবারণার্থ বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান এবং পয়ঃপ্রণালী ও [illegible] উৎকর্ষ সাধনও আবশ্যক। কলিকাতায় এ সকলের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। সুতরাং কলিকাতা [illegible] অনেক সুস্থ আছে। মফস্বলে তাহা নাই, সেখানে বড় পীড়ার দৌরাত্ম্য। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর মিউনিসিপালিটী ডিষ্ট্রিক্টকমিটী ও অন্যান্য স্থানীয় সভা সমূহকে জলনির্গমের উপায় করিবার অনুমতি করিয়া এক মন্তব্যপত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ময়লা লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত অনেক স্থানে [illegible] হইতেছে আছে। ব্যয়ভার স্থানীয় সভার উপরে দেওয়া হইয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার কার্য্য পরিদর্শন করিবেন। যদি স্থানীয় আয়ে ব্যয় নির্ব্বাহ না হয়, গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া সাহায্য দান করিবেন। যদি কোন স্থানে [illegible] হইয়া উঠে, প্রদেশীয় আয় হইতে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। যে প্রকার কথা হইয়াছে, ইহা অতি উত্তম হইয়াছে। স্থানীয় সভা সকল যদি প্রতিবৎসর কিছু কিছু করিয়া ব্যয় করেন, ক্রমে জলনির্গমের বিস্তর সুবিধা হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ নিমিত্ত যেন নূতন মিউনিসিপাল কর নির্দ্ধারিত না হয়। নূতন কর নির্দ্ধারণ করিলে প্রজারা তাহা দিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইবে না। তাহাদের অসম্মতিতে বলপূর্ব্বক কর আদায় করিলে তাহারা অত্যাচার মনে করিবে। যে আয় আছে, তাহা হইতেই ক্রমে ঐ কার্য্যটী করিতে হইবে। এ স্থলে এ কথা বলাও আমাদের কর্ত্তব্য, পয়ঃপ্রণালী করিতে হইলে বাবুরা মিউনিসিপাল কর্ত্তারা যেন [illegible] হইয়া না উঠেন। যেখানে পয়ঃপ্রণালীতে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সেখানে যেন পয়ঃপ্রণালী না হয়।

উপসংহার কালে আমাদের আর একটী কথা বলা এই যে, এ সকল স্থানে রেলওয়ে হওয়াতে জল [illegible] হইয়াছে [illegible] কোম্পানির সাহায্য [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] করেন।

বিবিধ সংবাদ।

[illegible] হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "[illegible] উপকারার্থ [illegible] মেণ্ট হইতে মিউনিসিপাল, রোডসেস, পবলিক ওয়ার্ক সেস আদি করের অনুযায়ী কার্য্য [illegible] বৎসর [illegible] গ্রামের রোড সেস, ও [illegible] হইতে বৎসর বৎসর অনেক টাকা আদায় হইতেছে, কিন্তু এ গ্রামে একটী [illegible] কার্য্যই দেখিতেছি না, [illegible] কপর্দ্দকও ব্যয় হইয়াছে [illegible]

এমনি দুরবস্থা যে দেখিলে চক্ষে [illegible] মহা-শয়! বাগবাজার এ [illegible] অধীন-স্থ লোকদিগকে [illegible] হয়, পাইলা না পাবার [illegible] ও [illegible] কর্মচারীদিগের [illegible] থাকে, আমরা আশা [illegible] বাগবাজার [illegible] একটী [illegible] কষ্টের অবসান [illegible] হউন। [illegible] লোকের চরিত্র [illegible] নতুবা হইয়া-[illegible] একটী সাধারণ [illegible] হইতে [illegible] উপকার করিতে [illegible] পারি।

[illegible] দেখিলে [illegible] বোধ হয় না। [illegible] পড়িয়াছে। [illegible] বাঁধিয়া [illegible] হয়, এবং [illegible] উচ্চ হইয়া উঠে, [illegible] পড়িয়াছে; [illegible] প্রয়োগ [illegible] করিয়া [illegible]। [illegible] এই পল্লীটির [illegible] তিনি এক-বার [illegible] বর্ণন করুন। [illegible] একটু বৃষ্টি হইলেই [illegible] থাকে না। [illegible] অবস্থা আছে, [illegible]।

[illegible] কোম্পানির [illegible] হইয়াছে। [illegible] পড়িয়া যায়। [illegible]

হাঁড়ী বসান থাকে। সেই হাঁড়ীর গায়ে লাগিয়া চিক্কণ হইয়া আইসে। অগ্নির উত্তাপে চা শুকাইবার একটী কলও হইয়াছে। ঐ কোম্পানির নিকট পত্র লিখিলে ঐ সকল কলের বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়।

১৬ ই আষাঢ় মঙ্গলবার শেষ রাত্রিতে আমা-দের এ অঞ্চলে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। আমরা নিদ্রিত ছিলাম, বোধ হইল কে যেন আমাদিগকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত সশরীর ধরিয়া নাড়া দিতেছে। নিদ্রাবস্থা থাকাতে ভূমিকম্প কতক্ষণ ছিল স্থির করিতে পারি নাই।

আমাদের একজন গ্রাহক লিখিয়াছেন “ অদ্য ৪।৫ দিবস হইল, আমি একটী কুক্কুট কিনিয়াছি। তাহার তিন খানা পা, এবং দুইটী গুহ্য দ্বার। সুব-শীর দুই খানা পদ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। এই দুইখানি পদ দ্বারা হাঁটিয়া বেড়ায়। অপর একখানি পদ যেখানে মলদ্বার থাকে, সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে এবং দুই পার্শ্বে দুইটী মলদ্বার আছে। উহার বয়স প্রায় ৫ মাস হইল।”

৮ ই আষাঢ় সোমবার রেঙ্গুনে ব্রহ্মদেশীয় এক ব্যক্তি ও চীন দেশীয় তিন ব্যক্তিতে জুয়া খেলিতে আরম্ভ করে। খেলিতে খেলিতে ব্রহ্মদেশীয় তিন জন চীনকে খুন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। দাঙ্গক [illegible] ও দুব্যক্তি [illegible] নানারূপের আছেন।

অনেক দিন হইল, কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপা-ধ্যায়ের প্রণীত ইংরাজী বাঙ্গলা অভিধান আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গোপাল বাবু অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন, পুস্তকখানিও বালকদিগের উপযোগী ও উপকারী হইয়াছে। বেলি সাহেবের প্রণীত অভি-ধান তাঁহাদের প্রধানতঃ অবলম্বন। কিন্তু তিনি [illegible] অধিক শব্দ সমাবেশিত করিয়াছেন। তাহাতে অনেকগুলি নূতন শব্দ গঠনের পরিশ্রমও স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু এ অংশে যে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আমাদের এমন বোধ হয় না। আমরা তাহার একটী প্রমাণ দিতেছি। তিনি “ [illegible]' শব্দের ' কক্ষাবিপ্রবেশ ” এই অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিতেছি, এ শব্দটী সকলে উচ্চারণ করিতে পারিবে না। অতএব সাধারণে ইহার আদর করিবে না। সাধারণতঃ [illegible] বলিলে অনেক সহজ হইত। আর একটী কথা বলাও উচিত। কতকগুলি গাঢ় সংস্কৃত শব্দ অকা-রণে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা “আক্ষেপ” শব্দের অর্থে লম্বিত, প্রক্ষিপ্ত ও নীড়িত তিনটী শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহা না করিয়া কেবল লজ্জিত শব্দ দিলে গ্রন্থের অবয়ব অনেক কমিয়া আসিত।

সমাচারপত্রে প্রকাশ হইয়াছে, ইংলণ্ডেশ্বরী প্রতিদিন প্রাতঃকালে বেলা ৭ টার সময়ে শয্যা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার কালবিভাগ করিয়া কার্য্য বিভাগ করা আছে। তাহাতেই তিনি অনেক কার্য্য করিতে পারেন। রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র স্বয়ং পাঠ না করিয়া স্বাক্ষর করেন না। ভাল কথাই, রাজার কর্ত্তব্য কাজ করা হয়। ভাল আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তিনি যাঁহাদের উপরে ভারতের কর্তৃত্ব ভার দিয়াছেন, তাঁহারা যে কি কাণ্ড করিতে-ছেন, তাহার কথা কি ঐ সকল কাগজপত্রে থাকে না?

আমরা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের যে প্রকার গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া আমরা শুনিয়া-ছিলাম, বাস্তবিক তাহা নয়, তাঁহার সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি সুস্থ হইয়াছেন।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ২৫ এ জুন। জেনরল হিলের সৈন্যগণ দাবা সাইব হইতে লোগারে উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, তথায় খাদ্য সামগ্রী অনায়াসে পাওয়া যায়। জেলালাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, যে মোল্লা ফকিরের অধীনস্থ সৈন্যগণ ছত্র ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের অনুসন্ধান করিবার জন্য যে সকল সৈন্য প্রেরিত হয়। তাহারা স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। লোগার হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে [illegible] মল্লিককে হত্যা করা হইয়াছে, সে ইংরাজদিগের [illegible] নয়। কন্যা লইয়া তাহার সহিত বিবাদ ছিল, বলিয়া মহম্মদ জানের একজন লোক তাহাকে গুলি মারিয়াছে। বণিকদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি মহম্মদ জানের সহায়তা করিতে অঙ্গীকার করিয়া ছিল, মহম্মদজান তাহাদিগের প্রত্যেকের ২০ টাকা করিয়া দণ্ড করিয়াছেন। উজি মহজান হইতে যে [illegible] আসিতেছিল, [illegible] খাঁ তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

[illegible] সৈন্য সমূহের ব্যয় সংক্ষেপার্থ চেষ্টা হইতেছে।

আবদুল রহমনের নিকট হইতে ৮।৫ দিনের মধ্যে উত্তর আসিবে এই অনুমান করা হইয়াছেন।

কাবুল ২৭ এ জুন। হস্থিমখাঁ ইংরাজ গবর্ণ-মেণ্টের হস্তে দেড় লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছে। শরৎকালে সে টাকা তাহাকে জমা দেওয়া হয়। তিনি পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পলায়নের কোন কারণ নাই। তাঁহাকে কান্দাহারে যাইবার

সম্পূর্ণ অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। নগরের লোকে বলে যে হক্কিম, আবদুল রহমনের আগমনে বড় ভীত হইয়াছেন। জনরব এই যে আবদুল রহমনের সঙ্গে সন্ধি করিয়া কাবুলে যাহাতে শান্তি স্থাপিত না হয়, সেই চেষ্টায় হক্কিম গিলিজিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেছেন।

ময়দানে তিন হাজার লোক একত্র হইয়াছে।

কাবুল ২৬ এ জুন। কোহিস্থানে আবদুল রহমানের আগমনার্থ সমস্ত উদ্যোগ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার বন্ধুগণকে তিনি যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ হইয়াছে যে তিনি সম্প্রতি কোহিস্থানের দিকে আসিবেন না। তিনি মুস্কি আলমকে একটী সুন্দর অশ্ব উপহার দিয়াছেন এবং কোহিস্থানিদিগকে বলিয়াছেন যে কোহদমানে যে সকল ব্রিটিশ সৈন্য আছে তাহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করা না হয়। মুসা জান টক্তিবর্দ্ধকে উপস্থিত হইয়াছেন। গজনীর লোক ময়দান ও লোগারে যায়, ইহা তত্রত্য অধিবাসীরা ভালবাসে না। এই জন্য অনেক বিবাদ হইতেছে। মহম্মদ জানের অধীনস্থ লোকেরা টক্তিবর্দ্ধক হইতে কাবুলি যাহারা শস্য লইয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছেন। কোটালি তকত নামক স্থানে সামান্য যুদ্ধে অনেকগুলি গাজির প্রাণ বিনাশ হইয়াছে।

হাক্কিম খাঁ তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় পূর্ব্বক আবদুল্লা খাঁর সঙ্গে বারাককি নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি দক্ষিণ দেশস্থ খিলিজিদিগের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছেন।

কাবুল ২৮ এ জুন। আবদুল রহমন কাবুলের সরদার ও প্রজাবর্গের নিকটে এই ভাবে এক সারকুলর প্রেরণ করিয়াছেন যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহার পিতামহ শাসিত সমস্ত আফগানস্থানের আমীরত্ব প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। কান্দাহার ও কোরম তাঁহার রাজ্যভুক্ত থাকিবে। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন এবং অতি শীঘ্র কোহিস্থানের অন্তর্গত কোরম নামক স্থানে উপস্থিত হইবেন। ইংরাজদিগের শেষ পত্রের উত্তর প্রদান কালেও তিনি এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ইংরাজেরা তাঁহাকে সমস্ত আফগানস্থানের রাজত্ব দিতে সম্মত হইয়াছেন। কাবুল ও অন্যান্য স্থানের লোকেরও সংস্কার এই যে, তাঁহাকে সমস্ত আফগানস্থানের রাজত্ব দেওয়া হইবে।

তুর্কিস্থান হইতে কোহিস্থান হইয়া যে সকল হাজিরা কাবুলে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহারা বলে রুশিয়েরা চীনের নিকটে দুই বার পরাজিত হইয়াছে।

কান্দাহার ২৯ এ জুন। হিরাট হইতে যে বণিক দল আসিয়াছে, তাহারা বলে যে আয়ুবখাঁর সৈন্যের কিয়দংশ রোজাবাগে অবস্থিতি করিতেছে।

কাবুল ২৯ এ জুন। ফার্জা নামক স্থানে বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হইয়াছে। অদ্য জেনরল নর্ম্মান জেনরল গফের শিবির হইতে ফার্জা নামক স্থানে যাত্রা করিয়াছেন। বাবাকচারের নিকট মীরবাচার ভ্রাতার অধীনে সহস্র কোহিস্থানির সহিত উহাদের যুদ্ধ হয়। কোহিস্থানিরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে, কিছু দূর যাইলে পর একদল হিসাবক রক্ষীসৈন্যদিগকে আক্রমণ করে ইহাতে ছয় জন সিপাহীর মৃত্যু হইয়াছে। সেরপুরের নিকটবর্ত্তী দুর্গ সকলের দৃঢ় সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে।

কান্দাহার ৩০ এ জুন। জনরব যে আয়ুব খাঁ এগার রেজিমেণ্ট সৈন্য এবং ৩৬ টী কামান লইয়া হিরাট ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সৈন্যদিগকে এই বলিয়া প্রোৎসাহিত করিতেছেন যে ইংরাজেরা কান্দাহারে অনেক কোটী টাকা খরচ করিয়াছে তাহাদিগকে কান্দাহার হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিলে এই সমস্ত সম্পত্তি ও তাহাদিগের স্ত্রী সমূহ তোমাদিগের হস্তগত হইবে।

তুর্কিস্থানের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লুইনোব বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইতেছে।

জেনরল গফ সাহেব কিল্লামুরাদবেগ নামক স্থানের অভিমুখে যাইতেছেন। পৈনমৈলারকোতাল নামক স্থান দিয়া সেরপুরে যাইবার রাস্তা পরিষ্কার থাকিবে।

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ সংবাদ।

রেঙ্গুন ২৭ এ জুন। নায়ডওক যখন নদী পার হইতে ছিলেন, পুলিসে তাঁহাকে ধরিবার উপক্রম করে। নায়ডওক হস্তিতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন।

রেঙ্গুন গেজেটের থায়েটমোর সংবাদ দাতা বলেন যে নায়ডওকের সহিত শনিবারে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়া ছিল। রাজকুমার তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলেন যে "আমার কৃতকার্য্য হইবার আশা আছে।" আর একটী গ্রাম দগ্ধ করা হইয়াছে, রাজকীয় সৈন্যের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় উহারা মান্দালায় হইতে গঙ্গখিওর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

রেঙ্গুন ২৮ এ জুন। নায়ডওকের দ্বিতীয় বার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তিনি এক্ষণে থায়েটমোতে বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। রাজকীয় সৈন্যগণ রবিবারে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। কোন পক্ষেই কোন প্রাণ হানি হয় নাই।

রেঙ্গুন ২৯ এ জুন। নায়ডওক আট জন সঙ্গী সহিত পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রেঙ্গুনে আনীত হইতেছেন। সেখান হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

চাটগাঁএর সহকারী বন্দোবস্তকারী অফিসর এইচ, জে, এইচ, কামসন ১৫ শে জুলাই হইতে ছয়মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বাঢ়বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর সি, এস বেলি সাহেবকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করা হইল। তিনি হোমডিপার্টমেণ্টে কর্ম্ম করিবেন।

বাবু শিবপ্রসন্ন সাহাকে মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথি নামক স্থানে বদলী করা হইল।

সোনাপুর হইতে মগরা পর্যন্ত যে ষ্টেট রেলওয়ে হইবার কথা আছে তাহার জন্য ভূমি ক্রয়ার্থ ডবলিউ হেসাম সাহেব (জুনিয়র) কিছুদিনের জন্য ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হইলেন।

মেঃ হেসাম (জুনিয়র) পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের রেলওয়ে [illegible] হস্তে সমর্পিত হইলেন।

পাবনার ডেপুটী কলেক্টর মৌলবী [illegible] দুল কাদের দুই মাস অধিক ছুটী পাইলেন।

ডাম্পিয়ার সাহেব এই মাসের [illegible] ছাড়িয়াছেন বলিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন।

[illegible] কলেজের অধ্যাপক [illegible], [illegible] কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

ডবলিউ, সি, ফিলিপ্‌স্টোন [illegible] হইতে [illegible] কলেজের প্রিন্সিপাল [illegible] হইলেন। [illegible] তিনি চতুর্থ শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন।

শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিভাগ।

[illegible] এসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন নবীনচন্দ্র [illegible] তিনমাসের ছুটী পাইয়াছেন।

[illegible] সবডিবিসন এবং ছোট [illegible] বাবু [illegible] একমাসের অধিক ছুটী পাইয়াছেন।

বীরভূমের প্রতিনিধি [illegible] সি ওয়ন সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণী [illegible]।

বাবু হরিনাথ রায় [illegible] অবৈতনিক [illegible] মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছেন।

[illegible] মুন্সেফ [illegible] ছুটী লইয়াছেন।

[illegible] বাবু [illegible] ছুটী পাইয়াছেন।

[illegible] বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস [illegible]

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] আবিসিনিয়ার সহিত [illegible]

[illegible] ২১ এ জুন। ইউরোপীয় [illegible] গ্রীসকে প্রদান করিয়া [illegible] পার্লিয়ামেণ্টে বলিয়াছেন যে ইউ[illegible] কবিবার ক্ষমতা আছে, [illegible] কবিবার কে? [illegible] বলিয়াছেন [illegible] বিদেশীদিগের [illegible] অধিকার [illegible] এবং [illegible] হইয়াছে, তাহা প্রতিদান করিবে।

লণ্ডন [illegible] জুন। বুয়ন এয়ারিসে আবার যুদ্ধ [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ছিলেন কিন্তু কোন ডিপার্টমেণ্টের [illegible] বিরুদ্ধবাদী হইয়াছেন।

[illegible] সহিত বিবাহ হইবার আইন [illegible] হইয়াছে।

[illegible] হইয়াছে [illegible] হইয়াছেন [illegible]

[illegible] হইবে।

[illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, [illegible] পার্লি[illegible] যামেণ্টে [illegible] প্রতিজ্ঞার [illegible] হইলেই [illegible]

সেণ্টপিটর্সবর্গ [illegible] প্রধান [illegible] পদে নিযুক্ত হইলেন।

তেকনসা [illegible] দেশ পরিদর্শন করিতেছিল, তুর্কি [illegible] সেইকালে তাহাদিগকে আক্রমণ করে। [illegible] কি হইল জানা যায় নাই।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৭ এ জুন। বার্লিন কনফরেন্স সভা গ্রীক সীমার যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তুর্কি সে বন্দোবস্তে সম্মত না হইয়া, যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ জুন। অবরোধ হইলে যেরূপ হয় এপিরস ও থেসালি এই দুই স্থানের ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

নিউইয়র্ক ২৮ এ জুন। ২৬এ বুয়ন এয়ারিস অবরোধ করা হইয়াছিল এবং নগরবাসীদিগকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নগর সমর্পণ করিতে বলা হইয়াছিল।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ জুন। তুরস্কের পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান মন্ত্রী সুলতানকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে আপনি কালিফ, আপনি ভারতবর্ষীয় ও তুর্কিস্থানীয় মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করুন, তাহা হইলে ইংলণ্ড ও রুশিয়া একটু নরম হইয়া আসিবে। পেক ইসলাম নামে কনষ্টাণ্টিনোপলের সংবাদপত্রও ঠিক এই মত উপদেশ দিতেছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৯ এ জুন। সিরিয়ার অন্তর্গত বৈরুতে খৃষ্টানে ও মুসলমানে বিলক্ষণ গোলযোগ বাঁধিয়া উঠিয়াছে। তিনটী কামান শুদ্ধ একখানি ইংলণ্ডীয় রণতরী সিরিয়ায় প্রেরিত হইতেছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২৭ এ জুন। চীনের সৈন্যেরা হইবার রুশিয় সৈন্যদিগকে কাসগরের সীমায় পরাজিত করিয়াছে। চীনেরা কোকন্দের অন্তর্গত গুসা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ২৯ এ জুন। চীন সৈন্য কোকন্দের পূর্বাংশ অধিকার করিয়াছে। অতঃপর নিহিলিষ্ট ষড়যন্ত্রকারীদিগকে দেওয়ানী আদালতে সমর্পণ করা হইবে।

নিউইয়র্ক ২৯এ জুন। বুয়ন এয়ারিসে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে।

বার্লিন ২৯ এ জুন। বার্লিনের কনফারেন্স সভা গ্রীসের সীমা সম্বন্ধে যে পত্র প্রচার করিয়াছেন তদনুরূপ কার্য্য করিবার নিমিত্ত তাঁহারা দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। পত্রের এক এক খানি নকল তুরস্ক ও গ্রীসে প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা জুলাই। অদ্যকার টাইমস পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে সভ্য প্রতিজ্ঞা করিলে সভ্যদিগকে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় উপবেশন করিতে দিবার বিষয়ে যে আইনের প্রস্তাব হইয়াছে, কনসর্বেটীব দলের তাহাতে সম্পূর্ণ মত আছে।

লণ্ডন ২ রা জুলাই। শপথ না করিয়া সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া পার্লিয়ামেণ্টসভার সভ্য হওয়া যাইতে পারিবে বলিয়া গ্লাডষ্টোন সাহেব যে প্রস্তাব করেন, গত রাত্রিতে কমন্স সভায় তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেবের পক্ষে ৩০৩ জন এবং বিপক্ষে ২৪৯ জন ছিলেন।

ষ্টেট সেক্রেটরি বলিয়াছেন যে ব্রহ্মদেশীয় রাজার নিকটে যেরূপে পত্রাদি লেখা হইবে, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করিতেছেন।

ক্রাকমাননের মেম্বর মে আদম সাহেব মান্দ্রাজের গবর্ণর হইলেন।

রুশিয়া চীনের নিকটে পরাজিত হইয়াছে এবং চীনেরা কোকন্দ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে সেণ্টপিটর্সবর্গের লোকে এ সংবাদ অস্বীকার করে।

নিউইয়র্ক ১ লা জুলাই। বুয়ন এয়ারিসের বিদ্রোহ থামিয়া গিয়াছে।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর।

মদের জ্বালায় আজ কাল সকলে যেমন জ্বালাতন হইয়াছেন, আমরাও তেমনি বিব্রত হইয়াছি। আমাদের প্রজাবৎসল খ্রীষ্টান গবর্ণমেণ্ট যে কেন এই পাপজনক আয়ের লোভে পতিত হইয়া দিন দিন নানা ব্যাধির বীজ রোপণ করিয়া প্রজাপুঞ্জের অশেষ অকল্যাণ আনয়ন করিতেছেন ও তন্নিবন্ধন লোকসমাজে নিন্দনীয় হইতেছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। প্রজার মঙ্গলের জন্য কি তাঁদের রাজশাসন নয়? প্রজার হিতকামনা যে রাজার গৌণ ও প্রজাপীড়ন দ্বারা রাজস্ব আদায় যে রাজার মুখ্য উদ্দেশ্য, সে রাজ্যের কখন শুভ হয় না। ঈশ্বর স্বয়ং সে রাজ্যের প্রতিকূল ভাবে দণ্ডায়মান হন। নানাবিধ দুশ্চরিত্র দমনের নানাবিধ নিয়ম প্রকটিত হইয়া নূতন "ক্রিমিনাল প্রসিডর কোড" ব্যবস্থাপিত হইল, কিন্তু যে মদ্যরূপ মহাশত্রু অধুনাতন দুশ্চরিত্রদিগের মহা উত্তেজক হইয়া সমাজে নানাপ্রকার পাপ ও বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিয়া বৃটিশরাজের অপযশ ঘোষণা করিতেছে, তাহার শাস্তি কোন দণ্ডবিধিতে আছে? আমাদের জামালপুরের চতুঃসীমা যদি জানিতে চান, তবে শুনুন। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ মদের নূতন ভাঁটি দ্বারা বেষ্টিত!! যেখানে একটী ভাঁটি থাকে, সেখানকার অধিবাসীরা ভয়ে ভীত হন, আমাদের চারিদিকেই মদের দোকান ও মদের ভাঁটি খোলা হইতেছে। আমরা ত এবার মারা যাই!! এই সব ভাঁটিতে লোকের অনুরাগ কত যদি অবগত হইতে চান, তাহা হইলে এক কথায় এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে

যেখানে যত কুম্ভকার আছে, অধিক অর্থ লোভে সকলেই প্রায় ভাঁটি ওয়ালাদের নিকট দাদন লইয়া তাহাদিগকে মদের ভাঁড় ইত্যাদি যোগাইতে এত ব্যস্ত যে গৃহস্থদের চালের খাপরা মিলা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সামান্য খাপরা গুলা ২ বা ২॥০ টাকা হাজার মিলে না!! ধনী লোকেরাই যেন কোন উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিলেন, দুঃখিদের উপায় কি? এদিকে মিউনিসিপাল আইনের তাড়ায় সহরে কেহ খড়ের ঘর রাখিতে পারে না, ওদিকে খাপরাও পায় না, মহা গোলযোগ উপস্থিত। এখন উপায় কি? মাদক দ্রব্য হইতে গবর্ণমেণ্টের আয় কম হয় না। ১৮৭৮—১৮৭৯ অব্দে এই পাপ হইতে রাজকোষে ৭০২৪০০০ টাকা আসিয়াছিল, তন্মধ্যে "ইম্পিরিয়েল" কোষে ৬৫০০০০০ গিয়াছে। অবশিষ্ট ৫২৭০০০ মাত্র বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট পাইয়াছেন!! প্রজার দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া যদি বা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এত টাকা উপার্জ্জন করিলেন কিন্তু অধিকতর আক্ষেপের বিষয় এই যে তাহাও এ দেশের কোন শুভ কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিলেন না। উল্লিখিত ৬৫০০০০০ টাকা বোধ হয় আফগান যুদ্ধে আহুতি দেওয়া হইয়াছে! ১৮৭৯—১৮৮০ অব্দের আয় বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি পাইয়াছে! কেন না কেবল মাদক দ্রব্য হইতে ৭১০০,০০০ টাকা আয় হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও গবর্ণমেণ্ট আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ এ আয় আরো অধিক হইতে পারিত। আহার্য্য দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য মহার্ঘ্য ও দুর্ভিক্ষ মূল্যে জিনিস পত্র বিক্রয় হইলেও বাঙ্গালা মুলুকের প্রজারা ৭৩ লক্ষ টাকা অপব্যয় করিয়াছে। ইহাতেও গবর্ণমেণ্টের মন উঠে নাই, এটী অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। না জানি এ বৎসর ধান্যের বাজার নরম থাকাতে কি হইবে!! গত ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত যে হিসাব হইয়াছে, তাহাতে বেঙ্গল গেজেটে ৬৪৬২০০০ টাকা লভ্য দেখান হইয়াছে!! ১৮৭৯ অব্দের ঐ মাসে ৬৭১৯০০০ টাকা মাত্র আয় হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ লর্ড রিপন বাহাদুর একবার এ দিকে কটাক্ষপাত করুন। দেশ উৎসন্নপ্রায় হইতেছে। যাহাতে মদের ভাঁটির অকাতরে লাইসেন্স দেওয়া উঠিয়া যায়, তাহার আজ্ঞা দেওয়া হউক। এ নরকের কর তুলিয়া দিয়া যদি আর কোন ভাল কর দিতে হয়, আমরা রাজি আছি, কিন্তু মদের দৌরাত্ম্যে অসংখ্য লোকে নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। এদেশে মৌগা মদের ভাঁটি হওয়াতে মদের বাজার খুব সুলভ হইয়াছে। শুনিতে পাই, চারি আনায় এক বোতল মদ পাওয়া যায় দুগ্ধ অপেক্ষা শস্তা মদ, লোকে পান করিবে না কেন? হয় মদের উপর অধিক কর ধার্য্য হউক, কেন না তাহা হইলে যাদের টাকা আছে তারাই যেন লক্ষ্মীছাড়া হইবে, কিন্তু মুটে মজুর কারিকর মিস্ত্রি, যাদের উদরে অন্ন নাই, চালে খড় নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই, তারা ত বাঁচিয়া যাইবে। ইহাদের সংখ্যাই অধিক, এই হতভাগাদের উপর কি দয়া করা ধর্ম্মানুমোদিত নয়? ইহা কি বৃটিশ রাজনীতি বহির্ভূত কার্য্য? কখনই না।

উপরে যেমন মদের ভয়ানক অত্যাচারের বিষয় বিবৃত হইল, অহিফেন সম্বন্ধে আর কি লিখিব, এই সুন্দর বেহার দেশ, যেখানকার প্রজারা দিন আনে দিন খায়, তারা যদি গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রলুব্ধ না হইয়া, নিজ নিজ খাদ্য সামগ্রীর চাষ করিতে পাইত, তাহা হইলে তাহাদের অশেষ কল্যাণ হইত এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে এ দেশেরও সাধারণ উন্নতি হইত সন্দেহ নাই। যদি বলেন তাহারা ত তাহাদের পারিশ্রমিক প্রচুর অর্থ পাইয়া তবে অহিফেনের চাষে প্রবৃত্ত হয়। এ কথা সত্য, কিন্তু তারা একবার উহার জন্য দাদন লইলে সহজে ছাড়িতে পারে না। এর মধ্যে অনেক কথা আছে, বিশেষ অনুসন্ধানের পর খুলে লিখিব, এই ব্যবসায়ে গবর্ণমেণ্ট নিজে লিপ্ত। মদের ব্যবসায় উপর কেবল রাজা কর লন মাত্র। কিন্তু এটি এদের অতি যত্নের ও আদরের কারবার। ১৮৮০—১৮৮১ অব্দের যে বজেট হইয়াছে, তাহাতে ৫৬৪০০ সিন্দুক অহিফেন বিক্রয় হইতে পারে এমন আশা করা হইয়াছে। প্রতি সিন্দুকের মূল্য ১০৫০ টাকা হইবে। তাহা হইলে ঐ বিষ বিক্রয় করিয়া, দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া, ভারতের কলঙ্ক বৃদ্ধি করিয়া, আমাদের খৃষ্টান গবর্ণমেণ্ট এই সনে ন্যূনাধিক ৫৯২২০০০০ টাকা সংগ্রহ করিবেন!! সৌভাগ্যের বিষয়, ইংলণ্ডে এ দুষ্কার্য্যের উপর উদারস্বভাব মহোদয় সভ্যদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে, এ ব্যবসা যাহাতে শীঘ্র উঠিয়া যায়, তজ্জন্য সেখানে এক সভা হইয়াছে। বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অনেকে তাহাতে সভ্য আছেন। তাহাদের তাড়নায় সেদিন আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন, উক্ত মহাসভায় বলিয়াছেন, যে আপাততঃ ভারতীয় রাজকোষের যেরূপ মন্দ অবস্থা, তাহাতে এখনই এত টাকা আয় গবর্ণমেণ্ট একেবারে ছাড়িতে পারেন না। ভাল, ভবিষ্যতে যে পারিবেন, তাহার আশা পাইলেও আমরা উর্দ্ধ হস্তে লিবরল গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব।

৩। গত কল্য এখানকার নওয়াগাঁয়ের বাঙ্গালীটোলার মধ্যে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। কোন ভদ্র লোকের একটী শিশু সন্তান অকস্মাৎ তাঁহার প্রাঙ্গণস্থ কূপ মধ্যে পড়িয়া যায়। সে সময় আফিসের বাবুরা বাহির হইয়া গিয়াছেন, বাটীর মধ্যে কেবল কুলবালারা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন। উক্ত সন্তানটীর জননী তৎক্ষণাৎ ঐ অকালের ধন ছেলেটীকে নিঃশব্দে জন্মের মত বিদায় লইতে দেখিয়া আর কিছু করিতে না পারিয়া আর কাহাকে ডাকিবার অবসর না লইয়া ছেলে যে তাঁর "প্রাণাধিক" তাহার নিদর্শন রাখিবার জন্য, ঐ সঙ্গে সঙ্গে কূপ মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন!! এই কূপটী কমবেশ ৩০ ফিট গভীর হইবে!! পড়িবার সময় কোথায় তিনি পড়িলেন, তাহা তিনি জানেন না। তিনি যেই ঐ উচ্চ স্থান হইতে কূপ জলে পড়িলেন, অমনি কাঁদিতে কাঁদিতে হারান ধনকে যেন হেন জাপ্টে ধরিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক তুলিয়া লইলেন, তথায় জল প্রায় কণ্ঠাগত। সৌভাগ্যক্রমে এবার বর্ষা এদেশে এখনও তাদৃশ হয় নাই, তাহা হইলে গতজল যে কি বিপদে পড়িতেন তাহা কে বলিতে পারে? তদবস্থায় দাঁড়াইয়া জলে কোলে তিনি যে ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিয়াছেন, তাহা তাঁর কোমল হৃদয় ও সেই সর্ব্বদর্শী দয়াময় পিতাই জানেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই রমণীরত্নকে ধন্যবাদ দি। তিনি যেরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা সচরাচর শুনা যায় না। তিনি যে শিশুর পতনের অব্যবহিত পরেই কূপ মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর বাঞ্ছিত ক্রোড়ে শিশু সন্তানকে তুলিয়া দিলেন। এ ঘটনাটী ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দয়ার ব্যাপার। মনে করুন, যদি ঐ পুত্রশোকাকুলিতা জননী উপর হইতে পড়িবার সময় জলনিমগ্ন সন্তানের ঘাড়ের উপর পড়িতেন, তাহা হইলে সে সুকুমার শিশু কি ঐ আঘাতে প্রাণ হারাইত না? এতদ্ভিন্ন একটী স্ত্রীলোক পড়িলা দিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুই ভাঙ্গিলেন না, জননী যেমন সুস্থ শরীরে ... তেমনি কূপে ... পড়িলেন, তেমনি তিনি নিজের সুস্থ অঙ্গে সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া অবিশ্বাসীর মনে ঈশ্বর বিশ্বাস উদ্দীপন করিয়া ... পুত্রকে ... করিবার জন্য নিকেতনে ... ।

৮। গত ৮ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে মুঙ্গেরের সংবাদদাতা একটা বিষম অন্যায় সমাচার দিয়া আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে "তিন বৎসর অন্তর দেশীয় কমিশনের পরিবর্ত্তনের নিয়ম শুনিয়া ২। ১ জন অল্প বেতনের কেরাণী বাবু আমিষলোলুপ মার্জ্জারের ন্যায় ... লালায়িতমনায় (এখানে) বিনিময় ... চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে ২। ১ জন

যদি সুপারিশ পত্র সংগ্রহ করিয়া কর্তৃপক্ষের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতেও ত্রুটি করেন না" ইত্যাদি। আমরা জানিতে চাহি যে, স [illegible] এ সমাচারটী কি স্বয়ং জানিয়া লিখিয়াছিলেন? না লোক মুখে শুনিয়া অন্য [illegible] সংবাদ না পাইয়া বাঙ্গালীর [illegible] জন্য "উপন্যাস ফেবেল" [illegible] একটী অভিনব উপন্যাস নিজে [illegible] সোমপ্রকাশের এক স্তম্ভ একক্কালীন [illegible]? আমরা এ বিষয় বিশেষ [illegible] জানিলাম যে ঐরূপ কোন কেরাণী [illegible] "সুপারিশ" লইয়া ঐ উক্ত পদ [illegible] দণ্ডায়মান হন নাই। যদি তিনি [illegible] এ প্রতিবাদ অন্যায় সপ্রমাণ করিতে [illegible] তাহা হইলে তাঁহার নিকট আমরা প্রকাশ্যে [illegible] করিব, নতুবা তিনি সাধারণের নিকট [illegible] প্রচার করিয়া অদৃষ্ট বাঙ্গালী মণ্ডলীর [illegible] অপরাধে অপরাধী হইলেন। [illegible] দোষেই সংবাদপত্র কলঙ্কিত হয়, এ জন্য তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে তাঁহাদের দ্বারা আর যেন দেশীয় সংবাদপত্র সমূহ বৃথা অভিযোগভাজন না হয়।

[illegible] ইতিমধ্যে [illegible] এখানকার ও মফস্বলের বাজারে যে যে প্রধান শস্য বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রকটিত হইল।

পাকিওজনে	টাকায়	গম	[illegible]	সের
ঐ	ঐ	কলাই	[illegible]	ঐ
ঐ	ঐ ভাল চাউল		১৪	ঐ
ঐ	ঐ মোটা চাউল		১৮	ঐ

এবার বোধ হয় ঈশ্বর বেহার দেশের প্রতি বিশেষ কৃপাবর্ষণ করিয়াছেন, অনেক বৎসরের দুঃখ ও অনটনের পর এবার একটু সচ্ছলতা দেখা যাইতেছে। ইহারই মধ্যে এদেশীয় লোকদিগের প্রধান উপজীবা [illegible] শস্য সুলভ হইয়া গিয়াছে। যদি ধানাদির [illegible] নৈসর্গিক উৎপাত না হয়, [illegible] হইলে [illegible] লোকদিগের মুখ দেখে [illegible] এখানকার লোকদের [illegible] কি [illegible] বিশ্বাস) [illegible] বাধিত হয়। ইহার উপর জমিদারী উৎপীড়ন আছে। এতদ্দেশের অধিকাংশ [illegible] পড়ে, ঘর মেরামত [illegible] চালায়!! ইহাতে এরা অপমান [illegible] করে না, কিন্তু আবশ্যক হইলে এরাই [illegible] নগদ দিতে পারে। ইহাদের চালচলন [illegible]। ইহাদের মধ্যে বিবাহটী একটু [illegible] হয়।

সে জাঁকজমক, চকাবাদোই অনেক সময় পর্যবসিত হয়। যদি কোন শস্যক্ষেত্রে যাওয়া যায়, তথায় হয় ত জমিদার ও প্রজা উভয়েই কাজ করিতেছে দেখা যায়; কিন্তু কে প্রজা আর কে রাজা কিছুই বোঝা যায় না। আমরা একদিন একজন ভাল জমিদারকে কোদাল হাতে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। আমাদের দেশের বাবু জমিদারের সঙ্গে তুলনা করিলে কত প্রভেদ হয়। তবে এরাও ক্রমশঃ বাবুদের সংসর্গ দোষে ও দুই একজন এঁদের মধ্যে মিউনিসিপাল কমিশনর হওয়াতে অথবা "রুবী" পদ পাওয়াতে জামা গায় দিতে শিখিয়াছেন। কেহ কেহ বাবুয়ানার আস্বাদন পাইয়া অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছেন। পল্লীগ্রামের বাঙ্গালী জমিদারদের নিকটে যাইতে ভয় হয়। কিন্তু ইহাদের কাছে বসিলে এরা আমাদিগকে ভয় করে!! আমাদের দেশীয় জমিদারদের বাহ্যচিহ্ন লাঠিসোঁটা ও মকদ্দমা, এদের প্রধান গৌরবের জিনিস, লাঙ্গল, বলদ ও কুঠি, অর্থাৎ শস্যাদি রাখিবার গোলা বিশেষ। আমাদের দেশে প্রজায় ও জমিদারে বড় সাক্ষাৎ হয় না, এদেশে প্রজায় ও জমিদারে বড় ছাড়াছাড়ি হয় না। অনেক বড় বড় বেহারী জমিদারকে গোপনে প্রজার সঙ্গে সমভাবে কথাবার্তা কহিতে দেখা যায়, কিন্তু এ সুখের ভাব বোধ হয় আর থাকে না। কেন না রেলওয়ের সংসর্গে লোক যত সভ্য হইয়া উঠিতেছে, এরাও ক্রমশঃ স্বর্গীয় সরলতা হারাইতেছে। এদের কোন কোন ঘরে ইংরাজী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গনেশে ইংরাজী মদ্য প্রবেশ করিয়াছে!! এদের অনেকের এরূপ সংস্কার দাঁড়াইয়াছে যে ইংরাজী বহি পড়িলেই চুরাট না খেলে ও মদ্য পান না করিলে সাজে না। অতএব যাহাতে এই ভ্রমজনক সংস্কার দূরীকৃত হয়, তদুপায় অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সে উপায়টী প্রকাশ্যরূপে মদ্যব্যবসায় প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা।

৬। ইতিপূর্বে জামালপুর মিউনিসিপালিটির বাঙ্গালী কমিশনর পরিবর্তনের যে আদেশ আসিয়াছিল, তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিলক্ষণ ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। কেন না এখানকার মিউনিসিপালিটী "ষ্টেশন কমিটীর" অন্তর্গত। ইহা ১৮৫০ অব্দের ২৬ আইনের বিধানানুসারে সংগঠিত হয়। কিন্তু ১৮৭৬ সালের ৫ আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিন বৎসর অন্তর দেশীয় কমিশনর পরিবর্তনের যে নিয়ম আছে, তাহা ষ্টেশনকমিটী মিউনিসিপালিটীতে খাটে না। এ সব মিউনিসিপালিটীতে উক্ত নূতন মিউনিসিপাল পাঁচ আইনের প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় খাটে এই মাত্র। এ জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার প্রেরিত হুকুম রহিত করিয়াছেন শুনিয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম।

প্রেরিত পত্র

কি জঘন্য রুচি !!

গত ৮ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে বাবু ভগবতী চরণ দে "ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিবার আমাদের কোন অধিকার আছে কি না?" শীর্ষক যে একটী সংপ্রস্তাব লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া ভাবিয়াছিলাম, বাঙ্গালার কেহই তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন না; কিন্তু আমাদের সে ভাবনা বৃথা হইল। বাঙ্গালায় নাই নাই তথাপি আজিও অনেক রত্ন আছেন। তাঁহারা ভগবতী বাবুর অযৌক্তিক প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া কেন বিরত হইয়া থাকিবেন? যাঁহারা ভগবতী বাবুর এই প্রস্তাবটীকে অসার বলিয়া থাকেন, তন্মধ্যে রাজবিহারী বাবু একজন। রাজবিহারী বাবু তাঁহার প্রতিবাদের প্রারম্ভে বলিয়াছেন "একটী অযৌক্তিক প্রস্তাব পাঠ করিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম" এ মিথ্যা কথা নহে, সত্য কথাই বলিয়াছেন! এ কথার মূল্য কোটী কোটী টাকা! ঈশ্বরও কি আবার আছেন। (উঃ এ কথা শুনিলেও পাপ হয়।) "যদি ঈশ্বর থাকিতেন, এবং তাঁহাতে বিশ্বাস যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে ভগবতী বাবুকে এত কষ্ট করিয়া ঈশ্বর আছেন বুঝাইতে হইত না।" আমরাও বলিতেছি, ঈশ্বর যদি থাকিতেন তবে রাজবিহারী বাবুর এই পত্রখানি লিখিবার পূর্বে ঈশ্বর তাঁহাকে অবশ্য তাঁহার সত্তার পরিচয় দিতে পারিতেন! কিন্তু তিনি কি আছেন!!!

তিনি আছেন কি না আছেন, এ কথাটী বুঝাইয়া দিতে আমরা আজ বিরত হইলাম, আজ আমরা কেবল তাঁহার বিদ্যার দৌড় ও সুরুচির পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইব। তিনি বাহিরে অনুকরণকে নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু গোপনে এত অনুকরণ করিয়া থাকেন, যে তাহা বঙ্গদর্শনকারই বুঝিতে পারিবেন। বলিতে লজ্জা হয়, সাংখ্যদর্শনকারের আধুনিক বঙ্গবাসী প্রিয় শিষ্য রাজবিহারী বাবু, তাঁহার লিখিত "ঈশ্বর" শীর্ষক প্রস্তাবটী ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসের বঙ্গদর্শনের 'নিরীশ্বরবাদ' প্রস্তাবের ৯ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ১১ পংক্তি হইতে ১০ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ২৫ পংক্তি অবিকল নকল করিয়াছেন; একটী কথাও পরিত্যাগ করেন নাই! এরূপ গুপ্তভাবে পর পুস্তক হইতে অবিকল নকল জঘন্য প্রবৃত্তির পরিচায়ক, রাজবিহারী বাবু

বিজ্ঞাপন

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম-রক্ত, গ্রহণী, কঠিন গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত ... যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই ঔষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষ ... করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন ... ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম লিখিত হইল। ... মহাশয়দিগকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত ... করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ... টিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ।

চন্দনাসব।

এই ঔষধ ... নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মধুমেহ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রভৃতি ... সহিত শোণিত স্রাব ও ... নিঃসরণ এবং প্রস্রাবে ... রোগ হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী ... লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন ... এই ঔষধ ব্যবহার ... কলিকাতার ... সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ... উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা
প্যাকিং ৵০ দুই আনা

সুবাসিত ঘৃত।

... মহৌষধ।

এই ... উপর ক্রিয়া ... নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্তপ্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক ... শোণিতস্রাব এবং ... দোষ জন্য ... সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ... ৵ আনা।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই ঘৃত যত্নে প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা ইন্দ্রিয়াদির শিথীলতা, সারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, ক্লমতা, কাসরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাণ বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি শক্তি বৃদ্ধি করে কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরিক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলকানাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং প্রবেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার মুদ্রাকার্য্য হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩, টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অদ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃদ্ধ ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

শীঘ্র! নির্ভয়!! নিশ্চয়!!!

বি, এন, দাসের গণোরিয়া নিকশ্চর

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন মেহ শ্বেত প্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য মায় প্যাকিং বড় শিশি ৩৸, মধ্যম ২, ছোট ১।০।

৪৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১৷০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, বাত, পারা দোষ, শোথ, উপদংশ, (গরমী) এমন কি শ্বাস কাশ ইত্যাদিরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ।

মহাশয় আমি বহু দিবস হইল ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কার্য্যে অক্ষম হইয়াছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্টি হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যদক্ষ হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিপ্রদাস মণ্ডল
ময়মনসিংহ।

১১ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

কুষ্ঠরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বহু পরীক্ষার দ্বারা তাহা উপলব্ধি হওয়ায় অত্রস্থ অনেকগুলি ভদ্র লোকের অনুরোধে সাধারণের উপকারার্থে সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপন মুদ্রাঙ্কণ করিতে বাধ্য হইলাম। মূল্য প্রতি বোতল ২ দুই টাকা।

এই ঔষধ ৪১ দিন সেবনীয়। ঔষধের মূল্যের নিয়মাবলী প্রেরণ করা যাইবে।

সাঁকারি গ্রাম }
সগড়া পোষ্ট আফিস } শ্রীযাদবচন্দ্র মজুমদার।
জেলা বর্দ্ধমান }

ঔষধ।

SIGHT PRESERVER.

১। দৃষ্টি রক্ষক নামক সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১, ডাক মাশুলাদি ৶০।

২। প্রমেহ রোগ নূতন পুরাতন যে প্রকারেরই হউক না কেন, জ্বালা যন্ত্রণা মূত্রাধিক্য পূয়স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ নিবারিত হইয়া নিশ্চয়ই নিঃশেষে আরোগ্য হয়। মূল্য ৪ টাকা ডাক মাশুলাদি ১ এক টাকা মাত্র।

PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA

৩। ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতিতে মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই দংশন জনিত বিষ নিবারক মহৌষধ, রোগী ক্ষিপ্ত হইলে এমন কি জল কিম্বা আলো দেখিয়া ভীত হইলেও (হাইড্রোফোবিয়া কিম্বা ফটোফোবিয়া) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশনের পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পরিণামে কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১০ টাকা। ডাক মাশুল ।।০।

৪। সকল প্রকার অর্শ রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন গলিত, বেদনা এবং উদ্দংশ জনিত সকল প্রকার অর্শ আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিস করিলে সর্ব্ব প্রকার চক্ষু রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা মাশুল ৶০।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, সিমলা ৫৭ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের পর অপর মাসে প্রচারিত হইয়া পাঠকগণকে উত্ত্যক্ত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৩ ফর্ম্মা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা, ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব। এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আড়াইশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ২৸০ ডাক মাশুল ।৸০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অঙ্ক মূল্য ১ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ২, লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একযোগে লইলে ১৬ টাকা স্থলে ১১৸০ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস }
ময়মনসিংহ। } শ্রী[illegible] ভারতমিহির ও [illegible] সম্পাদক।

উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
সমালোচনা ও সমালোচনা পূর্ণ
মাসিক পত্রিকা।

এত উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা[illegible] বর্ত্তমান [illegible] মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] গ্রাহকেরা [illegible] স্ব স্ব নাম ধাম [illegible] মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

[illegible]
[illegible] ষ্ট্রীট।
[illegible]বাজার কলিকাতা।

মেগাসিন্ধুরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, পুঁয ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, শুক্র জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন [illegible] প্রদর, রক্তপ্রদর শুক্রতারল্য রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, মাশুল ।৶০।

মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পলিত কেশ হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উষ্ণ হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উষ্ণ শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমস্ত বায়ু বিকার নষ্ট করে। অতএব উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, উন্মাদবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন [illegible], [illegible], হৃৎকম্প, হাঁপা, [illegible] এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল [illegible] ১ শিশির মূল্য [illegible] মাশুল [illegible]

[illegible]।

[illegible]

[illegible]রসায়ন।

[illegible]

[illegible] অঙ্গভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, [illegible] সমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সর্ব্বাধিক রতি শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৮ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য [illegible]

শ্রী[illegible]নাথ চট্টোপাধ্যায়

কবিরাজ।

শ্রী[illegible]লাল স্বর্ণকারের বাটী।

কলিকাতা সিমুলিয়া।

হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া।

সঙ্কট তৈল।

[illegible] শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। [illegible] কটকট, বেদনা, সনসন, [illegible] ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

[illegible] কৌটা ।০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, [illegible], কনকন, বেদনা, মুখের ঘা গন্ধ নাশক [illegible]।

শ্রীবিহারিলাল বসুগণ

৩৮ নং চোরবাগান

ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।

কলিকাতা।

মহৌষধ।

যাঁহারা শিরকুলা (orchitis) একশিরা (Hydrocele) ও কোরণ্ড (Scrotal tumour হইতে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা শীঘ্র আবেদন করুন। সহস্র রোগী এই ঔষধ লেপনে আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য [illegible] বাটি ২, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।—

আশ্চর্য্য ঔষধ।

[illegible], প্রমেহ, ধাতু সম্বন্ধীয় পীড়া, প্রদর, শ্বেত [illegible] ও সকল প্রকার স্ত্রীরোগের আশ্চর্য্য ঔষধ। [illegible] রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরাম হইয়াছে। মূল্য [illegible] বোতল ছোট ২, বড় [illegible]। প্যাকিং ।০। রোগ আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

[illegible] এণ্ড কোম্পানি; ১ নং শিবনারায়ণ দাসের [illegible] সিমলা, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা [illegible] সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা কানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীটে মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্য। মূল্য ডাক মাসুল সহ ৮০ আনা মাত্র।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল রম্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ।৶০

সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১, ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকাজ্বর অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷৷০ ডাকমাশুল ।৶০

উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩১ নং চিৎপুর রোড—গরাণহাটা—কলিকাতা।

সঙ্গীত বিদ্যা-বিশারদ রাজশ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিশুদ্ধ পুস্তকগুলি বিক্রয়ের কারণ এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

	মূল্য	ডাক মাশুল
যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা	৩৷৷০	৷৷০
সঙ্গীতসার	৪৷০	৷৷০
কণ্ঠকৌমুদী	২৷৷০	৷০

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল

ম্যানেজার।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবে। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু

বৃন্দাবনওস্তাগরের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র

কলিকাতা মৃজাপুর।

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা ডাক মাশুল ।০

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সন্নিপাতমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

বিজ্ঞাপন।

রাজমহলে মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

মিস্তুয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি ডিক্রিদার।

বং

মিসেশ ই, আর ম্যাসিক সাহেবা দেনাদার।

[illegible] লিখিত জমীদারি, পত্তনি, ও জোত সম্পত্তির অবিভক্ত ॥৶০ আনা অংশে দেনাদারের যে স্বত্ব [illegible] আছে তাহা সন ১৮৮০ সালের ৫ ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার তারিখে রাজমহলের আসি[illegible] কমিশনর এবং সবর্ডিনেট জজ আদালতে বিক্রয় হইবে। মিস্তুয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি [illegible] উক্ত সম্পত্তির অপর ।৶০ আনা অংশের স্বত্বাধিকারী এতদ্দ্বারায় জানাইতেছেন যে, যদি উপরি উক্ত [illegible] বিক্রয়ে উক্ত সম্পত্তির উপযুক্ত ও প্রচুর মূল্য হয়, তাহা হইলে নিলাম ক্রেতা ঐ মূল্যের হারা[illegible] মূল্য প্রদানে অপর ।৶০ আনা অংশ লইতে পারিবেন। মিস্তুয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি [illegible] উক্ত মতে সম্পত্তি বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত আছেন।

এ বিক্রয়ে ধনাঢ্য মহাত্মাগণকে আহ্বান করা যাইতেছে।

তৌজিকার নম্বর।	রোজির নম্বর।	কালেক্টরির নাম।	মহলের নাম।	জমির পরিমাণ।	সদর জমা
			জমীদারি		
২৫	৫০৫	মালদহ	হরিশপুর বিসনপুর	১৪৮৭/০	৩৩৮৸০
২৮	৩১৮	ঐ	দবি দিয়াড়া ঝাউবোনা	৪২৪০/০	৬৬২৮/৯
[illegible]	১১৯	নয়াচুমকা	ওয়াকেক নিমগাছী উধুয়া	৩৬৬১/০	২২৭৷/৩
৩০	১২০	ঐ	তরফ পলাশগাছী	১১২৬০/০	৮০৫।৶১
	ঐ	ঐ	তরফ সিবনী গোবিন্দপুর	১২২৫/০	
৩১	১২৮	ঐ	মৌজে দাহাটোলা	৬৬৩৪/০	[illegible]
৩০	১৪১	ঐ	তরফ লক্ষীপুর	[illegible]	২২১।৶০
৩২	১৫১	ঐ	তরফ লক্ষীপুর	[illegible]	২৬/০
			পত্তনি		
৩৫	৪২	পুরনিয়া	তরফ ধরমপুর মোদাফত	২২৬১/০	অন্যান্য মহলের সামিলে থাকায় কর দিতে হয় না
[illegible]	১৬০	নয়াদুমকা	মৌজে [illegible] ও আমা নওয়াদবস্তী শুকপাড়া	২৬৪০/০	৬৬২৮/৯
		ঐ	মৌজে পাকড়া ও জলকর পাকড়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাইগীর ও জোত	৫৬৬১/০	১০০১

এ [illegible] অন্যান্য বিবরণ জানিবার প্রয়োজন হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

ডি, এস, শাটক্‌শ
রাজমহল।
৫ ই আগষ্ট। ১৮৮০ অব্দ।

বৈষ্ণব! বৈষ্ণব! বৈষ্ণব!

"বৈষ্ণবাচার দর্পণ" সংক্রান্ত পত্র বা মনি অর্ডর প্রভৃতি কলিকাতা হাটখোলা বেনেটোলা ষ্ট্রীটের ৫৬ নম্বর বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইলেই উক্ত পুস্তক শীঘ্র পাইবেন।

শ্রীশশিভূষণ অধিকারী
৫৭ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট বালাখানা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

[illegible]হারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ [illegible], তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা [illegible] না।

[illegible] সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ⁄১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দাবনবসাকের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং "। ১৩ শ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ২৯ এ আষাঢ়। ইং ১৮৮০। ১২ ই জুলাই। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজপত্রাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা সোণাপুর ডাকঘর জিলা ২৪ পরগণা।

প্রেস ও হটপ্রেসাদি বিক্রয়।

কলিকাতা মৃজাপুর বৃদ্ধ ওস্তাগরের লেন ১০ বাটী কল্পদ্রুম যন্ত্রে একটী প্রেস একটী হটপ্রেস ও কতকগুলি ইংরাজী অক্ষর বিক্রেয় আছে, যদি কাহার প্রয়োজন হয়, উল্লিখিত যন্ত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকটে তত্ত্ব করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন। ১২৮৭ সাল ৫ ই আষাঢ়।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশকার্য্যসম্পাদক।

সোমপ্রকাশ।

২৯ এ আষাঢ় সোমবার।

যুদ্ধ কি সভ্যতার প্রধান অঙ্গ ?

শরীরের মধ্যে মস্তক যেমন প্রধান, যুদ্ধও তেমনি সভ্যতার প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। হস্ত কাটিয়া ফেল, পদচ্ছেদন কর, চক্ষুরুৎপাটন কর, নাসিকা বিলুপ্ত কর, শরীর ও শরীরীর বিয়োগ হইবে না। কিন্তু যে ক্ষণে মস্তক ছেদন করিবে, সেই ক্ষণেই আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। আজ কাল সভ্যতার যে রীতি দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অনায়াসে এ কথা বলিতে পারা যায়, সেইরূপ সভ্যতার দয়া, ধর্ম্ম ভদ্রতা প্রভৃতি অন্য অন্য অঙ্গ ছেদন কর সভ্যতা স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিবে; কিন্তু যে ক্ষণে যুদ্ধের সহিত উহার বিচ্ছেদ করিবে, সেই ক্ষণে সভ্যতার জীবন সংশয়াকঢ় হইয়া উঠিবে। দৈনন্দিন ঘটনা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে, সভ্যতার যত বৃদ্ধি হইতেছে, সংগ্রাম ব্যাপারেরও তত শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। বোধ হয়, যুদ্ধ সংযোগ না হইলে সভ্যতার প্রাণ যেন নাসাগ্রবর্ত্তী হয়।

সভ্যতা শব্দেরও এখন অর্থ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। " লোকটী সভ্য " এ কথা বলিলে মনে হয় লোকটী বড় ভদ্র, সভার যোগ্য অর্থাৎ বিনীতবেশে সভায় প্রবেশ করিয়া নিজ বাক্‌পটুতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে মোহিত করিতে পারেন; দয়া ও ধর্ম্ম তাঁহার শরীরে যেন বিরাজ করিতেছে; তিনি ন্যায় অন্যায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকেন। দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার প্রদর্শনে অতিশয় ঘৃণা করেন; দুর্ব্বলের অপমানে তিনি অতিশয় কাতর হন, দুর্ব্বলকে অপার দুঃখ সাগর হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া থাকে। তিনি পরোপকারপরায়ণ মহানুভব ব্যক্তির প্রণীত নিম্নলিখিত মহার্থ বাক্যের অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।

দানং বিত্তাদৃতং বাচঃ কীর্ত্তিধর্ম্মৌ তথায়ুষঃ।
পরোপকরণং কায়াদসারাৎ সারমাহরেৎ॥

অসার ধন হইতে সার দান, অসার বাক্য হইতে সার সত্য, অসার আয়ু হইতে সার যশ ও ধর্ম্ম, অসার শরীর হইতে সার পরোপকার আহরণ করিবে।

কিন্তু কার্য্যে সভ্য শব্দের সে অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। সভ্য শব্দ উচ্চারণ করিলে আমাদের মনে যে অর্থের প্রতীতি হয় তাহাতে আর [illegible] পরের অন্তরের শোণিত [illegible] কিন্তু আমরা যে সমস্ত সভ্য [illegible] দর্শন করি, [illegible] শোণিত প্রবল দেখিতে পাই।

সভ্য বলিলে এই অর্থ বোধ হয়, লোকটী [illegible] ফিটফাট, চুল বাঁকান, টেরিকাটা, কাপড় [illegible] দন্ত, গায়ে ল্যাবেণ্ডার বা আতরের গন্ধ, [illegible] আপনার জ্ঞাতিগণ, দয়া স্ত্রীপুত্রাদিকে [illegible] [illegible] অবসর পান না, [illegible] যত্ন আঙ্কলের উপায় বিধানেই [illegible] অনুরোধে [illegible] স্ত্রীপুত্রাদির [illegible] উন্মুখ। অপরের স্বার্থানুসন্ধানে [illegible] প্রায় উদাসীন। [illegible] পীড়নে অতি অনুরক্ত, দুর্ব্বলের [illegible] বিহীন। দুর্ব্বলকে [illegible] বন্ধনে তৎপর।

আজ কাল ইউরোপীয় [illegible]

নামে শেষোক্ত সভ্যতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা দুর্ব্বল, তাঁহাদের উপরেই তাঁহাদের পীড়ন। দুর্ব্বলদিগকে অধিকতর খর্ব্ব করিয়া নিজ মহিমা বৃদ্ধি করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পূর্ব্বে কোন ইউরোপীয় রাজা দুরাকাঙ্ক্ষা বা জিগীষা পরবশ হইয়া দুর্ব্বল রাজার উপরে উপদ্রব করিলে, উপক্রম করিলে ইউরোপীয় অন্যান্য রাজগণ একত্র হইয়া দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। সুতরাং জিগীষু রাজা দুর্ব্বলের অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হইতেন না। এই মহোদার নীতি নিবন্ধন ক্রিমিয়ার যুদ্ধ প্রভৃতির অবতারণা হইয়াছিল। কিন্তু সভ্যতার যত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ততই ঐ উদার নীতির মূল ছিন্ন হইতেছে। এখন সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। এখন প্রবল রাজগণ মিলিত হইয়া দুর্ব্বলেরই পীড়নে প্রবৃত্ত হইতেছেন। বাইবেল বলেন, যীশু স্বর্গে আরোহণ করিয়া পৃথিবীতে পবিত্র আত্মা প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞ রাজগণের এক্ষণকার ব্যবহার দর্শন করিলে বাইবেলের এই বাক্যটী সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বোধ হয়, যীশু পবিত্র আত্মা প্রেরণ কালে রাজনীতিজ্ঞদিগকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন অথবা রাজনীতিজ্ঞদিগকে বাদ দিয়াই পবিত্র আত্মা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রবল স্বার্থপরতা ও দুর্ব্বল-পীড়ন কারিতা নিবন্ধন এক দিনও প্রায় যুদ্ধের বিরাম নাই। এই নিমিত্তই আমরা উপরে এই প্রশ্ন করিয়াছি, যুদ্ধই কি সভ্যতার অঙ্গ? তুরস্কের আজিও বলক্ষয়-জনিত ক্ষত শুষ্ক হয় নাই। আজিও তাহার সমুদয় অঙ্গ স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয় নাই, আজিও তাহার কৃষি বাণিজ্যাদি স্ব স্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। ইহার মধ্যেই ইউরোপীয় রাজগণ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে হাত পা বাঁধিয়া মরসাগরে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা বার্লিনে সভা করিয়া তুরস্কের অন্তে গ্রীসের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন। ইহাতে তুরস্কের কেবল অবমাননা নয়, তাঁহার সাম্রাজ্যের কতক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষতি হইতেছে। নিতান্ত নির্জীব ও নিস্তেজস্ক ব্যক্তিও এ অবস্থায় ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে না। আর তুরস্কের সুলতান রাজপদারূঢ়; তিনি যে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় সহিয়া থাকিবেন, উপেক্ষা করিবেন, ইহা সম্ভাবিত নয়। ইহার মধ্যেই তিনি স্পষ্টাক্ষরে আপনার অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যদি সহিয়া না থাকেন, ইউরোপে আর একটী যুদ্ধ বাঁধিতেছে।

ওদিকে চীনের সহিত রুশ যুদ্ধের স্বস্তিবাচন হইয়াছে। রুশেরা চীনদিগের উপরে যে, কি প্রকার অত্যাচার করিয়াছে, আর চীনেরা যে, কিরূপ কুপিত হইয়াছে আমরা একখানি পত্রের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিতেছি, তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। নিতান্ত অসহ্য অত্যাচার না হইলে আর তাদৃশ কোপপ্রসর সম্ভবে না। দারুণ-অহিফেন-সেবন চীনদিগকে নিদ্রিতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহাদের উদ্রেকনা উদ্দীপনা ও ক্রোধবেগ প্রভৃতি নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আছে। তাঁহাদের অহিফেন সেবনের কথা শুনিলে তাঁহাদিগকে নির্জ্জীব পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। সেই নির্জ্জীবের যখন জীব সঞ্চার হইয়াছে এবং তাহারা তুষারাহত জীর্ণ সর্পের ন্যায় ফণা ধরিয়া উঠিয়াছে, তখন অত্যাচারটী সামান্য বলিয়া বোধ হইতেছে না।

চীনদেশে সম্রাট ও তাঁহার মহিষী উভয়েরই সমপ্রাধান্য। একজন চীন কর্ম্মচারী যে এক খানি আবেদন পত্রদ্বারা আপনার মনের ভাব তাঁহাদের গোচর করিয়াছেন, তাহা এই—

রুশীয়েরা যে প্রকার অসঙ্গত দাওয়া করিয়াছে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের আন্তরিক লোভ ও দুষ্টতা প্রকাশ পাইতেছে। চং হাউ তাহাতে সম্মতি দান করাতে তাঁহার যার পর নাই নির্ব্বুদ্ধিতা ও বাতুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু চীনের অধীশ্বরী ও অধীশ্বর এই অত্যাচারে অতিশয় কুপিত হইয়াছেন। দূত পরিবর্ত্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা উপস্থিত বিষয়ের ন্যায়ানুগামিতা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া প্রধান মন্ত্রিসভার সভাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। প্রধান বিচারপতিগণ, সম্রাট স্বয়ং, রাজকুমার, মন্ত্রিসভার মন্ত্রিগণ, এবং রাজপরিবারের সমস্ত কর্ম্মচারী—এক বাক্যে এই বলিয়াছেন যে, সকলে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এ সন্ধি হইতে দেওয়া উচিত নয়। সন্ধিকার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন সন্ধি ভঙ্গ করিলে বিষম গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এই বিবেচনা করিয়া, আবেদনকারী যদিও সন্ধির পরিবর্ত্তন বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছেন না, তথাপি তিনি নিজে এই বিবেচনা করেন যে, এ প্রকার আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সন্ধি অবশ্যই পরিবর্ত্ত করিতে হইবে। তাহাতে ভবিষ্যতে যে দুর্ঘটনা ঘটে ঘটুক। যদি আমরা ঐ সন্ধির পরিবর্ত্ত না করি, তাহা হইলে আমরা একটী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য হইব না।

আমি যে সন্ধির পরিবর্ত্ত করিবার কথা কহিতেছি, তাহার চারিটী বিশেষ কারণ আছে। প্রথম, অবশ্যকর্ত্তব্যতা; দ্বিতীয়, প্রবল মত; তৃতীয়, ন্যায়; চতুর্থ, কার্য্য সাধন প্রণালী।

অবশ্যকর্ত্তব্যতা কি? ন্যায়ে সম্রাট তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া সন্ধিবন্ধন করা হইয়াছিল, এবং আমাদিগের দূত তাহাতে সম্মতি দান করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের দূত চংহাউয়ের ঐ কার্য্যদ্বারা চীন সাম্রাজ্যের অনিষ্ট সাধন ও শত্রুর আনন্দ বর্দ্ধন করা হইয়াছে। দূত নিজ ইচ্ছা অনুসারে গৃহে প্রত্যাগমন করাতে দেশের লোকেরা তাঁহার শিরশ্ছেদনের প্রার্থনা করে। তাহারা এই কথা বলে যে, তাঁহাকে দণ্ডবিধায়িনী সভার হস্তে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। দূতদিগের দণ্ড দান করিবার যে আইন আছে তদনুসারে বিচার হইয়া তাঁহার দণ্ড হওয়া উচিত। এরূপ করিলে রুশিয়ার আর কোন কথা কহিবার পথ থাকিবে না। দূত জাতীয় আইন অনুসারে সম্রাটের আজ্ঞার অবাধ্যতা প্রদর্শন করিয়াছে। অতএব সম্রাট এরূপ কর্ম্মচারীকে যে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার অতিক্রম হইয়াছে। ইহা পদে পদে গবর্ণমেণ্ট প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। চং হাউয়ের অপরাধ এই যে, তিনি সম্রাটের উপদেশ ও অভিপ্রায় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কাইন যে অপরাধে কারারুদ্ধ হন, চং হাউয়ের অপরাধ তাহার অনুরূপ। এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা কিরূপ হওয়া উচিত তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আমার মতে চং হাউয়ের প্রাণদণ্ড করা উচিত। আমি উপরে যে, অবশ্যকর্ত্তব্যতার কথা বলিলাম, ইহাই সেই অবশ্যকর্ত্তব্যতা।

প্রবল মত কি? রুশেরা আমাদের অসহায় অবোধ দূতকে অবমান করিয়াছে, এবং জোর করিয়া তাহাকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছে। রুশেরা যদি এক পেনি খরচ করে, তাহার শত শত পাউণ্ডের লাভ প্রত্যাশা করে এবং সেই শত শত পাউণ্ড লাভ প্রাপ্ত হইয়াও অসন্তুষ্ট হয়। রুশ অতি বৃহৎ সাম্রাজ্য, অতএব তাহার এইরূপ ব্যবহারে লজ্জিত হওয়া উচিত। সে অন্যায় করিয়া চীনকে উত্তেজিত করিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর সমুদয় রাজ্য আমাদের পক্ষে আছেন। পিকীনে যে, রুশ কর্ম্মচারী আছেন, তিনি সন্ধি শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া রুশিয়ায় ফিরিয়া যাইবার ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু বিদেশে এরূপ আচরণের উদাহরণ নাই। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত কয়েগুন সাহেব ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী। তাঁহার স্ব ইচ্ছায় স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়া কিরূপে সঙ্গত হয়? স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, তাঁহার এই ব্যবহারের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল ভয় প্রদর্শন করা। তিনি যাউন অথবা থাকুন তার যেরূপ ইচ্ছা করুন, এ বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই। রুশেরা অন্যায় করিয়াছে, এই কথা স্পষ্ট লিখিয়া দিয়া একটী রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দেওয়াই উত্তম কল্প। চীনের প্রজা ও কর্ম্মচারীরা কেন যে এ সন্ধিতে আপত্তি করেন, এ আপত্তির বিশেষ করিয়া তাহা লিখিত থাকা উচিত। ঐ আজ্ঞাপত্র চীনের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দেওয়া হউক। রুশ ও চীন এ উভয়ের মধ্যে কে অন্যায় করিয়াছে, বিদেশীয় রাজগণ তাহার সিদ্ধান্ত করুন। আমরা রুশের সহিত কেমন ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিয়াছিলাম, এবং আমরা রুশের যত প্রার্থনা পরিপূরণ করিয়াছি, ততই তাঁহাদের লোভ বাড়িয়াছে, এই কথাগুলি সমাচারপত্রে প্রচার করিয়া দেওয়া হউক, সীমাপ্রদেশবর্ত্তী প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে এই আজ্ঞা দেওয়া হউক, প্রজার যেরূপ ক্রোধ, তাঁহারা তদনুরূপ যুদ্ধের আয়োজন করুন। চীনেরা রুশের প্রার্থনা পরিপূরণ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছে। অতএব প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আর প্রার্থনা পরিপূরণ করিবে না। রুশিয়া যদিও বৃহৎ সাম্রাজ্য তথাপি তাহার সেনাগণ তুরস্কের যুদ্ধের পর অবধি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। রুশে আর মূলধন নাই। তাহার রাজনীতিজ্ঞগণের ঐক্য নাই, প্রজারা কুপিত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহারা শাসনকর্ত্তার প্রাণসংহারের চেষ্টা পাইতেছে। রুশরাজ যদি আমাদের বন্ধুতা অগ্রাহ্য করিয়া শত্রুবৎ আক্রমণ করেন, রুশের লোকেরা চীনের দুরবস্থা বিবেচনা করিয়া উদ্যোগশালী হইবে। তাহারা রাজ্য মধ্যে নিঃসংশয় বিদ্রোহ উপস্থিত করিবে। সেই তাহাকে ব্যর্থ ব্যস্ত হইতে হইবে। অতএব তিনি কিরূপে অপর লোকের রাজ্য দর্শনে সমর্থ হইবেন? এই সকল বিষয় চীনের দূর ও সমীপক্রমে সকল স্থানে ঘোষণা করিয়া দেওয়াকে আমি প্রবল মত কহিতেছি।

ন্যায় কি ? আইলিবটিস অনেক টাকা রুশকে দেওয়া হইয়াছে। উল্লিখিত সন্ধি অনুসারে চীন কেবল দুটী শূন্যগর্ভ অক্ষর আই এবং লি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহার পরিবর্ত্তে রুশকে সিনকিয়াঙে প্রকৃত মূল্যের ২০ হাজার লি দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আমাদের রাজ্যের অতি দূর সীমা প্রদেশে ভূমির কৃষিকার্য্য সম্পাদন ও নগর নির্ম্মাণার্থ যে সব সৈন্য রাখা হইয়াছে, তাহাদের বেতনাদিতে প্রতি বৎসর ৩০।৪০ হাজার টীল (চীন দেশীয় মুদ্রা) ব্যয় করিতে হইতেছে। অতএব সিনকিয়াঙ অধিকার করা আর না করা তুল্য। আইলি পাইবার ইচ্ছায় সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার দোষ সম্পূর্ণরূপে আমাদের। আইলির উদ্ধার চেষ্টার দোষও আমাদের, রুশেরাও এ দোষে দূষিত। আমাদের দূত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে বটে কিন্তু সম্রাট ইহাতে সম্মতি দান করেন নাই। অতএব এই সন্ধি সম্পাদিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পুরাতন গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, সন্ধিবন্ধনকারী উভয় পক্ষ যাবৎ বলি উপহার না দিবে, তাবৎ সন্ধি সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। উপস্থিত স্থলে সেই ঘটনা ঘটিয়াছে। অতএব রুশেরা কোন্ ন্যায় ও কোন্ তর্ক অনুসারে বিবেচনা করেন যে তাঁহাদের অনিষ্ট করা হইয়াছে ! এই কারণে আইলির প্রতি আমাদের দাওয়া আমাদের পক্ষে ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কার্য্যসাধনের প্রণালী কি ? রুশেরা যদি আমাদের উপরে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সৈন্য প্রেরণ বন্ধ করুন। আর যদি তাঁহারা ন্যায়, যুক্তি, আইন ও আমাদের বন্ধুতা অগ্রাহ্য করেন, সিনকিয়াং, কিরিন এবং টিনসিন এই তিন দিকে যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইবে। সোসঙ্ কাঙ টাঙের অনেকবার জয়ী সৈন্য ও বলবৎ সাংগ্রামিক উপকরণ হস্তগত আছে। কিনশন, লিওকটাং, সিলন এবং চাঙ্গেওয়ান ইঁহারা উপযুক্ত ও দক্ষ সেনাপতি। ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রুশদিগের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে পারিলে, পরাস্ত রুশেরা বাধ্য হইয়া নিশ্চয় পরাজিত হইবে। [illegible] সহিত মিলিত হইয়া আমরা [illegible] উপায় বল্পনা করিতে পারি, যে, রুশদিগের স্বদেশে প্রতি [illegible] পথ রুদ্ধ হইবে। [illegible] আরোহণ করিয়া [illegible] পারিবে না। [illegible]

উপনগরের ও কলিকাতার পুলিস রিপোর্ট।

সম্প্রতি কলিকাতা ও উপনগরের যে পুলিস রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে তাহার এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সেই রিপোর্টই আমাদের উপরি উক্ত প্রস্তাবের অবতারণার কারণ হইল। মিউনিসিপালিটীর আয়ের অধিকাংশ পুলিসের প্রশান্ত-সাগর-সদৃশ বিশাল উদরসাৎ হইয়া থাকে। সুতরাং যে উদ্দেশে মিউনিসিপালিটী স্থাপন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতেছে। মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত গ্রাম নগরাদির স্বাস্থ্য সম্পাদনের উপায় বিধানই মিউনিসিপালিটী স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। পুলিসের প্রতিপালন উহার উদ্দেশ্য নয়। অকর্ম্মা পুলিস কর্ম্মচারীরাই যদি মিউনিসিপালিটীর অধিকাংশ অর্থ গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহা হইলে কিরূপে স্বাস্থ্য সম্পাদনের উপায় হইবে ? সকলই টাকার খেলা। টাকা না হইলে ভাল পুষ্করিণী হয় না, জল ভাল হয় না। মিউনিসিপালিটীর অধিকাংশ অর্থ পুলিস গ্রাস করে বলিয়া অনেক গ্রামেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের পুষ্করিণী নাই। পঙ্কিল জল পান করিয়া অনেক গ্রামেই অস্বাস্থ্য হয়। অনেকে সাংক্রামিক জ্বরের অনেক প্রকার কারণের উদ্ভাবন করিতেছেন বটে কিন্তু অবিশুদ্ধ পানীয় জলপান সাংক্রামিক জ্বরের যে প্রধান কারণ সে বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। এই কারণেই আমরা প্রস্তাব করিতেছি, পুলিসের ব্যয়ভার মিউনিসিপালিটীর স্কন্ধে নিক্ষেপ করা উচিত নয়। পুলিসের ব্যয় পূর্ব্বে যেমন গবর্ণমেণ্ট সাধারণ রাজস্ব হইতে দিতেন, তেমনি দিন। আমরা যে রিপোর্টের প্রসঙ্গে এ প্রস্তাব করিতেছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

১৮৭৯ অব্দের কলিকাতা ও উপনগর সমূহের পুলিস কার্য্যের রিপোর্টে দৃষ্ট হয়, পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা কলিকাতায় অপরাধের সংখ্যা ৪৬৪৬ কম এবং উপনগর সমূহে ৬৭২ বেশী। ১৮৭৮ অব্দে রাস্তার হঙ্গাম অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। এই জন্যই সে বৎসরের অপরাধ সংখ্যা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এত অধিক হইয়াছিল। এ বৎসরে সর্ব্ব প্রকার অপরাধের সংখ্যা হ্রাস হইলেও মিথ্যা মকদ্দমা অনেক অধিক হইয়াছে। ১৮৭৮ সালে কলিকাতায় ৭৫৬ টী মিথ্যা মকদ্দমা হয়। ১৮৭৯ সালে উহার সংখ্যা ৮৩৪ হইয়াছে। উপনগরে মিথ্যা মকদ্দমার সংখ্যা অনেক অল্প। কলিকাতায় মিথ্যা মকদ্দমা যাহাতে না হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা হওয়া উচিত। মিথ্যা মকদ্দমায় নিরপরাধী লোকদিগকে অকারণ অনেক কষ্ট দেওয়া হয়। অতএব যাহারা এরূপ মকদ্দমা উপস্থিত করে, তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। তবে এরূপও ঘটনা হয়, অনেকস্থলে অসৎ অভিপ্রায়ে মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত করা হয় না। সেস্থলেও মিথ্যা মকদ্দমাকারির কিছু না কিছু দণ্ড হওয়া উচিত। গত বৎসর ৪৬ টী মকদ্দমায় আসামীর ক্ষতি পূরণ দেওয়া হইয়াছিল।

গত বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ১,১১,১১৪ টাকার সম্পত্তি অপহৃত হয়, ইহার মধ্যে ৭১০৬১ টাকার সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। গতবৎসর অপহৃত সম্পত্তির এত অংশ পুনরুদ্ধার হয় নাই।

হাবড়া ষ্টেষণের মুটে ও গাড়ীওয়ালারা প্রতারণায় বিরত হয় নাই; কিন্তু সিয়ালদহ ও মাতলা ষ্টেষণের বাহকদিগের প্রতারণা প্রকাশ পায় নাই। হাবড়া ষ্টেষণের গোরুর গাড়ীতে রীতিমত চিহ্ন দেওয়া আরম্ভ হইলে এ উৎপাত কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এবার পুলিসে যত একটী নূতন উন্নতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পুলিসের দ্বারা যত মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশে আসামী দণ্ড হইয়াছে। বোধ হয় বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া পুলিস আর লোককে অকারণ মকদ্দমার ক্লেশ দেন না।

অস্ত্রের আইন সম্বন্ধে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত পুলিস কমিসনরের মতভেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন, যাহাদের গৃহে অস্ত্র আছে, তাহাদিগকে অবশ্য লাইসেন্স লইতে হইবে, এইরূপ নিয়ম আছে, কিন্তু তাহাদিগকে লাইসেন্স লওয়াইবার বিষয়ে পুলিসের কোন ক্ষমতা নাই। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলেন, এরূপ স্থলে পুলিসের নালিশ করিয়া খানাতল্লাসি করিবার ক্ষমতা আছে।

এ বৎসর কনষ্টেবলদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গালি কনষ্টেবলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। যাহারা ৭ টাকা মাহিয়ানা পাইত তাহাদিগকে ৮ টাকা দেওয়া হইতেছে, যাহারা ৮ টাকা পাইত, তাহাদিগকে ৯ টাকা দেওয়া হইতেছে, তথাপি ১১৯১ জনের মধ্যে ১১৭ মাত্র বাঙ্গালী কনষ্টেবল আছে। উপনগরের ৬৩৬ জনের মধ্যে ১০০ জন মাত্র বাঙ্গালী কনষ্টেবল দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিম হইতে যখন বাঙ্গালী কেরাণিদিগকে দূরীকৃত করা হইতেছে, তখন বাঙ্গালা হইতে হিন্দুস্থানী কনষ্টেবলদিগকে বিদায় দেওয়া হউক। আমাদের বোধ হয় ১০ টাকা করিয়া বেতন দিলে এবং ভবিষ্যতে কোন উন্নতির আশা থাকিলে অনেক ভদ্র লোকের ছেলে একার্য্যে প্রবেশ করিতে পারে। শুদ্ধ ৮।৯।১০ টাকায় চিরকাল কনষ্টেবলি করিতে কেহই অগ্রসর হইবে না। কলিকাতা পুলিসের সমস্ত ব্যয় ৪২৫৬৪০ টাকা। ইহার মধ্যে মিউনিসিপালিটী ২৫২৬৪৭ টাকা ও গবর্ণমেণ্ট ১৭৩১১১ টাকা দিয়াছেন। উপনগর পুলিসে ১৫৮২১১ টাকা মোট ব্যয়, ইহার ৮১২৯১ গবর্ণমেণ্ট এবং ৭৬৯২০ মিউনিসিপালিটী দিয়াছেন। জল-পুলিসের ব্যয় ৩০১০৫ টাকা ইহার মধ্যে পোর্ট কমিসনর্‌স ২২৫৭৯ এবং গবর্ণমেণ্ট ১৫২৬ টাকা দিয়াছেন। বিশ্বসম্ভ অর্থ দণ্ড হয়, তাহার সমুদায় গবর্ণমেণ্ট পান। [illegible] যায়।

অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা স্বকর্ত্তব্য কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা একণে অতি সামান্য সামান্য মকদ্দমা

করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদিগের উপরে উক্ত দ্রব্যের মকদ্দমা করিবার ভার দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উন্নতি হয়, আর [illegible] ব্যয় লাঘব হইবারও সম্ভাবনা হয়।

ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সম্বন্ধে ষ্ট্রাচি ও [illegible] সাহেবের প্রবন্ধ।

[illegible] নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরি নামক ইংলণ্ডীয় [illegible] ভারতবর্ষীয় আয় ব্যয় সম্বন্ধে দুটী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী ভার[illegible] রাজস্ব মন্ত্রী লেং সাহেবের ও অপ[illegible] দ্বারা রিচার্ড ষ্ট্রাচির লিখিত। [illegible] বড় বড় কর্ম করিয়া গিয়াছেন। [illegible] বিজ্ঞ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। কিন্তু দুই জনের [illegible] প্রকৃতি দুই প্রকার। রিচার্ড ষ্ট্রাচি দেখিতেছেন, ভারতবর্ষে ধন ধান্য বৃদ্ধি ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ হইতেছে এবং নানা দিক হইতে শত শত আবদার [illegible] হইতেছে। লেং সাহেব দেখিতেছেন, ভারতবর্ষের লোক ক্রমেই অতিশয় দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে আর টাক্স বাড়ান চলে না। ভারতবর্ষের আয় আর বাড়িবার যো নাই; কিন্তু ব্যয় ক্রমেই [illegible] বাড়িয়া উঠিতেছে। ভারতের দেউলিয়া হইবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ করভারে [illegible] হইয়া ইংরাজদিগের উদারতা ও উচ্চাশয়তার প্রতি বিলক্ষণ সন্দিহান হইতেছে, প্রজাগণের অসন্তোষ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার প্রধান কারণ, ইত্যাদি।

দুই জনের লেখার প্রকৃতি যেমন দুই প্রকার, তেমনি উভয়ের লেখার উদ্দেশ্যও [illegible]। রিচার্ড ষ্ট্রাচি তাঁহার [illegible] দোষ [illegible] করিয়াছেন, আর লেং সাহেব [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] বলিয়া [illegible] পীড়িত ভারত সাম্রাজ্যের [illegible] নির্দ্দিষ্ট [illegible]। দুই জনেই এই প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেক কথা লিখিয়াছেন। সার জন ষ্ট্রাচির দোষ ক্ষালন করা রিচার্ড ষ্ট্রাচির উদ্দেশ্য, কিন্তু সার জন ষ্ট্রাচিকে দোষী প্রমাণ করা লেং সাহেবের উদ্দেশ্য নহে। লেং সাহেব এ প্রবন্ধে স্বীয় উদারতা, [illegible] [illegible] মনুষ্যের সম্যক পরিচয় দিয়াছেন। তিনি দুটী বিষয়ের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [illegible] এই যে প্রয়োজন হইলে ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের [illegible] করিতে হইবে। ২য়টী এই যে ভারতবর্ষে [illegible] করিবার [illegible] হইয়াছে। উহার উপর আর [illegible] করিতে পারে না।

লেং সাহেবের স্বতঃসিদ্ধ-প্রমাণ-সম্ভূত এ দুটী বাক্যের উপর টীকা করা বিফল। ভারতবর্ষের যে প্রকার অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে, ইংলণ্ড যদি সাহায্য দান না করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের জীবন রক্ষা হওয়া ভার। যখন কেবল ত্রিশ লক্ষ টাকার সংগ্রহের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষে লাইসেন্স টাক্সের ন্যায় অত্যাচারকর কর স্থাপন করিতে হইয়াছে, তখন ভারতের অবস্থা যে কেমন সচ্ছল, তাহা সহজেই সপ্রমাণ হইতেছে। আর কর-বৃদ্ধি করা যে সুবিধার নয়, তাহাও এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। সুতরাং ব্যয় সংক্ষেপ ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অর্থকৃচ্ছ্র নিবারণের অন্য কোন উপায় নাই। আফগান যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ ব্যয়ের বহু দিন পূর্ব্ব অবধি ভারতবর্ষীয় ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে। ক্রমাগত দেনাই বাড়িতেছে। লেং সাহেব দেখাইয়াছেন যে ১৮৭২ অব্দ অবধি ১৮৭৭ অব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ কোটী টাকা দেনা হইয়াছে। এই ২৫ কোটী টাকার মধ্যে বিশ কোটী টাকা যাহাকে ভবিষ্যতে আয় হইবার সম্ভাবনা আছে এমন পূর্ত্তকার্য্যে বিনিয়োজিত হইয়াছে। এই বিশ কোটী টাকা বাদ দিলেও পাঁচ বৎসরে ৫ কোটী অর্থাৎ এক এক বৎসর এক কোটী টাকা করিয়া অকুলান হয়। ভবিষ্যতে আয়ের সম্ভাবনা করিয়া পূর্ত্তকার্য্যে যে ব্যয় করা হইয়াছে, তাহাতে আয় নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। টাকার সুদ ও খরচ যোগানই ভার। সুতরাং ঐ বিশ কোটি টাকা ব্যবসায়ার্থ বিনিয়োজিত মূলধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অন্যান্য ব্যয় যেমন, উহাও তেমনি একটী ব্যয় মধ্যে পরিগণিত। যেমন সৈনিক বিভাগে প্রতি বৎসর ১৭ কোটী টাকা ব্যয় হয়, তাহা হইতে কিছু উৎপন্ন হয় না, ইহা হইতে সেইরূপ বাস্তবিক কোন আয় হয় না। ১৮৭৩ অব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে নূতন খালে কিঞ্চিদধিক ৯ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহাতে এক কপর্দ্দকও আয় হয় নাই। পক্ষান্তরে, খালের পর্য্যবেক্ষণাদির জন্য যে ব্যয় হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে ৯৮০০০০ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ওদিকে দেখ এই দশ বৎসরে রেলওয়েতে কিঞ্চিদধিক ১৪ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু উহাতে ৮৮০০০০ টাকা আয় হইয়াছে। সুতরাং দশ বৎসরে প্রায় ২৪ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া বৎসরে ২১০০০০ টাকা মাত্র লাভ হইতেছে। মূল ধনের এই প্রকার বিনিয়োগে যদি এইরূপ লাভ হয়, তাহা হইলে অন্যান্য বণিকের সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেয়। আফগান যুদ্ধ-ব্যয়ের বিষয়ে লেং সাহেব বলেন, গবর্ণমেণ্ট নিকে ৪ কোটী টাকা অকুলান স্বীকার করে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রতিমাসে এ যু[illegible] অন্ততঃ ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িতেছে; প্রায় ৭ কোটী টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তাহার উ[illegible] পূর্ত্তকার্য্যেও অন্ততঃ ৩ কোটী টাকা ব্যয় আছে। এ উভয় ব্যয়ের কোনটাই আয় হইতে উঠিব সম্ভাবনা নয়। সুতরাং এ ব্যয়ের সংগ্রহার্থ হয় ইং[illegible]ওকে সাহায্য করিতে হইবে, না হয় ঋণ করি[illegible] হইবে। বাৎসরিক ৪০ কোটী টাকা যে গবর্ণমেণ্টে[illegible] আয়, তাহাকে যদি প্রতিবৎসর ১০ কোটী টা[illegible] ধার করিতে হয়, তাহা হইলে ত ভয়ানক ব্যাপ[illegible] হইয়া উঠে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেই অব[illegible] ঘটিয়াছে। অতএব ইংলণ্ডের সাহায্য দান দ্বা[illegible] এ গবর্ণমেণ্টের উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। ইংল[illegible] সাহায্য দান করিলে যে উপকার হইবার সম্ভাবনা লেং সাহেব সে কথাও কহিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় প্রজামাত্রেই "গ্লাডষ্টোন, ফ[illegible] ব্রাইট প্রভৃতি মহোদয়দিগের নাম জ্ঞাত আছে ইহাঁদের প্রতি তাহাদের অসাধারণ ভক্তি। তাহা যদি শুনে যে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি ন্যায়ানুগ সুবিচার করিবার অভিপ্রায়ে ইহাঁরা আফগান যুদ্ধের ব্যয় ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তাহা হইলে হর্ষে তাহাদিগের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে, তাহারা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। ষ্ট্রাচি ও লিটনের অত্যাচারময় শাসন স্মৃতি দুঃস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান হইবে এবং বহুকালাবধি শাসনকর্ত্তৃগণের সুবিচারের প্রতি তাহাদের যে ভক্তি ছিল, ইংরাজের সাধুতায় তাহাদের যে বিশ্বাস ছিল, তাহা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে।"

তিনি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন—"আমি ভরসা করি গ্লাডষ্টোন, লর্ড হার্টিংটন এবং লর্ড রিপন অকুণ্ঠিত চিত্তে উদারভাবে ভারতবর্ষীয় রাজকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। যদি কিছু অন্যায় হইয়া গিয়া থাকে, তাহার প্রতীকারের সম্পূর্ণ চেষ্টা পাইবেন এবং ন্যায়ানুগত কার্য্য করিতে কিছুতেই শঙ্কিত হইবেন না। পূর্ব্বকৃত অবিমৃষ্যকারিতার দণ্ড স্বরূপ মাশুল দিতে স্বীকার করিয়া ভবিষ্যতের শাসন পথ তাঁহাদের পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি যেন শান্তি, পরিমিত ব্যয় ও সুবিচার" এই তিনটী ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়।"

এই পর্য্যন্ত আমরা লেং মহোদয়ের প্রবন্ধের সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম। তাহার লিখিত প্রবন্ধের প্রতিপদ ও প্রতি অক্ষর ভূরি পরিমাণে তাঁহার

উদারতা ও উচ্চাশয়তার পরিচয় দিয়া দিতেছে। অতঃপর রিচার্ড ষ্ট্রেচির প্রবন্ধের বিষয় লইয়া কিঞ্চিৎ আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। রিচার্ড ষ্ট্রেচি দেশের উপকারের উদ্দেশে লেখনী ধারণ করেন নাই। তাঁহার ভ্রাতাকে দোষ-মুক্ত করাই তাঁহার লেখনী ধারণের উদ্দেশ্য। তাঁহার সৌভ্রাত্র প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে ভ্রাতায় ভ্রাতায় যদি এমন ভাব থাকে, অনেক লাভ হয়।

রিচার্ড ষ্ট্রেচি বলেনঃ—"হিসাবে ভুল হইলে রাজস্বমন্ত্রী সে ভুল ধরিতে পারেন না। অন্যান্য বিভাগ হইতে যে হিসাব আইসে, রাজস্বমন্ত্রির সেই হিসাব পরীক্ষা করিয়া লওয়া সাধ্যায়ত্ত নয়। উহার কোন উপায়ও নাই। বিশেষতঃ সৈনিক বিভাগের হিসাব যেমন আইসে, ঠিক সেই ভাবেই লইতে হয়। অতএব সৈনিক বিভাগের হিসাবে যে ভুল হইয়াছে, তাহার জন্য সার জন ষ্ট্রেচি দায়ী হইতে পারেন না। অপর ব্যয়ের যে অকুলান হইয়াছে, তাহা ৮০-৮১ অব্দের নহে। অতএব লেড প্রভৃতি মহোদয়েরা যে বলিয়াছেন নয় দশ মাসের হিসাব হাতে পাইয়া যে ব্যক্তি সম্বৎসরের আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত করিতে না পারে, সে রাজস্বমন্ত্রির কার্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহা একান্ত অসঙ্গত" ইত্যাদি।

রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেব যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। হিসাবের ভুল ধরা ও হিসাব দুরস্ত করা কি রাজস্বমন্ত্রীর কাজ নয়? কাগজ পত্রে কেবল স্বাক্ষর করিয়া ও শৈলবিহারাদির আমোদ প্রমোদ করিয়া কালক্ষেপ করাই কি রাজস্বমন্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম? শেষোক্ত গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্তই কি রাজস্বমন্ত্রিগণ ইংলণ্ড হইতে এই দূর দেশে আগমন করেন?

রিচার্ড ষ্ট্রেচি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন "যদি আফগান যুদ্ধ না হইত, যদি স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বিনিময়ে ক্ষতি না হইত ও দুর্ভিক্ষ না হইত। তাহা হইলে লর্ড লিটনের সময়ে ২৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা হয় নাই, কেবল হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহার জন্য লোকে প্রশংসা করে না। সেটা হয় লোকের দোষ, না হয় কর্ত্তার দুর্ভাগ্য।" ইত্যাদি।

এস্থলে লেখকের নিকটে আমাদের সবিনয় প্রশ্ন এই, ঐ সকল উপদ্রব ঘটে নাই, ভারতের এমন অনেক অধিকার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন শাসনকর্ত্তার শাসনকালে ২৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে? রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেব কি অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারেন?

রিচার্ড ষ্ট্রেচির আর এক স্থানের লেখা এইঃ—

"এ বৎসর সর্ব্ব প্রথমে হিসাবে দৃষ্ট হইল, যে আয়কর পূর্ত্তকার্য্য হইতে লাভ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, খাল ও রেলওয়ে প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া সমস্ত পূর্ত্তকার্য্যের জন্য যত টাকা দেনা হইয়াছে, তাহার সুদ উঠিতেছে এবং তাহার উপরও কিছু কিছু লাভের অঙ্কে দাঁড়াইতেছে। যাঁহারা এ বিষয়ের যথার্থ বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে আয়কর পূর্ত্ত কার্য্য হইতে লাভ হয়।" এ অংশে লাভের কথা আমরা রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেবের মুখে এই নূতন শুনিলাম। কোন্ প্রদেশে কত লাভ হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া সর্ব্ব সাধারণের চিত্ত হইতে সংশয় দূর করা রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেবের উচিত ছিল।

রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেব নিজ প্রবন্ধের উপসংহার ভাগে লিখিয়াছেনঃ—

"আমি আর একটী কথার উল্লেখ করিতেছি। লোকে বলে যে ভারতবর্ষের দৈন্যদশা উপস্থিত, ভারতবর্ষে করস্থাপন যতদূর হইতে পারে হইয়াছে, ভারতবর্ষ করসীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি যতদূর জানি ও যতদূর প্রমাণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের ধন ও সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। করভারও অতিরিক্ত হয় নাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সমস্ত প্রদেশেই বাণিজ্যের অবস্থা মন্দ হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। ভারতবর্ষের ৬টী প্রধান প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ প্রকোপসত্ত্বেও এরূপ বাণিজ্য বিস্তার সমৃদ্ধি লক্ষণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আমদানী ও রপ্তানীর ক্রমাগত বৃদ্ধি ভারতবর্ষের উৎপাদিকাশক্তি ও ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের ব্যয় শক্তি বৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রেলওয়ের আয় তরতর করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। তাহাতে দেশের অন্তর্বাণিজ্য যে বৃদ্ধি পাইতেছে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। অনেকে যে বলে লবণ শুল্ক অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, সে কাজের কথা নয়, বরং লবণশুল্কের সাম্য বিধান দ্বারা ১৭ কোটী লোকের লবণ শুল্ক কমান হইয়াছে। কেবল ৩০ কোটী লোক মাত্র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লবণ শুল্ক দিতেছে। এ অংশে যে শুভ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই যে লবণের ব্যয় শতকরা দশ মণ বৃদ্ধি হইয়াছে, অথচ যেখানে বৃদ্ধি হইয়াছে, সেখানে লবণের ব্যয় কমে নাই। যে যে উপায়ে রাজস্ব লাভ হয়, সে সমুদায় উপায়েরই ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি বিনা হ্রাস হইতেছে না। ইহাও উন্নতির আর এক প্রমাণ। এ দিকে আয়ের যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে, ওদিকে ব্যয়ের সে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে না। তাহাতে স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে যে অতি সাবধান হইয়া ও অনেক হিসাব করিয়া রাজস্ব ব্যয় করা হইয়া থাকে।"

রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেব ভারতের যে উন্নতির কথা কহিতেছেন, তাহা বড় অযথার্থ নয়, বাহিরে দেখিলে বেশ উন্নতি দেখায়। ভিতরে কোল বাহিরে চূণকামকরা বাড়ী যেমন, ভারতের অবস্থা ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। সকলেরই আয় বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই প্রায় চৌদ্দ আনা লোকের আয় ক্রমবর্দ্ধমান দড়ি হইয়া উঠিয়াছে। রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেব ভারতের যে উন্নতি দেখান, তাহা দুঃসাধ্য-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মুখের চাকচক্য স্বরূপ। বঙ্গদেশের কৃষক প্রভৃতির উন্নতির কথা যদি বলেন, সে উন্নতি বন্যার জলের ন্যায় ক্ষণস্থায়িমাত্র। অন্যত্র দুর্ভিক্ষ হইয়া যদি ধান্যাদি শস্য বিষম মহার্ঘ্য হয়, তাহা হইলেই তাহাদের কিছু সংস্থান হয়। আবার ধান্য সুলভ হইল অথবা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মিল, তাহাদের যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশা ঘটিল। দুই চারি জনের ঘরে যদি অন্ন সংস্থান থাকে, তাহাতে দেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে এ কথা বলা যায় না।

বিহারবাসীদিগের দুর্দ্দশার কারণ।

ও ডনেল সাহেব "ভারতবর্ষের একটী প্রদেশের উৎসন্ন দশা" নাম দিয়া যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তাহাই আজ আমাদের এ প্রস্তাবের অবলম্বন। উক্ত সাহেব অন্যতম সিবিল সর্ব্বেণ্ট, তিনি অনেক দিন ঐ বিহার প্রদেশে রাজকর্ম্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ঐ প্রদেশের বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার অধিক সম্ভাবনা। তিনি জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদিগের অত্যাচারকে বিহারবাসীদিগের দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ অত্যাচার একমাত্র বা প্রধান কারণ নয়। উহার প্রধান কারণ বিহারবাসীদিগের সামাজিক নিকৃষ্টতা। ভারতবর্ষের এক একটী প্রদেশের স্বাভাবিক এক একটী সাংঘাতিক দোষ আছে; সেই সেই দোষ সেই সেই প্রদেশবাসীদিগের কোন যে উন্নতির প্রতিরোধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা নয়, উহার নানাবিধ কঠিন কারণ হইয়া আছে। সেই সেই দোষ জলবায়ু প্রভৃতি স্বাভাবিক পদার্থের অন্তর্গত, সহজে তাহার সংস্কার বা পরিহার হইবার সম্ভাবনা নাই, যেমন বাঙ্গালীদিগের নিবীর্য্যতা ও [illegible], [illegible] সাঁওতালদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা ও [illegible], এবং বিহারবাসীদিগের নিকৃষ্টতা।

বিহারবাসীদিগের নিকৃষ্টতাই [illegible]

[illegible] প্রধান কারণ তাহার প্রমাণ এই, বঙ্গদেশে যেমন জমিদারের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, বিহারেও সেইরূপ বন্দোবস্ত। বঙ্গদেশে প্রজাদের উপরে জমিদারের যেরূপ আধিপত্য, বিহারেও সেইরূপ আধিপত্য। বঙ্গদেশে জমিদার ও নীলকরের যে প্রকার দৌরাত্ম্য ছিল, বিহারেও সেইরূপ আছে। তবে বঙ্গদেশের প্রজার সহিত বিহারীয় প্রজার [illegible] কেন? বঙ্গদেশীয় প্রজার বুদ্ধি [illegible] বিহারীয় প্রজারা নির্ব্বুদ্ধি। এই [illegible] বুদ্ধি থাকিলেই মানুষ পরিশ্রমী [illegible] বঙ্গদেশীয় প্রজারা বুদ্ধিপূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া [illegible] উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং তাহা[illegible] যে অত্যাচার ছিল, তাহার [illegible] আনিয়াছে। বিহারীয় প্রজারা তাহা [illegible] পারে না কেন? তাহাদের বুদ্ধি নাই, [illegible] তাহারা বিবেচনা করিয়া পরিশ্রম করিতে [illegible] না, অপরের প্রেরিত হইয়া হস্তমস্ত খাটুনী [illegible] কিন্তু তাহাতে অবস্থার উন্নতি হয় না। উহাদের যদি বুদ্ধি থাকিত, তাহারা বঙ্গদেশীয় প্রজার মত অত্যাচারকারীর অত্যাচার নিবারণ করিয়া আপনাদিগের অবস্থার উৎকর্ষসাধন করিতে পারিত। [illegible] সাহেব যে অনুমান করিতেছেন, জমিদার ও নীলকরের অত্যাচার নিবারণ হইলেই বিহারী প্রজাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হইবে, কিন্তু আমাদের সে অনুমান হইতেছে না। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ অত্যাচার নিবারণের অনেক সদুপায় করিয়াছেন [illegible] তাহাদের অবস্থার উন্নতি [illegible] কোন সম্বাদ [illegible] পাওয়া যায় না।

গবর্ণমেণ্ট [illegible] প্রজাদিগের [illegible] হইয়া থাকেন, [illegible] জমিদার ও নীলকরের অত্যাচার যেমন নিবারণ করিবেন, তেমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে যে উপায়ে বিহারীদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্য সম্পাদিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন। তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করুন, এবং [illegible] বাসপ্রণালী ও [illegible] পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিন। আমাদের পূজনীয় অন্যতম [illegible] মহাশয় এই কথা বলিতেন পশ্চিমদেশী[illegible] আটার মোটা রুটী খায়, এই নিমিত্ত তাহাদের [illegible] পশ্চিমদেশীয়েরা স্থূলবুদ্ধি বলিয়া [illegible] প্রসিদ্ধ। অতএব গবর্ণমেণ্ট যদি বিহারীদের [illegible] হইতে পারেন, যাহাতে তাহাদের বুদ্ধির [illegible] অপনীত হইয়া সূক্ষ্মতা সম্পাদিত হয়, তাহার চেষ্টা করুন। [illegible] সাহেব উপরি উল্লিখিত যে আপনার [illegible] প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা তার কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করা দিলাম। যথা:—

১৮৭৪ অব্দের দুর্ভিক্ষের অভিনয়স্থল বিহারপ্রদেশ ইংরাজদিগের যেমন পরিচিত ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশ সেরূপ নয়। এটী নিশ্চয়ই চিত্ত আকর্ষণ করিবার যোগ্য প্রদেশ। এই একটী প্রদেশের অধিবাসী কেবল সমৃদ্ধ রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ইহা পরিমাণে পর্ত্তুগাল অপেক্ষা বড়। হানোভার ও প্রশিয়ায় যত লোকের বাস এখানেও তত লোকের বসতি। বিহার এই নাম শুনাই জানা যাইতেছে, বসন্ত যেন এখানে চির বিরাজ করিতেছে। ইহার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর ও মনোহর। ভারতবর্ষে গ্রীষ্ম অতিভয়ঙ্কর সময়, সে সময়েও এই বিহার প্রদেশে দিল্লীর ন্যায় প্রচণ্ড গ্রীষ্ম অথবা কলিকাতার ন্যায় দূষিত বাষ্পের প্রাদুর্ভাব হয় না। এখানকার ভূমীসকল অত্যন্ত উর্ব্বরা। বঙ্গদেশে যেমন একটী মাত্র ফসল জন্মে, বিহারে সেরূপ নহে। বঙ্গদেশে হৈমন্তিক ধান্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না জন্মিলেই দুর্ভিক্ষ হয় কিন্তু বিহারে সেরূপ হয় না। বিহারে যদি হৈমন্তিক ধান্য না জন্মে, তথাপি উহার অধিবাসীদিগের বিশেষ কষ্ট হয় না। তাহারা শীত, বসন্ত ও শরদের যে যে ফসল অর্থাৎ ধান্য, গোধূম, যব, চীনা, কলাই প্রভৃতি সকল প্রকার শস্যের চাস করিয়া থাকে। কেবল পোস্ত ও ইক্ষু জন্মে না, তদ্ভিন্ন আর আর শস্য উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং একবিধ শস্যের ক্ষতিতে দেশবাসীদিগের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা অতি অল্প।

আমি অনেকদিন ভারতবর্ষে কর্ম্মকাজ করিয়াছি। ১৮৭৪ এর মন্বন্তরের পর্য্যালোচনা করিতে গিয়াই আমি প্রথম বিহার চিনিলাম। আমি যত্ন পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, শস্যের অনুৎপত্তি তত্রত্য দুর্ভিক্ষের কারণ নয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সচরাচর যেরূপ বৃষ্টি হয়, ১৮৭৩ অব্দের বৃষ্টি তাহার অপেক্ষা কিছু কম হইয়াছিল। বৃষ্টির এই অল্পতানিবন্ধন পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা উৎপন্ন দ্রব্যের কিছু হ্রাস হইয়াছিল। ঐ [illegible] ধান্যাদি তেমন ভাল হয় নাই, কিন্তু [illegible] লোকের [illegible] হয় নাই। তাহার কারণ দরিদ্র বিহারীরা চাউলের অন্ন ভক্ষণ করে না সুতরাং ধান্যের নিম্ন নিবন্ধন তাহাদিগের [illegible] হয় নাই। তাহাদিগের দুঃখের প্রকৃত কারণ কি তাহা [illegible] পাইয়াছিলাম। বাণিজ্য শস্য ও [illegible] জন্য যে ডাইরেক্টর জেনেরল নিযুক্ত হন, আমি ১৮৭০ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহার একজন সহকারী হই, এবং আমার হস্তে বিহারের তিনটী বড় বড় প্রদেশ অর্থাৎ [illegible], মুঙ্গের ও পাটনার কার্য্যভার ন্যস্ত হয়। আমি ঐ কার্য্য কলিকাতায় সিমলায় অথবা গবর্ণমেণ্টে বসিয়া করি নাই, আমি যে প্রদেশে নিযুক্ত হই, সেই প্রদেশে বসিয়াই করিয়াছিলাম। আমি ঐ সকল বিষয়ে যে রিপোর্ট দি, তাহা ডাক্তার হণ্টারের [illegible] ষ্টাটিষ্টিকাল একাউণ্টের ১৪ ও ১৫ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ স্থানত্রয়ের পরিমাণ ১৩২৪৭ বর্গ মাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা ৫১৫৩৮৭৪। ১৮৭৬ অব্দের মধ্যকালে আমি এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিহারের অন্তর্গত [illegible], চম্পারণ ও সারণ এই তিনটী বৃহৎ জেলার ভারপ্রাপ্ত হই। উহার [illegible] ১৮৭৭ হইতে ৭৯ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার অধীন হয়, উহার পরিমাণ ৬৩৮৪ বর্গ মাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা ৬ কোটী। বিহারের সহিত আমার যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তদনুসারে যদি আমি বলি, উহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমি জানি তাহা হইলে সেটী অন্যায় হয় না। কারণ আমি তথায় অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলাম।

বিহার এই শব্দটী উচ্চারণ করিলেই যেন মনে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে উহা একটী উর্ব্বর স্থান, কিন্তু সেখানে সর্ব্বদা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। তত্রত্য প্রজাগণ সকলদেশ অপেক্ষা স্বভাবতঃ বলবান ও সুস্থ, কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ও অসুখী। এ প্রকার অসন্তোষজনক অবস্থার তিনটী কারণ আছে। প্রথম, জমীদারেরা যতদূর পারেন, প্রজার নিকট হইতে শুষিয়া কর গ্রহণ করেন। তাহারা করসংগ্রহার্থ মধ্যবর্ত্তী লোকদিগকে অল্প অল্প ভূমির ইজারা দিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একটী গ্রাম ও তাহার সংলগ্ন ভূমী মেয়াদী পাট্টার অন্তর্গত করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়, বিহারের মধ্যে প্রধানতর জমীদার দ্বারভাঙ্গা ও হাটোয়ার অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজের বিশাল সম্পত্তি রক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অব্যবস্থা। তৃতীয়, ইউরোপীয় নীলকর প্রভৃতির ইজারাদারের উপর অত্যাচার ও নীল বুনিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে ইজারা হইতে বরখাস্ত করা এবং স্থানীয় উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের সেই অত্যাচারের সহায়তা করা ইত্যাদি।

দেশীয় হত্যাপরাধে ইউরোপীয়ের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা।

এটী আজ আমরা নূতন শুনিলাম। কখন এ দেশে এ ঘটনা হইয়াছে, আমাদের এমন স্মরণ হয় না। হাইকোর্টের বিচারপতি মুঞ্চল হোয়াইট সাহেব তাহা আমাদিগকে শুনাইলেন। তিনি নিজ জাতীয়দিগের নিন্দাভয় পরিহার করিয়া জুরীদিগের অন্যায় অনুরোধ সাহস সহকারে অগ্রাহ্য করিয়া কৌন্সলির সহিত বিবাদ করিয়া একজন পুলিষ কনষ্টেবলের হত্যাপরাধে জর্জ্জ নেয়ারনস নামক এক জন গোরার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া স্বকর্ত্তব্য যথাবিধি সম্পাদন করিয়াছেন। পাপিষ্ঠ ২৬ এ জুন রাত্রি দুই প্রহরের সময় পিও কোম্পানির গেটের গোড়ায় একজন দেশীয় কনষ্টেবলকে দেখিতে পায়, দেখিতে পাইয়া তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে। সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। এই অপরাধে তাহাকে হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা এরূপ গুরুতর প্রহার করে যে সে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়। তাহার পর সে উঠিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে; কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত ছুরী বাহির করিয়া তাহার গলায় বসাইয়া দেয়। তাহাতেই সে গরিবের প্রাণবিয়োগ হয়। হাইকোর্টের সেসন মকদ্দমায় জুরিরা সকলে মিলিয়া তাহাকে দোষী বলেন কিন্তু তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার জন্য জজ সাহেবের নিকট অনুরোধ করেন। দয়া প্রদর্শনের কারণ এই যে অপরাধীর চরিত্র পূর্ব্বাপর নির্দ্দোষ এবং এই হত্যাকাণ্ডে তাহার কোনরূপ দুরভিসন্ধি ছিল না, রাগের মাথায় এ কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। কি আশ্চর্য্য হেতুবাদ!! একজন লোককে বিনাপরাধে শৃগাল কুকুরের ন্যায় হত্যা করা হইল, তাহার পর কিনা রাগের মাথায় করিয়াছে বলিয়া তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে অনুরোধ? এই কি দয়া প্রদর্শনের উপযুক্ত স্থল? রাগ কেন হইল? কনষ্টেবলের কোন্ কার্য্যে রাগ হইয়াছিল? প্রমাণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইল যে কনষ্টেবল নিরপরাধ তথাপি রাগের মাথায় করিয়াছে বলিয়া একজন নির্দ্দয় নিষ্ঠুর দয়ালেশ বিবর্জ্জিত মহাপাপিষ্ঠের প্রতি দয়া প্রদর্শন

করিতে হইবে! এরূপ দয়ার জন্য যাঁহারা অনুরোধ করেন, তাঁহারাই না জানি কেমন প্রকৃতির লোক। যাঁহারা জুরির কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহারা সম্ভ্রান্ত লোক সন্দেহ নাই। অনুচিত দয়া প্রদর্শনে যে কি অনিষ্ট হয়, তাঁহারা তদ্বোধে কি অন্ধ? উপস্থিত স্থলে জুরি এমনি অন্যায় অযৌক্তিক দয়া প্রদর্শনের অনুরোধ করিয়াছেন যে জজ সাহেব তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিতে পারেন নাই এবং পরিষ্কার করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিয়াছেন যে এরূপ অনুরোধের অর্থ তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তিনি অপরাধিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "জুরিস্থিত ভদ্র লোকেরা তোমাকে দোষী বলিয়াছেন, বলিয়াও তোমার পুরাতন সচ্চরিত্রতার অনুরোধে এবং উপস্থিত হত্যায় তোমার পূর্ব্বাপর কোন অভিসন্ধি ছিল না এই বলিয়া তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুরোধ গবর্ণমেণ্টে জানান হইবে, গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। কিন্তু আমার যে কার্য্যে ও আমার উপরে যে গুরুতর ভার বিন্যস্ত আছে, তাহাতে আমি তাঁহাদের অনুরোধ গবর্ণমেণ্টের গোচর করা ভিন্ন আর কিছু করিতে পারি না।"

এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে, গবর্ণমেণ্ট কিরূপ ব্যবস্থা করেন, এই প্রতীক্ষায় সেগুলি অদ্য ব্যক্ত করিলাম না। জুরি ক্ষমা প্রদর্শনের অনুরোধ না করিয়া যদি দুরাত্মার প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে তাহাকে চির কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার অনুরোধ করিতেন, তাহা সঙ্গত হইত। দুরাত্মা জীবিত থাকিলে গবর্ণমেণ্ট তাহার দ্বারা অনেক কাজ করিয়া লইতে পারিবেন, মরিয়া গেলে ফুরাইয়া গেল।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, বর্দ্ধমানবর্ষের ৮ ই আষাঢ় ডিপুটির বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় লোকান্তর গমন করিয়াছেন। ইনি গুণজ্ঞ ও গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি [illegible] অতিশয় আস্থা ছিল। ইনি সর্ব্বদা সদালাপ ও সৎক্রিয়া লইয়া থাকিতেন। ইনি কিছু দিন ২৪ পরগণায় [illegible] সবর্ডিনেট জজ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিন শত টাকা পেন্সন পাইতেন। তাঁহার মৃত্যুতে অনেক দীন দরিদ্র ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত একটী গ্রামে একটী স্ত্রীলোক বিশেষ প্রয়োজনানুরোধে সন্ধ্যার পর একটী কাঁটাল বাগানে গিয়াছিল। উদ্যানরক্ষক চোর ভাবিয়া সেই স্ত্রীলোককে তীর দ্বারা বিদ্ধ করে। এক্ষণে সেই স্ত্রীলোকটী মুমূর্ষু অবস্থায় রহিয়াছে। বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া ইউরোপীয়দিগের যে গুলি করা রোগ আছে, সেটী ক্রমে সাংক্রামিক হইয়া উঠিতেছে।

লণ্ডনে একটী বৃহদাকার হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার ভূমী ক্রয় করিতে ৯০ লক্ষ টাকা ও বাটী নির্ম্মাণ করিতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

৩০ এ জুন বর্দ্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, বগুড়া, পাটনা, দারজিলিং, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ, নওয়াখালী, ঢাকা ও সাঁওতাল পরগণায় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। পাবনা ও জলপাইগুড়িতে অপেক্ষাকৃত অধিক হয়।

জাপানের অন্তর্গত কুরমা পর্ব্বতে একটী রৌপ্যের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে ৮ পাউণ্ড মিশ্রিত ধাতুর মধ্য হইতে ২ পাউণ্ড খাঁটী রোপ্য পাওয়া যাইতে পারে।

কলিকাতার স্থানে স্থানে অনেকগুলি কালী মন্দির আছে। সেই সেই স্থানে এক্ষণে যে সকল ছাগ বলি দিয়া সাধারণকে বিক্রয় করা হয়, তাহার মাংস অতি জঘন্য। ঐ সকল ছাগের অধিকাংশই শীর্ণ কঙ্কালশেষ জীর্ণ রুগ্ন। রোগগ্রস্ত জীবের মাংস ভক্ষণে শরীরে বল হওয়া দূরে থাকুক, পীড়া হইবারই অধিক সম্ভাবনা, দণ্ডবিধি আইনে স্পষ্ট বিধি আছে কেহ অখাদ্য দুর্গন্ধ, অথবা অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য বিক্রয় করিলে দণ্ডনীয় হইবে। আমরা অনুরোধ করি পুলিসের ডিপুটী কমিশনর শ্রীযুক্ত জে, লাম্বার্ট সাহেব এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। দুই এক জন দণ্ড পাইলেই সকলে সাবধান হইবে।

গবর্ণর জেনরল, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণ জাহাজে গমনাগমনকালে আহারাদির জন্য প্রথম সপ্তাহে প্রতি দিবস ৬৪ টাকা পরে ১৪ টাকা করিয়া পান। সৈন্যাধ্যক্ষগণ প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিন ৪৫ টাকা ও পরে ১১ টাকা করিয়া পাইয়া থাকেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে ১৮৭৯ অব্দের মধ্যে ৭১১ টী দুর্ঘটনা ঘটে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ৫৬৪ টী ঘটনা ঘটিয়াছিল। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে ১৯ টী, দক্ষিণ ভারতবর্ষে ১২ টী, পঞ্জাবে ৭৭ টী, সিন্ধ ২৫ টী, রাজপুতানায় ২০ টী, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ১৫ টী, সিন্ধু পঞ্জাব ও দিল্লীতে ৭২ টী, মান্দ্রাজে ১২ টী গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলারে ৩৭, এবং রেঙ্গুণ ও ইরাবতী উপত্যকায় ২০ টী।

১৪ ই জুনের সোমপ্রকাশে প্রাপ্তিস্বীকার [illegible] অবিশ্বাসী হইবার আমাদের অধিকার আছে কি না" এই বিষয় অবলম্বন করিয়া [illegible] পত্র সম্পাদক "নাস্তিকস্য" স্বাক্ষর [illegible] একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা তুষ্ট হইলাম। ঐ প্রস্তাবের শেষ অংশে লিখিত [illegible]—

"একজন নাস্তিক [illegible] আপনা [illegible] বুঝিতে পারিয়া ঈশ্বরবাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান [illegible] উপসংহার করিব।

[illegible] নামক [illegible] একজন [illegible] ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন। এক দিন সেই বন্ধু তাঁহার নাস্তিক [illegible] তাঁহার [illegible] গগনমণ্ডলস্থ [illegible] কাগজের [illegible] এক কোণে রাখিয়া দিলেন। নাস্তিক [illegible] প্রবেশ করিয়া সেই গোলকটী দেখিয়া [illegible] করিলেন "এ গোলকটী কাহার, কোথা হইতে আনা হইয়াছে?" কিবথর উত্তর করিলেন "এটি আমার নহে, [illegible] কেহ কখনও ইহা প্রস্তুত করে নাই। অকস্মাৎ আপনা আপনি এখানে আসিয়াছে।" নাস্তিক [illegible] দিলেন "এ কথা নিতান্ত অসম্ভব, তুমি আমার সহিত কৌতুক করিতেছ।" কিবথর কহিলেন, "আমার এ কথা কৌতুক মনে করিও না, যাহা বলিতেছি, সত্য।" নাস্তিক কহিলেন, "তোমার এ কথা কখনই সত্য হইতে পারে না। তখন কিবথর তাঁহার নিজের কথা ধরিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন "এই ক্ষুদ্র গোলকটী আপনা আপনি হইয়াছে, এ কথা তুমি কোন মতেই বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু এটী গগনমণ্ডলস্থ যে তেজঃপুঞ্জ তারকা স্তবকের অকিঞ্চিৎকর আদর্শমাত্র, সেই তারকাস্তবক বিনা সহায় বিনা কৌশলে হঠাৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি ইহা বলিয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া থাক, এ তোমার কোন দেশীয় যুক্তি?" নাস্তিক একেবারে অবাক হইলেন, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। পরে যতই এই বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ততই নিজ মতের অযৌক্তিকতা বিশদরূপে বুঝিতে পারিলেন, শেষে মুক্তকণ্ঠে স্পষ্টই বলিলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা নিতান্ত অসঙ্গত ও যুক্তি বিরুদ্ধ।

"'আছেন ঈশ্বর' বলি ঘোষিছে আকাশ।

'সত্যই আছেন,' ধরা করিছে প্রকাশ।"

ইংলণ্ডে একটী গোরু ষোল সত্তর হাজার টাকায় বিক্রীত হয়। ইংলণ্ড যে কেমন ধনী ও ইংলণ্ডের দ্রব্য সামগ্রী যে কেমন উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, পাঠক এতদ্বারা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

আমরা এ সপ্তাহে ভূম্বকল্পদ্রুম এবং মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। কল্পদ্রুমে তারাবহ্মা নামে [illegible] বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মাসিক পত্রিকায় নানা বিষয় প্রকাশ হইতেছে।

অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষে সাধারণরূপ শিক্ষায় ব্যয় কম হয় এবং উচ্চ শিক্ষায় ব্যয় অধিক হয়, অতএব উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া উহার সমস্ত টাকা সামান্য শিক্ষায় ব্যয় করা উচিত। যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারা মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। [illegible] সামান্য শিক্ষার ব্যয়ের এক চতুর্থাংশ [illegible]। ইংলণ্ডে সামান্য শিক্ষা [illegible] কোটি টাকা ব্যয় হয় [illegible] কোটী লোকের শিক্ষার জন্য [illegible] অর্থাৎ ইংলণ্ডে [illegible] আমাদের সেই দেশে একটী [illegible] ভারতবর্ষীয় শিক্ষা [illegible], তাহারা উচ্চ শিক্ষার ক্ষতিকর [illegible] দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া যাহাতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ সামান্য [illegible] ব্যয়ের [illegible] আমাদের [illegible] চেষ্টিত হউন।

ইণ্ডিয়ান [illegible] নিউজের মান্দ্রাজস্থ সংবাদদাতা [illegible] সেই দেশে [illegible] ও ইঁহার মন্ত্রিসম্প্রদায় [illegible] গবর্ণমেণ্টের উপর বড় চটিয়াছেন। তাঁহাদের [illegible] চটিবার কারণ এই যে তাঁহাদের মনে [illegible] ইংরাজেরা নায়ক ওকের কলিকাতা [illegible] হইতে [illegible] সহায়তা নাই হউন, তাঁহাদের ইচ্ছা [illegible] কোন বাধা দেন নাই। কলিকাতায় [illegible] আসিয়াছিল, তাহারা [illegible] সাহেবেরা বন্দিভাবে আছে। ইংরাজেরা [illegible]

কর্ণাটদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন, এ কথা বলিতে তাহাদের সাহস হয় নাই। বাস্তবিকও এক-জন বন্দী রাজকুমার ইংরাজ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া গিয়া ইংরাজদিগের একজন মিত্র রাজের রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে, ইংরাজেরা তাহার পলায়নের বিষয় কিছুই জানেন না এ বড় অন্যায় কথা। যাহা হউক, নায়েবুক মন, পড়িয়াছেন তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় আনয়ন করা হইতেছে।

মৌবাটের মরব জজের নিকট এক কৌতুকের মকদ্দমা উঠিয়াছে। বাদী বার্ট কেলি, মিউজোরি, প্রতিবাদী মে উইলিয়ম বেরেসফোর্ড। মকদ্দমাটী এই যে প্রতি-বাদী সকলের সাক্ষাতে বাদীকে গালি দিয়া বলি-য়াছেন, ঐ বেটা চীনের এক সভায় তাস খেলায় জুয়াচুরী করায় তাহারা উহাকে তাড়া-ইয়া দেয়। এ একজন প্রসিদ্ধ জুয়াচোর ও বদমা-য়েস। উহার জুয়াচুরীর বিষয়ে আমি যাহা বলিলাম তাহা আমি প্রমাণ করিয়া দিতে পারি। আর আমি ঐ বেটাকে লাথি মারিয়া দূর করিয়া দিব। আমি অম্বালায় ঐ বেটাকে জুয়াচোর বলিয়া গালি দিয়াছিলাম, বেটা কাঁদিতে লাগিল আর আমাকে বলিল "মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন" ও একটা সামান্য বুগার আর জুয়াচোর।" মকদ্দমার এখনও বিচার হয় নাই; সুতরাং এ বিষয়ে কোন মতামত ব্যক্ত করা উচিত নহে। কিন্তু আমরা একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদি ইংরাজ মহলে যদি গালাগালি চলে, তবে আমা-দের ছোট লোকদের অপরাধ কি?

অমৃতসরে সরমন বেকন নামে একজন লোক তাহার ধর্ম্মী কন্যাকে এক মিসনরি স্কুল গৃহে ও তাহার শিক্ষার সমস্ত ব্যয় দিতে সম্মত হয়। কিছু দিন পরে সরমন আপনার কন্যাটিকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য মিসনরি স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে বলায় কিন্তু তাহারা তাহাকে অসম্মত হওয়ায় সে অমৃত-সরে নালিশ করে। নালিশে তাহার জিত হয়। তাহার পর মিসনরিরা এই বলিয়া আপীল করেন যে কন্যার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র। উহার হস্তে কন্যাটিকে সমর্পণ করা উচিত নয়। মকদ্দমা পুনর্বিচারের জন্য অমৃতসরে প্রেরিত হয়। পুন-র্বিচারে স্থির হইয়াছে যে কন্যা পিত্রালয়ে যাইতে পাইবে না। সে মেস্যার নামক এক জন খ্রিষ্টীয় বাড়ীতে থাকিবে। ঐ বিবি তাহার লেখাপড়ার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন এবং বিবাহ দিবেন। যদি না দেন তাহা হইলে ১০০ টাকা ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে। আমরা এ মকদ্দমার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পিতা দরিদ্র হইলে তাহার পুত্র কন্যা কাড়িয়া লইয়া যাহার তাহার হস্তে নিক্ষেপ করা আমরা ইংরাজ অধিকারে এই শুনিতে পাইলাম।

দারজিলিং নিউস লিখিয়াছেন যে একজন সাহেব তাঁহার ভৃত্যগণের হস্তে "প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ" হইয়াছেন। তিনি একজন বিষম লোক। তিনি ঐ দিন প্রাতঃকালে তাঁহার সহিসকে মারিয়া বৈকালে আবার খিদমদগারকে মারিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় সহিস খিদমদগার ও অন্যান্য চাকরে মিলিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ঔষধ দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। আমরা যতদূর জানি পাহাড়ী চাকরেরা বড় দুষ্ট নয়। তাহারা মনিবকে খুসী করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করে ও অনেক অত্যাচার সহ্য করে। কিন্তু যখন তাহারাই এত চটিয়াছে, তখন যদি ইংরাজ চাকর হইত তাহা হইলে ত সাহেবের হাড় থাকিত না। সাহেব মহাশয়দিগের এ সকল বিষয়ে একটু বিবে-চনা করিয়া চলা একান্ত আবশ্যক।

হিন্দুপেট্রিয়টে একজন শিবপুর কলেজের কার্য্য প্রণালীর অতি কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে শিবপুর কলেজের অধ্যক্ষেরা হয় অত্যন্ত অযোগ্য না হয় তাঁহারা কলেজটী দ্বারা যাহাতে বাঙ্গালীদের কিছু উপকার না হয় তাহার সম্পাদনে দৃঢ়সঙ্কল্প। এখানে সাহেব ও ফিরিঙ্গির ছেলেদের বিশেষ সমাদর। তাহারা ভাল পাকা বাড়িতে থাকে। তাহাদের খাওয়া দাওয়ার বন্দো-বস্ত কর্ত্তৃপক্ষের হাতে। তাহাদের জন্য কলিকাতা হইতে পাইপে জল যায়। মাষ্টারেরা তাহাদিগকেই বুঝ করিয়া পড়া বুঝাইয়া দেন। আর বাঙ্গা-লীরা খোড়ো চালায় থাকে। সেখানে সর্পের উপদ্রব আছে। তাহাদের আহারাদি ব্যবস্থা নিজে নিজেই করিতে হয়। তাহাদের সেইখানকার পুকুরের জল খাইতে হয়। কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই মাষ্টারেরা ধমক দেন ইত্যাদি।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে দৃষ্ট হইবে নিম্নলিখিত ভারতবর্ষীয়েরা অন্যান্য দেশে অবস্থিতি করিতেছে।

মরিসস	১৪৬৬০৯
নিটেল	১২৯৯৬২
বিটিশ গায়েনা	৮৩,৭৬৬
ত্রিনিদাদ	২৫৮৫২
জামেকা	১৫,১৩৪
নেটাল	১২৬৬৮
ষ্ট্রেটসমেটলমেণ্ট	৫০০০
সেটকিনসেণ্ট	১৫৫৭
গ্রেনাডা	১২০০
সেণ্ট লুসিয়া	১১৭৫
নেবিস	৩১০
সেণ্টকিটস	২০০
ফিজি	৪৮০
রিইউনিয়ন (ফ্রেঞ্চ)	৪৫০০০
গোয়াডালোপ	১৯৫৪১
মার্টিনিক	১০০০০
কেইন	৪২৭২
নব কালিডোনিয়া	৭২০
সুরিনম (ওলান্দাজ)	৩২১৫
সেণ্টক্রুশ (দিনেমার)	৮৭
	৮৯০৩৭০

বিস্কে উপসাগরের সহিত ভূমধ্যস্থ সাগরের যোগ করিবার জন্য এক খাল কাটার যে প্রস্তাব হয়, লিপনে সাহেব তাহার রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। বোর্দো হইতে আরম্ভ করিয়া নারবোন নগর পর্য্যন্ত খাল যাইবে। খাল কাটা হইলে বিস্কে হইতে ভূমধ্য সাগরে আসিতে ৫৪ ঘণ্টা লাগিবে, তাহা হইলে প্রায় চারি দিন লাভ হয়। খালের খরচ ২২ কোটী টাকা।

কলিকাতা টেলিগ্রাম আফিসের ক্যাসিয়ারের হিসাবে সন্দেহ হওয়াতে ডাইরেক্টার জেনরল তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখা হইয়াছে হিসাবে ৫০০ টাকা মিলিতেছে না।

যদিও এক্ষণে কাশ্মীরের দুর্ভিক্ষের প্রকোপের হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, তথাপি মহারাজ দরিদ্রদিগের কষ্ট নিবারণার্থ শ্রীনগরে একটী বৃহৎ দরিদ্র নিবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। নানাপ্রকার মজুরের কার্য্য চলিতেছে। মহারাজ এত করিয়াও প্রধান গবর্ণমেণ্টের প্রিয় হইতে পারিতেছেন না। কতক-গুলি ইউরোপীয় শত্রু তাঁহার উন্মূলন চেষ্টায় আছেন।

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে ১৮৭৯ ও ৮০ অব্দের মধ্যে কলিকাতায় ১৬ টী জয়েণ্টষ্টক কোম্পানি স্থাপিত হইবার রেজেষ্টারি হইয়াছে। ইহাদিগের মূল ধন ৪৬ লক্ষ টাকা। এই কোম্পানির মধ্যে ৮ টী চার ও দুইটী বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এবং হিন্দু ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নামে কোম্পানি খোলা হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেব ২৯ এ জুলাই দারজিলিং হইতে সারানামক স্থানে যাত্রা করিবেন। তথা হইতে ভাগলপুর, মুঙ্গের দারভাঙ্গা, মজফরপুর প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া কলি-কাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

মসুরিতে এরূপ ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে যে তাহাতে অনেক গৃহ ও প্রাচীর ভূতলগত হইয়াছে।

ঐ সকল প্রদেশে বর্ষা অল্প হয় বলিয়া শক্ত করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে না। সুতরাং একটু অধিক বৃষ্টি হইলে ঘর পড়িয়া যায়।

যখন নূতন মণি অর্ডরের প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়, তখন ইউরোপীয় ব্যবসাদারেরা উহার অত্যন্ত বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশীয় লোকে উহাতে বড়ই সুবিধা বোধ করিতেছে। পুরাতন প্রণালীতে যত মণি অর্ডর হইত, এখন তাহার সাড়ে চার গুণেরও অধিক হইতেছে। পূর্ব্বে সপ্তাহে অত্যন্ত অধিক হইলে ৮ লক্ষ টাকা আয় হইত, এক্ষণে ৪৫ লক্ষ টাকা হইতেছে। ইহার সুবিধা আমরা বিশেষ অনুভব করিতেছি; ডাকঘরের বন্দোবস্তেরও ভূরি প্রশংসা করিতে হয়।

কাপ্তেন হণ্ট নামক ইংরাজ একজন কমিসরিয়াট আফিসের ঘুস লইয়াছে বলিয়া বিচারার্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সমর্পিত হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট ১০০০ টাকার জামিন লইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

মহীসুররাজের মণি মাণিক্যাদি যাহা ছিল, তাহার এক তালিকা থাকে। এখন সে তালিকা পাওয়া যায় না। বড় ঘরের দ্রব্য সামগ্রী পাখা হইয়া প্রায় উড়িয়া যায়? মণি মুক্তা স্বর্ণ রৌপ্যাদিরও প্রায় শুকতি বাদ গিয়া থাকে।

শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে মুসলমানের কন্যা পুত্রের বিবাহে যে অনর্থক অনেক অর্থ ব্যয় হয়, তাহা রহিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। সায়দ আমীর হোসেন ইহার প্রধান উদ্যোগী। আমাদের দেশেও এইরূপ চেষ্টা মধ্যে মধ্যে হয় কিন্তু সে চেষ্টা তালপাতার আগুনের ন্যায় জ্বলিয়া নিবিয়া যায়।

দিল্লী কলেজের পুনঃ স্থাপনের জন্য দিল্লীর অনেকগুলি ভদ্র লোক লর্ড রিপনের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। প্রতিনিধিগণের মধ্যে দিল্লী বাদশাহ বংশীয় মির্জা সলিমানসা সর্ব্বপ্রধান। তাঁহারা ইহারই মধ্যে প্রায় ৫০০০০ টাকা চাঁদার আশ্বাস পাইয়াছেন। যদি গবর্ণমেণ্ট কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক ১০০ টাকা দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহারা চাঁদা করিয়া দুই লক্ষ টাকা তুলিয়া দিতে পারেন।

সতীদাহ ভারতবর্ষ হইতে একেবারে উঠিয়া যায় নাই। মধ্য ভারতের মধ্যবর্ত্তী বামরা নামক স্থানে উচ্চ বংশীয় এক রমণী পতিবিয়োগে অসহ্যবেদন নব বৈধব্য সহ্য করিতে না পারিয়া পতির চিতানলে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হয় নাই। বামরার রাজা যে সকল লোকে সতী দাহের উদ্যোগী ছিল, তাহাদিগকে বিচারে দণ্ডিত করিয়াছেন কিন্তু সে অতি সামান্য অর্থ দণ্ড মাত্র। ছত্রিশ গড়ের কমিশনর সতী দাহকারীদিগের এরূপ সামান্য দণ্ড শুনিয়া সম্বলপুরের ডেপুটী কমিশনরের উপর ইহার অনুসন্ধানার্থ ভার দেন। অনুসন্ধানে রাজা বলেন আমি অপরাধিদিগকে অধিক দণ্ডের উপযুক্ত মনে করি নাই। কিন্তু ডেপুটী কমিশনর যদি অধিক পরিমাণে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক মনে করেন। রাজা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। ডেপুটী কমিশনর বিচার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করেন নাই। কারণ, সার রিচার্ড টেম্পলের সময় অবধি রাজারা সামান্য জমীদার বলিয়া গণ্য না হইয়া রাজা বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সুতরাং আপন অধিকার মধ্যে তাঁহারা স্বাধীন।

শঙ্কর পাণ্ডুরাঙ্গ পণ্ডিত বলেন, তিনি অথর্ব্ব বেদের টীকার অধিকাংশ পাইয়াছেন। অথর্ব্ববেদে মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রক্রিয়া আছে বলিয়া উহা সমাজের আদৃত নয়। অতএব উহার প্রাপ্তিতে সমাজের লাভ জ্ঞান হইবে বলিয়া বোধ হয় না। তবে অথর্ব্ব বেদের উদ্ধার হইলে ইতিহাসের পক্ষে উপকার আছে।

আমেরিকার ওয়াবাশ ইণ্ডিয়ানা নামক নগরের রাস্তায় রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া হইতেছে।

আগামী বৎসর ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ এই তিন স্থানেই এক দিনে লোক সংখ্যা করা হইবে।

কলিকাতার মনোহর দাসের পুষ্করিণী হইতে একটী বৃহৎ কাতলা মৎস্য ধরা পড়িয়াছে। ইহা ওজনে ১১০ পাউণ্ড হইবে।

ফাইনান্সিয়াল ডিপার্টমেণ্টের সহকারী বাবু দীননাথ ঘোষ সহকারী একাউণ্টেণ্ট জেনরেলের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক কমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন। কমিটী গবর্ণমেণ্টের বাড়ীগুলিকে যাহাতে স্থানীয় করভার হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন।

শ্যাম দেশে আশ্চর্য্য রীতি প্রচলিত আছে। তথাকার রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক ভিন্ন আর সর্ব্বপ্রকার লোকের গায়ে ছাপ দেওয়া হইয়া থাকে। ছাপে সে লোক কাহার চাকর, তাহা পর্য্যন্ত লিখিত থাকে। যাহাদের গায়ে ছাপ দেওয়া হয়, তাহারা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না।

কাবুলে এক মহা ভয়ানক জুয়াচুরির কথা শুনা গেল। ১৫০ টাকা বেতনের একজন গমস্তা যুদ্ধ ঘটনার পর অবধি বাড়ীতে ৫ লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে। সমস্ত টাকাই ট্রেজারির চালানে পাঠাইয়াছে। তাহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে আমি দস্তুরি হইতে এত টাকা পাইয়াছি।

ষ্টেট সেক্রেটারি কমন্স হাউসে বলিয়াছেন যে গণ্ডামকের সন্ধি অনুসারে যে সকল স্থান বৈজ্ঞানিক সীমা বন্ধনের জন্য গৃহীত হইয়াছে, তাহা রাখা আর না রাখার বিবেচনার ভার লর্ড রিপনের উপর সমর্পিত হইয়াছে। রাজনীতি ও যুদ্ধনীতি সম্বন্ধ যাহা কিছু হয় তাহা তিনি করিবেন। গবর্ণর জেন আফগানদিগকে এরূপ কিছু কিছু স্বাধীনতা দিলেও তাঁহাদের বুদ্ধি খেলিতে পারে।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ১ লা জুলাই। সর্দ্দার আফজুল খাঁর বন্দী হইবার সংবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। তিনি গত কল্য আবদুল রহমানের পত্র লইয়া এখানে আসিয়াছেন। পরওয়ানের সরওয়ার খাঁর কিনজান নামক স্থানে এক দল সৈন্য প্রেরণের কথা ছিল কিন্তু তাহারা অবধারিত সময়ে পৌঁছিতে পারে নাই। সিখানে তাজাবা নামক এক দল সৈন্য দস্যুবৃত্তি করিবার জন্য ঐ সময়ে যাত্রা করিয়াছে। হিন্দুকুশে অত্যন্ত বরফ পড়িতেছে এবং শীতল বায়ু অতি প্রবল বেগে বহিতেছে। দস্যুরা সারালংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

বাদকসানে পনর শত জাম্সিদি একত্র হইয়াছিল, কর্ণেল পালিসর ৫৫০ জন সৈন্য লইয়া উহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। এই আক্রমণে দুই শত শত্রু হত হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের ১১ নম্বর সৈন্যদলকে আফগানস্থানে যাইতে বলা হইয়াছে।

কাবুল ৫ ই জুলাই। বাদকসানের যুদ্ধে জয়লাভ হওয়াতে গবর্ণর জেনেরল সন্তুষ্ট হইয়া তারে তাঁহার আনন্দ সংবাদ পাঠাইয়াছেন। সেনাপতি হিল প্রভৃতি যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই যুদ্ধে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার এই আনন্দ বার্ত্তা জানাইবার জন্য জেনেরল ষ্টুয়ার্টকে বলিয়া দিয়াছেন। চাসেন খাঁ বিদ্রোহী হইয়া বাদকসানে এই যুদ্ধ ঘটাইয়াছিলেন। জম্সিদি মলিকদিগের অনেকে এই যুদ্ধে হত হইয়াছে।

সর্দ্দার আবদুল্লা খাঁ পাদসা খাঁর সহিত [illegible] গিয়াছেন।

কাবুল হইতে যে সকল যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী হাসিম খাঁর নিকট প্রেরিত হইতেছিল তাহা বন্ধ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৫ঠা জুলাই। ব্রাডলার সত্যপ্রতিজ্ঞা কতদূর আইনসঙ্গত তাহা স্থির করিবার জন্য কুইন্স বেঞ্চ নামক প্রধানতম আদালতে তাঁহার নামে মকদ্দমা রুজু করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৩রা জুলাই। বিলাতের সংবাদপত্রে যে লিখিয়াছিল আদাম সাহেব মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

জনরব যে তুরস্ককে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য ইংরাজ ও ফরাসীদিগের রণতরী মিলিত হইয়া তুরস্কের নিকট উপস্থিত হইবে স্থির হইয়াছে।

তুরস্ক সম্বন্ধীয় গোলযোগ মীমাংসা জন্য সমস্ত ইউরোপীয় রাজগণের যে কনফরেন্স সভা হইবার কথা আছে পলমল গেজেট তাহার অত্যন্ত বিরুদ্ধবাদী হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২রা জুলাই। বার্লিনের কনফরেন্স সভা তুরস্কের বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন, তুরস্ক তাহাতে কোন ক্রমেই সম্মত হন নাই। তুরস্ক সৈন্য চালনা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ই জুলাই। ডেলিনিউস এই টেলিগ্রাম প্রকাশ করিয়াছেন যে তুরস্ক আলবানিয়দিগকে গ্রীসদিগের সহিত বিরোধ করিতে উত্তেজিত করিতেছে।

লণ্ডন ৬ই জুলাই। ষ্টেট সেক্রেটারি গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে বলিয়াছেন ভারতীয় রাজস্বের অবস্থা ঘটিত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট দেখাইয়াছেন অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা নয় কোটী টাকা অধিক খরচ হইয়াছে, এবং ১৮৮০ ও ৮১ সালে আয়ের অপেক্ষা তিন কোটী টাকা অধিক ব্যয় হইবে।

আয়র্লণ্ডীয় প্রজাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিবার জন্য কমন্স হাউসে মিনিষ্টিরিয়াল বিল নামে একখানি আইনের পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে।

জেনেরল স্কবলফ খিজিলাভিত নামক স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৬ই জুলাই। জেনরল ককমান কুলজা যাত্রা করিয়াছেন। চীনদিগের বিপক্ষে যে সকল রুশ সৈন্য যুদ্ধ করিবে, তিনি তাহার অধিনায়ক হইবেন।

জনরব এই যে চীনেরা বলপূর্ব্বক ছয় হাজার কাসগর নিবাসী লোককে পথের সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে রুশীয়দিগের যে রণতরী আছে, তাহা বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৬ই জুলাই। হৈজায় শান্তি স্থাপন হওয়াতে সিরিয়ার উপকূলে যে যুদ্ধ জাহাজ গিয়াছিল, তাহা ফিরিয়া আসিয়াছে।

লণ্ডন ৮ই জুলাই। টাইমস্ পত্র আফগানিস্থানের কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৭ই জুলাই। ২৩এ জুন স্কোবেলফ বামি নামক স্থানে পঁহুছিয়াছেন।

পারিস ৭ই জুলাই। ডেপুটী চেম্বার সভাতে স্থির হইয়াছে যে ১৪ই জুলাইয়ের মধ্যে এম গ্রিবি যাহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, তাহাদিগকে পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য কোনরূপ শাস্তি পাইতে হইবে না। তাহারা অনায়াসে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবে।

বার্লিন ৭ই জুলাই। সোণা ও রূপা দুই প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত করিবার জন্য যে প্রস্তাব হইয়াছিল, ফেডরাল কৌন্সিল তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

লণ্ডন ৮ই জুলাই। ইউরোপের পূর্ব্বাঞ্চলের অবস্থা বড় ভাল নহে। গ্রীস ও তুর্কি উভয়েই সসজ্জ হইতেছে।

লণ্ডন ৯ই জুলাই। গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে মন্ত্রিবর প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন কাশগারিয়ার যুদ্ধে রুশের পরাজয়ের যে জনরব উঠিয়াছে, তাহা অলীক। লণ্ডনস্থ রুশ দূত অথবা চীনের মন্ত্রী এ কথায় বিশ্বাস করেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন রুশের সহিত চীনের যুদ্ধ বাঁধিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রুশের প্রস্তাবানুরূপ নিজ স্বার্থ রক্ষার উপায় করিবেন।

আয়র্লণ্ডের প্রজারা খাজনা দিতে না পারায় তাহাদিগকে বাকী পড়া ভূমী হইতে বেদখল করাতে তাহাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল গবর্ণমেণ্ট আইনের পাণ্ডুলেখ্য করিয়া তাহাদিগের সেই ক্ষতিপূরণের ভার প্রদেশীয় কোর্ট জজদিগের উপর দিয়াছেন। ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটরির এ বিষয়ে মতভেদ হওয়াতে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

গত রাত্রিতে প্রধান মন্ত্রী কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন সুলতান বরাবর ইউরোপীয় রাজগণের কথায় সম্মাননা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন আজ তিনি তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতিবাদী হইবেন এমন বিবেচনা করাই অন্যায়।

ডেলিনিউস বলেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত সঙ্কটের একটী সুন্দর মীমাংসা করিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন এই মাসের শেষে তিনি ভারতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব দিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন!

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২৬এ জুন। লোহারডগার অন্তর্গত পালামৌর ভার প্রাপ্ত সহকারী কমিশনর আর, এচ, রেলি ২য় আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশের ডেপুটী কমিশনর হইলেন।

হাজারিবাগের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, ডি, গেল লোহারডগায় বদলী হইলেন কিন্তু তাঁহার হস্তে ঐ জেলার অন্তর্গত পালামৌরও ভার রহিল।

হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, বিমস্ সাহেব পেলো সাহেবের অনুপস্থিতিকালে ঢাকার কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

হুগলীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর কর্ণিশ সাহেব ২য় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

২৯এ জুন। গয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ পোট সাহেব ২২এ জুন হইতে অনরেবল সি, ডি, ফিল্ড সাহেবের পরিবর্ত্তে কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন। ফিল্ড সাহেব বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সভা হইতে কর্ম্ম পরিত্যাগের যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে।

১লা জুলাই। নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগবন্ধু সেন ১৮৬৮ সালের (বি, সি) ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ দত্ত চিত্রা নদীর উৎকর্ষ সাধনার্থ ভূমী সংগ্রহ করিবার জন্য ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৫ই জুলাই। ১লা জুলাই হইতে কাপ্তেন ডি, সি, হানিসে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সংগ্রাম বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

৬ই জুলাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর মুন্সি হসমত হোসেন সারণের ও সৈয়দ ওয়ারিশ আলী গয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

২৫এ জুন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত জামতাড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর স্মিথ সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

দার্জ্জিলিঙের অন্তর্গত কর্সিয়ঙ্গের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট এচ, রামজে বাকরগঞ্জের ব্রাউন সাহেব ও মৌলবী মহম্মদ হাকিম কর্ম্মত্যাগের প্রার্থনা করিয়া যে আবেদন করিয়াছিলেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

২১এ জুন। ভাগলপুরের ২য় সবর্ডিনেট জজ বাবু বোলকচাঁদ (ইনি এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সবর্ডিনেট জজ হইলেন।

১লা জুলাই। ময়মনসিংহের অন্তর্গত ঈসরগঞ্জের মুন্সেফ বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছোটনাগপুরে বদলী হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে লোহারডগায় থাকিতে হইবে।

২রা জুলাই। আবার সহকারী ইঞ্জিনিয়র টী. এম, এল টমসন ১৮৬৪ অব্দের (বি, সি) ৩ আইন এবং ১৮৭৬ অব্দের (বি, সি) ৩ আইন অনুসারে মোকদ্দমার বিচার করিবার জন্য ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ দেব এল, এল অন্য আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত মেদনীপুরে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন, কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে তমোলুকে থাকিতে হইবে।

৬ই জুলাই। হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের ডেপুটী কালেক্টর বাবু কমলনারায়ণ [illegible] ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

শিক্ষা বিভাগ।

রঙ্গপুরের স্কুল সব ইনস্পেক্টর বাবু [illegible] চক্রবর্ত্তী বিদায় গ্রহণ করাতে বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় আপাততঃ তাঁহার কার্য্য করিবেন।

১ লা জুলাই। বাবু গঙ্গাচরণ নন্দী ত্রিপুরার স্কুল সমূহের সব ইনস্পেক্টর হইলেন এবং চাঁদপুরের স্কুল সবইনস্পেক্টরের অনুপস্থিতিকালে ঐ স্থানে ও কার্য্য করিবেন।

১ লা জুলাই। মুঙ্গের জেলা স্কুলের ২ য় শিক্ষক বাবু ভুবননাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি যে এক মাস বিদায় আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

২ রা জুলাই। নদীয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারী বাবু কালীকান্ত লাহা কিছুদিনের জন্য তত্রত্য স্কুল সমূহের সব ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিবেন।

যশোহর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু তারিণীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এর প্রতি যে বিদায় আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে আপাততঃ কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদদাতার পত্র।

মুঙ্গের।

বহুদিন হইল, কানপুরের কোন গদির একজন কারপরদাজ মাল খরিদ করিতে যাইয়া একশত টাকার এক কেতা নোট হারাইয়া আইসে। সম্প্রতি ঐ নোট ধরা পড়িয়া লক্ষ্মীসরাইয়ের গদি হইতে বাহির হইয়াছে, প্রমাণ হওয়াতে পুলিস তাহাদিগকে ধরিলে তাহারা কহে " জামালপুরের চুনী ময়রা এই নোট আমাদিগকে দিয়াছিল। " চুনী ময়রা কহে " আমি এক কেতা এক শত টাকার নোট দিয়াছি বটে কিন্তু আমার নিকট নম্বর না থাকাতে ঐ নোট কি না স্মরণ নাই। আমি যে নোটখানি দি তাহা বাবু লালবিহারী গুপ্ত আমাকে দিয়াছিলেন " লালবিহারী বাবু কহেন " আমি চুনিকে এক কেতা নোট দিয়াছি সত্য কিন্তু আমার নিকট নম্বরাদি না থাকাতে সে নোট ঐ নোট কি না বলিতে পারি না। আমার হাতে যখন যে নোট আইসে, আমি তাহা হয় রেলওয়ে ক্যাস আফিস অথবা আমার মনীব শ্রীযুক্ত হার্লিটি সাহেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। " হার্লিটি সাহেব কহেন " বাবু যখন তখন আবশ্যক হইলে আমার নিকট হইতে নোট লইতেন কিন্তু ঐ নোট দিয়াছি কি না স্মরণ নাই। " রেলওয়ে ক্যাস অফিসেও ঐ নোটের নম্বর পাওয়া যায় নাই। ফলতঃ কানপুরের মহাজন লালবিহারী বাবুর নামেই অভিযোগ করে। লালবিহারী বাবুকে এই মকদ্দমা উপলক্ষে মুঙ্গের ও ঘর করিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হয়। লালবিহারী বাবু সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানি তিনি একজন সৎ ও ভদ্র প্রকৃতির লোক। অনর্থক তাঁহার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করা দুঃখের বিষয়। যাহা হউক আমাদের মুঙ্গেরের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মকদ্দমাটী ডিস্মিস্ করিয়াছেন। যে দিন কাল পড়িয়াছে প্রত্যেকেরই দশ টাকা অবধি নোটের নম্বর রাখা কর্ত্তব্য, কোন্ সময়ে কোন্ বিপদ আসিয়া পড়ে কে বলিতে পারে।

বর্দ্ধমান জেলার এক ব্যক্তি শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এই কল্পিত নাম ধরিয়া রোডসেসের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাজিয়া একজন চাপরাশী সঙ্গে করিয়া একটী নিশান ও এক গাছি শিকল হস্তে মুঙ্গেরের অধীন সরকিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হয় এবং জমী মাপ করিতে করিতে যে সমস্ত বাড়ী ঘর সম্মুখে পায় পিন মারিয়া চিহ্ন করে। লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহে আমি রোডসেসের ডেপুটী বাবু, আমার উপর গবর্ণমেন্টের হুকুম হইয়াছে, এই স্থান দিয়া একটী নূতন রাস্তা হইবে। লোকে এই কথা সত্য বিবেচনা করিয়া নিজ নিজ বাড়ী ঘর রক্ষার জন্য শশিভূষণকে অনেক টাকা ঘুস দেয়। মুঙ্গেরের পুলিস এই সমাচার পাইয়া শশিভূষণকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। প্রতিবাদী এক্ষণে হাজতে আছে আগামী ৯ জুলাই বিচারের দিন।

শুনা যাইল, জামালপুরে বরফ প্রস্তুত করিবার কলঘরে হঠাৎ কারবোনিক এসিড জ্বলিয়া উঠায় দুই জন কুলি আহত হইয়াছে। আপাততঃ রেলওয়ে হাঁসপাতালে তাহাদের চিকিৎসা হইতেছে বটে কিন্তু রক্ষা পাওয়া সুকঠিন।

আমরা ৮ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে দেশীয় কমিশনর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, আপনার জামালপুরের সংবাদদাতা তাহার প্রতিবাদ ছলে আমাদিগকে কৌশলে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। এবং কে সহি সুপারিশ পত্র লইয়া কমিশনর হইবার জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ চাহিয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রার্থী হইয়াছিলেন, তিনি গোকুলে বাড়িতেছেন, যখন একবার তাঁহার নাম গোপন করিয়াছি, তখন প্রমাণ দিয়া সাধারণের নিকটে তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করা উচিত নহে। তাঁহার যদি সত্য মিথ্যা জানিবার ইচ্ছা হয়, জামালপুরের অনেকের নিকট এবং দেশীয় কমিশনরগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন। তিনি যে কোথায় বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন, তাহা বলিতে পারি না, আমাদের সংবাদ কাল্পনিক নহে কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধান বোধ করি কাল্পনিক হইবে। কর্তৃপক্ষের নিকট যে কেহ যায় নাই, তিনি ইহা কি প্রমাণে স্থির করিলেন? তিনিও বিশেষ প্রমাণ দ্বারা লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে না পারিলে আমরাও তাঁহাকে মিথ্যা লেখার দোষে দোষী করিতে পারি কি না? এবং একথা বলিতেও পারি কি না এইরূপ সংবাদদাতার দোষেই সমাচার পত্র কলঙ্কিত হয়?

এখানে বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বৃক্ষ বিশেষের শিকড় দ্বারা স্ত্রীলোকের বাধক বেদনা, রক্তস্রাব এবং পেটের বেদনা আরোগ্য করিতেছেন। ঔষধ সেবন করিতে হয় না। পৈতার সুতায় বাঁধিয়া কোমরে এ প্রকার ভাবে ধারণ করিতে হয় যে নাভিকুণ্ডের সহিত সংলগ্ন থাকে। একদিন ধারণেই উপকার হয়। ১০। ১৫ দিন পরে ঐ ঔষধ স্বর্ণ কিম্বা তাম্রের মাদুলিতে করিয়া কোমরে রাখিলে আর কখন পীড়ার আবির্ভাব হয় না। জামালপুর ও মুঙ্গেরের বিস্তর লোক ঐ ঔষধে আরোগ্য হইয়াছেন। কাহারো উক্ত ঔষধ প্রয়োজন হইলে জামালপুর লোকো একাউন্টেন্ট আফিসে যদু বাবুকে পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

শান্তিপুর।

সম্প্রতি জেলা নদীয়ার স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর বাবু কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শান্তিপুরের প্রায় সমুদায় স্কুল, পাঠশালা ও নৈশ বিদ্যালয়াদি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কান্তি বাবুর ব্যবহার প্রণালী বিনম্র ও কার্য্য কলাপাদি বিশুদ্ধ-ভাবাপন্ন দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই যার পর নাই পরিতুষ্ট ও পরিবাধিত হইয়াছেন। ইনি যে কয়েক দিন শান্তিপুরে ছিলেন, সে কয়েক দিন যথা রীতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদিত করিয়া শিক্ষক ও বিদ্যোৎসাহী বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

শান্তিপুরের অন্তর্গত সূত্রাগড়ের ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয়টী দিন দিন উন্নত ভাবে পরিণত হইতেছে এই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সেক্রেটারি বাবু গোপীনাথ নন্দী উহার উন্নতি কামনায় নিজ তহবিল হইতে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। ইহাঁর সাহায্য না থাকিলে অতি অল্প দিনের মধ্যে উক্ত বিদ্যালয়ের কখন এরূপ উন্নতি লাভ হইত না বলা বাহুল্য যে, ঐ বিদ্যাগারের প্রধান শিক্ষক প্রধান পণ্ডিত ও অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়েরা সাধ্যানুসারে অধ্যাপনা কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া থাকে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাঁদের পরিশ্রমানুরূপ বেতন লাভের সম্ভাবনা নাই।

এখানকার নবাগত পুলিস সব-ইনস্পেক্টর বাবু মোহনলাল রায় যে কয়েক মাস কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসা ভিন্ন ও দোষের কথা আমাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই। তবে তাঁহার আসিবার কিছু দিন

এখানে কয়েকটী চুরি হয়, এ জন্য এখানকার কতকগুলি ভদ্রলোক ডিষ্ট্রীক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমীপে দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করেন যে, শান্তিপুরে আতাওল হকের মত ঝাঁজালো সব ইনস্পেক্টর না হইলে কোন ক্রমেই শান্তি-রক্ষা হইবে না। ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ দরখাস্তের লিখিত বিষয়ের সত্যাসত্য জানিবার জন্য একজন ইনস্পেক্টরকে সরেজমীনে পাঠাইয়া দেন, এবং শান্তপ্রকৃতি মোহনলালকে স্থানান্তরিত করিয়া তৎপদে বাবু উত্তমচন্দ্র ঘটককে নিয়োজিত করেন। বাবু উত্তমচন্দ্র সম্প্রতি শান্তিপুর পুলিসের কার্য্যভার পরিগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাঁর কার্য্য প্রণালী কতদূর বিশুদ্ধভাবাপন্ন, তাহা ক্রমে জানা যাইবে। ফলতঃ উত্তম চন্দ্রের কার্য্য ও ব্যবহার প্রণালী উত্তম হয়, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

কয়েক মাস হইল, বাগ্‌আঁচীর জমীদার মহাশয়ের দীক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত মহারাজ পরাণচন্দ্র গোস্বামী মহোদয় শ্রীপাঠ শান্তিপুরে শুভাগমন করিয়াছেন, ইহাঁর আগমনে দীন দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ ও বধির প্রভৃতি বিস্তর দুঃখী লোকের বিস্তর উপকার হইয়া থাকে, কারণ মহারাজ গোস্বামী দানে মুক্তহস্ত বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। ইনি শান্তিপুরে আসিয়া অবধি একাল পর্য্যন্ত বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও আত্মীয় কুটুম্ব প্রায় অনেকেই উক্ত মহারাজ গোস্বামীর নিকট অবস্থানুরূপ সাহায্য পাইয়াছেন।

—০—

ভাগলপুর ও পীরপৈঁতী।

১। সম্প্রতি আমরা কয়েকজন বন্ধুতে "ভাগলপুর দেশহিতৈষিণী সভা" নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছি। গত দুই শনিবারে ইহার দুইটী অধিবেশন হইয়াছিল; দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রায় ২৫। ২৬ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। এক্ষণে সভ্যগণের যেরূপ উদ্যম অধ্যবসায় ও যত্ন দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরেচ্ছায় যদি এ উদ্যম অধ্যবসায় কিছু কাল সম ভাবে থাকে তবে নিশ্চয়ই অতি অল্প কাল মধ্যে ইহার সভ্যসংখ্যা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত ও ইহা দ্বারা এখানকার অনেকের—অনেকে। না হউক অন্ততঃ আমাদিগের অনেক উন্নতি সম্পাদিত হইবে। এ সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, কিন্তু জানি না সে উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সুসিদ্ধ হইবে। ইহাতে আপাততঃ রাজনীতি সম্বন্ধে কোনরূপ প্রকাশ্য আলোচনা হইবে না, কেবল সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। আমাদের সমাজে যে যে বিষয়ে যে যে অভাব আছে, সভ্য তাহারই আলোচনা করিয়া সেই সেই অভাব দূরীকরণে যত্নবান্ হইবেন। কিন্তু বলিতে কি আমাদের বর্ত্তমান সমাজ চিররোগী ব্যক্তির ন্যায় দুর্ব্বল, ইহার সর্ব্বাঙ্গই ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িয়াছে; ঔষধ দিবার অতি অল্প স্থানই আছে! বঙ্গবাসী কত বড় বড় সমাজ চিকিৎসকেরা এ পর্য্যন্ত কত স্থানে কত সভা সংস্থাপন করিয়া, অজস্র বক্তৃতা-ঔষধ প্রদান করিয়াই যখন সমাজের অস্থি-গত দুই একটী ক্ষত আরাম করিয়া উঠিতে পারিলেন না তখন আমরা গোচিকিৎসক হইয়া বিনা ঔষধে যে হঠাৎ কোনরূপ উপশম করিতে পারিব, আমাদের এ ক্ষমতা না থাকিলেও আশা আছে। আমরা সেই আশা বলে পরিচালিত ও উৎসাহিত হইয়াই আজ সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে এই সংবাদটী প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি। সভা যদি স্থায়ী হয়, তবে ইহাতে কয়েকজন প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষী সুশিক্ষিত ব্যক্তি যোগ দিবেন। এক্ষণে ঈশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে ভাগলপুর দেশহিতৈষিণী সভার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি; ঈশ্বর করুন ইহার যেন অকালমৃত্যু না ঘটে।

এ স্থলে আরও একটী কথা বলিতে হইল, সভা দীর্ঘস্থায়ী হইলেই যে তাহাতে উন্নতি হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। এমন অনেক সভা আছে যাহারা নপুংসক; তাহাদের দ্বারা এ পর্য্যন্ত কোন ফলই উৎপাদিত হয় নাই, অধিবাসিগণের মধ্যে যে অনৈক্যতা সেই অনৈক্যতাই রহিয়াছে। বড় বড় লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিলে বা সজোরে টেবিল চাপড়াইয়া ফাটাইয়া ফেলিলেই যদি উন্নতি হইত, তবে বঙ্গদেশ এতদিনে কবে আবার আবার পূর্ব্বগৌরব আনয়ন করিতে ও আমাদিগকে সুখী করিতে পারিত। [illegible] আমাদিগকে দীনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত না। [illegible] ফলই দর্শে না। [illegible] হইয়া থাকেন, [illegible] সম্পাদন [illegible] তাহার [illegible] কি ফলোদয় হইবে? এবার আর অধিক লিখিতে ইচ্ছা করি না, [illegible] এ সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

২। আমরা একটী সংবাদ দিতে [illegible] ছিলাম, কিন্তু [illegible] পাঠ করিয়া আমাদের যে সংবাদটী প্রাপ্ত হইয়াছি, [illegible] ইটালিনোপলবাসী প্রোফেসর [illegible] বাজী করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাতে প্রফেসরী ত কিছুই দেখি নাই! এখানকার গবর্ণমেণ্ট স্কুলে তাঁহার বাজী হইয়াছিল। এক টাকা, আট আনা ও চারি আনা এই তিন দরের তিন শ্রেণীর টিকিট হয়। শ্বেতদ্বীপবাসী অনেক দর্শক এই ভোজবাজী দেখিতে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়েরাও উপস্থিত ছিলেন। সত্য কথা বলিতে হইলে প্রোফেসরের বাজীতে নূতনত্ব কিছুই ছিল না। আমাদের আস্তাবাম সরকারের শিষ্যেরাও সেইরূপ করিয়া থাকে। তবে তাহারা দরিদ্র ভারতবাসী, তাহাদের উপকরণ ও দরিদ্রজনোচিত, ইহাদের না হয় ধনশালী দেশবাসী সুসভ্য ব্যক্তিগণের দর্শনোপযোগী প্রভেদ এই মাত্র। বাজীর বিষয়ে তাঁহারা যে চমৎকারিত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহা 'কৌতুক তরঙ্গ' 'মনোহর দর্পণ' পাঠ করিলেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

এখানে আজ কাল সর্পের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি ভাগলপুরের পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী স্থানে কয়েকজন লোক সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বর্ষার সত্ত্বর বৃদ্ধি হইলে, সর্পের প্রাদুর্ভাব আরও অধিক হইবে।

৪। আজ কাল দেশী আম ২০০। ২৫০ [illegible] ভাল কনামের আম ২৪। ২৫টী করিয়া টাকায় বিক্রীত হইতেছে। চাউল দিন দিন সুলভ হইতেছে।

৫। পীরপৈঁতীর মরগঙ্গায় ইহার মধ্যেই নূতন আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ বৎসর বিধাতা যে ইহাদের উদর বজেটে কত জীবজন্তু আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। [illegible]

প্রেরিত পত্র।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের দ্বিচারিণী হইবার কারণ কি।

"Of all earthly goods the best is a good [illegible]
A bad one the bitterest curse of human [illegible]"
Spectator.

পৃথিবীতে কি জন্য জন্মগ্রহণ করা [illegible] মাত্র যেহধারী মাত্রেরই তাহা একবার [illegible] কর্ত্তব্য। তাঁহার কতদূর ক্ষমতা শক্তি, কি [illegible]

এবং কাহার সহিত কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। এইরূপ চিন্তা করিলে আপনা প্রদর্শক হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবেন। মনুষ্য কেবল শয়ন, ভোজন ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন নাই। প্রথমতঃ তাঁহার স্বকীয় শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধন করা বিধেয়। তৎপরে আত্মীয় স্বজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা উচিত। তৎপরে স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তি গুলি পরিত্যাগ করিয়া শক্ত্যনুসারে সমাজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা অতিশয় আবশ্যক। সমাজহিতৈষী মহাত্মাদিগের মনে ধর্ম্মনীতি প্রথমে প্রতিভাত হয়। মনুষ্য সমাজের নিকট কতদূর ঋণী, তাহা তাঁহারা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। বস্তুতঃ ধর্ম্মনীতিই সমাজগ্রন্থির মূলসূত্র। যে সমাজে ধর্ম্ম বন্ধন নাই অথবা যাহার ধর্ম্ম-গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সে সমাজের উন্নতির আশা নাই। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা সকল কার্য্যেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই "পরোপকারায় সতাং হি জীবনং" শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আবার মনোযোগ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি প্রায় এক প্রকার। এরূপ অবিসম্বাদিতার কারণ এই, যে তাঁহারা শাস্ত্র প্রণয়নকালে কেবল সামাজিক মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্মের মূল স্থাপন করিয়াছেন। [illegible] ধর্ম্মবন্ধনই সমাজ-বন্ধন। যে সকল রীতি নীতি অতি প্রাচীনকাল অবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সমাজের মঙ্গল কামনাই সে সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য। ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে, যদি লোকে তত আদর ও বিশ্বাস না করে এই জন্য শাস্ত্রকারেরা ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশগুলি সমাজ বন্ধনের উপযোগী নিয়ম ভিন্ন আর কিছুই নয়।

যদি স্বার্থশূন্য হইয়া সামাজিক উন্নতি সাধন করাই প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইল, তবে কিরূপ কার্য্য দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধন সম্ভাবনা আছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। সমাজের দুর্নীতি নিবারণ করিয়া সুনীতি স্থাপন এবং সমাজ সংস্কার করিলেই সমাজের উন্নতি সাধন করা যায়, যে কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সমাজ কুসংস্কার-দোষশূন্য হইয়া সুনীতি-পথে আনীত হইতে পারে তাহাই কর্ত্তব্য। এস্থলে বঙ্গ সমাজের [illegible] দোষে স্ত্রীলোকদিগের রীতি নীতির যে ভাবান্তর উপস্থিত হয় তাহাই লক্ষ্য করিয়াই এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল।

স্ত্রীলোকদিগের সরলতা সুশীলতা পরদুঃখকাতরতা সহৃদয়তা প্রভৃতি কয়েকটি গুণ লক্ষিত হয় কিন্তু পাতিব্রত্য গুণটি সকলের শীর্ষস্থানীয়। সতীত্বই স্ত্রীগণের প্রধান ধর্ম্ম। যাহার সতীত্ব নাই সে নারী শূকরী অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সতীর অন্তর সর্ব্বদা মধুরতা পরিপূর্ণ। সতী স্ত্রীলোক সকলকেই স্নেহ পূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করেন। তিনি সংসারের লক্ষ্মী স্বরূপা। সর্ব্বদাই পরিবারের মঙ্গলের জন্য তৎপর ও গৃহকর্ম্মে নিবিষ্ট থাকেন। সাধ্বী পতির সুখে সুখী পতির অসুখে অসুখী, পতি পীড়িত হইলে তিনিও পীড়িত হন। পতিব্রতা নারী কি যৌবনে কি বার্দ্ধক্যে সকল অবস্থাতেই ভর্ত্তা প্রভৃতির অনুমতি ব্যতীত স্বতন্ত্র ভাবে কোন কার্য্য করেন না। তৎপ্রতি স্বামী রুষ্ট হইলেও তিনি তুষ্ট থাকিয়া স্বীয় দোষানুসন্ধানের চেষ্টা করেন। এবম্প্রকার কামিনী মনে করেন পতিই তাঁহার ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ সুখের কারণ। অতএব অনন্যচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা পতি সেবাতেই নিযুক্ত থাকেন। পতি অধর্ম্মচারী হইলে তাহার দোষ দূরীকরণ পূর্ব্বক সৎপথে আনয়ন করিতে যত্নবতী হন। স্বামীর অসৎ প্রবৃত্তি গুলি সাধুনয় হিতোপদেশদ্বারা দূরাপসরণের চেষ্টা পাইয়া থাকেন। তিনি কোন সময়ে প্রাণেশ্বরকে ম্রিয়মাণ দেখিলে বিশেষ কারণানুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার শোকাপনয়নের নিমিত্ত ব্যস্ত হন এবং যতক্ষণ পতির দুঃখাপনয়ন বা দুঃখের হ্রাস না হয় ততক্ষণ তাঁহার মন স্থির হয় না। পতিব্রতা রমণী কখন কাহাকেও মনঃপীড়া দেন না; কি ভৃত্য, কি বন্ধু বান্ধব কি প্রতিবেশী তিনি কাহারই অপ্রিয় নহেন। তিনি কাহাকেও কখন অপ্রিয়বাক্য কহেন না। পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশে সতীগণ পতি বিদেশগত হইলে অতিশয় মলিন বেশ ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা গৃহমধ্যেই বাস করিতেন। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

"ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনং।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা।"

যাঁহার পতি প্রবাসে যান তিনি সখীগণ সঙ্গে ক্রীড়া, শরীরের মার্জ্জনাদি সংস্কার, উৎসব দর্শন হাস্য ও পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবেন। যে পতিব্রতা রমণীগণের পতির প্রবাস গমনে এই প্রকার কষ্ট, পতির মৃত্যু হইলে তাঁহাদের যে কি দুঃসহ কষ্ট হয়, তাহা এতদ্দ্বারা সহজে অনুমান করা যাইতেছে। পতির মৃত্যু হইলে তাঁহারা ভাবিতেন তাঁহাদের সর্ব্বসুখের মূলোচ্ছেদ হইল, সুখ সূর্য্য অস্তমিত হইল, অতএব আর জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়া স্বামীর প্রজ্বলিত চিতার উপর অম্লান বদনে ও নির্ভয়চিত্তে পতির চরণধ্যান করিতে করিতে তৎপার্শ্বে শয়ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। আর যাহারা পতির অনুগমন করিতেন না তাঁহারা গাত্র হইতে অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিতেন, একসন্ধ্যা হবিষ্যান্ন ভোজন এবং একাদশী ও ব্রতাদি কালে অনশনদ্বারা শরীর শোষণ করিয়া অতি কষ্টে কালযাপন করিতেন এবং সর্ব্বদাই হৃদয় মধ্যে পতির চরণধ্যান করিয়া পরিশেষে পরমাগতি লাভ করিতেন। যে ভারতের আচার ব্যবহার এক প্রকার উৎকৃষ্ট ছিল সেখানে স্ত্রীলোকের ব্যভিচারিণী হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হায়! সেই ভারতভূমিতে এক্ষণে রমণীগণের আর সে রীতি নীতি নাই। অনেকে আবার বিপথগামিনী হইয়াছে। ঈদৃশ বিসদৃশ ঘটনা হইবার অনেক গুলি কারণ ঘটিয়াছে। রমণীগণের বিপথগামিনী হইবার যে গুলি প্রশস্ত কারণ অদ্য তদুল্লেখে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বাল্য বিবাহ যে অতিশয় দোষাবহ, তাহা বিজ্ঞ জনগণের অবিদিত নাই। আমাদের বঙ্গদেশে অতিশয় অল্প বয়সে এমন কি কন্যার একবৎসর বয়স হইতে না হইতেই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। অনেক পিতা মাতা পুত্রের ৭।৮ বৎসরের হইলেই বিবাহ দিয়া নববধূর মুখাবলোকনে সুখী হইবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহারা কি অন্যায় কার্য্য করিতেছেন, তাহা একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন না। বাল্য বিবাহ দ্বারা দম্পতীর কি শারীরিক কি মানসিক সকল প্রকার উন্নতির মূলে অস্ত্রাঘাত করা হয় এবং তাহাদের দারিদ্র্যেরও বীজ বপন করা হয়। অতি অল্প বয়সেই সন্তানাদি জন্মিতে আরম্ভ হয় সুতরাং অল্প বীর্য্যজাত অপত্যগণ অতিশয় রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয় এবং কিছুদিন লীলা খেলা করিয়া অকালে কালকবলে পতিত হয়। এ সকল বিষয়ের এস্থলে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। বাল্যবিবাহ দোষে স্ত্রীলোকের চরিত্রের কিরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয় তাহাই এ স্থলের আলোচনার বিষয়। অনেক স্থলে হয়ত দম্পতী যৌবনে পদার্পণ করিয়া তাৎকালিক সুখ ভোগ করিবার পূর্ব্বেই পতি কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। অনাথিনী কামিনী কিয়দ্দিবস পতি শোকে অধীরা হইয়া কষ্টে কালযাপন করে। ক্রমে যতই শোকের হ্রাস হইতে থাকে, ততই ইন্দ্রিয়গণ উত্তেজিত হয়। যৌবন কাল সুলভ ইন্দ্রিয়বিকার অনিবার্য্য। শাস্ত্রে কথিত আছে "বলবান ইন্দ্রিয়গ্রামঃ"। সর্ব্বাপেক্ষা আবার কামরিপু অধিকতর প্রবল। কাহারও সাধ্য নাই উহার বেগ প্রতিরোধ করে। এমনকি মহাতেজস্বী বিজিতেন্দ্রিয় তপস্বিগণও সময়ে সময়ে মনোভবের নিকট পরাভূত হন। অবলা কামিনীগণের ত কোন কথাই

নাই। অতএব মৃতভর্ত্তৃকা রমণী স্ত্রীজন সুলভ লজ্জা ও সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়া অভিসারিকা বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বাল্যবিবাহ অপেক্ষা বৃদ্ধবিবাহ অধিকতর অমঙ্গলের কারণ। যাঁহারা সমাজ মধ্যে অপেক্ষাকৃত নির্ধন, তাঁহাদের বিবাহ হওয়া দুরূহ ব্যাপার। বিবাহ তাঁহাদের পক্ষে বহুব্যয়সাধ্য। সচ্চরিত্র ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিও নির্ধন হইলে কেহই তাঁহাকে কন্যা দান করিতে সম্মত হয় না। তবে যদি বহু দিবসের পর ৪০।৪৫ বৎসর বয়সে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কন্যার পিতাকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে ৫।৭ বৎসর বয়স্কা অতি বালিকা কন্যার সহিত বিবাহ হয়। আবার দেখিতে পাওয়া যায় অনেক ধনশালী ব্যক্তি ৭০।৮০ বৎসরের বয়সে স্ত্রী বিয়োগ হইলে পুনর্ব্বার ১২।১৪ বৎসরের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এইরূপ পরিণয় যে নিতান্ত অবৈধ এবং ইহার পরিণাম যে অতিশয় বিষময় তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এরূপ বিবাহ স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই পক্ষে বিড়ম্বনা স্বরূপ। প্রথমোক্ত স্থলে স্বামী বৃদ্ধ হইলে স্ত্রীর যৌবনারম্ভ হয় এবং শেষোক্ত স্থলে ত কোন কথাই নাই। যদিও স্বামী কিছু দিন জীবিত থাকে, তথাপি দম্পতীর উভয়ের বিশুদ্ধ প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা নয়। এইরূপ কিয়দ্দিবস বৃথা যন্ত্রণার পর যুবতী বিধবা হয়। অবোধ বালা স্বামীর সহবাস সুখ কিরূপ, তাহা জানিল না, প্রণয় কি তাহা কিছুই বুঝিল না। পতি বিয়োগ হইলে এক দিকে বৈধব্যযন্ত্রণা আবার অন্য দিকে সমাজের কঠিন শাসনের অসহ্য যাতনা। এরূপ দারুণ ক্লেশের অবস্থায় পতিত হইয়া যুবতী কাহার শরণাপন্ন হইবে? কে তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইবে? তাহার পক্ষে পিতা মাতা যেরূপ নির্দ্দয় সমাজও তদনুরূপ, সুতরাং নিরুপায় ভাবিয়া সমাজ শাসনের কঠিন শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভের উপায় অন্বেষণ করিতে থাকে এবং পরিশেষে হয় ত পিতৃ ভর্ত্তৃ উভয় কুলে কলঙ্ক নিশান তুলিয়া দিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে।

পূর্ব্বোক্ত দুটী কুপ্রথার ন্যায় বহু বিবাহও নানা কার অমঙ্গলের আকর। ইহাও অনেক সময়ে রমণীগণের দ্বিচারিণী হইবার কারণ হইয়া উঠে।

আমাদের দেশে পূর্ব্ব কালে যে অষ্ট প্রকার বিবাহ প্রণালী প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা বরকন্যার পরস্পরের প্রণয়ানুসারে সংঘটিত হইত। এবম্প্রকার বিবাহে আবদ্ধ হইয়া দম্পতী অতুলসুখে কালযাপন করিতেন। কখনই তাঁহাদের প্রণয়ের বিচ্ছেদ হইত না। যদিও তাঁহাদের দেহ ভিন্ন কিন্তু আত্মার বোধ হয় কোন প্রভেদ থাকিত না। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের অন্তরে বাস করিতেন। দুই নদী আসিয়া একত্র মিলিত হইলে যেরূপ প্রভেদ করিতে পারা যায় না, তাঁহারাও তদ্রূপ মিলিত হইয়া একটীতে পরিণত হইতেন। এবম্প্রকার পরিণয়কেই পরিণয় এবং এইরূপ প্রণয়কেই প্রণয় শব্দে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে যেরূপে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা অতিশয় কদর্য্য। কারণ, তাহাতে নব দম্পতীর প্রকৃত প্রণয় হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। উভয় পক্ষের পিতা মাতার মতানুসারে ঘটককে মধ্যবর্ত্তী করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ দম্পতীর পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। যে বিবাহের অন্তর্গর্ভে স্ত্রীপুরুষের চিরকালের সুখ দুঃখ নিহিত, তাহা এইরূপে সম্পাদিত হইলে কি রূপে তাঁহাদের ভালবাসা বা প্রণয় জন্মিতে পারে? পিতা মাতা যাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মনে করেন, হয় ত সেই যুবক কন্যার চক্ষে অতিশয় কুৎসিত দৃষ্ট হন। পাত্র দেখিতে সুন্দর হইলেই যে স্ত্রীর সহিত তাঁহার ভালবাসা জন্মিবে, তাহারও স্থিরতা নাই। ভালবাসা সৌন্দর্য্যে হয় না। আবার অনুরোধে কেহ কাহাকেও ভাল বাসিতে পারেন না। অথবা ভাল বাসে বলিয়া এক ব্যক্তি অন্যকে ভালবাসিতে পারে না। প্রণয় ভালবাসার সারাংশ। প্রণয় নিহিত সুখের নিকট সমুদ্র গর্ভস্থ রত্ন রাজিও মূল্যবান বলিয়া বোধ হয় না। ইহা অতি পবিত্র পদার্থ। এক্ষণকার প্রচলিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ দম্পতীগণ এরূপ স্বর্গীয় প্রণয় সুখে বঞ্চিত হয়, অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় স্ত্রীপুরুষের কোন কালেই মনের মিল হয় না। এই বিবাহ দোষ অনেক স্থলে রমণীগণের দ্বিচারিণী হইবার কারণ হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেনঃ—

ভর্ত্তৃভ্রাতৃপিতৃজ্ঞাতিশ্বশ্রূশ্বশুরদেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ ॥

স্বামিপ্রভৃতি বন্ধুগণকে শক্ত্যনুসারে অলঙ্কার, ও অশন বসনাদি দ্বারা স্ত্রীগণের সম্মাননা করিতে হইবে। তাঁহারা সম্মানিত হইলে ধর্ম্মার্থ কাম উত্তম রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আজ কাল এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামী স্ত্রীকে সম্মান করা দূরে থাকুক, বরং তাহার যথেষ্ট পীড়ন করে, তাহার সহিত সহবাস করিতে সম্মত হয় না, অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হয়। অনেকে আবার এরূপ মদিরাসক্ত, যে মদ্যপানে মত্ত হইয়া অধিকাংশ সময় বারাঙ্গনালয়ে পড়িয়া থাকে। তাহাদের পত্নীগণ যে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে ও কত কষ্টে কালাতিপাত করে, তাহা স্মরণ করিলে অতিশয় পাষাণ হৃদয়ের দয়ার সঞ্চার হয়। কিন্তু উক্ত নররূপী পশুদিগের হৃদয় এত দূর কঠিন যে তাহাদের আন্তরিক ক্লেশ হয় না। তাহারা যখন সুরাপানে মত্ত হইয়া গৃহে আগমন করে, তখন তাহাদের স্ত্রীগণের এমনি আশঙ্কা হয় যে যমদূত আসিয়া উপস্থিত হইলেও তাহাদের তাদৃশ আশঙ্কা হয় না। হয় ত কোন সামান্য কারণে অথবা অকারণে প্রহার করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। এরূপ স্থলে পত্নী যে দ্বিচারিণী হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

জেলা নদীয়ার সব ডিবিজন কুষ্টিয়া এবং জেলা যশোহর সব ডিবিজন ঝিনাইদহের এলাকাধীন বিখ্যাত সালঘর মধুয়া নীল কন্সারনের নীচের লিখিত পত্তনি, দরপত্তনি তালুক ও জোত নীল কুঠি এবং নীল রেসম কার্য্যের দ্রব্যাদি অস্থাবর সম্পত্তির মালিক কলিকাতার শ্রীযুক্ত মিসিয়ার্শ ষ্টীল ম্যাকিনটস এণ্ড কোম্পানির ম্যানেজার নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারী বিক্রয় করিবেন। এ জন্য ধনাঢ্য মহোদয়গণকে আহ্বান করিতেছেন। আর একণে আসামের ষ্টীমার সকল গোয়ালন্দের পরিবর্ত্তে কুষ্টিয়া অবধি গমনাগমন করিবেক এ কারণ উপরোক্ত জমিদারির মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইতে পারিবেক এবং উত্তম মুনফা করিবার একণে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

মহালের নাম।	স্থিত জমা।	সদর জমা।	
পত্তনি তালুক।			
ডিহি কষ্ণলি চনিয়াপাড়া কবুরহাট পরগণে মহম্মদ সাহি।	২৯৫২৪৷৷৶৭৷৷	২৫১৭২.৭	
তরফ রামচন্দ্রপুর, পরগণে ভড়কতে জঙ্গিপুর ...	১০৭৪৩৷/৩৷	৮৪৪২৲১১	এই সদর জমা হইতে জমীদারগণের বরাতানুসারে তাহাদিগের জমিদারি পরগণে ভড়কতে জঙ্গিপুরের সদর খাজনা ৭২৯৯৶১১ টাকা জেলা নদীয়ার কালেক্টরিতে পত্তনিদার দিয়া থাকেন। তদ্বক্রী টাকা জমীদারগণ পাইয়া থাকেন।
মৌরাশি এবং খরিদা মৌরশি জোত ঐ তরফ রামচন্দ্রপুরের মধ্যে মৌরাশি জোত	৩১১৫৷৷৶২৷৷	২৩৭৮৲৩৮	
মজমপুরের খরিদা মৌরাশি জোত	১৯৯০	৮২৪৶৯	
আন্দালপুর জঙ্গলি বেলনগর প্রান্তরপুর চাদপুর দিগর গ্রামে খরিদা মৌরাশি বর্ত্তমানে অন্য ক্ষুদ্র জোত দরপত্তনি তালুক মৌজে মজমপুর রকম ৮ বার আনা।	৬৭১৵১৷	১৩২৮৷৵০	

নীলকুঠি ত্রিবেণী এবং নীল রেশম কার্য্যের দ্রব্যাদি।

এই সম্পত্তির বিশেষ বিবরণ অবগতার্থে নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট রাজমহল এবং কুষ্টিয়া কেনি বিল্ডিং ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

জি, এস, সাইক্স
ম্যানেজার সালঘর মধুয়া কন্সরণ।

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তিনি আমাকে সেইরূপ পত্র দ্বারা জানাইলে [illegible] বিশেষ [illegible] জ্ঞাত করিতে পারিবেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায় কর্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

পুরাণ, [illegible] এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র [illegible] অনুবাদিত করিয়া প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের খণ্ড অপর মাসে প্রকাশিত হইয়া পাঠকগণকে উত্ত্যক্ত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৩ ফর্ম্মা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আটশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ ডাক মাসুল ১৷৷০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অর্দ্ধ মূল্য ২ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ২৲ লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একযোড়কে লইলে ১৬ টাকা স্থলে ১১৷৷০ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস ময়মনসিংহ। শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল। ভারতমিহির ও ভারতমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

বৈষ্ণব! বৈষ্ণব! বৈষ্ণব!

"বৈষ্ণবাচার দর্পণ" সংক্রান্ত পত্র বা মনি অর্ডার প্রভৃতি কলিকাতা হাটখোলা বেনেটোলা ষ্ট্রীটের ৫৬ নম্বর বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইলেই উক্ত পুস্তক শীঘ্র পাইবেন।

শ্রীশশিভূষণ অধিকারী
৫৭ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট বালাখানা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ছই আনা তাহার পর ⁄১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

বিজ্ঞাপন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্বল গ্রহণী] সুতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ
চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাবকালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহকাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুবিধ রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য	২ দুই টাকা
প্যাকিং	৵০ দুই আনা

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য	৪ টাকা।
প্যাকিং ...	৵ আনা।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নে প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাণ বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি শক্তি বৃদ্ধি করে কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" "উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্নী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমলিয়া।

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩, টাকা। মাসিক বা ষান্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্তে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মায় ক্ষুদ্র অক্ষরে উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং নন্দ ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

[illegible]

বি, এন, দাসের গণোরিয়া নিকশ্চর

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন মেহ, শ্বেত প্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং অন্য [illegible] কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য মায় প্যাকিং বড় শিশি [illegible] মধ্যম [illegible], ছোট [illegible]।

৪৩ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১॥০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার [illegible] নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতা, [illegible] বাত, মাথা ঘোরা শোথ, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ইহাদের বিশেষ উপকারী মহৌষধ।

মহাশয় আমি বহু দিবস হইতে [illegible], [illegible] শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে [illegible] [illegible] অস্থির হইয়াছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন [illegible] হঠাৎ আমার প্রিয় [illegible] বাবুর নিকট আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা [illegible] ও শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলাধান ও কার্য্যক্ষম হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিপদাস মণ্ডল
ময়মনসিংহ

১০ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি [illegible] কলিকাতা, শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস সেন নিকট পাওয়া যায়।

উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,

সাধু-রহস্য ও সমালোচন পূর্ণ

মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৷৶০। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শোভাবাজার কলিকাতা।

যোগসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই! মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৶০।

মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল শ্যামল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিররোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, শুলমবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন ভার করা, ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাস্য, ক্রন্দন প্রভৃতি এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৶০।

শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় যন্ত্রে ক্রিয়াবান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাসি, ঘুংড়ি, কাশ, শ্বাসকাশ, রক্তোৎকাশ, বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত অতি উৎকট অবস্থাপন্ন, হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপককাল ঔষধ সেবনে ক্ষয়কাশ এবং যক্ষ্মাকাশ বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৶০।

কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে বহুদিবসের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, স্নায়ু বিকার বা উহার নিস্তেজস্কতা সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎসমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমধিক রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৶০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া।

মহৌষধ।

যাঁহারা শিরফুলা (orchitis) একশিরা (Hydrocele) ও কোরণ্ড (Serotal tumour হইতে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা শীঘ্র আবেদন করুন। সহস্র রোগী এই ঔষধ লেপনে আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য ফিঃ বাটি ২, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।—

আশ্চর্য্য ঔষধ!

মেহ, প্রমেহ, ধাতু সম্বন্ধীয় পীড়া, প্রদর, শ্বেত প্রদর ও সহস্র প্রকার স্ত্রীরোগের আশ্চর্য্য ঔষধ। সহস্র রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরাম হইয়াছে। মূল্য ফিঃ বোতল ছোট ২, বড় ৪,। প্যাকিং ।০। রোগ আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ডবলিউ করঙ্গ এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাসুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩১ নং চিৎপুর রোড—গরাণহাটা—কলিকাতা।

সঙ্গীত-বিদ্যা বিশারদ রাজশ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিশুদ্ধ পুস্তকগুলি বিক্রয়ের কারণ এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

	মূল্য	ডাক মাশুল
যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা	৩৷৷০	৷৷০
সঙ্গীতসার	৪৷০	৷৷০
কণ্ঠকৌমুদী	২৷৷০	৷৷০

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার।

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫৷৷০ টাকা ডাক মাশুল ।০

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৶০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল।০

সোমপ্রকাশ।

২৩শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ১৫ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ১২ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৮০। ২৬ এ জুলাই। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

১২ ই শ্রাবণ সোমবার।

কাল্পনিক দরিদ্রতা।

পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি যাবতীয় জীব জন্তুরই প্রায় কাল্পনিক ভাব আছে। ব্যাঘ যখন বন্য পশুর শীকারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পূর্ব্বে সে নিস্তব্ধভাব অবলম্বন করে, মৃগবৎ পশু বা মনুষ্য তাহার আগমন বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারে না। অনেকেই বিড়ালের পক্ষি-শীকার দেখিয়াছেন। পক্ষী প্রাঙ্গণে চরিতেছে, বিড়াল এমনি ভাবে তাহার আক্রমণার্থ উদ্যুক্ত হইয়া আছে যে, পক্ষী কিছুই জানিতে পারিতেছে না। রামচন্দ্র বকের মৃদু মন্দ পদক্ষেপ দর্শনে মোহিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিয়াছিলেন—

শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া।
পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥

দেখ লক্ষ্মণ বক অতিশয় ধার্ম্মিক, বেগে পদক্ষেপ করিলে পাছে প্রাণিবধ হয়, এই শঙ্কায় দেখ বক পম্পা নদীতে কেমন ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিতেছে।

মাকড়সা জাল পাতিয়া এমনি স্থিরভাবে তাহার এক পার্শ্বে বসিয়া থাকে যে, মক্ষিকা কিছুই বুঝিতে পারে না; যেমন সে জালে বদ্ধ হয়, অমনি মাকড়সা দ্রুতপদে গিয়া তাহার গ্রাসে প্রবৃত্ত হয়।

পশুপক্ষ্যাদির এই কাল্পনিক ভাব একমুখ, কিন্তু মানুষের কাল্পনিক ভাব শত-সহস্র মুখ। ইহারা সকলেই কাল্পনিক ভাব অবলম্বন করিয়া স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া থাকে। স্বার্থ-সাধনই ইহাদিগের এই কাল্পনিক ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া থাকি, অধিকাংশ বঙ্গবাসীর যে একটী কাল্পনিক দরিদ্র ভাব আছে, তাহা হইতে তাঁহাদের স্বার্থ নাশ হইতেছে, সর্ব্বনাশ হইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুত্র-কন্যাদির বিদ্যা শিক্ষা দান সময়েই সেই কাল্পনিক দরিদ্রতার সমধিক শোভা হয়। তখন তাঁহারা আপনাদিগকে নিতান্ত দরিদ্র মনে করিয়া ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে পারেন না। এই বিষয়ে ব্যয় করিতেই তাহাদের যত কষ্ট। এ বিষয়ে ব্যয় করিতে হইলে যেন প্রাণান্ত হইল এমনি মনে হয়। তাঁহাদের বক্ষ স্থলে হাঁটু দিয়া জিহ্বা টানিয়া বাহির কর, তাঁহারা তাহা বরং সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু পুত্র কন্যাদির বিদ্যাশিক্ষার্থ এক পয়সা ব্যয় সহ্য করিতে পারেন না। সেই সময়ে তাঁহারা বড় দরিদ্র হন। "নাস্তি ন বস্ত্রং ন চ বারিপাত্রং" এই প্রকার শোচনীয় দরিদ্রতার ভাণ করিয়া থাকেন। ওদিকে কিন্তু [illegible] কন্যাদির অলঙ্কার নির্ম্মাণের বাধ ও বিরাম হয় না। অনেকের গৃহে গুরুর সদাব্রত চলিয়া থাকে। অনেকে নৃত্য গীতাদির ব্যয়েও কাতর হন না, কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার ব্যয় দান কালে যতই [illegible]।

বনগ্রাম মহকুমার অন্তঃপাতী ধর্ম্মপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, নিজ ধর্ম্মপুর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ১০। ১৫ খানি গ্রামে বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি সাধারণের হিতকর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান নাই। তদ্রূপ গ্রামবাসিরা এমনি [illegible] তাহারা নিজ ব্যয়ে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে [illegible] পারেন না [illegible]।

[illegible] নিরক্ষরতার [illegible] [illegible] বিদ্যালয় [illegible] কাল্পনিক দরিদ্রতা [illegible] এই [illegible] হইতে বঙ্গদেশের [illegible] ঘোরতর অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে। [illegible] খানি গ্রাম কেমন [illegible] অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এটী কেবল কাল্পনিক দরিদ্রতার ফল। আমরা যখন উক্ত ধর্ম্মপুর প্রভৃতি গ্রামের অবস্থা [illegible], কিন্তু [illegible] নিজ গ্রাম ও চতুষ্পার্শ্বের পল্লী গ্রামগুলির অবস্থাকে হেতু করিয়া অনুমান করিয়া বলিতে পারি, ধর্ম্মপুর প্রভৃতি গ্রামে [illegible] টাকা ব্যয় দিয়া নিজ নিজ পুত্রগণকে [illegible] পারেন না, এরূপ গৃহস্থ অল্প আছেন। [illegible] যদি ঐরূপ মাসিক বেতনের হার [illegible] করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, এবং [illegible] সাহায্যার্থী হন, তাঁহারা অনায়াসে [illegible]

পারেন। কিন্তু এক কাল্পনিক দরিদ্রতা [illegible] দয়াছে। আমরা বঙ্গবাসীদিগের এই দরিদ্রতাকে [illegible] কাল্পনিক বলিলাম, পাঠক কি তাহার প্রমাণ চান? বঙ্গবাসীরা বিদ্যাশিক্ষা নিবন্ধন [illegible] কেবল অপা[illegible] হন, অধিক আর [illegible] অপদার্থ হইয়া পড়েন [illegible] হয়, পূর্ব্বে পাঁচ [illegible] হইয়াছিল, কিন্তু এখন [illegible] কে না সে [illegible] মিউনিসিপালিটি আছে, [illegible] লোকেরা কি মিউনি[illegible] তবে বঙ্গবাসীদিগের একটী [illegible] তাঁহারা সহজে দেন না, সেথায় [illegible] বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় স্ব ইচ্ছায় দিতে [illegible] তাহারা দিতে পারেন না। সেই সময়ে [illegible] হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের [illegible] না।

অতএব দুঃখের বিষয় এই, এক কাল্পনিক দরিদ্রতা স্বীকৃত হইয়া বঙ্গবাসীরা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, তাঁহাদের দেশের কি অনিষ্ট ঘটিতেছে। সন্তানে লেখা পড়া না শিখিলে কেবল যে তাহাদেরই অনিষ্ট হয় এমন নয়, পিতা মাতাও চির অসুখিত হইয়া থাকেন। দেশও মূর্খ হইয়া দরিদ্র হইয়া পড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা কেবল এই বিদ্যা [illegible] এতদূর উন্নত হইয়া উঠিয়াছেন। অতএব স্ব স্ব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি দর্শনের যদি ইচ্ছা [illegible], বিদ্যাশিক্ষার [illegible] করা হইবে, [illegible] [illegible]।

[illegible] না হইয়া [illegible] একটী বিদ্যালয় [illegible] বলিয়াও [illegible] করুন। [illegible] সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইবেন না। এইরূপে [illegible] আমাদিগের [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] প্রকাশ [illegible]।

গ্লাডষ্টোন সাহেব হইতে ভারত-বর্ষের [illegible] হইবে

[illegible]

শুভ-প্রসব[illegible] [illegible] অবস্থা পরিষ্কৃত হইলে দিক প্রসন্ন হইলে মৃদুমন্দ সমীরণ বহিতে থাকিলে অন্তঃকরণ আনন্দে প্রফুল্ল হয় এবং শরীরের স্ফূর্ত্তি হয়। এটী স্বভাবের গতি। কি কারণে যে সেরূপ ঘটনা হইল, তৎকালে সে চিন্তা থাকে না। মন্দ মলয়-মারুত-সঞ্চারে স্বাস্থ্যের পক্ষে কোন উপকার আছে কি না তাহারও পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক হয় না। স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকার দর্শিবে ইহাই মনে হইয়া থাকে। তবে এই এক আনন্দের কারণ হয়, প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশের যে এক আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার নিবৃত্তি হইল। প্রলয়কাল সদৃশ ডিস্রেলি সাহেবের মন্ত্রিত্ব কাল অতীত হইয়া গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিত্ব হওয়াতে সেইরূপ আমাদের হৃদয়ে আনন্দের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু গ্লাডষ্টোন সাহেবের অধিকার কাল অনন্ত কল্যাণের প্রসূতি হইবে বলিয়া আমাদের অন্তঃকরণ যুবকগণের তরল মনের ন্যায় আনন্দবেগে উচ্ছলিত হয় নাই। আমরা তাঁহার অধিকারে ভারতবর্ষের কল্যাণের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা করি নাই। তবে যুবকগণ যে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তদনুসারে একবার গণনা করিয়া দেখা উচিত, গ্লাডষ্টোন সাহেব হইতে ভারতবর্ষের কতদূর কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা আছে? সূর্য্যের পর চন্দ্র, চন্দ্রের পর সূর্য্য যেমন পৃথিবীকে আলোক দান করিতেছেন, ডিস্রেলি ও গ্লাডষ্টোন সাহেবও সেইরূপ বহুকাল ধরিয়া ইংলণ্ডকে আলোক দান করিতেছেন। ডিস্রেলি সাহেবের মন্ত্রিত্ব কালে ভারতবর্ষ যে যে উপকারভোগী হইয়াছেন, একে একে তাহার আর গণনার প্রয়োজন হইতেছে না। অস্মদ্দেশকের ন্যায় বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে উহা ক্ষোদিত হইয়া আছে। অতঃপর গ্লাডষ্টোন সাহেবের কৃত উপকারগুলি কণ্ঠমালার ন্যায় ভারতের অন্তরকে যে কিরূপ শোভিত করিবে, তাহার গণনা করিবার পূর্ব্বে গ্লাডষ্টোন সাহেবের স্বভাব চরিত্র গুণ ও ক্ষমতার বিষয় একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক হইতেছে।

গ্লাডষ্টোন সাহেব ইংলণ্ডের এক জন প্রধান অলঙ্কার স্বরূপ সন্দেহ নাই। বক্তৃতা বিষয়ে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা আছে। এ সম্বন্ধে ইউরোপের মধ্যে না হউন, ইংলণ্ডের তিনি অদ্বিতীয় লোক। বক্তৃতাশক্তি প্রভৃতি আরও কএকটী মহৎ গুণ আছে। অপর দলের অপেক্ষা তাঁহার চিত্তের বিলক্ষণ ঔদার্য্যও আছে। কিন্তু যে [illegible], প্রখরচিত্ততা, স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও ধীরপ্রকৃতিতা নিবন্ধন পিট পামরষ্টন ও ষ্টানলী প্রভৃতি বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি সে সকল গুণের নিমিত্ত তাদৃশ খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। বিষয় বিশেষে তাঁহার পরম প্রাবীণ্য প্রদর্শন-সামর্থ্য আছে বটে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন দক্ষতা নাই। তিনি কোপন স্বভাব। তিনি নিজ মতকে অখণ্ডনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। তিনি নিজ দলের অগ্রণী বটেন, কিন্তু ডিসরেলি সাহেবের দলস্থেরা যেমন ডিসরেলি সাহেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী, তাঁহার দলস্থেরা তাঁহার সেরূপ আজ্ঞানুবর্ত্তী নন। তাঁহার দলস্থেরা তাঁহাকে যে আন্তরিক ভাল বাসেন, এরূপ বোধ হয় না। তাঁহার মৌখিক ঔদার্য্য যেরূপ, কার্য্যগত ঔদার্য্য সেরূপ নয়। তিনি মানবহিতৈষী বলিয়া আত্মপরিচয় দেন বটে, কিন্তু মানবগণের শুক্ল কৃষ্ণ বর্ণ ভেদে ও ধর্ম্মভেদে তাঁহার মতভেদ হইয়া থাকে। তাঁহার সংস্কার এই, যাহাদিগের গায়ের চর্ম্ম শুক্ল নয়, তজ্জাতীয় লোকেরা নিকৃষ্ট। এই সংস্কার থাকাতেই তিনি আমেরিকার দক্ষিণাংশের ক্রীতদাস ব্যবসায়ের সপক্ষতা করিতে বিমুখ হন নাই। ভারতবর্ষ বিধর্ম্মি সংকুল বলিয়া তাহার প্রতি তাঁহার তাদৃশ স্নেহ দৃষ্টি নাই। তিনি পূর্ব্বে কখন ভারতবর্ষের কোন উপকার করেন নাই। বরং অনিষ্ট করিয়াছেন। তিনিই প্রথমে এ দেশের রাজস্ব লইয়া ইংলণ্ডের নিজের কার্য্যে ব্যয় করিবার পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে লর্ড পামরষ্টন চীনের যুদ্ধের ব্যয় ও পারস্যের দূতের ব্যয় প্রভৃতি ভারতের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনিই ভারতবর্ষের নামে ইংলণ্ডস্থিত কএক সহস্র সৈন্যের বেতন গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রতি উদার ব্যবহার করা, এবং ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যের বিষয়ে প্রশস্ত নেত্রে দৃষ্টিপাত করা তাঁহার অভ্যস্ত নয়। তিনি রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী লর্ড রিপনকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল করিয়া যে প্রকার ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, [illegible] ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার তাদৃশ উদার ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। তুরস্কই তাহার প্রমাণ স্থল। তুরস্কের মুসলমানেরা তত্রত্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি যে অত্যাচার করে, তাহা লইয়া তিনি হুলস্থূল করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তত্রত্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা মুসলমানদিগের উপরে যে অত্যাচার করে, সে বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টিপাত নাই। রুশরাজ অত্যাচার নিবারণের নাম করিয়া যে অত্যাচার করিলেন, সে বিষয়ে তাঁহার উচ্চ বাচ্য নাই। তুরস্কের লোপ হইলে বোধ হয় তিনি কাতর হন না। গ্রীসের সীমানির্ণয় প্রস্তাব তুলিয়া তিনি তাহার সূত্রপাতও করিয়াছেন। কাবুলের সীমানির্ণয় প্রস্তাব লইয়া যে প্রলয়কাণ্ড হইল, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিলাম। আমাদের হৃদয়ে তুরস্কের সম্বন্ধে যে উল্লিখিত প্রকার সংস্কার জন্মিবে, তাহা বিচিত্র নহে। যাহা

সোমপ্রকাশের অতিরিক্ত পত্র

১২ ই শ্রাবণ সোমবার।

হউক, যাঁহার চরিত্র এইরূপ, তাঁহা হইতে ভারত-বর্ষের যে কল্যাণ হইবে, আমাদের মনে হয় না।

গ্লাডষ্টোন সাহেবের যে প্রকার ক্ষমতা আছে এবং তিনি যে প্রকার উচ্চ পদস্থ, তিনি যদি সরল ও উদারভাবে ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধন করিবেন, এমন মনে করেন, অনায়াসে করিতে পারেন। ভারতের কল্যাণ-সাধনের অনেক পথ আছে। উদারচরিত ব্যক্তিদিগের ঔদার্য্য, দয়ালু ব্যক্তি-দিগের দয়া, ক্ষমতাবান ব্যক্তিদিগের ক্ষমতা-পরি-শীলনের উপযুক্ত স্থান ভারতের তুল্য আর নাই। আমাদের গবর্ণমেণ্ট উদারাশয় সত্য; কিন্তু আমরা অনেক কার্য্যে বঞ্চিত হইয়া আছি। সপাদ শত-বৎসর অতীত হইতে চলিল, ভারতে ব্রিটিশ অধি-কার হইয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে রাজনীতি-সম্বন্ধে ইউরোপীয়ের সহিত তুল্যরূপে দর্শন করিলেন না। এ পর্য্যন্ত এদেশীয় উপযুক্ত লোকদিগকে জেলার জজ বা মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করিলেন না। বহুকাল অবধি এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতেছে। ১২৭৪ অব্দে লণ্ডনস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন সভা তদানীন্তন ষ্টেট সেক্রেটারি সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোটের নিকটে এই আবেদন করিয়াছিলেন যে, এক্ষণে সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষার যে প্রকার নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগকে প্রকারান্তরে সিবিল সর্ব্বিসে বঞ্চিত করা হইতেছে। অতএব যাহাতে লণ্ডনের ন্যায় কলিকাতা বোম্বাই ও মান্দ্রাজে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহার একটী উপায় করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডে পরীক্ষার যে প্রণালী [illegible] কলি-কাতা প্রভৃতি স্থানের পরীক্ষারও সেই [illegible] হইবে। সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট এ বিষয়ের আব-শ্যকতা স্বীকার করেন এবং মহামতি [illegible] সাহেব মহাসভায় এ বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

১৮৬৭ অব্দে তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল সর জন লরেন্স এতদ্দেশীয়দিগকে শাসনসংক্রান্ত উচ্চতর পদ দিবার প্রস্তাব করিয়া ইংলণ্ডে লিখিয়া পাঠান। সর জন লরেন্স প্রস্তাব মধ্যে কহিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর বুদ্ধি ইউরোপীয়দিগের সহিত কার্য্য করা ভারতবর্ষী-য়দিগের পক্ষে সহজ নহে। অতএব যে সকল স্থানে ইউরোপীয় অধিবাসী বা ভ্রমণকারীর সংখ্যা অধিক, সেখানে যেন এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী না থাকেন। এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে নিয়মাধীন প্রদেশে নিয়োজিত না করিয়া নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য। তদানীন্তন ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রে-টারি সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট সার জন লরেন্সের এই প্রস্তাবে সন্তোষ ও অসন্তোষ উভয় প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি বলেন “এই প্রস্তাবটী দ্বারা উন্নতির সোপান সম্পাদিত হই-তেছে বটে কিন্তু আমার মতে কেবল নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চপদ প্রদানের নিয়ম করিলেই পর্য্যাপ্ত হইতেছে না, নিয়মাধীন প্রদেশেও এতদনুসারে কাজ করিবার অনেক পথ আছে। আইনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যাঁহারা প্রতি-যোগিতার পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারাই শাসন সম্বন্ধে গুরুতর কার্য্যের ভার পাইবেন। কিন্তু এই নিয়মের অনুরূপ কার্য্য হইতেছে না। সিবিলি-য়ানদিগের প্রাপ্য পদের তুল্য কতকগুলি অচিহ্নিত পদ আছে। তাহাতে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয়দিগের স্বত্ব অধিকতর। তবে এ পর্য্যন্ত শেষোক্ত পদগুলি কেবল ইউরোপীয়দিগকেই দেওয়া হইতেছে কেন? ইউরোপীয়েরা যতই উপযুক্ত হউন না কেন, ঐ পদগুলিতে ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় তাঁহাদিগের যে স্বাভাবিক স্বত্ব নাই, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইউরোপীয়েরা কোন ক্রমেই দেশবাসীদিগকে সেই স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না। এক্ষণে যে সকল ইউ-রোপীয় এই সকল অচিহ্নিত উচ্চতর পদে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে যে পদচ্যুত করা হইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সচ্চরিত্র ভারত-বর্ষীয়েরা যে ভবিষ্যতে এই সকল পদ পাইবেন না, আমি তাহার কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ দেখিতে পাই-তেছি না। অতএব আমার বাঞ্ছা এই, আপনি নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের ন্যায় নিয়মাধীন প্রদেশেও ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চতর পদ প্রদান করুন।”

[illegible] এদেশীয়দিগকে নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে উচ্চ পদ দিবার যে প্রস্তাব করেন, [illegible] সর [illegible] “আমি দেখি-তেছি এটী অত্যন্ত কঠিন কার্য্য হয় নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন, তাহা [illegible] [illegible] নাহাতে সন্দেহ নাই।”

সর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আন্দোলন [illegible] [illegible] [illegible] ভারতবর্ষীয়দিগকে [illegible] করিবার চেষ্টা পান, তাহা হইলে ভারতবর্ষ [illegible] উন্নত হইতে পারে। বর্ত্তমান আইনে [illegible] প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না।”

এদেশীয়দিগের উচ্চপদ [illegible] এইরূপ মৌখিক ঔদার্য্য দীর্ঘকাল প্রদর্শিত হইয়া আ-সিতেছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব [illegible] শিত ঔদার্য্যের অকপটতার পরিচয় দিবেন? আমা-দের এরূপ বোধ হয় না। মধ্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিনা পরীক্ষায় [illegible] দিগকে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। বাবু [illegible] কুমার শীলকে বর্দ্ধমানের আডিসনাল জজের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা যথাপ্রায় প্রতিপালন করা হইয়াছে। শুনিতে পাই, কাহারো তাঁহাকে [illegible] না প্রদান করা হয় নাই।

আমরা উদাহরণ স্বরূপ এই একটী বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। এইরূপ ভারতবাসীর প্রার্থনীয় [illegible] স্বত্বাস্পদ বহু বিষয়ে পান নাই বলিয়া ক্ষোভ আছে। আমাদের যুবকগণ কি মনে করেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব ভারতবাসীর সেই সেই ক্ষোভের শান্তি করিবেন? আমাদের ত মনে সে আশার উদয় হয় না। নিমিত্তই আমরা এই প্রস্তাবের শিরোভাগে প্রশ্ন করিয়াছি, গ্লাডষ্টোন সাহেব হইতে ভারতের কতদূর কল্যাণ হইবার আশা আছে?

সর জন ষ্ট্রাচির স্বপক্ষ সমর্থন।

গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে এ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিত হয়, তাহার উপসংহারে আমরা কহিয়া-ছিলাম, সর জন ষ্ট্রাচি আত্মদোষ ক্ষালনার্থ যে [illegible] ব্যাকার উপন্যাস করিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠক-গণের গোচর করিব। তাহা আমরা সেই প্রতিজ্ঞা পরিপালনে প্রবৃত্ত হইলাম। ষ্ট্রাচি সাহেবের লিখিত [illegible] তিনি [illegible] আধিক্য অথবা [illegible] স্থান [illegible] হইয়া উঠিল। [illegible] [illegible] [illegible] করিলাম।

[illegible] সম্বন্ধে লিখিত [illegible] তিনি তাহার এই [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] আনুমানিক আয় [illegible] করেন, সেই [illegible] [illegible] উপরে [illegible] [illegible] [illegible] লিখিতে হইয়াছে।

আমরা ষ্ট্রাচি সাহেবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আপনাদের

সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি বলেন "এ প্রকার বিষয়ের ব্যবস্থাপন কার্য্যে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে অতি সাবধান হইয়া চলা একান্ত বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘকাল হইল, ইংলণ্ডে গোবসন্তবীজে টীকা দিবার আইন হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও অনেকে ইহার বিপক্ষ হইতেছেন। সময়ে সময়ে এরূপ ঘটনা হয় যে, সম্ভ্রান্ত লোকেরাও এ আইন অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হন না। তিনি (লর্ড রীপন) একটী উদাহরণ আনেন। রীপন ক্যাথিড্রলের এক ব্যক্তি নিজ সন্তানগণের গোবসন্তবীজে টীকা দিতে চান না। তন্নিবন্ধন সময়ে সময়ে তাঁহার দণ্ড হইয়াছে। তিনি নিয়মিত রূপে দণ্ডের টাকা দিয়াছেন, তথাপি তিনি উক্ত আইন অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হন নাই। তিনি এই কারণ প্রদর্শন করেন, ঐ টীকা দিয়া তাঁহার একটী সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে।"

আমাদের ত এরূপ জ্ঞান হইতেছে, মনুষ্য-বসন্তবীজে মনুষ্যের টীকা দেওয়াই কর্ত্তব্য। যদি বল মনুষ্য-বসন্তবীজে টীকা দিলে সেই টীকা দিবার সময়েই অনেকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আমরা তদুত্তরে বলি, মনুষ্য বসন্তবীজের টীকার সে মৃত্যুর কারণতা নাই, টীকা দিবার কার্য্য-প্রণালীর দোষেই সেই সেই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যাহারা টীকা দেয়, তাহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে বিদ্যা নাই। কিসে কি হইবে, তাহারা তাহা বুঝে না, ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়াও কার্য্য করে না। তাহাদের সংস্কার এই, টীকা দিয়া যে কোনরূপে হউক, কতকগুলি বসন্ত উৎপাদন করা আবশ্যক। এই নিমিত্ত তাহারা যাহাকে টীকা দেয়, যাহাতে তাহার জ্বর হইয়া বসন্ত জন্মে, এরূপ ব্যবস্থা দেয়। যে পর্য্যন্ত জ্বর না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে [illegible] যাহাকে প্রতিদিন [illegible] করিয়া স্নান করিতে ও শীতল সামগ্রী ভক্ষণ করিতে বলে। এই প্রকার শৈত্য ক্রিয়া কোন২ ধাতুবিশেষে যোগ২ জ্বর উপস্থিত হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে বসন্তও সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হইয়া উঠে; ক্রমেই সন্নিপাতিক বিকার উপস্থিত হয়। একে সন্নিপাতিক বিকার সম্ভূত দাহ পিপাসা তৃষ্ণা প্রলাপাদি উপসর্গ, তাহার উপর সেই সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী বসন্তাবলীর দারুণ যন্ত্রণা। দুর্ব্বল লোক কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে? সুতরাং তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন, মনুষ্য-বসন্তবীজে টীকা দিবার দোষে মৃত্যু হয় না, টীকা দিবার কার্য্য প্রণালীর দোষেই মৃত্যু হইয়া থাকে।

এক্ষণে আইনকর্ত্তা রাজপুরুষদিগের নিকটে আমাদের প্রস্তাব এই, তাঁহারা মনুষ্য-বসন্তবীজে টীকা দিবার কার্য্য প্রণালীর দোষ সংশোধন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন। যদি ইহার অনিষ্টের অংশ নিবারিত হয়, ইষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। এই টীকাই মনুষ্য শরীরের উপযোগী বলিয়া আমাদিগের বিবেচনা হইতেছে। অতএব বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রদর্শিত পরীক্ষা প্রণালীতে ইহার পরীক্ষা না করিয়া টীকা দিবার বিষয়ে কোন প্রকার আইন করা উচিত হয় না।

জমীদার ও প্রজার খাজনা আদায় সম্বন্ধে যে গোলযোগ বহুকাল অবধি চলিয়া আসিতেছে; যাহার মীমাংসার নিমিত্ত বহু দিন অবধি আমাদিগের শাসনকর্ত্তারা চেষ্টা পাইতেছেন; আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেব যাহার মীমাংসার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; যাহার কর্ত্তব্য বিবেচনার্থ কয়েক ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহার যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহা সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বিষয় বিস্তারিতরূপে পাঠকগণের গোচর করিবার ইচ্ছা রহিল। ঐ রিপোর্টের একটী সার কথা এই, কমিশন প্রজাদিগের দখলিস্বত্ব অন্য অন্য স্বত্বের ন্যায় উত্তরাধিকারগম্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। সোমপ্রকাশ দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রজার যে একটী স্থায়ী স্বত্ব স্থাপনের চেষ্টা পাইয়া আসিতেছে, বোধ হয়, এত দিনের পর তাহা কিয়দংশে পূর্ণ হইল।

নেরক্স নামে যে ফ্রাংকি গোরা পাহারাওলার প্রাণ সংহার করে, তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। এ সংবাদটী পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় অসুখিত হইলাম। হাইকোর্টের বিচারপতি কোম্বাইট সাহেব অপরাধির প্রাণ দণ্ডের অনুমতি করিয়া ঐ বিষয়ে মত গ্রহণার্থ গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া পাঠান। তাহাতে আমরা ভাবিয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্ট অপরাধির যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়া ন্যায় বিচারের মর্য্যাদা ও জুরিদিগের মান রক্ষা করিবেন এবং [illegible] হত্যা ব্যাপার হইতে বিচারপদ্ধতিকে মুক্ত করিয়া যশস্বী হইবেন। সভ্য গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে প্রাণদণ্ড আর ভাল দেখায় না। যদিও সর্ব্ববাদিসম্মত আইন হইয়া প্রাণবধ দণ্ড রহিত না হইতেছে, তথাপি এই প্রকার সুযোগ হইলে অপরাধিকে প্রাণ দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিয়া সহৃদয়তা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি এখনও কহিতেছি, জর্জ্জ নেরক্স যাবজ্জীবিত কাল যদি কারারুদ্ধ হইয়া থাকিত, গবর্ণমেণ্ট তাহা হইতে অনেক উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। সে মরিয়া গেল, সব ফুরাইয়া গেল।

এবার ইউরোপীয় সমাচার পাঠ করিয়া জানিতে পারা গেল, এ দেশের যে সকল ব্যক্তি লণ্ডনে আছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটনের নিকটে ভারতবর্ষের অস্ত্র ও মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন রহিত করিবার এবং এদেশীয়দিগের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশপথ সুগম করিয়া দিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ষ্টেট সেক্রেটারি তদুত্তরে আবেদনকারীদিগকে ব্যস্ত হইতে বারণ করিয়াছেন। এটী যে উত্তম উপদেশ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। "সহসা করিতে কর্ম্ম দগ্ধ শাস্ত্রে মানা।" "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং।" সহসা কোন কার্য্য করিবে না। "সবুরে মেওয়া ফলে" এটীও একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে। তবে আমাদের বড় একটী সংশয় হইতেছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রার্থনা করিয়া বরাবর সবুরে যে মেওয়া ফলিয়া আসিয়াছে, এ সবুরেও বা সেই মেওয়া ফলিয়া উঠে। আমাদিগের যুবকগণ আজিও ব্রিটিশ রাজনীতি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

বিবিধ সংবাদ।

এক ব্যক্তি আমাদের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন "আপনারা সকলেই অবগত আছেন, পুণ্যশীলা রাণী রাসমণির দৌহিত্রী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী দক্ষিণেশ্বরে একটী ঘাট ও কতকগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঐ ঘাটে প্রতি দিন কি প্রাতে কি সন্ধ্যার সময় বহুসংখ্যক লোককে [illegible] হয়। গ্রাম হইতে ঐ ঘাটে যাইবার নিমিত্ত কোম্পানীর রাস্তার মধ্যে একটী রাস্তা আছে। ঐ রাস্তাটী মৃত মহাত্মা [illegible] মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী উত্তর দিয়া গঙ্গাভিমুখে গিয়াছে। ঐ রাস্তাটী মিউনিসিপালিটীর অধীন। ব্যারাকপুরের মাজিষ্ট্রেট [illegible] সাহেব ঐ রাস্তাটী পাকা করিবার নিমিত্ত অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু মিউনিসিপালিটীর প্রয়োজনমত অর্থ না থাকাতে ঐ কার্য্য হইতে পারে নাই, তজ্জন্য [illegible] শ্রীমতী জগদম্বার নিকট ঐ বিষয়ের নিমিত্ত এক পত্র লেখেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, তিনি ১০০০ হাজার টাকা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।"

২৫ এ মার্চ্চ রাত্রিতে সিসিলির অন্তঃপাতী কাতানিয়ায় কয়েক ঘণ্টা কাল ধাতু মিশ্রিত বৃষ্টি হইয়াছিল। উহার মধ্যে নানা আকারের লৌহের অংশ দৃষ্ট হয়। উহা চুম্বক প্রস্তর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিল।

কাপ্তেন এ এইচ মার্কহাম বলেন, [illegible]

অন্তঃপাতি পায়টা হইতে ইকোয়েডোর [illegible] মাল্টা নামক স্থানে যখন জাহাজ [illegible], সেই সময়ে একটী ধূমকেতু দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ ধূম কেতুটী ৭ ই ফেব্রুয়ারি [illegible] সময় প্রথম দৃষ্ট হয়; উপর্যুপরি [illegible] দেখা গিয়াছিল।

অধ্যাপক [illegible] করিয়া দেখিয়াছেন, যে সকল [illegible] ভগ্ন হইয়া যায়, তাহার সঙ্গে [illegible] অন্তঃপাতী [illegible] হয়, তাহাতে তিনি [illegible] ঘরের ছাদ [illegible] [illegible] প্রস্তুত করা, তাহার কোন অনিষ্ট হয় নাই [illegible] যে সকল [illegible] ছাদ টিন [illegible] নির্মিত, তাহা ভগ্ন হইয়া চূর্ণ হইয়া [illegible] আবর্ত হয়, তাহার এক [illegible] ছিল, তাহার লোহার [illegible] হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু [illegible] মাত্র [illegible] হইয়াছিল। বৃক্ষে ও [illegible] পরীক্ষা হয়। গাছের যে দিকে [illegible] সেই দিকের ডালই [illegible] নাই, গাছের চতুর্দিকের ছাল [illegible] অধ্যাপক টাইস যে কথা বলেন, তাহা সত্য বলিয়া আমাদের বিলক্ষণ [illegible] হইতেছে। [illegible] সালে কলিকাতার [illegible] হইতে একটী বড় উঠিয়া দক্ষিণ [illegible] দিয়া যায়। ঐ ঝড়টী [illegible] ক্রোশের অধিক পথ যায় নাই, এবং [illegible] অধিক প্রশস্ত নয়। এই স্থান [illegible] বৃহৎ বৃহৎ পুরাতন গাছ [illegible] ঝড় থামিয়া [illegible] আমরা দেখিলাম [illegible] [illegible] স্পষ্ট [illegible] [illegible]

[illegible] প্রাপ্ত হইয়াছে। [illegible] ইহাতে একটী [illegible] বিজ্ঞান ও [illegible] বাকি। [illegible] হইয়াছেন। [illegible] আমাদের এই [illegible] ও [illegible]

[illegible] হইয়াছে। [illegible] সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, রায় কানাইলাল দেব বাহাদুর গ্রেট ব্রিটেনের রাসায়নিক সোসাইটির এক জন সভ্য হইয়াছেন।

১৩ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থার বিষয় অবগত হওয়া গেল। বর্দ্ধমান, পাটনা, ঢাকা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, ও অযোধ্যায় বৃষ্টি আবশ্যক মত হয় নাই। পেসোয়ারে ও ডেরাস্মাইল খাঁতে বৃষ্টি অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। মধ্য ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। ব্রহ্মদেশে বন্যা হওয়াতে রবি শস্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে।

বোবর্দো, লাফিট প্রভৃতি যে সকল স্থানে দ্রাক্ষালতার চাস আছে, অতি শীত-প্রযুক্ত এ বৎসর ঐসকল স্থানে ভাল আঙ্গুর জন্মে নাই। পোর্টুগালেও উহার ক্ষতি হইয়াছে। কেবল স্পেনে ইহার চাসের সমধিক উন্নতির সংবাদ পাওয়া যায়।

বেঙ্গল আফিসের বাবু চুনিলাল গুপ্ত মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি বেঙ্গল সেক্রেটারি আফিসের এক জন কার্য্যদক্ষ ও উপযুক্ত লোক ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুতে অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন।

মান্দ্রাজের দুই দল কহরত বিক্রেতা স্ফটিককে হীরক কহরত বলিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিত। এক্ষণে তাহারা ধরা পড়িয়াছে।

বর্ষাকালে সর্পের যে প্রকার উপদ্রব হয়, পল্লীগ্রামের লোকেরা তাহা বিলক্ষণ জানেন। সম্প্রতি ব্যারাকপুরে এক দিনে ১৬ টী কেউটে সাপ ধৃত হইয়াছে।

গত সোমবার একজন ধীবর দক্ষিণ বারাকপুরে একটী কাছিম ধরিয়াছে। তথাকার মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৫ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

লর্ড লরেন্সের স্মরণ চিহ্ন স্থাপনার্থ বিলাতে যে সভা হয়, তাহাতে এ পর্য্যন্ত [illegible] টাকা উঠিয়াছে, আরও অনেক টাকা উঠিবার সম্ভাবনা আছে। সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ঐ টাকায় ইংলণ্ডগামী ভারতবর্ষীয়দিগের সুবিধার্থ ছাত্রবৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, ভুটানের সহিত তিব্বতের বহুকালাবধি যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল, তাহা শীঘ্র মিটিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ভুটানে দুইজন রাজা আছেন, দেবরাজ ও ধর্ম্মরাজ। কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া লোকে দেবরাজ মনোনীত করে। গত বৎসর যিনি দেবরাজ মনোনীত হইয়াছিলেন, তিনি কয়েক মাস রোগ ভোগ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত হন নাই। বোধ হয় তিব্বতের সহিত সন্ধিবন্ধন চেষ্টাই এই বিলম্বের হেতু।

মান্দ্রাজে দুই একটী মিউনিসিপালিটীর এক প্রকার নূতন খরচ উপস্থিত হইয়াছে। কাঞ্চীর মিউনিসিপালিটী বানর ধরিবার জন্য ব্যাধ নিযুক্ত করিতেছেন। তাঁহাদের এলাকায় এত বানর আছে যে উহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিতে না পারিলে তত্রত্য গৃহস্থগণের ভদ্রস্থতা নাই। শ্রীরঙ্গমের ভাইসচেয়ারম্যান বলিয়াছেন, তাঁহার অধিকারমধ্যে বানরধারণ-নিপুণ ব্যাধ পাওয়া যায়। তাঁহাকে বোধ হয় পূর্ব্বেই ঐরূপ লোক নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। শ্রীরঙ্গমের ব্যাধের সহিত কাঞ্চীর স্থানীয় সভা বন্দোবস্ত করিতে উৎসুক হইয়াছেন। প্রস্তাবকারকেরা বানর থাকাতে অপকারই দেখিতেছেন, কিন্তু উপকার আছে কি না তাহারও যেন একবার অনুসন্ধান করেন। তাহার পর যেন বানরবধের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের বাটীতে কতকগুলি বিড়াল ছিল। তাহারা মাছ কাড়িয়া খায় বলিয়া বালকেরা বিরক্ত হইয়া সেগুলিকে বিদায় করিয়াছে। কিন্তু এখন ইন্দুরের এমনি উপদ্রব হইয়াছে যে তিষ্ঠান ভার।

সিমলায় গবর্ণর জেনরলের ব্যবস্থাপকসভায় কেরোসিন তৈল ব্যবসায়ের নিয়মাবলি ব্যবস্থাপিত হইবে। কেরোসিন তৈল তিন প্রকার আছে। এক প্রকার ১০৩ ডিগ্রী তাপে জলিয়া উঠে, ২ য় প্রকার ১০৩ হইতে ৮৩ ডিগ্রীর তাপে জলে। ৩ য় প্রকার ৪৩ ডিগ্রীরও অল্প তাপে প্রজ্বলিত হয়। তৃতীয় শ্রেণীর কেরোসিন ব্যবসায় অতি ভয়ানক। উহা অতি অল্পে জ্বলিয়া উঠে। অতএব উহার ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ রূপ কঠোর নিয়মাবলী প্রচার আবশ্যক। অতি অল্প দিন হইল, জাহাজ হইতে [illegible] তৈল [illegible] এক জন মুটে [illegible] [illegible] পথিমধ্যে তৈল জ্বলিয়া ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হয়। তৈল পরীক্ষার জন্যও নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রচলিত করা আবশ্যক। যে পদ্ধতি আছে, উহাতে সময়ে সময়ে অনেক সময় ও অর্থ নাশ হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তৈল ব্যবসায়ে বড় বিপদ নাই। অতএব উহার ক্রয় বিক্রয়ে কোন রূপ বাধা জন্মিলে লোকের অকারণ অনেক ক্ষতি হইবে।

পাণ্ডিনায়ার এতকাল য়াকুব খাঁর ভয়ানক বিরোধী ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন তিনি বলিতেছেন যে সকল পত্র দ্বারা য়াকুব খাঁ কাবুল হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছেন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হয়, সে সমস্ত জাল। য়াকুব দেশ,জালাবাদের গবর্ণরকে হত্যা-কাণ্ডের পর

জর্ম্মণি সমবেত রাজপ্রতিনিধিগণের সহিত একত্র হইয়া সকল কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

আয়রলণ্ডীয় ক্ষতি পূরণ ব্যবস্থা কমন্স হাউসে তৃতীয়বার পঠিত ও বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

বিয়েনা ২০ এ জুলাই। অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের তুরস্কস্থ দূতকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে তাঁহারা বার্লিন কনফরেন্স সভার মতানুযায়ী সকল কার্য্য করিবেন। তুর্কি মন্টিনিগ্রোর সম্বন্ধে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তদনুসারে সমস্ত কার্য্য হওয়া চাহি। উক্ত গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষেই যাহাতে বার্লিন সন্ধিপত্রানুযায়ী কার্য্য করেন, তদ্বিষয়ে দূতকে নির্ব্বন্ধ সহকারে চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ জুলাই। দক্ষিণ আফ্রিকার বাসুডোসদিগকে নিরস্ত্র করিবার যে উদ্যম হয়, অনেক স্থানের লোকে তাহাতে বাধা দিতেছে। তাহারা যে শুদ্ধ অস্ত্র ত্যাগ করিতে অসম্মত এরূপ নহে তাহারা অনুরাগী রাজভক্ত বাসুডোসদিগকে আক্রমণ করিতেছে। ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।

ডেলি টেলিগ্রাফে এক টেলিগ্রাফ প্রকাশ করিয়াছেন যে গ্রীকেরা সৈন্য চালনার আজ্ঞা প্রচার করিয়াছে এবং গ্রীস সৈন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য ফ্রান্স হইতে এক মিলিটারি কমিশন যাইতেছে।

লণ্ডন ২২ এ জুলাই। বাসুটোলাণ্ড নামক স্থানে ইংরাজদিগের যে রেসিডেন্সি আছে, এই মাসের ১৯ এ পর্য্যন্ত তাহা আক্রান্ত হয় নাই।

ভারতবর্ষের যে সমস্ত ব্যক্তি লণ্ডনে আছেন, অদ্য তাঁহারা ভারতবর্ষের দেশীয় সংবাদপত্র ও অস্ত্রবিষয়ক আইন পরিবর্ত্ত করিবার এবং ভারতবর্ষীয়দিগকে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবিষ্ট করিবার প্রস্তাব করিয়া ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরি লর্ড হার্টিংটনের নিকটে আবেদন করিয়াছিলেন। লর্ড হার্টিংটন উত্তরে ঐ আবেদনের অধিকাংশে নিজ সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলেন, পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট যেসকল আইন করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহার সহসা পরিবর্ত্তনে সম্মত হইতে পারেন না। উক্ত আইনের কার্য্য কিরূপ হইতেছে অগ্রে তদনুসন্ধান দেখা কর্ত্তব্য। তাহার পর যদি আবশ্যক বোধ হয়, বিবেচনা করা হইবে। লর্ড হার্টিংটন এ কথাও কহিয়াছেন লর্ড লিটন বলেন ভারতবর্ষীয় দেশীয়-ভাষা-সংক্রান্ত আইনটী সম্বর রহিত করা না হয়। তবে অস্ত্রবিষয়ক আইন এবং ভারতবর্ষীয়দিগের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ বিষয়ের তিনি বিবেচনা করিবেন।

লণ্ডন ২২ এ জুলাই। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরি গত রাত্রিতে প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, ইংলণ্ড আফগান যুদ্ধ ব্যয়ের কতদূর ভারবহন করিবেন, তিনি সোমবারে সে কথা ব্যক্ত করিবেন।

জর্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট এই কথা কহিয়াছেন জেনরল মরিস গ্লাক কনষ্টাণ্টিনোপলে যে পত্র পাঠাইয়াছেন, রাজনীতির সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই।

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী।

আমাদিগের এ প্রদেশে ভালরূপ বৃষ্টি না হওয়াতে ধান্য রোপণের অসুবিধা হইয়াছে। এখনও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারি বর্ষণ হইলেও রোপণ কার্য্যের সুবিধা হইতে পারে। আশানুরূপ বর্ষণ না হওয়াতে শ্রমোপজীবী কৃষকগণ চিন্তিত হইয়া ভবিষ্যতের আশঙ্কা করিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে গোলাগড় নিবাসী যে পাগলটী একটী সমস্থা রমণীকে কোদালি দ্বারা হত্যা করিয়াছিল, অদ্যকার দায়রায় তাহার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। মকদ্দমার ফল পরে প্রকাশ করিব। আসামী নিম্ন আদালতে জবাব দেয়, উহাকে (ঐ স্ত্রীলোকটীকে) না মারিলে আমার ধর্ম্ম সাধন হয় না। এবং আমিই বা নিপাত হই কি সে। এক্ষণে জজ সাহেবের নিকট কহিয়াছে, আমি ছাগলভ্রমে মরিয়াছিলাম।

সম্প্রতি বীরভূমের গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ ঘোষ মহাশয় হুগলীর কলেজের পঞ্চম শিক্ষক হইয়া আসিয়াছেন। কেদার বাবু নিতান্ত অমায়িক ও শান্তপ্রকৃতি লোক। গণিত বিদ্যায় ও ইংরাজী সাহিত্য শাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে।

৮ নং ডাউন মেল টেণে পাণ্ডুয়া ষ্টেসনে বরাবর তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহিগণকে টিকিট দেওয়া হইত। সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ টেণে কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহিগণকে টিকিট দিবার বন্দোবস্ত করাতে নিম পাণ্ডুয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী ইলছোবা মোণ্ডলাই, দাসপুর, সরাই, ফকিরী, জামগ্রাম প্রভৃতি চল্লিশ পঞ্চাশ খানি গ্রাম নিবাসী ব্যক্তিগণের পাণ্ডুয়ার ষ্টেসন হইতে হুগলী, শ্রীরামপুর, হাবড়া ও কলিকাতা যাইবার অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে। শুদ্ধ ইহাই নহে এতদ্দ্বারা রেলওয়ে কোম্পানীর আয়ও বিলক্ষণ কমিয়া যাইতেছে। ঐ টেণ খানি প্রত্যহ পাণ্ডুয়ায় থামান হয় অথচ তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহিগণকে টিকিট দেওয়া হয় না ইহার কারণ কি? হিসাব করিয়া দেখিলে রেলওয়ে কোম্পানীর তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহিগণের নিকট হইতে অধিক আয় হয়। আমরা প্রায় প্রতিদিন পাণ্ডুয়া হইতে হুগলীতে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে গমনাগমন করিয়া থাকি। আমরা জানি কোন কোন দিন ঐ ৮ নং ডাউন মেল টেণে আদৌ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহী হয় না। কেবল তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহী হইয়া থাকে। পূর্ব্বের মত গাড়ী সেই দণ্ড তিনিট থামান হইবে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর দুই একজন পাসেঞ্জার যদি থাকে তবে লওয়া হইবে নচেৎ গাড়ী অমনি অমনি চলিয়া যাইবে অথচ বহুসংখ্যক তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহিগণকে লওয়া হইবে না। রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এই নূতন নিয়ম করার তাৎপর্য্য কি? এতদ্দ্বারা প্রতিদিন অতি কম ২০ টাকার হিসাবে ঐ কোম্পানির প্রতি মাসে ছয় শত টাকা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। রেলওয়ে কোম্পানি ব্যবসায়ী দোকানদার, যাহাতে লাভ হয়, সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এক জন স্বর্ণ বণিক এক খান মোহর বিক্রয় করিয়া ।০ আনা লাভ করাতে লাভবান হয় না। বিশ সহস্র মোহর অর্দ্ধ পয়সার হিসাবে লাভ করিয়া লাভবান্ হয়। আমরা ভরসা করি রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বসাধারণের অসুবিধাকর নিয়মটী রহিত করিয়া পূর্ব্বের মত নিয়ম করিয়া আপনারাও লাভবান হউন।

মুঙ্গের।

এ বৎসর মুঙ্গের ও জামালপুরে সর্পের প্রাদুর্ভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বেশী বোধ হইতেছে। জামালপুরে একটী বাসা হইতে সাত গণ্ডা তিন গোখেরোটা বাচ্ছা সাপ বাহির হইয়াছে, বাড়ীটীকে অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই বোধ হয় সে পলায়ন করিয়াছে। ইতি পূর্ব্বেও ঐ স্থানের অপর একটী বাসা হইতে ঐ প্রকার সর্প ডিম্ব ও ১৪ টা সাপ বাহির হইয়াছিল। সম্প্রতি মুঙ্গেরে একটী [illegible] বালক ও তাহার পিতা এবং মাতার এক সঙ্গে এক রাত্রে সর্পাঘাত হইয়াছে। উহারা স্ত্রী পুরুষে মধ্যে দুইটী ছোট ছোট সন্তান রাখিয়া শয়ন করিয়াছিল নিদ্রিত অবস্থায় প্রথমে স্ত্রীটির পরে পুরুষটীর সর্পাঘাত হয়। পুরুষটী প্রথমে "কি কামড়াইল" বলিলে স্ত্রীটিও কহে "আমাকে কিসে কামড়াইয়াছে" পরে অল্পক্ষণ কথোপকথনের পর উভয়েই মানবলীলা সম্বরণ করে। ছোট ছোট পুত্র দুইটীকে অসহায় অবস্থায় চিরদুঃখে নিপাতিত করিবার অভিপ্রায়েই হউক বা জলপিণ্ডের স্থল রক্ষার জন্যই হউক শমন আর গ্রহণ করেন নাই। হাঁসপাতালে পরীক্ষার সময় স্ত্রীলোকটীর পেট চিরিয়া মৃত ছেলে বাহির করা হইয়াছিল।

এখানে এক ব্যক্তি মাতাল হইয়া অন্য মাতালকে এমন প্রহার করিয়াছে যে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া চিকিৎসা করা হইতেছে জীবন রক্ষা হয় কি না সন্দেহ। মদ্য হইতে আমাদের গবর্ণমেণ্টের অনেক প্রকার আয় হয়। যথা প্রথমতঃ লাইসেন্স দ্বিতীয়তঃ পথে মাতলামী করিলে জরিমানা তৃতীয়তঃ আদালতে মকদ্দমা উঠিলে খরচা ইত্যাদি। কিন্তু সুসভ্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের এ কুলাভ পরিত্যাগ করিয়া মাদক দ্রব্য সেবন পদ্ধতি এক কালে রহিত করাই কর্ত্তব্য। যখন এক জন আফিংখোর চীন গবর্ণমেণ্ট প্রজার হিত কামনা বুঝিয়া মাদক দ্রব্য সেবন চীনেরা অকর্ম্মণ্য হইতেছে জানিয়া ভারতবর্ষ হইতে যাহাতে আফিং আমদানী না হয় তাহা বিশেষ চেষ্টা পাইতেছে এবং এতদ্বিষয় লইয়া [illegible] আন্দোলন ও চলিতেছে তখন [illegible] সভ্য গবর্ণমেণ্টের এরূপ উপেক্ষা [illegible] ভাল দেখায় না।

[illegible] জামালপুর হইতে [illegible] বাবু [illegible] চক্রবর্ত্তী ও বাবু তিনকড়ি দত্ত মহাশয় প্রায় ২০ জন সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় লোক মসজিদে সংকীর্ত্তন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে মধ্যে [illegible] উপস্থিত হয়েন এবং [illegible] সংকীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উক্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ নায়ক ইতিপূর্ব্বে মাদক দ্রব্য পানাদি ও ব্যভিচারে রত ছিল কিন্তু কৈলাস বাবু ও তিনকড়ি বাবুর [illegible] অনেকেই বিশুদ্ধচরিত্র হইয়াছে এবং ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতেছে। সাধারণ লোকের মনে ধর্ম্মভাবোদ্দীপন করিতে পারিলে ব্যভিচারাদি কদাচার অচিরবাসিত দূর হইবে এবং তাহারা [illegible] ব্যবহারাদি পালন করিয়া জীবনের অন্যান্য কার্য্য সাধন করিতে পারিবে। আমাদের [illegible] গণের এরূপ সাধু সংকল্প জন্য উক্ত বাবুদ্বয় [illegible] ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

একটী সামান্য বিষয় লইয়া বার বার তর্ক বিতর্ক করিলে ক্রমে সেটী পরিণামে বিরস হইয়া পড়ে। দেশীয় কমিশনার নিয়োগ সম্বন্ধে আপনার জামালপুরস্থ সংবাদদাতার প্রতিবাদ ক্রমে ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কাল্পনিক বা অসারগর্ভ তিরস্কার বাক্য সত্যকে অসত্য করিতে পারে না। তিনি আমার সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপাদন করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বালকক্রীড়া মাত্র। তিনি আমার উপদেশ মত দেশীয় কমিশনারগণের নিকট বা প্রকৃত কর্ত্তৃপক্ষীয়ের সমীপে তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া মিউনিসিপাল আফিসের ক্লার্ক বা ওভারসিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? তাঁহারা অফিসের কতকগুলি নিয়মিত কার্য্য ভিন্ন [illegible] ব্যাপারের সংবাদ কোথা হইতে দিবেন। কর্ত্তৃপক্ষগণের দৈনন্দিন [illegible] ব্যবস্থাগুলি কি আফিসেই সম্পাদিত হইয়া থাকে? আমরা এখনও বলিতেছি তিনি যদি নিতান্তই নিজ কৌতূহল নিবারণ করিতে চান, তবে আরও একটু উচ্চ স্থানে অন্বেষণ করুন, অবশ্যই সত্যের সঙ্কেত [illegible] পাইবেন। পদপ্রার্থীর নাম প্রকাশ করি নাই ও করিব না। তিনি বলেন "এখানে যে যে ব্যক্তি হওয়া উচিত ছিল" তাহা আমরা কি রূপে লিখিব, আমরা এক ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের বৃত্তান্ত জানি না, যদি আপনার জামালপুরের সংবাদদাতার ন্যায় বাক্‌সর্ব্বস্ব হইয়া প্রতিবাদ করিতাম হইলে তাহা অসম্ভব ছিল না। আমরা ভাবিয়াছি যে এই সামান্য বিষয় লইয়া আর বৃথা [illegible] করিব না কিন্তু তাঁহার অযথা-প্রলাপের [illegible] লিখিলাম মাত্র। বারান্তরে আর লিখিতে চাহি না। আমরা ভাইসচেয়ারম্যান মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে তিনি মুঙ্গেরের সংবাদদাতার পরিচয় বা ঠিকানা জানিবার জন্য কাহারও নিকট অনুসন্ধান করেন নাই ও তাঁহার করিবার প্রয়োজনও নাই। বোধ করি জামালপুরস্থ সংবাদদাতা এই সমাচারটী তাঁহার অন্যান্য অনুসন্ধানের ন্যায় কোন সামান্য [illegible] [illegible] থাকিবেন। অথবা যদিও কাহাকে [illegible] জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, তাহাও [illegible] পরিচয়ে কৌতূহল নিবারণার্থ [illegible]।

শান্তিপুর।

[illegible] শান্তিপুরে রথযাত্রা পার্ব্বণটী [illegible] হইয়া গিয়াছে। বড় গোস্বামী [illegible] সমারোহে চলে নাই, কিন্তু [illegible] বড় রথখানি সোণা ও [illegible] চলিয়াছিল। যাতে [illegible] দুইখানি যেমন বড়, [illegible] সহিত প্রতিবৎসর [illegible], তদ্ভিন্ন অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র [illegible] গোস্বামীদিগের রথখানি [illegible] সোণা ও উন্টো-[illegible] সাহস হয় নাই। কিন্তু [illegible] পূর্ব্বোক্তরূপ হইয়াছিল [illegible] গোস্বামীদিগের রথখানি সুচারুরূপে চালাইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন রথের সময় লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠে এবং দোকানদারেরা রথো খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিয়াছে। স্থানীয় পুলিস বিশেষ সতর্কতার সহিত রথের দুইদিন শান্তিরক্ষা করাতে দাঙ্গা, চুরি অথবা অন্য কোন উপদ্রব সংঘটিত হয় নাই। রথের ২।৩ দিন পূর্ব্বে ঘুড়ি উড়াইতে ছাদের উপর হইতে একটী বালক নীচে পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় সাংঘাতিকরূপে আহত হয় নাই। রথের পরদিন আর একটী বালক গাছের উপর ঘুড়ি ধরিতে উঠিয়া পড়িয়া যায়। তন্নিবন্ধন তাহার বামহস্তের হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্রেয় তাহা কাটিয়া দিয়াছেন ও প্রতিদিন বিনা বেতনে উহার নিয়মিত চিকিৎসা করিতেছেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, উক্ত বালকটী দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতেছে। ডাক্তার বিপিনবিহারী অস্ত্রবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী।

৫ ই শ্রাবণ সোমবার হইতে এখানে স্বাধীন বিচারালয়ের বিচারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিবস বাবু মহেশচন্দ্র রায়, পণ্ডিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য, ও বাবু মধুসূদন প্রামানিক বিচারকার্য্যে ব্রতী হন। স্বাধীন বিচারালয়ে কিরূপ প্রণালীতে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহা দেখিবার জন্য আমরা স্বয়ং কাছারীতে গমন করিয়াছিলাম কিন্তু বিচারপ্রণালী দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। ঐ দিবস যে মকদ্দমাটী প্রথম বিচারিত হয়, তাহা যদিও অতি সামান্য, কিন্তু অপরাধী স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়াও অব্যাহতি পাইয়াছে। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট মহাশয়েরা প্রথমতঃ তাঁহাকে অপরাধী স্থির করিয়া দণ্ডদানে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, এমন সময় অন্যতম অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট তথায় উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি মকদ্দমার অবস্থা ও আইন অনুসারে কখনই দণ্ডনীয় হইতে পারে না। ঐ ধোঁকায় পড়িয়া সরলচিত্ত প্রস্তাবিত হাকিমেরা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, সুতরাং আসামী বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইল। অনন্তর স্বদেশহিতচিকীর্ষু কোন ভদ্র লোক সভ্য বিচারের জন্য [illegible] দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২ ধারাটী তন্ন তন্ন করিয়া বিচারপতিদিগকে বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা স্বীকার করিলেন যে, তাঁহাদের কৃত বিচারটী অবিচার হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের পুনর্ব্বিচার করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া অগত্যা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলেন না। বাদী ঐ বিচারের প্রতিকূলে আপীল করিবার জন্য বীতিমত রায়ের আবেদা নকল প্রার্থনা করিয়াছে। ফলতঃ অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুরা যে প্রণালীতে বিচারকার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অনিশ্চিত ও অসম্পূর্ণ। অতএব তাঁহাদের উচিত যে, ফৌজদারী কার্য্যবিধি দণ্ডবিধি ও সাক্ষীর আইনখানি রীতিমত পাঠ করিয়া বিচারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, এবং বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অথবা ইংরাজী ভাষায় মকদ্দমার অবস্থা ও রায়াদি লিখেন, নতুবা তাঁহাদের কৃত বিচারের প্রতিকূলে যথাস্থানে আপীল হইলে বিচারাকাঙ্ক্ষা বাহির হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি কুঠিরপাড়ার বারইয়ারীপূজার ভারি ধূমধাম পড়িয়াছে। পণ্ডিত কালিদাস বিদ্যাবাগীশ বিনা পণে পূজার দিন ধার্য্য করেন, এতন্নিবন্ধন প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের পূজায় নৃত্যগীতের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমদিনের পূজায় কতদূর গড়ায় তাহা দেখিয়া পরে লিখিয়া পাঠাইব। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, প্রস্তাবিত বারইয়ারী পূজা উপলক্ষে তাঁতীমহলে বলের সহিত চাঁদার টাকা আদায় করা হইয়াছে। কারণ, শ্রীপাঠ শান্তিপুরে ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন না করিলে চাঁদা আদায় হয় না। ফলতঃ বারইয়ারীপূজায় ও নৃত্যগীতে স্থানীয় লোকের যেরূপ অচলা ভক্তি, দেশহিতকর কোন বিষয়ে ঐরূপ ভক্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলে সবিশেষ উপকার দর্শে কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে ওসকল বিষয়ে কাহারও অকৃত্রিম ভক্তি নাই।

পোষ্ট আফিসে মণিঅর্ডার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে লোকের বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টেরও উহাতে বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন হইতেছে। বর্ত্তমান জুলাইমাসে সব পোষ্ট আফিস শান্তিপুরে অনুমান পাঁচ হাজার টাকার মণিঅর্ডার আসিয়াছে। অবশিষ্ট কয়েকদিনে আরও অনেক টাকার মণিঅর্ডার আসিবার সম্ভাবনা। মণিঅর্ডার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে সব পোষ্টমাষ্টার বাবুকে দিবানিশি পরিশ্রম করিতে হইতেছে, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার পরিশ্রমানুরূপ বেতন হয় নাই। ইঁহার সহকারী একজন ক্লার্ক মাসিক দশটাকা ও ইনি মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় সব পোষ্ট মাষ্টরবাবু মাসিক চল্লিশ ও ক্লার্ক বাবু মাসিক কুড়ি টাকা বেতন পাইলে সমুচিত বিচার হয়।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ দাস মহাপাত্র—সুজাগঞ্জ		১০
"	" যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা	৫॥০
"	" গৌরমোহন নন্দী—চাঁইবাসা	৭
"	" [illegible]নাথ রায়—জব্বলপুর	৫॥
"	" [illegible]লাল মিত্র—দিনাজপুর	৭
"	" চন্দ্রশেখর সান্যাল—বহরমপুর	৭
"	" বেঙ্গল সেক্রেটারি—কলিকাতা	১০
"	" [illegible]নাথ নাগ—কলিকাতা	৭॥
"	" হরিহর গোস্বামী—বিলাসপুর	
"	" ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়—পূর্ণিয়া	৫
"	" বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—দারজিলিং	৭
"	" [illegible]নাথ রায়—জোড়াসাঁকো	৩॥
	হরিপুর—রিডিংরুম	৬॥

পত্র প্রেরকের প্রতি।

সংস্কৃতের বর্ত্তমান অবস্থা সংক্রান্ত পত্রে কিছু নূতন কথা নাই।

রেলওয়ে সংক্রান্ত পত্র প্রেরক নিজ পত্রে মনের কথা লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। পত্রখানি আবেদনের রীতিক্রমে বিনীত ভাবে লিখিত হয় নাই।

সংস্কৃতোপাধিপরীক্ষা সংক্রান্ত পত্রখানি অতি দীর্ঘ বলিয়া যে কেবল পরিত্যক্ত হইল এরূপ নয় পত্রপ্রেরকের ছন্দোগ্রন্থে দৃষ্টি নাই, তাহাতেই তাঁহার বিষম ভ্রম হইয়াছে। ছন্দোগ্রন্থকারেরা পাদান্তগ লঘুবর্ণের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

বিষয়ে লিখিতে বা মত প্রকাশ করিতে অভিলাষ করেন, তাহার ভিতরে সম্পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট হয়েন এবং তদ্বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিয়া সুন্দররূপে তাহা আয়ত্ত করেন। এ নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহারা সমস্ত পুরাতন পুস্তক অধ্যয়ন করেন। অনেকে অসার অনাবশ্যক মনে করিয়া পুরাতন পুস্তকে ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং কেবল বর্ত্তমান সময়েরই কর্ত্তব্য অনুসন্ধান করেন, কিন্তু ধীর ও চিন্তাশীল লেখক কিছুই অবহেলা করিতে পারেন না। তাঁহারা সকল সময়ের পুস্তক দর্শন করেন, নিতান্ত অপাঠ্য ও অশ্রদ্ধেয় না হইলে সমস্ত পাঠ করেন এবং বহু উপকার লাভ করিয়া থাকেন। যিনি যত কেন প্রতিভাসম্পন্ন হউন না, অগ্রবর্ত্তী গ্রন্থকারদিগের সাহায্য লইতেই হইবে। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া বহু বহু বৎসরে যিনি একটী নৈতিক বা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন, অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন প্রগাঢ় চিন্তাশীল এবং প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেও উপযুক্তরূপে শিক্ষিত না হইলে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারদিগের সাহায্য না লইলে কখনই সমস্ত জীবনে তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন না। আবিষ্কারক ও গ্রন্থকারদিগের সমস্ত পুস্তক, পুস্তক অধ্যয়ন করা এবং রীতি নীতি অবগত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বিশিষ্টরূপে অনুভব করেন। তাঁহাদের গ্রন্থ সাহিত্যসংসারে একটী নূতন সৃষ্টি হইবে কি না, তাহা বিশেষ পর্য্যালোচনা সাপেক্ষ, অভাব পূরণ এবং ভ্রম শোধন করিতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে তাঁহারা উত্তমরূপে বিবেচনা করেন। কোন প্রকারে সমাজের উপকার এবং পাঠকবর্গের উন্নতি ও তুষ্টি সাধিত ও জ্ঞান বল উদ্দীপিত হয় না, এরূপ অসার ও অনাবশ্যক পুস্তকে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহারা কখন সাধারণের উপহাসাস্পদ হন না।

তৃতীয়তঃ, তাঁহারা ভাষার উপর পূর্ণ অধিকার লাভ করেন, এবং রচনার প্রীতিকারিতা বিষয়ে বিশেষ সাবধান হয়েন। এ জন্য তাঁহারা ভাষার সহিত অধিক সম্বন্ধ রাখেন এবং সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট প্রকৃতির পুস্তক ও পত্রিকা পাঠ করেন। প্রচুর শব্দ এবং ভাষার অধিকারী হইয়া তাঁহারা অতি সহজে ও আনন্দের সহিত লিখিয়া থাকেন এবং পাঠকবর্গও আনন্দের সহিত তাঁহাদের লেখা পাঠ করেন।

সকল বিষয়েরই ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, পরিশ্রম সহজ ও অল্প হইয়াছে। কোন কর্ম্ম সাধন করিতে পূর্ব্বে যত পরিশ্রম আবশ্যক হইত এবং তাহা যেরূপ কঠিন বোধ হইত, শিক্ষা ও বিবেচনার উৎকর্ষে এক্ষণে তাহাতে তত পরিশ্রম আবশ্যক করে না। পরিশ্রমও সেরূপ কঠিন বোধ হয় না এবং কর্ম্মও অধিকতর সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়। লেখার সম্বন্ধেও এইরূপ হইয়াছে। সুশিক্ষিত ও সারবান্ লেখক কখন অধিক ও অনাবশ্যক কথা লিখেন না। দীর্ঘ সমাসযুক্ত ও অপ্রসিদ্ধ শব্দের ও বাক্যের আদর করেন না। তাঁহাদের কার্য্য অভিপ্রেত বিষয়ের আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব নিরূপণ করা এবং পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কিত করিয়া সাধারণের সম্মুখে তাহা স্থাপন করা, তাঁহাদের কার্য্য সাধারণের মনে প্রবেশ ও হৃদয় অনুভব করা, এবং যাহাতে তাহারা আকৃষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়, তদনুরূপ বর্ণনা করা। বহু সময় ও পরিশ্রমে অসার নীরস ও কুৎসিত দ্রব্যে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া পাঠকবর্গের বিরক্তি উৎপাদন করা তাঁহাদের কার্য্য নহে। তাঁহারা প্রায় অল্প লিখেন কিন্তু ভাব অধিকতর সুন্দর ও পরিষ্কৃত রূপে প্রকাশ করেন এবং সর্ব্বদা প্রকৃতির অনুবর্ত্তী থাকেন। তাঁহাদের আগ্রহপূর্ণ তেজোময় রচনা হইতে অগ্নি নির্গত হইতে থাকে; তাহা একবারেই পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করে, এবং শিরায় শিরায় ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে কম্পিত ও উত্তেজিত করে। অঙ্গসৌষ্ঠব, বল প্রয়োগাদি কারণে, কোন কোন স্থলে বহুল বর্ণনা আবশ্যক হইতে পারে, কবি সাধারণের মনোরঞ্জন নিমিত্ত যতদূর সাধ্য আপন অমূল্য গ্রন্থ বিবিধ রত্নে ভূষিত করিতে পারেন এবং অনুপম চির প্রফুল্ল কুসুম সংগ্রহ পূর্ব্বক শোভন মালা রচিত করিয়া পাঠকবর্গকে সম্ভোগ করিতে দিতে পারেন, কিন্তু সাধারণতঃ গ্রন্থের ভাষা যত সরল ও প্রাঞ্জল এবং বর্ণনা অল্প পরিষ্কার ও অন্তঃস্পর্শী হয়, ততই সুন্দর। এমন অনেক পুস্তক আছে এবং তাহাতে এরূপ বিষয় লিখিত আছে, যাহা দশ পংক্তিতে সুন্দররূপে বর্ণিত হইতে পারিত এবং পাঠকবর্গেরও তত বিরক্তিকর হইত না।

চতুর্থতঃ, তাঁহারা অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত প্রচুর সময় অর্পণ করেন, এবং সর্ব্বদা তদ্গতচিত্ত থাকেন। নূতন ভাব সৃজন পূর্ব্বক মূল গ্রন্থ রচনা করা, বহু আয়াস সাধ্য। অন্য কর্ম্মের সহিত বরং আর এক কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে কিন্তু এই কর্ম্মের সহিত অন্য কোন কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে কৃপণতা ও সঙ্কীর্ণতা সম্ভব কিন্তু এ বিষয়ে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহারা কখন অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকেন না, যতক্ষণে ও যেরূপে ইচ্ছা গ্রন্থ লিখিতে পারেন। দুই বিষয়ে কখন অভিনিবিষ্ট হওয়া যায় না। অভিনিবিষ্ট না হইলে কেহ কোন বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও ফল লাভ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ জ্ঞান মহাসমুদ্র যখন পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং তাহা পার হইবার নিমিত্ত তীরস্থিত উপলখণ্ড সংগৃহীত হইতেছে মাত্র, তখন হিতৈষী বিদ্যারসজ্ঞ ব্যক্তি, তাহার কোন অংশে নিযুক্ত থাকিয়া, কখন তাহাতে শিথিলযত্ন হন না, শক্তি থাকিতে কখন তাহা পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা ধীরে ধীরে চেষ্টা করেন, উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করেন, সর্ব্বদা অধ্যয়ন, চিন্তন এবং আবশ্যক হইলে পর্য্যটনাদি কর্ম্মে রত থাকেন, এবং যতদূর পারেন অগ্রসর হয়েন। সমস্ত উচ্চ ও সারবান্ গ্রন্থ এইরূপে রচিত হইয়াছে। কি বিজ্ঞানবিৎ কি ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক, কি রাজনীতিজ্ঞ কি কাব্য সাহিত্যকার, সকলেই এইরূপে আপন আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং সময় এইরূপে যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কেবল অধ্যাপনা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে পারেন, যাহার যে বিষয়ে অনুরাগ তিনি সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কখন স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী তাঁহাদের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে এই পরম-সুখজনক, মঙ্গলকর কর্ম্ম হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। এক্ষণের শিক্ষকগণ কখন স্থির চিত্তে বহুক্ষণ চিন্তা করিতে পারেন না। ক্রমাগত ১০ টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা এরূপ ক্লান্ত হয়েন যে তাঁহাদের অন্য কোন কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকে না। দীর্ঘ মধ্যাহ্ন পরিশ্রম নিমিত্ত তাঁহাদের পূর্ব্বাহ্ণ অপরাহ্ণ উভয় কাল বিনষ্ট হয়।

শুনিতে পাওয়া যায়, অমুক ব্যবসায়ী ও রাজকর্ম্মচারী অমুক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের গ্রন্থ বহু সময় ও চিন্তা সম্পাদিত নহে। তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থকার। অন্য ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া, কিম্বা কোন পুস্তক অবলম্বন করিয়া তাঁহারা অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক লিখিয়া থাকেন বটে; কিন্তু সমুদয় সময় অর্পণ করিলে এবং সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত নিযুক্ত থাকিলে, তাঁহারা অনেক সুন্দর পুস্তক লিখিতে এবং সাধারণের বহু উপকার সাধন করিতে পারেন। নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং মানসিক পীড়া নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা রুগ্ন অবস্থায় থাকিতে হয় না। যখন এক দিন এই অসার দেহের পতন হইবে সংসারের সুখ সম্পত্তি পড়িয়া থাকিবে, যদি এই দেহ দ্বারা স্বজাতির স্থায়ী উপকার সাধন এবং তন্নিমিত্ত চির বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারা যায়, আর কোন রূপে জীবিকা নির্ব্বাহিত হয়, তবে ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখের জন্য, তাহা না করা ও অক্ষয়কীর্ত্তি না রাখা, নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম সন্দেহ নাই।

অনেক স্থলে দেখা যায়, গ্রন্থকার ও সম্পাদক গ্রন্থ রচনা এবং পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু অর্দ্ধেক সময় ক্রীড়া ও হাস্যালাপে যাপন করেন। ইহা অতি জঘন্য এবং এ নিমিত্ত যে তাঁহারা উপহাসাস্পদ ও বিফলশ্রম হন, আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ তাহাদের নামের ব্যক্তি কখন হাস্যালাপে সময় নষ্ট করেন না, এক দণ্ডের নিমিত্ত পুস্তক ও কাগজ ছাড়া থাকেন না। তাঁহারা কখন অধিক কথা বলেন না, বহু লোকের মধ্যে থাকিতে ইচ্ছা করেন না। আমরা তাঁহাদিগকে অরসিক বা কুরসিক বলিতেছি না বরং তাঁহারা রস অধিক বুঝেন ও অনুভব করেন। কিন্তু তাঁহারা কখন লঘু আচরণ করেন না, বাহ্য অনুষ্ঠান ভাল বাসেন না এবং নিকৃষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের ন্যায় বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারেন না। বহু জনের মধ্যে থাকিতে বা হাস্যালাপে প্রবৃত্ত হইতে হইলে তাঁহারা অস্থির হয়েন, দারুণ যন্ত্রণা বোধ করেন এবং তাহাদের হইতে অন্তর হইলে সুস্থচিত্ত হয়েন এবং শান্তিসুখ অনুভব করেন। যাঁহারা একাকী থাকিতে ভাল বাসেন না, যাঁহারা নির্জ্জনে অধ্যয়ন ও চিন্তা করিবার নিমিত্ত আগ্রহ বোধ করেন না এবং ক্রমাগত ৮। ১০ ঘণ্টা কাল একাগ্র চিত্তে পরিশ্রম করিতে সমর্থ হন না; তাঁহারা সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইয়া, এবং সর্ব্বপ্রকার সংসার চিন্তা ও প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া, একমাত্র সাধারণের মঙ্গল কামনায় সমুদয় সময় ব্যয় ও মনোনিবেশ করিতে পারেন না। যাঁহাদের অন্য কর্ম্ম করিতে বা অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিতে আন্তরিক বিরক্তি ও কষ্ট বোধ হয়, তাঁহাদের মূল গ্রন্থ লিখিবার কোন অধিকার নাই।

পঞ্চমতঃ তাঁহারা কখন সংসারে আসক্ত ও ইন্দ্রিয় সুখের বশীভূত হন না এবং যদ্দূর পারেন অল্প ব্যয়ে সহজ দ্রব্যে জীবন যাপন করেন। সুশিক্ষিত ও জ্ঞানবান ব্যক্তি কখন ব্যয় বৃদ্ধি করেন না, ভোগ বিলাসের নিকট যান না এবং যদ্দূর পারেন অভাব লাঘব করিয়া সংসারের শোক দুঃখ হইতে দূরে থাকেন এবং সকল বিষয়ে দৃঢ়মনোরথ হয়েন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, আলস্য উৎপাদন করে মনঃসংযোগে ব্যাঘাত জন্মে, তাঁহারা কখন এরূপ কর্ম্ম করেন না। শুনা যায় অমুক গ্রন্থকার ও সম্পাদকের মাসিক ব্যয় পাঁচ শত টাকা। তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, মৎস্য, মাংস, ও মিষ্টান্নে প্রতিদিন পাঁচ টাকা খরচ হয়, দশ জন ভৃত্য পরিচর্য্যা করে, এক হাত উচ্চ গদির উপর শয়ন হয়, সমস্ত রাত্রি চাকর পাখা টানে। কি আশ্চর্য্য! কাহারও প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে বটে, কিন্তু তাঁহারা কিছুমাত্র লজ্জিত হন না এক বারও ভাবিয়া দেখেন না যে তাঁহারা কি সাহসে কি বলে, এবং কি আশয়ে, এই গুরুতর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন? যাহাদের অধিকাংশ সময় ভোগ্য দ্রব্যের উদ্যোগে এবং আহারেই যাপিত হয়, অত্যন্ত উষ্ণতা ও গুরুত্ব নিবন্ধন যাহাদের আহার সমস্ত দিনেও জীর্ণ হয় না, বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত নিদ্রা ভাঙ্গে না, পাক যন্ত্রের বিকার এবং উদরের পীড়ায় যাঁহারা দিবা রাত্রি অস্থির থাকেন, শয্যায় গড়াগড়ি দেন, অত্যন্ত স্থূলতা বা ক্ষীণতা প্রযুক্ত যাহাদের শরীর অকর্ম্মণ্য এবং মন জড়তা প্রাপ্ত হয়, পাঠকগণ বিবেচনা করুন, তাঁহাদিগের কি পদার্থ আছে এবং তাহাদের হইতে কতদূর আশা করা যাইতে পারে? শরীর লঘু ও নির্ম্মল না থাকিলে, মন কখন সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকিতে পারে না। তৈলময় ঘৃতময় মসলাময় আহারে শরীর কখন লঘু ও সুস্থ থাকে না, মন পূর্ণ শক্তি ও স্ফূর্ত্তির সহিত কর্ম্ম করিতে পারে না, বরং দিনে দিনে অক্ষম অলস ও অবশ হইতে থাকে। চিন্তাই যাহাদের একমাত্র কার্য্য প্রকৃতির অনুসন্ধান এবং সত্য নিরূপণই যাঁহাদের একমাত্র ব্রত, এবং জ্ঞান মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া নানা দেশ পরি দর্শন করা এবং বিবিধ বস্তু সহকারে সমাজ ও সংসারের শোভা বর্দ্ধন করাই যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, বস্তুতঃ তাঁহারা কখন দুই বেলা দুইটি পুরা চাউল এবং কেবল লবণ মরিচ তৈল সহিত সিদ্ধ আধ পুয়া ডাউল বা আলু ভিন্ন এইরূপ অন্য কোন লঘু দ্রব্য অধিক ভক্ষণ করিতে পারেন না। তাঁহারা এরূপ দ্রব্য ব্যবহার করেন, যাহার কারণ অর্থের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতে হয় না, কোন প্রকারে সন্তোষ ও শান্তির বিঘ্ন জন্মিতে পারে না। তাঁহারা এরূপ দ্রব্য আহার করেন, যাহা দুই ঘণ্টায় জীর্ণ হয়, ছয় ঘণ্টার অধিক নিদ্রায় থাকিতে দেয় না, অথচ প্রচুর রক্ত উৎপাদন এবং শরীরের ক্ষয় পূরণ করে এবং বাধ্য হইয়া পরিশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। তাঁহারা এরূপ শয্যায় শয়ন করেন, যাহা নিদ্রাভঙ্গের পর শয়নে থাকিতে দেয় না এবং বাধ্য হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। ইতিহাস এ বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ প্রদান করে। কি হিন্দু, কি পারসীক কি গ্রীক, কি অন্যান্য জাতীয় উচ্চশ্রেণীর লেখক ও গ্রন্থকার সকলেই এইরূপে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত গরিব ছিলেন; সামান্য দ্রব্য আহার ও সামান্য সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ অমূল্য রত্নের আকর এবং হৃদয় মণিমাণিক্যে পরিশোভিত ছিল। বাহ্য আড়ম্বর এবং সংসারের উৎসব হইতে বিনষ্ট হয় কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দের চির নিকেতন ছিল। তাঁহাদের হৃদয়ের শোভা ও সৌন্দর্য্য দিন দিন নূতন ও উজ্জ্বলতর প্রভায় অনন্ত কাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। [illegible] তাহা অনুভব করিবার অধিকার নাই। কিন্তু [illegible] তাহা দর্শন ও অনুভব করেন এবং অন্তরের সহিত তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন।

গ্রন্থকার ও সম্পাদকগণ উল্লিখিত বিষয় গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগী থাকেন। গ্রন্থকার [illegible] শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্তই অধিক চেষ্টা করেন। তিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ আছেন [illegible] গ্রন্থ সমূহ তাঁহার সময়ের উপযুক্ত কি না, প্রয়োজনীয় বিষয় বিবৃত ও পরিষ্কৃত রূপে বিবৃত হয় কি না, [illegible] ও ব্যাখ্যার যোগ নিমিত্ত তাহাদের নূতন সংস্করণ আবশ্যক কি না, অন্য ভাষার গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা কোন বিষয় নিকৃষ্ট, [illegible] বিষয় তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করেন এবং [illegible] নূতন [illegible] পরিবর্ত্তন সংশোধন এবং অভাব পূরণ করিয়া [illegible] সাধন করেন। সম্পাদকের কার্য্য কিঞ্চিৎ ভিন্ন; সামাজিক রীতি নীতি দেশীয় শাসন প্রণালী এবং রাজপুরুষদিগের আচরণের দিকেই তাঁহাদের অধিক দৃষ্টি। দেশের অভাব এবং সমাজের দোষ নিবারণে তাঁহারা সর্ব্বদা মনোযোগী। পুরাতন অপকৃষ্ট কুসংস্কারাদির মূল ছেদন করিয়া, তাহাদের স্থানে বিশুদ্ধ [illegible] ও [illegible] রীতি নীতি স্থাপন করা, সাধারণের সুখ সমৃদ্ধি [illegible] বাণিজ্য [illegible] কর্ম্মের জন্য কি কি অনুষ্ঠান আবশ্যক, [illegible] আলোচনা করা, রাজপুরুষদিগকে [illegible] পথ প্রদর্শন করা, তাঁহাদের দোষের [illegible] করিয়া তাঁহাদিগকে [illegible] ইত্যাদি বিষয়েই তাঁহারা সমুদয় সময় যাপন করেন। [illegible]

[illegible] এবং সামান্য চেষ্টার কর্ম্ম নহে। [illegible] প্রিয় স্বজাতিবৎসল দেশহিতৈষী [illegible] আন্তরিক ভক্তি করেন, এবং [illegible] সহিত তাঁহাদের পত্রিকা পাঠ করেন।

চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল।০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

খিদীরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ১৩ নং দোতলা দোমহল পাকা বাটী ভাড়া বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছে, যাঁহার আবশ্যক হয় আমার নিকট তত্ত্ব করিলে বিশেষ অবগত হইবেন।

১০ ই জুলাই শ্রীদীননাথ চট্টোপাধ্যায়

১৮৮০ ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

[illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, [illegible] পুস্তক [illegible] বাক্স, শিশি, কর্ক [illegible] [illegible]

ঔষধের মূল্য

[illegible]

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

[illegible] চিকিৎসা [illegible] ।৵০
[illegible] চিকিৎসা ।০ ওলাউঠার চিকিৎসা হিন্দি ।৵
[illegible] প্রমেহ, উরুস্তম্ভ ।৵
[illegible] সংগ্রহ ২।০ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ৷০
অস্ত্র চিকিৎসা [illegible] হোমিওপ্যাথিক কি ? ৵০
[illegible] চিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ২।০ ডাক মাশুল।৵০।

দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল [illegible], রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

মূল শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ দেবনাগর অক্ষরে ছাপা ডাকমাশুলাদি ব্যয়ের নিমিত্ত ।৵০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত।

ঐ বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ১০ শ ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে সম্পূর্ণ ডাকমাশুলাদি ব্যয় নিমিত্ত ২।০ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত।

হরিবংশ।

মূল হইতে পদ্য অনুবাদ ১ম ২য় ও ৩য় খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে, ১০ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপন হইতে পারিবেক। ডাকমাশুলাদি ব্যয় নিমিত্ত সম্পূর্ণের ২।০ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত। গ্রাহকগণ আপাততঃ এক টাকা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত হইতে পারিবেন তাহাকেও অপর খণ্ড প্রকাশ হইলে [illegible] পাঠাইলে এক এক খণ্ড পাইতে পারিবেন।

প্রকাশক

শ্রীচিনেল বসু এবং কোং

৬১ নং [illegible], অথবা ৫৩ নং [illegible] ষ্ট্রীট হোমিওপ্যাথিক [illegible]।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধ আবিষ্কৃত করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের অনেক হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের [illegible], করচরণাদির জ্বালা, গাত্রের কর্কশতা, অস্থিরের ইনিংস, শুক্রমেহের স্রাব, অত্যন্ত পিপাসা, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵০ পোয়া ... ... ৩ টাকা।
তৈল ।০ পোয়া ... ... ৩ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সকলপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, তরুণাবস্থাবিশিষ্ট জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, যকৃতের জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে অবরুদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃত, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়। এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷০ আনা।

শিরাম্বত।

(নপুংসক [illegible] প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও [illegible] প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ সেরের মূল্য এক শত টাকা।

[illegible] তৈল।

[illegible]

১ শিশির মূল্য [illegible] মাশুল ২ বার আনা।

চন্দ্রকোণা চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সরী ।

সম্পাদক মহাশয়! দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া উপদ্রবে প্রপীড়িত হইয়া কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া আমরা (চন্দ্রকোণা নিবাসী) অত্যন্ত জ্বালাতন হওয়াতে কৃপানিধান রাজপুরুষগণ-দয়াগুণের বশবর্ত্তী হইয়া স্থানিক মিউনিসিপ্যাল ফণ্ড হইতে প্রায় আট বৎসর হইল এইস্থানে একটী দাতব্যচিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়া অত্রস্থ দীনদরিদ্রদিগের যথেষ্ট উপকার সংসাধন করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকটে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাশৃঙ্খলে বদ্ধ আছি। বোধ হয় তাঁহারা যদি এই অবস্থায় দরিদ্রস্থানের প্রতি কৃপাকটাক্ষ-বিতরণে কার্পণ্য অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে আজ এই চন্দ্রকোণা নরশোণিত-লোলুপ বনবিড়াদি-ভীষণ শ্বাপদগণের আবাসভূমি হইয়া অপার দুঃখসাগরে পতিত হইত। এমন কি চিকিৎসালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে দুই তিন মাসের মধ্যে চন্দ্রকোণার এক একটী পল্লী দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়ার কোপানলে পতিত হইয়া প্রায় জনশূন্য হইয়াছে। তজ্জন্য এই নগরী আজও হৃদয়ানন্দদায়ক প্রিয়পুত্র-শোকাতুরা অভাগিনী জননী ও জীবনসর্ব্বস্ব-পতিবিয়োগ-বিধুরা বালার হা হতোস্মি শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সম্পাদক মহাশয়! দুঃখের কথা বলিতে কি যে দাতব্যচিকিৎসালয়টী দ্বারা আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি ও যাহার জন্য সমগ্র ব্যয়ভার স্ব স্ব স্কন্ধে বহন করিতেছি; এক্ষণে দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া আমাদিগকে সেই হিতকর কার্য্যটীর মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইতে হইল! যে দরিদ্রতা [illegible] অসাধ্য কিছুই নাই। যে চন্দ্রকোণা এক সময়ে খ্যাতনামা প্রচুর বিভব শালী প্রবল প্রতাপান্বিত চন্দ্রকেতু রাজার আবাস ভূমি ছিল, ও যাহার সর্ব্বশ্রেণীস্থ অধিবাসী সমস্ত সুখশ্রীতে আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ করিয়া কালক্ষেপ করিয়াছে; আজ পাশগুহস্তে পতিত হইয়া তাহাদের এই দুর্গতি হইল! এমন কি চন্দ্রকোণার প্রায় তৃতীয়াংশ লোক আপন আপন উদরান্নের জন্য পলায়িত। এমত স্থলে একটী দাতব্য-চিকিৎসালয়ের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করা তাহাদের একান্ত সাধ্যাতীত। বিশেষতঃ চিকিৎসালয়টীর বর্ত্তমান অবস্থাও অতীব শোচনীয় ইহার দ্বারা এক্ষণে উপকার পাওয়া দূরে থাকুক, বিলক্ষণ অপকারই হইতেছে। কারণ, ইহাতে রীতিমত ঔষধ নাই, উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক নাই; রোগীরা যথাসময়ে যথোপযুক্ত ঔষধ প্রাপ্ত হয় না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে পূর্ব্বাপেক্ষা ম্যালেরিয়ার প্রভাবে অনেক হ্রাস হইয়াছে। যাহা হউক, এই চিকিৎসালয়টীর আর আর দোষ সমস্ত কীর্ত্তন করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। কারণ, ইহাদ্বারা আমরা সময় বিশেষে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। তবে যে ইহার পরিপোষণে অক্ষম, সে কেবল আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়। একে আমাদের এই অবস্থা তাহাতে আবার বার্ষিক ২০০ দুইশত টাকা বৃদ্ধি দিয়া চিকিৎসালয়টী স্থায়ী রাখিতে গবর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ হইয়াছে। যদিও গবর্ণমেণ্ট এই বৃদ্ধি বোঝার উপর শাকের আটি” মনে করুন; কিন্তু এটী আমাদের পক্ষে “ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। ” প্রায় দুই সপ্তাহ অতীত হইল, ঘাটাল সবডিবিজনের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় চন্দ্রকোণায় শুভাগমন করিয়া অত্রস্থ মিউনিসিপাল কমিটীর সভ্যগণ সমক্ষে চিকিৎসালয়টী স্থায়ী রাখিবার জন্য আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া সদাশয়তার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য এ বিষয়ে ভদ্র লোক মাত্রেরই অনুমোদন করা উচিত, কিন্তু যখন আমরা এই বর্ত্তমান ব্যয়ভার বহন করিতেই অক্ষম, তখন বৃদ্ধি দিয়া চিকিৎসালয়টী স্থায়ী রাখা আমাদের নিতান্ত সাধ্যাতীত।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে যদি আমাদের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং চিকিৎসালয়টীর ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া ইহার যথোপযুক্ত সুব্যবস্থা সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করি।

চন্দ্রকোণা নিবাসিনাম্।

মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

জেলা নদীয়ার সব ডিবিজন [illegible] এবং জেলা যশোহর সব ডিবিজন ঝিনাইদহের এলাকাধীন বিখ্যাত সালঘর মধুয়া নীল কন্সারনের [illegible] লিখিত পত্তনি, দরপত্তনি তালুক ও জোত নীল কুঠি এবং নীল রেশম কার্য্যের দ্রব্যাদি [illegible] সম্পত্তির মালিক কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত মিসিয়ার্শ ষ্টীল ম্যাকিনটস এণ্ড কাম্পানির ম্যানেজার [illegible] বিক্রয় করিবেন। এ জন্য ধনাঢ্য মহোদয়গণকে আহ্বান করিতেছেন। আর এক্ষণে [illegible] ষ্টীমার সকল গোয়ালন্দের পরিবর্ত্তে কুষ্টিয়া অবধি গমনাগমন করিবেক [illegible] অতিশয় বৃদ্ধি হইতে পারিবেক এবং উত্তম মুনফা করিবার এক্ষণে বিশেষ [illegible]।

[illegible]	[illegible] জমা।	সদর জমা।	
[illegible]			
[illegible] বহুরহাট [illegible]	[illegible]	২৫১৭৪৻৭	
[illegible] পরগণে চড়কাতে অঙ্গিপুর [illegible]	[illegible]	৮৯৪৫ ১১	এই সদর জমা হইতে জমীদারগণের বরাতানুসারে তাহাদিগের জমিদারি পরগণে চড়কাতে অঙ্গিপুরের সদর খাজনা ৭২৯৯৻১১ টাকা জেলা নদীয়ার কালেকটরিতে পত্তনিদার দিয়া থাকেন। অবশিষ্ট টাকা জমীদারগণ পাইয়া থাকেন।
[illegible] এবং [illegible] জোত [illegible] জোত	[illegible]	১১৭৮৻৬৬	
[illegible] জোত	[illegible]	৮২৬৻৫	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

নীলকুঠি [illegible] এবং নীল রেশম কার্য্যের দ্রব্যাদি।

এই সম্পত্তির বিশেষ বিবরণ অবগতার্থে [illegible] নিকট [illegible] এবং কুষ্টিয়া কেনি বিলডিং [illegible] আবেদন করিতে হইবে।

জি, এম, [illegible]
[illegible] মধুয়া কন্সারন।

ঔষধ।

[illegible]GHT PRESERVER.

[illegible]

[illegible] FOR HYDROPHOBIA

[illegible]

[illegible]

[illegible] মাথায় মালিস করিলে সর্ব্ব প্রকার চর্ম্ম রোগ নাশ হইয়া থাকে [illegible] টাকা মাশুল ।০।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, সিমলা ৫৭ নং [illegible] ষ্ট্রীটে শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে [illegible] সহ পত্র লিখিবেন।

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক বার বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দাবনদাসের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং "। ১৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ১৯ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৮০। ২ রা আগস্ট। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ [illegible] মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

১৯ এ শ্রাবণ সোমবার।

শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার ক্রফ্ট সাহেবের একটী উত্তম কাজ।

বোধ হয় পাঠকগণের অনেকেই কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী সভার নাম শ্রবণ করিয়াছেন। ঐ সভা নানা স্থানের বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করিতেন। গবর্ণমেণ্ট সভার উৎসাহ দানার্থ মাসে ৫২২ টাকা সাহায্য দান করিতেছিলেন। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে এই সভা জন্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে একপ দীর্ঘ জীবন লাভ বড় কঠিন। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত অনেকগুলি টাকা সভার উদরগহ্বে নিহিত হইয়াছে। ঠিক দিয়া দেখিলে টাকা ৩ লক্ষ ৯০ হাজারেরও অধিক হয়। এই তিন লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ের উপযুক্ত কাজ হইয়াছে অথবা টাকাগুলি গঙ্গাপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেটীও একবার ঠিক দিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথমে ভারতে যখন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ইহার অবস্থা অন্যপ্রকার ছিল। তখন ব্রাহ্মণেরাই কেবল সংস্কৃতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কায়স্থেরা বিষয়ী লোক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা সামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখিতেন। [illegible] অন্য অন্য জাতি [illegible] দায় আদি কার্য্যে নিযুক্ত হইত, তাহারাও [illegible] রাখিবার মত সামান্য লেখাপড়া শিখিত। ইংরেজেরা এই অবস্থায় ভারতে ইংরাজী বিদ্যা প্রবর্ত্তিত করেন। তখন বাঙ্গালা ভাষাও একটী ভাষা বলিয়া পরিগণিত ও আদৃত হয় নাই। তখন দেশের [illegible] অন্য লোক বিদ্যারসজ্ঞ ছিলেন না। এ অবস্থায় যখন ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যার প্রচার হইতে লাগিল, তখন সেই সেই বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের সংগ্রহ ও সরবরাহ করিবার নিমিত্ত একটী সভার প্রয়োজন হইয়াছিল। সে সভাটী না হইলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট হইত। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্কুলবুক সোসাইটী সভার উপযোগিতা ও উপকারিতা বিলক্ষণ অনুভব হয়।

এক সময়ে এক বিষয়ের উপযোগিতা ও উপকারিতা অনুভব হইয়াছে বলিয়া চিরকালই তাহার উপযোগিতা ও উপকারিতা অনুভূত হইবে একপ নিয়ম নয়। সকল বিষয়েরই কালবশে [illegible] বৃদ্ধি ও লোপ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। সকল বিষয় যখন এই নিয়মের অধীন, তখন স্কুলবুক সোসাইটী [illegible] তাহা হইতে বিমুক্ত হইবে, তাহা সম্ভাবিত নহে। এখন আর স্কুলবুক সোসাইটীর কিছুমাত্র উপযোগিতা দৃষ্ট হইতেছে না। এখন দেশের অধিকাংশ লোক বিদ্যাপ্রসক্ত হইয়াছেন। অনেকেই বিদ্যাশিক্ষায় উৎসুক হইয়াছেন এবং বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অনেকের বোধ হইয়াছে। যে বিষয়ে [illegible] [illegible] ও [illegible] তাহার [illegible] [illegible] লোকের [illegible] থাকে, এখন সেই উপায় [illegible] দিন [illegible] হইয়াছে। এখন [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সোসাইটীর [illegible] [illegible] সোসাইটীর [illegible] [illegible] দিয়াছেন। [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] না হইল বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের [illegible] সন্দেহ নাই। ইহার [illegible] সঙ্গে ঐ স্কুলবুক সোসাইটী সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দান বন্ধ করা উচিত ছিল। [illegible] হইলে গবর্ণমেণ্টের অন্ততঃ পওয়া লক্ষ টাকা বাঁচিত। ঐ টাকা গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশীয়দিগের শিল্প ও বাণিজ্যাদি শিক্ষার্থে প্রদান করিতেন, তাহা হইলে অনেক উপকার দর্শিত। এই বিষয়ে [illegible] ঐ সভাকে ঐ টাকা দেওয়া [illegible] [illegible] হইয়াছে।

তবে কেহ কেহ এস্থানে এই একটী আপত্তি [illegible] পারেন, [illegible] সোসাইটী উঠাইয়া দিয়া [illegible] উপর নির্ভর করিলে যিনি যেমন [illegible] করিবেন, [illegible] পুস্তক বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত [illegible] বালকদিগের রুচিবিকার জন্মা-[illegible]। এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর ও [illegible] যে ইচ্ছা করিবেন, তাহাই হইবে, [illegible] অবকাশ নাই। গবর্ণমেন্ট-বিদ্যালয়ে যে [illegible] অধ্যয়নার্থ নিরূপিত হয়, তাহাই অন্যত্র [illegible] হইয়া থাকে। তবে কদাচিৎ দুই এক [illegible] দুই একখানি অসারগ্রন্থ কোন কোন [illegible] প্রবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু তাহা সাধারণের [illegible] নয়। বিদ্যালয়-সম্পাদকেরা যদি একটু [illegible] যে [illegible] প্রবেশ হইতে পারে না। [illegible] একটু কড়া হইলেও সে [illegible] না। সামান্য চেষ্টায় যে রোগের প্রতি-[illegible] সম্ভাবনা আছে, তদর্থে স্কুলবুক সোসা-ইটীর সাহায্যকল্পে গবর্ণমেণ্টের বিপুল বিত্ত ব্যয় [illegible] রূপেই বিধেয় নহে।

এই সকল যুক্তি বিবেচনা করিয়া স্কুলবুক সোসা-ইটীর [illegible]-জনিত শোক বেগ সম্বরণ করা যাঁহা-[illegible] সাধ্য হয়, তাঁহাদের প্রবোধার্থ আমরা এই [illegible] ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ষাটি বৎসর [illegible] দুর্লভ দীর্ঘ জীবন লাভ [illegible], তাহার মৃত্যু শোচনীয় হয় [illegible] মৃত্যুতে লোক [illegible] সেই আত্মীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্কুলবুক সোসাইটীর [illegible] শোক নাই। [illegible] [illegible] কোম্পানি [illegible] জীর্ণ শীর্ণ [illegible] আর একটী কথা এই, স্কুলবুক-সোসাইটী [illegible] সাহেবের হস্তে নিধন [illegible] হয়, [illegible] ব্যক্তির [illegible] সোসাইটীর নিমিত্ত [illegible] [illegible]।

তুরস্কের [illegible] দশা ও কাবু-লের নূতন আমীর।

বোধ হয় এত দিনের পর [illegible] স্বাধীনতার অন্ন জল উঠিল। বোধ হয় বিধাতা আর তাহার কপালে দানা পানী লিখেন নাই। কাবুলের স্বাধীনতা লোপের যেরূপ পূর্ব্বলক্ষণ হইয়াছিল, তুরস্কেও ঠিক সেই প্রকরণ উপস্থিত দেখিতেছি। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটন কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর সিয়ার আলীকে যেমন শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন; যে পত্রের গুণে, যে পত্রের প্রভাবে, যে পত্রের মহিমায় কাবুল স্বাধীনতাস্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইল, ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণও তুরস্কের সুলতানকে ঠিক সেই প্রকার শেষ পত্র লিখিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরীও সুলতানকে ইউরোপীয় রাজগণের মতে চলিবার জন্য জিদ করি-তেছেন। তুরস্কের এই বারেই শেষ। তাহার আর আশারও লেশ নাই। তবে যদি বিধি প্রসন্ন হইয়া ইহার মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটাইয়া দেন তবেই যাহা হউক। তুরস্কের অন্ন উঠিতে চলিল বটে, কিন্তু সমাচারপত্র সম্পাদক ও সমাচারপত্র পাঠকদিগের কিছুদিনের জন্য অন্ন সংস্থান হইতে চলিল। তাঁহারা কিছু দিন তুরস্কের যুদ্ধ লইয়া কালক্ষেপ করিতে পারিবেন [illegible]ক কাবুল অবলম্বন ছিল, সেখানে বিধি বাম হইয়াছেন, সেখানে আর পূর্ণ-কাম হইবার সম্ভাবনা নাই। আব্দুল রহমান ইংরাজ দিগের প্রতিষ্ঠিত আমীর হইলেন। আপাততঃ বোধ হইতেছে, সেখানে সমরানলে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইল। ইংরাজ সৈনিক-পুরুষেরা বিপক্ষ-শোণিত কলঙ্কিত-হস্ত ক্ষালিত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। তবে বলা যায় না, মহাকাল সমাচারপত্র পাঠকের সমর বৃত্তান্ত শ্রবণোৎসুক চিত্তকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত যোধপুরুষদিগকে অনিমিষ রণমদে মাতাইতেছেন। ইংরাজদিগের এবারে কাবুলের লীলাখেলা শেষ হইল বটে, কিন্তু আর একবার তাঁহাদিগকে তথায় লীলা-খেলা করিতে হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন আব-দুল রহমানকে স্বাধীনভাবে রাজা করিলেন না, তখন তাঁহাদের তথায় গমনের আবশ্যকতা-বিষয়ক পথ প্রস্তুত হইয়া রহিল।

যাহা হউক, আমরা উদারমতাবলম্বী নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের কাবুল সংক্রান্ত রাজনীতি দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ সন্তোষ লাভ করিলাম। ইহাঁরা কাবুল সম্বন্ধে অনেক ভদ্রতা করিয়াছেন। ২৬ এ জুলাই রাত্রিতে কমন্স সভায় ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরি লর্ড হার্টিংটন কাবুল সংক্রান্ত প্রশ্নের যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহাতে নূতন মন্ত্রি-সম্প্রদায়ের অবলম্বিত রাজনীতি পরিস্ফুটরূপে পরি-ব্যক্ত হইয়াছে। লর্ড হার্টিংটন বলিলেন, লর্ড লিটন আবদুল রহমানের সহিত যে সন্ধি প্রস্তাব আরম্ভ করেন, লর্ড রিপন তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। কারণ, ঐ সর্দ্দার অধিকতর ক্ষমতাশালী। কাবুলের আমীরত্বলাভে উহাঁর দাওয়া আছে। ঐ প্রস্তাব মধ্যে একবার ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড রিপনের দৃঢ়তা-সংযুক্ত শিষ্টতা-নিবন্ধন উহা অবাধে চলিয়া আসিয়াছে। শেষে এই ফল ফলিয়াছে। আপাততঃ বোধ হইতেছে চারিদিকে সর্দ্দার ও প্রজারা আবদুল রহমানকে অকপটভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাঁহাকে কাবুলে আমীর বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। অন্য অন্য সর্দ্দারের সহিতও শান্তিসূচক সন্ধিপ্রস্তাব চলিয়াছে। লর্ড হার্টিংটন এই প্রকার সম্ভাবনা করেন, ইংরাজ সৈনিকগণ অল্প দিনের মধ্যেই কাবুল হইতে চলিয়া আসিয়া কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে অব-স্থিতি করিবে। কাবুলে কি প্রকার ঘটনা হয়, ঐ স্থান হইতে দেখা হইবে এবং যে সকল জাতি ইংরাজদিগের অনুগত, তাহাদিগকে রক্ষা করা হইবে। তাহার পর শরৎকালে সেনাগণ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবে। এখনও নূতন আমীরের সহিত রীতিমত বন্দোবস্ত করা হয় নাই। তাঁহাকে জানান হইয়াছে, কান্দাহার ও গন্দামক সম্বন্ধে কোন প্রকার বন্দোবস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাকে এ কথাও জানান হইয়াছে, ব্রিটিশভিন্ন বিদেশীয় কোন ব্যক্তি কাবুলের সহিত রাজনীতি সম্বন্ধে কোন প্রকার সম্পর্ক করিতে পারিবে না। আপাততঃ কিছু দিনের জন্য আমীরকে অর্থ দ্বারা সাহায্য দান করা হইবে এবং কাবুল হইতে যে সকল কামান কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা ফিরিয়া দেওয়া হইবে। কাবুলে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট রাখিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইবে না। সম্ভবতঃ মুসল-মানজাতীয় এক জন ব্রিটিশ প্রতিনিধি তথায় থাকিতে পারেন। তাঁহাকে বলা হইয়াছে, যদি তিনি ইংরাজদিগের মতে চলেন, আর তাঁহার বিনাপরাধে যদি কেহ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে আইসে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সাহায্য দান করিবেন। তাঁহার যদি আচরণ ভাল হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার রীতিমত সন্ধি হইবে। আপাততঃ তাঁহাকে কেবল অর্থ দ্বারা সাহায্য করি-বার অঙ্গীকার করা হইয়াছে।

এই রাজনীতি নিজেই নিজের গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমাদের আর ইহার গুণের পরিচয় দিবার প্রয়োজন হইতেছে না।

ভারতের রাজস্ব প্রণালী ও গ্লাডষ্টোন সাহেব।

ইংরাজেরা ভারতে না করিলেন, এমন কাজ

সোমপ্রকাশের অতিরিক্ত পত্র।

১৯ এ শ্রাবণ সোমবার।

বিজ্ঞাপন।

আদরিণী।

বঙ্গদর্শন, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, কল্পদ্রুম প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র সমূহের কতিপয় সুলেখক কর্ত্তৃক আদরিণী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী (১২ পেজি রয়্যালের ৩০ পৃষ্ঠা) আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ২ টাকা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন।

বালোড়
বাজহাট পোষ্ট আফিস
হুগলী।

শ্রীদ্বারকনাথ বিশ্বাস
আদরিণী কার্য্যাধ্যক্ষ

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড—গরাণহাটা—কলিকাতা।

অধুনা এই কার্য্যালয়ে মৃত অনরেবল বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহাশয়ের কৃত, Table of succession according to Hindu Law, মায় ডাক মাসুল ১॥০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়, এবং শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ বর্ম্ম মহাশয়ের কৃত নিম্ন লিখিত, ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল পাওয়া যায়। পুস্তক বিক্রেতাদিগকে উচিত মত কমিসন দেওয়া হইয়া থাকে।

পুস্তকের মূল্য মায় ডাক মাসুল।

মডার্ণ কমেন্স ১॥/০, হিষ্টরি অফ ইংলাণ্ড, ৳/০ প্রভাববর্ণ ১ ভাগ।/০ ঐ ২ য় ভাগ।/০ প্রাইমারি গ্রামার।১০ হিষ্টরি অফ বেঙ্গল।১০ আনা।

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল।
ম্যানেজর।

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের নবম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ইহা মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। উপন্যাস।
৩। গোলাপ
৪। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৫। মৃচ্ছকটিক।
৬। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৭। মনুসংহিতা।
৮। চন্দ্র।
৯। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দ ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

রোগশিদ্ধি রস।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সকল প্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাব কালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। এ ভিন্ন দুর্দ্দম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর, লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। সকল চিকিৎসা নিষ্ফল হইলে ইহা কখনই নিষ্ফল হইবে না। যদি নিষ্ফল হয় ঔষধের মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। ১ শিশি, মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকালপক্বতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষুর জ্যোতির্বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমুদয় বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, শুল্মবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, বক বক করা, ভুল বকা, হঠাৎ চীৎকার, হাসা, ক্রন্দন, খোঁচুনি এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে মন প্রফুল্ল হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

বীর্য্যোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পাঠাভ্যাস বাহুল্য, রাত্রি জাগরণ, অতি ইন্দ্রিয় পরবশতা, অনিয়মিত আহার, মেহ বিকার বা উহার নিশ্চেষ্টতা বশতঃ সকলে শুক্র ধাতু তরল, অধিক শুক্রস্রাব, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, ... সমস্ত এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের সকল ধাতু সংশোধিত হয় এবং সঙ্গে রতি শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৫ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা [illegible]
হরিতকী বাগান [illegible]

নাই, বড় বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করিয়া তুলিলেন। অসম্ভাবনীয় অচিন্তনীয় শোণ-সেতু নির্ম্মিত হইল। পর্ব্বতভেদ করিয়া রেলওয়ে করা হইল। যে হিন্দুসমাজের কোন কালে পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহাতে পরিবর্ত্ত স্রোত প্রবেশ করিল। অন্য কথা কি, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার এমনি বিপ্লব ঘটিয়াছে যে ভারত সাংক্রামিক রোগের চির বাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে। যে ইংরাজ মনে করিলে ভ্রূভঙ্গীতে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, সে ইংরাজ যে ভারতের রাজস্বপ্রণালীর দোষ সংশোধন করিতে পারিলেন না, উহাকে স্বস্থ অবস্থা সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিলেন না, তাহার পর বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে? ভারতের রাজস্ব প্রণালী এমনি কুটিল হইয়া আছে, কাহারো ইহাতে দন্তস্ফুট করিবার যো নাই। যত বড় রাজস্ববিৎ আসুন, তাঁহার অন্ধকারে সাপ খেলান হয়, তিনি কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না। কেহ যে কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রধান রাজপুরুষের ব্যবহার দ্বারাই সপ্রমাণ হইয়াছে। বৎসর শেষ হইতে বিলম্ব সহিল না, বিষম অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া লার্ড মেয়ো বৎসরের মধ্যভাগেই ইনকম টাক্স করিয়া বসিলেন। তাহার পরেই আবার লার্ড নর্থব্রুক অর্থের সচ্ছল অবস্থা দেখাইয়া ইনকম টাক্স রহিত করিলেন! ষ্ট্রাচি সাহেব ভারতকে বিলক্ষণ ধনশালী প্রতিপন্ন করিয়া কাবুল যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ব্যয় ভার তাহার স্কন্ধে চাপাইলেন। পরক্ষণেই আবার দশ কোটি টাকার ভ্রম প্রকাশ হইল! যে ইংলণ্ড আগে লোহাগাম ছিলেন, সেই ইংলণ্ডই দ্বৈতিন কাণ্ড দেখিয়া হতবুদ্ধিপ্রায় ও অপ্রতিভ হইয়া [illegible] ভারতের কিয়দংশ বহন করিতে উদ্যত হইলেন। প্রধান রাজস্ববিৎ উইলসন, ম্যাসি, টেম্পল [illegible] রাজস্ব প্রণালীর সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রাজস্বের এ অবস্থা থাকা কি শ্রেয়স্কর? [illegible] প্রভুশক্তির প্রধান অবলম্বন। সেই অবলম্বন যদি বিকলাঙ্গ হইল, প্রভুশক্তিও যে বিকল হইয়া [illegible] হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি?

ইউরোপের একজন প্রধান রাজস্ববিৎ গ্লাডষ্টোন সাহেব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থ হইয়াছেন। এ সময়ে যদি ভারতের রাজস্বপ্রণালীর বিশৃঙ্খলা দোষের সংশোধন না হয়, আমাদিগকে একান্ত হতাশ হইতে হইবে। তিনি রাজস্ব বিষয়ে ব্যুৎপন্ন-কেশরী। তিনি ইহার বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ। রাজস্ব প্রণালী সুশৃঙ্খল হইলে কি ইষ্ট, আর বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হইলে কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হয়, তিনি তাহা বিশেষ রূপে জানেন। এই নিমিত্তই আমাদের এত আগ্রহ জন্মিয়াছে যে তিনি মন্ত্রিপদে থাকিতে থাকিতে ভারতের রাজস্ব প্রণালীর একটী সুব্যবস্থা করিয়া দেন।

ইটালির রাজস্ববিৎ মৃত কাউণ্ট কেবর ও ফোলড ব্যতিরিক্ত গ্লাডষ্টোনের সদৃশ রাজস্ব বিষয়ে ব্যুৎপন্ন লোক আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের সমুদায় লোকে এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রশংসা করেন। অধিক কথা কি, তাঁহার শত্রুগণের মুখ হইতেও অনিচ্ছাক্রমে তাঁহার এ বিষয়ের প্রশংসা নির্গত হইয়া থাকে। গ্লাডষ্টোন সাহেবের রাজস্ব বিষয়ে যে কেমন অদ্ভুত ক্ষমতা, একটী উদাহরণ দর্শন করিলেই পাঠকেরা তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমেরিকার উভয়খণ্ডে যখন ঘোরতর সংগ্রাম হয়, সকলেই ইংলণ্ডের অর্থকৃচ্ছ্রের শঙ্কা করিয়াছিলেন, সে সময়েও তিনি ইংলণ্ডের নিম্নলিখিত আয় ব্যয়ের হিসাব দিয়াছিলেন।

আয়	টাকা
শুল্ক	২২১৮০০০০০
আবকারী	১৭৬০০০০০০
ষ্টাম্প	৯[illegible]০০০০
কর	৩১৬০০০০০
ইনকম টাক্স	১০৫০০০০০
পোষ্ট আপীস	[illegible]
রাজকীয় ভূমিসকল	[illegible]
অন্য অন্য প্রকার	[illegible]
চীনদেশীয় যুদ্ধের [illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]

ব্যয়	টাকা
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
রাজস্ব আদায়ের ব্যয়	[illegible]
অন্য অন্য ব্যয়	৮[illegible]
সর্ব্বব্যয়	[illegible]

ব্যয় অপেক্ষা [illegible] টাকা অধিক আয় হইয়াছিল। গ্লাডষ্টোন সাহেব এই উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয়ে সঞ্চিত না রাখিয়া নানা প্রকার কর কমাইয়া দেন। ইনকম টাক্স সাত পেনি ছিল, পাঁচ পেনি অর্থাৎ শতকরা একটাকা চৌদ্দ আনা করা হয়। যাঁহাদিগের পনর শত টাকার অনধিক আয়, তাঁহাদিগকে ইনকম টাক্স হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন চা প্রভৃতি [illegible] দ্রব্যের কর কমাইয়া দেওয়া হয়।

আমরা উপসংহারে পুনর্ব্বার কহিতেছি, তিনি রাজস্ব প্রণালীর গুণজ্ঞ ও মর্ম্মজ্ঞ বলিয়া আমরা তাঁহাকে এত জিদ করিতেছি। তিনি যদি ভারতের রাজস্ব-প্রণালীর একটী সুব্যবস্থা করিয়া না দেন, শীঘ্র ইহার সুব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা নাই। রাজস্বের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্টেরও যেমন লাভ হয়, প্রজারাও তেমনি সুখে থাকে। তাহা হইলে অতি অল্প করে সকল কার্য্যেই সুসম্পন্ন হয়। রাজস্বের গোলযোগ থাকিলে কোন দিকেই সুসম্পন্ন হয় না এবং প্রজাগণকে নূতন নূতন করে নিয়ত উত্ত্যক্ত হইতে হয়। রাজস্বের সুব্যবস্থা থাকায় তৃতীয় নেপোলিয়নের সুরম্য রাজ্য হইতে নানা উপায়ে ২৫ কোটী টাকা মাত্র আদায় হইত। তাহাতেই রাজ্যের সকল ব্যয় কুলাইয়া যাইত। অথচ সেই সময়ে রোমীয় রাজ্যে ২৫ কোটি টাকার অধিক আয় হয় নাই। কিন্তু গ্লাডষ্টোনের কার্য্যকালে এক ইংলণ্ডে ২৬৩০০০০০০০ টাকা কেবল শুল্ক স্বরূপ আদায় হইয়াছিল। [illegible] সময়ে [illegible] দেশের ব্যয় কেবল এক শুল্ক হইতে চলিত।

গ্লাডষ্টোন সাহেবের আর একটী বিশেষ [illegible] এই, তাঁহার রাজস্ব সচিব পদে আবশ্যক হইলে তিনি নূতন কর করিতেন। আবার রাজস্বের অসচ্ছল দেখিলে তাহা তুলিয়া দিতেন। যাহা হউক গ্লাডষ্টোন সাহেব যদি ভারতের রাজস্ব প্রণালীর দোষ সংশোধনে প্রবৃত্ত হন, ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে কেবল সর্ব্বাংশে [illegible] হইবার সম্ভাবনা নাই। এ কথাটী যেন তাঁহার স্মরণ থাকে।

লর্ড রিপন অমরত্ব লাভ করুন!

আমরা [illegible] গ্রহণ করিয়া তিনি যে [illegible] আর অলৌকিক বলিয়া [illegible] এ নামে আমরা [illegible] মহাসমারোহে শান্তি-প্রাপ্ত [illegible] আমাদিগের [illegible] লোক [illegible] উদ্ধার জন্য [illegible] বিদায় দিয়াছেন, তাই আমরা হৃষ্ট হইয়া হস্ত তুলিয়া এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, "লর্ড রিপন অমরত্ব লাভ করুন" পাঠক! তা নয়। আমাদের শাস্ত্রে, বেদ এই এক জন্মেই নানা জন্ম ও অমরত্ব লাভের নানা পন্থা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা দ্বিজ শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ইহারা যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন, তখন এক জন্ম, আবার উপনয়ন কালে আচার্য্যের নিকট [illegible] বেদ শিক্ষা করেন, তখন এক জন্ম। [illegible]

শিক্ষার কাল দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, ধার্ম্মিকব্যক্তিদিগের কেবল দুটী মাত্র জন্ম নয়, তাঁহাদের এক একটী মহৎ কার্য্য-কালকে এক একটী জন্ম-কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হয় না। শেষে শাস্ত্রকারেরা "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই বলিয়া অমরত্ব লাভের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। আমরাও ধার্ম্মিকবর মহানুভব লার্ড রিপনকে সেই পথের পথিক হইতে অনুরোধ করিতেছি। তিনি স্বদেশের মায়া, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের স্নেহ, পরিত্যাগ করিয়া দূরতর ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। এখানে একটী কীর্ত্তি রাখিয়া যাউন। তাহা হইলেই তাঁহার চিরজীবন ও অমরত্ব লাভ হইবে।

ভারত কীর্ত্তিসেতু নিপাত করিবার যেমন যোগ্য স্থান, বোধ হয় এমন আর কোন দেশ নাই। সৎকার্য্য না করিলে আর কীর্ত্তি হয় না, ভারতে এত বিষয়ের অভাব আছে, যে এখানে বিনা ক্লেশে বা অল্প ক্লেশে একপ শত শত সৎকার্য্য করিতে পারা যায়, যদ্দ্বারা অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ হইতে পারে। আমরা মহানুভব লার্ড রিপনকে একটী মহত্তর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করিতেছি। সেটী এই—ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের অনেক বিষয়ে অরুচিকর অনুদার পক্ষপাত আইন ও ব্যবহার আছে। তন্নিবন্ধন নানাপ্রকার অনিষ্টও ঘটিতেছে। প্রথম, সকল প্রজার প্রতি সমান ব্যবহার করা যে রাজধর্ম্ম, তাহার লঙ্ঘন হইতেছে। দ্বিতীয়, সভ্য নামে কলঙ্ক পড়িতেছে। তৃতীয়, যাহাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ [illegible] পরিণত হইয়া উঠিতেছে, [illegible] উপেক্ষা করা হয়, তাহারা [illegible] হইতেছে। এ অবস্থায় প্রভুশক্তির মূল যে রাজা ও প্রজার অনুরাগ-সূত্রে পরস্পর বন্ধন, তাহা [illegible] হইতেছে। লার্ড রিপন যদি এই অনর্থের উন্মূলন করিয়া সমদর্শিনী শাসনপ্রণালীর স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অমরত্ব লাভ [illegible] নাই।

যদি বলেন, সমদর্শিনী শাসন-প্রণালীর প্রতিষ্ঠা [illegible] বিষম গোলযোগ ঘটিয়া উঠিবে, ইউরোপীয়েরা [illegible] হইবেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের [illegible] হইবেন, তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভ্রুকুটী-[illegible] গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের [illegible] অনিষ্টকর। গবর্ণমেণ্ট [illegible] করেন, তাহাতে [illegible] পায়। যে নীতি [illegible], যে নীতির অনুসরণ করা সভ্য ও মহৎ গবর্ণমেণ্টের উচিত নয়। এ প্রকার নীতি যে কেমন অনিষ্টকারিণী বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি এ ভয়ের অপনোদন না করেন, সাহসী হইয়া যদি কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন; তাঁহারা কখনই উদার শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন না। এক সম্প্রদায়ের ভয়ে অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করা কি এক প্রকার অত্যাচার নয়? ইংলণ্ডে কি এক সময়ে এ প্রকার অত্যাচার হয় নাই? লার্ডেরা কি এক সময়ে গবর্ণমেণ্টকেও তুচ্ছ করিয়া নিজ হস্তে অসীম ক্ষমতা গ্রহণ করে নাই? ভদ্র লোকদিগকে কি অনিচ্ছু হইয়াও ঐ উদ্দৃপ্ত লার্ডদিগের অনুগত থাকিয়া কষ্টে জীবন যাপন করিতে হয় নাই? তাহারা কি পরম স্পৃহনীয় ধন স্বাধীনতায় বিসর্জ্জন দিয়া ঐ গর্ব্বিত লার্ডদিগের অনুগত থাকিয়া দীনভাবে কালযাপন করে নাই? নরম্যাণ্ডির ডিউক উইলিয়ম যখন ইংলণ্ড জয় করেন, তখন কি এই ভাবের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় নাই? আংলো শাকসনেরা কি তাহাদিগের পৈতৃক ভূসম্পত্তি ও অন্য অন্য স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হয় নাই? নরমানেরা কি বলপূর্ব্বক ঐ সকল হরণ করিয়া লয় নাই? যদি অ্যাংলো শাকসনদিগের ঐ অবস্থা আজও থাকিত, আজও যদি গর্ব্বিত নরম্যানদিগের প্রাধান্য বিলোপ না হইত, তাহা হইলে কি ইংলণ্ডের এই শ্রী, এই মহিমা, এই প্রতাপ, এই জগন্মান্যতা লাভ হইত?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি ইউরোপীয়দিগের ভয়ে উদার শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হন, কোন কালে ভারতের মঙ্গল হইবে না; কখনই গবর্ণমেণ্ট কলঙ্ক-মুক্ত হইতে পারিবেন না। লার্ড রিপন যদি উদার শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ হইবে, তিনি মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় চিরজীবী হইয়া ভারতকেও চিরজীবী করিয়া তুলিতে পারিবেন। বৃহৎ একটী নূতন কাণ্ড করিতে গেলেই তাহার পূর্ব্বে নানা প্রকার আপত্তি আতঙ্ক ও বাধা উপস্থিত হয়। যখন ইংলণ্ডে প্রথম রেলওয়ে সৃষ্টি হয়, সে সময়ে অনেকে অনেক প্রকার আতঙ্ক ও আপত্তির কথা উত্থাপন করিয়াছিল, অধিক কি তাহারা এ ভয় প্রদর্শনও করিয়াছিল, যে রেলগাড়ির শব্দে গর্ভিণীর গর্ভপাত হইয়া যাইবে। অতএব যদি ইউরোপীয়েরা উদার শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন প্রকার অনিষ্টের শঙ্কা প্রদর্শন করেন, ঐরূপ উপসাহকর হইবে সন্দেহ নাই। একবার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে ক্রমে তাহা সকলেরই সহজ হইয়া আইসে। এদেশীয়দিগকে যখন ইংরাজী শিখাইবার প্রথম প্রস্তাব হয়, তখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি অনেকে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ভারতে সমাচার পত্রের স্বাধীনতা প্রদানকালেও অনেক প্রকার আপত্তি হইয়াছিল।

যে রাজা প্রজা-হিতৈষী না হন তিনি রাজাই নন। প্রকৃতিরঞ্জনই রাজশব্দের অর্থ। যাঁহার প্রজার দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ জ্ঞান না থাকে, যিনি প্রজার হিত-চেষ্টা না করেন, প্রত্যুত অনিষ্ট চেষ্টা পান, তিনি রাজপদের যোগ্য নহেন। লার্ড বেণ্টিঙ্ক এদেশীয়দিগকে বিচারপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাম এদেশীয়দিগের হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া আছে। মহানুভব লার্ড ক্যানিংও কুপরামর্শদায়ী ইউরোপীয়দিগের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া এদেশীয়দিগের প্রতি সদয় ও উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে এদেশীয়েরা আজও রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া উঠেন। তাঁহারা যেমন অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, লার্ড রিপনও অবিলম্বে অমরত্ব কীর্ত্তি লাভ করুন, উপসংহারকালে আমাদের এই প্রার্থনা।

যাহারা বলেন, এ দেশীয়েরা আজও উদার শাসন-প্রণালীর অঙ্গভূত হইবার যোগ্য হন নাই, তাঁহাদের সে কুতর্কবাদ মাত্র। ইহাঁরা যোগ্য হইয়াছেন কি না পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে কিরূপে প্রমাণ হইবে? লর্ড বেণ্টিঙ্ক যখন এ দেশীয়দিগকে বিচারপতি পদ প্রদান করেন, তখনও এইরূপ অযোগ্যতার আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যদি সেই আপত্তি শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিমুখ হইতেন, তাহা হইলে কি আজ আমরা ধর্ম্মাধিকরণগুলি এ দেশীয় বিচারপতি দ্বারা অলঙ্কৃত দেখিতে পাইতাম? তাহা হইলে কি আজ হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের মুখে এ দেশীয়দিগের প্রশংসা শুনিতে পাইতাম?

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গদেশে রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর প্রভৃতি উপাধির ছড়াছড়ি হইয়া গেল, বঙ্কিম বাবুর অপেক্ষা শত গুণে হীন ব্যক্তিও পুরস্কৃত হইলেন, কিন্তু সুপণ্ডিত সুবুদ্ধি সুদক্ষ পুরস্কারের যথার্থ যোগ্য পাত্র বঙ্কিম বাবু উপেক্ষিত হইলেন, এটী যথার্থ দুঃখের বিষয়। আমাদের হুগলীস্থ সংবাদদাতার এ নিমিত্ত ক্ষোভ করা অসঙ্গত হয় নাই। বাঙ্গালিরা কে কেমন তাহা আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইডে সাহেবের অবিদিত নাই। এ বিষয়ে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার নিকটে গুণের যথার্থ সমাদর হইয়া থাকে। ঈদৃশ গুণজ্ঞ ব্যক্তি

বঙ্কিম বাবুর সদৃশ গুণী ব্যক্তিকে যে বিস্মৃত হইলেন, ইহা অধিকতর বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমাদের হুগলীস্থ সংবাদদাতা এ বিষয়টী লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের স্মরণপথে উপস্থিত করিয়া উচিত কাজই করিয়াছেন। তিনি আমাদের অপেক্ষা বঙ্কিম বাবুর বিষয় অধিক জানেন। এই হেতু আমরা তাঁহার পত্র খানি এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত বা সম্মানিত হন, এটী সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত বা সম্মানিত হইলে যেমন ইষ্ট ও সুখের কারণ হয়, অযোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত বা সম্মানিত হইলে সেইরূপ অনিষ্ট ও অসুখের কারণ হইয়া থাকে। যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত হইলে অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ দৃষ্টান্ত দেখিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে তৎপর হন, অযোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত হইতে দেখিলে তাঁহারা নিরুৎসাহ হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে থাকেন। অতএব গবর্ণমেণ্টের উচিত তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে উপযুক্ত ও বহুদর্শী ব্যক্তিগণকে পুরস্কৃত বা সম্মানিত করেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে পৃথিবীতে অনেক উৎকৃষ্ট হীরক পাওয়া যায়। যাঁহারা কোহিনুরকে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য হীরক মনে করেন, তাঁহারা মহাভ্রমে পতিত আছেন।

ভারতের প্রিয় রত্ন, বঙ্গদেশের প্রিয় পুত্র, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সমাজের মুকুট, বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের অন্যতম ভূষণ, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি, এ, কাঁটালপাড়ার চট্টোপাধ্যায়-কুলকেশরী, হুগলীর সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নামলিখিত শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ই অদ্য আমাদিগের প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

মানবগণ সুশিক্ষিত হইলে যে সকল [illegible] [illegible] অধিকারী হন, বঙ্কিম বাবুতে তাহার অনেক গুলি [illegible] আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সমাজের মুকুট। স্বাধীনচিত্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, তীক্ষ্ণদর্শিতা প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকিলে লোক প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, বঙ্কিমবাবুর সে সমস্ত গুণই আছে। আবার যে বিচারপতি আত্মীয় বন্ধু বান্ধব বা অনুগত ব্যক্তিগণের স্বার্থপরতামূলক চীৎকারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অথবা উপরিপদস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত না হইয়া পক্ষপাতশূন্য হইয়া নির্ভয়-চিত্তে অকম্পিত-হস্তে বিচারের তুলাদণ্ড ধারণ করিতে পারেন, তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচারকতা ও তেজস্বিতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমরা বঙ্কিম বাবুর এই গুণটী দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হই। ইঁহার সকল কার্য্যেই বহুদর্শিতা আছে। কি ফৌজদারী মোকদ্দমায় কি কালেক্টরীর কার্য্যে কি জেলখানার কার্য্যে, কি আবগারীর কার্য্যে, কি রোডসেসের কার্য্যে কি মিউনিসিপাল কার্য্যে বঙ্কিম বাবুকে যে কার্য্যেই নিয়োজিত করা হউক, ইনি সকল কার্য্যেই দক্ষ ও পটু। আমরা স্বজাতি-পক্ষপাত দোষে দূষিত হইয়া কহিতেছি না। সত্য কথা বলিতে কি, অনেক ইংরেজ জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট অপেক্ষাও বঙ্কিম বাবু যোগ্য ও বহুদর্শী একজিকিউটিভ অফিসার। বাঙ্গালি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের কথা দূরে থাকুক, আমরা জানি অনেক জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও অফিসিয়েটিং মাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্য্য বিশেষে গোলযোগ হইলে বঙ্কিম বাবুর মতামত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য বিষয়ের অবসর উপস্থিত। "গুণী গুণং বেত্তি" আমাদিগের মাননীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সার এসলি ইডেন মহোদয় গুণগ্রাহী লোক। বিশেষতঃ ইনি বাঙ্গালিদিগের পিতৃস্থানীয়। ইডেন সাহেব গুণ দেখিয়া অন্যান্য বিভাগে অনেক বাঙ্গালিকে উচ্চ পদে নিয়োজিত করিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। তবে তাঁহার পক্ষপাতশূন্য সুশাসনের সময় বঙ্কিম বাবুর সদৃশ ব্যক্তিগণ পুরস্কৃত বা সম্মানিত না হন কেন? এটি নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে।

উপসংহার কালে আমরা মহামান্য ইডেন মহোদয়ের নিকটে [illegible] সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, তিনি বঙ্কিম বাবুকে [illegible] অথবা তৎসদৃশ একটী [illegible] নিয়োজিত করিয়া তাঁহাকে [illegible] এবং [illegible] অনন্ত কীর্ত্তি রাখিয়া যাউন।

ইমাম্বাড়ী [illegible] ৩১ এ জুলাই ১৮৮০ খৃ.	[illegible] [illegible] [illegible]

চাকুরিয়া গ্রাম ও মিউনিসিপালিটী।

চাকুরিয়া গ্রামটী কলিকাতার [illegible] সাউথ সুবর্বন নামে যে মিউনিসিপালিটী আছে, [illegible] তাহার অন্তর্গত। কলিকাতার এত নিকটে [illegible] কলিকাতা কখন [illegible] করেন, [illegible] গিয়া উহার গায়ে লাগিবে। এত নিকটবর্ত্তী হইলেও ঐ গ্রামের রাস্তা ঘাটের কথা গ্রামবাসিদিগের নিকট যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে আমাদের অতিশয় হাস্যবোধ হইল। গ্রামবাসিরা বলেন, দশ [illegible] বৎসর হইল, চাকুরিয়া উলুবেড়িয়া প্রভৃতি কয়েকটী গ্রাম উক্ত মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এই দীর্ঘকাল মধ্যে উক্ত গ্রামগুলির উন্নতি সাধন বিষয়ে কোন প্রকার চেষ্টা করা হয় নাই। রাস্তাঘাট প্রভৃতি পূর্ব্বে যেমন [illegible] ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। বিশেষতঃ বর্ষাকালে গ্রামগুলির দুর্দ্দশা দর্শন করিলে মনে যার পর নাই কষ্ট উপস্থিত হয়। আমরা মিউনিসিপালিটি সভার অধ্যক্ষকে অনুরোধ করিতেছি তিনি একবার স্বচক্ষে গ্রাম গুলির অবস্থা দর্শন করিয়া আসুন। রাস্তাগুলি কর্দ্দমে এরূপ পরিপূর্ণ যে ভদ্র লোকে বর্ষাকালে গ্রাম মধ্যে গমনাগমন করিতে পারেন না।"

কি আশ্চর্য্য? নগরের নিকটবর্ত্তী একটী প্রধান মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রামের [illegible] এরূপ দুর্দ্দশা! কাদার ভয়ে ভদ্র লোকে গ্রাম মধ্যে যাইতে চান না! মিউনিসিপালিটি যদি রাস্তাঘাটের উৎকর্ষ সাধন না করেন, তবে সে মিউনিসিপালিটীতে প্রয়োজন কি? চাকুরিয়াতে কি নামে মিউনিসিপালিটী, কাজে নয়? গ্রামবাসীরা কি ট্যাক্স দেন না? তাঁহারা যদি ট্যাক্স দেন এমন হয় তবে কেন রাস্তা ভাল হয় না? যদি রাস্তা করিয়া না দিলেন, তবে মিউনিসিপালিটী ট্যাক্স [illegible] চাকরিয়ার ট্যাক্সের টাকা কিসে ব্যয় হয়? কেবল এক কনষ্টেবলে কি সমস্ত টাকা উদরসাৎ [illegible] তাহার উদরে কি ভস্মকীট আছে?

আমরা আর একটী কথা শুনিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। গ্রামবাসীরা [illegible] মিউনিসিপালিটীর অধ্যক্ষের নিকটে রাস্তা [illegible] করিবার প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি গ্রামবাসীদিগের নিকটে চাঁদা চাহিয়াছেন। [illegible] মিউনিসিপাল [illegible] দিবেন, আবার [illegible] করিবার নিমিত্ত [illegible] দিবেন? এ কি বড় চমৎকার কথা! যেখানে মিউনিসিপালিটী নাই, সেখানেও ও [illegible] অনেক [illegible] রাস্তা [illegible] [illegible] মিউনিসিপালিটীমধ্যে [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মিউনিসিপালিটীতে বাস? রাস্তা ভাল হইল [illegible] [illegible] ভাল পথ হইল না, বিশুদ্ধ পানীয় [illegible] হইল না, মিউনিসিপালিটীতে বাস করিয়া কোন সুখই হইল না, সুখের মধ্যে কেবল [illegible] সরকারের গৌণনামা ভিরস্কার, আর [illegible] দেওয়া যেখান।

চাকুরিয়া গ্রামটী সাউথ সুবর্বন মিউনিসিপালিটীর যে অন্তর্গত হইয়া আছেন, তাই জানি, [illegible]

[illegible]ছি, [illegible] অনর্থের মূল হইতেছে। রাজপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি যত দিন ঐ মিউনিসিপালিটীর অন্তঃপাতী ছিল, ততদিন তাহাদেরও ঐরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছিল কিন্তু এখন স্বতন্ত্র হওয়াতে সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি এখন সেখানে রাস্তা পাকা হইতেছে, কিন্তু কেহ [illegible]ভিন্ন স্বতন্ত্র চাঁদা চাহে না।

যাহা হউক, আমরা চাকুরিয়াবাসীদিগকে এই পরামর্শ দিতেছি, তাঁহারা পুনরায় মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করুন। যদি তাঁহারা তাহাতে [illegible] না করেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করিবেন। আমাদের ন্যায়পরায়ণ লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কখনই তাঁহাদের প্রার্থনা-বাক্যে উপেক্ষা করিবেন না।

কাবুলে আকস্মিক বিপৎপাত!

আবদুল রহমান কাবুলের আমীর হইলেন, সকল আপদের শান্তি হইল, ইংরাজ সৈন্যেরা সত্বর কাবুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবে, ইউরোপীয় সমাচার অবলম্বন করিয়া এই সংবাদগুলি লিখিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিতে না দিতে, সুস্থ ও নিশ্চিন্ত ভাবে নিশ্বাস ফেলিতে না ফেলিতে, সঙ্কুচিত অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করিতে না করিতে, কুঞ্চিত হস্ত বিস্তারিত করিতে না করিতে সংবাদ পাইলাম, কান্দাহারে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। আয়ুব খাঁ [illegible] হাজার পদাতি [illegible] হাজার অশ্বারোহ সৈন্য ও [illegible] কামান লইয়া কান্দাহারে বরোসের [illegible] সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া হতাহত ও [illegible] করিয়াছে। উক্ত সেনাপতির [illegible] [illegible] আসিয়াছেন। আমরা শুনিয়া অতি [illegible] হইলাম নিম্নলিখিত প্রধান সৈনিক [illegible] ও আহত হইয়াছেন।

হত	আহত
[illegible] টনাণ্ট ই, অসবর্ন	মেজর জি, ব্লাকউড
[illegible]	লেপ্টেনাণ্ট এচ লাইক
[illegible] আসানে[illegible]	কাপ্তেন এম, মেনি
[illegible]	লেপ্টেনাণ্ট জে, তিড
[illegible]	কর্ণেল এচ, আণ্ডার্সন

[illegible] যে কত হতাহত হইয়াছে, [illegible] [illegible] হইতে [illegible] হইতেছে। রবার্ট স্যাণ্ডিমান, [illegible] প্রভৃতি সেনাপতিরা সৈন্য সামন্ত লইয়া কান্দাহারের অভিমুখে যাইতেছেন। কাবুলের [illegible] শেষ হইল মনে করিয়া যাঁহারা প্রত্যাগত হইতেছেন, তাঁহাদের [illegible] [illegible] ফিরিয়াছেন। [illegible] প্রথম [illegible] না হইয়াছিল, আয়ুবের সহিত যুদ্ধে তাহার [illegible] বাঁধিয়াছে। খেলাতের খাঁ অশ্ব উষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সেনাপতি বরোসের অধীনে ২৪ শত মাত্র সৈন্য আছে। জেনরল প্রিমরোজের (যাঁহাকে শত্রুরা ঘেরাও করিয়াছে) অধীনে ৩ হাজার মাত্র সৈন্য আছে। দুইদল সৈন্য উহাদিগের সাহায্যার্থ কান্দাহারে উপনীত হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতেও সৈন্য আসিতেছে। এইরূপ জনরব রুশেরা আয়ুব খাঁর সৈন্যদিগকে তোপ ছুড়িবার কৌশল দেখাইয়া দিতেছে। সেনাপতি প্রিমরোজের নিকটে ৪০ টী বড় কামান রহিয়াছে। শুনা যাইতেছে, আয়ুব সত্বরেই খুস্কি হইতে ইংরাজ সেনাপতি প্রিমরোজকে বাহির করিয়া দিবেন এবং তাঁহার [illegible]রাটী সৈন্যেরা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবে। সমস্ত রক্ষিত সৈন্য সেনাপতি প্রিমরোজের সাহায্যার্থ যাইতেছে। আবদুল রহমান ঘুটাই নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন। শত্রুরা ঐ স্থানও আক্রমণ করিয়াছে। চেম্যান হইতে তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য গিয়াছে।

আবদুল রহমানের আমিরী লাভ সম্বন্ধে আমরা যে প্রস্তাব লিখিয়াছি, তাহাতে পাঠক দেখিবেন লার্ড হার্টিংটন কাবুলের যুদ্ধ শেষ হইল মনে করিয়া যে আনন্দ প্রকাশ করেন, আমরাও তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু আমাদের মন প্রসন্ন হয় নাই। আমরা ঐ প্রস্তাবেই লিখিয়াছি, কাল রণমদে যোধগণকে মাতাইতেছে। কাবুল যে নির্ব্বিবাদ ও নিষ্কণ্টক হইল, আমাদের মনে এরূপ প্রত্যয় হয় নাই। তাহার কারণ এই, সর্দ্দারেরা আবদুল রহমানের আমীরত্ব লাভে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অভিনন্দন করেন নাই। আবদুল রহমান যে আমীর হন, সে বিষয়ে অনেকেরই অনিচ্ছা। কাবুলীরা যে প্রকার চঞ্চল, এরূপ অনিচ্ছাসত্ত্বে আবদুল রহমানের আমিরী পদ লাভে কাবুল নির্ব্বিঘ্ন হইল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা চিত্তের প্রীতিকর হয় না। নূতন মন্ত্রি সম্প্রদায়েরও কাবুল সম্বন্ধে ২টী ভ্রম ঘটিয়াছে। এক, আবদুল রহমানকে জিদ করিয়া আমীর করা। দ্বিতীয়, তাঁহাকে শক্তিশূন্য করিয়া আপনাদিগের মুষ্টিমধ্যগত করা। সর্দ্দারদিগের কোন রূপে এরূপ ইচ্ছা নয় যে কাবুলে কোন প্রকার ইংরাজ প্রভুত্ব থাকে। ইংরাজেরা কাবুলে একটী সভা করিয়া সর্দ্দারদিগের সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগের মনোনীত ব্যক্তিকে যদি কাবুলের আমীর করিতেন এবং তাঁহাকে কোন প্রকার নিয়মে বদ্ধ না করিয়া যদি স্বাধীনতা দান করিতেন, তাহা হইলে এ বিপদ ঘটিত না।

এখন কি করা কর্ত্তব্য? এখন ইংরাজজাতি উন্মত্ত হইয়াছেন। এ সময়ে তাঁহারা যে কোন পরামর্শ করুন, তাহা বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। অসভ্য জাতির নিকটে পরাভব! ইহা কি ইংরাজের সদৃশ তেজস্বী বা গর্ব্বিত জাতির সহ্য হওয়া সম্ভাবিত হয়? এখন সকলেরই চেষ্টা হইয়াছে, যে কোন রূপেই হউক আয়ুব খাঁকে সদলে সংহার করিয়া ব্রিটিশ মাহাত্ম্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য; ব্রিটিশ মাহাত্ম্য রক্ষা করা যে কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল সৈন্য পাঠাইয়া যুদ্ধ করিলেই যে সেই মাহাত্ম্য রক্ষা হইবে তাহার প্রমাণ কি? ইংরাজেরা মত্ত হইয়া যুদ্ধ করাই যদি কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করেন, কাবুলে অপর কুরুক্ষেত্র কাণ্ড উপস্থিত হইবার অসম্ভাবনা নয়। কাবুলও উৎসন্ন হইবে, ইংরাজেরাও অবসন্ন হইয়া পড়িবেন। শেষে হয় ত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ন্যায় উভয় দলের জন কয়েক লোক মাত্র জীবিত থাকিবে। এখনকার কর্ত্তব্য এই, আবদুল রহমানকে যখন আমীর করা হইয়াছে, তখন আর তাহার পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর সেয়ার আলি যেরূপ স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতেন, ইহাঁকেও সেইরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হউক, তাঁহার হিরাট কান্দাহার প্রভৃতি যে সকল স্থানে অধিকার ছিল, ইহাঁরও সেই সেই স্থানে অধিকার হউক। ইংরাজেরা যাহাকে কান্দাহারের অধিপতি করিয়াছেন তাঁহাকে তথা হইতে অপসারিত করিয়া আপনাদিগের অধিকার মধ্যে তাঁহাকে কোন উচ্চ পদ দান করুন। আয়ুবের প্রতি বৈরসাধন চেষ্টা ও অন্য প্রকার যুদ্ধ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আবদুল রহমান যাহাতে পদস্থ থাকিতে পারেন, সেই চেষ্টা করা হউক। তিনিও সর্দ্দারদিগকে হস্তগত করিবার কৌশলপূর্ণ সান্ত্ব উপায় অবলম্বন করুন। কাবুলে গিয়া ইংরাজদিগের যে অপমান হইবার হইয়াছে। আমরা যে পরামর্শ বলিলাম, উহার অনুরূপ কর্ম্ম করিলে কথঞ্চিৎ মানরক্ষা হইতে পারে। তাহা না করিয়া যদি কাবুলের প্রতিব্যক্তিকে, স্ত্রী বালক বৃদ্ধ ভেদ না করিয়া তোপে উড়াইয়া দেওয়া হয়, প্রত্যেক পর্ব্বতকে তোপে ভগ্ন করিয়া এক এক খানি পাথর নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত করা হয়, প্রত্যেক বৃক্ষ ছিন্ন করিয়া শাখা প্রশাখাদি ভগ্ন করা হয়, বারুদরাশি নিক্ষেপ করিয়া যদি কাবুলের যাবতীয় নদী শুষ্ক করিয়া ফেলা হয়, কিছুতেই অবমাননার পরিশোধ হইবে না। তাহাতে কেবল আর এক প্রকার অবমাননা হইবে। বিজ্ঞ লোকেরা ইংরাজদিগকে অসভ্য জ্ঞান করিবেন। অতএব বৈরনির্যাতনার্থ আর নূতন যুদ্ধের অনুষ্ঠান না করিয়া আবদুল রহমানকে বদ্ধমূল করিবার নিমিত্ত যে অনুষ্ঠান করা আবশ্যক হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই ইংরাজদিগের মানরক্ষা হইবে।

অনেকে অনুমান করিতেছেন রুশেরা ইহার

মধ্যে আছে। আমাদিগের কিন্তু সে অনুমান হয় না। রুশের আতঙ্কাই ত কাল হইয়াছে। এই অলীক আশঙ্কায় ভীত হইয়াই ত ইংরাজেরা কর্ত্তব্য পথ দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহারা যদি ভীত না হইতেন, আজ এ বিপদ ভোগ করিতে হইত না। কাবুলীরা অসভ্য বটে, তাহাদের ভালরূপ বন্দোবস্ত নাই, ভালরূপ শিক্ষা নাই, অর্থের স্বচ্ছলতা নাই, কিন্তু তাহারা কাপুরুষ নয়। তাহাদের অসীম সাহস। তাহারা কিছুতেই বশীভূত হয় না। তাহারা অপরের সাহায্য না পাইলে যে যুদ্ধ করিতে পারে না, তাহা নয়। তাহাদের যদি ঐক্য থাকিত, যুদ্ধকার্য্যে যে সকল বন্দোবস্ত আবশ্যক তাহাদের যদি সে বন্দোবস্ত থাকিত, তাহা হইলে ইংরাজদিগের কাবুলে প্রবেশ করা কঠিন হইত সন্দেহ নাই। যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন কি তাহাদের নূতন? দোস্তমহম্মদের পুত্র আকবরও ইংরাজদিগকে এইরূপ বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন। তখন কি রুশেরা আসিয়া তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল? যাহা হউক উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, ইংবাজ রাজপুরুষেরা স্থির-চিত্তে কার্য্য করুন। যাহাতে আপনাদিগের মানরক্ষা হয়, কাবুলেও শান্তি স্থাপিত হয় এবং কাবুল উৎসন্ন না যায় সেইরূপে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কার্য্য করিলে সে অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইবেন না। আপনারা দোষ করিয়া অবৈধ বল প্রকাশ পূর্ব্বক কাবুলে প্রবেশ করিয়া উহাকে উৎসন্ন দেওয়া ধর্ম্ম ন্যায় ও যুক্তির অনুমোদিত নয়।

"ঈশ্বর সিদ্ধি!"

একেই ধর্ম্মসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আবার রাজবিহারী বাবুর প্রদর্শিত নাস্তিকতাবাদ প্রবল বাত্যাস্বরূপ হইয়া তাহাকে অধিকতর মাতাইয়া তুলিয়াছে। আমাদের অধিকসংখ্য পত্রপ্রেরক রাজবিহারী বাবুর পত্রের প্রতিবাদ করিয়া আমাদের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। সোমপ্রকাশে সে সমুদায়ের স্থান সমাবেশ হওয়া কঠিন। যদি সোমপ্রকাশে স্থান সমাবেশ হয়, ক্রমে ক্রমে সেগুলির আবির্ভাবের অসম্ভাবনা নয়। অদ্য আমাদের মাননীয় জামালপুরের সংবাদদাতার পত্রখানি গৃহীত হইল।

রাজবিহারী বাবু! আমরাও তোমাকে এই প্রসঙ্গে দুই চারিটী কথা বলি। তুমি যে নাস্তিকতাবাদ প্রচার করিয়াছ, এটী ভারতবর্ষে নূতন কাণ্ড নয়। ভারতে অনেক প্রকারের অনেক বড় বড় নাস্তিক হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও মত চির আদৃত হয় নাই। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, নাস্তিকতা নৈসর্গিক নয়। আস্তিকতা আর নাস্তিকতা এ উভয়ের মধ্যে কোন শব্দটীর সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টি হইয়াছে? আর্য্যজাতীয়দিগের বুদ্ধি যখন সরল ছিল, তখনই আস্তিকতা শব্দের সৃষ্টি হয়, তাহার পর যখন কতকগুলি আর্য্যের বুদ্ধি কুটপথগামিনী হয়, সেই সময়ে আস্তিকতার সহিত ন শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। মানুষের কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহার অন্যতর। যে বালকের সবে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, পড়াশুনা পদার্থ কি তাহা সে জানে না, কিন্তু একখানি পুস্তক বা পত্র যদি তাহার হস্তগত হয়, সে পড়িতে আরম্ভ করে। ঐরূপ পাঁচ জন বালক একত্র হইলেই পূজার ধুমধাম পড়িয়া যায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে স্বাভাবিক, বন্যদিগের ব্যবহার দ্বারা তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। তাহারা ধর্ম্ম বা ঈশ্বর পদার্থ কি জানে না ও বুঝে না। কিন্তু একটী উচ্চ স্থান বা বৃক্ষকে দেবতা বোধে পূজা করিয়া থাকে। ঈশ্বর যদি না থাকিতেন, তিনি কখন মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ বপন করিতেন না। যদি বল বালক ও বন্যদিগের ব্যবহার অনুকরণমূলক। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, অনুকার্য্য না থাকিলে অনুকরণ হয় না। প্রথম অনুকার্য্যের কে সৃষ্টি করিল? যিনি অনুকার্য্যের প্রথম সৃষ্টি করেন, তাঁহার হৃদয়ে কে প্রথম ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিল? ঈশ্বর যদি মনুষ্য হৃদয়ে ধর্ম্ম-বীজ নিহিত না করিতেন, ধর্ম্ম ও দেব পূজা সম্বন্ধে কখন অনুকার্য্য অনুকারক ও অনুকরণ প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হইত না। যে বস্তু স্বভাবতঃ না থাকে, তাহার অনুকরণে প্রবৃত্তি হয় না। যাহার স্বভাবতঃ লেশমাত্র দয়া নাই, সে কি দয়ার কার্য্যের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়? অধিকাংশের মত ধরিয়াই সকল কাজ হইয়া থাকে। সেই অধিকাংশের মত ধরিয়া **বিচার** করিতে গেলেও ঈশ্বরসত্তা সপ্রমাণ হইতেছে। আমাদের জামালপুরস্থ সংবাদদাতা এই মত অবলম্বন করিয়া বিচার করিয়াছেন। তাঁহার পত্রখানি এই:——

"ঈশ্বর আছেন ইহাও আবার বিচার করিতে হইল! হায় হিন্দু সমাজের কি অধঃপতন! যে হিন্দু সন্তানেরা একখানি সামান্য পত্র লিখিতে হইলেও ঈশ্বরের নাম লিখিয়া তবে অন্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে শিক্ষা দেন; তাঁহাদেরই সন্তান সন্ততিকে এখন কি না বুঝাইতে হইল ঈশ্বর আছেন!!

শ্রীযুক্ত বাবু রাজবিহারী দাস আপনার ১৪ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে বঙ্গদর্শন হইতে অধিকাংশ কয়েকটী যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বর অসিদ্ধ প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন দেখিয়া বাস্তবিক দুঃখিত হইলাম। তিনি যে নাস্তিক, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না, নাস্তিক যে কেহ হইতে পারে ইহাও আমাদের ধারণা হয় না। যে মিলকে নাস্তিক বলিয়া আমাদের যুবকেরা মস্তকভূষণ জ্ঞান করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই মিলের কৃত "থিউমস থিইজম" নামক গ্রন্থে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি আশ্চর্য্য উদার ও গম্ভীর মত সকল প্রচারিত হইয়া জনসমাজকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে! আমরা ঈশ্বরকে মানিব না কিন্তু ঈশ্বরপ্রতিবাদীকে মানিব, কি আশ্চর্য্য কৃতজ্ঞতা!! প্রমাণ আছে বলিয়াই ঈশ্বর সিদ্ধ। তিনি সাংখ্যের যে তিনটী প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তদতিরিক্ত আর একটী চতুর্থ প্রমাণ আছে, তাহা "আত্মপ্রত্যয়।" যাক্ একবার সাংখ্যদর্শনকারের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াই দেখা যাউক, ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারেন কি না। আর্য্যদিগের দর্শনশাস্ত্র মধ্যে ছয়খানি প্রধান। তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

১। গৌতমকৃত ন্যায় দর্শন।
২। কণাদকৃত ঐ (বৈশেষিক)
৩। কপিলকৃত সাংখ্যদর্শন (নিরীশ্বরবাদ)
৪। পতঞ্জলিকৃত সেশ্বর সাংখ্য ও যোগ।]
৫। জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসা।
৬। ব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা।

এই ষড়দর্শন শাস্ত্রই ঈশ্বর সম্বন্ধে অপূর্ব্ব অমূল্য সত্য প্রচার করিয়া ভারতের অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই সব দর্শনশাস্ত্র আছে বলিয়াই কি হামিল্টন, কি ব্রাউন, কি স্পেন্সর, কি মিল, কি কোমত, কি টিণ্ডেল, কেহই ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের মস্তকে জয় লাভ করিতে পারেন নাই। এখন ইউরোপে যাহা হইতেছে, তাহা ভারতের গায় লাগিয়া কি করিবে? ইহার সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে এতৎসংক্রান্ত ঘোর বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। প্রাগুক্ত ছয়খানি দর্শন মধ্যে কেবল কপিলকৃত নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন লইয়া রাজবিহারী বাবু ঈশ্বরকে উড়াইয়া দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তিনি কি পতঞ্জলিকৃত সেশ্বর সাংখ্যদর্শন ও যোগ শাস্ত্রের কোন সমাচার রাখেন? তিনি কি জৈমিনিকৃত পূর্ব্ব মীমাংসার "ধর্ম্মসিদ্ধি" সম্বন্ধে প্রমাণাদি পড়েন নাই? আমাদের অনুরোধ তিনি যেন একবার ব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তার পর এ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হন। আজ কাল এখানে ওখানে দুই একজন ইংরাজ অথবা জর্ম্মাণ উঠিয়া জগৎকে শিক্ষা দেন যে আত্মা নাই শরীরই সব, ঈশ্বর নাই প্রকৃতি সব, বাপ নাই ছেলেই সব!!!

এই নাস্তিকতা ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনোদ্দেশেই জলবুদবুদের ন্যায় উঠিতেছে দেখিয়া আমরা কিছু মাত্র বিচলিত নহি, কেন না ভারতশাস্ত্র-সিন্ধু মধ্যে চার্ব্বাককৃত "দেহাত্মবাদ" ও 'দৈহিক পরিণামবাদ" বৌদ্ধকৃত "সর্ব্ব শূন্যবাদ, বিজ্ঞান-বাদ, অনুমান ও "প্রত্যক্ষবোধ্যত্ববাদ" ইত্যাদি অনেক দিন তল হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের অস্বাভাবিক [illegible] অবলম্বনের শেষ ফলস্বরূপ বৌদ্ধ প্রতিমার [illegible] প্রচলিত দেখা যাইতেছে। বৌদ্ধ ঈশ্বরকে পূজা করিলেন না, কিন্তু তৎশিষ্যগণ বৌদ্ধকেই ঈশ্বরাবতাররূপে পূজা দিল।"

এখন রাজবিহারী বাবুর লিখিত তিনটী প্রমাণ সম্বন্ধে কিছু না বলা ভাল দেখায় না। গৌতমসূত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং অব্যপদেশ্যম অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং।" ভাষ্যকার লেখেন, "অক্ষস্য অক্ষস্য প্রতিবিষয়ং বৃত্তিপ্রত্যক্ষং" অক্ষ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। অতএব ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়গ্রহণকারী যে বৃত্তি তজ্জন্য যে জ্ঞান উহাকে প্রত্যক্ষ বলা যায়। চক্ষু যেমন প্রত্যক্ষশব্দবাচ্য, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক, প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও তেমনি প্রত্যক্ষবাচ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি চক্ষুর কি কোন জ্ঞান আহরণ করিবার সামর্থ আছে? জ্ঞান আহরণকারী আর কোন একটী বৃত্তি তন্মধ্যে থাকিয়া কি কার্য্য করে না? চক্ষুকেই যদি কেবল ইন্দ্রিয় বলিয়া নিশ্চিন্ত হই তাহা হইলে, চস্মা ও দৈবিকোণ যন্ত্রকে কেন ইন্দ্রিয় বোধে গ্রহণ করি না? উক্ত গৌতম সূত্রের ভাষ্য-[illegible] বাৎস্যায়ন ঋষি বলেন "সন্নিকর্ষবৃত্তি [illegible] ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ [illegible] করিলে তৎ তৎ [illegible] স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ জ্ঞানোদয় হয় [illegible] অন্য কোন শক্তির [illegible] যেমন আমাদের [illegible] সামান্যতঃ ইন্দ্রিয় [illegible] তদ্রূপ কোন [illegible] রাজবিহারী বাবু প্রমাণ করিতে [illegible]

[illegible] প্রমাণও ত্রিবিধ যথা—

[illegible] সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ।"

[illegible] জ্ঞান লাভ হয় তাহাকে [illegible] যেমন বীজ হইতে [illegible] অথবা ঈশ্বর না [illegible]

[illegible] সাদৃশ্যজ্ঞানকে শেষবৎ [illegible] বৃষ্টি দেখিয়া মেঘ বোধ, সৃষ্টি দেখিয়া স্রষ্টা বোধ ইত্যাদি।

৩য়। আমি একস্থানে ছিলাম, আমায় তথায় যিনি দেখিলেন, তিনি কিছুক্ষণ পরেই আমাকে অন্য লোকের বাসায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া যে বোধ বা অনুমান করিয়া থাকেন, যে আমি অবশ্য পূর্ব্বদৃষ্ট স্থান হইতে শেষোক্ত স্থানে গিয়াছি। যদিও তিনি আমার গমনক্রিয়া স্বয়ং দেখেন নাই তথাপি আমার তথায় গমনকার্য্য সিদ্ধ ইহা স্বীকার করিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান কহে। এইরূপ এক বস্তুর রচনা দেখিয়া যেমন তাহার রচয়িতাকে জানি ও তৎসঙ্গে এই জ্ঞানও লাভ হয় যে রচনা মাত্রেরই রচয়িতা আছে, তদ্রূপ ঈশ্বরকে কেহ সৃষ্টি করিতে দেখেন নাই তথাপি এই সুন্দর সৃষ্টির যে তিনিই রচয়িতা, তিনিই পাতা, তিনি পরিত্রাতা তাহা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। এই রচয়িতার ভাব না বুঝিয়া যখন আমরা নিরাশ হই তখনই মনোমধ্যে যেন কে গভীর নাদে গাইতে থাকে।

"কি লাগি মগন মন, বিষাদ নীরে,
বসিয়ে ভবের কূলে, ভাবিছ কিরে!
নাহি কিরে সুখ লেশ, বল মোরে সবিশেষ,
কেন বা এমন বেশ, ঘেরেছে দুঃখ তিমিরে.
এই বিশ্ব পান্থ নিবাসে, বদ্ধ হয়ে মোহপাশে,
কেন বৃথা সুখ আশে মরিছ ঘুরে?
চল সেই অমৃত ধাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
নিত্যানন্দ নিত্য সুখ ভুঞ্জিবে রে অচিরে।"

৩। শাব্দপ্রমাণ।

গৌতম সূত্র বলেন "আপ্তোপদেশঃ শাব্দঃ।" আপ্ত শব্দের অর্থ যথার্থ। যথার্থ জ্ঞাতার উপদেশকেই আপ্তোপদেশ বলা যায়। অর্থাৎ, যে সকল মহর্ষি যোগ-বলে সেই অখিল বিধাবণ নিরঞ্জনের বিশেষ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ও যে জ্ঞানবলে ভারত-মন্দিরে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন সেই সব মহাত্মার বাক্যই আপ্ত বাক্য। তাহা কোথায় লিপিবদ্ধ আছে? উপনিষদাদিতে। এই উপনিষৎ শাস্ত্র বেদশাস্ত্রের মস্তকস্বরূপ। তবে "বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গই নাই" বলা কি বুদ্ধিমানের উচিত? বেদ শাস্ত্র, নানা মন্ত্রে, কল্পে, সূক্তে, ব্রাহ্মণে বিভক্ত, এই সমস্ত-জ্ঞানকাণ্ড প্রধান উপনিষৎশাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ। মস্তক ছাড়িয়া দেহ জ্ঞান আর উপনিষৎ ছাড়িয়া বেদজ্ঞান উভয়ই সমান। সংশয়বাদীদের অনেক সংশয় প্রশ্নোপনিষদে মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে।

জ্ঞানলাভের একটী উপায় তর্ক বটে। কিন্তু তর্কই জ্ঞান নহে। তর্কের ভিত্তি কার্য্যকারণ ভাব সেই কার্য্যকারণ ভাব বজায় রাখিয়া জ্ঞানের শরীর পরিষ্কার করার নাম তর্ক।" এই জ্ঞান অনেক প্রকার, তন্মধ্যে এখানে দুই প্রকার জ্ঞান উল্লিখিত হইল। তাহা সম্মুগ্ধজ্ঞান, আর প্রকৃত জ্ঞান। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ই গ্রহণ করিয়াছে সে জ্ঞানকে সম্মুগ্ধজ্ঞান বলে। "আর যখন মন তাহা গ্রহণ করিয়া ভাল মন্দ নির্ণয় করিয়াছে এই অবস্থার জ্ঞানাংশই প্রকৃত জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান।" আমরা মনকেও ইন্দ্রিয় শ্রেণী-মধ্যে গণনা করিয়া থাকি। পূর্ব্ব প্রস্তাবিত আত্মপ্রত্যয়কে ছাড়িয়া দিলে কোন প্রমাণই স্থান পায় না। তোমাকেই যখন তুমি মান না তখন তোমার আবার প্রমাণ কি? মাথা নাই তার মাথা ব্যথা। এই জন্য আমাদের মত অসারজীবন-সর্ব্বস্ব মূঢ়চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সহজ উপায় যে আত্ম-প্রত্যয়মূলক জ্ঞান, তাহা ছাড়া উচিত নয়। এই জন্যই জ্ঞানিপ্রবরগণ কঠোপনিষদের ১০ শ্লোকে আমাদের হিতার্থে এই মহার্থ-পূর্ণ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে,—

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাব প্রসীদতি।

অর্থাৎ তিনি আছেন এই প্রকার আত্মপ্রত্যয় করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া যায়, আর তত্ত্বভাবেও তাঁহাকে জানা যায়। উভয়ের মধ্যে তিনি আছেন, যাঁহারা এই প্রকার জানেন, তাঁহারা তত্ত্বভাবও আপনা হইতে প্রাপ্ত হন। রাজবিহারী বাবু দেখুন দেখি কেমন সুন্দর সঙ্কেত। ইষ্টদেবতা ভাবের বস্তু। "প্রতিবোধবিদিতং" প্রতিবোধ দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। এই প্রতিবোধে হৃদয় দ্বারা সম্পন্ন হয়। তর্ক যেমন মন দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, বিচার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, প্রতিবোধ সেইরূপ হৃদয় সহকারে সমাহিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক লইব, হৃদয় ছাড়িব বলিলে চলিবে না। যাঁরা কেবল মস্তিষ্ক লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তারা হৃদয়ের কার্য্য না বুঝিতে পারেন, কিন্তু যাঁরা মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়ের যোগে অধ্যাত্ম যোগাভ্যাসে রত, তাঁহারাই ধন্য পুরুষ। যদি প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিবার উদ্দেশে রাজবিহারী বাবু "ঈশ্বর অসিদ্ধ" প্রমাণ করিতে ব্যগ্র হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয় হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাহা লইয়া যদি বিতণ্ডা ও বিতর্ক জালে মোহাধিত ব্যক্তিকে অধিকতর মোহযুক্ত দেখান হয়, তাহা রুচিকর নহে। আমরা উপরে সংক্ষেপতঃ যাহা লিখিলাম তাহা অনেক প্রশস্ত করা যাইতে পারে। যদি রাজবিহারী বাবুর এ বিচার চালান, মত হয়, তাহা হইলে সাপ্তা-

হিক সংবাদপত্র সোমপ্রকাশ ছাড়িয়া কল্পদ্রুমে তাহা উত্থাপন করিবেন, এবম্বিধ প্রসঙ্গ ভাল ভাল সাময়িকপত্রে হইলেই ভাল হয়। তাহা হইলে নানা প্রমাণাদিদ্বারা বিশদরূপে স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন করা যাইতে পারে। কিন্তু বেশ ধীর ভাবে এ সব তত্ত্বালোচনা করা উচিত। উগ্রতা ছাড়িতে হইবে। কপিল-মতে সাংখ্যদর্শনে স্পষ্টত "ঈশ্বর" সিদ্ধি দেখা যায় না বটে, কিন্তু পাকতঃ ঈশ্বর স্বীকার করা হইয়াছে।

কপিলদেব প্রকৃতি ও পুরুষ মানেন, এই পুরুষ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত। বেদান্ত মতে জীবাত্মার স্থলে ইনি বুদ্ধিকে স্থাপন করিয়াছেন মাত্র। এই পুরুষ ও প্রকৃতি সংযোগেই সৃষ্টি হইল। সংযোগ করিল কে? পুরুষ না প্রকৃতি? যিনি এই উভয়ের সংযোগকর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর। এই প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ঐশী শক্তিশালী কে? যে, তাহাকে ঈশ্বর বলিব। ঈশ শব্দে শ্রেষ্ঠ বুঝায়। এই উভয়ের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, যে অপরকে অধীন করিয়াছে, সেই ঈশ্বর! তুমি এই শক্তিকে যে শব্দে অভিহিত কর আমরা তাহাকেই ঈশ্বর বলিব। তাহা হইলে গোল মিটিয়া গেল।

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।
জামালপুর

কাবুলের সংবাদ।

কাবুল ২৭ এ জুলাই। মুছুল্লিরা কাবুলে কদবা পড়িয়া নূতন আমীরের সিংহাসনাধিরোহণ বৃত্তান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। নগরের প্রধান মসীদে যখন উহা পড়া হয়, সেই সময়ে তথায় বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। সর্দ্দার ইসফ খাঁ ও খাঁ অমূল্য খাঁ দরিদ্রদিগকে ধন দান করিয়াছিলেন। ওয়ালি মহম্মদ তথায় উপস্থিত হন নাই। প্রজারা আবদুল রহমানকে রাজা পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং ধনী লোকেরা তাঁহাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতেও সম্মত আছেন।

মহম্মদ জান চারিকারে যান নাই এবং আবদুল রহমানের সহিত সাক্ষাৎও করেন নাই। তিনি কেবল ওয়াৰ্দ্দক জাতীয় ৭ জন সর্দ্দারের সহিত মুস্কি আলমের দুই পুত্রকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন। আবদুল রহমানের বংশের কাহারও সহিত ওয়ার্দ্দকদিগের প্রণয় নাই। মুসা জানকে কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহণ করাইবার জন্য মহম্মদ জান যেরূপ গোলযোগ করিয়াছিলেন তাহাতে আবদুল রহমান যে তাঁহার প্রেরিত লোককে অভ্যর্থনা করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ। আবদুল রহমান যদি মুসাজানকে সেনাপতি করেন তাহা হইলেও গোলযোগের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা আছে। মহম্মদ জান চারিকারে যে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন আবদুল রহমান তাঁহাদিগের সহিত কি রূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখিবার জন্য মহম্মদ জান সোৎসুকচিত্তে ময়দানে অপেক্ষা করিতেছেন।

ওয়ালি মহম্মদ কাবুলের শাসনকর্ত্তার পদ পরিত্যাগ করাতে সর্দ্দার ইসফ খাঁ কিছু দিনের জন্য ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ইংরাজ সৈন্যদিগকে আজি হইতে কাবুল নগরের মধ্যে যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

মোমন্দেরা শনিবারে লালপুরার খাঁকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার অনেক সৈন্যকে হতাহত করে এবং রাত্রিশেষে অনেককে হতাহত করিয়া প্রস্থান করিয়াছে।

কাবুল ২৭ এ জুলাই। আবদুল রহমান চারিকারে রহিয়াছেন। তিনি ঐ স্থান রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া কাবুলে আসিবেন। তিনি খিজিলিবাসিদিগকে বন্ধুভাবে পত্র লিখিয়াছেন। হাসিম খাঁ, আবদুল্লা খাঁ ও মুসাজান সৈদাবাদে অবস্থিতি করিতেছেন।

বিবিধ সংবাদ।

আগামী শীত ঋতুতে সোনাপুর হইতে মগরা হাট পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে প্রস্তুত হইবে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাহার জন্য ভূমী সংগ্রহার্থে একজন কালেক্টার নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি এখন হইতে ভূমী ক্রয় করিতে বসিলেন।

শ্রীষ্টপ্রকাশে মহাভারতের অনুবাদক বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের যে গ্লানি প্রকাশ হইয়াছে আমরা অনুসন্ধানে জানিলাম তাহার একটীও সত্য নয়। আমরা আগামীবারে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিব।

আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর স্যর সিসিল বিডন সাহেব প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ময়মনসিংহের উন্নতির জন্য রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর ২০০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু সাগরচন্দ্র নন্দ তাঁহার এঁড়িয়াদহস্থ বাগানের নিকটে গঙ্গার একখানি মগ্নপ্রায় নৌকার ১৯ জন যাত্রীকে রক্ষা করিয়াছেন।

মঙ্কাউ হইতে বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যেরূপ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের বোধ হইল রুশের অনেক লোক ভারতের প্রাচীন হিন্দুদিগের ন্যায় কুসংস্কারাপন্ন। উহারা মহা সমারোহে দেব দেবীর পূজা করে। হিন্দুদিগের যেমন ৩৩ কোটী দেবতা উহাদিগের ও তেমনি বরং তদপেক্ষা বেশী ত কম নহে। হিন্দুরা সঙ্কটে পড়িলে যেমন দেবতার নাম লয় উহারা ও ঠিক সেইরূপ করে। তদ্ভিন্ন আর আর আচার ব্যবহার প্রায় প্রাচীন হিন্দুদিগের সহিত মিলে।

একদা প নামে এক ব্যক্তি কিছু আশ্চর্য্য হইয়া ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সত্য সত্যই কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দেওয়ানী আদালতের খরচ খরচা বাদে বর্ষে বর্ষে লাভ দেখাইয়া থাকেন। ষ্টেট সেক্রেটারি তদুত্তরে বলিয়াছেন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত হইতে ব্যয় বাদে বর্ষে বর্ষে ২৬০০০০ টাকা লাভ হয়।

মান্দ্রাজের ১১ মাইল দূরে পলাকামুৎ নামক স্থানে একটী স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১৮৮০ জুনে ভারতবর্ষ হইতে হোম সেক্রেটারি ১৬৫০০০০০ টাকা প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু এপ্রেল হইতে জুন পর্য্যন্ত ৫২০০০০০০ টাকা প্রেরিত হইয়াছে। সমুদায়ে সম্বৎসরে ২০১১০০০০ টাকা পাঠান যাইবে পূর্ব্বে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে ডাক্তার বেঞ্জামিন রিজ নামে এক ব্যক্তি সর্দ্দিগর্ম্মী পীড়িত লোকের নিম্নলিখিত চিকিৎসা প্রকরণ প্রকটিত করিয়াছেন। যথা পীড়িত ব্যক্তিকে একটী অন্ধকার গৃহে চৌসান দিয়া বসাইতে হইবে। তৎপরে মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত জল দিতে হইবে। কিছুক্ষণ এইরূপ করিলে রোগী ক্রমে সুস্থ হইবে।

গত বর্ষে [illegible] স্থানে [illegible] ১০০৭০ জন লোককে [illegible] করিয়াছে। [illegible]

[illegible]

[illegible]

এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, জেলা পূর্ণিয়ার অন্তর্গত [illegible] ও [illegible] স্ত্রীলোকেরা আড়াই হাত [illegible] কাপড় পরিধান করে। উহারা ঐ [illegible] উপর দিয়া সূত টানিয়া বাঁধে। [illegible] মাথায় কাপড় দেয় না এবং [illegible] করে। আজিও অনেক স্থানে এরূপ [illegible] আমরা

আছে। আমরা মধ্যে মধ্যে অন্যান্য স্থান হইতেও এরূপ সংবাদ পাইয়া থাকি।

হাবড়া থানার ইনস্পেক্টর দে, রেবিলো সাহেব বাবু ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির নামে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট একার্ড সাহেবের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন। অভিযোগের কারণ এই, একদা ক্ষেত্র বাবু ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট বেলেপাড়ায় পুলিসের কোন শান্তিরক্ষক থাকে না বলিয়া রেবিলোর বিপক্ষে একখানি আবেদন করিয়াছিলেন। গত ২১ এ তিনি সিভিল আদালতে কোন কার্য্যোপলক্ষে যান, ঐ দিবস রেবিলোও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার আবেদনের কথা রেবিলোকে বলেন, রেবিলো তদুত্তরে এই কথা বলিয়াছিলেন আমি এ সংবাদ পাইয়াছি এবং স্বপক্ষসমর্থনার্থ রিপোর্টও দিয়াছি। ক্ষেত্র বাবু ঐ দরখাস্ত করায়, রেবিলোর মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। এই উপলক্ষে উভয়ে এক দিন বচসাও করিয়াছিলেন। এক্ষণে রেবিলো বলেন "আমি স্বপক্ষসমর্থনার্থ ডিষ্ট্রীক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিয়াছি, এই কথা বলাতে ক্ষেত্র বাবু আমাকে কটু কথা বলিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট রেবিলোর দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া রেবিলোর মানিত ৩ জন সাক্ষির সাক্ষ্য লন। একজন, যিনি নিকটে ছিলেন তিনি বলিয়াছেন আমি ক্ষেত্র বাবুকে কোন কটু কথা বলিতে শুনি নাই। অপর দুই জন যাহারা অনেক দূরে ছিলেন তাঁহারা রেবিলোর পক্ষে সাক্ষ্য দেন। মাজিষ্ট্রেট [illegible] ক্ষেত্র বাবুর ১ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন। জরিমানার টাকা না দিলে তাঁহাকে আর এক মাস কারাবাস করিতে হইবে। প্রতিবাদীর উকিল আপীল করিবার জন্য রায়ের নকল প্রার্থনা করাতে সাহেব তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের একটী ধনী স্ত্রীলোক গত শনিবার ট্রেণযোগে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একজন প্রতারক আসিয়া তাঁহাকে কয়েক রকম চাউলের নমুনা দেখাইয়া কোন্টী ভাল এবং কোন্টী লওয়া যাইতে পারে এই কথা জিজ্ঞাসা করে, স্ত্রীলোকটী বাছিয়া দিলে দুষ্ট চলিয়া যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি অচেতনা হইয়া ঢলিয়া পড়িয়া যান। প্রতারক ইতিমধ্যে তাঁহার গাত্র হইতে মূল্যবান অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইয়া প্রস্থান করে। পরক্ষণে পলিস স্ত্রীলোকটীকে অচৈতন্য দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করে; কিন্তু দুষ্টের আর কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

পশুর প্রতি অত্যাচারকারিণী সভা একজন দেশীয়কে ৬০ টাকা মাসিক বেতনে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি কোথায় কোন গোয়ালা ফুঁকা দিয়া দুগ্ধ বাহির করিতেছে তাহার অনুসন্ধান লইবেন।

নাপুর হত্যাকাণ্ডে যাহারা লিপ্ত ছিলেন বলিয়া ধৃত হইয়াছিলেন হাইকোর্টের বিচারে তাঁহারা অব্যাহতি লাভ করাতে অনেকেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ষ্টেটসম্যানের একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন বেহালা ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অনেক লোকে একত্র হইয়া আশামীদিগের পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। শুনা গেল আবেদন পত্র এক্ষণে চতুর্দ্দিকের লোকের নিকট স্বাক্ষরের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন গবর্ণমেণ্ট পূর্ত্তকার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। উহা উঠাইয়া দেওয়াই তাঁহার অভিপ্রেত।

গত জুন মাসে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫৮০ জন্ম ও ৬৪৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

ভারতীয় ইংরাজ সৈন্যগণের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়-প্রস্তাব লিখিয়া যিনি ১৮৮১ সালের ৩১ এ মার্চ্চের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের সামরিক বিভাগের সেক্রেটারির নিকট আদর্শ প্রেরণ করিতে পারিবেন, মঞ্জুর হইলে তিনি এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি সরল এবং সহজ ইংরাজী ভাষায় লিখিতে হইবে। সচরাচর যে সকল কারণে ইংরাজ সৈন্যগণের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় তাহার স্বরূপ এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে তাহার নিবারণ হইতে পারে গ্রন্থে তাহা বিশদরূপে লিখিতে হইবে।

আগামী ২৫ এ আগষ্ট হইতে ২০ তোলা ওজনের দ্রব্য পর্য্যন্ত ৷৷০ আনার পরিবর্ত্তে ।০ আনা মাসুলে যাইবে। ২০ হইতে ৪০ তোলা পর্য্যন্ত জিনিসের ৷৷০ আনা মাসুল লাগিবে।

আমরা অবগত হইলাম, বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভারতেশ্বরীর সম্মানার্থ যে "ভিক্টোরিয়া রাজসূয়" অর্থাৎ দিল্লী দরবারের ইতিবৃত্ত প্রেরণ করেন, ভারতেশ্বরী সদয়-চিত্তে গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরি মারকুইস হার্টিংটনের দ্বারা গ্রন্থকারকে পরম সন্তোষসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিদিগের পীড়া হইলে গবর্ণমেণ্ট বরাবর বিনা মূল্যে তাঁহাদিগকে ঔষধ দিতেন। ডাক্তার পেইন সাহেব উহাতে আপত্তি করায় আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এখন হইতে তাঁহাদিগকে ঔষধ দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আজ কাল অনেকেই ষ্টাম্প জাল করে বলিয়া ষ্টেট সেক্রেটারি এক প্রকার নূতন ষ্টাম্পের নমুনা পাঠাইয়াছেন। ইহা সহজে জাল করা যাইবে না। এখন আমাদিগের গবর্ণর জেনেরলের মত হইলে ইহা প্রচলিত হয়।

আমেরিকায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্রমে প্রচলিত হইতেছে।

আমেরিকার একজন ডাক্তার লিখিয়াছেন মানসিক পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তিদিগের শয়ন-গৃহে সুগন্ধ পুষ্প রাখিলে এবং পীড়িত ব্যক্তি সর্ব্বদা সুগন্ধ পুষ্পের ঘ্রাণ লইলে পীড়ার অনেক শান্তি হইয়া থাকে।

বোম্বাইয়ের এক ব্যক্তি তথায় একটী সভা করিয়াছেন। ইংরাজী ও দেশীয় চিকিৎসার গুণাগুণ বিচার করা এই সভার উদ্দেশ্য। সভা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত বিষয় পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধ করিবার জন্য ডাক্তারে যে রোগীকে জবাব দিয়াছেন এমন রোগীকে আনিয়া বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসা করাইতেছেন। ইহার কিছু প্রত্যক্ষ ফল দেখিলে ক্রমে তাঁহারা ইংরাজী চিকিৎসা-পদ্ধতি তুলিয়া দিবার চেষ্টা পাইবেন।

সুবর্ব্বন মিউনিসিপালিটীর কমিশনরেরা সম্প্রতি এক অঘটন ঘটাইয়াছেন। তাঁহারা মধ্যে তাঁহাদিগের চেয়ারম্যান ষ্টারণডেল সাহেবের ২৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট একখানি আবেদন করেন। কিন্তু লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহা মঞ্জুর করেন নাই। অথচ ১৮৮০।৮১ সালের আয় ব্যয় বৃত্তান্তে ষ্টারণডেল সাহেবের মাসিক এক হাজার টাকার স্থলে ১২৫০ টাকা বেতন খরচ লেখা হইয়াছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এখন তাহা লইয়া পীড়া পীড়ি করিতেছেন।

কমিশনরদিগের সীমার মধ্যে যে সকল নাবালকী বিষয় আছে তাহার তত্ত্বাবধানার্থ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক কমিশনরের অধীনে এক এক জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবার কল্পনা করিয়াছেন। ইহাঁরা মাসিক হাজার টাকা হইতে বারশত টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইবেন।

ব্যারিষ্টার জ্যাকসন সাহেব রঙ্গপুরের এক জন জমীদারের মোকদ্দমায় নিত্য হাজার টাকা লইতেছেন।

অনরেবল ডবলু পি, আদম সাহেবকে মান্দ্রাজের গবর্ণরী পদ দিবার কথা হইয়াছিল, শুনা গেল ঐ স্থানের জল বায়ু তাঁহার স্ত্রীর সহ্য হইবে না বলিয়া তিনি উক্ত পদ স্বীকার করেন নাই।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, বর্দ্ধমান জেলার অধীন দেবীপুর ধামাস নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীলাল সিংহ বৈঁচি ষ্টেষণ হইতে দেবীপুর ধামাস পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ার সাহেবের হস্তে তিন সহস্র টাকা সমর্পণ করিয়াছেন। চণ্ডী বাবুর এই কার্য্যটী অতি প্রশংসনীয় হইয়াছে। পল্লীগ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ যদি বারইয়ারি পূজা প্রভৃতি অলীক ও অচিরস্থায়ী কার্য্যে টাকা না ব্যয় করিয়া এইরূপ দেশ হিতকর সৎকার্য্যে টাকা ব্যয় করেন, তাহা হইলে সর্ব্ব সাধারণের কৃতজ্ঞতার ভাজন ও গবর্ণমেণ্টের নিকটে সম্মানিত হইতে পারেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের হাবড়া ষ্টেষণে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিগণকে টিকিট লইবার সময় ভারী ক্লেশ পাইতে হয়। অনেক ধাক্কা না খাইলে আর টিকিট পাওয়া যায় না। টিকিট কিনিবার স্থান সঙ্কীর্ণ, ইহাতে লোকের ভিড় ভয়ানক, গোলমালে অনেকের টাকা কড়ি হারাইয়া যায়, স্ত্রীলোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা সেই ভয়ানক ভিড়ে অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ পাইয়া থাকে। আমরা ভরসা করি, হাবড়া রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হইবেন। যাহাতে ভবিষ্যতে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিগণের টিকিট লইবার সময় ক্লেশ না হয়, তাহার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা উচিত।

শুনা গেল, গবর্ণর জেনেরল বিনা প্রভেদে সমস্ত সরকারী সংবাদ পত্রেই সরকারী কাগজ ও বৈতাড়িক সংবাদগুলি দিবার জন্য প্রেসকমিশনরকে বলিয়া দিয়াছেন। দেশীয় সংবাদপত্রে কি দেওয়া হইবে না? দেশীয় সংবাদপত্র সকল লর্ড লিটনের নিকট কোন অপরাধে অপরাধী হইলেন?

চর্চ্চ মিশনরী সোসাইটী আলাহাবাদের সেণ্ট পিটার্স কালেজ বন্ধ করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, এবারে পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ হইলে তিনি ভারতবর্ষ দর্শনার্থ আগমন করিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগের সেক্রেটারি চাপম্যান সাহেব পদত্যাগের প্রার্থনা করিয়া সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয়লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ১০ ই মজঃফরপুরে উপনীত হইবেন। এই সময়ে তিনি বেতিয়ায় রেলওয়ে করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

আয়ারলণ্ডের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ এপর্য্যন্ত মান্দ্রাজ হইতে ৯২২৯০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ডবলিনের লর্ড মেয়রের নিকটে ৮৯২৯৫ টাকা প্রেরিত হইয়াছে।

মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত দামোহ জেলার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এচ. ডেনিস সাহেব প্রাণিতত্ত্বের আলোচনা বড় ভাল বাসিতেন। গত শনিবার তিনি দক্ষিণ হস্তে একটী কাল সর্প ধরিয়া তাঁহার বন্ধুগণকে সর্পের কোন স্থানে কি শক্তি ও কোথায় কোন দন্ত আছে দেখাইতেছিলেন, সেই সময়ে উহা হঠাৎ তাঁহার মস্তকে দংশন করে, শুনা গেল ইহার তিন ঘণ্টা পরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কাপ্তেন ওয়েব গত ৩০ এ জুন বুধবার রাত্রিতে স্কার্বরোর একটী বৃহৎ পুষ্করিণীতে সাঁতার দিতে আরম্ভ করেন। ইনি একাদিক্রমে ৬০ ঘণ্টা সাঁতার দিয়াছিলেন, মধ্যে একবার কেবল ৪ মিনিট মাত্র বিশ্রাম করেন। এই দীর্ঘকাল জলে থাকাতে তাঁহার কিছু মাত্র অসুখ হয় নাই।

ব্যভিচারিণীদিগকে ব্যভিচার-দোষ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎপথে আনিবার জন্য কয়েক বৎসর হইল বিলাতে একটী চরিত্রশোধক গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবৎসর ৮৮৫ জন ব্যভিচারিণী স্ত্রীর মধ্যে ৭৫২ জন বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সৎপথাবলম্বী হইয়া স্বগৃহে গমন করিয়াছে। অবশিষ্ট ১৩৩ জন অদ্যাপি স্বগৃহে গমন করিতে পায় নাই। ১৮৫৭ অব্দ হইতে এপর্য্যন্ত ১০২৫০ জন স্ত্রীলোক শুদ্ধচরিত্র হইয়াছে।

নেয়াবক্স নামক যে ব্যক্তির হত্যাপরাধে ফাঁসী হইয়াছে, রিজার্ভ দলের একজন ইউরোপীয় কনষ্টেবল তাহার গলদেশে ফাঁস লাগাইয়া দিয়াছিল বলিয়া তাহার সঙ্গীরা এবিষয়ে তাহার অনধিকার চর্চ্চা হইয়াছে বলিয়া তাহাকে একঘরে করিয়াছে।

বোম্বাইয়ের এক ব্যক্তি দর্মশালা নগরে একজন সবলকায় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নানা সাহেব বলিয়া পুলিষে গিয়া সংবাদ দেয়, পুলিষ তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যান। শেষে তিনি প্রকৃত নানা সাহেব নহেন প্রমাণ হওয়াতে পুলিস ৫ শত টাকার জামীন লইয়া সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ভারতের নূতন রাজস্ব মন্ত্রী মেজর ইভলিন বেরিং আগামী নবেম্বর মাসে ভারতবর্ষে আসিবেন।

মার্কুইস রিপন ন্যাসনাল ইণ্ডিয়া আসোসিয়েসন সভার প্রতিনিধি সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ড হইতে স্কটলণ্ড যাতায়াত করিতে ভারতেশ্বরীর প্রতি বৎসর প্রায় ৮০০০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এ সপ্তাহে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে যথাঃ—

সচিত্র স্ত্রী সহচর অর্থাৎ সদৃশ চিকিৎসা প্রণালী অনুসারে স্ত্রীলোকদিগের পীড়ার চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানবিষয়ক পুস্তক। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বাবু বসন্তকুমার দত্ত প্রণীত। মূল্য ২ টাকা। রাণী রাসমণির জীবন চরিত, শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৵ আনা। তারকসংহার নাটক বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত, মূল্য ১ টাকা। মহিলা প্রথম অংশ৮ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত, বাবু দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য বার আনা। সারার্থ অর্থাৎ বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রোদিত সার সমন্বিত তত্ত্বোপদেশ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল বিরচিত, মূল্য ॥৵ আনা। ছিন্ন কুসুম হার (লর্ড লিটন বাহাদুরের ভারতবর্ষ পরিত্যাগ উপলক্ষে) বাবু সুরেন্দ্রনাথ দে দ্বারা প্রণীত, মূল্য এক আনা। উপহার, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, মধুররহস্য ও সমালোচন পূর্ণ মাসিক পত্রিকা, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার্ষিক ডাক মাসুল সমেত তিন টাকা ছয় আনা। মানস-কুসুম। পদ্যগ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বাবু পরেশনাথ দাস এখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে কয়েকটী সরল পদ্য আছে। পদ্যগুলি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

বহড় বিদ্যোৎসাহিনী সভার [illegible] সাম্বৎসরিক বিবরণ। এই পুস্তকালয়ে যে সকল মহাত্মা পুস্তক অর্থ ও সংবাদপত্র দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও যত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

কোম্পানির কাগজের দর।

শতকরা ৫ টাকা সুদের কাগজ [illegible]
" ৪॥০ " " [illegible] হইতে ১০১॥
" ৪।০ " " [illegible]
" ४॥० " " [illegible] } [illegible] হইতে
" [illegible] " " [illegible] } ১০৪।০
" [illegible] " " [illegible]) রুপী [illegible]
" ৫ " " [illegible] (১৮৮২) ১০৬

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশ

শাসনাধীন নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৮এ জুলাই। [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] বাবু [illegible] বদলী [illegible]

[illegible] প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও [illegible]

শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible]

মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] ও কালেক্টর হইলেন।

বাবু [illegible] কিছু দিনের জন্য [illegible] ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

[illegible] কমিশনর এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট [illegible] বাবু [illegible] [illegible] এসিষ্টেণ্ট হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] ইনি এক্ষণে বিদায় গ্রহণ [illegible] আসিষ্টাণ্ট [illegible] হইলেন।

[illegible] এ, উইলকিন্স সাহেব [illegible]

[illegible] সবরেজিষ্ট্রার হইলেন [illegible] সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] জুলাই। [illegible] প্রধান [illegible] প্রদর্শনে প্রস্তুত হইয়াছেন।

[illegible] মন্ত্রণা [illegible] লইয়া [illegible] ঐ সময়ে প্রধান মন্ত্রী বলেন [illegible] অনেকের সহিত মিলিয়া [illegible]

[illegible] মণ্টিনিগ্রোর প্রতি [illegible] হইয়াছেন [illegible]

[illegible] জুলাই। [illegible]

[illegible] (১) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] অনুকূলে মত [illegible]

ডুলসিগ্নোসম্বন্ধে [illegible] সম্বন্ধে আজিও মীমাংসা [illegible]

(১) [illegible] নীতি [illegible]

টাইমস অদ্য একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ষ্টেটসেক্রেটারি আব দুল রহমানের সহিত যেরূপ সন্তোষ সন্ধি করিতেছেন তদ্দর্শনে ইংলণ্ড ও ভারতবাসীরা অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইয়াছে এবং যেরূপ নিয়মে সন্ধি হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের কৃত কার্য্যের মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে দেখিয়া তিনিও অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

সেণ্ট পিটার্স বর্গ ২০ এ জুলাই। সন্ধির জন্য চীনের মন্ত্রী শীঘ্র এখানে আসিবেন।

রুশিয়ার যুদ্ধ জাহাজের মধ্যে যে গুলি যাইতে বাকি ছিল তাহাও প্রশান্ত মহাসাগরে যাত্রা করিয়াছে।

লণ্ডন ২৯ এ জুলাই বিলাতের সংবাদপত্র সম্পাদকেরা একবাক্যে বলিতেছেন কাবুলে আরও নূতন সৈন্য পাঠাইয়া এক্ষণে ব্রিটীশ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। মর্ণিংপোষ্ট সার ফ্রেডরিক হেনরিকে সৈন্যাপত্য দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। [illegible] টেলিগ্রাফ বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট বিস্তর নূতন সৈন্য ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন এবং গবর্ণর জেনেরলকে এই সংবাদও দিয়াছেন।

সুলতান তিন সপ্তাহের মধ্যে মণ্টিনিগ্রোর সহিত গোলযোগ নিষ্পত্তি করিতে সম্মত হইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর।

২৭ এ জুলাই। ১৮৮০।

গত সপ্তাহাবধি উত্তম বৃষ্টি হইতেছে। শস্যাদির অবস্থা ভাল। আহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী বিলক্ষণ সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইতেছে। ভাল চাউল ২॥০ টাকায় মণ বিক্রী হইতেছে। ভুট্টা শস্য যদি আশানুরূপ জন্মে, তাহা হইলে উত্তম চাউল দুই টাকা মণ হইবার বেশ সম্ভাবনা আছে।

ইতিপূর্ব্বে অত্রস্থ ষ্টোর গুদামের একজন মিস্ত্রি রাত্রিকালে "ষ্টোর" দাখিল করিতেছিল ও সেই "ষ্টোর" নলযোগে বড় কলের "ড্রমের" মধ্যে প্রবেশ করান হইতেছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ মিস্ত্রি কতটা "ষ্টোর" দাখিল হইল দেখিবার জন্য প্রদীপ লইয়া যেমন উহার নিকট ধরে, অমনি তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে! তৎক্ষণাৎ তাহার বস্ত্রাদিও অগ্নিময় হইয়া পড়ে। সে নিতান্ত অসাবধানতাবশতঃ আহত হয়। কিন্তু তাহার বাঁচিবার লক্ষণ থাকাতে তাহাকে রেলওয়ে ডাক্তারখানায় তখনই পাঠান হয়। আক্ষেপের বিষয় গত ২১ এ জুলাই তাহার জীবন শেষ হইয়াছে।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির আয় গত মাস অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাহার কারণ, টরিফ (মাল আমদানি ও রপ্তানির ভাড়া) কিছু কমান হইয়াছে। গত ১৭ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কোম্পানিরও আয় ৮০৬৩০৩।৵০ টাকা আয় হইয়াছে। রেলওয়ে ১০৭ মাইল খোলা ছিল, খরচ মাইল প্রতি ৪১২॥৵১৫ হিসাবে পড়িয়াছে। গত বৎসর ঐ মাসের ঐ সময়ে টাকা ৫৮০৮৪১/১০ আয় হয়। তখন মাইল পিছু ৩৮৫।/ করিয়া খরচ হইত। এ হিসাবে আপাততঃ কোম্পানির ৪২৬৬৩।১০ টাকা লভ্য দেখা যাইতেছে ও মাইল হিসাবেও ২৮।১৫ টাকা লাভ হইয়াছে বটে; কিন্তু গত বৎসর ও এই বৎসরের ১ লা হইতে ১৭ ই জুলাই পর্য্যন্ত আয় ব্যয় ধরিলে এই বৎসরে ১৭ দিনের আয় ১৪৭৮০৩২॥৵১০ টাকা এবং গত বৎসর ঐ কয়েকদিনে ১২৭৭৫৬৪॥/১৫ টাকা আয় হইয়াছিল। ক্ষতি প্রায় ৯৯৪১১৮৵৫ মাত্র। (১)।

হুগলী।

আমাদিগের এ প্রদেশে এ পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত না হওয়াতে হাহাকার শব্দ পড়িয়া গিয়াছে। শ্রমোপজীবী কৃষকগণ মাথায় হাত দিয়া রোদন করিতেছে। আকাশের যেরূপ ভাবগতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে যে শীঘ্র জল হইবে, এরূপ বোধ হয় না।

পাণ্ডুয়া হইতে যে রাস্তাটী বাহির হইয়া মোগুলাইয়ের উপর দিয়া বরাবর ইলছোবার দিকে গাইয়াছে, সম্প্রতি এই পথটীর সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। শুনা যায় কণ্ট্রাক্টর কয়েক সহস্র টাকায় ঠিকা লইয়াছে। আমরা হুগলীর রোডসেসের কর্ত্তৃপক্ষগণকে তথা আমাদিগের সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বাহাদুরকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন রাস্তাটী ভাল করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া যান। মেরামতের কিছু দিন পরেই যেন বিরূপ পথার বাহির না হইয়া পড়ে। আমাদিগের ভাগ্যে এ রাস্তাটীর একবার ভালরূপ সংস্কার দর্শন ঘটা হইল না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে আমাদিগের প্রতিবেশী গ্রাম [illegible] নিবাসী [illegible] রমণী [illegible] জেলের ফৌজদারী সোপর্দ্দ হওয়ার কথা লিখিয়াছিলাম। গত দায়রায় তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। হুগলির জজ গ্রাণ্ট সাহেব বাহাদুর জুরির মতে আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ করিয়াছেন।

মোগুলাইয়ের রাস্তা গুলির মেরামত করিবার জন্য গত বৎসর হুগলির রোডসেস ফণ্ড হইতে এক শত টাকামাত্র দেওয়া হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি এরূপ একটী বৃহৎ পণ্ড গ্রামে ঐ এক শত

(১) আমাদের জামালপুরস্থ মাননীয় সংবাদদাতা মুঙ্গেরের সংবাদদাতার বার বার [illegible] প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এবারও লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি যে এক সামান্য বিষয় লইয়া উত্তরোত্তর উভয়ের বিবাদ বৃদ্ধি হইতেছে। এ বিবাদ প্রশ্রয় হইতে দেওয়া উচিত নয়। এই ভাবিয়া আমরা জামালপুরের সংবাদদাতার পত্রের সেই অংশ প্রকাশ করিলাম না। তাঁহারা মার্জ্জনা করিবেন। স।

টাকা সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য স্বরূপ। তথাপি গ্রামের রাস্তার মেম্বরগণ নিয়ত পরিশ্রম করিয়া ঐ টাকায় যে যে রাস্তা ও সেতু আপাততঃ প্রস্তুত করাইয়াছেন তাহা দেখিয়া রোডসেসের কর্ত্তৃপক্ষেরা অবশ্যই আনন্দিত হইবেন। আমরা ভরসা করি আগামী সেপ্টেম্বর মাসের বজেটে আমাদিগের রোডসেস বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যান মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাধব রায় মহোদয় উক্ত মেম্বরগণের এষ্টিমেশনে লিখিত অবশিষ্ট টাকাগুলি দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

আগামী ২৮ এ শ্রাবণ মোগুলাই হরিসভার সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। প্রায় এক বৎসর গত হইতে চলিল, এই সভাটী সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি রবিবার রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে দশ কি এগার ঘটিকা পর্য্যন্ত দুই জন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা মহাভারতাদি পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, এবং পরিশেষে খোল করতাল সংযোগে হরিসঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে। এটী হিন্দু সমাজের শুভ-চিহ্ন বটে। আমরা ভরসা করি, হরিসভার পূজনীয় মেম্বরগণ হরিসভার জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘর করিবেন। তাঁহারা চেষ্টা করিলেই পূর্ণমনোরথ হইতে পারিবেন। "অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা। তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

গত ১ লা জুলাই হইতে ইলছোবা পোষ্ট আফিস এই নামের পরিবর্ত্তে মোগুলাই পোষ্ট আপিস হইয়াছে। আমরা আমাদিগের বন্ধুগণকে জানাইতেছি আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে তাঁহারা মোগুলাই পোষ্ট আফিস বলিয়া শিরোনামা দিবেন।

রাণীগঞ্জ।

এদিকে কিছুমাত্র বৃষ্টি হইতেছে না। ধান্য চারাগুলি শুষ্ক হইয়া গেল। অনেক ভূমিতে এখনও রোপণ-কার্য্য শেষ হয় নাই। আমাদের বিষম আশঙ্কা উপস্থিত।

সেদিন অতি সমারোহে সিহাড়সোল ইংরাজী স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এই উপলক্ষে স্কুলগৃহ অতি-সুন্দররূপে সুসজ্জিত হয়। এ অঞ্চলের যাবতীয় ভদ্র লোক বিতরণ কার্য্যে যোগ দিবার জন্য আহূত হন। বিভাগীয় কমিসনর রাভেন্সা সাহেব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। দেখিলাম আরো কতকগুলি শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ঠিক অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়ে কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রধান শিক্ষক যাদব বাবু স্কুলের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী পাঠ করিলে পর কমিসনর সাহেব স্বহস্তে বালকগণকে পুস্তক বিতরণ করিলেন। দেখিলাম এবিদ্যালয় হইতে যে ছাত্রটী বিগত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করে, তাহাকে কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুর কর্ত্তৃক একটী রৌপ্যপদক প্রদত্ত হইল। শুনিলাম আরো একটী বিশেষ পুরস্কার তিনি প্রতিবৎসর প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ পুরস্কারটী ২য় শ্রেণীর বালকদের প্রতিযোগিতা-লভ্য। এবৎসর ঐ শ্রেণীর একটী বালক স্কুলের পুরস্কার ভিন্ন একখানি পঞ্চমুদ্রার নোট পাইল। এতদ্ভিন্ন তিনি অনেকগুলি বালকের শিক্ষাকার্য্যের ব্যয় ভার স্বয়ং বহন করিয়া থাকেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমার রামেশ্বর মালিয়া বাহাদুরকেও শিক্ষা বিস্তার জন্য অল্প যত্ন প্রদর্শন করিতে দেখা যায় না। তিনি প্রবন্ধ রচনা বিষয়ে একটী বিশেষ পুরস্কার প্রদানে প্রতিশ্রুত হন। ঐ পুরস্কার লাভের জন্য উভয় ১ম ও ২য় শ্রেণীর বালকগণ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। ১ম শ্রেণীর ২ জন ও অন্য শ্রেণীর একটী বালকের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হয়। ঐ তিন জন বালককে ঐ পুরস্কারটী বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে পুরস্কার দান কার্য্য শেষ হইলে বর্দ্ধমানের জজ আদালতের সেরেস্তাদার বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজি ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী অতি হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। তিনি অন্যান্য বিষয় মধ্যে রাজভক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা বালকদিগের পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন। তাঁহার বক্তৃতার এই অংশটী অতি সরস হইয়াছিল। তাঁহাকে একজন চতুর লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি উপযুক্ত সময়েই তাঁহার বক্তৃতা মধ্যে এ প্রসঙ্গ করেন। তাহার পর এখানকার বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষায় কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা অতি শ্রুতি-মধুর হইয়াছিল। তিনি অতি সুললিত ভাষায় আমাদের মাতৃভূমি ভারতভূমির পূর্ব্বতন ও অধুনাতন অবস্থার বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিয়া ইহা উন্নত করিতে বালকদিগকে উত্তেজিত করেন। তাঁহার বক্তৃতার পরিসমাপ্তির পর স্কুলের সম্পাদক সিহাড়সোলের মহারাণীর স্কুলের উত্তরোত্তর উন্নতিবিষয়ে যত্নশীলতা জন্য ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। মহারাণীর মধ্যম পুত্র কুমার রামেশ্বর মালিয়া মহারাণীর প্রতিনিধি স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া কমিশনর সাহেব ও সম্পাদক ক্যাম্পাঞ্জ সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তদনন্তর কমিশনর কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করিলে পরে সভা ভঙ্গ হয়। প্রাঙ্গণে একটী শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তথায় আহূত ইংরাজগণকে ষোড়শোপচারে আহার দেওয়া হয়। বালক ও দেশীয় ভদ্র লোকদেরও আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শান্তিপুর।

বড় গোস্বামীপাড়া-নিবাসী অদ্বৈত প্রভু গোস্বামী বংশোদ্ভব অশেষগুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী মহাশয়ের শুভাগমনে শ্রীপাঠ শান্তিপুর "দীয়তাং ভোজ্যতাং" রবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এ সংবাদটী ইতি পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত মহারাজ গোস্বামীর নিত্য নৈমিত্তিক অন্যান্য দানের বিবরণ প্রকাশ করাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী কাগমারীর প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরী মহাশয়ের দীক্ষা-গুরু। ইনি প্রতিদিন দীন, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অন্ধ, খঞ্জ, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী ও বধিরকে নিয়মিত দান না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। এজন্য ইহাঁর অন্যতম নাম মহারাজ দাতাকর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁর পিতামহ নন্দকুমার গোস্বামী মহাশয়ও একজন পরম ধার্ম্মিক ও দাতা ছিলেন। তাঁহার অনুরূপ চারিটী সহোদর ছিল। এজন্য লোকে শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহাদিগকে পঞ্চপাণ্ডব গোস্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বস্তুতঃ ৺ নন্দকুমার মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন। ইহাঁর পিতা ৺ রামকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ও শ্রীপাঠ শান্তিপুরে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত ও পূজনীয় হইয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রীযুক্ত মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী মহাশয় ঐ প্রসিদ্ধ ৺ গোস্বামী বংশের এক মাত্র বংশধর। ইহাঁর বদান্যতায় শান্তিপুরের ভদ্রাভদ্র বিস্তর লোক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পরের উপকার ও স্বদেশের হিতসাধন করাই উক্ত মহারাজ গোস্বামীর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। বিদ্যার্থিগণেও ইহাঁর বিলক্ষণ দান আছে। এখানকার মিউনিসিপাল স্কুলের বাটী নির্ম্মাণের জন্য এককালীন দুই শত টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। স্বদেশীয়, বিদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও [illegible] মহাশয়দিগকে ইনি মধ্যে মধ্যে দান প্রদর্শন দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন। অনাহূত[illegible] পণ্ডিত মহাশয়েরাও ইহাঁর নিকট অনুগ্রহরূপ সাহায্য লাভে বঞ্চিত হন না। আমরা ইহাঁর সৎকার্য্যে উৎসাহ ও যত্ন দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

ব্রাহ্ম মিসনরি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সম্প্রতি শান্তিপুরে শুভাগমন করিয়াছেন। ইহাঁর আগমনে কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাত্রেই পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের [illegible] ইচ্ছা যে বিজয় বাবু কিছু দিন শান্তিপুরে অবস্থিতি করেন।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৫ নং দোতলা দোমহল পাকা বাটী ভাড়া বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছে, যাঁহার আবশ্যক হয় আমার নিকট তত্ত্ব করিলে বিশেষ অবগত হইবেন।

১০ ই জুলাই শ্রীদীননাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮০ ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্ল গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ⁄৹ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ
চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত [illegible] মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন [illegible], [illegible] এবং তৎসংযুক্ত জ্বর [illegible] [illegible] জ্বালা, [illegible] সহিত শোণিত স্রাব ও [illegible] ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সহিত [illegible] [illegible] ও [illegible] মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও [illegible] প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সংযুক্ত [illegible], [illegible] আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতায় ও বিদেশীয় [illegible] রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। [illegible] এই ঔষধ সেবন করিয়া কলিকাতায় সুবিখ্যাত [illegible] ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য	২ দুই টাকা
প্যাকিং	⁄৹ দুই আনা

[illegible] ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ [illegible] উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, [illegible] ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ [illegible] সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য … … …	৪ টাকা।
প্যাকিং …	⁄৹ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার দুরারোগ্য শিরোরোগ উপশম হয়। মাথা ধরা, মাথাঘোরা, খুসখুসি, কেশদদ্রু, মস্তিষ্কহীনতা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অল্পতা, টাক প্রভৃতি মস্তিষ্কের পীড়া সমূহ নষ্ট হয়। কেশ সকল ঘন, পুষ্ট ও বৃদ্ধি হয়। এবং অকাল পক্কতা দূর হইয়া চক্ষু জ্যোতিবিশিষ্ট হয়। এবং গাত্রে ব্যবহার করিলে চুলি, পাচড়া ও চুলকণা প্রভৃতি চর্ম্ম-রোগ নষ্ট হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা
প্যাকিং ⁄৹ দুই আনা।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ⁄৹ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার [illegible] বসু, এল এম এস
" " [illegible]মোহন মিত্র, " " "
বাবু [illegible] বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
[illegible] [illegible]নাথ দে [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চাঁদ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এটর্নি।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় [illegible]

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৯ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমলিয়া কলিকাতা।

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৫ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৬৷৷৹ টাকা, ডাক মাশুল ৷৹

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷৹ টাকা ডাকমাশুল ⁄৹

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় [illegible] সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ স[illegible] ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, [illegible] কারণ মাধব, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, [illegible] চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নি[illegible]।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ৷৹

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ [illegible]োপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, [illegible], অর্থ অকারাদি ক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ⁄৹
শ্রীবিনোদলাল সেন [illegible] কবিরাজ।

সর্ব্বশাস্ত্র [illegible]।

আমরা সুখের এবং অন্যান্য [illegible] ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করি[illegible] মাসিক [illegible] মাসের মধ্য অপর [illegible] প্রচারিত হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] সম্ভাবনা নাই [illegible] আমরা এই [illegible] দায়িত্ব গ্রহণ [illegible]।

[illegible] প্রচার করিতে [illegible] [illegible], প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে [illegible] [illegible] [illegible] মূল, [illegible] [illegible] থাকিবে [illegible]

সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আটশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ৮৻০ ডাক মসুল ১॥০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অর্দ্ধ মূল্য ২ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ২, লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একযোড়কে লইলে ১৬ টাকা স্থলে ১৩॥০ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির, ভারতমিহির যন্ত্র, ময়মনসিংহ। } শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল। ভারতমিহির ও ভারতমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

... হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৭৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

... সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট বাক্স বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

ঔষধের মূল্য

১ ড্রাম ২ ড্রাম বাক্স।

মাদার টিং ॥৶০ ॥৶০ প্লাইট্রা বাক্স ২॥০ ৮॥০

ক্ষুদ্র বটী ।৶০ ।৶০ সাদা শিশি০ ৮, ১২,

ডাইলিউসন ।০ ।৶০ অন্যবাক্সের ৩, ১০,

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৫, চিকিৎসা সার ॥৶০

ওলাউঠা চিকিৎসা ।০ ওলাউঠার চিকিৎসা হিন্দি ।০

স্ত্রী চিকিৎসা ১, প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ ।৶

ঔষধগুণ সংগ্রহ ২।০ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ।০

অন্ত্র চিকিৎসা ।০ হোমিওপ্যাথির কি ? ৵০

ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১।০ ডাক মাশুল ৵০।

দত্ত প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল ফারম, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে। প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

মূল শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ দেবনাগর অক্ষরে ছাপা ডাকমাসুলাদি ব্যয়ের নিমিত্ত ।৶০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত।

ঐ বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ১০ শ ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে সম্পূর্ণ ডাকমাসুলাদি ব্যয় নিমিত্ত ২।০ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত।

হরিবংশ।

মূল হইতে পদ্য অনুবাদ ১ ম ২ য় ৩ য় খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে, ১০ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপন হইতে পারিবে। ডাকমাসুলাদি ব্যয় নিমিত্ত সর্ব্বসমেত ২॥০ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত। গ্রাহকগণ আপাততঃ এক টাকা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত হইতে পারিবেন তাহাতেও অপারক হইলে ।০ চারি আনা পাঠাইলে এক এক খণ্ড পাইতে পারিবেন।

প্রকাশক

শ্রীশ্রীনাথ দাস এবং কোং

৭৬ নং গরাণহাটা, অথবা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ও হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া " প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে " স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।

ঘৃত ৵০ পোয়া ... ... ৩ টাকা।

তৈল ।০ পোয়া ... ... ৪ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১॥০ টাকা।

প্যাকিং ও ডাকমাসুল ... ৵০ আনা।

শিবাঘৃত।

(নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার ...মূল্য ... ৪ টাকা।

প্যাকিং ডাকমাসুল ... ... ৵০ আনা।

শারিবা আসব।

ইহার ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্তদোষ, পারাদোষ (অর্থাৎ পারা যে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে) বাতরক্ত নাড়ি ... শোথ, গাত্রকণ্ডু, শরীরের দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিবিহীনতা, মস্তক ঘূর্ণন, হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গরমির পীড়া জন্য গাত্রে যে সকল বিকৃত চিহ্ন বা ক্ষত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ, স্থূল, ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাসুল ৫ বার আনা।

রুক্ষ ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিতেও অপমান বোধ করেন।

আমাদিগের সমাজ এমনই অবনত হইয়াছে, মনোবৃত্তি এত সঙ্কুচিত হইতেছে, যে দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি বিষয়ে একবারে হতাশ হইতে হয়। ধনিদিগের কথা ত স্বতন্ত্র, যাহারা বেতনভোগী—পরের দাসত্ব না করিলে যাহার উদর পূরণের উপায়ান্তর নাই, তাহাদিগেরও বিলাতী গাম্ভীর্য্য ও আত্মগরিমার শেষ নাই। আমরা যদি প্রতিবেশিগণকে কুটিল নয়নে দেখি তবে তাহাদের আমাদের প্রতি কেন শ্রদ্ধা ও আন্তরিক যত্ন থাকিবে ? যদি তাহাদের দুঃখ বিমোচনের জন্য চেষ্টা না করিয়া পেচকবৎ বসিয়া থাকি, তাহাদের ক্রন্দন না শুনি এবং সহানুভূতি না দেখাই তবে কিরূপে তাহাদিগের নিকটে উপকারের প্রত্যাশা করা যায় ? পরস্পরের উপকার সমাজ-বন্ধনের মূল, যদি তাহারই অভাব হইল, তবে এরূপ অসামাজিকতামূলক গাম্ভীর্য্যে দেশের ও সমাজের কি অনিষ্ট না হইতে পারে। সমাজের প্রকৃত উপকার করিতে হইলে পরস্পরের সহানুভূতির প্রয়োজন। বিলাতী গম্ভীরা-প্রকৃতি সেই সহানুভূতিপ্রসূ ? অথবা বিলাতি গাম্ভীর্য্যে বিদ্বেষ ভাব উদ্রিক্ত করে ?

স্বদেশহিতৈষী বঙ্গবাসি ! তুমি না দেশের উন্নতির জন্য ব্যগ্র ? স্বদেশানুরাগী ও মহৎ বলিয়া জন-সাধারণে পরিচিত হইবার জন্য সচেষ্টিত ? তবে কেন বিলাতি গাম্ভীর্য্য প্রকৃতির আশ্রয় লও ? কেন বিলাতি গাম্ভীর্য্যে স্বদেশীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত কর ? জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত কর 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' বাক্যটী স্মরণ রাখ, সেই উদার ভাব পূর্ণ উপদেশ বাক্যকে তোমার সকল কার্য্যের আদর্শ কর। বিলাতী গাম্ভীর্য্য দ্বারা স্বীয় মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ কর, তবে তুমি দেশের প্রকৃত উন্নতি-সাধনক্ষম হইবে। প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী নামের যোগ্য হইবে। সুশিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও যদি তুমি অযথাভূত আত্মগরিমার পরিচায়ক গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ কর, তবে দেশের ও সমাজের উন্নতি কে করিবে ? নিজে সরল ও বিনীত হও ও সামাজিক লোককে সরলতা ও বিনয় শিখাও, তোমরা অশিক্ষিতবর্গের আদর্শস্থল হও, তবেই দেশের উপকার সাধনে সমর্থ হইবে। নতুবা সংবাদপত্রে রাজনৈতিকব্যাপার সমালোচনা করিয়া গাল ফুলাইয়া বসিয়া থাকিলে সহস্র সহস্র বর্ষেও দেশের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার করিতে পারিবে না। বিলাতী গাম্ভীর্য্য অর্থাৎ আত্মগরিমা পরিহার করিয়া সমাজের অনিষ্টমূল সাধারণ লোকের রুচি-বিকৃতি দোষের উপশম করিতে সচেষ্টিত হও, সমাজের অবস্থায় তাহাদিগকে সাহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিখাও, তাহাদের সঙ্কুচিত মনোবৃত্তিগুলি উপদেশ বাক্যে প্রসারিত করাও এবং তাহাদিগকে সমাজের উন্নতি সাধনক্ষম কর, তবে দেশের উন্নতি করিতে পারিবে। নতুবা তাহারাও তোমার কুরুচিসম্ভূত অনুকরণ দোষটীর আরও কুভাবে অনুকরণ করিবে এবং Reserve অথবা Sense of honor বাক্যের প্রকৃত অর্থ ক্রমশঃ কুভাবে পর্য্যবসিত হইবে। 'সাত নকলে আসল খাস্ত' হইবে।

শ্রীসৌদামিনীনাথ দত্ত
হুগলী—রায়বাজার।

কি চমৎকার প্রতিবাদ !

আমরা আশা করিয়াছিলাম, রাজবিহারী বাবু যদি জ্ঞানোপার্জ্জনার্থ বাল্যকালে পণ্ডিত মহাশয়কে দুই চারিটী পয়সাও বেতন-স্বরূপ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখনই আমাদের বিপক্ষে লেখনী ধারণ করিবেন না। কিন্তু দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, তিনি আমাদের আশার মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া, গত ৫ ই শ্রাবণের সোমপ্রকাশে "পরাজিত হইবার ভয়ে, অম্লান-বদনে লেখনী-ধারণ করিয়া বলিয়াছেন "বিহারীবাবু আমাদের প্রস্তাব পাঠে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া" আমাকে শিক্ষিত-রুচি-বিগর্হিত নিন্দা করিতে কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই ইত্যাদি।" সত্য কথা বলিতে কি, রাজবিহারী বাবুর নাম স্বাক্ষরিত প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া আমাদের বাস্তবিকই মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল। তিনি যদি ভগবতীবাবুর প্রস্তাবের যথাযথ উত্তর দিয়া আপনার জ্ঞান-সাহায্যে ঈশ্বর নাই, ইহা প্রমাণ করিয়া আপনাকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে আমরা অনেকাংশে আনন্দিত হইতাম ; কিন্তু যিনি হয় ত জন্মাবচ্ছিন্নে সংখ্যদর্শন স্পর্শ করেন নাই, তিনি অন্যের চর্ব্বিত চর্ব্বণে পোদ্দারিগিরী করিয়া সংবাদপত্রের সাহায্যে ঈশ্বর নাই বলিয়া সমাজস্থ অনেকের মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হন, ইহাতে কে তাঁহার বিপক্ষে বাক্যব্যয় না করিয়া স্থির হইয়া থাকিতে পারে ? এরূপ স্থলে তাঁহার কুরুচির পরিচয় দেওয়াতে রাজবিহারী বাবু ভিন্ন বোধ হয় আমরা আর কাহারও নিকট শিক্ষিত রুচি-বিগর্হিত নিন্দুক বলিয়া পরিচিত হইব না।

আর একটী কথা আছে। রাজবিহারী বাবুর লিখিত প্রস্তাব যে বঙ্গদর্শন-কারের নিজস্ব নহে সাংখ্যদর্শন-কারের মত, তাহা কি আমরা "সাংখ্যদর্শন-কারের আধুনিক প্রিয়-শিষ্য রাজবিহারী বাবু ইত্যাদি লিখিয়াও" বুঝিতে পারি নাই ? যদি নাই পারিয়া থাকি তবে না হয় স্বীকার করি, যে সংখ্যদর্শনের মত গ্রহণ করিতে সকলেরই সমান অধিকার আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই, আমি যদি, প্রথমে পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক কোন মত স্বীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়া আমার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করি, আর যদি কেহ আমাকে না বলিয়া অর্থাৎ উক্ত অংশ কোথা হইতে উদ্ধৃত হইল তাহার নাম না করিয়া আমার পুস্তক হইতে সেই সকল মত অবিকল নকল করতঃ (রাজবিহারী বাবু নকল স্বীকার করিয়াছেন, না করিবেনই বা কোন সাহসে ?) আপনার বলিয়া পরিচয় দেন, তবে দেকিপা ভেজির মত লোকে তাহাকে কিছু না বলুক, ন্যায়-পরায়ণ যথার্থ-বাদী লোকে অবশ্যই অস্তবার নিন্দা করিবে। বঙ্গদর্শন কিছু সোমপ্রকাশের সকল পাঠকেই গ্রহণ করেন নাই, যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা না হয় রাজবিহারী বাবুর নাম স্বাক্ষরিত প্রস্তাবটী বঙ্গদর্শন হইতে কল উদ্ধৃত হইয়াছে, জানিতে পারিতেন, (তা সন্দেহ, ৬। ৭ বৎসরের কথা অনেকের মনে না থাকিতে পারে) কিন্তু যাঁহারা বঙ্গদর্শন লন নাই, তাঁহারা ত আমরা না বলিয়া দিলে সে প্রস্তাবটীতে কোন উদ্ধৃত চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া রাজবিহারী বাবুরই পরিশ্রমের ফল বলিয়া আপনা আপনি প্রতারিত হইতেন। কি চমৎকার রুচি। ইহারই নাম বুঝি শিক্ষিত-রুচি !! এখনা আবার "প্রতিবাদ" !!! যাহা হউক, রাজবিহারী বাবু আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, এবং স্মরণ রাখিবেন, না বুঝিয়া পরের মুখে ঝাল খাইয়া অমনি প্রকাণ্ড বিশ্বের অধিপতির সত্তায় অবিশ্বাস করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

ভাগলপুর।
তারিখ ৬ ই শ্রাবণ। } শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩।৵০। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
নং বাটী নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শোভাবাজার কলিকাতা।

ষ্টিকনিডাইন।

অত্যাধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের [illegible] দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুশক্তির হ্রাস, পুরুষত্বহীনতা, [illegible], অজীর্ণতা, পুরাতন পীড়া, প্লীহা ও যকৃতের [illegible], হিষ্টিরিয়া ইত্যাদিতে ইহাই একমাত্র ঔষধ। [illegible] বোতল ১, প্যাকিং [illegible]। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

অম্ল শূল চূর্ণ।

অম্লপিত্ত ও শরীরে অম্লাধিক্যজনিত যে শূল ব্যথা হয়, তাহা এই ঔষধ সেবনে দুই দিনে নিশ্চয়ই আরাম হইবে। সহস্রাধিক রোগী ইহা সেবনে আরাম হইয়াছে, পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। মূল্য প্রতি প্যাকেট ১। প্যাকিং।০

ডবলিউ কড়র এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিব নারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

ঔষধ।

SIGHT PRESERVER.

১। দৃষ্টি রক্ষক নামক সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১, ডাক মাশুলাদি [illegible]।

২। মেহক রোগ নূতন পুরাতন যে প্রকারের হউক না কেন, জ্বালা যন্ত্রণা মূত্রাধিক্য পূয়স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ নিবারিত হইয়া নিশ্চয়ই নিঃশেষে আরোগ্য হয়। মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুলাদি ১ এক টাকা মাত্র।

PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA

৩। শিয়াল কুকুর প্রভৃতিতে মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই দংশন জনিত বিষ নিবারক মহৌষধ, [illegible] বিষ হইতে এমন কি জল কিম্বা আলো দেখিয়া ভীত হইলেও (হাইড্রোফোবিয়া কিম্বা ফটোফোবিয়া) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশনের পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পরিণামে কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১০ টাকা। ডাক মাশুল ১।০।

৪। সর্ব্ব প্রকার ক্ষত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন গলিত, পারদ এবং উপদংশ জনিত সর্ব্ব প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিস করিলে সর্ব্ব প্রকার চর্ম্ম রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা মাশুল ৸০।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, সিমলা ৫৭ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

শীঘ্র! নির্ভয়!! নিশ্চয়!!!

বি, এন, দাসের গণোরিয়া মিকশ্চর

ইহা দ্বারা নূতন পুরাতন সর্ব্বপ্রকার মেহ শ্বেতপ্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য মায় প্যাকিং বড় শিশি [illegible], মধ্যম ১, ছোট ৸০।

[illegible] নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১।০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, বাত, পারা দোষ, শোষ, উপদংশ, (গরমী) এমন কি শ্বাস কাশ ইহাদেরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ। ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

মহাশয়!

আমি বহু দিবস হইল ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কার্য্যে অক্ষম হইয়া ছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যদক্ষ হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিপ্রদাস মণ্ডল
ময়মনসিংহ।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দাবন গুপ্তের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

প্রকারে চলিয়া যাইতে পারে। একত্রে পাঁচ জন থাকিলে মাসে যদি ৫০ টাকা ব্যয় হয়, তবে তাঁহারা পৃথক পৃথক থাকিলে নিশ্চয়ই প্রত্যেকের ১৪। ১৫ টাকার কম ব্যয় হইবে না। এরূপ স্থলে দরিদ্র ভারতবাসিদের আত্মীয় জনের একত্রে থাকা উচিত অথবা পৃথক পৃথক থাকিয়া আরও দুঃখ দারিদ্র্যের বৃদ্ধি করা উচিত?

(৩) আপনি বলিয়াছেন, একান্নবর্ত্তিতায় আর এক দোষ এই, ইহার দ্বারা পরপিণ্ডভোগী অকর্ম্মণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, আত্মীয় লোকদিগের মধ্যে যিনি ধনবান, তাঁহার স্কন্ধে ভোগ করিতে জানিয়া অন্যান্য আত্মীয়েরা নিষ্কর্ম্মা নিশ্চেষ্ট ও অলস প্রকৃতির লোক হইয়া উঠে, পক্ষান্তরে যিনি ধনবান তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়েন। আপনার এ কথাগুলি অত্যুক্তি দোষে দূষিত। দাদার বা মামার স্কন্ধে ভোগ করিব এরূপ মনে করিয়া, আমরা জিজ্ঞাসা করি, কে কোথায় লেখাপড়া শিখিতে অথবা উপার্জ্জনের চেষ্টা হইতে বিরত থাকেন? কে কোথায় সাধ্যক্রমে পরপ্রত্যাশী হইয়া অলস পরপিণ্ডভোগী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন? যাহাদের কোন উপায় নাই, কোন ক্ষমতা নাই তাহারাই আসিয়া আত্মীয় স্বজনের আশ্রয় লইয়া থাকে। এরূপ আশ্রিতদিগকে আশ্রয় দেওয়া কি ধর্ম্মতঃ ও লোকতঃ কর্ত্তব্য নহে? ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করা, ব্যক্তিবিশেষের স্মরণার্থে অর্থ দান করা, জু লজিকেল গার্ডেনের শোভা বর্দ্ধনের জন্য অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন গবর্ণমেণ্টের হস্তে টাকা দেওয়া এবং (আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ইহাও বলিতে হইতেছে) নাচ তামাসা প্রভৃতিতে প্রতিদিন ভুরি ভুরি অর্থের শ্রাদ্ধ করা যদি কর্ত্তব্য হয়, এবং তাহাতে যদি ধনী লোকের ধনক্ষয় না হয়, তবে দরিদ্র নিরাশ্রয় ২। ১ জন আত্মীয়কে আশ্রয় দেওয়া কি একান্ত কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নহে? সেরূপ আশ্রয় দিতে গেলেই কি ধনীর সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা? বিশেষতঃ যাহারা এরূপ আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা পাতার উপর পা দিয়া উদর পূর্ণ করে না, আশ্রয়দাতার অনেক কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সেই কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য নিশ্চয়ই অপর লোককে অর্থ দ্বারা নিযুক্ত করিতে হইত। তবে উপার্জ্জন প্রভৃতির ক্ষমতা সত্বেও সে ক্ষমতা পরিচালন না করিয়া পরপিণ্ডভোগী হইয়া থাকে এমন লোক একটীও নাই এমন নহে কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, কারণ তাহা হাজারের মধ্যে পাঁচ জনের বেশী হইবে না।

(৪) একান্নবর্ত্তিতার একটী বিশেষ গুণ এই যে, পরিবার মধ্যে যদি কাহারও পীড়াদি কোন বিপদ হয় তবে পরিবারস্থ অন্যান্য আত্মীয়েরা তাঁহার যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিলে কখনই সেরূপ সক্ষম হন না। আপদ বিপদ কাহার নাই এবং তজ্জন্য অপরের সেবা শুশ্রূষার প্রত্যাশী কে নয়?

(৫) যে সতীত্বরত্নের জন্য ভারতবর্ষ বিখ্যাত, যাহার জন্য আমরা সর্ব্বদাই জয়ডঙ্কা বাজাইয়া থাকি, একান্নবর্ত্তী পরিবার ও অবরোধ প্রথা সেই সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষার কি অন্যতর কারণ নহে? মানুষ অপূর্ণজীব, সেই অপূর্ণতা হেতু যদি কখনও কোন স্ত্রীলোকের মনে কুভাবের উদয় হয় এবং তখন যদি সে একক থাকে তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা, কিন্তু তখন সে যদি একান্নবর্ত্তী পরিবার মধ্যে থাকে তবে তাহার কোন অনিষ্টেরই সম্ভাবনা নাই। একান্নবর্ত্তী পরিবারের আর যত দোষ থাকুক এই এক গুণ থাকাতেই ইহা সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয় হইয়াছে।

(৬) একান্নবর্ত্তী পরিবার সংস্থাপনের কোন দোষ নাই, আমরা এমন কথা বলি না, পরিবারস্থ লোকদিগের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে বাদ বিসম্বাদ হয় সত্য, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি বিবাদ কোথায় হয় না? রাজায় প্রজায়, প্রজায় প্রজায়, জমিদারে প্রজায়, প্রতিবেশী প্রতিবেশীতে, জ্ঞাতি জ্ঞাতিতে, স্ত্রীপুরুষে মধ্যে মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে, তা বলিয়া কি রাজার রাজ্য, জমিদারের গ্রাম ও জমি, প্রতিবেশী ও জ্ঞাতির সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে? স্ত্রীপুরুষে বিবাদ হয় বলিয়া একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিপক্ষেরা আপন আপন স্ত্রী ত্যাগ করিতে কি প্রস্তুত আছেন? একান্নবর্ত্তী পরিবারের দোষের ভাগ অপেক্ষা যখন গুণের ভাগ অধিক তখন তাহা কিছুতেই পরিত্যাজ্য নহে। তাহাতে যে দোষ আছে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করুন, সংহারের চেষ্টা কেন?

শ্রীভগবতীচরণ দে
যমুনীয়া।

অভিযোগ ও অনুরোধ।

মহাশয়! কিছু দিন হইল "একান্নবর্ত্তী পরিবার" শীর্ষক একটী প্রস্তাব নববিভাকরে প্রকাশিত হয়, আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক খানি পত্র পাঠাইয়া দিই। কিন্তু আক্ষেপ এই, বিভাকর সম্পাদক সে পত্র পাঠ করিয়া একেবারে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহা অপ্রকাশিত রাখিয়া ১২ ই শ্রাবণের বিভাকরে তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন! আমার পত্রের প্রতিবাদ করা অথবা আমাকে কেবল গালি দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য, তাহা তাঁহার উত্তর পাঠ করিয়া ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমার পত্র প্রকাশ করিয়া তিনি যদি তাহার উত্তর দিতেন, তবেই ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষা হইত, পক্ষান্তরে তাঁহার যুক্তির বল অধিক, অথবা আমার যুক্তির বল অধিক তাহা বিবেচনা করিবার জন্য সাধারণ পাঠকে অবসর পাইতেন। আমার বোধ হয় তিনি বড় অভিমানী. আমার কথার প্রতিবাদ করিয়া তিনি পূর্ব্বে একবার লিখিয়াছিলেন, নববিভাকরে কখনই অসার কথা লেখা হয় নাই, আবার এবারেও লিখিয়াছেন "আমাদের লিখিত প্রবন্ধে অনুকরণপ্রিয়তার যে কিছু মাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহা মূঢ় লোকেও বুঝিতে পারে।" এই প্রশংসাসূচক বাক্যগুলি অপরের মুখ হইতে বাহির হইলেই দেখিতে ও শুনিতে ভাল হইত। যাহা হউক, বিভাকর সম্পাদকের এইরূপ অভিমান আছে বলিয়াই তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করাতে, তাঁহাকে অনুকরণপ্রিয় বলাতে তাঁহার তাহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু একজন সংবাদপত্র সম্পাদকের এরূপ অত্যুগ্র ও অসহিষ্ণু ভাব থাকা কখনই শ্রেয় নহে। যাহা হউক, সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়! আমার পত্রখানি প্রকাশ না করিয়া এবং তা[হার] ২। ১ স্থান উদ্ধৃত করিয়া—যাহা আমি লিখি নাই তাহাও আ[মা]র কথা বলিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিয়া বিভাকর স[ম্]পাদক কতদূর অবিচার ও অন্যায় করিয়াছেন তাহার বিচারের ভার আপনাকে প্রদান করিলাম এবং বি[ন]ীত অনুরোধের সহিত এই সঙ্গে আমার সেই পত্র খানি (১) পাঠাইলাম, এবং [প্রার্থনা করি]তেছি, তাহা বিভাকরের মূল প্রস্তাব ও তাহার শেষ উত্তর পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠকদিগকে প্রস্তাবদ্বয়ের দোষ গুণ বুঝিতে সক্ষম করিবার জন্য আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

১। বিভাকর সম্পাদক আমার পত্রের উত্তর ছলে যাহা বলিয়াছেন, এখানে তদ্বিষয়ের ২। ১ কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

একত্র সহবাস করিলে ভক্তি, স্নেহ আসঙ্গলিপ্সা যেরূপ পরিতৃপ্ত হইতে পারে, দূরে দূরে থাকিলে কখনই সেরূপ পারে না। বিভাকর সম্পাদক এমন সরল সত্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, গুরু ও অধ্যাপক প্রভৃতিরা দূরে দূরে থাকিলেও আমরা তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতে ও শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে

(১) আমরা সে পত্র খানির প্রতিবাদ [illegible] নাই, [illegible] কোন পত্রের বাকি নাই। সুতরাং পত্র খানি [illegible] হয়! সে পত্রের ভাব ও মুখে এক হইলেও কথার [illegible] হওয়া সম্ভব। যতদূর স্মরণ আছে ঠিক করিয়া [illegible] লাম, ইচ্ছা বশে কিছুই পরিবর্ত্তন করি নাই।

পারি। কিন্তু কথা এই, আমরা যাহাকে যত অধিক ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহ করি, তাহার সহিত অধিক একত্রে সহবাস করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হই কি না? তত অধিক উৎকণ্ঠিত হওয়া যদি স্বাভাবিক হয় তবে সেই সকল ভক্তি প্রীতি বা স্নেহ ভাজনেরা যদি সর্ব্বদা নিকটে না থাকেন কি প্রকারে বলিব যে, তাহাদের সহিত কদাচিৎ সাক্ষাৎকারলাভে আমাদের উক্ত বৃত্তিত্রয় যথোচিতরূপে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে? সুহৃদ ও অধ্যাপক প্রভৃতির সহিত সর্ব্বদা একত্রে থাকিবার যদি আমাদের উপায় থাকিত, তাহা হইলে আমরা কি তাহাতে বিরত হইতাম? সে উপায় নাই বলিয়া আমরা তাঁহাদের হইতে পৃথক থাকিতে বাধ্য হই এবং তাঁহাদের সহিত কদাচিৎ সাক্ষাৎ করিয়া কথঞ্চিৎরূপে আমাদের উক্ত বৃত্তিত্রয় পরিতৃপ্ত করিয়া থাকি। দুইটি পরস্পর বিপরীত [illegible] উপস্থিত হইলে যেটি অধিকতর গুরুতর আমরা সেইটিই পালন করিয়া থাকি; কিন্তু উপস্থিত স্থলে আমরা এমন কোন গুরুতর কর্ত্তব্য দেখিতেছি না, যাহার জন্য আমাদের উক্ত বৃত্তিত্রয়কে যাবজ্জীবনের জন্য সঙ্কুচিত বা দমন করিয়া পিতা মাতা খুড়া জেঠা প্রভৃতি হইতে পৃথক বাস করা আবশ্যক।

২। বিভাকর সম্পাদক এক স্থলে এই ভাবে লিখিয়াছেন, আমরা যেন পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকা স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি লইয়া একত্রে ভোজন [illegible] করে এরূপ কথা বলিয়াছি! কিন্তু পাঠক! আপনারা জানিবেন আমরা কখনই ওরূপ কথা বলি নাই। আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, ইতর প্রাণীগণ ( ) একটুকু বড় হইলে আপনার পিতা মাতা প্রভৃতিকে চিনিতে পর্য্যন্ত পারে না।

৩। সম্পাদক একান্নবর্ত্তিতার সপক্ষদিগকে জন্মান্ধ ও কুসংস্কারী বলিয়াছেন এবং সেই ভ্রম ও কুসংস্কার দূর করিবার জন্য অন্যান্য সম্পাদকদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু কথা এই, একান্নবর্ত্তিতার সপক্ষেরা জন্মান্ধ অথবা বিপক্ষেরা জন্মান্ধ, সপক্ষদিগকে উপদেশ দেওয়া উচিত অথবা বিপক্ষদিগকে উপদেশ দেওয়া উচিত, ইহার মীমাংসা করা অগ্রে কি উচিত হইতেছে না?

৪। আমরা বলিয়াছিলাম একত্রে থাকিলে আপদ বিপদের সময় পরস্পরের নিকট হইতে যেরূপ সাহায্য পাওয়া যায়, [illegible] পৃথক থাকিলে কখনই তেমন সাহায্য পাওয়া যায় না। [illegible] ইহারও প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন [illegible] আপদ বিপদের সময় পরস্পরে পরস্পরের সেবা শুশ্রূষা করিবে না আমরা একথা এই নূতন শুনিলাম। "মনে কর একত্রে তিন জন আছে, তাহাদের এক জনের পীড়া হইলে আর একজন গৃহকার্য্যে ও অপর একজন অনায়াসেই সেই রোগীর সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতে পারে। কিন্তু তিন জন পৃথক পৃথক থাকিলে যদি এক জনের পীড়া হয় তবে কি আর এক জন তাহার সংসারের সমস্ত কার্য্য এবং আহার নিদ্রা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া উক্ত রোগীর কাছে আসিয়া থাকিতে পারে? আর একটি কথা, বাটীতে চোর ডাকাইত পড়া প্রভৃতি বিপদের সময়ে পাঁচ জন একত্রে থাকিলে অনায়াসেই সে বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারা যায়, কিন্তু পৃথক পৃথক থাকিলে কখনই তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই।

৫। আমরা বলিয়াছিলাম একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে থাকিলে সহজে স্ত্রীলোকেরা কুপথগামিনী হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সম্পাদক বলিয়াছেন "বহু পরিবার মধ্যে না থাকিলে যে সতীত্ব রক্ষা হয় না, সে সতীত্ব থাকা না থাকা উভয়ই তুল্য।" আমরা জিজ্ঞাসা করি অন্যান্য দেশের স্ত্রীলোক অপেক্ষা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা অধিকতর সতী কেন? অবশ্য তাহার অনেক কারণ আছে, কিন্তু অবরোধ ও একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে থাকাই কি তাহার অন্যতর কারণ নহে? একটী বারের জন্যও মনে কুভাবের উদয় হয় নাই এবং তাহা দমনের জন্য কখনই ভয়, লজ্জা ঘৃণা ও আত্মগ্লানির প্রয়োজন হয় নাই, এমন সতী এ পৃথিবীতে নাই—হইতেও পারে না, যে হেতু মনুষ্য অপূর্ণ জীব। সম্পাদক বলিয়াছেন যে "স্ত্রীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট সতীত্ব রক্ষা হইবে, উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে না।" এ কথা যদি সত্য হয় তবে জিজ্ঞাস্য এই, ইউরোপ ও আমেরিকানেরা আমাদের অপেক্ষা শত সহস্র গুণে স্ত্রীলোকের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথচ সতীত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের স্ত্রীরা আমাদের স্ত্রী অপেক্ষা নিকৃষ্ট কেন।

৬। আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে বিবাদ হয় স্বীকার করিয়া যাহাতে সে বিবাদ না ঘটে তাহার উপায় অবলম্বন করিতে বলায়, সম্পাদক সে উপায় কি আমরা জানি না স্থির করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অবগতির জন্য এখন বলিতেছি যে, সে উপায় পরিবারস্থ সকলকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যে বাটীতে যত অধিক জ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে, সে বাটীতে ততই বিবাদ কমিয়া যাইতেছে। সম্পাদক এমন সহজ উপায়টী আমাদের নিকট হইতে জানিতে যে প্রত্যাশা করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই, বুঝিলে তাঁহাকে পূর্ব্বেই জানাইতাম।

যমুনিরা। }
৩০ এ জুলাই ১৮৮০ } শ্রীভগবতীচরণ দে।

(২) আমরা কেবল [illegible] আমাদের লেখার ভাবে ইতর প্রাণি সম্বন্ধে বুঝাইয়াছে।

রেণ্ট কমিশনের রিপোর্ট।

যেখানে অধিকতর ঘনিষ্ঠ ভাব, সেই স্থানেই ঘোর বিরোধ। জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে এত বিবাদ হয় কেন? জমীদারে ও প্রজায় অধিকতর ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়াই সর্ব্বদা বিরোধ ঘটিয়া থাকে। এ সম্বন্ধ এক কালে বিচ্ছিন্ন না হইলে বিবাদের শেষ শান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার নয়, এ বিবাদেরও সম্পূর্ণ শেষ হইবার সম্ভাবনা নয়। তবে যতদূর সম্ভাবিত, বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আশলি ইডেন সাহেব সে বিষয়ে বিলক্ষণ যত্নশীল হইয়াছেন। তিনি এতৎসংক্রান্ত একটী আইন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। কিরূপে করিলে ভাল হয়, তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত কয়েক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। তাঁহারা যে রিপোর্ট করিয়াছেন, পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য অদ্য পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে। আমরা রিপোর্ট পাঠ করিয়া দেখিলাম যে কমিসন আরম্ভ কালেই কৃষক শব্দের অর্থ লইয়া বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন।

পূর্ব্বে জমীদার ও তাঁহার অধীন পত্তনিদার দর পত্তনিদার প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিগণ ও কৃষক, ইহাদের বিশেষ লক্ষণ ছিল না। এক্ষণে কমিসন এই প্রস্তাব করিয়াছেন, যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখিয়া ভূমির স্বত্বাধিকারী হইবেন, তাঁহারাই স্বত্ববান জমীদার। যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমীদারের নিকট হইতে ভূমি লয় অথচ স্বয়ং চাস করে না, তাহারা প্রজা নামদ্বারা নির্দ্দেশিত হইবে। যাহারা আবার তাহাদের নিকট হইতে ভূমি লইবে, তাহারা নিম্ন শ্রেণীর প্রজা হইবে। ফলতঃ ইহারা মূল প্রজার দূরতা অনুসারে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর প্রজা বলিয়া অভিহিত হইবে। নিম্ন শ্রেণীর প্রজারা এক বিঘা অবধি যত অধিক হউক না কেন ভূমি লইতে পারিবে। যাহারা কেবল চাস করিবার জন্য ভূমি লইবে, তাহারাই কৃষক এই নাম প্রাপ্ত হইবে। ইহারা যদি ১২ বৎসর একাদিক্রমে ভূমি ভোগ করে, তাহা হইলেই তাহাদের ভূমিতে দখলি স্বত্ব জন্মিবে। এরূপও ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়, এই কৃষকদলের অনেকে আবার চাস করিতে করিতে চাস পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ

করে এবং নিজ ভূমি খাজনায় দিয়া কতকটা জমীদার হইয়া বসে। রঙপুর সুন্দরবন উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে অনেক চাষী প্রজা বিস্তর জমী লয়। অন্য কথা কি রঙপুরের জোতদারেরা ১ টাকা অবধি ৫০০০০ টাকা পর্য্যন্ত খাজনা দিয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তিকে কৃষক বলা যাইবে, না ইহাদের অন্য নাম দেওয়া হইবে?

এই গোলযোগের নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে কমিসন স্থির করিয়াছেন যে যাহারা ১০০ বিঘার অধিক জমী লইবে, তাহারা কৃষক বলিয়া গণ্য হইবে না, ১০০ বিঘার ন্যূন ভূমির কর্ষণকারিরাই কৃষক বলিয়া নির্দ্দেশিত হইবে। সে সেই ভূমির নিজে চাস করুক আর নাই করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই। তাহার অধীনস্থ চাষী কোন প্রকারও দখলীস্বত্ব হইতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে অধিকহারে খাজনা দিতে হইবে।

দখলী স্বত্ববান প্রজার দখলী স্বত্ব বাকী খাজনার ডিক্রী ভিন্ন অন্য ডিক্রীতে বিক্রয় হইতে পারিবে না। যদি সে ঐ স্বত্ব বন্ধক দেয়, বন্ধক বাতিল ও না মঞ্জুর হইবে। জমীদার নিম্নলিখিত চারি কারণে তাহার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

১ ম। কোন প্রজার খাজনার হার যদি নিকটস্থ প্রজার খাজনার হার অপেক্ষা অল্প হয়।

২ য়। যদি প্রজার চেষ্টা ব্যতিরেকে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়।

৩ য়। মাপে যদি প্রজার জমী অধিক হয়।

৪ র্থ। দ্রব্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি। যথা—রূপার দাম কমিয়া যাওয়াতে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর দর বাড়িয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় জমীদার অধিক খাজনা চাহিতে পারেন। ধোর বল, পূর্ব্বে জমীদার ৩ টাকা খাজনা পাইতেন। সেই তিন টাকার জমীর উৎপন্ন যত হইত, এখন তাহার অপেক্ষা অনেক কম হয়। এখন তিন টাকা লওয়াতে জমীদারের ক্ষতি হইতেছে। এই সকল খাজনা বৃদ্ধির মকদ্দমার অধিকাংশ মকদ্দমা হয় দেওয়ানী আদালতে না হয় মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে হইবে। কেবল চতুর্থ কারণে খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিষ করিতে হইবে। দখলী স্বত্ববান কৃষক যদি প্রমাণ করিতে পারে যে ২০ বৎসর তাহার খাজনার হার বৃদ্ধি হয় নাই, তবে তাহার খাজনা আর বৃদ্ধি হইবে না।

যে কারণে দখলী স্বত্ববান কৃষকের খাজনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, সেই সেই কারণে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর প্রজাদিগেরও খাজনা বৃদ্ধি হইবে।

জমীদার দখলীস্বত্ববান কৃষকের জমী ডিক্রীতে বিক্রয় করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু ভূমিতে তাহার যে স্বত্ব ছিল, তাহার উচ্ছেদ হইবে না। ভূমিতে ক্রেতার সেই স্বত্ব জন্মিবে। ক্রেতা যে ঠিক সময়ে খাজনা দিবে, জমীদার তাহার প্রতিভূ লইতে পারিবেন।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, জমীদার অন্যায় করিয়া খাজনার অতিরিক্ত আবওয়াব গ্রহণ করিলে ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় হইতেন, কিন্তু এক্ষণে সে আইন রহিত হইয়া এই নিয়ম হইতেছে, জমীদার যে পরিমাণে আবওয়াব গ্রহণ করিবেন, তাহাকে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইবে। খাজনা জমীর উৎপন্নের অর্দ্ধেকের অধিক হইবে না। যদি খাজনা বৃদ্ধি করিতে হয়, দ্বিগুণের অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি করিতে পারিবে না এবং সেই দ্বিগুণ বৃদ্ধিও ক্রমে ক্রমে ৫ বৎসরে হইবে। যাহাদের দখলী স্বত্ব জন্মে নাই অথচ যাহারা তিন বৎসরের অধিক কাল জমী ভোগ করিয়াছে, জমীদার তাহাদের খাজনা বাড়াইয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু খাজনা বৃদ্ধি করাতে যদি তাহাকে জমী ছাড়িয়া দিতে হয় তবে তাহার ক্ষতি পূরণার্থ জমীদারকে এক বৎসরের বর্দ্ধিত খাজনা দিতে হইবে এবং তাহার আর যে কিছু ক্ষতি হইবে, তাহাও দিতে হইবে।

উত্তরাধিকার ক্রয় বা দান সূত্রে যে ব্যক্তি যে ভূমি প্রাপ্ত হইবে, তাহাকে তিন মাসের মধ্যে জমীদারের কাছারীতে গিয়া নাম খারিজ করিয়া আনিতে হইবে। নাম খারিজের ফী খাজনার ৫০ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু ঐ ফী কখন ১ টাকার অল্প বা ১০০ টাকার অধিক হইবে না। যদি কেহ নাম খারিজ না করে, জমীদার তাহার দশ গুণ জরীমানা করিতে পারিবেন এবং যে ব্যক্তি অধিক দিন নাম খারিজ না করিবে, জমীদার তাহাকে প্রজা বলিয়া গণ্য না করিলে না করিতে পারেন।

প্রজা যদি দখলীস্বত্ব পাইয়া সেই জমীতে নিজের বাসার্থ বাড়ী গোলা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, জমীদার তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবেন না। কিন্তু সে যদি দোকান আদি করে তবে জমীদার তাহাকে নোটিস দিতে পারিবেন এবং প্রজাকে সেই দোকানাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার খরচ দিতে হইবে কিন্তু জমীদার যদি দুই তিন বৎসরের মধ্যে নোটিস না দেন তবে প্রজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে যে ক্ষতি হইবে জমীদারকে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

জমীতে যাহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, জমীদার কেবল তাহার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। আর যাহারা অচিরস্থায়ী স্বত্ব ভোগী, (যথা ইজারাদার ইত্যাদি) তাহাদের খাজনা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

পূর্ব্বোল্লিখিত ৪ র্থ কারণে যখন খাজনা করিতে হইবে, তখন দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যের দেখিতে হইবে। জেলার কালেক্টর সাহেব নিজ জেলাস্থ সমস্ত বাজারের সমস্ত জিনিষের দরের একটী ফর্দ্দ করিয়া রাখিবেন। আর কালেক্টর সাহেব খাজনার হারের একটী নিয়ম প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। ঐ হার দেখিয়া চতুর্থ কারণে খাজনা বৃদ্ধির মকদ্দমার বিচার হইবে। কালেক্টর সময়ে সময়ে উহার পরিবর্ত্ত করিবেন, যদি কাহার উহার সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি থাকে, তাহা কালেক্টর শুনিবেন।

আইনের উদ্দেশ্য এই যে খাজনা বৃদ্ধির মকদ্দমা এক একটী করিয়া না করিয়া একেবারে বহুসংখ্যক নালিশ করা হয়। এই জন্য জমীদারগণকে একেবারে বহুসংখ্যক মকদ্দমা উপস্থিত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কমিশন যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহা অতি বিশাল। তাহা তাঁহাদের দুই বৎসরের পরিশ্রমের ফল। অতএব তাহা পাঠ করিতে যে কত পরিশ্রম লাগে, পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কমিশন অতিভেদী পরিশ্রম, এবং রিপোর্ট-পাঠকের শিরোবেদনাকারী পরিশ্রম এ উভয়ের অনুরূপ ফল লাভের আশা দেখা যাইতেছে না। প্রজা ও জমিদারের বিবাদের মীমাংসায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যাহাতে বিবাদের মীমাংসা হয় সেই প্রয়াস পাইয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা দেখিয়া চলিত হইতেছি রিপোর্ট অনুসারে যদি কাজ হয়, বিবাদের অধিকতর বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে। একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই আমাদের বাক্যের যাথার্থ্য পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে। জমীদারেরা যে যে কারণে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি তাহার অন্যতর কারণ। এ কারণটীকে বৈজ্ঞানিক কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অত্যুক্তি হয় না। একারণ নির্ণয় করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করা সহজ নয়, ইহাতে অনেক প্রকার বৈজ্ঞানিক মকদ্দমার সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই। মকদ্দমার সংখ্যার লাঘব করিবার নিমিত্তই নূতন আইন হইতেছে। কিন্তু যদি মকদ্দমার হ্রাস না হইয়া তাহার বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে নূতন আইনে ফল কি?

যাঁহারা কমিশনরূপে নিয়োজিত হন, তাঁহারা সকলেই প্রজার প্রতি স্নেহবান, যিনি তাঁহাদিগকে নিয়োজিত করেন, তিনিও প্রজার প্রতি [illegible] পক্ষপাতী। প্রজার মঙ্গল সাধন করা তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য। কিন্তু যে আইন হইতেছে, তাহাতে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ [illegible] দেখা যাইতেছে না। কমিশন [illegible]

স্বত্বের উপরে নানা প্রকার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতেছেন। কিন্তু দখলী স্বত্ব জন্মিবার কি উপায় করিবেন? প্রজার দখলী স্বত্ব হওয়া আর না হওয়া জমীদারের ইচ্ছায়ত্ত। জমীদার যদি বর্ষে বর্ষে প্রজা পরিবর্ত্ত করেন, কিরূপে দখলী স্বত্ব জন্মিবে? জমিদারেরা যে অতঃপর তাহা করিবেন না, একথা কে বলিতে পারে? কে এ জমীদারের হস্তরোধ করিয়া রাখিবে? ইহাতে বিষম গোলযোগ বাঁধিবারই সম্ভাবনা। এক কালে একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত না করিলে এ বিষয়ের সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নয়। ভূমি অন্য অন্য বাণিজ্য দ্রব্যের ন্যায় নহে। ইহার লাভ নির্দ্দিষ্ট, নির্দ্দিষ্ট কালে আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হয় না। ভূমির অবস্থা বিবেচনা করিয়া জমীদারের লভ্যাংশ রাখিয়া অনায়াসে স্থায়ী বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। কমিশনের রিপোর্টমত যদি কার্য্য হয়, কতক গুলি প্রজার সুবিধা হইবে এই মাত্র।

জমীদারী বন্দোবস্ত ও সরকারী খাস বন্দোবস্ত ইহার মধ্যে কোনটী উৎকৃষ্ট?

আমরা যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে বাস করিতাম, তখন মনে করিতাম, যদি ভারতে ইংলণ্ডেশ্বরীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আধিপত্য হয়, আমরা এক্ষণকার অপেক্ষা বহুগুণে সুখী হইব। কিন্তু আমাদের সে আশা রাবণের সীতাহরণ করিয়া সুখী হইবার আশার ন্যায় বিপরীত ফল প্রসব করিল। এখন কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কোম্পানির অধিকারে আর ইংলণ্ডেশ্বরীর খাস অধিকারে বহু অন্তর। কোম্পানির কর্ম্মচারিরা তাঁহাদের অবাধ্য হইয়া সময়ে সময়ে অত্যাচার করিতেন বটে কিন্তু তাঁহারা নিজে অত্যাচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। তাঁহারা যে কোন প্রকার অত্যাচার করেন, সে ইচ্ছা ছিল না। পাছে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অত্যাচার রূপ ছল পাইয়া তাঁহাদের অধিকার হরণ করিয়া লন, তাঁহাদের সর্ব্বদা এই শঙ্কা ছিল। এই শঙ্কা হেতু তাঁহারা বিপরীতবাদিদিগের বাক্যে উপেক্ষা করিয়াও এদেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। এই শঙ্কা হেতু তাঁহারা এদেশীয়দিগকে বিচারপতি পদ প্রদান করেন। তাঁহারা যদি এত দিন থাকিতেন, নিশ্চয় রাজপদগুলি ইউরোপীয়দিগের সহিত তুল্যরূপে এদেশীয়দিগকে প্রদান করিতেন। তাঁহারা যদি এতদিন থাকিতেন, আমাদের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, [illegible] তাঁহাদিগকে শাসনপ্রণালীমধ্যে [illegible] এদেশীয়দিগের প্রবেশাধিকার দিতে হইত। এত দিন যদি তাঁহারা থাকিতেন, পক্ষপাতদূষিত মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত [illegible] আইন ও অস্ত্রবিষয়ক আইন প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইত না।

জমীদারী বন্দোবস্তে ও গবর্ণমেণ্টের খাস বন্দোবস্তেও এইরূপ অন্তর। জমীদারেরা ভয় করিয়া কাজ করেন, তাঁহারা প্রজার উপরে অত্যাচার করিব মনে করিলেও ভয়ে অত্যাচার করিতে পারেন না। অত্যাচার করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার হয়। পোলীসেরও ফৌজদারী ও দেওয়ানীরূপ সহস্রদ্বার উদ্ঘাটিত। খাস মহলে সে দ্বার উদ্ঘাটিত নয়। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা অত্যাচার করিলে গবর্ণমেণ্ট প্রজার কথায় তাহাতে প্রত্যয় করেন না। মনে করেন, প্রজারা মিথ্যা কথা কহিতেছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগের বাক্যের যে একান্ত বশীভূত, তাহা সকল কার্য্যেই প্রায় প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিরাও এক একজন এক একটী নবাব। ৫ টাকা মাসিক বেতনের এক জন সামান্য পদাতিকেরও অহঙ্কার ও প্রতাপের পরিসীমা থাকে না। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা যখন স্বয়ংই গবর্ণর হইলেন, তখন যে খাস মহলে অত্যাচার হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা যে নিমিত্ত অদ্য এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, তাহা এই।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত হিজলীতে মাজনামুঠা ও জলামুঠা নামে দুইটী খাস মহল আছে। গবর্ণমেণ্ট তাহার জরিপ করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করিতেছেন। এতৎসংক্রান্ত অনেক মকদ্দমা গবর্ণমেণ্টের সহিত উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহাতে কেবল যে গবর্ণমেণ্টের অনর্থক ক্ষতি হইতেছে এমন নয় প্রজারও যার পর নাই অনিষ্ট ও কষ্ট হইতেছে। এসময়ে মকদ্দমা করাতে প্রজার অনেক প্রকার ক্ষতি। প্রথমতঃ চাসের ব্যাঘাত। দ্বিতীয়তঃ উকীল মোক্তার প্রভৃতি মকদ্দমা ব্যয়। তৃতীয়তঃ পাথেয় ব্যয়। চতুর্থতঃ এই বর্ষাকালে বিদেশে বাসা করিয়া থাকিবার অসঙ্গত ব্যয় এবং আত্যন্তিক কষ্ট। আমাদিগের সভ্য গবর্ণমেণ্ট এগুলি বিবেচনা ও চিন্তা না করিয়া যে কার্য্য করেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়। প্রজার সহিত গবর্ণমেণ্টের আবার মকদ্দমা কি? এ মকদ্দমার সৃষ্টি করাতে প্রকারান্তরে প্রজাদিগকে উৎসন্ন দেওয়া হইতেছে। প্রজাবৎসল সর্ব্বদয় বিবেকশক্তিসম্পন্ন সভ্য গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার ব্যবহার করা কি উচিত? যদি আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট প্রজার সুখ দুঃখে উদাসীন নির্দ্দয় অসভ্য গবর্ণমেণ্ট হইতেন তাহা হইলে আমরা এ সকল কথা কহিতাম না। জরীপে যে জমী বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহারই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা লইলে প্রজার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। তাহার উপর আবার হার বৃদ্ধি? তন্মূলক আবার মকদ্দমার ব্যয় ও কষ্ট? এরূপে প্রজাকে বিব্রত করা কি বিধেয় হয়? প্রজার সহিত গবর্ণমেণ্টের কি কিছু শত্রুতা আছে? যদি গবর্ণমেণ্ট হার বৃদ্ধি করিবার বিষয়ে একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, প্রতি বিঘায় ৵০ আনা করিয়া বৃদ্ধি করুন। ঐ বৃদ্ধি চিরকালের নিমিত্ত হউক। কোন কালে কোন কারণে উহার পরিবর্ত্ত নু নাতিরেক বা হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না। এইরূপ স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সকল প্রজার নিকট হইতে ঐ বর্দ্ধিত হার অনুসারে খাজনা আদায় করা হউক। এ প্রকার ব্যবস্থা করিলে মকদ্দমা করিতে হইবে না, প্রজারাও উৎসন্ন হইবে না। গবর্ণমেণ্ট মকদ্দমায় ৫০। ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া যদি কিছু অধিক লাভ করিতে পারেন, তাহার অপেক্ষা এ লাভ সহস্র গুণে প্রশংসনীয়। ইহাতে প্রজারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত ও সন্তুষ্ট থাকিবে। উভয় পক্ষের কাহারও বৃথা অর্থ ব্যয় ও কষ্ট হইবে না। এ ব্যবস্থা কি বাস্তবিক প্রশংসনীয় নয়? এ ব্যবস্থা কি সদ্বিবেচক বুদ্ধিমান গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনীয় ও অবলম্বনীয় নয়? মাজনামুঠা ও জলামুঠা লোণা জায়গা। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি প্রভাবে প্রায়ই উহার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ভারতে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির অনুগ্রহ বড় কম নয়। এরূপ স্থলে প্রজাদিগের কিছু সুবিধা করিয়া দিয়া স্থায়ী বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। আমরা এ সম্বন্ধে উল্লিখিত খাসমহলে প্রজাদিগের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতেছি। অনেকে মুখে ও পত্রদ্বারা এই বিষয় আমাদিগকে জানাইতেছেন। আমরা অদ্য মেদিনী পত্রের লিখিত এতৎসংক্রান্ত প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ উহাতে এতৎসংক্রান্ত বিস্তারিত বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

"মেদিনীপুরের অন্তর্গত হিজলী প্রদেশে মাজনামুঠা ও জলামুঠা নামে দুইটী খাস ষ্টেট আছে। এই দুইটী ষ্টেটের মধ্যে ১১ টী পরগণা সংযুক্ত। সমুদ্র নিকটবর্ত্তিতা হেতু উক্ত পরগণা সকলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে জরিপ জমাবন্দী করিয়া তথায় নির্দ্দিষ্ট মিয়াদে জমা বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। আমরা ৩৩ সংখ্যক মেদিনীতে এতদ্বিষয় পাঠকবর্গকে সংক্ষেপে অবগত করিয়াছি। এক্ষণে উক্ত প্রদেশের প্রজাসকলকে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ নির্দ্দয়রূপে আক্রমণ করিয়াছেন, আমরা তৎবৃত্তান্ত বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়া পাঠকদিগের গোচর করণে ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

সাধারণ জমীদারেরা স্বীয় অধিকারস্থ প্রজাদিগের করবৃদ্ধি করিতে মানস করিলে তাঁহাদিগকে কত যে কষ্টকর চেষ্টা কত অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই এবং অনেক স্থলে তাঁহাদের

সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য শীল বাবুদের মেদিনীপুরে একাশিমৌতা নামে একটী জমীদারি আছে। শীলবাবুরা উক্ত জমীদারি ক্রয় করিয়া অবধি প্রায় ১৪।১৫ বৎসর যাবৎ প্রজাদিগের সহিত করবৃদ্ধি উদ্দেশ্যে নানাবিধ মকদ্দমা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া অবশেষে উক্ত জমীদারি পত্তনি বিলি করেন। পত্তনিদার আমাদের দেশের একটী প্রাচীন বংশীয় তৃতীয় শ্রেণীর সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কুবুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া উক্ত জমীদারি পত্তনি লইলেন এবং প্রজাদিগের সহিত বিবাদ করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে উৎসন্ন হইলেন। অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় করসংক্রান্ত আইন সকল প্রজাদিগেরই অধিকতর অনুকূল। এরূপ হওয়াও সর্ব্ববিধায় কর্ত্তব্য। দুর্ব্বলের সহায়তা করাই আইনের উদ্দেশ্য।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত আইনের প্রতিকূলতা বিলক্ষণ ভোগ করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন, তত্রত্য কল্যাণপুর ও বলরামপুরের বন্দোবস্ত করিতে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কষ্ট পাইয়া বিরক্ত হইয়া ১৮৭৯ সালে ৮ আইন জারি করিয়াছেন। এবং আপাততঃ ইহাও বোধ হয় যে, যেন হিজিলির উক্ত খাস ষ্টেটদ্বয়ের বন্দোবস্ত কার্য্যের সুবিধা বিধান করাই এই আইনের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। সে যাহা হউক, আইনটী বন্দোবস্তকারী গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগের হস্তে কিরূপ প্রকৃত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে একটী বিষয়ের উল্লেখ করিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। কোন প্রজার করবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রজার নামে একটা নোটিশ জারি করিলেই যথেষ্ট হইল। প্রজা যদি বর্দ্ধিত কর দিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে তাহাকে গবর্ণমেণ্টের নামে নালিশ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে কর বৃদ্ধি হওয়া অনুচিত। আবার উক্ত নোটিশ জারির প্রণালী তুল্যরূপ চমৎকার। প্রজা নোটিশ পাইল কি না ইহা প্রমাণের আবশ্যক নাই। বন্দোবস্ত কাছারি হইতে নোটিস বাহির করিয়া দিলেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্যের শেষ হইল। অতঃপর যত কিছু দায় প্রজার স্কন্ধে। দুর্ব্বলের সহায়তা করা ও ন্যায় স্থাপন করা আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে উভয় উদ্দেশ্যেরই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

জলামুঠা ও মাজনামুঠা ষ্টেটে এককালে ৭৫ হাজার প্রজার নামে নোটিশ জারি করা হইয়াছে হয়ত অনেক প্রজা নোটিশের কোন খবরই জানে না। যাহারা সন্ধান পাইয়াছিল এমন ৩০ হাজার প্রজা গবর্ণমেণ্টের নামে নালিশের নোটিশ দেয় কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নামে নালিশ করা সহজ কথা নহে। তাহাতে তাহাদের প্রতিকূলে সমূহ অসুবিধা। সুতরাং অতি অল্প সংখ্যক প্রজা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে সাহসী হইয়াছে। কাঁথির মুনসফিতে ২২৫০; তমোলুক মুনসফিতে ৫০০ এবং দাঁতুন মুনসফিতে ৫০ নম্বর রুজু হইয়াছে। পঁচাত্তর হাজারের মধ্যে এই কয় হাজার মাত্র নম্বর নালিশ রুজু হইল দেখিয়া পাঠকেরা মনে করিবেন অবশিষ্ট প্রজাদের কর-বৃদ্ধি পক্ষে কোন আপত্তি নাই, বাস্তবিক তাহা নহে। প্রজারা উড়িতে না পারিয়া পোষ মানিয়াছে।

প্রজারা সাধারণতঃ অতি গরিব। তাহাদের না আছে অর্থ বল, না আছে সহায় বল। আইন তাহাদের পক্ষে যেরূপ অনুকূল তাহা ত দেখাই গেল। এরূপ অবস্থায় ফল যে কিরূপ হইবে তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। এদিকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যেরূপ জোগাড় করা হইতেছে তাহা শুনিলে অতি সাহসী প্রজাকেও হতাশ হইতে হয়। এই সমস্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে ৬ মাস লাগিবে, অনুমান করা হইয়াছে। এই ৬ মাসের জন্য ২৮ জন মোহরের ও একজন আসিষ্টাণ্ট গবর্ণমেণ্ট উকীল নিযুক্ত করা হইবে। তাহাতে ৭১১০ টাকা ষ্টেবলিশমেণ্ট খরচ ধরা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট উকীল বাবু বিপিনবিহারী দত্ত প্রত্যহ ১৫০ টাকা ও কাঁথির গবর্ণমেণ্ট উকীল বাবু উপেন্দ্রনাথ মজুমদারও স্বতন্ত্র টাকা পাইবেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রায় ৪০।৫০ হাজার টাকা ব্যয় অনুমিত হইয়াছে।

আবার বিচারকের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কাঁথিতে দুই জন মুনসেফ ছিলেন। এক্ষণে আর এক জন মুন্সেফ বাড়ান হইয়াছে। আরও এক জন মুন্সেফের জন্য রিপোর্ট গিয়াছে। প্রজারা গবর্ণমেণ্টের নামে যে নালিশ করিয়াছিল তাহার জবাব দাখিলের দিন ৩ রা জুলাই ধার্য্য আছে। আমরা শুনিলাম বিপিন বাবু ও সেটলমেণ্ট ডিঃ কালেক্টর বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিগেল রিমেম্ব্রানসার সাহেবের সহিত পরামর্শ জন্য কলিকাতা গিয়াছিলেন। তথায় চারি দফা জবাব দেওয়া স্থির হইয়াছে। (১) পার্শ্ববর্ত্তী নিরিখ অনুসারে জমা বৃদ্ধি হইবে। (২) হাল জরিপে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। (৩) শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে (৪) জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমরা যেরূপ দেখিতেছি এ যাত্রা উক্ত খাস ষ্টেটের প্রজাদিগের নিস্তার নাই। এই চাষের সময়ে আবাদ খরচের জন্যই প্রজারা ব্যস্ত। এ সময়ে মকদ্দমা করা তাহাদের পক্ষে কোন ক্রমে সুবিধার নহে। এই জন্যই বোধ হয় এত অল্প মকদ্দমা রুজু হইয়াছে। প্রজারা হাল বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষান্ত হইয়াছে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, বন্দোবস্ত কাগজে অনেক গোলযোগ আছে। কাহারও দুধে চিনি কাহারো শাকে বালি পড়িয়াছে।"

করদাতৃসভা ও কমিশনর মনোনীত করিবার বিধি।

গত পূর্ব্ব রবিবার অপরাহ্নে বাবু খেলচ্চন্দ্র ঘোষের টালার বাগানে উপনাগরিক করদাতৃগণের দ্বিতীয় সভা হইয়া গিয়াছে। সভা গৃহে অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেক ইতর লোকও উদ্যান মধ্যে উপস্থিত হইয়া সভার বল বর্দ্ধন করিয়াছিল। কুমার কান্তিচন্দ্র সিংহ সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দক্ষিণ উপনগর ভবানীপুরে ২৬এ জুন একটী করদাতৃসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানেও সেইরূপ একটী সভা প্রতিষ্ঠা করা করদাতৃগণের উদ্দেশ্য। অপর উদ্দেশ্য এই কলিকাতার ন্যায় উপনগরেও লোকে মনোনীত করিয়া কমিশনর নিয়োগ করেন।

দেশের মঙ্গলার্থ মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রণালী ও কার্য্যকলাপগত অনেকগুলি দোষ আছে। তাহার সংশোধন একান্ত আবশ্যক। সেগুলি সংশোধিত না হইলে যে উদ্দেশে মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। করদাতৃগণের চেষ্টা ব্যতিরেকে সে দোষ সংশোধন হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব উপনগরের করদাতৃগণ যে সভা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, এটী উত্তম কল্পই হইয়াছে। এ উদ্দেশ্যটী যেমন সহজে সাধিত হইল, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সেরূপ সুখসাধ্য নয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটী (করদাতৃগণের মনোনীত কমিসনর নিয়োগ) লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের মত সাপেক্ষ। আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর আশলি ইডেন সাহেব ইহার বিরোধী। তিনি বলেন, করদাতৃগণের কমিশনর মনোনীত করিবার কার্য্যপ্রণালী ফলোপধায়িনী হইতেছে না। তিনি যে যুক্তিতে এ কথা বলুন, এ অংশে তাঁহার মত যে ভ্রমদূষিত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ভ্রম এক প্রকার নয়। সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা বায়ুর প্রকার ভেদ গণনা করিয়া উন পঞ্চাশ স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা যদি ভ্রমের প্রকার ভেদ করিতেন, গণনায় উনপঞ্চাশ অপেক্ষা অধিক হইত।

ইডেন সাহেব কি অপর কতকগুলি লো

ন্যায় বিবেচনা করেন, এদেশীয়েরা আজও স্বাধীন শাসন প্রণালীর যোগ্যতা সম্পন্ন হন নাই? তাঁহার সদৃশ বহুদর্শী বিচারপতি [illegible] বিবেচনা সুসঙ্গত হয় না। [illegible] আমরা ইহাদিগকে অযোগ্য [illegible] করিলাম। কিন্তু [illegible] করিয়া তুলা কি কর্ত্তব্য নয়? [illegible] রচিত "কল্পনা [illegible] বাক্য আছে। কার্য্য [illegible] কেহ কখন যোগ্যতাসম্পন্ন [illegible] আমাদের ভাগলপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

"আমাদের মহামান্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আস্‌লি ইডেন বাহাদুর, সেক্রেটরী মেঃ ডোরেন্, [illegible], শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মেঃ ক্রফ্ট, এবং [illegible] ও অপরাপর কতিপয় ইংরেজ সমভিব্যাহারে করিয়া 'রোটাস' নামক ষ্টীমারযোগে গত শুক্রবার বেলা ৯॥০ টার সময় এখানকার কয়লাঘাটায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণে রাজকর্ম্মচারিগণ দূরে থাকুক, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উপঢৌকন স্বরূপ আপনার নামামত দীর্ঘকাল ধারা এক পসলা সুন্দর বারিবর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ মিউনিসিপাল কর্ম্মচারিগণ কয়লাঘাট হইতে কমিশনরের আফিস পর্য্যন্ত রাস্তাটি সুন্দররূপ মেরামত করিয়াছিলেন। বেলা ৩॥০ টার সময় কমিশনর জজ, মাজিষ্ট্রেট, জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট, পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মার্শমান কমিশনার ও অন্য কয়েক জন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী এবং এদেশীয় জমিদার গঙ্গাতটে গমন করিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরকে তীরে নামাইয়া আনিলেন। অমনি তীরে [illegible] খানি চেরিয়ট প্রস্তুত ছিল। তিনি সেই চেরিয়টে পারিষদ [illegible] আরোহণ করিয়া নক্ষত্রবেগে [illegible] [illegible] কাছারিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। [illegible] ১০ মিনিট [illegible] করিলা, [illegible] বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] হিন্দী [illegible] এবং [illegible] বাবু [illegible] হিন্দী পাঠ করা [illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন। [illegible] সাহেবও [illegible] [illegible] ইহার [illegible] হিন্দী [illegible] হইবে না। [illegible] ! লেখককে [illegible] না করিয়া [illegible]

জজের কাছারি হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমাদের মাননীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে গমন করিতেছেন, এমন সময় বাঙ্গালি উকিলদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উকীলদিগের মধ্যে বিহারী উকীলদিগের সংখ্যা অধিক না দেখিতে পাইয়া তিনি বাঙ্গালি উকীলদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন 'তোমরা এখানে কেন,? বাঙ্গালায় থাকিয়া ওকালতী করিতে পার না কেন,? তাঁহার কথার মর্ম্ম এই, তিনি ইংলিসম্যান সম্পাদকের ন্যায় বাঙ্গালিদিগকে আর বিহারে থাকিতে দিতে ভাল বাসেন না। যাহাতে এদেশের কোন কর্ম্ম আর বাঙ্গালীরা না পান, এই বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে যাইয়াও, তিনি বাঙ্গালী বালকদিগকে কিছু না বলিয়া বিহারীদিগের প্রতি যত্ন প্রদর্শন করেন। সম্পাদক মহাশয়! বলিব কি, এবিষয়ে তাঁহার যত্ন যত থাকুক আর নাই থাকুক, কিন্তু মেঃ ক্রফ্টের যত্ন বড় অধিক। শুনিলাম তিনি নাকি প্রথম শ্রেণীর প্রত্যেক বালকের পিতার নাম, তাহাদের অভিভাবকেরা কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, বালকদের জন্ম স্থান কোথায়, কোথায় চাকরী করিবে, ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এরূপ করা কি তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে? সত্য বটে বিহারের রাজ্য-সম্পত্তিতে আমাদের অপেক্ষা এদেশবাসিগণের দাওয়া অধিক আছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি উপযুক্ত প্রজাকে বঞ্চিত করিয়া অনুপযুক্ত প্রজাগণকে সেই সকল পদ প্রদান করা ন্যায়পরায়ণ সুসভ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য? সকল প্রজাই গবর্ণমেণ্টের চক্ষে সমান হইলেও কি গুণের গুণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে? বিহারিগণ উপযুক্ত হইলে তখন ত তাহারাই চেষ্টা করিয়া আপনাদের উন্নতির পথ অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। কিন্তু ন্যায়ের অনুরোধে এ কথাও বলিতে হইবে, তাহারা রীতিমত শিক্ষা না করিতে পারিলে কিরূপে আপনাদের উন্নতি-পথানুসন্ধানে রত হইবে? পাটনা ভিন্ন তাহাদের দেশে আর উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইবার জন্য কয়টী স্কুল আছে? কয় জন পাটনায় গিয়া রীতিমত শিক্ষালাভ করিতে পারে? গবর্ণমেণ্টের তাহাদের জন্য এখানে একটী হাইস্কুল সংস্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শুনিয়াছিলাম, এখানে একটী হাই স্কুল হইবে। কিন্তু এখন শুনিতেছি এদেশবাসিগণ যদি চাঁদা করিয়া ৫০। ৬০ হাজার টাকা তুলিয়া গবর্ণমেণ্টকে দিতে পারেন, তবেই হাইস্কুল হইবে! এ আশা বড় দুরাশা নহে। ৫০। ৬০ হাজার টাকা উঠা বড় কঠিন বিষয়।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মাজিষ্ট্রেটের কাছারি, স্কুল ও সেণ্ট্রাল জেল দর্শন করিয়া ৬॥০ টার সময় ষ্টিমারে গমন করেন। সেই দিন ও তৎপর দিন রাত্রে কমিশনরের বাসায় ভোজ হইয়াছিল। এখানে দুই একটী প্রবীণ প্রাড্‌বিবাকের ও বিবির নৃত্য হইয়াছিল।

শনিবার বেলা ৩॥০ টা হইতে প্রায় ৫॥০ টা পর্য্যন্ত এখানকার বিদ্যালয়ে একটী দরবার হয়। দরবারে অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এ বৎসর কেহই কোনরূপ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। বিরোধির একজন জমিদার রাজা হইবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রাজা না হওয়ায় আমরা কিছুই দুঃখিত নহি। এই দিন ৫॥০ টার পর হইতে গঙ্গার ঘাটের নিকট একটী পরিষ্কৃত জমিতে অনেক উচ্চপদস্থ সাহেব ক্রিকেট খেলা করেন।

শুক্রবারে বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া রাত্রে ঘাট হইতে কমিশনরের কাছারি পর্য্যন্ত আলো দেওয়া হইয়াছিল। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর রবিবারে গির্জ্জায় আরাধনা করিতে যান। সোমবার প্রাতে ॥০ টার সময় মুঙ্গেরে গমন করিয়াছেন।"

বিহারে বাঙ্গালি না থাকেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের এ ইচ্ছা কেন? বাঙ্গালিরা বিহারিদিগের অপেক্ষা যে অধিকতর বুদ্ধিমান ও গুণসম্পন্ন, সেবিষয়ে মত দ্বৈধ নাই। গুণের অবমাননা করিয়াও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে বিহারিগণের প্রতি পক্ষপাতী, তাহার কারণ এই, বাঙ্গালিরা বিহারে থাকিলে বিহারিদিগের উন্নতি হওয়া কঠিন হইবে। অতএব বাঙ্গালিদিগকে বিহার হইতে দূরীভূত করিয়া বিহারিরা অনুপযুক্ত হইলেও ক্রমে তাহাদিগের উপরে কার্য্যভার দিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত করিয়া তুলা তাঁহার অভিপ্রেত। কার্য্য ভার না দিলে লোকে যোগ্যতাসম্পন্ন হয় না, এটা সিদ্ধান্ত বাক্য। তিনি একদিকে অযোগ্য বিহারিদিগের উপরে কার্য্যভার দিয়াও তাহাদিগকে যোগ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা পাইতেছেন কিন্তু একদিকে যোগ্য বাঙ্গালিদিগের উপরে কার্য্যভার দিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন শাসনপ্রণালীক্ষম করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন না, এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

আমরা বড় দুঃখিত হইতেছি, আমাদের প্রিয়বাঙ্গালি বহুদর্শী লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এই সকল উদাহরণ সমক্ষে বিরাজমান থাকিতেও বাঙ্গালিদিগকে স্বাধীন শাসন প্রণালীক্ষম করিবার বিষয়ে বৈমুখ্য প্রদর্শন করিতেছেন। বাঙ্গালিদিগের হস্ত পদ রুদ্ধ হইয়া আছে। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও যদি চির নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সদৃশ মহানুভব গবর্ণমেণ্টের প্রজা হইয়া বাঙ্গালির লাভ কি? যে ইডেন সাহেব বাঙ্গালির বিশেষ শুভানুধ্যায়ী, তিনিই যদি বাঙ্গালির স্বাধীনতা শিক্ষার পথ

রোধ করিলেন, তবে আর কে পথ উন্মুক্ত করিবে?

উপসংহারে আমরা বাবু নবগোপাল মিত্রের বাক্যের অনুমোদন করিয়া কহিতেছি, সভাগণ অধ্যবসায়শীল হউন, শেষে ইডেন সাহেবকেও পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

বুদ্ধির ভ্রমে হউক, স্বভাবের দোষে হউক অথবা আত্মপোষণ ও পরিবারাদি ভরণ পোষণে অশক্তিবশতঃ হউক লোকে নানাপ্রকার পাপকার্য্য করে। তাহাদের চরিত্র সংশোধন ও ভাবী জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় সংস্থান চেষ্টাই কারাবরোধের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহারা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া তাহাদের প্রাণসংহার করা অথবা তাহাদিগকে নিদারুণ যাতনা দেওয়া কারাবরোধ ব্যবস্থাপকদিগের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যাহাদিগের হস্তে কারাগারের ভার থাকে, তাহারা প্রায় কয়েদীদিগের উপরে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর হইয়া বীভৎস কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদিগকে কেবল যে নিদারুণ প্রহার করে এরূপ নয় উদর পূরিয়াও আহার করিতে দেয় না। যে দ্রব্য আহার করিতে দেয় তাহাও জঘন্য। আমরা একবার গাজিপুরের জেলের কয়েদীদিগের আহার সময়ে দেখিয়াছিলাম, এমনি কৃষ্ণবর্ণ মোটা পোড়া রুটী খাইতে দেওয়া হয় যে তাহা মানুষের খাইবার যোগ্য নয়। আমরা কারাগারের দোষোল্লেখ করিয়াছিলাম বলিয়া তদানীন্তন জেল ইনস্পেক্টর জেনরল ডাক্তর মোয়াট সাহেব আমাদিগকে জেল দর্শনার্থ অনুমতিপত্র দান করেন. আমরা বঙ্গদেশের অনেক জেল দর্শন করিয়াছিলাম। আমাদিগের উত্তেজনায় ও মাওয়েট সাহেবের যত্নে তৎকালে জেলের অনেক উৎকৃষ্ট অবস্থা হইয়াছিল। সম্প্রতি লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের মন্তব্য সহিত যে জেল রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হইল। বোধ হইল জেলের আর সে অবস্থা নাই। গত বর্ষে ৬১৩২ জন লোককে বেত্রাঘাত করা হয়। ১৮৭৮ অব্দে বেত্রাঘাতের সংখ্যার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে গত বৎসরের বেত্রাঘাতের সংখ্যা তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ। আবার ৭৭ অব্দের বেত্রাঘাতের সংখ্যা গত বর্ষের সংখ্যার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে ৭৭ অব্দে গত বর্ষের অপেক্ষা দ্বিগুণেরও কম লোককে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল। আবার ১৮৭৬ অব্দের সহিত গত বর্ষের তুলনা করিলে জানা যায় গত বর্ষে বেত্রাঘাত ঐ বৎসর অপেক্ষা তিন গুণেরও অধিক হইয়াছে। আগামীবারে জেল সংক্রান্ত রিপোর্টের বিষয়ে আলোচনা করিবার আমাদিগের ইচ্ছা রহিল।

সার আশুলি ইডেনের পদে আর লোক নিযুক্ত করা হইল না। গবর্ণর জেনেরলের সভার আর আর সভাগণ তাঁহার কার্য্য বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। এই কার্য্য বিভাগ কি আর অন্য সভ্যের সংখ্যা কমাইয়া ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারে না?

ডেসা নামে যে ব্যক্তি আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটনকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিয়াছিল তাহাকে এতদিন পাগল বলিয়া গারদে রাখা হইয়াছিল। এ ব্যক্তি এক্ষণে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। গত শনিবারে কলিকাতা পুলিসের মাজিষ্ট্রেটের নিকট সে নিজ মকদ্দমার জবাব দেয়। সাক্ষী দ্বারা তাহার দোষ প্রমাণ হইলে বিচারপতির প্রশ্নক্রমে ডেসা বলিয়াছে "সাক্ষীরা যাহা বলিলেন আমি তাহা শুনিলাম। কিন্তু তখন যে আমি কি করিয়াছি এখন আর তাহার কিছুই আমার মনে নাই। আমি বারাণসীর বাতুলালয়ে ছিলাম, সেখান হইতে আসিয়া কটকে যাইব মনে করিয়া এই বন্দুক ক্রয় করি। মনুষ্য বধ করিবার অভিপ্রায়ে গুলি ছোড়া যে মহাঅপরাধ তাহাও আমি জানি। গবর্ণর জেনেরল অথবা তাঁহার কোন কর্ম্মচারীর উপর আমি ক্রুদ্ধ হইয়া এ কাজ করি নাই। সাক্ষীরা আমার কৃত যে দুষ্কার্য্যের উল্লেখ করিলেন, তাহা শুনিয়া বাস্তবিক আমি দুঃখিত হইয়াছি।" ইহার বিচার শেষ হয় নাই।

ডেভি নামক একজন সৈনিক পুরুষ নাইনিতালে এক পার্ব্বতীয় স্ত্রীলোককে হত্যা করে। শুনা গেল হাইকোর্টে তাহার বিচার হইবে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে ২০৫ জন সিবিলিয়ান আছেন। ইহাদিগের মধ্যে ৪১ জন এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ প্রকাশ করিয়াছেন যে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের কেহ প্রত্যাগত না হইতেছেন, সে পর্য্যন্ত আর কোন সিবিলিয়ান বিদায় প্রাপ্ত হইবেন না। এত লোক এক কালে বিদায় গ্রহণ করিলে যদি চলে, ইহাদিগকে কি এককালে বিদায় দিলে চলে না?

বোম্বাইয়ের গবর্ণর তাঁহার কৌন্সিল সভা হইতে পুনার গণেশখিন্দ পর্য্যন্ত টেলিফোন বসাইবার সংকল্প করিয়াছেন।

গোয়ার মিস ইমিলিনা পিরিরা নামক একটী যুবতী স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনিই গোয়ায় এই প্রথম হইলেন।

বরদার সিংহাসনচ্যুত রাজা মলহর রাওর পত্নীদিগের ৩০ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্ট রাজার বিবাহের যৌতুক বলিয়া অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু রাণীরা বলেন বাস্তবিক উহা যৌতুকের টাকা নহে। উহা স্ত্রীধন। রাণীরা এই টাকা প্রাপ্তির জন্য মকদ্দমা রুজু করিবার অভিপ্রায়ে বিলাতের মিডেল টেম্পল হইতে এম, ডি, কাজ্ঞানাগ এল, এল, ডিকে পক্ষসমর্থনার্থ আনয়ন করিতেছেন। এই টাকা বাস্তবিক যদি স্ত্রীধন হয়, অনুসন্ধান করিয়া বিনা মকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের তাহা প্রত্যর্পণ করা কর্ত্তব্য।

সে দিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে কণ্ট্রোলার জেনেরল সংগ্রাম কার্য্যবিভাগের হিসাব সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিয়া বলিয়াছেন হিসাবপত্রের কাগজ দুরস্ত নহে। কিন্তু তজ্জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের স্কন্ধে দোষক্ষেপ করা যাইতে পারে না। এ মীমাংসাটী বড় সুন্দর হইয়াছে। একেই বলে "সাপও না মরে, লাঠীও না ভাঙ্গে।"

আমেরিকার অন্তর্গত ব্রেজিলে পাটের চাস হইতেছে। তথায় পাটের বাণিজ্য হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে ব্রেজিলের পাট ভারতবর্ষের পাট অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। গতবর্ষে ব্রেজিল হইতে ৪৩৭ লক্ষ টাকার পাট রপ্তানি হয়, আবার তৎপূর্ব্ব বর্ষে ১৬০ লক্ষ টাকার পাট রপ্তানি হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ব্রেজিলের পাটের রপ্তানি দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এতদ্ভিন্ন গত বর্ষে পাট দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যও ১১১॥০ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

আমীর খাঁ নামক একব্যক্তি কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। তত্রত্য ছাত্রেরা তাঁহাকে নানা প্রকার বিদ্রূপ করিয়া বিরক্ত করিয়া তুলে। তিনি তাহাদিগের এই দুর্ব্যবহারে কুপিত হইয়া এক বালকের হস্তের কব্জি ভাঙ্গিয়া দেন।

অন্যান্য লোকে তাঁহাকে মেয়রের নিকট ধৃত করিয়া লইয়া গেলে মেয়র তাঁহার কোন প্রকার দণ্ড না করিয়া বরং গাড়িভাড়া দিয়া হেরিফোর্ডে মহারাজ দলিপ সিংহের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। জাতি বৈষম্যের মন [illegible], বোধ হয় ইউরোপীয়েরা বুঝিতে পারিলেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী বাবু [illegible] টাকা ব্যয় করিয়া আতুরদিগের [illegible] প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

গত বৃহস্পতিবার [illegible] রেলওয়েতে একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। [illegible] টার সময়ে যে ডাউন ট্রেণ খানি যাইতেছিল, তাহার মধ্য হইতে ৩ খানি গাড়ি [illegible] অনেক গুলি আরোহী আহত হইয়াছে। শুনা গেল ১৪ জন গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

কাবুল যুদ্ধে যে সকল দেশীয় সৈনিক পুরুষ হত হইয়াছে এবং যাহারা গুরুতর আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ দেশীয় রাজগণ [illegible] লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়াছেন।

[illegible]সের অন্তর্গত আডামস নামক নগরীতে [illegible] একদিন রাত্রিতে অতিশয় বৃষ্টি হইয়া হঠাৎ [illegible] শীতল হইয়া যায়। তাহার পরেই কোয়াসা [illegible] পুরাতন সোতা বদ্ধ গর্ত্ত খুলিয়া ফেলিলে যেরূপ [illegible] বাহির হয় ঐ কোয়াসা হইতে সেইরূপ [illegible] বাহির হইতে আরম্ভ হয়। পরদিন প্রাতঃকালে সহরের ৬ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ২ হাজার লোক [illegible] সংক্রামিক রোগে আক্রান্ত হইয়া উঠে।

নিম্নলিখিত সিবিলিয়ানগণ নিম্নলিখিত ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

		পুরস্কারের টাকা।
আর, এন, আণ্ডারসন	পারস্য	৫০০
ই, এফ, পার্জিটার	সংস্কৃত	৮০০
বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ দেব	ঐ	৮০০
ই, বি, হ্যারিস	বঙ্গভাষায়	১০০০

এটর্নি বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্টিকেল ক্লার্ক বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্নির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর বন্দী ইয়াকুব খাঁর স্ত্রী ও মাতা তাঁহার নিকটে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

আফগানের সহিত যুদ্ধে যে সকল সৈনিক ও সেনাপতি হত হইয়াছে ভারতেশ্বরী তাঁহাদিগের মৃত্যুতে শোক করিয়া গবর্ণর জেনেরলকে পত্র লিখিয়াছেন।

ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষ একটী উত্তম নিয়ম করিয়াছেন। তিন মাস অন্তর প্রতি পোষ্ট আফিসের হিসাবপত্র একবার দেখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কাগজপত্র দেখিবার জন্য ২৫ জন ভ্রমণশীল ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সকল পরিদর্শক মাসিক ৫০০ শত টাকা বেতন ও প্রতিদিন ৫ টাকার হিসাবে ভাতা পাইবেন।

বম্বাবিদ্রোহের প্রধান নায়ক করম টামান ডোমাকে মাল্রাজ পুলিসের স্থইট সাহেব গত ২৫ এ জুলাই গুলি করিয়াছেন।

চীনের আমিয় [illegible] আমেরিকান কন্সল বলিয়াছেন আময়ে বিলাতি কাপড় প্রচলিত করা সাহে-[illegible]রের কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ নগরবাসী প্রায় ২০ হাজার লোকে এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছে যে বিলাতি কাপড় অপেক্ষা দেশী কাপড় গরম। কন্সল পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন তাহাদিগের কথা সত্য। চীন ভারত নয় যে শস্তা দেখিয়া ভুলিয়া যাইবে।

গত বৎসর ভারতবর্ষ হইতে চীনে ১৩ কোটি টাকার অহিফেন বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়াছে। যাহারা অহিফেন ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার চেষ্টা [illegible], তাঁহারা এই সংবাদটী বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন। এত টাকার লোভ কি সম্বরণ করা যায়?

আহম্মদাবাদের অন্তর্গত এক পল্লী দিয়া সংগ্রাম বিভাগের একজন ইংরাজ কাপ্তেন অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। তিনি পথি মধ্যে হঠাৎ একজন ঘাসিয়াড়াকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট ঘোড়ার জন্য কিছু ঘাস চান। ঘাসিয়াড়ার ঘাস দিতে কিছু বিলম্ব হওয়াতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন। মাজিষ্ট্রেটের বিচারে কাপ্তেনের ৫ শত টাকা জরিমানা হয়। কিন্তু আপীলে আহাম্মদাবাদের সেসন জজ কাপ্তেনের ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

১৮৭৯ ও ৮০ অব্দে ভারতবর্ষের তিনটী প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮১০ জন বালক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। যথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৬৫০ মাল্রাজ হইতে ১৪৯১ ও বোম্বাই হইতে ৬৬৫।

আলাহাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে তথায় ইংরাজ সৈন্যদিগের ভয়ানক ওলাউঠা হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ডাক বিভাগের ডাইরেক্টর জেনেরলের নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের পদের নিম্নলিখিত নাম পরিবর্ত্ত করিয়াছেন। যথা, চীফ ইনিস্পেক্টারের উপাধি ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনেরল। ইনিস্পেক্টারদিগের উপাধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। যাঁহারা ডাকঘর পরিদর্শনার্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান তাহাদিগের চীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপাধির্ইনিস্পেক্টর জেনেরল অব মেল হইয়াছে।

পোষ্ট আফিসের ডাইরেক্টার জেনেরল এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে এখন অবধি ইনল্যাণ্ড মনিঅর্ডার প্রেরকেরা মনি অর্ডারের সহিত এক এক খানি পোষ্ট কার্ড দিতে পারিবেন। সেই পোষ্ট কার্ডে তাঁহাদিগের অভিপ্রেত বিষয় লেখা থাকিবে।

গত সোমবার গবর্ণমেণ্টের অহিফেন নীলাম ঘরে বেহারের ২৩৫০ সিন্দুক ও বারাণসীর ২৩৫০ সিন্দুক অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু দীননাথ সেন এক প্রকার নূতন কলের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। ইনি শীঘ্রই গবর্ণমেণ্ট হইতে উহার সনন্দ লইবেন। এই কলে এরূপ ভাবে চাকা লাগান আছে যে তদ্দ্বারা অনায়াসে রেলের রাস্তা ও ফুল বাগানের ঘোরাল রাস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইবে। দীননাথ বাবু একজন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার। ইনি কর্ম্ম কাজ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ঢাকায় নানাপ্রকার কল আনয়ন করিয়াছেন ও নূতন নূতন কলের আবিষ্ক্রিয়ার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

মান্দ্রাজের একজন ডাক্তার বলেন কেরোসাইন তৈল বৃশ্চিক দংশনের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অধ্যাপক বেয়ার সাহেব এক প্রকার কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে সনন্দ গ্রহণার্থী হইয়াছেন। তিনি এই নীল এত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিতেছেন যে ইতিমধ্যেই ইহার বাণিজ্য আরম্ভ হইয়াছে। এই নীল বেনজোনের উৎপন্ন ক্লোরিড অব ইসাটইন হইতে প্রস্তুত হইতেছে।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পুনা সার্ব্বজনিক সভা প্রভৃতি নানা প্রকার সদনুষ্ঠানের অনুষ্ঠাতা গণেশ বাসু দেও যোসির মৃত্যু হইয়াছে।

বিলাতের কয়েক জন স্ত্রীলোক তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষায় উহারা পুরুষদিগের অপেক্ষা উচ্চ নম্বর পাইয়াছে এবং উৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।

রুশেরা ইংরাজদিগের যেন বর্গি ও জুজু হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন আন্দামানের দ্বীপান্তরিত কয়েক জন কয়েদী একজন ইংরাজকে বলিয়াছিল "রুশেরা আসিতেছে, আর কিছুদিন অপেক্ষা কর! তাহার পরে তোমার গলায় পাথর বাঁধিয়া সমুদ্রে ডুবাইয়া দিব।" কেবল এক রুশের ভয়ে কাবুলে অকারণ সংগ্রাম বাঁধাইয়া ইংরাজেরা আপনাদের এই অনিষ্টটী ঘটাইয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসের মধ্যে ৯৪৪৪৪৫৩ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ভারতবর্ষে আমদানী ও ১৩৯৫০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়াছে আবার ঐ সময়ে ১৯৭৭৮৮১৯ টাকা মূল্যের রৌপ্য আমদানী ও ৩৫১৭৬৪২ টাকা মূল্যের রৌপ্য রপ্তানি হইয়াছে।

৩১ এ জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতার ১৮৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

কোম্পানির কাগজের দর।

শতকরা				দর
শতকরা	৪	টাকা	স্থদের কাগজ	৯৬৶
"	৪॥০	"	" ১৮৭০ (১৮৮৫)	১০১ হইতে ১০১৶
"	৪॥০	"	" ১৮৭১ (১৮৮১)	৯৬॥০
"	৪॥০	"	" ১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩)	১০৪।৴০ হইতে
"	৪॥০	"	" ১৮৭৯ (১৮৯৩)	১০৪॥০
"	৪॥০	"	" ১৮৮০ (১৮৯৩)	কুপং ১০৫॥০
"	৫	"	" ১৮৬৭ (১৮৮২)	১০১

রাউল পিণ্ডীতে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষার্থ একটী নৈশবিদ্যালয় (অর্থাৎ নাইট স্কুল) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, মুক্তাগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজা সূর্য্যকান্ত চৌধুরী কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্ত হইতে নিজ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশের অশেষবিধ উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। ধনী ব্যক্তিদিগের তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত।

কাবুলের সংবাদ।

কাবুল ২৯ এ জুলাই। হাসিম খাঁ, মুসাজান ও তাঁহার পরিবারবর্গকে লইয়া গিজনীতে গিয়াছেন। আমীর হাসিমকে চারিকারে আনিবার নিমিত্ত কর্ণেল বাহাদুর খাঁকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। হাসিম, সর্দ্দার খাঁ দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আমীর যদি মুসাজানকে গিজনী ছাড়িয়া দেন এবং সেববাদ, জর্ম্মত, লগার, চার্ক ও খরওয়ার হইতে পেলাতের সীমা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অর্পণ করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার সহিত মৈত্রীবন্ধন করিতে পারেন।

৪ শত মল্লিক, বাহাদুর খাঁর সমভিব্যাহারে আসিয়া আমীরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

কাবুলে এইরূপ জনরব, ইংরাজেরা কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া গিরিস্ক নামক স্থানে গিয়া গুপ্তবাস করিতেছে।

কাবুল ৩০ এ জুলাই। গ্রিফিন সাহেব সেনাপতি গফের শিবিরে গমন করিয়াছেন। ৩১ এ জুলাই তাঁহাদিগের সহিত আমীরের সাক্ষাৎ হইয়াছে। লগার ও কাবুলে এখনও ২০ হাজার ইংরাজ সৈন্য রহিয়াছে।

আয়ুবের সহিত জেনেরল বরোসের ২৭ এ জুলাই যে যুদ্ধ হয়, তাহা বেলা ৯॥০ টার সময়ে আরব্ধ হইয়া ৩ টা পর্য্যন্ত ছিল।

যুদ্ধে ইংরাজদিগের ৬৬ নং সৈন্যদলের ৪০০, গ্রিনেডিয়ার দলের ৩৫০, জ্যাকব রাইফলের ৩৫০, অর্টিলারির ৪০, স্যাপারদিগের ২১ জন হত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ৬০ জন ইংরাজ কর্ম্মচারীও মারা পড়িয়াছে। আহত ব্যক্তির সংখ্যা জানা যায় নাই।

কাবুল ২ রা আগষ্ট। জেনেরল ষ্টুয়ার্ট, রবার্টস ও লেপেল গ্রিফিন অদ্য কেল্লা হাজি হইতে শেরপুরে প্রত্যাগত হইয়াছেন। আমীর সৈন্য সামন্ত লইয়া আক্‌সরাই নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

ইসফ খাঁ যে পর্য্যন্ত কাবুলে আমীরের ভবক গবর্ণর হইয়াছেন সেই পর্য্যন্ত লোক দলে দলে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিতেছে, এমন কি দোকানদারেরা পর্য্যন্ত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যাইতেছে।

জেনেরল হিলের সৈন্যগণ ইন্দকি নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে।

কাবুলের লোকেরা ইংরাজদিগের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে। ১ লা আগষ্ট গ্রিফিন সাহেবের সহিত আমীরের পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কাবুল হইতে বাহাতে ইংরাজ সেনা ও কর্ম্মচারী প্রভৃতি চলিয়া যায় তিনি তাঁহার সমক্ষে সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

অদ্য এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে যে, দেশীয় অশ্বারোহী সেনাদলের মধ্যে কাবুল যুদ্ধে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদিগকে ৬ মাসের ভাতা দেওয়া হইবে। তদ্ভিন্ন তাহাদিগের ক্ষতিও পূরণ করা হইবে।

খোবা ও খরওয়াকের লোকেরা ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

জেনেরল রবার্টসের অধীনস্থ ৯ হাজার সৈন্য রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। উঁহারা যুদ্ধার্থ কাবুল হইতে কান্দাহারে যাইবার আদেশ পাইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

৪ ঠা আগষ্ট। দার্জ্জিলিঙের সহকারী কমিশনর এ, ডবলিউ পল (ইনি জরিপের কার্য্য বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন) ঐ জেলার সদর ষ্টেশনে এল, সি আসেটের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সহকারী কমিশনর কাপ্তেন এ, ই গর্ডন ছুটী লইয়া চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশের ডেপুটী কমিশনরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আর, এচ, বেণি ২ য় শ্রেণীর সহকারী কমিশনর হইলেন, ইনি লোহারডাগার অন্তর্গত পালামৌর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২৪ পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর লি সাহেব কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩১ এ জুলাই। গত রাত্রিতে লর্ড সভায় আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগের দুর্ভিক্ষের উপায়বিধান সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য তৃতীয় বার পঠিত হইয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

গত রাত্রে কমন্স সভায় গরগণ ও শশক সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়াছে।

তুরস্কের সুলতান গ্রীসের সীমাসংক্রান্ত পক্ষের পুনঃসংস্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু ইউরোপের প্রধান রাজ্যেরা তাহা শুনিতে চান নাই।

এই প্রবাদ জনরব চীনদেশীয় ২০০০০ হাজার সেনা চুগুচাক নামক স্থানে আসিতেছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৩১ এ জুলাই। সরকারী পত্রে প্রকাশ কয়েক দিনের পর্য্যবেক্ষণের পর সেনাপতি স্কবেলফ বুম ও দিয়ে বেটপির মধ্যবর্ত্তী টেকতুরকমানদিগের বিপক্ষে যাত্রা করেন। উভয় দলে ঘোর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। বিপক্ষেরা বার বার আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু প্রতিহত হইতেছে।

বার্লিন ১ লা আগষ্ট। অষ্ট্রো হঙ্গেরীয় রাজ্যের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্য্যের মন্ত্রী সমভিব্যাহারে প্রিন্স বিস্মার্ক ও রাইমিলিয়ার প্রিন্স চার্লস ইশ্চল নামক স্থানে জর্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাটদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

পারিস ১ লা আগষ্ট। ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট গ্রীসদেশে যে সামরিক দৌত্য প্রেরণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১ লা আগষ্ট। রুশ কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন, জেনেরলের সাহায্যার্থ সেনা পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

রুশ সমাচার পত্র সম্পাদকেরা পুনর্ব্বার বলিতেছেন আফগানস্থানের বন্দোবস্তের বিষয়ে রুশের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

লণ্ডন ২ রা আগষ্ট। প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের জ্বর হইয়াছে এবং গলা ফুলিয়াছে। শনিবার যে ম… তাহাতে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ঈশ্বরানুগ্রহে আপাতত তিনি কিছু আরোগ্য হইয়াছেন কিন্তু বোধ হয় এ সেসনের মধ্যে কমন্স সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। তাঁহার পীড়া হওয়াতে দেশের সকল লোকেই অসুখিত হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২ রা আগষ্ট। সুলতান স্থির করিয়াছেন, থেসেলি ও এপিরসে ৫০০০০ হাজার সৈন্য বৃদ্ধি করিবেন।

লণ্ডন ২ রা আগষ্ট। মিসরদেশের তুলার সংবাদ ভাল, কিন্তু গতবৎসর অপেক্ষা তুলা কম জন্মিয়াছে।

মণ্টিনিগ্রোর সীমা সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসার বিষয়ে সুলতান ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তুরস্ক সাগরে ইউরোপীয় রাজগণ যে জাহাজ পাঠাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আয়র্লণ্ডের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে, দুই দিন তর্ক বিতর্কের পর লর্ড সভায় গত রাত্রিতে ২৮২ জনের অমতে উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। পাণ্ডুলেখ্যটী লর্ড সভায় এইবার লইয়া দুইবার পঠিত হইয়াছে। ইহার অনুকূলে ৫১ জন মাত্র মত প্রদান করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩ রা আগষ্ট। ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজ্যের দূতেরা একত্র হইয়া সুলতানকে মণ্টিনিগ্রোর সীমা সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৩ রা আগষ্ট। রুশ গবর্ণমেণ্টের সহিত চীনদেশীয় দূতের সন্ধি প্রস্তাব আরম্ভ হইয়াছে।

ভিয়ানা ৩ রা আগষ্ট। পারস্য গবর্ণমেণ্ট অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৪০০০০০ টাকা মূল্যের টোটা ক্রয় করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৪ ঠা আগষ্ট। মিদাত পাশা স্মির্ণার গবর্ণর হইয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৪ ঠা আগষ্ট। নিজনি নবগোরড নামক স্থানে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দুষ্ট লোকে এই অগ্নি দিয়াছিল।

সংবাদদাতার পত্র।

খানারগাছি।

গত ১৪ ই শ্রাবণে এ প্রদেশে রোপণোপযোগী বৃষ্টি হইয়াছে। আষাঢ় মাস হইতে বর্ষণ না হওয়াতে অধিকাংশ আউশ ধান্য ও হৈমন্তিক ধান্যের বীজাদি মরিয়া গিয়াছে। পাটের অবস্থা উত্তম। রোপণকার্য্য অতি সত্বরতার সহিত চলিতেছে। মজুরের দৈনিক বেতন ।৵০ দশ আনা।

সিতার হরিনাথ বণিকের উপপত্নীর মাতা ত্রিবেণীতে যে অলঙ্কার চুরী করে তদ্বিষয় পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম। হুগলির মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের বিচারে হরিনাথের দুই বৎসর ও অপর দুই জনের এক বৎসর ছয় মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। উপপত্নী ও তাহার মাতা অব্যাহতি পাইয়াছে। ঐ দুরাত্মারা স্থানীয় দুই চারি জনকে মিথ্যা করিয়া ইহার ভিতর জড়াইয়া বিশেষ কষ্ট দিয়াছে।

হামজানপুর গ্রামে একজন দুলে নিজ স্ত্রীর

ব্যভিচারবাদিও [illegible] দেখিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। এরূপ মৃত্যু বোধ হয় এই প্রথম।

ঘেটুরাগাছি গ্রামে একটী স্ত্রীলোক এক চপেটাঘাতে নিজ পুত্রকে হত্যা করিয়াছে। বালকটী আহারীয় দ্রব্য [illegible] উৎপাত করিতেছিল, মাতা [illegible] এক চাপড়ে শমন ভবনে পাঠাইল।

[illegible] সোমপ্রকাশে "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদের বিচারিণী হইবার কারণ কি?" নামক প্রবন্ধে মাননীয় বিহারী বাবু যে দুইজন কুলী-[illegible] অশ্চর্যান্বিত হইয়া লিখিয়াছেন, [illegible] অধিক আশ্চর্য্যের একটী সংবাদ [illegible] পাঠকগণকে ও বিহারী বাবুকে উপহার দিতেছি। [illegible] বামগ্রাম কুলেমেলের প্রধান কুলীনের [illegible]। এখানকার অনেকেই [illegible] টী বিবাহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকের [illegible] তাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না, কেবল শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লিখিত হইল। ইঁহার একণে ৪৪ বৎসর বয়ঃক্রম, বিবাহ [illegible] টি, তন্মধ্যে ত্রিশ পঁয়ত্রিশটী মরিয়াছে। উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই শ্বশুর বাটীতে থাকেন। [illegible] ৫ বৎসর পরে একবার বাটীতে শুভাগমন করিয়া থাকেন। যখন বাটীতে আইসেন, ৩। ৪ টী স্ত্রী সঙ্গে থাকে। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বলিতে [illegible] তিনি [illegible] শ্বশুরালয়ে গমন করেন না। [illegible] হরমোহন মুখোপাধ্যায় এইরূপ বিবাহ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় সমাজে এরূপ লোক [illegible] করিয়া আসিতেছে।

আমাদিগের [illegible] পার্শ্ববর্ত্তী [illegible] নিকটস্থ [illegible] অধিক গ্রাম বাসিয়া বন্যাযোগে বিস্তর শস্য [illegible]। অনেক কৃষক বলদাভাবে ক্ষেত্র কর্ষণ [illegible] না। [illegible] এক টাকায় [illegible] করিয়া মাছুয় বিক্রয় হইতেছে। [illegible] উক্ত রোগ নিবারণের [illegible]।

[illegible] জল দিন দিন যেরূপ বৰ্দ্ধিত [illegible] চর্দিকস্থ ভূমি সকল ডুবিয়া [illegible] কৃষকদিগের বিস্তর ক্ষতি [illegible]। [illegible] ভাগীরথী নীরে [illegible] বৃক্ষ পড়িয়া গছে [illegible] জাগিয়া আছে। [illegible] সকল বৃক্ষের [illegible] মহাজন-দিগকে [illegible]। সম্প্রতি [illegible]

কয়েক খানি নৌকা ডুবিয়া মহাজনদিগকে সৰ্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। আমরা হুগলীর মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে অনুরোধ করি, তিনি যেন ঐ সকল জলমগ্ন বৃক্ষাদির উপর এমন কোন নিশান বা চিহ্ন স্থাপন করেন, যাহাতে নাবিকেরা সহজে বৃক্ষ বলিয়া জানিতে পারে ও পুর্ব্ব হইতে তাহাদিগকে সতর্ক করে।

মুঙ্গের।

কৃত্রিমনামধারী শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, যিনি [illegible]দেশের ডেপুটী বাবু সাজিয়া ফরকিয়া নামক স্থানে জমী মাপ করিতে করিতে ধৃত হয়েন, সম্প্রতি বিচারে তাঁহার তিন বৎসর কারাবাস আজ্ঞা হইয়াছে।

মুঙ্গেরের স্থানে স্থানে একটু বেশী বৃষ্টি হইলেই প্রায় এক হাঁটু করিয়া জল জমিয়া থাকে। ছোট ছোট বালকগণের স্বধর্ম্ম রাস্তা ঘাটে জল দেখিলেই মহা আনন্দে জলক্রীড়া আরম্ভ করে। ইতিপূর্ব্বে একটী বালক ঐরূপ জলক্রীডা করিতে যাইয়া জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে।

ছয় জন চোর গিরিধরলাল নামক একজন মাড়োয়ারির গদিতে তোলা চুরি করিতে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজন দুই মণ আন্দাজ তোলার একটী বস্তা মাথায় করিয়া যেমন বাহির হইবে, হঠাৎ পতিত হইয়া অত্যন্ত আঘাত পায় ও "আহা!" "উঃ" করিতে থাকে। দোকানদারগণ শব্দ অনুসারে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধৃত করে। বক্রী পাঁচজন পলাইয়াছিল কিন্তু এই ব্যক্তি সকলেরই নাম করিয়া ধরাইয়া দিয়াছে।

এবার এখানে বর্ষার ভাগ কিছু বেশী বেশী বোধ হইতেছে। এখানকার লোকের একটী মহৎ দোষ বর্ষার পূর্ব্বে গৃহাদি মেরামত করে না। বর্ষা উপস্থিত হইবে, গৃহের প্রাচীর পড়িবার উপক্রম হইবে, গৃহ মধ্যে জল জমিবে তবে মেরামত কার্য্য আরম্ভ হয়। সম্প্রতি বেলুন বাজারের এক প্রাচীন মুসলমান (ইনি হাকিমি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন) ভাঙ্গা পাইখানায় গিয়া চাপ চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছেন। কি করিবেন, দেশের লোকের দুর্ব্বুদ্ধিতে তাঁহার অস্থানেতে কবর হইল!

এখানে কয়েক জন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তন্মধ্যে এক জনের [illegible] দ্বাদশ বৎসর লোকের সুক্ষাগ্রভাগবিশিষ্ট শলাকাময় শয্যায় শয়ন ও উপবেশন করা। এক খানি চারি হাত আন্দাজ লম্বা ও দুই হাত প্রস্থ তক্তার উপর ঘন সন্নিবিষ্ট অনেকগুলি লৌহ শলাকা পোতা আছে। সন্ন্যাসী সেই সুক্ষাগ্রভাগের উপর বসিয়া পূজা আহ্নিক প্রভৃতি দিবসের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং রজনীতে শয়ন করিয়াও থাকেন। আমরা যে ভীষ্মের শর শয্যার কথা শুনিয়াছি, ইহাও এক প্রকার সেই শরশয্যা। সন্ন্যাসীর কাষ্ঠ-পাদুকাতেও ঐ প্রকার শলাকা পোতা আছে। দ্বাদশ বৎসর ব্রতের মধ্যে ইহাঁর চারি বৎসর এই কঠিন নিয়মে অতিবাহিত হইয়াছে।

মুঙ্গেরের কেল্লার মধ্যে যে ঘাস জন্মে, উহা গোরুকে খাওয়াইবার জন্য প্রতি বৎসর নিলামে বিক্রয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিলামে খরিদ করে, সে আবার অন্যান্য লোককে অংশ করিয়া জমা দেয়। জমা লওয়া ব্যক্তি ভিন্ন অপরে গোরু চরাইতে পায় না। এবৎসর এক জন মাড়োয়ারি ১০০ টাকায় নিলাম খরিদ করিয়া বিনা জমায় গোরু চরাইতে দেওয়ায় এত গোরু জুটিয়াছিল যে কেল্লার মধ্যে স্থান সংকুলান হওয়া কঠিন হয়। সাহেবেরা অসংখ্য গোরু ও পৰ্ব্বত প্রমাণ গোময় দেখিয়া ঐ ব্যক্তিকে নিলামের টাকা ফেরত দিবার মত করেন, পরিশেষে এই স্থির হইয়াছে প্রত্যহ পাঁচ শত গোরুর বেশী চরিতে পাইবে না।

২ রা আগষ্ট সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছোট লাট মহামান্য ইডেন বাহাদুরের এখানে শুভাগমন হইয়াছিল। ঐ দিন রামপ্রসাদের ঘাট তাঁহার সম্মানার্থ সালু বস্ত্রাদি দ্বারা উত্তমরূপ সুসজ্জিত করা হয় এবং উপস্থিতি মাত্র মিউনিসিপালিটীর যত্নে কতকগুলি ব্যোম পোড়ে। ঘাটে মাজিষ্ট্রেট, পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি অনেকগুলি সাহেব ও বিবির, সন্নিকটস্থ স্থানের কতিপয় রাজা ও জমিদারগণ এবং প্রায় তিনশত অধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিন তিনি নগর ভ্রমণ করিয়া তৎপরদিন প্রাতে ৬ টার সময় গবর্ণমেণ্টের আফিস আদালত প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে যাইয়া বেহারবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালী কেরাণীর সংখ্যা দেখিয়া বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ দিন অপরাহ্নে কবল-ঘোড়ায় মৃত অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের বাটীতে একটী দরবার হয়। দরবার স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ছোট লাটের সহিত জুবিলেখরীর সার্টিফিকেট ধারী রাজা ও জমিদারগণের পরিচয় করিয়া দেন। ইতি পূর্ব্বেই পাঁচটার সময় তিনি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ৪ঠা তারিখে মজঃফরপুর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এখানে আসিয়া তিনি যে কি উপকার করিলেন তাহা ভগবান জানেন!

ভাগলপুর।

কয়েক দিন বৃষ্টি বিলক্ষণ হইয়াছিল, কিন্তু এখন আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভয়ানক গরম হইয়াছে, জ্বরের প্রাদুর্ভাব ও অল্প দেখা যাইতেছে। বাজার দর মন্দ নহে।

আজ কাল মধ্যম শ্রেণীর আয় টাকায় ২।

২৫ টী করিয়া বিক্রীত হইতেছে। ভাদ্র মাস পর্য্যন্তও আম পাওয়া যাইবে।

এবার নীলের চাস অতি উত্তম হইয়াছে। প্রায় মাসাতীত হইতে চলিল, পীরপৈন্তির নীলকুঠি চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এখনও প্রায় ভাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত চলিবে। এই কুঠি ও ইহার অধীন কুঠি সকলে অনেক টাকার নীল উৎপন্ন হয়। সুখের বিষয় এই, দুই মাস প্রায় প্রত্যহ শতাধিক লোক ইহাতে মজুরি করিয়া প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

প্রেরিতপত্র।

মহাশয়! প্রায় দুই মাস হইল কলিকাতা 'ভারত সভার' একজন প্রতিনিধি বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ এখানে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার যত্নে তমোলুক মহিষাদল ও দাঁতুন নামক স্থানে ভারত সভার শাখা সভা নূতন সংস্থাপিত হইয়াছে। তিনি এখানে কলিকাতা ভারত সভার কার্য্যের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় দুঃখ দূর করিবার অভিপ্রায়ে সম্প্রতি যে একটী সামান্য অথচ ফলদ ও অভিনব উপায় কার্য্যে পরিণত করিতেছেন, সেই উপায়টীর সবিশেষ বর্ণনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। সেই উপায়টীর "হাঁড়ীভিক্ষা" এই নামকরণ হইয়াছে। হাঁড়ীভিক্ষার অর্থ এই যে প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থ দুই বেলা রন্ধনার্থ যে পরিমাণে তণ্ডুল গ্রহণ করেন, তাহা হইতে এক এক মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া প্রত্যহ একটী স্বতন্ত্র হাঁড়ীতে রাখিয়া দিবেন। এই রূপে যে তণ্ডুল সঞ্চিত হইতে থাকিবে, তাহা গ্রামের প্রধান দুই একজন লোক মাসে মাসে সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিবেন, এবং প্রাপ্ত অর্থ তাঁহাদিগের নিজের নিকট রাখিয়া দিবেন। এইরূপে সম্বৎসরে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা হইতে কিয়দংশ কলিকাতা ভারত সভা নিয়মিতরূপে লইবেন এবং অবশিষ্টাংশ, যদি গ্রামের লোকে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিজের হস্তে রাখিতে পারিবেন কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের গ্রামে রাস্তা প্রস্তুত করা, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, নিতান্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি ঔষধ কিনিয়া গরিবদিগকে বিতরণ ইত্যাদি সাধারণের হিতকর কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবেন; অথবা তাহা স্থানীয় শাখা ভারত সভার হস্তে ন্যস্ত হইবে এবং সভাকর্ত্তৃক তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করা হইবে। অনেকে হাঁড়ীভিক্ষা প্রণালীতে তেমন কিছু ফল হইবে না ভাবিয়া অগ্রাহ্য করিবেন, কিন্তু বাস্তবিক এই সামান্য উপায় হইতে কতদূর ফল লাভ হইবার সম্ভব, তাহা একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে। সম্পাদক মহাশয়! এই কাঁথী সবডিবিজনের অধীনে ২২০০ শত গ্রাম আছে, মনে করুন, প্রত্যেক গ্রামে ন্যূনকল্পে ১০টী করিয়া হাঁড়ী বসান হইল। প্রতিমাসে ১০টী হাঁড়ীতে ন্যূনসংখ্যায় ১ মণ চাউল হইল এবং তাহা বিক্রয় করিলে অতিকম ১ টাকা পাওয়া গেল। এইরূপে ২২০০ শত গ্রামে প্রতি মাসে ন্যূনকল্পে ২২০০ শত টাকা অর্থাৎ প্রতি বৎসরে বৎসরে ২৬৪০০ টাকা পাওয়া যাইতে পারে! যদি এই একটী মাত্র সবডিবিজনে বৎসরে ২৬৪০০ টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে উক্ত হাঁড়ীভিক্ষা প্রণালী প্রচলিত করিলে কি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ হয় না? এবং সেই অর্থে কি দেশের অশেষবিধ মঙ্গল সাধন হইতে পারে না? ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয় যে এই প্রকাণ্ড ভারত অর্থ অভাবে একজন মাত্র স্থায়ী প্রতিনিধিকে ইংলণ্ডে স্থাপন করিতে পারিল না! ধিক্ ভারত সন্তানে!

এক্ষণে যাহাতে এই হাঁড়ীভিক্ষা প্রণালী ভারতের প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রত্যেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। অনেকে "ও কিছু নয়" "উহাতে কিছুই হইবে না" এইরূপ বলিয়া উক্ত রূপ দেশ হিতকর কার্য্যে প্রথম হইতেই নিরস্ত হন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া দেখিতে কয় জন ইচ্ছা করেন? দ্বারকানাথ বাবু নিরুৎসাহের কথা শুনিয়াও নিজের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে আশ্চর্য্যরূপ কৃতকার্য্য হইতেছেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং যে যে গ্রামে গিয়াছেন সেই সকল গ্রামের লোকদিগকে হাঁড়ীভিক্ষা প্রণালীর কথা ও তজ্জনিত স্বদেশের উপকারের কথা পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেওয়ায় তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে নিজ নিজ গৃহে হাঁড়ী স্থাপন করিয়াছেন। অনেকে এক কালীন দান দিয়াছেন এবং কেহ কেহ বা বাৎসরিক চাঁদা দিতেও স্বীকৃত হইয়াছেন। এক কালীন দান সংগ্রহ ও বাৎসরিক চাঁদা স্বাক্ষর করাইবার চেষ্টার ফল সন্তোষজনকই হইতেছে।

উপসংহারে, আমাদের সানুনয় প্রার্থনা এই যে দ্বারকানাথ বাবু হাঁড়ীভিক্ষা প্রণালী কার্য্যে পরিণত করিয়া যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহার অনুসরণে দেশহিতৈষী মহোদয়গণ যেন অন্যান্য প্রদেশে উক্ত প্রণালী প্রচলিত করিতে সাধ্যমত যত্ন করেন। তাহা হইলে দেশের যে মহৎ উপকার হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সম্পাদক মহাশয়! আমরা ভরসা করি আপনার অসংখ্য পাঠক মহোদয়গণের গোচরার্থে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পত্রিকা খানি পত্রস্থ করিবেন। আমরা আরও আশা করি আপনার পাঠক মহাশয়গণ ইহা পাঠ করিয়া স্ব স্ব গৃহে মঙ্গল ঘট স্বরূপ এক একটী তণ্ডুল ঘট স্থাপনা করিয়া স্বদেশবিরাগী নামের কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে থাকুন। এই প্রকাণ্ড ভারতের একটী সামান্য প্রদেশে একটী ক্ষুদ্র ঢেউ উঠিয়াছে, সেই ঢেউ ক্রমশঃ সঞ্চালিত হইয়া যাহাতে প্রত্যেক ভারত-সন্তানের হৃদয়ে অভিঘাত করিতে পারে; তদ্বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করা স্বদেশানুরাগী মহাত্মাগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

কাঁথী
২২ এ জুলাই ১৮৮০

বশম্বদ শ্রীঃ—
২য় শিক্ষক কাঁথী

মহাশয়! ১৭৭৪ শকাব্দের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক মাসিকপত্রিকা পাঠ করিতে করিতে 'কোন্ স্বামী শ্রেষ্ঠ' শীর্ষক একটী কৌতুক কথা পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। যদিও উহা উক্ত পত্রে একবার প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি উহার পর বহু দিবস গত হইয়াছে, এবং নিশ্চয়ই উহা অনেকের দৃষ্টিগোচরে পতিত হয় নাই। আবার যাঁহারা উহা একবার পাঠ করিয়াছেন, হয় ত তাঁহাদের মন হইতে উহা অন্তর্হিত হইয়াছে। এই জন্য আজ আমি উক্ত বিষয়টী সাধারণ্যে পুনঃ প্রকাশ করিয়া আমার হৃদয়বিগলিত আনন্দ সুধার কিয়দংশ বিতরণ করিতেছি।

লিখিত আছে "জনৈক মন্ত্রীর মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়াতে তিনি রাজসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অযাচক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজা ঐ মন্ত্রীর সংবাদ অবগত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন "মন্ত্রিবর! আমা হইতে তোমার কি অপকার হইয়াছে যে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে? মন্ত্রী কহিল 'রাজন্! আপনার কোন বিষয়ে ত্রুটি নাই। স্বীয় অবস্থার উন্নতি করণাভিলাষে আমি পাঁচটী কারণ প্রযুক্ত মহাশয়কে ত্যাগ করিয়াছি!!

১ম কারণ। পূর্ব্বে মহাশয়ের সেবা কালে আপনি বসিয়া থাকিতেন, আমি আপনার নিকট দণ্ডায়মান থাকিতাম। অধুনা যে প্রভু প্রাপ্ত হইয়াছি তাঁহার নিকট অনায়াসে বসিয়া আরাধনা করি, তাহাতে কোন অপরাধ হয় না।

২য়। আপনি পূর্ব্বে ভোজন করিতেন ও আমি নিকটে থাকিয়া দেখিতাম; এক্ষণে আমার প্রভু আমাকে আহার প্রদান করেন কিন্তু তিনি আহার করেন না!

৩য়। পূর্ব্বে আপনি শয়ন করিতেন, আমি [illegible] থাকিয়া আপনার সেবা করিতাম। অধুনা

আমি শয়ন করিয়া নিদ্রা যাই, আর আমার প্রভু জাগ্রৎ থাকিয়া আমাকে রক্ষা করেন।

৪ র্থ। পূর্ব্বে সর্ব্বদা আমার মনে শঙ্কা হইত আপনার লোকান্তর গমন [illegible] পাছে আমার বিপক্ষ হস্তে পতিত [illegible]। আমার বর্ত্তমান প্রভুর কদাপি বিনাশ নাই [illegible] আমার ক্লেশ সম্ভাবনাও নাই।

৫ ম। পূর্ব্বে আমা [illegible] কোন অপরাধ হইলে আপনি ক্রোধ [illegible] এই এান আমার মনে সর্ব্বদা জাগরূক [illegible] দীনানাথ প্রভু এরূপ দয়ালু [illegible] নিয়ত সহস্র অপরাধ করিতেছি, তিনি তৎসমুদায় [illegible] করিতেছেন।”

[illegible] দয়ার সাগর। তাঁহার কৃপা এত [illegible] জাতি ও অবস্থা ভেদ না [illegible] সমভাবে বিদ্যমান আছে। উহা এরূপ [illegible] যে অনুগ্রহব্যঞ্জক অতি সামান্য কার্য্যেও [illegible] হয় এবং উহা এরূপ উচ্চ প্রকৃতি-বিশিষ্ট যে অকৃতজ্ঞতা ও শত্রুতা দ্বারা বিচলিত না হইয়া নিয়ত স্বকার্য্য সাধন করে এবং অভিশপ্ত হইয়াও বর প্রদান করে। কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য এরূপ নির্ব্বোধ যে এবম্বিধ করুণাময় স্বর্গীয় প্রভুকে একবারও স্মরণ না করিয়া অধম ও নিষ্ঠুর মনুষ্যের দাসত্বে চিরজীবন ক্ষেপণ করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে মনুষ্যের সেবা করিলেই তাহাদের দারিদ্র্য দূর হইবে। অতএব পদাঘাত সহ্য করিয়াও তাহার সেবা ও মনস্তুষ্টির নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত হয়। ঈশ্বর যে জগৎপ্রভু এবং তিনিই যে একমাত্র দুঃখবিনাশক তাহা একবারও তাহাদের মনে উদয় হয় না। যাহা হউক, তাহারা যদি প্রত্যহ [illegible] সমাপনান্তে একবার [illegible] সহিত বিঘ্নবিনাশক [illegible] ত্যাগ করে [illegible] না হউক সাংসারিক [illegible] হইতে [illegible]।

[illegible] চক্রবর্ত্তী
[illegible]।

[illegible]।

[illegible] ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ [illegible] ৩ টাকা। কলেজ [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের [illegible]।

[illegible] বিজ্ঞাপন।

[illegible] অব্দের [illegible] নিম্নলিখিত [illegible] বিজ্ঞাপনক্রমে মঞ্জুর করিয়াছেন। যে সকল কণ্ট্রাক্টর ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্ত টেণ্ডার দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহা-দিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে তাঁহারা যত সত্বর পারেন ভাগলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়রের নিকটে এতৎসংক্রান্ত চিঠি পত্র প্রেরণাদি করিবেন। ঐ ইঞ্জিনিয়রের আফিসে এষ্টিমেট ও সিডিউল প্রভৃতি পরীক্ষিত হইবে। অন্য অন্য সংবাদ পাওয়া যাইবে এবং টেণ্ডারের ফরম কিনিতে মিলিবে। ১৮৮০ অব্দের ১ লা অক্টোবর হইতে রোডসেসের নূতন বৎসর গণনা আরম্ভ হইবে।

নূতন কার্য্য।

	কমিটীর মঞ্জুর করা।
১। নারায়ণপুর রাস্তা হইয়া মিঙ্কি শোনবর্ষের সেতু ও জল নির্গমের জন্য পাকা পুল প্রস্তুত করিবার এষ্টিমেট ৩২০৮	২৬০০
২। মধেপুরা সিংহেশ্বর রাস্তার জল নির্গমার্থ সেতুর এষ্টিমেট ৪৭৬৭	৪৭৬৭
৩। মধেপুরা ষ্টেষনের রাস্তার জল নির্গমের জন্য পাকা পুল নির্ম্মাণ করিবার এষ্টিমেট ২৪৫২	২৪৫২
৪। মধেপুরা শোনবর্ষের রাস্তার সেতু ও জল নির্গমের জন্য পাকা পুল [illegible] এষ্টিমেট ১৭৫৮৭	৮০০০
৫। উত্তর ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহ গুলি নির্ম্মাণ করিতে	৪০০০
৬। দক্ষিণ ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহ গুলি নির্ম্মাণ করিতে	৩০০০।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নূতন কার্য্য যাহা করিতে হইবে তাহা অদ্যাপিও মঞ্জুর হয় নাই। মঞ্জুর হইলে তাহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে।

মেরামতী কার্য্য।	টাকা
১। ভাগলপুর ডভর-ব্রিজ হইতে সাঁওতাল পরগণা [illegible]	২০,০০০
২। [illegible]—আর্য্যগঞ্জ	১৬০০
৩। রেলওয়ে ষ্টেষন হইতে নদীঘাট পর্য্যন্ত	১০০০
৪। গোলাবাজার রাস্তা	২০০
৫। গোয়ালাট হইতে ভাগলপুর	১৮০০
৬। ভাগলপুর হইতে পীরপৈতি	৩১০০
৭। ভাগলপুর হইতে উমীরপুর	১৫০০
৮। বাঁকা হইতে শিমুলতলা	২০০০
৯। শিমুলপটী হইতে সাবরহাট	১০০
১০। জগদীশপুর হইতে সোনাদী	৫০০
১১। সোনাদী হইতে বেলা, নওয়াদা ও রাজাবার হইয়া	২০০০
১২। কলগাঁ হইতে বুড়াহাট	১১০০
১৩। পীরপৈতি হইতে বুড়াহাট	৫০০
১৪। পীরপৈতি রেলওয়ে ষ্টেষণ হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত	৬০০
১৫। বাঁকা হইতে উমীরপুর	১৫০০
১৬। বৌসী হইতে মহেরমা, ধুবিয়া হইয়া	১৫০০
১৭। গোগা হইতে আশী	১০০০
১৮। মধেপুরা হইতে সোনবর্ষ, সাপুর হইয়া	১২০০
১৯। গোপালপুরঘাট হইতে কেওট-গামা, সুখপুর ও সিংহেশ্বর হইয়া	৩৫০০
২০। সুখপুর হইতে কন্দোলি, সুপুল বাপ্তিয়া ও ডাগমারা হইয়া	১৮০০
২১। বনগাঁ হইতে মহিবি	৩০০
২২। তিলযুগা নদী হইতে প্রতাপগঞ্জ, বাপ্তিয়া হইয়া	৩৫০০
২৩। সুপুল হইতে প্রতাপগঞ্জ, পিপড়া হইয়া	১৫০০
২৪। প্রতাপগঞ্জ হইতে বালুয়াবাজার	৬৫০
২৫। সুপুল হইতে মধেপুরা, গামারিয়া ও সিংহেশ্বর হইয়া	২০০০
২৬। সিংহেশ্বর হইতে পিপড়া	৭০০
২৭। পরসরমা হইতে বলহি	১৫০০
২৮। মধেপুরা হইতে কারামা, কৃষ্ণগঞ্জ হইয়া	৩৩০০
২৯। লতিপুর হইতে খাগরি	১৫০০
৩০। মিঙ্কি হইতে সোনবর্ষ, নারায়ণপুর হইয়া	৪০০
৩১। সাকন্দ হইতে সুলতানগঞ্জ	৪৮০
৩৪। ভাগলপুর হইতে সাকন্দ	৩২০
৩৫। ভাগলপুর হইতে ধুরিয়া	৮৮০
৩৬। মাংআনা হইতে কলগাঁ	৪৪০
৩৭। পীরপৈতি হইতে তিলাপড়ি	২৭০
৩৮। ভাগলপুর পারে ডিগ্রারা হইতে [illegible]পুর	৩২০
৪০। তুলসীপুর হইতে শেহড়া	৪০০
৪১। জগদীশপুর হইতে রামপুর	১.০
৪২। বিষ্ণুপুর রেলওয়ে ওভারব্রিজ হইতে পিরপৈতি একদারা ও গৌহাটা হইয়া	৫০০
৭১। খাগরি হইতে কারামা কুলত হইয়া	৫০০
উত্তর ভাগলপুরে সারাই মেরামত	২০০
দক্ষিণ ভাগলপুরের সারাই মেরামত	৩০০

১৮৮০। ৪ ঠা আগষ্ট। } ভাগলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার।

পুস্তক বিক্রয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কল্পদ্রুম ও সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নিকট আসিলে বা মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

পুস্তক	মূল্য
বিদ্যালতা	৸৹ আনা
কবিত্ব	১
নীতিসার ১ ম ভাগ	৶৹
ঐ ২ য় ভাগ	৶৹
ঐ ৩ য় ভাগ	।৹
নিসর্গ সুন্দরী	।৶৹
বঙ্গাঙ্গনা কাব্য	১৲
যৌবন সুহৃদ	৸৹
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	৷৹
সংকেতসার	।১৹
সদ্ভাব সোপান	।৹
যোগিনী	১৲
কাশীমাহাত্ম্য প্রথম ভাগ।	॥৹
ঐ ২ য় ভাগ	॥৹
পশ্বাদিচিকিৎসা	৸৹
দশরথ বিলাপ	॥৹
অবকাশ রঞ্জিনী	১
[illegible] কাব্য	১
[illegible]দীনের বিলাপ	৸৹
ভারতীয় গ্রন্থাবলী	১
কাশ্মীর কুসুম	।১৹
[illegible] ইতিবৃত্ত	॥৹

ব্রহ্মচারী দত্ত মহৌষধী।

ইহাতে সর্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হয়। ১১ দিনের [illegible] মূল্য ৫ টাকা ১১ দিনের ৸৹ [illegible] দিনের ১ টাকা। যাহার আবশ্যক হইবে [illegible] টিকিটের মূল্য পাঠাইলে ঔষধ [illegible]। ঔষধ [illegible] পাইবে।

[illegible] প্রসাদ দত্ত
[illegible]

[illegible]ভাগ [illegible]এর নবম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখন মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৲ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥৹ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ইহা [illegible] প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। উপন্যাস।
৩। গোলাপ
৪। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৫। মৃচ্ছকটিক।
৬। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৭। মনুসংহিতা।
৮। চন্দ্র।
৯। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতায় কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫॥৹ টাকা ডাক মাশুল ।৹

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্পিবষ, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বর্ষকালাদি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১॥৹ টাকা ডাকমাশুল ৵৹

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের শোধন মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।৹

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵৹

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের [illegible], রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও [illegible] প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কবিরাজ উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকালে পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও [illegible] হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ॥৵৹

সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক রোগ ও বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ॥৹

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় দূর করিয়া প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲৹ ডাকমাশুল ॥৵৹

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
সাধুরহস্য ও সমালোচনপূর্ণ
মাসিক পত্রি

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখান বিগত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩।৵০। [illegible] স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
[illegible] রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শোভাবাজার কলিকাতা।

মঙ্কট তৈল।

[illegible] শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। [illegible], কটকটি, বেদনা, সন সন, [illegible] বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

[illegible] কৌটা ।০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, [illegible], কনকন, বেদনা, মুখের দাগ গন্ধ নাশক [illegible]।

শ্রীবিহারিলাল [illegible]
৩০ নং [illegible]
[illegible]
কলিকাতা।

ঔষধ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA.

[illegible]

উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্যান্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১০ টাকা। ডাক মাশুল ১৷৷০।

৪। সর্ব্ব প্রকার ক্ষত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন গলিত, পারদ এবং উপদংশ জনিত সর্ব্ব প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিস করিলে সর্ব্ব প্রকার চর্ম্ম রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা মাশুল ১০।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, সিমলা ৫৭ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

বিজয়লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা বঙ্গভূমি যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও [illegible] নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

আদরিণী।

বঙ্গদর্শন, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, বঙ্গমিহির প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র সমূহের কতিপয় সুলেখক কর্তৃক আদরিণী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী (১/৮ পেজি রয়ালের ৩০ পৃষ্ঠা) আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ২ টাকা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন।

বালোড়
গুড়কাটি পোষ্ট আফিস
হুগলী।

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস
আদরিণী কার্য্যাধ্যক্ষ

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এপর্য্যন্ত সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ পাল—বেতকুণ্ডা ৭
" " শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়—কালীয়াগঞ্জ
" " শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী—হুগলী
" " শম্ভুনাথ ঝা—রাজগঞ্জ
" " রাজকুমার দাস—শ্রীরামপুর
" " কৃষ্ণকিশোর দাস—পোলুয়া দমদমা
" " নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নাউতলা
" রায় সেতাবচাঁদ নাহার—আজিমগঞ্জ
" আসানাতুল্লা সরকার—জলপাইগুড়ি
বরদি স্কুল ছাত্র সভা—নারায়ণগঞ্জ

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েক বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অ[illegible] পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের [illegible] নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র[কাশ] প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের [গ্রাহক হইতে ইচ্ছা] করিবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট [করিয়া] লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ কোদালিয়া ডাক[ঘর] সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের [নিকট] নোট, হুণ্ডি বরাত চিঠি, মনিঅর্ডার, ইহার মধ্যে যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়ে মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। [illegible] নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ [illegible] অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া [দেওয়া] হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ [করা] যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা। তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ কোদালিয়া [illegible] হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার[নাথ] চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ।　　" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "।　　১৮ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ｝ ১২৮৭ সাল। ১ লা ভাদ্র। ইং ১৮৮০। ১৬ ই আগষ্ট। ｛ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৮ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

১ লা ভাদ্র সোমবার।

সাংগ্রামিক নীতি কি চমৎকার।

এই নীতি প্রভাবে অন্যায় ন্যায় বলিয়া, অধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া, নিষ্ঠুরতা দয়া বলিয়া, অনধিকার স্বাধিকার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এক কাবুল এই সম্প্রদায়েরই উদাহরণস্থল হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারী লার্ড হার্টিংটন কহিয়াছিলেন শরৎকালে ইংরাজ সেনারা কাবুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবে। সেই শরৎকাল উপস্থিত। সেই প্রতিজ্ঞা পালনার্থ ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যাহাতে সত্বর কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারেন সেই উদ্যোগ করিতেছেন। আবদুল রহমানও এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, ইংরাজেরা কাবুলে থাকিতে তথায় শান্তি স্থাপন হওয়া কঠিন। এটীও ইংরাজদিগের কাবুল পরিত্যাগের অন্যতর কারণ হইয়াছে। আবদুল রহমানের অভিপ্রায়ানুরূপ বন্দোবস্ত করা হইতেছে। আমরা গতবারে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, অন্য প্রকার যুদ্ধ চেষ্টা না করিয়া আবদুল রহমান যাহাতে স্থিরপদ হইতে পারেন সেই চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। আমরা এবার যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে জানিতে পারা যাইতেছে, সেই চেষ্টা করাই হইতেছে। পূর্ব্বে এক জন অপর লোককে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা করা হইয়াছিল। আয়ুব খাঁর যুদ্ধের পর সে বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিয়া এখন আবদুল রহমানের অনুগত লোককে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা করা হইতেছে। সর্দ্দার আজিজ খাঁ আবদুল রহমানের কুটুম্ব। তাঁহাকেই কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা করা হইতেছে। এ ব্যবস্থায় এই একটী উৎকৃষ্ট ফল দেখা যাইতেছে, কাবুল হইতে কান্দাহারকে বিচ্ছিন্ন করাতে আফগানদিগের যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ জন্মিয়াছিল এক্ষণে তাহার অনেক শান্তি হইবে। কান্দাহারকে কাবুল হইতে বিচ্ছিন্ন করা আফগানদিগের যেমন অনভিপ্রেত, ইংরাজদিগের কাবুল ও কান্দাহার প্রভৃতি স্থানে অবস্থানও তেমনি উহাদের অনাভিমত।

আপাততঃ এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে সর্দ্দার আজিজ খাঁ কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা হইবেন, সেনাপতি [illegible] সসৈন্য হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে তথায় কিছু দিন থাকিবেন। কান্দাহারের যে সকল লোক ইংরাজদিগের বিপক্ষ তাহাদিগকে নগর হইতে নিষ্কাসিত করা হইবে। পূর্ব্বে [illegible] অব্দে মেজর [illegible] প্রায় ৬ হাজার পাঠানকে কান্দাহার হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন। এখানে পাঠক সাংগ্রামিক নীতির চমৎকারিতা দর্শন করুন। কান্দাহার যাহাদের চিরকালের বাসস্থান, পৈতৃক বাস ভূমি, তাহারা সেখানে স্থান পাইল না। তাহাদের পৈতৃক অধিকার সাংগ্রামিক নীতি প্রভাবে অনধিকার বলিয়া পরিগণিত হইল। আর যাহাদের কোন প্রকার অধিকার স্বত্ব স্বামিত্ব বা কোন প্রকার সম্বন্ধ ছিল না, তাহারা কান্দাহারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইল। বাস্তবিক কি এটা চমৎকার নয়। যাহারা কান্দাহার হইতে বাসচ্যুত হইল তাহাদের [illegible] [illegible] পাঠক একবার চিন্তা করিয়া দেখুন যদি একটী বাসাবাটী পরিত্যাগ করিয়া আর একটী নূতন বাসাবাটী করিতে হয় তাহাতে [illegible] কার্য্যের বিশৃঙ্খলা, স্ত্রীপুত্রাদির আহার [illegible] উপস্থিত হয়, আর যাহারা চিরকাল এক স্থানে বাস করিয়া আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে অনাসন্ন স্থানে যাইতে হইল। [illegible]

[illegible] গিয়া বাস করিবে তাহার নিষেধ নাই। তাহাদের অপরত্র ঘর বাটী প্রস্তুত নাই। এরূপ অবস্থায় পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা সহৃদয় পাঠক কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাটীর গৃহিণী ও কর্ত্তারা যখন পৈতৃক পুরুষ-পরম্পরার বাটীর জন্য রোদন করিতে করিতে [illegible] বাটীর বাহির হইতে থাকিবে এবং সস্নেহ নয়নে [illegible] প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে তখন অতি পাষাণ হৃদয় পামর ব্যক্তিও [illegible] বিগলিত হইবে সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে আর একটী বড় শোচনীয় কথা আছে। যেখানে পৈতৃক বাসস্থান হয়, সেইখানে প্রায় জীবিকার উপায়ভূত [illegible] প্রভৃতি থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া [illegible] কিরূপে জীবিকার সংস্থান হইবে এটী বড় [illegible] বিষয়। নূতন স্থানে গিয়া জীবিকার সংস্থান [illegible] বড় সহজ কথা। এই নিষ্ঠুরতা, এই অন্যায় ও এই অবিচার এক সাংগ্রামিক নীতির প্রভাবে [illegible] বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। এই নিমিত্তই আমরা উপরে কহিয়াছি সাংগ্রামিক নীতি কি চমৎকার।

সাংগ্রামিক নীতির এই এক মাত্র চমৎকারিতা নয়। কাবুলকাণ্ডের আদ্যোপান্ত চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতি পদে পদে ইহার চমৎকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি কাবুলের প্রকৃত আমীর তিনি দেশান্তরী হইলেন; বিদেশে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হইল। যিনি তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী তিনি বন্দী অবস্থায় রহিলেন। যাঁহার আমীর হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না ইংরাজেরা সাধিয়া তাঁহাকে আমীর করিলেন। এই আব্দুল রহমান কাবুলের আমীরত্ব লাভের নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছিলেন। কত প্রয়াস পাইয়াছিলেন, গুরুযুদ্ধ [illegible] করিয়াছিলেন, ইংরাজেরা শিয়ার আলীর [illegible] করাতেই আবদুল দেশত্যাগী হইয়া রুশের [illegible] গ্রহণ করেন এবং রুশের অন্নদাস হইয়া [illegible] অধিকাংশ কাল ক্ষেপণ করেন।

কেন যে কাবুল যুদ্ধ আরম্ভ করা হইল, তাহার [illegible] কি হইল, ভাবিয়া চিন্তা করিলে অধিকতর [illegible] হইতে হয়। "গলায় আঙ্গুল দিয়া কাশ [illegible] বলিয়া যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে" কাবুলে তাহারই ঘটনা হইয়াছে। কাবুলে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার কোন কারণ ছিল না। কাবুলে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া যে বিশেষ ইষ্ট লাভ হইয়াছে তাহাও বোধ হইতেছে না। যদি রুশিয়ার শঙ্কা কারণ হয় তাহা উন্মূলিত হয় নাই। সে দিবসের ইউরোপীয় সমাচারে দেখা গেল রুশ সমাচারপত্র সম্পাদকেরা এই কথা বলিতেছেন কাবুলের বন্দোবস্তের বিষয়ে রুশের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। এ বাক্যের যদি কিছু অর্থ থাকে এই যবনিকা পতনেই যে কাবুলের অভিনয়ের শেষ হইল তাহা বোধ হয় না। রুশের শঙ্কা কাবুল-যুদ্ধের কারণ না হইয়া আমীর সিয়ার আলীর অপরাধই যদি কারণ হয় তাহা হইলে একের অপরাধে কাবুলকে উৎসন্ন দেওয়া হইল, এটীও সাংগ্রামিক নীতির চমৎকারিতার অন্যতর প্রধান উদাহরণ। যদি বল, কাবুলে যুদ্ধ করাতে ইংরাজজাতির পৌরুষ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাও আমরা কিছু দেখিতে পাইতেছি না। অপ্রতিযোগী অনপরাধী অসভ্য জাতিকে জয় করিয়া ইংরাজের কিছুই পৌরুষ নাই, প্রত্যুত নিন্দাই হইয়াছে। বিজ্ঞ লোক মাত্রেই কাবুল কাণ্ডের আদ্যোপান্ত চিন্তা করিয়া হতবুদ্ধি হন। আলেকজাণ্ডর, জুলিয়স-সিজর প্রভৃতি বীরগণ জিগীষাবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নানা দেশ জয় করিয়াছেন বটে কিন্তু এরূপ কাবুল জয়ের ন্যায় অদ্ভুত জয়কাণ্ড কেহ কখন দেখেন নাই।

লার্ড লিটন কাবুলযুদ্ধের বীর। ইংলণ্ডেশ্বরী অনবোরণে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। লার্ড নর্থব্রুক ন্যায়পরতা, দয়া ও ধর্ম্মের সম্মাননা করিয়া কাবুল-যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই, তিনি অভ্যর্থিত হইলেন না? আর যিনি ঐ সকল মহোদার গুণের অবমাননা করিয়া একটা দেশকে উৎসন্ন দিলেন, তিনি অভ্যর্থিত হইলেন! এটীও সাংগ্রামিক নীতির চমৎকারিতার ফল।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশের আবশ্যকতা।

রিপোর্ট লেখা আমাদের গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর একটী প্রধান অঙ্গ। তাঁহারা গুণের কাজ করুন আর দোষেরই কাজ করুন, তাঁহারা রিপোর্ট লেখায় ক্ষান্ত হন না। কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরেরা প্রায়ই অধিকার মধ্যে প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতিরও পরিদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশ না করাতে দেশের কি উপকার হলে সাধারণে তাহা জানিতে পারেন না। তন্নিমিত্ত সাধারণে সময়ে সময়ে ক্ষোভ প্রকাশও করিয়া থাকেন। ২২এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে আমাদের মুঙ্গেরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

২ রা আগষ্ট সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছোট লাট মহামান্য ইডেন বাহাদুরের এখানে শুভাগমন হইয়াছিল। ঐদিন রামপ্রসাদের ঘাট তাঁহার সম্মানার্থে লালু বস্ত্রাদি দ্বারা উত্তমরূপ সুসজ্জিত করা হয় এবং উপস্থিতি মাত্রেই মিউনিসিপালিটির পক্ষে কতকগুলি ব্যোম পোড়ে। ঘাটে মাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি অনেকগুলি সাহেব ও গিধর, সন্ বরসা প্রভৃতি স্থানের কতিপয় রাজা ও জমিদারগণ এবং প্রায় ত্রিশ সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিন তিনি নগর ভ্রমণ করিয়া তৎপর দিন প্রাতে ৬টার সময় গবর্ণমেণ্টের আফিস আদালত প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে যাইয়া বিহারবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালী কেরাণীর সংখ্যা অধিক দেখিয়া বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐদিন অপরাহ্নে করণচৌড়ার মৃত অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের বাটীতেও একটী দরবার হয়। দরবারস্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ছোট লাটের সহিত ভারতবর্ষীয় সার্টিফিকেটধারী রাজা ও জমিদারগণের পরিচয় করিয়া দেন। ইতি পূর্ব্বেই পাঁচটার সময় তিনি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ৪ঠা তারিখে মজঃফরপুর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, এখানে আসিয়া যে তিনি কি উপকার করিলেন, তাহা ভগবান জানেন।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরদিগের ভ্রমণে দেশের যে উপকার হয় রিপোর্ট লিখিবার রীতি না থাকাতে তাহা সাধারণে যে জানিতে পারেন না তাহা আমাদের মুঙ্গেরস্থ সংবাদদাতার বাক্য দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি যদি উপকার বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি "তিনি (লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর) এখানে আসিয়া কি উপকার করিলেন তাহা ভগবানই জানেন।" সর আসলি ইডেন সাহেব মুঙ্গেরে গিয়া তত্রত্য রাজা ও জমিদার লইয়া দরবার করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের আফিস আদালত ও বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই পরিদর্শন কালে কাহার কি গুণ দোষ দর্শন করিলেন, তাঁহার পরিদর্শনের গুণে কোন্ বিষয়ে কি উপকার লাভ হইল তিনি যদি তাহার বিস্তারিত রিপোর্ট করেন তাহা হইলে সাধারণে যে কেবল সন্তুষ্ট হয় এরূপ নয়, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কর্ম্মচারিরাও সাবধান হন। এই নিমিত্তই আমরা প্রস্তাব করিতেছি অতঃপর লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরেরা স্ব স্ব ভ্রমণ বৃত্তান্তের রিপোর্ট লিখিয়া সাধারণের গোচর করেন।

ইংলণ্ড ও আয়রলণ্ডের জমিদারদের সহিত বঙ্গদেশীয় জমিদারের কত অন্তর।

আয়রলণ্ডে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, প্রজারা অন্নকষ্ট পাইতেছে, অনেক প্রজা নিজ জমিদারের

[illegible]দিগকে জনৈক বিখ্যাত পৈতৃক পাদের দান প্রদানে বঞ্চিত করিলেন।

আমাদের সদাশয় দয়াশীল গবর্ণমেণ্ট কেবল একজন কর্ম্মচারীর কথায় বিশ্বাস করিয়া যে এই খাসমহলস্থ [illegible] প্রজার অঙ্গে ধূলি নিক্ষেপ করিতে বসিয়াছেন, ইহাই কি তাঁহার দয়াশীলতার কার্য্য? ইহাতে কিরূপ ধর্ম্মের অনুমত? এই ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রায় সওয়া এক শত বৎসর গত হইল [illegible], তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু এপ্রকার অন্যায় ব্যবহার আমরা ত কখন কোন স্থানে দেখি ও শুনি নাই। তবে ইদানীং তিনি এই হতভাগ্য প্রজাদিগের প্রতি এত নিদয় হইয়াছেন কেন? সত্য বটে, ইহাতে তাঁহার বিলক্ষণ স্বার্থ আছে। তাহা না হইলে এক জনের কথায় বিশ্বাস করিয়া একেবারে এত লোককে তিনি ধনে [illegible] বঞ্চিত করিবেন কেন? প্রজার নিকট কর গ্রহণ না করিলে রাজার রাজ্য রক্ষা হয় না, সত্য। কিন্তু তাহা বলিয়া অন্যায় কর গ্রহণ করা কি উচিত? অবস্থা বুঝিয়া, প্রজাকে স্বীকার করা [illegible] ত ভাল হইত। প্রজাকে [illegible] হইতে উদ্ধার করা, নীতিমত প্রতিপালন করা, [illegible], দুঃখে দুঃখী হওয়া, অসহ্য করভার হইতে মুক্ত করিয়া উপযুক্ত কর গ্রহণে নিয়[illegible] বিবিধ প্রকারে প্রজারঞ্জন করা কি [illegible] কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে? রাজকর্ম্মচারীরা প্রজার [illegible] কি অন্যায় ব্যবহার করিলেন, তাহা কি [illegible] দেখা আবশ্যক [illegible] না করিয়া প্রজাদিগের উপর ইচ্ছামত নিয়ম স্থাপন করিয়া রাজার [illegible], তাহাই রাজধর্ম্ম হইল? আমরা গবর্ণমেণ্টকেও অনেক স্থলে সেইরূপ ব্যবহার করিতে দেখি [illegible]। বর্দ্ধমান বাবুগঞ্জই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। [illegible] কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া যদি আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে অধুনা ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয় [illegible] হইত না এবং [illegible] বিস্তর অর্থ ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার [illegible] কালক্ষেপ করিতে হইত না।

[illegible] মেদিনীপুর জেলার খাসমহল সম্বন্ধে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের উক্তরূপ ব্যবহার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, [illegible] দোষ হয় [illegible] না হইতে পারে, [illegible] যিনি এই জেলার [illegible] বন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনিই [illegible] সময়ে [illegible] কালেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। [illegible] করি, তিনি [illegible] বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, (অর্থাৎ প্রজার অস্বীকার মতে যে বৰ্দ্ধিত কর ধার্য্য করিয়াছিলেন।) প্রজার নিকট ঐ কর আদায় করাই ইহাঁর ঐ পদগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য। কেন না, উক্ত পদে তিনি উপবিষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত কর আদায়ের পক্ষে চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি ষ্টেট জলামুঠা ও মাজনা মুঠার যাবতীয় প্রজাগণকে ঐ বর্দ্ধিত হারের এক এক খণ্ড জমাবন্দী সহ নোটিশ দিলেন, প্রজারাও তাঁহাকে নোটীশের দ্বারায় জানাইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি কোন উত্তর না দেওয়াতে প্রজারা হতবুদ্ধি হইল, অবশেষে ইহাদের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন লোকেরা দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! কালের মাহাত্ম্যে পিতাকে আসামী করিয়া পুত্রকে বাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে হইল। এই সকল মকদ্দমা কাঁথির মুন্সফী আদালতে প্রজাদের কর্তৃক উপস্থিত করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টও বিশেষ যোগাড়ের সহিত স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। তবুও এই হতভাগ্য প্রজাগণ ক্ষান্ত হইবার নহে। তাহা কেন হইবে? এই ভূমি হইতে যে এক মাত্র ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া যখন এই সকল প্রজাদিগকে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তখন ঐ ভূমীর উপর এতপ্রকার অন্যায় কর সংস্থাপিত হইলে তাহারা কিরূপে শান্ত থাকিতে পারে? কিন্তু ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিতেছি যে, প্রজার বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালাইতে আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাতে এ সময় ইহাদিগকে (প্রজাদিগকে) যে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। "স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।" আর্য্য কবিকুল চূড়ামণি কালিদাস এই বাক্য দ্বারা মহারাজ দিলীপের গুণ বর্ণন ও উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন কেন? আমাদিগের গবর্ণমেণ্টও কি সেই দিলীপের স্থানীয় নন?

উপসংহার কালে আমাদিগের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই যে, বাম চন্দ্রের অনুরোধে যেন দক্ষিণ হস্ত ছেদন না করেন।

কয়েদিদিগের অস্বাস্থ্যের হেতু।

সম্প্রতি জেলের কয়েদিদিগের সম্বন্ধে গত বর্ষের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঠে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। এদেশে এইটা একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে "পেটে খাইলে পিঠে সয়" আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যদি কয়েদিদিগকে উদর পুরিয়া খাইতে দিয়া অধিক খাটাইয়া লইতেন তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। কর্ম্মকর্ত্তারা তাহা না করিয়া অনাহারে তাহাদিগকে অধিক খাটাইয়া লওয়াতে অনেক কয়েদী পীড়িত হইয়া চিকিৎসাভাবে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শুদ্ধ ইহা নহে এতদ্ভিন্ন তাহারা কর্ম্ম করিতে না পারিলে ইহার উপর তাহাদিগকে গুরুতর বেত্রাঘাত ও করা হইত। আমরা বিশেষ জানি কয়েদিদিগের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের লাভ ভিন্ন ক্ষতি হয় না। বর্ষে বর্ষে ব্যয় বাদে জেলের উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতিতে যে টাকা আয় হয় তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। গবর্ণমেণ্ট যদি কয়েদিদিগকে উদর পুরিয়া খাইতে দিতেন এবং অতিরিক্ত শ্রম না করাইতেন তাহা হইলে তাহারা প্রায় পীড়িত হইত না এবং নিয়মিত শ্রম করিয়াও অধিক কাজ করিতে পারিত। অনেক লোকের এরূপ সংস্কার আছে, লোককে যত অধিক সময় খাটান যায় তাহা দ্বারা তত অধিক কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু এটী ভ্রান্ত সংস্কার। মানুষের শরীর সমস্ত দিন সমান বহে না। কার্য্য আরম্ভ করিয়া প্রথম প্রথম যত অধিক পরিশ্রম করা যায় শেষে আর তেমন খাটা যায় না। কিন্তু প্রহরীরা তাহা না বুঝিয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকার সাজা দিয়া থাকে। সুতরাং ভয়ে তাহাদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় এবং সে শ্রমনিবন্ধন তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাহাদিগের এই দৌর্ব্বল্যবশতঃ গবর্ণমেণ্টের নানাপ্রকার ক্ষতি হইয়া থাকে। সবল দেহে তাহারা যেরূপ খাটিতে পারে দুর্ব্বল শরীরে সহস্র বেত্রাঘাত করিলেও তাহারা তত শ্রম করিতে পারে না। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া লোকে যত অধিক শ্রম করিতে পারে অনিচ্ছাস্বত্বে কখনই তত পারে না। এস্থলে আমরা ফুরাণ কার্য্যকে উদাহরণ স্থল গ্রহণ করিলাম। কোন এক ব্যক্তিকে একটী কার্য্য ফুরাণ করিয়া দিলে সে তাহার রোজের অপেক্ষা অল্প সময়ে তাহা সম্পন্ন করিয়া দিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট ও যদি কয়েদিদিগকে সঙ্গত মত কার্য্য বিভাগ করিয়া দেন এবং সেই কার্য্য বুঝিয়া লন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা প্রাণপণে খাটীয়াও অল্প সময়ে তাহারা তাহা সুসম্পন্ন করিয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে পারে। এরূপ করিলে গবর্ণমেণ্টেরও অল্পসময়ে অধিক কাজ সম্পন্ন হইতে পারে এবং তাহাদিগেরও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। এস্থলে আমাদিগের আর এক কথা এই, কয়েদিদিগের দশটার পরে এখন খাটিবার যে নিয়ম আছে তাহাও তাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গের অন্যতর কারণ। ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম-প্রধান স্থান। এখানকার লোকের সকাল বিকাল খাটা অভ্যাস, দুই প্রহরের সময়ে আহার করিয়া তাহারা বিশ্রাম করে, সুতরাং

তাহাদিগের শরীরও তাহাতে ভাল থাকে। গবর্ণমেণ্ট বিলাতের রীতি অনুসারে কয়েদিদিগকে দশটা হইতে খাটাইবার যে নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে তাহাদিগের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্য হয়। বিশ্রামের যে নির্দ্দিষ্ট সময় আছে তাহাদিগকে সেই সময়ে রৌদ্রে খাটিতে হয়, সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মের সামান্য বৈলক্ষণ্য হেতু সহজেই তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায়। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাদিগের সকাল বিকাল খাটিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন তাহা হইলে তাহাদিগের শরীরও সুস্থ থাকে এবং তাহাদিগের দ্বারা কার্য্যও অধিক হয়। বেলা দুই প্রহরের সময়ে কয়েদিদিগকে খাটান যেমন তাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রধান কারণ, তেমনি উদর পুরিয়া খাইতে না দেওয়া ও অসঙ্গত বেত্রাঘাত করা তাহাদের মৃত্যুর প্রধান কারণ। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেব যেরূপ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোক তাহাতে তাঁহার শাসন কালে এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হওয়া অনল্প ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয় নহে।

"গত ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে জেলের নিত্যপীড়িত কয়েদীর সংখ্যা ১০ জন মাত্র ছিল, তৎপরে কিছু বৃদ্ধি হয়। কেবল ১৮৬৩ অব্দে দৈনিক পীড়িত ব্যক্তির সংখ্যা ১৮৭৯ অব্দের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। ১৮৭৯ অব্দে কয়েদিদিগের মৃত্যু সংখ্যা দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন পূর্ব্ব ১৬ বৎসরের অপেক্ষা (১৮৬৬ সাল ভিন্ন) অধিক হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন গত বৎসরে বিসূচিকা রোগে পূর্ব্ব ১৬ বৎসর অপেক্ষা অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ১৮৬৬ অব্দের বিসূচিকা রোগে যত লোক মরিয়াছে ৭৯ অব্দের সহিত তুলনা করিলে তাহার সংখ্যা অধিক হইবে। অন্যের নিমিত্ত কারারুদ্ধ লোক ভিন্ন গত ১৮৭৯ অব্দে বঙ্গদেশের জেল সমূহে ১৮৭০৩ জন কয়েদী কারাগারে নিত্য অবস্থান করিয়াছে। ঐরূপ ১৮৭৮ অব্দে ১৬ [illegible] ১১ ও ১৮৭৯ অব্দে ১৮২০৩ জন কয়েদী নিত্য কারারুদ্ধ ছিল। উহাদের মধ্যে ১৮৭৭ অব্দে ৭৩, ১৮৭৮ অব্দে ৮০৩ ও ১৮৭৯ অব্দে ৯০১ জন কাশরোগে পীড়িত হইয়াছে। ১৮৭৭ অব্দে বিসূচিকা রোগে ২১১। ১৮৭৮ অব্দে ২১২ ও ১৮৭৯ অব্দে ৩৭১ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১৮৭৭ অব্দে ৭৬৩। ১৮৭৮ অব্দে ১০৭২ ও ১৮৭৯ অব্দে ১০০১ জন কয়েদীর অন্যান্য কারণে মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৭৮ অব্দে ২৩৫৪৮ ও ১৮৭৯ অব্দে ২৮২১৮ জন কয়েদী চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ দুই অব্দে দৈনিক পীড়িত কয়েদীর সংখ্যা ৭৫০ হইতে ৯০৩ হয়। বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অধীনে ৪৭টী জেল আছে, তাহার মধ্যে ৪০টী জেলের পীড়িত কয়েদীর সংখ্যাই অধিক। এই সকল পীড়া কেবল জেল অধ্যক্ষদিগের অমনোযোগিতা নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে। অনেক কয়েদী সুচিকিৎসা ও সুপথ্যের অভাবে অকালে কাল কবলে নিপতিত হয়।

ডাক্তার মাউয়েট হইতে জেলের অনেক উপকার হইয়াছিল, তিনি মধ্যে মধ্যে সম্বাদপত্রের সম্পাদকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া জেলের অবস্থা দর্শন করাইতেন এবং তাঁহারা বন্দীগণের অবস্থা দেখিয়া যেরূপ সংবাদ প্রচার করিতেন, তিনি মনোযোগ পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিতেন। ১৮৬০ অব্দে বন্দীগণের মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ১৩ জন ছিল, কিন্তু ১৮৭০ অব্দে যৎকালে মহাত্মা মাউয়েট বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করেন, তখন ঐ সংখ্যা কমিয়া শতকরা ৪ জনে পর্য্যবসিত হয়। তৎপরে সার জর্জ্জ কেম্বল লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইয়া ডাক্তার মাউয়েটের কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করেন, সেই সময় জেলের দুর্দ্দশা আবার পূর্ব্বের ন্যায় হইয়া উঠে। সেই অবধি মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেনও উহার কোন পরিবর্ত্ত করেন নাই, ইহাতেই যে অস্বাস্থ্য ও অকালে মৃত্যু জেলের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকিবে তাহা বিচিত্র কি? আইন যত কঠিন হইতেছে কয়েদিদিগের অপরাধের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭৮ অব্দে অপরাধীর সংখ্যা ৩১৮১২ ছিল, কিন্তু গত বর্ষে ঐ সংখ্যা ৪২৬৭০ হইয়াছে। উহার মধ্যে [illegible] জন [illegible] ও [illegible], [illegible] জন [illegible] এবং [illegible] জন [illegible] হয় নাই। [illegible] দৈনিক [illegible] অন্যান্য প্রকারে [illegible] হয়।

এই [illegible] [illegible] করা হয়। ১৮৭৮ [illegible] সাহেবের সংখ্যার তুলনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে [illegible] ৭৯ সালের জেলের [illegible] সংখ্যা ঐ [illegible] বৎসরের অপেক্ষা [illegible] অধিক। [illegible] ১৮৭৮ অব্দে জেল সমূহে নিত্য যে কয়েদীর সংখ্যা ছিল ১৮৭৭ ও ৭৮ অব্দে তদপেক্ষা কয়েদীর সংখ্যা প্রায় ২০০০ কমিয়া গিয়াছে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই [illegible] বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর [illegible] সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে [illegible] একরূপ লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইবে না [illegible] সবিশেষ চেষ্টা পাইয়া সর্ব্বসাধারণের [illegible] ভাজন হউন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শাসনে [illegible] নিষ্ঠুর ব্যবহার আর শোভা পায় না। কয়েদিদিগকে উদর পুরিয়া খাইতে দেওয়া ও পথ্য [illegible] হউক। তাহা হইলে কার্য্য অধিক [illegible] হইবে এবং গবর্ণমেণ্টও সর্ব্বসাধারণের [illegible] ভাজন হইবেন।

[illegible] হইতেছে একটী [illegible] প্রদান [illegible]। উকীলেরা [illegible] [illegible] এটর্ণিদিগের [illegible] বাধকতা নাই। হাইকোর্ট [illegible] একটী নিয়ম করিয়াছেন, [illegible] উপর [illegible] বক্তৃতা করিলে পর, বিনা পরীক্ষায় উকীলের কার্য্য করিতে পারিবেন। পক্ষান্তরে উকীলদিগকে [illegible] এটর্ণিদিগের [illegible] হইবে। [illegible] বৎসর পরে [illegible] পরীক্ষা দিতে হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এটর্ণিদিগের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এটর্ণিদিগের অর্থাৎ [illegible] [illegible] [illegible] বৎসর কার্য্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চেষ্টা করিবে।

পুস্তক সমালোচন।

শারীর বিধান। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন; শরীর মধ্যে কিরূপে রক্ত সঞ্চালিত হয়, কিরূপে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। কিরূপে শারীরিক উত্তাপ জাত হওয়া যায় এবং কিরূপেই বা খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ইহাতে অতিশয় সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমুদয় বিষয় জ্ঞাত হওয়া সকলেরই একান্ত আবশ্যক। ইহার মূল্য ।৵০ টাকা।

উদ্ভাস। এখানি মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে যে সকল বিষয় লিখিত হইতেছে তৎপাঠে সাধারণের বহু উপকার দর্শিতে পারে। ইহার রচনা হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে।

কাকিনীয়াধিপতি শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে রচনা। শ্রীযুক্ত বাবু গৌরসুন্দর চৌধুরী কর্ত্তৃক রচিত ও প্রকাশিত।

বিবিধ সংবাদ।

রাণাঘাট হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, রাণাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলির হুকুম প্রকাশ হওয়াতে এখানকার সকলেই সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। এই সব ডিবিজনের প্রায় সহস্রাধিক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বিদ্বান লোকে একখানি আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তি রহিতের প্রার্থনায় শ্রীযুক্ত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের [illegible] দয়াবান ছোট লাট সাহেব তাঁহাদের আশা পূর্ণ করিবেন এমত আশা আছে। উক্ত আবেদনপত্রে সকলেই এক বাক্যে উক্ত বাবুর [illegible] সততা, পরিশ্রম ও সুবিচারের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

আমেরিকায় এক প্রকার গমনশীল প্রস্তর আছে। [illegible] প্রদেশে এই জাতীয় প্রস্তর অধিক পরিমাণে [illegible] যায়। ঐ প্রস্তরের আয়তন বাদামের [illegible] আকৃতি গোল। ঐ প্রস্তরের দুই খণ্ড লইয়া [illegible] তিন ফিট অন্তরে স্থাপন, করা যায় তাহা হইলে ঐ দুই খণ্ড পরস্পর পরস্পরের নিকটে সরিয়া [illegible] হয়। আর যদি স্তূপ হইতে এক খণ্ড [illegible] করিলে [illegible] দেখা যায় তাহা হইলে ঐ [illegible] খণ্ড এক প্রকার চক্রাকার [illegible] সংলগ্ন হয়। কিন্তু [illegible] স্থাপন করিলে উহা সেই খানেই [illegible] থাকে।

অনেকেই জানেন মাছের ছালে কোন কাজ হয় না। কিন্তু শিল্পীদিগের বুদ্ধি কৌশলে ক্রমে অসাধ্য সাধন হইতে ও দেখা যাইতেছে। নরওয়ের এক ব্যক্তি ১৮৭৬ অব্দে ওয়েষ্টমিনিষ্টরের প্রদর্শনী মেলায় কতকগুলি মৎস্যের চিক্কণ চর্ম্ম উপস্থিত করেন। তিনি বলেন নরওয়ের অনেক লোকে তিমি প্রভৃতি মৎস্যের ছালে দস্তানা ও পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া পরিধান করে। ইহা দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি শক্ত। নরওয়ের সমুদ্রে আর এক প্রকার মৎস্য আছে তাহার ছালে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কানাডায় কড্ নামে এক প্রকার মৎস্য আছে, তাহার ছালে উত্তম জুতা হয়। ঐরূপ আবার মিশর দেশের লোহিত সাগরে এক প্রকার মৎস্য আছে তাহার ছাল এত মোটা যে তদ্দেশবাসীরা তাহাতে জুতার তলা করিয়া থাকে। রুশিয়া ও সাইবিরিয়ার লোকে বর্ব্বট মৎসের ছালে কটিবন্ধ প্রস্তুত করে। তাতারেরা আবার আর এক প্রকার মৎস্যের ছালে ব্যাগ ও পোষাক প্রস্তুত করিয়া থাকে। মধ্য আসিয়ার উপকূলবাসীরা স্যালমন মৎস্যের ছালে আঙরাখা করিয়া থাকে। মালাবার সমুদ্রে ক্ষুদ্র হাঙ্গরাকৃতি এক প্রকার মৎস্য আছে তাহার ছাল মরকো চর্ম্মের ন্যায় শক্ত ও দেখিতে সুন্দর এই নিমিত্ত তদ্দেশবাসীরা উহার ছালে মস্যাধার, বাক্স, সামাদান ও সাজি প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করে।

আগামী ২৯ এ নবেম্বর সোমবার হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা ও এল, এ পরীক্ষার্থীদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইবে এবং ৩ রা জানুয়ারিতে বি, এ, পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

আমেরিকার কলের গাড়িতে কাগজের চাকা দেওয়া হইতেছে। ইহা যেমন সুলভ মূল্য তেমনি সহজ প্রাপ্য। উহা লোহার চাকার ন্যায় দৃঢ় করিয়া প্রস্তুত করা হইতেছে।

হামিলটন নামক একজন ইংরাজ ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানির বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা নিবন্ধন জাহাজ সমুদ্রে জলমগ্ন হওয়াতে হামিলটনের মৃত্যু হয়। বিবি হমিলটন স্বামীর মৃত্যু নিবন্ধন উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ক্ষতি পূরণের নালিস করেন। শুনা গেল বিচারপতিরা কোম্পানির প্রতিকূলে বাদিনীকে চৌদ্দ হাজার টাকার ডিক্রি দিয়াছেন। কোম্পানির নামে এইরূপ আর দুই চারিটী নালিস হইলে বোধ হয় তাঁহাকে ফেইল হইতে হয়।

রুশের এক রাজকুমার প্রেমারা খেলিয়া কয়েক দিন মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ রুবল হারিয়াছেন। বাজার হাল স্বর্ণ বয়।

শুনা গেল শিমলার পাহাড়ে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় লর্ড রিপনের সেখানে আর থাকা কর্ত্তব্য নহে।

পাটনা জেলায় বিস্তর টাকা জাল হইতেছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইহার অনুসন্ধানার্থ হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাধব রায়কে তথায় প্রেরণ করিয়াছেন।

আমারা প্রায় সকল স্থান হইতেই সুবৃষ্টির সংবাদ পাইতেছি। কিন্তু বেরারে ভাল বৃষ্টি হয় নাই শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। শুনা যাইতেছে তথায় আর দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রচুর বারিবর্ষণ না হইলে জলাভাবে আদৌ কৃষিকার্য্য হইবে না এবং শীঘ্রই ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম পুলিষ কমিশনর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আজ্ঞাক্রমে এক সর্কুলার প্রচার করিয়া দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে জানাইয়াছেন যে যাঁহারা অস্ত্রবিষয়ক আইনের অন্তর্গত ছিলেন তাঁহারা তাহা হইতে মুক্ত হইলেন। আপদের শীঘ্র শান্তি হইলেই ভাল হয়।

আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্কের ডাক্তার ট্যানার নামে এক ব্যক্তি অনাহারে হঠাৎ মানুষ মরে এই কথা শুনিয়া এককালে বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং ইহার পরীক্ষা করিয়া সকলকে দেখাইয়াছিলেন। তিনি ২৮ এ জুন হইতে ৪০ দিন কিছু খান নাই।

৯ ই আগষ্ট সিলেট হইতে সংবাদ আসিয়াছে নাগারা পুনর্ব্বার ইংরাজ রাজ্যে আসিয়া অত্যাচার করিতেছে। উহারা গোলাঘাটের নিকট রবান সাহেবের বাগান আক্রমণ করিয়া কয়েকজন লোককে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং সাহেবের পাঁচটী শিশুর মস্তক ছেদন করিয়াছে। এই উপলক্ষে আবার বুঝি নাগা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

এক ব্যক্তি আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন জেলা পুর্ণিয়ার অন্তঃপাতী পোয়াখালী ও সূর্য্যপুরে গণজাই নামে এক প্রকার জাতি আছে। তজ্জাতীয় স্ত্রীলোকেরা দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে তদ্দ্বারা পুরুষদিগের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয়। উহাদিগের কন্যাগণের ২৫। ২৬ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ হয় না। যদি স্বামীর সহিত মনের মিল না হয় তাহা হইলে মনোমত অন্য ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করিয়া সুখে কালাতিপাত করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই তাহাতে তাহাদিগের নিন্দা নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ স্বদেশে একটী সংস্কৃত কালেজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ১৮ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ঐরূপ

ঢাকার অন্তর্গত বালিয়াটির সপ্রসিদ্ধ মৃত জগন্নাথ বাবুর স্ত্রী মৃত্যুকালে পতির নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার নিমিত্ত জগন্নাথ স্কুলের স্থায়িতা সংকল্পে ১০ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

শুনা গেল আমাদিগের নূতন রাজস্বমন্ত্রী মেজার বেরিং সাহেব ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছেন।

সম্প্রতি আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট এইরূপ এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, যে সকল আসিষ্টাণ্ট সারজন মেডিকেল কালেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যাঁহার গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা আছে তাঁহাকে ১৫ ই আগষ্টের পূর্ব্বে আবেদন করিতে হইবে। আর যাঁহারা ১৮৮৪ অব্দের ১ লা জানুয়ারি পর্য্যন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইবার এক মাস পরে অভিপ্রায় জানাইতে হইবে।

চীনের একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে ১ লা জুলাই চীনের দক্ষিণ উপকূলে একটা ঘূর্ণ বায়ু উত্থিত হইয়া উপকূলবর্ত্তি স্থান সকলের এরূপ অনিষ্ট হইয়াছে যে ১৮৭৪ অব্দের প্রবল ঝটিকাতেও সেরূপ অনিষ্ট হয় নাই। কেণ্টন নামক স্থানে ঘূর্ণ বাতাশ ও জলপ্লাবনে হাজার হাজার অট্টালিকা ও চিন দেশীয় জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে। এই ভয়ানক জলপ্লাবন ও ঝটিকাতে জলমগ্ন হইয়া ১০০০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং অসঙ্খ্য লোক আহত হইয়াছে। এই ঝটিকা নদীর উভয় উপকূলেই উত্থিত হয়। শিঙ্গাপুরে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলবেগ ধারণ করে।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ডোভর প্রণালী ২১ মাইল বিস্তৃত থাকাতে জাহাজের দ্বারা গমনাগমন হয়। এক্ষণে প্রস্তাব হইতেছে উক্ত প্রণালীর উপর দিয়া রেলওয়ে শকট যাতায়াত করিবে ইহার পরীক্ষাও হইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় এক নূতন প্রকার পিপীলিকা জাতি আছে। ইহাদের নিয়োদরে মধুভাণ্ডার আছে। এই জাতি মধুভাণ্ডার আপন দেহের ভিন্ন স্থানে নড়াইতে পারে।

আলজিয়ার্স নামক স্থানের একজন ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার সূর্য্যের উত্তাপে একটী ইঞ্জিন চালাইবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি সূর্য্যের উত্তাপে উক্ত ইঞ্জিন এক মিনিটে ১২০ বার ঘুরাইবেন।

চুচুঁড়া কমিসনর সাহেবের কাছারি হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত হাঁপানি রোগের ঔষধ ধারণের নিয়মটী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

৺শিবঠাকুর পূজা করিয়া কিম্বা করাইয়া ঐ দেবতার মস্তকের বিল্বপত্র একটী লইয়া ঔষধ জড়াইয়া স্বর্ণ মাদুলিতে পুরিয়া গোধূলি সময়ে মস্তকে গলায় অথবা হস্তে ধারণ করিতে হইবে। যিনি ধারণ করাইয়া দিবেন তাঁহাকে ৩ দিবস স্পর্শ করা না হয়। ঔষধ ধারণ করিলে ২। ১ বার উক্ত রোগ হইলেও ভক্তির ত্রুটি না হয়। কিন্তু ধারণ করিলে ক্রমান্বয়ে শরীর গরম হইবে। তামাক, দধি, বর্ত্তমান রম্ভা নিষেধ। পীড়া আরোগ্য হইলে ৺ দেব উদ্দেশে কিছু ব্যয় করিবেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সম্প্রতি এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে ১৮৮১ অব্দের ১ লা জানুয়ারি হইতে তত্রত্য দেওয়ানী আদালত সমূহে দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজীতে হিসাব পত্র রাখিতে হইবে। আমরা দেখিতেছি এই বারেই কতকগুলি দেশীয় দরিদ্র ইংরাজ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির অন্নে ধূলি মুষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল।

আজি কালি যে আয়ুব খাঁকে লইয়া মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, অদ্য সংক্ষেপে আমরা তাঁহার জীবন চরিত নিম্নে বিবৃত করিলাম। আয়ুব খাঁ গত ১৭ ই জুলাই কুসকীনাখদ নামক স্থানে সেনাপতি বরোসকে পরাস্ত করিয়া প্রায় তাঁহার ১২০০ শত রণনিপুণ সৈন্যের প্রাণ সংহার করিয়াছেন। ইনি ইংরাজদিগের বর্ত্তমান বন্দী ইয়াকুব খাঁর ভ্রাতা। ১৮৬৮ অব্দে আজীম খাঁ যখন কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ইনি তৎকালে নগর পরিত্যাগ করিয়া যান। ১৮৭০ অব্দে ইয়াকুবকে সঙ্গে লইয়া ঘোরতর বিদ্রোহীর ন্যায় প্রত্যাগত হয়েন। ১৮৭০ ও ৭১ অব্দে আমীরের সহিত ইয়াকুবের পুনর্ম্মিলন হয় এবং আয়ুবকে বাহাদুর খাঁ নামক ইয়াকুবের একজন বিশ্বস্ত অনুচরের তত্ত্বাবধানে হিরাটের গবর্নরী দিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু কার্য্যে তাহা না হওয়াতে আয়ুব ১৮৭১ অব্দের আগষ্ট মাসে মীর আখোর আহম্মদ খাঁর সমভিব্যাহারে কাবুলে উপস্থিত হন। এই বারে তিনি আমীরকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে ইয়াকুব তাঁহার যথার্থ হিতৈষী নহেন। আপনি তাহার যে বিশ্বাস স্থাপনা করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন একদা আপনাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলে ১৮৭৪ অব্দে নবেম্বর মাসে আমীর ইয়াকুবকে ধৃত করেন। আয়ুব তৎকালে হিরাটে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ইয়াকুবের কারাবরোধের সংবাদ পাইয়াই আমীর যাহাতে তাঁহার নিকট হইতে হিরাট না লইতে পারেন তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন আমীর এই সময়ে ফকীর আহাম্মদের অধীনে ছয় দল সৈন্য প্রেরণ করেন। আয়ুব যে সময়ে দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সৈন্যগণ সেই সময়ে হিরাটের নিকটে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করে। এই সময়ে আয়ুবের সঙ্গীরা সাগাসি সেরদিল নামক এক ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া দিলে তিনি কারারুদ্ধ হন। আয়ুব এই সময়ে হিরাট হইতে দশ মাইল অন্তরে শিবির সন্নিবেশ করেন। এই সময়ে কয়েক জন তুরস্ক দেশীয় লোক আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করে। নানা কারণে এই মীমাংসা হইয়া যায়। ১৮৭৫ অব্দে জানুয়ারি মাসে তিনি কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে পারস্য দেশে প্রস্থান করেন। তিনি কার্কি নামক স্থানে অবস্থান করিয়া মেসেদের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে আদেশ লইয়া রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করেন। এই সময়ে কার্কের শাসন কর্ত্তা ফকীর মহম্মদের বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু আয়ুব তাহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করেন। মেসদস্থ পারস্যের কর্ত্তৃপক্ষ তৎকালে আয়ুবের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন নাই, কিন্তু উপর হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। এবং দৈনিক ১৬০ টাকা ভাতা দিবারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। জেনারল ফকীর আহাম্মদকে পুনরায় হিরাটে ভয় দেখানতে তিনি আবদুল আলীম খাঁর শরণাপন্ন হন। পরে তিনি তথা হইতে পলাইয়া আসিয়া আয়ুব খাঁকে আফগানস্থানে প্রত্যাবৃত্ত করিবার চেষ্টা পান। বাহরাম খাঁও তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইয়াকুবের দুর্দ্দশা দেখিয়া উহাদিগের কাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া আফগানিস্থানে আসিলেন না। তৎকালে তিনি এই মাত্র বলিয়াছিলেন, আমি পারস্যে অবস্থান করিব। তবে যদি তাহারা আমার সহিত সদ্ব্যবহার না করে তবে তুরস্কে যাইব। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই টিহারাণস্থ ইংরাজ মন্ত্রী তাঁহাকে ধরিয়া দিবার অভিপ্রায় করেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে তিনি সে চেষ্টা হইতে বিরত হন। ১৮৭৯ অব্দে আয়ুব আমীর সাহাবদীর অন্যতম ইয়াকুব খাঁর [illegible] কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

ঈর্ষা মানব জাতির কেমন শত্রু। পাঠকগণ তাহার উদাহরণ দেখুন। কাটোয়ার দুই জন যুবকের শৈশবাবস্থা হইতে মৈত্রতা বন্ধন হয় এবং উভয়ে সমপাঠী হইয়া ক্রমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তাহার মধ্যে একজন সমপাঠী বি, এ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া কাটোয়া বিদ্যালয়ের ২ য় শ্রেণীর শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। অপর বন্ধুটী ক্রমে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। দ্বিতীয় বন্ধুটী উক্ত বন্ধু মিত্রের উন্নতি হৃদয়ে শেলসম বলিয়া প্রতীত হওয়াতে এক দিন রাত্রে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

কলিকাতার কাশিপুরের [illegible] একজন ধীবর কর্ত্তৃক একটী কুম্ভীর হত হইয়াছে। [illegible] কুম্ভীরের উদর চিরিয়া ১১ খানি [illegible] বাহির করা হইয়াছে। কুম্ভীরের গর্ভে [illegible], এই কথাটী শ্রবণ করিয়া পাঠকগণ [illegible] ন্যায় আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। [illegible] কোন সময়ে কোন ধনাঢ্যা রমণী ইহার উদরসাৎ হইয়াছিল?

একজন দেশীয় [illegible] ইন্দোরে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিছু দিন হইল সার হেনিরি ডেলি সাহেব [illegible] কারামুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইন্দোরের মহা[illegible] মিশনরিকে ভবিষ্যতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয় না হয় তদ্বিষয়ের জন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

কয়েক দিন গত হইল এলাহাবাদে অনবরত চারি ঘণ্টা কাল বৃষ্টি হয়।

দুই জন স্ত্রীলোক বেশধারী ছদ্মবেশী জুয়াচোর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ড ও লুপ লাইনের নিকট ধরা পড়িয়াছে। ইহাদিগের নিকট দুই খানি ধারাল ছুরিকা ও আরসিনিক এবং বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত কতকগুলি বটীকা পাওয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ রেলওয়ের একজন ভ্রমণকারী আপন স্ত্রী ও সন্তান সমভিব্যাহারে গমন করিতে ছিলেন। ক্যাপ্টেন আবচার এবং হেনিরি নামক দুই জন ইংরাজ সেই শকটে উত্থিত হইয়া উক্ত ভ্রমণকারীর উপর অত্যাচার করাতে উভয়ের [illegible] টাকা দণ্ড হইয়াছে।

[illegible] সেক্রেটারি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত অনরেবল আমসলি সাহেবকে ১লা জুন হইতে বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের কার্য্য হইতে বিদায় দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

[illegible] এ আগষ্ট বসির হাটে এরূপ ভয়ানক ভূমী কম্প হইয়া গিয়াছে যে সাতটী গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। ইহার কম্পন ১৫ মিনিট ছিল।

কোম্পানির কাগজের দর।

[illegible] টাকা সুদের কাগজ [illegible] হইতে ৯৬

" [illegible] " " [illegible] (১৮৫৪) ১০১ হইতে ১০১৷৵

" [illegible] " " [illegible] (১৮৬৫) [illegible]

" [illegible] " " [illegible] } [illegible] হইতে [illegible]

" [illegible] " " [illegible] } [illegible]

" ৪৷০ " " [illegible] } [illegible]

" ৫ " " ১৮৬৭ (১৮৮২) ১০১

বোম্বাইয়ের এক খানি সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে কোলকাতের মহারাজ তাহার একটী [illegible] জন্য ৮০০০০০ টাকা দিয়া কুরসা নামক স্থানে একটী ষ্টেট ক্রয় করিয়াছেন।

সম্প্রতি লণ্ডনে তিন দিবস ধরিয়া অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ হইয়াগিয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষণ প্রভৃতির উপশম হয় নাই। ইহাতে ভয়ানক ঠাণ্ডা হওয়াতে বরফ পতিত হইতেছে।

১৫ ই আগষ্ট আমেরিকার আটলাণ্টিক উপকূলবর্ত্তি স্থান সমূহে ও চিকাগোতে এরূপ গ্রীষ্ম হয় যে তাপমান যন্ত্রের পারদ এক শত ডিগ্রী উত্থিত হয়। তথাকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সংবাদে জানা গেল সর্দ্দি গর্ম্মিতে ২০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

রুশিয়ার খ্যাতনাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন এসেসর সেক্সপিয়র পুস্তক তুরস্ক ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমেরিকাবাসীরা জগতের প্রায় সকল জাতিকে সকল বিষয়েই টেক্কা দিলেন। কি বিজ্ঞান বিষয়ে, কি বিদ্যা বিষয়ে, কি নূতন আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে, কেহই তাঁহাদিগের সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ নহেন। সম্প্রতি গ্লাসগোর আসোসিয়েসন সভা দূর দেশে ডাকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্কটলণ্ডে তাঁহারা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া ভারতবর্ষে ঐ শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। পত্রের দ্বারা শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা তথায় একটী স্বতন্ত্র বিভাগও স্থাপন করিয়াছেন। ঐ সকল বিভাগে অতি উত্তম উত্তম শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। এই শিক্ষকেরা বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় লিখিয়া পত্র দ্বারা ছাত্রগণের নিকট প্রেরণ করিবেন। এই সকল পত্রের লিখিত বিষয় বালকগণ ইচ্ছা করিলে বিদ্যালয়ে গিয়া অথবা গৃহে বসিয়া তাহার আলোচনা করিতে পারিবে। তবে যে সকল বালক গৃহে বসিয়া পড়িবে তাহাদিগকে পাঠের রীতি পদ্ধতি বলিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রকারে পাঠ সমাপ্ত হইলে ঐ সকল শিক্ষক নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। এবং পরীক্ষার কাগজ দেখিয়া ভ্রম সংশোধন করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। গ্লাসগো সভার এই অবলম্বিত কার্য্য প্রণালী দ্বারা স্কটলণ্ডীয় বালক বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হওয়াতে ইউরোপের প্রায় অধিকাংশ লোকেই উহার পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, এবং স্ব স্ব দেশে ঐ প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

"এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন সমালোচকের গ্রাহকগণ সময়ে মূল্য না দেওয়াতে উহার আয়ুঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। অধুনা সমাজের একখানি সংবাদ পত্রের অন্তর্ধান হওয়া অবশ্য শোচনীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সমালোচক যেরূপ বিগর্হিত সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে উহার অবসাদ আমাদিগের তাদৃশ ক্ষোভ ও দুঃখের কারণ নহে। সমালোচকের ন্যায় সংবাদ পত্রের যতই লোপ হয়, সমাজের ততই মঙ্গল"। লেখকের বোধ হয় সমালোচক সম্পাদকের উপর কিছু ঈর্ষ্যা আছে।

ইংলণ্ডীয় রাজ্ঞীর নিকট হইতে একটী ভারতবর্ষীয় রাজপ্রতিনিধির নিকটে আসিয়াছেন। দূত প্রমুখাৎ এই সংবাদ অবগত হয়েন কাবুল-যুদ্ধে অনেক ইংরাজ সেনাপতি ও সৈনিক পুরুষ হতাহত হইয়াছেন তাহাতে রাজ্ঞীর অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম ২৬ এ আগষ্ট হায়দ্রাবাদের নিজাম মারকুইস অব রিপন রাজপ্রতিনিধির ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন এই উপলক্ষে আপন প্রাসাদে অতি সমারোহের সহিত একটী দরবার করেন। এই সমারোহে সার রিচার্ড মিড ও অন্য অন্য আফিসরগণ উপস্থিত ছিলেন।

আগষ্ট মাসের শেষে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ১৬৮১৫০২ মণ চাউল মজুত আছে। ইহার মধ্য হইতে ৬৷০ লক্ষ মণ ব্যবসার জন্য রপ্তানি করা হইয়াছে।

সুবারবন মিউনিসিপালিটীর করদাতৃগণের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি সভানির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত মিউনিসিপালিটীর অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে অধ্যক্ষ তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন যে আমাদিগের দেশে সভা নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার সময় এখন উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক তিনি লোকরঞ্জনানুরোধে ইহাতে মত প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু মিউনিসিপালিটীর অধ্যক্ষ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে সুবার্ব্ব সমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অভিপ্রেত নহে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম কলিকাতায় পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণী সভার কার্য্য এক্ষণে সুচারুরূপে চলিতেছে। ১৮৭৯ অব্দে পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবন্ধন ২৪৬৫ জন লোক দণ্ডিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে অপরাধির সংখ্যা গত বর্ষে প্রায় ৪২৭ জন অধিক। এবং ইহাদিগের মধ্যে ৯৩ জন গরুরগাড়িতে অধিক বোঝাই দেওয়াতে দণ্ডিত হয়। এতদ্ভিন্ন ঘোড়ার ও গরুর প্রতি অত্যাচারের নিমিত্ত ৮১৯ ও ১৫৯০ জন যথাক্রমে ধৃত হয়। ঐ দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ৫৮৯৭

টাকা জরিমানা আদায় হয় তন্মধ্যে উক্ত সভায় এই টাকার অদ্ধাংশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়া জেনেরল ষ্টিম নাবিগেসন কোম্পানির মাতলা নামক ফ্লাটের কাপ্তেন ফ্রেডরিক টিটবিক উক্ত কোম্পানির ১০০ টাকা মূল্যের কয়েল দড়ী অপহরণ করিয়া নর্থ নামক জাহাজের কাপ্তেনকে বিক্রয় করাতে কলিকাতা পুলিসের মাজিষ্ট্রেটের বিচারে কাপ্তেনের ৩ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। কাপ্তেনের এত ছোট নজর।

পোষ্ট আফিসে যে কয়েকটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টপদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ডেডলেটার আফিসের বয়েড সাহেব পূর্ব্ব বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন। হুগলীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু রাধাকান্ত দত্ত বয়েড সাহেবের পদে, হিউইট সাহেব কৃষ্ণনগর বিভাগে, বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম বিভাগে, হেষ্টন মেদনীপুর এবং বাবু সূর্য্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মধ্য বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একাউনটেণ্ট হইয়াছেন।

ভারতসভা ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের কৃত অত্যাচার নিবারণার্থে যে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন তাঁহাকে বলিয়াছেন সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনটী হোম গবর্ণমেণ্টের অধীনে রহিয়াছে। লর্ড লিটনের ন্যায় লোকে যে এরূপ অন্যায় আইন প্রণয়ন করিবেন তিনি স্বপ্নেও তাহা মনে করেন নাই। লর্ড লিটন ত চলিয়া গেলেন যাঁহাদিগের উদ্যোগে এ আইনটী হইয়াছিল তাঁহারা এখনও সেই সেই পদে রহিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনটী যাহাতে রহিত না হয় তাহাই তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা। উদার প্রকৃতি লর্ড রিপন যদি ঐ আইনটী উঠাইয়া দিতে যত্নবান হন তাহা হইলে তাঁহারা ইহা অপেক্ষা আর একটী গুরুতর আইন যাহাতে বিধিবদ্ধ হয় সেই চেষ্টা পাইবেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা যাহা লিখিবেন তাহা অন্যায় বোধ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দায়ী করিয়া যাহাতে তাঁহাকে দণ্ড দেওয়াইতে পারেন আইনটী তদুপযুক্ত হয়।

৭ ই জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ১২৭ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

প্যারিসের এক ব্যক্তি বিস্তর মধুমক্ষিকা পুষিয়া রাখিত। প্রায় সকল সময়েই তাহার গৃহে ৮। ৯ শত চাক থাকিত। এই মধুমক্ষিকারা চিনির কলে গিয়া এত চিনি খাইত বর্ষে বর্ষে ইহাতে তাহাদিগের প্রায় দশ সহস্র টাকা ক্ষতি হইত। চিনি পরিষ্কার করিবার জন্য যখন বড় বড় পাত্রে ভিজান হইত ঐ সকল মক্ষিকা তাহাতে বসিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহা নিঃশেষ করিয়া দিত। কলের কর্ম্মচারীরা দংশন ভয়ে তাহাতে হাত দিত না। অধিক কি অনেক সময়ে চিনি সম্মুখে না পাইলে কর্ম্মচারীদিগকে দংশন করিয়া কলে বসিয়া চিনি খাইত এবং প্রভুর বাটী গিয়া মধুচক্রে সঞ্চয় করিত। প্রভু ঐ মধু বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন।

১৮৭৮ অব্দে অস্ত্র বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হওয়া অবধি নিম্ন বঙ্গে হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক যত মনুষ্য ও পশু এবং মনুষ্য কর্ত্তৃক যত হিংস্র জন্তু হত হইয়াছে নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল। যথা—

১৮৭৮ অব্দে অস্ত্র বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার ৩ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৭৫ অব্দে ২১০৭ জন লোক ও ৭৪৫০ টী পশু হিংস্র জন্তুর দ্বারা হত হইয়াছে এবং ৩৬১৬ টী হিংস্র জন্তু মনুষ্য কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। ১৮৭৬ অব্দে ১৪৪১ জন লোক ও ৭৬৩২ টী পশু হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় ঐ বৎসর ৪০২২ টী হিংস্র জন্তু মনুষ্য হস্তে নিহত হইয়াছিল। ১৮৭৭ অব্দে ১২৫৬ জন লোক ও ৯৩৬০ টী পশু যেমন হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক হত হয় তেমনি ৪১৩৮ টী হিংস্র জন্তুকে মনুষ্যে বধ করিয়াছিল। এ হিসাবে ঐ তিন বৎসরের প্রতি বৎসরে গড়ে মনুষ্য ১৬০১ ও পশু ৮০৪৭ টী হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক হত হইয়াছে এবং ৩৯২৫ টী হিংস্র জন্তুও মনুষ্যকর্ত্তৃক হত হয়। ১৮৭৮ অব্দে ১৩৪৭ জন লোক ও ১৯০৭ টী পশু হিংস্র জন্তুতে বধ করে এবং হিংস্র জন্তুও ৮৬৫০ টী মারা পড়িয়াছিল। ১৮৭৯ অব্দে ১২৬১ জন লোক ও ১১২৯২ টী পশু হিংস্র কর্ত্তৃক নিহত হয় এবং ৫৫৪৩ টী হিংস্র জন্তুও মানুষে বধ করে।

উত্তর পশ্চিম বিভাগের হাইকোর্ট হইতে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে আইন ব্যবসায়ীগণ নিজের কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে পারিবেন না। অতএব যাঁহারা পূর্ব্বে বাণিজ্য কিম্বা অন্য কোন প্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মহা বিপদ। ভাল আমরা জিজ্ঞাসা করি, যেসমস্ত জজ ও মাজিষ্ট্রেট চা, নীল প্রভৃতির ব্যবসায় করেন তাঁহারা কি মনোযোগ পূর্ব্বক স্বীয় কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করেন না? যাহা হউক এবিধিটী জনসাধারণের অপ্রীতিকর হইয়াছে।

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ১৬৮১৫০২ মণ চাউল মজুত ছিল। তন্মধ্যে ছয় লক্ষ পচিশ হাজার মণ রপ্তানির উপযুক্ত বিবেচনা করা হইয়াছিল।

আমেরিকাবাসী কোন এক পণ্ডিত তাড়িতের দ্বারায় ব্রসেলের প্রদর্শনী মেলায় রেলরথ চালাইবার মানস করিয়াছেন।

গত এপ্রেল মে ও জুন এই তিন মাসে কলিকাতার মাংসাশী অধিবাসিগণের উদর পূর্ত্তির জন্য ১ নং বৃষ ২৭৮১, ২ নং বৃষ ১৬২০১, গোবৎস, ২৮৪৮ মেষ ১৬৭৭৬ ছাগ ৬৮৬ ছাগ শিশু, ৬১৭০ অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ৫১৮৭২ টী পশু হত হইয়াছে। ইহার পর কসাইকালী ও ভিন্ন ভিন্ন দেবীমন্দিরে কত ছাগ বলি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হংস কুক্কুটাদির ত কথাই নাই। হংস কুক্কুটের বংশ লোপে আমাদের বড় আসে যায় না কিন্তু গো বংশের লোপ হইলে বড় বিপদের কারণ। এখনি ঘৃত ইত্যাদির মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আর কিছুদিন পরে লোক রুধির জন্য বৃষ কি দুগ্ধ জন্য গাভী পাওয়া ভার হইবে।

বাবু রামচন্দ্র বসু নামক এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, আমেরিকাবাসী এক ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত যখন তাঁহার বাটীতে গমন করেন তখন তাঁহাকে প্রথমে বাটীর সম্মুখস্থ ঘণ্টা বাজাইয়া দুই একটা মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। তৎপরে বাটীর কোন স্থান হইতে এরূপ একটী শব্দ উত্থিত হয় যে বাটীর সমস্ত লোকে তাহা জানিতে পারেন। আবার যদি কোন ব্যক্তি এক জনের ষষ্ঠতল গৃহের উপর যাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে উক্ত প্রকার ঘণ্টা শব্দ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে হয় এবং পরে অদ্ভুতাকার একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত মূর্ত্তি নিম্নে নামিয়া আইসে ও তাঁহাকে একবারে উপরে লইয়া যায়। একদা একজন ভ্রমণকারী প্রথম শ্রেণীর রেলওয়ে শকটে আরোহণ করিয়া একটী সুন্দর রথ তাহার সম্মুখে আসিবার নিমিত্ত মন্ত্র পাঠ করিলে একখানি সুসজ্জিত রথ তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তৎপরে তিনি তদুপরি আরোহণ করেন। ক্ষুধা বোধ হইলে তিনি কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্যের প্রার্থনা করেন এবং একটী মেঘ ঊর্দ্ধ দেশে উত্থিত হয় ও পরক্ষণে তাহা নিম্ন দেশে নামিলে দেখা গেল যে তদুপরি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। পরে যখন তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হয় তিনি নিদ্রা যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, পরক্ষণেই একটী উত্তম শয্যাও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র যিনি পীড়িত হইয়া অবকাশ গ্রহণ করিয়াছিলেন আগামী ১ লা সেপ্টেম্বর তিনি নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

নিউ জিলাণ্ডের গবর্ণর সার হার্কিউলিস রবিন্সন কেপ কলনির গবর্ণর হইলেন।

আরল লিটন গত কল্য পোর্টমাউথে উপনীত হইয়াছেন।

বিলাতের কুঠিওয়ালা ও সওদাগরদিগের একজন প্রতিনিধি গত কল্য ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছেন ভারতবর্ষ হইতে মেল এখন বড় বিলম্বে বিলাতে পৌঁছায়। অতএব যাহাতে সপ্তাহের প্রথমেই পৌঁছায় তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রতিনিধি তাঁহাকে অনুরোধ করাতে তিনি বলিয়াছেন এখন মেল আসিবার যে বন্দোবস্ত আছে তাহা ভাল নহে, তাহার পরিবর্ত্তন বিষয়ে তিনি বিবেচনা করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ই আগষ্ট। ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষের ঋণপত্রের সম্বন্ধে কুপনরীতি প্রচলিত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৮ ই আগষ্ট। টেকি তুর্কোমানেরা গিয়োক টেপিতে বিস্তর নূতন সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। বিপক্ষদিগের সহিত শীঘ্রই ইহাদিগের যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডন ৯ ই আগষ্ট। অদ্য সন্ধ্যাকালে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি প্রশ্নোত্তরে কমন্স হাউসে বলিয়াছেন সেনাপতি বরোসের পরাজয়ের অনেক পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল কাবুল হইতে সৈন্য প্রত্যানয়ন করা হইবে। এক্ষণে যে তাঁহার পরাজয় নিবন্ধন সৈন্য উঠাইয়া আনা বন্ধ হইবে তাহা নহে। জেনরল ষ্টুয়ার্টও কাবুল পরিত্যাগ করিবার বিষয়ে মত প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এটী নিশ্চয় যে অনুগত জাতিদিগকে রক্ষা করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে। আবদুল রহমানকে রক্ষা করিবার বিষয়ে আমাদিগের যত্ন পাইবার আবশ্যক নাই, কারণ তাঁহার সহিত আমাদিগের সেরূপ কোন বন্দোবস্ত নাই।

মাডষ্টোন সাহেব উইণ্ডসোরে প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

গত কল্য সিসিলির একদল লোক ছদ্মবেশে মানরক নামক স্থানে গিয়া মহারাণীর সলিসিটার রয়েড সাহেব ও তাঁহার দুটী পুত্রকে গুলি করে। রয়েড তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইয়াছেন। তাঁহার একটী পুত্র এখনও জীবিত আছে অন্যটী প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কয়েক ব্যক্তি এই উপলক্ষে ধৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই আগষ্ট। ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান রাজগণ তুরস্কের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৯ ই আগষ্ট। তুরস্কের সংগ্রামকার্য্যের মন্ত্রী সৈন্যদিগকে ডুলাজনো নামক স্থানে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১০ ই আগষ্ট। বৈদেশিক কার্য্যের ষ্টেট সেক্রেটারি গত রাত্রিতে লর্ড সভায় বলিয়াছেন ইয়ুরোপীয় রাজগণ একত্র হইয়া যে পরামর্শ স্থির করিয়াছিলেন তদনুসারে কার্য্য হইতেছে, তুরস্কের যে পতন সম্ভাবনা ছিল এই উপলক্ষে তাহা নিবারিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই আগষ্ট। কাবুল হইতে সৈন্য প্রত্যানয়ন করার বিষয়ে গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে যে বাদানুবাদ হয় তদুত্তরে লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন, সৈন্য তুলিয়া আনিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে যে আদেশ করা হইয়াছিল, তাহা রাজনীতি অনুসারে হয় নাই সাংগ্রামিক নীতি অনুসারেই হইয়াছিল এবং গবর্ণমেণ্টও তাহার জন্য দায়ী আছেন।

সেনজিয়ন বার্মা কাটার ও কাডেনহেড নামক দুই ব্যক্তি প্রাক্‌ষ্বায় যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া হত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১১ ই আগষ্ট। গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে কুস্কিনাখুদ নামক স্থানে সেনাপতি বরোসের পরাজয় সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হয়, যুদ্ধ কার্য্যের সেক্রেটারি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, পরাজয় সম্বন্ধে সেনাপতির কতদূর দোষ তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া শীঘ্রই তাঁহার অপরাধ খণ্ডনোদ্দন করা হইবে।

ডানভার্স সাহেব ইণ্ডিয়া আফিসের পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন

কনষ্টাণ্টিনোপল ১০ ই আগষ্ট। গোসেন সাহেব বিদেশীয় কার্য্যের সেক্রেটারী আবিদিন পাশাকে বলিয়াছেন, ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজগণ গ্রীসের সীমা সম্বন্ধে বার্লিন সভায় যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহার আর কিছুই পরিবর্ত্ত হইবে না।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১০ ই আগষ্ট। সেনাপতি কফমান রুশের সহিত চীনের কাসগারস্থ সীমা প্রদেশ ভ্রমিপ ও আগামী সৈন্যদিগকে পরিদর্শন করিবার জন্য ৭ ই তসখন্দ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

রাউলপিণ্ডী।

রাউলপিণ্ডী ষ্টেশনের নিকট শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুহুরি সন্ধ্যার সময়, ১৫০০ টাকা লইয়া উক্ত সহরের নিকটস্থ পুলের নিকট দিয়া সদর বাজারে আসিতেছিল, এমন সময়ে তথায় হঠাৎ কয়েকটী লোক আসিয়া, উহাকে যথোচিত প্রহারের পর, সমস্ত টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে পুলিষ ইহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন, কিন্তু কোন মতে কিছুমাত্র অনুসন্ধান পাইতেছেন না।

রাউলপিণ্ডির পোষ্ট আফিসের সম্মুখে ১ টী ঘোড়া সর্পাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

সম্প্রতি রাউলপিণ্ডির সদর বাজারের একটী সরায়ে দুইটী গোমস্তা এক রাত্রের নিমিত্ত বাসা করিয়াছিল, তাঁহাদের সঙ্গে দুই জন চাকর ছিল। কোন প্রকারে রাত্রে অবসর পাইয়া একটী চাকরের নিকট ছুরি না থাকায় কোন কার্য্যোপলক্ষে অন্যটীর নিকট হইতে ছুরি লইয়া তাহার অপর মনিবের মনিব্যাগ কাটিয়া তন্মধ্যে যাহা কিছু ছিল সমস্ত হস্তগত করে, কিয়ৎক্ষণ পরে মনিব্যাগের কথা গমস্তার স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে দেখিল তন্মধ্যে কিছুই নাই। তৎক্ষণাৎ পুলিষে সংবাদ দেওয়াতে অনেক অনুসন্ধানের পর স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল সেই ব্যক্তি লইয়াছে, এক্ষণে পুলিষে আছে।

শান্তিপুর।

এখানে স্বাধীন বিচারালয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য,, কিন্তু বিচারকার্য্যে প্রত্যাশানুরূপ ফল বা উপকার হইতেছে না। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুদের মধ্যে প্রায় সকলেই বাররদারী পাইলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া পুলিষের ন্যায় মকদ্দমার তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিয়া থাকেন, কিন্তু বিচার কালীন শপথ করিয়া সাক্ষ্য দেন না, এতন্নিবন্ধন স্বাধীন বেঞ্চের দ্বিতীয় অধিবেশনদিনে কোন মোক্তারের সহিত উক্ত মাজিষ্ট্রেট বাবুদের তুমুল বাক্য যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। অনন্তর মোক্তার বাবু ক্ষমা প্রার্থনা করাতে প্রস্তাবিত যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ যেরূপ প্রণালীতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুরা কাছারী করিয়া থাকেন, তাহা অত্যন্ত ব্রীড়াজনক। বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী ও মোক্তারদের কোলাহলে বিচার মন্দিরটী এমনি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে যে, অকস্মাৎ কোন আগন্তুক ব্যক্তি উহা শ্রবণ করিলে তাহার মেছোহাটা বলিয়া ভ্রম জন্মে।

বিগত ২৮ শে শ্রাবণ বুধবার এখানে শ্রাবণ মাসের অনুরূপ বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এতন্নিবন্ধন সমুদায় সরোবর, বিল, খাল, ডোবা, কূপ ও ভাগিরথী জল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ বৃষ্টি যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত, তাহা হইলে বিগত ১২৭৫ সালের ৩১ এ শ্রাবণের বৃষ্টির ন্যায় স্থানীয় লোকেরা হাটখোলার গোস্বামিদিগের রথের উপর উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিত সন্দেহ নাই। প্রাচীনেরা কহিতেছেন যে, এবৎসর ২৮ এ শ্রাবণ যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে, এমন বৃষ্টি তাহারা অনেক দিন দৃষ্টিগোচর করেন নাই।

সম্প্রতি একজন ইঞ্জিনিয়র সাহেব এখানে আগমন করিয়া ভাগিরথীর কয়েকটী স্থান পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, উক্ত ইঞ্জিনিয়র সাহেব শান্তিপুরে একটী কুৎঘাট সংস্থাপন করিবেন।

আজ কাল বর্ষা সমাগমে এখানে জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ডাক্তর বাবুদের একাদশ বৃহস্পতি আর কি? প্রতি গৃহস্থকে প্রতিবারে দুই টাকা দর্শনী ও দশ আনা গাড়ী ভাড়া দিতে হইতেছে এতদ্ভিন্ন ঔষধের দাম স্বতন্ত্র। স্থানীয় কবিরাজ মহাশয়েরা এক মাস চিকিৎসা করিয়া দুই টাকা দর্শনী পান না, কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তার বাবুদের ডাকিতে হইলেও গৃহস্থদিগকে দর্শনী ও গাড়ী ভাড়া অগ্রে প্রদান করিতে হয়।

স্ত্রীলোকদিগের স্নানের ঘাটে লম্পটদিগের অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক দিবস হইল কোন কুলকামিনী প্রত্যূষে একাকিনী স্নান করিয়া গৃহাভিমুখে আসিতেছিল, পথিমধ্যে তাহাকে কোন প্রসিদ্ধ বেহায়া লম্পট আক্রমণ করিতে সমুদ্যত হয়, ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ সময় একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীলোকটীর সতীধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, স্থানীয় ভদ্রলোকেরা একত্রিত হইয়া উক্ত ঘটনার সং...

হৃদয়ঙ্গম করেন ? ফলতঃ যে বিষয় আমাদিগের বুদ্ধি জ্ঞান ও ধারণার অতীত, তাহা লইয়া তর্ক করা জগতের কল্পনা করিয়া তাহার রূপ স্থির করা অথবা তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া দয়াময় পরম পিতা স্রষ্টা, পাতা, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা কতদূর যুক্তি সঙ্গত কার্য্য তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন। বাস্তবিক জগৎকারণ অপরিজ্ঞেয় (৯) এ পর্য্যন্ত বলিলেই সকল তর্কের মীমাংসা হইতে পারে।

একান্ত বশংবদ
শ্রীরাজবিহারী দাস।

আমরা সোমপ্রকাশে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ের তুমুল আন্দোলন দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। ভগবতী বাবু, রাজবিহারী বাবু, বিহারী বাবু ও বেচারাম বাবুকে ধর্ম্মযুদ্ধক্ষেত্র-নিপুণ বীরের ন্যায় সমরে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া আমাদের ধর্ম্মোৎসাহ আরও সঞ্চারিত হইয়াছে। ভগবতী বাবু ভগবন্নিষ্ঠার কথা তুলিয়া জনসমাজকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বিহারী বাবু রাজবিহারি বাবুর ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখাইয়া ঈশ্বরবাদিদিগের কিয়ৎ পরিমাণে দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; রাজবিহারী বাবু, ভগবতী বাবু ও বিহারী বাবুর লেখার প্রতিবাদ করিয়া পারম্পরিকভাবে নিজ তার্কিকী শক্তি, তত্ত্বানুসন্ধিৎসা ও গভীরজ্ঞান পরিচয় দিয়া আমাদিগকে সুখী করিয়াছেন; বেচারাম বাবু নিরীশ্বরবাদের দুশ্ছেদ্য আপত্তি খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়াও সেশ্বরবাদের পোষকতা করিয়া আমাদের নিতান্ত অনুরাগভাজন ও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, আপনিও প্রবীণ সম্পাদকোচিত ঈশ্বরনিষ্ঠার বিহিত সদুপদেশ দিয়া জনসমাজকে আনন্দিত করিয়াছেন; যাহা হউক কেহই রাজবিহারী বাবুর (সাংখ্যদর্শনের) তীব্র তেজস্বী বুদ্ধিবিনিঃসৃত শঙ্কা সমাধানে প্রবৃত্ত না হইয়া অথবা তাঁহার গূঢ় মর্ম্মার্থ প্রণিধান না করিয়া তাঁহাকে সকলেই সমস্বরে "নাস্তিক" বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন। তিনি প্রকৃত নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি জানি না, কিন্তু তাঁহার লিপিচাতুর্য্যে তাঁহাকে নাস্তিক বলিতে সাহস হয় না। তিনি "নিরীশ্বরবাদী" বলিয়া নাস্তিক হইতে পারেন না। যিনি আদৌ পরমাত্মার সত্তা মাত্রেরই অস্তিত্বে (অর্থাৎ "অস্তি সর্ব্বগতং শান্তং পরমাত্ম মযং শুচি। অচিন্ত্যং চিন্মাত্রবপুঃ পরমাকাশঃ মাততং॥" সর্ব্বগত শান্ত অর্থাৎ মায়াবিক্ষেপ রহিত শুদ্ধ, মায়াহীন, অচিন্তনীয়, নিরন্তর পরমাকাশ ন্যায় বিস্তৃত, কেবল চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম আছেন) বিশ্বাস করেন না অথবা (কতক লোকের মতে) যিনি বেদ অগ্রাহ্য করেন তাঁহাকেই নাস্তিক বলা যায়। রাজবিহারী বাবু পরব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই এবং 'আপ্ত বাক্য' বেদকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তবে কি কারণে তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া জনসমাজের সমাদর হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমি সেশ্বর ও নিরীশ্বর বাদের আমার নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধি মধ্যে সাধারণ সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

নিরালম্বোপনিষদে উক্ত হইয়াছে "অচিন্ত্যোপাধি বিনির্ম্মুক্ত মনাদ্যন্তং শুদ্ধং শান্তং নির্গুণং নিরবয়বং নিত্যানন্দং অথৈণ্ডেকরসং অদ্বিতীয় চৈতন্যং ব্রহ্ম।" অচিন্ত্য উপাধিশূন্য, আদ্যন্তরহিত, পবিত্র, শান্ত, নির্গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমোগুণাতীত) নিরবয়ব, নিত্যানন্দ, নিত্য সুখ ও নিত্য জ্ঞানাদি স্বরূপ অদ্বিতীয় চৈতন্যই ব্রহ্ম। আর "ব্রহ্মের স্বপ্রকৃতি শক্ত্যাভিনিবেশমাশ্রিত্য লোকান দৃষ্ট্বা সর্গাদিষ্বেন প্রবিশ্য ব্রহ্মাদীনাং বুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয় নিয়ন্তৃ ঈশ্বরঃ।" অর্থাৎ যে ব্রহ্ম নিজ প্রকৃতি আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা হয়েন তিনিই ঈশ্বর। শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধেও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন "গুণেষ্বশক্তধীরীশঃ" অর্থাৎ সত্ত্বরজঃ তমঃ এই তিন গুণে যিনি অনাশক্ত তিনিই ঈশ্বর। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর যে অবস্থাগত অতীব পৃথক তাহার প্রমাণ আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রতুল নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ বা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর নামে অভিহিত কিন্তু ইহারাও প্রকৃতি হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন "ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই মায়াকল্পিত। মায়া সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। এই গুণময়ী মায়া কর্ত্তৃকই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মা বা ঈশ্বর প্রাকৃতিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই এই জগৎ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্মা জগতের বিধাতা হইতে পারেন কিন্তু তিনি স্রষ্টা হইতে পারেন না। চৈতন্য ও প্রকৃতির সংযোগে স্বভাবেই এই সৃষ্টিস্থিত্যাদি ক্রিয়া অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তিনি ইচ্ছা করিলেন ও জগৎ প্রকাশিত হইল, "ইচ্ছা হইল ভব ভানু প্রকাশিল" এরূপ মত অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না, কেন না নির্ব্বিকল্প পূর্ণব্রহ্মের ইচ্ছা হইতে পারে না। ইচ্ছা, কার্য্যতৎপরতার মূল, কার্য্য তৎপরতা প্রয়োজন সিদ্ধির মূল, প্রয়োজনসিদ্ধি অভাব পূরণ করিয়া থাকে, সুতরাং যিনি ইচ্ছাযুক্ত তিনি অভাবযুক্ত বা অপূর্ণ পুরুষ। অতএব ব্রহ্মের ইচ্ছা হইতে পারে না। যদি বলেন ইচ্ছা না হইলে "ইচ্ছা" সম্বন্ধে তিনি অপূর্ণ রহিলেন। "ইচ্ছা তাঁহার পূর্ব্বে ছিল না। (যখন জগৎ ছিল না।) তৎপরে হইল, আমরা এই মতের প্রতিবাদ করি, ইচ্ছা তাঁহার "থাকিতে" পারে, কিন্তু "হইতে" পারে না, তাঁহার ইচ্ছা নিত্য। যদি তাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে ইহা স্বীকার করা যায় তবে তাহা অনাদি, কারণ। তিনি অনাদি হইলে তাঁহার প্রকৃতি বা ইচ্ছা অবশ্যই অনাদিকাল সিদ্ধ হইবে। তাঁহার ইচ্ছা কখন অপূর্ণ থাকে না, তবে যখন হইতেই তাঁহার ইচ্ছার বিদ্যমানতা তখন হইতেই জগৎ, অতএব জগৎ অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান আছে। প্রকৃতির স্বভাব বশতঃই ইহা বারম্বার প্রকাশ ও বিলোপ হইয়া থাকে। মাননীয় বেচারাম বাবু লিখিয়াছেন যদি "এই পুরুষ ও প্রকৃতি সংযোগেই সৃষ্টি হইল, সংযোগ করিল কে ? পুরুষ না প্রকৃতি ? যিনি এই উভয়ের সংযোগকর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর।" সেশ্বরবাদের এই সমীচীন যুক্তি আবার নিরীশ্বরবাদের পোষকতা করিল। কেন না পুরুষ ও প্রকৃতি অভিন্ন বা নিত্য সংযুক্তভাবে অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছেন। উহা কাল সহকারে বা কোন শক্তি কর্ত্তৃক পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে সংযুক্ত হন নাই। উহার সংযোগকর্ত্তা কেহ নাই সুতরাং এ মতে ঈশ্বরও নাই।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ এই তিন গুণ যাঁহার আজ্ঞাকারী বা আয়ত্তাধীন তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বর যে তিন গুণ বিশিষ্ট বা সগুণ, সৃজন, পালন সংহারকর্ত্তৃত্বই তাহা প্রতিপাদন করিতেছে। শাস্ত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাগণ তাঁহাকে ভক্তবৎসল, দয়াময়, সিদ্ধিদাতা, পরিত্রাতা পাপ পুণ্যের শাসনকর্ত্তা আদি বলিয়া ব্যাখ্যান করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারাও সগুণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, এবং তিনি গুণত্রয়ের অধিপতি না হইলে এই জগৎ রচনা করিতে পারিতেন না। জীব যোগ-বলাদি দ্বারা গুণত্রয়কে নিজ অধীন করিতে পারিলেই প্রাকৃতিক শক্তির উপর আধিপত্য করিতে পারে। অণিমা, লঘিমাদি সিদ্ধি তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে; যোগী এই এই গুণাতীত অবস্থাপন্ন হইলেই ঈশ্বর পদবাচ্য হয়েন। শাস্ত্রে "ভগবান বশিষ্ঠদেব" "ভগবান শুকদেব" "ভগবান শঙ্করাচার্য্য" এরূপ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আপনি যেমন নিজ পুত্রের জন্মদাতা হইয়াও পুত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, ঈশ্বর

(৯) জগৎকারণ অপরিজ্ঞেয় এ কথা বলিলেও নাস্তিক বলিবার কারণ নাই এ সিদ্ধান্ত করা কি উচিত? কারণ যদি কেহ তাঁহার জ্ঞানাতীত অপরিজ্ঞেয় বলেন না থাকে, তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞেয় নহে, সে কি এই সিদ্ধান্ত করে। স

[illegible] বিশ্বনিবাসী বিশ্বনিয়ন্তা [illegible] সৃষ্টিকর্তা নহেন। [illegible] যাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না, সেই মুক্ত পুরুষই ঈশ্বর, অতএব প্রাকৃতিক আদিম [illegible] নামই ঈশ্বর তিনিই পিতামহ, তাঁহা হইতেই [illegible] চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাঁহাকে [illegible] বিশ্বাস করিবার কোন বিশেষ হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি [illegible] তাঁহার আরাধনা করিলে আমরা সেই [illegible] হইতে পারিব, এ জন্য তিনি আমাদের উপাস্য। সাধুর প্রতি ভক্তি পূর্ব্বক [illegible] সমর্পণ করিলে যেমন সাধুভাব লাভ করিতে পারি, তদ্রূপ সমস্ত শক্তিসম্পন্ন সদা মুক্ত ঈশ্বরকে মন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক উপাসনা করিলে আমরা মুক্তি লাভ করিব। এ জন্য ঈশ্বর আমাদের [illegible] তিনি আমার সৃষ্টি না হইলেও [illegible] পুণ্য ও দোষের পুরস্কার ও তিরস্কার করিবার [illegible] প্রাকৃতিক নিয়ম পালন বা লঙ্ঘন করিলে [illegible] ঈশ্বর যে আমাদের সুখ [illegible] নিয়ন্তা হইবেন তাহাতে বিশেষ [illegible] যদি পূজার কারণ হয়, তবে ঈশ্বর অবশ্যই সম্ভাবনীয়। অধুনা অনেকেই [illegible] ঈশ্বর [illegible] [illegible] "ঈশ্বর" [illegible] [illegible] "ঈশ্বর" [illegible] [illegible] করেন নাই। "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] অনুবাদক
[illegible] শ্রী[illegible]

বিজ্ঞাপন।

[illegible] প্রতি বিজ্ঞাপন।

[illegible] ইষ্টকের [illegible] আগামী ১লা সেপ্তেম্বরের মধ্যে [illegible] নিকট আবেদন করিবেন।

[illegible] মধ্যে [illegible] ইষ্টক প্রস্তুত থাকা আব[illegible]

[illegible]	দূরত্ব	সংখ্যা
[illegible]	[illegible] হইতে [illegible] মাইল	২৫০০০
[illegible]	[illegible]	১৫০০০০
[illegible]	[illegible]	২০০০০০
[illegible]	[illegible] মাইল	১৬০০০০
[illegible]	[illegible]	২০০০
মনোহরপুর ও মালিগাছার মধ্যে পাবনা হইতে ৩॥০ মাইল		১,৩০০০০
মুনলদপুরের নিকট	পাবনা হইতে ১২ মাইল	২০০০০
ভবানীপুর	ঐ ঐ	২,৫০০০০

নিম্ন স্বাক্ষরকারী ইচ্ছা করিলে যে কোন কণ্ট্রাক্ট মঞ্জুর করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন।

যাঁহার কণ্ট্রাক্ট মঞ্জুর হইবে, তাঁহাকে কার্য্যের মূল্য অনুসারে শতকরা ১০ দশ টাকা হিসাবে জমা দিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয় জানিবার আবশ্যক হইলে পাবনা ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের নিকটে আবেদন করিবেন।

পাবনা চেয়ারম্যান রোডসেশ
১৮ ই আগষ্ট ১৮৮০ কমিটী পাবনা।

এতদ্দ্বারা বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পরেশনের অংশীদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উক্ত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারগণ আর্টিকলস্ অফ এসোসিয়েশনের ৬ ধারা অনুসারে প্রত্যেক অংশে এক টাকা করিয়া প্রথম "কল" করিয়াছেন। উক্ত টাকা আগামী ২০ এ সেপ্তেম্বর [illegible] দেন।

কলিকাতা। ডিরেক্টরগণের
বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পরেশন লিমিটেড আদেশানুসারে
[illegible] আফিস ষ্ট্রীট সম্পাদক
[illegible] আগষ্ট ১৮৮০।

শারীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৬৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, শুক্রের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵০ পোয়া ... ... ৩ টাকা।
তৈল।০ পোয়া ... ... ৪ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১॥০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৸০ আনা।

শিবাঘৃত।

(নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ুরোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ুরোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার ...মূল্য ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... ৸০ আনা।

শারিবাসব।

ইহার ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্তদোষ, পারদদোষ (অর্থাৎ পারা যে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে) বাতরক্ত নালি ঘা শোথ, গাত্রকণ্ডু, শরীরের দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিবিহীনতা, মস্তক পতন, হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গরমির পীড়া জন্য গাত্রে যে সকল বিকৃত চিহ্ন বা ক্ষত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ, , স্থূল ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৫ বার আনা।

উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
সাধু-রচনা ও সমালোচন-পূর্ণ
মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বিগত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩৷৵০। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শোভাবাজার কলিকাতা।

সঙ্কট তৈল।

অৰ্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। কাণের পুঁজ, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ৷৷০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মাড়ি ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বর্দ্ধনঃ
৩২ নং গোবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

ঔষধ।

SIGHT PRESERVER.

১। দৃষ্টি রক্ষক নামক সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১, ডাক মাসুলাদি ৵০।

২। প্রমেহ রোগ নূতন পুরাতন যে প্রকারেরই হউক না কেন, জ্বালা যন্ত্রণা মূত্রাধিক্য পূয়স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ নিবারিত হইয়া নিশ্চয়ই নিঃশেষে আরোগ্য হয়। মূল্য ৬ টাকা ডাক মাসুলাদি ১ এক টাকা মাত্র।

PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA

১। ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুর প্রভৃতিতে মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই দংশন জনিত বিষ নিবারক মহৌষধ, রোগী ক্ষিপ্ত হইলে এমন কি জল কিম্বা আয়না দেখিয়া ভীত হইলেও (হাইড্রোফোবিয়া কিম্বা জলাতঙ্ক জন্মিয়া) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশনের পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পরিণামে কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১০ টাকা। ডাক মাশুল ১৷৷০।

৪। সর্ব্ব প্রকার ক্ষত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন গলিত, পারদ এবং উপদংশ জনিত সর্ব্ব প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিস করিলে সর্ব্ব প্রকার চর্ম্ম রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা মাশুল ৶০।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, সিমলা ৫৭ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাসুল সহ ৶০ আনা মাত্র।

আদরিণী।

বঙ্গদর্শন, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, কল্পদ্রুম প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র সমূহের কতিপয় সুলেখক কর্তৃক আদরিণী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী (২০ পেজি রয়ালের ৩০ পৃষ্ঠা) আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ২ টাকা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন।

বালোড
রাজহাট পোষ্ট আফিস
হুগলী।
শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস
আদরিণী কার্য্যাধ্যক্ষ

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সর্ব্বানন্দ মজুমদার—কলিকাতা	৫৷৷
শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দেব—কলিকাতা	৫৷৷
„ „ হরনাথ মিত্র—রাজপুর	৫৷৷
„ „ রসিকলালচন্দ্র—কলিকাতা	৫৷৷
„ „ কালীকৃষ্ণ চৌধুরী—ভগীরথপুর	১০
„ শ্রীমন্মাধব মুখোপাধ্যায়—ছাপরা	৫
„ „ কাত্তিকচন্দ্রচট্টোপাধ্যায়—রাজমহল	৭
„ „ দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী—টাঙ্গাইল	১০
„ „ ষষ্টিচরণ মিত্র—ইন্দোর	৭
„ „ বলরাম দাস—সিমুলিয়া	১২
„ „ হরিহর ঘোষ—পঞ্চাননতলা	১০
„ „ রাধাকান্ত দত্ত—বড়বাজার	৭
শ্রীমতী ফয়জন্নেচ্ছা চৌধুরাণী—ত্রিপুরা	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অৰ্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং "। ১৯ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ৮ ই ভাদ্র। ইং ১৮৮০। ২৩ এ আগষ্ট। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

প্রেরিতপত্র।

উদ্ভ্রান্ত যুক্তি।

সোমপ্রকাশে ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া ঘোর বিসম্বাদ চলিতেছে। ইহাতে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। করুণাময় বাৎসল্যপূর্ণ "পিতৃণামপি পিতা" ঈশ্বর আছেন, ইহাও প্রমাণাশ্রিত হইল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে অনেকে অনেক প্রকারের তর্কে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহাতে তাঁহারা যথোচিত কার্য্যের জন্য সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ঈশ্বর নাই, পিতার পিতা নাই, একথা বলাতে যে কেবল একটী ভয়ঙ্কর মিথ্যা কথা কহা হয় এমন নয়, পিতার দয়া স্নেহ ও প্রেমের অস্বীকার করায় যতদূর কৃতঘ্নতাপাপে কলুষিত হইতে হয়, পিতার অপেক্ষা অচিন্তনীয় দয়াময় পিতার অপেক্ষা অচিন্তনীয় স্নেহপূর্ণ ও পিতার অপেক্ষা অচিন্তনীয় প্রেমাশ্রিত ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করণে ততোধিক, ভয়ানক কৃতঘ্নতাপাপে নিপতিত হইতে হয়। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, দেখান (নাস্তিক কেহ আছে কি না, থাকিতে পারে কি না, সন্দেহ) তাঁহারা কি ভয়ঙ্কর পাপে নিমগ্ন হন, তাহা নিম্নলিখিত বিষয়টী পড়িয়া একবার ভাবিয়া দেখুন। মনে কর তুমি একটী জমীতে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া, উহার চারি ধারে আম জাম প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করিয়া, ঐ পুষ্করিণীটী এবং উহার সমেত আর ত্রিশ বিঘা জমী একটী ব্যক্তিকে দানপত্র লিখিয়া দিয়া ভোগ করিতে দিলে। বিশ বৎসর পরে যখন এই ব্যক্তির পৌত্রাদি ঐ জমিটী ভোগ দখল করিয়া উহার উৎপন্ন ফলে সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া উহার সমস্ত উপস্বত্ব ভোগ করিতেছে, তখন তুমি এক দিন উহারা তোমাকে ভূমি দাতা বলিয়া স্বীকার করে কি না জানিতে ইচ্ছুক হইয়া, তথায় উপস্থিত হইলে। কিন্তু জমীর বসতিকারেরা তুমি ভূমিতে উপস্থিত হইবা মাত্র বলিল "কেহে তুমি?" তুমি বলিলে, "আমি তোমাদের পিতামহকে এই জমিটী প্রদান করিয়াছি। তাহারা বলিল "এজমী আমাদের পৈতৃক, আমরা তোমায় চিনি না, তোমাকে জানি না।" এই বলিয়া তোমারে গালাগালি দিতে লাগিল ও মারিতে উদ্যত হইল। এমন অবস্থায়, তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়? আর তোমার সামান্য দয়া, তোমার সামান্য দান, আর উহার সহিত অচিন্ত্য ঐশ্বরিক দয়াদির তুলনা করিয়া দেখ। ঈশ্বরকে অস্বীকার করায় যে কি ভয়ানক পাপে পতিত হইতে হয়, বুঝিতে পারিবে।

বাস্তবিক ঈশ্বর নাই, ইহা কেবল মানুষের বিকৃত ভাবাপন্ন মানসিক প্রবৃত্তি ও ভাবনার ফল মাত্র। পিতারও পিতা ছিলেন, তাঁহারও আবার পিতা ছিলেন, কার্য্যের কারণ আছে, ইত্যাদি এই অনুমান ক্রমেই সৃষ্টির যে স্রষ্টা আছেন, তাহা আমাদের প্রতীয়মান হয়। আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে দেখি নাই, তবে কি বলিব আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন না? কর্দমের উপরে একটী পদাঙ্ক দেখিয়া আমরা কি বলিব এই পদাঙ্কটী আপনিই হইয়াছে, কোন মানুষ চলিয়া যাওয়াতে হয় নাই? তেমনি আমাদের অতীতকালের জ্ঞান নাই, আমাদের দর্শনশক্তি বস্তুর যাথার্থ্য দেখিতে সমর্থ হয় না, আমরা চিরন্তন স্থায়ী নই, আমরা এনন্ দৈবনিক বাদের জন্য, দোষ বলিতে চাও বল, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয় প্রদত্ত হয়, তাহাবই বাহ্যিক জ্ঞান লাভ করিতে [illegible] দর্শন স্পর্শন ও শ্রবণ হইতেই হয়। কিন্তু চিন্তা [illegible] ছিন্ন ও স্বয়ম্ভু, তোমার পিতার পিতা [illegible]

দেখিলেও, না স্পর্শ করিলেও, না শ্রবণ করিলেও, উৎপত্তির পরম্পরা, কার্য্য কারণের পরম্পরা দেখিয়া, আমাদের একটী অবিচলিত ও অভ্রান্ত উপলব্ধি হয় যে যাহা আমরা দেখি নাই তাহাই যে ছিল না এমন নহে, তাহাও ছিল, পিতার পিতাও ছিলেন আমরা কেবল তাঁহার সমকালিক নয় বলিয়া দেখিতে পাই না। তেমনি এই নিয়মে প্রবর্ত্তিত হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে: আর ঈশ্বর চিরন্তন কিন্তু নিরাকার, এই কারণে আমাদের চক্ষুর অগোচর, ইহাও বুঝিতে হইবে।

কিন্তু গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে কোন সেশ্বর বাদীর নূতন প্রকারের যুক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তিনি বলিতেছেন ঈশ্বর বিশ্ববিধাতা হইয়াও সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন! এটী বড় আশ্চর্য্য যুক্তি, চমৎকার সিদ্ধান্ত! আমি পাপকর্ম্ম করিয়াও দায়ী হই না। যুক্তিকার গভীর তর্কসমুদ্রে মণির উদ্দেশে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু আর উপরে উঠিলেন না মণিও উঠিল না। যুক্তিকারের তর্কপ্রণালীতে গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা লক্ষিত হইলেও উহা উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন (১) যিনি সত্ত্ব রজ তম গুণবহির্ভূত, তিনিই ঈশ্বর; (২) যিনি এই প্রবন্ধের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি ত্রিগুণোপেত; (৩) অতএব সিদ্ধান্ত এই—এই প্রবন্ধের সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশ্বর নহেন! এরূপ সিদ্ধান্তের ভ্রম নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। একটী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলে, যে ধাতু লওয়া হইয়াছিল, ঐ গঠিত প্রতিমূর্ত্তিটী সেই ধাতুরই হইবে, অন্য ধাতুর হইবে না। তেমনি কোন তর্কের সিদ্ধান্ত করিতে গেলে, তার্কিক উপাদান সকল যে প্রকারের, সিদ্ধান্তও সেই প্রকারের হইবে। তার্কিক উপাদান ভ্রমদুষ্ট হইলে, সিদ্ধান্তটী ও ভ্রমদুষ্ট হইবে। যুক্তিকারের উপাদান ভ্রমদুষ্ট হওয়াতে তাঁহার সিদ্ধান্তও কাজে কাজেই ভ্রমদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার প্রথম তার্কিক উপাদান এই, যিনি ত্রিগুণবহির্ভূত তিনি ঈশ্বর, ইহা ভ্রমপূর্ণ যুক্তি যুক্তিকার কেমনে জানিলেন, যিনি ত্রিগুণবহির্ভূত তিনি ঈশ্বর, তাঁহার এরূপ জ্ঞানের মূল কারণ তিনি নিজেই নির্দ্দেশ করিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন -- গুণেশ্বশক্তধীশঃ" তবে আর মিথ্যা তর্ক করিবার প্রয়োজন কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, শ্রীরাধিকা বলিয়াছেন বলিয়াই বিশ্রাম লও। "শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন" তবেই ঈশ্বর ত্রিগুণবহির্ভূত হইলেন! শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহা যদি ভ্রান্ত হইবার নয়, তবে আর বৃথা তর্কে প্রবৃত্ত হইবার আবশ্যক নাই। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা উভয়েই বলিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীহরি শ্রীকালী তিন জনেই বলিয়াছেন; এমন যদি এক এক কথায় তর্ক চুকিয়া যায়, তবে তাহাতেই নির্ভর করিয়া থাকুন। যুক্তিকারকে নিজের বিচারেই চলিতে হইবে, তাঁহার নিজের বুদ্ধিশক্তিতে কি প্রকটিত করে। তাঁহার পূর্ব্বকার জ্ঞান, শিক্ষা, অভ্যাস, শ্রদ্ধাদি পক্ষপাতশূন্য হইয়া নিজের অন্তঃশক্তিতে যাহা ব্যক্ত করে তাহাতেই তর্ক অনুস্যূত করিতে হইবে। তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বকার একটী মত ভ্রান্ত বা সন্দিহান হউক; উহাকে তার্কিক উপাদান ধরিয়া লইলে তর্কের সিদ্ধান্ত ভ্রমশূন্য হইতে পারে না, একটী উপাদান মিথ্যা বা সন্দেহযুক্ত হইলেই শেষের সিদ্ধান্তটীও ভ্রমপূর্ণ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? এখানে যুক্তিকারের প্রথম উপাদানটী ভ্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয়টী ভ্রান্ত নহে, এই জন্য সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। "ঈশ্বর ত্রিগুণবহির্ভূত" ইহা তাঁহার পূর্ব্বকার উপলব্ধির উপর জন্মিয়াছে, ইহার যাথার্থ্যও দেখিতেছেন না। আমাদের যাহা উপলব্ধি হয় বা যাহা অন্য (যেমন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি) হইতে হয় তাহাও উদ্ভ্রান্ত হইতে পারে, ইহা সকলেই নিত্য দেখিতেছেন। ঈশ্বর যে ইচ্ছাহীন হইবেন, যুক্তিকার কিরূপে জানিলেন? কেবল কি কোন একটা উপলব্ধির উপর নির্ভর করিয়া একটী সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? ঈশ্বর ইচ্ছাহীন কেনই হইবেন? এমন হইবার কি যুক্ত কারণ আছে? যুক্তিকার বলিতেছেন, ইচ্ছাযুক্ত হইলেই ইচ্ছার "বশীভূত" হইতে হইল, ঈশ্বর কিছুরই "বশীভূত" নহেন। ইচ্ছাযুক্ত হইলেই যে ইচ্ছার "বশীভূত" হইল, ইহা ভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত মানুষ হইতেই পাওয়া যায়, তুমি আমি ইচ্ছার "বশীভূত" হই; কিন্তু তুমি আমি যে উপাদানে নির্ম্মিত যুক্তিকার কি বলিতে চাহেন ঈশ্বরও অবিকল ঠিক সেই উপাদানে নির্ম্মিত? ইহা কিরূপ সিদ্ধান্ত? তুমি কখন তোমার আভিধানিক "আশ্রিত" "আবদ্ধ" "বশীভূত" প্রভৃতি সংজ্ঞা সংযুক্ত করিয়া ঈশ্বরের উপরে ইচ্ছার প্রাধান্য দিতে পার না। ঈশ্বর "ইচ্ছাময়" কেন বল না? তুমি আমি ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হইব, ইচ্ছার দাস হইব, কিন্তু ঈশ্বর অন্য উচ্চতর উপাদাননির্ম্মিত হইতে পারেন, তিনি "ইচ্ছাময়" হইতে পারেন, তিনিই ইচ্ছা হইতে পারেন।

অনুগত
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

এই মাত্র আপনার ১৬ আগষ্ট তারিখের সোমপ্রকাশ হস্তগত হইল। আমাদের পূর্ব্ব লিখিত "ঈশ্বর সিদ্ধি" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের বন্ধুবর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু যাত্তিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলে দেখিয়া অতীব সন্তোষ লাভ করিলাম। কিন্তু তি নিরীশ্বর ও সেশ্বরবাদের মীমাংসা করিতে গি "ঈশ্বর ও ব্রহ্ম" বাদের সূত্রপাত করিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন "ব্রহ্ম ও ঈশ্বর যে অবস্থাগ অতীব পৃথক তাহার প্রমাণ আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রতু নাই।" আর্য্যশাস্ত্রে যে কিসের অপ্রতুল আ তাহাত আমরা অদ্যাপি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, ইহার মধ্যে যিনি যাহা চান তি তাহাই পান, এই ইহার আশ্চর্য্য প্রতিভা। ঈশ পরমেশ্বর, জগদীশ্বর, লোকেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর, মহেশ এবং ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, পরাপরব্রহ্ম, পরমেষ্টি ব্র নির্গুণব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম, ও পরমাত্মা, অন্তরাত্মা, মহা ইত্যাদি শব্দ ভিন্নার্থ বোধক নহে। এসব যদি ভি ভাবি তাহা হইলে নর, মানব, মনুষ্য, ম প্রভৃতিও পৃথক ভাবাত্মক কেন না ভাবি? শাস্ত্রে মধ্যে যেখানে "ঈশ্বর" ও "ব্রহ্মের" মধ্যে অবস্থ গত পার্থক্য দেখান হইয়াছে, তাহা বোধ হয় কেব সাধারণ লোকে তৎসংক্রান্ত পাছে যৎসামান্য ম এবং ভাব পোষণ না করে, তাহা বিশদরূপে প্রদর্শ করিবার জন্য বিস্তার বর্ণন করিয়া থাকিবেন "ঈশ" শব্দে শ্রেষ্ঠ বুঝায়, "ব্রহ্ম" শব্দেও বৃহ ও শ্রেষ্ঠ বুঝায়। যেখানে "ধনেশ," "জলেশ ইত্যাদি দেশ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে কেব "ঈশ্বর" বলিলে যাহা বুঝায় তাহা প্রতিপন্ন হ নাই। "ঈশ্বর" ও "ব্রহ্ম" বিষয়ক তাদৃশ পার্থক উপনিষদাদি প্রধান আর্য্যশাস্ত্রে দেখা যায় না বরং উহা যে এক পরমাত্মা-বাচক তাহাই প্রতী হইয়া থাকে।

"ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথানিকায়ম সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তংজ্ঞাত্বাঽমৃতাভবন্তি।" শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৩। ৭

অর্থাৎ। বিশ্ব কার্য্যের কারণ পরব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, তিনি সর্ব্বভূতের শরীর মধ্যে গূঢ়রূপে স্থিতি করিতেছেন, সেই বিশ্ব সংসারের একমাত্র পরিবেষ্টিতা ঈশ্বরকে জানিয়া লোক সকল অমর হয়েন। এস্থলে দেখুন "ব্রহ্মকেই" বিশ্ব কার্য্যের কারণ রূপে অবধারণ করা হইয়াছে, এবং সেই এক মাত্র "ঈশ্বরকে" জানিয়া লোক সকল অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে। এখানে মহর্ষিগণ "ব্রহ্ম" ও "ঈশ্বর" মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্র বিভিন্নতা রাখিয়া যান নাই।

আবার "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ" বাজসনেয়উপনিষৎ।

অর্থাৎ। এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ সমুদায়ই ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে। এখানেও

ঈশ্বর শব্দ ব্রহ্মভাবান্বিত কি না বিচার করিয়া দেখুন।

শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলেন " সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণে যিনি অনাসক্ত তিনিই ঈশ্বর "। আবার বলেন " ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা ঈশ্বর নামে অভিহিত কিন্তু ইহাঁরাও প্রকৃতি হইতে স্ফুরিত হইয়াছেন, "—এই " প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর " কাহার " প্রকৃতি হইতে স্ফুরিত হইয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ আবার বলেন যে " ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ "। " মায়া সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা "। ভাল। প্রথমে বলা হইল এই " তিন গুণে যিনি অনাসক্ত তিনিই ঈশ্বর, " আবার ব্রহ্মাদি " ঈশ্বর " মায়াকল্পিত। কার মায়া কল্পিত? ইহাও জানিতে ইচ্ছা হইতেছে; এবং যদি " এই গুণময়ী মায়া কর্ত্তৃকই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে " তবে মায়াই সর্ব্বে সর্ব্বা, " ঈশ্বর " ও " ব্রহ্ম " কোন কার্য্যেরই নন। কেন না যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় শক্তিহীন তিনি আবার ঈশ্বর অথবা ব্রহ্ম কিসে? পক্ষান্তরে শ্রুতি মহানাদে গাইতেছে, " যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম "। অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহা দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে যাঁহার প্রতিগমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর তিনি ব্রহ্ম।

যদি ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় শক্তি হরণ করা হয় তাহা হইলে " ওমিতি ব্রহ্ম " অর্থাৎ, যিনি ওঁকারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রহ্ম। ওঁকার শব্দের অর্থ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। " ওঁকারোভি ব্রহ্ম প্রতি ... " ইত্যাদির কোন অর্থই থাকে না। এবং " ওমিত্যেবং ধ্যায়থ, " অর্থাৎ এই ওঁকার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর ইত্যাদি আপ্ত বাক্যের কিছুই তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হয় না।

প্রাগুক্ত " মায়া " আশ্রয় না আশ্রিত? স্বতন্ত্র না পরতন্ত্র? স্বাধীন না পরাধীন? মুক্ত না বদ্ধ নিত্য না অনিত্য? যদি " ব্রহ্মা বা ঈশ্বর প্রাকৃতিক গুণকে আশ্রয় করিয়াই এই জগৎ রচনা করিয়াছেন " তা হইলে এই জগৎ সৃষ্টি " নয়, কিন্তু " রচনার পূর্ব্বে ঐ প্রাকৃতিক গুণের আশ্রয় স্থান কোথায় ছিল। গুণ কখন আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। এবং এই " গুণকে আশ্রয় করিয়াই যদি " ঈশ্বর " রচনা " করিয়া থাকেন, তবে " গুণ " কাহাকে আশ্রয় করিয়া " ঈশ্বরকে " রচনা কৌশলে " আশ্রয় " দিল?

ইনি আবার বলেন যে " চৈতন্য ও প্রকৃতির সংযোগ স্বভাবেই এই " সৃষ্টি স্থিত্যাদি ক্রিয়া অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহা হইলে " চৈতন্য " ও " প্রকৃতি " দুইটী অনাদিবস্তু হইল। যাহা অনাদি তাহা অবশ্য অনন্ত এবং যিনি অনাদ্যন্ত তিনি ব্রহ্ম বলিয়া উপগীত হইয়াছেন। যথা।

" যুক্তেবাং ব্রহ্মপূর্ব্বং নমোভিঃ। অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা। " (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ২ অ) অর্থাৎ। ব্রহ্মপ্রাণ মহর্ষি উচ্চৈস্বরে হিমাচল হইতে ঘোষণা করিতেছেন যে " আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমাদের ও আমাদের চিরন্তন পরব্রহ্মের সহিত আত্মার সমাধান করি। হে অনাদিমৎপরমাত্মন্? তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমা হইতে এই সমুদয় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।

যদি " প্রকৃতি আর " চৈতন্য " সমকালবর্ত্তী অনাদি হইত, তাহা হইলে উক্ত মহাবাক্যের কোন অর্থই হয় না। দুই ব্রহ্মে বিবাদ বাঁধে। আবার দেখুন পাছে উক্ত সংশয় আসিয়া লোককে বিমুগ্ধ করে এই জন্য সেই মহাতেজা তপোনিষ্ঠ জ্ঞানী মহাত্মাগণ বলিয়া গিয়াছেন।

" ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। " অর্থাৎ।

পূর্ব্বে কেবল একমাত্র পরব্রহ্ম ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। ইহা হইতে সুন্দর মীমাংসা আর কোথায় পাইব? এই সহজ বোধ্য সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া দশমাঙ্ক সন্ন্যাসীগণের এত ঘোটমঙ্গল করিবার প্রয়োজন কি? আরো সুস্পষ্ট ভাব নিম্ন শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে।

" ইদং বা অগ্রেনৈবকিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। সবা এষ মহানজ আত্মা অজরঽমরোঽমৃতোঽভয়। " অর্থাৎ।

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে হে প্রিয় শিষ্য। কেবল একই অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি জন্মাদিহীন মহান আত্মা, তিনি অজর, অমর, নিত্য, ও অক্ষয়। এখানে মায়া তিষ্ঠিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ বাবু ইচ্ছাময়-ঈশ্বরের ব্রহ্মের সৃষ্টি সম্বন্ধে ইচ্ছা " হইতে " পারা কি " থাকিতে " পারা লইয়া কিছু তর্ক করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলুন দেখি, প্রলয় সম্বন্ধে ঐরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা " থাকিতে " পারে কি " হইতে " পারে?

ঈশ্বরের প্রলয় সম্বন্ধে " ইচ্ছা যেমন এখনো ব্যক্ত হয় নাই, কিন্তু অব্যক্ত ভাবে আছে। ব্যক্ত হইলে সব বিলীন হইয়া যাইবে, সেইরূপ তাঁহার সৃষ্টি সম্বন্ধে ইচ্ছা সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহাতেই অব্যক্ত ভাবে ছিল, সেই ব্যক্ত হইল অমনি।

" এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খংবায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ

ইঁহা হইতে প্রাণ মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হইল। ইঁহার ভয়ে অমনি অগ্নি প্রজ্বলিত ইঁহার ভয়ে অমনি সূর্য্য উত্তাপ দিতে আরম্ভ করিল, অমনি মেঘ বারি বর্ষণ করিতে লাগিল বায়ু অমনি সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হইল এবং সেই কাল মৃত্যুও জীবসংহারার্থ সংসারে সঞ্চরণ করিতে আজ্ঞা পাইল।

সাংখ্যদর্শনকার যাঁহাকে পুরুষ বলেন আমরা তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলি এবং পাছে এই মহাপুরুষ লইয়া আর্য্য সন্তানেরা এখন গোলযোগ করে, সেই আশঙ্কায় যোগপ্রধান যোগিতচিত্ত মহর্ষি প্রাণ হইতে এই শ্রুতি গাথা দেখুন কত কাল পূর্ব্বে নিনাদিত হইয়া নিরীশ্বরবাদিগণকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে।

" মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃপরঃ।
পুরুষান্ন পরংকিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥

কঠোপনিষৎ। ১ খণ্ড। ১১ শ্লোক

মহান আত্মা হইতে অব্যক্ত বীজ শক্তি শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সেই কাষ্ঠা সেই পরাগতি।

সোমপ্রকাশ।

৮ ই ভাদ্র সোমবার।

নিজাম ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

বহুদিন অবধি নিজাম গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটী অদ্ভুত কাণ্ড চলিয়া আসিতেছে। তাহার স্বরূপ কি নিম্নলিখিত গল্পটী দ্বারা তাহা সুপরিব্যক্ত হইবে। গল্পটী এই কোন গণ্ডগ্রামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন, সেই প্রদেশের অপর একজন জমিদারের সহিত তাঁহার বিবাদ চলিতেছিল। এতদ্ভিন্ন অপরাপর দাঙ্গা প্রভৃতির জন্য সর্ব্বদা এক দল লাঠিয়াল রাখা আবশ্যক হইত। অথচ এতগুলি লোককে বেতন

দিয়া রাখিতে গেলে যে ব্যয় হয় জমীদার সে ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন। অবশেষে তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার প্রতিবেশিদিগের মধ্যে একজন ধনী ছিল। সে ব্যক্তির নিজ শত্রুদিগের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইত এবং সে ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে জমিদার মহাশয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইত। জমিদার মহাশয় এই সুযোগ পাইয়া একটী কৌশল খেলিলেন, ঐ হতভাগা ধনীকে বলিলেন, আমি বার বার তোমার জন্য লোক জন পাঠাইতে পারি না। আমি তোমাকে একদল সুশিক্ষিত লাঠিয়াল দিতেছি, তাহারা সর্ব্বদা তোমার অধীনে থাকিবে, কিন্তু আমার আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে আনিতে হইবে এবং তোমাকে তাহাদের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। মূর্খ ধনী তাহাতেই সম্মত হইল এবং সেই গুরুতর ব্যয়ভার নিজ মস্তকে লইল। কিছু দিনের মধ্যেই শত্রুগণের উপদ্রব রহিত হইল, এবং উক্ত ধনীর অবস্থাও মন্দ হইয়া আসিল, তখন সে বলিতে লাগিল, আমার আর এত লাঠিয়ালে প্রয়োজন নাই, এবং আমি এত ব্যয়ও দিতে পারি না, আপনি অনুমতি করুন, আমি আবশ্যক মত কয়েকজন রাখিয়া অপর সকলকে বিদায় দি। জমিদার মহাশয় দেখিলেন, তাহার আবশ্যক না থাকুক তাঁহার নিজের আবশ্যক হইবে। সুতরাং বলিলেন, তাহাদের সংখ্যার হ্রাস করা যাইতে পারে না। তুমি যখন সন্ধিপত্র দ্বারা তাহাদিগের ভার লইয়াছ, তখন তোমাকে সে ভার বহন করিতে হইবে। সে ব্যক্তি কি করে প্রবলের সহিত বিরোধ সাজে না সুতরাং বাধ্য হইয়া সম্মত হইল; কিন্তু কিয়দ্দিবসের মধ্যে হতভাগ্য ধনী সেই সকল লাঠিয়ালের বেতনের জন্য উক্ত জমিদারের সরকারেই ঋণী হইয়া পড়িল। অবশেষে জমিদার মহাশয় সেই ঋণ ও তাহার সুদ ধরিয়া ধনীকে চাপাচাপি করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে উক্ত ধনীর একটী জমিদারী বন্ধক স্বরূপ নিজ হস্তে লইবার প্রস্তাব করিলেন। সে হতভাগ্য নিরুপায় হইয়া তাহাতেই সম্মত হইল। কয়েক বৎসর পরে ধনী দেখিলেন সেই উক্ত বন্ধকী বিষয়ের উপস্বত্বে তাহার ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে, এবং অপরাপর দিকেও তাহার অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। তখন সে বিনীতভাবে জমিদার মহাশয়ের নিকট নিজ জমিদারী ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিল, এবং তদবধি উক্ত লাঠিয়ালগণের ব্যয়ভার নিজে বহন করিবার প্রস্তাব করিল। জমিদার মহাশয় বিষয়টী ফিরিয়া দিতে চাহিলেন না; বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, উক্ত ধনীর দেওয়ানকে প্রকাশ্যভাবে অপমান করিলেন এবং বলিলেন, তুমি যদি পুনরায় নিজ প্রভুকে এরূপ কুপরামর্শ দেও তোমাকে বিশেষ শাস্তি দিব। এখন পাঠকগণ বলুন এই জমিদারটীর ব্যবহার কিরূপ ন্যায় সঙ্গত হইল?

এই কল্পিত জমিদারের যেরূপ দোষের উল্লেখ করা হইল দুঃখের বিষয় এই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় একটী সুসভ্য এবং উদার গবর্ণমেণ্টও এইরূপ একটী দোষে লিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা হতভাগ্য নিজামের সহিত ঠিক এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন। লার্ড ওয়েলেসলি, যখন ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন তিনি "সবসিডিয়ারি এলাউএন্স" নামে এইরূপ একটী কৌশলের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ঐ কৌশল দ্বারা তিনি নিজামের স্কন্ধে কয়েকদল সৈন্যের ব্যয়ভার চাপাইয়া দেন। ক্রমে এই সকল সৈন্যের ভরণপোষণ করা নিজামের পক্ষে দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের জন্য নিজামের সরকার হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। নিজাম আর্ত্তস্বরে বার বার নিজের অশক্তি জানাইতে লাগিলেন, সে দিকে কর্ণপাত করা হইল না। নিজাম সৈন্য সংখ্যা কমাইবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তাহাও গ্রাহ্য করা হইল না। অবশেষে যখন নিজামের গবর্ণমেণ্ট এই কারণে একেবারে ঋণজালে জড়াইয়া পড়িলেন, তখন সুদে আসলে সেই ঋণ গণনা করিয়া, উক্ত গবর্ণমেণ্টের উপর পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল এবং বন্ধকস্বরূপ বেরার প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিবার পরামর্শ দেওয়া হইল। হতভাগ্য নিজাম নিরুপায় হইয়া তাহাই করিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লার্ড ডেলহাউসি এই প্রকার সন্ধি সূত্রে নিজামের গবর্ণমেণ্টকে বদ্ধ করেন। তৎপরে এই দীর্ঘকাল বেরার প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকাতে সেই ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে, এখন নিজামের গবর্ণমেণ্ট নিজ রাজ্য নিজে প্রাপ্ত হইবার জন্য বার বার প্রার্থনা করিতেছেন এবং উক্ত সৈনাদলের ব্যয়ভার বহন করিতে অঙ্গীকার করিতেছেন। এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতেছেন না।

গ্রাহ্য না করিবার কারণ কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। একজন সামান্য জমিদারে জমিদারে সামান্য লোকে যে কার্য্য করিলে নিন্দনীয় হয়, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সে কার্য্য কি নিন্দনীয় নয়? রাজনীতির সহিত কি ধর্ম্মনীতির কোন সংস্রব নাই? ইহাকে কি দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার বলে না? একপ আচরণ দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি ন্যায়মার্গ হইতে স্খলিত হইবেন না, বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রিসম্প্রদায়ের নিকট অপরাপর বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও উৎকৃষ্টতর নীতির আশা আছে। তাঁহারা কি এবিষয়ে সুবিচার করিবেন না? নিজামের দেওয়ান এ বিষয়ে সুবিচার প্রার্থনা করাতে লর্ড লিটন তাঁহাকে বিধিমতে অপমান করিতে ত্রুটী করেন নাই। দিল্লী দরবারে তাঁহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে পুরস্কৃত ও তাঁহাকে তিরস্কৃত করিলেন, তাঁহার প্রভুত্বশক্তির বিলোপ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার নিমিত্ত একজন সহকারী দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া দিলেন; তাঁহার যে ইংরাজ প্রাইবেট সেক্রেটারি ছিলেন তাঁহাকে তাড়াইলেন। বাকি কিছু রাখিলেন না। অপরাধ কি? না তিনি তাঁহার প্রভুর ন্যায্য প্রাপ্য যাহা, তাহা পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ের সুবিচারার্থ একটী স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবের আপীল আদালত প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সে দিন লর্ড ষ্টানলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন সভায় এই প্রকার আপীল আদালত প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা বিধায়ক একটী প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের অনুরোধ বা গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা না করিয়া নিরপেক্ষভাবে বিশুদ্ধ যুক্তি অনুসারে যাঁহারা কার্য্য করিতে পারেন তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে লইয়াই উক্ত প্রকার আদালত প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। যদি এ প্রকার নিরপেক্ষ আদালত থাকিত তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কখনই নিজামকে অন্যায় ও অকারণ কষ্ট দিতে পারিতেন না।

ব্রিটিশ সেনার কাবুল ত্যাগ।

আব্দুল রহমানকে কাবুলাধিপতি রাখিয়া ব্রিটিশ সেনাগণ ইতিমধ্যে কাবুল পরিত্যাগ করিয়াছে। উক্ত সৈন্যদলের কিয়দংশ কান্দাহারে, এবং অবশিষ্ট অংশ গণ্ডামক নামক স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। যে মূল কথাটীর জন্য সিয়ার আলির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং লার্ড লিটন গণ্ডামক সন্ধিপত্রের মধ্যে যে মূল কথাটী সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন উপায় না করিয়াই কাবুল পরিত্যাগ করিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহারা কাবুলে আপাততঃ আপনাদের একজন প্রতিনিধিও রাখিয়া আসিতেছেন না। আবদুল রহমান অগ্রে নিজ বলে নিজ সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করুন এবং দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপন করুন তৎপরে প্রতিনিধি প্রেরণ প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করা হইবে, যেন এইরূপ সংকল্প করিয়াই কাবুল ছাড়িয়া আসা হইতেছে। কেহ কেহ এরূপ অনুমান করি-

তেছেন যে, কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে কান্দাহারে ব্রিটিশ সৈন্যগণের যে পরাজয় ঘটিয়াছে সেই জন্য সেখানে ভারতবর্ষ হইতে স্বতন্ত্র সৈন্য প্রেরণ না করিয়া, কাবুলের সৈন্যদিগকে সেখানে আনয়ন করা হইতেছে। এটা যুক্তি সঙ্গত মনে হয় না। কারণ যদি কান্দাহারস্থ সৈন্যদলকে সাহায্য করা আবশ্যক হয়, এবং যদি ভাবী শত্রুতার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে কাবুলকে দুর্ব্বল করিয়া সে কার্য্য করা শুভাবহ হইবে না?

সে যাহা হউক নূতন মন্ত্রিসভার আফগানিস্থান সম্বন্ধীয় রাজনীতির কার্য্য এতদিনের পর বিধিপূর্ব্বক আরম্ভ হইল। দেখা যাউক ইহার কি প্রকার ফল দর্শে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আফগানিস্থান সম্বন্ধীয় নীতি, গত ৪০ বৎসরের মধ্যে অবস্থাত্রয়ের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। প্রথমে যতদিন শতদ্রু নদীর পূর্ব্বপার ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত বলিয়া গণিত হইত এবং তাহার অপর পার্শ্বে শিকদিগের রাজ্য ছিল, ততদিন আফগানিস্থানের সহিত শত্রুতার বিশেষ কারণ ছিল না। যখন পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশকে ব্রিটিশ রাজ্যান্তর্গত এবং সিন্ধুনদীকে ভারতবর্ষের শেষ সীমা করিবার সঙ্কল্প প্রথমে উদিত হইল, তখন আফগানিস্থানের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তখন এই প্রশ্ন উঠিল, ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তকে নিরাপদ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায়? প্রথম আফগান যুদ্ধের উদ্যোগকর্ত্তাগণ বিবেচনা করিয়াছিলেন বল-প্রকাশ ও শত্রুতাচরণদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে। তদনুসারে প্রথম বারের যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যুদ্ধে জয়লাভ হইল, ব্রিটিশ পতাকা আফগান দুর্গে উড্ডীয়মান হইল কিন্তু প্রার্থিত ফল লাভ দূরে থাকুক, এই বহু আয়াস ও অর্থব্যয় লব্ধ জয় নানা অনর্থের কারণ হইয়া উঠিল। তখন স্বতন্ত্র নীতিমার্গ অবলম্বন করা আবশ্যক হইল। যাহাদিগকে শত্রুর ন্যায় জ্ঞান করা হইতেছিল, তাহাদিগের সহিত মিত্রতা করা সৎপরামর্শসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভাবিলেন, আমরা জেতা হইয়াও স্বেচ্ছা পূর্ব্বক যদি আফগানিস্থান ফিরিয়া দি, তাহা হইলে দোস্ত মহম্মদ ও তাঁহার বংশধরগণ চিরদিন আমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ থাকিবেন, এবং আমাদের মুখাপেক্ষা না করিয়া রুশিয়া প্রভৃতি কোন শত্রুর সহিত সম্বদ্ধ হইবেন না। নিজ রাজ্যের পরেই যদি একজন বন্ধু থাকেন তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল। তদবধি, যতজন গবর্ণর জেনেরল আসিয়াছেন সকলেই ঐ নীতি দৃঢ়রূপে অনুসরণ করিয়াছেন। এমন কি সিয়ারআলির মনস্তুষ্টির জন্য বর্ষে বর্ষে অর্থ সাহায্য করিবার নিয়মও অবলম্বিত হয়।

যে উদ্দেশে, উক্ত নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল তাহার ফলও দৃষ্ট হইয়াছিল। সিয়ার আলি বহুদিন পরম মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিলেন। তৎপরে যেরূপে সেই রাজত্বের বিলোপ হয় পাঠকগণ তাহা জানেন, সে বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট আবার পূর্ব্বের নীতি অবলম্বন করিতেছেন। অর্থাৎ প্রতিবেশীর প্রতি শত্রুবৎ ব্যবহার করিয়া তাহাকে অপর দশ জন শত্রুর দ্বারে প্রেরণ করা অপেক্ষা মিত্রতা দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করা শ্রেয়। এই যুক্তি তাঁহারা অবলম্বন করিতেছেন। এক দিকে দেখিতে গেলে পূর্ব্বে যাঁহারা এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অধিক সাহসের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, কারণ তখন রুশিয়ার যেরূপ ভাব ও প্রতাপ ছিল বর্ত্তমান সময়ে তাহার অন্য প্রকার দাঁড়াইয়াছে। রুশিয়া এখন মধ্য আসিয়াতে দিন দিন নিজ রাজ্য বিস্তার করিতেছেন, এবং কাহাকে বা ভয় কাহাকে বা মৈত্রীর দ্বারা হস্তগত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, সুতরাং এরূপ সময়ে পূর্ব্ব নীতি অবলম্বন করা বিশেষ সাহসের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃসাহস হইলেও এই পথ অবলম্বনীয়। কারণ লোককে শত্রু করা অপেক্ষা মিত্র করাই চিরকাল বিশুদ্ধ যুক্তিসঙ্গত কার্য্য। আমাদের মতে রুশিয়ার সহিত মৈত্রী করা কর্ত্তব্য। রুশ বুঝি আমার সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টায় আছে, সতত এরূপ সন্দেহ করিলে উদাসীন ব্যক্তিও শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। রুশিয়াকে চিরদিন এরূপে শত্রুভাবে দর্শন না করিয়া একেবারে মন খুলিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা করা উচিত এবং সন্ধিপত্র মধ্যে আসিয়াতে তাঁহার ও ইংলণ্ডের রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া রাখা উচিত। যাঁহারা বলেন, রুশিয়গণ বড় কুচক্রী তাঁহাদের সন্ধিপত্রের উপর কোন বিশ্বাস নাই। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন, আফগানিস্থান, ব্রহ্মদেশ, নেপাল প্রভৃতি অসভ্য আসিয়া দেশস্থ রাজার সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া তদুপরি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তখন কি অপেক্ষাকৃত সুসভ্য রুশিয়দিগের সহিত সন্ধিবন্ধন সম্ভব নয়? বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা অনেকাংশে উদারনীতি অবলম্বন করিবেন এজন্য আশা করা যায়, যে তাঁহারা এই আফগান প্রশ্নের উপলক্ষে রুশিয়ার সহিত মৈত্রী-বন্ধন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

বেহারের নীলকর।

প্রসিদ্ধ ব্লাক প্যাম্ফ্লেট রচয়িতা ওগোলেন সাহেব আবার এক হাঙ্গামা উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট প্রেরিতপত্রচ্ছলে একখানি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। বেহারের নীলকরদিগের দৌরাত্ম্যের বিষয় বর্ণন করা তাহার উদ্দেশ্য।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি মুদ্রিত হওয়াতে বেহারের নীলকর সাহেবদিগের পৃষ্ঠে বাড়ি পড়িয়াছে। সার আসলি ইডেন যখন মজঃফরপুরে গমন করেন তখন তাঁহারা সুযোগ পাইয়া এই বিষয় ইডেন সাহেবের গোচর করেন। তাঁহাদের অভিনন্দন পত্রের উত্তরে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর নীলকরদিগের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ওগোলেন সাহেবকে অর্ব্বাচীন ও নির্ব্বোধ বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন। নীলকরেরা তাঁহাদের স্বভাব চরিত্র সংশোধন করিতেছেন ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি কয়েকজন মাজিষ্ট্রেটের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৮৭৭ শালের আন্দোলনের পর নীলকরেরা যে কিয়দংশে আপনাদের চরিত্র সংশোধন করিবেন ইহা বিচিত্র নয়। কিন্তু সার আসলি ইডেন যে ভাবে মাজিষ্ট্রেটদিগের কথার উপরে বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা করা উচিত নয়। আমরা মাজিষ্ট্রেটদিগকে মিথ্যাবাদী বা অন্যায় পক্ষপাতী বলিতেছি না, তাঁহারা অনুসন্ধান ও প্রশ্নদ্বারা যাহা জানিয়াছেন তাহাই সরলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস কিন্তু তাঁহারা কোন শ্রেণীর লোকের মত শুনিয়া নিজ নিজ মত স্থির করিয়াছেন তাহা একবার স্মরণ করা উচিত ছিল। হয় তাঁহারা নীলকর সাহেবদিগের বা তাঁহাদের কর্ম্মচারিদিগের প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন, না হয় আপন আপন আদালতের কর্ম্মচারিগণের নিকট শুনিয়াছেন, নীলকরগণ বা তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ চরিত্রের কিরূপ বিবরণ দিবেন এবং সে বিবরণ কতদূর বিশ্বাস যোগ্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আর তাঁহাদের নিজ কর্ম্মচারিগণ যে অসংকোচে তাঁহাদের স্বজাতীয়দিগের নিন্দা করিতে সাহসী হইবেন এরূপ আশা করাই বৃথা। কর্ম্মচারিদিগের কথা দূরে থাকুক মাজিষ্ট্রেটগণ যদি নীল জমির প্রজাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন তাহা হইলে প্রকৃত সংবাদ পাইয়াছেন কি না সন্দেহ; কারণ সাহেবের নিকট সাহেবের নামে অভিযোগ করা এ সাহস দরিদ্র প্রজাদিগের কথা কি আমাদেরই নাই। সুতরাং লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর নীলকরদিগের চরিত্রের সংশোধন হইয়াছে বলিয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, সে আনন্দের প্রকৃত কারণ অধিক আছে কি না আমাদের এই সন্দেহই যাইতেছে না। যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন এরূপ বলে কি

করা কর্ত্তব্য? আমরা বলি গবর্ণমেণ্টের কোন লোকের দ্বারা অনুসন্ধান করিলে কখনই সুফল লাভের আশা নাই। বিশেষ বেহার দেশে যেখানে লোহিত উষ্ণীষ গ্রামমধ্যে দেখা দিলে গ্রামশুদ্ধ লোক পলায়ন পরায়ণ হয়, সে দেশে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদের অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করা যায় না। যদি আমাদের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ন্যায় কোন সভা থাকিত হয় বা যদি গোপনে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া অনুসন্ধান করাইতে পারিতেন তাহা হইলে কিয়ৎপরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বেহারের নীলকরদিগের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। যাঁহারা কখনও ত্রিহুত চম্পারণ প্রভৃতি স্থানে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা দুইটী বিষয়ের বৈষম্য দর্শন করিয়া নিশ্চিত বিস্মিত হইয়া থাকিবেন। প্রথমতঃ এই সকল প্রদেশের ভূমি নিতান্ত উর্ব্বরা, অপরদিকে প্রজাদের দশা দেখিলে বোধ হয় লক্ষ্মী সে দিক দিয়া কখনও গমন করেন নাই। যে স্থানের ভূমি এত উর্ব্বরা সে স্থানের প্রজাদিগের এত দুরবস্থা কেন? নীলকরদিগের উৎপীড়ন ও অত্যাচার যে ইহার একটী প্রধান কারণ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অপরাপর স্থানে নীলকরদিগের যেরূপ উৎপীড়ন-প্রণালী শ্রুত হইয়াছে বেহারের নীলকরেরা সে নিয়মের ব্যতিরেক নন নহেন। তাঁহারা ঠিকাদারি প্রথা নামে একটী প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তদ্দ্বারা প্রজাদিগের ধন মান প্রাণ তাঁহাদের হস্তে থাকে, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট হারে কাজ করিতে না চাহিলে তাঁহারা কর বৃদ্ধি করিতে পারেন, ভূমি কাড়িয়া লইতে পারেন, বলপূর্ব্বক ভূমিতে নীল বপন করাইতে পারেন, অর্থাৎ জমিদারের অনুদায় উৎপীড়ন তাঁহারা অবরোধ করিয়া থাকেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই প্রথাটী রহিত না হইলে বেহারের প্রজাদিগের কুশল নাই। নীলকরদিগের সভার সম্পাদকের মধুমাখা কথা গুলি শুনিতে মিষ্ট কিন্তু ইডেন সাহেবের ন্যায় চতুর বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ লোকের তাহাতে প্রতারিত হওয়া উচিত নয়, তিনি নীলকর চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত যে সংকল্প করিয়াছেন তাহা যেন পরিত্যাগ না করেন।

নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় ও ভারতবর্ষীয় যুবকগণের আশা।

লিবরল সম্প্রদায় নূতন পদে অভিষিক্ত হওয়াতে ভারতবর্ষীয় যুবকগণ যে আশা করিয়াছিলেন তাহার সমুদায়ই ত ফলিল? এখন তাঁহারা নৈরাশ্য রূপ পরম সুখ অবলম্বন করুন। যুবকাদগের এরূপ আশা হওয়া অসঙ্গত নয়। গৃহস্থের গৃহে যদি এমন একটী সন্তান থাকে, যাহার প্রতি পিতা মাতার স্নেহের কিঞ্চিৎ ত্রুটি আছে। অপর ভাই ভগিনীরা স্নেহে সমাদর প্রায় সেটীর মুখের দিকে চাহিয়া কেহ একবার হাসে না, তাহার সহিত কেহ একটী কথা কহে না। এরূপ সন্তানেরদিকে পিতা বা মাতা যদি একবার প্রসন্ন নয়নে চান, সে সন্তানটী যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পায়, তাহার মনে আর আনন্দের সীমা থাকে না। ভারতবর্ষের সেই দশা ঘটিয়াছে। যাঁহারা এক্ষণে ইহার পিতৃ মাতৃ স্থানীয় হইয়াছেন, তাঁহারা চিরকাল ইহার প্রতি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, এমত অবস্থায় যদি একদিন একজন একটী মিষ্ট কথা বলেন বা একটু স্নেহ প্রদর্শন করেন অমনি ভারতবর্ষের মনে আর আনন্দ ধরে না মনে করেন বুঝি দুঃখের দিন অবসান হইল।

বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রিসভা পদস্থ হইলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল তাহার মূলে কিয়ৎ পরিমাণে এইরূপ ভাব ছিল। লোকের আশার আর সীমা পরিসীমা ছিল না; যেন এই মন্ত্রিদল পদস্থ হইলে ভারতবর্ষের আর কোন দুঃখ থাকিবে না। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, এরূপ অনেক মন্ত্রি সভার উন্নতি ও পতন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছি সুতরাং আমরা যুবকগণের সহিত আশাতে উৎসাহিত হইতে পারি নাই; আমরা ভাবিয়াছিলাম, বড় বড় সাহেবেরা রক্ষকদলের উচ্ছেদ সাধনের নিমিত্ত যাহা বলিতেছেন, কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে এই ভাবা শীঘ্র এক ভাব ধারণ করিবে। এক্ষণে তাহাই দৃষ্ট হইতেছে।

যে উপলক্ষে আমরা এতগুলি কথা বলিতেছি তাহা এই; ইংলণ্ডে যে সকল ভারতবর্ষীয় শিক্ষা বা বিষয় কার্য্য উপলক্ষে বাস করিতেছেন তাঁহারা সার চারলস ট্রেবিলিয়ান প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোক এবং কয়েকজন পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্যের সহিত সমবেত হইয়া ইতিমধ্যে আমাদের ষ্টেটসেক্রেটারি মার্কুইস অব হার্টিংটন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের শাসন সংক্রান্ত একখানি আবেদন পত্র অর্পণ করাই, তাঁহাদের সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত আবেদন পত্রমধ্যে তাঁহারা প্রধানতঃ চারিটী অনুরোধ করেন। (১ম) দেশীয়সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনটী রহিত করা (২য়) অস্ত্রধারণ সম্বন্ধীয় আইনটী পরিবর্ত্তিত করা (৩য়) সিবিল সর্ব্বিসের প্রয়োজনোপযোগী বয়ঃক্রম ১৯ পরিবর্ত্তে ২১ বৎসর করা (৪র্থ) এদেশ শাসন বিষয়ে এদেশীয়কে অধিকতর অধিকার দেওয়া। উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সার চার্লস ট্রিবেলিয়াম শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ এবং জ্যাকসন প্রাট ও লর্ড ষ্ট্যানলি এই চারি ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার প্রার্থনা সম্বন্ধে স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করেন।

তাঁহাদের আবেদন পত্র গ্রহণ করিয়া লার্ড হার্টিংটন যে উত্তর দিয়াছেন তাহা তিন কথায় বলিয়া ফেলা যায়। সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনের বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন, যে লার্ড লিটন যে আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা নহে, ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা যে প্রণয়ন করিতে বলিয়াছিলেন তাহাও নহে; লার্ড লিটনের মন্ত্রিসভার সভ্যগণ এবং অপরাপর বিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ এইরূপ আইনের আবশ্যকতা যখন অনুভব করিয়াছিলেন তখন হঠাৎ ইহার পরিবর্ত্তন উচিত নয়। যাহা হউক লার্ড রিপনকে এবিষয়ে তাঁহার মত প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। অর্থাৎ লর্ড রিপন সেই মন্ত্রিদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহারা জেলার কমিসনরদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন কমিশনরেরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, মাজিষ্ট্রেটেরা ডেপুটি বাবুদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। ডেপুটী বাবুরা সংবাদপত্র সকলকে কণ্টক স্বরূপ জ্ঞান করেন কারণ তাঁহারা অসংকোচে তাঁহাদের কার্য্যের দোষগুণ বিচার করিয়া থাকে। তৎপরে প্রশ্ন যে সোপানে নামিয়া আসিয়াছিল উত্তরও সেই সোপানে উঠিয়া গেল। লর্ড রিপন লিখিয়া পাঠাইলেন "আইটী কার্য্যে কিরূপ দাঁড়ায় দেখা যাউক" ইংলণ্ডবাসী রাজপুরুষগণ বলিলেন "তবে এখন নিদ্রা যাওয়া যাউক" সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি বিভাগের যে রিপোর্ট লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের মন্তব্য সহিত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা গেল কমিসনরদিগের মত নয় যে মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন রহিত হয়। সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনটীর দশা ত এই গেল। অস্ত্রসম্বন্ধীয় আইনটীর উল্লেখ করিয়া লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন এবিষয়ে আমি চিন্তা করি নাই সুতরাং কিছু বলিতে পারি না। এদেশীদিগের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ চিন্তা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বলেন যে ভারতবর্ষের কতকগুলি উচ্চপদ কেবল ইউরোপীয়দিগের জন্য থাকা কর্ত্তব্য। এনিয়মের পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় কি না তাহা বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে লর্ড লিটনের গবর্ণমেণ্ট নেটিব সিবিল সর্ব্বিসের যে নিয়ম চলিত করিয়া-

ছেন, তাহা যদি দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অধিকাংশের রুচি জনক না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবেন।

লার্ড হার্টিংটন সচরাচর যেরূপ সতর্কতার সহিত কথাকহিয়া থাকেন, ইহার মধ্যে সেই সতর্কতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকের আশা যেরূপ উন্নত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা এ প্রকার উত্তরে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু হয়ত এরূপ হইতে পারে, যে লিবারল মন্ত্রীসম্প্রদায় অল্প আশা দিলেন দান অধিক দিবেন। কিন্তু ইংলণ্ডের উভয় দলের কার্য্য আমরা বরাবর যেরূপ দর্শন করিয়া আসিয়াছি তাহাতে ঘটনায় প্রায় এরূপ হয় না। দেখা যাউক লার্ড রিপন কোন্ বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা করেন?

প্রেসিডেন্সি বিভাগের ১৮৭৯ অব্দের রিপোর্ট।

১৮৭৯ অব্দে প্রেসিডেন্সি বিভাগে যে সকল কাজ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তদ্বিষয়ে স্বমত করিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন লইয়া গত বৎসর বিস্তর আন্দোলন হইয়াছিল। ভারতবাসীরা যতই উহা দূরীকরণের চেষ্টা পাইতেছেন, কর্ত্তৃপক্ষও ততই উহাকে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য পিড়াপীড়ি করিতেছেন। যদি এবিষয়ে কেহ কোন কথা উত্থাপন না করিতেন এবং লোকে যদি এতদিন উহাতে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া আসিত তাহা হইলে বোধ হয় আর তাঁহারা উহা দৃঢ় করা দূরে থাকুক আইনটী রাখিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু পিড়াপীড়ি হওয়াতে উহার স্থায়িত্বকল্পে তাঁহারা সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যখন কোন একটী নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, তখন কতকগুলি লোক তাহার অনুকূল এবং কতকগুলি লোক তাহার প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে। সুতরাং একের মত যে অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত সে কথা বলাই বাহুল্য। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনের প্রণয়ন কালে উহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক লোক মত প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং এখন উহার বিপক্ষ পক্ষেরা যতই কেন পিড়াপীড়ি করুন না তাঁহাদিগের মতের যে কোন পরিবর্ত্তন হইবে না তাহা নিশ্চয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি ঘোরতর পক্ষপাত দূষিত আইন গবর্ণমেণ্টের শাসনে স্থান প্রাপ্ত হইবে? আমাদিগের বোধ হয় লর্ড হার্টিংটন প্রভৃতি মহোদয়গণ ঐ আইনের পক্ষ লোকদিগের কথায় উপেক্ষা করিয়া ইংরাজ জাতির কলঙ্ক স্বরূপ ঐ নিষ্ঠুর আইনটী তুলিয়া দিতে কখনই শিথিলযত্ন হইবেন না।

গত বৎসর স্থানে স্থানে ভাল বৃষ্টি হয় নাই এবং স্থানে স্থানে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছিল। একারণে ধান্য সাধারণতঃ মন্দ জন্মে নাই। গত বর্ষে নদীয়া ও মুরসিদাবাদে বন্যা হওয়াতে ইক্ষু ও ধান্যের যে অনিষ্ট হয় রবি শস্যে দরিদ্র কৃষকদিগের সে ক্ষতি পূর্ণ হইয়াছিল। বন্যা হইলে সচরাচর যেমন দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় নদীয়া ও মুরসিদা- বাদের লোকদিগের সেরূপ হয় নাই। গত বৎসরের বন্যায় গ্রাম সমূহের পচা লতা পাতা প্রভৃতি এবং বদ্ধ জল বহির্গত হওয়াতে তাহাদিগের স্বাস্থ্য এখন পর্য্যন্ত উত্তম রহিয়াছে। ২৪ পরগণায় পাটের চাষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইয়াছিল এবং সাধারণতঃ অধিবাসিদিগের স্বাস্থ্য ও মন্দ ছিল না। কোন কোন স্থানে গোমড়কের আধিক্য নিবন্ধন কৃষকদিগের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু সুবৃষ্টি হওয়াতে সে ক্ষতি বিশেষ অনুভূত হয় নাই। ভিক্ষুকের সংখ্যার হ্রাস ও বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধিই প্রজাদিগের অবস্থার উন্নতির প্রমাণ। চাউলের মূল্য ১৮৭৮ অব্দের অপেক্ষা ৭৯ অব্দে মণকরা গড়ে এক টাকা কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মজুরদিগের মজুরি পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিয়াছে, তাহার আর কিছু হ্রাস হয় নাই। কুষ্টিয়ায় নীল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছিল। কিন্তু উপর্য্যুপরি বন্যা নিবন্ধন মুরসিদাবাদ ও যশোহরে ভাল জন্মে নাই। গত বর্ষ হইতে ঐ সকল স্থানে রেশমের ব্যবসায় বড় ভাল হইতেছে না। লাইসেন্স টাক্সের হার কমাইয়া দিয়া আয় বুঝিয়া কর নির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা হওয়াতে প্রজারা গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত নহে। কমিশনর সাহেবও বলিয়াছেন এখন যেরূপে টাক্স ধার্য্য করা হইতেছে এইরূপে ধার্য্য না করিয়া অন্য কোন প্রকারে ধার্য্য করিলে প্রজারা কখনই সন্তুষ্ট হইত না। অস্ত্রনিয়ামক আইন বিধিবদ্ধ হওয়াতে প্রজাদিগের মনোগত ভাব জানিবার জন্য মনরো সাহেব নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন এই আইনটী হওয়াতে কেবল শীকারীরা ও জমিদারগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। শীকারিদিগের অসন্তোষের কারণ এই, সুন্দরবনে তাহাদিগকে চাষ করিতে যাইতে হয়। তথায় হিংস্র জন্তুর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য, সুতরাং অস্ত্র বিনা তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে জমিদারেরা আপনাদিগের জাঁকজমক দেখাইবার জন্য পূর্ব্বে যেরূপ ভোতা তরবারি ও বন্দুক প্রভৃতি রাখিতেন এখন আর সেরূপ রাখিতে না পারাতে তাঁহারাও কিছু অসন্তুষ্ট। কেহ কেহ বলেন আইনটী তত দোষাবহ নহে, কারণ লাইসেন্স লইয়া এক ব্যক্তি ইচ্ছামত অনেক অস্ত্র রাখিতে পারে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এই আইনের পরিবর্ত্ত করিয়া এক্ষণে এই নিয়ম করিয়াছেন যে স্থলে হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক মনুষ্যের প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে তত্রত্য লোকে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখিতে পারিবে।

গত কয়েক বৎসর অবধি দেখা যাইতেছে বন্যা প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণে কৃষিকার্য্যের ক্ষতি হইলেই গবর্ণমেণ্টকে সাধারণ রাজস্ব হইতে টাকা লইয়া প্রজাদিগের সাহায্য করিতে হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে প্রজাদিগের অবস্থা ভাল নহে। সম্পন্ন প্রজারা কখনই সহজে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হয় না। যাহার অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ তাহাকেই উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া ভিক্ষা করিতে হয়।

গত বর্ষে নদীয়া ও যশোহরে যেমন মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তেমনি মুরসিদাবাদে উহার সংখ্যার হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু ২৪ পরগণায় উহা সমভাবে চলিতেছে, তাহার আর হ্রাস বৃদ্ধি নাই। দেওয়ানী মকদ্দমার ত গেল এই, ফৌজদারী মকদ্দমার সংখ্যা ১৮৭৮ অব্দে প্রতি ৫৫৩ জনে একটী মোকদ্দমা হইয়াছিল কিন্তু গত বর্ষে প্রতি ৪৭৯ জনে একটী মোকদ্দমা হইয়াছে। এটী যে পুলিসের অনবধানতার ফল তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগকে মাজিষ্ট্রেটদিগের সঙ্গে বসিয়া বিচার করিবার নিয়ম হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া যে স্বতন্ত্র বসিয়া বিচার করিবার ভার দিয়াছেন সেটী অতি উত্তমই হইয়াছে। এখন যাহাঁরা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট আছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই সম্ভ্রান্ত বংশীয়।

বন্যা প্রভৃতিতে কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত হওয়ায় ১৮৭৮ অব্দে যে রাজস্ব আদায় হইয়াছিল, ৭৯ অব্দে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অনুমান করিয়াছেন কর্ম্মচারিদিগের রাজস্ব আদায়ের উপেক্ষা নিবন্ধন এই ক্ষতি হইয়াছে। আবগারিতে গবর্ণমেণ্ট গত বর্ষে ২০২৫৫৬০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় দেখা যাইতেছে গত বৎসর ৫০০০০ টাকা কমিয়া গিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাজেহানপুর হইতে পূর্ব্বে যে রমের শুল্ক প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই রমের অধিক আমদানী হওয়াতেই এই ক্ষতি হয়। কলিকাতায় আমদানী করা মদের অধিক খরচ হইয়া থাকে। এই জন্য রাজস্বের কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। ভিন্ন রাজার অধিকারে গবর্ণমেণ্ট শুল্ক দিয়াও লবণে বিশেষ লাভ করিয়াছেন। ঐ বর্ষে তিন শতের

হিসাবে নিষিদ্ধ দ্রব্যের কারখানা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ সংখ্যা অধিক নহে। পুলিসের উপেক্ষাই ইহার মূলীভূত কারণ। পুলিস ঐ বেআইনি কাজ ধরিয়া দিতে পারিলে মাজিষ্ট্রেটেরা তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকেন কিন্তু লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এ নিয়মটী হিতকারী মনে করেন নাই। তিনি ইহার বিপক্ষে মত প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সকল কাজে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পুলিষকে এ বিষয়ে পুরস্কার দিয়া উৎসাহ দেওয়া আমাদিগের মতে উচিত নহে। আইনবিরুদ্ধ কার্য্যের নিবারণার্থ পুলিসের সৃষ্টি। পুলিস যদি সেই আইন বিরুদ্ধ কার্য্য নিবারণ করিয়া পুরস্কৃত হয় তাহা হইলে তাহার প্রকৃত কার্য্যে অমনোযোগ ঘটিবে। পুরস্কারের লোভ দেখাইলে অন্য লোকেও ত এই আইন বিরুদ্ধ কার্য্য ধরিয়া দিতে পারেন। আমাদিগের বিবেচনায় বোধ হয় পুলিস আইন বিরুদ্ধ দ্রব্যের কারখানাওয়ালাকে ধরিয়া দিয়া যে পুরস্কার লাভ করেন এখন হইতে তাহাকে তাহা না দিয়া সেই টাকা গবর্ণমেণ্ট যদি অন্যকে পুরস্কার স্বরূপ দেন তাহা হইলেই ভাল হয়। পূর্ত্তকার্য্যের জন্য গত বৎসর যে টাকা আদায় হইয়াছিল ইচ্ছামত তাহা ব্যয় করিতে না পারাতে রাস্তা ঘাট প্রভৃতির কিছুই উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই দেখিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

গতবর্ষে শিক্ষা বিভাগের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হয় নাই। ১৮৭৮ অব্দে প্রেসিডেন্সি বিভাগে সমশুদ্ধ ৩৫১৮ টী স্কুল ছিল ও তাহাতে ১২৫৬৯৫ বালক অধ্যয়ন করিত। গতবর্ষে ঐ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৬৩ বৃদ্ধি হইয়াছে ও তাহার ছাত্র সংখ্যা ৮১৭১ জন হইয়াছে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু বন্যা নিবন্ধন দেশের লোকের অবস্থা এত মন্দ হইয়া পড়ে যে তাহারা অতি কষ্টে খাদ্য দ্রব্যের সংগ্রহ করিত সুতরাং আর পুত্রগণকে পড়াইতে পারিত না। এই নিমিত্তই গত বর্ষে অনেকগুলি প্রাইমারি স্কুলের কার্য্য এককালে বন্ধ হইয়াছে। এবার ঐ সকল দেশে সুবিশস্য ভালরূপ জন্মিলে আবার ঐ সকল বিদ্যালয় খোলা হইবে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন সাহেব ৭ ই আগষ্ট ভারতবর্ষের আয়ব্যয় সংক্রান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া এই কথা কহিলেন যে তাঁহার এমন মনে হয় না সিবিল বিভাগের কোন প্রকার পরিবর্ত্তনে ব্যয়সংক্ষেপ সাধিত হইবে। তৎপরে আফগানিস্থানের যুদ্ধের কথা তুলিয়া বলিয়াছেন সৈন্যগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করা অতীব কর্ত্তব্য। পরিশেষে তিনি বলিয়াছিলেন ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা হইতে গবর্ণমেণ্ট ৪৬০০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করাতেই উহা যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে।

লর্ড রিপন বলিয়াছেন রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের যখন প্রকৃত পরিবর্ত্তনকাল উপস্থিত হইয়াছিল গবর্ণমেণ্ট সে সময়ে কিছুই করেন নাই সুতরাং এখন লাইসেন্স ট্যাক্স এক বারে তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষতঃ হিসাব রাখিবার দোষেই রাজস্বমন্ত্রীর আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের অনুমানে গুরুতর ভুল হইয়া গিয়াছে তিনি ঐ যুদ্ধের জন্য তিন বৎসরের ৬০০০০০০০ টাকা ব্যয় অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে প্রথম ২২৫০০০০০ দ্বিতীয় ৩২৫০০০০০ ও তৃতীয় বর্ষে ৩৫০০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফে যে ১০০০০০০০ টাকা অধিক লাভ হইয়াছিল তাহা বাদে ৪০০০০০০০ নগদ দিয়া সীমা প্রদেশে রেলওয়ে প্রস্তুত করা হয়। রেলওয়ের এই ব্যয় লইয়া আফগানিস্তানের যুদ্ধে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮০০০০০০০ ব্যয় হইয়াছে।

উপসংহারে লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের সাংগ্রামিক বিভাগের প্রদত্ত হিসাবে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং কাবুল যুদ্ধ যে কিরূপ কষ্ট সাধ্য তাহাও অনুভব করেন নাই। অবশেষে তিনি একথাও বলিয়াছেন, ১৭ ই জুলাই কান্দাহারে যে দুর্ঘটনা হইয়াছে পূর্ব্বে তাহার আশঙ্কা করা হয় নাই এবং তাহার ব্যয়েরও কিছুই হিসাব ধরা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছিলেন অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা যদি কিছু অধিক খরচের আবশ্যক হয় ভারতবর্ষ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা সম্পন্ন করিয়া দিবেন কিন্তু সে টাকা স্থায়ী ঋণের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না এই প্রকারই কল্পনা ছিল; দুঃখের বিষয় এক্ষণে কার্য্য গতিকে উহা স্থায়ী-ঋণের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যে টাকা বর্ত্তমান বর্ষের জন্য ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে গ্রহণ করা হইবে তাহা সুবিধাক্রমে পরিশোধ করা হইবে। যাহা হউক যে পর্য্যন্ত আফগানযুদ্ধের ব্যয়ের কিছু স্থির না হইতেছে সে পর্য্যন্ত এ প্রস্তাবের কিছুই শেষ মীমাংসা হইতেছে না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, যে টাকা ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে প্রদত্ত হইবে তাহা ভারতকে দাতব্য করা হইবে না। তবে ভারতের রাজস্বের ক্ষতি করিয়াও তাহা আদায় করিবার চেষ্টা পাইবেন না।

ইহাঁর বক্তব্য শেষ হইলে অটওয়ে সাহেব বলিয়াছেন ভারতে এখন যে টাকা ব্যয় হইয়া থাকে তাহার কিছু সংক্ষেপ করা একান্ত আবশ্যক।

ষ্টানহোপ সাহেব পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের স্বপক্ষতা করিয়া লর্ড হার্টিংটনের কথার উত্তরে বলিয়াছেন তিনি যে টাকা ইংলণ্ডীয় ধনাগার হইতে লইয়া আফগান যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাঁহার ইচ্ছা তাহা পুনঃ গ্রহণ করা হয় কিন্তু ষ্টানহোপ সাহেবের সেরূপ ইচ্ছা নহে তিনি উহা পুনঃ গ্রহণের প্রতিবাদী। তাঁহার এরূপ ইচ্ছা নয় যে আর উহা গ্রহণ করা হয়।

১৮৫৮ অব্দে ভারতেশ্বরী তাহার ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগকে সুনিয়মে শাসন ও পালন করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়েন, মহাত্মা ফসেট তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন ঐ আইন অনুসারে যাহাতে কার্য্য হয় তাহার তদারক করিবার জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

নূতন পুস্তকের সমালোচনা।

ভারতকোষ, এখানি এক খানি অভিধান। শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দেব ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতে বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, দেবতত্ত্ব, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সাহিত্য: সঙ্গীতশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, আর্য্যগণের কর্ম্মকাণ্ড, প্রাচীন ভূগোল, ঐতিহাসিক ব্যক্তিবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রভৃতি বিষয় সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ।৷০ আনা।

বাসন্তী গীতিকাব্য। শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এখানি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার রচনা মনোহারিণী ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক কবিতা পাঠে হৃদয়মধ্যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয় এবং কবির অসাধারণ কবিতা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মূল্য ৵৹ আনা।

মহিলা। ৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ইহার রচনা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাগুলি পাঠ করিলে হৃদয় আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। ইনি যে এক জন সুকবি নিম্নলিখিত কবিতা গুলি পাঠ করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। মূল্য ৵৹ আনা।

হে মাতঃ! হৃদয়ে ধর, সন্তানের ত্রাস হর,
তোমা বিনা ভবদুঃখে কোথা পরিত্রাণ!
তুমি পরশিলে করে, জর জ্বালা তাপ হরে,
তব অঙ্ক শঙ্কা শূন্য বৈকুণ্ঠ সমান!
তুমি মুখে দিবে যাহা, মৃত্যুহরী সুধা তাহা
আশীর্ব্বাদ তোমার, অভেদ্য অঙ্গত্রাণ!

তব কাছে স্বর্গবাস, তব তুষ্টি শ্রেষ্ঠ আশ,
ধরায় না ধর্ম্ম তব সেবার সমান!

অন্ধের চক্ষুর্দান অথবা কায়স্থসদগোপসংহিতার প্রতিবাদ। শ্রীযুক্ত বাবু ফকিরচাঁদ বসুদেব প্রণীত। মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধার করিয়া কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনই ইহার প্রণয়নের উদ্দেশ্য। মূল্য ॥০ আনা।

কোম্পানির কাগজের দর।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ৯০।৵০
" ৪॥০ " " ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০১।৶ হইতে ১০১॥
" ৪॥০ " " ১৮৭১ (১৮৮১) ৯৬॥০
" ৪॥০ " " ১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩) } ১০৪।০
" ৪॥০ " " ১৮৭৯ (১৮৯১) } ১০৪॥০
" ৪॥০ " " ১৮৮০ (১৮৯৩) কুপং ১০৫॥০
" ৫ " " ১৮৬৭ (১৮৮২) ১০১

বিবিধ সংবাদ।

ডবলিউ, উড্স, এফ, আর, সি, বি, এস, উইগান লিখিয়াছেন যে, কয়েক দিবস পূর্ব্বে তাহার জনৈক প্রতিবেশীর গাভী একটী বৎস প্রসব করে। বৎস হইবামাত্র গাভীর শরীরে এরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি প্রকাশ পায় যে, কেহ তাহাকে স্পর্শ করিলে কাঁপিতে থাকে এবং গাভীটীও লম্ফন উল্লম্ফন করিয়া ইতস্ততঃ পলাইতে চেষ্টা করে।

বাঙ্গালার পোষ্ট মাষ্টার জেনরল এচ, ই, এম, জেম্স সাহেব হুগলী বর্দ্ধমান, বাকুড়া বারাকপুর রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে পোষ্ট আফিস তদারক করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষে তিনি কলিকাতায় পুনরাগমন করিবেন।

আমেরিকার একজন ডাক্তার বলেন নিত্য বরফ ভক্ষণে শরীরের অপকার হইয়া থাকে। বালক বালিকারা নিত্য ব্যবহার করিলে নাসারন্ধ্রের মধ্যস্থ শিরা সকল বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।

উপনগর মিউনিসিপালিটী তাঁহাদিগের হিসাবের পুস্তক হারাইয়া ফেলাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। একখানি রিপোর্ট লইয়াই নিশ্চিন্ত না হইয়া যাহাতে ইহার বিশেষ অনুসন্ধান হয় তাহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

হাবড়ার পুলিষ ইনিস্পেক্টর রেবিলো সাহেব বাবু ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামে কটু বলা অপরাধে যে নালিষ করেন হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট তাহার বিচার করিয়া উক্ত বাবুর ৫০ টাকা অর্থদণ্ড ও ৬ মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছিলেন। হুগলীর সেসন জজের নিকট ইহার আপীল হয়। জজ পেজ সাহেব নিম্ন আদালতের রায় বাহাল রাখিয়া ক্ষেত্র বাবুর ৬ মাসের স্থলে দুই মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কমিসরিয়েট আফিসের যে সকল কর্ম্মচারী সামান্য অপরাধে অথবা গবর্ণমেণ্টের অর্থ কৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন পদচ্যুত হইয়াছেন তাঁহারা যদি কাবুল যুদ্ধে যাইতে স্বীকৃত হয়েন তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের পদ পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

আমেরিকায় ভারজিনিয়া নামে একটী দ্বীপ আছে। রিচার্ড মিলার নামক এক ব্যক্তি তত্রস্থ ওয়াইটিভিল নামক স্থানে এক আশ্চর্য্য উপায়ে উৎকট পীড়ার শান্তি করিতেছেন। তত্রত্য লোকে তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া অন্তরের সহিত ভক্তি করিয়া থাকে। এ জন্য তিনি যখন কোন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করেন তখনই তাহার পীড়ার শান্তি হয়।

কুষ্কি নাখুন্দে আয়ুবের সহিত যুদ্ধে যে সকল সৈন্য হত হইয়াছে তাহাদিগের পরিবার বর্গের ভরণ পোষণার্থ করাচিতে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে।

২৯ এ জুলাই স্মর্ণা নামক স্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই কম্পনে বিস্তর গৃহ পতিত ও অনেক লোক হত ও আহত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম গত ১৪ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৮৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

একজন লাইসেন্স ট্যাক্সের ইনস্পেক্টর কতকগুলি লোকের নিকট হইতে ধার্য্য করের অধিক টাকা গ্রহণ করাতে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে পুলিষ কমিশনর গবর্ণমেণ্ট সলিসিটর ও রেবেনিউ বোর্ডের সভ্যগণ তাঁহার মুক্তির প্রার্থনা করিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। অন্যায় নিবারণ করা পুলিষ কমিশনর প্রভৃতির কাজ। কিন্তু আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম এতগুলি সুযোগ্য লোক প্রতারকের প্রশ্রয় দান করিতেছেন?

একখানি সংবাদপত্র বলেন চীনের কোন মাজিষ্ট্রেট নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সাধ্যায়ত্ত কোন কার্য্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে চীন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেই কার্য্য প্রদান করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও যদি চীন গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত প্রথার অনুসরণ করেন তাহা হইলে এদেশেরও মহৎ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

ষ্টেটসম্যানের একজন ইংরাজ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজদিগের প্রতি আন্তরিক অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যখন ইংরাজদিগের কোন অনিষ্ট হয় তখন আর তাহাদের আহ্লাদের সীমা থাকে না। গত কান্দাহারের দুর্ঘনার কথা শ্রবণ করিয়া অধিকাংশ লোক হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিল।

রুষের একটী স্ত্রীলোক তাহাদের কোন সম্পত্তি অধিকার করিবার নিমিত্ত বর্লিনে গমন করেন। যাইবার সময় তিনি তাঁহার পতিকে সঙ্গে লইয়া যান। তথায় যাইয়া তাঁহার পতির মৃত্যু হয়। কিছু দিন পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনি একদিন নিজগৃহে বসিয়া আছেন এমন সময়ে তাহার দাসী এই সংবাদ দেয় যে একটী লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে। তিনি তাহাকে নিজগৃহে আনিতে আদেশ প্রদান করেন। আগন্তুক তথায় উপস্থিত হইয়া বলে যে তাঁহার মৃত স্বামী তাঁহাকে ক্ষোভ ও দুঃখ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী তাহাকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করে কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন প্রদর্শন করিল তখন আর তাঁহার অবিশ্বাসের কোন কারণ রহিল না। পরে সেই ব্যক্তি কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ করিয়া বলিলেন তাঁহার স্বামী বলিয়া দিয়াছেন যে, তথায় তাঁহাদের বিষয় সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র আছে। ঐ স্ত্রীলোকটী তদনুসারে অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই স্থানেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উপবিভাগের কর্ত্তৃত্ব যাহাদের হস্তে ন্যস্ত আছে তাঁহারা আপনাদের কার্য্য যথাযথ নির্ব্বাহ করেন না, এই নিমিত্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে উপবিভাগের অধ্যক্ষগণ প্রতিবর্ষে শীত ও বর্ষাকালে এক একবার আপনাদের এলাকাধীন গ্রাম সমূহ পরিদর্শন করেন।

এডুকেশন গেজেটের দক্ষিণ দেশস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে তাঁহারা এক ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে সর্পদংশনের একটী মহৌষধ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঔষধটীর নাম "শ্রীয়া অনঙ্গ চাপ্লা"। কিন্তু ইহার বাঙ্গালা নাম তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। উক্ত ব্রহ্মচারী এই ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ১৫ জন সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আরো বলিয়াছেন "লাক্ষা, ভেলা, গুগগুল, রক্তচন্দন, শ্বেত অপরাজিতা, অর্জ্জুন বৃক্ষের ফুল ও

গ, বিড়ঙ্গ এবং শ্বেত ধুনা সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া গৃহমধ্যে প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় নিয়মিত রূপে এই আয়ুর্ব্বেদোক্ত ধূপ ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই সর্পভয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। কয়েক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা দ্বারা বিশেষ রূপে জানিতে পারা গিয়াছে যে ইহা দ্বারা দুইটী বিষয় সাধিত হয়। প্রথমতঃ সন্ধ্যাকাল হইতে ধূপ প্রদান করিলে ঐ সকল মহৌষধের গন্ধ সমস্ত রাত্রি গৃহমধ্যে থাকিতে পায় এবং উহার তীক্ষ্ণগন্ধ সর্পজাতির পক্ষে অসহ্য বোধ হওয়ায় উহারা অনতিবিলম্বে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। দ্বিতীয়তঃ ঐ ধূপের দ্বারা নিকটস্থ বায়ু সর্ব্বদা বিশুদ্ধ থাকায় স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

[illegible] নামক স্থানে একপ্রকার নূতন সর্প দেখা গিয়াছে তদ্দেশবাসিরা ইহাকে ফেলার কহে। এই সর্পের পক্ষ আছে, ইহারা উড়িতে পারে ইহা এমন ভয়ানক বিষাক্ত যে দংশন করিবামাত্র মনুষ্যের প্রাণত্যাগ হয়। একদিন ঐরূপ একটী হিন্দুবালিকাকে ঐ সর্পে দংশন করাতে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

১৯এ আগষ্ট বার্লিন হইতে সংবাদ আসিয়াছে প্রসিয়ায় একপক্ষ ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়াতে তত্রত্য শস্য সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে।

কাটসবরণ নামক জাহাজ [illegible] হইতে বোম্বায়ে আসিতেছিল, পথিমধ্যে অগ্নি লাগিয়া একবারে পুড়িয়া গিয়াছে।

লেডী রিপন ভারতবর্ষ আগমনার্থ ২৭ অক্টোবর বিলাত হইতে যাত্রা করিবেন।

সুলতান গ্রীসকে সাহাতে সীমা ছাড়িয়া দেন, ইংলণ্ড সেই বিষয়ে অন্য অন্য রাজগণকে একত্র হইয়া আর এক খানি পত্র লিখিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু সুলতান যদি রাজগণের কথা রক্ষা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার দমনার্থ তাঁহাদিগকে পাছে কোন উপায় গ্রহণ করিতে হয় এই ভাবিয়া এখন তাঁহারা কিছু করেন নাই।

১৯এ আগষ্ট কোচ আমাদান হইতে সংবাদ আসিয়াছে, রহিত ও পাঠানেরা নিকটস্থ পর্ব্বত সমূহে একত্র হইয়াছে। সাহেবজান ইহাদিগের অধিনায়কতা করিতেছেন। কর্ণেল রুস ইহাদিগের দলভঙ্গ করিয়া দিবার জন্য যাইতেছেন। কাপ্তেন লোকস সংবাদ পাইয়াছেন, অসংখ্য পাঠানেরা কান্দাহারের চতুর্দ্দিকে একত্র হইতেছে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের ইন্সপেক্টর গ্যারেট সাহেব মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের স্কুল পরিদর্শনার্থ মঙ্গলবার কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ট্রামওয়ে কার্য্য অতি শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইতেছে। শিয়ালদহ ও চিৎপুর হইতে ইহার কার্য্য হইতেছে। পূজার বন্ধের পরেই গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইবে। পোষ্ট আফিস হইতে শিয়ালদহ ও বাগবাজারে দুই খানি স্বতন্ত্র গাড়ি যাতায়াত করিবে।

লাহোর কালেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার লিটনার সাহেব প্রায় ২২ বৎসর বয়স্ক একটী বালককে কতকগুলি প্রশ্ন লিখিতে দেন। বালকটী সে গুলি না আনাতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে লাথি ও চড় মারিয়া আধমারা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

একখানি ইংরাজী পত্রের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন তথায় এইরূপ একটী জনরব উঠিয়াছে যে তত্রত্য কতকগুলি লোকে একটী সভা সংস্থাপন করিয়া লর্ড লিটন ও সেনাপতি রবর্টস ভারতবর্ষে যে সকল অন্যায় কাজ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে একটী অভিযোগ করিবেন। শুনা গেল এজন্য তাঁহারা অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান হেরল্ড বলেন, বসওয়াল নামক স্থানে একটী পারসী স্ত্রীলোক রেল গাড়িতে যাইতেছিল পথিমধ্যে গার্ড সাহেব তাঁহার প্রতি অত্যাচার করে, গাড়ি বরনপুর ষ্টেসনে পৌঁছিলে তত্রত্য ষ্টেসন মাষ্টার গার্ডকে কোন কথা না বলিয়া তারযোগে বসওয়াল ষ্টেসনে এই সংবাদ প্রেরণ করাতে পুলিস তাঁহাকে তথায় ধৃত করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই গার্ডের বিরুদ্ধে এইরূপ আর একটী অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

ডবলিউ, বে অ্যাকসন নামে এক ব্যক্তি একটী নূতন কলের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। এই কলের সাহায্যে দুটী বালক এক ঘণ্টায় ১০।১২ মণ চা পত্র শুষ্ক করিতে পারে। এখন যে পদ্ধতিতে উহা পরিষ্কার করা হইয়া থাকে এই কলের দ্বারা করিলে তাহা অপেক্ষা পাতার উৎকৃষ্ট রঙ থাকে।

লর্ড হার্টিংটন কমন্স সভায় বলিয়াছেন আবদুল রহমান যদি অন্য কোন রাজার সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ না রাখেন এবং ইংরাজদিগের পরামর্শ অনুসারে চলেন তাহা হইলে ইংরাজগণ তাঁহাকে সাহায্য করিবেন।

টীকা দেওয়ার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে আইন করিয়াছেন তাহার সংশোধনার্থ প্রায় ৮০০ চিকিৎসা ব্যবসায়ী স্থানীয় গবর্ণমেণ্টবোর্ডে আবেদন করিয়াছেন। যখন এতগুলি লোক এজন্য আবেদন করিতেছেন তখন ইহার উপকারিতা অপকারিতার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

জমিদারী প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়া প্রজার হস্তে ভূমির স্বত্ব দান করিবার নিমিত্ত বহু সংখ্যক লোক ব্রিগোতে একটী সভা করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন আফগানস্থানে যে সকল ব্রিটিশ সৈন্য আছে তাহাদিগের মধ্যে যে পারস্যের গোলেস্তানার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে তাহাকে ১৮০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

১৮৮০ অব্দের ১০ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ব্রিটিশ ব্রহ্ম, আসামের কোন কোন স্থান, বঙ্গদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারতবর্ষ ও রাজপুতানায় অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, দাক্ষিণাত্য ও বেরারের কোন কোন স্থানে যে পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। অতিরিক্ত বৃষ্টি নিবন্ধন বঙ্গদেশ ও বিহারের কতকগুলি স্থানের শস্যের ও মধ্য প্রদেশের তুলার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বন্যা নিবন্ধন ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত উৎপন্ন শস্যের গুরুতর অনিষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে শস্য ভালরূপ উৎপন্ন হয় নাই কিন্তু সাধারণতঃ শস্যের অবস্থা মন্দ নহে।

সহচর বলেন আমেরিকায় এক প্রকার ভেক আছে তাহারা বড় বড় মূষিক একবারে ভক্ষণ করিতে পারে।

মেক্ সাগরে একপ্রকার আশ্চর্য্য বৃশ্চিক আছে। উহার সর্ব্বাঙ্গ লোমে আচ্ছাদিত। যখন উহারা নিস্তব্ধ ভাবে থাকে তখন বোধ হয় যেন এক খণ্ড স্পঞ্জ রহিয়াছে। বস্তুতঃ উহারা দেখিতে চমৎকার। ভূমণ্ডলে কত প্রকার আশ্চর্য্য জীব আছে তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারেন না।

প্রভাতী বলেন, ফরাসডাঙ্গায় এক ব্যক্তি আপনার দ্বিতীয় স্ত্রীর কুপরামর্শে প্রথম পক্ষের সঞ্জাত মাতৃহীন পুত্রের প্রতি অযত্ন করিত। প্রতিবাসিগণ ঐ জন্য তাহাকে তিরস্কার করিত। বোধ হয় এই লাঞ্ছনাতেই পিতা পুত্রকে সংহার করে। রবিবারে এই ঘটনা হয়। পুত্রের লাস নাকি বিমাতা নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে রাখিয়া আইসে। পুলিস সন্ধান পাইয়া লাস সহিত ডুবায়া পিতাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

আর্য্যদর্শনের তৃতীয় সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া বরিশাল জেলা স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত ১০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

কর্ণেল, এফ, এস, টেলার সাহেব ভারতবর্ষীর গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি মেজর জেনেরল, এ, ফ্রেজরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বোম্বায়ের ইন্দুপ্রকাশ বলেন, হুইটলি ষ্টোকস সাহেব ও জষ্টিস ওয়েষ্ট, ভৃত্য ও প্রভু সম্বন্ধে আইনের একটী পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষে যে সকল ইংরাজ অবস্থান করিতেছেন, ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদিগের ভৃত্যগণের দৈহিক দণ্ডবিধানে সমর্থ হন এই আইন প্রণয়ণের চেষ্টার তাহাই উদ্দেশ্য। অনেক দিন অবধি এপ্রকার একটী আইনের প্রস্তাব শুনা যাইতেছে। বিনা আইনেই রক্ষা নাই। আইন হইলে যে কি হইবে বলা যায় না।

ইষ্টের ময়মনসিংহস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ময়মনসিংহের জমিদার বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যের সহিত বাবু জগৎকিশোর আচার্য্যের ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিষয় সম্বন্ধে এক মকদ্দমা উপস্থিত হয়। বাদী প্রতিবাদী বোর্ডের সভ্যগণকে শালিসী মান্য করিয়াছেন। এ উত্তম কল্প।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার প্রসিদ্ধ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনাথ ও অন্ধদিগের সাহায্যার্থ এক লক্ষ তিন হাজার টাকা মূল্যের চারি টাকা সুদের কোম্পানির কাগজ দান করিয়াছেন। ইহার তত্ত্বাবধানার্থ ৪ জন ট্রষ্টিও নিযুক্ত হইয়াছেন।

রেভারেণ্ড, ডবলিউ কাউয়েল ব্রাউন সাহেব একটী আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। এই আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা সমুদ্রগামীদিগের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। তিনি রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা একটী গ্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ গ্যাস, পিরাণের উপরের কাপড় ও তাহার অস্তরের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া যদি কোন ব্যক্তি সেই পিরাণ পরিধান করিয়া জলে পতিত হয় তাহা হইলে উহা এরূপ স্ফীত হইয়া উঠে যে পতিত ব্যক্তির মস্তক কোন ক্রমে ডুবিতে পারে না।

হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন বেরারের যে সমস্ত ছাত্র তত্রত্য হাইস্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি তথায় এক শত টাকা বেতনের কর্ম্ম পাইবেন না।

ভারতবর্ষের জেল সমূহে যে সকল শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয় সেই সকল দ্রব্য বিক্রয়ার্থ নূতন রাইটার্স বিলডিংয়ে রাখা হইবে।

মেডিকেল কলেজের যে সকল ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কালেজ পরিত্যাগ করেন ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রদান করা হইত। সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ এ প্রকার পুরস্কার দানের আবশ্যকতা না দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করাতে গবর্ণমেণ্ট ঐ নিয়মটী রহিত করিয়াছেন। এই একটী ব্যয় সংক্ষেপ।

শুনা যাইতেছে ভারতের রাজস্ব-মন্ত্রী বেরিং সাহেব ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিতে পারিবেন না।

কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল ইভেন্স বেল সাহেব প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুনিবন্ধন সোমবার হাইকোর্ট বন্ধ ছিল। ইনি যেরূপ গুণী লোক ছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুতে এদেশের সকল লোকেই শোক সন্তপ্ত হইয়াছেন।

হাইকোর্টের এটর্ণী বাবু উপেন্দ্রনাথ বসুর নামে অযথা বর্ণনা পত্র প্রদানের যে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল শুনা গেল তিনি তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

আদম সাহেব ম ন্দ্রাজের গবর্ণরী পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই ভারতবর্ষে আগমন করিবেন।

উড়িয়া বালকগণ এতদিন ফাঁকিতে পাশ দিতেন। এখন আর তাহা ঘটিবে না, শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরের পরামর্শ অনুসারে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট উড়িয়া ভাষায় ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রভৃতি গণিত শাস্ত্রের অনুবাদ করাইবার ব্যয় ৩৪০০ টাকা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে সৈন্য সংক্রান্ত কার্য্য শিক্ষা করিতে পারে এরূপ একটী আজ্ঞা প্রচার করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সৈন্য বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করা হয়। অধ্যক্ষ আবেদনখানি গ্রাহ্য করিয়াছেন। এখন হইতে এদেশীয়েরা সৈন্য সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইতে চলিল।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম গদর জেল বলের সভার অনাতর সভ্য সার আরস্কিন পেরি সাহেব তাঁহার পদ পুনঃ গ্রহণ করিয়াছেন, পেরি সাহেব অতিশয় উপযুক্ত লোক ও ভারতবাসিদিগের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী অতএব তাঁহার সদৃশ লোক উক্ত সভায় নিযুক্ত থাকাতে আমাদের অনেক মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা।

কয়েক দিবস অতীত হইল এক দল রুশ সেনা একাদিক্রমে ৯০ মাইল পথ দশ ঘণ্টার মধ্যে অতিক্রম করিয়াছিল।

চীন হইতে সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে কাণ্টনের পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তরে একটী নগরে বন্যা হওয়াতে প্রায় চারি সহস্র লোকের অকাল মৃত্যু হইয়াছে।

রুশের সেনাপতি জেনেরল স্কবেলফের টেকি তুর্কোমানদিগের সহিত একটী যুদ্ধ হইয়াছিল। স্কবেলফ পরাস্ত হইয়াছেন। তাঁহার এক হাজার সৈন্য হত হইয়াছে।

পিওয়ার নামক স্থানে শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন কি অনেক স্থান বরফে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই দায়রা বসিবে। অনারেবল জষ্টিস ব্রাউটন সাহেব বিচার করিবেন। আটটী মোকদ্দমা বিচারার্থ উপস্থিত আছে।

হাবড়া নিবাসী এক ব্যক্তি তাহার জনৈক প্রতিবেশীকে হত্যা করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। বিচারে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট তাহাকে দোষী বিবেচনা করিয়া দায়রা সোপরদ্দ করিয়াছিলেন। কিন্তু দায়রার জজ ও জুরিদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হওয়াতে জজ সাহেব ঐ মকদ্দমা হাইকোর্টে বিচারার্থ প্রেরণ করেন। তত্রত্য বিচারপতি অনরেবল রমেশচন্দ্র মিত্র ও সি, এফ, ম্যাকফিন সাহেব হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

লণ্ডন রেলওয়ে ষ্টেসনে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটী স্ত্রীলোক জনৈক ভদ্রলোককে সহসা গালি দিতে আরম্ভ করে এবং অবশেষে ঐ ব্যক্তিকে প্রহার করিবার জন্য তাহার দাসীকে আজ্ঞা দেয়। পরে দুই জনে পড়িয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একবারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া এক দিকের শ্মশ্রু উৎপাটন করিয়া দিয়াছে। নালিশ করিতে হইলে প্রথমে আদালতে শপথ করিতে হয়। উক্ত ভদ্রলোক শপথ করিবার আশঙ্কায় আদালতে নালিশ করেন নাই। হলপওয়ালাদিগের শপথের প্রতি যে বিশেষ আশঙ্কা, তাহা এই ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক লোকে গঙ্গাজলে হস্ত নিমজ্জিত করিতেও যে কোন প্রকার আশঙ্কা করেন না।

জমীদারের অত্যাচারই ভারতের দুর্দ্দশার এক মাত্র কারণ, এবং তাহা নিবারণ করা যে একান্ত কর্ত্তব্য ও ডনেল সাহেব তদ্বিষয়ে একখানি বর্ণনাপত্র লিখিয়া ভারতবর্ষের প্রধান সেক্রেটারির নিকট প্রেরণ করেন। শুনা গেল ভারত গবর্ণমেণ্ট উহা পাঠ করিয়া বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্টের উপর এইরূপ হুকুমজারি করিবেন স্থির করিয়াছেন যে জমীদারেরা দুর্ব্বলদের মত প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতে না পারেন এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী সাহেবকে বিশেষ যত্ন পাইতে হইবে।

ডাক্তার কেরার নামে এক ব্যক্তি বলিয়াছেন আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেটে লোকের দাঁত বাঁধাই করিতে বর্ষে বর্ষে ৫৬ মণ স্বর্ণ ব্যয় হইয়া থাকে। ভবিষ্যৎ বৃদ্ধদিগের দাঁত বাঁধাইবার ইচ্ছা এইরূপ বলবতী থাকিলে পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণ তিন শতাব্দীর মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাইবে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

ব্যারিষ্টার উড্রফ সাহেব আগামী অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন।

কাবুলের বর্ত্তমান আমীর আবদুর রহমানেরও [illegible] কপাল ভাঙ্গে, [illegible] হতভাগ্য [illegible] হত্যাকাণ্ডের [illegible] করিয়া যেমন কর্ম্ম [illegible] ভাগ্যে সেরূপ কিছু না ঘটিলেই [illegible] সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা "[illegible] পড়ান।" সম্প্রতি [illegible] ডেলিনিউস [illegible] সম্পাদক সেন্টপিটার্সবর্গ [illegible] আয়ুব আবদুর রহমানেরই [illegible] সেনাপতি বরো [illegible] হিরাত [illegible] সৈন্যের প্রাণ [illegible] এখন তিনি যে স্থানে আছে [illegible] তাহা কেবল আবদুর রহমানের [illegible]।

সংবাদদাতার পত্র

শান্তিপুর।

১। ইদানীং "[illegible]" [illegible] অধিক সংখ্যক যাত্রী লইয়া রজনীতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এতন্নিবন্ধন পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব উক্ত ষ্টীমারের অধ্যক্ষ [illegible] উচিত যে, অধিক সংখ্যক যাত্রী ও মাল [illegible] রজনী যোগে আর ষ্টীমার না চালান। গতবৎসর ঐ [illegible] তাঁহাদের একখানি ষ্টীমার [illegible] হইয়াছিল, এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া ঐরূপ [illegible] কার্য্যে বিরত হওয়াই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ম্ম।

২। এবার [illegible] এখানকার অধিকাংশ [illegible] এমনি বিমুক্তপথ [illegible] হইয়া পড়িয়াছে যে, ঐ সকল পথদিয়া পথিকদিগের গমনাগমন করা [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ [illegible] কোন কোন পথের এমনি দুর্দ্দশা হইয়াছে যে, সেখানে [illegible] গাড়োয়ানদিগের গাড়ী টানা [illegible] কঠিন হইতে হয়। পথিকেরা [illegible] উক্ত [illegible] সশঙ্কিত হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন বৃষ্টির সময় অল্প বৃষ্টির পরে ঐ সমস্ত রাস্তা এমনি [illegible] হইয়া উঠে যে, কোন কোন সময় উহার উপর দিয়া গমনাগমন করা যায় না। [illegible] শান্তিপুর আসিবার [illegible] বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে যে, [illegible] হইলে আরোহিদিগকে [illegible] গাড়ী ঠেলিয়া দিতে হয়। এই [illegible] শান্তিপুর [illegible] রাস্তার কথা। ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম [illegible] কালীন রাস্তার দুর্দ্দশা স্মরণ হইলে পেটের প্লীহা চমকাইয়া উঠে, কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, রাস্তা ঘাটের সাময়িক সংস্কার ও উন্নতি সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষদিগের আশানুরূপ মনোযোগ নাই। মিউনিসিপল তহবিল পুলিসের কৃপায় এমনি শূন্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তদ্দ্বারা রাস্তা ঘাটের সংস্কার করা সুদূরপরাহত। রোডসেস পবলিকওয়ার্কসেসের আদায়ি টাকাগুলি কি বৎসর বৎসর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে ব্যয়িত হইয়া থাকে? মিউনিসিপালিটী কি লোকের নিকট টাকা আদায় করেন না?

৩। এখানে পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারণী সভা নাই, এজন্য পশুর প্রতি অত্যাচারের এমনি দৈনন্দিন বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে যে, ঐ বিষয়ে শান্তিপুরের ভদ্রাভদ্র লোকের হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত আবশ্যক। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানেরা যে সকল অকর্ম্মণ্য ঘোড়া জুড়িয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া উঠে। গরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরাও অকর্ম্মণ্য গরু গাড়িতে জুড়িয়া থাকে এবং তাহারা চলিতে অশক্ত হইলে ঘন ঘন কশাঘাত করে, এমন অবস্থায় ঐ সকল নির্দ্দয় লোকের আইনানুসারে শাস্তি হয়, ইহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। আমরা আশা করি, শান্তিপুর হিতকরী সভা ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে আশানুরূপ উপকার দর্শিতে পারে, কিন্তু উহাতে ডেপুটী বাবুর সহানুভূতি না থাকিলে বাঞ্ছিত ফল লাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

৪। অনেক দিন হইল, শান্তিপুর হিতকরী সভার সুযোগ্য সভাপতি ও সভ্য মহাশয়েরা দেশের হিত সাধন ব্রতে ব্রতী হইয়া নানা হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অর্থাভাবে শান্তিপুরের অন্যান্য হিতকর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি মহারাজ [illegible] গোস্বামী মহাশয় উক্ত সভার সম্পাদককে অবস্থানুরূপ সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিতেছেন এবং ঐ সভায় একটী মুদ্রাযন্ত্র প্রদান করিবেন, এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে ঐ বিষয়ে শান্তিপুরের সমস্ত লোক সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং যাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়া বিদেশে যাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, তাঁহারা যদি সকলে ঐ সভায় অবস্থানুরূপ অর্থসাহায্য করেন, তাহা হইলে শান্তিপুরের প্রকৃত গৌরব রক্ষা হয়। এখানকার হিতকরী সভার সম্পাদক যদি বিদেশে অর্থ ভিক্ষা করেন তাহা হইলে শান্তিপুরের অপমান। কিন্তু আজ কাল শান্তিপুরের মাথা নাই, সুতরাং বিদেশীয় কৃতবিদ্য জমীদার ও ধনাঢ্যদিগের নিকট অর্থ ভিক্ষা না করিলে কখনই হিতকরী সভা দ্বারা শান্তিপুরের প্রকৃত উন্নতি ও মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। একটী মুদ্রাযন্ত্রালয় হইলেই যে কার্য্য হইবে এমন নয়। ঐ সঙ্গে "শান্তিপুর হিতকরী পত্রিকা এবং পুরাণাদি প্রচার করিবার প্রতিজ্ঞা আছে। ঐ সকল বিষয় কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অন্ততঃ দশ হাজার টাকা মূল ধনের আবশ্যক। ঐ টাকা কি শান্তিপুর হইতে সংগ্রহ হইবে? প্রস্তাবিত হিতকরী সভার চাঁদা পুস্তকে পাঁচ শত টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে বৈত নয়, এমন অবস্থায় কাকিনিয়ার প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী, [illegible] গুণগ্রাহী জমীদার শ্রীযুক্ত রায় [illegible] মোহন চৌধুরী বাহাদুর ও কাগমারির বিদ্যোৎসাহী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী মহাশয়দিগের নিকট এবং অন্যান্য সহৃদয় ধনাঢ্য মহাশয়দিগের সমীপে গমন করিয়া অর্থ ভিক্ষা করাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। কারণ ঢাকা জেলার ন্যায় নদীয়া জেলায় সাধারণ হিতকর কার্য্যে সাধারণের আশানুরূপ সহানুভূতি লাভের অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

গত সোমবাসরীয় সোমপ্রকাশের বিবিধ সংবাদস্তম্ভে রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর অযথা প্রশংসা করিয়া যে ব্যক্তি পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার স্পষ্ট নাম ধাম প্রকাশ করা উচিত। কারণ উক্ত ডেপুটী বাবুর অত্যাচার নদীয়া জেলায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আপনার শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা, পুলিস ইনস্পেক্টর শ্রীরাম সরকার, ও ধন গ্রামের অর্জ্জুন পাঁড়ইএর মকদ্দমা তিনটী উহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক প্রমাণ আছে। তবে যে উক্ত ডেপুটী বাবুকে রাণাঘাটে রাখিবার জন্য এক হাজার ভদ্রাভদ্র লোক স্বাক্ষর করিয়া মাননীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের হুজুরে দরখাস্ত করিয়াছেন, তাহার আসল মতলবটী আপাততঃ দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকায়িত রহিয়াছে। দরখাস্তকারিদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই উক্ত দরখাস্ত লিখিত বিষয়ের কিছুই অবগত নহেন। ব্যক্তি বিশেষের অনুরোধে প্রায় সকলেই উহাতে স্বনাম স্বাক্ষরিত করিয়াছেন। আমরা উহার বিশেষ প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

কাবুলের যুদ্ধ সংবাদ।

[illegible] দিন দিন বড়ই উৎপাত করিতেছে। জেনেরল [illegible] নামক স্থান পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার অধীনে ২০ হাজার সৈন্য রহিয়াছে।

৯ই আগষ্ট কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে আয়ুব খাঁ নগর আক্রমণের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি দুর্গ ভগ্ন করিবার চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছেন না।

সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহ-রোগের অন্যান্য ঔষধ [illegible] থাকে, কিন্তু ইহাই [illegible] সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাব কালীন জ্বালা, [illegible], রক্ত প্রস্রাব, খড়ি [illegible] বর্ত্তমান থাকিলে আশু [illegible] হইবে। [illegible] শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর, [illegible] প্রভৃতি রোগ সকলও [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] চিকিৎসা নিষ্ফল হইলেও [illegible] হইবে না। যদি নিষ্ফল হয়, [illegible] মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। ১ শিশির [illegible]।

মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় [illegible] আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল-পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল [illegible] ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশে-ষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষুর জ্যোতিবৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল [illegible]। বিবিধ কারণে মানব শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ [illegible] শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান্ ও [illegible] বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা [illegible], [illegible], বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন [illegible], [illegible], হঠাৎ চীৎকার, হাস্য, ক্রন্দন [illegible] এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল [illegible] হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে মন পুলকিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং [illegible]।

কামোদ্দীপক রসায়ন।

[illegible] মানসিক [illegible], [illegible] [illegible] পীড়া, আর ইন্দ্রিয় [illegible], [illegible], মায়ু বিকার বা উহার নিস্তেজতা [illegible] সর্ব্বদা রেতঃ [illegible], অধিক স্বপ্নদোষ, [illegible], শিথিল ইন্দ্রিয়, [illegible] [illegible] প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, [illegible] এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং [illegible] সংশোধিত হয় এবং সমধিক [illegible] করে। ১৫ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য [illegible]।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

[illegible] বাটী।

[illegible]।

[illegible], বৈষ্ণবপাড়া

সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের খণ্ড অপর মাসে প্রচারিত হইয়া পাঠকগণকে উত্ত্যক্ত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৩ ফর্ম্মা করিয়া উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। উহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আটশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ১১০ ডাক মাশুল ১৸০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অর্দ্ধ মূল্য ২ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ৩, লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একযোগে লইলে ১০ টাকা স্থলে ৯৸০ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস ময়মনসিংহ।	শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল। ভারতমিহির ও ভারতমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

শারীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

...

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থে নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ ৬টী সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, শুক্রের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া " প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে " স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵০ পোয়া ... ... ৩ টাকা।
তৈল ।০ পোয়া ... ... ৪ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১৸০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৵০ আনা।

শিবাঘৃত।

(নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতি। পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ [illegible] শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সম্পাদিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার ...মূল্য ... [illegible] টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... ৵০ আনা।

শারিবা-আসব।

ইহার ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্তদোষ, পারাদোষ (অর্থাৎ পারা যে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে) বা তরুণ নালি [illegible] শোথ, গাত্রকণ্ডূ, শরীরের চঞ্চলতা, স্ফূর্ত্তিবিহীনতা, মস্তক ঘূর্ণন হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গর্মির পীড়া জন্য যে যে সকল বিকৃত চিহ্ন বা ক্ষত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ, , পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸ বার আনা।

পুস্তক বিক্রয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কল্পদ্রুম ও সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নিকট আসিলে বা মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

পুস্তক	মূল্য
বিদ্যালতা।	৸৹ আনা
কৃষিতত্ত্ব	১
নীতিসার ১ ম ভাগ	৶৹
ঐ ২ য় ভাগ	৶৹
ঐ ৩ য় ভাগ	।৹
নিসর্গ সুন্দরী	।৶৹
বঙ্গাঙ্গনা কাব্য	১৲
যৌবন সুহৃদ	৸৹
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	॥৹
সংকেতসার	৵১৹
সভ্যতা সোপান	।৹
যোগিনী	১৲
কাশীমাহাত্ম্য প্রথম ভাগ।	॥৹
ঐ ২ য় ভাগ	॥৹
বিশ্ববিষচিকিৎসা	৸৹
দশরথ বিলাপ	॥৹
অবকাশ রঞ্জিনী	১
বালীবধ কাব্য	১
নির্ব্বাসিতের বিলাপ	৸৹
ভারতীয় গ্রন্থাবলী	১
কান্তির কুসুম	১॥৹
ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত	॥৹

ব্রহ্মচারী দত্ত মহৌষধ।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হয়। ৪১ দিনের সেবনোপযুক্ত ঔষধের মূল্য ৫ টাকা ২১ দিনের ২৸৹ ও সাত দিনের ১ টাকা। যাহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ বেয়ারিং পাঠান যাইবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ দুবে
মিসিরপোখরা বেনারস

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের দশম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৫৲ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥৹ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ইহা কুত্রাপি প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। দশম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। সরোজসুন্দরী।
২। একাদশ অবতার।
৩। দুর্য্যোধনের প্রতি ভীম।
৪। উপন্যাস।
৫। সাংখ্যদর্শন।
৬। মৃচ্ছকটিক।
৭। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৮। পিপীলিকা না বাঙ্গালী কে ভাল?
৯। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
১০। মনুসংহিতা।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতায় কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫॥৹ টাকা, ডাক মাশুল ।৹

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগর্ম্মি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১॥৹ টাকা ডাকমাশুল ৶৹

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদি চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল।৹

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৶৹

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্বতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ॥৶৹

সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ,বাধক রোগ ও বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ।৹

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১॥৹ ডাকমাশুল ॥৶৹

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কলিকাতা ১০

শ্রীযুক্ত বাবু জীবনকৃষ্ণ বর্ম্মা—বোয়ালিয়া ১০

" " উপেন্দ্রনাথ মিত্র—ইন্দোর ৭

" " যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা ৫৷।

" " গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ রঙ্গপুর ৭

" " প্যারিমোহন মিত্র—মির্যানসির ৭

" " কৃষ্ণকিশোর রায় (১) সমুদ্রাদমদমা ৭

(১) গত ২৬ এ শ্রাবণের মূল্যপ্রাপ্তিতে ভ্রমক্রমে কৃষ্ণকিশোর রায় না হইয়া কৃষ্ণকিশোর দাস হইয়াছিল।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ লইতে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের অধীন চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ২০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৭ সাল। ১৫ ই ভাদ্র। ইং ১৮৮০। ৩০ এ আগস্ট। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

প্রেরিতপত্র।

১১ ই শ্রাবণের সোমপ্রকাশে ঈশ্বর সিদ্ধি প্রস্তাবে যে সকল [illegible] লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা কতদূর [illegible] করিয়াছে, বিচার [illegible] অদ্যকার প্রবন্ধের এক [illegible] উদ্দেশ্য [illegible]।

ঈশ্বর সম্বন্ধে অদ্যাপি এমন কোন যুক্তি অথবা [illegible] উদ্ভাবিত হয় নাই, যদ্দ্বারা তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, "আর্য্য জাতীয়দিগের বুদ্ধি যখন [illegible] ছিল, তখনই আস্তিকতা শব্দের সৃষ্টি হয়, [illegible] কতকগুলি আর্য্যের বুদ্ধি কুট-পথ গামিনী হয়, সেই সময়ে আস্তিকতার সহিত ন শব্দ সংযোজিত হইয়াছে।" বস্তুত একথা যথার্থ। তাঁহারা যখন নিতান্ত নির্ব্বোধ ও অজ্ঞ (১) ছিলেন, তখন তাঁহাদিগের বুদ্ধি-শক্তি তাদৃশ মার্জ্জিত ও পরিপক্ক হয় নাই, তখন তাঁহারা নানা বিষয়েই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তরোত্তর বুদ্ধির পরিমার্জ্জন সহকারে তাঁহারা প্রকৃত সত্যের সন্নিকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। প্রখর-বুদ্ধিশালী কপিল অথবা শাক্যসিংহের মত ভারতে বহুদিন আদৃত হয় নাই বটে, কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্য মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন? তখন আমরা সর্ব্ব প্রথমে শাক্যসিংহেরই নাম করিব। যত লোক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী, তত সংখ্যক অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই (৩)। আবার বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদি সাংখ্যদর্শন। অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শনশাস্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে তন্মধ্যে কেহই সাংখ্যের ন্যায় বহু ফলোৎপাদক হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় এক স্থানে বলিয়াছেন, ঈশ্বর যদি মনুষ্য-হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ নিহিত না করিতেন, ধর্ম্ম ও দেবপূজা সম্বন্ধে কখন অনুকার্য্য অনুকারক ও অনুকরণ প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হইত না। এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে মনুষ্য অপূর্ণ জীব। আপনা হইতে অধিকতর বলবান অথবা গুণবান দেখিলে মনুষ্যের হৃদয়ে ভক্তির উদয় হওয়া স্বাভাবিক। এই জন্য যে যখন তুষার মণ্ডিত হিমালয়, দিগ্‌দাহকারী দাবদাহ, বিস্তৃত শাখা প্রসারক বিশাল বটবৃক্ষ, বিবিধ বিভীষিকা সংযুক্ত জনশূন্য মহারণ্য, হৃৎকম্প-কারক বজ্রধ্বনি, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ নৈসর্গিক বস্তু ও ব্যাপারের স্বভাব ও গুণ কিছুই পরিজ্ঞাত ছিল না, যখন এই সকল প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ সমুদায় তাহার অন্তঃকরণকে ভীত চমৎকৃত এবং অভিভূত করিয়াছিল, তখন উহাদিগকে সচেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

ঈশ্বর মনুষ্য-হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ নিহিত করিয়াছেন বলিয়া ধর্ম্ম ও দেবপূজার সৃষ্টি হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় অন্য স্থলে বলিয়াছেন; "অধিকাংশের মত ধরিয়াই সকল কাজ হইয়া থাকে, সেই অধিকাংশের মত ধরিয়া বিচার করিতে গেলেও ঈশ্বরসত্তা সপ্রমাণ হইতেছে।" একথা কতদূর যথার্থ একবার বিবেচনা করা যাউক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বর সুতরাং অধিকাংশের মত ধরিয়া বিচার করিলেও ঈশ্বরসত্তা সপ্রমাণ হইল না।

প্রতিবাদক বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গতঃ ষড় দর্শনের উল্লেখ করিয়া কেবল মাত্র গৌতম সূত্র দ্বারা সাংখ্যদর্শনের মত খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছেন সে যাহা হউক, সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ী চিরকাল বুদ্ধি-শক্তিকে ভয় করিয়া আসিতেছেন ইহা প্রসিদ্ধ আছে। বেচরাম বাবু আত্ম প্রত্যয়কে একটী প্রম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ বিষ আমাদের স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় আছে আর আছে, তাহাতেও মনুষ্যের এত ভ্রম এত মতভে জন্মে যে তাহারও নিশ্চয় করা বিচারাধীন হই উঠিয়াছে। ফলতঃ বিশুদ্ধ বুদ্ধি, তত্ত্ব-লাভের একমা সোপান। বুদ্ধি বিচার ব্যতিরেকে তত্ত্ব নিরূপণ ক আর চক্ষু কর্ণ ব্যতিরেকে দেখিতে ও শুনিতে পাও উভয়ই তুল্য। কুসংস্কার-শূন্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি জ্ঞানরূ পুণ্য-তীর্থের যে স্থানে বা যে অবস্থায় লইয়া যায় সেই স্থানে ও সেই অবস্থায়ই যাইব এই প্রতিজ্ঞ করিয়া যে সমস্ত তেজস্বী বুদ্ধিমান মনস্বী ব্যক্তি বুদ্ধি চালনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃতরূপ তত্ত্বানুরাগী পরিশুদ্ধ যুক্তি প্রণালী যে কিছু তত্ত্ব উদ্ভাবন করে তাঁহারা কেবল তাহাকেই কল্যাণকর ও পরম পুরুষার্থ বোধ করিয়া জ্ঞানরূপ অমৃতরস পানে পরিতৃপ্ত হন। যাঁহারা এইরূপ বোধ না করেন, তাঁহারা কদাচ তত্ত্বানুরাগী নহেন, আপনাদের মনঃকল্পিত মতের ও চিরসঞ্চিত কুসংস্কারেরই অনুরাগী।

বেচারাম বাবু এক স্থলে বলিয়াছেন "আজকাল এখানে ওখানে দুই একজন ইংরাজ অথবা জর্ম্মাণ উঠিয়া জগতকে শিক্ষা দেন যে আত্মা নাই শরীরই সব, ঈশ্বর নাই সৃষ্টিই সব" ইত্যাদি। বাস্তবিক তিনি পরিহাসচ্ছলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ কথা। দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ নাই। যেমন সুরা সমুদ্ভাবক দ্রব্যচয় সমবেত হইলে মাদকতা শক্তি জন্মে, তদ্রূপ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, এই চারি ভূতের সংযোগে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ। চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যো চৈতন্যমুপজায়তে॥ সুতরাং যখন মৃত্যুকাল ঘটিবে

(১) আমরা [illegible] বাক্যগুলি বাবুর লিখিত নীতি [illegible] প্রকাশ করিলাম। কিন্তু একপ অনিয়ত লিখিলে কোন [illegible] মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদিগের [illegible] এই যে [illegible] বাবু একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্বের বাক্যপত্রের প্রসঙ্গে [illegible] বাবু লিখিয়াছিলেন জগৎ স্বয়ম্ভূ। তদুত্তরে আমরা কহি [illegible] জগৎ স্বয়ম্ভূ হইতে পারে না। তাহার কারণ এই [illegible] যাবতীয় পদার্থ কার্য্যকারণভাবের অনুগত হইয়া জন্ম স্থিতি ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে। জগৎ জন্য ও নশ্বর পদার্থ সমূহের সমষ্টি মাত্র। অতএব জগৎ কিরূপে স্বয়ম্ভূ হইতে পারে? [illegible] বাবু যদি প্রমাণ করিতে পারেন জগৎ স্বয়ম্ভূ, তাহা হইলে ঈশ্বরের সত্তা ও অসত্তা [illegible] এই [illegible] হইয়া [illegible] নিষ্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। স।

(২) সভ্যদের [illegible] ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে কল্যাণাদক, ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমরা ও [illegible] করিয়াছিলাম। ঈশ্বর যে [illegible] আমাদিগের জীবনের সহিত অনুস্যূত করিয়া দিয়াছেন, [illegible] অভাবে ও [illegible] অবস্থাতেই প্রকাশ পায়। [illegible] জীবনের [illegible] বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত মাতৃস্তন্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। [illegible] শুনগান করে, ইহা দেখিয়া [illegible] বুদ্ধিমান সকলেরই এই সংস্কার, ঈশ্বর [illegible] করিয়াছেন। কিন্তু প্রখরবুদ্ধি [illegible] নিজেকে যেন খাওয়াইয়া [illegible] তাহাকে খাওয়াইলে [illegible] নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে [illegible] তার্কিক ভায়া ঘোর [illegible] ও সরল পথে চলিবেন, [illegible] না। অজ্ঞান ও নির্ব্বো[illegible] ধর্ম্ম বুদ্ধি [illegible] দ্বারা [illegible] হইতেছে, ঈশ্বর হৃদয়ে [illegible] নিহিত করিয়াছেন। বুদ্ধিবিকাশের অভাবে সেই ধর্ম্মবীজ নানারূপে অঙ্কুরিত হইতে পারে। কিন্তু বীজ যদি হৃদয়নিহিত না হইত, তাহা হইলে কখন তাহার কোন প্রকার অঙ্কুরের উদয় হইত না। ঈশ্বর মনুষ্য হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ নিহিত করিয়াছেন, তাহার অন্য প্রমাণ এই অজ্ঞ লোকে তুষার মণ্ডিত হিমালয় ও দিগদাহকারী দাবদাহ [illegible] অন্যরূপ জ্ঞান না করিয়া সচেতন দেবতা জ্ঞান করে কেন? স।

(৩) পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অনেক আছে বটে কিন্তু তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের কিছুই জানে না। দুর্ভিক্ষকালের ও জঙ্গলের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা যেরূপ, বৌদ্ধেরাও ঠিক সেইরূপ। বুদ্ধ ঈশ্বর পূজা করুন না করুন কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। একপ বৌদ্ধ গণনায় অধিক থাকিতে পারে। অন্য দেশের কথা থাকুক, আমাদের দেশের কথাই বলি। ভারতবর্ষীয় দর্শনকারদিগের মধ্যে কয় জন আস্তিক আর কয় জন নাস্তিক? স।

যখন উক্ত চারি ভূতের বিয়োগ ঘটিবে তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে। দেহাতিরিক্ত আত্মা কোন স্থলেই প্রত্যক্ষ করা যায় না। যেখানে চৈতন্য লক্ষিত হয়, সেখানেই তাহা দেহান্তর্গত। অতএব দেহের বিনাশে তাহার স্থিতি অসম্ভব। বহুব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে, জীব-দেহের স্নায়ুমণ্ডলের তারতম্যানুসারে মানসিক শক্তির তারতম্য ঘটে। মেষের এবং মানুষের মস্তিষ্কের প্রভেদ দেখিলেই জানা যায় যে উভয়ের বুদ্ধির অত্যন্ত প্রভেদ হইবে। আবার দেখা যায় যে মস্তিষ্কের অংশ বিশেষের পীড়া হইলে মানসিক শক্তি বিশেষের হ্রাস বা লোপ হয় এবং বৃদ্ধকালে মস্তিষ্কের ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা সহকারে মনের ক্ষীণতা এবং দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং চৈতন্যসমন্বিত মানসিক ব্যাপার সমুদয় স্নায়ুমণ্ডলের উপর বিশেষতঃ মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। অতএব যখন দেহের কল ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং স্নায়ুমণ্ডল তদীয় উপাদাননিচয়ে পরিণত হইবে। তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে। ফলতঃ

১ ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক কিসে জানিতেছ? শরীর-তত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীরই বা শরীরের অংশ বিশেষই আত্মা।

২ য়। আত্মাই যে সুখ দুঃখ ভোগী তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রকৃতি সুখ দুঃখ ভোগী নহে কেন?

৩ য়। দেহ নাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধর্ম্মপুস্তকে বলে, কিন্তু তদ্ভিন্ন অণুমাত্রও প্রমাণ নাই। আত্মার নিত্যত্ব মানিতে হয়, মানিব; কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকের আজ্ঞানুসারে দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে মানিব না।

৪ র্থ। দেহ ধ্বংসের পর আত্মা থাকিলে তাহার যে আবার জরা মরণাদি দুঃখের সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই।

এখন ঈশ্বর সংক্রান্ত প্রমাণের কথা উল্লিখিত হইতেছে। প্রত্যক্ষই জ্ঞানের এক মাত্র মূল সকল প্রমাণের মূল। আমরা কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। এই গৃহ, এই বৃক্ষ এই নদী, এই পর্ব্বত আমার সম্মুখে রহিয়াছে, তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। এজন্য জানি যে এই গৃহ, এই বৃক্ষ, এই নদী, এই পর্ব্বত আছে। অতএব জ্ঞাতব্য পদার্থের সঙ্গে চক্ষুইন্দ্রিয়ের সংযোগে আমাদিগের এই জ্ঞান লব্ধ হইল। দৃষ্ট পদার্থ-বিক্ষিপ্ত-রশ্মি আমাদিগের নয়নাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দৃষ্টি হয়। ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। এইরূপ গৃহমধ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম, মেঘ গর্জ্জিতেছে, পক্ষী ডাকিতেছে; এখানে মেঘের ডাক পক্ষীর রব আমরা কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ। এইরূপ চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, ত্বাচ এবং রাসন পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচ প্রত্যক্ষ। তাহার পর দেখিতে হইবে যে অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান হয় না। তুমি যদি কখন পূর্ব্বে মেঘ না দেখিতে, বা আর কেহ কখন না দেখিত, তবে তুমি রুদ্ধ দ্বার গৃহ মধ্যে মেঘ গর্জ্জন শুনিয়া কখন মেঘানুমান করিতে পারিতে না: তুমি যদি কখন কোন ব্যক্তিকে গমন ক্রিয়া ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে দেখিতে, তাহা হইলে কখনও একজনকে এক বাসা হইতে অপর বাসায় দেখিয়া তাহার গমন-কার্য্য স্বীকার করিতে না। এই রূপে দেখা যাইবে যে, একটী অনুমানের মূল বহুতর বহুজাতীয় পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ মূলক জ্ঞান সকল টুকু আমাদিগের নিজ প্রত্যক্ষ জাত নহে। প্রত্যক্ষ জাত সংস্কার পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের যে প্রত্যক্ষ জাত সংস্কার, আমি তাহা কিয়দংশে প্রাপ্ত হইয়াছি। বহির্বিষয়ের জ্ঞান লাভার্থে যেমন আমাদের শারীরিক কয়েকটী দ্বার অথবা সামান্যতঃ ইন্দ্রিয় আছে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভার্থ তদ্রূপ কোন ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ নাই, সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইবে না। যদি বল শেষ অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু তাহাও অসম্ভব। কারণ

১। যখন আমরা জানি অথবা দেখি যে অমুক কারণ হইতে অমুক কার্য্য উদিত হয়, তখনই আমরা সেই কার্য্য দেখিলে সেই কারণের অনুমান করিতে পারি। নহিলে নহে?

২। আমরা ঈশ্বররূপ আদি কারণকে কখন জগৎ সৃষ্টিরূপ কার্য্য করিতে দেখি নাই, তখন আমরা কি ন্যায়ে জগৎ কৌশল-দেখিয়া তাহার আদি কারণ ঈশ্বরের অনুমান করিতে যাই।

৩। মনুষ্য অগ্রে কল্পনা ও সংকল্প করে, তৎপরে সেই কল্পনানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করে। সেই কার্য্য কল্পনার ফল অথবা অবয়ব মাত্র। অগ্রে অট্টালিকার নক্সা প্রস্তুত হয়। তৎপরে সেই নক্সানুসারে অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। তজ্জন্য আমরা একটী অট্টালিকা দেখিলে অনুমান করিতে পারি যে, তাহা পূর্ব্বে নির্ম্মাতার মনে কল্পনা রূপে অবস্থিত ছিল। অথবা তাহা কল্পনারই ফল মাত্র। ইহা মানুষ ব্যাপার।

৪। কিন্তু এই বিশ্ব-ব্যাপার ও ব্রহ্মাণ্ড কোন মানুষ কার্য্যের সহিত তুলনীয় নহে অথবা মানুষ কার্য্যের সংস্থাপিত ন্যায়ে (Analogy) ইহার কারণ অনুমিত হইতে পারে না। যেহেতু:—

৫। ঈশ্বরকে আমরা কখন কল্পনা করিতে দেখি নাই. অথবা মানবাতীত অন্য কারণের কার্য্য যে মানবীয় কার্য্যের ন্যায় কৌশল ও কল্পনা সম্ভূত হইবে. তাহা কিরূপে অনুমিত হইতে পারে?

৬। কল্পনার অনুমান ও কৌশল উদ্ভাবন করা মানব মনের ধর্ম্ম। মানব আত্মবৎ জগৎকে দেখিয়া মানবের চিন্তা কৌশলের সৃষ্টি না করিয়া কোন বিষয় অপর বিষয়ের সহিত পরস্পর সম্বন্ধে অনুবদ্ধ করিতে পারে না। সেই জন্য আমরা অভ্যাস বশতঃ বিশ্বব্যাপার ও কৌশলের অনুমান করিয়া থাকি। কিন্তু মানব মন নিজ স্বভাব নিবন্ধন যে কৌশলের অনুমান করিতে যায়, সেই কৌশলেই যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? মানবের মন ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ নহে ব্রহ্মাণ্ড মানবের নিকট যেরূপ প্রতীত হয়, তাহা মানবের অনুমান মাত্র।

৭। অতএব ঈশ্বর রূপ আদি কারণে কৌশল কিরূপে আরোপিত হইতে পারে?

৮। অতএব ব্রহ্মাণ্ডরূপ অদ্বিতীয় কার্য্যেরও যে কারণ আছে, তাহার প্রমাণ অভাব। যেহেতু কারণ ব্যতীত যে কার্য্য হইতে পারে না, সে তর্ক ব্রহ্মাণ্ডরূপ জাবতীয় কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অসিদ্ধ।

তাহার পর শাব্দ প্রমাণ। প্রগাঢ় দর্শন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে একটী প্রমাণ মধ্যেই গণনা করেন না। দেখা যাইতেছে সকলের কথায় বিশ্বাস অকর্ত্তব্য। যদি একজন বিখ্যাত মিথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে, সে জলে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়া আসিয়াছে, তবে একথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। তাহার উপদেশে প্রমা জ্ঞানের উৎপত্তি নাই। ব্যক্তি বিশেষের উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তবে সেই জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে, আদৌ মীমাংসা আবশ্যক যে কে বিশ্বাস যোগ্য কে নহে? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ মীমাংসা করিব? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ঋষাদির কথা আপ্ত বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিব এবং রামু ও শ্যামুর কথা অগ্রাহ্য করিব? দেখা যাইতেছে, যে অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে হইবে। মনুর সঙ্গে পলীন পাদরী সাহেবের মতভেদ। তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিতেছ যে মনু অভ্রান্ত ঋষি এবং পাদরী সাহেব স্বার্থপর সামান্য মনুষ্য। এ জন্য তুমি অনুমান করিলে যে মনুর কথা গ্রাহ্য. পাদরীর কথা অগ্রাহ্য। মনুর ন্যায় অভ্রান্ত ঋষি গোমাংস

উক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া তুমি অনুমান করিলে গোমাংস অভক্ষ্য। অতএব শব্দকে একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া [illegible] বল না কেন? শুধু আমাই নহে [illegible] কতকগুলি উপদেশ গ্রাহ্য কর, [illegible] কতকগুলি অগ্রাহ্য করিয়া থাক। [illegible] সম্বন্ধে নিউটনের [illegible] গ্রাহ্য কর, কিন্তু আলোক সম্বন্ধে তাহার [illegible] তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি [illegible] ইয়ং ও ফ্রেস্নেলের মত গ্রহণ কর। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ [illegible] অনুমিতিকেই পাওয়া যাইবে। অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছ যে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের মত, তাহা সত্য. আলোক সম্বন্ধে তাঁহার মত তাহা অসত্য। যদি শব্দ একটী পৃথক প্রমাণ হইত, তবে তাঁহার সকল মতই তুমি গ্রাহ্য করিতে। ভারতবর্ষে তাহার [illegible]। ভারতবর্ষে যাহার মত গ্রাহ্য বলিয়া স্থির হয়, তাহার সকল মতই গ্রাহ্য হয়, ইহার কারণ শব্দ একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য। এইরূপ বিশেষ বিচার ব্যতীত ঋষি ও পণ্ডিতদিগের মত মাত্রেই গ্রহণ করা ভারতবর্ষের অবনতির একটী যে কারণ ইহা বলা বাহুল্য। বেদাদি শাস্ত্র অভ্রান্ত নহে। সুতরাং উঁহাকে আপ্ত বাক্য বলিয়া গ্রাহ্য অথবা তদুপরি নির্ভর করিয়া ঈশ্বর বা পরলোক মানা যায় না।

বিগত বারে সাংখ্যদর্শনের মত গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর সিদ্ধি প্রমাণ করাতে অনেকেই আমাকে কপিল শিষ্য মনে করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ভ্রান্তি নিরসনার্থে বলিয়া রাখিতেছি স্বকীয় মতের দার্ঢ্য সংসাধনার্থ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যুক্তি বা প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেই তাহার মতাবলম্বী হইতে হয় না। আমি সকল বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের অনুসারী নহি। এবার আমার মতের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিলে বুদ্ধিমান মনে করিবেন যে, জ্ঞান বুদ্ধি সংস্কারে বিবেচনা শক্তির ও তারতম্য হইয়া থাকে *।

নিরীশ্বরবাদ।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সেন বিগত ১[illegible] ভাদ্রের সোমপ্রকাশে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সোমপ্রকাশের পত্রপ্রেরক রাজবিহারী বাবুর পক্ষ সমর্থন এবং নিরীশ্বরবাদীদিগকে নাস্তিকতার অপবাদ হইতে রক্ষা করা তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু ইহা জানিতেছি যে, তাঁহার সেই পত্রখানি দ্বারা নাস্তিকতার পোষকতা করা হইয়াছে। কেবল ঈশ্বর বা ব্রহ্ম অস্বীকার করিলেই যে নাস্তিক হয় এমন নহে, উহা ত মোটামোটি হিসাবের কথা; সূক্ষ্মভাবে বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে, যিনি ঈশ্বর স্বীকার করেন অথচ তাঁহাকে জ্ঞান ভাব শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ বলেন না, অথবা যিনি ঈশ্বর (ব্রহ্ম) মানেন অথচ তাঁহাকে বিশ্বের স্রষ্টা না বলিয়া নির্ম্মাতা বলেন অথবা যিনি ঈশ্বর মানেন অথচ তাঁহার ন্যায় অথবা তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন; অথবা যিনি ঈশ্বর মানেন অথচ বলেন যে, তাঁহার সহিত এক্ষণে এ সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ নাই; তিনি বলেন ঈশ্বর থাকিলেও থাকিতে পারেন কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে দুর্জ্ঞেয়, অথবা যিনি ঈশ্বর স্বীকার করিয়াও তাঁহার আরাধনা ও উপাসনা করার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, তাঁহাকে অবশ্যই নাস্তিক মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। কারণ আমাদের যিনি ঈশ্বর, তাঁহার যাহা স্বরূপ, (জ্ঞানে মঙ্গলভাবে ও শক্তিতে তিনি পূর্ণস্বরূপ, তাঁহার আদি ও অন্ত নাই তিনি নিত্য, তিনি আনন্দস্বরূপ, নির্ব্বিকার ও একমেবাদ্বিতীয়ং, তিনি নিরবয়ব শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পবিত্রস্বরূপ তিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা) তাহা যদি আমরা বিনীত হৃদয়ে ও অবনত মস্তকে স্বীকার না করি, তাহা হইলে তাঁহাকে কেবল নাম মাত্রে স্বীকার করা আর না করা উভয়ই সমান। শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাঁহাকে কেবল মুখের কথায় স্বীকার করিয়াছেন মাত্র, কাজে কিছুই স্বীকার করেন নাই—অধিক কি, তাঁহার পূজা করা মনুষ্য মাত্রেরই যে একান্ত কর্ত্তব্য তিনি তাহা মুখের কথাতেও একবার বলেন নাই!! তিনি একটি নূতন ঈশ্বরের উপাসনার কর্ত্তব্যতা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু যিনি সকলের ঈশ্বর, যিনি তাঁহার ব্রহ্ম, তাহার উপাসনা করা তাঁহার বিবেচনায় বোধ হয় আবশ্যক নাই!! মুঙ্গের আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার সম্মতি ক্রমেই শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাঁহার পত্রখানি প্রকাশ করিয়াছেন আমাদিগকে ইহাই কি বুঝিতে হইবে?

শ্রীকৃষ্ণ বাবুর পত্রখানি সম্বন্ধে আমাদের যে সকল বক্তব্য আছে তাহা ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে। প্রথম, তিনি লিখিয়াছেন রাজবিহারী বাবু নিরীশ্বরবাদী হইলেও নাস্তিক না হইতে পারেন। সুতরাং তাঁহার কথায় উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া তিরস্কার করিয়া আমরা ভাল কাজ করি নাই। (ক) শ্রীকৃষ্ণ বাবু পরমাত্মা ও ঈশ্বর লইয়া যে এক গোল তুলিয়াছেন, রাজবিহারী বাবু তাহা তোলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় তর্ক প্রিয় দুই একজন লোক ব্যতিরেকে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেই যে মহান প্রভুকে গড, আল্লা, খোদা, ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, জগদীশ্বর প্রভৃতি বলিয়া থাকেন, সেই প্রভুকেই তাঁহারা এক বাক্যে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। রাজবিহারী বাবুও তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই ঈশ্বর বলিয়াছেন এবং তাঁহারই (অন্য ঈশ্বরের নহে) অস্তিত্ব স্বীকারে অসম্মত হইয়াছেন। তাঁহার পত্রত্রয় ইহার প্রমাণ। সুতরাং তাঁহার প্রতি নাস্তিকতাপবাদ দিয়া অন্যায় করা হয় নাই। (খ) একে ত নাস্তিকের সহিত তর্ক করিতে ভয় হইয়া থাকে, তাহাতে আবার রাজবিহারী বাবু বড় উদ্ধত। তিনি বঙ্গদর্শন কারের ভাষা বচনাকে নিজের রচনা বলিয়া সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ করাতে তীক্ষ্ণস্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বিহারী বাবু যখন তাহা ধরিয়া দিলেন, তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, এবারে রাজবিহারী বাবু অবশ্যই হেট মস্তক হইবেন এবং উদ্ধতভাব ত্যাগ করিয়া নিজের দোষ স্বীকার করিবেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তাহার পরিবর্ত্তে তিনি অধিকতর উদ্ধত ভাবে সমরাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হন এবং বিহারী বাবুকে অসঙ্গত গালিবর্ষণ করেন। রাজবিহারী বাবুর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত না হইবার ইহা একটি কারণ (গ) বিচার করিবার একটি নিয়ম এই, প্রতিপক্ষ যে মত প্রকাশ করিবে বা যে প্রশ্ন উত্থাপন করিবে, অগ্রে সে মত খণ্ডন অথবা সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত পরে নিজের যে প্রশ্ন থাকিবে, তাহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু রাজবিহারী বাবুর সেরূপ অভ্যাস নাই; সুতরাং তাঁহার সহিত বিচার করিয়া সুখ বা উপকার অথবা কোন বিষয়ের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার সহিত বিচারে বিরত হইবার আর একটি কারণ এই।

দ্বিতীয়। শ্রীকৃষ্ণ বাবু ঈশ্বরকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, অচিন্ত্য উপাধিশূন্য, আদ্যন্ত রহিত, পবিত্র, শান্ত, নির্গুণ, নিরবয়ব, নিত্যানন্দ, নিত্যসুখ ও নিত্যজ্ঞানাদি স্বরূপ অদ্বিতীয়, চৈতন্যই ব্রহ্ম; আর যে ব্রহ্মসত্তা নিজ প্রকৃতি আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা হয়েন, তিনিই ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ বাবু এই বিভিন্নতা দেখাইয়া ভাল কাজ করেন নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি ব্রহ্মের যে স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাঁহার সেই স্বরূপ আছে, তাঁহাকেই কি ঈশ্বর বলিয়া লোকে পূজা করেন না? নামে আসে যায় কি? তিনি ঈশ্বরের যে স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই স্বরূপ যাঁহার, লোকে তাঁহাকেই ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন,

* প্রবন্ধ সম্বন্ধে [illegible], [illegible], ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় [illegible] সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য আমি [illegible] নিকট সাধারণ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

তিনি একথাও বলিতে কি সাহসী হইবেন? তিনি যদি বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের যেরূপ বর্ণনা আছে তিনি কেবল তাহাই লিখিয়াছেন। এ উত্তর সম্বন্ধে আমাদের প্রথম কথা এই, হিন্দু শাস্ত্রের কথা লিখিবার কি প্রয়োজন ছিল? হিন্দুশাস্ত্র লইয়া ত বিচার আরম্ভ হয় নাই? দ্বিতীয় কথা এই হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ ও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ বড় বড় পণ্ডিতদিগের নিকটে ঈশ্বরের নাম করিলে তাঁহারা তাঁহাকে কি বুঝেন? শ্রীকৃষ্ণ বাবু যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন তাঁহাকেই কি তাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া বুঝেন না? শেষ কথা এই, শ্রীকৃষ্ণ বাবু কেবল যে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এমন নহে, সেই সঙ্গে তিনি তাঁহার নিজের মতও প্রকাশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে আমরা যাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করি তিনি ব্রহ্ম নহেন।

তৃতীয়, শ্রীকৃষ্ণ বাবুর পত্রখানি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলে ইহাই বোধ হয় যে, তিনি নাস্তিকতার সহকারিতা অর্থাৎ কপিলের প্রকৃতিবাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন—কপিলের পুরুষ ও প্রকৃতিকে তিনি পরমাত্মা (ব্রহ্ম) ও ঈশ্বর বলিয়াছেন। তাঁহার মতের সহিত কপিলের মতের কোন্ কোন্ বিষয়ে ঐক্য আছে এক্ষণে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। সাংখ্যকার কপিলের মতে দুইটি নিত্য পদার্থ আছে, আর কিছুই নাই। সেই দুইটির নাম অপরিণামনিত্য, আর পরিণামনিত্য। যাহার পরিণাম নাই উৎপত্তি নাই বিনাশ নাই এবং যাহা পরিণামনিত্যপদার্থ হইতে অযুক্তাবস্থায় নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, নির্লেপ, স্বতন্ত্র, নির্ব্বিকার, চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ও চৈতন্যরূপী তাহাই অপরিণামীনিত্য এবং তাহাই কপিলের "পুরুষ" (আত্মা)। আর যাহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে অথচ অবিনাশী এবং মৌলিক অবস্থায় যাহা সূক্ষ্ম, ব্যাপক, শব্দস্পর্শাদি গুণবিবর্জ্জিত তাহাই পরিণামীনিত্য এবং তাহাই কপিলের "প্রকৃতি।" অথবা "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" "সত্ত্বং রজস্তমইতি এষৈবপ্রকৃতিঃ সদা।" অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম এই দ্রব্য ত্রয়ের (গুণের) সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি, প্রধান, অকার্য্য ও বীজাবস্থা প্রভৃতি। যখন এই দ্রব্য (গুণ) ত্রয়ের ন্যূনাধিক ভাব ঘটনা হয়, যখন এই প্রকৃতি বিকৃত হইয়া উঠে, তখনই ইহার পরিণাম আরম্ভ হয়। যদি বল উক্ত দ্রব্য ত্রয়ের ন্যূনাধিকভাব কেন হয়, কপিল বলেন, উপরিউক্ত পুরুষের সান্নিধ্যই তাহার কারণ। প্রকৃতির কয়েক প্রকার পরিণাম আছে। ইহার প্রথম পরিণামকে মহত্তত্ত্ব এবং তাহারই নামান্তর হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি। সাংখ্যমতানুগত পৌরাণিক পণ্ডিতেরাও ঐ দেহতত্ত্বকে "মনোমহান মতি র্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ" (বিষ্ণুপুরাণ) বলিয়া থাকেন। আর প্রকৃতির শেষ পরিণামকেই এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড নামে উক্ত করিয়া থাকেন। এখানে আস্তিকেরা বলিতে পারেন যে, এমন শৃঙ্খলা সম্পন্ন নিয়মানুগত, কৌশলপূর্ণ জগতের নির্ম্মাণ ইচ্ছা শূন্য প্রকৃতি দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে, অবশ্যই এক জন পূর্ণজ্ঞান মঙ্গল ও সর্ব্বশক্তিমান স্রষ্টা (ব্রহ্ম ঈশ্বর) আছেন। নাস্তিক সাংখ্যকার হাস্য করিয়া ইহার উত্তরে বলেন তাহা নহে "নিরীচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথা লোহঃ প্রবর্ত্ততে। সত্তামাত্রেণ দেবেন তথা চায়ং জগজ্জনঃ।" (বিজ্ঞানভিক্ষু) যেমন লৌহ ও চুম্বক উভয়েই জড়, ইচ্ছাদি গুণশূন্য ও স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও সন্নিধান বশতঃ লৌহশরীরে গতিক্রিয়া এবং চুম্বকশরীরে আকর্ষণ ক্রিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ পুরুষ (আত্মা) নিষ্ক্রিয় নিরীহ এবং জড় স্বতঃপ্রবৃত্তিরহিত হইলেও উভয়ের সন্নিধান বলে প্রকৃতি শরীরে পরিণাম শক্তির উদয় হয়। এই প্রকৃতি তত্ত্ব লাভ করিতে হইলে, চিত্তের জড়ত্ব ও গুরুত্ব বিনাশ এবং সত্ত্বোৎকর্ষ করিতে হইলে "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা চ সততংধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ।" ইহা করা একান্ত আবশ্যক। কপিল আরও বলেন যে, আহার, ব্যবহার, কায়মন বাক্য শুদ্ধি, বাসনা ত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম, গুরুসেবা, অহিংসা দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি ব্রতচর্য্যা করিলে প্রকৃতিতত্ত্ব লাভ আর চিত্ত প্রসন্ন ও আত্মার সুখময় প্রতিবিম্বে পরিপূর্ণ হয়।

এক্ষণে পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সহিত কপিলের পুরুষ ও প্রকৃতির (পরিণামপ্রাপ্ত ঈশ্বরের) কি রূপ সামঞ্জস্য আছে তাহা একবার তুলনা করিয়া দেখুন শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ব্রহ্ম অচিন্ত্য উপাধিশূন্য, আদ্যন্তরহিত, চৈতন্যস্বরূপ প্রভৃতি কপিলের পুরুষ (আত্মা) তাহাই। শ্রীকৃষ্ণবাবুর ব্রহ্মের উপাসনাদি করিতে হয় না, কপিলের পুরুষেরও উপাসনাদির কোন প্রয়োজন হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কপিলের পুরুষও সৃষ্টি কর্ত্তা নহেন। অপর শ্রীকৃষ্ণবাবুর ঈশ্বরের অস্তিত্বও ব্রহ্ম সত্তার উপরে নির্ভর করে; কপিলের ঈশ্বরের অস্তিত্বও পুরুষের সান্নিধ্যের উপরে নির্ভর করে। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ঈশ্বর সৃষ্টির হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা; কপিলের ঈশ্বরও তাহাই। নিজের দুঃখ দূর প্রভৃতির জন্য শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ঈশ্বরের উপাসনা করা আবশ্যক, সেই উদ্দেশ্যে কপিলের ঈশ্বরেরও এক প্রকার উপাসনা করা আবশ্যক হইয়া থাকে। এই প্রকার আরও অন্যান্য বিষয়েও পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর পরমাত্মা ও ঈশ্বরের সহিত কপিলের পুরুষ ও প্রকৃতির (পরিণাম প্রাপ্ত ঈশ্বরের) অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন; অথচ শ্রীকৃষ্ণ বাবু আস্তিক, কপিল নাস্তিক।* তাই আমরা উপরে বলিয়াছি যে, "পরমাত্মা" আর "ঈশ্বর" এই নামের ভিন্নতা লইয়া একটা গোল তোলা এবং সেই সঙ্গে নিরীশ্বর বাদের নাস্তিকতার সপক্ষতা করা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর পক্ষে ভাল কাজ হয় নাই।

চতুর্থ। শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলেন যে, "যে ব্রহ্মসত্তা নিজ প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া সর্ব্বহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা হয়েন তিনিই ঈশ্বর।" দুঃখের বিষয়, আমরা ইহা বুঝিতে পারিলাম না। "যে ব্রহ্মসত্তা" একথার মানে কি? যে সত্তা, সে সত্তা, এসত্তা, [illegible] এইরূপ ব্রহ্মসত্তার কি আবার বিভাগ হইতে পারে? "নিজ প্রকৃতি আশ্রয় পূর্ব্বক" ইহারই বা অর্থ কি? কাহার প্রকৃতি? ব্রহ্মের? না ব্রহ্মসত্তার? প্রকৃতি মানেই বা এখানে কি? স্বভাব ধর্ম্ম, অথবা মায়া? যদি স্বভাব ধর্ম্ম হয়, তবে "আমার স্বভাব ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া আমি কর্ত্তৃত্ব করিতে সক্ষম হই নতুবা নহে,

(১) সাংখ্যকার কপিলকে নাস্তিক বলাতে অনেকে হয় ত চমকিয়া উঠিবেন, কারণ তিনি আমাদিগের নিকট তিনি আস্তিক বলিয়াই আদৃত ছিলেন। আমরা বলি, আর্য্য ঋষিদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহাদের মহিমা অপার, ঈশ্বর অপেক্ষা বেদের সম্মান তাঁহাদিগের নিকট অধিক। কপিল ও জৈমিনি ঈশ্বর (ব্রহ্ম) মানিতেন না, কেবল বেদ মানিতেন; এইজন্য তাঁহারা ঋষিদিগের চক্ষে নাস্তিক। [illegible] বেদ অধিক মান্য করিতেন বলিয়া তাঁহারা নাস্তিক অপবাদ প্রাপ্ত হন নাই। পাঠক। আরও আমাদের দেখুন, "যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি।" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ) যে ব্যক্তি তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) না জানে ঋক প্রভৃতি তাহার কি করিবে। "তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথপরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" (মুণ্ডকোপনিষৎ) ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এ সকলই অপকৃষ্ট বিদ্যা, আর যে বিদ্যা দ্বারা অবিনাশী ব্রহ্মকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। "যথা মহেন্দ্র তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনং এবং তং পরমং জ্ঞাত্বা বেদৈর্নাস্তি প্রয়োজনং।" (স্কন্দপুরাণগীত উত্তরগীতা) যে ব্যক্তি অমৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে তাহার যেমন জলে প্রয়োজন নাই, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি পরম পদার্থকে জানিলে তাহার আর বেদে প্রয়োজন নাই। এই প্রকার আরও অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে কোন কোন ঋষির বেদের প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না, অথচ তাঁহারা নাস্তিক অপবাদ প্রাপ্ত হন নাই। তাই বলি যে আর্য্য ঋষিদিগের অপার মহিমা। তাঁহারা কপিলকে নাস্তিক বলুন আর নাই বলুন তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ঈশ্বরকে কপিল অবশ্যই কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিতেন কিন্তু সর্ব্বসাধারণ লোকে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, তিনি সে ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে স্বীকার করিতেন না, তাঁহার "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্রটি তাহার প্রমাণ।

এ কথার ত কোন অর্থই হয় না। যদি মায়া হয়, তবে ব্রহ্মের বা ব্রহ্মসত্তার আবার মায়া কি? শ্রীকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন "চৈতন্য ও প্রকৃতির সংযোগ স্বভাবেই এই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় ক্রিয়া অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।" অপর স্থলে "মায়া সত্ত্ব রজ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। এই গুণময়ী মায়া কর্ত্তৃকই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে।" যদি এক মাত্র মায়াই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্রী হইল তবে তাহাতে আবার চৈতন্যের সংযোগের প্রয়োজন কি? সুতরাং "চৈতন্য ও প্রকৃতির সংযোগে" ইত্যাদি কথার কোন অর্থই নাই। অপরস্থলে "সগুণ ঈশ্বর প্রকৃতির গুণকে আশ্রয় করিয়া জগৎ রচনা করিতেছেন।" যদি একমাত্র মায়াই অথবা যদি চৈতন্য ও প্রকৃতির সংযোগই সৃষ্টি আদির কারণ হইল তবে আবার তৃতীয় ব্যক্তির অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রয়োজন কি? দুঃখের বিষয় এই, শ্রীকৃষ্ণ বাবু ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, ঈশ্বর, চৈতন্য, মায়া ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ কথা সকল বলিয়াছেন। অথবা সেশ্বরবাদরূপ আবরণ দ্বারা তিনি প্রচ্ছন্নভাবে কপিলের প্রকৃতিবাদ ও নিরীশ্বর বাদের সপক্ষতা করিতে গিয়া বিষম এক গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। ঈশ্বরই যখন তাঁহার পত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় তখন কতকগুলা দর্শনশাস্ত্রগত মায়া বা প্রকৃতিবাদের বাঁধা বুলি না দিয়া ঈশ্বর কি বস্তু, তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ প্রভৃতি অতি বিশদরূপে লেখা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য ছিল।

পঞ্চম। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর মতে ঈশ্বর জানা না, ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। "কেন না নিষ্ক্রিয় পূর্ণ ব্রহ্মের ইচ্ছা হইতে পারে না। ইচ্ছা কার্য্যতৎপরতার মূল, কার্য্যতৎপরতা প্রয়োজন সিদ্ধির মূল, প্রয়োজন সিদ্ধি অভাব পূরণ করিয়া থাকে, সুতরাং যিনি ইচ্ছাযুক্ত, তিনি অভাবযুক্ত বা অপূর্ণ পুরুষ।" ইহার পরেই তিনি বলিয়াছেন ব্রহ্মের ইচ্ছা "থাকিতে পারে" কিন্তু "হইতে" পারে না। অর্থাৎ ব্রহ্ম অনাদি কাল হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছাও অনাদিকাল হইতে রহিয়াছে, এবং যেহেতু তাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিতে পারে না অতএব এই জগৎও অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে। (ক) কারণ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণের পূর্ব্বে কার্য্যের উৎপত্তি অথবা কারণ ও কার্য্যের ঠিক এক সময়েই উৎপত্তি কখনই হইতে পারে না, লোকে ইচ্ছাশূন্য বলিতে যখন ইচ্ছা বাবু সাহস করেন নাই, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ কারণ অগ্রে, জগদ্রূপ কার্য্য পরে বলিতেই হইবে সুতরাং ব্রহ্ম বা তাহার ইচ্ছার ন্যায় জগৎকে আর অনাদি বলা যাইতে পারে না। (খ) যদি ব্রহ্মের ইচ্ছা "হইলে" তাঁহার অপূর্ণতা সপ্রমাণ হয়, তবে ইচ্ছা "থাকিলেও" কেন না সেই অপূর্ণতা সপ্রমাণ হইবে? কারণ, যে কার্য্যের জন্য ইচ্ছা হইতে পারে, সেই কার্য্যের জন্যই ইচ্ছা থাকিতেও পারে। অতএব ব্রহ্মের ইচ্ছা থাকিলে যেমন দোষ হয় না। (গ) ব্রহ্মকে যদি সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা না বলা হয়, তবে আমাদের সম্বন্ধে, এই জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান, তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করা আর না করা একই কথা হইয়া উঠে। তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা না বলা আর নাস্তিক হওয়া উভয়ই সমান। (ঘ) ব্রহ্ম আমাদিগকে যে সকল জ্ঞান, প্রেম, শক্তি প্রভৃতি সদ্ভাব সকল দিয়াছেন, ব্রহ্মকে আমরা কেবল সেই সকল ভাব সম্বন্ধে পূর্ণ বলিয়া থাকি, যেমন তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান প্রভৃতি। কিন্তু তাঁহার এরূপ স্বরূপও থাকিতে পারে যাহার আমরা কিছুই জানি না। মনুষ্যের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আছে পশুদিগের তাহা নাই। তাহাদিগের যদি কথা কহিবার শক্তি থাকিত আর তাহাদিগকে অথবা কোন বর্ব্বর আত্মসর্ব্বস্ব লোককে নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্য হইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করা যাইত, তবে তাহারা নিশ্চয়ই বলিত "কখনই হইতে পারে না।" কারণ নিঃস্বার্থপরতা যে কাহাকে বলে তাহা তাহারা মূলেই জানে না। সেইরূপ মনুষ্য অপূর্ণ জীব, আমরা অভাব পূরণের জন্যই কার্য্য করিয়া থাকি বলিয়া ঈশ্বরেরও অভাব আছে এবং সেই অভাব পূরণের জন্যই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে আমরা অগ্রসর হইয়া থাকি। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত করা অথবা দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে সৃষ্টিকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত করা অথবা নিরীশ্বরবাদ প্রচার করা যার পর নাই অন্যায়।

মসুর্দীয়া ২২ আগষ্ট শ্রীভগবতীচরণ দে।

একাদশীর ব্যবস্থা।

সম্পাদক মহাশয়! নিম্নলিখিত পত্রখানি সোমপ্রকাশের এক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

এতদ্দেশের নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মাদি একেকালে লোপপ্রায় হইয়াছে, কেবল সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ বিধবারা একাদশীর উপবাস করিয়া থাকে, তাহাও মূর্খ পঞ্জিকাকারের গণনার দোষে লোপ হইবার আকার হইয়াছে। যথা আগামী ২৯ এ ভাদ্র সোমবারে নবমী ৬ দণ্ড ৩ পল। ৩০ এ ভাদ্রে দশমী ০।১ পল পরে একাদশী ৫৪।১৮ পল। শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন ২৯ এ ভাদ্রে নবমী ৬।১ পল পরে দশমী ৫৩।৫৯ পল। ৩০ এ ভাদ্রে একাদশী ৫৪।১৭ পল। গিরিশচন্দ্র শর্ম্মার পঞ্জিকাতে লিখিয়াছে, এমত স্থলে একাদশীর উপবাস কোন তারিখে কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ৩০ এ ভাদ্রে উপবাস কি ৩১ এ ভাদ্রে উপবাস কর্ত্তব্য? স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যেরা স্থির করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। অতএব পঞ্জিকাকারেরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া সকল বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ব্যবস্থা প্রকাশ করুন, নতুবা একাদশী লোপ।

শ্রী

১২৮৭। ৫ ভাদ্র

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই ভাদ্র সোমবার।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম ভূকৈলাসস্থ প্রসিদ্ধ রাজ বংশজাত কুমার সত্যকৃষ্ণ ঘোষাল বাহাদুর গত ৫ ই ভাদ্র শুক্রবার রাত্রি দ্বিপ্রহর অর্দ্ধ ঘণ্টার সময় পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম ৪১ বৎসর ১০ মাস হইয়াছিল। ইহাঁর কয়েকটী শিশু সন্তান আছে এবং বৃদ্ধা জননী জীবিত আছেন। ইনি রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুরের পৌত্র এবং কুমার সত্যপ্রসন্ন ঘোষাল বাহাদুরের পুত্র। ইনি অতিশয় অমায়িক ছিলেন। ইহাঁর সৌজন্য গুণে সকলেই ইহাকে ভাল বাসিতেন।

বেহারের নীলকর ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর।

আমরা গতবারে বেহারের নীলকর সংক্রান্ত যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম, তাহাতে বক্তব্য শেষ করিতে পারি নাই। বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর আসলি ইডেন সাহেব নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় জানেন না তাহা নয়। তিনি তাহাদের অত্যাচার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাদের দোষ সংশোধনের উপদেশ দেন। এই পথকেই তিনি উৎকৃষ্ট পথ বলিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পথে যদি কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাঁহার অধিকতর আনন্দের কারণ হয় সন্দেহ নাই। যিনি যে পথ উৎকৃষ্ট ভাবেন, তৎপথে বিচরণ করিয়া যদি তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয় আনন্দ, আর সিদ্ধির ব্যাঘাত হইলে মনঃক্ষোভ জন্মে, এটী মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। অতএব ইডেন সাহেব মাজিষ্ট্রেটদিগের মুখে নীলকরের প্রশংসা শুনিয়া

যে হুষ্ট ও ওডানেল সাহেবের মুখে নিন্দা শুনিয়া যে অসন্তুষ্ট হইবেন ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু ইডেন সাহেবের এবিষয়ে ভালরূপ অনুসন্ধান করা আর একবার আবশ্যক হইতেছে। মাজিষ্ট্রেটেরা যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার বল কিরূপ ও ডেনেল সাহেব যে প্রমাণ দিতেছেন তাহার বল বা কিরূপ ইহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করা একান্ত আবশ্যক।

আমরা ইডেন সাহেবকে একটী বিষয়ের বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিবার অনুরোধ করিতেছি। সেটী এই—বেহারের নীলকরেরা কি প্রণালীতে নীল উৎপাদন করেন তাঁহারা কি নিজে নীলের সমুদায় ভূমির কৃষিকার্য্য সম্পাদন করেন অথবা প্রজাকে দাদন দিয়া তাহাদিগের দ্বারা নীল উৎপাদন করিয়া থাকেন। যদি দাদন দিবার প্রথা থাকে ইডেন সাহেব ঐ খানেই অত্যাচারের বাসা দেখিতে পাইবেন। নীলে এত কিছু লাভ হয় না যে প্রজার দাদন লইয়া নীল উৎপাদন করিয়া পরিবার ভরণ পোষণাদি স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইবে এবং নীলকরের নিত্য ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া তাহার কিছু লাভ থাকিবে। নীলকর ইউরোপীয়। তাহার নিত্য ব্যয় সামান্য নয়। তাঁহার ভাল বাড়ী গাড়ী বাগান ও মধ্যে মধ্যে নাচ তামাসা চাই। নিত্য আহার মদ্য ও মাংস। এ সকলে যে কত ব্যয় হয় ইডেন সাহেবের তাহা অবিদিত নাই। এক নীল কি দাদনগ্রাহী প্রজাকে স্বচ্ছল রাখিয়া নীলকরের এই বৃহৎ ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া তুলিতে পারে? নীল আবার সকল বর্ষে সমান জন্মে না। সকল বর্ষে নীলের বাজারও সমান থাকে না। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে বিনা অত্যাচারে দাদন প্রথায় নীলকরদিগের স্বচ্ছল হইবার সম্ভাবনা নয়। প্রজা ও নীলকর উভয়ের একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে সন্দেহ নাই। যদি প্রজা স্বচ্ছল হয় নীলকর ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, আর যদি নীলকর স্বচ্ছল হন প্রজা অত্যাচারপীড়িত হইবে। এই দাদন প্রথাই বঙ্গদেশের নীলহাঙ্গামার মূল কারণ। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ইহাও অনুসন্ধান করা আবশ্যক বেহারের ভূমিতে অহিফেন, তুলা অথবা অন্য প্রকার শস্য উৎপাদন করিলে নীলের অপেক্ষা অধিক আয় হয় কি না।

বেহারে নীলকরে ও প্রজায় ভূমি ঘটিত যে গোলযোগ আছে আমরা তাহার একটী প্রমাণ দিতেছি। ১৮৬৭ অব্দে ত্রিহুতের অন্তর্গত পাণ্ডুল-কুঠীর এম গেল সাহেব তদানীন্তন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ডারবর সাহেবের নিকটে এই বলিয়া আবেদন করেন ত্রিভুবন তাঁতী তাঁহার নীলের ভূমিতে বলপূর্ব্বক তুলার বীজ বপন করিয়াছে, অতএব অনধিকার প্রবেশের দণ্ড হয়। প্রজা বলে ভূমি তাহার নিজের। সে যে শস্য ইচ্ছা উৎপাদন করিতে পারে। এই মকদ্দমা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে নীলকরদিগের কার্য্যে প্রজারা তুষ্ট নয়। নীলকরেরাও প্রজার উপর সন্তুষ্ট নহে। ফলতঃ ইডেন সাহেবের এটী বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, অধিকতর লাভের আকাঙ্ক্ষী ইউরোপীয়েরা এদেশে কৃষিকার্য্য করিয়া বিনা অত্যাচারে আকাঙ্ক্ষানুরূপ লাভবান্ হইতে পারেন না। আমরা ইহারও একটী প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। চা—কর, কুলী ও চা সম্বন্ধে যতদিন গবর্ণমেণ্টের আইন ও দৃষ্টিপাত না হইয়াছিল ততদিন চা-করদিগের কোন উচ্চ বাচ্য ছিল না। যেমন আইন ও গবর্ণমেণ্টের পীড়াপিড়ি হইল অমনি চা-করেরা ঘোর চীৎকার আরম্ভ করিলেন। আমরা ঐ ১৮৬৭ অব্দের কথাই কহিতেছি। একদিবস ৫০ জন চা—কর ও তাঁহাদিগের প্রতিনিধিগণ গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদানীন্তন চা চাষের দুরবস্থার বিষয় বর্ণন এবং গবর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা আপনাদিগের যে কয়েকটী ক্ষতির বিষয় গবর্ণর জেনরলের গোচর করেন তাহা এই ১ ম, গবর্ণমেণ্ট চা-কর ও মজুরের পরস্পর সম্বন্ধ স্থির করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। আইন অনুসারে মজুরদিগকে নিরূপিত ন্যূন সংখ্য বেতন ও টাকায় এক মণ চাউল দিতে হয়। এ নিয়মে যে ক্ষতি হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই; ২ য়, কুলীরক্ষক নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট একপ্রকার চা-করদিগের সদ্ব্যবহারের প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছেন এবং কুলীরক্ষকগণ বিশেষতঃ মার্শল সাহেব অনিষ্ট করিতেছেন ইত্যাদি।

এস্থলে আমরা যে আর একটী কথা কহিতেছি ইডেন সাহেব সে বিষয়টীর একবার বিশেষ বিবেচনা করেন। মাজিষ্ট্রেটেরা বেহারের নীলকরদিগের যেমন প্রশংসা পত্র ইডেন সাহেবকে দেখাইয়াছেন, তেমনি চা-করদিগের প্রতিনিধিগণ ১৮৬৭ অব্দে গবর্ণর জেনরলকে বলিয়াছিলেন মেজর লীস, ডেপুটী কমিশনর মেজর কোম্বস, ডেপুটী কমিশনর কাপ্তেন ল্যাম্ব ডেপুটী কমিশনর কাপ্তেন ষ্টোমস ও কাপ্তেন ক্যাম্বেল ও ঢাকার কমিশনর বকলাণ্ড সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ আছে চা-করেরা সাধারণ্যে মজুরদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। এতদ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারেন না। তাহা যদি জানিতে পারিতেন তাহা হইলে উল্লিখিত মেজর লীস প্রভৃতি প্রধান প্রধান পদস্থেরা চা-করদিগের বিষয়ে উল্লিখিত প্রকার প্রশংসাত্মক রিপোর্ট করিতেন না। অতএব বেহারের মাজিষ্ট্রেটদিগের প্রশংসা দর্শন করিয়া বেহারের নীলকরদিগকে সাধু সদাশয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ইডেন সাহেবের সদৃশ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের উচিত হয় না।

ইডেন সাহেব আরও একটী কথা শুনুন। চা-করদিগের প্রতিনিধিগণ প্রামাণিক হইবে বলিয়া মেজর লীস প্রভৃতির রিপোর্টের দোহাই দিলেন কিন্তু গবর্ণর জেনরল সে কথা শুনিলেন না। তিনি চা-করদিগের প্রতিনিধিগণকে যে কথা বলেন তাহা এই—তিনি বলিলেন তিনি যদিও সিবিলিয়ান ও শাসনকর্ত্তা তথাপি চা-কর প্রভৃতির সাহায্য করা তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত। তিনি কর্ম্ম শূন্য হইলে নিজে চা-কর হইতেন। তাঁহাদিগের ন্যায় তিনিও ভারতবর্ষে অর্থ উপার্জ্জন করিতে আসিয়াছেন। তিনি নিজে ইংরাজ। অতএব স্বদেশীয়দিগের কষ্ট দূর করা তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম। কিন্তু ভারতবর্ষবাসীর ও রাজ্যের এক গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। গবর্ণমেণ্টের নিকটে যে সকল রিপোর্ট আইসে তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হয়ে মজুরদিগের প্রতি অত্যাচার করা বিরল উদাহরণ নহে। অনেককে নিয়মিতরূপ প্রহার করাও হইয়াছে; এই কারণে মজুরের রক্ষার জন্য বিশেষ আইন হয়। এ আইন রহিত করা তিনি পরামর্শ সিদ্ধজ্ঞান করেন না ইত্যাদি।

আমরা অনেকগুলি প্রমাণ প্রয়োগ ইডেন সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিলাম। ইডেন সাহেব এই গুলির বিষয় বিবেচনা ও চিন্তা করিয়া বেহারের নীলকরদিগের বিষয়ে যেন কর্ত্তব্য অবধারণ করেন। অমুক মাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট করিয়াছেন বলিয়া যেন নিশ্চিন্ত না হন। মাজিষ্ট্রেটদিগের কৃত রিপোর্টের তত প্রামাণিকতা নাই।

এত কালের পর দুর্ভিক্ষ কমিশনরগণের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। যে রিপোর্টের জন্য প্রজাহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই দুই বৎসর সমুৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল, যাহার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়া গেল, যাহার জন্য অনেকানেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি ইংলণ্ড হইতে স্থল পথে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া গেলেন, যাহার জন্য আয়র্লণ্ডীয় দুর্ভিক্ষ প্রশমনকর্ত্তা কেয়ার্ড সাহেব ভারতবর্ষে আসিলেন, এতকালের পর সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, অধিকাংশ কমিশনের রিপোর্টের যে ফল হয়, এ রিপোর্টেরও সেই ফল হইয়াছে। যখন লার্ড বেলিল ও বিখ্যাতনামা কেয়ার্ড সাহেব দুর্ভিক্ষ কমিশনরের অন্যতম সভ্য হইলেন তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম

এইবার বুঝি দুর্ভিক্ষ শান্তির উপায় উদ্ভাবিত হইবে এইবার হয় গবর্ণমেণ্টের টাক্স [illegible] সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন অথবা [illegible] হইয়া বিবিধ লোক প্রতিপালনের [illegible] হয় যেরূপ হউক একটী মঙ্গল [illegible] হইবে। এতদূর না হয় অন্ততঃ দুর্ভিক্ষের [illegible] কারণ নির্ণীত হইবে; [illegible] তাহাৰ অদ্ধেক উপশম হয় [illegible] আশা থাকে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ রিপোর্ট [illegible] নির্বাচন বিষয়ে সম্পূর্ণ [illegible]। কমিশন এ সকল বিষয়ে [illegible] গুলি পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। [illegible] কথার ভাব এই যে অমন দুর্ভিক্ষ মধ্যে মধ্যে হইবেক তাহা বন্ধ করা মনুষ্যের আয়ত্ত নহে। [illegible] দুর্ভিক্ষে ৫ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক [illegible] করিয়াছে; কিন্তু সচরাচর ভারতবর্ষে [illegible] সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে [illegible] যায়, প্রতি সহস্রে দুই জন অধিক লোকের মৃত্যু হ[illegible] এই মাত্র। এ [illegible] শুভঙ্করদিগের নদীর হরে দরে হাঁটু জল এই রূপ কালী করা হইল, কিন্তু ইহাতে লোকে প্রবোধ মানে না। যাহা হউক, [illegible] কৌতুকের বিষয়। দুর্ভিক্ষ ব্যাপারে যাহা কিছু অতি ভীষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, এইরূপে তাহার ভীষণতা লাঘব করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হইয়াছে কি না পরে পরীক্ষিত করা যাইবে।

দুর্ভিক্ষরিপোর্ট দুর্ভিক্ষ শান্তি অথবা উহার কারণ নির্ণয়ে কৃতকার্য্য হউক আর নাই হউক উহাতে আমরা ভারতবর্ষীয় দুর্ভিক্ষ সমূহের একটী বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বিগত ১০৯ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে ২১ বার দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ৩ বার বাঙ্গালায়। কোথায় কখন দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা তাহা নির্ণয় করা [illegible] কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষ ধরিলে নয় বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুই বৎসর শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত ও [illegible] আধিক্য হইবেই হইবে, আর ১২ বৎসরে অন্ততঃ একটী না একটী ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইবে। [illegible] দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে গেলেও ২৫ লক্ষ লোককে [illegible] প্রতিপালন করিলেই যথেষ্ট হইবে। [illegible] আর ২০। ৩০ লক্ষ লোককে [illegible] হইবে। অর্থাৎ প্রায় ৩৩ লক্ষ লোকের [illegible] অন্ন সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। [illegible] বৎসরান্তে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয় [illegible] সাম্বৎসরিক ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা হয় তাহা হইলে [illegible] দেড় কোটী টাকা সংস্থান থাকিলে সমস্ত ভারতবর্ষে আর কখন দুর্ভিক্ষ কষ্ট হইবে না বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

আমরা উপরিউক্ত কয়েকটী সংবাদের জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশনরদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলাম সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ স্বপ্ন দেখিতেন ভারতবর্ষের ধনসম্পদ ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে কমিশনরেরাও কতক সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। " ক্রমে যতই দেশদেশান্তর গমনাগমনের সুবিধা হইবে যত ক্রমে মূলধন সঞ্চিত হইতে থাকিবে ততই দুর্ভিক্ষের তেজোহ্রাস হইতে থাকিবে। একথা ত সকলেই জানে, কিন্তু সঞ্চয় কই। লোকের সঞ্চয় হয় কই? উপরি উপরি ভাবে যত দুর্ভিক্ষ হইতেছে ততই সঞ্চিত ধন ক্ষয়ই হইতেছে নূতন সঞ্চয় কাহার হইতেছে। যত নূতন নূতন উপায়ে গবর্ণমেণ্ট চারিদিক হইতে কর আদায় করিতেছেন ততই লোকের যা কিছু সঞ্চিত ছিল তাহার উন্মূলন হইতেছে। ক্রমে ক্রমে ধনসঞ্চয় হইলে দুর্ভিক্ষের তেজঃ হ্রাস হব এত পুরাতন কথা। কিন্তু কিরূপে সেই সঞ্চয় অধিক হইতে পারে তাহার কোন উপায় কি কমিশনরেরা স্থির করিতে পারিয়াছেন? তবে তাঁহাদের পরিশ্রম জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে মাত্র।

কমিশনরেরা দুইটী কথার উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্টের দুর্ভিক্ষ সাহায্যভার লাঘব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন দুর্ভিক্ষ হইলেই অনেক সংখ্যক মানুষ মরিবে তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। দুর্ভিক্ষ হইলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি হয়, মহামারী হয়, একেবারে গ্রামকে গ্রাম উৎসন্ন হয়। এইরূপ মহামারী যে শুদ্ধ দুর্ভিক্ষ হইলেই হয় তাহা নহে ১৮৭৯ অব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে সংক্রামক জ্বর হয় তাহাতেও প্রায় ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। এরূপ মৃত্যু হইতে দরিদ্র, মূর্খ, স্বাস্থ্যরক্ষানাভিজ্ঞবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ভারতবর্ষীয় প্রজাকে রক্ষা করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, তবে যখন লোকের ক্রমে বুদ্ধি শুদ্ধি হইবে যখন ধন সঞ্চয় হইবে তখন আপনিই সারিয়া যাইবে।

কমিশনরদিগের আর একটী কথা এই যে, যে ভারতবর্ষীয় প্রজা অতি অল্প দিনের মধ্যেই আবার গুছাইয়া উঠিতে পারে। এক বৎসর শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হইল ভয়ানক মহামারী হইয়া গেল তাহার পর বৎসরেই আবার যেমন তেমনি হয় কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে সকল লোক প্রাণত্যাগ করে তাহারা কি আর ফিরিয়া আসে? আর পুনরায় গুছাইয়া উঠিতে প্রজাদিগের যে ঋণ হয় তাহা কি সহজে শোধ যায়? আমরা জানি যে এই ঋণই ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ প্রজার সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। আরব্য উপন্যাসে সিন্ধবাদ নাবিকের স্কন্ধে যেমন সেই চর্ম্মপদ পুরুষ আরূঢ় হইয়া আর নামিতে চায় নাই সেইরূপ এই ঋণও প্রজার স্কন্ধে একবার চাপিয়া বসিলে আর নামিতে চাহে না। কমিশনরেরা যে আশা করেন ক্রমে ধন সঞ্চয় হইলে দুর্ভিক্ষে প্রজা নাশ বন্ধ হইবে, আমরা দেখিতেছি তাহার কোন আশাই নাই।

কমিশনরেরা গড় ধরিয়া মৃত্যু সংখ্যার ভীষণতা হ্রাস করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা সদ্বিবেচক লোকগণের উপহাসাস্পদ হইয়াছেন মাত্র। তাহারা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষে ৫। ৬ লক্ষ লোক মরিলেও ভারতবর্ষে প্রতি সহস্রে ২ টীর অধিক মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। এরূপ যুক্তির হেত্বাভাস ছল জাতি নিগ্রহ স্থান প্রভৃতি যাবতীয় অসত্যক্তি দোষে দূষিত। লোকে ৫ লক্ষ লোক মরিয়াছে শুনিয়া বিস্মিত হইবে এই জন্য তাঁহারা একটু ঘুরাইয়া সেই কথা বলিয়াছেন যে প্রতি সহস্রে দুই জন অধিক লোক মরিয়াছে। সহস্রে দুইজন মরা বড় মারাত্মক কথা নহে। কিন্তু ওদিকে জেলাকে জেলা উৎসন্ন গিয়াছে। এরূপ যুক্তি ধরিলে যদি সমস্ত ফ্রান্সের লোক মরিয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবীর মৃত্যু সংখ্যা শতকরা তিনটী মাত্র অধিক হয়। গড়ে লোক কমিয়াছে কি না তাহা কেহ টেরও পায় না।

যাহা হউক দুর্ভিক্ষ কমিশনের এইরূপ পরিণাম দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। ইহারা মনুষ্যের দুঃখে ও মৃত্যুতে যেরূপ সমবেদনাশূন্যতা ও সহৃদয়তার অভাব প্রদর্শন করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় কখন কেহ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। অন্য [illegible] রাজ্যের সকল কার্য্যেই এইরূপ সহানুভূতির অভাব সত্য কিন্তু দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট তাহার চূড়ান্ত হইয়াছে।

যুদ্ধের সংবাদ।

কান্দাহারে আর একটী ঘোর সংগ্রাম হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। সেনাপতি রবর্ট কান্দাহারের অভিমুখে চলিয়াছেন, আয়ুব খাঁ ও সসৈন্য হইয়া কান্দাহারের নিকটে আছেন। তিনি সহজে সেনাপতি রবর্টকে কান্দাহারে প্রবেশ করিতে দিবেন এরূপ বোধ হয় না। আফগানস্থানীদিগের ইংরাজের প্রতি যে প্রকার বিদ্বেষ তাহাতে তাহারা সামর্থ্য সত্ত্বে সমরে যে বিরত হইবে তাহা বোধ হয় না। আফগানিস্থানে যে সকল হিন্দু ও অন্য অন্য জাতি আছে, আফগানীরা তাহাদিগকে ইংরাজ ভক্ত বলিয়া অতিশয় পীড়ন করিতেছে। তাহাতে আবার

ইংরাজদিগের মনোনীত আবদুল রহমন কাবুলের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। তাহারা ইংরাজ দিগের উপর যেরূপ জাতমন্যু হইয়াছে, একজন সর্দ্দার জীবিত থাকিতেও তাহারা ইংরাজদিগের উপর উপদ্রব করিতে ক্ষান্ত হইবে এরূপ বোধ হয় না। সমুদয় আফগানী আয়ুব খাঁর সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই, আয়ুব সিরালির জ্যেষ্ঠ পুত্র, যাকুব খাঁর অগ্রজ। ভূতপূর্ব্ব আমীরের প্রতি ভক্তি ও ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ এই দুইটী আফগানী দিগের আয়ুব খাঁর অধিনায়কতা স্বীকারের কারণ হইয়াছে। এখন ইংরাজদিগের কর্ত্তব্য সংগ্রাম চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্দ্দারদিগের পরস্পর সন্ধি করিয়া দিবার চেষ্টা পান এবং কথঞ্চিৎ শান্তি স্থাপন করিয়া কাবুল হইতে চলিয়া আইসেন।

বিজ্ঞাপন!

সরভেয়ারের প্রয়োজন

পাবনা ডিষ্ট্রীক্ট রোডসেস কমিটীর নিমিত্ত কার্য্যে বহুদর্শী এমন একজন সরভেয়ার ও লেবলারের তিন মাসের জন্য প্রয়োজন। বেতন ৭০ টাকা। স্বতন্ত্র এলাউন্স নাই ১৫ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকটে আবেদন করিতে হইবে। ঐ সঙ্গে প্রশংসা পত্রের নকলও পাঠাইতে হইবে।

পাবনা
২৬ এ অগষ্ট
১৮৮০।

বি, এম, চক্রবর্ত্তী
ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার
পাবনা।

বিবিধ সংবাদ।

লণ্ডনে পালিত কপোতদিগকে শিক্ষা ও তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য কলম্বিয়া ক্লব নামক একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ২৫ এ জুলাই ৮৮ টী কপোতকে লণ্ডন হইতে দিবা ৬ ঘটিকার সময় ছাড়া হয় পরে উহারা ৫ ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অতিক্রম করিয়া ১২. টা ৫৮ মিনিট ৫৯ সেকেণ্ডে ব্রিনিশ সহরে উপনীত হয়।

খান্দেশে পশুদিগের মুখে ও পাদদেশে একপ্রকার পীড়া হওয়াতে গো মেষ আদি পশুদিগের মৃত্যু হইতেছে।

মেজার ইভেলিন বেরিং সাহেব ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন না। তাঁহার অনুপস্থিতি পর্য্যন্ত সার জন ষ্ট্রাচি পদস্থ থাকিবেন।

একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে রেলওয়ে এঞ্জিনের গতি সহসা রোধ করিবার নিমিত্ত একটী আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। উপায়টী অতি সহজ ও অনায়াসসাধ্য, এমন কি একজন বালকও অনায়াসে ইহার দ্বারা গাড়ি থামাইতে পারে। এঞ্জিনের মধ্যে যে এক বৈদ্যুতিক গোলাকার পদার্থ আছে তাহা স্পর্শ করিবামাত্র গাড়ির গতি রুদ্ধ হয়।

ওয়াসিংটনে এক প্রকার কামানের আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা ১৩ মিনিটের মধ্যে পাঁচ হাজার বার শব্দ করিতে পারা যায়।

বাবু পার্ব্বতীনাথ মিত্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

ডাক্তার ওয়েঙ্গার সাহেবের মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইয়া একজন সোমপ্রকাশপাঠক যে এক খানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন আমরা পাঠকগণের গোচরার্থ এস্থলে তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম। ডাক্তার জন ওয়েঙ্গার গত ২০ এ আগষ্ট শুক্রবার মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। হিব্রু, গ্রীক, ও লাটিন ভাষায় তাহার তুল্য পণ্ডিত এদেশে অতি অল্প আসিয়াছেন। ইউরোপ খণ্ডে প্রচলিত সমস্ত প্রধান প্রধান ভাষায় তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ইউরোপ খণ্ডে অল্পই আছেন। তিনি সমগ্র বাইবল সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি হিব্রুইওব গ্রন্থের যে কাব্যানুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তৎপাঠে মনিয়র উইলিয়মস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি অতিশয় সাধুস্বভাব, ঈশ্বরপরায়ণ, নম্র ও বিনীত ছিলেন। ডম্মণদেশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি বাল্য ও যৌবনকালে সুইজরলণ্ডে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে গ্রীসদেশে কয়েক বৎসর অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গভূমিতে উপনীত হন। তাহার ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

গ্লাডষ্টোন সাহেব স্বাস্থ্যলাভার্থ আয়রলণ্ড ও স্কটলণ্ডের উপকূলে জাহাজে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

মুসলমানদিগের ধর্ম্মোন্মাদ কি ভয়ঙ্কর। হায়দ্রাবাদের মুসলমানেরা সম্প্রতি তত্রত্য হিন্দুদিগের উপরে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছে। হিন্দুরা একটী মুসলমান মসিদের নিকটে একজন মহান্তের দেহ সমাহিত করে। ওটী তাহাদের নূতন সমাধি স্থান নয়। কিন্তু মুসলমানেরা ক্ষেপিয়া গাভি ছেদন করিয়া হিন্দুদের মন্দিরে নিক্ষেপ করে ও দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলে। আজিও এ প্রকার অত্যাচার হয় বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

গত ১৭ ই জুলাই ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জের অন্তর্গত ম্যানিলায় ভূমিকম্প হইয়া ঐ স্থানটী এক কালে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম লাটুদহ নিবাসী বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী কৃষ্ণনগরে জলের কল লইয়া যাইবার নিমিত্ত ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

এবার অনেক স্থান হইতেই বন্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। অল্প দিন হইল নর্ম্মদা নদীতে জল বৃদ্ধি হইয়া ২৭॥০ হাত উচ্চ হইয়াছিল। এই ঘোর বন্যার প্রভাবে দুটী দৃঢ় বদ্ধ সেতু ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

ইটালিদেশীয় একাদশবর্ষীয় একটী বালকের পাটীগণিতে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। এক দিন উহাকে ১০০০২৪৯কে ২৪০০৭৩ দ্বারা গুণ করিতে বলা হয়। সে দুই মিনিটের মধ্যে গুণফল বলিয়া দেয়। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই বালক লেখা পড়া শিখে নাই। সম্প্রতি সে অঙ্ক রাখিতে শিখিয়াছে।

গয়া হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ৭ ই ভাদ্র রবিবার দিবা সাড়ে আট ঘটিকার সময় বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন বাহাদুর গয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ষ্টেসনে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তত্রত্য জজ, মাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সিবিল সারজন প্রভৃতি ইংরাজগণ সুবর্ডিনেট জজ, মুন্সেফ, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, প্রভৃতি বাঙ্গালি ও হিন্দুস্থানী হাকিমগণ মহারাজ রাজা রায়বাহাদুর প্রভৃতি জমিদারগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ইউরোপীয় সমাচার পাঠে জানা গেল তুরস্কের সুলতান ইউরোপীয় রাজগণের প্রস্তাবিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে সম্মত হইতেছেন না, নানাপ্রকার ছল করিয়া উহার পরিহার চেষ্টা পাইতেছেন। ইউরোপীয় রাজারা তাহাকে ভয়প্রদর্শনার্থ পুনরায় সাগরে জাহাজ প্রেরণ করিবার পরামর্শ করিতেছেন।

কাশীতে অনবরত পশ্চিম দিক হইতে প্রবলবেগে বায়ু বহিতেছে। ধারাপাতের লেশ মাত্রও নাই।

এদিকে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে বেরারে অদ্যাপি বৃষ্টি হয় নাই। তুলার চাষের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৫ এ আগষ্ট ১৮৮০। বাবু গিরিশচন্দ্র দাস কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন এবং উক্ত দিবস হইতে চট্টগ্রামের ভূমি বন্দোবস্তের কার্য্য করিবেন।

চম্পারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভগবানচন্দ্র সেন চট্টগ্রামের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু কমল নারায়ণ চক্রবর্ত্তী হাওড়ার অন্তর্গত মহিসরাথায় বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, পসফোর্ড বি, সি, এস, ১২ ই তারিখে পুনরায় আপনার কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন।

মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, আর, মিডলটন সাহেব কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পাটুয়াখালীর দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ, বাবু রামগোপাল চাকির অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

ঢাকার প্রতিনিধি দ্বিতীয় সবার্ডিনেট জজ বাবু নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য ফরিদপুরে কার্য্য করিবেন।

বাবু আনন্দপ্রসাদ বাগচি বি, এল, কিছু দিনের জন্য বাখরগঞ্জে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

কেবল একটী বিষয়ের অভাব থাকায় আমাদের সময়ে সময়ে বড় কষ্ট পাইতে হয়। সে অভাবটী ভাগীরথী তীরে গঙ্গাযাত্রীদিগের থাকিবার জন্য একটী গৃহ নাই। এই গৃহটী না থাকায় মুঙ্গেরের লোকের যদিচ বিশেষ ক্ষতি হয় না কারণ তাঁহারা অন্তর্জলির সময় ঘাটে লইয়া যাইতে পারেন কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় জামালপুরের লোকের বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। উহারা মুঙ্গেরে যাইয়া কোথায় থাকিবে এই আশঙ্কায় প্রায়ই ঘরে মরিয়া থাকে। বাবু রামপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ, বুলালিলাল ও হৃদয়নারায়ণ প্রভৃতি এখানে অনেকগুলি জমিদার আছেন এবং ইহাঁরা অনেক সৎকার্য্যও করিয়াছেন এজন্য আমাদের প্রার্থনা তাঁহারা যেন এই সামান্য অভাবটী পূরণ করিয়া দিয়া সাধারণের নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েন। যদি ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য করা অভিপ্রেত না হয়, সম্প্রতি ছোট লাট ইডেন বাহাদুর এখানে আসিয়াছিলেন তাঁহার সম্মানার্থ দিলে হয় না? তাহা হইলে রাজভক্তিও দেখান হইবে এবং আমরাও অনেক দিনের একটী অভাব পূরণ হইতে দেখিয়া, হাস্‌তে হাস্‌তে দেশে যাইতে পারিব। কারণ ভাবে বোধ হইতেছে বেহারের অন্ন আমাদিগকে বেশী দিন ভোগ করিতে হইবে না।

মুঙ্গেরের সন্নিকটস্থ কোন স্থানের বনে তিন জন সাঁওতাল একটী গো বধ করিয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছিল। পুলিস অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আনেন। সম্প্রতি মাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৫, ৩০, ৩০ বেত পর্য্যায়ক্রমে তিন জনের হইয়া গিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে জামালপুরে একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। জোমাব বাবুদের চারিটার সময়ের বিদায় সূচক ভোঁ বাজিবার কিছু পূর্ব্বে, ঐ স্থানের রাউণ্ড সেডের একজন ফটক রক্ষক তাহার নির্দ্ধারিত সময় কাজ করিয়া বাটী যাইতেছিল। ইহার গমন পথ রেলের রাস্তার উপর দিয়া। অতএব সে যখন গমন করে, ঠিক সেই সময়ে এক খানি ট্রায়েল এনজিন বিপরীত দিকে মুখ করিয়া অতি ধীরে ধীরে যেড়ে যাইতেছিল। পূর্ব্বোক্ত ফটক রক্ষক অন্যমনস্ক হইয়া যেমন একটী রেল পার হইয়া অন্য রেল পার হইবে, অমি পূর্ব্বোক্ত এনজিনের ধাক্কা আসিয়া গায়ে লাগায় রেলের উপর পড়িয়া যায়। এনজিন তাহার দুই খানি পা দ্বিখণ্ড করিয়া কিছু দূর চলিয়া যাইলে, কলচালক দেখিল একজন পদ বিহীন মনুষ্য পড়িয়া ছট ফট করিতেছে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে রেলওয়ে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তথায় অর্দ্ধ ঘণ্টা আন্দাজ জীবিত থাকিয়া মারা গিয়াছে।

কাল্না।

মহাশয়, ২ রা ভাদ্র মৃত মহারাজ মহতাবচাঁদ বাহাদুরের অস্থি সংস্থাপন উপলক্ষে এখানে মহাসমারোহ হইয়াছিল। রাজবাটীর মধ্যে বারদ্বারী নামক অপূর্ব্ব অট্টালিকাই সমাধি মন্দির হইয়াছে। এই অট্টালিকাটী মৃত মহারাজের অত্যন্ত যত্নের সামগ্রী ছিল এবং ইহাও ইচ্ছানুরূপ নির্ম্মিত বলিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী অধিরাণী বর্দ্ধমানেশ্বরী এই গৃহেই মহারাজের অস্থি সংস্থাপিত করিয়াছেন। যেমন অপূর্ব্ব স্থান সমাধি মন্দিরেরও তেমনি শোভা হইয়াছে। সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবস ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দীন অনাথদিগকে ভূরি অর্থ দান করা হইয়াছে। মহারাণীর সদনুষ্ঠান ও স্বামিভক্তি দেখিয়া আমরা পরম সুখী হইয়াছি।

সমাধি মন্দিরের জন্য যে সংস্কৃত শ্লোকটী সংরচিত হইয়াছে সেটী সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। সোমপ্রকাশের সম্পাদক মহাশয় সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ বিখ্যাত এবং সোমপ্রকাশ পাঠকের মধ্যে অনেক সাহিত্যানুরাগী পাঠকও আছেন, আমরা শ্লোকটী পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি বলিয়া এটী সোমপ্রকাশে পাঠাইলাম পাঠকগণের প্রীতিকর হয় কি না জানিতে ইচ্ছা রহিল। শ্লোকটী এই।

ভুজগনগনাগর, শশিমশমহেশ্বর,
বহুবর শম্ভু বিশদিঃ।
রাজ্যপদং প্রাপ্য পদ্যা পিতামহি,
বর্দ্ধিত বাত্তিবিভূতিঃ।
শশিধ বর্ষকিতিমিতশক প্রতি,
কাঞ্চন যাহন যাসি।
নবমদিনে নৃপ মৌলি মুকুট কল,
মহতাবচন্দ্র গুণরাশি॥
ভাগিনপুর পদং পদবেদাহর,
গুরুতটিনী দৃঢ়মূর্ত্তিঃ।
বক্ষপদং পর, মাপ পরাৎপর
মপগত পার্থিব মূর্ত্তিঃ॥
গোলেন্দ্রে চেন্দ্রনীনাং মদনপরিমিত,
শ্রীল ভিক্টোরিয়ায়াঃ।
সম্রাজ্ঞো মানমুচ্চৈঃর্ব্বনরবরগণ
বঙ্গরাজৈ রলভাং
গোভূজাশেষভোগান সময়বশগ ঃ
সোহদ্য কঙ্কালমাত্রঃ
কঃ কঙ্কাল জহাতি ত্রিপুরবিপুরতঃ
সোহপি কঙ্কালমালী
নির্ম্মিতে মন্দিরে তস্য কঙ্কালংস্থাপিতং ময়া,
মাতুরাদেশতঃ শ্রীমদাপতাপচন্দ্র আতৃবর্ম্মণা।

এখানে পাঁচ আনা করিয়া মদের বোতল বিক্রয় হইতেছে, সুতরাং মাতালের সংখ্যা যে কত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভদ্রনামধারী ছদ্মবেশী অনেক মহাত্মা ইহাতে যোগ দিয়াছেন অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় যে তাহারা মদমত্ত হইয়া পদগৌরব ভুলিয়া যাইতেছেন, বংশ মর্য্যাদা বিস্মৃত হইতেছেন মানসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিতেছেন।। সুরার দোষাদোষ তাঁহারা অবগত আছেন, অথচ এ বিষয় ত্যাগ করিতে পারেন না একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমরা ভরসা করি তাঁহারা শীঘ্র এবিষয়ে বীতরাগী হইবেন। না হন অকালমৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কত শত ভদ্র মহিলাকে অসীম শোক সাগরে ভাসাইয়া যাইবেন। অতএব তাহারা মনুষ্যত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন এই প্রার্থনা। এ বিষয়ে আরও কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

যথা সময়ে বৃষ্টি না হওক কিন্তু শ্রাবণের শেষে সুবৃষ্টি হওয়ায় এ প্রদেশে কৃষিকার্য্য উত্তম চলিয়াছে ও চলিতেছে।

এবার এখানকার রোডসেস কমিটীর কার্য্য বিশেষ প্রীতিকর। অনেক রাস্তায় যথোপযুক্ত অর্থ দেওয়া হইয়াছে। কেবল যে অর্থ দিয়াই নিশ্চিন্ত এমন নহে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু স্বয়ং অনেক রাস্তা পরিদর্শন করায় বিশেষ উপকার হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীর কার্য্যও এইরূপ হওয়া চাই।

শান্তিপুর।

১। বর্ষার আগমনে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে প্রতি বৎসর এখানকার বড়বাজারের নিম্নে মরা গাঙ্গীতে ভাগীরথী আগমন করিয়া থাকেন। এতন্নিবন্ধন শান্তিপুর নগর অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করে, কিন্তু এবার স্থানীয় কৃষকেরা পাট পচাইয়া ও মচিবা চামড়া কাচিয়া জাহ্নবী জীবন এমনি মলিন ও দুর্গন্ধময় করিয়া তুলিয়াছে যে, ঐ জীবন পানে মনুষ্যের জীবন রক্ষা দূরে থাকুক বরং পীড়িত হইয়া অনেকেই অকালে কাল কবলিত হইতেছে। যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি পীড়াক্রান্ত হইয়া শয্যাগত, এমন অবস্থায় ঐ দূষিত পানীয় জল পান করা উচিত না। কিন্তু এখানে গঙ্গার জল ভিন্ন অন্য কোন জল পাওয়া যায় না, সুতরাং ঐ দূষিত জলই লোকের অনন্য গতি। আমরা আশা করি মিউনিসিপাল কমিশনর ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুরা দণ্ডবিধি আইনের ২৭৭ ধারার বিধান মতে উক্ত কৃষক ও মুচিদিগকে জাহ্নবী জীবন দূষিত করার অপরাধে দণ্ড করিলে আশানুরূপ ফল লাভ হইতে পারে, অতএব এবিষয়ে তাঁহাদের শীঘ্রই হস্তক্ষেপ করা উচিত; নচেৎ

দূষিত জল পান করিয়া বিস্তর নরনারী প্রাণ পরিত্যাগ করিবে সন্দেহ নাই।

২। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুদের বেঞ্চে এবার যে কয়েকটী ফৌজদারী মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত অপরাধী ব্যক্তি সমুচিত শাস্তি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু বাদী ও বিবাদী সাক্ষী ও মোক্তারদের কলরবে আদালতটি মাছের মেছোহাটার আকারে পরিণত হইয়াছিল. অতএব এবিষয়ে মাজিষ্ট্রেট বাবুদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত, নতুবা বিচার কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা। এবার যাঁহারা বেঞ্চে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়া জানেন না। ইহাঁদের সভাপতি বাঙ্গালা ভাষায় অশুদ্ধ রায়াদি লিখিয়া থাকেন। এ জন্য সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখিত, অতএব অন্যতম অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবু যাদবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম, বি, মহাশয়ের হস্তে রায়াদি লিখিবার কার্য্য ভার বিন্যস্ত করাই প্রার্থনীয়।

৩। কৃষ্ণনগর বিভাগের ডাকঘর সমূহের সুযোগ্য ইনস্পেক্টর বাবু শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় উন্নত বেতনে উক্ত বিভাগের "মেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট" হইয়াছেন এবং সব ইনস্পেক্টর বাবু ভোলানাথ ঘোষাল মহাশয় উন্নত বেতনে কৃষ্ণনগর বিভাগের পোষ্ট আফিস সমূহের ইনস্পেক্টরীপদ পাইয়াছেন। ইহাঁদের পদ ও বেতন বৃদ্ধিতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে পোষ্ট আফিসের অন্যান্য পরিশ্রমশীল কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারীর বেতন ও বৃদ্ধি হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

৪। মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী মহাশয় কয়েক দিন যাবৎ পীড়িতাবস্থায় শয্যাগত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু দৈনিক দান কার্য্যে পূর্ব্ববৎ দৃষ্টি আছে। বিগত শ্রাবণ পূর্ণিমায় ইনি এখানকার কতকগুলি দুঃস্থ পণ্ডিতদিগকে নিয়মিত দান করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামীর অবস্থানে বিস্তর লোকের উপকার ও সাহায্য হইয়া থাকে। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে ইনি জীবনের অবশিষ্ট কাল জন্মভূমি শান্তিপুরেই অতিবাহিত করেন এবং জীবিতাবস্থায় স্বদেশের প্রকৃতি হিত সংসাধন পূর্ব্বক একটী অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপনে বিশেষ মনোযোগী হয়েন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে উক্ত মহারাজ গোস্বামী পাঁচ সাতটী উপবাসের পর অন্ন পথ্য পাইয়াছেন। ডাক্তারেরা কহিয়াছেন যে, অতি অল্প দিনের মধ্যে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিবেন।

৫ এখানকার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য অতিথিপ্রিয় শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন প্রামাণিক মহাশয় আগন্তুক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে যথাযোগ্য অতিথিসৎকার করিয়া থাকেন, এজন্য ইহার ভবনে দেশ বিদেশীয় বিস্তর অতিথির আগমন হয়। বস্তুতঃ মধুসূদন মধুসূদন ভজিয়া ও অতিথির সেবা করিয়া কালের ধর্ম্মে যদিও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তথাপি অতিথিসৎকারে ইহাঁর কিছু মাত্র অভক্তি বা অশ্রদ্ধা নাই। কিন্তু ভগবান ঐরূপ পবিত্র চরিত্র ব্যক্তিদিগের প্রতি কেন যে শীঘ্র প্রীতিদৃষ্টি করেন না, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

৬। এবৎসর ৮ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা পার্ব্বণটী সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। বড় গোস্বামী, পাগলাগোস্বামী, মদনগোপাল গোস্বামী, চাকফেরা গোস্বামী, কুমারপাড়া গোস্বামী ও উড়ে গোস্বামীদিগের ভবনে অবস্থানুরূপ সমারোহের সহিত ঝুলন হইয়াছিল, এতন্নিবন্ধন প্রত্যেক গোস্বামী পল্লী লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠে। শারদীয় পৌর্ণমাসীতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা পার্ব্বণটী পরমরমণীয় এজন্য ঐ পার্ব্বণ দেখিয়া সকলেরই চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া থাকে; তবে পুরুষাপেক্ষা এই পার্ব্বণে স্ত্রীলোকের অধিক আমদানী হয়। এটী শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ও চিরপ্রচলিত প্রথা। দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের প্রতি অসচ্চরিত্র লোকে স্থান ও সময় পাইলেই অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, অতএব এবিষয়ে শান্তিপুরের কৃতবিদ্য ভদ্রলোকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

৭। শান্তিপুর হিতকারী সভার সম্পাদক সম্প্রতি বৰ্দ্ধমানের মহারাজ ও মুক্তাগাছার নূতন মহারাজ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহোদয়ের সমীপে সাহায্য প্রার্থনা সূচক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাঁরা যদি কৃপা করিয়া শান্তিপুর হিতকরী সভার আশানুরূপ সাহায্য করেন, তাহা হইলে উক্ত সভা দ্বারা দেশের বিস্তর হিতকর কার্য্য সম্পাদন হইবার সম্ভাবনা।

৮। আজ কাল হিন্দুদিগের বিবাহ বড় ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক দিন হইল, শুত্রাগরের শ্রীযুক্ত বাবু সনাতন বিশ্বাস মহাশয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বিপুলার্থ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। বিশ্বাস মহাশয় উক্ত বিবাহ উপলক্ষে শান্তিপুরস্থ তাঁহার সমস্ত জ্ঞাতি ও কুটুম্বকে এবং স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে অবস্থানুরূপ দান করিয়াছেন। এমন কি, উক্ত বিশ্বাস বাবু অদ্যাপি ঐ বিবাহের উপঢৌকন ব্যক্তিবিশেষকে সংপ্রদান পূর্ব্বক দশের নিকট যশস্বী হইতেছেন।

রাণীগঞ্জ।

এ দিকে শস্যের অবস্থা অতীব প্রীতি ও আশাপ্রদ। সময়ে সময়ে বারি বর্ষিত হইতেছে বলিয়া ধান্য চারাগুলি অতি সতেজে বৃদ্ধি পাইতেছে। পর্জ্জনদেবের এইরূপ কৃপা অব্যাহত থাকিলে কৃষি সম্বন্ধে আমরা যে এ বৎসর সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব তাহার সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে। তণ্ডুল এখন হইতেই অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দেড় টাকায় মোটা একমণ তণ্ডুল পাওয়া যায়।

২। এখানকার মুন্সেফ দ্বারিক বাবু বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত হইলেন। তাঁহার স্থানে তথাকার মুন্সেফ হরগোবিন্দ বাবু আগমন করিতেছেন। শুনিলাম হরগোবিন্দ বাবু এক জন বিচক্ষণ কর্ম্মচারী। তিনি সুবিচার নিষ্পাদনে বাঁকুড়ার কি অর্থী কি প্রত্যর্থী সকলের মনোরঞ্জন করিয়া বিশেষ যশোভাজন হয়েন। আমরা দ্বারিক বাবুর সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। তিনি অতি সজ্জন লোক, তবে তাঁহার স্থানান্তর গমন লোকের তাদৃশ শোকের কারণ হয় নাই। তিনি সসম্ভ্রমে এখান হইতে গমন করিতে সমর্থ হইলেন, ইহাই তাঁহার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

৩। দেখিলাম এখানকার রাজবর্ত্ম গুলি সংস্কৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এখানকার অনেকগুলি অভাব রহিয়াছে। এখানে পুকুরের সংখ্যা অতি অল্প। গ্রীষ্মাগমে লোকের যৎপরো নাস্তি ক্লেশ হইয়া থাকে। সহরের স্থানে স্থানে কতকগুলি কূপ খনন করা নিতান্ত আবশ্যক। এখানকার নগর সমাজের মিউনিসিপালিটীর আয় কিছু সামান্য নহে। সে আয় যে কিসে গ্রাস করিয়া ফেলে তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। তবে এখন যাহাঁর হস্তে এ উপবিভাগের ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তিনি অতি মহামনা লোক। তাঁহার সময়ে এখানকার যে অনেক উন্নতি সাধিত হইবে তাহার সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে। দেখা যাউক, ক্যাসপরজ সাহেব কি করিয়া যান।

৪। সিয়াড়শোল ষ্টেটটী দেশের ভূরি উপকার সাধন করিয়া থাকে। এটী নানাপ্রকারে কত যে লোককে পরিপালন করিয়া আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। এটীর আয় কিছু সামান্য নহে। স্কুল, ডাক্তারখানা, টোল প্রভৃতি অনেকগুলি দেশহিতকর কার্য্য এটীর ব্যয়ে সতত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এ ষ্টেটের অধিকারিণী শ্রীমতী মহারাণী হরসুন্দরী দেবী অতি দানশীলা রমণীরত্ন। দেশের হিত সাধন জন্য অর্থ ব্যয়ে তিনি কিছু মাত্র কার্পণ্য প্রদর্শন করেন না। সম্প্রতি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুর এ ষ্টেটের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। এ কার্য্যে তত্ত্বাবধান তিনি

বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি যেরূপ কার্য্যপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে এ ষ্টেটের যে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে এ ষ্টেটের কতকগুলি অপব্যয় রহিয়াছে। সে দিকে এখনও কেন যে তাঁহার দৃষ্টি যাইতেছে না, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সেই অপব্যয়ের দিকে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এই বলিয়া আমরা অদ্য এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। আমরা অদ্য ইঙ্গিত দ্বারা অপব্যয়ের কথা উল্লেখ করিলাম। প্রয়োজন হইলে তাহার বিশদ বর্ণনে বিরত হইব না।

৫। বিগত বৎসর সিহাড়ঘোল ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাধারণ ফল অতীব প্রীতিকর হয়। তাহাতে মহারাণী মহোদয়া বিশেষ পরিতুষ্টা হয়েন। সম্প্রতি শুনিতেছি, তিনি এবার ৺ পূজার সময় শিক্ষকদিগকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিতে চলিলেন। এ কার্য্যটী মহারাণীর দানশৌণ্ডতার অনুরূপ কার্য্য হইতে চলিল।

বিজ্ঞাপন।

কণ্ট্রাক্টরদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

ভাগলপুরের রোডসেস কমিটী ১৮৮০ ও ৮১ অব্দের বজেটে (আয় ব্যয় বৃত্তান্তে) নিম্নলিখিত কার্য্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত টাকা বিভাগক্রমে মঞ্জুর করিয়াছেন। যে সকল কণ্ট্রাক্টর ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্ত টেণ্ডার দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে তাঁহারা যত সত্বর পারেন ভাগলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়রের নিকটে এতৎসংক্রান্ত চিঠি পত্র প্রেরণাদি করিবেন। ঐ ইঞ্জিনিয়রের আপীসে এষ্টিমেট ও সিডিউল প্রভৃতি পরীক্ষিত হইবে। অন্য অন্য সংবাদ পাওয়া যাইবে এবং টেণ্ডারের ফরম কিনিতে মিলিবে। ১৮৮০ অব্দের ১লা অক্টোবর হইতে রোডসেসের নূতন বৎসর গণনা আরম্ভ হইবে।

নূতন কার্য্য।

১। নারায়ণপুর রাস্তা হইয়া মিঙ্কি শোনবর্ষের সেতু ও জল নির্গমের জন্য পাকা পুল প্রস্তুত করিবার এষ্টিমেট ৩২০৪	কমিটীর মঞ্জুর করা ২৬০০
২। মধেপুরা সিংহেশ্বর রাস্তার জল নির্গমার্থ সেতুর এষ্টিমেট	৪৭৬৭
৩। মধেপুরা ষ্টেশনের রাস্তার জল নির্গমের জন্য পাকা পুল নির্ম্মাণ করিবার এষ্টিমেট ২৪৫২	২৪৫২
৪। মধেপুরা শোনবর্ষের রাস্তার সেতু ও জল নির্গমের জন্য পাকা পুল করিবার এষ্টিমেট ২৭৫৮৭	৮০০০
৫। উত্তর ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহগুলি নির্ম্মাণ করিতে	৪০০০
৬। দক্ষিণ ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহগুলি নির্ম্মাণ করিতে	৩০০০

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নূতন কার্য্য যাহা করিতে হইবে তাহা অদ্যাপি মঞ্জুর হয় নাই। মঞ্জুর হইলে তাহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে।

মেরামতী কার্য্য।	টাকা
১। ভাগলপুর ওভর-ব্রিজ হইতে সাঁওতাল পরগণা পর্য্যন্ত	২০০০০
২। সুলতানগঞ্জ—আর্য্যসগঞ্জ	১৬০০
৩। রেলওয়ে ষ্টেষণ হইতে নদীঘাট পর্য্যন্ত	১০০০
৪। গোগাবাজার রাস্তা	২০০
৫। গোরাঘাট হইতে ভাগলপুর	১৮০০
৬। ভাগলপুর হইতে পীরপৈতী	৩০০০
৭। ভাগলপুর হইতে উমীরপুর	১৫০০
৮। বাঁকা হইতে শিমুলতলা	২০০০
৯। পিঁপুলপটী হইতে সাবরহাট	১০০
১০। জগদীশপুর হইতে সোনাদী	৭০০
১১। সোনাদী হইতে বেলা, মজ্জাদা ও রাঙ্গাথার হইয়া	১০০০
১২। কলগাঁ হইতে বুড়াহাট	১১০০
১৩। পীরপৈতী হইতে বুড়াহাট	৫০০
১৪। পীরপৈতি রেলওয়ে ষ্টেষণ হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত	৬০০
১৫। বাঁকা হইতে উমীরপুর	১৫০০
১৬। বৌসী হইতে মহেরমা, দুবিয়া হইয়া	১৫০০
১৭। গোগা হইতে আমী	১০০০
১৮। মধেপুরা হইতে সোনবর্ষ, সাপুর হইয়া	১২০০
১৯। গোপালপুরঘাট হইতে কেওট গামা, সুপপুর ও সিংহেশ্বর হইয়া	৩৫০০
২০। সুপপুর হইতে কন্দৌলি, সুপুল বাপ্তিয়া ও ভাগমারা হইয়া	১৮০০
২১। বনগাঁ হইতে মহিষি	৬০০
২২। তিলযুগা নদী হইতে প্রতাপগঞ্জ বাপ্তিয়া হইয়া	৩৫০০
২৩। সুপুল হইতে প্রতাপগঞ্জ, পিপড়া হইয়া	১৫০০
২৪। প্রতাপগঞ্জ হইতে বালুয়াবাজার	৬৫০
২৫। সুপুল হইতে মধেপুরা, গামারিয়া ও সিংহেশ্বর হইয়া	২০০০
২৬। সিংহেশ্বর হইতে পিপড়া	৭০০
২৭। পরসরমা হইতে বলহি	১৫০০
২৮। মধেপুরা হইতে কারামা, কুরুগঞ্জ হইয়া	৩৫০০
২৯। লতিপুর হইতে ধাগবি	১৫০০
৩০। মিঙ্কি হইতে শোনবর্ষ, নারায়ণপুর হইয়া	৫০০
৩১। সাকন্দ হইতে সুলতানগঞ্জ	৪২০
৩৩। ভাগলপুর হইতে শাকন্দ	৩০০
৩৪। ভাগলপুর হইতে ধুরিয়া	৮০০
৩৫। মহেরমা হইতে কলগাঁ	৪৩০
৩৭। পীরপৈতি হইতে তিলাগড়ি	২০০
৩৮। ভাগলপুর পারে তিহারা হইতে লতিপুর	৩৭০
৪০। তুলসীপুর হইতে শেখড়া	৪০০
৪১। জগদীশপুর হইতে রামপুর	৩০০
৪২। বিষ্ণুপুর রেলওয়ে ওভারব্রিজ হইতে পীরপৈতি একদারা ও গৌহাট্টা হইয়া	৫০০
৭৩। ধাগবি হইতে কারামা ফুলত হইয়া	৫০০
উত্তর ভাগলপুরে সাধারাই মেরামত	২০০
দক্ষিণ ভাগলপুরের সাধারাই মেরামত	৩০০

১৮৮০। ২৫ আগষ্ট। } ভাগলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার।

হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক [illegible] ও সমুহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, শূলবাত, বুদ্ধিভ্রংশ, মূর্চ্ছা, [illegible], মন উচাটন করা, [illegible], হঠাৎ [illegible], ক্রন্দন খেঁচুনি এবং হস্তপদাদির [illegible] রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং [illegible] মন প্রফুল্লিত হয়। ১ শিশির মূল্য [illegible]।

[illegible] রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়াতে বহুদিবসের [illegible] ইন্দ্রিয় পরবশতা, অপরিমিত [illegible] বিকার বা উহার নিস্তেজস্কতা [illegible] তরল, অধিক স্বপ্নদোষ [illegible] শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি [illegible] রোগোৎপাদন হয়, [illegible] এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং [illegible] সংশোধিত হয় এবং সমধিক [illegible] শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৫ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং [illegible]।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা
শ্রীগ্যা[illegible] স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।
২৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।
বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া [illegible] আবিষ্কৃত করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে [illegible] এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, [illegible] কম্পন, মস্তিষ্কের হীনবল, [illegible], অতিশয় পিপাসা, অতিশয় প্রভৃতি উপসর্গ সকল [illegible] বিনষ্ট হইয়া [illegible] প্রস্রাব বারে ও [illegible] হয়।

[illegible] ব্যবহারোপযোগী।

[illegible] ... ... ২ টাকা।
[illegible] ... ... ৩ টাকা।
[illegible] ... ... ১ টাকা।

জ্বরারি [illegible]।
([illegible] মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় [illegible] পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... .. ১।০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৵০ আনা।

শিবাঘৃত।
(নপুংসক শৃগাল মাংসে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতি পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার ...মূল্য ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... ৵০ আনা।

শারিবা-আসব।

ইহার ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্তদোষ, পারদদোষ (অর্থাৎ পারা যে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে) বাতরক্ত নালি ঘা শোথ, গাত্রকণ্ডু, শরীরের দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিবিহীনতা, মস্তক ঘূর্ণন, হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গরমির পীড়া জন্য গাত্রে যে সকল বিকৃত চিহ্ন বা ক্ষত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ, স্থূল ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ বার আনা।

পুস্তক বিক্রয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কল্পদ্রুম ও সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নিকট আসিলে বা মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

পুস্তক	মূল্য
বিদ্যুল্লতা	৵০ আনা
কৃষিতত্ত্ব	১
নীতিসার ১ ম ভাগ	৶০
ঐ ২ য় ভাগ	৶০
ঐ ৩ য় ভাগ	।০
নিসর্গ সুন্দরী	।৵০
বঙ্গাঙ্গনা কাব্য	১,
যৌবন সুহৃদ	৸০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	॥০
সংকেতসার	৵১০
সভ্যতা সোপান	।০
যোগিনী	১,
কাশীমাহাত্ম্য প্রথম ভাগ।	॥০
ঐ ২ য় ভাগ	॥০
বিশ্ববিষচিকিৎসা	৸০
দশরথ বিলাপ	॥০
অবকাশ রঞ্জিনী	১
বার্ত্রাবধ কাব্য	১
নির্ব্বাসিতের বিলাপ	৸০
ভারতীয় গ্রন্থাবলী	১
কাশ্মির কুসুম	১॥০
ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত	॥০

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের দশম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩, টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৮০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ইহা মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য [illegible] টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। দশম খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। সরোজসুন্দরী।
২। একাদশ অবতার।
৩। দুর্য্যোধনের প্রতি ভীম।
৪। উপন্যাস।
৫। সাপ্তাদর্শন।
৬। মৃচ্ছকটিক।
৭। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৮। পিপীলিকা না বাঙ্গালী কে ভাল ?
৯। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
১০। মনুসংহিতা।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট

ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ সাপাপুর ডাকঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতায় কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং একজন উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।।৵০

সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক রোগ ও বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ।।০

নন্দিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর প্রভৃতি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১।।০ ডাকমাশুল ।।৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫।।০ টাকা, ডাক মাশুল ।০

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্পবিষবমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১।।০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।
১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদি চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ১ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম রক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২৲ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ
চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুমূল্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ অল্পকাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা
প্যাকিং ৵০ দুই আনা

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভদোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ৮ টাকা।
প্যাকিং ... ৵০ আনা।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চাঁদ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।

" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...

" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় ... ব্যারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন ... আয়ুর্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা। মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমলিয়া বাজারের ... ১৮০ নং বাটী

ব্রহ্মচারীদত্ত মহৌষধ।

ইহাতে সর্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হয়। ৪১ দিনের সেবনোপযোগী ঔষধের মূল্য ৫ টাকা ২১ দিনের ২৷৷০ ও সাত দিনের ১ টাকা। যাহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ বেয়ারিং পাঠান যাইবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ দুবে
মিসিরপোখরা বেনারস

সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। কর্ণের ঘা, পূয, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ৷৷০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মেড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারীলাল বসুদেব
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

বিজ্ঞাপন।

এখানি উপন্যাস ... চাঁপাতলা ... সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীটে মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৮০ আনা মাত্র।

যন্ত্র নিশ্চয়!!!

বি, এন, দাসের গণোরিয়া মিকশ্চর

ইহা দ্বারা নূতন, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার মেহ শ্বেতপ্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য মায় প্যাকিং বড় শিশি ৩৲, মধ্যম ২, ছোট ১৷৷০।

৪১ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, বাত, পারা দোষ, শোথ, উপদংশ, (গরমী) এমন কি শ্বাস কাশ ইহাদেরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ। ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দেব নিকট পাওয়া যায়।

মহাশয়!

আমি বহু দিবস হইল ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কার্য্যে অক্ষম হইয়া ছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যক্ষম হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিপদাস মণ্ডল
ময়মনসিংহ

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ—মতিহারি	১০
" " পরেশনাথ বসু—বাহাদুরাবাদ	৭৷৷
" " তারকনাথ ঘোষ—রাণীগঞ্জ	৭
" " চক্রধর দাস—কটক	৭
" " নীলমাধব সাহা—গোপীবল্লভপুর	৭
" বেণীমাধব মহাপাত্র—কেশবপুর	৭
শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায়—ঢাকা	১০
" " গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—মালদহ	৫
" " আশুতোষ মিত্র—নাগপুর	১০
" " ফাগুলাল মণ্ডল—রাজমহল	৭
" " জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—মগরা	৫৷৷
" " শ্যামলাল সাহা—রাজমহল	৭
" " রূপনাথ সেন—বাদীয়াখালি	৭
" " বিপিনবিহারী শেঠ—শ্রীপুর	১০
" " কালিদাস বিশ্বাস—স্বরূপগড়	৭
" " বলদেব সহায়—চাইবাসা	১০
কালনা মেওলাইব্রেরির সেক্রেটারি	৬

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক ঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়

সোমপ্রকাশ

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ২১ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ২২ এ ভাদ্র। ইং ১৮৮০। ৬ ই সেপ্টেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০. অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

প্রেরিতপত্র

আর্য্যধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

বিগত পূর্ব্বদিন ১০ ই ভাদ্র অ্যালবার্ট হরিসভা-মণ্ডপে আমাদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন উপরি উক্ত বিষয়ে একটী মৌখিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি শুনিতে বেশ সরস হইয়াছিল, এবং ইঁহার মধ্যে বক্তার বুদ্ধিমত্তা ও ভাবুকতার বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় তিনি যে উদ্দেশে এতটা আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা যে কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কেন না তিনি আর্য্যধর্ম্মরহস্যভেদ করিতে গিয়া নিজের কল্পনা ও যুক্তির উপর যত নির্ভর করিয়াছিলেন তাহার শতাংশের একাংশও যদি শাস্ত্রের উপর দিয়া নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি একটী নূতন ঐতিহাসিক সত্য প্রচারের জন্য ধন্যবাদার্হ হইতে পারিতেন। তিনি যে কোন্ প্রমাণের উপর ভর দিয়া প্রকাশ্যরূপে প্রচার করিলেন যে আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, পুরাণ, দর্শন, তন্ত্রাদির পরস্পর বিরোধ নাই, বরং সর্ব্বসামঞ্জস্য আছে, তাহা আমরা ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। যাহা অদ্যাপি কেহ বলিতে পারেন নাই, যাহা বৈদিককাল হইতে পৌরাণিক কালের সমুদায় সুধীগণ পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিতে সাহসী হন নাই, তাহা অদ্য আমাদের মত একজন লোকের অবাধে প্রচার করিতে সাহস করা উচিত কি না তাহা সুবোধ পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর প্রধান যুক্তি এই যে দোপাটি কিম্বা গাঁদা ফুলের "বীজের" সঙ্গে যেমন উহার ফুলের মিল হইতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া যেমন ইহা অসত্য নহে যে সামান্য কদাকার ক্ষুদ্র দোপাটি ও গাঁদা ফুলের বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া মনুষ্যের নয়ন মন রঞ্জন করিয়া থাকে এবং ঐ ক্রমোন্নতির ও বিকাশের মধ্যে কোন বিরোধ না দেখাইয়া বরং বিজ্ঞানের চক্ষে সর্ব্বসামঞ্জস্য প্রতীতি হয়, তেমনি আর্য্যধর্ম্মের বীজস্বরূপ বেদ, কাল সহকারে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া দর্শনে ও পল্লবিত হইয়া পুরাণে ও পুষ্পিত হইয়া স্মৃতিশাস্ত্রে পরিণত হইয়া সকলের ধর্ম্মামোদ চরিতার্থ করিতেছে। এ স্থলে বক্তব্য যে দোপাটি ফুলের একটী দানা হইতে এক রঙ্গের নয় কিন্তু নানা রঙ্গের ফুল ফুটিয়া থাকে পরন্তু ইহাও জানা উচিত যে "দোপাটি ফুলের" বীজ হইতে একপাটি ফুল ফুটিয়া থাকে। ... গাঁদার দানা হইতে মর্কট গাঁদাও ফুটিয়া থাকে। ইহা আমরা স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আর্য্যশাস্ত্র সম্বন্ধে অবিকল তাহাই হইয়াছে। ইহার প্রমাণ ভূরি ভূরি আছে। এক শাস্ত্র অন্য শাস্ত্রকে গালি দিয়াছে, এক দেবতা অন্য দেবতার নিন্দা করিয়াছে, এবং উহা যে কতদূর বিরোধী ও কতদূর বিভিন্ন-ভাবযুক্ত ও কতদূর কল্পনা তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে।

বিষ্ণুপক্ষে।

"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥"
(ভাগবতং)

অসূয়াহীন শান্ত স্বভাব মুমুক্ষু ভক্ত সকল ঘোররূপ প্রজাপতি প্রভৃতি অন্য দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণের অংশ সকলকে ভজনা করেন। এখানে "নারায়ণ" ও "প্রজাপতি" বিরুদ্ধভাবাত্মক কি না পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন।

বিষ্ণু ও মহাদেবে বিরোধ।

"যোহন্যৎ পূজয়েদেনাং স পাষণ্ডী ভবিষ্যতি।
ইতরেষান্তু দেবানাং নির্ম্মাল্যং গর্হিতং ভবেৎ॥
সকৃদেব হি যোশ্নাতি ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
নির্ম্মাল্যং শঙ্করাদীনাং স চাণ্ডালোভবেৎ ধ্রুবং॥"
কল্পকোটি সহস্রাণি পচ্যতে নরকাগ্নিনা।
(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড। ৭৮ অধ্যায়।)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে পাষণ্ড হয়। বিষ্ণু ভিন্ন অন্যের নির্ম্মাল্য গর্হিত হয়, যে অজ্ঞ ব্রাহ্মণ একবার মাত্র শিবাদির নির্ম্মাল্য ভোজন করে, সে নিশ্চিত চণ্ডাল হয় এবং নরক অগ্নিতে কোটী সহস্র কল্প দগ্ধ হয়। যেমন "উন্নতিশীল" ব্রাহ্মেরা "পৌত্তলিক" দের নিমন্ত্রণে যাইতে চান না, ও যেমন তাঁহাদের "অনুষ্ঠান" পদ্ধতি মধ্যে "পৌত্তলিকদের" বাটীতে "সন্দেশ" খাওয়া পর্য্যন্ত নিষেধ, তদ্রূপ একটী পৌরাণিক বিধি নিয়ে প্রকটিত হইল।

"সৌরশ্চ গাণপত্যাশ্চ শৈবাদেভূরিমানিনঃ।
শাক্তাশ্চ বৈষ্ণবোবারি হস্তেহন্নং পরিত্যজেৎ॥
সঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ শৈবশাক্তাদীনাঞ্চ বৈষ্ণবঃ
ন কার্য্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেষাং দ্রব্যমমেধ্যবৎ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১০০ অধ্যায়।

অর্থাৎ। সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈবাদির হস্ত হইতে বিষ্ণুর উপাসক অন্ন জল গ্রহণ করিবেন না। বৈষ্ণব শৈবশাক্তাদির সঙ্গ করিবেন না তাহাদের নিকটে কোন প্রার্থনাও করিবেন না। এবং তাহাদিগের দ্রব্য পুরীষ তুল্য হয়!!!

শ্রীকৃষ্ণ বাবু দেখুন এখানে "দোপাটী গাছে" ভেঁটফুল ফুটিয়াছে! এ অপূর্ব্ব আর্য্যরহস্যটী তাঁহাকে ভেদ করিতে হইবে।

শিবপক্ষে।

"ধ্যানং হোমস্তপস্তপ্তং জ্ঞানং যজ্ঞাদিকোবিধিঃ।
তেষাং বিনশ্যতি ক্ষিপ্রং যে নিন্দন্তি পিনাকিনং॥"
কূর্ম্মপুরাণ। ২৫ অধ্যায়।

অর্থাৎ যাঁহারা শিবকে নিন্দা করেন, তাঁহাদিগের ধ্যান, হোম, জ্ঞান যজ্ঞাদি বিধি সমুদয় শীঘ্র নষ্ট হয়। এমাবণ বাণ বৈষ্ণবদের উপর লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শক্তি পক্ষে।

"বেদাবিনিন্দিতাযস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
হরের্নাম ন গৃহ্নীয়াৎ নস্পৃশেৎ তুলসীদলং।
নস্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্চনার্চ্চয়েৎ॥"
(কুলাবতী তন্ত্র)

বুদ্ধরূপ হইয়া বিষ্ণু বেদ নিন্দা করিয়াছেন, অতএব হরিনাম গ্রহণ করিবে না, তুলসীপত্র স্পর্শ করিবে না, এবং শালগ্রামশিলা পূজা করিবে না। এবার উপায় কি? হরিসভা কি করিবেন? উক্ত তন্ত্রখানি ছিঁড়িবার যো নাই, উহাও আর্য্যশাস্ত্রের শাখা কিম্বা একটী ফুল বিশেষ। এ ফুলটী কেমন ফুটিয়াছে দেখুন, এ ফুলটী কেবল শাক্তেরা দেখিবেন কিন্তু ইহা বৈষ্ণব মহাশয়দিগের ও হরিভক্তদিগের চক্ষুঃশূল কি না তাঁহারাই উত্তর দিন। এ পুষ্পে কেবল অন্ধকার রজনীতে শ্যামাপূজা হইতে পারে, অন্য পূজা নিষেধ।

যুগপৎ বৈষ্ণব ও ভাগবত নিন্দা।

"ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।
নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ।
কলৌ কেচিৎ দুরাত্মানোধূর্ত্তাবৈষ্ণবমানিনঃ।
অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥"
(স্কন্দপুরাণং)

যে গ্রন্থে নানা অসুরবধের সহিত ভগবতী কালীকার মাহাত্ম্য বর্ণন করা হইয়াছে তাহাকে ভাগবত বলিয়া জানিবে। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভাগবতের মাহাত্ম্য-যুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভারতের কল্পনা করিবে। তবে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় এতদিন কি কাজ করিলেন? তাঁহার প্রচারিত ভাগবত কি প্রকৃত ভাগবত নহে। উক্তশ্লোকটীও আর্য্যশাস্ত্র মধ্যে নিহিত। এখন উপায়? শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলুন কি করা যায়। এখানে গোলাপ গাছে কেয়াফুল ফুটিয়াছে। ইহাও একটি রহস্য

এতদ্ভিন্ন মূল বেদ যে কত শাখা প্রশাখা প্রতিদ্বন্দ্বিভাব ও মতে পরিপূর্ণ তাহা আর্য্যশাস্ত্রবিৎ মহাত্মা মাত্রেই অবগত আছেন। সে সব উল্লে

করিয়া আর পত্রখানি বাড়াইতে চাই না, তবে উপসংহার কালে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারকদিগকে এই মাত্র অনুরোধ করি যে যাহা দুঃসাধ্য তাহাতে তাঁহারা যেন হস্তক্ষেপ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করেন। বৈদিক সত্য, পৌরাণিক সত্য, দার্শনিক সত্য, তান্ত্রিক সত্য মধ্যে যে কি বিসম্বাদিতা ও স্পষ্ট বিরোধ আছে তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। তাহা বরং গৌরবের বিষয়। দর্শনশাস্ত্রে এ সব বিরোধের মীমাংসা করিতে পারেন নাই, আমাদের তাহাতে নিমগ্ন হওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা সন্দেহ নাই। আর্য্যধর্ম্মে অথবা আর্য্যশাস্ত্রের রহস্য ভেদ যদি দুই একটী মনঃকল্পিত লতাপাতার গন্ধে হইত তাহা হইলে অষ্টাদশ পুরাণের পর শত শত পুরাণ রচনার প্রয়োজন হইত না। তাহা হইলে শত শত পুরাণে আশা না মিটাতে সহস্র সহস্র তন্ত্র প্রকম্পিত হইত না। এবং ইহাতেও কিছু না হইয়া মানিকপীর ও সত্যপীরের কথা ও গান শুনিয়া হিন্দু আর্য্যসন্তানদের ধর্ম্মতৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইত না—স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে পরস্পরের বিরোধ আছে কি না তাহা দূরে রাখিয়া এক মনুসংহিতার এক অধ্যায়ের সহিত যে অপর অধ্যায়ের মিল নাই ও সম্পূর্ণ বিরোধ আছে তাহা এখনই দেখান যাইতে পারে। সে সব চক্ষু বুজিয়া মিল করিয়া দেওয়া দামান্য গোঁড়ামী নয়। এই সব বিভিন্ন বিভিন্ন মত আর্য্যদিগের স্বাধীন চিন্তার উজ্জ্বল প্রমাণ স্বরূপ দেদীপ্যমান। তাঁহারা যে আমাদের মত কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কাল না কাটাইয়া প্রাণপণে অমূল্য আয়ুরত্ন উদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া অশেষ গৌরবভাজন হইয়া গিয়াছেন, এ সব তাঁহাদেরই পবিত্র পদচিহ্ন মাত্র। আর্য্যসন্তানগণকেও সেই উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া উচ্চ গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা এবং উদার চিন্তা দ্বারা আর্য্যধর্ম্মের—আর্য্যসমাজের আর্য্যশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। তবেই ভারত পূর্ব্বের ন্যায় বলীয়ান হইবে, তবে পুনবার ভারত জাগিবে, ভারত গাঝাড়া দিয়া উঠিবে, এবং ভীমনাদে প্রকৃত ধর্ম্ম মুকলে ভূষিত হইয়া দেবগণের সঙ্গে সমতানে গাইতে পারিবে "বলং বলং ধর্ম্মবলং" "বলং বলং তপোবলং" "বলং বলং ব্রহ্মবলং।"

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

কাকিনীয়াধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী।

আমাদের দেশের যে এত অবনতি শুদ্ধ কেবল দেশীয় রাজা ও জমিদারগণের দোষে। কারণ যদ্যপি রাজার প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় রাজা কিম্বা জমিদারগণ সাবালক হইলেই সাহেব ঘেঁসা হয়েন এবং সাহেবদের সহিত এক টেবলে বসিয়া খানা ও মদ্যপান করাকে প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করেন। শেষে তাঁহাদের অদৃষ্টে এই ঘটে অপরিমিত পান দোষে লিবর পাকিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া প্রস্থান করেন। বেশী দিন আর রাজ্যভোগ বা ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে হয় না। যে কয়েকদিন বাঁচিয়া থাকেন তাহার মধ্যে অনেকে অনেক রকম লীলা খেলা দেখান, যথা বহুব্যয়ে বিবিধ নাচ, তোষাখানায় খানা খাওয়ান এবং টাউনহলে বল প্রদান। মনে মনে ভাবেন এইরূপ করিলে সাহেবেরা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উচ্চ উপাধি প্রদান করিবেন। এ জ্ঞান জন্মায় না যে, সাহেবেরা তাঁহাদিগের ফাকি যুকি সব বুঝেন, তাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা সুচতুর না হইলে সমুদ্র পারে আসিয়া কখনই এই সুবৃহৎ ভারত সাম্রাজ্য শাসনে সক্ষম হইতেন না। তবে নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে ছেলে ভুলান গোচ একটা কাগচে ভুয়া উপাধি প্রদান করেন এবং সেকেণ্ড করিবার সময় কৌশলে বৃদ্ধ অঙ্গুলিও স্পর্শ করাইতে ক্রটি করেন না। দুঃখের বিষয় জমিদার ও রাজগণের এ জ্ঞান থাকে না, যদি এ জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা ঐ টাকায় কল কারখানা করিয়া দেশের যথেষ্ট উপকার করিতে পারিতেন এবং অনেক দরিদ্র ব্যক্তিকেও প্রতিপালন করা হইত। তাঁহারা টাউনহলে এক রাত্রে যে টাকা ব্যয় করেন ঐ টাকায় যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তির বিবাহ করিয়া দেন, তাহা হইলেও তাহারা সাত পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া কত আশীর্ব্বাদ করে এবং দেশের লোকেও সহস্র বদনে তাঁহার যশ কীর্ত্তন করিতে থাকে। এপ্রকার দাতার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে মহাত্মা কল্পপাত্রিকে স্মরণ হয়। কিন্তু কাকিনীয়ার ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় এ প্রকৃতির জমিদার নহেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ২৭।২৮ হইবে। স্বদেশের উপকারার্থ ইহাঁর দ্বারা অনেক গুলি সৎকার্য্য হইতেছে। ইনি পানাসক্ত কিম্বা ব্যভিচারাসক্ত নহেন। ইহাঁর যত্নে কাকিনীয়ায় একটী সাধারণ পুস্তকালয় ও তাহার তত্ত্বাবধান জন্য এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। ইনি নিজ খরচে একটী প্রেশ কিনিয়া "রঙ্গপুরদিক্ প্রকাশ" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রচার করিয়া থাকেন। ঐ পত্রের জন্য দুইজন সম্পাদক ও আর অনেকগুলি লোক প্রতিপালন হইতেছে। ইহাঁর দুইজন চিকিৎসক আছেন তাঁহারা সাধারণকে ঔষধাদি বিতরণ করেন। তদ্ভিন্ন একটী ইংরাজি চিকিৎসালয় ও একজন নেটিভ ডাক্তারও আছেন, এখানে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। বালিকা বিদ্যালয়, ইংরাজি ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় এবং সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, অতিথি শালা, দেবালয় প্রভৃতিতেও অনেক লোক প্রতিপালিত হইয়া থাকে। আমোদ প্রমোদের জন্য একটী নাট্যশালা এবং ব্যায়াম শিক্ষার জন্য একটী ব্যায়াম বিদ্যালয়ও ইহাঁর যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইনি দিবসের প্রত্যেক অংশ বিভাগ করিয়া কার্য্য করেন, সামান্য মাত্র সময়ও অপব্যয় করেন না। বেশী সময় ইহাঁর বিদ্যা আলোচনাতেই অতিবাহিত হয় এবং রচনা শক্তি থাকাতে অবসর মত সঙ্গীত আদির রচনা করিয়া থাকেন। অনেকগুলি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ইনি গ্রহণ করিয়া রীতিমত পাঠ করেন এবং জমীদারি সম্বন্ধেও যাবতীয় কার্য্য স্বয়ং চক্ষে দেখেন। এপ্রকার মহোদয় ব্যক্তি কেন যে উচ্চতর উপাধি লাভে বঞ্চিত রহিয়াছেন বলা যায় না। যদি টাউনহলে বল ও সাহেবদিগকে খানাখাওয়াইবার জন্য উপাধি লোভ না করিয়া থাকেন তবে তাঁহার সে উপাধি অপেক্ষা বর্ত্তমান উপাধি আমরা অতি আদরের বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি এই উপাধিতেই দীর্ঘজীবী হইয়া দরিদ্র পালন করিতে থাকুন ঈশ্বরের নিকট আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে এই মাত্র প্রার্থনা।

বশম্বদ

আপনার সুরঙ্গবন্ধু

সংবাদদাতা।

মহাশয়! ১লা ভাদ্রের সোমপ্রকাশে বাঙ্গ বিহারী বাবুর পত্রোত্তরে আপনার কতিপয় পংক্তি পাঠ করিয়া পরম সুখী হইয়াছি; কিন্তু এক স্থানে একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি প্রবীণ, শাস্ত্রদর্শী ও জ্ঞানী পুরুষ, আপনি ভিন্ন ইহার মিমাংসা আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় না বিশেষতঃ আপনার লিখিত বিষয়ের পোষকতা করিতে আপনই উপযুক্ত।

আপনি ৪র্থ উত্তরে লিখিয়াছেন "তিনি (ঈশ্বর) আমাদের হৃদয়ে যে এক কৃতজ্ঞতা পদার্থ দিয়াছেন তাহাই আমাদিগকে তাঁহার জানিবার চেষ্টায় নিযুক্ত করিয়া তুলে। যাবৎ তাঁহার উপাসনা ও আরাধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া না যায়, তাবৎ সেই কৃতজ্ঞতারূপ ভুজঙ্গ ঋণভারে অবনত হইয়া নিতান্ত সঙ্কুচিত ও মলিন হইয়া থাকে। তাঁহার আরাধনা করিলেই হৃদয় ভারমুক্ত ও উৎফুল্ল হয় ইত্যাদি। বাব! অল্পকাল ভাবিয়া দেখ সামান্য একজন

কার কর্ত্তার উপকার ঋণ পরিশোধার্থ চিত্ত কেমন ব্যাকুল হয়? ইহাই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেন? তাহা জানিবার প্রধান প্রয়োজন।" কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট কৃতজ্ঞতা দেখাইবার কোন হেতুই দেখিতে পাই না। যদি ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার অবশ্যই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। আমাদিগকে যে সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাতে তাঁহারই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে। আমরাতো "হে ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি কর" এরূপ প্রার্থনা করি নাই। আমি যদি তাঁহারই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এখানে আসিয়া থাকি, তবে আমাকে রক্ষা করা অবশ্যই সুখে স্বচ্ছন্দে বা দুঃখে রাখা তাঁহারই আবশ্যক, কেন না, তাহা না হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন ভিন্ন আমার কোন উপকারই নাই সুতরাং আমার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের কোন হেতু নাই।

মনে করুন আমি একটী কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করি, প্রভু আমাকে টাকা মাসিক বেতন দেন, কার্য্যের জন্য টেবিল, চেয়ার, দোয়াত কলম, কাগজ আদিও দিয়াছেন। আমি সুখে স্বচ্ছন্দে কার্য্য করিতেছি। এই বেতনের টাকার জন্য কি আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব? কখনই না, যদি এস্থলে আমাকে কৃতজ্ঞ হইতে হয় তবে আমি যে প্রভুর কার্য্য সাধন করিলাম এজন্য তাঁহারও আমার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অন্যথা কাহারই কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন নাই, কেন না শ্রম করিয়াছি তিনি বেতন দিয়াছেন। দোয়াত, কলম, টেবিল, চেয়ার ও তাঁহারই কার্য্য সাধনের উপকরণ, তত্তাবৎ প্রাপ্ত হইয়াও আমি কৃতজ্ঞ হইতে পারি না। তদ্রূপ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিলেন আমি বায়ু জল অন্ন শরীরাদি যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাও তাঁহারই কার্য্য সাধনের উপকরণ স্বরূপ, ইহা আমার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের প্রবলতর কারণ কি? প্রভুর কর্ম্ম শেষ হইলেই যেমন আমি কাগজ কলম আদি প্রভুর উপকরণ দ্রব্য কার্য্যালয়ে রাখিয়া চলিয়া আসি তদ্রূপ মৃত্যুকালে আমি ঈশ্বরের উপকরণ দ্রব্য সকলই এখানে রাখিয়া যাইব। তবে কি উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা দেখাইব! মহাশয়! ঈশ্বর নিজ উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া যদি কেবল আমারই জন্য আমার কোন উপকার করিতেন তবে আমি অনন্য মনে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতাম কিন্তু যখন দেখিতেছি যে তৃণ হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত পদার্থ তাহারই আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক তাঁহারই কার্য্য সাধন করিতেছে তবে কিনি নিঃস্বার্থ উপকারী কাব? কেন তবে তিনি কৃতজ্ঞতার পাত্র (১) আমার এই সংশয়টী ভঞ্জন করিয়া সান্ত্বনা করুন।

মুঙ্গের

অনুগত
শ্রীঃ—

বিগত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে "উদ্ভ্রান্ত যুক্তি" শীর্ষক একটী প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছে। প্রস্তাবটী এমনি অসার, যে প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন। তবে ঈদৃশ প্রবন্ধ পাঠেও কুসংস্কারাবিষ্ট মন অধিকতর কুসংস্কারান্ধ হইতে পারে বলিয়া লেখনী পরিচালনে বাধ্য হইলাম। স্বকীয় মত সমর্থনার্থ প্রস্তাব লেখক যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কতকগুলি চর্ব্বিত চর্ব্বণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন, "আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দেখি নাই বলিয়া কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন না" বোধ হয় অনুমান শক্তির মূল কি, পত্রপ্রেরক অদ্যাপিও তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অনুমানের মূল প্রত্যক্ষ। যদি সৃষ্টি অবধি চিরকাল এরূপ দেখা যাইত, যে পিতা ব্যতিরেকে পুত্রোৎপত্তি সম্ভবপর, তাহা হইলে কখনই একজন মনুষ্য দেখিয়া অপরে তাহার পিতা অথবা পূর্ব্বপুরুষের অনুমান করিত না। জনকাভাবে সন্তানোৎপত্তি কখনও দৃষ্ট হয় নাই বলিয়াই লোকে জন্মদাতার অনুমান করে। পৃথিবীতে যদি অন্য কোন জন্তুর পদাঙ্ক, মনুষ্যের পদচিহ্ন সদৃশ হইত, তাহা হইলে কর্দ্দমোপরি পদাঙ্ক দর্শনে কেহই উহা মনুষ্যের পদাঙ্ক বলিয়া একবারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিত না। সেইরূপ ঈশ্বরকে কেহ কখন ইহ অথবা অপর কোন জগত সৃষ্টি করিতে দেখিয়া আইসে নাই, সুতরাং তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ অনুমানও হইতে পারে না।

পাপ পুণ্য সম্বন্ধে লেখকের ভ্রমাত্মক সংস্কার দেখিয়া আমরা সত্য সত্যই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। মনুষ্য সামাজিক প্রয়োজন সংসাধনার্থ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে। যদ্দ্বারা সমাজের বিশৃঙ্খলা সাধিত হয় তাহাই পাপ, আর যাহাতে সামাজিক জনগণের সুখ সম্বর্দ্ধিত হয়, তাহাই পুণ্য। ঈশ্বরের অভাবে সামাজিক শৃঙ্খলার কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস কোন রূপ পাপ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া গ্রহীতা সম্মাননা অথবা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইলে দাতার অন্তঃকরণে যুগপৎ যেরূপ ক্রোধ ও দুঃখের আবির্ভাব হইয়া থাকে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে তিনিও আমাদিগের প্রতি সেইরূপ রুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট হইবেন, এ বিভীষিকায় আমরা ভীত নহি। আমরা আফরিকার উৎকট নাম বিকট মূর্ত্তি অসভ্য বর্ব্বর নিগ্রো নহি, যে অদ্যাপিও এই উনবিংশ শতাব্দীতে ঈদৃশ প্রলাপোক্তিতে আস্থা প্রদর্শন করিব।

শ্রীকৃষ্ণ বাবু যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যুত্তরে লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন তবে আর মিথ্যা তর্কের

---

(১) জগদীশ্বর আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা প্রদান করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতা আমাদের স্বভাবিক ধর্ম্ম। দয়া দাক্ষিণ্যাদি যেমন আমাদের সহজাত কৃতজ্ঞতাও সেইরূপ। পরের দুঃখ দেখিলে দয়ালু ব্যক্তির মনে যেমন বিকার উপস্থিত হয় অপরের কৃত উপকার লাভে কৃতজ্ঞতাও তেমনি উচ্ছলিত হইয়া উঠে। উপকর্ত্তা কি ভাবে কি অভিপ্রায়ে কোন অবস্থায় আমাদের উপকার করিলেন তৎকালে সে চিন্তার উদয় হয় না। উপকর্ত্তার কোন স্বার্থসিদ্ধির কামনা আছে কি না, অথবা তিনি অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনা করেন কি না, না তিনি অন্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে আমাদের উপকার করিয়াছেন কি না, সে বিচারের প্রয়োজন হয় না। সে বিচার করিয়া যে কৃতজ্ঞতার উদয় হয় সে নৈমিত্তিক, স্বাভাবিক নয়। স্বভাবিক কৃতজ্ঞতার কার্য্য এই অন্যকৃত উপকারলাভ আমাদিগকে উন্মাদিত করিয়া তুলিবে। বোধ কর তোমার দশ সহস্র টাকা ঋণ হইয়াছে, সেই ঋণের নিমিত্ত মহাজন তোমার বাটী ঘর বিষয় বিভব প্রভৃতি সমুদায় নিলাম করিতে উদ্যত হইয়াছেন, নিলামের আর তিন দিন বাকি আছে, সমুদায় বিক্রয় হইয়া গেলে, তুমি স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া কোথায় দাঁড়াইবে কিরূপে জীবিকা সম্পাদন করিবে তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। তুমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছ। তোমার স্ত্রীপুত্রাদির নয়ন যুগলে অবিরল জলধারা বহিতেছে। সকলে হাহুতাশ করিতেছে। এমন সময়ে কোন মহাত্মা তোমাকে দশ সহস্র টাকা পাঠাইয়া দিলেন এরূপ ভাবে দিলেন যে কে কোথা হইতে পাঠাইয়া দিয়াছে তুমি কিছু মাত্র জানিতে পারিলে না। দাতারও এমন অভিপ্রায় নয় যে তুমি বা অন্যে তাহা জানিতে পারে তুমি তাঁহার নিকটে চির কৃতজ্ঞ হইয়া থাক এবং তাঁহার কৃত উপকারের প্রত্যুপকার কর তাঁহার এ ইচ্ছা নয়। এ অবস্থায় তোমার মন কৃতজ্ঞতারসে উচ্ছলিত হইবে কি না? উপকর্ত্তা নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে দিয়াছেন এই বিবেচনা করিয়া তোমার মন কি পাষাণবৎ অদ্রবীভূত হইয়া তোমাকে এক দম পাষাণ করিয়া তুলিবে? কৃতজ্ঞতা যদি স্বাভাবিক হইল ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের যে কৃতজ্ঞতা জন্মিবে সে বিষয়ে সংশয় কি? তিনি যে উদ্দেশে আমাদের সৃষ্টি করুন, তাঁহার লীলা খেলাই হউক, তামাসা দেখাই হউক, সৃষ্টির আর কোন গূঢ় উদ্দেশ্যই থাকুক, সে বিচারের আমাদের প্রয়োজন হয় না। আমরা তাঁহার কৃত নিত্য উপকার ভোগ করিতেছি। তিনি শস্য দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছেন। সুখ সামগ্রী দিয়া আমাদিগকে সুখিত করিতেছেন তিনি সকল বিষয়েরই এইরূপ উপায় করিয়া দিয়াছেন আমরা কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া লইলেই আমাদের সমুদায় অভাব পূরণ করিতে পারি। যাঁহা হইতে আমরা এই অসংখ্য অসীম উপকার লাভ করিতেছি তাঁহার প্রতি আমাদের মন কি স্বতঃ কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইবে না? স।

প্রয়োজন কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, শ্রীরাধিকা বলিয়াছেন, বলিয়াই বিশ্রাম লও ইত্যাদি।" শ্রীকৃষ্ণ বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণ কি না তাহা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদনীয় কি না, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের কিছুমাত্র বক্তব্য নাই। কিন্তু লেখককে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারাও কি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহেন? বেদে বলিয়াছে, উপনিষদে বলিয়াছে, কোরাণে বলিয়াছে, বাইবেলে বলিয়াছে, অথবা চৈতন্য বলিয়াছেন, নানক বলিয়াছেন, ঈশা বলিয়াছেন, বুদ্ধ বলিয়াছেন, মহম্মদ বলিয়াছেন, রামমোহন রায় বলিয়াছেন, বলিয়াই কি তাঁহারা ঈশ্বর পূজায় নিবিষ্ট নহেন? তাঁহারা স্বয়ং কি কখনও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকৃত কি অপ্রকৃত? যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিচার স্থলে কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই কেন? ঈশ্বর ইচ্ছাময় কি ইচ্ছাহীন, তাহা আমরা জানি না। তবে এতৎসম্বন্ধে উভয়ের উক্তিই যে সত্য হইতে বহুদূর ব্যবহিত, তাহা আমাদিগের পূর্ব্ব লিখিত প্রস্তাব নিচয়ে সম্যক প্রদর্শিত হইয়াছে।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীরাজবিহারী দাস।

একাদশীর ব্যবস্থা।

আপনার গত সোমবারের পত্রে একাদশীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় উভয় পক্ষ বাদী প্রধান প্রধান জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতদিগকে আনাইয়া গণনা পূর্ব্বক এই ব্যবস্থা স্থির করা হইয়াছে যে আগামী ৩১ এ ভাদ্র বুধবার একাদশীর উপবাস হইবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্ণয় পত্র মহারাজ শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সত্বর প্রকাশ করিবেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহারই যত্নে এই নির্ণয় হইয়াছে।

সংস্কৃত কলেজ
১৫ ই ভাদ্র ১৮০১। } শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

একাদশীর ব্যবস্থা।

মহাশয় এবারকার এক একাদশী লইয়া বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা একাল পর্য্যন্ত ইহার কোন অনুসন্ধান করি নাই সুতরাং বিশেষ মনোযোগ হয় নাই মধ্যে মধ্যে এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণের ঐকমত্য প্রযুক্ত কোন গোল হয় না। উপস্থিত ব্যাপার নির্ব্বিবাদে সমাধান হইতেছে না। পঞ্জিকাকারের মতবিভিন্নতাই তাহার একমাত্র কারণ। এজন্য দেশান্তর হইতে যাহাতে সৎ মীমাংসা হয় এমত অনুরোধ পত্রাদি এস্থানে আসিতেছে। আমরা একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া সদ্ব্যবস্থা বুদ্ধ্যর্থে জন সাধারণের গোচরার্থ মহাশয়ের পত্রিকাশ্রয় করিলাম। মহাশয় পত্র খানি প্রকাশ করিয়া আর্য্যগণের যথোচিত উপকার সাধন করিবেন। অদ্য যে উদ্দেশে আমরা একথার অবতারণা করিতেছি তাহা এই। আগামী ৩০এ ভাদ্র মঙ্গলবার প্রাতে দশমী ১ পল মাত্র কোন পঞ্জিকায় লিখে কোন কোন পঞ্জিকাতে তাহাও নাই, এস্থলে একাদশীর উপবাস কোন দিবসে হইবে? যদি দশমীর সত্তা স্বীকার করা যায় তবে স্মার্ত্তমতানুবর্ত্তিদিগের শুদ্ধ দ্বাদশীতে অর্থাৎ পর দিবসে উপবাস বিধি হয়। আর যদি দশমী না থাকে তবে একাদশীর উপবাসাদি সমুদয় কার্য্য ঐ দিবসে অর্থাৎ ৩০এ তারিখে করিতে হয়। ফল দশমীবিদ্ধা একাদশী উপবাসে কোন রূপেই গ্রাহ্য নহে বলিয়া মহান সংশয় উপস্থিত। বর্ত্তমান গোলযোগটী কেবল গৌড়প্রদেশে অর্থাৎ বাঙ্গালায় হইয়াছে, এতৎ প্রদেশে কোন গোল নাই, যেহেতুক এতদ্দেশের তিথ্যাদিমান ওদেশ অপেক্ষা ন্যূন হইয়া থাকে সুতরাং এস্থানে একাদশীর দুই পূর্ব্ব দিবসে হওয়ার পক্ষে কোন বিবাদ নাই। এক্ষণে প্রকৃত পক্ষে কি হইবে প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে বিষয়টী যে প্রকার জটিল তাহাতে সহজে মীমাংসিত হইবার নহে, এরূপ স্থলে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা নাক্ষত্র বিষয়ে দৃগ্গণনাকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন আমরাও দৃক্গণনাবলম্বন করিলাম। তাহাতে সূর্য্য চন্দ্র ঐক্য করাতে দশমীভুক্ত তিথি আসিতেছে, ফলে ৩০ এ তারিখে সূর্য্যোদয় কালীন দৃক্গণনাতে দশমী স্থিতি আদৌ নাই বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। কতক পল রাত্রি থাকিতেই দশমী নিবৃত্তি এবং একাদশীর প্রবৃত্তি হইয়াছে। অতএব আমাদিগের মতে ৩০ তারিখে একাদশীর উপবাসাদি কর্য্য হইবে সংশয় নাই। ইহা কেবল স্বমত বিজৃম্ভিত নহে, এতদ্দেশীয় জ্যোতির্বিদ অন্যান্য পণ্ডিত মহাশয়ের অনুমত এবং অনুমোদিত। ইহাদিগের একতা সাহায্য অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে এরূপ ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে লেখনী চালনে সামর্থ্য হইত না। বিজ্ঞগণের বিজ্ঞাপনার্থ রবি চন্দ্র স্ফুট এবং তাহার ভুক্তি গণনা নিম্নে প্রকাশিত হইল, মহোদয়গণ দৃষ্টি করিবেন. যথা—৩০ এ ভাদ্র মঙ্গলবারে ঔদয়িক স্ফুট গৌড়ে সিদ্ধান্ত রহস্যে॥

স্ফুটরবিঃ	৪।	২৯।	২।	২৬।
স্ফুটচন্দ্রঃ	৮।	২৯।	৭।	২৫।
রবিস্ফুট ভুক্তিঃ	৫৮।	৩০		
চন্দ্রস্ফুট ভুক্তিঃ	৮৫৬।	৪৬		

উক্ত স্ফুট মতে নিশ্চয় উপলব্ধি হইতেছে যে রাত্রি ২২ পল থাকিতে দশমী ভোগ হইয়াছে।

শ্রীজয়রাম দেবশর্ম্ম } [illegible]। শকা ১৮০১
শ্রীজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মণোঃ } ১৫ ই ভাঃ

"ঈশ্বরসিদ্ধি" দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা ১৯ এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে শ্রীযুক্ত রাজবিহারী দাসের অবলম্বিত নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়া অতি গভীর ন্যায়দর্শনের যুক্তিপরম্পরা দ্বারা "ঈশ্বর সিদ্ধি" সপ্রমাণ করিয়াছিলাম। এবারকার ১২ ই ভাদ্রের সোমপ্রকাশে উক্ত রাজবিহারী বাবু আমাদের নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া আর একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পত্রখানি তিনি অবিকল বঙ্গদর্শন হইতে নকল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এবার বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন ও ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় হইতে, কেবল "সাংখ্য" নয়, কিন্তু অবিকল কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু নিজ পত্রে তাহার কোন চিহ্ন মাত্র প্রদর্শন করেন নাই। কেবল শেষে বলিয়াছেন যে উক্ত গ্রন্থ সমূহ হইতে তিনি "নিরীশ্বর সাংখ্য" পাইয়াছেন, উহা না লিখিলেও আমরা [illegible] বিচার [illegible] নিজের বুদ্ধি, বিদ্যা ও অন্যের সাহায্য লইয়া থাকেন। যাহা হউক এবার তিনি কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে নয় কিন্তু আত্মা ও পরলোক সম্বন্ধেও কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। শেষোক্ত দুই বিষয় নিতান্ত আবশ্যক হইলেও প্রথমোক্তটীর সিদ্ধান্ত না বুঝিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় আশ্রিত বিষয়ান্তরে গমন করা ন্যায়সঙ্গত বোধ হয় না। তিনি যেমন তাঁহার লিপিখানি দুই তিন খানি মাসিকপত্রিকা হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা অনুরোধ করি আত্মা ও পরলোক সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা দুইখানি ইংরাজী দর্শন শাস্ত্রের নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। তদালোচনার পর, রাজবিহারী বাবু তাঁহার উদ্ধৃত মতগুলি যদি পরিবর্ত্তন করিতে না চান, তাহা হইলে আমরা তাহা সাধ্যানুসারে খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইব; [illegible] প্রথম দুই খানি "[illegible]" অথবা "[illegible]" ফিলোসফি এবং এম, [illegible]র "[illegible]" এই পুস্তক কয়েকখানি অতি উপাদেয় এবং অতীব শ্রদ্ধাসহকারে আদ্যোপান্ত সাবধানে পাঠ করা কর্ত্তব্য। রাজবিহারী বাবু লিখিয়াছেন "[illegible] বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তত সংখ্যক অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই।" তিনি যেমন বলে ও

কথাটী লিখিতে সাহসী হইলেন, আমরা ত [illegible] স্থির করিতে পারিতেছি না। [illegible] প্রমাণ কি? এটী কি তাঁহার [illegible] প্রমাণ, না কোন ঐতিহাসিক [illegible] আমরা [illegible] History of [illegible] সম্মারক [illegible] দেখিতে পাই, [illegible] নিম্নে প্রকটিত করিয়া দিলাম।

১।	[illegible]	সংখ্যা	৪০৭৭৩৭৭৭৯
[illegible]	[illegible]	ঐ	৩৪০০০০০০০
[illegible]	[illegible]	ঐ	২০০০০০০০০
[illegible]	[illegible]	ঐ	১৭৫০০০০০০
[illegible]	[illegible]	ঐ	৭০০০০০০
[illegible]	[illegible]	ঐ	৬০০০০০০০
[illegible]	[illegible]	ঐ	১৭০০০০০০০

[illegible] রাজবিহারী বাবুর সিদ্ধান্ত [illegible] হইতেছে। তাঁহার আরো নানা উক্তি [illegible] ব্রাহ্মধর্ম্মের গায়ে দেখ দিয়া এবার [illegible], [illegible] ঐ [illegible] বৌদ্ধের [illegible] থাকে।

রাজবিহারী বাবু লিখিয়াছেন "[illegible] বুদ্ধি [illegible]। [illegible] আমরা বলি [illegible] "[illegible]" কিন্তু একটী "সোপান" হইতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানই [illegible] উপায়। বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে [illegible] আছে। "[illegible] জ্ঞান দ্বারাই ধীর ব্যক্তিগণ তাহা [illegible] পারেন। [illegible] বিশুদ্ধ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কোথায় গেল? আর কেনই বা গেল? এবং ঐ "ভূতের সংযোগ" কে করিল? আমরা রাজবিহারী বাবুকে পূর্ব্বেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এবারেও করিলাম একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ প্রশ্নটীর উত্তরদান করুন। পঞ্চভূতের "সংযোগেই" যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে ইষ্টক ও প্রস্তরের আত্মা বা চৈতন্য নাই কেন? রাজবিহারী বাবু কুম্বের প্রচারিত মস্তিষ্কতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তদুত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে "যখন দেহের কল ভাঙ্গিয়া" যায় তখন নরকপালে স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিষ্ক অবিকৃত থাকিলেও "চৈতন্য বা আত্মা কোথায় যায়? এবং দেহের "কল" ভাঙ্গেই বা কে? এ মতটী কতকটা আদৃত হইতে পারিত যদি সকল দেহীর মৃত্যু একটী নির্দ্দিষ্ট কালে হইত। কিন্তু মৃত্যুর কিছুই কাল নির্দ্দেশ নাই। পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পক্ষী উড়িবার জন্য সদাই ব্যস্ত। একবার মৃত্যু হইলে যখন কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাকে জীব উপস্থিত হইতে পারে না তখন আত্মার স্বদেশ হইতে তাহাকে চিরপ্রবাসী করিয়া রাখিবার প্রয়াস নিতান্ত বালকতা মাত্র।

রাজবিহারী বাবু লিখিয়াছেন "আধ্যাত্মিক জ্ঞানে [illegible] কোন ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ নাই, সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি হইবে না"। কি চমৎকার যুক্তি! তুমি আছ, এর প্রমাণ তুমি স্বয়ং ভিন্ন আর কি প্রমাণ চাও? আমি চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি ইহার প্রমাণ আমি স্বয়ং। চক্ষু দ্বারা আমি দেখিতেছি বলিয়া যে আমি আছি তাহা নয়, কিন্তু আমি আছি বলিয়াই, আমি চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি। এই প্রমাণকে আত্মপ্রত্যয় বলে। মনও আত্মার একটী ইন্দ্রিয় বিশেষ, যাহা পূর্ব্ব পত্রে লিখিত হইয়াছে, এই বাহ্যেন্দ্রিয়ক্রিয়াতীত মনন ক্রিয়া আছে বলা যায়। কিন্তু তথাপি ঐ রূপ মনন ক্রিয়াও আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নহে। আত্মা আছে বলিয়াই মন মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরূপ যন্ত্রসংযোগে যন্ত্রীর ন্যায় চিন্তাদি কার্য্য করিয়া থাকে। পরন্তু মন আত্মার অন্তশ্চক্ষু মাত্র। শুনুন কত পুরাতন যুগে যজুর্ব্বেদে মহর্ষিগণ (বৌদ্ধ বা কপিল যাহা পড়িয়া জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত) কি চমৎকার সত্য গান করিয়া গিয়াছেন।

"অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা, মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ"

যে জানিতেছে আমি মনন করিতেছি, সেই আত্মা, মন যে সে ইহার দেব চক্ষু, ইহার অন্তশ্চক্ষু। আত্মাই মন দ্বারা অন্তরে দেখে। তাই বলি "একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চপ্রশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং" যদি প্রাণ জুড়াইবার ইচ্ছা হয় তবে প্রাণায়ামে তাই! প্রাণ দিয়া দেখ "হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদুঃ" (মুণ্ডকোপনিষদ্) অর্থাৎ। যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্মরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব জ্যোতির জ্যোতি শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন। "তাই বলি রাজবিহারী বাবু! অগ্রে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসু হওয়া উচিত। আত্মজিজ্ঞাসু না হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র।

পূর্ব্ব পত্রে রাজবিহারী বাবু "আপ্ত" উপদেশ মানিয়াছিলেন, এবার মানেন নাই, অপরাধ? যদি "বঙ্গদর্শন" ইত্যাদি সামান্য মাসিক কাগজের মত "আপ্ত বাক্য" হইতে পারে তাহা হইলে ব্রহ্মপ্রাণ মহর্ষিদের বাক্য, রাজবিহারী বাবু! কি দোষে পরিত্যাগ করিতেছেন?

আপনাকে হারাইয়া যদি কেবল বিজ্ঞান দর্শন আলোচনায় সেই দুর্লভ বস্তু লাভ হইত, তাহা হইলে ভাবনা ছিল না। আলোচ্যকে না জানিয়া আলোচনা করা কি নিতান্ত হাস্যাস্পদ নহে?

এক সময়ে বিজ্ঞানবিৎ মহর্ষিগণ বিজ্ঞানানন্দে উন্মত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন বটে যে "বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং"।

অর্থাৎ বিজ্ঞান যাঁহার সারথি ও মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনি সংসার পার প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বব্যাপী পর ব্রহ্মের পরম স্থানে প্রবেশ করেন। (কঠোপনিষদ)

কিন্তু যখন আরো অধ্যাত্মযোগে তাঁহারা উন্নত হইলেন, তখনি অমনি মুক্ত কণ্ঠে নাচিয়া নাচিয়া ব্রহ্মনাদে গাহিতে লাগিলেন,—যে "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো, যং বিজ্ঞানং ন বেদ, যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, যো বিজ্ঞান মন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ)

অর্থাৎ যিনি বিজ্ঞানে আছেন, যিনি বিজ্ঞান হইতে অন্তরে আছেন, বিজ্ঞান যাঁহাকে জানে না। বিজ্ঞান যাঁর শরীর, যিনি বিজ্ঞানের অন্তরে আছেন, সেই আত্মাই অন্তর্যামী অমৃত স্বরূপ", তাঁহাকেই উপলব্ধি কর। বিজ্ঞান কোষ হইতে উচ্চে উঠিয়া হওয়া উচ্চ মহাশক্তি প্রাপ্ত ভেদ করিয়া নিনাদিত হইয়া গিয়াছে। অদ্যাপি এমন কোন "বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত" জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি উক্ত মত সহজে খণ্ডন করিতে সাহসী হইয়াছেন। এখানেই তিনি "জ্ঞানমনন্তং" স্বরূপে প্রকাশি

হইয়া বিজ্ঞানের দর্প চূর্ণ করিয়া মনুষ্যের অপূর্ণত্ব প্রতিপাদন করিলেন।

জামালপুর
৩১ এ আগষ্ট } শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ

২২ এ ভাদ্র সোমবার।

এবার আমরা একাদশীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুই খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। একখানি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের লিখিত, দ্বিতীয় খানি কাশীর শ্রীযুক্ত জয়রাম বেদান্তবাগীশ ও তাঁহার ভ্রাতার লিখিত। দুই খানিই আমরা প্রেরিত স্থলে প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ দর্শন করিবেন।

আমরা একান্নবর্ত্তিতা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে আমাদের হুগলীস্থ সংবাদদাতার ভ্রম দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। আমরা ভগবতী বাবুর স্বপক্ষ ও নববিভাকরের বিপক্ষ হইয়া সে প্রস্তাব লিখি নাই। একান্নবর্ত্তিতার বর্ত্তমান অবস্থার স্বরূপ [illegible]ন করাই তাহার অভিপ্রেত। আমাদের সংবাদদাতা নিশ্চয় জানিবেন, কোন প্রস্তাবই কাহার স্বপক্ষ বা বিপক্ষ ভাব অবলম্বন করিয়া সোমপ্রকাশে লিখিত হয় না। অনেকের ভ্রম আছে একান্নবর্ত্তিতার প্রভাবে ভারতে অলস ও অপদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এই ভ্রমভঞ্জনার্থই আমরা উক্ত প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলাম। ভারতে অপদার্থের সংখ্যা অধিক বলিয়াই একান্নবর্ত্তিতার এত প্রাদুর্ভাব। জাত্যভিমান উহার একটী সহকারী কারণ। ফলতঃ একান্নবর্ত্তিতা অপদার্থ সংখ্যা বৃদ্ধির মূল নয়, অপদার্থ সংখ্যাই একান্নবর্ত্তিতার মূল।

সার আসলি ইডেন সাহেবের একটী মহৎ গুণ।

আমরা বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেবের একটী মহৎ গুণ দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এদেশীয় ধনীরা বিবাদ বিসংবাদ করিয়া কিম্বা ব্যসনাসক্ত হইয়া উৎসন্ন না যান তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। আমরা শুনিয়াছি তিনি অনেক জন কুপথগামী ধনী যুবককে হিতোপদেশ দিয়া এবং ভৎসনা ও ভয়প্রদর্শন করিয়া সুপথে আনয়ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সম্প্রতি বেহারে গিয়াছিলেন। তথায় দ্বারভাঙ্গার মহারাজের তাঁহার ভ্রাতা কুমার রামেশ্বর সিংহের সহিত যে বিবাদ ছিল, তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। কুমার রামেশ্বর একটী পরগণা পাইয়াছেন। খরচ খরচা বাদ তাঁহার উপস্বত্ব এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। আর তিনি দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ পাইয়াছেন। এরূপ বন্ধুতা করাই সুরাজার কর্ত্তব্য। ধনবৃদ্ধি নামে বণিক বাণিজ্য করিতে গিয়া নৌকা ডুবিয়া মারা পড়িলে অমাত্য রাজা দুষ্মন্তকে জানাইলেন, সে ব্যক্তির অনেক কোটি টাকার সম্পত্তি আছে, তাহার সন্তান নাই। অতএব সমুদায় ধন মহারাজের হইল। এই কথা শুনিয়া রাজা দুষ্মন্ত অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রতিহারীকে কহিলেন, এ ব্যক্তি ধনী, বোধ হয় ইহার অনেক পত্নী আছে, তাহার মধ্যে কেহ গর্ভবতী আছে কি না তাহার সন্ধান কর। সে বলিল, শুনিয়াছি সাকেতপুরের শ্রেষ্ঠীর কন্যার সম্প্রতি পুংসবনক্রিয়া হইয়াছে। রাজা বলিলেন তবে সেই গর্ভস্থ সন্তান পৈতৃক ধনের অধিকারী হইবে। এই কথা অমাত্যকে গিয়া বল। অথবা সন্তান আছে না আছে এ কথায় প্রয়োজন নাই।

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাং॥

প্রজারা যে যে স্নেহবিশিষ্ট বন্ধু (পিতৃ ভ্রাত্রাদি) দ্বারা বিযোজিত হইবে, দুষ্মন্ত প্রজাদিগের সেই সেই বন্ধু এই ঘোষণা করিয়া দাও। অনেক লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর, গবর্ণর ও গবর্ণর জেনেরলের এগুণ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

[illegible] বিবাহার্থিনী হিন্দু বিধবাদের সাহায্যার্থ সভা।

সম্প্রতি এই নামের একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার কার্য্যপ্রণালী সূচক একখানি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে এই—যে সমস্ত হিন্দু বিধবা বিবাহার্থিনী হইবেন এবং পরস্পর পরিচিত যে সকল পুরুষ তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণার্থী হইবেন তাঁহারা সভাকে জানাইলে সভা তাঁহাদের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিবার ভার গ্রহণ করিবেন। ইহাই সভাস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই, এই বিবাহ শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইবে, এবং যাঁহারা বিবাহ করিবেন, সাধ্যানুসারে তাঁহাদের সাহায্যদান করা হইবে।

লাহোর, আগরা, কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে এই সভার অধীনে এক একজন সেক্রেটরী থাকিবেন। তাঁহাদের নিকটে দুটী রেজেষ্টরী থাকিবে। যে সকল বিধবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হউক, আর কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা হউক, বিবাহ করিবার ইচ্ছা সভাকে জানাইবেন, তাঁহাদের নাম ও বিশেষ বিবরণ একটী রেজেষ্টরীতে লিখিত থাকিবে। আর যে সকল পুরুষ বিবাহ করিবার বাসনা করিবেন, তাঁহাদের বিবরণ দ্বিতীয় রেজেষ্টরীতে লিখিত হইবে। ঐ দুটী রেজেষ্টরী কাহাকে দেখান হইবে না, এবং রেজেষ্টরীতে যে সকল ব্যক্তির নাম লিখিত হইবে, তাহার কাহাকে জানান হইবে না। কেবল যে সকল ব্যক্তি বিবাহের সাহায্যকারী বলিয়া সপ্রমাণ হইবেন, তাঁহাদিগকেই জানান হইবে।

যে সকল ব্যক্তি কোনরূপে বিধবা বিবাহের সাহায্য করিবেন, তাঁহারা এই সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন। সেক্রেটরীদিগের নিকটে সভ্যদিগের নামের দুটী ফর্দ্দ থাকিবে। প্রথম, যে সকল সভ্যের নিজ নাম প্রকাশের আপত্তি নাই, প্রথম ফর্দ্দে তাঁহাদের নাম থাকিবে। আর যাঁহাদের নাম প্রকাশের আপত্তি থাকিবে, দ্বিতীয় ফর্দ্দে তাঁহাদের নাম লিখিত হইবে।

আপাততঃ নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ উল্লিখিত সভার সেক্রেটরী মনোনীত হইয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী—লাহোর।
বাবু [illegible]চন্দ্র সেন—অমৃতসর।
বাবু দীনচন্দ্র রায়—আগরা
বাবু [illegible]গোপাল সেন—গবর্ণমেণ্ট কলেজ
[illegible] শিক্ষক—বারাণসী
নারায়ণ হেমচাঁদ—ব্রহ্মগ্রাম মন্দির—মধ্যপ্রদেশ নিমাব।

বিবাহার্থী যেসকল বিধবা ও যে সকল পুরুষ এই সভার সাহায্য লাভের বাসনা করিবেন, এবং যে সকল ব্যক্তি হিতৈষণা-প্রেরিত হইয়া এ বিষয়ে সাহায্য দানে উৎসুক হইবেন, তাঁহাদিগকে আগ্রহ সহকারে জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা নিজ নিজ নাম ও অভিপ্রায় উপরি লিখিত সেক্রেটরীদিগের মধ্যে যাঁহার নিকটে হয় লিখিয়া পাঠাইবেন।

এই সভা বিবাহবিষয়ক আচার ব্যবহারের সংস্করণ চেষ্টা এবং বিভিন্ন জাতীয়ের পরস্পর বিবাহের অনুমোদন করিবেন। অতএব যে সকল বিবাহার্থী ব্যক্তি স্বজাতিতে অথবা ভিন্ন জাতিতে বিবাহ করিবার [illegible], তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাঁহারা [illegible] করিয়া [illegible] জাতিতে বিবাহ করিবেন তাহার উল্লেখ করেন।

এই অনুষ্ঠানটী দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছে, ভারত এখনও [illegible] নির্জীব হয় নাই। আমাদের যুবকেরা সমাজের উন্নতি উন্নতি করিয়া যে আন্দোলন করিয়া বেড়ান, কিন্তু কিসে [illegible] উন্নতি হয়, সে পথ অন্বেষণ করেন না, এবং [illegible] পথের পথিকও হন না। সমাজে বাল্য-বিবাহ

[illegible] সকল মারাত্মক দোষ আছে [illegible] অধিকতর [illegible] না হইলে সমা- [illegible] সমাজের [illegible] হইবার সম্ভা- [illegible] সংশোধন না হও- [illegible] অনিষ্ট ঘটিতেছে, [illegible] তাঁহাদের সক- [illegible] দ্বারা সকলে [illegible] চেষ্টা পান। বিধবা [illegible] কি ঘোর অনিষ্ট [illegible] বাটীতে বিধবা আছে, তাঁহা- [illegible] অনিষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছেন। [illegible] কতশত পবিত্র কুল [illegible] এখন সমাজে সকল বিষয়েই [illegible] পুরাকালে বিধবারা [illegible] আচার বর্জিত, হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিত, [illegible] ও সংযমাদি ঘটে এই নিমিত্ত [illegible] নিযুক্ত থাকিত। [illegible] [illegible] অতিশয় অনুরাগ। [illegible] একটী প্রধান উপায় [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] শিক্ষা হয় না, [illegible] কি প্রকার [illegible] [illegible] [illegible] বিলক্ষণরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। [illegible] [illegible] অনুভব করি- [illegible] [illegible] প্রথম [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] দ্বিতীয়, [illegible] [illegible] আনয়ন করা হয়।

এই সকল অনিষ্ট [illegible] কি অতিশয় বিধবাবিবাহে ঔদাসীন্য প্রদর্শন [illegible] অনিষ্ট দর্শন [illegible] তাহার প্রতিকার চেষ্টা না পাওয়া নিতান্ত কুসংস্কারাবিষ্টের কাজ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা পান, যদি শিক্ষিতেরা তৎকালে জড়বৎ ও উদাসীনবৎ ব্যবহার না করিয়া সজীবতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অকপট-হৃদয়ে তাঁহার সহায়তা করিতেন, এতদিন বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইয়া উঠিত। যাহা হউক দ্বিতীয় অবসর উপস্থিত, শিক্ষিতেরা অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াও অবসরটীও যেন পরিত্যাগ না করেন। তাঁহারা অন্তরের সহিত উক্ত সভাস্থাপক-দিগের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করুন।

ভারতবাসীর পক্ষে একটী বিড়ম্বনা।

এদেশে একটী প্রবাদ আছে "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খাগড়ার প্রাণ যায়" অনেক স্থলে বড় লোকের পরস্পর বিরোধে নিরীহ নিরুপায় দুর্ব্বল ব্যক্তির অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। কতকগুলি লোক এক স্থানে বসিয়া আছে, কথায় কথায় বিবাদ উপস্থিত হইল, কতকগুলি এক দিকে আর কতকগুলি আর এক দিকে হইয়া দুই দল হইল। দুই দলে লাঠা লাঠি আরম্ভ হইল। পার্শ্বে এক গরিবের এক খানি চালা ছিল, উভয় দলে [illegible] তাহার বাঁশ লইয়া লাঠালাঠি করিতে লাগিল [illegible] যেরূপ হউক, গরিবের পক্ষে বিষম বিড়ম্বনা হইল, সে [illegible] কোথায় [illegible] [illegible] না।

ভারতবাসীর সিবিলসর্বিস সম্বন্ধে সেইরূপ বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। কতকগুলি লোকের মত এই, এদেশীয়দিগকে সিবিল সর্ব্বিস পদলাভ বিষয়ে সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। এদেশীয়েরা ইউরোপীয়দিগের সহিত তুল্য রূপে যাহাতে উচ্চ পদগুলি পাইতে পারেন, তাহা তাঁহাদিগের অভিমত। পক্ষান্তরে অপর কতকগুলি লোকের মত এই, এদেশীয়দিগকে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় উচ্চ পদ গুলি দেওয়া উচিত না। তাহা হইলে শাসনপ্রণালীর বিশৃঙ্খলা ঘটিবে ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দিগের অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইবে না।

প্রথমোক্ত দলের মধ্যে অদ্য আমরা ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব ষ্টেট সেক্রেটরী ডিউক আর্গিলের বক্তৃতার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ দেখুন তাঁহার কেমন উদারভাব প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয়দিগকে সিবিল সরবিসে প্রবেশ করিতে দিবার বিষয় উত্থাপন করিয়া বলেন "চিহ্নিত কার্য্যে প্রবেশ করিতে দিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে স্বদেশ শাসনের বিষয়ে আমরা আশা দিয়াছিলাম তাহা সম্পাদন করিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হই নাই। ১৮৫৩ অব্দে মহাসভা বলেন, জন্ম, স্থান, জাতি, বংশ, ধর্ম্ম ও বর্ণভেদ না করিয়া সকল প্রজাকেই তুল্য রূপে কাজ দেওয়া হইবে। ১৮৫৩ অব্দে সনন্দ পরিবর্ত্তনের সময় যে তর্ক হয়, তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে। আমার বন্ধু মৃত লার্ড মণ্টিগল তৎকালে এক তীব্র বক্তৃতা করিয়া বলিয়া ছিলেন, (আমিও ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করি) মুখে আমরা ভারতবর্ষীয়দিগকে সকল কাজ দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ কতকগুলি নিয়ম করিয়াছি যে, তদনুসারে কার্য্য করিয়া ভারতবর্ষবাসীদিগের কৃতার্থতা লাভ সম্ভাবিত নয়। লণ্ডনে পরীক্ষা দিয়া সিবিল সরবিসে প্রবেশ করিতে হইবে এই নিয়ম করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের স্বদেশ শাসনোপযোগী পদ পাইবার সম্ভাবনা কি? পক্ষান্তরে শিক্ষা ও যোগ্যতার বিষয় বিবেচনা করিলে তাঁহারা ঐ পদ পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইবেন।"

সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরেরা এদেশীয়দিগের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশের বিঘ্ন করাতে লোকের মহা অসন্তোষ জন্মে। তদানীন্তন গবর্ণর জেনরল [illegible] ৯ টী ছাত্রবৃত্তির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত ষ্টেটসেক্রেটারী বলেন "১৮ কোটি লোকের নিমিত্ত ৯ টী ছাত্রবৃত্তি [illegible] হইতে পারে না। এই ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের নিকটে আমাদের অঙ্গীকার প্রতিপালন চেষ্টা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই"।

কতকগুলি লোকের মত এই, ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষা না দিলে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ যোগ্যতা লাভ হয় না। তদ্বিষয়ে উক্ত ষ্টেটসেক্রেটারী বলেন, "ইংলণ্ডে অবশ্যই যাইতে হইবে সাধারণে এপ্রকার নিয়ম করা অনুচিত। চিহ্নিত কার্য্যে এরূপ অনেক পদ আছে তাহার অধিকারী হইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে আসিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে যে শিক্ষা হয় তাহাই পর্য্যাপ্ত। আমার এরূপ বিশ্বাস আছে কলিকাতায় যদি পরীক্ষা করা যায় অথবা গবর্ণমেণ্ট নিজে লোক মনোনীত করেন, তাহা হইলে উপযুক্ত কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী পাওয়া যাইতে পারে সন্দেহ নাই।"

বিজিতের নিকটে নতশিরা হইতে হইবে, এই অভিমান বশতঃ হউক, কুসংস্কার নিবন্ধন হউক, আর অলীক আশঙ্কা প্রযুক্ত হউক, যাঁহারা লার্ড আর্গিলের প্রদর্শিত মহোদার ব্যবহারের বিরোধী, তাঁহাদের বিরোধ নিবন্ধন ভারতবর্ষের বিষম বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। ভারতবাসীরা পৈতৃক জন্মভূমির উচ্চ

পদলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। এদেশীয়েরা কমিসনর বা মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি একজিকিউটিভ পদ গুলি প্রাপ্ত হইলে ইউরোপীয়েরা উচ্ছৃঙ্খল হইবে, শাসনকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিবে, আমাদের রাজপুরুষেরা যদি এ আশঙ্কা করেন, এদেশীয়দিগকে জেলার জজ করিবার বাধা কি? এদেশীয়দিগকে সেক্রেটারী প্রভৃতি উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার আপত্তি কি?

পশ্চিম বিদ্যালয়চক্রের মধ্যবিধ পরীক্ষা।

পূজার অব্যবহিত পরেই নিম্নতম পরীক্ষাগুলি গৃহীত হইয়া থাকে। এই পরীক্ষা গ্রহণ রীতি সকল স্কুল পরিদর্শকের এলাকায় এক সময়ে প্রচলিত নাই। পূজার পর হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্কুলচক্রের পরীক্ষা গৃহীত হয়। অদ্য পশ্চিমচক্রের পরীক্ষা বিষয়ক ব্যাপার আলোচনার জন্য আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

শুনিলাম এ চক্রের পরীক্ষা আগামী ২৬ এ অক্টোবরে আরম্ভ হইবে। কতকগুলি গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক ও পণ্ডিত ঐ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। সময় নিরূপণ ও পরীক্ষক নির্ব্বাচন উভয়ই আমাদের অনুমোদনীয় নহে। পূজার দশ দিন পরেই পরীক্ষার কাল নিরূপিত হইয়াছে। পূজার সময় প্রায় বালকগণের মন তৎকালোচিত আমোদে মত্ত হয়। অধ্যয়ন-বিষয়ে প্রায়ই তখন তাহাদের ঔদাস্য হইয়া পড়ে। অথচ পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে পাঠের ও পরিশ্রমের প্রকৃত সময়। [illegible] সময় সাভিনিবেশ অধ্যয়ন ভিন্ন পরীক্ষায় [illegible] কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ এ পরীক্ষায় যাহারা উপস্থিত হয়, তাহারা অতি অল্প-বয়স্ক। এই সুকুমারমতি বালকগুলি যে পূজার আমোদের সময় অতিবাহিত করিবে, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি অনায়াসেই অনুভব করিয়া লইতে পারিতেছেন। এমন অবস্থায় পূজার ৮।৯ দিন পরেই তাহাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা কি নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয় নহে? বিশেষতঃ পশ্চিমচক্রের স্কুল সমূহ [illegible] তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত আছে, তাঁহারা হিন্দু, [illegible] স্কুল পরিদর্শক। ইউরোপীয় পরিদর্শক এ ভাবে সময় নিরূপণ করিলে আমাদের এত পরিতাপের উপস্থিত হইত না। পূজার ৭।৮ দিন পরে পরীক্ষার সময় স্থির করাতে প্রকারান্তরে পূজার সাধারণ বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। আমরা শুনিলাম অনেক গুলি স্কুল এবার ৫।৭ দিনের অধিক এ পর্ব্বাহে বন্ধ থাকিবে না, অথচ এটী জাতীয় উৎসব। এ উৎসবের প্রতিকূলে আমাদের গবর্ণমেণ্টও হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই।

অপর বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই এ পরীক্ষার পরীক্ষকেরা পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু কিছু টাকা পাইয়া থাকেন। এ টাকার সমষ্টি এক শত হইতে আশী টাকার ন্যূন নহে। এই টাকার ন্যূনাধিক্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। যে বৎসর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হয়, পারিশ্রমিকের পরিমাণ তদনুরূপ অধিক হইয়া থাকে। এ টাকা সামান্য নহে। হতভাগ্য সাহায্যকৃত স্কুলের শিক্ষকদিগকে পরীক্ষক করিয়া এ টাকা তাঁহাদিগকে দিলে কি ভাল হয় না? কি গবর্ণমেণ্ট কি সাহায্যকৃত উভয়বিধ স্কুলে এই শিক্ষকগণের অবস্থা অর্থ সম্বন্ধে তাদৃশ প্রীতিকর না বটে কিন্তু প্রথমোক্তেরা শ্রেণী বিভাগে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে। সাহায্যকৃত স্কুলের শিক্ষকদিগের বেতন অতি অল্প [illegible] মাত্র নয়, সেই অল্প মাত্র বেতন নিয়মিত পাইবার বিষয়ে [illegible] সময়ে সময়ে নানা বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের ভাবী আশা কিছু মাত্র নাই। তাঁহাদের ভাগ্যে পেন্সন ঘটিয়া উঠিবে না। অতএব তাঁহাদের অবস্থা যে অতি শোচনীয়, তাহার আর বিশদরূপে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। এরূপ স্থলে এ পাড়াগেঁয়ে মাষ্টারগণ কি দয়ার পাত্র হইতে পারেন না? আমরা বলি এই পরীক্ষকের পদগুলি সাহায্যকৃত স্কুল শ্রেণীর শিক্ষকদিগকে প্রদত্ত হউক। সময়ে সময়ে তাঁহারা যদি এরূপ কিছু কিছু টাকা পান, তাঁহাদের কতক উৎসাহ জন্মিতে পারে।

ইংরাজ অধিকারে ভারত কত কি অশ্রী।

এই বিষয় লইয়া কয়েক জন বিজ্ঞ, বহুদর্শী পদস্থ উপযুক্ত লোক বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ যুদ্ধের যোদ্ধাদিগের লক্ষ্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। গবর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে বিচলিত হইবার নহেন।

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে শান্তি ছিল না, দস্যু তস্করাদির ও ঠক প্রভৃতির উপদ্রব ছিল, এখন সে সকল নাই। এ অংশে বক্তাদিগের মত বিসম্বাদ নাই। সকলেই একবাক্যে এ উৎকর্ষ স্বীকার করেন। অন্য অন্য অংশেই মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

আমরা প্রথমে হাইণ্ডমান সাহেবের বাক্যের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম। ইনি ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের দুঃখে দুঃখিত, ভারতবর্ষের যাহাতে মঙ্গল হয় ইহাঁর এই আন্তরিক ইচ্ছা। ইংলণ্ডের লোকে ভারতবর্ষের দুরবস্থার বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, এই তাঁহার সবিশেষ চেষ্টা। অর্থশাস্ত্রের কূটার্থ নির্ণয়ে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা আছে। যখন লাই-সেন্স টাক্স স্থাপিত হয়, বৎসরে ১০০ টাকা আয় থাকিলেও টাক্স দিতে হইবে, যখন এই ব্যবস্থা হয় তখন হাইণ্ডমান সাহেব ভেজবিনী লেখনী ধারণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, ভারতবর্ষে যাহারা সপ্তাহে দুই টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না, তাহাদিগকে দুই দিন টাকা টাক্স দিতে হয়। যে সকল কারণে ৫ শত টাকা আয়ের নীচে লাইসেন্স টাক্স উঠিয়া গেল, হাইণ্ডমান সাহেবের লেখা তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। [illegible] পর অবধি তিনি ভারতবর্ষে। [illegible] অবস্থা [illegible] জানাইতে [illegible] করিতেছেন। কিছুদিন হইল "[illegible] নিঃস্ব হইয়া মৃত্যু" এই শীর্ষক দিয়া নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরি নামক প্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় পত্রে উহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইউরোপীয় রীতিতে রাজপুরুষগণের রাজকার্য্য সম্পাদনের ইচ্ছাই তাঁহার মতে ভারতের প্রধান অমঙ্গলের কারণ। দেশীয় যাহা কিছু সকলই লোপ হইতেছে। দেশীয় উপায়ে রাজস্ব, আদায়, দেশীয় [illegible] বিচার ও রাজকার্য্য নির্ব্বাহ, দেশীয় লোক [illegible] দেশীয় উপায়ে [illegible] নিয়োগ, উপায়ে শিক্ষা দান, [illegible] দেশীয় উপায়ে যুদ্ধ বিভাগের [illegible] পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ সমুদয়েই [illegible] হইয়াছে। [illegible] সংবাদে অবগত [illegible] আমাদের [illegible] অনুসারে কার্য্য করিলে [illegible] আমার বিবেচনায় দেশীয় [illegible] উঠাইয়া দিলে [illegible] হইয়াছেন এমন নহে, যেখানে তাঁহারা দেশীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, সেই খানেই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সব মান্দ্রাজের অধীনে [illegible] আমার প্রমাণ। বাঙ্গালায় এক কালে সব [illegible] ছিল। এখন বাম সংকলন করিতে না পারিয়া [illegible] এক একটী বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। [illegible] ভাল হইয়াছে বলা যায় না। এত দেখিয়াও ইংরাজেরা দেশীয় লোক দ্বারা দেশীয় প্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে চাহেন না।

হাইণ্ডমান সাহেব দেশীয় রাজ্যের প্রজার সহিত ইংরাজরাজ্যের প্রজার অবস্থার তারতম্য করিয়া যে কয়টী বাক্যের উপন্যাস করিয়াছেন, তাহা এই :—

১। ইংরাজ রাজ্যে আবাদী জমী ও [illegible] বিশ্রাম দিবার জন্য যে জমী পতিত থাকে, উভয়েরই সমান খাজনা; কিন্তু স্বাধীন দেশীয় রাজ্যে পতিত জমীর খাজনা আবাদী জমীর [illegible] ভাগের একভাগ। ইংরাজরাজ্যে জমী [illegible] না। সুতরাং অতি অল্প দিনের [illegible] উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া [illegible]

[illegible] সহকারে ভূমির দাম এত অধিক হইয়া [illegible] যে লোকের পক্ষে গোরু পোষা কঠিন হয়। [illegible] ইংরাজরাজ্যে গোজাতি ক্রমে [illegible] হইতেছে।

২। দেশীয়রাজ্যে গোচারণের মাঠে খাজনা লাগে না। কিন্তু ইংরাজেরা [illegible] ঘাস বিক্রয় করেন।

৩। ইংরাজ [illegible] নিজ ব্যয়ে কপ খনন [illegible] বৎসর ১২ টাকা দিতে [illegible] তাহা নহে ইহাতে [illegible] কর হয়।

[illegible] ইংরাজ রাজ্যের প্রজারা [illegible] রাজ্যে এ হাঙ্গামা [illegible]

[illegible] সম্পূর্ণ অথবা আংশিক [illegible] দেশীয় রাজ্যের প্রজারা খাজানা [illegible] ইংরাজ রাজ্যে তাহ [illegible] সম্পূর্ণ বিপরীত।

[illegible] দেশীয় রাজ্যে খাজনা দুই তিন [illegible] বৎসরের বাকী [illegible] সুদ দিতে হয় না। [illegible] রাজেরা তাহার উপর [illegible] সুদ [illegible] য় করিয়া লন। বাকী পড়া খাজানা তাহাদের [illegible] এখানে একেবারে [illegible] না। রাজারা [illegible] দিতে থাকুন না, ইংরাজদিগের ছুটী বৈ নাই।

ইংরাজরাজ্যে দেওয়া [illegible] আদালতের খরচ [illegible] উহাতে প্রজার [illegible] সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। [illegible] ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, [illegible] ভিন্ন ভিন্ন মূল্য আছে তাহার ঠিকানাই নাই। [illegible] উহাদের নামও মনে থাকে না। এত সর্ব্বনাশের পর আবার [illegible] আছেন। দেশীয় রাজ্যে [illegible] নামও নাই। এই [illegible] ।"

[illegible] সম্বন্ধে [illegible] রায়দিগের [illegible] অপরাধ [illegible] পার চেষ্টা [illegible] আর কোন [illegible] সমস্ত জমিদা [illegible] হইতেছে [illegible] নাও হইত, [illegible] দরিদ্র হইতেছে, [illegible] কিন্তু [illegible] কোটি আর [illegible] অনেক অদূর। [illegible] এই সমস্ত টাকা [illegible] ইহাতে [illegible] প্রকাশের কোন অধিকার নাই। [illegible] ইত্যাদির কথা আমরা [illegible] না আমরা বলি যে ভারতবর্ষে শান্তি ও ভারতবর্ষীয় রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য যে কয়জন ইংরাজের একান্ত আবশ্যক তাহা অপেক্ষা যেন একজনও ইংরাজ ভারতবর্ষে না যায়। যে সকল বৃত্তি ও যে সকল সুদ আমরা অকারণে ভারতবর্ষীয় কোষাগার হইতে দিয়া থাকি তাহা যেন আর না দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের প্রধান প্রয়োজন মূলধন, আমরা এক্ষণে সেই মূলধন জলের মত আমাদের দেশে আনিয়া ফেলতেছি। ভারতবর্ষীয় বুদ্ধিমান লোকদিগকে আমরা রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে দিই না। রাজস্ব বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষতম যে লোক ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি হিন্দু। তাঁহাকে মোগল জেতার পৌত্র একজন মুসলমান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমরা যদি আকবরের উদারনীতির অনুসরণ না করিয়াও [illegible] রাজস্ব-দক্ষ ব্যক্তিদিগের উপরে রাজস্ব বিষয়ের ভার অর্পণ করি, অনেক লাভ হইতে পারে।"

দুর্ভিক্ষের বিষয়ে হাইণ্ডমান সাহেব বলেন, "ইংরাজ অধিকারে দুর্ভিক্ষ যে পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। টাস প্রায় চরম-সীমায় আরোহণ করিয়াছে। রাজস্বের আর বৃদ্ধি হইবার উপায় নাই, ব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। অধিকাংশ স্থানে ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তি ক্রমেই কমিতেছে। অর্দ্ধাহার ত অনেক দিনই হইয়াছে অনাহারের আর অধিক বিলম্ব নাই।"

ডি, বি স্মলেট সাহেব বলেন "তিনি ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল [illegible] ঐ দেশের সম্বন্ধে বাজনীতিজ্ঞেরা একদল যেমন মন্দ অন্য দলও সেইরূপ। ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ লর্ড বিকন্স ফিল্ডের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার যেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, গ্লাডষ্টোনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার তদপেক্ষা অধিক ইচ্ছা প্রকাশ করিবে না, তাঁহার এরূপ বিশ্বাস নাই। তাঁহার বিশ্বাস এই ভারতবর্ষে [illegible] গবর্ণমেণ্ট প্রজার অতিশয় অপ্রিয়। ভারতবাসীরা জানে ইংরাজেরা ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার ও শোণিত সম্বন্ধে তাহাদের হইতে ভিন্ন। ইংরাজেরা তাহাদের মধ্যে বাস করে, আবার চলিয়া যায়, কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না, কিন্তু তাহারা যখন ইংলণ্ডে [illegible] বিলক্ষণ সম্পত্তি লইয়া যায়, কিন্তু বঙ্গের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। তিনি অতি [illegible] সহিত বাটীতে আসিয়াছেন। ইংরাজেরা ভারতে একরূপ গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়াছেন, উহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। উহা ইউরোপীয়রীতিতে স্থাপিত হইয়াছে, আসিয়ার রীতিতে স্থাপিত হয় নাই। তাঁহার বিবেচনায় এটী মহৎ ভ্রম। গবর্ণমেণ্ট মহাক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবস্থাপক ভারতে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু সেই ব্যবস্থাপকগণ ভারতের সদৃশ দরিদ্র দেশে ওয়েষ্টমিনিষ্টর হল ও চান্সরি আদালতের ব্যবহার প্রচলিত করিবার অভিপ্রায় করিয়া যান। ইংরাজেরা ভারতে ভূমির অতি জঘন্য রাজস্বপ্রণালী স্থাপন করিয়াছেন।" ইত্যাদি।

ডেবার্শ সাহেব যে কথা বলেন, তাহারও কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। "আমি স্বীকার করি ইংলণ্ড বিবেচনা সহকারে উত্তমরূপে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, কিন্তু আমি এ কথা স্বীকার করি না যে তিনি সর্ব্বদাই প্রজার উপকারার্থ ভারতবর্ষ শাসন করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের উপকারই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] কার্য্যপ্রবৃত্তির প্রধান [illegible]। ইহাই স্বভাবসিদ্ধ যে রাজা যে দেশ জয় করিয়াছেন, তাহার উপকারার্থ আপনার স্বার্থ ত্যাগ করিবেন, এরূপ আশা করা একান্ত অসঙ্গত। কতকগুলি লোক সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, ইংলণ্ডের ভারতবর্ষ শাসন কেবল প্রণয় ও ঔদার্য্যের কার্য্য। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে যে সকল গৌরবান্বিত কার্য্য করেন, তাহার সহিত স্বার্থের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। এ বাক্যে আমার অতিশয় আপত্তি আছে। অপর পুনরায় স্বীকার করি ভারতে ব্রিটীস শাসন হওয়াতে প্রজারা নিরাপদ হইয়াছে। বিদেশীয়ের আর আক্রমণ শঙ্কা নাই। পূর্ব্বে এই উপদ্রব সর্ব্বদা উপস্থিত হইত। পূর্ব্বে দেশ যে পরস্পর গৃহবিবাদে উৎসন্ন হইত, তাহাও আর নাই। কিন্তু আমি এ কথাও বলি ব্রিটীস শাসনে প্রজার সৌভাগ্য হয় নাই। ক্ষুধানয় দারিদ্র্যগ্রস্ত অধিকাংশ প্রজাই ইহার প্রমাণ। অপর, সত্য বটে ব্রিটীয় শাসনে প্রজার জীবন ও সম্পত্তি নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে, কিন্তু নয় দশমাংশ প্রজার জীবন এমনি ঘৃণিত [illegible] ও অভাবগ্রস্ত যে তাহা জীবন বলিবার যোগ্য নয়। তাহাদের সম্পত্তি কিছুই নয়। তাহারা নিজের বলিতে পারে এমন তাহাদের কিছুই নাই। তাহারা সামান্য বস্ত্র পরিধান করে, অতি সামান্য কুটীরে বাস করে। তাহাদিগের যা কিছু আছে। তাহা ঋণদাতা মহাজনদিগের সম্পত্তি। তাহাদিগকে অগত্যা উহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।"।

এই সকল বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি যে কথা বলেন তাহা কি অলীক? ইউরোপ হইতে যাঁহারা ভারতে আগমন করেন, উপরি উপরি ভাবে ভারতের অবস্থা দেখিয়া যান, এবং মুসলমানদিগের অধিকার কালের ইতিহাস সম্মুখে রাখিয়া সেই অবস্থার তুলনা করেন, তাঁহারা ভারতকে মহাসুখী জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ইহার অভ্যন্তর দর্শন করেন

তাঁহাদের বিপরীত সংস্কার জন্মে ভারত অনেক অংশে সুখী হইয়াছে সত্য। যেমন অনেক অংশে মহাসুখী হইয়াছে তেমনি অনেক অংশে মহা কষ্টও আছে। এক অংশে সুখী হইয়াছে বলিয়া অপর অংশের কষ্ট দূর করা কি উচিত নয়? এক জন জমীদার নিজ প্রজাগণকে কাছারিতে আনিয়া প্রতি দিন চারি চারি বেত মারিত। তদ্ভিন্ন স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত নানা প্রকার অত্যাচার করিত। জমীদারের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র বেত্রাঘাত উঠাইয়া দিল। কিন্তু অন্যান্য অত্যাচার সমান রহিল। বেত্রাঘাত উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রজারা মহাআনন্দিত হইল এবং জমীদারের পুত্রকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। প্রহার জনিতবেদনার আপাততঃ শান্তি হইল বলিয়া প্রজারা যেন সন্তুষ্ট হইল; কিন্তু তাহাদের উন্নতির প্রতিরোধক যে যে অত্যাচার মূলক অনিষ্ট রহিল তাহার উন্মূলন করিয়া তাহাদের উন্নতিসাধন চেষ্টা কি কর্ত্তব্য নয়? ভারত যে ইংরাজ অধিকারে মুসলমানদিগের অধিকারকাল অপেক্ষা শত সহস্র গুণে সুখী হইয়াছে সে বিষয়ে সংশয় নাই। দস্যু তস্করাদির উপদ্রব অন্তর্হিত হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী প্রভাবে রাত্রিতে লোক স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছে, কিঞ্চিৎ শ্রমশীল হইলে প্রজার অন্ন সংস্থানের আর ভাবনা থাকে না, মুটেরা পর্য্যন্ত রেলগাড়ী চড়িয়া দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এ সমুদয়ই আখস্তনিক, কলাকার নিমিত্ত ইহার কিছুই থাকে না, যদি উপর্য্যুপরি দুই বৎসর শস্যের ব্যাঘাত জন্মে, চক্ষু স্থির হইয়া যায়। অনেকে অর্দ্ধাশনে শীর্ণদেহ হয় এবং অনেকে অনাহারে বিপদ্যমান হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ভারতের আর একটী শোচনীয় দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে। প্রজারা দিন দিন চিররুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। রাজপুরুষেরা ইহা দেখিয়া দেখিতেছেন না আমরা একথা বলিতেছি না কিন্তু তাঁহারা ইহার প্রতিকারের কোন উপায় করিতে পারিতেছেন না।

বিবিধ সংবাদ।

দেশে যতই বিলাতী ঔষধের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, ততই বিলাতবাসী নূতন নূতন রোগেরাও এখানে আগমন করিতেছে। সম্প্রতি ভাগলপুরে একটী নূতন রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইহার নাম "ডিপথিরিয়া।" ডেঙ্গুজ্বরের ন্যায় ইহাও সংক্রামক ভবে ইহার একটী বিশেষ গুণ এই, ইনি মনুষ্যের স্কন্ধে চড়িলে আর তাহার নিস্তার নাই। এক দিন দেড় দিনের মধ্যে তাহার কর্ম্ম ফরসা। ডাক্তারেরা বলিতেছেন, ইহার ঔষধ নাই; আর তাঁহারা রোগীর নিকট চিকিৎসার্থ আসিতেছেন না। ২।৩ দিনের মধ্যে, ৫।৬ জন এই রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বড় দুঃখের বিষয় পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর সারদা বাবুর ২য় ও ৩য় দুইটী পুত্র এই রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ৪র্থ পুত্রটীও মুমূর্ষু প্রায়। এখন যায় তখন যায়। ক্রমে ইহা সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে। বোধ করি অনেক স্থান বুঝি এবার জনহীন হইয়া উঠে। ডাক্তারেরা বলিতেছেন, ইহাতে প্রথমতঃ গলা বেদনা হয়। প. শ্বাসনালীর মধ্যে স্ফোটকের ন্যায় হইয়া তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শ্বাসকার্য্য বন্ধ করিয়া দেয়, এবং অল্পক্ষণে তাহা পচিয়া রোগীকে শমন ভবনে পাঠাইয়া দেয়। কি ভয়ঙ্কর রোগ! এরোগ হইলেই রোগীর ধ্রুবজ্ঞান সে মরিয়া যাইবে! রোগে মৃত না হউক আতঙ্কেই তাহার পূর্ব্বে মৃত্যু হয়।

হিন্দুপেট্রিয়টে দেখাগেল পাটনার সায়দ লফৎ আলি খাঁ লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের পাটনা দর্শনের স্মরণার্থ একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। পাটনায় যে আলবর্ট ইণ্ডষ্ট্রিয়াল স্কুল আছে, লেপ্টেনন্ট গবর্ণর ঐ টাকা ঐ স্কুলের মূলধনে বিন্যস্ত করিয়াছেন। পাটনার অন্য জমিদার সায়দ মহম্মদ উসফ হোসেন খাঁ [illegible] কার ছাত্রবৃত্তি ঐ স্কুলে দিবেন।

লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর কায়তি নাগরির বিষয়ে বলেন, উহা জমিদারের কাছারী ও অন্য অন্য ব্যবসায়-কার্য্যে সকল বিষয়েই প্রচলিত, অতএব উহা আদালতে প্রচলিত না হইবে কেন? আমাদের বিবেচনায় আদালতে দেবনাগরি অক্ষরে লিখিত হিন্দীভাষাই প্রচলিত হওয়া উচিত। দেবনাগর অক্ষর অতি স্পষ্ট, হিন্দী ভাষাও অতি প্রাঞ্জল। যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে এপ্রকার ভাষা ও অক্ষর আদালতে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কায়তি নাগরি অক্ষর দেবনাগরের রূপান্তর বটে, কিন্তু পড়া বড় কষ্টসাধ্য। পারসিক অক্ষর পড়া কষ্টসাধ্য বলিয়া উঠিয়া যাইতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে আবার অস্পষ্ট কায়তি নাগরি রাখা উচিত হয় না।

নবেম্বর মাসের শেষে লার্ড রিপন বোম্বায়ে গমন করিবেন।

কাবুলযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ বরদায় চাঁদা হইয়া একুশ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

মানভূমের অন্তর্গত বরাভূম হইতে [illegible] ব্যক্তি লিখিয়াছেন "বরাভূম পরগণার অন্তর্গত চাঁদাড়ুংরি পাহাড়ে "ডেমনীয়া বুড়ি" নাম্নী এক দেবী আছে। গত শ্রাবণ মাসের শেষে তথায় এক নর বলি হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তির কতকগুলি অর্থ নষ্ট হইলে, সে তাহা দেবী প্রসাদে পাইবার আশয়ে আপনার আত্মীয় এক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া এক বালককে দেবীর নিকটে বলি দিয়াছে। সম্প্রতি বরাভূম পুলিশ ষ্টেশনের নিযুক্ত হেড কনষ্টেবলের যত্নে আসামীদ্বয় ধৃত হইয়াছে এবং তাহারা বরাবাজারের শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুরের সমীপে স্ব স্ব অপরাধ স্বীকার ও আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইংরাজ রাজত্বে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও এতাদৃশ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল।"

হাইকোর্টের বিচারপতিরা এই নিয়ম করিয়াছেন নিম্ন আদালতের বিচারপতিরা অস্থিরে অন্যত্র বদলী হইবার প্রার্থনা করিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পাথেয় প্রদান করিবেন না।

১৮৫৭ অব্দে যখন সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল তখন গবর্ণমেণ্টের ৫৭০০০০০০০ টাকা ঋণ ছিল কিন্তু এক্ষণে কাবুলযুদ্ধ সংঘটিত হওয়াতে প্রায় ১৫০০০০১০০০ টাকা ঋণ হইয়াছে।

এথেনিয়ম নামক পত্র বলেন ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কিন্তু তাহার ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে আসিত এক্ষণে যে দুই একটী সুবর্ণের ও লৌহ খনি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে কি ভারতবর্ষ ধনসঞ্চয় করিয়াছিল? না তাহা নহে ভারতে সুবর্ণ ও [illegible] অনেক খনি ছিল। কিন্তু উপর্য্যুপরি উপপ্লবে তাহা সাধারণের দৃষ্টি হইতে বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। অতএব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য।

[illegible] কতকগুলি লোক [illegible] হইতে [illegible] নির্মিত সমুদ্রের নিম্ন দিয়া একটী [illegible] প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

[illegible] ও প্রফেসর [illegible] সাহেব [illegible] ভক্ষণ করিয়া দেখিবেন যে [illegible] উভয়ে [illegible] প্রযুক্ত হইলে এক জনের মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে। তাঁহারা উভয়ে [illegible] বিষ [illegible] করিবেন এবং যাবৎ এক ব্যক্তির মৃত্যু না হয় [illegible] উহা সেবনে ক্ষান্ত হইবেন না।

অধুনা সর্ব্বত্র [illegible] বাস্পীয়পোত [illegible] হইয়া থাকে কিন্তু পেট্রোলিয়ম [illegible] যে [illegible] কেহই জানেন না। সম্প্রতি ঐ তৈল দ্বারা জাহাজ চালাইবার চেষ্টা [illegible] হইয়াছে। [illegible] যে পরিমাণে [illegible] তাহা হইতে অধিক পরিমাণে [illegible] থাকে। ক্রমশঃ এই তৈলদ্বারা [illegible] ব্যবহৃত হইতেছে।

রুষিয়ার কতিপয় লোক বরফ [illegible] করিবার একটী কল প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কলদ্বারা, [illegible] সময়ে প্রচুর পরিমাণে বরফ জন্মিতে পারা যায়।

[illegible] নামক [illegible] সম্পাদক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোথায় [illegible] [illegible] [illegible] পরস্পর [illegible] [illegible] [illegible] কাহাকেও [illegible]।

[illegible] বায় সংক্ষে-[illegible] [illegible], ও শিক্ষাবিভাগের [illegible] টাকা দিবার রীতি [illegible] দিয়াছেন। অন্যান্য [illegible] হইল, কারণ [illegible]।

[illegible] জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ফিলিফ সাহেব [illegible] খেলা খেলাইয়াছেন। অল্প দিন হইল [illegible] উপর একটী ফৌজদারী মকদ্দমার অনু-[illegible] [illegible] প্রতিপক্ষ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া [illegible] নিকট হইতে মকদ্দমা উঠাইয়া লইবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করাতে বিচারপতিরা তাহাতে সম্মত হইয়া আজ্ঞা দেন। শুনা যায় ফিলিফ সাহেব ভিতরে ভিতরে এ সংবাদ পাইয়া আসামীদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করেন। কলিকাতা হইতে একজন উকীল তাহাদিগের পক্ষ সমর্থনার্থ গমন করিয়াছিলেন উকীল আদালতকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible]। [illegible] আসামীর পক্ষে বর্দ্ধমানের যে উকীল ছিলেন উঁহাকে মিথ্যাসাক্ষ্যের অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন। শাস্ত্রে আছে রাজা কোন লোক নিব-[illegible] হইয়া বিচার করিবেন এই কি তাঁহার উদাহরণ।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত [illegible] নামক স্থান হইতে এক খানি সংস্কৃত সংবাদপত্র প্রচারিত [illegible]

[illegible] কৃষ্ণা নিবন্ধন [illegible] [illegible] [illegible] মাটীর বাঁধ [illegible] হইবে না [illegible] জমি [illegible] হইয়া তাহার মধ্য নিহিত হইবে।

[illegible] মহাদেব গোবিন্দ রাণাদি [illegible] [illegible] হইয়াছেন। বোম্বাই [illegible] এই পদটীর প্রতিষ্ঠা করিলেন।

তিব্বতে এক [illegible] আছে ইহার লোম অত্যন্ত কোমল ও শ্বেত [illegible] লোকে এই লোমের সহিত [illegible] [illegible] মিশ্রিত করিয়া সাল প্রস্তুত করিতেছে। [illegible] প্রকারে যে সাল প্রস্তুত হয় তাহার মূল্যও কম। [illegible] কারণেই বোধহয় কলিকাতায় সাল আলোয়ান প্রভৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় সভার অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের রিপোর্ট আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ঐ বর্ষে সভা যে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। উহার মধ্যে ভারতের স্কন্ধে কাবুলযুদ্ধের ব্যয় ভার নিক্ষেপের প্রতিবাদ প্রধান। আমরা একটী বিষয়ে বড় আশ্চর্য্য দেখিলাম, ঐ বর্ষে চাঁদা প্রভৃতিতে সভার সমুদয়ে ১৭[illegible] টাকা আয় হয়। ব্যয়ও ঐ ১৭১৭৸৶০ টাকা হইয়াছে। আয় ব্যয়ের তুলনা রাখিয়া এরূপ মিতব্যয়িতা প্রদর্শন অতি অল্পস্থানে ঘটিয়া থাকে। সভার উপবেশনার্থ, যে গৃহ ছিল তাহা প্রশস্ত নয়, এই নিমিত্ত ৬৫ ফিট দীর্ঘ ও ২৪ ফিট প্রশস্ত একটী নূতন হল সভার পূর্ব্বগৃহের সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বিদ্যানুরাগিতার আরএকটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কৃষি শিক্ষার উন্নতি সাধনার্থ দুইহাজর টাকা করিয়া দুইটী বৃত্তিরবাবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে যে দুই ব্যক্তি বৃত্তিপ্রার্থী হইবেন তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডে গিয়া সিরেনচেষ্টার কালেজে কৃষি বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইবে।

আমেরিকাবাসীদিগের যেরূপ [illegible] [illegible] সেমনি আশ্চর্য্য। ডাক্তার টানের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ৪০ দিন অনাহারে থাকিলে মানুষ মরে না। আর একব্যক্তি পরীক্ষা করিতেছেন মানুষ যদি অনবরত ভোজন করে তবে কতদিনে পীড়িত হয়। উহার দিন রাত্রি মুখের বিশ্রাম নাই। অনবরত ভোজন করিতেছে। কেবল যখন নিদ্রা যায় তখনই মুখের বিশ্রাম হয়।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু প্যারীমোহন গুপ্ত (যিনি চিকিৎসা শিক্ষার্থ বিলাত গমন করিয়াছিলেন) তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম, বি ও সি, এম উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পঞ্জাবের খোকাদিগের দলপতি রামসিং রেঙ্গুনে এক্ষণে বন্দীদশায় কাল কাটাইতেছেন, তিনি কারাগারের যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া সম্প্রতি নিজ কারাগৃহে অগ্নি প্রদান করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এক্ষণে ইহার অনন্ত অবস্থার কথা শুনিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইহার গৃহ মধ্যে যে কিছু সামগ্রী ছিল সমস্তই স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এমন কি শয্যাটী পর্য্যন্তও নাই, এতদ্ভিন্ন হাতে হাতকড়াও দেওয়া হইয়াছে।

আগামী দুর্গাপূজার বন্দে কলিকাতা হইকোর্টের চিফ জষ্টিস স্বয়ং অরিজিনাল বিভাগের ও আপীল আদালতের কার্য্য করিবেন।

কেউ সানবোরন নামক একটী ইউরোপীয় রমণী নর্থামটনের স্মিথ কালেজের সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়াছেন।

ব্যারনেস বরডেট. কটস নামক একটী বিবি আনমিড বার্টলেট এম, পি, র পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছেন। ইহাদিগের পরিণয় কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। পাত্রীর বয়ক্রম ৬৬ ও পাত্রের বয়ঃক্রম ২৯ বৎসর।

জেড্ডা নামক একখানি জাহাজে আরোহণ করিয়া ৯৫৩ জন মুসলমান মক্কা তীর্থদর্শনে গমন করিতেছিল। ৮ ই গার্ডাফুর নিকট জাহাজ জলমগ্ন হয়। নাবিক প্রভৃতিতে উক্ত জাহাজে সর্ব্বশুদ্ধ এক হাজার লোক ছিল। সকলেই জলমগ্ন হয়। সিন্ধিয়া নামক জাহাজ কেবল কাপ্তেন ও তাঁহার স্ত্রী, চীফ আপীসর প্রধান সহকারী ইঞ্জিনিয়র ও ১৬ জন যাত্রীকে জীবিত প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহারা এক্ষণে সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কটক একাডেমির প্রধান শিক্ষক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত জ্যামিতির ১ ম অধ্যায়ের একত্রিংশ প্রতিজ্ঞার নূতন অঙ্কন প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়া কেমব্রিজ কলেজের শিক্ষক টডহণ্টার সাহেবের নিকট অনুমোদনার্থ প্রেরণ করেন। টডহণ্টার সাহেব ইহার অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার জ্যামিতিতে একত্রিংশ প্রতিজ্ঞা ঐ প্রকারে অঙ্কিত করিবেন।

২০ এ জুলাই জিব্রলটার প্রণালীর নিকট সেণ্ট অস্ উইন নামক একখানি বাষ্পীয় পোতের এঞ্জিন ফাটিয়া যাওয়াতে দুইজন ব্যক্তি হত ও ১৪ জন ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনরায় লুণ্ঠন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। বোম্বাইয়ের অনেক স্থান তাহাদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছে।

কাশ্মীরের লোকে আঙ্গুর, পেস্তা, বেদানা, প্রভৃতি খাইয়া বড় সবল দেহ হইয়া থাকে। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের দুর্ভিক্ষে তাহাদিগের সে বল আর নাই। বিস্তর লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এবৎসর শুনা যাইতেছে তথায় শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। মহারাজ ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী অনন্তরাম রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের যে কিছু ত্রুটী ছিল তাহাও সংশোধন করিতেছেন। তিন হাজার লোক অদ্যাপি মহারাজের সাহায্যে দিনপাত করিতেছে, ইহাদিগের বাটী ঘর কিছুই নাই। ইংরাজদিগের মধ্যআসিয়াস্থ সীমা প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য মহারাজের যে সকল সৈন্য গত দুইবৎসর অবধি তথায় রহিয়াছে

তাহাদিগের সাহায্যার্থ ১২ শত সৈন্য প্রেরণ করার উদ্যোগ করা হইতেছে।

পোমোনা প্রেস নামক স্থানের রোডস নামে এক ব্যক্তি অত্যন্ত কৃপণ ছিল। লোকে চুরট খাইয়া যে অংশ ত্যাগ করিত, এ ব্যক্তি সেই সকল সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় দ্বারা ৬০০০০০ টাকা করিয়াছিল। এ ব্যক্তি মৃত্যুকালে রয়াল ফ্রি হাঁসপাতালে ঐ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

কাবুলের যুদ্ধ সংবাদ।

কোয়েটা ২৭এ আগষ্ট। সেনাপতি রবার্ট ২৯ এ কান্দাহারে উপনীত হইয়াছেন। আয়ুব খাঁর সৈনাগণ মুন্দিহিসার নামক স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে। যাহারা কান্দাহার অবরোধ করিয়াছিল, তাহারা তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছে। সৈনাগণের যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীর কিছু হ্রাস হইয়াছে কিন্তু ১৫। ১৬ দিনের মধ্যে তাহা পূর্ণ হইবে।

২৮ এ রাত্রিতে করাচি হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে বিস্তর পাঠান ইংরাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবার উদ্যোগ করিতেছে।

কোয়েটা হইতে সংবাদ আসিয়াছে ৩১ এ শত্রুগণের আক্রমণ করিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল কিন্তু কি করিয়াছে তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

আয়েট চাক ও অন্যান্য জাতি খোবা পর্ব্বতে একত্র হইতেছে, জেনেরল ষ্টোয়ার চেমান হইতে যুদ্ধযাত্রা করিলে যে সকল রক্ষিসৈন্য দ্রব্য সামগ্রী লইয়া যাইবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্যই উহারা তথায় একত্র হইয়াছে।

২৫ এ রাত্রিতে পেলাতের খাঁর ১৪৪ জন সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া চপার জিয়ারৎ নামক রাস্তায় অবস্থিতি করিতেছিল। খাঁ উহাদিগের দমনার্থ ৫ শত পদাতি ও দুইটী কামান প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিদ্রোহীরা ছোড়ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে।

শিবি নামক স্থানে রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার কার্য্যে যে সকল রক্ষিসৈন্য টাকাকড়ি প্রভৃতি লইয়া যায়, শত্রুরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল সম্প্রতি তাহারা তাহাদিগের দেশের প্রথানুসারে লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিয়দংশ তাহাদিগের রাজা সর্দ্দার মেহের উল্লার খাঁর নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। শুনা গেল তিনি উহা গ্রহণ না করিয়া ভারতীয় পোলিটিকাল আফিসরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

২০ এ আগষ্ট ঢাকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে কাবুল হইতে গেণ্ডামক পর্য্যন্ত রাস্তা আজিও নির্ব্বিঘ্ন হয় নাই। এ পর্য্যন্ত আলিকিপুর পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ খোলা হইয়াছে।

আয়ুব লেপ্টেনণ্ট ম্যাকলেনকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। ইহঁকে মুক্ত করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করা হইতেছে।

মৃত ব্যক্তিদিগের দেহ গোর দিবার নিমিত্ত যাহারা গিয়াছিল জানা গেল ১৬ ই তাহারা হত হইয়াছে।

মেজর ভাণ্ডিনিয়র আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

৩০ এ আগষ্ট ইংরাজ সৈন্যগণ আলীবোখান দুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল।

কর্ণাল সেণ্ট জেম্স বলিয়াছেন ১৬ ই আগষ্ট যে যুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে ইংরাজদিগের পক্ষে ২ শত সৈন্য হত ও আহত হইয়াছে।

সেনাপতি রবার্ট আয়ুব খাঁকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

হাসিম খাঁ, আহম্মদ আলী খাঁ, আবদুল্লা খাঁর মাতা ও মুসা জান আয়ুবের নিকট গমন করিয়াছেন। আবদুল রহমান আমীরী প্রাপ্ত হওয়াতে আয়ুবের গিলজিবানী ও কোহিস্থানী সৈন্যগণ বড়ই বিরক্ত হইয়াছে। সেনাপতি ফেয়ার তাঁহার সৈন্য সামন্ত লইয়া চেমান হইতে যাত্রা করিয়াছেন কিন্তু অচ্চিপুলের বিপক্ষেরা বোধ হয় তাঁহার গমনের প্রতিরোধ চেষ্টা পাইবে। মুসা ও হাসিম খাঁ গিলজাই প্রভৃতি জাতিদিগকে একত্র করিয়া আয়ুব খাঁর অধীনে লইয়া গিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭ এ আগষ্ট। বিদেশীয় কার্য্যের অণ্ডর সেক্রেটরী প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারার্থ ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী প্রস্তাবপূর্ণ কাগজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে কনষ্টাণ্টিনোপলে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কনষ্টাণ্টিনোপলে গ্রেট ব্রিটেনের যে দূত আছেন, তিনি উহার প্রতিবাদ করাতে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য বন্ধ করিয়াছেন, পত্র প্রচারও বন্ধ হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ আগষ্ট। সুলতান তাঁহার বিদেশস্থ প্রতিনিধিগণের নিকটে এই ভাবে পত্র পাঠাইয়াছেন, যে তাঁহারা অবিলম্বে ডলসিগনো ছাড়িয়া দেন।

লণ্ডন ৩০ এ আগষ্ট। কান্দাহার রেলওয়ে প্রস্তুত করাতে বাণিজ্য ও রাজনীতি সম্বন্ধে যে সুবিধা হইয়াছে, সার রবার্ট স্যাণ্ডিমান তাহার উল্লেখ করিয়া টাইমসে যে পত্র লিখিয়াছিলেন অদ্য তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রেলওয়ে আরম্ভ হওয়া অবধি তাহার কার্য্য চালাইবার ব্যয় পোষাইতেছে।

লণ্ডন ৩১ এ আগষ্ট। বিদেশীয় কার্য্যের অণ্ডর সেক্রেটরী গত রাত্রিতে লর্ড সভায় বলিয়াছেন ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজগণ মণ্টিনিগ্রোর বিষয়ে সুলতানকে কিরূপ উত্তর দিবেন তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। ওদিকে তাঁহারা রাগুসা নামক স্থানে জাহাজ প্রেরণের আদেশ দিয়াছেন।

ভাইকাউণ্ট এনফিল্ড ভারতবর্ষের অণ্ডর ষ্টেট সেক্রেটরী হইলেন।

লর্ড গ্রানবিল ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট এই ভাবে পত্র লিখিয়াছেন যে ফরাসী জাহাজ সম্বন্ধে প্রস্তাবিত দান উভয় দেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত যে সন্ধি আছে তাহার অভিপ্রায় বিরুদ্ধ।

লণ্ডন ৩০ এ আগষ্ট। ষ্টার অব আফ্রিকা নামক যে জাহাজ ২ রা জুলাই কলিকাতা হইতে কেপ টাউনের অভিমুখে যাত্রা করে, তাহা মাড়াগাস্কারের উপকূলের অনতিদূরে জলমগ্ন হয় তাহাতে সমুদায় লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কেবল দুই জন জীবিত আছে।

লণ্ডন ১ লা সেপ্টেম্বর। ডবলু, পি. আদম মান্দ্রাজের গবর্ণর হইলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয় লইয়া গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন তত্রত্য রাজ্য সমূহের উপর তিনি কোন বিষয়ে পীড়াপীড়ি করিবেন না।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি অনরেবল ষ্টুয়ার্ট জ্যাকসন সাহেব নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১ লা সেপ্টেম্বর। চীন দেশীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা এই, আইলি প্রদেশ প্রদান করিবার যে বন্দোবস্ত হয় তাহাই কুলজা সন্ধির পরিবর্ত্তে অনুসৃত হয়। চীনেরা পলাইয়া রুশ অধিকারে যায়। তন্নিবন্ধন যে গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহার নিবারণের উদ্দেশে রুশ গবর্ণমেণ্ট অধিকার সীমা নির্দ্ধারণ করিতে চান। এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে পীকিনে গিয়া এ সকল বিষয়ের মীমাংসা হইবে। এম বলজন তথায় গিয়াছেন।

লণ্ডন ২ রা সেপ্টেম্বর। এই ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইউরোপীয় রাজগণ সুলতানের ভয় প্রদর্শনার্থ সমুদ্রে যে জাহাজ প্রেরণ করেন, বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক কার্য্য করা তাহার অভিপ্রেত নয়।

বার্লিন ১ লা সেপ্টেম্বর। জর্ম্মণির সম্রাট সেনাগণের নিকটে এক ঘোষণা প্রচার করিয়া তাহাদিগকে সিডানের কথা স্মরণ করিয়া দিয়াছেন এবং এই কথা বলিয়াছেন, উত্তরকালে মাতৃভূমিকে রক্ষার্থ যদি যুদ্ধ আবশ্যক হয় তদর্থ প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত সেনাগণের সুশিক্ষা ও সুনিয়ম অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারা নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২০ এ আগষ্ট। সারণের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর কুমার রামেশ্বর সিং দ্বারভাঙ্গায় বদলী হইলেন।

সাসারামের অন্তর্গত সাসেরামের প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কাইল স্মর সাহেব গয়ায় বদলি হইলেন।

২৩ এ আগষ্ট। দ্বারভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এলফিনষ্টোন সাহেব চম্পারণে বদলী হইলেন।

বিহারের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বি, ডী, সাহাবাদে বদলি হইলেন। ইহাঁর হস্তে সাসারামেরও ভার রহিল

ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনচন্দ্র সেন, পাবনায় বদলী হইলেন। ইহাঁর হস্তে বিচারের ভার অর্পিত হইয়াছে।

মজঃফরপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এইচ জনষ্টন সারণে বদলী হইলেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রভাকরেন্দ্র রায় গাইবান্ধার ভার গ্রহণ করিলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীবর মুখোপাধ্যায় তাজপুরের কামিসনরের সহকারী হইলেন।

উকীল ও মোক্তারদিগের পরীক্ষার বোর্ড অব একজামিনরে আছে, বার্ট্রম হার্ড সাহেব কিছু দিনের জন্য তাহার মেম্বর হইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সিরাজুল ইসলাম আহাম্মদ (ইনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) ত্রিপুরায় বদলী হইলেন। ইহাঁর হস্তে এক্সাইজের ভারও দেওয়া হইয়াছে।

৩০ এ আগষ্ট। মিষ্টর এস, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য দিনাজপুরের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বেলি সাহেব পাবনার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সি, এম ম্যাগরথ ফরিদপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

২৫ এ আগষ্ট। বাকুড়ার মুন্সেফ বাবু হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় বি, এল, বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন কিন্তু প্রায় রাণীগঞ্জে অবস্থিতি করিতে হইবে।

আলীপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র, ছোট

[illegible] মকদ্দমা [illegible]

[illegible] ডেপুটী [illegible]

[illegible] ডেপুটী মাজি[illegible]

[illegible] বিক্রয়। [illegible]

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী।

[illegible] ভাদ্র। ১২৮৭ সাল।

গত কল্য আমাদিগের মহামান্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সর আস্‌লি ইডেন মহোদয় বেহার হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমনকালে হুগলী পরিদর্শনার্থ এখানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তিনি এখানে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন, তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে কোন সংবাদ ছিল না। উক্ত দিবসে তিনি এখানকার স্বর্গীয় খ্যাতনামা হাজি মহম্মদ মহসীনের সুপ্রসিদ্ধ এমামবাড়ী দর্শন ও হুগলী সহরের বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন, পরে প্রাতে তাঁহাকে [illegible] নামক জাহাজ হইতে সমারোহে নামান হয়। ইডেন মহোদয় নৌকা কালেক্টরির ঘাটে অবতরণ হইবামাত্র স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর কমিশনরগণ তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন, উক্ত অভিনন্দন পত্রের সার মর্ম্ম এই যে, হুগলীতে পানীয় জলের উৎকৃষ্ট পুষ্করিণী না থাকাতে অধিবাসীদিগের বড়ই কষ্ট হইতেছে এবং মিউনিসিপালিটীর কমিশনরদিগের অধিবেশনের স্থান না থাকাতে তাঁহাদের নিতান্ত অসুবিধা হইয়াছে, [illegible] ইডেন মহোদয় উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। মহামান্য [illegible] বলিয়াছেন " [illegible] ভাল [illegible] নাই আর কমিসনরগণের বসি[illegible] অভিনন্দন পত্র দ্বারা তাঁহাকে কেন [illegible] জন্য তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন [illegible] গবর্ণমেণ্টের কোন [illegible] মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে মিউনিসিপা[illegible] কমিসনরগণ [illegible] প্রস্তুত [illegible] পারেন।" ইডেন মহোদয় এখানকার [illegible] কমিসনরগণকে যে [illegible] জবাব দিয়াছেন তাহা [illegible] কথা নহে। হুগলির মিউনিসিপালিটীর বিলক্ষণ দশ টাকা আয় আছে। এত টাকা যায় কোথায়? মিউনিসিপালিটীর উদরে কি ভস্ম কীট আছে? আর একটী কথা এই পুলিশ ও ইঞ্জিনিয়রদিগের বেতন বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া সংবাদপত্রের বাস্তবিক উপকারের দিকে দৃষ্টিপাত করা কমিসনরদিগের অবশ্যই কর্ত্তব্য কর্ম। আমরা ভরসা করি মহামান্য ইডেন বাহাদুর যে জবাব দিয়াছেন অতঃপর তাহাতে এখানকার কমিসনরদিগের চৈতন্য হওয়া উচিত। সোম প্রকাশের পাঠকবর্গ! আর একটী কৌতুকাবহ সংবাদ শুনুন। কমিসনরদিগের মুখ পাত্র স্বরূপ যিনি উক্ত অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করিয়াছিলেন। " আমি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সম্মুখে অভিনন্দন পত্র পাঠ করিব এবিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বে যেরূপ আগ্রহ ছিল, ইডেন মহোদয়ের জবাব শুনার পর অভিনন্দন পত্র খানি, আমার নিজের রচনা নয় " সাধারণকে এই কথা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত ততোধিক উৎসুক হইয়াছিলেন। যাহা হউক আমরা উক্ত অভিনন্দন-পত্র-পাঠক মহাশয়কে বিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোক বলিয়া জানি। তাহার প্রতি আমাদিগের যথেষ্ট ভক্তিও আছে কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি তাঁহার এদুর্ব্বুদ্ধি কেন ঘটিল?

এক্ষণে মহামান্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আমাদিগের একটী নূতন প্রস্তাব করিবার অবসর উপস্থিত হইল। অনেকগুলি জিলার ও স্থানের মিউনিসিপালিটীর দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদিগের হৃদয়ে এই নূতন প্রস্তাবটী উদিত হইয়াছে। প্রস্তাবটী এই বঙ্গদেশে যেমন ইনস্পেক্টর জেনেরল অব জেল, ইনস্পেক্টর জেনেরল অব হসপিটাল, ইনস্পেক্টর জেনেরল অব পুলিস, ইনস্পেক্টর জেনেরল অব রেজিষ্ট্রেশন বলিয়া এক একটী পদ আছে সেইরূপ সমস্ত বঙ্গদেশের নিমিত্ত ইনস্পেক্টর জেনেরল অব মিউনিসিপালিটি বলিয়া একটী নূতন পদের সৃষ্টি করিয়া তাহার সহকারী ৪। ৫ পাঁচ ছয় জন ইনস্পেক্টর অব মিউনিসিপালিটী নিযুক্ত করা হউক। ইনস্পেক্টর জেনেরল অব মিউনিসিপালিটী ও ইনস্পেক্টরগণ বঙ্গদেশের যাবতীয় মিউনিসিপালিটীর আয় ব্যয় রাস্তা, ঘাট প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের পরিদর্শন করিবেন এবং মধ্যে মধ্যে বা সম্বৎসরে গবর্ণমেণ্টে স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর ন্যায়, অন্যায় বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন। এই সকল তত্ত্বাবধায়কগণের বেতন আমরা গবর্ণমেণ্টকে দিতে বলিতেছি না। উদ্ধসংখ্যা মাসিক তিনসহস্র টাকা হইলেই এই সকল তত্ত্বাবধায়কগণের বেতন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতেই ইহাদিগের বেতন দেওয়া যাইবে। এক্ষণে সমস্ত বঙ্গদেশে যতগুলি মিউনিসিপালিটী আছে তাহা হইতে মাসে মাসে শতকরা যদি ।০ চারি আনা লওয়া যায় তাহা হইলেই এই তিন সহস্র টাকা অনায়াসেই সঙ্কুলান হইয়া যায় তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে করদাতৃগণ কোন আপত্তি করিবেন না। কারণ তাঁহাদের উপকারের জন্যই এই পদের সৃজন করা হইতেছে।

উপসংহার কালে আমরা গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক মহোদয়ের নিকট নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে অনুরোধ করিতেছি তিনি আমাদিগের এই নূতন প্রস্তাবটী অনুবাদ করিয়া মহামান্য ইডেন মহোদয়ের গোচর করাইয়া দিয়া আমাদিগকে নিতান্ত অনুগৃহীত করেন।

শান্তিপুর।

১। বিষ্ণুপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহাশয় গত মঙ্গলবার পরাহ্নে রাণাঘাট সব ডিবিজনের কার্য্য ভার পরিগ্রহ করিয়াছেন, সুতরাং ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্র শিখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পটুয়াখালী সব ডিভিজনে গমন করিতে হইল। দুঃখের বিষয় যে, চন্দ্রশেখর বাবুর ধামাধরা গোঁড়া বাবুরা তাঁহাকে চিরদিন রাণাঘাটে রাখিবার জন্য যে সকল চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিলেন, তৎসমস্ত নিশার স্বপ্নের ন্যায় বিফল হইল।

২। শান্তিপুরের ভূতপূর্ব্ব হেড কনষ্টেবল প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নালিশী পচা মকদ্দমাটী চাগিয়া উঠিয়াছে। এবার ঐ মকদ্দমাটীর বিচার ভার হাইকোর্টের আদেশানুসারে কৃষ্ণনগরের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের হস্তে বিন্যস্ত হইয়াছে। এই মকদ্দমায় সোমপ্রকাশের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা আসামী। বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের সুবিচারে উক্ত বাদী হেড কনষ্টেবল প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাবাক্ষণা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

৩। গুপ্তিপাড়ার শ্রীশ্রী ৺ বৃন্দাবনচন্দ্রজীর নিত্য সেবার উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। এক্ষণ তাঁহার প্রাত্যহিক পূজোপকরণ অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪। আজ কাল এখানে চোরের কিছু অত্যাচার দেখা যাইতেছে। কয়েক দিন হইল, একজন দাগী চোর কোন দোকানের পয়সার থলি কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ সময় কতকগুলি স্থানীয় লোক উপস্থিত হওয়াতে চোর অকৃতকার্য্য হইয়া পলায়ন করিয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, স্থানীয় পুলিস ঐ মকদ্দমা গ্রহণ করে নাই।

বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্মচারীদত্ত মহৌষধ।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হয়। ৪১ দিনের সেবনোপযুক্ত ঔষধের মূল্য ৫ টাকা ২১ দিনের ২৸০ ও সাত দিনের ১ টাকা। যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ বেয়ারিং পাঠান যাইবে।

এখান হইতে ঔষধ পেইড পাঠাইলে ডাকমাশুল।০ মাত্র লাগিবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ দুবে
মিসিরপোখরা বেনারস

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

কণ্ট্রাক্টরদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

ভাগলপুরের রোডসেস্ কমিটী ১৮৮০ ও ৮১ অব্দের বজেটে (আয় ব্যয় বৃত্তান্তে) নিম্নলিখিত কার্য্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত টাকা বিভাগ ক্রমে মঞ্জুর করিয়াছেন। যে সকল কণ্ট্রাক্টর ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্ত টেণ্ডার দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে তাঁহারা যত সত্বর পারেন ভাগলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়রের নিকটে এতৎসংক্রান্ত চিঠি পত্রাদি প্রেরণ করিবেন। ঐ ইঞ্জিনিয়রের আপীসে এষ্টিমেট ও সিডিউল প্রভৃতি পরীক্ষিত হইবে। অন্য অন্য সংবাদ পাওয়া যাইবে এবং টেণ্ডারের ফরম কিনিতে মিলিবে। ১৮৮০ অব্দের ১ লা অক্টোবর হইতে রোডসেসের নতন বৎসর গণনা আরম্ভ হইবে।

নূতন কার্য্য।

কার্য্য	টাকা
১। নারায়ণপুর বাঙ্গা হইয়া মিহ্নি শোনবর্ষের সেতু ও জল-নির্গমের জন্য পাকা পুল প্রস্তুত করিবার এষ্টিমেট ৩২০৮	কমিটীর মঞ্জুর করা ২৬০০
২। মধেপুরা সিংহেশ্বর রাস্তার জল-নির্গমার্থ সেতুর এষ্টিমেট	৪৭৬৭
৩। মধেপুরা ষ্টেষণের রাস্তার জল-নির্গমের জন্য পাকা পুল নির্ম্মাণ করিবার এষ্টিমেট ২৪৫২	২৪৫২
৪। মধেপুরা শোনবর্ষের রাস্তায় সেতু ও জল নির্গমের জন্য পাকা পুল করিবার এষ্টিমেট ২৭৫৮৭	৮০০০
৫। উত্তর ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহ গুলি নির্ম্মাণ করিতে	৪০০০
৬। দক্ষিণ ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহ গুলি নির্ম্মাণ করিতে	৩০০০

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নূতন কার্য্য যাহা করিতে হইবে তাহা আজিও মঞ্জুর হয় নাই। মঞ্জুর হইলে তাহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে।

মেরামতী কার্য্য।	টাকা
১। ভাগলপুর ওভর-ব্রিজ হইতে সাঁওতাল পরগণা পর্য্যন্ত	২০০০০
২। সুলতানগঞ্জ—আর্য্যাসগঞ্জ	১৬০০
৩। রেলওয়ে ষ্টেষণ হইতে নদীঘাট পর্য্যন্ত	১০০০
৪। গোগাবাজার রাস্তা	২০০
৫। গোবঘাট হইতে ভাগলপুর	১৮০০
৬। ভাগলপুর হইতে পীরপৈন্তী	৩০০০
৭। ভাগলপুর হইতে উমীবপুর	১৫০০
৮। বাঁকা হইতে শিমুলতলা	২০০০
৯। পিঁপুলপটী হইতে সাবরহাট	১০০
১০। জগদীশপুর হইতে সোনাদী	৫০০
১১। সোনা[illegible] হইতে বেলা, নওয়াদা ও রাজাবাব হইয়া	১০০
১২। কলগাঁ হইতে বুড়াহাট	১১০০
১৩। পীরপৈন্তী হইতে বুড়াহাট	৫০০
১৪। পীরপৈন্তি রেলওয়ে ষ্টেষণ হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত	
১৫। বাঁকা হইতে উমীবপুর	১৫০
১৬। বৌসী হইতে মহেবমা, ধুরিয়া হইয়া	১৫০০
১৭। গোগা হইতে আম্বী	১১০০
১৮। মধেপুরা হইতে সোনবর্ষ, সাপুর হইয়া	১১০০
১৯। গোপালপুরঘাট হইতে কেওট গামা, সুখপুর ও সিংহেশ্বর হইয়া	৩৫০০
২০। সুখপুর হইতে কন্দৌলি, সুপুল বাপ্তিহা ও ডাগমারা হইয়া	১৮০০
২১। বনগাঁ হইতে মহিসি	৩০০
২২। তিলযুগা নদী হইতে প্রতাপগঞ্জ বাপ্তিয়া হইয়া	৩৫০০
২৩। সুপুল হইতে প্রতাপগঞ্জ, পিপড়া হইয়া	১৫০০
২৪। প্রতাপগঞ্জ হইতে বালুয়াবাজার	৬৫০
২৫। সুপুল হইতে মধেপুরা, গামারিয়া ও সিংহেশ্বর হইয়া	২০০০
২৬। সিংহেশ্বর হইতে পিপড়া	৭০০
২৭। পরসরমা হইতে বলহি	১৫০০
২৮। মধেপুরা হইতে কারামা, কৃষ্ণগঞ্জ হইয়া	৩৬০০
২৯। লতিপুর হইতে ঘাগরি	১৫০০
৩০। মিহ্নি হইতে শোনবর্ষ, নারায়ণপুর হইয়া	৩০০
৩১। সাকন্দ হইতে সুলতানগঞ্জ	৪৭০
৩৪। ভাগলপুর হইতে শাকন্দ	৩২০
৩৫। ভাগলপুর হইতে ধুরিয়া	৮৮০
৩৬। মতিআমা হইতে কলগাঁ	৪৪০
৩৭। পীরপৈন্তি হইতে তিলাগড়ি	২০০
৩৮। ভাগলপুর পারে ত্রিহারা হইতে লতিপুর	৩২০
৪০। তুলসীপুর হইতে শেকড়া	৮১০
৪১। জগদীশপুর হইতে রামপুর	১৫০
৪২। বিষ্ণুপুর রেলওয়ে ওভারব্রিজ হইতে পীরপৈন্তি একদারা ও গোহাট্টা হইয়া	৫০০
৭৩। ঘাগরি হইতে কারামা ফুলত হইয়া	৫০০
উত্তর ভাগলপুরে সাবাই মেরামতর	২১০
দক্ষিণ ভাগলপুরের সরাই মেরামত	৩০০

০ ঠা আগষ্ট।
১৮৮০। } ভাগলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার।

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের দশম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৫, টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ইহা মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। দশম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। সরোজসুন্দরী।
২। একাদশ অবতার।
৩। দুর্য্যোধনের প্রতি ভীম।
৪। উপন্যাস।
৫। সাংখ্যদর্শন।
৬। মৃচ্ছকটিক।
৭। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৮। পিপীলিকা না বাঙ্গালী কে ভাল?
৯। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
১০। মনুসংহিতা।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট

অবনায় উক্ত কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম লইবের মানস করেন তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ... চাঙ্গড়িপোতায় কল্পদ্রুম ... শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্তীর নামে ... বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

... মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১০৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃতাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কয়েক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল

ইহার ব্যবহারে কেশরাশি (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ৬ ডাকমাশুল ৷৷৶০

স্মরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজোধিক্য রোগ ও বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য ...

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ৵০

লালনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য ... ইহা ... প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্তি হানি ... নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ৷৶০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, তিনি ... নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

... সমস্ত পত্রিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা ... প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীচন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ।

মৎপ্রণীত নিম্নলিখিত ... কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১০৬ নং ... ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংশোধিত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৬৷০ টাকা, ডাক মাশুল ।০

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগর্ম্মি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের সমুদয় লোকের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত মূলস্থ তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, ... ও ক্রিয়াদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদি চিত্র এবং ইত্যাদি ... বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৬ টাকা ডাকমাশুল ৷০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ ... সমস্ত দ্রব্য-... অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত ...

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

যিনি এক বিষয়ে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে ষ্টেম্প পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ২৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী—

	মুক্তাগাছা	১০
" শ্রীনাথ চন্দ্র—যশোহর		১০
" বনয়ারিলাল সিংহ—রাজসাহী		৭
" আনন্দচন্দ্র সিংহ—কলিকাতা		৫
" কৃষ্ণজীবন দত্ত—কাছাড়		৭
" হারাধন বসু—বাকেশ্বর		৭
" মৌলবী আতাওলহক—মুঙ্গের		৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনিঅর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ... দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

১৩। পাঁশকুড়া হইতে [illegible] হইতে [illegible] ১৫০০
১৪। শ্যামারিণা ও [illegible] হইতে [illegible]
[illegible] ২০০০
১৫। [illegible] ১১০০
১৬। [illegible] হইতে [illegible] ৩৭০০
১৭। [illegible] ১৫০০

শ্রী [illegible] চট্টোপাধ্যায়
[illegible] এক্‌টিং [illegible]
[illegible] আগষ্ট ১৮৮০।

প্রেরিতপত্র।

একাদশীর ব্যবস্থা।

মহাশয়! এতদ্দেশীয় শ্রীযুক্ত জয়রাম দেবশর্ম্মা ও শ্রী[illegible] দেবশর্ম্মা যাঁহারা এক্ষণে মোক্ত-[illegible] [illegible] গ্রামে বাস করিতেছেন, আপ-[illegible] [illegible] ৩০ এ ভাদ্র একাদশীর উপবাস [illegible] যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহার প্রমাণটী [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] প্রকা-[illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] ব্যবস্থা সকলের মনঃপূত [illegible] না [illegible], [illegible] এ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আপনার [illegible] [illegible] পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থান দিয়া বাধিত করি-[illegible]। তাঁহারা সিদ্ধান্ত-রহস্যের মতানুসরণ করিয়া [illegible] দশমী নাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন কিন্তু সিদ্ধান্ত [illegible] মত বাঙ্গালায় কখন প্রচলিত নহে। আর [illegible] নূতন কথা বলেন নাই। কারণ [illegible] পঞ্জিকায় যশোদানন্দন [illegible] বলিয়াছেন যে সিদ্ধান্ত-রহস্য মতে [illegible] দশমী না থাকায় ৩০ এ উপবাস [illegible] সিদ্ধান্ত রহস্য মতে অস্মদ্দেশে [illegible] হয় না।

[illegible] অন্যান্য জ্যোতির্বিদগণের [illegible] করিয়াছি তাঁহারাও বলেন সিদ্ধান্ত-[illegible] আদরণীয় নহে। আমিও [illegible] আমারও তাহাই বিশ্বাস। অধি-[illegible] রামনাথ তর্কবাচস্পতি মহা-শয় বলেন [illegible] মতেও ৩০ এ উপবাস হয় না [illegible] বিদ্যাসাগর ও কাশীস্থ পণ্ডিতগণের [illegible] আছে। এই বিষয়ে উপলব্ধি [illegible] ব্যবস্থার প্রদর্শন করিয়াছেন

যাহা হউক, আমরা [illegible] সিদ্ধান্ত-রহস্য অস্মদ্দেশে প্রচলিত নাই [illegible] কাশীস্থ মান্যমান পণ্ডিত মহাশয় দ্বয়ের লিখিত সিদ্ধান্ত রহস্যানুযায়িনী ব্যবস্থা অস্মদ্দেশে প্রচলিত হইতে পারে না।

সংস্কৃত কলেজ
২২ এ ভাদ্র ১৮০২ শক। } শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

একাদশীর ব্যবস্থা।

মহাশয়ের ২০ এ ভাদ্রের পত্রিকাতে দৃষ্টি করিলাম এতদ্দেশীয় সংপ্রতি কাশীধাম নিবাসী জয়রাম শর্ম্মা এবং জয়কৃষ্ণ শর্ম্মা এই দুই জনে সিদ্ধান্তরহস্যমতে চন্দ্র ও রবির স্ফুট ও দিনগতি লিখিয়া গৌড়দেশে ৩০ এ ভাদ্র প্রাতে দশমী না থাকা লিখিয়াছেন এবং ২৯ এ ভাদ্র রাত্রিতে ১৭ পল রাত্রি সত্বে একাদশীর প্রবেশ লিখিয়াছেন কিন্তু ঐ স্ফুট ও গতি শ্রীযশোদানন্দন আচার্য্য লিখিত স্ফুটের সহিত অনৈক্য ও নিতান্ত অসঙ্গত। তাহার কারণ আমি এক ব্যবস্থা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতেই লেখা আছে, ঐ ব্যবস্থা-পত্রখানি দর্শনার্থে প্রেরিত হইল। যে অংশ উচিত বোধ হয় পত্রিকার দেশে স্থান দিবেন। কোন প্রমাণ করিতে হইলে বৈদেশিক দ্বারাই শঙ্করাচার্য্য সূর্য্য-সিদ্ধান্ত টীকাকৃৎ রঙ্গনাথ পণ্ডিত আপন গ্রন্থে করি-য়াছেন, আমিও ঐ বৈদেশিক দ্বারা ঐ সকল বিষয় প্রমাণীকৃত করিয়াছি। বালবিবাহ পত্রের নক্ষত্র। ভাগ-কাল ও [illegible] নাই এবং রবিরও সংক্রান্তি স্ফুটগুলি লেখা নাই। এমতে ইহার স্ফুটাদিকস্থ বলিতে সমর্থ হইলাম না। অস্মদ্দেশে দিনপঞ্জিকাদি মতে যে পঞ্জিকা হয় তাহা সিদ্ধান্তরহস্যমতে কেহ গণনা করে না। অস্মদ্দেশে ২ দিনের জন্য ঐ মত অবলম্বন করিতে হইলে দিনপঞ্জিকাদিমতে ক্রত অশৌচ, প্রায়শ্চিত্ত হইয়া আসিতেছে, তাহা সকল পণ্ড হইয়াছে এমত বলিতে হইবে। বিশে-ষতঃ সিদ্ধান্তরহস্যে ২০০ যোজন দেশান্তর লইয়া গণিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। এ দেশে ৩৩ দেশান্তর নয়, ১৭৬৯০ যোজন মাত্র। ইহা ব্যবস্থাপত্রে লিখিত আছে, সুতরাং এদেশে প্রাতে দশমী থাকা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শ্রীরামনাথ তর্কবাচস্পতি।

একটী খালের প্রার্থনা।

হাবড়া জেলার ডুমুরজুড় ও জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত রাজাপুরবিলনামক একটী বিস্তীর্ণ বাদা আছে। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ১৭ বর্গ ক্রোশ। ইহার অধিকাংশ স্থানেই কোন শস্যাদি হয় না। যে সকল স্থান গ্রামের নিকটবর্ত্তী, তাহাতে কোন কোন বৎসর সামান্যরূপ হৈমন্তিক ও বোরো ধান্য জন্মিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অধিকাংশ স্থানেই ১২ মাস জলমগ্ন থাকে। ইহার কোন কোন স্থানে চৈত্র বৈশাখ মাসেও ৫।৬ হাত জল থাকে। ঝিলের প্রায় সকলস্থানেই নাড়াঘাস, মলঙ্গা, পাতি, বেণা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, সকল সময়ে বিশেষতঃ বর্ষাকালে ইহার সকলস্থানেই বড় বড় দাম ভাসিয়া থাকে। একটা দাম (দল) প্রায় ১। ১৷৷০ ক্রোশ পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া থাকে; তাহার উপর দিয়া গমনাগমন করিলে কিঞ্চিন্মাত্রও জলমগ্ন হয় না। এই সকল দামে নানারূপ বিষাক্ত সর্প, জলৌকা প্রভৃতি হিংস্র জন্তু বাস করে। যে স্থান পরিষ্কার থাকে, তাহাতে কুম্ভীর থাকিতেও দেখা যায়। বর্ষাকালে ঝিলের সকল স্থান অধিকতর জলমগ্ন হওয়াতে অনেক সর্প ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন এই সকল গ্রামে বাস করা কষ্টকর হইয়া উঠে। কারণ, সর্পভয়ে নিয়ত সশঙ্কিত থাকিতে হয়। প্রতি বৎসর এই সকল গ্রামবাসী হতভাগাদিগের মধ্যে কতকগুলি করিয়া সর্পদষ্ট হইয়া কালের করাল কবলে পতিত হয়। বিশেষতঃ এই সময়ে দামসকল পচিয়া এরূপ দুর্গন্ধ হয় যে ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে বাস করা দুষ্কর হইয়া উঠে। সর্ব্বদা ভূমি থাকাতেও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল সর্ব্বদা অপরিশুদ্ধ ও অপরিচ্ছন্ন থাকে। তজ্জন্য বিস্তর লোক কম্প ও সবিরাম জ্বরে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয়। এ সকল স্থানে ভাল রাস্তা নাই। বিদ্যালয় বা চিকিৎসালয় নাই, ভদ্র লোকের বসতি অপেক্ষাকৃত অল্প, ভালরূপ শস্য না জন্মিবাতে অধি-কাংশ লোকই নিঃস্ব। বিশেষতঃ সিজালডাঙ্গা, বড়িয়া, ছাউনি, নিয়বালিয়া, বনমহল, কুটিরগাছি প্রভৃতি গ্রামে একটী ভদ্র লোক নাই। ইহাদের অবস্থা এত মন্দ যে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এরূপ কদর্য্য স্থান বঙ্গদেশের মধ্যে যদি থাকে ত অতি অল্প। যিনি বর্ষাকালে এ সকল স্থানে একবার গমন করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে ইহার ভয়ানক মূর্ত্তি কখনই অপসারিত হইবে না।

যদি এই ঝিলের মধ্য দিয়া একটী খাল খনন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহার জল অনায়াসে গঙ্গায় আসিয়া পড়িতে পারে। একটী খাল খনন করিতে বিস্তর ব্যয় হইবে বটে কিন্তু এই সকল পতিত জমী আবাদ হইলে তাহা হইতে বিস্তর লাভ হইবারও সম্ভাবনা আছে। এপ্রদেশীয় জমীদার মহা শয়গণ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে প্রজাদিগের অনেক উপকার হইতে পারে। তাহাতে তাঁহাদের লাভ ভিন্ন লোকসান হইবে না।

কিছু দিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে ২।৩ বার ইহার জরীপ হইয়াছিল, খাল হইবারও কথা শুনিয়াছিলাম কিন্তু মুখের কথা মুখেই রহিল। ধ্বজা পোতাই সার হইল। আমরা সবিনয়ে গবর্ণমেণ্টের ও স্থানীয় জমী-

[illegible]করূপে জ্ঞান হয়। লোকে [illegible] শব্দ ব্যবহার করে, কোন পদার্থের উদ্দেশে ব্যবহার করিতেছে, অনুমান দ্বারা আমরা [illegible] বুঝা গেই। মনে কর, কেহ বলিল [illegible] হয়, তাহার প্রতি [illegible] অনেক হইল, যে ব্যক্তি বস্তু বিশেষ লইয়া আসিল, [illegible] অমনি অনুমান করিলাম [illegible] এই প্রকার শব্দ ব্যবহার দৃষ্টে [illegible] যখন হয়, তখন অনুমানকে [illegible] উপায় বলিলে যে দোষ হয়, শব্দকে অনুমানের কারণ বলিলে সেই দোষই হইতেছে। [illegible] ব্যাপ্তিজ্ঞানে শব্দ প্রয়োগ নাই. এস্থলে [illegible] শব্দ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় হইল [illegible] অনুমান সিদ্ধ করিতে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক, তাহা উপাধি [illegible] অনাদিনিরপেক্ষ হওয়া উচিত। যখন আমরা অগ্নিকে ধূমের নিয়ত সহচর বলিতেছি, তখন আমাদিগের দ্বারা কর্তব্য যে, ধূম অগ্নি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থ সাপেক্ষ নহে। একপ অন্য নির পেক্ষতার জ্ঞান যদিও প্রত্যক্ষস্থলগুলিতে সম্ভব, [illegible] অপ্রত্যক্ষ ভূত ভবিষ্যদ্বর্তিক বা দূরদেশবর্ত্তী স্থলে অসম্ভব। সুতরাং সর্ব্বত্র উপাধিশূন্যতা নির্ণয়া ভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞানও হইতে পারে না।"

পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয়ের মতে ঈশ্বর অনা- [illegible]। আমি এই কথা জানিবার জন্য পূর্ব্ব [illegible] সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকর্ত্তা [illegible] জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যদি এই মত সত্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর কখনও সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি, অনন্ত, একমেবা দ্বিতীয়ং হইতে পারেন না। কিন্তু বোধ হয় ঈদৃশ ঈশ্বরবাদ অনেক ধর্ম্মাবলম্বীরই মতের [illegible] ঐক্য

[illegible] একপ প্রকৃত গবেষণার দ্বারা স্থির করি- য়াছেন, যে পরমাণু নিত্য পদার্থ [illegible] সেই পরমাণুর [illegible] নিয়োগেই জগতের সৃষ্টি [illegible] [illegible] পরমাণুর দুই শক্তি আছে. আকর্ষণ ও অপসারণ। [illegible] আকর্ষণ শক্তি দ্বারা পরমাণুসকল পর- স্পরকে [illegible] সম্মিলিত করে, আর অপসারণ শক্তি [illegible] পরস্পর ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে [illegible]। এই বিশ্ব-সংসারে উক্ত দুই [illegible] আছে। কোথায় অপসারণ [illegible] পরমাণুরাশি ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইয়া [illegible] করিতেছে; কোথাও বা আকর্ষণ শক্তি [illegible] নিবন্ধন পরমাণুরাশি ক্রমশঃ [illegible] নিবদ্ধ করিতেছে। জগতের নির্ম্মাণকৌশল [illegible] অনেকে নির্ম্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ করেন, কিন্তু [illegible] পদার্থতত্ত্ববিৎ ডারুইন প্রমাণ করিয়াছেন, যে এই নির্ম্মাণকৌশল স্বতই ঘটে। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন- রূপ প্রমাণ পাওয়া গেল না।

শ্রীরাজবিহারী দাস

ব্রহ্ম ও ঈশ্বর

বর্ত্তমান শতাব্দীর আন্দোলন রাশি সমস্ত পৃথি- বীকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে; বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশে যে ভাবরাশি উচ্ছসিত হইয়াছে তাহা দেখিতে দেখিতে ভারতকে গ্রাস করিতে বসিল. এক একটী তর্কতরঙ্গ আসিতেছে আর ভারতীয় ভাবের এক একটী অঙ্গ ভঙ্গ করিয়া ভারত বাসীকে অস্থির করিয়া দিতেছে। বর্ত্তমান ভারত আর প্রাচীন ভারতের ন্যায় চিন্তাশীল, বিচারশীল ও অগাধধীশক্তিসম্পন্ন নাই, পাশ্চাত্য ভাবপ্রতা- পকে তিরস্কার করিতে অসমর্থ, অগত্যা ধীরে ধীরে সমালোচনে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেছে। কয়েক সপ্তাহ হইতে "নাস্তিকতা" ও "আস্তি- কতা" লইয়া ঘোর আন্দোলনে সোমপ্রকাশের অঙ্গ অলঙ্কৃত হইল দেখিয়া ভাবিলাম আবার কোথা হইতে এই দেশবিপ্লবকর বিষম বিষ উদ্গীর্ণ হইল। এই বিষ পরিপাক করিবার উপযুক্ত মহাপুরুষ ভারতে বর্ত্তমান নাই. অগত্যা এই বিষম বিষবহ্নি দিগ্‌দাহ করিয়া ভারতকে ভস্মশায়ী করিবে। ভারতের সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণকে ঈদৃশ বিষম বিচার প্রাঙ্গণে প্রায় উপস্থিত দেখিতে পাই না। তাঁহারা কি কেবল বিদায়প্রার্থী? [illegible] কি ভারতের দুর্দ্দিনের সহায় নহেন? যদি কেবল বিদায়ই তাঁহাদের অভীপ্সিত হয়, তবে ভারত তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে এখনই প্রস্তুত; নতুবা তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে ভ্রান্তি ও নাস্তিকতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে অবতরণ করুন। কদর্থীর বীরপুরুষেরা নীরব হইয়া রহিলেন, কতকগুলি দুর্ব্বলদিগের চীৎকার করিয়া রণভূমি উপদ্রবগ্রস্ত করিতে লাগিল। যে সকল বন্ধুদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, আমার লিপি তাঁহাদিগকে অবকাশ গ্রহণার্থ ইঙ্গিত করিয়াছে; বিবাদ বর্দ্ধন করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কেন না আমার স্থির বিশ্বাস, যে এই স্বেচ্ছাচার পূর্ণ শতাব্দীতে এই ভয়ঙ্কর বিবাদ মধ্যস্থতা দ্বারা মিটাইয়া দিবার লোক ভারতে বর্ত্তমান নাই। রাজ- বিহারী বাবুর প্রথম পত্র কেবল সাংখ্যশাস্ত্রীয় যুক্তিতে পূর্ণ ছিল, সুতরাং তাহাই অবলম্বন করিয়া এবং উপনিষদাদির সাহায্য লইয়া "আস্তিকতা" "ব্রহ্ম" ও "ঈশ্বরের" শাস্ত্রীয় লক্ষণ দ্বারা বিবাদ উপশমকরণের যত্ন করিয়াছিলাম। রাজবিহারী বাবুর প্রথম পত্রের ৩।৪ খানি প্রতিবাদ হইল, সোম প্রকাশের স্তম্ভাবলি পূর্ণ হইল, পাঠকগণের পঠন শ্রান্তিও জন্মিল; কিন্তু তৎকৃত আপত্তি খণ্ডনে কাহা- কেও অগ্রসর বা সমর্থ দেখিলাম না। কেবল কতক- গুলি বৃথা গণ্ডগোল করিয়া সমাজকে চিন্তাযুক্ত করি- বার আবশ্যক দেখিতে পাই না, তবে প্রতিবাদ কারী সাধু চেষ্টা নিবন্ধন আমাদের অবশ্যই ধন্যবা- দার্হ। অধ্যাত্মযোগশাস্ত্রবিৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন কেবল আমাদিগের ন্যায় জড়বুদ্ধিগণ কখনই ইহার মীমাংসাস্থলে পৌঁছিতে পারিবেন না। অতীন্দ্রিয় পদার্থের নিরূপণ করা স্থূলদর্শী ইন্দ্রিয়বান্ পুরুষের সাধ্য নহে। কেবল বুদ্ধি ও যুক্তি সেই নিগূঢ় তত্ত্ব কখনই প্রবন্ধ করিতে পারে না। এই সকল বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রীয় রীতিতে শাস্ত্রীয় "শাস্ত্রবিরোধ" মীমাংসা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল; "নিরীশ্বর বাদ" এই শব্দটী যে "নাস্তিকতা" বাচক নহে তাহাই শাস্ত্রোক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিলাম আবার ৬ই জন মহাত্মা আমার পত্রের প্রতি বাদ করিলেন। পাঠান্তে দুঃখিত হইলাম, তখনই উত্তর দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ মনে হইল যে, বগুনিয়ার তর্কপ্রিয় ভগবতী বাবু প্রতিবাদ না করিয়া স্থির থাকিতে পারিবেন না, অতএব এক সপ্তাহ অপেক্ষা করা যাউক, আমরা যাহা ভাবিয়া ছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে, এক্ষণে তিনটী প্রতিবাদ কারীকেই প্রিয়সম্ভাষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যাঁহারা শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চাহেন না "তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরভেদের বিষয় কখনও মীমাংসিত হইবে একপ বোধ হয় না এই বিবেচনায় ভবিষ্যতে এবিষয়ের প্রতিবাদ করিব না স্থির করি- লাম। বৃথা তর্কে সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।

১। জ্ঞানেন্দ্র বাবু "উদ্ভ্রান্তযুক্তি" শীর্ষক প্রস্তা[illegible] আমার যুক্তি খণ্ডন কালে যুক্তির পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে উদ্ধতোর সহায়তা গ্রহণ পূর্ব্বক নিজোচি[illegible] পরিচয় দিয়াছেন। ভদ্রগণ বিচারকালে প্রতিবা- দীকে তিরস্কার দ্বারা তুচ্ছ না করিয়া বরং প্রমাণাদি দ্বারা তাঁহার শিরাবনত করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাঁ[illegible] আমরা বিপরীত পথচারী দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করা যাউক। তিনি লিখিয়াছেন "ঈশ্ব[illegible] বিশ্ব বিধাতা হইয়াও সৃষ্টি কর্ত্তা নহেন! এটী [illegible] আশ্চর্য্য যুক্তি, চমৎকার সিদ্ধান্ত! আমি পাপ ক[illegible] করিয়াও দায়ী হইব না!" পাপ করিয়া দায়ী হইবে না কেন! বিশ্ব বিধাতা ঈশ্বর তোমার দণ্ড বিধা[illegible] করিবেন। আমি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণোক্তি "গু[illegible] ঘণকর্ম্মবীর্য্যঃ" আদি যে প্রমাণ লিখিয়াছিল[illegible]

মতে নাস্তিক; অর্থাৎ তিনি যাঁহাকে নাস্তিক বলিবেন, তিনিই নাস্তিক। তাঁহাকে মহর্ষি মনু আদি সদৃশ একজন বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে; তিনি ধৃষ্টতাপূর্ণ অন্তঃকরণে কপিলকেও নাস্তিক বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতবাসিগণ দেখ দেখ আজ তোমাদের সাংখ্যযোগ নক্তাকে ভগবতী বাবু উন্নত মস্তকে নাস্তিক বলিতেছেন। ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত আদিতেও যে কপিল দেবের বিপুল মর্য্যাদা, ভগবৎপরায়ন ঋষিগণ যে কপিল দেবকে অবতার বলিয়া সম্মান করিতেও ত্রুটি করেন নাই, হা! আজ ভগবতী বাবু সেই মহামনা কপিল দেবকে নাস্তিক বলিতে অসংকুচিত। আর্য্যগণ মহর্ষি কপিলকে নাস্তিক বলেন নাই বলিয়া ভগবতী বাবুর ক্ষোভের সীমা নাই। তিনি তজ্জন্য "আর্য্যদিগের মহিমা অপার" আদি পরিহাস বাচক অনেক গালি বর্ষণ করিয়াছেন। ভগবতী বাবু রাজবিহারী বাবুর প্রতি "ঔদ্ধত্য" দোষারোপ করিয়া বিচারবিমুখ হইয়াছেন; কিন্তু তিনি আমাদিগের পিতামহ স্থানীয় আর্য্যগণকে গালি বর্ষণ করিয়াও কি বর্ত্তমান ভারতের নিকট সমাদরের আশা করেন? তিনি লিখিয়াছেন "ঈশ্বর অপেক্ষা বেদের সম্মান তাঁহাদের (আর্য্যদিগের) নিকট অধিক। ভগবতী বাবু! "ঈশ্বর" শাস্ত্রীয় শব্দ, এখানে শাস্ত্রীয় অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; যদি শাস্ত্রীয় অর্থ গ্রহণ না করেন তবে আপনার ভাবানুসারে নূতন শব্দ গঠন করিয়া লউন; "ঈশ্বর" শব্দ ব্যবহারে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। বিশ্ব বিধাতা ব্রহ্মা ঈশ্বর শব্দে উক্ত হইয়াছেন, তিনি আত্মসমাধানরূপ তপস্যা দ্বারা শব্দ-রাশি বেদ হইতে তাহার বিশ্ব রচনা প্রভৃতি জগৎ তত্ত্ব বিদিত হয়েন, সুতরাং আমাদিগের মতে ব্রহ্মা (ঈশ্বর) হইতেও বেদ শ্রেষ্ঠ। যাহা হইতে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা যে জ্ঞাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা ত চিরসিদ্ধান্ত। "কপিল ও জৈমিনি ঈশ্বর মানিতেন না, কিন্তু বেদ মানিতেন, এই জন্য তাঁহারা ঋষিদিগের চক্ষে আস্তিক, কিন্তু বুদ্ধদেব ও চার্ব্বাক প্রভৃতিরা বেদ অমান্য করিতেন বলিয়াই তাঁহারা নাস্তিক অপবাদ প্রাপ্ত হন।" ইহারা যেমন বেদ মানিতেন না, তদ্রূপ বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মও মানিতেন না; এই জন্য নাস্তিক। অনেক ঋষি যে বেদে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন না, তাহার প্রমাণ স্বরূপ উত্তর গীতা হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা "যথামৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনং এবং তৎপরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনং।" যেমন অমৃত পানপরিতৃপ্ত ব্যক্তির জলপানের প্রয়োজন নাই তদ্রূপ পরমপদার্থকে বিদিত হইলে আর বেদের প্রয়োজন নাই। ইহার দ্বারা বেদের প্রতি ঋষির অশ্রদ্ধা প্রকাশিত হয় নাই। যাহা অনাবশ্যক তাহাই অশ্রদ্ধার যোগ্য ইহা ভগবতীবাবু কোথায় পাইলেন। এক্ষণে আমার বস্ত্রের প্রয়োজন নাই, ইহাতে কি লোকে এই বলিবে যে আমি বস্ত্রকে ঘৃণা করি? আশ্চর্য্য যুক্তি!! বেদ পাঠ দ্বারা বেদ প্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব বিদিত হইলে আর বেদ পাঠের প্রয়োজন নাই, ইহাই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। ঋষিরা কখনই বেদকে ঘৃণা করিতেন না। আবার লিখিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ঈশ্বরকে কপিল অবশ্যই কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিতেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ লোকে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, তিনি সে ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে স্বীকার করিতেন না।" মহর্ষিগণের ঈশ্বর ও সাধারণের ঈশ্বর যদি এক পদার্থ বহন না করে, তবে আমরা অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন ঋষিগণকে পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ বুদ্ধিসাধারণ লোকের কথায় মনোযোগ করিতে প্রস্তুত নহি। ভগবতী বাবু বলেন যে তাঁহারা (আর্য্যগণ) কপিলকে নাস্তিক বলুন আর নাই বলুন তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক ছিলেন"। এ মন্দ জুলুম নয়। ঈশ্বরগতপ্রাণ আর্য্যগণ যে নিরীশ্বরবাদী কপিলকে নাস্তিক বলিতে সাহস করেন নাই, আমাদের ভগবতী বাবু তাঁহাকে নাস্তিক বলিলেন! কপিলের দুরধিগম্য যুক্তি বুঝিতে না পারিলেই হঠাৎ নাস্তিক বলিয়া বোধ হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

ভগবতী বাবু আমার সঙ্গে আমার সঙ্গের আর্য্য ধর্ম্মপ্রচারিণী সভাকে আক্রমণ করিবার জন্য লিখিয়াছেন "সভার সম্প্রতি ক্রমেই শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাঁহার [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদিগকে কোন্টা কি বুঝিতে হইবে"? [illegible] থাকিলে [illegible] হইবে না। সভা হইতে লিখিত হইলে আমাদের নামের নিম্নে সম্পাদকদিগের উপাধি থাকিত। আমি সভ্যগণের [illegible] বলিয়া সভায় [illegible] আছে মাত্র জানিবেন।

ভগবতী [illegible], আত্মা, [illegible] পারেন কিন্তু সাধারণ লোকে ঈশ্বর ব্রহ্ম [illegible] থাকাতেছে বলিয়া এখনও [illegible] এক হইতে পারে না।

আমি হিন্দুশাস্ত্রের মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া ভগবতী বাবু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কি করিব! "ব্রহ্ম" ও "ঈশ্বর" যাহাদের শব্দ, তাঁহাদের শাস্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্রের সাহায্য লওয়া কখনই উচিত নহে। [illegible] কি জানেন না যে রাজা রামমোহন রায় বৈদান্তিক-দিগের সহিত বাইবেলের বিচার কালে [illegible] (যে ভাষায় মূল বাইবেল লিখিত) শিক্ষা [illegible] বাধ্য হইয়াছিলেন; কেন না [illegible] ভিন্ন অন্য ভাষায় তাহার ভাবের প্রকৃত বোধ্য হওয়া সম্ভব নহে। হিন্দুশাস্ত্র লইয়া [illegible] আরম্ভ হয় [illegible] সত্য, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ের [illegible] তজ্জন্য হিন্দু শাস্ত্রোক্তি অবলম্বন করা [illegible] বিহিত হইয়াছে। আমি নিজেও যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহাও শাস্ত্রানুমোদিত। আবার লিখিয়াছেন "হিন্দু ধর্ম্মনিষ্ঠ ও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ বড় বড় পণ্ডিতদিগের নিকট ঈশ্বরের নাম করিলে তাঁহারা তাঁহাকে কি বুঝেন? শ্রীকৃষ্ণ বাবু যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন তাঁহাকেই কি তাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া বুঝেন না?" পণ্ডিতগণ যখন লৌকিক ভাবে কথা কহেন, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এই দুয়ে এক করিয়া ফেলিতে পারেন; কিন্তু বিচার কালে অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্নপূর্ব্বক চিন্তনকালে ছটীর বিভিন্ন অর্থ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবতী বাবু বেদবাদী বা উপনিষদ্ ঋষিগণের সিদ্ধান্ত তুচ্ছ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু সাধারণের কথা অমান্য করিতে পারেন নাই।

"যে ব্রহ্মসত্তা নিজ প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া সর্ব্ব জগতে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা হয়েন, তিনিই ঈশ্বর" ভগবতী বাবু এই ব্রহ্মসত্তা ও প্রকৃতি লইয়া কিরূপ পরিমাণে গোল করিয়াছেন। চৈতন্য সংযুক্ত অনাদ্যা প্রকৃতির প্রথম পরিণাম "ঈশ্বর" এই ঈশ্বরও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; প্রাকৃতিক গুণাবলম্বিনী অবস্থা প্রাপ্তি প্রযুক্ত ইহাকে "ঈশ্বর" বা "সগুণ ব্রহ্ম" বলে। যাঁহারা এই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে সমস্ত জগতের মূল কারণ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা "বেদান্তবাদী" আর যাঁহারা চৈতন্যসংযুক্ত মূল প্রকৃতিকে [illegible] এমন কি ঈশ্বরেরও [illegible] কারণ বলিয়া থাকেন, তাঁহারাই "নিরীশ্বরবাদী" [illegible]। [illegible] কপিলও ঋষি, [illegible] কপিল জৈমিনি প্রভৃতি অনেক [illegible] জানিতেন।

"[illegible] চৈতন্যের প্রয়োজন [illegible] এ কথার বিচার [illegible] প্রতিবাদকারী মহাশয় [illegible] সমালোচনা কালে ব্যক্ত করিয়াছি, এ জন্য এখানে আর সে বিষয়ের চর্চ্চা করিতে চাই না। ভগবতী বাবু শ্লেষপূর্ণ বাক্যে ইহাও লিখিয়াছেন যে "[illegible] যখন তাঁহার পত্রের প্রতিবাদ লিখিতে [illegible] গুলা নব শাস্ত্রানুগত মায়া বা প্রকৃতি বাদের [illegible] না লিখিয়া ঈশ্বর কি বস্তু তাঁহার [illegible] প্রভৃতি অতি বিশদরূপে লেখা তাঁহার [illegible] কর্ত্তব্য ছিল"। ঈশ্বর আমার প্রতিপাদ্য [illegible]

না; "নিরীশ্বরবাদ যে নাস্তিকতা" নহে ইহাই প্রতিপাদ্য ছিল; সুতরাং শাস্ত্রাদির সাহায্য আবশ্যকীয়; অস্মদ্দেশ বিমর্ষ লোকের কল্পিত যুক্তিই কেবল ঈশ ... নিরাস, সম্যক্ উপযোগী নহে।

ভগবতী বাবু ব্রহ্মের ইচ্ছা "থাকা" ও "হওয়া" ... করিয়াছেন। তাঁহার ... কারণ থাকা চাই।"

যদি ব্রহ্মের ইচ্ছা হইলে তাঁহার অপূর্ণতা সপ্রমাণ হয়, তবে ইচ্ছা থাকিলেও কেন না অপূর্ণতা সপ্রমাণ হইবে"। ভগবতী বাবু! আপনি মনুষ্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া কার্য্য কারণের পূর্ব্ব পশ্চাৎ বোধ করিতে পারেন। মনুষ্য অপূর্ণ জীব তাঁহার ইচ্ছা চেষ্টা, যত্ন, উপায় আদি একতরের অভাবে কার্য্য পরে হইতে পারে, কিন্তু নিত্য পূর্ণব্রহ্ম সদাপূর্ণ সুতরাং কিছুরই অভাব না থাকায়, কারণ ও কার্য্য সমকালীন হইয়া থাকে। ইচ্ছা "থাকিলে" ঈশ্বরের অপূর্ণতা নাই কেন না তাঁহার ইচ্ছা কখনই অসিদ্ধ থাকে না বলিয়া সদাই সর্ব্ব পূর্ণ ভাব। ইচ্ছা "না থাকিলে" ... নি ইচ্ছা সম্বন্ধে অপূর্ণ হইতেন। "ইচ্ছা হইতে ... ইচ্ছা হইবার পূর্ব্বক্ষণে তাঁহাকে অপূর্ণ বলিতে হইবে।

"ব্রহ্মকে যদি সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা না বলা হয়, তবে আমাদের সম্বন্ধে এই জগতের সম্বন্ধে তাঁহার থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান"। কি আশ্চর্য্য! মনুষ্য! ব্রহ্মের সত্তাতেই তোমার ঈশ্বর সন্তান ব্রহ্মের সত্তাতেই তোমার অস্তিত্ব, ব্রহ্মের সত্তাতেই এই জগৎ প্রতিষ্ঠাপিত। ব্রহ্ম না থাকিলে তুমি কোথায়! ব্রহ্ম না থাকিলে জগৎ আবার কি! ব্রহ্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার কোন কার্য্য না করিলেও তিনি তোমার সম্বন্ধে না থাকিলেই নয়। ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা না বলিলে ভগবতী বাবুর মতে নাস্তিক হইতে হয়। ভগবতী বাবুর হস্তে যদি "নাস্তিক" ও "আস্তিক" উপাধি প্রদান করিবার ভার থাকিত, তবে আজ আমরা নিশ্চয়ই ভীত হইতাম, কিন্তু বিচক্ষণ শাস্ত্রকারগণ, বিচার ও চিন্তাশীলগণ, সাধু ও তপস্বীগণ যে মতের পোষণকর্ত্তা, ভগবতী বাবুর সামান্য ব্যক্তিগত মত সে মতকে নাস্তিকতাপবাদে দূষিত করিলে আমাদের কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। এখনও উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ ও ঋষিগণকে স্মরণ করিয়া বলিতেছি, "নিরীশ্বরবাদ" নাস্তিকতা নহে।

নাস্তিকতা জগতে ... প্রবেশ না হয়, ইহা আমাদেরও প্রার্থনীয়। নাস্তিকতা ... পাপ ক্লেশ ও দুঃখ দুর্বিপত্তিকে সমাজে আনয়ন করে, এরূপ আর কিছুতেই নহে। ভগবান্ নাস্তিকতা হইতে ভারতকে রক্ষা করুন।

মুঙ্গের, আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা। } অনুগত শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

সোমপ্রকাশ

২৯ এ ভাদ্র সোমবার ।

কাশী সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সোমপ্রকাশে প্রকাশার্থ আর এক খানি পত্র পাঠাইয়াছেন। দেশবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও এক খানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উভয় পত্রই যথা স্থানে প্রকাশিত হইল। ৩১ এ ভাদ্র বুধবার একাদশীর উপবাস হইবে উভয়েরই এই মত। এখন ইহাঁদিগের মতই এ সম্বন্ধে প্রমাণ। উভয় অধ্যাপকই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও এক খানি স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি গণনা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, কাশীস্থ জয়রাম ও জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্ত রহস্যমতে যে স্ফুট গণনা করিয়াছেন, তাহা ভ্রমশূন্য হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের মৃত্যুর পর মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পণ্ডিতগণ লইয়া যে ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন, তাহা কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে আদৃত ও প্রচলিত হয়। তাঁহার সংগৃহীত ব্যবস্থাও আমরা আস্থা পূর্ব্বক দর্শন করিলাম। তাহাতেও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ৩১ এ ভাদ্র বুধবার একাদশীর উপবাস হইবে। তিনি শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি ও যশোদানন্দন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি এক্ষণকার প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিৎ ও প্রধান স্মার্ত্ত ঠাকুরদাস চূড়ামণি মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতিকে সভাস্থলে একত্র করিয়া তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে কহিয়াছেন সিদ্ধান্ত রহস্যমত বঙ্গদেশে আদৃত নহে। দিনপত্রিকা ও দিনকৌমুদীর মতই এদেশে প্রচলিত। ঐ ঐ গ্রন্থের মতানুবর্ত্তী পঞ্জিকাকারদিগের মতে ৩০ এ ভাদ্র একাদশী দশমীবিদ্ধা হয়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মত এই বরং শুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাস করিবে তথাপি দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় রঘুনন্দনেরই বঙ্গদেশে একাধিপত্য। কাহার মাথার উপর মাথা যে তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে। অতএব আমরাও বুঝিতেছি বর্ত্তমান বর্ষের ৩১ এ ভাদ্র বুধবার একাদশীর উপবাস হইবে।

হরিনাভি ফাঁড়ির স্থান পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা।

২৪পরগণার অন্তঃপাতী সোনারপুর থানার অধীন হরিনাভি ফাঁড়িটী এখন যে স্থানে আছে, সেই স্থানটী থানা থাকিবার যোগ্য নয়। সেটী ভদ্রপল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী। সেখানে থাকাতে থানার লোকেরা পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর প্রতি প্রায়ই অত্যাচার করে। সম্প্রতি একটী অত্যাচার প্রকাশিত হইয়াছে। গোরু শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বে বাঁধা থাকিলে শ্যামল কোমল শস্যের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে দড়ী ছিড়িয়া সেই শস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। থানায় যে সকল লোক নিযুক্ত হয়, তাহারা প্রায় গোসদৃশ। তাহারা যে সম্মুখে লোভ্য ভোগ্য বস্তু পাইয়া তৎ পরিহারে সমর্থ হইবে ইহা সম্ভাবিত নহে। অতএব যে স্থানে পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র নাই থানা সেইরূপ স্থানে থাকাই উচিত। আমরা প্রস্তাব করিতেছি থানাটী উঠিয়া রাজপুরের গঞ্জে যাউক। তাহাতে দুটী লাভ হইবে। এক, যেখানে থানা আছে, সেখানকার অত্যাচার নিবারণ হইবে, দ্বিতীয়, রাজপুরের বাজারে এখন মদের ভাটী গাঁজা চরস ও অহিফেনের দোকান প্রভৃতি হইয়াছে, শুনিতে পাই সেখানে রাত্রিকালে নানাপ্রকার উপদ্রব হইয়া থাকে। ফাঁড়ী যদি কাছে থাকে এবং সেই ফাঁড়ীর উপর যদি কর্ত্তৃপক্ষ দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে সেই সকল উপদ্রবের অনেক শান্তি হইতে পারে।

থানা ঘর উঠাইতে হইলে যে ব্যয় হইবে সে ব্যয় কে দেয়,এখন এই প্রশ্নটীর সমাধান চাই। উভয়বিধ অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত যে কার্য্য হইবে, পুলিষ তাহার ব্যয় দিবেন না কেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। বরং মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণ সাহায্য করুন। আমরা মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এবিষয়ে উদ্যোগী হউন। মিউনিসিপাল নগরবাসিদিগের মান সম্ভ্রম রক্ষা করা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সেনাপতি রবার্টের জয়।

সেনাপতি রবর্ট ব্যাঘ্রের মত বলদর্পে অবাধে কান্দাহারাভিমুখে যাইতেছেন, এবং আয়ুব খাঁ জয়োল্লাসিত সৈন্য সমভিব্যাহারে কান্দাহারের অনতিদূরে সেনানিবেশ করিয়া আছেন, এই সংবাদ শুনিয়া আমরা গতবারে লিখিয়াছিলাম, একটী যুদ্ধ অসন্নতরবর্ত্তী, তাহাই ঘটিয়াছে। সেনাপতি রবর্ট ১ লা সেপ্টেম্বর আয়ুবগণের সেনগণকে আক্রমণ করিয়া

সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। একটী সংবাদে জানা গেল, আয়ুবের ২৭টী কামান, আর এক সংবাদে বলে, ৩২টী কামান ইংরাজেরা গ্রহণ করিয়াছেন। মেওয়াণ্ডের যুদ্ধে যে দুটী কামান আফগানেরা ইংরাজদিগের হস্ত হইতে ছিনিয়া লইয়াছিল, তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শত্রু-শিবির গৃহীত হইয়াছে। ইংরাজ অশ্বারোহ সেনাগণ পলায়মান কয়েক শত আফগানের প্রাণসংহার করিয়াছে। আয়ুব খাঁ করী নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহার কাবুলী পদাতি সেনাগণ আরগান্দাব উপত্যকায় প্রস্থান করিয়াছে এবং তাঁহার হিরাটী সেনাগণ হেলমন্দে গমন করিয়াছে। পাঠক হতাহতের সংখ্যা ও অন্য অন্য বিবরণ আফগান সংবাদ স্থলে দর্শন করিবেন।

অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের চক্ষে যে ব্রিটিশ মহিমার হানি হইয়াছিল, সেনাপতি রবর্ট হইতে তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা কিন্তু আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে ব্রিটিশ সিংহের মহিমার কিছু হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাই না। কিরাতদূত আসিয়া যখন অর্জ্জুনকে কিরাতের সহিত মৈত্রী করিবার অনুরোধ করে, তখন অর্জ্জুন অবজ্ঞা সহকারে কহিয়াছিলেন, "বধো বিগ্রহিকে তদা হন্তং যশঃ করোতি মৈত্রীমথ দূষিতা গুণাঃ" ঈদৃশ নীচ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিলে যশোহানি হয়, আর মৈত্রী করিলে গুণ দূষিত হইয়া যায়।

যাহা হউক, আমাদের আনন্দের বিষয় এই, আফগানেরা অতঃপর একান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া গেল। সিয়ার আলীর বংশধর বলিয়া আয়ুবের প্রতি আফগানদিগের যে সমনুরক্ততা জন্মিয়াছিল, তাহা ছিন্ন হইল। অতঃপর তাহারা আবদুল রহমানের অনুগত হইবে। তাহারা আবদুল রহমানের অনুগত হইলে সকল গোলযোগের শান্তি হইয়া গেল। কাবুলের কোন আমীরই বিনা বিবাদে প্রায় আমীরত্ব লাভ করিতে পারেন না। আবদুল রহমানের উচিত, তিনি যত্নবান হইয়া অন্য অন্য সরদারদিগকে হস্তগত করিবার চেষ্টা পান।

এখন ইংরাজেরা কি করিবেন, আফগানস্থানে তাঁহাদের আর থাকা উচিত কি না? তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা আছে, শরৎকালে কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন। সেনাপতি বারোসের ভ্রমান্ধতা বা অযোগ্যতা নিবন্ধন যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞাপালনের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। এখন সে প্রতিবন্ধক দূরীকৃত হইল। এখন আর বিলম্ব কেন? সেনাপতি রবর্ট এখন যদি আয়ুবকে বন্দী করিবার চেষ্টায় তথায় কাল-বিলম্ব করেন, তাঁহার বৈরনির্য্যাতননিষ্ঠ কাপুরুষোচিত কাজ করা হইবে।

কান্দাহারের কি ব্যবস্থা হইবে?

লণ্ডন ৩ রা সেপ্টেম্বরের ইউরোপীয় সমাচার পাঠে জানা গেল, পেট্রিয়টীক আসোসিয়েসন নামক হিতৈষী সভার কয়েকজন সভ্য ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরী লার্ড হার্টিংটনের নিকটে উপস্থিত হইয়া এক আবেদন পত্র প্রদান করেন। তাঁহাদের প্রার্থনীয় এই, যে কান্দাহার ব্রিটিশ অধিকার-ভুক্ত করা হউক। ষ্টেট সেক্রেটরী নিজ ভদ্রতা রক্ষা করিয়া যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহাতে আবেদনকারীদিগকে এক প্রকার প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। তিনি বলেন কান্দাহার ইংরাজ অধিকার ভুক্ত করা হইলে তাহার রক্ষার্থ তথায় বিস্তর সৈন্য রাখা আবশ্যক হইবে। ঐ সকল সৈন্য ভারতে রাখিলে অধিকতর উপকার দর্শিবে। আফগানস্থানকে যে মিত্ররাজ্য করিবার চেষ্টা পাওয়া যাইতেছে, তাহার ফল দূরগত হইবে। কান্দাহার ইংরাজদিগের হস্তগত থাকিলে বাণিজ্যের সুবিধার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু সে সুবিধা সহজ-গম্য নয়। বিস্তর অসুবিধা ও কষ্ট আছে।

যে স্বদেশহিতৈষী সভা লার্ড হার্টিংটনের নিকটে কান্দাহার ইংরাজ অধিকারভুক্ত করিবার প্রার্থনা করেন, ঐরূপ দুই চারিটি সভা থাকিলে ইংরাজ গৌরব সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে সন্দেহ নাই! ইংরাজেরা যদি কান্দাহার স্বহস্তে রাখেন, তাহা হইলে আবদুলরহমানকে আমীর করা ভাল হয় নাই। এ সম্বন্ধে দুটী ব্যবস্থা আছে, তৃতীয় ব্যবস্থা নাই। হয় ইংরাজেরা কাবুল, কান্দাহার, হিরাট প্রভৃতি সমুদায় স্বহস্তে গ্রহণ করুন, নতুবা আবদুল রহমানকে ছাড়িয়া দিন, ভাগাভাগি করিলেই গোলযোগ ঘটিবে। আফগানেরা অসন্তুষ্ট হইবে। উহা ভাবী সংগ্রামের বীজভূত হইয়া থাকিবে। ব্যয় ও কষ্টের কথা হার্টিংটন স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের তাহার পুনরুক্তি করা বিফল।

নর্থব্রুক তদুত্তরে কহিলেন, এ বিষয়টী বিবেচনার যোগ্য বটে। পূর্ব্বে লার্ড নর্থব্রুক স্বয়ংই মান্দ্রাজের গবর্ণর পদ রহিত করিয়া লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর পদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

এখন যে প্রণালীতে ভারতবর্ষ শাসন আরব্ধ হইয়াছে, মহাসভার সহিত ভারতবর্ষের যে প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছে, মহাসভা ভারতবর্ষের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন এবং তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয়ের যে প্রকার সংবাদ লইতেছেন, তাহাতে আর ভারতবর্ষে গবর্ণর ও গবর্ণর জেনেরল রাখিয়া ব্যয়বাহুল্য স্বীকারের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। এখন ষ্টেট সেক্রেটরী ও মহাসভার সভ্যগণ ভারতবর্ষের সন্ধিবিগ্রহাদি গুরুতর বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করেন। তাঁহারা গবর্ণর বা গবর্ণর জেনেরলদিগের মুখাপেক্ষা করেন না। গবর্ণর জেনেরলেরা এক্ষণে যেন সাক্ষী গোপাল হইয়া উঠিয়াছেন।

ওদিকে গুরুতর বিষয়ের কথা এই গেল এদিকে প্রজার মঙ্গল চিন্তা, প্রজার হিতান্বেষণ, প্রজার সুখে সুখ না হলে দুঃখ প্রদর্শন, শাসনকর্ত্তার যে প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাও এক্ষণকার গবর্ণর ও গবর্ণর জেনেরলদিগের প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে তাঁহারা যেন উদাসীন ও জড়পদার্থ।

এ প্রকার রাজধর্ম্মহীন স্থূল বেতন ভোগী শিক্ষানবিস গবর্ণর ও গবর্ণর জেনেরল না রাখিয়া সর্ এসলি ইডেনের মত এ দেশের বিশেষজ্ঞ, বহুদর্শী লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া দেশ শাসন করা হয়, তাহা শতগুণে শ্রেয়স্কর হইবে সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতেছি, লার্ড হার্টিংটন আফগানস্থানের যুদ্ধের বন্দোবস্ত ও ব্যয় সংক্ষেপাদির ব্যবস্থা করিতেছেন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণর পদ ও ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল পদ রহিত করিবার এই প্রকৃত অবসর। ঐ পদগুলি রহিত করিতে পারিলে অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়।

আমাদের প্রস্তাব ক্রমে সফল হয় দেখি।

আমরা পূর্ব্বে ব্যয়সংক্ষেপ-প্রসঙ্গে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, মান্দ্রাজে ও বোম্বায়ে গবর্ণর পদ রহিত করিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর নিয়োজিত করিলে ঐ দুই বিভাগের রাজকার্য্য সচ্ছন্দে সম্পাদিত হইতে পারে। তাহা হইলে ব্যয়েরও সংক্ষেপ হইয়া আইসে। সম্প্রতি লার্ড ক্যাম্পরডাউন লার্ডদিগের সভায় এই প্রসঙ্গ করেন, মান্দ্রাজের গবর্ণরের যে কৌন্সিল সভা আছে, তাহা রহিত করা যায় কি না? লার্ড

ঈশ্বর শব্দের যিনি যেরূপ অর্থ করুন, ঈশ্বরশব্দে আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা বুঝিয়া থাকি। বোধ হয়, অন্য অন্য ব্যক্তিও এই রূপ বুঝিয়া থাকেন। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা ইহাই যদি স্থির হয়, রাজবিহারী বাবু যে বিচার উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতেই ঈশ্বরসিদ্ধি হইতেছে, এই সৃষ্টির যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে প্রমাণ করিয়াছি। অদ্য তাহা বিশদরূপে রাজবিহারী বাবুর ও পাঠকগণের গোচর করিতেছি। পাঠকগণ কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্য ধরুন

করুন। সে বিচার অবান্তর [illegible] ত করা যাইতেছে।

রাজবিহারী বাবুর প্রে[illegible]ন্তরে প্রকটিত হইল। পাঠকগণ [illegible] করিবেন। তিনি এক অনুমান [illegible] প্রয়োগ উপস্থিত [illegible] প্রদর্শন করিতে [illegible] তিনি যে সমস্ত [illegible] তাহা স্বয়ং [illegible] মহর্ষি [illegible] অনুমানের যে লক্ষণ করিয়াছেন, [illegible] রাজবিহারী বাবুর [illegible] খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে। মহর্ষি [illegible] করিয়া কহিতেছেন, অনুমান [illegible] প্রকার। উহা প্রত্যক্ষপূর্বক হইয়া থাকে [illegible] প্রকার এই, কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান, কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান এবং কার্য্যকারণ ভিন্ন লিঙ্গক অনুমান (১)। রাজবিহারী বাবু ভাবিয়াছেন, কার্য্য কারণ উভয়ের প্রত্যক্ষ না হইলে অনুমান হয় না। তাঁহার মনের ভাব এই, কেহ কখন ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করেন নাই। অতএব এই জগৎরূপ কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া ঈশ্বরের অনুমান করা কিরূপে সঙ্গত হয়? কিন্তু মহর্ষি তাহা বলেন নাই। তিনি বলেন, কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান স্থলে কারণ প্রত্যক্ষ হইলেই অনুমান হইয়া থাকে। ঐরূপ কার্য্য হইতে কারণের অনুমান স্থলে কার্য্য প্রত্যক্ষ হইলেই কারণের অনুমানসিদ্ধি হয়। যেমন মেঘোন্নতি বিশেষ দর্শন করিয়া বৃষ্টি হইবে এইরূপ অনুমান হয় এস্থলে মেঘই আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, বৃষ্টি প্রত্যক্ষ হইতেছে না। দ্বিতীয়, নদীবৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। এস্থলে কার্য্য যে নদীবৃদ্ধি, তাহা দেখিয়া বৃষ্টি যে হইয়া গিয়াছে, তাহার অনুমান হইতেছে। নৈয়ায়িকেরা এই পৃথিবীরূপ কার্য্য দেখিয়া ঈশ্বরের অনুমান করিয়াছেন (২)। ঘটপটাদি কার্য্য দেখিয়া [illegible] কর্ত্তা কুম্ভকার [illegible] তন্তুবায়াদির অনুমান [illegible] হয় সেই জগৎরূপ কার্য্য দেখিয়া তাহার [illegible] অনুমান হইবে না, তাহার কারণ কি? আমরা [illegible] কখন চক্ষে দেখি নাই, যদি কেহ [illegible] আমাদের সম্মুখে আনয়ন করে, সে পদা- [illegible] জানিবার ইচ্ছা যেমন অন্তঃকরণে [illegible] এই পদার্থটী কে নির্ম্মাণ করিয়াছে, কোন দেশ [illegible] কে আনিয়াছে? তাহার নির্ম্মাণকর্ত্তা [illegible] জানিবার ইচ্ছার যুগপৎ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। আমাদের সম্মুখাগত অদৃষ্টপূর্ব্ব পদার্থ যখন কখন চক্ষে দেখি নাই, তখন তাহার কর্ত্তাকে আমাদের দেখিবার সম্ভাবনা কি? সে কর্ত্তা কোন্ দেশীয় ও কোন্ জাতীয়, সে শুক্ল কৃষ্ণ বা গৌর, তাহার কিছুই জানি না। যেমন ঘট পটাদি কার্য্য দেখিয়া নির্ম্মাণ কর্ত্তা কুম্ভকারাদির অনুমান হয়, তেমনি ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব পদার্থ দেখিয়া উহার অদৃষ্টপূর্ব্ব এক জন নির্ম্মাণকর্ত্তার অনুমান হইয়া থাকে। ঐরূপ এই অদ্ভুত জগৎরূপ পদার্থ দেখিয়া এক জন সর্ব্বশক্তিমান কর্ত্তার অনুমান করা কি যুক্তিসঙ্গত নয়? অন্য কথা কি, আমরা বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ত্রিবর্ষ বা চতুর্বর্ষবয়স্ক বালক আমাদিগের হস্তে নূতন বাঁধা চক চকে বহি দেখিয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, এ কি? আমরা কহিলাম "বই" সে তাহার পুনরুক্তি করিল। তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিল, এ বই কে এনেছে? আমরা বলিলাম তোমার বাপ এনেছে। তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিল, কে করেচে। আমরা বলিলাম একজন করেছে।

আশ্চর্য্য দেখ বহি কি পদার্থ, বালক তাহা জানে না। বহি কিরূপে প্রস্তুত হয়, কে রচনা করে, কিরূপে ছাপা হয়, কিরূপে বাঁধা হয় বালক তাহার কিছু বুঝে না, কিন্তু বহি খানি দেখিয়াই তাহার মনে সেটী কি পদার্থ, কে করিয়াছে, কিরূপে হইয়াছে, এগুলি জানিবার ইচ্ছা অস্পষ্ট ভাবে উদিত হইল। এক চতুর্বর্ষবয়স্ক বালকের মনে যখন অস্পষ্ট ভাবে পদার্থের কর্ত্তা জানিবার ইচ্ছা জন্মিতেছে, তখন যাহার জ্ঞানোদয় হইয়াছে, বুদ্ধি প্রখর হইয়াছে, তাহার যে এই অদ্ভুত জগৎরূপ পদার্থ দর্শন করিয়া তাহার কর্ত্তা জানিবার ইচ্ছা উদিত হইবে, তাহা কি বিস্ময়াবহ? কার্য্য দেখিয়া কর্ত্তা জানিবার ইচ্ছা যে স্বাভাবিক, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা সকল কার্য্যের সকল কর্ত্তা দেখিতে পাই না, সুতরাং অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমরা পুনরায় কহিতেছি, যোন কর একটী বিচিত্র কুম্ভ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, আমরা তাহার কর্ত্তাকে দেখিতে পাইলাম না, অনুমান বলে মনে এই সিদ্ধান্ত হইল, কোন সুনিপুণ কুম্ভকার এই কুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছে। কুম্ভকার খঞ্জ কুব্জ কাণ একহস্ত বা সুরূপ বলবান পুরুষ তাহার আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। কেবল শেষবৎ অনুমান আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইল, এক জন সুনিপুণ কারিকরে সেই বিচিত্র কুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছে। সেইরূপ এই বিচিত্র জগৎ দর্শন করিয়া ইহার যে একজন বিচিত্র কৌশলশালী সুনিপুণ কর্ত্তা আছেন, এই অনুমান হয়, এই মাত্র। কিন্তু সে কর্ত্তাটী যে কিরূপ, তিনি সাকার কি নিরাকার অনুমান বলে তাহার নিরূপণ করিবার কোন উপায় নাই।

রাজবিহারী বাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন, "পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয়ের মতে ঈশ্বর অনাসৃষ্ট।" এ স্থলে আমরা রাজবিহারী বাবুর ভ্রম দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। তিনি খ্রীষ্টীয় বান্ধব পত্রের প্রস্তাব প্রসঙ্গে অনবস্থা দোষ ঘটাইবার অভিপ্রায়ে সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমরা কৌতুক করিয়া তাঁহার এই বাক্যের খণ্ডনার্থ কহিয়াছিলাম, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকর্ত্তা কে ইহা জানিবার আমাদের প্রয়োজন ও অধিকার নাই। আমরা কি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, তিনি তাঁহার ষষ্ঠ পুরুষের পিতার নাম কি বলিতে পারেন? ইহাতে কি কৌতুক বুঝা যায় নাই? ইহাতে কি বলা হইয়াছে ঈশ্বর অনাসৃষ্ট? আমরা স্পষ্টাক্ষরে রাজবিহারী বাবুর ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দিতেছি, ঈশ্বর অনাসৃষ্ট ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমরা ও কথা বলি নাই। যদি এ বিষয়ের বিচার করা আবশ্যক হয়, প্রস্তাবান্তরে তাহার বিচার করা যাইবে।

এক্ষণে প্রধান ও মূল বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিবার অবসর উপস্থিত। পাঠকগণ কিঞ্চিৎ অবহিত হইয়া শ্রবণ ও গ্রহণ করুন। জগৎ স্বয়ংজাত ইহা যদি সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলেই রাজবিহারী বাবুর জয় হইল। তাহা হইলে ঈশ্বর নিষ্প্রয়োজন, তাহা হইলে রাজবিহারী বাবু যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই গরীয়ান হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই রাজবিহারী বাবুর মনোরথ পূর্ণ হইতেছে না। জগৎ স্বয়ংজাত তাহা সপ্রমাণ হইতেছে না আমরা দেখিতেছি, জগতের যাবতীয় পদার্থ কারো কারণ ভাব বলে সমুৎপন্ন হইয়া স্থিতি ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে। জগতীস্থ সমস্ত পদার্থের জন্য। সেই জন্য পদার্থের সমষ্টির নাম জগৎ। যে জন্য পদার্থের সমষ্টি হইল, সে জন্য নয়, স্বয়ংজাত এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত বিমোহিতের কার্য্য। শরীরের যাবতীয় অবয়ব নশ্বর ও উৎপাদ্য। তাহার সমষ্টীভূত শরীর অনশ্বর ও অনুৎপাদ্য, এ সিদ্ধান্ত করা কি বিড়ম্বনার বিষয় নয়?

রাজবিহারী বাবু উপসংহারে লিখিয়াছেন, "বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃত গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে পরমাণু নিত্য পদার্থ। সেই পরমাণুর পরস্পর সংযোগ বিয়োগেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় হইতেছে। পরমাণুর দুই শক্তি আছে, আকর্ষণ ও অপসারণ। আকর্ষণ শক্তি দ্বারা পরমাণুসকল পরস্পরকে

(১) [illegible] সমানাদৃষ্টঞ্চ [illegible]

(২) ক্ষিত্যাদিকং [illegible]

ক্রমশঃ সংশ্লিষ্ট করে, আর অপসারণ শক্তি অনুসারে তাহারা পরস্পর ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে [illegible] ইত্যাদি।

সে কি রাজবিহারী বাবু! তুমি না নাস্তিক পথের পথিক হইয়াছ? তুমি কোথায় স্নিগ্ধ শ্যামল জলদ-রাজির ন্যায় ঘন ঘোর যুক্তিধারা বর্ষণ করিবে, তাহা না করিয়া পণ্ডিতের দোহাই! পণ্ডিতের দোহাই দিয়া যদি তোমাকে জয়ী হইতে হয়, তাহা হইলেও ত তুমি পরাস্ত হইয়েছ। তুমি যেমন কতকগুলি পণ্ডিতের দোহাই দিয়া পরমাণুকে নিত্য বলিয়া ঈশ্বর নাই এই সিদ্ধান্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তেমনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোক পণ্ডিতের দোহাই দিয়া ঈশ্বর আছেন এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কত লোকে পণ্ডিতের দোহাই দিয়া ঈশ্বর আছেন, এই সিদ্ধান্ত করেন, আমাদের বহুমানিত জামালপুরের সংবাদ দাতা গতবারের সোমপ্রকাশে তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একশত চারি কোটি সাতান্ন লক্ষ সাইত্রিশ হাজার সাত শত ঊনআশী ব্যক্তি ঈশ্বর স্বীকার করেন। রাজবিহারী বাবু যাহারা ঈশ্বর মানে না বলেন, তাহার সংখ্যা চৌত্রিশ কোটি মাত্র। পরমাণুর নিত্যতাবাদী এরূপ অনেক পণ্ডিত আছেন, ঈশ্বর স্বীকার করেন। অতএব রাজবিহারী বাবু! তুমি পণ্ডিতের দোহাই দিয়াও জয়ী হইতে পারিলে না।

অহো বুদ্ধির কি বৈপরীত্য! কি বিড়ম্বনা! কি অকৃতজ্ঞতা; জন্য পদার্থ পরমাণুর নিত্যতা স্বীকার করিব, তাহার সংযোগ বিয়োগের বিচিত্রশক্তি কল্পনা করিব তথাপি ঈশ্বর স্বীকার করিব না! অহহ! কি ভ্রমাগ্রহ! রাজবিহারী বাবু তুমি সরল ভাবে চিন্তা করিয়া বল দেখি জন্য পদার্থের পরমাণু নিত্য, চিত্তে কি এ মতের ধারণা করা যায়? আমাদের শরীরকেই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করা হউক। শরীর পদার্থ কি? পরমাণুবাদিদিগের মতে অসংখ্য পার্থিব তৈজস ও জলীয় পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। যে পদার্থ নিত্য পদার্থের সমষ্টি, সে কিরূপে জন্য হইবে? তোমার মতে তবে পদার্থ জন্য ও অনিত্য নহে। এ মতটী বৈদান্তিক মতের ন্যায় প্রত্যক্ষ ও যুক্তির একান্ত বিরুদ্ধ। বৈদান্তিকেরা বলেন, আমরা যে সকল পদার্থ দেখিতে পাইতেছি, এ সমুদায়ই রজ্জুসর্পবৎ ভ্রমময়। রজ্জুতে যেমন সর্পের ভ্রম হয়, ব্রহ্মে তেমনি এই জগতের ভ্রম জন্মিতেছে। কি সর্ব্বনেশে কথা! যে পদার্থগুলি আমাদের নয়নের অগ্রে অনুক্ষণ করিতেছে সেগুলি কিছু নয় ইহা বুঝিতে হইবে, চিত্তে কি ইহার ধারণা করা যায়? তোমার পরমাণুবাদও সেইরূপ অদ্ভুত ও বুদ্ধির অগম্য! তুমি কহিতেছ পরমাণু নিত্য অবিকৃত পদার্থ। আমাদের শরীর সেই নিত্য অবিকৃত পদার্থের সমষ্টি। তুমি কল্পনায় পরমাণুকে নিত্য ও অবিকৃত কহিতেছ, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে সেই পরমাণুর সংস্কার করিয়া বিকার জন্মাইয়া দেওয়া যাইতেছে। তুমি ফল পুষ্প পল্লব পত্র শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট একটী বৃক্ষ ছেদন কর, খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেল, তাহার পর সেই চূর্ণ একত্র করিয়া কি সেই পূর্ব্ববৎ ফলপুষ্পাদিবিশিষ্ট বৃক্ষ প্রস্তুত করিতে পার? কেহ কি কোন বিনষ্ট জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ পদার্থচূর্ণ একত্র করিয়া পুনর্ব্বার সেই পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছে বা করিতে দেখিয়াছে? চূর্ণ কিয়ৎকাল বিক্ষিপ্ত থাকিলে বায়ুবশে দূরদেশে নীত হইয়া যায়। তাহার আর পুনরায় সংশ্লেষ হইবার সম্ভাবনা কি? আমি যদি বৃক্ষ ভস্ম করিয়া এবং তাহার পরমাণুকে [illegible] করিয়া ফেলিলাম, তাহার নিত্যত্ব কোথায় রহিল? পরমাণু যদি নিত্য হইত, তখন তাহা ভস্ম হইত না, তাহা অবিকৃত থাকিত। সেই পরমাণু লইয়া, অনায়াসে পূর্ব্ববৎ সেই বৃক্ষ প্রস্তুত করিতে পারা যাইত। রাজবিহারী বাবু পরিশেষে কহিয়াছেন জগতের নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া অনেকে নির্ম্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ করেন, কিন্তু অদ্বিতীয় পদার্থ তত্ত্ববিৎ ডারউইন প্রমাণ করিয়াছেন এই নির্ম্মাণ-কৌশল স্বয়ংই ঘটে"। রাজবিহারী বাবু তোমার অদ্বিতীয় পদার্থ তত্ত্ববিৎ ডারউইন প্রমাণ করিয়াছেন, আমার দেবকল্প ভগবান ব্যাস প্রমাণ করিয়াছেন ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নিত্য নাই। এখন আমরা কার কথা প্রমাণ করি। প্রত্যক্ষ যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে ব্যাসের কথাই প্রমাণ বলিয়া বোধ হয়। তিনি যে ভাবে স্বমত স্থাপন করিয়াছেন, তাহার অংশগুলি পর্য্যালোচনা করিলে এই বোধ হয়, জগতের পরমাণু দ্ব্যণুক ত্রসরেণু প্রভৃতি কোন পদার্থই নিত্য নয়। প্রত্যক্ষ ও [illegible] হইতেছে। কপিল বিচার পথে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই বাক্যের উপন্যাস করিয়াছেন। তাহাতেও এই প্রকার কপিলের [illegible] হইয়াছে। অদ্য প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, এই হেতু আমরা কপিল মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না।

বিবিধ সংবাদ

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারে [illegible] লিউ এইচ বলডুইন হত্যাপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছে। ২১ এ জুন উক্ত ব্যক্তি হাবড়া হইতে কলিকাতায় আপনার দ্রব্য সামগ্রী আনিবার নিমিত্ত কয়েক জন কুলী ডাকাইয়া আনে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে দুই আনা মজুরী দিতে চায়, কিন্তু তাহারা [illegible] সম্মত হয় না। বলডুইন তাহাদের ঝাঁকা আটকিয়া রাখে, উহার মধ্যে মনিরুদ্দিন নামে একজন অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ ছিল, সে এবং আর একজন কুলী সাহেবের কাছে আপনাদের ঝাঁকা চাহিতে গেল। বিবি বলিল তোমাদের ঝাঁকা তোমরা লইয়া যাও: কিন্তু সাহেব [illegible] হইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিল সাক্ষীরা বলে সাহেব মনিরুদ্দিনকে ঘুসা ও লাথি মারে, এমনি দারুণ আঘাত করিয়াছিল যে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। জুরী সাক্ষিবাক্যে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন সাহেব তাড়া করাতে বৃদ্ধ মনিরুদ্দিন ভীত হইয়া যেমন পলাইবে, অমনি পড়িয়া যায়, তাহাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে [illegible] কটক সাক্ষীরা চক্রান্ত করুক আর বৃদ্ধ মনিরুদ্দিন বিহ্বল হইয়া পড়িয়া মরুক, কিন্তু এ সম্বন্ধে দুটী কঠিন সমস্যা আছে। প্রথম, পতন জন্য চিহ্ন ও প্রহারজনিত চিহ্নে বড় বৈলক্ষণ্য হয়। উপস্থিত [illegible] পরীক্ষিত হয় কি না? দ্বিতীয়, মনিরুদ্দিন যখন [illegible] সাহেব তাহাকে দারুণ অপমান করে। জুরী এ দুটী বিষয়ে কি উপায় করিবেন? যে ব্যক্তি [illegible] করিয়া পরে ঝাঁকা আটকাইয়া রাখিতে পারে, সে যে ক্রোধভরে নির্দ্দয় হৃদয়ে বৃদ্ধকে দারুণ প্রহার করিতে পারে না ইহা অনুমানসিদ্ধ নয়। অনেকে এই প্রকার অনেক কথা [illegible]। আমাদের সে সকল কাজ নাই।

[illegible]

সংবাদ [illegible]

[illegible] দেশীয় সিবিলিয়ানকে [illegible] মান্দ্রাজ রেসিডেন্সীর [illegible] করিয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেব [illegible] দিন পীড়িত হন। এক্ষণে [illegible] অন্যান্য দশ আনার [illegible] হইয়া তাহার নিকট [illegible] দিয়েছেন।

সম্বরণ করিতে না পারিয়া ডাক্তারকে তাঁহাকে বিধবা-মতে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি লোকভয়ে ও পত্নী-সত্ত্বে একার্য্য করিবেন না স্পষ্টই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। বিধবাও সেই পর্য্যন্ত ডাক্তারকে আর কোন কথা বলেন নাই। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই ডাক্তারের স্ত্রীবিয়োগ হইল। ডাক্তার পুনরায় বিবাহ করিলেন এবং আন্তরিক স্নেহ নিবন্ধন অবসর ক্রমে তাহাদিগকে দেখিয়া আসিতেন। কিছু দিন পরে ডাক্তারের ২ য় স্ত্রীর মৃত্যু হইল ডাক্তার ও তাহার দুই দিন পরেই পীড়িত হইলেন। তাঁহার ও পীড়া ক্রমে কঠিন হইতে লাগিল। বিধবাও সর্ব্বদা আসিয়া তাঁহার সেবা সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এক দিন পীড়ার কিছু উপশম হওয়াতে বিধবা বাটী গমন করিল এবং পরদিন শুনিল বেলা ৯ টার সময়ে ডাক্তারের মৃত্যু হইয়াছে। বিধবা তখন আলুথালু কেশে পাগলিনীর বেশে হাসিতে হাসিতে ডাক্তারের বাটীতে আসিল এবং ডাক্তারের মৃত-দেহ দেখিয়া চীৎকার করিয়া তাহার পার্শ্বে পড়িয়া গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল বিধবার মৃত্যু হইয়াছে। অত্যন্ত হর্ষে ও অত্যন্ত বিষাদে মনুষ্যের মৃত্যু হইয়া থাকে। বিধবা বরাবর ডাক্তারকে পতিরূপে মনে মনে ধ্যান করিয়া আসিতেছিল এই ঘটনা হওয়াতে তাঁহার হৃদয় দুঃখভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, মনের আবেগ সহ্য করিতে না পারাতেই বিধবা প্রাণত্যাগ করিল।

ইউরোপীয় সমাচার।

সেন্টপিটর্সবর্গ ৪ ঠা সেপ্টেম্বর। রুশ সম্রাট লিভাডিয়ায় উপনীত হইয়াছেন, এইরূপ জনরব তাঁহার প্রাণ সংহারার্থ চারকফবেলরোডের নিম্ন খনন করা হইয়াছিল।

লণ্ডন ৫ ই সেপ্টেম্বর। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরী কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, আমি স্বীকার করি সেনাপতি বরোর পরাজয় অবমান জনক। দেশের লোকেরা স্থির করিয়াছেন, উহার নিমিত্ত দায়ী কে? তাহা জানিবেন।

কমন্স সভা পাব দিবার আইনের যে সংশোধন করেন লর্ড সভা তাহা অনুমোদন করিয়াছেন।

৭ ই সেপ্টেম্বর। পার্লিয়ামেণ্ট সভার এসেসনের কার্য্য বন্ধ হইবে। গ্লাডষ্টোন সাহেব স্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশে ভ্রমণ করিতে যান তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা সেপ্টেম্বর। আয়র্লণ্ডে কোতোয়াল রাখিবার প্রস্তাবের মত হইয়া গিয়াছে।

পার্নেল সাহেব প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আয়র্লণ্ডে অত্যাচার না হয় সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ যত্নবান হইবেন।

লণ্ডন ৬ ই সেপ্টেম্বর। শনিবার কমন্স হাউসে তুরস্ক সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হয়, তাহাতে প্রধান মন্ত্রি এই কথা বলেন, সুলতানের গবর্ণমেণ্ট নিজ প্রজাগণের প্রতি যদি [illegible] কার্য্য না করেন, তাহা হইলে তুরস্কের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকা কঠিন।

কবষ্টার সাহেব লার্ডদিগের কার্য্যের বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তদ্বিষয়ে অবলগাণবিল লার্ডদিগের সভায় এই কথা বলেন, আয়র্লণ্ডের প্রধান সেক্রেটরী যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেটী তাঁহার নিজের মত, লার্ডদিগের মত নয়।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৫ ই সেপ্টেম্বর। ২৫ হাজার রুশীয় সৈন্য গিয়োকটেপী হইতে ৭ দিনের পথ দূরবর্ত্তী ভর্মা নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৬ ই সেপ্টেম্বর। ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণের দূতগণ সুলতানকে জানাইয়াছেন, মণ্টিনিগ্রোর বন্দোবস্তের বিষয়ে যে নূতন প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক নয়। সমুদ্রে জাহাজ প্রেরিত হইবে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৬ ই সেপ্টেম্বর। রুশ সম্রাট এখন লিভাডিয়ায় আছেন, তথায় যুদ্ধ বিষয়ক কর্ত্তব্য বিবেচনার্থ একটী সভা হইবে। সেনাপতি স্কবেলফ সেই স্থানে আহূত হইয়াছেন। বোধ হয় সেনাপতি মার্ভ টেকোমানদিগের দণ্ড বিধানার্থ জিদ করিতেছেন।

লণ্ডন ৭ ই সেপ্টেম্বর। ট্রাফেলোর নামক জাহাজ কেপের নিকটে বিনষ্ট হইয়াছে, আরোহীদিগের সকলেরই প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

অদ্য পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্য বন্ধ হইল। লার্ড চান্সেলার ইংলণ্ডেশ্বরীর বক্তৃতাটী পাঠ করিয়াছেন। তুরস্ক, আফগানস্থান, ভারতবর্ষের রাজস্ব, আফ্রিকার রাজ্য, শস্য সমৃদ্ধি, এবং আয়র্লণ্ডের প্রজার উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করা হয়।

লণ্ডন ৮ ই সেপ্টেম্বর। বিদেশীয় কার্য্যের অণ্ডর সেক্রেটরী গত কল্য কমন্স হাউসে কহিয়াছেন আরব জাতিরা সম্প্রতি খলিপা নামে ব্রিটিশ জাহাজ আক্রমণ করাতে বাগদাদের গবর্ণর তাহাদিগের দণ্ড বিধানার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৭ ই সেপ্টেম্বর। আলবানিয়রা ডলসিগনো প্রদেশ ও নগর পরিত্যাগে সম্মত হইয়াছে।

বার্লিন ৭ ই সেপ্টেম্বর। অষ্ট্রিয়ার বিদেশীয় কার্য্যের মন্ত্রীর সহিত প্রিন্স বিসমার্কের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, তাহাতে অষ্ট্রিয়ার সহিত জর্ম্মণির মৈত্রী দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই সেপ্টেম্বর। সিহাম নামক স্থানে কয়লার খনি কাটিয়া ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ১৬০ ব্যক্তি তৎকালে খনিতে কার্য্য করিতেছিল। একপ অনুমান উহার মধ্যে ১৫০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। খনির মধ্যে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল।

আগষ্ট মাসের বাণিজ্য বিষয়ক বর্হানির রিপোর্টে জানা যায় ১৯,১১,৫০,০০০ টাকার দ্রব্য বর্হানি হইয়াছিল। গতবর্ষের ঐ সময়ের রিপোর্টের সহিত মিলাইলে ১৭৫০০০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ আগষ্ট মাসে ৩০, ১৮,৭৫,০০০ টাকার দ্রব্য আমদানী হইয়াছিল। গত বর্ষের ঐ সময়ের রিপোর্টের সহিত মিলাইলে ২,৬৮, ৭৫০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

১ লা সেপ্টেম্বর। গয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, জে, বার্টন দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বীরভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী [illegible] আবদুল গফুর রাণীগঞ্জে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী [illegible] আহাম্মদ নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার প্রতিনিধি সবডেপুটী কালেক্টর বাবু শরৎচন্দ্র দাস দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

৩ রা সেপ্টেম্বর। ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] মিত্র [illegible] ভার প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী [illegible] ফরিদপুরে বদলী হইলেন।

বীরভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] কালী মুখোপাধ্যায় [illegible] সি, সি, [illegible] কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৬ ই সেপ্টেম্বর। [illegible] হওয়াতে বাবু হেমচন্দ্র [illegible] হইলেন। ইনি [illegible] দ্বিতীয় [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ২ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] সাহেব [illegible] হইলেন। [illegible] কালেক্টর বাবু [illegible] ২য় [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] বাবু [illegible] শ্রেণীভুক্ত হইলেন। [illegible] বাবু [illegible] বাবু [illegible] মাজিষ্ট্রেটের [illegible]

২৪ পরগণার [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] মজিষ্ট্রেটের পদে [illegible] হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible], নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] মৌলবী [illegible] জয়নাদ্দিন স্থায়ী রূপে [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible], পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এন, বেলি, [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] চরণ [illegible] কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য [illegible] ও মুঙ্গেরের অন্তর্গত জামুইয়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডব্লু, সি, মার্টিন, [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫৷৷৹ টাকা, ডাক মাশুল ।৹

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগর্ম্মি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷৹ টাকা ডাকমাশুল ৵৹

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।৹

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵৹

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

——•:•——

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ

চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য	২ দুই টাকা
প্যাকিং	৵০ দুই আনা

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য	৪ টাকা।
প্যাকিং	৵ আনা।

চিকুরবিলাস

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার দুরারোগ্য শিরোরোগ উপশম হয়। মাথা ধরা, মাথাঘোরা, খুসখুসি, কেশদদ্রু, মস্তিষ্কহীনতা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অল্পতা, টাক প্রভৃতি মস্তিষ্কের পীড়া সমূহ নষ্ট হয়। কেশ সকল ঘন, পুষ্ট ও বৃদ্ধি হয়। এবং অকাল পক্বতা দূর হইয়া চক্ষু জ্যোতিবিশিষ্ট হয়। এবং গাত্রে ব্যবহার করিলে চুলি, পাচড়া ও চুলকণা প্রভৃতি চর্ম্ম-রোগ নষ্ট হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা।

প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

র[illegible]

এই বহু যত্নপ্র[illegible] করিলে পর, নিশ্চয়ই [illegible] মিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ [illegible] পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দয়ালদাস বসু, এল এম এস

" " [illegible]মোহন মিত্র, " "

বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম.

মেং সুরেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চাঁদ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।

" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।

" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃশূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷৷৹ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্ত-শূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং" ২৩ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৭ সাল। ৫ ই আশ্বিন। ইং ১৮৮০। ২০ এ সেপ্টেম্বর।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

প্রেরিতপত্র

চম্পাই নগর
বা
চাম্পানালা।

ভাগলপুর বিভাগে চম্পাই নগর আছে। একটা পুষ্করিণীর ৭ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। রাজা নীলানন্দ সিংহ নামক জনৈক ক্ষত্রিয় জমিদার তথায় বাস করিয়া থাকেন। অপরতী ভাগলপুরের এক ক্রোশ পশ্চিমে স্থিত। ইহার সাধারণ নাম চম্পাই নগর বা চাম্পানালা। অদ্য আমরা এই চম্পাই নগর সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব।

চম্পাই নগর একটী প্রাচীন নগর। কতদিন হইল কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই নগরীর প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অনুমান হয় মহারাজ কর্ণ ইহার স্থাপয়িতা। কারণ কর্ণপুরী এইখানেই ছিল। এখানে ইংরাজদিগের যে এক গড় ছিল, সেই গড় মহারাজ কর্ণের। তাহার ভিতরে মৃত্তিকা মধ্যে অনেক প্রাচীন গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। গড় হইতে গঙ্গায় স্নান করিবার জন্য তিনি যে ঘাট প্রস্তুত করেন, তাহারও অনেক চিহ্ন আছে। এতদ্ব্যতীত ইহার ৫ ক্রোশ পশ্চিমে সুলতানগঞ্জের ষ্টেসনের নিকট তাঁহার আরও একটা ক্ষুদ্র গড় ছিল। সে গড়ের অনেক চিহ্ন আছে। যখন রেলওয়ে ষ্টেসন নির্ম্মিত হয়, তখন ঐ স্থান খনন করায় স্থানে স্থানে কতিপয় প্রাচীন ও বহু মূল্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। প্রবাদ এই ওখানে বিস্তর অর্থ আছে। মহারাজ কর্ণ ঐ স্থানে গঙ্গা গর্ভে একটী বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ঐ শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। কয়েক জন পূজকে প্রতি দিন তাঁহাকে বিধিমত পূজা করিয়া থাকে। তিনি বড় জাগ্রত শিব। তাঁহার জন্য কে বর্ত্তমান মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন, তাহার স্থিরতা নাই। এই মন্দির বর্ষাকালে দেখিতে কি মনোহর! দুই পার্শ্ব দিয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরথী যখন কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতে থাকেন, তখন মন্দিরটী দেখিলে বোধ হয় যেন কোন তপঃপরায়ণ প্রশান্তমূর্ত্তি অটলভাবে অবস্থিত হইয়া গঙ্গাদেবীর প্রচণ্ড ঊর্ম্মিরাশি সহ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহা দেখিবার জন্য অনেক সময়ে অনেক সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ব্যক্তি বহুদূর হইতে এখানে আসিয়া থাকেন।

কর্ণের বহুকাল পরে চাঁদ সদাগর এখানে বাস করিতেন। তিনি গন্ধ বণিক্ ছিলেন। জলপথে বাণিজ্যই তাঁহার একমাত্র ব্যবসায় ছিল। তাঁহার ৭ টি সন্তান। কনিষ্ঠ সন্তানের নাম লক্ষিন্দার। এই লক্ষিন্দার সম্বন্ধে এদেশে যে গল্প প্রসিদ্ধ আছে, তাহার আর এস্থানে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। দৈবদোষে সেই অট্টালিকায় লক্ষিন্দার সর্প দংশনে প্রাণ ত্যাগ করিলে তাঁহার পতিব্রতা পত্নী বেহুলা সুন্দরী দেখিলেন, পতিহীন হইয়া জীবন ধারণ করা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয়। তিনি সংসারে বীতস্পৃহ

হইয়া, পতি পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া একটী কলার মান্দাস (ভেলা) অবলম্বন পূর্ব্বক ভাগুই বা বেহুলা নদী দিয়া [illegible] আসিয়া পড়িলেন। পরে ক্রমশঃ রাজমহল প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া মুর্শিদাবাদ [illegible] পশ্চিম পার্শ্ব হইতে বেহুলা নদীতে উপস্থিত [illegible] ঐ নদীর পূর্ব্বে [illegible] নামানুসারে বেহুলা নদী নাম হইয়াছে।

[illegible] নদী বাঁকা নদী হইতে নির্গত হইয়া, [illegible] জেলার কতিপয় গ্রাম বেষ্টন [illegible] পশ্চিমে কুন্তী নদীর সহিত [illegible] হইয়াছে। এই নদীর বর্ত্তমান চিহ্ন সকল [illegible] বোধ হয়, পূর্ব্বে ইহা বিলক্ষণ বেগবতী ছিল। এক্ষণে অনেক স্থল মজিয়া বা বুজিয়া [illegible]। সর্পাঘাতে লক্ষিন্দারের মৃত্যু হইলে বেহুলা [illegible] প্রথমে বাঁকা ও এই নদী তৎপরে ভাগীরথীতে [illegible] মৃত পতি লইয়া নানাস্থান অতিক্রম [illegible] ত্রিবেণীর ঘাটে উপস্থিত হন। সেখানে [illegible] কিছু দিন অবস্থিতি [illegible]। ত্রিবেণী ও [illegible] প্রস্তর ও অন্যান্য প্রস্তরের [illegible] অদ্যাপি এই অঞ্চলের লোকেরা নেতো [illegible] কাপড় কাচিবার পাথর বলিয়া থাকে। [illegible] পতি লইয়া আসন কালে বেহুলা সতী [illegible] সহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই [illegible] বিচলিত [illegible] মনসা দেবী পথি মধ্যে তাঁহাকে যে যে [illegible] করিয়াছিলেন, তথায় এক একটী [illegible] আছে। [illegible] নারিকেল ডাঙ্গা ও [illegible] প্রভৃতি স্থানের আড্ডা গুলি প্রধান। অদ্যাপিও প্রতিবৎসর এই সকল স্থানে নাগ পঞ্চ- [illegible] দিন ধরিয়া মাল বৈদ্যদিগের [illegible] হইয়া থাকে।" (১)

বেহুলা সতী এইরূপে পতির জন্য নানাস্থানে [illegible] সহ্য করিয়া ত্রিবেণীতে নেতো ধোপা- [illegible] দেবতাদিগের কৃপায় মৃত পতিকে [illegible] করিয়া মহানন্দে স্ব জন্ম ভূমিতে প্রত্যা- [illegible] সংক্রান্তিতে মনসার পূজা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি বঙ্গদেশে ও এতদঞ্চলে মনসার পূজা প্রচলিত হইয়াছে। এখনও প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে এই স্থানে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে।

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

(১) [illegible] ২২ শ্রাবণের সোম- [illegible] সুযোগ্য সংবাদদাতার [illegible] একটী জিজ্ঞাস্য আছে, [illegible] নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু [illegible] কোন স্থানে [illegible] হইল।

প্রতিবাদ।

বিগত ১৫ ই ভাদ্রের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত "শ্রী" স্বাক্ষরিত পত্রখানিতে একটী মিথ্যা কথা লিখিত হইয়াছে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম কোন না কোন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সে পত্রখানির প্রতিবাদ করিবেন; কিন্তু বুঝিলাম তাঁহারা এক্ষণে ঘোরনিদ্রাবস্থায় আছেন, তাঁহাদের বুকের উপর দিয়া গাড়ি ঘোড়া চলিয়া গেলেও বোধ হয় তাঁহাদের চৈতন্য হয় না। আমাকে সেই জন্য বাধ্য হইয়া "শ্রীর" পত্রের প্রতিবাদ করিতে হইল। তিনি লিখিয়াছেন "এতদ্দেশের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য কর্ম্মাদি এক কালে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কেবল সদ্বংশজা ব্রাহ্মণবিধবারা একাদশীর উপবাস করিয়া থাকে, তাহাও মূর্খ পঞ্জিকাকারদিগের গণনার দোষে লোপ হইবার আকার হইয়াছে।" "কেবল সদ্বংশজা ব্রাহ্মণবিধবারা" এটী লেখকের মিথ্যা কথা, আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি কেবল ব্রাহ্মণবিধবা নহে কিন্তু অন্যান্য জাতির হিন্দুবিধবারাও একাদশীর উপবাস করিয়া থাকেন। (১)

মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা সংবাদপত্রে মিথ্যা কথা লেখা হয় অথচ তাহার প্রতিবাদ হয় না বলিয়া অনেকেরই বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের উপর অবিশ্বাস। এরূপ অসত্য প্রচার দ্বারা আর একটী গুরুতর অনিষ্ট হইয়া থাকে। মনে কর, একজন ইংরাজ বাঙ্গলা সংবাদপত্র সকলের শীর্ষস্থানীয় সোমপ্রকাশে "শ্রীর" পত্র খানি পাঠ করিলেন অথচ তাহার কোন প্রতিবাদ দেখিলেন না সুতরাং তিনি উক্ত পত্র খানির লিখিত বিষয়ের সত্যতাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহার মধ্যে লিখিয়া দিলেন যে, "ভারতবর্ষের কেবল ব্রাহ্মণবিধবারাই একাদশীর উপবাস করিয়া থাকেন, অন্যান্য জাতির বিধবারা একাদশীর দিনে ডাউল ভাত মাছ মাংস খাইয়া থাকেন।" ইহাতে তাঁহার দোষ কি? দোষ পত্রপ্রেরক "শ্রীর" সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের এবং মৃতপ্রায় অসাড় হিন্দুদিগের। যে কথায় কোন সন্দেহ থাকে, আমাদের বিবেচনায় তাহা পত্রস্থ না করাই সম্পাদকদিগের কর্ত্তব্য; অন্যান্য কারণে তাহা পত্রস্থ করা যদি আবশ্যকই হয় তবে সেই সঙ্গে সেই বিষয়ের যথার্থ্য সম্বন্ধে সম্পাদকদিগের যাহা বক্তব্য তাহাও প্রকাশ করা উচিত।

যমুনিয়া
৯ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮০।

বশম্বদ
শ্রীভগবতীচরণ দে।

(১) সাধারণে এ লেখাটীও ঠিক হইল না। ইহার বিশেষ বিবরণ আবশ্যক। স।

ঈশ্বর ও ব্রাহ্মগোল

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এই মাত্র আপনার ১৩ ই সেপ্টেম্বর তারিখের সোমপ্রকাশ হস্তগত হইল। আমি বিগত ২৩ এ আগষ্টের সোমপ্রকাশে ঈশ্বর ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের মুঙ্গেরস্থ বন্ধুবর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর মত খণ্ডন করিবার জন্য ৮। ৯ খানি শ্রেষ্ঠ উপনিষদ হইতে যে সমস্ত অতি গম্ভীর শ্রুতিগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা এক প্রকার প্রতিপন্ন করা গিয়াছে যে আর্য্যঋষিদের নিকট "ব্রহ্ম ও ঈশ্বর" পৃথগভাবাত্মক ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বাবু নিরালম্ব উপনিষদ হইতে একটী মাত্র শ্লোক তুলিয়া দেখাইয়াছিলেন যে আর্য্যশাস্ত্রে ঐরূপ ভিন্নভাবাত্মক বহুল প্রমাণ আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আর দ্বিতীয় শ্লোক তুলিতে পারেন নাই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কেন, কঠ ইত্যাদি দশ খানি শ্রেষ্ঠ উপনিষদের ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন ও রাজা রামমোহন রায় ঐ কয়েকখানি উপনিষদের বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু নিরালম্ব উপনিষদ শঙ্করাচার্য্য স্পর্শ করেন নাই। এতদ্ভিন্ন আরো অনেক উপনিষদ আছে, সে সকলের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু ১৩ সেপ্টেম্বরের সোমপ্রকাশে আমার প্রথম পত্র খানির প্রতিবাদ করিতে গিয়া অনেক গোলযোগ করিয়াছেন। আমরা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ (যাহা সাংখ্য মতাবলম্বী পণ্ডিত বিশেষের প্রণীত বলিয়া উক্ত হইয়াছে) হইতে "ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে উক্ত উপনিষদনুসারে ব্রহ্মকে "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং" অর্থাৎ তাঁহাকে একমাত্র বিশ্বসংসারের পরিবেষ্টয়িতা ঈশ্বররূপ অখ্যাত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু প্রতিবাদ পত্রে ইহার ছন্দাংশে আদৌ যান নাই।

দ্বিতীয়তঃ বাজসনেয় সংহিতোপনিষদ হইতে "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও প্রমাণীকৃত করা হইয়াছিল যে আরণ্যক যোগীদিগের বরণীয় "ঈশ্বর" শ্রীকৃষ্ণ বাবুর প্রদর্শিত মায়াহত "ঈশ্বর" ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বাবু প্রসঙ্গ ক্রমে এ শ্লোকটীতে "পঞ্চমী" কি "সপ্তমী" আদি মারপেঁচ দিয়াও যদি একটী

অর্থ করিয়া দিতেন তাহা হইলেও আমরা শিক্ষা করিতে পারিতাম।

"সবিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিজ্ঞঃ কালকালো-গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।

প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষ স্থিতি বন্ধহেতুঃ।"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ। ৬ অ। ১৬।

অর্থাৎ তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, সকল আত্মার স্রষ্টা, প্রজ্ঞাবান্ কালের কর্ত্তা, গুণবান্ ও সর্ব্বজ্ঞ, তিনি জড় কি জীব তাবতের প্রতিপালক, সর্ব্বগুণের মহেশ্বর, এবং সংসারের স্থিতি বন্ধ ও মোক্ষের হেতু। এখানে ব্রহ্মকে বিশ্বকর্ত্তা, গুণবান্ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা পূজা করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে কি কিছু "আর্ষ প্রয়োগ" আছে?

শ্রীকৃষ্ণ বাবুদের আর্য্যসভায় ও অন্যান্য হরি-সভায় যে মহা স্তোত্রটী প্রতি সপ্তাহে সমাদরে পঠিত হয়, সেই স্তোত্রটীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, দেখুন এখানে কোন ব্যাকরণের নিয়ম বিরুদ্ধ "আর্ষ প্রয়োগ" হইয়াছে কি না।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়,
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
"ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্।"

অর্থাৎ। তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞান স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য।

এখানে ব্রহ্মকেই সুস্পষ্টতঃ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ও জগতের কারণ স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। এটাও কি "আর্ষ প্রয়োগ" দোষে দূষিত?

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং" (শ্রুতি)

অর্থাৎ। "তম্" "ঈশ্বরাণাং" প্রভূনাং, "পরমং মহেশ্বরং" "তং" "দেবতানাং" দ্যোতনাত্মকানাং "পরমং চ দৈবতং" "পতিং" "পতীনাং" প্রজাপতীনাং, "পরমং" "পরস্তাৎ" "পরতঃ" "বিদাম" "দেবং" দ্যোতনাত্মকং পরমেশ্বরং "ভুবনেশং" ভুবনানামীশং "ঈড্যং" স্তুত্যং। এখানে ঈশ্বর শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এটাও কি "আর্ষপ্রয়োগ?"

আমি প্রথম পত্রে লিখিয়াছিলাম, যে "শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলেন "সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণে যিনি অনাশক্ত তিনিই ঈশ্বর" এবং তৎপরেই লেখেন যে "ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর নামে "অভিহিত" এই যুগপৎ দুই বিরুদ্ধ লেখার তিনি কোন উত্তর দেন নাই কেন বুঝিতে পারিলাম না। ইহাও কি "আর্ষপ্রয়োগ" মধ্যে গণনা করিতে হইবে?

শ্রীকৃষ্ণ বাবু "ওমিতি ব্রহ্ম" শ্রুতির চমৎকার অর্থ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ বাবু একখানি উপনিষদের ভাষ্য প্রস্তুত করুন।

ঔপনিষদিক আর্য্যেরা "ওমিতি ব্রহ্ম" সর্ব্বেঽস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি" ইত্যাদির যে সরল অর্থ করেন তাহা পাঠকগণ অবধারণ করুন।

"ওম্ ইতি ব্রহ্ম" ওঙ্কারোতি ব্রহ্ম প্রতিবুদ্ধেরাহ নামালম্বনম। "অস্মৈ" ব্রহ্মণে "সর্ব্বে" "দেবাঃ" "বলিং" পূজাম্ "আহরন্তি।"

আর আমাদের শ্রীকৃষ্ণ বাবু "[illegible] বিজ্ঞপ্তিতে" বলিতেছেন "যাঁহারা প্রতিপাদ্য বা ঈশ্বরের বিদ্যমানতা যাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে, তাহাই ব্রহ্ম। তাই বলি শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ব্যাখ্যাত একখানি নবীন স্বতন্ত্র টীকা চাই।

পরন্তু ঐ শ্রুতিটির অব্যবহিত পরেই ধ্যানপ্রবণ মনীষীগণ আশ্চর্য্য পুলকে পূরিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন।

"ওঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্, যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চ" অর্থাৎ। জ্ঞানী ব্যক্তি ওঙ্কার সাধনা দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নির্বিশেষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। এর উপর কটাক্ষ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ বাবু "ইদিদং সর্ব্ব সৃজত" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থান্তর করণাভিপ্রায়ে লিখিয়াছেন, যে ঐ শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয় নাই। অগ্নি ইন্ধন দগ্ধ করিল ইহার অর্থ এই যে, অগ্নির দাহিকা শক্তিতে ইন্ধন দগ্ধ হইল। অগ্নি বলিলেই দাহিকা শক্তি উহ্য থাকিল বুঝিতে হইবে" ইহাত অগ্রে জানিতাম না। ভাল তেমনি ব্রহ্ম বলিলেই আপনার প্রকল্পিত ঈশ্বর, মায়া প্রকৃতি, চৈতন্য ও পুরুষাদি ভ্রমাত্মক শব্দাড়ম্বরও কেন ঐ সঙ্গে সঙ্গে উহ্য থাকুক না? শক্তিমান্ পদার্থ হইতে শক্তি প্রভেদ নাই, এপ্রযুক্ত ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতে অনেক স্থলে অভিন্ন করিয়া বলিয়াছেন যথা।

"যথাত্মা চ যথা শক্তি যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা"।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণং

অর্থাৎ। অগ্নিতে যে প্রকার দাহিকাশক্তি জীবাত্মার সেই প্রকার প্রকৃত (পরমাত্মার) শক্তি অভিন্ন ভাবে আছে।

শ্রীকৃষ্ণবাবু ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে নিজ ইচ্ছার আদর্শ ধরিয়া মাপিতে গিয়া মহা গোলযোগ করিয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্র শিবপুরাণ হইতে তাঁহার জন্য একটী উপদেশ তুলিয়া দিলাম।

"কিয়ন্তঃ চৈবকালেন, তস্যেচ্ছা সমপদ্যত।
প্রকৃতির্নাম সা প্রোক্তা মূলকারণমিত্যুত।"

অর্থাৎ কিয়ৎকাল গত হইলে তাঁহার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল সেই মূল কারণ ইচ্ছা প্রকৃতি নামে উক্ত হয়!!

শ্রীকৃষ্ণ বাবু এখন দেখুন, পূর্ব্বতন আর্য্যেরা "প্রকৃতি" শব্দের কি চমৎকার অর্থ করিয়া গিয়াছেন। আপনি কেন, এই আর্য্যপদ-চিহ্ন অনুসরণ করুন না? দোহাই আপনার!

মায়া মুক্ত না বদ্ধ? নিত্য না অনিত্য? ইত্যাদি যে সমস্ত প্রশ্ন পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম শ্রীকৃষ্ণ বাবু প্রত্যুত্তরে তাহার মীমাংসায় যান নাই। কিন্তু এই মায়া সম্বন্ধে ভাগবতে যে একটী সুন্দর মত প্রকটিত হইয়াছে তাহা এই স্থানে বিবৃত হইল।

"সাবা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা
মায়ানাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ। (ভাগবত)

অর্থাৎ। এই ঈক্ষণ কর্ত্তা ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁহার সদসদাত্মিকা শক্তি, তাহার নাম মায়া, হে মহাভাগ! এই মায়া শক্তি দ্বারা তিনি বিশ্ব নির্ম্মাণ করিলেন।

শিবপুরাণোক্ত শ্লোকদ্বারা দেখান হইল যে "সেই মূলকারণ ব্রহ্ম ইচ্ছা প্রকৃতি নামে উক্ত হইয়াছে এবং শেষোক্ত শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদিত হইল, ব্রহ্মের ইচ্ছা তাঁহার সদসদাত্মিকা শক্তিমান এবং ঐ শক্তির অপর নাম মায়া। তাহা হইলে মায়া "ইচ্ছা" ও "প্রকৃতি" একার্থ বোধক হইল কি না মহাশয় বিচার করুন।

আমার প্রথম পত্রের শেষ শ্লোকটী উপলক্ষ করিয়া আমাকে নানা অযথা অনাবশ্যক বিদ্রূপ করিয়াছেন, তিনি "আর্য্য সভার" সম্পাদক, তামাসা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার জানা উচিত যে আর্য্য শাস্ত্র কাহারও এক চেটিয়া নহে, উহাতে তাঁহার ন্যায় আমার সমান অধিকার আছে। আমার লিখিত শ্লোক ব্যাখ্যার মধ্যে তিনি তিনটী ভুল [illegible] "মহাত্মা" অর্থে "ঈশ্বর" [illegible] অর্থে "প্রকৃতি" ও "পুরুষ" অর্থে [illegible] শিত চৈতন্য বুঝায়, তাঁহাকে [illegible]

প্রমাণ কি ? তাঁর শ্লেষোক্তির কোন উত্তর না দিয়া কেবল পাঠকদিগের নিদির্শনার্থে এ সম্বন্ধে একটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

" পুরুষ এ বেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি।
ঋগ্বেদ সংহিতা। ১০ মণ্ডল। পুরুষ সূক্ত।

উপসংহার কালে এইমাত্র বাক্তব্য যে শ্রীকৃষ্ণ বাবু সাংখ্যদর্শনের নিরীশ্বরবাদের মীমাংসা করিতে গিয়া মায়াবাদের অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহার জানা উচিত মায়াবাদ সাংখ্যাচার্য্যদের আদৃত নহে। শ্রীকৃষ্ণবাবুর বক্তব্য এই যে " সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং (শ্রুতি) ব্রহ্ম গুণাতীত। এই জন্য তিনি উপাস্য হইতে পারেন না, একারণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের ন্যায় একটী মধ্যস্থ স্বতন্ত্র " ঈশ্বর " কল্পনা করিয়াছেন। এই মধ্যস্থতা আমরা ঘৃণা করি। হিন্দু আর্য্য শাস্ত্র ব্রহ্মকে যেমন নিরবলম্বরূপে উপাসনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন এমন অন্যত্র দেখা যায় না, এইজন্য খ্রীষ্টধর্ম্মাপেক্ষা " হিন্দু ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ বাবু কি এই শ্রেষ্ঠত্ব লোপ করিতে চান ? তাঁহার জানা উচিত যে ভরদ্বাজ পুত্র সুকেশ, শিবির পুত্র সত্যকাম, সূর্য্যের পুত্র গার্গ্য, অশ্বলের পুত্র কৌশল্য, ভৃগুর পুত্র বৈদর্ভি, ও কাত্যের পুত্র কবন্ধী প্রভৃতি বহুল ঋষিগণ নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রশ্নোপনিষদাদিতে আছে।

অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মের উপসনা হইতে পারে কি না, তৎ সম্বন্ধে তলবকার উপনিষদে কি চমৎকার শ্রুতি গাথা গীত হইয়াছিল।

" যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। "

অর্থাৎ লোকে মনের দ্বারা যাহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। এতদ্বিষয়ক পত্রপ্রেরক এবারে যে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা আমাদের চিত্তকে অধিকতর চমৎকৃত করিয়া তুলিল। তিনি লিখিয়াছেন " তাঁহার (ঈশ্বরের) কার্য্যে পৃথিবীতে আসিয়াছি "। তিনি পাথেয় জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন " পত্রপ্রেরক ঈশ্বরের কি কার্য্যে আসিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার ভাষা মর্ম্ম তুলিয়া দিবার নিমিত্তই কি আসিয়াছেন ? পত্রখানি এইরূপ অসার যুক্তিতে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রকাশিত হইল না।

ময়মনসিংহের হরসুন্দরী দেবী বিনা মূল্যে রামায়ণ বিতরণ করিবেন সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন প্রচার করাতে ৩ই বাক্তি ডাক মাসুল স্বরূপ ৩।০ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দেন, তাঁহারা ৮ ম খণ্ড পর্য্যন্ত পাইয়াছেন। তৎপরে আর পান নাই আমরা দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। একজন পত্রপ্রেরক এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন, হরসুন্দরী দেবী " যদি রামায়ণ বিতরণে অসমর্থা হয়েন তবে যে সকল গ্রাহক অগ্রিম ডাক মাসুল দিয়াছিলেন, তাঁহাদের বক্রী টাকা ফেরৎ দেওয়া উচিত " কি আশ্চর্য্য ! পত্রপ্রেরক স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন রামায়ণের ৮ ম খণ্ড পাইয়াছেন তাহাতেও কি তাহার ৩।০ আদায় হয় নাই।

সোমপ্রকাশ

৫ ই আশ্বিন সোমবার।

ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীর মহাদোষ।

শীর্ষোল্লিখিত বাক্যটী পাঠ করিলেই অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য স্পষ্টই উপলব্ধী হইবে। ইংরাজদিগের রাজ্যশাসন প্রণালী দর্শন করিলেই হঠাৎ বোধ হইবে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতার নাম গন্ধ নাই। কেহ যে ইচ্ছামত কোন প্রকার অন্যায় বা অত্যাচারের কার্য্য করিবে সে সম্ভাবনা নাই। তাহার কারণ ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীর গঠনও স্বরূপ দর্শন করিলে কোনরূপে এরূপ বোধ হয় না যে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতার নাম গন্ধ আছে। দেখ, প্রথমে রাজ্ঞী, তাহার পর মন্ত্রি সভা, তাহার পর লর্ড দিগের সভা, তাহার পর সাধারণের সভা। উপর হইতে দেখিবে সৌর জগতের ন্যায় পরস্পরকে এমনি শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয় যেন কেহ কাহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কাজ করেন না। ভারতবর্ষ প্রভৃতি অধীন প্রদেশ গুলি এই অদ্ভুত শাসন-প্রণালীর পরাধীন। সে সে স্থানে ও যেন কিছুমাত্র স্বেচ্ছাচারিতা নাই অথবা স্বেচ্ছাচারিতা হইবার যো নাই। কিন্তু ফল ইহার বৈপরীত্যের পরিচায়ক। গত মন্ত্রিসভা ও বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা ও অধীনস্থ প্রদেশ সকলের গত শাসনকর্ত্তা ও বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদিগের কার্য্য ও ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীমধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা মূর্ত্তীমতি হইয়া যেন বিরাজ করিতেছে। কার্য্য দেখিলে বোধ হয় মুসলমান রাজাদিগের এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ছিল কি না সন্দেহ। পাঠক এমন বিবেচনা করিবেন না মুসলমান রাজারা মূর্খতা নিবন্ধন যে সকল অসভ্য-জনোচিত কাজ করিয়াছে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ ও তাঁহাদিগের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তৃগণ প্রকার সর্ব্বদা লুণ্ঠন ও পরদার হরণাদি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ ও তাঁহাদের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তৃগণ যে যে স্বেচ্ছাচারিতার কার্য্য করিয়াছেন তাহা সভ্য জাতি, অর্দ্ধ সভ্য জাতি, অধিক কি জঙলা জুলু জাতির ও হৃদয়াগারে ও শরীরের শিরায় শিরায় বিদ্ধ হইয়া আছে। অতএব তাহার উল্লেখ করা বিফল। এখন আমাদের প্রশ্ন এই, স্বেচ্ছাচারজনিত যে সকল অন্যায় ও অত্যাচার কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার নিবারণের উপায় কি ? লার্ড বিকন্সফিল্ড স্বাধিপত্যকালে যা মনে করিলেন তাই করিলেন। তিনি লার্ড-সভাকেও অগ্রাহ্য করিলেন। কমন্স সভাকেও তৃণজ্ঞান করিলেন। তিনি অন্যায় কার্য্য করিতেছেন যাঁহারা বুঝিতে পারিলেন তাঁহারা তাঁহার হস্তরোধ করিতে পারিলেন না। বহু ব্যক্তির মতে কার্য্য সম্পাদিত হয়। লার্ড বিকন্সফিল্ড কতকগুলি লোককে হস্তগত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, তিনি যে যে কাজ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার মতে মত দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা প্রতিবাদার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। রোমেও এক সময়ে ঠিক এইরূপ কার্য্য হইয়াছিল। এখন সদাশয় ব্যক্তিরা মন্ত্রিসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন যদি কোন বিশেষ ইষ্ট না হয় তথাপি ইহাদের হইতে অনিষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহাঁদের পর যদি লার্ড বিকন্সফিল্ডের দলের ন্যায় উশৃঙ্খল দল আসিয়া মন্ত্রি-সভা-ভুক্ত হন তাহা হইলে পূর্ব্বাভিনীত কাণ্ডের যে অভিনয় হইবে না তাহার প্রমাণ কি ?

অতএব আমাদের বাক্তব্য এই, যাঁহারা ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীকে স্বজাতীয় উন্নতির মূল বলিয়া বিবেচনা করেন, ব্রিটিশ শাসনের গৌরবে যাঁহারা আত্ম গৌরব জ্ঞান করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই আমরা যে যে অনিষ্টের উল্লেখ করিলাম যাহাতে তাহার নিবারণ হয় তাহার একটী উপায় করেন। একটী প্রবাদ বাক্যে বলে " হাতি আপনার বল আপনি বুঝিতে পারে না। " ব্রিটিশ জাতি যে কিরূপ মহিমাশালী তাহা আমরাই বুঝিতে পারি, অনেক ইংরাজে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা নিজ বলদর্পে কেবল মত্ত হইয়া আছেন। তাঁহাদের বলের মহিমাতেই মহিমা নয়। তাঁহাদের ধর্ম্মনীতির মহিমাতেই মহিমা।

তাঁহারা যত দিন ধর্ম্মনীতির অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন তত দিন লোকের তাঁহাদিগের উপর দেবতাবৎ ভক্তি জন্মিয়াছিল। তাঁহারা যে অবধি ধর্ম্মনীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন সেই অবধি তাঁহাদিগের উপরে লোকের ভক্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে অধিক সংখ্যক লোক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল, এখন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না কেন? এখন লোকে দেখিতে পাইতেছে খ্রীষ্টমিশনরীরা যে মহার্থ উপদেশ দিতেছেন খ্রীষ্টশিষ্যেরা তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া সেই উপদেশকে রসাতলে দিতেছেন। পরস্পর দুটী বিরুদ্ধ মত হইলে তাহার কোনটীই জনসমাজে সমাদৃত হয় না। আর যে স্থলে মত এক প্রকার আর কার্য্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত সেখানে সে মত আদৃত হইবার সম্ভাবনা কি? এই কারণেই খ্রীষ্টমিশনরীরা বিফল-যত্ন হইতেছেন।

ভারতবর্ষ হস্তে রাখিয়া ইংলণ্ডের লাভ কি?

পার্লিয়ামেণ্ট সভা বন্ধ করিবার সময় মহারাণীর উক্তি নামে যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রকাশিত হয়, তাহাতে এরূপ আশা দেওয়া হইয়াছে, যে আফগান যুদ্ধের ব্যয়ভারের কিয়দংশ ইংলণ্ড নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিবেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিগণের এই প্রকার অভিসন্ধির সূচনা পাইয়া ইংলণ্ডের অনেক লোক অসন্তোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যদি ভারতবর্ষ হস্তে রাখিয়া অবশেষে এই ফল দাঁড়ায় যে ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রমের ফলভোগ করিতে হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। সুবিখ্যাত টাইমস পত্র এই শ্রেণীর ইংরাজদিগের মুখপাত্রস্বরূপ। টাইমস সম্প্রতি একটী প্রস্তাবে স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ কথা বলিয়াছেন; আমরা টাইমসের উক্তিগুলি অনুবাদ করিয়া দিতেছি। টাইমস বলেন;—"ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে সম্প্রতি যে অর্থ চাওয়া হইতেছে, যদি এরূপ প্রার্থনা ন্যায়সঙ্গত হয় তবে এরূপ ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা যে আর হইবে না তাহার প্রমাণ কি? আফগান যুদ্ধে যে ভ্রম হইয়াছে সে জন্য যদি ইংলণ্ডের অর্থদণ্ড সহ্য করা আবশ্যক হয়, তবে যখনই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ কোন ত্রুটি করিবেন তখনই কেন এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করা হইবে না? যদি এদেশের (ইংলণ্ডের) লোকের মনে এই প্রশ্ন উদয় করিয়া দেওয়া হয়, যে ভারতবর্ষ রাখিয়া এমন লাভ কি আছে, যে সে জন্য ভারতবর্ষ রক্ষার ব্যয় ভার ইংলণ্ডকে বহন করিতে হইবে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভাবী কল্যাণের পক্ষে সমূহ বিপদ। আমরা ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের প্রতিভূস্বরূপ হইয়া এক শতাব্দী কাল ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছি, এবং তিন পুরুষ ধরিয়া নিঃস্বার্থভাবে ও ন্যায়পরতার সহিত এই ভার বহন করিয়াছি। ভারতবর্ষ হইতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রকারে লাভবান হইতে ইচ্ছা করি নাই, বরং পরম্পরা সম্বন্ধে অনেক দায়িত্ব ভার আমাদিগকে বহন করিতে হইয়াছে; এরূপ স্থলে যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রমের জন্য ইংলণ্ডের প্রজাদিগকে দণ্ডিত করা হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যে সম্বন্ধ আছে তাহার অযথা ব্যবহার হইবে।" *

টাইমস যাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপ তাঁহাদের মনের ভাবের একপ্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। লোকে যদি নিজের পদ ও সম্ভ্রমের বৃদ্ধির জন্য কোন প্রকার আসবাব রাখে, তাহার জন্য ব্যয় স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এই শ্রেণীর ইংরাজেরা তাহাও করিতে স্বীকৃত নন। তাঁহারা বলেন ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রকার লাভবান হন না, ইহার অর্থ এই যে ভারতবর্ষকে বর্ষ বর্ষে কর স্বরূপ ইংলণ্ডের ধনাগারে অর্থ প্রেরণ করিতে হয় না। সে কথা সত্য কিন্তু ভারতবর্ষ হস্তে থাকাতে ইংলণ্ড যে আরও অশেষ প্রকারে লাভবান হইতেছেন তাহা কি অস্বীকার করিবেন? ভারতবর্ষের বাণিজ্য দ্বারা কি ইংলণ্ডের ধন বৃদ্ধি হয় নাই? ভারতবর্ষের অধীশ্বর হওয়াতে ইংলণ্ডের প্রতাপ ও মর্যাদা কি বৃদ্ধি হয় নাই? সহস্র সহস্র ইংলণ্ডীয় যুবক কি ভারতক্ষেত্রে স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি বিদ্যার বিকাশ করিবার এবং রাশি রাশি ধন উপার্জ্জন করিবার অবসর পাইতেছে না? সে সকল ধনের অধিকাংশ কি ইংলণ্ডের দিকে প্রবাহিত হইতেছে না? ইংলণ্ডীয় ধনীদের অর্থ কি ভারতবর্ষের অনেক কাজে খাটিতেছে না? যাহার সহিত এরূপ সম্বন্ধ, যে এরূপ লাভের উপায় স্বরূপ, তাহার বিপদ বা দুর্দ্দশার সময় সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হওয়া কি ভদ্রতা ও ন্যায় সঙ্গত কার্য্য? ইংলণ্ডের চরিত্রে দুটী দোষ বা গুণ আছে, সেই জন্যই টাইমস স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ বলিতে পারিয়াছেন, অন্যে হইলে পারিত না। প্রথম, অর্থ সম্বন্ধীয়, সকল বিষয়ে ইংরাজ প্রকৃতি কিঞ্চিৎ অনুদার, দ্বিতীয় তাঁহাদের চক্ষু লজ্জা কিঞ্চিৎ অল্প। চক্ষুলজ্জা থাকিলে মানুষ এরূপ বলিতে পারে না। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ সম্বন্ধ এবং ভারতবর্ষের রাজকোষের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে ইংলণ্ডের কোষ হইতে ভারতবর্ষের নিত্য ব্যয়ের সাহায্য করিলে অন্যায় হইত না, কিন্তু তাহা দূরে থাকুক যে ব্যয়ভার ন্যায়ানুসারে ইংলণ্ডের বহন করা কর্ত্তব্য, তাহার কিয়দংশ ইংলণ্ডকে বহন করিতে হইবে বলাতে এতদূর বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে, যে ভারতবর্ষ রাখার ফল কি? এরূপ প্রশ্নও উত্থিত হইতেছে। জিজ্ঞাসা করি ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট যে আফগান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা কি ভারতবর্ষের কোন আততায়ী শত্রুকে নিবারণ করিবার জন্য, অথবা ইংলণ্ডের ইউরোপীয় রাজনীতির কোন বিশেষ লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য? যদি দ্বিতীয় লক্ষ্য সত্য হয় তবে এ ব্যয়ভার কার বহন করা উচিত? এরূপ অবস্থায় যদি ইংলণ্ড সে ভারের কিয়দংশ বহন করেন তাহাও কি অসহ্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য?

যাহা হউক এই বিবাদ হইতে আমরা একটী শিক্ষা লাভ করিতেছি। নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ একটী ভ্রম করা যত সহজ, সে ভ্রমের সংশোধন করা তত সহজ নয়। যখন লর্ড বিকন্সফিল্ডের গবর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন তখন ইংলণ্ডের প্রজারা কোথায় ছিলেন? পার্লিয়ামেণ্ট কেন তখন আপনার অসন্তোষ প্রকাশের কোন উপায় করেন নাই? এ ভ্রম ত কেবল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রম নয়। এ যুদ্ধ যে রাজনীতির ফল, সে নীতির অঙ্কপাত ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভাতেই হইয়াছিল; সে নীতির কার্য্য-প্রণালী ইংলণ্ডে বসিয়াই নিরূপিত হইয়াছিল। এখন এ ভ্রমকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রম বলিলে চলিবে কেন? এখন সে ব্যয়ভার কিঞ্চিৎ বহন করিতে অস্বীকার করিলে ভদ্রতা রক্ষা হইবে কেন? ইংলণ্ডের প্রজাগণ দেখিয়া শিক্ষা লাভ করুন।

আমাদের স্পষ্টই বোধ হইতেছে আগামী বর্ষে যখন পার্লিয়ামেণ্ট বসিবে তখন এই প্রশ্ন লইয়া ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হইবে। ইংলণ্ডের প্রজারা সহজে যে এই অর্থ দিবেন এরূপ বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট যদি বাধ্য করেন, অনেকে অসন্তোষ ও বিরক্তির সহিত দিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার এ প্রস্তাবটী তাঁহাদের উদার নীতির অনুরূপ হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাঁহারা ন্যায়ানুসারে রাজ্য-শাসন করিতে ইচ্ছুক তাহা প্রকাশ পাইবে, ভারতবর্ষের প্রজাদিগের ইংলণ্ডের ন্যায়পরতার প্রতি আস্থা বর্দ্ধিত হইবে, এবং ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা ঘনীভূত হইবে।

উপসংহারকালে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। সেটী এই, এতদিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল ভ্রমের কার্য্য করিতেন, ইংলণ্ডের অনেক

দিগের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইত না; ভারতবর্ষের প্রজারা ক্লেশ ভোগ করিতেন এবং সে ক্লেশ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের আর্তনাদ এই দেশেই বিলীন হইত; এক্ষণে ইংলণ্ডের মধ্যে মধ্যে যদি সেই সকল ভ্রমের দণ্ড সহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহাদের দৃষ্টি বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইবে। ইংলণ্ডের ধনে হস্ত দেওয়া এবং সর্পের লাঙ্গুলে পদার্পণ করা সমান। তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিবার এই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়। তাঁহারা যদি জাগ্রত থাকেন, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আমরা অনেক ভ্রমের কার্য্য হইতে বাঁচিয়া যাইব, এরূপ আশা হইতেছে। ইহাও একটী আনন্দের বিষয়।

পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ভারতবর্ষীয় আয় ব্যয়ের বিচার।

বিগত ১৭ ই আগষ্ট মঙ্গলবার ভারতবর্ষের আগামী বর্ষের সম্ভাবিত আয় ব্যয়ের বিবরণ পার্লিয়ামেণ্ট সভাতে অর্পিত হয়। অর্পণ করিবার সময় আমাদের ষ্টেট সেক্রেটরী লার্ড হার্টিংটন সাহেব ও একটী বক্তৃতা করেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে সিবিল বিভাগে বা সৈন্য বিভাগে শীঘ্র অধিক ব্যয় সঙ্কোচের আশা দেখা যায় না। বিবেরল মন্ত্রিদল পদস্থ হওয়াতে যাঁহারা কল্পনার চক্ষে নানাপ্রকার আশার ছবি দেখিতে ছিলেন, তাঁহারা এই সংবাদে কিয়ৎপরিমাণে হতাশ হইবেন সন্দেহ নাই কিন্তু আমরা সে পরিমাণে বিস্মিত হইতেছি না। কারণ এরূপ ব্যয় সংক্ষেপের কথা নূতন নয়। ১৮৫৮ সাল অবধি অদ্য পর্য্যন্ত যতবার ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের কথা পার্লিয়ামেণ্ট সভাতে উত্থিত হইয়াছে, ততবারই ব্যয় সংক্ষেপ বিষয়ক নানা প্রস্তাব ও নানা কথা শ্রুত হওয়া গিয়াছে। সে দিনকার বিচার স্থলে অটোয়ে সাহেব ব্যয় সংক্ষোচের যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নূতন নহে। তিনি পূর্ব্ব প্রকার উপায় অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছেন (১ম) সৈন্য বিভাগের ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করা (২) বোম্বাই এবং মান্দ্রাজের গবর্ণর ও কমাণ্ডারইনচিফের পদ গুলি তুলিয়া দেওয়া (৩) শাসন কার্য্যে দেশীয় লোকদিগকে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা (৪) সিবিলসর্বিসের বেতন কমাইয়া দেওয়া (৫) বর্ষে বর্ষে সিমলা গমনের ব্যয় রহিত করা।

লার্ড হার্টিংটন স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন এ পরামর্শের কোনটীই সহসা গ্রহণ করিবার উপায় দেখা যাইতেছে না। এ পরামর্শানুসারে কার্য্য করা কেন কঠিন তাহা আমরা জানি, গবর্ণমেণ্ট এসম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতে গেলেই ভারতবর্ষীয় ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন; তাহার কি প্রকার ফল দর্শিবার সম্ভাবনা তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্য চলিতেছে, তাঁহার সহিত উক্ত কর্ম্মচারিদিগের স্বার্থ ও সুখ সম্বন্ধ প্রভৃতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। সুতরাং একস্থানে পরিবর্ত্তন করিলে নানা স্থানে তাঁহাদের স্বার্থের সহিত প্রতিঘাত উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে সকলপ্রকার পরিবর্ত্তনের বিরোধী হওয়াই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের মতের মুখাপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে গেলে গবর্ণমেণ্ট যে কখন ব্যয় সংকোচ করিতে সমর্থ হইবেন এরূপ আশা দেখা যায় না। এই কঠিন কার্য্য যাঁহারা করিবেন তাঁহাদের অত্যন্ত সাহসী তেজস্বী ও কর্ত্তব্য পরায়ণ লোক হওয়া আবশ্যক। আপাততঃ অনেক অসন্তোষ ও বিরক্তির ভার তাঁহাদের মস্তকে লইতে হইবে। এই বিরক্তির ভার বহন করিতে কোন গবর্ণমেণ্টই সাহসী হইতেছেন না। সৈন্য বিভাগের ব্যয় কমাইতে পারা যায় কি না দেখিবার জন্য একটী "আর্ম্মি কমিশন" নিযুক্ত করা হইল; তাঁহারা সকলে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সিমলা শৈলের শৃঙ্গে সম্মিলিত হইলেন, অনেক তর্ক বিতর্ক চলিল, লোকের আশা হইল এইবার বোধ হয় কোন স্থায়ী ফল দর্শিবে; কিন্তু এখন লার্ড হার্টিংটন বলিতেছেন, সেই কমিশন বসিয়াছিল বলিয়া যে ব্যয় সংক্ষেপের কোন আশা আছে তাহা নহে। আমরা সৈন্য বিভাগের কথা এখন বলিতেছি না। একদিকে গবর্ণমেণ্ট মনে করিলেই ব্যয়ের লাঘব করিতে পারিতেন কিন্তু সে সাহস কাহারও নাই। সিবিলসর্বিসের জন্য গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় হয় একটু দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার সহিত কার্য্য করিলে তাহার লাঘব করা যায়। সিবিলিয়ানদিগের বেতন যদি কমাইয়া দেওয়া হয় অনেক অর্থ বাঁচিতে পারে। পূর্ব্বে যখন ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসা দুষ্কর ছিল, এবং ইংলণ্ডীয় যুবকগণ সহজে এদেশে আসিতে চাহিতেন না তখন অধিক বেতনের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে আনয়ন করা আবশ্যক হইত। সে প্রয়োজন এখন দৃষ্ট হয় না। এখন সিবিল সর্বিসের বেতন কমাইলে এবং যে সকল বিভাগে উচ্চ বেতন দিয়া ইউরোপীয়দিগকে রাখা হইয়াছে, সেখানে এদেশীয়দিগকে শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশিত করিলে ব্যয়ের অনেক লাঘব হইতে পারে। কিন্তু এরূপ করিতে গেলে এক শ্রেণীর লোকের অপ্রিয় হইতে হয়। সিবিলিয়ানদিগের বেতন কমাইলে সিবিলিয়ান সাহেবদিগের পদের গৌরব কমিয়া যায়। তাঁহারা এদেশীয়, অপরাপর ইংরাজ অপেক্ষা পদগৌরব অংশে হীন হইয়া পড়েন, সুতরাং তাঁহারা এরূপ প্রস্তাবের বিরোধী। গবর্ণমেণ্টেরও এদিকে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় না। এইরূপে ব্যয় সংকোচ সম্বন্ধীয় সমুদায় প্রস্তাব ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

যাহা হউক বর্ত্তমান মন্ত্রিগণ এক বিষয়ে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের সন্তোষের কারণ হইয়াছেন। আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের কিয়দংশ ইংলণ্ডের বহন করা ন্যায়সঙ্গত এই ঘোষণা করিয়া তাঁহারা আপনাদের উদার রাজনীতির অনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন। আফগান যুদ্ধে সর্ব্বসমেত প্রায় ১৮ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে গত তিন বৎসরে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ১১ কোটী টাকা উদ্বৃত্ত হয়, সেই ১১ কোটী বাদ দিলেও ৭ কোটী টাকার অপ্রতুল থাকে। লার্ড হার্টিংটন তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে এরূপ আভাস দিয়াছেন, যে ভারতবর্ষের ঋণ ভার বৃদ্ধি না করিয়া ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতেই এই ৭ কোটি টাকা দেওয়া উচিত।

লাইসেন্স টাক্স সম্বন্ধে লার্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন ভারতবর্ষের রাজস্বের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে বর্ত্তমান আয়ের কোন দ্বার রুদ্ধ করিতে সাহস হয় না। লাইসেন্স টাক্স যে লোকের নিতান্ত অপ্রিয় তাহা স্বীকার করিয়াও তিনি ইহা উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব কি না এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ইহাও বলিয়াছেন যে বার্ষিক ১০০ টাকার পরিবর্ত্তে ৫০০ টাকা আয়ের উপর উক্ত কর স্থাপন করাতে অসন্তোষের কারণ অনেকাংশে গিয়াছে। এই ট্যাক্সটীর জন্য দরিদ্র ব্যবসায়ী লোকে কিরূপ ক্লেশ পাইতেছে, ষ্টেট সেক্রেটারি তাহা জানেন না। একে সাক্ষাৎভাবে যে কোন কর গৃহীত হয় সে সমুদায়ই লোকের নানাপ্রকার ক্লেশের উৎপাদন করে তাহাতে আবার এই ট্যাক্স যে ভাবে সংগৃহীত হয় তাহাতে দরিদ্র লোকের যাতনার সীমা থাকে না। যদি গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া প্রজাদিগকে এই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে পারিতেন তাহা হইলে ভাল হইত।

যাহা হউক বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের যুদ্ধের ব্যয় সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন সে জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিই। অপরাপর বিষয়ে যে তাঁহারা সহসা কেন আমাদের আশানুরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ভারতবর্ষের অবস্থা এরূপ

গত হইয়া সমস্তত: ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যেমন এই জগন্মণ্ডল কোটি কোটি যুগে আদিম বাষ্পরাশি হইতে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি আরও কোটী কোটী যুগে উহার ক্ষ[illegible] বিলয় সমাহিত হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে ঐরূপ প্রকার মহা প্রলয়ে জগতের সত্তা [illegible] হইল কি না? এতদুত্তরে যুক্তি ও কল্পনা এই [illegible] বলিবে যে মহাপ্রলয় কালে বর্ত্তমান অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইল বটে, কিন্তু তাহার [illegible] সৃষ্টি ক্রিয়া যে আর হইবেক না, এরূপ [illegible] পারে না যেমন প্রথম সৃষ্টি কালে পরমাণুরাশির আকর্ষণ শক্তির আতিশয্য ও সম্প্রসারণ শক্তির ন্যূনতা নিবন্ধন ক্রমে বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি ব্যাপার হইয়াছিল আবার তাদৃশ অবস্থা সংঘটিত না হইবার কারণ কি? মহাপ্রলয় কালে সম্প্রসারণ শক্তির চরম আধিক্য ও প্রাধান্য হয়। কালে যে আবার সেই সম্প্রসারণ শক্তির খর্ব্বতা ও আকর্ষণ শক্তির প্রবলতা হইবেক না, এবং তন্নিবন্ধন পুনর্ব্বার পরমাণু রাশি ক্রমশ: সঙ্কীর্ণতা ও ঘনীভাব ধারণ করিবেক না, তাহাতেই বা প্রমাণ কি আছে?

এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপন্ন হইল যে, জগতে দুর্লক্ষ্য অপ্রতিহত প্রোল[illegible] এ কার্য্য পরম্পরা হইয়া যাইতেছে, ঈশ্বর জগতে[illegible], নিয়ন্তা অথবা কর্ম বিধাতা নহেন। [illegible], সর্ব্বজ্ঞ, দয়াময়, অমৃতস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমময়, জ্যোতির্ম্ময়, নিরবয়ব, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, পবিত্রস্বরূপ পরম পিতা নাই। প্রকৃতিগত যে শক্তিবলে স্বভাবের কার্য্য হইয়া যাইতেছে, তাহাকে ঈশ্বর বলিতে হয় বল, কিন্তু অন্য ঈশ্বর অপ্রামাণ্য। যদি বল এরূপ ঈশ্বর থাকিলেই কি আর না থাকিলেই কি, [illegible] কি করিব? সকল সত্য তোমার মনের মত না হইতে পারে।"

এখন পাঠকগণ দেখুন রাজবিহারী বাবু যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্দ্বারা সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহগণ যে রীতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারই বর্ণন করা হইয়াছে। ঐ ঐ মতে এরূপ কোন কথা বলিতেছে না যে, গ্রহ ও উপগ্রহাদি নিত্য পদার্থ। না: [illegible] পদার্থই জন্য ইহাই স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে। [illegible] সকল পরমাণু সম্মিলনে উৎপন্ন হয় এবং [illegible] কেহ অস্বীকার করেন না।

[illegible] পরমাণু নিত্য [illegible] অনিত্য এস্থলে তাহারও বিচার করা কর্ত্তব্য। [illegible] যদি নিত্য বলা যায় তাহা হইলে তাহাকে অবিকৃত বলিতে হইবে। তাহার কদাপি বিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু রাজবিহারী বাবু লিখিয়াছেন, "আমাদের আবাসভূত এই পৃথিবী প্রথমে বাষ্পময়ী ছিলেন, পরে ক্রমশ: তাপহীনা হইয়া জলময়ী হইলেন।" পরমাণুবাদিরা বলেন, জলীয় পরমাণুরাশি স্বতন্ত্র ও পার্থিব পরমাণুরাশি স্বতন্ত্র। পরমাণু নিত্য ও অবিকৃত একথা যদি স্বীকার কর তাহা হইলে জলীয় পরমাণু পার্থিবরূপতা ধারণ করিতে পারে না, পার্থিব পরমাণুও জলরূপতা প্রাপ্ত হয় না। নিত্যের লক্ষণ এই তাহার বিনাশ বা রূপবিপর্য্যয়াদি কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। কিন্তু রাজবিহারী বাবু তাহার রূপবিপর্য্যয় ঘটাইতেছেন। অতএব স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে পরমাণু নিত্য নয়। রাজবিহারী বাবু! আরও এক কথা এই, আমরা অহরহ: প্রত্যক্ষ করিতেছি, মানুষের ইচ্ছামত পরমাণুর ধ্বংস ও রূপবিপর্য্যয়াদি ঘটিতেছে পরমাণু যদি নিত্য হইত তাহা হইলে উহার সংখ্যা নিয়মিত হইত। উহার হ্রাস বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। সংস্কৃত নৈয়ায়িকেরা বলেন জীবাত্মা নিত্য। যেগুলি বরাবর আছে সেই গুলিই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে না। কিন্তু লোক সংখ্যায় প্রমাণ হইয়াছে পৃথিবীতে জীবের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে।

ঐরূপ যদি পরমাণু নিত্য হইত তাহা হইলে সেই পরমাণুগুলিই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হইত না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি উত্তরোত্তর পরমাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে! কি গ্রাম, নগর, জনপদ, ও মাঠ, পাহাড়, পর্ব্বত, সকলই দিন দিন উচ্চ হইয়া উঠিতেছে। নদী, নদ, সাগর প্রভৃতির গর্ভ যদি ক্রমে নিম্ন হইয়া যাইত, তাহা হইলেও কথঞ্চিৎ সমাধান হইবার আশ্বাস থাকিত। কিন্তু তাহা নয়, নদী, নদ, ও সাগরাদির গর্ভও ক্রমে উচ্চতা প্রাপ্ত হইতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে পৃথিবী স্তরে স্তরে বাদ্ধত হইয়াছে। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে পরমাণু নিত্য ও অবিকৃত নহে।

[illegible] একটী বড় শক্ত কথা আছে, মহাপ্রলয় ও মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টি। এটী পরমাণুরাশির সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ দ্বারা ঘটিয়া থাকে। সেই সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ পরমাণুর ইচ্ছাকৃত, সেই ইচ্ছা যে কখন ঘটিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। কোটি বৎসর পরেও মহা প্রলয় ঘটিতে পারে ১০ হাজার বৎসর পরেও ঘটিতে পারে। কিন্তু পরমাণু জড় পদার্থ তাহার ইচ্ছার সম্ভাবনা কি? যদি বল স্বাভাবিক শক্তি বশেই সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ হয়, তবে মাসে মাসে ও বর্ষে বর্ষে না হয় কেন? যখন যখন হইবে না নির্দ্দিষ্ট কালে হইবে ইহার নিয়ামক কে? রাজবিহারী বাবু! যদি বল তাহার নিয়ামক কেহ নাই স্বাভাবিক শক্তিবশে যে ঐরূপ ঘটনা হয় ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে তোমার বৃথা জলধিবন্ধন হইল। রাজবিহারী বাবু! নিশ্চয় জানিবে যে মতের সমুদয় অংশ প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায় না কতক কল্পনা করিয়া লইতে হয়, কতক স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সে মত মিথ্যা।

রাজবিহারী বাবুর দীর্ঘ পত্রের যে পর্য্যন্ত আমরা-মূল বিচারের উপযোগী বলিয়া বোধ করিলাম, সেই পর্য্যন্তই আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, অপর অংশ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

উপসংহারে বক্তব্য এই, রাজবিহারী বাবু! তুমি নাস্তিক পথাবলম্বী হইয়াছ. তুমি যে কথা বলিবে তাহার প্রত্যক্ষ গাহ্য ও পরীক্ষা যোগ্য প্রমাণ দিতে হইবে। তুমি যদি পরমাণুর নিত্যতার ও তাহার নিয়মিত ক্রিয়ার ঐরূপ প্রমাণ দিতে পার তাহা হইলে পুনর্ব্বার লেখনী গ্রহণ করিও নতুবা পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি বিজৃম্ভিত কল্পনা কল্পিত কতকগুলা পুরাতন মত অবুদ্ধিপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়া লোককে বিরক্ত করিও না।

নূতন পুস্তক।

লীলাবতী। লীলাবতী নামে যে সংস্কৃত গণিত-গ্রন্থ প্রচলিত আছে, এখানি তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে ক্ষেত্র ব্যবহারের কিয়দংশ পর্য্যন্ত অনুবাদিত হইয়াছে। গোবিন্দমোহন রায় গণিতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তাঁহার কৃত অনুবাদ যে উৎকৃষ্ট হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

বামনাখ্যান। নদীয়া জেলার অন্ত:পাতী বহিরগাছি নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন তর্কপঞ্চানন সংস্কৃত পদ্যে এখানির প্রণয়ন করিয়াছেন। পদ্যগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। পদ্যগুলি পাঠ করিলে আধুনিক কবির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। পদ্য গুলি যেমন প্রসাদগুণবিশিষ্ট তেমনি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। কবিতা গুলি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আদর করিয়া ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন এবং স্বব্যয়ে ইহার মুদ্রণকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

ভালবাসা। এখানি একখানি গদ্য গ্রন্থ। এখানি লেখকের মনের ভাবে পরিপূর্ণ। লেখক স্বয়ংই লিখিয়াছেন তাঁহার রচনার প্রতি তত দূর দৃষ্টি নাই।

শাক্যসিংহ। ইহাতে শাক্যসিংহের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর চৌধুরী ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। লেখা মন্দ হয় নাই।

খ্রীষ্টীয় বান্ধব। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইলাম।

আর্য্যপ্রভা। এখানি মাসিক সমালোচন পত্র। ইহার প্রথম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইলাম।

বসাপাগলানগরির ফল মূল ও বৃক্ষের ১৮৮০ সালের মূল্যের তালিকা।

বিবিধ সংবাদ

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যে সকল দেশীয় বালক অধ্যয়ন করে তাহাদিগের অবস্থা শোচনীয় শুনিয়া শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ও বাঙ্গালার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন। শুনা গেল তাঁহারা তাহাদিগের অবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহাদিগের কোন কষ্ট না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

হাজারিবাগস্থ কোন চা-ব্যবসায়ীর দোকানে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক জুতা পায় দিয়া প্রবেশ করাতে সাহেব তাঁহাকে বৃথা কিল চাপড় প্রভৃতি মারিয়াছিলেন। মাষ্টার বাবু ছোটনাগপুরের ডেপুটী কমিশনরের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন।

আমাদের মাননীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের পুত্র ভিভিয়ান ইডেন সম্প্রতি একদিন শিকারার্থ ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি পথিমধ্যে একটী সর্প দেখিতে পান এবং যেমন বন্দুকের নীচের দিক দিয়া সর্পকে প্রহার করিবেন অমনি উহা অদৃশ্য হইয়া যায় এবং পরে তাঁহার উদরে প্রবেশ করে। এই ঘটনার ৬ ঘণ্টা পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সম্প্রতি কোকনদে প্রায় ২৫ হাজার ক্ষৌরকার একত্র হইয়া একটি সভা করিয়াছিল। শুনা গেল ইহাদের সকলেই আপন আপন বিধবা কন্যা প্রভৃতিকে বিধবা-মতে বিবাহ দিবে এবং আপনারাও ঐ মতে বিবাহ করিবে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে।

ষ্টেটসম্যানের রেঙ্গুণস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন তথায় একজন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান প্রায় তিন বৎসর কাল ছোট আদালতের জজ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কার্য্য করাতে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি পাইয়া এক্ষণে ১০০ টাকা হইয়াছে। চাকরীর বাজার বড় মহার্ঘ্য।

আয়র্লণ্ডে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। দক্ষিণ আয়র্লণ্ডের অধিবাসীগণ রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে নির্জ্জনে যুদ্ধকার্য্য শিক্ষা করিতেছে। যে সকল লোক তাহাদের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন তাহারা তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার গৃহে অগ্নি এবং কাহাকে বা বধ করিতেছে।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে এক প্রকার বৃহদাকার ঊর্ণনাভ লণ্ডনে আনীত হইয়াছে যে তাহা অনায়াসে ইন্দুর আরসুলা প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে পারে। ইহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ লোমে আচ্ছাদিত এবং দেখিতে চড়াই পক্ষীর মত। ইহার বিষ আছে।

এক্ষণে সমস্ত পৃথিবীতে ২৭৯৯০ খানি সংবাদপত্র আছে। তন্মধ্যে জর্ম্মাণিতে ৩৭৭৮, অষ্ট্রীয়ায় ইংলণ্ডে ২৫০৯, ফ্রান্সে ২০০০, ইটালীতে ১২২৫ রুশে ৫০০, আসিয়ায় ৩৮০, আফ্রিকায় ৫০, আমেরিকায় ১২২৬ ও অষ্ট্রেলিয়ায় ১০০।

রেঙ্গুন গেজেট বলেন মান্দ্রাজের কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিস একজন কুলীর নিকট হইতে ২৫ টাকায় একজন স্ত্রীলোক ক্রয় করিয়াছে। গবাদি পশু ব্যবসায়ের ন্যায় মান্দ্রাজে কি অদ্যাপি মনুষ্য ব্যবসায়ের রীতি প্রচলিত আছে?

মান্দ্রাজে একজন পুলিস কর্ম্মচারীর পদশূন্য হওয়ায় ৭৫ খানি দরখাস্ত উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে ছয়জন মুসলমান ডেপুটী কালেক্টর এবং দুইজন মহীসুরের কমিশনর আবেদন করেন।

রুশের নাগাসাকির লোকেরা সম্প্রতি ৬০০০০০ লক্ষ মণ কয়লা জাহাজ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছেন। চীন ও রুশের সহিত সংগ্রামই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

জাপানে কয়েক দিবস হইতে ধূমকেতু উদয় হইতে দেখা যাইতেছে। ইহাতে সকলেই দুর্ভিক্ষ ভয় আশঙ্কা করিতেছেন।

ফরাসী দেশীয় একটী বিধবার প্রভূত সম্পত্তি ছিল। তাঁহার একটী কন্যা ভিন্ন আর কেহই ছিল না। কন্যাটী অতিশয় রূপবতী ছিলেন। একদিন ইংলণ্ডবাসী একটী যুবকের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়। বিধবার কন্যাকে দেখিয়া অবধি যুবকের মনে অনুরাগের সঞ্চার হয়। যুবতীরও তাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মে কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহাদের প্রণয়ের বিরোধী হইলেন। তাঁহার এরূপ ইচ্ছা নয় যে উক্ত যুবকের সহিত তাঁহার কন্যার বিবা

তাঁহার কন্যাকে স্থানান্তরে লইয়া যান যুবতী স্থানান্তরিত হইলেন বটে কিন্তু গুপ্তভাবে যুবকের নিকট পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। যুবকও ঐরূপ করিতেন পরে তাঁহারা দুইজনে পলাইবার সংকল্প করিলেন; কিন্তু কন্যার মাতা সংবাদ পাইয়া এই ঘটনা পুলিসের গোচর করেন। নিদ্দিষ্ট দিবসে যুবক তাঁহাকে লইতে আসিলেন; কিন্তু যুবতী সেই গাড়িতে আরোহণ করিবেন অমনি পুলিস আসিয়া যুবককে ধৃত করিল। যুবতী উহা দেখিয়া তথা হইতে পলাইয়া যান এবং প্রাণত্যাগ মানসে নদীতে পতিত হন। সৌভাগ্যক্রমে সেই স্থান দিয়া একখানি নৌকা যাইতেছিল যুবতীকে জলে পতিত দেখিয়া আরোহীরা তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া নিকটস্থ পুলিসের হস্তে অর্পণ করেন। যুবতী তখন কিয়ৎক্ষণ শোকে অচেতন ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার কঠিন পীড়া হইয়াছে। যুবকও এক্ষণে কারাগারে বাস করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট ভারতের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত বড় ব্যস্ত। পাঠক ইহার একটী উদাহরণ দেখুন। অনেক বৎসর হইল টিকিটওয়ালা লেফাফা পাওয়া যাইত। রাজস্ব বিভাগের কতিপয় বিচক্ষণ কর্ম্মচারী হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে উহা উঠাইয়া দিলে প্রতি বর্ষে দুই শত টাকা বাঁচিয়া যায় এবং তন্নিমিত্ত উহা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

গবর্ণর জেনরল লর্ড রিপন ৮ ই অক্টোবর সিমলা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবেন এবং গবর্ণমেণ্ট আফিসরেরা ১ লা অক্টোবর যাত্রা করিবেন। ইঁহার আগমন কালে অম্বালা, লাহোর, মুলতান, গুজর, বোম্বাই ও বোম্বাইয়ে দরবার হইবে।

গত বর্ষে ভারতবর্ষীয় লবণের শুল্কে ৭০৮১১০০০ টাকা আয় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে ৭১৩০২১০০ টাকা আয় হয়।

হাইকোর্টের জজ এইচ্ মেকফিন সাহেব স্থায়ীরূপে স্বপদে স্থাপিত হইলেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম লর্ড উইলিয়ম বেরেসফোর্ড গত সপ্তাহে [illegible] নামক স্থানে অশ্ব হইতে পতিত হওয়াতে তাঁহার স্কন্ধের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরী ক্যাসপার পর্ডন ক্লার্ক নামক এক ব্যক্তিকে ভারতবর্ষজাত উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্যের নমুনা সকল ক্রয় করণার্থ শীঘ্র প্রেরণ করিবেন। এই সকল নমুনা দক্ষিণ কেন্সিংটনের মিউজিয়মে রাখা হইবে।

আমেরিকা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ফিলাডেলফিয়ার রেলওয়ে কোম্পানি ডাক্তার ট্যানারের উপর এই ভার দিয়াছেন, তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, যদি শ্রমজীবীরা অনাহারে ২৪ ঘণ্টাকাল সমান কাজ করিতে পারে তবে তিনি তাহাদিগকে দুই বেলার বেতন না দিয়া এক বেলার বেতন দিবেন।

টিকারী ও গয়া জেলার স্কুল হইতে

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল মারকুইস রীপনের নিকটে ভারতসভা লাইসেন্সকর উঠাইয়া দিবার প্রার্থনা করাতে তিনি তাহার যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকের মনে হইয়াছিল আগামী বর্ষে আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবার সময়ে উঁহার সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করিতে পারেন। আলাহাবাদের পাওনিয়ার উঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বড়ই আশঙ্কিত হইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা নয় যে এ করটী কোন কালে উঠিয়া যায়। যদি মহাত্মভব রীপন এই অত্যাচারকর করটী কখন উঠাইয়া দেন, তাহা হইলেই জোঁকের মুখে নুণ পড়িবে।

রেলওয়ে সমূহের টিকিটে ভাড়ার হার দেশীয় ভাষায় লেখা না থাকাতে অনেক সময় অনেক গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে বলিয়াছেন, এখন হইতে যেন টিকিটে ভাড়ার হার ইংরাজির পরিবর্ত্তে বাঙ্গালায় লেখা হয়।

ডেভি নামে যে সৈনিক পুরুষ পাহাড়ী স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছিল সম্প্রতি নাইনিতালে তাহার বিচার হইয়াগিয়াছে। জুরিরা বলেন ডেভি হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে আঘাত করে নাই। অতএব তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা দেওয়া হউক কিন্তু বিচারপতি তাহা না করিয়া তাহার যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

আমেরিকায় একপ্রকার রেলওয়ে এঞ্জিন প্রস্তুত হইয়াছে [illegible] মিনিটে এক মাইল করিয়া যাইতে পারে। ইহার নির্ম্মাতা বলিয়াছেন যে ইহা পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় ৯০ মাইল করিয়া যাইবে।

আমাদের দেশে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী হয় লাবডন ষ্ট্রাচি তাহার উপর শুল্ক নিদ্ধারিত করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ষ্টেট সেক্রেটরি উহা উঠাইয়া দিয়াছেন।

ফরাসিদেশীয় একটী যুবতী চিকিৎসাশাস্ত্রাধ্যায়ী কোন যুবকের প্রণয়ে আবদ্ধা হইয়াছিলেন এবং সেই প্রণয় প্রভাবেই তিনি তাঁহার অধ্যয়নের নিমিত্ত প্রভূত অর্থ দান করেন। পক্ষান্তরে যুবকও তাঁহাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে যুবক পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়া কোন উচ্চকুলজাতা অন্য একটী রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন কিন্তু যুবতীর হৃদয়ে যে প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহা উৎপাটিত হইল না। তিনি যে কোনরূপেই হউক যুবকের প্রণয় লাভ করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। একদিন যুবক গমন করিতেছেন এমন সময়ে তিনি তাঁহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন এবং যখন যুবকের মৃত দেহ ভূমিতে পতিত হয় তখন তিনি সাদরে তাহা বক্ষে ধারণ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিয়াছিলেন।

আমাদের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সার নেভিলি চেম্বারলেনের পর যিনি উক্ত কার্য্য গ্রহণ করিবেন তাঁহাকে বাৎসরিক ৭০০০০ টাকার স্থলে ৬৬০০০ টাকা বেতন প্রদত্ত হইবে। শুনা গেল বোম্বাইয়ের সৈন্যাধ্যক্ষের বেতনও এইরূপে হ্রাস করা হইবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম হংকংয়ের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও রেজিষ্টারের কোর্টের মধ্যে মহাবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। বিবাদ এরূপ গুরুতর হইয়াছিল যে উভয়েই স্থানীয় বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন।

২৯ এ আগষ্ট রাত্রিতে জয়পুরে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। কম্পনের অনতি পূর্ব্বে ভূগর্ভ হইতে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় এরূপ ভীষণ শব্দ উত্থিত হয় যে তচ্ছ্রবণে দেশের লোকে জাগরিত হইয়া উঠে। এবং ময়ূর ময়ূরীরা মেঘ গর্জ্জন মনে করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া কেকারব করিয়াছিল।

ক্যাপ্টেন উইল্টেন নামক পেশোয়ার কমিসনরের [illegible] কর্ম্মচারীর [illegible] মাজিষ্ট্রেটের কোন কার্য্যে [illegible] পারেন। [illegible] প্রদেশীয় [illegible] বিচার ভার অর্পণ করেন। [illegible] হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছেন। [illegible] বিচার [illegible] সন্দেহ করিয়া [illegible] কোন [illegible] বলা যায় না।

সিবিল [illegible] নিজ্যামের [illegible] একটী [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] লোকে [illegible] উঠিতে পারে।

মান্দ্রাজ [illegible] ১৩ এ আগষ্ট মন্দ্রাজ হইতে ৭০ লক্ষ টাকা [illegible] প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত টাকা শীঘ্রই [illegible] প্রেরিত হইবে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম [illegible] বিভাগের টীকা দান কার্য্যের [illegible] ডাক্তার কে, পি, গুপ্ত বাঙ্গালার প্রতিনিধি [illegible] হইলেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

৮ ই সেপ্টেম্বর। সাহাবাদের অন্তর্গত সাসারামের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মি, জে, এস কাউওয়ার ঐ জেলার সদর ষ্টেষনে বদলী হইলেন।

১০ ই সেপ্টেম্বর সাহাবাদের অন্তর্গত আরার ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্রনারায়ন সিং ১৮৮০ অব্দের বি, সি ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর। বাঁকীর তহশিল আপীলের ভার প্রাপ্ত বাবু বলরাম বসু ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও সমেস্তের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২ য় শ্রেণীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, ই পার্জিটার জে. সি. সি. আর এচ, আওয়ান ২ য় আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত ১ ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইয়াছিলেন। তিনি কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] ই, টি, [illegible] ও টি, এস. এল, জেনকিন্স [illegible] য আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত ২ য় শ্রেণীর [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] হইলেন।

[illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] হইতে [illegible] অনুসারে ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] চৌধুরী ২ য় শ্রেণীতে প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীনবন্ধু [illegible] ২ য় শ্রেণীতে ও [illegible] ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

আফগানিস্থানের যুদ্ধসংবাদ।

সেনাপতি ম্যাগিকাল তাঁহার সৈন্য সামন্ত [illegible] হইতে কেল্লা আবদুলার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

এখানকার জনৈক উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার একজন ভৃত্য, একখানি শিবিকা ও ১২ জন শিবিকাবাহক ঐ নৌকায় ছিলেন। শ্যামল বাবু ইতিপূর্ব্বে এখানকার টমাস সাহেব নামক একজন ধনী সদাগরের মকদ্দমা উপলক্ষে বেগুনবাড়ী নামক স্থানে যাইয়াছিলেন। শুনা গেল ঐ খেয়াতে আবগারির ছয় শত আন্দাজ টাকা লইয়া কয়েকজন চাপরাশী আসিতেছিল এবং অন্যান্য লোকের চাকর ইত্যাদিতে ৩০। ৩২ জন লোক । তরীখানি ভাগীরথীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে একটী প্রচণ্ড ঝটিকা উত্থিত হইয়া পাইল সহ মাস্তলটী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নৌকার তলা ফাঁসিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে জল উঠিয়া মগ্ন হইবার উপক্রম হয় *। উপস্থিত বিপদ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আরোহীরা একে একে জলে লাফাইয়া পড়িতে থাকে। প্রথমে দুইজন চাকর একটী বাঁশ ধরিয়া জলে পড়ে এবং নির্ব্বিঘ্নে কিনারায় আসিয়া উঠে। একজন চাপরাশীও সাঁতার দিয়া প্রাণ রক্ষা করে। ৮। ৯ মাস অন্তঃসত্ত্বা এক গোয়ালিনী এই বিপদের সময় জলে ঝাঁপ দেয়। সে পতিত হইবা মাত্র ২০। ২৫ বৎসরের এক যুবা গোয়ালা তাহার দুগ্ধের কলসির দুগ্ধ ফেলিয়া দিয়া সেইটীর আশ্রয়ে জলে পড়ে এবং সাঁতার দিয়া পীরপাহাড় নামক স্থানে উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করে। শ্যামল বাবু প্রভৃতি জলে পড়িয়া প্রথমে পাল্কীখানি আশ্রয় করেন কিন্তু পরিশেষে দেখিতে পান সকলে লাফাইয়া পড়ায় নৌকা খানি উর্দ্ধ হইয়া ভাসিতেছে। তদ্দৃষ্টে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ১০ জন লোক যাইয়া ঐ নৌকা ধরেন। নৌকা ধরিয়া সকলে চীৎকার করিতে করিতে স্রোতে বেগে ভাসিয়া ভাসিয়া বেলা আন্দাজ দুইটার সময় মুঙ্গের হইতে ৫। ৬ ক্রোশ দূরে ঘোরি নামক স্থানে উপস্থিত হন, একখানি মহাজনী নৌকা সকলকে তুলিয়া লওয়ায় ঈশ্বরকৃপায় অনেকগুলি লোকের জীবন রক্ষা হইয়াছে। অন্যান্য আরোহীদিগের অদ্যাপি কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ঐ দিনটার ঝড়ে লালদরজার কাছে একখানি লবণের কিস্তি জলমগ্ন হয়। ইহার মাঝি কয়েকজনেরই প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

এতদঞ্চলের পথের পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র ও অনেক ভাড়াটিয়া বাটীর কূপ গুলির অবস্থা অতি মন্দ। রীতিমত পাড় বাঁধাই না থাকায় গো, মেষ, মহিষাদি পশু, পশু কেন মনুষ্যের পক্ষেও নিরাপদ নহে। একেত কূপ গুলির পাড় নাই বলিলেই হয়, তাহার উপর যখন এই দুরন্ত বর্ষায় ভিতরকার মাটির চাপড়া খসিতে থাকে, তখন তাহা হইতে জল তোলা যে কেমন বিপদাবহ তাহা সহজেই অনুভূত হইবে। অতএব আমরা স্থানীয় মিউনিসিপালিটীকে অনুরোধ করি যে, এই সকল কূপের প্রতি তাঁহাদের যেন দৃষ্টি থাকে।

যে মহাজনী নৌকার মাঝিরা উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে উত্তোলন করিয়াছিল, সদাগর টমাস সাহেব তাহাদিগকে একশত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। শ্যামল বাবুও নির্ব্বিঘ্নে বাটী আসিয়া দীন দরিদ্রদিগকে যথেষ্ট দান করিতেছেন।

রাণাঘাট।

এখানকার বাইতি পাড়া, সিদ্ধান্ত পাড়া, রাধাবল্লভ তলা, বসন্তবটি তলা এই কয়েকটী পল্লীর মধ্যস্থলে একটী পোষ্ট পিলার বা লেটার বক্স না থাকাতে ডাকে পত্রাদি দিতে রাণাঘাটের মধ্যে এই কয়েকটী পল্লীর অধিবাসিগণের অতিশয় অসুবিধা ও ক্লেশ হইয়া থাকে। নিজ ডাকঘর এই কয়েকটী স্থান হইতে অনেকদূরে অবস্থিত আর অন্য পল্লীতে যে দুই একটী লেটার বক্স আছে তাহাতে পত্রাদি দিবার এই সকল স্থানবাসী লোকের সুবিধা হয় না। আমরা ভরসা করি এ বিভাগের কার্য্যদক্ষ সুযোগ্য ইনস্পেকটিং পোষ্ট মাষ্টার আমাদিগের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ ঘোষাল মহাশয় কয়েকটী পল্লীর মধ্যস্থলবর্ত্তী সাধারণ রাস্তার চৌমাথায় একটী আইরন পোষ্ট পিলার বা একটী লেটার বক্স সংস্থাপিত করিয়া এই সকল পল্লীর অধিবাসীগণের ডাকে পত্র দিবার অসুবিধা দূরীভূত করিয়া দিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতার ভাজন হউন।

রাণাঘাটের দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিলাম। প্রতিদিন প্রাতে এই চিকিৎসালয়ে প্রায় ২০। ২৫ জন দুঃখী লোক ঔষধ লইতে আইসে। দাতব্য ঔষধালয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় এবং কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত বাবু বিশেশ্বর রায় উভয়েই যোগ্য লোক। বিশেষতঃ কম্পাউণ্ডার মহাশয়ের দুঃখী পীড়িতগণের প্রতি স্নেহ ও সান্ত্বনা দেখিয়া আমরা অধিকতর আনন্দিত হইয়াছি। কেবল দুঃখিত হইলাম এই ঔষধালয়ের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নানাপ্রকার ঔষধ ও চিকিৎসোপযোগী নানাবিধ যন্ত্র ও অস্ত্রাদি না থাকায় আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না। আমরা ভরসা করি মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া দুঃখী পীড়িত প্রজাগণের অজস্র আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবেন।

এখানকার বড় বাজারে ও রাধাবল্লভ তলার বাজারে প্রত্যহ কুষ্টিয়া হইতে আগত পচা মৎস্য ঝুড়ি ঝুড়ি বিক্রয় হইয়া থাকে ইহাতে সাধারণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া বিশূচিকাদি সাংক্রামিক রোগের প্রাদুর্ভাব হইবার সম্ভব। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৭৩ (মনুষ্যের আহারীয় কি পানীয় দ্রব্য পীড়া জনক জানিয়া মনুষ্যের আহার কি পানার্থ বিক্রয় করণ) ধারায়, এরূপ অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য বিক্রয়ের স্পষ্ট নিষেধ আছে। রাণাঘাটের নবাগত সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু মহোদয় এ বিষয়ে একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিলেই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। ভবিষ্যতে যাহাতে বাজারে এরূপ পচা ভৈলিশ মৎস্য বিক্রয় না হয় ডেপুটী বাবুর নিকট এই আমাদিগের অনুরোধ।

শান্তিপুর।

১। আমাদের নবাগত কৃতবিদ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহাশয় রাণাঘাট সবডিবিজনের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এ সংবাদটী আমরা গত বারের সোমপ্রকাশে সহৃদয় পাঠক সমাজের সুগোচর করিয়াছি, কিন্তু ইহাঁর কার্য্য ও ব্যবহার প্রণালী সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার অবকাশ পাই নাই। কারণ লোকের কার্য্য ও ব্যবহারাদি স্বচক্ষে পরিদর্শন না করিয়া তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা বিশুদ্ধ যুক্তির অননুমোদিত। আমরা প্রামাণিক সূত্রে ইতিপূর্ব্বে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলাম যে, রামচরণ বাবু একজন বিচক্ষণ হাকিম। কিন্তু গত সোমবার এখানকার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চে উক্ত ডেপুটী বাবুর বিচার ও ব্যবহার প্রণালী প্রভৃতি দেখিয়া আমাদের কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে শোভা রক্ষা হওয়াই কথা।

২। বিগত সোমবারের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুদের বেঞ্চে কয়েকটী ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত ছিল, তন্মধ্যে দুইটী মকদ্দমা আশানুরূপ বিচারিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আসামীরা আইনের বিধানানুসারে দণ্ডিত হয় নাই। এই দুইটী মকদ্দমার একটী দণ্ডবিধি আইনের ৪২৬ ধারার অপরাধ। অপরটী এক আইনের ২০ ধারা মতে বিচারার্থ প্রেরিত হয়। প্রথমোক্ত মকদ্দমাটী অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবু কালীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য; ডাক্তার যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (এম, বি,) ও বাবু মহেশচন্দ্র রায় (বেঞ্চের

* এই পত্র খানি গত সপ্তাহে অসময়ে আমাদের হস্তগত হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। ইহার লিখিত বিষয় গুলি পরিত্যাগের যোগ্য নয় বলিয়া প্রকাশিত হইল।

বিজ্ঞাপন

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯০ নং গ্রে ষ্ট্রীট, শ্যামপুকুর।

এই চিকিৎসালয়ে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ঔষধ, তৈল, ঘৃতাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং নবাবিষ্কৃত ঔষধের তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ হয়।

যোগসিন্ধুরস। ইহা সেবনে নিশ্চয় সকল প্রকার মেহ, সপূয় ধাতু, জ্বালা রক্তপ্রস্রাব ও ৭ দিবসের মধ্যে নিঃশেষ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৴০ আনা।

মালতি কুসুম তৈল। ইহা ব্যবহারে কেশ পুষ্ট ও ঘন হইয়া, টাক আরোগ্য হয়। মস্তিষ্কের উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া, শীরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, মন চঞ্চল করা ও মূর্চ্ছাদি বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। ইহা মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৴০ আনা।

কামোদ্দীপক রসায়ন। ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, শিথিল ইন্দ্রিয় ও ধ্বজভঙ্গাদি রোগ বিনষ্ট হয় ও শরীর স্থূল, সরল ও বীর্য্যবান হইয়া রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ১ শিশির মূল্য ৩, প্যাকিং ৴০ আনা।

রবিসুন্দর রস। ইহাতে সজ্বর কোষবৃদ্ধি, একাশিরা, বাতশিরা, শ্লিপদাদি রোগ আরোগ্য হয়। ১ বোটার মূল্য ২, প্যাকিং ৴০ আনা।

অর্শারি রসায়ন। ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় সকল প্রকার অর্শ একেবারে আরোগ্য হয়। সপ্তাহ মধ্যে বলি খসিয়া পড়ে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৴০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

কথা সরিৎ-সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১॥০ টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। গ্রহণার্থী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

—•:•—

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম রক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ।১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—১, টাকা। প্যাকিং ৴০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ

চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুযাসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা
প্যাকিং ৴০ দুই আনা

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ... ৵ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার দুরারোগ্য শিরোরোগ উপশম হয়। মাথা ধরা, মাথাঘোরা, খুসখুসি, কেশদদ্রু, মস্তিষ্কহীনতা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অল্পতা, টাক প্রভৃতি মস্তিষ্কের পীড়া সমূহ নষ্ট হয়। কেশ সকল ঘন, পুষ্ট ও বৃদ্ধি হয়। এবং অকাল পক্কতা দূর হইয়া চক্ষু জ্যোতির্বিশিষ্ট হয়। এবং গাত্রে ব্যবহার করিলে চুলি, পাচড়া ও চুলকণা প্রভৃতি চর্ম্ম রোগ নষ্ট হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা।
প্যাকিং ৴০ দুই আনা।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৴০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চাঁদ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৫০ নং বাটী।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃশূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১॥০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্ত-শূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া

ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণ ... ... বহুতর লোক দ্বারা ... আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ... দাসের ষ্ট্রীট শ্রীকৈলাসচন্দ্র ... প্রাপ্য।

জ্বরনাশক নিষ্কোন।

সর্বপ্রকার ... নিষ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ... আউন্স শিশি ... আনা। নগদ মূল্যে ... মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

বি, এন, দাসের গণোরিয়া মিকশ্চর

ইহা দ্বারা নূতন, পুরাতন সর্ব প্রকার মেহ প্রমেহ ... প্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য ৩। প্যাকিং বড় শিশি ৩৸, মধ্যম ২, ছোট ১।০।

৮৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১।০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি ... সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্বলতা, অজীর্ণতা, বাত, ... (মেরমী) এমন কি শ্বাস কাশ ... উপকারী মহৌষধ। ১২ নং ... কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস ... পাওয়া যায়।

মহাশয়!

আমি বহু দিবস ... শারীরিক দৌর্বল্য ইত্যাদিতে ... অক্ষম হইয়া ছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলবান ও কার্যক্ষম হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিপদাস মণ্ডল

ময়মনসিংহ।

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্মকার

সাং শ্রীরামপুর।

ব্রহ্মচারীদত্ত মহৌষধ।

ইহাতে সর্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হয়। ২১ দিনের সেবনোপযুক্ত ঔষধের মূল্য ৫ টাকা ১১ দিনের ২৸০ ও সাত দিনের ১ টাকা। যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ বেয়ারিং পাঠান যাইবে।

এখান হইতে ঔষধ পেইড পাঠাইলে ডাকমাশুল ।০ মাত্র লাগিবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ ওবে

বিবিশেশ্বর ... বেনারস

শারীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৫৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ অনুগ্রহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র সরকার—নবদ্বীপ ৫
" নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী—পাণ্ডুয়া
" রাজকুমার রায়—নড়াইল
" শ্যামাচরণ বিশ্বাস—কলিকাতা
" শিবনাথ দত্ত—বশির
" " শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়—ভবানিপুর ৫।
" " দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র—বড়বাজার ৫॥
" " শ্রীনাথ অধিকারি—বাজিতপুর ৭
" " প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়—কাটোয়া ৭
" " বঙ্কবিহারি সিংহ—মুঙ্গের ৫॥
" " দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়—রাঁচি ৫
" " ভোলানাথ দাস—ধুবড়ি ৫
" " রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়—খুর্দা পুরী ৫
" " দেবেন্দ্রনাথ বসু—কটক ৩॥
" " গিরজাশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঁকিপুর ৭
" " শিবচরণ মিশ্র—কালিকাকুণ্ড ১০
" " বিপিনবিহারি কুণ্ডু—বল্লভপুর ৭
" " মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—আসাম ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, এবাহ চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

২৩ শ ভাগ   " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "   ২৪ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৭ সাল। ১২ ই আশ্বিন। ইং ১৮৮০। ২৭ এ সেপ্টেম্বর

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

বিজ্ঞাপন দাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার নূন আর লওয়া হইবে না।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

পত্রপ্রেরক রাজবিহারী বাবুর প্রতি।

রাজবিহারী বাবুর প্রেরিত আর একখানি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু এখানি চর্ব্বিত-চর্ব্বণপূর্ণ বলিয়া প্রকাশিত হইল না। রাজবিহারী বাবু বড় চটিয়া গিয়াছেন " আমি প্রথমাবধি বলিয়া আসিতেছি কোন বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ না থাকিলে তাহার অনুমান হইতে পারে না। " রাজবিহারী বাবু চটিয়াছেন বলিয়াই উত্তর পূর্ব্বে দেখিতে পান নাই। জগতের সহিত ঈশ্বরের যেরূপ নিত্য সম্বন্ধ অন্য কোন বস্তুর সহিত কি কাহার সেরূপ নিত্য সম্বন্ধ আছে? কুম্ভকারের সহিত কুম্ভের ক্ষণিক সম্বন্ধ। কুম্ভ তাহার হস্ত বিনিঃসৃত হইলে পর তাহার সহিত আর তাহার সম্বন্ধ থাকে না। সেই কুম্ভ হয় পুষ্করিণীর ঘাটে দেহত্যাগ করে নতুবা নদীতীরের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। কুম্ভকারের সহিত তার আর কখন দেখা সাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু জগতের সহিত ঈশ্বরের এরূপ সম্বন্ধ নয়। তিনি জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াই কুম্ভকারের ন্যায় তাহার সহিত নিঃসম্পর্ক হন না। তিনি ক্রোড়ে করিয়া ইহাকে পালন করেন। জগৎ যখন বিনষ্ট হয় তখন ইহাকে আত্মাতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন কালে জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। রাজবিহারী বাবু! ঊনবিংশ শতাব্দী হউক, আর বিংশ শতাব্দী হউক জড় পাদার্থ পরমাণুর নিজ ইচ্ছাক্রমে যে সংযোগ বিয়োগ হয় সেটী কি প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান সাধ্য? প্রত্যক্ষ হইলে রাজবিহারী বাবু! তুমি যে প্রকার লোক চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে ছাড়িতে না। তবে বলিতে হইবে, অনুমান সাধ্য। জড় পদার্থকে ঐশীশক্তি ও ঐশী ইচ্ছা-সম্পন্ন অনুমান করা অপেক্ষা ঈশ্বর অনুমান কি ইহার সহস্রগুণে সহজ নয়? রাজবিহারী বাবু! তুমি একবার অবিকৃত মস্তিষ্কে এবিষয়টী চিন্তা করিয়া দেখ। জড় পদার্থের ইচ্ছা স্বীকার করিলে লোকে পাগল বলিবে বলিয়া অনেক পরমাণুবাদী পণ্ডিত পরমাণুর সংযোগবিয়োগের প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজবিহারী বাবু! তুমি কি তাহার তত্ত্ব রাখ? জড়পদার্থের স্বাভাবিক শক্তি আছে তাহা অযথার্থ নয় কিন্তু সে শক্তির গতি নিয়ত। চৈতন্যশালীর ন্যায় তাহার ইচ্ছা সম্ভবে না। লৌহ চুম্বকের সন্নিকর্ষ হইলেই আকৃষ্ট হইবে তাহার দিন নাই ক্ষণ নাই দণ্ড নাই মুহূর্ত্ত নাই, সূর্য্য নিয়তকাল পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন। চকমকি পাথরে যখনই আঘাত করিবে তখনই উহা অগ্নি বমন করিবে। সেইরূপ পরমাণুর যদি সংযোগবিয়োগকারিণী স্বাভাবিক শক্তি থাকিত তাহা হইলে নিয়তকাল পরমাণুর সংযোগ বিয়োগ হইত। পাঁচ হাজার বৎসর দশ হাজার বৎসর অথবা কোটি বৎসর অন্তর পরমাণু-রাশির বিয়োগ হইয়া মহাপ্রলয়, খণ্ডপ্রলয় বা প্রলয় ঘটিবে এটী বড় বিচিত্র কথা। পরমাণুতে ঐশীইচ্ছার আরোপ ব্যতিরেকে এরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক রাজবিহারী বাবু।

যদি তুমি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বা পরীক্ষাযোগ্য কোন প্রমাণ দিতে পার পুনরায় [illegible] মণ্ডন করিও নতুবা বাচালতা প্রকাশ করিয়া লোক হাসাইও না। এই উনবিংশ শতাব্দীর [illegible] আমরা পরীক্ষা [illegible], এমন অদ্ভুত [illegible] আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি- তেছি জড়ীয় [illegible] পদার্থেরই জন্য। জগৎ সেই জড় পদার্থের সৃষ্টি [illegible] একজন চৈতন্যশালী [illegible] উন্মত্তমত দ্বারা ইহার [illegible] সম্ভাবনা নাই।

প্রেরিতপত্র

রাজবিহারী বাবু ধর্ম্ম বিষয়ে কি বহুরূপী?

সম্পাদক মহাশয়! আজ নিতান্ত দুঃখের সহিত লেখনী পরিচালন করিয়া আপনাকে ও আপনার প্রিয়তম পাঠকবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হই- লাম রাজবিহারী বাবু ধর্ম্ম-বিষয়ে কি বহুরূপী? বহুরূপীরা যেমন ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের বর্ণ পরিবর্তন করিয়া নূতন নূতন বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে; রাজ- বিহারী বাবুও সেইরূপ ধর্ম্মবিষয়ে আজ এ মত কাল অন্যমত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে নাস্তিকতা প্রমাণের জন্য বঙ্গদর্শন হইতে সাংখ্যের মত সকল উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে সাংখ্য মতে নাস্তিক বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন সাংখ্যের যে প্রকৃতি পুরুষ আস্তিকদিগের মধ্যে ঈশ্বর বলিয়া পরিগৃহীত হইল; যখন দেখিলেন সাংখ্যকার মনে মনে বেদ মানুন আর নাই মানুন, কিন্তু হিন্দু- সমাজের ভয়ে বেদকে অপৌরুষেয়, বলিয়া গিয়া- ছেন, যখন তিনি আরও জানিতে পারিলেন, সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল দেব আত্মার পরলোক নিত্যতা ও মুক্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এ মতে মত দিলে অবশ্য দুই দিন পরে পরাস্ত হইতে হইবে, এইরূপ অনেক কথা যখন তিনি দেখিলেন, [illegible] যে কূল তিনি অবলম্বন করিয়া ছিলেন, তাহা তর্কের বাত্যাঘাতে ক্রমশঃ ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল; তখন অনন্যোপায় হইয়া কুতর্কের অনুরোধে সে কূল পরিত্যাগ করিয়া আবার দ্বিতীয় কূলে—চার্ব্বাক মতে গিয়া তাঁহাকে নূতন বেশে পাঠক সমাজে দেখা দিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হই- লেন না। তিনি আর এখন সাংখ্য মতে নাস্তিক নন। তিনি ঘোর চার্ব্বাক মতাবলম্বী। চার্ব্বাকেরা বলিয়া থাকে "শরীর ভিন্ন আত্মা নাই। যেমন নানা শস্যাদির সংযোগে মাদকতা শক্তির উদ্ভব হয়, তদ্রূপ ক্ষিতি অপ্ তেজঃ ও মরুতের সংযোগ বিশেষে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দেহরূপ আশ্রয় ভঙ্গ হইলে সে চৈতন্য নাশ হয়। পরকাল নাই; সুতরাং মৃত্যুর পর কর্ম্মের ভোগাভোগ করিতে হয় না। ইত্যাদি।" পাঠক! দেখিবেন, রাজবিহারী বাবুরও এখন এই কথা। দুঃখের বিষয় হিন্দুধর্ম্ম, তাঁহাকে এ কূলেও অধিকক্ষণ থাকিতে দিবে না। তিনি যদি শঙ্করাচার্য্যের সূত্র ভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের কতকগুলি সূত্র মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখেন, তবে অব শ্যই তাঁহাকে আস্তে আস্তে এ কূল ও ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। তখন তিনি কোন্ কূল আশ্রয় করিবেন? যাহা হউক রাজবিহারী বাবু লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া কুতর্কের অনুরোধে যে তাঁহার স্বভাব জাত সরল পবিত্র মনোভাব গোপন করিয়া তাঁহাকে বক্র পথে পরিচালিত করিতে কিছু মাত্র লজ্জা বোধ করিতেছেন না, ইহা বাস্তবিক বড় পরিতাপের বিষয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইল। আশা করি তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

ভগলপুর। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

চম্পাইনগর বা চম্পানালা।

গত বারের পর।

চম্পাই নগরের এই মেলায় অদ্যাপিও বিভিন্ন স্থান হইতে আনুমানিক ১০। ১২ সহস্র লোক আসিয়া থাকে। ইহাতে বেহুলা ও লক্ষিন্দারের কৃত্রিম বাসর ঘর প্রস্তুত হয়; এবং সর্পাঘাতে কৃত্রিম লক্ষিন্দারের মৃত্যু হইলে তাঁহাকে কলার- মাঞ্জেরে করিয়া ভাগীরথীর জল-স্রোতে বেহুলা সতীর সহিত ভাসাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এই উপ- লক্ষে কয়েকদিন বিলক্ষণ নৃত্য গীত হয়।

পাঠক! লক্ষিন্দার সম্বন্ধে স্থূল ঘটনাটি অবগত হইলেন। এখন এ ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। যখন এ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ চলিতেছে, তখন তাহার মধ্যে সত্য কিছু আছেই আছে। আমরা এই কয়েকটী বিষয়কে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

১ ম। চাঁদ সওদাগরের সময়ে এই স্থানে বহুল সর্প থাকিতে পারে। এখনও বর্ষাকালে বিলক্ষণ সর্পের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

২ য়। তাঁহার পূর্ব্বে এদেশে মনসার পূজা হইত না, ইহাতে বোধ হয় তৎপূর্ব্বে এ দেশে বহুতর সর্প চিকিৎসক বাস করিতেন; তাঁহাদের সুচি কিৎসায় সর্পাঘাতে মনুষ্য প্রায় মানবলীলা সম্বরণ করিত না। কাজে কাজেই কেহ তৎকালে মনসাকে পূজা করিত না; কিন্তু চাঁদ সওদাগরের সময় হইতে বোধ হয় এ দেশে সর্পচিকিৎসকের অভাব হওয়াতে মনসার পূজা হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

৩ য়। বেহুলা তাঁহার মৃত-মৃত নর বিষে চৈতন্য- হীন; পতিকে যে পুনর্জ্জীবিত করেন, এ কথাও একেবারে উপহসনীয় হইতে পারে না। কেন না সর্পাঘাতে মনুষ্য, কি অন্যান্য বলবান্ জীব সহসা প্রাণত্যাগ করে না; দারুণ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া নেশায় অচৈতন্য হইয়া থাকে। যখন অনশনে লোকে ৪০ দিবস পর্য্যন্তও প্রাণধারণ করিতে পারে, তখন ত্রিবেণী পর্য্যন্ত যাইতে যে ৫। ৬ দিবস লাগি- য়াছিল, (আমরা দেখিয়াছি বর্ষাকালে কলিকাতায় ৫। ৬ দিনে বড় বড় নৌকা গিয়া থাকে) সে ৫। ৬ দিবস অনাহারে বিষের তেজে যে প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই, ইহাও সম্ভবনীয় হইতে পারে। ৪ র্থ জলই বিষের মহৌষধ। এজন্য রোজারা অনুপায়ে "জল- সার" করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় জলে ভাসিয়া যাইতে যাইতে লক্ষিন্দারের শরীর বিষশূন্য হইতে পারে; অথবা নেতোর সাহায্যে দেবদত্ত ঔষধে লক্ষিন্দার জীবিত হইতে পারেন।

৫ ম। নেতো দেবতাদের কাপড় কাচিত। তখন বোধ হয় বাঙ্গলায় দেব উপাধিধারী কোন সম্প্র দায় ছিল বা নেতো যাঁহাদের কাপড় কাচিত, তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করিত। যাহা হউক এ ঘটনা সম্পূর্ণ অসত্য হইতে না পারে।

ভ্রম সংশোধন। আমরা গতবারে কর্ণকে চম্পাই- নগরের স্থাপয়িতা বলিয়াছিলাম। বস্তুতঃ কর্ণ নহেন, চম্পরাজ ইহার স্থাপয়িতা। যযাতিবংশে উশী- নরের পুত্র দীর্ঘতমসের ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র নামে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়। এই অঙ্গের বংশোদ্ভব চম্পরাজা চম্পাই নগরের স্থাপ- য়িতা। যথা বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ১৮ অধ্যায়ে "চম্পোযশ্চ চম্পাং নিবেশয়ামাস।" মহাভারতে চম্পানগর অঙ্গরাজ্যের রাজধানী বলিয়া বর্ণিত আছে। আবার অঙ্গ রাজ্য, বঙ্গ ও মগধের মধ্যে ছিল এমত অবস্থায় সে চম্পানগর ভাগলপুরেরই এই চম্পানগর।

সুলতান গঞ্জে বাণেশ্বর শিব না হইয়া বাণেশ্বর গৈরীনাথ হইবে।

ভাগলপুর। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

ব্রহ্মই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই অনিত্য।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা গৃহে যে শ্রীকৃষ্ণ

বাবু বাস৷ করিয়া আছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ বাবুর প্রথম পত্রের উত্তরে আমরা কয়েকজনে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা পাঠ করিয়া তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া আর একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। রাগান্ধ হওয়ার যাহা যাহা ফল, সে সকলই প্রায় তাহাতে ঘটিয়াছে। (ক) যদিও তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন, “এক্ষণে তিনটী প্রতিবাদকারীকে প্রিয় সম্ভাষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম” কিন্তু তাঁহার পত্রের সকল স্থানই কটূক্তিতে পূর্ণ। তাহাই যদি তাঁহার প্রিয়সম্ভাষণ হয়, তবে না জানি তাঁহার কটূক্তি কি অদ্ভুত জিনিস! কটূক্তি করিতে পারিলেই যদি জয় লাভ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এখনি ধীবর বনিতাকে তর্কপঞ্চানন অথবা দিগ্বিজয়ী উপাধি দেওয়া কর্ত্তব্য। (খ) শ্রীকৃষ্ণ বাবু অশ্লীলতা ও হস্না কচির পরিচয় দিয়াছেন। আমার পত্রের উত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রথম প্যারাগ্রাফই ইহার প্রমাণ। (গ) তিনি খেলাপ এজেহারও দিয়াছেন। তিনি প্রথম পত্রে বলিয়াছিলেন “আমরা সোমপ্রকাশে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম-বিষয়ে তুমুল আন্দোলন দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট [illegible] থাকি। ভগবতী বাবু, রাজবিহারী বাবু, বিহারী বাবু ও বেচারাম বাবুকে ধর্ম্ম-যুদ্ধে সমরনিপুণ বীরের ন্যায় প্রবৃত্ত হইতে [illegible] আমাদের ধর্ম্মোৎসাহ আরও তরঙ্গায়িত হইয়াছে।” কিন্তু এবারকার পত্রে আবার লিখিয়াছেন “কয়েক সপ্তাহ হইতে নাস্তিকতা ও আস্তিকতা লইয়া ঘোর আন্দোলনে সোমপ্রকাশের অঙ্গ [illegible] হইল দেখিয়া ভাবিলাম আবার কোন্‌ [illegible] এই দেশ-বিপ্লবকর বিষম বিষ উদ্গীর্ণ হইল। [illegible] বীরপুরুষগণ নীরব হইয়া [illegible], কতক [illegible] জঙ্গল সিং চীৎকার করিয়া রণভূমি উপদ্রুত করিতে লাগিল।” পাঠক! ইহা কি খেলাপ এজেহার নহে? ১০ দিন পূর্ব্বে ইনি যে ধর্ম্মান্দোলনের [illegible] আহ্লাদে আটখানা হইয়াছিলেন আন্দোলনকারীদিগকে ধর্ম্মবীর বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছিলেন, ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, ও তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন, আজ কি না সেই আন্দোলনের উপর ইনি চটিয়া উঠিলেন এবং ইহাঁর সেই ধর্ম্মবীরদিগকে জঙ্গল সিং ও রণভূমি উপদ্রবকারী বলিয়া গালি দিলেন!! ইহার কেবল ইহাই কারণ যে, পূর্ব্বে ইহাঁর গায়ে কোন আঁচড় লাগে নাই, এক মনে করিয়া প্রথম পত্রখানি লিখিয়াছিলেন কিন্তু হইয়া উঠিয়াছে আর এক, এক্ষণে ইহাঁর গাত্রদাহ হইয়াছে সুতরাং আর ধর্ম্মান্দোলন ও ধর্ম্মান্দোলনকারীদিগকে কেনই বা ভাল লাগিবে? ইনি এক্ষণে বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং “বিদায়” বন্ধ করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাঁর দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমরাও ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে বলিতেছি, যদি তাঁহারা ভাল চান অর্থাৎ যদি তাঁহারা “বিদায়ের” প্রার্থী হন তবে এক্ষণেই প্রকাশ্যভাবে বলুন যে, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এক নহে! যদি ইহা না বলেন তবে তাঁহাদের কেবল বিদায় বন্ধ নহে কিন্তু তাঁহাদিগকে এখনই নির্ব্বাসিত হইতে হইবে!!! হায়! শ্রীকৃষ্ণ বাবু কেন এমন কাজ করিয়াছেন। একটুকু রাগ পড়িলে আমাদের পত্রের উত্তর দিলেই ত সকল দিকে ভাল হইত? যাহা হউক তাঁহার পত্রের বিশেষ বিশেষ স্থলের উত্তর দেওয়া যাইতেছে, প্রত্যেক কথার উত্তর দিতে গেলে পত্র খানি বড় দীর্ঘ হইয়া উঠিবে।

প্রথম। আস্তিক, নাস্তিক, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর লইয়া তিনি বৃথা বাকবিতণ্ডা করিয়াছেন। (ক) কাহাকে আস্তিক ও কাহাকে নাস্তিক বলে তাহা হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ নাই; যাহা কিছু আছে তাহা আমাদের অর্থাৎ এই ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকদিগের সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। কেন যে পারে না তাহা একটু নিম্নে লিখিব। (খ) ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের পার্থক্য সম্বন্ধে হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান ও মূল গ্রন্থ যে বেদ, তাহাতে এবং তাহার শিরোভূষণ স্বরূপ বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ঈশ, [illegible] কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য এবং ছান্দোগ্য এই দশ খানি বৈদিক উপনিষদের কোন স্থানে বোধ হয়, কোন উল্লেখ নাই এবং [illegible] ঈশ্বর [illegible] একপ লেখাও নাই। [illegible] ভূরি ভূরি স্থলে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছেন। তাহার প্রমাণ জন্য কতকগুলা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পত্র খানিকে ভারাক্রান্ত করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। তবে শ্রীকৃষ্ণ বাবু যদি ইহার প্রতিবাদ করেন তবে তাহা উদ্ধৃত করিয়া পশ্চাতে দেখান [illegible]। যে নিরালম্বোপনিষদ হইতে শ্রীকৃষ্ণ বাবু ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন, তাহা, কেবল [illegible] নহে, তাহার ন্যায় এমন অনেক উপনিষদ আছে, যাহা বৈদিক উপনিষদের মধ্যে গণ্য নহে। গবর্ণমেন্টের কার্য্য বিশেষের পারিতোষিক স্বরূপ ১০। ৫ টাকা দান করিলেই যেমন “রাজা” “মহারাজ” প্রভৃতি নাম ক্রয় করা যায়, অথচ প্রকৃত রাজা ও মহারাজ হইতে সেই সকল রাজা ও মহারাজাদের অনেক অন্তর, সেইরূপ নিজের ও নিজ পুস্তকের গৌরব বর্দ্ধনার্থে গ্রন্থকর্ত্তা অনেক গ্রন্থকারই নানা উপায়ে আপন আপন পুস্তকের “উপনিষদ” নাম করণ করিলেও তাহা আসল অর্থাৎ বৈদিক উপনিষদ হইতে অনেক অন্তর, সুতরাং তাহাদের মধ্যে লিখিত বিষয় সকল তত আদৃত ও প্রামাণ্য নহে। তবে যে গ্রন্থে ২। ৪ টী ধর্ম্ম কথা থাকিবে, তাহাকেই যদি হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে গণ্য করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা শিশুবোধ ও চারুপাঠ হইতে বেদ পর্য্যন্ত এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও দাশুরায়ের পাঁচালি হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থকেই হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিতে প্রস্তুত আছি। (খ) শ্রীকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন “আস্তিক নাস্তিক ব্রহ্ম ঈশ্বর আদি শব্দ গুলি পূর্ব্বতন আর্য্যজাতির শব্দ শাস্ত্র ভাণ্ডারের এক একটী মহা রত্ন, তাঁহারা যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, সেই শব্দ সেই অর্থে চিরদিন ব্যবহৃত হইবে।” এবং ইহারই পরে তিনি কটূক্তি ও অপমানজনক [illegible] করিয়া [illegible] যাছেন। যাহা হউক আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি, অতি প্রাচীনকালে যাহারা কৃষিকার্য্য করিতেন তাহাদিগকে আর্য্য বলা হইত, তাহার পরে এই আর্য্য শব্দ জাতিজ্ঞাপকরূপে ব্যবহৃত হইত আবার এক্ষণে আর্য্য শব্দ কামা, শ্রেষ্ঠ ও সৎকুলোদ্ভব অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে কেন? হিন্দু শব্দ [illegible] দিগের সম্পত্তি নহে ইহা প্রাচীন পারসীকদিগের। যাহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট ও যাহারা নিজনাম্নের নিকটে বাস করিতেন, পারসীকগণ তাহাদিগকেই হিন্দু বলিতেন। তবে উহার অর্থান্তর করিয়া এক্ষণে [illegible] আর্য্য-সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্ম [illegible] [illegible] হিন্দু বলা হইতেছে? [illegible] [illegible] [illegible] না করিলেও [illegible] [illegible] বলা হয় কেন? [illegible] [illegible] হিন্দু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেও [illegible] [illegible] একমাত্র [illegible] [illegible] ব্যবহৃত হইতেছে কেন? এই প্রকার [illegible] দেখান যাইতে পারে যে, [illegible] অর্থে ব্যবহৃত হইত এক্ষণে সে শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বাবু যাহারা প্রাচীন শব্দের অর্থান্তর করিয়া [illegible] [illegible] তাহারা সকলেই কি চোর এবং [illegible] [illegible] * * * মধ্যে গণ্য হইবেন? (গ) [illegible] বাবু আবার লিখিয়াছেন, সাধারণ লোকে [illegible] ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করেন ভগবতী বাবু [illegible]

গ্রাহ্য কিন্তু ঋষিরা যে অর্থে ব্যবহার করিতেন তাহা গ্রাহ্য নহে। কেন গ্রাহ্য হইবে? ঋষিরা এককালে নরমেদ গোমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিতেন, গরু শূকর প্রভৃতি খাইতেন, এবং ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতিকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়াপূজা করিতেন ঋষিভক্ত শ্রীকৃষ্ণ বাবু * এক্ষণে সে সব করিতে কি প্রস্তুত আছেন? বিশেষতঃ আমরা উপরে দেখাইয়াছি যে, আমরা এক্ষণে যে অর্থে ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি অধিকাংশ হিন্দু শাস্ত্রকারই সেই অর্থেই ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু অনুগ্রহ করিয়া জানিবেন যে, যেমন এক রূপ আচার ব্যবহার কোন জাতির মধ্যে চিরকাল এক ভাবে থাকে না, তেমনই প্রাচীন সকল শব্দই কোন জাতির মধ্যে চিরকাল এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসে না, সুতরাং যাহাদের দ্বারা শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়া থাকে তাহাদিগকে চোর প্রভৃতি বলিতে সাহস করা, কতদূর সঙ্গত তাহা তিনি ধীর ভাবে একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ঈশ্বর ও ব্রহ্ম লইয়া বিবাদ করার কোন মূল নাই, কোন অর্থ নাই, কোন প্রয়োজন নাই ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর কেবল বিবাদ-প্রিয়তারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহাকেই বলে "গায়ে পড়িয়া বিবাদ করা।"

দ্বিতীয়। (ক) আমি নাস্তিক শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম এবং সেই সঙ্গে কপিল মুনিকে নাস্তিক ও শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে তাঁহার নিরীশ্বরবাদের সমর্থনকারী বলিয়াছিলাম। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বাবু চাড়ে চাড়ে চটিয়াছেন এবং আমাকে মনের সাধ মিটাইয়া কটূক্তি করিয়াছেন। কিন্তু কথা এই, কপিল যে আস্তিক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাহার কি কোন প্রমাণ দিতে পারেন? ঋষিরা বলিতেন কপিল আস্তিক, অতএব কপিল আস্তিক ইহাই কি তাঁহার প্রমাণ? শ্রীকৃষ্ণ বাবু নতুন কপিল প্রকৃতির পরিণাম বিশেষকে ঈশ্বরপ্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়াও "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্রটী কি উদ্দেশ্যে রচনা করিয়াছেন? তাঁহার এ ঈশ্বর কোন ঈশ্বর? ইনিই কি শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ব্রহ্ম নহেন? কপিল যদি এই ব্রহ্মকে না মানিলেন তবে তাঁহার নাস্তিক হইবার অবশিষ্ট কি রহিল? তাই আমরা পুনরায় বলিতেছি কপিল নাস্তিক ছিলেন। গতবারে আমি সপ্রমাণ করিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণ বাবু কেবল যে কপিলের মত প্রকাশ বা তাহার সমালোচনা করিয়াছেন এমন নহে কিন্তু সেই সঙ্গে সে মতের সমর্থনও করিয়াছেন। তাই আমি তাঁহাকে নিরীশ্বরবাদের সমর্থনকারী বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম এবং এখনও তাহা বলিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি যে আস্তিক তাহা আমি জানি, গতবারে তাহা আমি স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছি কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার লেখা দেখিলে তাঁহাকে আস্তিক বলিতে বড় একটা ইচ্ছা হয় না। পাঠক! যিনি বলেন যে, অনন্তকাল হইতেই সৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে, ব্রহ্ম ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, আবার ব্রহ্মের উপাসনার আবশ্যকতা যিনি মনে অনুভবই করেন না তাঁহাকে আস্তিক বলিতে আপনার কি প্রবৃত্তি হয়? (খ) আমরা নাস্তিকতার যে লক্ষণ বলিয়াছিলাম তাহা নূতন বোধে শ্রীকৃষ্ণ বাবু চটিয়া লাল হইয়াছেন। কিন্তু তাহা বাস্তবিক আমার নূতন রচনা নহে। তিনি যদি ধর্ম্মপরায়ণ সাধুদিগকে (কি স্বদেশী কি বিদেশী) জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, আমি নাস্তিকতার লক্ষণ অসঙ্গত বা অন্যায়রূপে নির্দ্দেশ করি নাই। ব্রহ্ম মানিব, অথচ তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিব না, ব্রহ্ম মানিব অথচ তাঁহাকে জ্ঞান প্রেম শক্তিতে অনন্ত বলিব না, অথবা ব্রহ্ম মানিব, তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিব, তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত শক্তি মানিব অথচ তাঁহার উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিব না! এ বড় অসঙ্গত কথা। ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহারা এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, কি স্বদেশী, কি বিদেশী, কি বর্ত্তমান কালের কি প্রাচীন কালের সকল সাধুরাই তাহাদিগকে ভক্ত নহে কিন্তু নাস্তিক— অন্ততঃ অর্দ্ধ নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কারণ ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও পূর্ণ স্বরূপ না বলিলে এবং সেই সঙ্গে তাঁহার প্রতি অবনত মস্তকে নির্ভর না করিলে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করাই হয় না। ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞান প্রভৃতি হৃদয়ের সহিত স্বীকার করিলে তাঁহার প্রতি মস্তক অবনত (উপাসনা) হইবেই; যাহার তাহা না হয়, যে উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার না করে, বুঝিতে হইবে যে, সে ব্রহ্মের পূর্ণ স্বরূপে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না, সুতরাং তাহাকে নাস্তিক বলিব না ত কি বলিব?

তৃতীয়। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বাবু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন; কিন্তু আবার এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা কখন অপূর্ণ থাকে না, সুতরাং যখন হইতেই তাঁহার ইচ্ছার বিদ্যমানতা তখন হইতেই জগৎ, অতএব জগৎ অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান আছে বলিতে হইবে। এবারে তিনি ব্রহ্মকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা স্বীকার করিয়া (বড় আহ্লাদেরই বিষয়, তবে আর তর্ক বিতর্ক কেন? এই খানেই ত সকল গোল মিটিয়া গেল) বলিয়াছেন যে, "মনে করুন আমি একজন লোক ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত করিলাম কিন্তু যখনই লোক নিযুক্ত হইল তখনই তাহার নিয়োগ তাহার কার্য্যকালও ছয় মাস পরে অবসর দান এই কয়েকটী ঘটনা একেবারেই আমার সংকল্প হইল। তদ্রূপ সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের ইচ্ছা চিরন্তনই ব্রহ্মে বর্ত্তমান রহিয়াছে, পরে পরে কার্য্য ঘটনাই তাঁহার ইচ্ছার প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি নিত্য।" শ্রীকৃষ্ণ বাবু কি বিপদেই পড়িয়াছেন! বাস্তবিক এসময়ে বিদায় প্রার্থী ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান না করিলে তাঁহার আর উপায় নাই। আমার ভৃত্যের পদচ্যুতির কাল আমার সংকল্পে আছে মাত্র, তা বলিয়া বর্ত্তমান সময়েও সে যে পদচ্যুত হইয়া রহিয়াছে এমন নহে, এখন সে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া পায়ের উপর পা দিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে ব্রহ্মের ইচ্ছা যদি অপূর্ণ (সংকল্পে) না থাকে, যখনই তাঁহার ইচ্ছা তখনই যদি তাহা কার্য্যে পরিণত হয় (উপরি উক্ত উদ্ধৃত অংশ দেখ) তবে যখন হইতেই তাঁহার সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের ইচ্ছার বিদ্যমানতা, তখন হইতেই এই সৃষ্টি, ইহার স্থিতি ও ইহার প্রলয় উপস্থিত না হইয়াছে কেন? ব্রহ্মের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের ইচ্ছা "থাকিলেও" যখন সেই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য ক্রমে ক্রমে প্রকাশ "হইতেছে" স্বীকার করিতে হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ বাবুর "থাকা" ও "হওয়া" সম্বন্ধীয় বাকবিতণ্ডা এখন কোথায় রহিল? তাঁহার সৃষ্টির নিত্যত্ব সম্বন্ধীয় যুক্তিই বা এখন কোথায় চলিয়া গেল? কারণ ব্রহ্মের প্রলয়ের ইচ্ছা থাকিলেও যেমন প্রলয় উপস্থিত না হইয়া সে ইচ্ছা কেবল তাঁহার সংকল্পে থাকিতে পারিতেছে, সেইরূপ তাঁহার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলেও প্রথমতঃ তাহা তাঁহারি সংকল্পে থাকিতে পারিয়াছিল। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বাবু যে বলিয়াছেন সৃষ্টি নিত্য, তাহা আর প্রমাণ হইল না। তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন এবারে বলিয়াছেন তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা সুতরাং সকল গোলই মিটিয়া গেল। ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের পার্থক্য তুলিয়া তিনি ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন এবং এই সৃষ্টি নিত্য এই দুইটী নিদারুণ কথা বলিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা

* অনেক দিন হইল ঋষিবাক্য প্রভৃতি সম্বন্ধে একটী ভদ্র লোকের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইতেছিল এবং এই প্রসঙ্গে [illegible] কথা [illegible] করিলাম তাঁহার নিকট সেই সেইরূপ [illegible] তিনি বলিলেন "শালা আমি গরু শূকর [illegible]" এই কথা বলিয়াই আমার [illegible] আমি হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। [illegible] তিনি আমার নিকটে ক্ষমা [illegible] স্বভাবের অনেক [illegible] করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু [illegible] করিবেন আমি [illegible] আশা করি না।

তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলাম। দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় এক্ষণে সকল গোল মিটিয়া গেল, তাঁহাকে ধন্যবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে আমরা এখানে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এ পত্রের উপসংহার করিব। কুইন ভিক্টোরিয়া যেমন এদেশে গবর্ণর জেনারেলকে পাঠাইয়া দিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছেন এবং সেই গবর্ণর জেনারেল যেমন অধঃস্তন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া এদেশে প্রভুত্ব বিস্তার ও দেশ রক্ষা করিতেছেন, সেইরূপ ব্রহ্ম কেবল মাত্র ঈশ্বরকে স্ফুরিত করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া আছেন, আর সেই ঈশ্বরই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মালিক হইয়া কালী দুর্গা মাকাল মনসা প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি কর্ম্মচারী (দেবতা) নিযুক্ত করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন। সুতরাং গবর্ণর জেনারেল হইতে একজন কনষ্টেবল পর্য্যন্ত সকলকেই যেমন আমাদের ভয় ও মান্য করিতে হয়, সেইরূপ ঈশ্বর হইতে মাকাল মনসা পর্য্যন্ত সকল দেবতাই আমাদের আরাধ্য ইহাই কি প্রতিপন্ন করা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর উদ্দেশ্য ছিল?

যমুনীয়া
২০এ সেপ্টেম্বর ১৮৮০ শ্রীভগবতীচরণ দে

সোমপ্রকাশ

১২ই আশ্বিন সোমবার।

বিগত পক্ষের মধ্যে দুই জন লোক বিশেষরূপে আমাদের নেত্রে পতিত হইয়াছেন; একজনের নাম বিনোদবিহারী সা। এই ব্যক্তি পাঠকবর্গের নিকট কিয়ৎ পরিমাণে পরিচিত। বিনোদবিহারী সা, কিছু দিন পূর্ব্বে, শারীরিক উন্নতি বিধানার্থ কলিকাতাতে একটা সভা স্থাপন করেন, কলিকাতার বড় বড় লোকেরা এই সভার উৎসাহদাতা ও অধ্যক্ষের পদে মনোনীত হন। সভার কার্য্য সম্পাদনার্থ অনেক অর্থও সংগৃহীত হয়। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মিরার বিরাগ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে বিনোদবিহারী গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে আয় ব্যয়ের বিবরণ প্রকাশ করে নাই, সভাটী বোধ হয় বহুদিন উঠিয়া গিয়াছে, এবং শারীরিক ব্যায়ামাদির পরিবর্ত্তে বিলিয়ার্ড খেলার জন্য একটী সভা হইয়াছে, (ইহাতে শারীরিক উন্নতি হইবে তাহার সন্দেহ কি!!) এবং যে বাড়ীতে এই বিলিয়ার্ড সভার অধিবেশন হয় বিনোদবিহারী তাহাতেই থাকে। মিরার এই ব্যক্তিকে তিরস্কার করিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজেন্দ্রনাথ দত্ত। সোমপ্রকাশের পাঠকগণ ইহাঁকে বিশেষ রূপে জানেন। ইনি রায়নার রাজেন্দ্র দত্ত। ইনি নানাপ্রকার প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার পর সম্প্রতি পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হাজতে বাস করিতেছেন, এরূপ জানা গিয়াছে যে এই ব্যক্তি নিজ নাম গোপন পূর্ব্বক, নানাপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যের আশা দিয়া লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিত। অপরের লিখিত বিষয় উদ্ধৃত করিয়া নিজের বলিয়া প্রকাশ করিত। ষ্টেট সম্যান সম্পাদক এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ অনেকবার করিতে করিতে এবারে ধৃত হইয়াছে। এরূপ দুষ্টের দমন হয়, তাহা নিতান্ত প্রার্থনীয়। ইহারা শুভ অনুষ্ঠান পথের কণ্টক স্বরূপ দেশের বড় লোকদিগেরই বা কি বিবেচনা। যে সে ব্যক্তি আসিয়া ধরিলেই তাঁহারা কেন অমনি নিজ নিজ নাম দিয়া বসেন, তাঁহাদের নামের আশ্রয় পাইয়া যে ঐ সকল ভণ্ডলোক অপর দশ জনকে প্রতারণা করিবার পথ পায় তাহা একবার বিবেচনা করা হয় না। যাহা হউক দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের এখন অবধি সতর্ক হইয়া কার্য্য করা উচিত।

রুশ ভীত ও ইংলণ্ডের রাজনীতি।

ইংলণ্ডের কনসারবেটিব দল যে রুশিয়ার ভয়ে সর্ব্বদা অস্থির তাহা অনেকে জানেন। সম্প্রতি লিবারেল মন্ত্রিদল আফগানিস্থান পরিত্যাগ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করাতে কনসারবেটিবগণ নানাপ্রকার আন্দোলন উপস্থিত করিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা বিবিমতে ইংলণ্ডের লোকের মনে ভয় জন্মাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন কাস্পিয়ান সাগর হইতে বহুসংখ্যক রুশীয় সৈন্য মার্ভের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এতদ্ভিন্ন দলে দলে রুশীয় লোক মধ্যআসিয়া ও আফগানিস্থানের সীমাপ্রদেশস্থিত প্রদেশ সকল পরিদর্শন করিতেছে। এ সকলের চরম লক্ষ্য কি? চরম লক্ষ্য কেবল ভারতবর্ষ অধিকার। রুশিয়া জানেন যে মধ্যআসিয়াতে তিনি যে সকল প্রদেশ অধিকার করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ রাখিয়া কোন লাভ নাই; তাহা রক্ষা করিতে যে ব্যয় হইতেছে, সে ব্যয় তুলিয়া লওয়ার আশাই অল্প। একবার ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারিলে সকল শ্রম সফল হয়। সুতরাং রুশিয়ার দৃষ্টি ভারতবর্ষের দিকেই পতিত হইয়াছে। বিশেষতঃ তুর্কমানেরা অতিশয় সাহসী এবং যোদ্ধা, তাহাদের ন্যায় অশ্বারোহণে পটু জাতি আর দেখা যায় না, রুশিয়া যদি একবার তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া স্ববশে আনয়ন করিতে পারেন তাহা হইলে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার সময় তাহারা রুশিয়ার বিশেষ কার্য্যে লাগিবে।

এই সকল কথা বলিয়া রুশভীতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ ইংলণ্ডের লোকদিগকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমরা এতদূর আশঙ্কার কারণ দেখিতে পাইতেছি না। রুশিয়ার পক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়, অন্ততঃ ২০। ৩০ বৎসরের মধ্যে সুবিধা হইতেছে না। রুশিয়া যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবেন, তাহার সম্ভাবনা কিরূপ একবার বিবেচনা করা যাউক। প্রথমতঃ রুশিয়া ও ভারতবর্ষ এই উভয় দেশের মধ্যে অপর কতকগুলি রাজ্য এবং সমরপ্রিয় জাতি আছে, ভারতবর্ষের দ্বারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে পরাজিত বা বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ করার প্রয়োজন। যদি তাহাদিগকে পরাজিত করেন, তাহা হইলেই যে হঠাৎ অগ্রসর হইতে পারিবেন এরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না পরাজিত দেশে শান্তি ও শাসন শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে বহুদিন লাগিবে। যদি সে সকল দেশে সুশাসন শৃঙ্খলা স্থাপন না করিয়া অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাহারা বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইবে এবং সম্মুখ ও পশ্চাৎ শত্রু দ্বারা বেষ্টিত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত প্রদেশ সকলের প্রজারা যেরূপ তেজস্বী, সাহসী ও সমরপ্রিয় তাহাদিগকে পরানত করা কিম্বা বহুকাল পদানত রাখা সহজ নয়। তাহাদিগকে করতলে রাখিতে রুশিয়ার বিলক্ষণ ব্যয় হইবে। শাসন কার্য্যে যেরূপ ব্যয় হইবে সে সকল প্রদেশের উৎপাদিকা শক্তি সেরূপ নয় সুতরাং সে ব্যয় বহন করাই দুষ্কর হইবে। ভারতবর্ষের ন্যায় বহুশস্যশালিনী স্বর্ণভূমি প্রাপ্ত হইয়াও ইংলণ্ড আয় ব্যয়ের সমতা বিধানে অসমর্থ হইতেছেন, আর রুশিয়া যে সেই সকল প্রদেশ সহজে সুশাসন করিবেন সে আশা দুরাশা মাত্র। তৃতীয়তঃ রুশিয়ার বর্ত্তমান সীমান্ত হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড আছে, তাহার অধিকাংশই মরুপ্রান্তর ও পর্ব্বতশ্রেণী। সেই সকল প্রদেশের মধ্য দিয়া বহু সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্রসর হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয় কয়েক সহস্র সৈন্য লইয়া কাবুল হইতে কান্দাহারে উপস্থিত হওয়া কিরূপ কঠিন তাহা আমরা দেখিয়াছি। দলে দলে উষ্ট্র মরিতে আরম্ভ হইল। সৈন্যগণের অসহ্য ক্লেশ ও ভয়ানক অসুবিধা হইতে লাগিল। এমন কি অর্দ্ধেকেরও অধিক সৈন্য পথে ফেলিয়া অল্পসংখ্যক লোক লইয়া অগ্রসর হইতে হইল। কয়েক শত ক্রোশ যাইতে যখন এই ক্লেশ, তখন রুশিয়া যে সহজে লক্ষ লক্ষ লোক লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিবেন একথা কল্পনা মাত্র। আর কিছু না হউক, ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত মনোপযোগী এক দল সৈন্য প্রেরণ করিতে

অর্থের প্রয়োজন হইবে আর ২০।৩০ বৎসর ধরিয়া রাজস্বের অবস্থা ভাল না হইলে রুশিয়া সে অর্থ সংগ্রহে সমর্থ হইবেন না। এরূপ স্থলে এ প্রকার আশঙ্কা হৃদয়ে স্থান দেওয়া নির্বোধের কাজ।

আর একটী কথা আছে কেহ কেহ হয় ত বলিবেন রুশিয়া মধ্যবর্ত্তী দেশ সকলকে পরাজিত করিতে পারেন না, আপনার রাজনীতি চাতুরীর দ্বারা তাহাদিগকে গূঢ় বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ করিবেন। সে বিপদ হইতে রক্ষার উপায় কি? তাহা জিজ্ঞাসা করি রুশিয়া যে সকলকে বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ করিবেন, এরূপ আশঙ্কাই বা করা যায় কেন? তাহারা কি দেখিয়া রুশিয়ার দিকে আকৃষ্ট হইবে? এই আকর্ষণ তিন প্রকারে ঘটিতে পারে। প্রথম, অর্থের লোভ; দ্বিতীয় পরাক্রমের ভয়, তৃতীয় চরিত্রের প্রতি অধিক আস্থা থাকাতে। রুশিয়া কি এত ধনী, যে তিনি উৎকোচ দিয়া এতগুলি জাতিকে হস্তগত করিবেন। রুশিয়ার রাজকোষের অবস্থা যাঁহারা জানেন তাঁহারা ত এরূপ আশা করেন না। তবে কি রুশিয়ার পরাক্রমের ভয় এত অধিক যে সেই ভয়ে ঐ সকল জাতি রুশিয়ার আজ্ঞাধীন থাকিবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? ইংরাজসৈন্যগণের শৌর্য্য এবং পরাক্রম ভারতবর্ষের নিকটস্থ সমুদায় জাতির বিদিত সুতরাং তাহারা যে হঠাৎ ওরূপ ভ্রমে পতিত হইবে তাহা বোধ হয় না। তৃতীয়তঃ আমরা কি এরূপ মনে করিব যে ইংলণ্ডের অপেক্ষা রুশিয়ার চরিত্রের প্রতি ঐ সকল জাতির শ্রদ্ধা অধিক, এরূপ কেন হইবে? যদি উহা সত্য হয়, ইংলণ্ডই সে জন্য দায়ী, কারণ তাঁহারা তাহাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাদের সেইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। আফগান যুদ্ধের ন্যায়, একটী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যে প্রকার হানি হয় তাহা আর ২০ বৎসরে পুনঃস্থাপন করা যায় না।

আমরা বলি ইংলণ্ডের রুশিয়ার ভয়ে কুণ্ঠিত থাকা ভাল নয়, তাহাতে লোকের অনাস্থা এবং সন্দেহ আরও বৃদ্ধি করা হয়। ইংলণ্ড ন্যায়, সত্য ও উদারতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করুন। রুশিয়া যেমন মধ্যবর্ত্তী জাতি সকলের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইতেছেন, তিনিও তাহাদিগকে বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করুন; আর রুশিয়াকেই বা চিরশত্রুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া কার্য্য করা হইবে কেন? তাঁহার সহিত পরিষ্কার কথা কহিয়া পরস্পরের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া হউক। বর্ত্তমান মন্ত্রিদল এই রাজনীতি পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন। আমাদের এই পথই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া মনে হয়।

স্বার্থপরতার বিচিত্র যুক্তি।

প্রসিদ্ধ ঈশপের গ্রন্থে ব্যাঘ্র ও মেষ শাবকের যে গল্পটী আছে, তাহা বোধ হয় অনেকে পড়িয়া থাকিবেন। লোকের যখন কোন প্রকার স্বার্থসাধন করা আবশ্যক হয় তখন তাহার অনুকূল যুক্তির অপ্রতুল থাকে না। ইংলণ্ডের এক সম্প্রদায় লোক আমাদিগকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। ইংলণ্ডে "পেট্রিয়টিক এসোসিএসন" দেশহিতৈষী সভা নামে একটী সভা আছে। এটী বোধ হয় কনসারবেটিব দলের সভা। ইহাঁরা সম্প্রতি গ্লাডষ্টোনের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। আবেদনকারীদিগের মত এই যে আফগানিস্থান পরিত্যাগ করিলেও কান্দাহার পরিত্যাগ করা না হয়। এরূপ পরামর্শ দিবার কারণ এই (১ম) কান্দাহারের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি ধন ধান্যে পরিপূর্ণ সুতরাং এখানে রাজস্বের চিন্তা নাই। (২য়) কান্দাহার পারস্য, তুরস্ক, ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য-পথের সন্ধিস্থল, এই প্রদেশ হস্তগত থাকিলে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইতে পারে। (৩য়) কান্দাহার সমর-শাস্ত্রের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট স্থান। যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, এই স্থানকে মূলদেশ স্বরূপ করিয়া অনায়াসে সৈন্য সংগ্রহ এবং সৈন্যাদি প্রেরণ করিতে পারা যায়। (৪র্থ) করাচি বন্দরের বাণিজ্যের দিন দিন যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, যদি কান্দাহার হস্তে থাকে তাহা হইলে আফগানিস্থানের শস্য সকল দুই দিনের মধ্যে করাচিতে নীত হইতে পারিবে। যে সকল উৎকৃষ্ট ফল শস্য এখন ক্ষেত্রে পচিয়া যায় তখন তাহা দরিদ্র কৃষকদিগের ধন বৃদ্ধির কারণ হইবে। (৫ম) কান্দাহার যদি হস্তগত থাকে সেখানে একদল ব্রিটিশ সৈন্য থাকিবে সুতরাং আফগানিস্থানের বিদ্রোহি জাতিদিগকে শাসন করা দুষ্কর হইবে না। বিদ্রোহের সূচনামাত্রেই তাহাদিগকে দমন করা যাইবে তাহা হইলে আর মধ্যে মধ্যে সীমান্ত প্রদেশের রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে না। (৬ষ্ঠ) কান্দাহার ব্রিটিশ করগত হওয়া অবধি প্রজাদিগের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন প্রজারা আর আফগানদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়নের মধ্যে পতিত হইতে ইচ্ছা করে না। তাঁহারা ইংরাজদিগের অধিকারকে প্রার্থনীয় মনে করিতেছে। (৭ম) ব্রিটিশ রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সভ্যতাও আফগানিস্থানে বিস্তীর্ণ হইবে। লোকের বর্ব্বরতা ঘুচিয়া যাইবে, জ্ঞান চর্চ্চা হইয়া লোকের ধর্ম্মনীতি উন্নত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি গুলির মধ্যে আমরা দুই জাতীয় যুক্তি দেখিতে পাইতেছি। কতকগুলি স্বার্থ মূলক অপর গুলি পরার্থমূলক। স্বার্থ মূলক যুক্তি গুলি কেবল কান্দাহার কেন? অনেক দেশের পক্ষেই খাটে। নিকটবর্ত্তী ভূমি বহু শস্য সম্পন্ন, বাণিজ্যের সুবিধা আছে, এবং সেনানিবেশ করিবার পক্ষে উহা উৎকৃষ্ট স্থান এই বলিয়া যদি কান্দাহার হস্তগত রাখিতে হয় তাহা হইলে কোন দেশ যে এরূপ রাজনীতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে তাহা বলা যায় না; তাহা হইলে বহু শস্য সম্পন্ন হওয়া এবং বাণিজ্যের সুবিধা থাকার অপরাধে অনেক জাতিকে স্বাধীনতা হারাইতে হয়।

নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থপর যুক্তি শ্রবণ করিলে লোকে উপহাস করিবে এই জন্যই বোধ হয় কয়েকটী পরোপকার মূলক যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। কান্দাহার ইংলণ্ডের হস্তে থাকিলে প্রজাদিগের উপকার হইবে; ধন ধান্য বাড়িবে, জ্ঞান ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে, এবং প্রজাদেরও সেই ইচ্ছা। এই যুক্তি গুলি আমরা একবার শুনিয়াছি যে এখন শুনিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। সিন্ধু দেশ অধিকারের সময় ঠিক এই কথা বলা হইয়াছিল, অযোধ্যা প্রদেশ করকবলিত করিবার সময় এই যুক্তিই প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং নিজামের গবর্ণমেণ্ট বেরার প্রদেশ ফিরিয়া চাওয়াতে এই প্রকার যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াই তাহাদিগকে নিরস্ত করা হইতেছে। অনেকে আশঙ্কা করিয়া থাকেন কোন্ দিন কাশ্মীর প্রদেশ বা এরূপ যুক্তির তলে পড়িয়া যায়।

দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যাপেক্ষা ব্রিটিশ রাজ্যে যে প্রজাদিগের সুখ শান্তি অধিক, ইংলণ্ড যে অনেক স্থলে বাস্তবিক উদ্ধার করার কার্য্য করিয়াছেন তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমরা এরূপ অকৃতজ্ঞতা অপরাধে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করি না কিন্তু যদি কোন দেশের প্রজাদিগকে অত্যাচার ও বর্ব্বরতা হইতে মুক্ত করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে কি সে দেশ অধিকার না করিয়া করা যায় না? ইংলণ্ড তুরস্কের স্থলে কি করিতেছেন? তাঁহার এ অপরাপর দেশের প্ররোচনাতে তুরস্কের শা[sic] প্রণালীর কি অনেকাংশে সংস্কার হইতেছে না? য[sic] আফগানদিগের জন্য এতই প্রাণ কাঁদিয়া থা[sic] তাহা হইলে আদেশ উপদেশ প্রভৃতির দ্বারা তাহা[sic] রাজা ও মন্ত্রিদলকে সংস্কার কার্য্যে অগ্রসর করি[sic] চেষ্টা করুন। রেলওয়ে রাজপথ প্রভৃতি নি[sic] করাইয়া দিউন, বণিকদিগের রক্ষার উপায় বি[sic] করুন, রাজাকে বলিয়া সুশিক্ষার উপায় বি[sic] করুন এবং সুশাসনবিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সা[sic] করুন। এরূপ নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রবৃত্তি দে[sic]

তাঁহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইবে এবং অপরাপর জাতি সকলকে তাঁহারা বন্ধুত্ব সূত্রে বদ্ধ করিতে পারিবেন। রাজনীতির অপর নাম যদি স্বার্থপরতা হয় তবে রাজনীতি শব্দটী চিরকাল নীতিদর্শী লোকদিগের চক্ষে ঘৃণিত থাকিবে।

মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদ অনেকগুলি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন একজন সুশিক্ষিত মুসলমান এই বলিয়া তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়াছেন, যে মহম্মদ অতি দয়ালু লোক ছিলেন, তিনি দেখিলেন অনেকগুলি স্ত্রীলোক নিরাশ্রয় হইয়া ক্লেশ পাইতেছে, দেখিয়া আশ্রয় দেওয়া উচিত বোধে তাহাদিগকে বিবাহ করিলেন। ইহাও সেই প্রকার যুক্তি। বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বলিবেন তিনি কি বিবাহ না করিয়া আশ্রয় দিতে পারিতেন না। পূর্ব্বোক্ত আবেদনকারীদিগের প্রতিও আমাদের সেই প্রশ্ন। ইংলণ্ড কি প্রজাদের স্বাধীনতা হরণ না করিয়া তাহাদিগের উপকার করিতে পারেন না।

উপসংহারে প্রশ্ন এই, যাঁহারা ভারতবর্ষের ন্যায় নিরুপদ্রব ও ধনধান্যশালী দেশ হস্তগত করিয়া এতকালের মধ্যে আয় ব্যয়ের সমতা করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা আবার অপর দেশ অধিকার করিবার ইচ্ছা করেন কিরূপে। স্বদেশীয় শাসন বিদেশীয় শাসন যে ব্যয় সাধ্য তাহা কি অদ্যাপি বুঝিতে বাকি আছে? যদি থাকে তাহা হইলে স্বার্থপরতার যুক্তি অপরিচ্ছিন্ন বলিতে হইবে।

প্রস্তাবিত কর।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের হিসাব পার্লামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করিয়া লার্ড হার্টিংটন সাহেব যে বক্তৃতা করেন তাহার এক স্থলে বলিয়াছেন "যে ভারতবর্ষের রাজস্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার নূতন পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক হইবে।" এ শব্দগুলির অর্থ কি? অন্য লোক হইলে আমাদের এ চিন্তা তত প্রবল হইত না। কিন্তু আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারি অত্যন্ত বিবেচক এবং সতর্ক লোক। তিনি সচরাচর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বলিয়া থাকেন, দশগুণ সম্ভাবনা দেখিলে একগুণ আশা দিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার এ কথাগুলির বিশেষ ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সম্বন্ধে কি নূতন পন্থা অবলম্বিত হইবে?

ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের সমতা বিধান কিরূপে করা যায়? এই প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর হইতে পারে, প্রথম ব্যয় সংক্ষেপ কর; দ্বিতীয় আয় বৃদ্ধি কর। কিছু দিন হইতে ব্যয় সংকোচ সম্বন্ধে অনেক কথা উক্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু এক্ষণে জানা যাইতেছে কি শাসন সম্বন্ধীয় বিভাগ কি সৈন্য বিভাগ, কোন বিভাগেই বিশেষ ব্যয় সংকোচের আশা নাই। লার্ড হার্টিংটন সাহেব স্বয়ং পার্লামেণ্ট সভাতে মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিয়াছেন, তবে আয়ের বৃদ্ধি ভিন্ন এই সমতাবিধানের অন্য আশা দৃষ্ট হয় না, আয়ের বৃদ্ধি দুই প্রকারে ঘটিতে পারে, প্রথমতঃ এক্ষণে আয়ের যতগুলি দ্বার আছে, তদ্দ্বারা অধিক আয়ের উপায় করা, দ্বিতীয়তঃ নূতন কর স্থাপন করা। ভারতবর্ষীয় রাজস্বের বিষয় যাঁহারা জানেন তাঁহারা বহু দিন হইতে বলিয়া আসিতেছেন, যে বর্ত্তমান সময়ে আয়ের যতগুলি উপায় আছে, সে উপায়ে আর অধিক লাভের আশা নাই। সে সকল উপায়ের আর স্থিতিস্থাপকতা শক্তি নাই। ভূমির রাজস্ব, অহিফেনের রাজস্ব, ষ্ট্যাম্পের রাজস্ব প্রভৃতি রাজস্বের যতগুলি উপায় আছে সকল গুলিই চরম সীমা প্রাপ্ত বলিলে হয়। আয় বর্দ্ধিত করিবার যো নাই। তবে নূতন কর স্থাপন করাই রাজস্ব বৃদ্ধির এক মাত্র উপায়। কিন্তু সে দিকেও কি কিছু পার্শ্বে প্রজাদিগের সহিষ্ণুতার অতিরিক্ত ভার চাপান হয় নাই? কি সাক্ষাৎভাবে কি পরোক্ষ ভাবে আর যে কোন প্রকার নূতন কর স্থাপন করা হইবে তাহাতেই প্রজাদিগের ক্লেশের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। এক লাইসেন্স টাক্সে অনেক দরিদ্র প্রজার পক্ষে অসহ্য উৎপীড়নের কারণ হইয়াছে। ইহার উপর আবার কোন প্রকার কর সৃষ্টি করিলে প্রজাগণ সহ্য করিতে পারিবে না, লোকের অসন্তোষ ও যন্ত্রণার অবধি থাকিবে না। অতএব লার্ড হার্টিংটনের উক্তির অর্থ যদি এ প্রকার হয় তাহা হইলে আমাদের পক্ষে নিতান্ত শোচনীয় বলিতে হইবে।

তখন রাজারা বলিবেন তোমরা নানা উপায়ে আয় বৃদ্ধি করিতে দিবে না, তবে কি আমরা ঘরের অর্থ দিয়া তোমাদের দেশ শাসন করিব? সে কথার উত্তরে আমরা বলিব, যদি সাধন থাকে চাকরদিগের ব্যয় সংক্ষেপ করুন। সমস্ত প্রজার দরিদ্রতা ও অসন্তোষ বৃদ্ধি অপেক্ষা কতকগুলি কর্ম্মচারীর অসন্তোষ বৃদ্ধি কি প্রার্থনীয় নয়? এ কথা আমরা স্বীকার করি; যে ব্যয়সংকোচ কর বলিয়া উপদেশ দেওয়া যত সহজ করা তত সহজ নয়। কিন্তু এ পথ ভিন্ন যখন অন্য পথ নাই তখন সহস্র বিরক্তিকর পথে চলিতে হইবে।

ব্যয় সংক্ষেপের প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়াতে অনেকে অনেক প্রকার পরামর্শ ও উপদেশ দিয়াছেন। আমরা এক প্রকার নূতন পরামর্শ দিতেছি। সম্প্রতি দেশীয় রাজাদিগের প্রত্যেকেরই নিকটে এক এক দল সৈন্য আছে। উহাকে ইংরাজীতে কণ্টিনজেণ্ট ফোর্স বলে, রাজারা তাহাদের ব্যয় বহন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বহু সংখ্যক ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈন্য আছে। তাহার ব্যয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বহন করিয়া থাকেন। যুদ্ধ বিগ্রহ ত আর সর্ব্বদা ঘটে না; সুতরাং কি রাজাদিগের সৈন্য কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সৈন্য সকল সৈন্যই অধিকাংশ সময় অলস হইয়া বসিয়া থাকে। প্রথমতঃ এরূপ এক শ্রেণীর অলস ভৃত্য রাখা অর্থনীতির চক্ষে নিষ্প্রয়োজন ও নিন্দনীয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় বিদেশীয় রাজ্যে রাজজাতীর পক্ষে ইহা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ভাল যদি এক দল সৈন্য রাখাই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে দুই স্থানে দুই দল না রাখিয়া এক স্থানে এক দল রাখাই কি যুক্তিসিদ্ধ নয়? আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি তাহা এই; ভারতবর্ষের রক্ষা ও বিপদ্ নিবারণের জন্য কত সৈন্য রাখা কর্ত্তব্য অগ্রে তাহা নির্দ্ধারিত হউক। দেশীয় রাজাদিগের বর্ত্তমান কণ্টিজেণ্ট দল তুলিয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত সৈন্যসংখ্যক বিভাগ করিয়া এক এক রাজার রাজ্যে এক এক দল রক্ষিত হউক, তাহারা সন্ধির সময় রাজাদিগের রাজ্যে বাস করিবে, বিদ্রোহের সময় চারি দিক হইতে এক স্থানে মিলিত হইবে। ঐ সকল সৈন্যদলের ভরণপোষণের ভার অর্দ্ধেক রাজগণ প্রদান করুন, অর্দ্ধেক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রদান করুন, এরূপ করিলে সম্প্রতি রাজাদিগের যত ব্যয় হইতেছে, তাহার অনেক লাঘব হইবার সম্ভাবনা, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টেরও ব্যয় অর্দ্ধেক বাঁচিয়া যাইতে পারে। কণ্টিনজেণ্ট সৈন্য গুলি অনেক রাজার পক্ষে ভারস্বরূপ হইয়াছে। যে সময়ে দেশ মধ্যে সর্ব্বদা রাজায় রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইত, তখন তাহাদের প্রয়োজন ছিল। এখন উক্ত সৈন্য সকল নিরর্থক বসিয়া খায়। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিলে উভয় উদ্দেশ্য একেবারে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উভয় গবর্ণমেণ্টেরই ব্যয়ের সাহায্য হয়। যাহা হউক লিবারেল মন্ত্রিদল অন্য যাহা কিছু করুন নূতন কর স্থাপন না করেন এই মাত্র আমাদের অনুরোধ।

রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি।

লার্ড লিটনের গবর্ণমেণ্টের দুইটী বিশেষ দোষ ছিল, যে দোষে তাঁহারা আপনাদিগকে লোকের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিলেন। প্রথম দোষ, তাঁহারা মুখে এক কথা বলিতেন এবং কার্য্যে আর এক প্রকার করিতেন, দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা স্বদে-

নীয়দিগের মতামতের প্রতি [illegible] উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন। রাজা ও প্রজার মধ্যে এ সম্বন্ধ পক্ষে উক্ত উভয় দোষ [illegible]। এদেশে বিদেশীয় রাজাদিগের সকল প্রকার কার্য্যে প্রজাদিগের কোন প্রকার [illegible] করিবার সম্ভাবনা; কারণ উভয় জাতির স্বার্থ বিভিন্ন; অনেকস্থলে একজনের [illegible] ক্ষতি, একজনের অহিতে অপরের লাভ। ইহার উপর যদি আবার অন- [illegible] থাকে তাহা হইলে সেই [illegible], অমনি আরও প্রজ্বলিত হয়। অকারণ [illegible] বা প্রবঞ্চক বলা ভদ্রনীতি বিরুদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ কিন্তু সার জনষ্ট্রাচি ও লর্ড লিটন যে ভাবে কার্য্য করিয়াছেন তদ্দ্বারাই আপনারা এই অখ্যাতি উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। যে দিন লোকে দেখিলে যে তাঁহারা ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় স্বরূপ বলিয়া এক প্রকার নূতন কর সৃষ্টি করিলেন, যে কর প্রজাগণের অসহ্য ক্লেশ উৎপাদন করিল। তথাপি দুর্ভিক্ষের উপায় স্বরূপ বলিয়া অনেকে দিতে বিশেষ আপত্তি করিতে পারিল না। লোকে যে দিন দেখিল সেই সেই কর দ্বারা সংগৃহীত অর্থ দুর্ভিক্ষের জন্য সঞ্চিত না থাকিয়া আফগান যুদ্ধের জন্য গেল সেই দিন হইতে তাঁহাদের উক্তি ও কার্য্যের প্রতি লোকের সন্দেহ জন্মিল। পরে তাঁহাদের অন্যান্য আচরণে লোকের এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত করিয়াছে। কেহ কেহ এমনও প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে উক্ত কর স্থাপনের সময় আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্থাপন করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? তাঁহারা বলেন লর্ড লিটন যখন এদেশে পদার্পণ করেন তখনই আফগানিস্তান সম্বন্ধে নূতন নীতি [illegible] অনুসরণ করিবার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। সেই নূতন নীতির অনুসরণ করিতে গেলে যে তাঁহাকে কাবুলের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে [illegible] তিনি জানিতেন; এবং ভারতবর্ষের ধনাগার [illegible] যুদ্ধের ব্যয় ভার বহনে অসমর্থ হইবে [illegible] তাহার অধিক দিন লাগে নাই, এরূপ স্থলে [illegible] কর স্থাপনের সময় যে যুদ্ধের [illegible] এরূপ বোধ হয় না। [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] বলা যায় না। তাঁহারা [illegible] হিসাব দিবার সময় যে কৌশল [illegible] করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া লোকের এরূপ [illegible] আরও দৃঢ় হইয়াছে। লোকে কি দেখিল? লোকে দেখিলেন যে [illegible] শেষে যে হিসাব প্রস্তুত হয় তাহা একবারে পূর্ব্বে সেক্রেটারির শেষে প্রদত্ত হইল; সে হিসাব মধ্যে ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অবস্থা উৎকৃষ্ট বলিয়া চিত্রিত হইল। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল যে সেই হিসাব যে দিন ইংলণ্ডে পৌঁছিল সেই দিনই পার্লিয়ামেণ্ট সভাতে আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের প্রসঙ্গ উঠিবার কথা ছিল। ইংলণ্ডস্থ মন্ত্রিদল তখন ঐ সমগ্র ব্যয় ভারতবর্ষের স্কন্ধে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সুতরাং ভারতবর্ষীয় রাজস্বের এই উৎকৃষ্ট অবস্থার কথা জ্ঞাত হইলে লোকের আর আপত্তি থাকিবে না এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার অভিপ্রায় ছিল। তৎপরে নূতন মন্ত্রিদল যেই পদস্থ হইলেন অমনি পূর্ব্ব হিসাবের ভুল বলিয়া" অনেক লক্ষ মুদ্রা একেবারে দেখা দিল এবং পূর্ব্ব হিসাবে চিত্রিত অবস্থায় স্বপ্ন একেবারে বিলীন হইয়া গেল। লোকে দেখিয়া ভাবিল ইংলণ্ডের ইলেকসনের কি প্রকার ফল হয় দেখিবার জন্য উক্ত লক্ষ লক্ষ মুদ্রার কথা এত দিন গোপনে রাখা হইয়াছিল। যখন দেখিলেন লিবারল দলের জয় হইল তখন আর গোপন রাখা নিরর্থক ভেবে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইল।

এই সকল ব্যবহার দেখিলে কি লোকের আর বিশ্বাস থাকে? তাঁহাদের প্রতি এরূপ সন্দেহ করাতে যদি কোন অপরাধ হয়, সে অপরাধের জন্য তাঁহারা দায়ী।

লর্ড রিপনের শাসনপটুতা সম্বন্ধে আমরা অধিক জানিনা, কিন্তু তিনি ধর্ম্মভীরু লোক এই প্রকার সাধারণ সংস্কার থাকাতে লোকের সেই সন্দেহ ও অশ্রদ্ধার ভার ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। একদিকে আফগানিস্থান পরিত্যাগ করাতে যেমন ধর্ম্মানুগত নীতির অনুসরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে। অপর দিকে নূতন গবর্ণর জেনেরলের যে কিছু কথা বা কার্য্য জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। তাহাতে তাঁহার সরলতা ও সদাশয়তা প্রকাশ পাইতেছে। সম্প্রতি আফগান যুদ্ধে তিনি সৈনিকদিগের নিরাশ্রয় অনাথ পরিবারদিগের সাহায্য বিধানার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য সিমলাশৈলে একটী সভা আহূত হয়। গবর্ণর জেনেরল উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি যে কেবল অগ্র বোধে পড়িয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নয় নিজে তিন সহস্র মুদ্রা সাহায্য করিয়াছেন। সভা স্থলে তিনি যে বক্তৃতা করেন তন্মধ্যে তাঁহার সদাশয়তা ও উদারতার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেক গুলি লোকের সংস্কার আছে যে রাজনীতি পথে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করার প্রয়োজন নাই। তুমি আমি যে শঠতা বা প্রতারণা করিলে হয় ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হই, সে শঠতা বা প্রতারণা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। এরূপ দূষিত নীতির প্রতি আমাদের আন্তরিক ঘৃণা আছে। বর্ত্তমান মন্ত্রিদল আর কিছু না করুন, যদি এই দূষিত মতের অসারবত্তা প্রমাণিত করিতে পারেন তাহা হইলেও পরম লাভ।

—o—

ব্যয় সংক্ষেপ।

ব্যয় সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আন্তরিক চেষ্টা পাইতেছেন বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহারা ব্যয় সংক্ষেপের প্রকৃত উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হইতেছেন না। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা পাইয়াছেন সেগুলি প্রকৃত উপায় নহে। কেবল ১০।২০ টাকা বেতনের কেরাণীর সংখ্যা কমাইয়া ও সাধারণ হিতকর কার্য্য গুলি বন্ধ করিয়া ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুমোদিত নয়। প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি ন্যায্য ব্যয়ে সম্পন্ন করাকেই ব্যয়সংক্ষেপ বলে। পরিবারবর্গকে এক বেলা আহার দিয়া ব্যয় কমাইলে মিতব্যয়িতা হয় না। ১৮৭১ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল সিবিলিয়ানদিগের বেতন কমাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আবার এই প্রশ্ন উপস্থিত করা হইয়াছে, এটী একটী মহাভ্রম। এক্ষণে সিবিলিয়ানেরা যথেষ্ট বেতন পান বলিয়াই পাপকর্ম্মে তাঁহাদিগের মতি হয় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রারম্ভে যে সকল সিবিলিয়ান আসিয়াছিলেন তাঁহারা কম বেতন পাইতেন সুতরাং নানা দোষও ঘটিত। বেতন বৃদ্ধি হইল সে দোষও গেল। এখন আবার বেতন কমাইয়া দাও শীঘ্রই বিষময় ফল দেখিতে পাইবে। একবার যখন ইহাদিগের বেতন কমিয়া যায় সেই সময়েই সর হেনরি রিকেটস্ এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে এখন ত্রিশবৎসর কাজ করিয়া পরিমিতব্যয়ী হইয়াও অল্প সিবিলিয়ান এক লক্ষ টাকা লইয়া বাটী গমন করিতে পারেন। ইহার উপর আবার বেতন কমিলে তাঁহাদিগের সাধারণে অসন্তোষ বৃদ্ধি হইবে। এটী হইতে দেওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। বেতন কমাইয়া দিয়া কুকর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা ইহাদিগকে কম্ম হইতে অপসারিত করাও ভাল। এখন ভারতের লোকে বিদ্যাশিক্ষার মধুর স্বাদ পাইয়াছেন এখন পূর্ব্বের সেই অন্ধতামস দূরীভূত হইয়াছে। ভারতবাসীরা এখন অনেক পরিমাণে তাঁহাদিগের রাজনীতি সংক্রান্ত কার্য্যের উপযোগী হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের অল্প পয়সায় অনেক গুরুতর কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। এখন যদি সিবিলিয়ানেরা এ দেশ পরিত্যাগ করেন তাহা

হইলে রাজনীতি বিষয়ে যে বিপ্লব ঘটিবে সে আশঙ্কাও করা যায় না। বিচারকার্য্যে ভারতবাসীদিগের আজিও যে কিছু ত্রুটী আছে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ পাইলে তাহাও থাকিবার সম্ভাবনা নাই। "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ" কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে কাজের লোক হয়। একেবারেই কেহ কাজের লোক হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতবাসিদিগের উপর বিশ্বাস করিয়া এবং তাঁহাদিগকে কার্য্যোপযোগী করিয়া সিবিলিয়ানদিগকে ক্রমশ কর্ম্ম হইতে অপসারিত করেন তাহা হইলে ব্রিটিশ নামের অনুরূপ প্রজাহিতৈষীতাও করা হয় এবং ব্যয়ও সংক্ষেপ হইয়া যায়।

পক্ষান্তরে অনিষ্টের মূলে আঘাত করিতে না পারিলে অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা অল্প। বারিক, রাস্তা ও বাটী প্রভৃতিই অপব্যয়ের প্রধান কারণ, অগ্রে এ গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। এক জন এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক যে বাটী তিন হাজার টাকায় প্রস্তুত করিবেন পূর্ত্তকার্য্যবিভাগের কর্ম্মচারীরা অন্ততঃ পনর হাজার টাকার কমে তন্নির্ম্মাণের ভার গ্রহণে সম্মত হইবেন না। পূর্ত্তকার্য্যবিভাগের অধিকাংশ কর্ম্মচারী চুরি না করিয়া নিয়মিত বেতনে সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নহেন। এই চুরি আবার এত প্রকাশ্যরূপে হয় যে আফিসের কেরাণী দপ্তরি পর্য্যন্তও দস্তুরী পাইয়া থাকে। যে মজুর তিন আনায় পাওয়া যায় পূর্ত্তকার্য্যবিভাগে তাহার নিমিত্ত অন্ততঃ পাঁচ আনা পড়ে। একজন সাধারণ ভদ্র লোক, যে ইট আট টাকায় পাইবেন পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের হিসাবে তাহার মূল্য বার টাকা। উক্তরূপ ইট প্রস্তুত করিতে কলিকাতার বাহিরে প্রতি লক্ষে ঊর্দ্ধ সংখ্যা চারিশত পঞ্চাশ টাকা ব্যয় পড়ে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ইট খোলায় প্রতি লক্ষে প্রায় সহস্র টাকা ব্যয় দিতে হয়। একজন অপর লোকের কড়ি কাঠ দুই পুরুষ যায় কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বাটী সমূহের কাঠ দশ বৎসরও যায় না। কাজ বাড়িলেই কর্ম্মচারীদিগের লাভ। পাঁচ বৎসর পরে কাষ্ঠ গুলি বদলাইবার আবশ্যক হইল। পুরাতন কাষ্ঠগুলি একশত টাকার স্থলে দশ টাকায় বিক্রীত হইল। পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের কর্ম্মচারিগণই উহা ক্রয় করিলেন। এইরূপ নানা উপায়েই এক এক জন ৮০ টাকার চতুর্থ শ্রেণীর একাউণ্টেণ্ট পাঁচ বৎসর কর্ম্মের পর অতুল ঐশ্বর্য্য করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট কি ইহার মূল কারণ বুঝিতে পারেন না?

কমিসরিএটেরও এই অবস্থা। বাজারে যদি ছোলা তিন টাকা মণ বিক্রীত হয় তাহা হইলে ৬ টাকা মণ কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়া থাকে। এক পয়সার এক খানি পাখার নিমিত্ত চারি আনা লওয়া হয়। ইউরোপীয় প্রধান কর্ম্মচারীগণ সকল দ্রব্যের যথার্থ মূল্য জানেন না সুতরাং যে মূল্য ধরা হয় তাহাই প্রদান করেন এই সকল কার্য্যে যত অধিক পরিমাণে এতদ্দেশীয় তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবেন গবর্ণমেণ্টের ততই এই অপব্যয় নিবারিত হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই ভারতবর্ষ রক্ষার্থ ইংলণ্ডে যে সৈন্য আছে এবং তাহাদিগের জন্য বর্ষে বর্ষে যে ব্যয় হইয়া থাকে তাহাই অত্যন্ত অধিক, দুঃখের বিষয় আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বিশ্বাস করেন না। তিনি যদি ভারতীয় সৈন্যগণকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া ইংলণ্ডস্থ সৈন্যদিগের সংখ্যা কমাইয়া দেন তাহা হইলে ব্যয়ের অনেক লাঘব হইতে পারে। অন্যথা ব্যয় সংক্ষেপের যতই চেষ্টা করা হউক না কেন সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইবে।

প্রাপ্ত।

এক একটী দুর্মনা পরিবার থাকে হাতির পিঠে ছালা সিটাইয়া টাকা আনিলেও তাঁহাদিগের কুলায় না। ইংলণ্ডেরও সেই দশা ঘটিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন গ্রাম নগরও জনপদ নাই যেখানে ইংলণ্ড বাণিজ্য সূত্রে অর্থশরীরে জলৌকার ন্যায় সুখ সঞ্চারণ না করিতেছেন। ইহাঁরা বাণিজ্য কারখানা প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবীর সার্ব্বভৌম জাতির নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি ইহাঁদিগের তুল্য ধনী জাতি জগতে আর কেহ নাই। অতএব কালে যুদ্ধের ব্যয় ইহাদিগের নিকট হইতে অধিক কিছু কষ্টকর নহে এবং ... তাহাদিগের তত ক্ষতি বোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ড এমন ধনী যে জোগাড় করিতে গিয়া রাজাগণকে কোটি কোটি টাকা ঋণ দিতেছেন। কিন্তু সুদ ও আসলও আর ফিরিয়া পাইতেছেন না তথাপি ঋণ দিতে ক্ষান্ত নহেন। আর দরিদ্র ভারতবাসীদিগের উপকারার্থে যদি কিছু দেন টাইমস প্রভৃতি পত্রের সম্পাদকদিগের তাহার প্রতিবাদ করা ভাল দেখায় না।

ইংলণ্ড ধনী বলিয়া ইউরোপীয় কোন প্রধান রাজা এক বিষয় বন্ধক দিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর টাকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড যাঁহাকে একবার টাকা ধার দেন তাহা আর প্রায় ফিরিয়া পান না। ইংলণ্ড ইউরোপীয় এক জন ক্ষুদ্র রাজাকে তাঁহার বার্ষিক আয় অপেক্ষা দশগুণ অধিক টাকা ঋণ দিতে কুণ্ঠিত নহেন। তিনি একবার ভাবেন না যে কিরূপে উক্ত রাজা তাঁহার সেই ঋণ পরিশোধ করিবেন। ইহাঁর পর যেখানে যত রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে ইংলণ্ডের টাকা তাহার সকলগুলিতেই আছে। ইংলণ্ডের এমনি গুণ যিনি একবারে ঋণ করিয়া পরিশোধ করিলেন না, তিনি আবার তাহা পাইতে পারেন ... লোকে তাঁহাকে ঋণদানে অগ্রসর হইবেন। ইউরোপের অনেক রাজা মনে জানেন ইংলণ্ড যে টাকা ঋণ দেন তাহা পরিশোধ না করিলেও চলে। এই নিমিত্ত অনেকে অন্যান্য স্থানে ও ইংলণ্ডের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড ঋণ দিবার জন্য যেন ব্যতিব্যস্ত বেড়ান। পাঠক ইহার প্রমাণ দেখুন ১০০৭ খৃঃ অব্দে ডেনমার্ক ঋণগ্রহণার্থী হন ইংলণ্ড তাহার সহায়তা করেন। এই ঋণ পরিশোধ হইল না, তথাপি ... ১৮৬৪ খ্রীঃঅব্দে পুনরায় ঋণগ্রহণার্থী হইলে ইংলণ্ড পুনরায় টাকা দিলেন, ১৮২৪ খ্রীঃঅব্দে গ্রীসের ... শতকরা ৫ টাকা সুদে টাকা কর্জ করেন এবং দুই বৎসর নিয়মিত সুদের টাকা পরিশোধ করেন, তাহার পর সুদ বন্ধ করিয়া আজ পর্য্যন্ত আসল টাকা দেন নাই। পর্টুগাল একটী ক্ষুদ্র রাজ্য, ইহার যে ঋণ তাহার ? অংশ ইংলণ্ডের টাকা। উহারা ঋণ পরিশোধের জন্য ইংলণ্ডের সহিত একটী চুক্তি করে এবং যে পর্য্যন্ত টাকা পরিশোধ না হইবে সে পর্য্যন্ত সুদ দিবে এইরূপ কথা বলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উহা বাক্যেই পর্য্যবসিত হয়। উহারা চুক্তি মত কার্য্য না করিয়া বহুকাল সুদ ও আসল বন্ধ করে। অবশেষে ইংলণ্ড অনন্যোপায় হইয়া বার্ষিক শতকরা ৸০ আনা সুদ লইতে সম্মত হন, ... এখন তাহাই দিতেছেন। যে রুশিয়া ইংলণ্ড আসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে এখন সর্ব্বাপেক্ষা বিক্রমশালী সেই রুশিয়াও ইংলণ্ডের প্রধান ধনী রথস্‌চাইল্ড, বেরিং ব্রাদার্স প্রভৃতি মহাজনদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া উহারা সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে মস্কাউ পর্য্যন্ত ... রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছেন স্পেন ইংলণ্ডের নিকট হইতে যে টাকা ঋণ গ্রহণ করেন তাহা পরিশোধের কোন চুক্তি করিতে চাহেন না। কিন্তু তাহাতেও ইংলণ্ডের চৈতন্য লাভ হইল না। তিনি পুনর্ব্বার ... ইউরোপের সকল লোককেই ঋণ দিতে ... ১৮৬৪। ৬৮ ও ৭২ অব্দে সুইডেন, নরওয়ের ... ইংলণ্ডের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন। ... উপরে যে সকল অধমর্ণের কথা উল্লেখ করিলাম তুরস্কই তাহাদিগের সকলের অপেক্ষা অধিক ... হয়। তুরস্ক ইংলণ্ডের নিকট হইতে যতবার ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন ততবারই এক নিয়মের উপর ...

তন বার করিয়া টাকা লইয়াছেন। [illegible] ইংলণ্ড তাহাও দিতে পরাঙ্মুখ হন না। [illegible] তিনি [illegible] যখন যে টাকা আবশ্যক [illegible] ইংলণ্ডী মহাজন-দিগের উপর দিয়া [illegible] এত অল্প যে তাহাকে [illegible] সুদ ও পোষায় না। [illegible] যখন ১ [illegible] কোটী ৬০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহ[illegible] বিস্তর লোকে ঋণ দিবার জন্য [illegible]ছিলেন। তুরস্ক এইবার লইয়া ইংলণ্ডের নিকট হইতে চতুর্দ্দশ বার ঋণ গ্রহণ করিলেন।

ইংলণ্ড, শুধু ইউরোপের রাজগণকেই যে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন এমন নহে তিনি আমেরিকায় ও খাতক করিয়াছিলেন। উহাদিগের যখন ঋণ গ্রহণের আবশ্যক হইয়াছিল তখন কোন জাতিই ঋণদানে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু বিলাতের মহাজন দিগের অবারিত দ্বার। উহারা ঋণ চাহিবা মাত্র ইংলণ্ড তৎক্ষণাৎ তাহা দান করিয়াছিলেন। বলিভিয়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ইহার বার্ষিক আয় ৫৮ লক্ষ টাকা মাত্র। [১৮৭২ খৃঃ অব্দে ইহারা দুই ক্রোর টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হয়, ইংরাজ মহাজনেরা অবিচলিত চিত্তে ঐ টাকা দিলেন একবার ভাবিলেন না তাঁহাদিগের টাকার কিরূপে পুনরুদ্ধার হইবে। চিলির, বিদেশীয় রাজগণের নিকট যে টাকা ঋণ ছিল তিনি ইংলণ্ডের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া অন্যের ঋণ পরিশোধ করিলেন। ১৮৪২ ও ৫৮ অব্দে ঐ টাকার কিয়দংশ বেরিং ব্রাদার্স ও ১৮৬৬ ও ৬৭ অব্দে মর্গান কোম্পানিই উহাদিগকে ঐ টাকা দিয়াছিলেন। কলম্বিয়ার ঋণ সমষ্টি ১ কোটী ১০ হাজার টাকা, কিন্তু বার আনা ভাগ ইংরাজ মহাজনের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল। কষ্টারিকার বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি ১৮৭১ ও ৭২ অব্দে ৩ ক্রোর টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হইলে ইংলণ্ড ঐ টাকা দেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এপর্য্যন্ত তাহার এক পয়সাও আদায় হইল না। এই প্রকার তেজারতিতে খাতকদিগের নিকট ইংলণ্ডের আটশত ক্রোর টাকা বাকী পড়িয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত টাকা বহির্গত হইয়া যাওয়াতেও ইংলণ্ড দরিদ্র নহে। বিদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য তাঁহার ১১ হাজার জাহাজ আছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ১২ শত বাষ্পীয় পোত আছে। অন্যান্য রাজ্য ইংলণ্ডের যে সকল তুলার বৃহৎ কারখানা আছে বর্ষে বর্ষে তাহার জন্য ৭২ ক্রোর টাকা খরচ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের ৭ হাজার ৩ শত অন্যান্য বিষয়ের সামান্য কারখানা আছে। বাণিজ্যে নষ্ট আয় হউক না কেন, যাবৎ এই অপব্যয় নিবারিত না হইতেছে তাবৎ কোন মতেই ইংলণ্ডবাসীদিগের ধনাগার পূর্ণ হইবে না এবং টাইম্‌স ধুয়া ধরাইয়া না দিলেও বোধ হয় আফগান যুদ্ধের ব্যয় বহনে তাঁহারা সহজে সম্মত হইবেন না। একণে লিবারাল দল যে প্রস্তাব করিয়াছেন যে সে প্রকারে তাহা পূর্ণ হইলেই ভারতবাসীদিগের মঙ্গল।

নূতন পুস্তক।

হিতোপদেশ। সংস্কৃত হিতোপদেশ সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠোপযোগী একখানি নীতি গ্রন্থ বিষ্ণুশর্ম্মা ইহার প্রণেতা। এই গ্রন্থ মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ, সন্ধি এই চারি ভাগে বিভক্ত। ইহাতে উপন্যাসচ্ছলে সামাদি রাজনীতি চতুষ্টয়ের উপদেশ আছে। পূর্ণানন্দ, বালকদিগের বোধসৌকার্য্যার্থ ইহার সরল টীকা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ মজুমদার ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। মূল্য ১ টাকা।

ভিষক সুহৃদ। একখানি চিকিৎসা গ্রন্থ। ইহা নানাবিধ [illegible] ও বাঙ্গালা চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে [illegible] পাঠ করিলে ভৈষজ্য শাস্ত্রাধ্যায়ী পরীক্ষার্থীদিগের ও অভিনব চিকিৎসকগণের বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ কর ইহা সঙ্কলন করিয়াছেন। মূল্য ৩ টাকা।

[illegible]জ্ঞানোপদেশ, অর্থাৎ বেদান্তদর্শনান্তর্গত তত্ত্বজ্ঞানাদি[illegible] মত সমস্ত শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র রায় [illegible] কর্তৃক যুক্তির সহিত প্রমাণিত ও সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা।

বিবিধ সংবাদ।

মহারাষ্ট্রীয় বিখ্যাতনামা শ্রীমতী রমাবাই সম্প্রতি বাঁকিপুর কালেজে সংস্কৃত ভাষায় একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। উঁহার বক্তৃতা শ্রবণার্থ সভাস্থলে অনেক লোকের সমাগম হয়।

লাহোরের একটী স্ত্রীলোক একেবারে চারিটী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। দুইটী সন্তান মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তৃতীয়টীর ভূমিষ্ঠ হইয়া [মৃত্যু হয় এবং চতুর্থটী অদ্যাপি জীবিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাতা তৃতীয় সন্তান প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। মাতা যদি আর একটী সন্তান প্রসব করিতেন তাহা হইলে পঞ্চপাণ্ডবের মাতা হইতেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনান্ট গবর্ণর ও অযোধ্যার চিফ কমিশনর ২৫এ অক্টোবর নাইনিতাল পরিত্যাগ করিবেন।

মাক্সাজ মেল বলেন করমূলে একটী দীর্ঘাকার মনুষ্য দেখা দিয়াছে। বেল্লিরির অন্তর্গত পিনাকোণ্ডা নামক স্থানে ইহার আবাসভূমি। দেহটী উর্দ্ধে ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, প্রস্থ ৬ ফুট ১ ইঞ্চি বাহুদ্বয় ১ ফুট ৬ ইঞ্চি, উরু ২ ফুট ৬ ইঞ্চি, বাহ্যিক দৃশ্য স্ত্রীলোকের ন্যায় দেখিলে বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। বয়স ১৭ বৎসরের অধিক নহে। পরিমাণ ২৪ ষ্টোন ৯ পাউণ্ড, ইহাঁর অর্দ্ধ ক্রোশ গমনেও কষ্ট বোধ হয়। এরূপ মনুষ্যকে প্রদর্শনী সভায় রাখা কর্ত্তব্য।

বোটা নামক একজন নিউইয়র্কের স্ত্রীলোক ফ্রেঞ্চ একাডেমিতে ২০০০০০ টাকা দিয়াছেন। যাঁহারা ফরাসি শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবেন তাঁহারা উক্ত টাকার ৫ বৎসরের সুদ একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

ফরাসি ভাষার ইতিহাস সকল রক্ষা করণার্থ পণ্ডিচারি গবর্ণমেণ্ট ৫০০০ টাকা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

১৬ ই সেপ্টেম্বর দেখা হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ১০৮,৪৭,৭০১ টাকা মজুত আছে।

শুনা যাইতেছে সার নেভিল চাম্বার্লেন সাহেব অসুস্থতা নিবন্ধন সার এডুইন জনসনের পদে গবর্ণর জেনেরলের সভার সভ্য হইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ডবলিন ও এডিনবর্গের সেভিংব্যাঙ্কে ও তথাকার পোষ্ট আফিসে স্ত্রীলোক কেরাণী কর্ম্মার্থিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে কমন্স হাউসে মিষ্টার পিনিন গটনের প্রশ্নোত্তরে মিষ্টার ফসেট বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোক কর্ম্মার্থী ও পুরুষ কর্ম্মার্থীর মধ্যে একটী পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম করা কর্ত্তব্য। উক্ত স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার ন্যায় কঠিন পরীক্ষা না করিলে উহাদিগের সংখ্যার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বলেন যিনি কর্ম্মার্থী হইবেন তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রী হইতে হইবে।

১১ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ২০৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গত সপ্তাহের অপেক্ষা ১৯ জন অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ৯৭॥০

" ৪।০ " " ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০১ হইতে ১০১।০

" ৪।০ " " ১৮৭১ (১৮৮১) ৯৬॥০

" ৪॥০ " " ১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩) }

" ৪॥০ " " ১৮৭৯ (১৮৯৩) } ১০৪॥০

" ৪।০ " " ১৮৮০ (১৮৯৩) কুপং ১০৫॥০

" ৫ " " ১৮৬৭ (১৮৮২) ১০০

হইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি করিলে এই উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে? আমরা শুনিলাম [illegible] পরিবর্ত্তে সকলমাত্র [illegible] এ ভাব হইতে পারে না। [illegible] ছেন উঁহাদের ভিতর [illegible] যাহা বলিতে কোন [illegible] একপ করিলেই উঁহাদের [illegible] কিন্তু আমরা [illegible] অনেক পরিমাণে সত্য।

সম্প্রতি [illegible] একটী অদ্ভুত বিচার [illegible] মারওয়ারদী [illegible] তিনি তাঁহাকে [illegible] হয়। তিনি [illegible] করিয়া তাঁহাকে কারাবাসের আদেশ প্রদান করেন। আসামীর পিতা এই সংবাদ পাইয়া [illegible] জানান যে তাঁহার পুত্র নির্দ্দোষ। [illegible] মারওয়ারদীর বাটীর কোন মহিলার সহিত তাহার পুত্রের প্রণয় সংঘটিত হওয়াতে তাঁহারা [illegible] হইয়া তাঁহার পুত্রকে চোর বলিয়া ধৃত করিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই গবর্ণর [illegible] বিশ্বাস করিয়া এডওয়ার্ডকে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়াছেন। বিলাতি জুয়াচুরির কথা শুনুন। ইহার নিকট [illegible] হইল।

আমাদের দেশের মত [illegible] হইতে তাহা। ইংলণ্ডে স্ত্রী গ্রহণ করিলে [illegible] তাহাকে [illegible] বলে। [illegible] একবার পরিগ্রহ করা হয় তাহাকেই বিবাহ বলে। এদেশের [illegible] স্ত্রী অসৎপথ [illegible] বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না অথবা দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করা [illegible] চেষ্টা করেন না। [illegible] কিছু বন্ধন নাই। [illegible] এক স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে [illegible] আবার পরিত্যক্ত স্ত্রী [illegible] অগ্রসর হইয়া [illegible] হইতেছে গত বর্ষে [illegible] মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে।

যেই অবধি [illegible] হওয়া অবধি [illegible] হইতেছে এবং [illegible] ৩০ হাজার টাকা ব্যয় হইতেছে।

আসামের প্রজারা ক্রমেই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিতেছে। ইংরাজ ভূস্বামীদিগের উচ্ছেদ সাধনই ইহাদের প্রধান সংকল্প।

এক্ষণে দেশীয়দিগের বিলাত গমনের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি বি, পি, চৌধুরী ক্ষণীশচন্দ্র বসু সীতারাম দাস এবং মান্দ্রাজের একটী স্ত্রীলোক অধ্যয়নের নিমিত্ত বিলাত গমন করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বারুইপুরের মৃত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিমচন্দ্র পালের দ্বিতীয় পুত্র বাবু জিতেন্দ্রনাথ পাল সিবিলসর্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য শীঘ্রই বিলাত যাত্রা করিবেন। ইনি কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়িতেছিলেন। এই অল্প বয়সে বিলাতে গিয়া যাহাতে ইঁহার কোন কষ্ট না হয় আমাদিগের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেনের সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে। আমরা জানি ইনি মহিম বাবুকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাকে এক ডেপুটীর পদ হইতে মাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত করিয়া দিয়াছিলেন। মহিম বাবুর মৃত্যুর পর অবধি ইনি তাঁহার পুত্রদিগের কল্যাণ সাধনে কখনই অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই। যথার্থ ভালবাসা।

[illegible] নামে একটী স্ত্রীলোকের কোন গুরুতর অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে। সে এক্ষণে প্রেসিডেন্সি জেলে অবস্থিতি করিতেছে। গত ২২ এ সেপ্টেম্বর সে আকারাবের পক্ষে [illegible] বাবু রামচন্দ্র দেব [illegible] জুডিসিয়াল কমিশনরের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিয়াছে [illegible] বাবু তাহাকে ধনে প্রাণে মজাইয়াছেন। তিনি [illegible] এই বিপদের সময়ে প্রতারণা পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে এটর্ণির ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পারিশ্রমিক বলিয়া তাহার নামে [illegible] ২৬০০ শত টাকার এক খানি বিল করেন এবং টাকা আদায়ের জন্য ভয়প্রদর্শন করিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক তাঁহার পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের বাটীটী বিক্রয় করাইয়াছেন। জুডিসিয়াল কমিশনরের এই কথায় কিয়ৎ পরিমাণে প্রত্যয় জন্মিয়াছে। তিনি ইহার অনুসন্ধানার্থ আকারাবের যেমন জজকে আদেশ দিয়াছেন এবং এই কথা বলিয়া দিয়াছেন, তিনি যেন এই আদেশ প্রচার করিয়া দেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এরূপ বিপদাপন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে এটর্ণির ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা পান তাহা হইলে তিনি মক্কেলের ইচ্ছানুসারে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইবেন।

[illegible]দিন হইল কলিকাতা মেডিকাল কলেজ হইতে একটী আসামবাসী বালক অধ্যয়নার্থ বিলাত গমন করিয়াছেন। ইনি হাইকোর্টের আসামীয় ভাষার তর্জ্জমা কারক ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে ইঁহার অনুরাগ থাকাতে ইনি ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতে ছিলেন।

এক লেপিয়ার ক্রস মরিসনের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইলেন। টাইমস সম্পাদক ইঁহার পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন "ইনি লেডি বাকারের দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী।"

শিমলার একজন ধনী বণিক মুসজীবা নামক প্রায় ৮ মাইল দীর্ঘ একটী পর্ব্বত ক্রয় করিয়াছেন। ইনি তথায় বিলাস ভবন প্রস্তুত করিবেন। টাকা থাকিলে অনেক প্রকার সুখের অভিলাষ জন্মে।

বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি, এ পরীক্ষায় দুটী ফরাসী যুবতী সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম, ও দ্বিতীয় হইয়াছেন। যে সকল পুরুষ ইঁহাদের সহিত পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইঁহাদিগের নীচে হইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কলদ্বারা ভূমি কর্ষণ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তত্রত্য এক্সিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র জি, ই, লিষ্ট সাহেব বান্দা নামক স্থানে ইহার প্রথম পরীক্ষা করিবেন।

বিজ্ঞানতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহুদিবস হইতে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন কিন্তু কেহই এপর্য্যন্ত তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে প্যারিসের ফেজ নামক একজন ডাক্তার এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যদি সদ্য একটী বালকের মৃত্যু হইলে তিনি নিশ্বাস প্রশ্বাস চালাইবার যন্ত্রদ্বারা বালকের প্রায় চারি ঘণ্টা ক্রমাগত কৃত্রিম নিশ্বাস নির্গত করান এবং তৎপরে বালকের মৃতদেহে জীবনের সঞ্চার হয়। ঐরূপে একটী জলে ডুবা মৃত বালককেও তিনি বাঁচাইয়াছেন।

রেলওয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও বাণিজ্য বৃদ্ধির একটী প্রধান উপায়। ইহা সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে পৃথিবীর কোন্ দেশ কি প্রকার বদ্ধনশীল তাহা সহজেই অনুভূত হইবে। জর্ম্মণিতে ২০৭০৫, ইংলণ্ডে ১৮৫৬০ ফ্রান্সে ১৫৫০৫, রুশে ১৯৪৫৫, অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরিতে ১১৯৯০, ইটালিতে ৫৪৬৪, স্পেনে ১১৯৮৬, ইউনাইটেড ষ্টেটে ৮৬৯৪, আমেরিকার অন্যান্য স্থানে ১০৬৬০, আসিয়ায় ৩৩০০, অষ্ট্রেলিয়ায় ২৬০০, ও আফ্রিকায় ১৭০০ মাইল।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম পি, বি, মুখোপাধ্যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমেরিকাবাসী বোল নামে এক ব্যক্তি অনেক দিন অবধি জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন, সম্প্রতি তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইনি স্বয়ং তত্রত্য লোকদিগকে এই অদ্ভুত কাণ্ডটী দেখাইবার জন্য চার্লেস নদীর উপর দিয়া হাঁটীয়া গিয়াছিলেন। যে জুতা পায়ে দিয়া তিনি নদীর জলে হাঁটিয়া ছিলেন, তাহা এরূপ কৌশলে প্রস্তুত হইয়াছে যে, যে সে ব্যক্তি সেই জুতা পায়ে দিয়া অক্লেশে জলের উপর হাঁটিতে পারে।

পূজার ছুটীতে হাইকোর্ট বন্ধ হওয়ায় জষ্টিস উইলসন, পণ্টিফেক্স, বাউটন, ফিলড ও আর দুই জন জজ এবং বারিষ্টার ডবলু, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এবার বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। ছুটী শেষ হইলে ইহাঁরা প্রত্যাগত হইবেন।

এবার বি, এ, পরীক্ষা ১৮৮০ সালের ৩ রা জানুয়ারিতে আরম্ভ হইবে।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের লোকোমটীব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খরচ কমাইবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, লাইনের কাজ কর্ম্ম আজ কাল কিছু নরম যাইতেছে বলিয়া তিনি কর্ম্মচারীদিগকে এই কথা বলিয়াছেন তাঁহারা এক্ষণে ছুটী লউন। যিনি কিছু বেশী দিন ছুটী লইবেন তিনি বেতন পাইবেন না। আর যিনি ছুটী লইতে না চাহিবেন তিনি এক মাস কাজ করিলে অর্দ্ধেক বেতন পাইবেন। এখন তাঁহাদিগের যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করুন। আমাদিগের বোধ হয় এরূপ করা অপেক্ষা তাহাদিগকে জবাব দেওয়াই ভাল ছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডাউডিং সাহেব ৯ ই সেপ্টেম্বর হাইদ্রাবাদে জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রেই শস্যের মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। বিশেষতঃ সকল [illegible] সুবৃষ্টি হওয়াতে বিসূচিকা ও বসন্ত রোগে[illegible]র্ভাবও আর বড় দেখা যাইতেছে না।

ম্যাঞ্চেষ্টারের ক্যারেজ কোম্পানি সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়াছেন যে তাঁহাদিগের অধীনস্থ গার্ডেরা এখন হইতে আর দাড়ি রাখিতে পারিবেন না। গার্ড মাত্রকেই শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে হইবে। এই আদেশ প্রচার হওয়াতে অনেক গার্ড পদত্যাগ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট সম্পাদক ম্যাকডোনাল্ড সাহেব এলাহাবাদের ডাক্তার হল সাহেবের বৃথা অপযশ করিয়া একটী প্রবন্ধ লেখায় হল এলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করেন। বিচারে মেকডোনাল্ড সাহেব দোষী প্রমাণ হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার তিন মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন ও ৩০০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরী সিমলায় গবর্ণর জেনেরলের বাসের জন্য একটী বাটী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। ঐ বাটী নির্ম্মাণ করিতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। গবর্ণমেণ্টের অমিতব্যয়িতার এই একটী উদাহরণ।

গিধোর রাজ রামনারায়ণ সিংহের ভ্রাতা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে প্রেসিডেন্সি বিভাগের মাজিষ্ট্রেট আমীর আলী শীঘ্রই বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইবেন। ইনি এখানে পৌছিলে বি, এল গুপ্ত তাঁহার পূর্ব্ব পদ গ্রহণ করিবেন।

রেভিনিউ বোর্ডের সভ্য এচ, এল ড্যাম্পিয়ার সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ড হইতে আর ফিরিতেছেন না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমে ইউরোপেও অধিকার বিস্তার করিতেছে। ভারতবর্ষে ইহার বিক্রমের কিছু হ্রাস হইয়াছে, এক্ষনে জর্ম্মণি ও সুইটজারলণ্ডের লোক ব্রাহ্ম হইতেছে।

বন্যায় কান্দাহার রেলওয়ের কিয়দংশ ভাসিয়া যাওয়াতে তিন দিন গাড়ি বন্ধ [illegible]।

চীন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রজাগণকে বিদেশীয় দ্রব্যের বাণিজ্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। চীনের দ্রব্য লইয়া অপর জাতি যাহাতে অধিক পরিমাণে বাণিজ্য করে গবর্ণমেণ্টের [illegible] ইচ্ছা।

শ্বেত পিপীলিকার উপদ্রবে লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। ইহা এমনি ভয়ানক যে যাহা ধরে তাহা একবারে খাইয়া ফেলে। তাহার চিহ্ন মাত্র রাখে না। এই ভয়ানক অনিষ্ট নিবারণের জন্য ডেলি নিউসে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন পেট্রোলিয়ম তৈল এক ভাগ, পরিষ্কার পিচ তিন ভাগ ও কাঁচা কার্ব্বলিক আসিড দুই ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া যে দ্রব্যে ঐ পিপীলিকা ধরে তাহাতে মাখাইয়া দিলে উহা আর কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

আমরা গবর্ণর জেনেরল ও তাঁহার মন্ত্রীসভার সভ্যগণের একটী দয়ার কার্য্য দেখিয়া বড় প্রীত হইয়াছি। অস্ত্র বিষয়ক আইন হওয়াতে কমিশনর দেশের লোকের মনের ভাব জানিয়া এই রিপোর্ট করিয়াছিলেন, দেশের বৃথা আড়ম্বরপ্রিয় অকর্ম্মণ্য জমিদারেরা মরিচা ধরা অকর্ম্মণ্য অস্ত্র রাখিতে পান নাই বলিয়া কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। দয়ালু গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের এই মনোকষ্ট দেখিয়া উদারচিত্তে বলিয়াছেন নির্ভয়ে জমীদারগণ এখন হইতে [illegible] অস্ত্র রাখিতে পারিবেন। কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের এই মনস্কামনা যে সিদ্ধ করিয়াছেন ইহা আমাদিগের অনল্প আহ্লাদের বিষয় নহে।

আমেরিকার ডাক্তার ট্যানার সাহেব ৪০ দিন অনাহারে থাকিয়া একটী বড় কাজ করিয়াছেন। তিনি এই কার্য্য করিয়া সকল লোকেরই নজরে পড়িয়াছেন। আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা তাঁহার এই অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে মোহিত হইয়াছেন। তত্রত্য দুইটী অত্যন্ত ধনী যুবতী তাঁহার প্রণয়ার্থী হইয়াছেন। ইনি ইহাদিগের যাহাকেও বিবাহ করিলে পায়ের উপর পা দিয়া বড়মানুষী করিতে পারিবেন।

গবর্ণমেণ্টের বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীরাই পূজার বন্ধের পূর্ব্বে ছুটী পাইয়া বর্ষে বর্ষে স্থানান্তরে বেড়াইতে যান, আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম এবারেও ঐরূপ অনেক বড় বড় ইংরাজ নৈনিতালে বেড়াইতে গিয়া পর্ব্বতে বাসস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন। বিধির বিপাকে রাত্রিতে ঐ পর্ব্বত ধসিয়া পড়িয়া ৩৮ জন বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারী [illegible] গুরুতর আহত হইয়াছেন। কৃষ্ণকায়ের হতাহত সংখ্যা অদ্যাপিও জানা যায় নাই।

জে, ওকেনলি সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পুনাবাসী মৃত [illegible] [illegible] জোসির স্মরণ [illegible] একটী কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে পুনা সার্ব্বজনিক সভার অধিবেশন হইবে এবং [illegible] শিক্ষার নিমিত্ত তথায় একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

[illegible]

১৮৮০।

[illegible]

[illegible] ষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] অনুসারে [illegible]

২৪ [illegible] কুষ্টিয়া বারাসতের প্রাতিনিধি ডেপুটী [illegible] ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

১৭ ই সেপ্টেম্বর। রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট [illegible] আলেন সাহেব ওকেনলি সাহেবের [illegible] বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটী [illegible] বাবু শিবনন্দন রায় [illegible] ডেপুটীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

আমাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা হয় ত্যা দাতব্য চিকিৎসালয়টী উঠাইয়া দেন অথবা ইহার ব্যয় হ্রাস সম্বন্ধে বিশেষ যত্নশীল হয়েন। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে এক্ষণে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনের একজন নেটিভ ডাক্তর ও মাসিক দশ টাকা বেতনের এক জন কম্পাউণ্ডার আছেন, এতদ্ভিন্ন মাসিক বাজে খরচ বাটীভাড়া ও একজন ভৃত্যের বেতন স্বতন্ত্র। আমাদের বিবেচনায় মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনের একজন নেটিভ ডাক্তার ও পাঁচ টাকা বেতনের একজন ভৃত্য থাকিলেই যথেষ্ট। বাজেখরচ ও বাটীভাড়া যদি একান্তই কমাইয়া দেওয়া না যায়, তবে নেটিভ ডাক্তার বাবুর স্কন্ধে জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্টরীকার্য্য ভার বিনাস্ত করিলে, মিউনিসিপালিটীর মাসিক পনের টাকা বেতনের একজন কেরাণীর পদ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, চেয়ারম্যান ডেপুটী বাবু এই সকল প্রস্তাবের অনুমোদন করেন।

মিউনিসিপালিটীর আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া উঠিয়াছে, এজন্য উহার ব্যয় হ্রাস করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আপাততঃ মিউনিসিপালিটীর অধীন দুই জন বাঙ্গালী ওভরসিয়র আছেন। এক জনের দ্বারা সমুদয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব এক্ষণে একজন ওভরসিয়র বাবুকে বিদায় দিলে ভাল হয়। পক্ষান্তরে মিউনিসিপল অফিসে ট্যাক্স দারোগা ছাড়া যে তিন জন কেরাণী বাবু আছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনকে বিদায় করিয়া দেওয়াই উচিত। কারণ কর্ত্তব্য-কর্ম্মপরায়ণ এক জন কেরাণী ও একজন ট্যাক্স দারোগা দ্বারা মিউনিসিপালিটীর সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। এক্ষণে রাস্তা ঘাটের কাজ অতি অল্প, এমন স্থলে কুলীর সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া উচিত।

সম্প্রতি সুত্রাগড়ের শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র দাসের একজন হিন্দুস্থানী চাকর তাঁহার ব্যাপারীর সাত শত টাকা চুরি করিয়াছিল, কিন্তু নূতন হাটের হেড কনষ্টেবল প্রভুরামের কৌশলে চোর স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে ও অপহৃত টাকা যেখানে রাখিয়াছিল, তাহা বলিয়া দেয়। পুলিস সব ইন্সপেক্টর এই একরারী আসামী লইয়া অপহৃত টাকার অনুসন্ধান করেন এবং অতি অল্পক্ষণ মধ্যে অপহৃত টাকা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আসামীকে যথাস্থানে চালান দেন। রাণাঘাটের নবাগত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর বিচারে আসামীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত দেড়বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। অপহৃত টাকা যাহার নিকট রাখিয়াছিল, তাহারও ঐরূপ মেয়াদ হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত আমীনবাজার নিবাসী শ্রীগোপীমোহন দত্তের একটী আশ্চর্য্য কন্যা জন্মিয়াছে। কন্যাটী দেখিতে মন্দ নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিধাতা পুরুষ তাহার মলদ্বার সৃষ্টি করিতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, এতন্নিবন্ধন কন্যাটীর স্ত্রী-অঙ্গ দ্বারা মলত্যাগ হইতেছে। কন্যার পিতা স্থানীয় কৃতবিদ্য ডাক্তার বাবুদের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া দেখিয়াছেন যে, উহার আদৌ মলদ্বার নাই। এই কন্যাটী ১২। ১৪ দিন হইল ভূমিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে

চিকুরবিলাস

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার [illegible] শিরোরোগ উপশম হয়। [illegible], মাথাঘোরা, ঘুমঘুমি, [illegible] মস্তিষ্কহীনতা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবশতা, [illegible] মস্তিষ্কের পীড়া সমূহ নষ্ট হয়। কেশ সকল [illegible] পুষ্ট ও বৃদ্ধি হয়। এবং [illegible] চক্ষু জ্যোতির্বিশিষ্ট হয়, এবং [illegible] কলিয়া ছুলি, পাচড়া ও [illegible] প্রভৃতি চর্মরোগ নষ্ট হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা।
প্যাকিং ৵৹ দুই আনা।

[illegible]মঞ্জরী ঘৃত।

[illegible] ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, [illegible] বিক্ষিপ্ততা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, [illegible], [illegible], [illegible] নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও বলি শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৶০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার [illegible] বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
[illegible] দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চাঁদ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় [illegible] সমাজ সম্পাদক।
" " [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্নী।
" " [illegible] চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার
[illegible] কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত

কলিকাতা [illegible] নং [illegible] বাজারের [illegible]

[illegible] তৈল

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের [illegible] ও শিরঃশূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১।০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্ত-শূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১২, ১৬ আউন্স শিশি ১০৬০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

যিনি এক দিবসে অন্তর দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

ব্রহ্মচারীদত্ত মহৌষধ।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নির্ম্মূল হয়। ৩১ দিনের সেবনোপযুক্ত ঔষধের মূল্য ৫ টাকা ২১ দিনের ২৸০ ও সাত দিনের ১ টাকা। যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ বেয়ারিং পাঠান যাইবে।

এখান হইতে ঔষধ পেইড পাঠাইলে ডাকমাশুল ।০ মাত্র লাগিবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ দুবে
দুর্গাকুণ্ড বেনারস।

শারীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ

মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র হালদার—তেঘরপুর	৭
" " প্রসন্নকুমার বসু—রাজনগর	৫
" " হরিনারায়ণ রায়—গোহালডাঙ্গা	৭
" " নেপালচন্দ্র মণ্ডল—কলিকাতা	৫।০
" " যাদবকিশোর গোস্বামী ঐ	৫।০
" " মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—খিদিরপুর	৫।০
" " যোগেন্দ্রকুমার পাল—শান্তিপুর	
রামচন্দ্র সরকার—মাথাভাঙ্গা	
ঢাকা লাইব্রেরি—ঢাকা	

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা সাপ্তাহিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাক ঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

২৩ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ২৫ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাস্থল সমেত ১০ টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা । | ১২৮৭ সাল । ১৯ এ আশ্বিন । ইং ১৮৮০ । ৪ ঠা অক্টোবর | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাস্থল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ।

বিজ্ঞাপন ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে । সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয় ।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা ।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন ।

ঠিকানা ।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা ।

কলিকাতার-এজেন্ট ।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন । অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন ।

বিজ্ঞাপন দাতাদিগের প্রতি ।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন । প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর ⁄০ আনা ; ⁄০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক ।

প্রেরিতপত্র

কুট ঘটিত সংক্রান্তি বিষয় ।

অস্মদ্দেশ প্রচলিত হস্তলিখিত পঞ্জিকা অনুসারে মুদ্রিত পঞ্জিকাকারগণ কুট ঘটিত সংক্রান্তি বিষয়ে যে ব্যবস্থা অবধারিত করিয়াছেন, তৎপ্রতি বিবিধ দোষ আরোপিত হইতেছে । যথা অস্ত বাত্রিতে রবি সংক্রমণ অর্থাৎ এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন করিলে তৎপরদিবস পূর্ব্বাহ্নে স্নান দান জপাদি বিষয়ে পুণ্যাদিকাল প্রতিপাদিত হয় । কিন্তু মুদ্রিত পঞ্জিকাকারগণ অলীক কল্পনানুসারে ঐ দিবসকেই সেই সংক্রান্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । বস্তুতঃ সংক্রমণের পর দিবসে বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাহা বিলুপ্ত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে । অতএব আমার প্রার্থনা এই যে বিজ্ঞ মহোদয়গণ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া অনুমতি প্রদান করিলেই যথা-শাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে । যদি ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করিলে যথাসাধ্য খণ্ডনের চেষ্টা করা যাইবে । ফলতঃ এ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টিপাত না করিলে শাস্ত্রীয় সম্মান এবং ফলোপযোগী কার্য্যের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে ।

বিদ্যাভূষণোপাধিক শ্রীমদনমোহন দেবশর্ম্মণঃ ।
বিক্রমপুর ।

বেহুলা নদী ।

বিগত ৫ ই আশ্বিনের সোমপ্রকাশে বিহারী বাবু চম্পাইনগরের ইতিবৃত্ত লিখিতে আমার ১২৮২ সালের ২৫ এ শ্রাবণের পত্রের যে অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া বেহুলা নদীর বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি বেহুলা নদীর বিশেষ বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে চম্পাইনগরের সম্বন্ধে দুই একটী কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম ।

বিহারী বাবুর পত্রে চম্পাইনগর ভাগলপুরের সন্নিকট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাহাতে চম্পাইনগর বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত । চম্পাইনগরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসিদিগের মুখে শুনিয়াছি যে এই চম্পাইনগরে চাঁদ সদাগরের বাটী ছিল । ইহার দুই ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে ৫।৬ ছয় ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে একটী নদী আছে । অনুমান হয় যে ঐ গাঙ্গুড়ের নাম সংক্ষেপে ঐ নদী ক্রমশঃ দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া দামোদরের সহিত মিলিত হইয়াছে । বিহারী বাবুর লিখিত চম্পাইনগরে যদি চাঁদ সদাগরের বাটী হয়, তবে বেহুলা সতীর ভেলা বরাবর ভাগীরথী দিয়া [illegible] আসিত, বর্দ্ধমান ও হুগলীর নদী গুলিতে [illegible] করিত না । যখন ভেলাতে মান্দাস ছিল না, তখন তাহা যথেচ্ছ চালিত হইবার নহে, নদীর স্রোতেই

পুনঃ বর্দ্ধিত হইবে। বিহারি বাব [illegible] বেহুলার ভেলা প্রথমে ভাগীরথীতে ভাসমান হয়, তৎপরে অন্য নদী দিয়া [illegible] আনীত হয়। ভাগীরথী [illegible] বেগবতী, নাবিক হীন [illegible], ভাগীরথী দিয়াই বাহিত হইত। [illegible] বিশেষ বিবরণ পড়ার পর লিখিবার [illegible] মাননীয় বিহারী বাবুকে অনুরোধ এই [illegible] তাঁহার উল্লিখিত চম্পাই-নগরের [illegible] লিখিয়া আমাদের সন্দেহ [illegible] করুন।

[illegible] বেহুলা নদীর বাঁকার সহিত যোগ [illegible] বেহুলা নদী হইতে অপর একটি শাখা-নদী [illegible] গ্রামের নিকট হইতে বহির্গত হইয়া [illegible] পোয়াপাড়া, হাটগাছা, বোয়ালিয়া প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া বহিয়া [illegible]পাড়ার [illegible] বামারডিহি গ্রামের নীচে ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে। বাঁকা হইতে অপর একটী শাখা কালনার উত্তরে [illegible] নামক গ্রামের নীচে ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে। এইটিই বোধ হয় বাঁকুর প্রধান শাখা বা বাঁক। ঐ স্থানের লোকে ইহাকে [illegible] বলিয়া থাকে। অপর একটী নদী বেহুলা হইতে বাহির হইয়া কালনা ও বাবনাপাড়ার মধ্যবর্তী কৃষ্ণদেবপুরের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইয়া [illegible]ঘাটের পাশে মিলিত হইয়াছে। [illegible] অবস্থা [illegible] অনেক স্থান [illegible], এমন কি কোথায় [illegible] মনুষ্যের আবাসভূমি হইয়াছে। কিন্তু [illegible] যোগ প্রতীয়মান হয় ও পূর্ব্বে যে ইহারা [illegible] বেগবতী ছিল তাহারও নিদর্শন [illegible]। কৃষ্ণী নদী, যাহাতে বেহুলা [illegible] মিলিত হইয়াছে, সাধারণতঃ লোকে তাহাকে [illegible] থাকে। কৃষ্ণী নদীর দামোদরের [illegible] আছে। বেহুলার মিলন স্থান, নসরাএর [illegible] পশ্চিমে ও নিত্যানন্দপুর নামক গ্রামের [illegible] বেহুলা নদীর ধারে বিস্তর মনসার আড্ডা আছে। এ বিষয়ের [illegible] বিবরণ প্রত্যেক স্থানের অবস্থা, [illegible] ও নবিকদের জীবন চরিত, পূজার [illegible] মহোদয়গণের সমক্ষে উপস্থিত [illegible] বিহারী বাবুকে অনুরোধ তিনি যদি ঐ [illegible] বিষয়ে বলাগড় পাণ্ডুয়া, মেমারী, কালনা, এই [illegible] থানার মানচিত্র দর্শন করেন, তাহা হইলে অনেক জানিতে পারিবেন।

আজিমগঞ্জ মুন্সেফী আদালতের স্থানীয় সীমা পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব।

গোয়াস হইতে আজিমগঞ্জে মুন্সেফী আদালতটী আসা অবধি ঐ আদালতের স্থানীয় সীমা লইয়া যে একটী গোলযোগ উঠিয়াছে অদ্যাপি তাহার শান্তি হয় নাই। সকলেই আপন আপন স্বার্থ, সুখ স্বচ্ছন্দতা ও সুযোগ লাভের জন্য ব্যগ্র। কোন প্রকারে তাহার প্রতিবন্ধক ঘটনা উপস্থিত হইলে কে তাহাতে সুখী হয়? উদ্যমশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে সাধ্যানুসারে তাহার নিবারণোপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া ও ভূত ভবিষ্যত না ভাবিয়া কেবল স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশে দুরাশার বশীভূত হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা শুনিলাম ভগবানগোলা থানার অধীন কতকগুলি গ্রামবাসী উক্ত থানা আজিমগঞ্জ মুন্সেফী আদালতের এলাকা হইতে উঠাইয়া অন্য কোন মুন্সেফী আদালতের অধীন হইবার জন্য জেলার জজ আদালতে কমিশনর সাহেবের নিকট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছেন। জেলা মুরশিদাবাদের অধীন যে কয়টি মুন্সেফী আদালত আছে কতকগুলি থানার স্থানীয় সীমা লইয়া তাহার সংস্থাপন হইয়াছে। জলঙ্গী গোয়াস ও ভগবানগোলার থানার অন্তর্গত স্থান সকল আজিমগঞ্জের মুন্সেফের অধীনে আছে। এই তিনটী থানার সীমা মুরশিদাবাদ জেলার উত্তর পূর্ব্ব প্রান্ত ব্যাপিয়া পদ্মা ও গড়ে নদী দ্বারা উত্তর পূর্ব্ব সীমা বদ্ধ। যদিও আজিমগঞ্জ এই তিনটী থানার ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত নহে তথাপি ঐ সকল থানার মধ্যস্থলে আজিমগঞ্জের ন্যায় বাজার ও নদী প্রভৃতি বিশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার সুবিধাজনক স্থান না থাকায় বোধ হয় গোয়াস হইতে এখানে আদালতটী উঠিয়া আসিয়াছে। এখানে আদালত সংস্থাপিত হওয়ায় কেবল ভগবানগোলার থানার পশ্চিম প্রান্তস্থিত কয়টী গ্রামের অধিবাসীগণের দূরতা নিবন্ধন কতক অসুবিধা ও কষ্টের কারণ হইয়াছে। কিন্তু সকলের বাটীর নিকটেই কি আদালত সংস্থাপিত হইতে পারে? বরং আদালত যত দূরবর্ত্তী থাকে ততই মিথ্যা ও বৈরসাধন উদ্দেশক মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস হয়। এখন এই জেলায় যে কয়টী মুন্সেফী আদালত আছে তাহাতে প্রায় প্রতি বৎসর সম সংখ্যক মকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে ও তদনুরূপ তাহার স্থানীয় সীমা বিভাগ ও নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি ঐ কয়টী গ্রামের লোকের সুবিধার জন্য মুন্সেফী আদালতের বর্ত্তমান স্থানীয় সীমার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় তবে নিয়ম অনুসারে ঐ থানাটী এককালে উঠাইয়া লইতে হইবে, তাহা হয় বহরমপুর না হয় জঙ্গীপুরের মুন্সেফী আদালতের অন্তর্গত করিয়া দিতে হইবে, না হয় তজ্জন্য কোন স্থানে নূতন একটী আদালত সংস্থাপনের প্রয়োজন হইবে। ফলতঃ ইহা অন্য যে কোন আদালতের এলাকার অন্তর্গত হইবে সেই স্থানেই কার্য্য বাহুল্য জন্য এক জন মুন্সেফের দ্বারা বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিবে, সুতরাং মকদ্দমার দিন পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যে কষ্ট সেই কষ্টই আবার আসিয়া উপস্থিত হইবে। নতুবা অতিরিক্ত একজন মুন্সেফ নিযুক্ত না হইলে বিচারকার্য্য চলা ভার হইয়া উঠিবে কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকের যৎকিঞ্চিৎ অসুবিধার জন্য কি কর্ত্তৃপক্ষগণ একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ নিযুক্ত করিবেন? নূতন একটী আদালত স্থাপন করিলেও সেইরূপ অবস্থা ঘটিবে। গত বৎসর ঐ থানাটী উঠাইয়া লইয়া বহরমপুর মুন্সেফী আদালতের সামিল করায় এইরূপ অসুবিধাজনক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে আজিমগঞ্জ আদালতের মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে। সমুদায় থানার ও মুন্সেফী আদালতের এলাকার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মুরশিদাবাদ জেলার থানা সমূহের স্থানীয় সীমা পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইতে পারে, এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে একটী তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইবে, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে কতশত প্রকার আপত্তি ও অসুবিধা উপস্থিত হইবে। এখন এইরূপ বন্দোবস্ত করিতেই যদি দীর্ঘ কাল গত হয় ও সর্ব্বদা বিচারকার্য্য পরিচালনের গোলযোগ ও অসুবিধা উপস্থিত হয় তবে বিচার কার্য্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইবে। এজন্য এই সময়ে সবিনয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে বর্ত্তমান অবস্থায় এখানকার মুন্সেফী আদালত-সকলের যেমন এলাকা আছে তাহাই স্থিরতর থাকুক, অন্ততঃ যদি উহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় তবে যেন স্থানীয় প্রধান প্রধান ভদ্রলোক ও স্থানীয় সমুদায় বিচারপতিগণের অভিমতানুসারে এমত একটী স্থানীয় সীমা নির্দ্দিষ্ট ও বন্দোবস্ত হয় তাহা চিরস্থায়ী অথবা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও সকলের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা জনক হয়।

আজিমগঞ্জ
২৬ এ সেপ্টেম্বর ১৮৮০। } শ্রীতাঃ---

কাশ

১৯ এ আশ্বিন সোমবার।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে আগামী সপ্তাহ অবধি

দুই সপ্তাহ সোমপ্রকাশ বন্ধ থাকিবে। বঙ্গবাসিদের পরম আনন্দের কারণ শারদীয় মহোৎসব আবার উপস্থিত। আমরাও পরিশ্রান্ত শরীর ও মনকে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামসুখ দিবার জন্য উৎসুক হইতেছি। আমরা গত বৎসর যখন নিতান্ত মনের দুঃখে সোমপ্রকাশের মুখ বন্ধ করি, তখন যে আর সোমপ্রকাশকে পুনরুজ্জীবিত করিব এ আশা ছিল না। মনে করিয়াছিলাম মুদ্রাযন্ত্রে গবর্ণমেণ্টের প্রকোপ অনুকূল গলহস্তের ন্যায় হইল। বহুকালের যত্নে পালিত সোমপ্রকাশকে নিদ্রিত করিলা আমারাও শেষ দশায় একটু নিদ্রাসুখ অনুভব করি [illegible] যাহার প্রতি যদি প্রাণের টান থাকে তাহা সহজে যায় না। আমরা সোমপ্রকাশকে নিদ্রিত করিয়াও ভুলিতে পারিলাম না। আবার সুসময় আসিবামাত্র তাহাকে জাগ্রত করিয়া কোলে তুলিতে ইচ্ছা হইল। এ শিশুকে জাগাইয়া আমাদের আবার শ্রম ও চিন্তা বৃদ্ধি হইল। কিন্তু মাতা সন্তানের জন্য যে পরিশ্রম করেন তাহাকে যেমন তাহার দুঃখ জ্ঞান নাই, সেইরূপ আমাদের প্রিয় সোমপ্রকাশের জন্য খাটিয়া যেন প্রাণে তৃপ্তি হয় না। পাঠকগণের জন্য পরিশ্রম করা আমাদের মানসিক রোগের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা যদি অদ্য বলেন "তোমাদের সেবা আর চাই না" তবে হইলেই নিস্কৃতি। আমাদিগকে তাঁহাদের পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত থাকিতেই হইবে। আমরা যে রাজ্যে বাস করি, পাঠকগণ সে রাজ্যের প্রভু। এখন প্রভুরা অনুমতি করুন আমরা কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম করিতে যা[illegible] আবার পক্ষান্তে সাক্ষাৎ হইবে। এই পক্ষকাল সুখ [illegible] কাহার জন্য কি সঞ্চিত রহিয়াছে, কে জানে? জগদীশ্বর করুন আমার সকলে সুস্থশরীরে সময় দিতে ও উৎসাহের সহিত [illegible] করিতে সমর্থ হই।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আইন [illegible] কার্য্য সম্বন্ধীয় একখানি বার্ষিক রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গত বৎসর যে সকল [illegible] গবর্ণমেণ্ট হয় বাদী অথবা প্রতিবাদীরূপে লিপ্ত ছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ [illegible] হইবে। এ সম্বন্ধে একটী বিষয় [illegible] আক্ষেপ বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ গত [illegible] উক্ত ৭৭৯ মকদ্দমাতে গবর্ণমেণ্ট পরাজিত [illegible] ১০৬টী মকদ্দমাতে গবর্ণমেণ্ট [illegible] এই বৎসরের যে তালিকা প্রদত্ত [illegible] তাহা পাঠ করিয়া দেখা যায়, যে উক্ত দুই বৎসরের অতি অল্প স্থলেই গবর্ণমেণ্টকে পরাজিত [illegible] লিগালরিমেম্ব্রান্সার ওকেনলি সাহেব বলিয়াছেন, যে তাঁহার সহিত পূর্ব্বে পরামর্শ না করিয়া অনেক গুলি মকদ্দমা উপস্থিত করাতে ঐ প্রকার ফল ফলিয়াছে। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া প্রজার নামে মকদ্দমা উপস্থিত করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভাল দেখায় না। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

দেওঘরের অসিষ্টাণ্ট কমিশনর উইলমট সাহেবের নাম আমরা বহুদিন পূর্ব্ব হইতে জানি। ইঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের মুখে আমরা মধ্যে মধ্যে অনেক নিন্দার কথা শুনিতাম; কিন্তু সে সকল নিন্দাবাদে আমরা কখনও কর্ণপাত করি নাই, কারণ অতিশয় কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিরাও অনেক সময়ে অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের অপ্রিয় হইয়া থাকেন। কিছুদিন হইল দেওঘরের অধিবাসিগণ উইলমট সাহেবের নামে অভিযোগ করিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করে। উক্ত আবেদন পত্রে অসিষ্টাণ্ট কমিশনর সাহেবের কতকগুলি গুরুতর দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বিচার কার্য্যের প্রতি তাঁহার নিতান্ত অমনোযোগ। আমলাগণের দ্বারাই অধিকাংশ স্থলে উক্ত কার্য্য চলিয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ তিনি বাদী প্রতিবাদী প্রভৃতির প্রতি অতি অভদ্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, তৃতীয়তঃ তাঁহার লোকেরা বাজারে দ্রব্য লইয়া উপযুক্ত মূল্য দেয় না; চতুর্থতঃ কেহ কোন উপঢৌকন দিলে তিনি তাহা লইয়া থাকেন। ইত্যাদি।

আমরা শুনিয়া চমকিত হইলাম, এই আবেদন পত্র আমাদের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। যে সে ব্যক্তির কথায় একজন কর্ম্মচারিকে বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নয় এবং গবর্ণমেণ্টের সেরূপ অকারণ বিরক্তি উৎপাদন না করা উচিত ইহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু এতগুলি প্রজা যখন নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া কতকগুলি কষ্টের কথা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কর্ণগোচর করিল তখন সে বিষয়ে উদাসীন থাকা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়। এই ঔদাসীন্য দেখিয়া প্রজাদিগের এইরূপ সংস্কার জন্মিবে যে গবর্ণমেণ্ট নিজ কর্ম্মচারিদিগের [illegible] অত্যাচার দেখিয়াও দেখেন না। ইহাতে [illegible] লোকের সন্দেহ জন্মিবে। আমাদের [illegible] কর্ম্মচারিদিগের পক্ষাবলম্বন না করিয়া [illegible] প্রজাদিগের [illegible] অবলম্বন করা [illegible] প্রবর্ত্তিত [illegible] তাহা হইলে হয়ত কর্ম্মচারিদিগের অনেক সময় অকারণ উৎকণ্ঠিত হইতে হইবে কিন্তু উহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজাদিগের আস্থা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে। আমরা এবিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য ইডেন সাহেবকে অনুরোধ করি।

[illegible] হিউমের নিকট অতি [illegible] যে যদি আসিয়া থাকেন, তাহা যে সত্বরে নিষ্পত্তি হয় এরূপ বোধ হয় না। [illegible] হইবার সম্ভাবনা [illegible] হইবে, তাহাদের দল। সম্প্রতি [illegible] উপনিবেশের প্রান্তবর্ত্তী [illegible] গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের [illegible] সমাদের আকার ধারণ করে নাই, একণে [illegible] লোকের বিনাশ [illegible], কিন্তু এই কলহ অগ্নি [illegible] ধারণ করিবে, তাহা বলিতে পারা যায় না। এরূপ [illegible] ঐ [illegible] পূর্ব্বে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত ছিল। অনেকে হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন এই অনুরক্তি হঠাৎ বিরক্তিতে পরিণত হইল কেন? [illegible] যে এপ্রকার ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা নহে। [illegible] গবর্ণমেণ্ট কিয়ৎকাল হইল ইহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার আদেশ প্রচার করেন। বলপূর্ব্বক নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করাতে ইহারা নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছে এবং বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

আমরা সশস্ত্র হইয়া থাকিব, তোমাদিগকে অস্ত্র কাড়িয়া লইতে দিব না। এই ভাবে বাস্তু [illegible] করিলে রাজ্যের শান্তি রক্ষার পক্ষে সুবিধা [illegible] তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বলের [illegible] [illegible] অনুমোদনীয় কি না সে বিষয়ে আমাদের [illegible] আছে। [illegible] একবার মনে করুন, [illegible] তাহারা [illegible] অধিকার [illegible] বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার আজ্ঞা প্রচার [illegible]

[illegible]

[illegible] বঞ্চিত করিবার প্রয়াস পাওয়াতে যাঁহারা কুণ্ঠিত হইয়াছেন, যে অধিকারটি [illegible] পক্ষে প্রিয় [illegible] এক্ষণে [illegible] কি বলিয়া [illegible] করিবেন? তাঁহারা [illegible] কাপ্তানদের লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি [illegible] প্রবৃত্ত হয় নাই; তাঁহারা [illegible] প্রজাগণের প্রতি [illegible] তাহাদিগকে ধর্ম্মনীতির [illegible] করা হইবে?

[illegible] নিরস্ত্র করিয়া যে শান্তি রক্ষা [illegible] শান্তির মূল্য নাই। এ রাজভক্তি [illegible] অবরোধবাসিনী অঙ্গনা মতি [illegible] অপরকে নিরস্ত্র করিয়া ও [illegible] কাপুরুষের কার্য্য। সুশাসনের [illegible] অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা [illegible] অন্যত্র [illegible] পরামর্শ দিয়া থাকেন। রাজা যদি প্রজাপুঞ্জের আন্তরিক হিতৈষী হন, যদি তাহাদের কল্যাণ সাধন করা বাস্তবিক তাঁহার ইচ্ছা হয়, যদি তাহাদের ন্যায্য অধিকার দিতে তিনি কুণ্ঠিত না হন, যদি তাঁহার বিচারে ন্যায়পরতা, কার্য্যে নিঃস্বার্থতা ও ব্যবহারে সাধুতা প্রকাশ পায় তাহা হইলে সেরূপ রাজা চিরদিন প্রজাপুঞ্জের অনুরাগ ও ভক্তির পাত্র হইয়া থাকেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible] সম্বন্ধে বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রিদল [illegible] নীতির অনুসরণ করিবেন? এই প্রশ্নের [illegible] তাঁহাদের আফগানিস্থান সম্বন্ধীয় [illegible] স্মরণ করা আবশ্যক। আফগানিস্থানের [illegible] হরণ করা তাঁহাদের রাজনীতির অনু- [illegible] কার্য্য নয়। আফগানিস্থান স্বতন্ত্র ও স্বাধীন [illegible] ইংলণ্ডের সহিত [illegible] থাকে এই [illegible] ইচ্ছা, সুতরাং তাঁহারা কখনই কান্দাহার [illegible] পারেন না, কারণ তাহা হইলেই [illegible] ঘটিবে।

[illegible] প্রীত হইলাম যে লার্ড [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] যে আবেদনপত্র তাঁহার [illegible] তিনি বলিয়াছেন যে কান্দাহার [illegible] অনেক সুবিধা আছে তাহা [illegible] কান্দাহার সেনানিবেশের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট [illegible] উর্ব্বর, এবং [illegible] বাণিজ্যের [illegible] উপযোগী, এ সকল [illegible] কান্দাহার অধিকারসীমান্তর্গত করা উচিত বোধ হয় না। প্রথমতঃ, কান্দাহার করকবলিত করিবার ইংলণ্ডের কি অধিকার আছে? প্রজারা যে চিরকাল আমাদের শাসনাধীন থাকিতে চায় তাহার প্রমাণ কি? তাহারা এক্ষণে নিরুপদ্রবে বাস করিতেছে, এবং কিয়ৎ পরিমাণে সন্তোষের চিহ্ন সকল প্রকাশ করিতেছে কিন্তু ঐ সন্তোষ যে অদ্যের স্থায়ী ভাব তাহা কে বলিল? দ্বিতীয়তঃ লার্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন, আফগানদিগের ন্যায় সমরপ্রিয় ও পাশ্চবর্বিহীন জাতিকে সুশাসনে রাখিতে, কান্দাহারে অনেক সৈন্য রাখার প্রয়োজন হইবে। এত ব্যয় কে বহন করিবে? তৃতীয়তঃ তাহা হইলে আফগানিস্থানের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে; কারণ তাহা হইলে আর সমগ্র আফগানিস্থানটী একজন রাজার অধীনে থাকিবে না। লর্ড হার্টিংটন এই সকল কারণে কান্দাহার অধিকার অযৌক্তিক ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করিয়াছেন।

লর্ড বিকন্সফিল্ডের গবর্ণমেণ্টেরও কান্দাহার অধিকার করিবার সংকল্প ছিল না। তাঁহারা প্রধানতঃ দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কাবুলে একজন রেসিডেণ্ট নিয়োগ, দ্বিতীয় সীমান্ত প্রদেশকে সুরক্ষিত করা। তাঁহারাও আফগানিস্থান পরিত্যাগের সময়, কান্দাহারে একজন দেশীয় স্বাধীন রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিবেন এরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংকল্প যদি এই ছিল, তবে কনসারবেটিবগণ এখন আর এক কথা বলিতেছেন কেন?

লার্ড হার্টিংটন ভদ্রলোকের ন্যায় প্রশ্ন করিয়াছেন; কান্দাহারের স্বাধীনতা হরণ করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? এত ধর্ম্মভীরু লোকের কথা। রাজনীতিজ্ঞ হইয়াও যাঁহাদের এরূপ ধর্ম্মভীরুতা থাকে, তাঁহারা অনেকের মতে অকর্ম্মণ্য লোক। লিবারেলদিগের বিদেশীয় রাজনীতি যে অনেকের মতে দুর্ব্বলতা-দোষে দূষিত আমাদের বোধ হয় এই ধর্ম্মভীরুতাই তাহার একটী প্রধান কারণ। যাঁহারা একটী পরাজিত জাতিরও স্বাধীনতা হরণ করিতে কুণ্ঠিত হন; অপর জাতিদিগের সহিত অকারণ শত্রুতা পরিহার করিবার জন্য ব্যগ্র; যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে ন্যায়সঙ্গত হইল কি না বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ছলান্বেষী ও বিবাদপ্রিয় ব্যক্তিদিগের নিকট দুর্ব্বল বলিয়া পরিগণিত হইবেন তাহাতে বিচিত্র কি?

লিবারেলদিগের বিদেশীয় রাজনীতি যে দুর্ব্বল এই মত বোধ হয় প্রথমে ফ্রান্স, জর্ম্মনি, রুশিয়া প্রভৃতি ইউরোপীয় অপর জাতিদিগের মধ্য হইতে উঠিয়া থাকিবে। তাঁহাদের এপ্রকার মত হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। যাঁহারা বারমাস সমর-সজ্জা করিয়া থাকেন, যাঁহাদের দেশের যুবকদিগকে যৌবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৎসর গুলি সমর-শিক্ষাতে ব্যয় করিতে হয়, যাঁহাদের বুদ্ধি বিদ্যা কেবল মনুষ্যের প্রাণহত্যা নানাপ্রকার কৌশল উদ্ভাবনে নিযুক্ত থাকে, তাঁহাদের ত এই প্রকার মত হইবেই। পাঠকগণ একবার ইউরোপীয় জাতিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন কখনও বা ফ্রান্স, কখনও বা তুরুষ্ক, নয় মধ্য আসিয়া, না হয় চীন সাম্রাজ্য কাহারও না কাহারও সহিত সর্ব্বদা বিবাদে প্রবৃত্ত আছেন। জর্ম্মনির আইন এই যে সেখানে প্রত্যেক সবলকায় পুরুষকে অন্ততঃ যৌবনের পাঁচ বৎসর কাল সৈন্যবিভাগে থাকিতে হইবে। তাঁহারা এক প্রকার দেশশুদ্ধ লোককে সামরিক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। ফ্রান্স সৈন্যদলের রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য বর্ষে বর্ষে প্রায় ২ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। যাঁহাদের বুদ্ধি বিদ্যা নরহত্যার নূতন নূতন উপায় বিধান করিতে ব্যস্ত তাঁহাদের এই প্রকার মত না হওয়াই আশ্চর্য্যের।

বারমাস যাহাদের এই প্রকার যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে; যাঁহারা প্রতিবাসির প্রতি সর্ব্বদা ভ্রুকুটী করিয়া আছেন, বলিলে অত্যুক্তি হয় না তাঁহারা ত স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় জাতিদিগকে দুর্ব্বল ও ভীরু বিবেচনা করিবেন। ইহাদের নিকট ইংলণ্ড ভীরু, কারণ ইংলণ্ড প্রকাণ্ড একদল সৈন্য রক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করেন না; সৈন্যদলের রক্ষার জন্য বর্ষে বর্ষে এত অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক মনে করেন না। বিশেষতঃ লিবারেলগণ, ইহাঁরা আবার বিদ্রোহ অপেক্ষা সন্ধি দ্বারায় অধিক কার্য্য সিদ্ধি করিতে চান। ইহাঁদের মত এই আত্মরক্ষা বা আততায়ীর নিবারণ প্রভৃতি নিতান্ত গুরুতর ও প্রবল কারণ ব্যতীত যুদ্ধ বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। এই জন্য ইহাঁরা দুর্ব্বল ও ভীরু নামে উক্ত হইয়া থাকেন।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। ইউরোপীয় অপরাপর জাতির সহিত ইংলণ্ডের অবস্থাগত কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। বাণিজ্যই ইংলণ্ডের গৌরব সমৃদ্ধি ও সম্ভ্রমের মূল কারণ। এই বাণিজ্য সূত্রে ইংলণ্ড অনেকের সহিত আবদ্ধ। সুতরাং একজনের সহিত বিবাদ ঘটনা হইলে কত দিকে কত প্রকার গোলযোগ বাঁধিয়া যায়। এই কারণেই ইংলণ্ড অপর জাতিদিগের অপেক্ষা অধিক শান্তিপ্রিয়। আমরা এই শান্তিপ্রিয়তার মধ্যে দুর্ব্বলতার চিহ্ন দেখিতেছি না, ইহাতে ভদ্রতারই চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে। বরং ইউরোপীয় জাতিদিগকে আমরা এ

ভয়ের কারণ ছিল, এবং তাহাদিগের হইতে দূরে বাস করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইত, কিন্তু এক্ষণকার সভ্য সমাজে দুইটী নূতন পদার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছে যাহার নিকটে বাস করিলে কুশল নাই এবং যতদূরে বাস করা যায় ততই শান্তিলাভ করা যায়

এই উভয় পদার্থের প্রথমটী আদালত। দ্বিতীয়টী কলিকাতার সহর। পাঠকগণ এই উভয় বিসদৃশ বস্তুর একত্র সমাবেশ দেখিয়া হয়ত হাস্য করিবেন কিন্তু আমাদের এ দুইটীকে অনর্থের মধ্যে গণ্য করিবার যুক্তি আছে।

প্রথমতঃ আদালত নিকটে থাকাতে নানাপ্রকার নূতন উপদ্রব বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকের বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলে দেশের দশজনকে ডাকিয়া মীমাংসা করিয়া লইত। এক্ষণে অর্দ্ধ হস্ত ভূমির জন্য লোকে চতুর্দ্দশবার আদালতে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে। এই ছুটাছুটি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এক শ্রেণীর নূতন লোক দেখা দিয়াছে। লোকের বিবাদে সাহায্য করা উঁহাদের কাজ। ঐ সকল অলস ও পরশ্রীকাতর লোকের কখন অন্নের সংস্থান আছে; সুতরাং পরের বাদ পাইলে ইহাদের সময়টা একটু সুখে যায়। ইহাদের অনেকে হয়ত দুই দশবার আদালতে গতায়াত করিয়া আদালতের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। কোন্ বিবাদের জন্য কি ভাবে দরখাস্ত করিতে হয়, কোন্ বিষয়ের জন্য কোথায় আবেদন করিতে হয়, কোন্ বিষয়ের জন্য কত ব্যয় করিতে হয়; এ সকল ইহাদের বিদিত; সুতরাং মূর্খ ও নির্ব্বোধ লোকে অনেক সময় ইহাদিগকে পরামর্শদাতারূপে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহারাও সেই সূত্রে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া লয়। ইহারা তীর্থের কাকের ন্যায় আদালতের পার্শে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নির্ব্বোধ লোক দেখিলেই কিঞ্চিৎ লাভ করিবার চেষ্টায় থাকে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে, জাল মকদ্দমা প্রস্তুত করিতে, উকীল, সাক্ষী প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে ইহারা বড় পটু। ইহারা একজনের পক্ষ হইয়া অপরের সর্ব্বনাশ করে আবার সুযোগ পাইলে প্রথম ব্যক্তির সর্ব্বনাশের চেষ্টা পায়। আদালত সকল নিকটবর্ত্তী হওয়াতে লোকের এই সকল ক্লেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহর নিকটে থাকাতেও আমাদের নানাপ্রকার ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সহরের নিকটে বাস করিয়া আমরা অল্প খরচে ভাল করিয়া আহার করিতে পাই না। আমাদের দেশে সচরাচর যে কিছু ভাল ফল শস্য জন্মে সে সমুদায় রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে আর এদেশে থাকে না, সমুদায় সহরে গিয়া উপস্থিত হয়। অপকৃষ্ট দ্রব্য সকলই এখানকার বাজারে পড়িয়া থাকে। যাহা থাকে তাহাও দুর্মূল্য হয়। এইরূপ আমাদের অর্থ অধিক যায় অথচ করিয়া আহার করিতে পারি না।

সহরের নিকটে থাকাতে নানাপ্রকার সামাজিক বিপ্লবও ঘটিয়াছে। সমাজের প্রাচীন শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যখন গ্রামের মধ্যে দুই চারিজন ধনী ও ক্ষমতাশালী লোক থাকিত এবং অপর সকলে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে তাহাদের অধীন থাকিত তখন সমাজের এক প্রকার শৃঙ্খলা দৃষ্ট হইত, উক্ত ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা অনেক সময়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইত। এক্ষণে সকলেই স্বাধীনভাবে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে, কেহ কাহারও অধীন বা বশবর্ত্তী নয় সুতরাং কেহ কাহারও শাসনানুগত নহে। এই কারণে সমাজের অনেক লোক রীতি-নীতি সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের যে শাসন ছিল তাহাও ইংরাজী শিক্ষার গুণে ও সহরের বাতাসে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এখন শাস্ত্র এবং সমাজ বিরুদ্ধ পাপ সকল সমাজ মধ্যে অবারিত হইতেছে। নিবারণের উপযুক্ত শাসন শক্তি কাহারও নাই।

সহরে যাঁহারা থাকেন সহরের দোষ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে সহরের গুণ ভাগের ও অংশী হইয়া থাকেন। সেখানকার শিক্ষা ও আত্মোন্নতির উৎকৃষ্ট উপায় সকলও তাঁহারা লাভ করেন কিন্তু আমাদিগের ন্যায় সহরের নিকটে যাঁহাদের বাস তাঁহারা সহরের গুণ ভাগ না পাইয়া দোষ ভাগই অধিক সময় ভোগ করিয়া থাকেন।

সহরের নিকটে থাকায় আর একটী অসুবিধা আছে। যে সকল গ্রাম সহর হইতে অনেক দূরে অবস্থিত সেখানকার শিক্ষিত লোকেরা যখন নয় মাস, ছয় মাস অন্তর এক একবার ঘরে যান তখন কিছু দীর্ঘকাল গৃহে বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং দেশের অবস্থার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হয়। দেশের উন্নতি সাধনের জন্য অনেক প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়। কিন্তু সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিকাংশ লোক সমুদয় সপ্তাহ সহরেই বাস করেন তাঁহাদের নিজের উন্নতি সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা সেই স্থানেই প্রাপ্ত হন। সপ্তাহের মধ্যে যে এক দিন গ্রামে আগমন করেন তাহাও বিশ্রাম এবং আমোদ প্রমোদের জন্য। সুতরাং দেশের উন্নতির জন্য তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হয় না। এই জন্য সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল সহরের নিকটে থাকিয়াও অনেক সময় দূরবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা হীনাবস্থায় পড়িয়া থাকে।

সহরের নিকটে থাকায় আর একটী অসুবিধা আছে। দূরস্থিত জনপদ সকলের লোকদিগের বিলাস বাসনা অল্প। সামান্য আহার সামান্য পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা সুখে দিন যাপন করে। কিন্তু সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানের নিত্য নিত্য নূতন নূতন বিলাস সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে লোকের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আদালত এবং সহর এই উভয়ের সৃষ্টি হইয়া দেশের কল্যাণ কি অকল্যাণ হইয়াছে, এ প্রশ্নের মীমাংসা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এ প্রশ্ন অতি জটিল প্রশ্ন; কিন্তু এই দুইটীর দ্বারা আমাদের যে যে উপকার দর্শিতেছে তৎ সঙ্গে সঙ্গে যে কতকগুলি অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

আয়র্লণ্ডের কৃষকদিগের অবস্থা।

ইংলণ্ডের লোকেরা আয়র্লণ্ডবাসি দরিদ্র কৃষকদিগকে ক্ষিপ্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাদের দেশে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন তাহারা গত দুই বৎসর যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া আসিতেছে; সেই কারণে অনেকে জমিদারকে খাজনা দিতে পারে নাই; অনেকের বাকি খাজনা দিবার সামর্থ্যও নাই। কিন্তু অনেক জমিদার কোন ক্রমেই তাহাদিগকে ছাড়িতেছেন না। দুর্ভিক্ষের প্রকোপশান্তি না হইতে হইতে তাঁহারা খাজনা আদায়ের বৈধ অবৈধ সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক দরিদ্র প্রজা বহুকাল অবধি নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছে, তাহারাও এখন স্বীয় ভূমি খণ্ড হইতে তাড়িত হইতেছে। এই সকল অত্যাচারে কৃষকগণ ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা "আইরিস ল্যাণ্ড লীগ" নামে একটী প্রকাণ্ড সভা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় আছে। আয়র্লণ্ডের সমুদায় কৃষককে ঐ সভার অন্তর্গত করিবার চেষ্টা হইতেছে। সভার উদ্যোগকর্ত্তাদিগের অভিপ্রায় এই, তাহারা অন্ততঃ তিনি লক্ষ লোককে ঐ সভার স[illegible] করিবেন; সভ্যেরা শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিবে, কোন ক্রমেই কেহ খাজনা দিবে না, যদি কোন প্রজাকে কোন জমি হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় আর কোন কৃষক সে জমি লইবে না, যদি কেহ সভার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া লয়, সেরূপ ব্যক্তিকে একঘরে করা হইবে; তাহার স্ত্রীপুত্রের সহিত কেহ আলাপ পরিচয় করিবে না, তাহার গো মেষ প্রভৃতিকে চরিতে দেওয়া হইবে না, তাহার বিবাদে কেহ সাহায্য করিবে না, সে মরিলে কেহ গোর দিতে যাইবে না। ইত্যাদি।

বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রিদল কৃষকদিগের এই ক্লেশ ও বিরক্তির শান্তি করিবার উদ্দেশে একটী নূতন বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। কমন্সদিগের সভাতে ঐ বিল পাশ হয়, কিন্তু লর্ডেরা তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন; ইহাতে আয়র্লণ্ডবাসি কৃষকেরা আরও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমন দিন যাইতেছে না, যে দিন আয়র্লণ্ড হইতে কোন না কোন প্রকার অত্যাচার, দাঙ্গা হাঙ্গাম প্রভৃতির সংবাদ আসে না।

জমিদারদিগের নিজ নিজ জমির খাজনা আদায় করিতে যাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে; দলে দলে লোক ক্ষিপ্তের ন্যায় চারিদিকে ফিরিতেছে, পুলিষকেও ভয় করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, পুলিষকে বন্দুক ব্যবহার করিতে হয়। কোন কোন স্থানে এরূপও হইতেছে, কোন একজন কৃষক একজন তাড়িত কৃষকের ভূমি গ্রহণ করিলে পরদিনে প্রাতে দেখে রাত্রিযোগে তাহার গরুগুলির পায়ের শির কাটিয়া দিয়াছে। অবোধ পশুগুলি উঠিতে পারে না। এইরূপে কৃষকেরা জমিদারদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ প্রাণপণ করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিপদে পড়িয়াছেন, ইহাদের ক্লেশ নিবারণের কোন উপায় হয়, তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা কিন্তু লর্ডেরা, (যাহাদের অনেকের আয়র্লণ্ডে জমিদারি আছে) তাহা করিতে দিতেছেন না। আয়র্লণ্ডের সেক্রেটারি সাহেব হঠাৎ লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহ শান্তির চেষ্টায় আয়র্লণ্ডে গমন করিয়াছেন এবং বিধিমতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। কৃষকদিগের সকল প্রকার আপত্তি ও অভিযোগ শ্রবণ করিবার জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই কমিশন তাহাদের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন এবং তাহাদের কষ্ট নিবারণের জন্য কিকি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। সকলে অনুমান করিতেছেন এই কমিশন নিযুক্ত করাতে অনেক পরিমাণে প্রজাদিগের অসন্তোষ নিবারিত হইবে।

আমরা আয়র্লণ্ডের জমিদারদিগের আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এদেশীয় জমিদারদিগের ন্যায় তাঁহাদিগকে ভূমির রাজস্ব দিতে হয় না।

এদিকে পার্লেমেণ্ট সভাতে আয়র্লণ্ডের সভাগণ ভয়ানক গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছেন। সকল প্রকার কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করা তাঁহাদের একটী ব্রতের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে প্রস্তাব তাহাদের অনভিমত হয়, তাঁহারা তাহার পথে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত করেন। এমন কি তাঁহারা ইতিমধ্যে একটী সামান্য বিষয়ের বিচারের জন্য পার্লেমেণ্টকে ২১ ঘণ্টা আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন তাঁহারা ছাড়িবার পাত্র নন; তাহাদের অভীষ্ট যত দিনে না পূর্ণ হইবে ততদিন তাঁহারা এইরূপ অনিষ্টের উৎপাদন করিবেন।

বঙ্গদেশীয় পুলিষ বিভাগ।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের গত বৎসরের পুলিস রিপোর্ট আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পুলিষ রিপোর্ট পাঠ করিলে দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার অনেক কথা জানিতে পারা যায়। প্রথমতঃ লোকের অপরাধ প্রভৃতির হ্রাস বা বৃদ্ধি হইতেছে কি না তাহা জানিতে পারা যায়। যদি কোন বিশেষ অপরাধের হ্রাস হইয়া থাকে, সেরূপ হ্রাস হইবার কারণ কি? এই সকল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেশের লোকের গূঢ় চরিত্র অনেক পরিমাণে জানিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান রিপোর্টের মধ্যে প্রথম দ্রষ্টব্য বিষয় চৌকিদারী আইন সম্বন্ধে কর্ম্মচারিদিগের মত। এই আইন প্রচলিত হওয়া অবধি অদ্য পর্য্যন্ত ইহার পরীক্ষা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে কর্ম্মচারিগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইল, অনেক কর্ম্মচারির ইহার প্রতি আস্থা নাই। অনেকেই এই বলিয়া ইহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন যে পঞ্চায়ত সকল উত্তমরূপে কার্য্য করে না। তাহারা হিসাবপত্র রীতিমত রাখে না, আবশ্যকমত অপরাধের সংবাদ থানায় প্রেরণ করে না; সুতরাং যে উদ্দেশ্যে পঞ্চায়ত প্রথা প্রচলিত করা হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে না। অপর দিকে অনেকগুলি কর্ম্মচারী বলিয়াছেন যে এই আইন প্রচলিত হওয়াতে চৌকিদারেরা নিয়মমত বেতন পাইতেছে, তাহারা রীতিমত চৌকি দিয়া থাকে; এবং অপরাধের সংবাদও রীতিমত পাওয়া গিয়া থাকে।

যাহা হউক উক্ত আইনের স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয় শ্রেণীর মতই একরূপ দৃষ্ট হইল, যে থানার লোকেরা এবং জেলার মাজিষ্ট্রেটগণ একটু মনোযোগী হইলে পঞ্চায়ত প্রথাতে অতি উত্তমরূপ কাজ চলিতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়াছেন, থানার কর্ম্মচারীদিগের প্রতি এই কার্য্যের ভার দিলে তাহাদের অপর কার্য্যের ক্ষতি হইবে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন এ কার্য্যটীকে তাহাদের একটী প্রধান কার্য্য মনে করা উচিত। আমরাও এই কথা বলি।

কেহ কেহ থানা হইতে চৌকিদারদিগের বেতন দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এ পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। পঞ্চায়েতের হস্তে যদি চৌকিদারদিগের বেতন দিবার ক্ষমতা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা কেবল নামমাত্র হইবে। বেতন দিবার ক্ষমতা যদি হস্তে থাকে তাহা হইলে চৌকিদারদিগকে থানার অধীনে রাখা যায়। নতুবা তাহাদিগকে শাসন করিবার উপায় থাকিবে না।

গবর্ণমেণ্ট পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন কেন? তাহার মূল যুক্তি এই যে তাহা হইলে চৌকিদারদিগকে দেশের লোকের ভয় করিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহার কার্য্যের উপর শত শত প্রহরী থাকিবে। যদি তাঁহার কার্য্যে কোন প্রকার শিথিলতা হয়, পঞ্চায়েতের সভাগণ তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু থানা হইতে চৌকিদারদিগের বেতন দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে দুই প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ তাহাদের বেতনের হিসাব করা, বেতন দেওয়া, প্রভৃতি কার্য্যে থানার লোকের অনেক সময় যাইবে? দ্বিতীয়তঃ চৌকিদারদিগের আর পঞ্চায়েতের ভয় থাকিবে না। তাহারা সমস্ত মাস নিজ কার্য্যে অবহেলা করিয়া নিদ্রা যাইবে এবং মাসটী গেলেই থানাতে আসিয়া বেতনের টাকা গুলি আদায় করিবে। কোন্ রাত্রে সে রোঁদে বাহির হইল কি না, কোন্ পাড়ায় কোন্ দিন হাকিল কি না, ইহা আবার কে থানায় খপর দেয়। সুতরাং তাহারা আর পঞ্চায়েতের শাসনাধীন থাকিবে না।

এই রিপোর্টে আর একটী বিষয় দেখিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিলাম। প্রায় সকল প্রকার গুরুতর অপরাধের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কম দেখা যাইতেছে। ১৮৭৮ সালে ১১২টী খুনের মকদ্দমা হয় এবং শতকরা ৩৪ জন মাত্র দণ্ডিত হয়, গত বৎসর ১৫৮ মাত্র মকদ্দমা হইয়াছে এবং শতকরা ৩৭ জন দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ প্রায় সমুদায় অপরাধ সম্বন্ধে উন্নতি দৃষ্ট হয়। সামান্য সামান্য অপরাধ সম্বন্ধে ও কিঞ্চিৎ দৃষ্ট হইতেছে।

অনুষঙ্গ ক্রমে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। রিপোর্টে দেখা গেল গত বৎসর ২৮০৩ জন লোক আত্মহত্যা করে, এবং ইহার তিন ভাগের দুই ভাগেরও অধিক স্ত্রীলোক। অর্থাৎ গত বৎসর এই বাঙ্গালাদেশে অন্ততঃ ১৬০০ শত স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোককে সচরাচর কিরূপ ক্লেশে দিন যাপন করিতে হয়, এতদ্দ্বারা তাহা কিয়ৎ পরিমাণে জানা যাইতেছে। যদি বর্ষে বর্ষে ১৫০০ শত স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে, এরূপ মনে করা যায় তাহা হইলে গত দশ বৎসরের মধ্যে পনর হাজার রমণী অকালে আত্মঘাতিনী হইয়াছে। সামাজিক যে যাতনা নিবন্ধন বৎসর বৎসর ১৫০০ স্ত্রীলোককে অকালে নিজের মৃত্যু ঘটনা নিজে করিতে হয় সেই সকল সামাজিক

যন্ত্রণা যতদিন না দূর হইতেছে ততদিন দেশের প্রকৃত কল্যাণের আশা দেখা যায়

মফস্বলে [illegible]

আমাদের একজন সহযোগী মধ্য ভারতবর্ষের আসিষ্টেণ্ট কমিশনর লেপ্টেন লাউডেন সাহেবের একটী অবিচারের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। বিষয়টী এই। আশু সিং এবং গণপত সিং নামক দুই ব্যক্তি একত্র বাস করিত, ইহারা দত্তক সম্পর্কে পরস্পরের ভাই ছিল। গণপত সিংহের অনুপস্থিতিকালে আশু সিং একদিন ব্যায়াম করার কিঞ্চিৎ পরে আহার করিতে বসে, এবং আহারের পরেই হঠাৎ তাহার মৃত্যু হয়। এই সংবাদ তাহার ভ্রাতার নিকটে পৌঁছিবামাত্র সে গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু সে বাড়ীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মৃতদেহ জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনা পুলিষের কর্ণগোচর হওয়াতে মকদ্দমা উপস্থিত হয়। গণপত ও তাহার পত্নীকে সন্দেহ করিয়া ধৃত করা হয়; এবং সাক্ষীদিগকে গণপত শিখাইতে না পারে এজন্য যথেষ্ট সতর্ক হওয়া হয়। কিন্তু এ সতর্কতার পরও গণপত বা তাহার স্ত্রীর কোন প্রকার অপরাধ প্রকাশ পাইল না। সাক্ষীর মুখে প্রমাণ হইল, যে যে খাদ্য-দ্রব্য আহার করিয়া আশুর প্রাণ যায় তাহা, তাহার স্ত্রী পাক করিয়াছিল, এবং একটী আট বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকা পরিবেশন করিয়াছিল। ভোজনাবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল তাহা ঐ বালিকা আহার করিয়াছিল; তাহার কিছু হয় নাই। ডেপুটী কমিশনর সাহেব সাক্ষীদিগের দ্বারা কোন প্রমাণ প্রাপ্ত না হইয়া অপরাধীদিগকে অনিচ্ছা ক্রমে ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু গণপত আবার কয়েক দিন পরে পুনর্ব্বার ধৃত হইল। এবার তাহার নামে এই অভিযোগ হইল যে সে মূল সাক্ষীকে সরাইয়া দিয়াছে। এবারও বিশেষ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল না। কিন্তু সে ব্যক্তি যে দোষী ডেপুটী কমিশনর সাহেবের সে সংস্কার ছিল সুতরাং তিনি গণপতের ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও ৭০০০ হাজার টাকা জরিমানা করিলেন। পরে এই ব্যক্তি আপীলে মুক্তি লাভ করিয়াছে। যদি আমরা মফস্বলের সাহেবদিগের প্রকৃতি ও কার্য্য-প্রণালী না জানিতাম তাহা হইলে এই ঘটনা সহসা বিশ্বাস করিতাম না, কিন্তু তাঁহারা কি ধাতুর লোক তাহা আমরা জানি, এবং নিরঙ্কুশ কর্ত্তৃত্ব-লাভ করিলে তাঁহারা অনেক সময়ে কি প্রকার আচরণ করিয়া থাকেন তাহাও আমরা অনেকবার দেখি-য়াছি, সুতরাং এই ঘটনাটী নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। ডেপুটি কমিশনর সাহেবের যে দুষ্টের দমন করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তাহা আমরা অস্বী-কার করি না এবং ইহাও হইতে পারে যে গণপতসিং বাস্তবিক প্রকৃত সাক্ষী সরাইয়া এবং মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াইয়া নিজে বাঁচিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ডেপুটি কমিশনর সাহেব তাহা কিরূপে জানিলেন, তাঁহার সমক্ষে যাহারা সাক্ষী দিতে আসিয়াছিল তাহাদের কথা ভিন্ন ত তাঁহার অন্য অবলম্বন ছিল না। বিশেষ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী নিজে যখন বলিল যে সে নিজ হস্তে স্বামীর আহারের দ্রব্য পাক করে, এবং কাহারও প্রতি তাহার সন্দেহ নাই, তখন গুরুতর কারণ না থাকিলে অপর এক ব্যক্তিকে দোষী বলিয়া সাজা দেওয়া যায় না। গুরুতর কারণ কি তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

ফল কথা এই মফস্বলের এক একজন মাজি-ষ্ট্রেটকে অপরাধীর দণ্ড দিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র দেখা যায়। সিবিলিয়ান মাজিষ্ট্রেট মাত্রেরই মনের এই প্রকার গতি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শত জন অপরাধী অদণ্ডিত যায় সেও ভাল তথাপি একজনও নিরপরাধী লোক যেন দণ্ডিত না হয়। আইনের এই মূল নিয়মটী কিন্তু কার্য্যের সময় অগ্রাহ্য করেন। বর্ত্তমান ফৌজদারি কার্য্যবিধির আইনে তাঁহাদের হস্তে যে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়াছে তদনুসারে তাঁহারা অনেক সময়ে আইনের মুখাপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্য করেন। তাঁহাদের একবার চিন্তা করা উচিত, যে বিচারপতিদিগের সংস্কার অনেক সময় ভ্রান্ত হইতে পারে এই জন্যই আইনে সম্পূর্ণরূপে সাক্ষীর প্রমাণের উপর নির্ভর করিবার জন্য স্পষ্ট আদেশ আছে। লাউডেন সাহেব হয়ত অন্য কোন উপায়ে শুনিয়া থাকিবেন যে গণপত সিংহ প্রকৃত অপরাধী। তাহা হওয়া কিছু বিচিত্র নয়; স্ত্রীর দ্বারা পতি-হত্যাও অনেক স্থানে হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য উপায়ে যাহা কিছু শুনিয়া-ছিলেন, তাহা কোন ব্যক্তির বিদ্বেষ প্রণোদিত হইতে পারে, তাহাতেত ভুল থাকিতে পারে। এরূপ স্থলে তিনি কেন হঠাৎ এক ব্যক্তিকে সামান্য প্রমাণে এরূপ গুরুতর দণ্ড দিলেন।

রাজ জাতীয় ব্যক্তিদিগের দ্বারা পরাজিত জাতির পীড়ন হওয়াই সকল দেশের নিয়ম। তবে যে অনেক স্থলে রাজাদিগের দ্বারা প্রজাদিগের প্রতি সে প্রকার অত্যাচার হয় না সে কেবল আইনগুলির গুণে। মফ-স্বলের হাকিমগণ যদি কার্য্যকালে সেই আইন গুলি অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে প্রজাদিগের যে একমাত্র রক্ষক ছিল তাহাও চলিয়া যায়।

কমন্স সভার প্রতাপ।

পার্লেমেণ্টের এই নিয়ম আছে, কোন নূতন আইন প্রচলিত করিতে হইলে, প্রথমে কমন্সদিগের সভাতে উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিতে হয়। কমন্স সভাতে উক্ত বিল পাশ হইলে, তৎপরে লর্ডদিগের বিচারার্থ অর্পিত হয়। লর্ডদিগের সম্মতি পাইলে, তৎপরে তাহা মহারাণীর অনুমতি গ্রহণার্থ প্রেরিত হয়। যদি কমন্স সভা হইতে প্রেরিত কোন আইনের কোন অংশ লর্ডগণ বর্জ্জন করেন তাহা হইলে সেই বিল পুনরায় সংশোধনের নিমিত্ত কমন্স দিগের সভাতে ফিরিয়া যায়, তাঁহারা আবার আপত্তি গুলির বিচার করিয়া একখানি সংশোধিত বিল প্রস্তুত করেন। নিয়ম এই প্রকার আছে বটে কিন্তু কার্য্যে প্রায় তাহা ঘটে না ফলে, কমন্সদিগের সভাতে যে বিল পাশ করা হয়, তাহাই লর্ডগণ বা মহারাণীকে গ্রহণ করিতে হয়। কারণ কমন্সদিগের প্রতাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এ কথা বোধ হয় পাঠকগণের অনেকেই জানেন না যে, লর্ডদিগের সভাতে কনসারবেটিব দিগেরই সংখ্যা চিরকাল অধিক। লিবারেলদিগের এখন জয় হইয়াছে কিন্তু তথাপি এখনও লর্ডদিগের সভাতে কনসারবেটিবদিগের সংখ্যা অধিক। লর্ডদিগের সভাতে জমিদার ও ধর্ম্মযাজক অর্থাৎ বিশপেরা বসিয়া থাকেন। এই উভয় শ্রেণীর লোক চিরকাল সকল প্রকার উন্নতির পথে এণ্টকস্বরূপ, সকল দেশেই এই নিয়ম। কোন প্রকার নূতন আইন বা রীতির সংস্কার করিলে ইহাঁদেরই অধিক ক্ষতির সম্ভাবনা। প্রজাদি-গের বিদ্যা বুদ্ধি বা চিন্তা-শক্তির যদি উন্নতি হয় তাহাতে ইহাদের প্রভুত্ব লোপের ভয় সুতরাং ইহাঁরা সে পথে সর্ব্বদা প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া থাকেন। এই কারণে ইহারা চিরকাল কনসারবেটিব।

সম্প্রতি কমন্স সভার প্রেরিত কয়েকটী আইন লর্ডেরা ফিরাইয়া দিয়াছেন; তাহাতে ইংলণ্ডের লিবারেল দল নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। কেহ বলিতেছেন লর্ডদিগের সভা তুলিয়া দেও, কেহ বলিতেছেন ইহার প্রণালী সমূহের সংস্কার কর, ইত্যাদি। অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। আমা-দেরও বোধ হয় বর্ত্তমান-প্রণালীর সংস্কার আব-শ্যক। যে প্রণালী দ্বারা এক শ্রেণীর অকর্ম্মণ্য ও সাক্ষী-গোপাল লোক এমন গুরুতর কার্য্যের ভার পায় সে প্রণালী যে নিন্দনীয় তাহাতে সন্দেহ কি? এখন যে প্রণালী প্রচলিত আছে, তদনুসারে লর্ডের সন্তান হইলেই তিনি অর্থের বলে লর্ডদিগের সভাতে বসিতে পারেন। তিনি যদি অকাল কুষ্মাণ্ড হন, তিনি যদি বুদ্ধি অংশে গর্দ্দভ সমান হন, তথাপি

তিনি বসিতে পাইবেন। এরূপ প্রথা নিতান্ত ঘৃণিত। সভা সমাজে বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই নেতা হইবে। ধনীর সন্তানের যদি উচ্চ পদলাভের বাসনা থাকে, তিনি বুদ্ধি বিদ্যা প্রদর্শন করুন; নিজের পৌরুষ ও প্রতিভাবলে লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করুন নতুবা ধনীর সন্তান লইয়া রাজকার্য্য চালাইবার চেষ্টা করা ও খড়ের মানুষ লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করা দুই সমান। আর এক কারণে বর্ত্তমান প্রণালী পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ হয়। যদি কমন্সদিগের ন্যায় লর্ডদিগেরও নির্ব্বাচন হয় তাহা হইলে, যে পক্ষের যখন জয় লাভ হইবে, তখন কমন্স সভা ও লর্ডদিগের সভা উভয় স্থলেই এক পক্ষের লোকের সংখ্যা অধিক হই হইবে। তাহা হইলে আর গবর্ণমেণ্টের পথে প্রতিবন্ধক থাকিবে না।

যাহা হউক, লর্ডেরা যদি এইরূপে কমন্সদিগের অবলম্বিত বিল সকল ফিরিয়া পাঠান তাহা হইলে লার্ডগণ অধিক দিন সুখে নিদ্রা যাইতে পারিবেন না, সকলেই এ প্রকার বলিতেছেন। কমন্সদিগের সহিত বিরোধ করিয়া মহারাণীরও নিস্তার নাই। তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিলে তাঁহাকেও হয় ত অল্প জলে বঞ্চিত হইতে হয়। নূতন মন্ত্রি সভা গঠনের সময় পাঠকগণ তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। গ্লাডষ্টোনের প্রতি মহারাণীর কিঞ্চিৎ বিরক্তি আছে। সেই জন্য তিনি প্রথমে লার্ড হার্টিংটন সাহেবকে সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে দেশের অধিকাংশ লোক গ্লাডষ্টোনকে চায় তখন তাঁহাকে মস্তক অবনত করিতে হইল। হার্টিংটন সাহেবও সাহসে কুলাইল না। কমন্স সভা দেশের প্রজাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ, উহাঁদের যে মত দেশের অধিকাংশ লোকের সেই মত, সুতরাং কমন্স সভার অবমাননা করিলে দেশের লোকের অবমাননা করা হয়। লার্ডেরা একপ অবমাননা অধিক দিন করিতে পারিবেন না।

নূতন পুস্তক।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্ব। এখানি চিকিৎসা গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী উহা সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে রোগাদির লক্ষণ ও তাহার ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ৩ টাকা।

প্রাকৃতিক ভূগোল। শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে বাঙ্গলা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিদিগের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। মূল্য ॥০ আনা।

কালীঘাট শিবভক্তি-প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক মহাপূজার কার্য্য বিবরণ। প্রতি সোমবার রাত্রি ৭ টার পর নকুলীশ মন্দিরে ইহার অধিবেশন হয়। প্রথমে ৮ পূজা পরে স্তোত্রাদি পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শকুন্তলাকাব্য। এখানি অমিত্রাক্ষরে রচিত গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বাবু অখিলচন্দ্র হাজরা ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। পদ্য গুলি সরল হইয়াছে। মূল্য ৵০ আনা।

বিবিধ সংবাদ

মহৎ লোকের কাজ স্বতন্ত্র। লিটন সাহেব মুদ্রণবিধি প্রস্তুত করিয়া যে ধ্বজা তুলিয়া গিয়াছেন শুনা যাইতেছে আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল রিপন সাহেব তাহা তুলিয়া দিবার জন্য বিশেষ যত্ন পাইতেছেন।

বিলাতের লোকে সকাল সকাল মেল পাইবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন সাহেবের নিকট যে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন বোধ হয় তজ্জন্যই গবর্ণর জেনেরল ও তাঁহার সভার সভ্যগণ এই নিয়ম করিয়াছেন অতঃপর মেল মনস্থলের সময় শনিবার ও অন্যান্য সময় মঙ্গলবার যাইবে।

এক জন দেশীয় রেলওয়ে শকটচালক নয়হাটি ষ্টেসনে একখানি ইঞ্জিন দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

একটী ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের একটী সন্তান হয়। সে লজ্জাভয় নিবারণের জন্য তাহাকে প্রোথিত করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পুলিসের বিশেষ চেষ্টায় স্ত্রীলোকটী অভীষ্ট সাধন করিতে না পারিয়া শিশুটীকে সাত দিন একটী বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়। পুলিস এই সংবাদ পাইয়া ঘটনার তদন্ত করিতে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুই করিতে পারে নাই।

শ্রীহট্টের একজন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী কোন কারণে কর্ম্মচ্যুত হন। তিনি আপনাকে নির্দ্দোষ বোধে উপরস্থ কর্ম্মচারীর নিকট পুন পদপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। অবশেষে গবর্ণর জেনারেলের নিকট একখানি আবেদন করেন দুঃখের বিষয় তাহাও ব্যর্থ হইয়া যায়। সুখের বিষয় এই ইহাতে তিনি হতাশ না হইয়া পার্লিয়ামেণ্টে যাহাতে ইহার আন্দোলন হয় তজ্জন্য ফসেট সাহেবের নিকট তিনি তাহার দুঃখের কথা জানাইয়াছেন ফসেট সাহেব তাঁহার দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন করসংক্রান্ত কমিসনের কৃত আইনের পাণ্ডুলেখ্য ও রিপোর্ট সকল সাধারণের গোচর করিবার জন্য যাহাতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ হয় এবং তৎসম্বন্ধে লোকে যাহাতে গুণ দোষের বিচার করিতে পারে এরূপ এক বৎসরের জন্য সময় দেওয়া হয় তজ্জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন আমরা শুনিলাম গবর্ণমেণ্ট প্রথম প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবের অনুমোদন করেন নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় এত শ্রম ও ব্যয়সাধ্য মহাভারতের মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। বিরাটপর্ব্ব মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তাঁহার সে অর্থ সঞ্চিত নাই। তিনি দেশহিতৈষী ধনাগণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। ইনি যেরূপ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, ইহাকে শক্ত্যনুসারে সাহায্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

কনসারবেটিবেরা পার্লামেন্টের আগামী অধিবেশনে আপনাদিগের প্রতিপত্তি লাভের জন্য বড় ব্যগ্র হইয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে লিবরল গবর্ণমেন্ট যে সকল কাজ করিয়াছেন লর্ড বিকন্সফিল্ড তাহার গুণ দোষ বিচার করিবার জন্য একটী সভা করিবেন। লর্ড সালিসবরি সার ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট প্রভৃতি ইহার প্রধান উদ্যোগী।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতা ষ্টেটস্‌ম্যানের, সম্পাদক নাইট সাহেব আগামী নবেম্বর মাসে বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইবেন।

রাজপুতানা ষ্টেট রেলওয়ের একজন শকট পরিচালক এক কুলি স্ত্রীলোকের মস্তকে এরূপ গুরুতর আঘাত করিয়াছে যে তাহাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। হত্যাকারী এক্ষণে হাজতে আছে, দেখা যাউক বিচারে কি হয়।

ইটালির গবর্ণমেন্ট মোটা পয়সা আয়ের এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে উপাধি বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহারা এই নিয়ম করিয়াছেন প্রিন্স উপাধির মূল্য ১২ হাজার, ডিউক ১০ হাজার, মারকুইস ২০ হাজার কাউণ্ট ১ লক্ষ ৫০ হাজার, ব্যারণ ১ লক্ষ।

নিউইয়র্কে ট্রামবর্গ ক্লব নামক একটী চমৎকার ঘড়ি প্রস্তুত হইয়াছে * ইহার মূল্য লক্ষ মুদ্রা। এই ঘড়ির মধ্যে সুইজারলণ্ড, হলণ্ড, প্রভৃতি ১৪ টী সহরের সময় দেখা যাইতে পারে এবং দুই শত বৎসরের পথের ভিনস জুপিটার আদি গ্রহ উপগ্রহের গতি দেখিতে পাওয়া যায়। ঘড়িটির যখন কোয়াটর বাজে তখন প্রথম কোয়াটর বাজিবার সময় একটী বালকের মূর্ত্তি উপস্থিত হয়, দ্বিতীয় বারে যুবকের মূর্ত্তি তৃতীয় বারে প্রৌঢ়ের এবং চতুর্থ বারে একটী মূর্ত্তি আসিয়া প্রতিঘাত করে। ঘণ্টা বাজিবার সময় একটী দ্বার উদ্ঘাটিত হয় এবং জর্জ্জ ওয়াসিংটনের প্রতিমূর্ত্তি সিংহাসনে উপবিষ্ট লক্ষিত হয়। উক্ত সময়ে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া স্বাধীনতা প্রকাশ করেন এবং পরিচ্ছদধারী একজন ভৃত্য আর একটী দ্বার উদ্ঘাটন করিলে ইউনাইটেডষ্টেটের অধিপর প্রেসিডেন্ট অবনত মস্তকে জর্জ্জ ওয়াসিংটনের সম্মুখদিয়া দ্বিতীয় দ্বার দিয়া গমন করেন ও দ্বিতীয় ঘণ্টা অবধি দ্বার বন্ধ হয়। এটী একটী আশ্চর্য্য শিল্প নৈপুণ্যের আদর্শ বলিতে হইবে।

আমরা অবগত হইলাম লেডি রিপন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে ইজিপ্টে এক মাসকাল অবস্থিতি করিবেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল নহে বলিয়া তিনি ভারতবর্ষে আসিতে ভীত হইতেছেন।

নাইনিতলের পাহাড়, ভাঙ্গিয়া যেসকল বড় বড় লোকের মৃত্যু হইয়াছে ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহাদিগের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

দিলদার নগর হইতে গাজিপুর পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে প্রস্তুত হইতেছে এ বৎসরের প্রথমেই তাহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

নৈনিতালের পর্ব্বত ধসিয়া পড়াতে একটী দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহাতে যে কয়েকজন পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহারাও ঐ সঙ্গে চাপা পড়িয়াছেন।

বিদুষী রমাবাইয়ের ন্যায় গুণসম্পন্না টেপাজি ভাইসাহেব নাম্নী একটী রমণী বোম্বায়ে আগমন করিয়াছেন। অনেকগুলি হিন্দু স্ত্রীলোক একত্র হইয়া এক সভা করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ আর, বি, চ্যাপমান সাহেব পদ ত্যাগ করিয়াছেন ইনিও রাজস্ব সচিব সার জন ষ্ট্রাচির সহিত বিলাত গমন করিবেন।

এইরূপ জনরব যে আফগানেরা আমীর আবদুল রহমনকে হত্যা করিয়াছে।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল নামক জনৈক বাঙ্গালি বেলুচিস্থানের রেলওয়ে বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। সংপ্রতি একদল অসভ্য জাতি তাঁহাকে আক্রমণ করে। যাহা হউক তিনি বাঙ্গালিস্বভাবসুলভ ভীরুতার বশবর্ত্তী হইয়া পলায়ন না করিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠের সহিত বিনষ্ট হইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে ট্রামওয়ের একটী শাখা কলিকাতা হইতে আলীপুরের পশুশালা পর্য্যন্ত খোলা হইবে।

মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক বকিংহাম দাক্ষিণাত্যের বিলোপ প্রায় প্রাচীন শিল্পদ্রব্যগুলি রক্ষার্থ যত্নবান হইয়াছেন। সেই গুলি রক্ষা করিতে কত ব্যয় হইবে বেলারির কালেক্টরকে তিনি তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ডাক্তার অাপ সাহেব একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধা করিয়াছেন এই, পুস্তকে প্রাচীন হিন্দুগণের বীর যুদ্ধ কৌশল রাজনীতিজ্ঞতা বারুদ প্রস্তুত করিবা নিয়ম ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের বিষয় বিশেষরূ লিখিত হইয়াছে।

সম্প্রতি বিলাতে যে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্বি পরীক্ষা গৃহীত হয় তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ২০ জন বাল উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহদিগের মধ্যে নয় জন ভারতবর্ষীয়।

শুনাযাইতেছে সেনাপতি রবর্টস অক্টোবর মাসের প্রথমেই ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

ফ্রান্সে একপ্রকার কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে ইহা অগ্নিতে দগ্ধ কিম্বা জলে নষ্ট হয় না।

ইকনমিষ্ট বলেন ইংরাজদিগের অধিকৃত উপনিবেশের পরিমাণ ৭৯১০০৫৯ বর্গমাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা ২০৫২৬৪০০০।

নাইনিতলের পর্ব্বত খসিয়া পড়িল, সার জর্জ কুপর সাহেব দোষের ভাগী হইলেন। এখন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তিনি পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িবার পূর্ব্ব সূত্র জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি শৈলবিহারী সাহেবদিগকে এবিষয় জানন নাই। ঘটনাটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কুপর সাহেব বড় অন্যায় কাজ করিয়াছেন। আমাদিগের মনু প্রভৃতি প্রাচীন মহর্ষিগণ অধিক কাল পর্ব্বতবাস নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর আমাদিগের লেপ্টনেন্ট গবর্ণর দারজিলিঙে সাবধান হইয়া থাকিবেন।

বোম্বাইস্থ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের বড় বিপদ। তাঁহারা তথায় ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া প্রাণে মারা না পড়িলেই মঙ্গল। তথাকার লোকেরা তাঁহাদের উপর যেরূপ চটা তাহাতে তাঁহাদিগের তথা হইতে প্রস্থান করাই ভাল। সম্প্রতি এক জন আমেরিকাবাসী ধর্ম্মপ্রচারক কতকগুলি দেশীয় খৃষ্টানকে সঙ্গে লইয়া যখন যাইতেছিলেন সেই সময়ে পথিকদিগের অনেকেই তাঁহাদিগের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিল।

সম্প্রতি স্পেনে একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একদল স্পেনীয় সৈন্য যখন ইব্রো নদীর সেতু পার হইতেছিল অমনি উহা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে উক্ত সৈন্য দল নদীতে পতিত হয় কিন্তু কত লোকের যে মৃত্যু হইয়াছে তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই।

মহুরে একটী ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে অনেক বড় বড় বৃক্ষ ও গৃহাদি পতিত হওয়াতে লোকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

"ঈশ্বর" নাম শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বক্তৃতার কয়েক দিবস পর বিখ্যাত পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর শিষ্য পরমহংস আত্মানন্দ স্বামীজী বৈদিকধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য এখানকার অনেকগুলি উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আমাদের সভায় আসিয়াছিলেন। ন্যূনাধিক ৪৫০ জন লোক বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন। তিনি একেশ্বর-ব্রহ্মবাদী। বেদ ভিন্ন কিছুই মানেন না। বেদের ইন্দ্র, বায়ু, বরুণের উপাসনা, যে ব্রহ্মোপাসনা, তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছিলেন; বঙ্গদেশ হইতে প্রায় ধর্ম্ম চর্চ্চা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তিনি এ কথাটী বলিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি দুই চারি জন ধর্ম্মশাস্ত্র চর্চ্চাশীল পণ্ডিতগণের নাম করিয়া, তাঁহাদের প্রশংসা করিলেন। জানি না স্বামীজীর ইঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় আছে কি না? না থাকিলে, তিনি ইঁহাদের নাম কেনই বা করিবেন। যাহা হউক স্বামীজী পুরাণাদির উপর খড়্গহস্ত।

লাইসেন্স টাক্স ধার্য্যের গোলযোগ অদ্যাপি নিবৃত্তি হয় নাই। এখনও অনেকে অসঙ্গত ট্যাক্স হইয়াছে বলিয়া, কালেক্টার বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করিতেছে।

পীরপৈঁতীর ষ্টেশনের নিকট সরাইয়ে এক ব্যক্তি অর্থ-লোভে তাহার সমভিব্যাহারী একজনকে বিষ ভক্ষণ করাইয়া হত্যা করিয়াছে বলিয়া, অভিযুক্ত হইয়া, এখানকার আদালতে বিচারিত হইতেছে। তাহার বিচার অদ্যাপি শেষ হয় নাই। দেখা যাউক সে সত্য সত্যই বিষ প্রদান করিয়াছিল কি না। মৃত ব্যক্তির সহিত তাহার স্ত্রী ছিল, অনিবার্য সেও না কি বিষে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। কাহালগাঁয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার গিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। সে প্রাণে মরে নাই। কিন্তু বিষের যোগে অন্তরে ক্ষত হইয়া গিয়াছে।

জামালপুর।

সোমপ্রকাশের জামালপুরের সংবাদদাতা গত সপ্তাহে জামালপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি আর এখানে প্রত্যাগমন করিতেছেন না। আপাততঃ তাঁহার অনুপস্থিতিতে আপনার মুঙ্গেরের সংবাদদাতা জামালপুরের সংবাদাদি প্রদান করিবেন।

জামালপুর হাবড়া হইতে [illegible] মাইল দূরে অবস্থিত। রেলওয়ে ছুটির যেরূপ নিয়ম তাহাতে অধিকাংশেরই প্রায় বৎসরের মধ্যে সাত দিনের বেশী বাড়ী যাওয়া ঘটে না। সুতরাং এখানকার লোকে বিশুদ্ধ সঙ্গীতাদি শ্রবণেও বঞ্চিত থাকেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও কতিপয় অপরাপর ভদ্র সন্তান উদ্যোগী হইয়া এই দুঃখ দূর করণাভিলাষে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই নাটকাদির অভিনয় করাইয়া থাকেন। ইতি পূর্ব্বে ইঁহাদের যত্নে "সরোজিনী" নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয় মন্দ হয় নাই কারণ আমরা ৪।৫ শত দর্শকের মুখে সমস্বরে প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু এখানে বিশ্ব-নিন্দুকেরও অপ্রতুল নাই। এখানকার কর্ত্তাদের কিছু বেশী বেশী দুষ্ট হইয়া—কাগজে ইংলিশে গালি মন্দ লিখিয়া বেনামীতে নাম স্বাক্ষর করিয়া অন্ধকারে রাস্তায় ছড়াইয়া দিয়া বিদ্যার পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল।

উপরিউক্ত দুর্গাচরণ বাবুর যত্নে এখানে একটী পুস্তকালয় ও পঠনালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি পুস্তকালয়টীর জন্য রেলওয়ে কোম্পানির নিকট হইতে একটী বাড়ীও লইয়াছেন। পঠনালয়ে অনেকগুলি ইংরাজী দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র আসিয়া থাকে। দুর্গাচরণ বাবু সত্বরে সোমপ্রকাশের ন্যায় বিখ্যাত সংবাদ পত্র সমূহের গ্রাহক হইবেন এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাঠ করিবার লোকাভাব। এখানে প্রায় ৫।৬ শত বাঙ্গালী আছেন কিন্তু কাহারও এবিষয়ে যত্ন কিম্বা উৎসাহ নাই। যদি এক চতুর্থাংশ লোকও এই পুস্তকালয়টীর প্রতি যত্ন করেন ও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হন, সত্বরে ইহার যথেষ্ট উন্নতি হয়। ইহার মাসিক চাঁদা দুই ও চারি আনার বেশী নহে। গ্রাহকগণ ঐ পয়সা ব্যয় করিলে পঠনালয়ে যাইয়া সংবাদ-পত্রাদি পাঠ ও বাটীতে পুস্তকাদি লইয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু লোকে সে পয়সা ব্যয়েও কুণ্ঠিত।

ইতি পূর্ব্বে এক উদ্ধত যুবা কোন লোকের সহিত বিবাদ করিয়া পুলিসে যাইয়া সংবাদ দেয় যে, উক্ত ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। পুলিস তদারকে আসিয়া এক জোড়া তরবাল প্রাপ্ত হওয়ায় মাজিষ্ট্রেটের বিচারে এই ব্যক্তির পাঁচ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতে পুলিসের মনে দেশীয় লোকে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে সন্দেহ হওয়ায়, গোপনে গোপনে প্রায় ২২।২৩ জন লোককে তাঁহাদের গৃহে অস্ত্র আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন। সকলেই বিনা বাক্য ব্যয়ে বন্দুক ও তরবাল প্রভৃতি যাহা কিছু পৈতৃক আমলের সম্পত্তি ছিল বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। ইতি পূর্ব্বে মুঙ্গেরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই সমস্ত মকদ্দমার বিচার হয়। আমাদের সুযোগ্য হাকিম প্রত্যেকের বেতন জিজ্ঞাসা করিয়া তিন টাকা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত ব্যক্তি বিশেষের জরিমানা করিয়া অস্ত্র গুলি কাড়িয়া রাখিয়াছেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেকেই লাইসেন্স দিয়া অস্ত্র ব্যবহার করিবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ফেরত চাহিয়াছিলেন। [illegible] উত্তরে কহেন "তোমাদের ইচ্ছা হইলে লাইসেন্স দিয়া নূতন অস্ত্র খরিদ করিয়া ব্যবহার করিতে পার, এ গুলি গবর্ণমেণ্টের হইল।" জরিমানা হইল অথচ এক একজনের ৫০।৬০ টাকা মূল্যের বন্দুক গেল, এজন্য বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ২।১ জন বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। ইঁহারা কেহই বর্ত্তমান আইন কানুন জানেন না। জানিলে কখনই দুঃখিত হইতেন না। যাহা হউক যে যে ব্যক্তি লাইসেন্স দিয়া অস্ত্র ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদিগের অস্ত্রগুলি ফেরত দিলে ভাল হইত। আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা যে, অতঃপর অস্ত্র সম্বন্ধীয় আইনের ন্যায় দেশের হিতকর যদি কোন আইন প্রচলিত করেন, যেন ঢেঁড়রা দিয়া সাধারণকে জ্ঞাপন হয়। ঢেঁড়রা দ্বারা জ্ঞাত করান না হইলে সকলে কি আইন প্রচলিত হইল জানিতে পারে না।

মধ্যে আমাদের এসেসর বাবু মুঙ্গের হইতে জামালপুরে লাইসেন্স টাক্স ধার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন। এখানকার কয়েকজন ভদ্র লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রত্যেক দোকানের আয় স্থির করিয়া দেখিয়া টাক্স ধার্য্য করা তাঁহার উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় ইনি তাহার কিছুই করেন নাই, কোন্ দোকানে আয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিয়া যেমন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে সেই মত টাক্স ধার্য্য করিয়া, [illegible] প্রস্থান করিয়াছেন। মুঙ্গের হইতে কষ্ট ভোগ করিয়া তিনি যে এখানে কি করিতে আসিয়াছিলেন আমরা তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না, এ সামান্য কাজ ত মুঙ্গেরের বাসায় বসিয়াই নিষ্পন্ন করিলে হইত। আমাদের গবর্ণমেণ্ট কেন যে পয়সা খরচ করিয়া এরূপ এসেসর নিযুক্ত করেন বুঝিতে পারি না, এ অপেক্ষা মিউনিসিপাল কমিশনরদের উপর ভার দিলে বিনা ব্যয়ে উত্তম কাজ পাইতে পারেন। এসেসর বাবুর প্রসাদে এবার এখানকার পাঁচ টাকার কাষ্ঠবিক্রেতা পর্য্যন্ত লাইসেন্স টাক্স হইতে রক্ষা পায় নাই। একণে বাবুর বিরুদ্ধে শত শত অভিযোগ হইবার উদ্যোগ হইতেছে। ভরসা করি আমাদের মুঙ্গেরের ম্যাজি-

রীতিমত স্কুলে উপস্থিত হইতে পারে না। এজন্য তাহাদিগের পাঠ-কার্য্যের অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। (২ য়) বর্ষাকালে অতিশয় গ্রীষ্ম নিবন্ধন বালকেরা উপযুক্ত পরিশ্রম করিতে পারে না, এই কালে সংক্রামক জ্বর প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হয় এতন্নিবন্ধন ছাত্রগণের পাঠের বিশৃঙ্খলা ঘটে। (৩ য়) বর্ষান্তে বালকগণের পাঠকার্য্য সুন্দর রূপ না চলিলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বালকদিগের ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রদিগকে পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত করাইয়া থাকেন। সেই সমস্ত ছাত্র প্রায়ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। আমাদিগের বিবেচনায় এই পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ অথবা মার্চ মাসের প্রথমে গ্রহণ করিলে অতি উত্তম হয়, কারণ শীতকালে ছাত্রগণ উপযুক্ত পরিশ্রম করিতে পারে এবং তাহাতে তাহাদিগের শরীরও সুস্থ থাকে। ভরসা করি শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ আমাদিগের মতের অনুমোদন করিবেন।

আমাদিগের পূর্ব্ববাঙ্গালার স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত সি, এ, মার্টিন সাহেব মহোদয়ের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইতেছি। অন্যান্য বৎসর পাঠ্য পুস্তকের তালিকা নবেম্বর ডিসেম্বর মাসে পাওয়া যাইত, তাহাতে ছাত্রগণের পুস্তক ক্রয় করা অতিশয় কষ্টকর হইত, কিন্তু এ বৎসর আগষ্ট মাসেই ১৮৯০ সালের পাঠ্য পুস্তকের তালিকা প্রত্যেক স্কুলে পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ছাত্রগণের নূতন পুস্তক ক্রয় করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

আমাদিগের নাগপুর পোষ্ট অফিসে টিকিট দেওয়া যায় ও পোষ্টকার্ড পাওয়া যাইতেছে না। এটি অত্যন্ত অসুবিধার বিষয়, যাহাতে সর্ব্বদাই পোষ্ট অফিসে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাহার সদুপায় করিতে যত্নবান হউন।

থামারগাছি।

প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি না হওয়াতে হৈমন্তিক ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, দুই এক দিবসের মধ্যে উত্তমরূপ বর্ষণ না হইলে বিস্তর চাষা মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। পাটের অবস্থা উত্তম, ৪ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে। ইক্ষু ও আদ্রকের অবস্থা তাদৃশ সন্তোষকর নহে।

আমরা অতি দুঃখিত অন্তঃকরণে জানাইতেছি যে কাঁচড়াপাড়ার প্রসিদ্ধ কবিরাজ এক্ষেত্রকুমার রায় মহাশয় ২৫ এ ভাদ্র অপরাহ্নে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পাঠ সমাপ্তির পর কলিকাতায় কয়েক বর্ষ চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন, কলিকাতার অনেকেই তাঁহাকে বিশেষরূপে জানেন। তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রে এতদূর পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন, যে বিস্তর উৎকট রোগগ্রস্ত রোগী ইঁহার চিকিৎসাধীনে আসিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে, এমন কি মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালের ফেরত বিস্তর রোগীকে আমরা তাঁহার চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। তিনি জীবনের শেষ ভাগ কয়েকবর্ষ হইতে বাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেন, তাঁহার যশ এতদূর বিস্তীর্ণ ছিল, যে যশোহর, কলিকাতা, রাজসাহি, ফরিদপুর হইতে বিস্তর রোগী প্রতিদিন তাঁহার বাটীতে আসিত। তিনি গোঁড়া হিন্দু ও একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতাভিজ্ঞ ছিলেন। ৮৭ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার কাল হইয়াছে। এদেশীয় হিন্দু চিকিৎসক মাত্রেই তাঁহার ব্যবস্থা ও পরামর্শ আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ সমাজ একজন উৎকৃষ্ট হিন্দু চিকিৎসক হারাইল।

বাহাদুরপুরের জনৈক মুসলমান তাহার প্রথমা স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। তাহার দুই স্ত্রী ছিল, সে কনিষ্ঠার প্রতি অনুরাগী ছিল, জ্যেষ্ঠাকে দেখিতে পারিত না। একদিন মাঠে হল কর্ষণের সময় ভাত লইয়া যাইতে দেরী হইয়াছিল বলিয়া দুরাত্মা মাঠেই কয়েক আঘাতে তাহাকে হত্যা করিয়া প্রস্থান করে, বিস্তর অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি ধৃত হইয়া বিচারার্থ হুগলীতে প্রেরিত হইয়াছে। বিচারে যেরূপ হয় পরে আপনার পাঠকবর্গের গোচর করিব।

হইতে গুণ-স্ফূর্ত্তি এতাবৎ সিদ্ধান্ত করিলেন তখনই "ঈশ্বর" এই মহান শব্দে ত্রিজগৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। "ব্রহ্ম সিদ্ধান্তে" তৎপ্রমাণ যথা

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্মেত্যেক শ্রুতৌশ্রুতং।
তদেব প্রকৃতের্যোগাদীশ্বরঃ কুরুতে জগৎ॥

সত্য ও জ্ঞান স্বরূপ অথচ অনন্তশক্তি যে ব্রহ্ম-পদার্থ শ্রুতিতে খ্যাত আছেন, তিনিই প্রকৃতির যোগ হেতু "ঈশ্বর" হইয়া জগৎকার্য্য বিস্তার করেন।

"স্বমায়ারচিতং বিশ্বমবিতর্ক্যং সুরৈরপি।
স্বয়ং বিরাজতে তত্র পরাত্মন্যপ্রবিষ্টবৎ"॥
(আত্মজ্ঞান নির্ণয়)

পরমাত্মার স্বীয় শক্তি মায়া বা প্রকৃতি কর্ত্তৃক রচিত দেবগণেরও অবিতর্ক্য এই বিশ্ব সংসারে তিনি প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টবৎ বিরাজ করিতেছেন।

এক্ষণে একবার দেখি বেচারাম বাবুর উপনিষদে কি লিখিত আছে।

"যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত॥
এতদ্বৈতৎ। কেঠোপনিষৎ।

ভাষ্যকার বলিতেছেন "যঃ প্রত্যগাত্মা ঈশ্বর ভাবেন নির্দ্দিষ্টঃ স সর্ব্বাত্মা ইত্যেতদ্দর্শয়তি। যঃ কশ্চিন্মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বং প্রথমং তপসঃ ব্রহ্মণঃ জাতং উৎপন্নং হিরণ্যগর্ভং কিমপেক্ষ্য পূর্ব্বং অদ্ভ্যঃ পূর্ব্বং অপ্সহিতেভ্যঃ ন কেবলাভ্যোঽদ্ভ্যঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ অজায়ত উৎপন্নঃ। দেবাদি শরীরাণি উৎপাদ্য সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং গুহাং হৃদয়াকাশং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং শব্দাদীনুপলভমানং তৎপ্রথমজং ভূতেভিঃ ভূতৈঃ কার্য্য-কারণলক্ষণৈঃ সহ যঃ ব্যপশ্যত পশ্যতি সঃ এতদেব পশ্যতি যৎ তৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম॥"

ব্রহ্মের তপস্যাতে "ঈশ্বর" পদ বাচ্য যিনি প্রথমেই জন্মিয়াছেন এবং পঞ্চভূতেরও পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন সেই হিরণ্যগর্ভ আত্মা, তাঁহাকে যিনি সকল ভূতের শরীরে অন্তর্নিহিত দেখেন তিনিই যথার্থ দেখেন, ইনিই সেই আত্মা।

(এখানে বেচারাম বাবু অবশ্যই বুঝিতে পারিলেন যে হিরণ্যগর্ভ, আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্মা একজনকেই বুঝায়) এই সময়ে বিচার করিয়া দেখুন যে,

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম্মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং।
সত্ত্বাদধি মহান আত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমং॥
অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকো লিঙ্গ এব চ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।"
(কঠোপনিষৎ)

ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ, আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে ব্যাপক পুরুষ শ্রেষ্ঠ এই পুরুষকে জানিয়া জীব মুক্ত এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

"আত্মা" শব্দে "ঈশ্বর" বুঝায় ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, "অব্যক্ত" অর্থে প্রকৃতি, ইহাও ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং এই শ্লোকে প্রকৃতিরও অতীত পুরুষ অর্থে চৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম ইহাও সুস্পষ্ট দেখান হইল। বেচারাম বাবু! দয়া করিয়া এই খানেই বুঝিয়া লউন।

পুরুষ চৈতন্য সাক্ষী স্বরূপ, প্রকৃতিই তৎসত্তা সহযোগে সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন, ইহা ত আর্য্য-শাস্ত্রের রোমে রোমে লিখিত আছে, ইহা লইয়া যে এত বৃথা বাগ্বিতণ্ডা হইতেছে, তাহা ত বুঝিতে পারি না। বৃথা তর্ক বিতর্ক না করিয়া কিছু দিন আর্য্যশাস্ত্র পাঠ ও তত্ত্বদর্শী বুধমণ্ডলীর সহিত বিশেষ সদালাপ করিলেই সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

বেচারাম বাবু অবশেষে ওঁকারের অর্থ ও তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার আমার প্রতি সরহস্য কটাক্ষ ক্ষেপ করিয়াছেন। এবার তিনি আর একটু প্রণিধান করুন। "এই মাত্র আপনার সোমপ্রকাশ হস্তগত হইল" আর উত্তর লিখিতে বসিলেন; এত ব্যস্তবাগীশ হন কেন? শাস্ত্র তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে একটু ধীর হইতে হয়। যাহা হউক, আমি লিখিয়াছিলাম ওঁকারের প্রতিপাদ্য ঈশ্বরের (মায়োপহিত ব্রহ্মচৈতন্যের) বিদ্যমানতা [illegible] অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন তিনিই এক এবং [illegible] দর্শন করুন।

"[illegible] ইতি সর্ব্বজ্ঞৈঃ।
অকারেণ [illegible] উকারোণ [illegible]॥
[illegible]।
[illegible] আত্মা ব্যবস্থিতঃ।"

ওঁকারকে [illegible], ইহা [illegible] প্রসিদ্ধ অকার ভূর্লোক, উকার ভুবর্লোক, মকার (বাচক) স্বর্লোক, এই তিন অক্ষর দ্বারা ঈশ্বর ব্যবস্থিত আছেন। প্রশ্নোপনিষদ দর্শন করুন। শিবির পুত্র সত্যকাম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে গুরু কি উত্তর দিলেন, যথা

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরঞ্চ [illegible]
তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি।"

হে সত্যকাম! ওঁকারই ব্রহ্মের প্রতীক (প্রতি-বিম্ব) যেমন কোন ব্যক্তি [illegible] হইলে তাহার ছায়া প্রতীত হয়, [illegible] চৈতন্যাত্মক ব্রহ্মের নিত্যসম্বন্ধ [illegible] এই প্রতীক বা প্রতিবিম্ব ঈশ্বর উৎপন্ন হইয়াছেন) অতএব বিদ্বান পুরুষ ওঁকার অভিধান দ্বারা পর হউক বা অপর হউক একতরকে প্রাপ্ত হয়েন। বেচারাম বাবু এক্ষণে দেখুন, তাঁহার উপনিষদিক আর্য্যগণ ওঁকারকে কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে ওঁকারই ব্রহ্ম তাহা বুঝাইল না। আবার মুণ্ডকোপনিষদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

"প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥"

প্রণব (ওঁকার) কে ধনুস্বরূপ, জীবাত্মাকে শর স্বরূপ এবং ব্রহ্মকে লক্ষ্য স্বরূপ কথিত হইল। প্রমাদশূন্য হৃদয়ে পরব্রহ্মকে বিদ্ধ করাতে শরের ন্যায় লক্ষ্যের সহিত তন্ময় হইবে। এখানেও তাঁহার উপনিষদিক আর্য্যগণ ওঁকার ও ব্রহ্ম এক করিলেন না, আবার মাণ্ডুক্যোপনিষদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন

"সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদামাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাঃ অকার, উকার, মকার ইতি।"

সেই আত্মা বা ঈশ্বর ওঁকার অক্ষরকে বা মাত্রাকে অধিকার করিয়া অবস্থিতি করেন। আত্মার যে পাদ তাহাই ওঁকারের মাত্রা এবং ওঁকারের যে মাত্রা তাহাই আত্মার পাদ। সে মাত্রা এই যে অকার, উকার ও মকার। এখানেও তাঁহার উপনিষদিক আর্য্যগণ ওঁকার ও ব্রহ্ম এক করিলেন না; ওঁকার আধার ও ব্রহ্ম আধেয় হইলেন। ওঁ শব্দে মায়োপহিত চৈতন্য বা ঈশ্বর বুঝায়, এই ঈশ্বর সত্তা দ্বারা যে বস্তু প্রতি[illegible] হয় তাহাই ব্রহ্ম। [illegible] শ্রীমদ্বিদ্যারণ্য [illegible] রামায়ণে লিখিয়াছেন যে

"প্রণবোঽস্য বাচকঃ" অর্থাৎ [illegible] বাচ্য ও প্রণব বাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেচারাম বাবু! এই তত্ত্ব উত্তম [illegible], প্রণবাদি আর্য্যশাস্ত্রের মূল ভিত্তি, এ [illegible] লইয়া সংবাদপত্রে কেবল তর্ক বিতর্ক করিলে [illegible] হইবে না, অতএব ক্রমে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলেই [illegible] [illegible] বলিয়াছেন, [illegible]

[illegible]

[illegible] আপনার [illegible]
[illegible] হইবে।

[illegible] ১৮ আশ্বিন তারিখের সোমপ্রকাশে [illegible] [illegible] দেখে দর্শন দিয়াছেন। [illegible] দেখিয়া আমরা তাঁহার সম্বন্ধে [illegible] পারিলাম না। আমরা বারম্বার তাঁহার [illegible] পাঠ করিলাম, বোধ হইল যেন তিনি [illegible] হইয়া অভিনয় ক্ষেত্রে [illegible] করিয়াছেন, [illegible] অঙ্গ ভঙ্গিমা প্রদর্শন [illegible] [illegible] মনোরঞ্জন ও মধ্যে মধ্যে উত্থান [illegible] [illegible], কখন বা [illegible] করিয়া হাস্য [illegible] [illegible]। এই জন্যই আমরা তাঁহার সম্বন্ধে [illegible] পারিলাম না। তাঁহার লেখার অধিকাংশই ব্যঙ্গোক্তি ও প্রলাপোক্তিতে পূর্ণ। গম্ভীর যুক্তি ও শাস্ত্র[illegible]

প্রমাণ এবার আর তাঁহার সম্বল নাই। এবার হাত [illegible] মাড়িয়াই মান করিয়াছেন। অবশেষে দুই একটা কথা কহিবাই, ওহে শো ভুবণ! আমার জয় হইল এই সঙ্কেত করিয়াই অবসর লইলেন। মন্দ নয়! তিনি আমাদিগের প্রতি শ্লেষোক্তি করিয়াছিলেন, আমি তাহার প্রতিবাদ করায় তিনি আমাকে বাচাল [illegible] বলিয়া তিনি যে রাগে "উন্মত্ত" হইয়াছেন তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। যাহা হউক আমি তাঁহার দংশনে ভীত নহি, বরং তাঁহার অবস্থা মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছি। ভগবান্ তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করুন।

ভগবতী বাবু "সতী" "দুহিতা" "আর্য্য" আদি কয়েকটী শব্দ লইয়া পুরাতন শব্দের নবীনার্থ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার সে চেষ্টা বিফল। "সতী" শব্দের অর্থ পতিব্রতা, ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতে এখন পর্য্যন্তও সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। সাময়িক নিয়মের অধীন হইয়া "দ্রৌপদী যে পঞ্চ পাণ্ডবের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন" সুতরাং উক্ত পঞ্চ জনই তাঁহার পতি, তাঁহাদিগকে সেবা শুশ্রূষা করাই তাঁহার পরমধর্ম্ম ছিল, অতএব দ্রৌপদী পতিব্রতা সতী [illegible] একণে এক পতির অতিরিক্ত বিবাহ করিবার কোনপ্রকার শাস্ত্রীয় আজ্ঞা বা ঋষিবাক্য নাই, এজন্য একণে এক মাত্র পতিসেবাই সতীর লক্ষণ। সতীর অর্থ পতিব্রতা ইহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। এক অর্থ চিরদিন প্রচলিত আছে। "দুহিতা" শব্দের ব্যুৎপত্তিতে ভগবতী বাবু গো দোহনকারিণী কন্যাকে বুঝিয়াছেন। পাঠক মহোদয়গণ এতৎ শব্দের ব্যাখ্যা বিচার করুন, তাহা হইলেই ভগবতী বাবুর [illegible] শান্তি হইয়া যাইবে। "দুহিতা" শব্দ দুহ ধাতু হইতে উৎপন্ন, তৎপরে 'তৃচ্' এই প্রত্যয় যোগ হইয়া "দুহ" অর্থে গমন, গ্রহণ বা দোহন বা দোহনক্রিয়া বুঝায়। আর্য্য ভাষায় কন্যাকে দুহিতা বলা হইয়াছে, কারণ কন্যা বিবাহান্তে পিত্রালয় হইতে চিরদিনের মত শ্বশুরালয়ে ও শ্বশুর গোত্রাদিতে গমন করে, গমন কালে পিতার নিকট হইতে ধন, ভূমি, কনকাভরণাদি গ্রহণ অথবা পিতৃসত্ত্ব হইতে দোহন বা [illegible] করিয়া থাকে এজন্য কন্যা "দুহিতা" বলিয়া প্রসিদ্ধ, কেবল গাভী দোহন করিত বলিয়া "দুহিতা" হয় নাই। "আর্য্য" শব্দ ঋ [illegible] ধাতু নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঋ ধাতুর অর্থ গতি অর্থাৎ যিনি তম হইতে উত্তমে, অসত্য হইতে সত্যে, মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে ও জড় হইতে চৈতন্যে গমন করেন, তিনিই আর্য্য, এবম্বিধ শ্রেণীর লোকই আর্য্যজাতি নামে অভিহিত, এই জন্য যোগী ঋষি ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ আর্য্য নামে প্রসিদ্ধ। আর্য্য শব্দে তখনও শ্রেষ্ঠগণকে বুঝাইত, এখনও তাহাই বুঝায়। আর্য্য শব্দে কেবল হলধারী চাষাকে বুঝায় না। ভগবতী বাবু বোধ করি এখন বুঝিয়াছেন তাঁহার দৃষ্টান্ত গুলি অকিঞ্চিৎকর ও চপল বালোক্তি মাত্র।

ভগবতী বাবু আমাকে বিবাদপ্রিয় বলিয়া হাস্য করিয়াছেন, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিবেন যে তিনি "বলিয়াছেন" মাত্র যে আমি বিবাদপ্রিয় কিন্তু সকলেই "জানেন" যে ভগবতী বাবু একজন বিখ্যাত বিবাদপ্রিয়।

"পরদারাভিগমনকারির" দৃষ্টান্ত পাঠে ভগবতী বাবু আমাকে অশ্লীলতার দোষ দিয়াছেন। হা! উহা যদি অশ্লীলতা হয়, তবে আমাদিগের জ্ঞান শাস্ত্রের, যোগ শাস্ত্রের অনেক দৃষ্টান্তই অশ্লীলতা পূর্ণ আছে, তবে তাহাও অপাঠ্য! চিকিৎসাশাস্ত্রেরও শরীরতত্ত্বে অনেক অশ্লীল শব্দ ও কুৎসিৎ স্থানের বিশেষরূপ ব্যাখ্যা আছে, তাহাও ঘৃণিত ও অপাঠ্য? বুঝিলাম মনোবৃত্তি অনুসারে শব্দ সকল অশ্লীলতা ও মন্দভাব প্রসব করে। ভগবান ভগবতী বাবুর মন নির্ম্মল করুন।

ভগবতী বাবুও বেচারাম বাবুর ন্যায় পরিচয় দিয়াছেন যে আদি ব্রাহ্মসমাজের কয়েকখানি অনুবাদিত উপনিষদাদিই তাঁহার সম্বল। তিনিও আবার শ্লোক উদ্ধৃত করিবেন বলিয়াছেন। যথেষ্ঠ হইয়াছে; আমরা আপনাদিগের দৌড় বুঝিয়া লইয়াছি। তিনি ঊনবিংশতি শতাব্দীর জীব বলিয়া একবার ঋষিবাক্য অগ্রাহ্য করেন, আবার ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এক প্রমাণার্থ উপনিষদের শ্লোক তুলিতেও হস্ত প্রসারণ করেন! যে গ্রন্থ হইতেই ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধি দেখাইব, ইঁহাদের মতে সেই গ্রন্থই [illegible] অবোধদিগের সিদ্ধান্তও অগ্রাহ্য। তবে [illegible] কেন। আমরা শাস্ত্রীয় বিচারেরই অব- [illegible] করিয়াছিলাম, ভগবতী বাবুর তাহা ভাল লাগে না। তিনি শাস্ত্রের অবমাননা করিলেও তাহার প্রশংসা করি নাই এই জন্য তাঁহার মতে আমার খেলাপ এজাহার। সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় রাজবিহারী বাবুর পত্রের উত্তরে প্রথমে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরিশেষে তাঁহার মতবৈষম্য দর্শনে তিনি স্পষ্ট (ন্যায়তঃ) বিরক্তি প্রকাশ করিলেন; ইহাও কি ভগবতী বাবুর মতে খেলাপ এজাহার! তিনি যে এজন্য আমার জরিমানা করেন নাই তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। কপিল যে আস্তিক ছিলেন তাহার প্রমাণ চাহিয়াছেন, আর্য্যগণ তাঁহাকে আস্তিক বলিলেও ভগবতী বাবু তাঁহাকে আস্তিক বলিতে চাহেন না। সেই জন্যই ত বলি যে আর্য্যগণ "আস্তিক" বলিলে যে অর্থ বুঝাইত, ভগবতী বাবুর "আস্তিক" তদর্থবাচক নহে। কপিল বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া মান্য করিতেন, তিনি বাঙ্মনোতীত "অস্তি" পদ বাচ্য ব্রহ্মকে কোথাও স্বীকার করেন নাই এই জন্য তিনি আস্তিক। তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবনা ও প্রচার দ্বারা আর্য্য শাস্ত্রকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন. নির্ম্মলবুদ্ধিগণ তাঁহাকে কোন্ প্রাণে নাস্তিক বলিতে সাহস করিবেন। যখন ভগবতী বাবুর শব্দ ও আমাদের শব্দ একার্থ বহন করে না, যখন আমার ভাষা ভগবতী বাবু তাঁহার নিজার্থে ও ভগবতী বাবুর ভাষা আমি নিজার্থে গ্রহণ করি; যখন আমার ভাষা তিনি বুঝিবেন না, তাঁহার ভাষা আমি বুঝিব না; এস্থলে বিচার বিতর্ক যে পরিণাম বিরস হইবে তাহার সন্দেহ কি। আমি "নাস্তিক" শব্দে ধাতুগত, শব্দগত ও ভাষাগত অর্থ করিলাম ভগবতী বাবু ভাবগত ও লক্ষ্যানুগত অর্থ বুঝিলেন, সুতরাং এ বিচার সিদ্ধান্ত হইবে কিরূপে। আমি বলিলাম হরিলাল একজন বড় বিষয়ী, ভগবতী বাবু বলিলেন, হরিলালের গৃহ নাই, ধন নাই, পরিবার বর্গ নাই সে বিষয়ী কিরূপে। আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চ বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিলাম, ভগবতী বাবু বলিলেন সাধারণ লোকে এঅর্থ গ্রহণ করে না. ধন দৌলত জমিদারীকেই বিষয় বলে। সুতরাং হরিলাল পঞ্চ বিষয় পরায়ণ হইলেও ভগবতী বাবুর মতে হরিলাল বিষয়ী নহে। সুতরাং এই প্রহেলিকা আর সিদ্ধান্ত হইল না। তিনি সাধারণকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ ভাই আমি তোমাদের পক্ষ তোমরা সকলেই আমার জয় ঘোষণা কর শ্রীকৃষ্ণ বাবু বুড়ো মরা ঋষি ব্যাটাদের শরণাগত, তাঁহার কথা আর কে শুনিবে!! হরিবোল! গোল মিটিয়া গেল!!!

উপসংহারকালে কালী দুর্গার উপাসনা ত্যাগী ও কনষ্টেবলাদির উপাসনাকারী ভগবতী বাবু গত [illegible] সাকার মুর্ত্তি আদি সম্বন্ধে এক নবীন প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন; উহার সহিত আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই এইজন্য তদ্বিষয়ে আপাততঃ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বোধ করিলাম না (১)।

মুঙ্গের, আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা | শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

(১) এক বিষয়ের দীর্ঘকাল আলোচনা করিলে বিষয়টী বিরস হইয়া উঠে, পাঠকগণ তাহাতে আর প্রীতিলাভ করিতে পারেন না, প্রস্তাবিত বিষয়ের বহুল আলোচনা হইয়াছে অতএব আমরা লেখকমহোদয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা এবিষয়ের বিচারে বিরত হউন, আর একটী নূতন বিষয় গ্রহণ করুন এই পত্রখানি এবিষয়ের শেষ পত্র জানিবেন এতৎসংক্রান্ত পত্র আর সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইবে না এতৎসংক্রান্ত অপর পত্র অপ্রকাশ জন্য যদি কিছু অপরাধ হয় লেখক মহোদয়গণ নিজ কৃপা গুণে তাহা মার্জ্জনা করিবেন। সো—স

সোমপ্রকাশ।

১০ ই কার্ত্তিক সোমবার

কান্দাহার ও কাবুলের পরিণাম।

ইংরাজ রাজপুরুষেরা কান্দাহার স্বহস্তে রাখিবেন অথবা তৎপরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবেন বহুদিন অবধি এই প্রশ্নের আন্দোলন চলিয়াছে, আজিও তাহার মীমাংসা হয় নাই। কতকগুলি স্বদেশহিতৈষী লোক লার্ড হার্টিংটনের নিকটে গিয়া যাহাতে কান্দাহার পরিত্যাগ করা না হয়, আগ্রহ সহকারে সেই অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বদেশহিতৈষী! স্বরাজ্যবৃদ্ধি হইলেই তাঁহাদের স্বদেশহিতৈষিতা রক্ষা হইল, তাহাতে ধর্ম্মরক্ষা হউক, ন্যায়পথের সম্মাননা হউক, আর না হউক, তাহা তাঁহাদিগের দেখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহারা স্বদেশহিতৈষী! অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া যদি স্বদেশের অগৌরব হয় এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর উজ্জল নির্ম্মল মুকুট যদি কলঙ্ককালিমায় কলুষিত হয়, সেই ক্ষতির, সেই অপ্রতিবিধেয় অনিষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি দ্বারা পরিপূরণ ও প্রতীকার হইবে, তাঁহারা এই বিবেচনা করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি আবার আমিষগৃধ্নু গৃধ্রের ন্যায় কান্দাহারগ্রহণলোলুপ কতকগুলি লোক লোলজিহ্ব ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া ইংলণ্ডের প্রধান সমাচার পত্র টাইম্‌সে এই বিষয়ের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইতেছেন, তাঁহারা বলেন, কান্দাহার ইংরাজদিগের হস্তগত হইলে বাণিজ্যের বিলক্ষণ সুবিধা হইবে, ভারতবর্ষের সীমাপ্রদেশবর্ত্তী অন্য অন্য প্রদেশ, সমুদ্রের যত দূরবর্ত্তী কান্দাহার তত দূরবর্ত্তী নয়, সমুদ্রে ও কান্দাহারে ৭৫০ মাইল মাত্র ব্যবধান। কান্দাহার গ্রহণার্থীরা এমনি কৌশলবান্, কাবুলিরা ইংরাজরাজত্ব ভাল বাসে না বলিয়া যে এক গুরুতর আপত্তি আছে, তাহারও খণ্ডনে বিমুখ হন নাই। তাঁহারা স্বপক্ষ সমর্থনার্থ বলেন, কাবুলের ব্যবসাদারেরা ইংরাজদিগের পক্ষ। তাঁহারা ধৃষ্টতাসহকারে এ যুক্তির প্রদর্শন করিয়াছেন, কান্দাহার ইংরাজদিগের হস্তগত থাকিলে কাবুলের আমীর যদি কখন ইংরাজদিগের উপরে বিমনায়মান হইয়া বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হন তৎক্ষণাৎ তাঁহার দমন হইবে এবং রুশ প্রভৃতি বিদেশীয় শত্রুগণ ভারতে প্রবেশেও সাহসী হইবে না।

দস্যুতস্করাদিরও স্বমতপ্রতিপোষিণী অনুকূল যুক্তি আছে। অতএব কান্দাহারগ্রহণার্থী ব্যক্তিরা যে স্বমতের অনুকূল যুক্তি প্রদর্শনে সমর্থ হইবেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি সারবতী কি না একবার বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কান্দাহার ইংরাজজাতির করতলগত না হইলে কান্দাহারবাসিদিগের সহিত যে বাণিজ্যের সুবিধা হইবে না ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে যে রাজ্য ইংরাজদিগের অধিকৃত নয়, তাহার সহিত কি ইংরাজদিগের বাণিজ্য সম্বন্ধ নাই? ইংরাজেরা কি আমেরিকা রুশ ফরাসি জার্ম্মণ প্রভৃতি রাজ্যে বাণিজ্য করিতে যান না? তবে অধিকৃত প্রদেশে একচেটিয়া চলে, অনধিকৃত প্রদেশে তাহা চলে না। কান্দাহারগ্রহণার্থী মহোদয়েরা একচেটিয়ার লোভে কান্দাহার গ্রহণে কি এত লোলজিহ্ব হইয়াছেন? কাবুল কান্দাহার হিরাট প্রভৃতির প্রজাগণ যে ইংরাজদিগকে ঘৃণা করে, তাহা কান্দাহারগ্রহণার্থি মহামতিদিগের বাক্য দ্বারা এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, ব্যবসাদারেরা কান্দাহারে ইংরাজ অধিকারপ্রার্থী। ব্যবসাদারদিগের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশীয় লোক। তাহারা অনুকূল থাকাতেই যে কান্দাহারের প্রজাগণ ইংরাজ রাজত্বের অনুকূল, ইহা সপ্রমাণ হইতেছে না। যাহারা কান্দাহারের প্রকৃত প্রজা তাহারা যখন প্রতিকূল রহিল, তখন বলপূর্ব্বক ইংরাজ রাজত্ব কান্দাহারে প্রবর্ত্তিত করা কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কাবুল যুদ্ধের প্রারম্ভে স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়াছিলেন, তাঁহারা কাবুলে রাজত্ব করিবেন না। কান্দাহার কাবুলের একটী অঙ্গ। সে প্রতিজ্ঞা কি কান্দাহারে বর্ত্তিবে না? কান্দাহার গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে কেবল প্রতিজ্ঞাভঙ্গদোষে দূষিত হইবেন এরূপ নয়, কিছু দিন পরে তাঁহাদিগকে কাবুলের অধিকার হরণেও প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কান্দাহারে ইংরাজেরা বদ্ধমূল হইলেই কাবুলের আমীরের সহিত ঠেকাঠেকি আরম্ভ হইবে। যিনি এক্ষণে কাবুলের আমীরপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তিনি লোক সুচারু নন।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, তিনি ইহার মধ্যেই অর্থের নিমিত্ত কাবুলের বণিকগণকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ সংবাদ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলেও আবদুল রহমন যে দীর্ঘকাল ইংরাজদিগের মনোমত কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। না পারিলেই তাঁহাকে অধিকারচ্যুত হইতে হইবে। কান্দাহার গ্রহণলোলুপ মহোদয়েরা প্রকারান্তরে এ ভাবও ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ বাস্তবিক কান্দাহার স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইবেন কি না? তাহার সম্ভাবনা আছে কি না? যে দল সম্প্রতি মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের হইতে এরূপ কার্য্য হওয়া সম্ভাবিত কি না? এক্ষণে ইহার আলোচনা করা অসঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে লিবারলদল মন্ত্রী হইয়াছেন। লিবরাল শব্দের অর্থ আমরা বুঝিয়াছিলাম উদারাশয় তাঁহারা বিশুদ্ধযুক্তির অননুমোদিত কোন কার্য্যই করেন না। কাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বা বাধা করিয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা, তাঁহাদের ঘৃণার বিষয়; কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাঁহারা নামে লিবারল, কার্য্যে নন। অনুচ্চাশয় ব্যক্তিরা যেমন লোককে ভয় প্রলোভন প্রদর্শনাদি দ্বারা অভিভূত করিয়া কার্য্য করাইয়া থাকে, লিবারল দলও সেইরূপে কার্য্য করিতেছেন। ইউরোপীয় রাজগণ তুরস্কের সুলতানকে ভয় প্রদর্শন করিয়া ডলসিগনো প্রদেশ যে মণ্টিনিগ্রোবাসিদিগকে দেওয়াইতেছেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেব তাহার প্রধান পরামর্শী ও উদ্যোগী। গ্রীস আম্মেণিয়া সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা আছে। সুলতানের অধিকৃত রাজ্যে অনেক অত্যাচার আছে, অতএব তাঁহার রাজ্যের যে যে অংশ তাঁহার হস্ত ভ্রষ্ট হইয়া যায়, সেই সেই প্রদেশবাসিদিগেরই মঙ্গল, এ কথা সত্য; কিন্তু ইংলণ্ডের মন্ত্রিদল অন্য অন্য রাজার সহিত মিলিত হইয়া যেরূপে কার্য্য করিতেছেন, ইহা উদারদলের সমুচিত বলিয়া বোধ হইতেছে না। যদি গ্লাডষ্টোন সাহেব অর্থ ও লোক দ্বারা সাহায্যদান করিয়া এবং সৎপরামর্শ দিয়া সুলতানকে স্বরাজ্যের অত্যাচারের উন্মূলনে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে যথার্থ উদারোচিত কার্য্য হইত, এদিকে সুলতানকে অনুচিত ভয় প্রদর্শন করিয়া কার্য্য করাইবার চেষ্টা হইতেছে, ওদিকে কেপের যাদপেয়ালি কন্তান্ বাসুতোদিগকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করিয়া যে সমরানল প্রজ্বালিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান মন্ত্রিগণ তাহার নিবারণ চেষ্টা পাইতেছেন না। অসভ্যদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যে সহস্র সহস্র অসভ্য হত হয় তাহা কি বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় জানেন না? তাহাদিগের অপরাধ কি? ইংলণ্ডের বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের ঐ দুটী ব্যবহার দর্শন করিয়া আমাদিগের একপ আস্থা হইতেছে না যে কান্দাহার ইংরাজরাজ্যভুক্ত করিলে যদি লাভ বোধ হয়, মন্ত্রিগণ তাহাতে বিমুখ হইবেন। তবে এক কথা এই, যদি কান্দাহার রক্ষার ব্যয় কান্দাহার হইতে না উঠে, তাহা হইলে মন্ত্রিসম্প্রদায় তাহা পরিত্যাগ

করিতে পারেন। [illegible] প্রাচীন স্বদেশহিতৈষিদিগের প্রার্থনা [illegible] প্রধানরূপে এই কথা কহিয়াছিলেন [illegible] বাঁধিতে গেলে সে অর্থ [illegible] হইতে করিতে হইবে। গ্লাডষ্টোন যে [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই যুক্তিটি প্রধান। [illegible] কি না তাহার অনুসন্ধান হইতেছে। এ অনুসন্ধান কেন? [illegible] সাহেবই বা সেখানে যাইতেছেন কেন? কান্দাহারে পীড়া আরম্ভ হইয়াছে, সেনা [illegible] প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি তাহাদিগকে চলিয়া আসিতে বলা হইতেছে না কেন? ফলতঃ বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় যদি নামে না হইয়া কাজে লিবারেল (উদারাশয়) হইতেন একদিন কান্দাহার ছাড়িয়া আসা হইত।

উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই, তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করুন, তিনি যে স্বার্থলোভ দেখাইয়া বিমোহিত করিবার চেষ্টা পাউন, বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের কান্দাহার ইংরাজরাজ্যভুক্ত করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নয়, করিলে প্রধান রূপে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষ ঘটিবে, আরও বিস্তর সৈন্য ও অর্থক্ষয় করিতে হইবে ইংলণ্ড বা ভারতবর্ষকে সেই অর্থের নিমিত্ত বিপদাপন্ন করিতে হইবে। আর এই কান্দাহারের অধিকার-মূলক ক্রমে কাবুলেরও স্বাধীনতা হরণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যে জাতির স্বাধীনতা সত্ত্বের মহিমা ও মূল্যজ্ঞান আছে, সে জাতির একটী স্বাধীনতাপ্রিয় বীরজাতির অমূল্য স্বাধীনতা হরণ করা উচিত হয় না। কাবুলিরা স্বাধীনতা হারা হইলে আমরা কি আর সেই বীরমূর্ত্তি, সেই প্রফুল্ল বদন, সেই অমিতবলসম্পন্ন দেহ দেখিতে পাইব? তাহারাও অন্যান্য পরাধীনতাশৃঙ্খলবদ্ধ জাতির ন্যায় ক্রমেই সাহসহীন ক্ষীণদেহ বিমর্ষ বদন ও ভীরুকল্প হইয়া উঠিবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের নিম্ন শ্রেণীর আরোহীদিগের কষ্ট।

সার জন লরেন্স যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালে সমাচার পত্র সম্পাদকেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের নিম্ন শ্রেণীর আরোহিদিগের কষ্টের বিষয় তাঁহার গোচর করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল। তিনি নিজে অতি ধার্ম্মিক লোক। সমাচার পত্রে কোন প্রকার অন্যায়ের কথা ও অপরের কষ্ট বৃত্তান্ত প্রকাশিত ও বর্ণিত হইলে তিনি তাহাতে উদাসীন্য প্রদর্শন করিতেন না। আন্তরিক যত্নসহকারে সেই অন্যায়ের প্রতীকার চেষ্টা পাইতেন। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের নিম্ন শ্রেণীর কষ্টের বিষয় লিখিত হইলে তিনি তাহার প্রতীকারের উপায় করিয়া দেন। তদবধি প্রত্যেক গাড়িতে লিখিয়া দেওয়া হয়, প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচ জন মাত্র বসিবে। প্রথম প্রথম কর্ম্মচারীরা এই আদেশ মত কার্য্যও করিয়াছিলেন। গাড়ি ছাড়িবার পূর্ব্বে তাঁহারা প্রত্যেক গাড়িতে উঠিয়া দেখিতেন প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচজন বসিয়াছে কি না। কোন বেঞ্চে পাঁচ জনের অধিক লোক বসিলে তাহাদিগকে নামাইয়া যে বেঞ্চে অল্প লোক থাকিত সেইখানে বসাইয়া দিতেন। এখন সে লেখা আছে কিন্তু কাজ নাই। এখন যে দিন লোকের ভিড় হয় সে দিন অধিকাংশ গাড়িতে বিস্তর লোক প্রবেশিত করিয়া দেওয়া হয়। তাহারা স্বচ্ছন্দে বসিতে পারিবে কি না তৎপ্রতি কর্ম্মচারিদিগের দৃষ্টিপাত থাকে না। শূকর রক্ষকের খোঁয়াড়ের ভিতর শূকর দল প্রবেশিত করিবার কালে যেমন দয়া ও মমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের গাড়ির মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর আরোহিদিগকে প্রবেশিত করিবার সময়ে সেইরূপ দয়া মায়া প্রকাশ পায়। এটী কেবল রেলওয়ে কর্ম্মচারির নিম্ন শ্রেণীর আরোহিদিগের প্রতি উপেক্ষা, সমদুঃখভাগিতার অভাব ও স্বকর্ত্তব্যে উপেক্ষার ফল।

যদি বল এক এক দিন এরূপ ভিড় হয় যে কর্ম্মচারিদিগের স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনের ইচ্ছা বলবতী থাকিলেও তৎসম্পাদন করিয়া উঠিতে পারেন না। এটী অতি অকিঞ্চিৎকর যুক্তি, তাঁহাদিগের যদি যথার্থ স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনের বাঞ্ছা থাকে তাঁহারা অনায়াসে তৎসম্পাদন করিতে পারেন। অধিক লোক হইতেছে কি না টিকিট বিক্রয় সময়ে অনায়াসে তাহার নির্ণয় করা যায়। যেমন লোকের সমাগম হয় অমনি দেখিয়া কোন গাড়ির বন্দোবস্ত করিয়া দিলে হয়, তাহা হইলে কাহার কষ্ট হয় না। একখান কলে যত গুলি গাড়ি টানিতে পারে তাহার অধিক গাড়ি দিলে কল চলিবে না। যদি এ আশঙ্কা কর তবে আমাদের বক্তব্য এই অন্য অন্য দিনে যতবার গাড়ি যাইবার নিয়ম আছে ভিড়ের দিনে ততোধিক স্বতন্ত্র গাড়ি চালাইবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য অথবা স্বতন্ত্র ট্রেণ চালাইবার মত লোক যদি না জুটে একটী দীর্ঘ ট্রেণ করিয়া দুটী কল জুড়িয়া দেওয়া উচিত। সেই দুটী কলও বরাবর চালাইতে হয় না। যেখানে গিয়া লোকের জনতা কমিয়া যায় সেই খানে গাড়ি কমাইয়া একটী কল বন্ধ করিয়া দিলে চলিতে পারে। ফলতঃ রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের নিম্ন শ্রেণীর আরোহিদিগের প্রতি যদি দয়া মায়া থাকে কোন ব্যবস্থা দুরূহ হয় না।

আমাদের দেশে একটী চিরন্তন প্রবাদ আছে অভাগা বৈকুণ্ঠে গেলেও সুখ হয় না। দরিদ্র ব্যক্তিদিগের দূরদেশে পদব্রজে গমনে যে কি ভয়ঙ্কর কষ্ট যাহারা গমন করিয়াছে তাহারা তাহা বিলক্ষণ জানে। আমরা একটী স্থানের নাম নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছি।

পঞ্জাব ১৪০০ মাইল কলিকাতার দূরবর্ত্তী, এই সাত শত ক্রোশ পথ চলিয়া পঞ্জাবে যাইতে হইলে যে কিরূপ কষ্ট তাহা পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। প্রতি দিন অবাধে আট ক্রোশ চলিলেও তিন মাসের ন্যূনে পঞ্জাবে পৌঁছান যায় না। কেবল এই পথের কষ্ট নয়, পাথেয় ব্যয়ও অধিক, প্রাণনাশেরও বিলক্ষণ শঙ্কা আছে, প্রাণ হাতে করিয়া যাইতে হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রেলওয়ে কোম্পানির কল্যাণে এই দুঃসহ দুঃখ দূর হইয়াছে। এখন কলিকাতায় রেলগাড়িতে চড়িলে তিন দিনে পঞ্জাবে উপনীত হওয়া যায়। পাঠক দেখুন কত স্বচ্ছন্দ হইয়াছে। কিন্তু অভাগার এমনি ভাগ্যদোষ যে রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের উপেক্ষা-দোষে নিম্ন শ্রেণীর আরোহিদিগের সুখ হইয়াও হইল না।

আমরা এত দিন মৌনী হইয়াছিলাম। এত দিন কোন কথা বলিলে তাহা অরণ্যে রোদনপ্রায় হইত। আমাদের কথা কেহ কর্ণগোচর করিতেন না প্রতীকারেরও চেষ্টা পাইতেন না। যিনি এক্ষণে আমাদিগের প্রধান শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনি সর জন লরেন্সের ন্যায় পরম ধার্ম্মিক। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া থাকেন এই আশয়ে আশ্বস্ত হইয়া আমরা মহানুভব লার্ড রিপনের নিকটে সবিনয় নিবেদন করিতেছি তিনি একবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের নিম্ন শ্রেণীর আরোহিদিগের প্রতি সকরুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করুন এবং উক্ত রেলওয়ে কর্ম্মচারিরা যাহাতে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হন তদুচিত উপদেশ দান করুন।

আয়র্লণ্ডে প্রজা ও জমিদারে বিবাদ।

কেবল ভারতে নয় আয়র্লণ্ডেও প্রজা ও জমিদারে বিবাদ চলিয়াছে। যেখানে এই উভয় সম্বন্ধ সেই খানেই বিরোধ। যাবৎ এই সম্বন্ধের পরিচ্ছেদ না হইবে, তাবৎ যে এই বিরোধবহ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে সে বিষয়ে সংশয় নাই। জমিদার বলেন ভূমি আমার, প্রজা সেই ভূমি চাস আবাদ করিতে লইয়া সেও বলে ভূমি আমার। উভয় পক্ষের আমার এই শব্দ দ্বারা যে স্বামিত্ব ব্যক্তিত হইতেছে, তাহার স্বরূপ নিরূপণ করা আবশ্যক। প্রজা কৃষিকার্য

ডাক সম্বন্ধীয় নিয়ম সকল অতিশয় প্রশংসনীয়। চিঠি পত্র যথা সময়ে [illegible] হস্তে দেওয়া, প্রেরিত [illegible] চিঠি পত্রের গোলযোগ হইলে [illegible] এবং পোষ্ট আপীষের [illegible] বা শৈথিল্যাদি বিষয় জ্ঞাত [illegible] সমুচিত দণ্ডবিধানের [illegible] অতি সন্তোষ জনক।

[illegible] বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সুশৃঙ্খলা স্থাপন [illegible] করিয়াছেন কিন্তু তথাপি [illegible] অশিক্ষিত লোকেরা বহুদিন একটী অসু- [illegible] ভোগ করিয়া আসিতেছিল। তাঁহাদের অনেকে [illegible] সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর কিছুই জানে না; উক্ত নিয়মাবলী এতদিন ইংরাজিতে মুদ্রিত হইত সুতরাং ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ও অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন অপরের তাহা পাঠ করা সম্ভব ছিল না। অনেকের নিকটেও পোষ্ট আপীস নাই যে গিয়া পোষ্ট মাষ্টারদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সুতরাং একখানি চিঠি রেজিষ্টারি করিতে হইলে [illegible] মুদ্রিত হয়, ও কত মূল্যের ষ্টাম্প দিতে হয়, রেজিষ্টারি এবং ইন্সিওরান্সে প্রভেদ কি। পুস্তক প্রেরণ করিতে হইলে কিরূপ নিয়মে পাঠাইতে হয়, পার্শেল, বঙ্গি, বুক পোষ্ট প্রভৃতির মধ্যে [illegible] এই সকল জানা না থাকাতে অনেক সময়ে অনেক অজ্ঞ লোককে বিলক্ষণ অসুবিধাতে পড়িতে হয়। অনেক সময়ে একদিনের স্থলে পাঁচ দিন বিলম্ব হইয়া যায়, অথবা এক গুণ ব্যয়ের স্থলে পাঁচ গুণ ব্যয় হইয়া যায়। আমরা [illegible] প্রীত হইলাম যে পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে পতিত হইয়াছে, আমরা [illegible] জেনেরালের এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি [illegible] এই অসুবিধা দূর করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবের মর্ম্ম এই:—

প্রথম, পোষ্ট আপিসের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী যাহা ইংরাজী ভাষাতে মুদ্রিত হইয়া থাকে, তাহা এক্ষণ অবধি অতি সরল দেশীয় ভাষাতে অনুবাদ করা হইবে। ঐ অনুবাদিত নিয়মাবলী আপাততঃ প্রত্যেক [illegible] ডাক পেয়াদাদিগের দ্বারা জেলায় জেলায় বিনা মূল্যে বিতরণ করা হইবে। কিয়ৎকাল পরে ঐ মুদ্রিত নিয়মাবলীর অতি অল্প মূল্য করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়, গ্রামের মুদি প্রভৃতি ও দরিদ্র লোকদিগের নিকট কখনই মূল্য গ্রহণ করা হইবে না।

তৃতীয়, যে প্রদেশের যেরূপ চলিত ভাষা, তাহাতে ঐ নিয়মাবলী অনুবাদ করা হইবে।

চতুর্থ, এখন অবধি ডাক পেয়াদাদিগকে মধ্যে মধ্যে উক্ত নিয়মাবলী সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে। ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টারগণ যখন তাঁহাদের পরিদর্শন কার্য্যে বাহির হইবেন, তখন প্রত্যেক ডাকঘরের অপরাপর কার্য্য পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ডাক পেয়াদাদিগকে ডাকাইয়া পরীক্ষা করিবেন, এবং পরীক্ষাতে কে কিরূপ উত্তীর্ণ হইল তাহা পরিদর্শন রিপোর্টের মধ্যে লিখিয়া আসিবেন, তদনুসারে তাহাদের দণ্ড ও পুরস্কার হইবে, ইহাতে তাহারা যত্নপূর্ব্বক নিয়মাবলী স্মরণ রাখিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহারা নিয়মাবলী ভালরূপ জানিলে লোকে আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক সংবাদ পাইতে পারিবে।

পঞ্চম, এতদ্ভিন্ন চিঠি পত্র রেজিষ্টারি করিবার ভার ডাক পেয়াদাদিগের উপর দেওয়া হইবে। রেজিষ্টারি করিবার ভার তাহাদের হস্তে থাকিলে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া পোষ্ট বিভাগের নিয়মাবলী কণ্ঠস্থ রাখিতে হইবে।

এই প্রস্তাবের অধিকাংশই আমাদের যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। কেবল ডাক পেয়াদাদিগের হস্তে চিঠি পত্র রেজিষ্টারি করিবার ভার দিলে কার্য্য কিরূপ চলিবে তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। এই ডাক পেয়াদাগণ অশিক্ষিত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোক। তাহারা এখনই অনেক পল্লীগ্রামের অজ্ঞ লোক ও স্ত্রীলোকদিগের নিকট বেয়ারিং চিঠি দিয়া এক আনার স্থানে ছয় পয়সা আদায় করে। লোকের অতি প্রয়োজনীয় পত্রাদি রেজিষ্টারি করিবার ভার যদি তাহাদের হস্তে গিয়া পড়ে, তাহারা এই সুবিধাকে উপর্লাভের উপায় স্বরূপ করিতে পারে এই মাত্র আশঙ্কা হয়।

[illegible] কথা এই, পোষ্ট আপীসের নিয়মাবলী যাহাতে লোকে বহুল পরিমাণে জানিতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষের [illegible] সেই জন্য [illegible] মূল্যে পোষ্ট মুদি প্রভৃতিকে তাঁহাদের মুদ্রিত নিয়মাবলী দিবার সংকল্প করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, পল্লীগ্রামের পাঠশালা সকলের গুরু মহাশয়দিগকে এক একখানি দিলে ভাল হয়, নিতান্ত পল্লীগ্রাম, যেখানে অধিক পরিমাণে অজ্ঞ লোকের বাস সেখানে গুরু মহাশয়েরা অনেক বিষয়ে চতুঃপার্শ্বস্থ প্রজাদিগের পরামর্শ দাতা। অনেক স্থলে গুরুমহাশয় তাহাদের চিঠি পত্র লিখিয়া দেন, জমিদারদিগের প্রদত্ত পাট্টা কবচ প্রভৃতি পরীক্ষা করেন, জমি জমার হিসাব প্রভৃতি দেখিয়া দিয়া থাকেন; সুতরাং নিয়ম গুলি যদি গুরুমহাশয়দিগের কণ্ঠস্থ থাকে তাহা হইলে অনেক লোকের জানিবার সুবিধা হয়।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের গতবর্ষীয় কার্য্যবিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই বিভাগে গত দশ বৎসরের মধ্যে ক্রমাগত আয়ের উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে; ১৮৭০ সালে এই বিভাগ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪১৩৭০৭ টাকা আয় হয় কিন্তু বিগত বৎসর ৯১১০৫৭ টাকা আয় হইয়াছে। ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু ব্যয় বাদে ৪১-৩০২৫ উদ্বৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বিগত বৎসরে ৩৩৫৩৪ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। কার্য্য বিবরণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে রেজিষ্ট্রেশন করিবার কী বৃদ্ধি করাতেও দিন দিন লোকে রেজিষ্টারি করার সুবিধা বুঝিতে পারিতেছে।

এই কার্য্যবিবরণ মধ্যে আর একটী বিষয় দ্রষ্টব্য আছে। পূর্ব্বে অনেক স্থলে ঠিকা জমি লইবার সময় লিখিত পাট্টা লইবার বা কবুলিয়ৎ দিবার প্রথা ছিল না। কিন্তু অনেক জেলার জজেরা লিখিত পাট্টা বা কবুলতি ভিন্ন জমিদারদিগের বাকী খাজনার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে জমিদার এবং প্রজা উভয়েরই নিমিত্ত পাট্টা দিবার সুতরাং রেজিষ্টরি করিবার প্রথা বাড়িতেছে। বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ প্রভৃতি কলিকাতার দূরবর্ত্তী স্থানে মৌরসী পাট্টার সংখ্যা অধিক, কিন্তু নদীয়া হুগলী প্রভৃতি সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে সে প্রকার পাট্টার সংখ্যা অল্প।

আমরা বরাবর প্রজাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষ। প্রজাদিগকে ভূমির উপর স্থায়ী স্বত্ব লাভ করিতে দেওয়া হইল না। দুই চারি বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইল, বন্দোবস্তের সময় খাজনার হার লইয়া পীড়াপীড়ি চলিল, পরে যাহা স্থির হইল তাহাও লিখিত পঠিত করা হইল না, কারণ বিনা রেজিষ্টারিতে লিখিত পঠিত কাগজ পত্রে ফল নাই, লিখিত পাট্টা লইতে গেলে রেজিষ্টরি খরচ দিতে হয়, প্রজারা দুই চারি বৎসরের জন্য সে ব্যয় করিতে চায় না; সুতরাং বন্দোবস্ত মুখে মুখে রহিল; জমিদার প্রজার পীড়াপীড়িতে অপেক্ষাকৃত অল্প হারে সম্মত হইলেন কিন্তু অপর পক্ষে প্রকার বাদে তাহা আদায় করিবার ইচ্ছা রাখিলেন, প্রজা জমি লইয়া যাহা হইতে যথাসাধ্য লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল: শস্যের অবস্থা ভাল হইল ত নিয়মমত খাজনা দিল নতুবা গোলযোগ করিয়া জমি ফেলিয়া গেল; জমিদার অভিযোগ বা অন্য উপায়ে বাকি খাজনা আদায়ের চেষ্টায় রত হইলেন, এইরূপে অনেক স্থলে কার্য্য চলিয়া থাকে। প্রজাকে মৌরস স্বত্ব দিলে এ সকল দ্বন্দ্ব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। জমির উন্নতির জন্য তাহার চেষ্টা হয়। তাহার হস্তে অর্থ সঞ্চয় হই

পারে। এই সকল কারণে মৌরস পাট্টার বৃদ্ধি দেখিলে আমরা আনন্দিত হই।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্যগণ ভূমির কর সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপি বিষয়ে বিধিমতে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। উক্ত আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে তাহার কোন কোন ধারার অনুসারে কার্য্য হইলে জমিদারদিগের বর্ত্তমান অধিকারের কিছু কিছু ব্যাঘাত ঘটে, এই জন্য তাঁহারা আপনাদের স্বত্ব রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদের একটী প্রবল সভা আছে, একখানি সর্ব্বাগ্রগণ্য কাগজ আছে, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধি বিদ্যা বিষয়ে অগ্রগণ্য লোকও আছেন, সুতরাং তাঁহারা উত্তমরূপে নিজ স্বার্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন, আইনটীর যে যে অংশ দ্বারা তাঁহাদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহা তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে ক্রটী করিবেন না। কিন্তু এক্ষণে প্রজাদিগের পক্ষ হইয়া তাহাদের বক্তব্য গবর্ণমেণ্টের গোচর করে কে? গবর্ণমেণ্ট যদি উভয় পক্ষের অভিপ্রায় জানিতে পারেন তাহা হইলে ন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হইবেন. এ জন্য প্রজাদিগের মনোগত ভাব জানাইবার কোন প্রকার উপায় থাকিলে ভাল হইত। ভারতসভা অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্যগণ এখন কি করিতেছেন? তাঁহারা কি চেষ্টা করিলে এ সময়ে প্রজাদিগের মনোগত ভাব বিদিত হইবার কোন উপায় করিতে পারেন না? তাঁহারা কেন পাবনা, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ জিলা প্রভৃতি কয়েকটী বিশেষ বিশেষ স্থানে লোক প্রেরণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা মনের ভাব প্রভৃতি [illegible] চেষ্টা করুন না। ইংলণ্ডে এক জন চিরস্থায়ী প্রতিনিধি রাখিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ পরে হইতে পারে, এখন এ জন্য কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলে বোধ হয় অপব্যয় হয় না।

বিবিধ সংবাদ।

সম্প্রতি এই প্রস্তাব হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের অচিহ্নিত রাজকর্ম্মচারীদিগকে বেতন হইতে কিছু কিছু সেভিং ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইবে।

বিলাতি কাজও যেমন অদ্ভুত আচার ব্যবহারও সেইরূপ অদ্ভুত। পার্লামেণ্ট মহাসভার অন্যতর সভা আসমিড বার্টলেট এম, পি সম্প্রতি পিতামহীর পাণিগ্রহণের একটী আইন প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। সংবাদপত্রে দেখা গিয়াছে ইনিই ৬৬ বৎসরের এক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার বয়স ২৮ বৎসর মাত্র।

জন আওয়ার্স নামক জনৈক ইংরাজ মাল্লা কষ্ট এক কুলিকে এরূপ গুরুতর প্রহার করেন যে তাহাতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। দেশীয় লোককে হত্যা করা ক্রমে ইউরোপীয়দিগের রোগ হইয়া উঠিল।

বাঙ্গালার ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট জেনারলের আপীসে ১২ জন লোকের আবশ্যক হয়। এই কর্ম্মের জন্য তিন শত আবেদন প্রদত্ত হইয়াছিল। আবেদনকারীদিগের সমস্তই প্রবেশিকা ও এল,এ পরীক্ষোত্তীর্ণ।

গবর্ণমেণ্ট অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারিদিগের উৎসাহদানার্থ অতি অল্প দিন হইতে শ্রেণী বিভাগের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এখন আবার এই জনরব শুনা যাইতেছে ১৮৮১ সালের ১ লা জানুয়ারি হইতে উহা রহিত করিবেন। সময়ের গুণে জনরবও সত্য হয়। চাকুরেদিগের কতই লাঞ্ছনা!

বিজ্ঞানের কল্যাণে অসাধ্যও সাধন হইল। পৃথিবীতে যত কিছু অদ্ভুত কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় সমস্তই বিজ্ঞানের বলে। সম্প্রতি আবার টুরিনের ডাক্তার মোসো চিন্তা পরিমাপক যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। এই যন্ত্র দ্বারা প্রথম মনুষ্যের শারীরিক শ্রমের পরিমাণ করিতে হয় তৎপরে কত চিন্তায় সেই পরিশ্রম হইতে পারে এবং [illegible] কিরূপ ভঙ্গ হয় তাহাও অবেকে [illegible] পারা যায়।

অস রণ নামে মান্দ্রাজের একজন [illegible] একটী নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি খৃষ্টান পাদরি প্রভৃতির মধ্য পান দোষাবহ বলিয়া বলেন করেন না। তাঁহার মতে মদ অপবিত্র নহে।

বোম্বাইয়ের সওদাগর [illegible] মাকেশার জেমসিডের স্ত্রী বাই সোণা বাই [illegible] বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার প্রকৃত পক্ষে নাম পূর্ণ লক্ষ্মী লাভ হইয়াছিল। মৃত্যুকালে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ১২৫টী রাখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইঁহার জীবদ্দশায় ৬৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট টাকা বাঁচাইবার একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। অন্য দ্বারা সৈন্যদিগের জুতা প্রস্তুত করাইতে অনেক ব্যয় ও পড়ে এবং কাজ ও ভাল হয় না দেখিয়া আপনারা জুতা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত একটী কারখানা খুলিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। মেথর মুচি প্রভৃতি নীচ লোকের অন্ন উঠিতে চলিল।

সার নেভিল চেম্বারলেন দেশীয় সৈন্যদল হইতে ইউরোপীয় রণবাদ্যকারদিগকে অবসর দিবার [illegible] করিয়াছেন।

জনরব উঠিয়াছে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন সাহেব শীঘ্রই ভারতবর্ষ দেখিতে আসিবেন।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর মেটকাফ সাহেব সাধারণের উপকারার্থ কলিকাতায় একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া যান। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী গবর্ণর জেনরলদিগের মধ্যে কাহাকেও তাহার উন্নতি বিধানার্থ প্রয়াস পাইতে দেখা যায় নাই। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল রিপন সাহেব উহার উন্নতি বিধানার্থ ৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

একদা ফিরোজপুরের কতকগুলি সৈন্য শীকার করিতে যায়। তাহাদিগের অনবধানতা নিবন্ধন দৈবাৎ একটী দেশীয় স্ত্রীলোকের মুখে গুলি লাগে। স্ত্রীলোকটীর স্বামী তদ্দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া সৈন্যদিগকে মারিতে যায়। উহারা তাহাকেও গুলি করিয়াছে। যাহা হউক সৈন্যগণের শীকার মন্দ হয় নাই।

বিলাতের ডাক্তার [illegible] নামে এক [illegible] অদ্ভুত উপায়ে একটী পীড়িত স্ত্রীলোককে আরোগ্য করিয়াছেন। মানসিক [illegible] এক স্ত্রীলোকটী পীড়িত হন যে তাঁহার মৃত্যু লক্ষণ লক্ষিত [illegible]। ডাক্তার তাহার পীড়া চিন্তামূলক জানিয়া রোগী শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একখানি এরূপ উপন্যাস [illegible] করিতে থাকেন যে তাহাতেই তাহার মনে আনন্দ সঞ্চার হয় এবং মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠে ক্রমে পীড়ারও উপশম হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বঙ্গদেশের [illegible] মন্ত্রী গবর্ণরের প্রার্থনাক্রমে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] টী পদের সৃষ্টি করিয়াছেন। একটীর মাসিক বেতন আট [illegible] ও অবশিষ্ট ২ টীর [illegible] টাকা। সুবর্ডিনেট [illegible] একজিকিউটীব আফিসরেরাই এই পদ পাইবেন।

আমাদিগের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ৫ ই নবেম্বর তারিখে দার্জিলিং হইতে কলিকাতায় আগমন করিবেন এবং দুই দিবস পরে ছোটনাগপুর গমন করিবেন।

আমরা দেখিতেছি ডারউইন সাহেবের কথা ক্রমে গুড়াইতেছে। অধ্যাপক ভিরচাউ নামে এক ব্যক্তি স্বচক্ষে একটী বালকের লেজ উঠিতে দেখিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছিলেন যে সেটা হাড় ছিল না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম [illegible]

করিতেছেন না। কিন্তু আমরা জানি এই ন্যায়রত্ন মহাশয় এক ব্রাহ্মের পুত্রকে সংস্কৃত কালেজে পাঠার্থ ভর্ত্তি করেন নাই। এখন কি বুঝিয়া যে তাহা অপেক্ষা অধম ধর্ম্মাবলম্বী বালককে প্রবেশাধিকার দিলেন তাহা ত আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

ছোট উদয়পুরের রাজার মধ্যম পুত্র বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। পোলিটিকাল আফিসর তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রীহত্যাকারী স্থির করিয়া স্বয়ং তাহার বিচার করিতেছেন।

ব্রহ্মরাজ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন। তিনি সীমাপ্রদেশে কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও নিজ স্বত্ব রক্ষার্থ তথায় সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। রেঙ্গুন হইতে আরও নূতন সৈন্য তথায় যাইতেছে।

মফঃস্বলের হাকিমদিগের অত্যাচার চির প্রসিদ্ধ। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বেলেঘাট নামক স্থানের ডেপুটী কমিশনর কর্ণাল প্লাউডেন গনপৎসিং নামক একজন সম্ভ্রান্ত লোককে একটী হত্যাকাণ্ডের মকদ্দমার মূল সাক্ষীকে গোপনে রাখার অপরাধে অপরাধী করিয়া দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ড ও অসঙ্গত অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। কমিশনরের নিকটে আপীলে গণপৎ সিং এক্ষণে কারা মুক্ত হইয়াছেন।

অক্টোবর মাসের মধ্যে কাবুলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। বিলাত হইতে কতকগুলি নূতন সৈন্য প্রেরণের জন্য সামরিক বিভাগে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

বিলাতে গুড টেম্পলার নামক স্থানে একটী সভা হইয়াছিল, একজন বক্তা এই সভায় বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় সৈন্যেরা কি শীত কি গ্রীষ্ম কোন কালেই মদ্য পান না করিলেও চলিতে পারে। যাহা হউক ইহার বিশেষ প্রদর্শন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। সৈন্যেরা মদ্যপান না করিলে যদি তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এমন হয় তাহা হইলে তাহাদিগেরও যথেষ্ট উপকার হইবে এবং গবর্ণমেণ্টেরও অনেক অর্থ বাঁচিয়া যাইবে।

জয়পুরের মৃত মহারাজ যে কেমন চতুর ছিলেন পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন। মহারাজের সাম্বর হ্রদ হইতে বর্ষে বর্ষে লবণের করে বিস্তর টাকা আয় হইয়া থাকে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লিটন বাহাদুরের উহাতে দৃষ্টি পড়ে। তিনি লবণ বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিবার জন্য একদা মহারাজকে শিমলায় আহ্বান করেন। মহারাজ গমন করিলে পর তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন কি করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন। রাজা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন লবণ বিষয়ক প্রশ্নের উত্থাপন না করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।

কুররম নাপুন্দের যুদ্ধে আয়ুব খাঁ অনেকগুলি উচ্চপদস্থ ইংরাজকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কাবুলের বন্দী আমীর ইয়াকুবখাঁকে কারা মুক্ত করিয়া দিলে আয়ুবও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারেন।

এক্ষণে যে নিয়মে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সকল কণ্ট্রাক্ট দিবার রীতি আছে তাহার বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে অনেক অভিযোগ উপস্থিত হয় বলিয়া ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি ইণ্ডিয়া আপীসের উপর এই আদেশ দিয়াছেন যে সকল কণ্ট্রাক্টর অনেক দিন অবধি কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদিগের হস্তেই যেন কার্য্যভার দেওয়া হয়। এরূপ কণ্ট্রাক্টরের অভাবে তাঁহারা কম মূল্যের টেণ্ডার দাতা কেহ কার্য্যের কণ্ট্রাক্ট দিতে পারিবেন।

আফগানস্থানের সংবাদ।

শুনা যাইতেছে মহম্মদজান আয়ুব খাঁর সহিত মিলিত হইয়াছেন। আয়ুব এই সময় গজনী হইতে পুনরায় যুদ্ধ [illegible] করিবেন স্থির করিয়াছেন। সেনাপতি রোয়ার সাহেব তাঁহার গতি রোধের চেষ্টা করিতেছেন।

বোম্বাই গেজেট কান্দাহার হইতে [illegible] খবর পাইয়াছেন আয়ুবখাঁ হিরাটে উপনীত হইয়াছেন। তিনি হিরাটী [illegible] সাহায্যপ্রার্থী হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে সাহায্য [illegible] প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

হিরাট হইতে ইংরাজদিগের [illegible] সামগ্রী [illegible] ছিল কাটি ও কেলাতের মধ্যে [illegible] তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। ঐ সকল স্থান হইতে [illegible] নাই।

[illegible] কাবুল [illegible] করিয়াছেন। আমীর [illegible] পরিমাণে সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। [illegible] ভিন্ন তাঁহার সাহায্যার্থ একদল অশ্বারোহী সেনাও দিবেন বলিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১ রা অক্টোবর। সুলতান মণ্টিনিগ্রোর সহিত সীমাসংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসা করিবার কিরূপ প্রস্তাব করেন রাজগণ তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ক্রেকলায় রাজকীয় রণতরি ১৫০টী টর্পিডো কামান লইয়া কফু নামক স্থানে যাত্রা করিয়াছে।

ক্লনবের লর্ড মাউণ্ট মরিসকে সংহার করা হইয়াছে যিনি তাহার সন্ধান করিয়া দিবেন তাঁহাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২ রা অক্টোবর আলবানিয়েরা ডলসিগ্নো নামক গ্রামে বিস্তর সজ্জিত সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে। রিজা পাশা তত্রত্য অধিবাসীদিগকে জানাইতেছেন তাহারা যেন তাহাদিগের পরিবারবর্গকে স্থানান্তরে লইয়া যায় কারণ ঐ স্থানটী তোপে উড়াইয়া দিবার সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডন ৪ ঠা অক্টোবর। জমীদারের সহিত আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগের যে বিরোধ চলিতেছে গত কল্য তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ করিবার জন্য নানা স্থানে নানা সভা হইয়াছিল। কর্ক ও কিলকেনি নামক স্থানে যে বৃহৎ সভা হয় পার্ণেল সাহেব তাহাতে বিদ্রোহ সূচক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩ রা অক্টোবর। ইউরোপীয় রাজগণের সহিত সুলতানের যে যে বিষয়ে গোলযোগ বাধিতেছে তাহার মীমাংসার কোন সদুপায় স্থির করিবার জন্য তিনি স্বয়ং রাজদূতগণকে পত্র লিখিয়াছেন।

ইংরাজদিগের সৈন্যদল কার্টিবো নামক স্থানে যাত্রা করিয়াছে। সেনাপতি সিমর সেটিতে গমন করিয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩ রা অক্টোবর। রুশের স্কুলতাম্ব শিবির হইতে সংবাদ আসিয়াছে বসন্তকালের পূর্ব্বে যুদ্ধ কার্য্য হওয়া অসম্ভব। সেনাপতি কফমান টসখণ্ডে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

লণ্ডন ৫ ই অক্টোবর। সার বার্টল ফ্রিয়র ইংলণ্ডে উপনীত হইয়াছেন।

প্রিন্স নিকিটা আলবানিয়ের ডলসিগ্নো আক্রমণের জন্য রাজগণের সম্মতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

লণ্ডন ২ ই অক্টোবর। আদা ভেনিনিউম লিখিয়াছেন সুলতানের কৃত প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত নহে। রাজগণ যদি তাঁহার বিরুদ্ধে জল যুদ্ধের উদ্যোগ না করেন এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন তবেই তিনি ডলসিগ্নো পরিত্যাগ করিবেন।

মকরনেই সামুদ্রিক যুদ্ধের আয়োজন করিবার কল্পনা করা হইতেছে।

সেনাপতি নবাইসকে স্বাধীনভাবে অবধারিত কাল বিলাতে ভ্রমণ করিতে দিবার কল্পনা করা হইতেছে।

রাজগণ তুরস্ক সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে না পারাতে কমুনিস্ট সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা নানা প্রকার কল্পনা করিতেছেন, ফরাসীদিগের ইচ্ছা অনতিবিলম্বে সমস্যা নিরাকরণ হয়। কিন্তু রাজগণ ইংলণ্ডের পরামর্শ শুনিবার অপেক্ষায় বসিয়াছেন। ইউরোপের সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা কমুনিস্ট সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই অক্টোবর। ইউরোপীয় রাজগণ ইংলণ্ডের পরামর্শক্রমে ইজিয়ান সমুদ্রের প্রধান বন্দর অধিকার ও কনষ্টাণ্টিনোপলে দ্রব্য সামগ্রী লইয়া যাইবার জন্য তুরস্কের যে জাহাজ আছে তাহার

গতিবিধি বন্ধ করিতে আদেশ দিয়াছেন। কএকজন রণতরির অধ্যক্ষকেও এই আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে বলা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৭ ই অক্টোবর। কএক সহস্র তুরস্কবাসি খুর্দ, পারস্যবাসি খুর্দের সাহায্যে লাহিজান নামক স্থানে দস্যুবৃত্তি করিয়া আরাগো নামক স্থানে গমন করিয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই অক্টোবর। বাণিজ্য সভার হিসাবে গত মাসে ৩৪২৫০০০০০ টাকার দ্রব্য আমদানী ও ২০০০০০০০০ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৯ ই অক্টোবর। সুলতান বলিয়াছেন ডলসিগ্নোর তাঁহার যে স্বত্ব আছে তাহা ত্যাগ করিবেন তথাচ রাজগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না।

ইংরাজদিগের আর এক দল যুদ্ধ জাহাজ লেভান্টে যাইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত গ্যালওয়ে ও মেও নামক স্থানে বিদ্রোহ হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১০ ই অক্টোবর। খুর্দেরা মিওাউট ও তাহার নিকটবর্ত্তী আর চারিটী পল্লীতে ভয়ানক দৌরাত্ম্য করিয়াছে। উহারা গ্রামবাসীদিগের সর্ব্বস্বলুণ্ঠন করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে বধ করিয়াছে। হিসমথ পাশা ইহাদিগকে শাসন করিবার জন্য দুই হাজার অশ্বারোহী ও ১২ দল বন্দুকধারী পদাতি সৈন্য লইয়া যাইতেছেন।

লণ্ডন ১১ ই অক্টোবর। ডেলিনিউস বলিয়াছেন সুলতান ডলসিগ্নো ছাড়িয়া দিতে সম্মত হওয়াতে অদ্য কাবিনেট সভার অধিবেশন হয় নাই। তুরস্কের বাণিজ্যকার্য্য বন্ধ করিবার জন্য ইংরাজদিগের পরামর্শক্রমে রাজগণ রণতরি সমূহ স্মির্ণায় প্রেরণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মণির এই কার্য্যে মত আছে কিন্তু ফরাসী মন্ত্রিসম্প্রদায় এ বিষয়ে বাদানুবাদ করিতেছেন। বিস্তর ভলণ্টিয়ার সৈন্য গ্রীসে উপনীত হইয়াছে। মণ্টিনিগ্রোর অধিকার মধ্যে যে সকল আলবানীয় অধিবাসী ছিল উহারা তাহাদিগের দ্রব্য সামগ্রী কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১৩ ই অক্টোবর। রুশ সম্রাট পীড়িত হইয়াছেন।

খুর্দেরা ১৭০ টী পল্লীতে দস্যুবৃত্তি করিয়া নিরস্ত হইয়াছে।

কেপটাউন ১১ ই অক্টোবর। ৩০ ই অক্টোবর বাসুতোরা মাসিরু নামক স্থানে ইংরাজসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। উভয়পক্ষে এরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল যে ইংরাজ সৈন্যগণকে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অবশেষে বিপক্ষেরা প্রতিহত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই অক্টোবর। আয়র্লণ্ডের ল্যাণ্ডলিগ সভার সভাপতিরা সাধারণ সভায় বিদ্রোহোত্তেজক বক্তৃতা করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই জন্য পশ্চিম আয়র্লণ্ডে নূতন সৈন্যও প্রেরিত হইতেছে।

লণ্ডন ১৮ ই অক্টোবর। গত কল্য পার্ণেল লঙফোর্ডে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন ল্যাণ্ড লিগ-সভার যে সভ্য বিদ্রোহসূচক বক্তৃতা করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া সভার কার্য্য বন্ধ হইবে না।

লণ্ডন ১৯ এ অক্টোবর। আয়র্লণ্ডের কৃষকদিগের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। গত কল্য একজন জমীদার যখন বেনট্রি নামক স্থানে যাইতেছিলেন সেই সময়ে এক ব্যক্তি শকট চালককে গুলি করিয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ অক্টোবর। আয়র্লণ্ডের কেরি নামক স্থানে বিদ্রোহ হইয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন বেনট্রিতে যাহারা শকট চালককে হত্যা করিয়াছে যিনি তাহাদিগের [illegible]ান করিয়া দিবেন তিনি পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

শীতঋতুর প্রথমেই ইংলণ্ডে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২০ এ অক্টোবর। সুলতান প্রস্তাব করিয়াছেন, মণ্টিনিগ্রোয়া ডলসিগ্নো যখন অধিকার করিতে আসিবে তাহার ৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে তুরস্কসৈন্যগণ উহা পরিত্যাগ করিবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

৬ ই অক্টোবর। ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় জলপাইগুড়িতে বদলী হওয়াতে তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরী ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারিপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এম ফিণুকেন আপাততঃ ১ ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং গয়ার সদর ষ্টেষণে রহিলেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর রিকেটস সাহেব চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী অ হম্মদ চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাশতের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগচ্চন্দ্র সোম চট্টগ্রামে বদলী হইলেন বলিয়া ১৫ ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

হুগলীর সহকারী ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এচ, বিভারলি যে দিন হইতে কলিকাতার প্রতিনিধি পুলিষ কমিশনরের পদ ত্যাগ করিবেন সেই দিন হইতে এক মাস বিদায় প্রাপ্ত হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, জে, ও ডনেলেডের বিদায় কাল নিঃশেষিত হওয়াতে তিনি প্রত্যাগত হইয়া যশোহরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১৩ ই অক্টোবর। ভাগলপুরের সবডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মোবারক আলী পুনরাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত সারণের ও বাবু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ২য় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত নওয়াখালীর এবং বাবু মাণিকলাল পাল জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

মজঃফরপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হাণ্ডলে সাহেবের পদে অন্যের নিয়োগ আদেশ হইলে তিনি ১ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের ভার গ্রহণ করিবেন। ঐরূপ রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর গণ সাহেব নদীয়ার সদর ষ্টেষণে বদলী হইবেন এবং হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর কর্ণিশ; রাজসাহীর সি, এ সামুএল, ও পাটনার সি, সি কুইন সাহেব প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত হইবেন এবং যে স্থানে এক্ষণে রহিয়াছেন সেই স্থানে থাকিবেন।

ঢাকার প্রতিনিধি কমিশনর জে, বিমস হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর গ্রিমলি সাহেব (ইনি এক্ষণে বিদায় লইয়াছেন) রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত মধুবনীর ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জেনকিন্স সাহেব ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

দ্বারভাঙ্গার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বার্বো সাহেবের কার্য্যভার অন্যে গ্রহণ করিলে তিনি ১ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং সাহাবাদের সদর ষ্টেষণের ভার গ্রহণ করিবেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাডার্জি সাহেব আপাততঃ ২৪ পরগণায় নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, জে ও ডনেল ৫ ই হইতে ১ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২১ এ অক্টোবর মুরশিদাবাদের বিদায় প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বিক্স সাহেব কিছু দিনের জন্য দ্বারভাঙ্গার ভার গ্রহণ করিলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় লাইসেন্স টাক্সের কার্য্য হইতে অবসর পাইলে ২৪ পরগণার সদর ষ্টেষণে অবস্থিতি করিবেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমানের কমিশনরের পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট

ও ডেপুটী কালেক্টর এচ ম্যাটয়ে জাম তাড়ায় বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এচ মারক রাজ মহলের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি এল ২৪ পরগণার মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে বশিরহাটে থাকিতে হইবে।

মানভূমের অন্তর্গত গোবিন্দপুর উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এল, বাখরগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে পিরোজপুরে থাকিতে হইবে।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ সেন এম, এল চট্টগ্রামের মুন্সেফ হইলেন। ইহাঁকেও প্রায় মীরসরাইয়ে অবস্থিত করিতে হইবে।

বাবু ব্রজনাথ রায় এম, এল ফরিদপুরের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে মুলফৎগঞ্জে থাকিতে হইবে।

সংবাদদাতার পত্র।

মুঙ্গের।

বঙ্গদেশের দুর্গোৎসবের ন্যায় রামলীলা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের প্রধান উৎসব। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বঙ্গদেশের ন্যায় দুর্গা মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া পূজিত হয় না। কিন্তু দেখিলাম মুঙ্গেরে রামলীলার ন্যায় দুর্গোৎসবেও বিলক্ষণ আমোদ হয়, মুঙ্গের সহরে প্রায় ২০।২৫ খানী প্রতিমা হইয়া থাকে। বিজয়াদশমীতে রামলীলার শেষ হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস প্রায় ৫।৭ হাজার লোক লীলা ক্ষেত্রে একত্র হইয়াছিল। ঐ সময়ে ঐ স্থানে প্রতিমা গুলি আনীত হইয়া প্রদর্শিত হয়। বহু দূর হইতে দর্শনার্থী লোক আগমন করে, এখানে আর একটী বিশেষ দেখিলাম, এই দুর্গোৎসবের সময়ে এখানকার লোকে কালী পূজা করিয়া থাকে, দুর্গা পূজার ন্যায় কালী পূজাও তিন দিন হয়। আমি দুই তিন খানী কালী প্রতিমা দেখিলাম। সে প্রতিমাগুলিও রামলীলাক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইল। বঙ্গদেশে দেবী পক্ষের পর কৃষ্ণপক্ষে কালী পূজা হইয়া থাকে। এখানকার লোকের পক্ষাপক্ষ জ্ঞান নাই এবং পক্ষাপক্ষ বিচার করিবার অবসর ও ক্ষমতাও নাই। বচন আছে।

"অভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি।"

প্রতিমা উৎকৃষ্ট হইলে দেবতা তাহাতে সন্নিহিত হন।

এই বচন প্রমাণ করিয়া বঙ্গবাসীরা প্রতিমার উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে যত্নবান হন, সুতরাং বঙ্গদেশের বিশেষতঃ নদীয়ার কারিকরেরা প্রতিমা নির্ম্মাণ বিষয়ে সবিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখানকার প্রতিমাগুলির সে প্রকার নির্ম্মাণকৌশল দেখিলাম না, তবে এদেশীয়েরা বঙ্গবাসিদিগের ন্যায় প্রতিমা সাজাইবার চেষ্টা পাইয়া থাকে। এখানকার আর একটী বিশেষ এই, ভদ্রলোকেরা প্রায় প্রতিমা পূজা করেন না, ইতর লোকেরা চাঁদা করিয়া প্রায় পূজা করে।

বৎসর বৎসর রামলীলার অনুষ্ঠান হওয়াতে যে একটী মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত ও কতকগুলি মহৎ উপদেশ প্রদত্ত হয়, আধুনিক আর্য্য সন্তানেরা প্রায়ই তাহার ফলভোগী হন না। ইহাঁরা রামলীলায় প্রায়ই তামাসা দেখিয়া থাকেন। রাম ও রাবণ সাজিয়া যুদ্ধ করিতেছেন এবং বাণ বর্ষণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া ইহাঁরা আনন্দিত হন; কিন্তু রামচন্দ্র উপস্থিত রাজ্য ও অতুল ভোগসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া যে অদ্ভুত পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘ্ন যে অকৃত্রিম সৌভ্রাত্রের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন সেগুলি দর্শকদিগের হৃদয়ে প্রায় স্থান প্রাপ্ত হয় না।

রামলীলায় আমাদিগের অনেকগুলি সুশিক্ষিতব্য বিষয় আছে। দশানন অরণ্য মধ্য হইতে যখন জানকীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, তখন রামচন্দ্র ছিলেন না লক্ষ্মণও ছিলেন না। তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন কুটীরে সীতা নাই। এ অবস্থায় তাঁহার অন্বেষণের ও প্রত্যুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া কাপুরুষেরা নিশ্চয়ই হতাশ হইয়া থাকে কিন্তু রামচন্দ্র হতাশ না হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন এবং সাগরবন্ধন করিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্ধার সাধন করিলেন, ইহাতে যে তাঁহার কি অলৌকিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা অধ্যবসায়শীলতা ও সাহসীকতার পরিচয় হইয়াছে, অস্থির প্রতিজ্ঞ অধ্যবসায় ও সাহসহীন আর্য্য সন্তানেরা তাহা কিরূপে বুঝিবেন? ইদানীন্তন আর্য্যসন্তানহৃদয়ে বীরত্ব-বহ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে। রামচন্দ্র ত্রিভুবনবিজয়ী দশকন্ধরের স্কন্ধ ছেদন করিয়া যে অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন রামলীলা, দর্শকদিগের হৃদয়ে সেই বীররস উদয় করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকে কিন্তু সে চেষ্টা নির্ব্বাণ দীপে তৈলদানের ন্যায় বিফল হইয়া যায়। যদি স্থানটা উষ্ণ থাকিত তাহা হইলেও কথঞ্চিৎ আশা থাকিত কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে হৃদয়স্থানও হিমালয়ের পাদদেশের ন্যায় একান্ত শীতল হইয়া গিয়াছে।

যে সময়ে ভারতে রামলীলা ও দুর্গা পূজা প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় তৎকালে বীররসের সম্যক আদর ও গৌরব ছিল। আর্য্যেরা তখন নিস্তেজ ও কাপুরুষ হইয়া যান নাই। বীররস তখনও তাঁহাদের হৃদয়কে উদ্দীপিত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিত। তাঁহারা বীররসপূর্ণ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দর্শন ও বীরমাহাত্ম্যপূর্ণ গ্রন্থ পাঠে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এই নিমিত্ত তদানীন্তন আর্য্যসমাজধুরন্ধরেরা বীররসপূর্ণ রামলীলা ও দুর্গোৎসবের সৃষ্টি করিয়া যান। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন বীররসোদ্দীপিত প্রফুল্ল হৃদয়ে ধর্ম্ম প্রভৃতি সহজে স্থান প্রাপ্ত হইবে এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা বীররসাশ্রিত ক্রিয়া আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনার্থ দুর্গোৎসব ও রামলীলার উদ্ভাবন করেন, রামলীলায় যেমন রামের বাল্য অবধি তাড়কা বধ ও হরধনুর্ভঙ্গ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা বীরত্ব প্রকাশ, দুর্গোৎসবেও সেইরূপ অসুরবধ দ্বারা দেবীগণের বীরত্ব প্রকাশ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী কেবল দেবীমাহাত্ম্যে পরিপূরিত। মহিষাসুর বধ, ধূম্রলোচন বধ, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, শুম্ভনিশুম্ভ বধ বৃত্তান্ত যখন সম্মুখে পঠিত হয় তখন যে হৃদয়ে বীররসের লেশমাত্র আছে এমন কোন্ হৃদয় নৃত্য করিয়া না উঠে? হায় সে দিন আর নাই! এখন নির্ব্বীর কাপুরুষ আর্য্যসন্তানদিগের অপ্রফুল্ল হৃদয়ে ভ্রমেও সে ভাবের আবির্ভাব হয় না। যাঁহাদের হিন্দু ধর্ম্মে আস্থা আছে তাঁহারা মনে করেন দুর্গোৎসব কলির অশ্বমেধ, দুর্গাপূজা করিলে ও দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে ভববন্ধন ছেদন হইয়া যাইবে যাঁহারা তামসিক লোক তাঁহারা দুর্গোৎসবে তামাসা দেখেন এবং চণ্ডীমাহাত্ম্য একটী অপূর্ব্ব কল্পিত গল্প মনে করেন কিন্তু কাহার হৃদয়ে এ ভাবের উদয় হয় না যে আর্য্যঋষিগণ বীররসোদ্দীপিত হৃদয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনার্থ দেবী মাহাত্ম্য প্রণয়ন ও দেবী পূজা প্রকটন করিয়া গিয়াছেন।

খ্রীষ্ট পাদরিরা মেলা স্থল অলঙ্কৃত করিতে বিমুখ হন না। মুঙ্গেরের রামলীলা ক্ষেত্রে তাঁহারা কয়দিন অধিষ্ঠিত হইয়া বক্তৃতার বিলক্ষণ ঘটা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র দেবতা ও মুক্তিদাতা নন ইহা প্রতিপন্ন করিয়া খ্রীষ্টের দেবতাত্ব ও মুক্তিদাতৃত্ব প্রতিপাদন করাই তাঁহাদিগের বক্তৃতার উদ্দেশ্য কিন্তু রামচন্দ্র দেবতা নন খ্রীষ্ট দেবতা ইহা প্রদর্শন করান সহজ নয়। রামচন্দ্র যেমন রক্ত শোণিত মেদ মজ্জাস্থিময় শরীরধারী, খ্রীষ্টও সেইরূপ শরীরধারী, রামচন্দ্রের চরিত্র যেমন বিশুদ্ধ, খ্রীষ্টের চরিত্রও সেইরূপ, খ্রীষ্ট যেমন অল্প রুটিতে বহু সংখ্যক লোক ভোজন করাইয়া আপনার ঐশী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, রামচন্দ্রও তেমনি পাষাণকে মানবী করিয়া নিজ অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন বরং রামচন্দ্রের দেবতাযোগ্য গুণ অধিক। খ্রীষ্ট সংসারত্যাগী ও উদাসীন হইয়া কালক্ষেপ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে চরিত্র—শুদ্ধি রক্ষা করা কঠিন নয় কিন্তু সংসারে থাকিয়া রামচন্দ্র যে চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দেবোচিত ক্ষমতা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। তাঁহাকে

খ্রীষ্ট অপেক্ষা বহু অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে, খ্রীষ্ট [illegible] সুতরাং অল্প লোকের সহিত তাঁহার ব্যবহার হইয়াছিল। তিনি নূতন ধর্ম্ম প্রচলিত করেন অতএব ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিদিগের সহিতই তাঁহার সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রদর্শন উৎকৃষ্ট ব্যাপার নয়। অতএব [illegible] যে সেই সকল লোকের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য সৌজন্য প্রভৃতি সদ্গুণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা বিস্মিত হইতেছি না।

পক্ষান্তরে রামচন্দ্র রাজা হইয়াছিলেন তাঁহার স্কন্ধে বিশাল রাজ্যভার পতিত হইয়াছিল। রাজকার্য্যানুরোধে ভিন্ন প্রকৃতি নানাবিধ লোকের সহিত তাঁহাকে ব্যবহার করিতে হয়। তিনি যে সৌজন্য সহকারে সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দেবসদৃশ গুণের পরিচয় হইয়াছে। রাম যথাবিধি রাজধর্ম্ম পালন করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় বৎসল ভাবে প্রজাশাসন করিয়াছিলেন তাহা " রামরাজ্য " এই একটী সমস্তপদ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। অদ্যাপি যদি কোন রাজা সুন্দররূপে প্রজা পালন করেন; তাঁহার রাজত্বে প্রজার কোন প্রকার কষ্ট না থাকে, সেই রাজ্য রামরাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। রাম যে কেমন সুন্দররূপে রাজ্যপালন করিয়াছিলেন তাহার কি আর অপর প্রমাণের আবশ্যকতা আছে?

উভয়ের জন্ম ও মৃত্যু বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলেও রামের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। তিনি কিরূপ পুত্র? তিনি কি ঈশ্বরের ঔরস পুত্র অথবা তিনি সাধারণে সমুদয় মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্য অন্য মনুষ্য যেমন তাঁহার পুত্র খ্রীষ্টও তেমনি কি তাঁহার পুত্র? বাইবেলের মতে ঈশ্বর যদি নিরাকার হন তাঁহার ঔরস পুত্র হওয়া সম্ভাবিত নহে আর যদি তিনি সাকার হন তিনি যে সামান্য মনুষ্যের ন্যায় একটী স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও অনুরক্ত হইয়া তাহাতে পুত্র উৎপাদন করেন ইহাই [illegible] কিরূপে সম্ভাবিত হয়, ইহা সম্ভাবিত, যদি এই অবধারণ করা যায় [illegible] তাহাতে ঈশ্বরত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে রাম দশরথের ঔরসে [illegible] জাত হইয়া তাঁহার তিন স্ত্রীর গর্ভে [illegible] হন। [illegible] অংশে রামের শ্রেষ্ঠতা হইল [illegible] খ্রীষ্ট কাহার পুত্র তাহার নিশ্চয় নাই কিন্তু রাম যে নারায়ণের অংশ তাহা আর্য্যশাস্ত্রকারেরা স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন। খ্রীষ্ট দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। বাইবেল মতানুসারে তিনি মৃত্যুর পর সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া শিষ্যদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সংস্কৃত শাস্ত্রকারদিগের মতে রাম দশ হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া স্বশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টকে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল কিন্তু রামচন্দ্রকে সে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই ইহাতে কাহার অধিকতর দেবত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে

আমরা বলি পাদরি সাহেবেরা রামভক্ত হিন্দুস্থানিদিগের মনে তাঁহাদিগের আরাধ্য দেবতার নিন্দা করিয়া মর্ম্মান্তিক বেদনা না দিয়া যদি কেবল এক ঈশ্বরের আরাধনার উপদেশ দেন তাহাতে খ্রীষ্টের মধ্যবর্ত্তিতার আবশ্যকতা প্রতিপাদন চেষ্টা না পান এবং অজ্ঞান অন্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন বিপথগামী হিন্দুস্থানিদিগকে সুপথে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে বহুতর মঙ্গল হয়। মুঙ্গেরবাসিরা এরূপ মূর্খতারূপ অন্ধ তমসে আচ্ছন্ন হইয়া আছে যে তাহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে আত্ম সম্বন্ধে ও সমাজ সম্বন্ধে কিছু মাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই। তাহারা জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত নয়, সমাজের উন্নতি সাধন মনুষ্য মাত্রের যে একান্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম তাহা তাহারা অবগত নহে। তাহারা সমাজের প্রতি এমনি উদাসীন যে তাহারা পরস্পরের সুখ দুঃখে সমসুখদুঃখতা প্রকাশ করে না অন্য কথা কি তাহারা নিজের নিজের উন্নতি সাধনে যত্নবান নয়। জ্ঞানলাভ চেষ্টা দূরে থাকুক তাহারা শরীর রক্ষার উত্তম দ্রব্য ভোজন ও পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করে না। শয়নসুখও তথৈবচ, ছারপোকা কামড়াক ও মশাতে দংশন করুক সামান্য, ধূলিধূসরিত শয্যায় কোন রূপে রাত্রি যাপন হইলেই হইল এরূপ ব্যক্তিদিগকে কর্ত্তব্য জ্ঞান শিক্ষা দিয়া সৎপথে আনয়ন করিবার চেষ্টায় যে কি মহোপকার লাভ হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পাদরী সাহেবেরা সে চেষ্টা না করিয়া বিফল চেষ্টা পান তাই তাঁহাদের বক্তৃতা অরণ্যে রোদন তুল্য হয় কেহই সে বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয় না প্রত্যুত, উপহাস করে কিন্তু আমরা যেরূপ বলিতেছি যদি তাঁহারা তাহাদিগকে কর্ত্তব্য শিক্ষা এবং ধর্ম্মনীতি এবং এক ঈশ্বরের আরাধনার উপদেশ দেন তাহা হইলে কেহই বিরক্ত হইবে না বরং অনেকে তাঁহাদিগের উপদেশ শ্রবণে উৎসুক হইয়া জ্ঞান লাভ করিবে তদ্দ্বারা অনেকের চরিত্র শোধিত হইয়া সৎপথে প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা। মুঙ্গেরে হিন্দু ও মুসলমানই প্রধান, এই উভয় জাতির শাস্ত্রে প্রধান রূপে এক ঈশ্বরের আরাধনার উপদেশ দিয়াছেন। অতএব পাদরি সাহেবদিগের মুখে সেই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের বিরক্ত হইবার কথা নাই। পুষ্পদন্ত মহাদেবকে স্তব করিবার সময়ে কহিয়াছেন

" ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি মতম
বৈষ্ণবমিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে—ইত্যাদি "

তিন বেদ সাংখ্যশাস্ত্র যোগশাস্ত্র পাশুপতদর্শন বৈষ্ণব মত ইত্যাদি ভিন্ন পথ আছে।

এই প্রকার লিখিয়া তিনি কহিতেছেন—

" ঋজু কুটিলনানাপথ জুষাং
নৃণামেকো গম্য স্তমসি পয়সামর্ণবইব "

কোন নদী সরল পথে, কোন নদী বক্র পথে এইরূপ নানা পথে গমন করিয়া যেমন এক সমুদ্রে গিয়া পতিত হয় তেমনি ঋজু কুটিল নানা পথগামী মনুষ্যগণের তুমি একমাত্র গন্তব্য স্থান।

এক ঈশ্বর প্রতিপাদন ও তাঁহার উপাসনার উপদেশ দান যাবতীয় সংস্কৃত শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হরিহরবিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণের রূপ যে কল্পনামাত্র ঐ সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা সে কথাও কহিয়াছেন--

" উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা। "

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে পাদরি সাহেবেরা খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করিয়া এবং রামাদির নিন্দা না করিয়া সর্ব্বদেশের ও সর্ব্ব জাতির উপাস্য এক ঈশ্বরের যদি আরাধনার উপদেশ দেন তাহা হইলে তাঁহারা কখনই বিরাগভাজন হইবেন না।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা রামচন্দ্রের উপরে যেরূপ গালিগালা বর্ষণ করেন মুসলমানেরা সেরূপ করেন না। মুসলমানেরা রামলীলা দর্শন ও তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মুঙ্গেরের হিন্দুরাও ঐরূপ মহরমে যোগ দিয়া থাকেন। যেখানে হিন্দু দেবালয় সেই খানেই প্রায় মুসলমানদের মসিদ দেখিতে পাওয়া যায়। এ অংশেও মুসলমান ও হিন্দু বিরোধ দৃষ্ট হয় না। দেখিয়া বোধ হয় ঐ উভয় জাতি পরস্পর মৈত্রী সহকারে ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া থাকেন কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় কতকগুলি ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান হিন্দুদিগের অবমাননা করিবার উদ্দেশে হিন্দুধর্ম্মের একান্ত বিদ্বেষ্য গোহত্যা প্রকাশ্য-স্থানে করিবার চেষ্টা করিয়া হিন্দুদিগের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকেন।

উপরে আমরা রামলীলা ক্ষেত্রে যে প্রকার জনতার কথা কহিলাম অন্য অন্য দেশে এ প্রকার বৃহৎ মেলা হইলে কত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। কত দূরদেশ হইতে ব্যবসায়ীরা আসিয়া মেলা হইবার পূর্ব্বে দোকান বাঁধিয়া দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু এখানে তাহার কিছুই দেখা গেল না। বাণিজ্যের উৎসাহ

দর্শন মেলায় একটী প্রধান লক্ষণ, কিন্তু সে লক্ষণ এখানকার মেলায় সামান্বিত দেখিলাম না। মুঙ্গের সহর ও জিলার যে কোন বিষয়ে উন্নতি নাই এটী তাহার একটী প্রধান নিদর্শন। এই এক রামলীলা ব্যাপার লইয়াই পত্রখানি বৃহৎ হইল। অতএব অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলাম না। পাঠকগণ মুঙ্গেরের অন্য অন্য বিষয় ক্রমেই সোমপ্রকাশে দেখিতে পাইবেন।

মালতি কুসুম তৈল। [illegible] ব্যবহারে কেশ পুষ্ট ও ঘন হইয়া [illegible] হয়। মস্তিষ্কের উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, মন [illegible] রোগ প্রশমিত হয়। ইহা [illegible] ১ শিশির মূল্য ১, । প্যাকিং

[illegible] রসায়ন। ধাতু তরল, অধিক অল্প [illegible] ইন্দ্রিয় ও ধ্বজভঙ্গাদি রোগ বিনষ্ট হয় [illegible], সবল ও বীর্য্যবান হইয়া [illegible] । শিশির মূল্য ৩। প্যাকিং ৶০ আনা।

[illegible] রস। ইহাতে [illegible] বৃদ্ধি, [illegible] রোগ আরোগ্য হয়। ১ [illegible] মূল্য ২। প্যাকিং ৶০ আনা।

[illegible] রসায়ন। ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় [illegible] একেবারে আরোগ্য হয়। সপ্তাহ মধ্যে [illegible] পড়ে। ১ শিশির মূল্য [illegible] প্যাকিং [illegible]

বিজ্ঞাপন।

[illegible] দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। [illegible] মাশুল [illegible] আনা। গ্রাহকগণ [illegible] এক পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রী উমেশচন্দ্র গুপ্ত

[illegible] সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই [illegible] ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের [illegible], টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃ [illegible] সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অল্পদিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷০ টাকা, ছোট [illegible] এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

[illegible] দাঁত মাজিলে [illegible], দন্ত [illegible], দাঁতের গোড়ায় [illegible], আলগা হওয়া [illegible] প্রভৃতি মুখরোগ [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

[illegible]

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্য [illegible] দেশ বিদেশে [illegible] আছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

যিনি [illegible] হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া তুষ্ট মনে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

সাং শ্রীরামপুর।

শারীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৫৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ অগ্রসরে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর জেমুয়াকান্দি ১০

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র শীল—চুচুড়া ১০

" " [illegible]চরণ রায়—কাছাড় ৭

" " কেদারনাথ ঘোষ—অপর আশাম ৩৷৷

" " [illegible]লোকচন্দ্র দত্ত কানুনগো—শ্রীহট্ট ১০

" " ভুবনমোহন চৌধুরী—রঙ্গপুর ৭৷৷

" " পার্ব্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়—পাঁচগাঁও ৭

" " ঈশানচন্দ্র রায় চৌধুরী—রঙ্গপুর ১০

" " [illegible]কিশোর দত্ত—বগুড়া ৭

" " [illegible]কিশোর দাস—ঢাকা

" " নগেন্দ্রনাথ মল্লিক—কলিকাতা ৩

" " [illegible]চরণ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা ৫৷৷

" " মথুরেশচন্দ্র দেবরায়—চান্দাড়া ১০

" " গোপীনাথ চৌধুরী—মেদিনীপুর ১০

" " গিরিশচন্দ্র চৌধুরী—গোবিন্দপুর ৭

" " অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী—জয়পুর ৭

" " [illegible]বিহারী সিংহ—উখরা ১০

" " [illegible]কমল সিংহ—কাকিনীয়া ৭

" " [illegible]বিহারী সাহা—দিনাজপুর ৭

" " [illegible]চন্দ্র নন্দী—ইসলামপুর ৫

" " [illegible]নাথ দাস—বাঁশিচর ৫

" " রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—ফুলিয়াদহ ১০

" " হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়—মণ্ডলাই ৭

" " হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বাঁকুড়া

" " যুগলকিশোর পাল—পূর্ণিয়া

" " কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নদীয়া

" " চূড়ামণি ঘোষ—চন্দ্রসি

" " বিশ্বনাথ সতপস্থি—মেদিনীপুর

" " সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়—রঙ্গপুর

" " প্রমথনাথ রায়—ভুবলহাটী ১০

শ্রীযুক্ত জেমসলায়েল কোম্পানি—বহরমপুর ১০

" আনন্দপুর স্কুলের সম্পাদক ৭

" বাঁকুড়া পবলিক লাইব্রেরির সেক্রেটারি ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ | " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " | ২৫ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ১৭ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৮০। ১ লা নবেম্বর। { অগ্রিম যাণ্মাসিক ৩৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ

১৭ ই কার্ত্তিক সোমবার।

তুরস্ক সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান রাজনীতি।

তুরস্কের অবশেষে ডলসিগ্নো নগর ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। সুলতান প্রথমে আশা করিয়াছিলেন যে ইউরোপের রাজাদিগের মধ্যে ঐক্য বন্ধন বহুদিন থাকিবে না। যখন নানা জাতীয় রণতরি সকল এড্রিয়াটিক সাগরের অভিমুখে অগ্রসর হইল, তখনও হয়ত আশা করিয়াছিলেন যে ভয়প্রদর্শন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য কার্য্যতঃ কিছু করা হইবে না। কিন্তু দুর্বুদ্ধি সুলতানের সে মতিভ্রম এত দিনে ঘুচিয়া গিয়াছে। গ্লাডষ্টোন ছাড়িবার লোক নহেন, তিনি পদস্থ হইয়াই সুলতানকে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। বার্লিন সন্ধিপত্রে তুরস্ক ও গ্রীসের যেরূপ সীমা নির্দ্দেশ করা হয়, মণ্টিনিগ্রোদিগকে যে সকল অধিকার প্রদত্ত হয়, এবং তুরস্কের শাসনকার্য্যে যে সকল সংস্কার করিবার পরামর্শ দেওয়া হয়, সুলতানের গবর্ণমেণ্ট এতদিন তাহার অনেক অবহেলা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা দায়ে পড়িয়া আরও অনেকবার এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। যাঁহারা তাহাকে সংস্কারের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন, তাঁহারা পাছে তুরস্করাজ্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় এই ভয়ে তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য বাধ্য করিতে পারিতেন না; পরামর্শ গ্রাহ্য করিল না কি করিব এই বলিয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেন। অথচ তুরস্কপতিকে অর্থের দ্বারা সময়ে সময়ে সাহায্যও করিতে হইত। এইরূপে কার্য্য চলিতেছিল। বার্লিন সন্ধিপত্রে ইউরোপের সকল গবর্ণমেণ্ট একত্র হইয়া আবার তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি পরামর্শ দিয়াছিলেন। এগুলিও অবহেলিত হইতেছিল, গ্লাডষ্টোনমন্ত্রিদল পদস্থ না হইলে বোধ হয় পূর্ব্ববারের পরামর্শ সকলের ন্যায় এই সকল পরামর্শও অবহেলিত হইত, কিন্তু গ্লাডষ্টোন সাহেব পদস্থ হইয়াই সে ঔদাসীন্য ভঙ্গ করিলেন। তিনি বলিলেন, ন্যায়ের জন্য এবং শান্তির জন্য যে সংস্কার আবশ্যক এবং সমুদায় রাজশক্তি যাহা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা তুরস্ককে করিতেই হইবে, নতুবা আমরা বলপূর্ব্বক করাইব, তাহাতে তুরস্ক রাজ্য যায় যাউক থাকে থাকুক। ইউরোপীয় অন্যান্য রাজা বার্লিন সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া নিজ নিজ সম্মতি জানাইয়া রাখিয়াছিলেন. সুতরাং গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সমুদায় রাজাই এবিষয়ে এক হৃদয় হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। এইবার তুরস্কের গবর্ণমেণ্ট শক্ত হাতে পড়িয়াছেন। অনেকদিনের দূষিত প্রণালী সকল বোধ হয় এতদিনে সংশোধিত হইবে; খ্রীষ্টীয় প্রজাদিগের উপর এতদিন যে সকল অত্যাচার হইত তাহা বোধ হয় এতদিনের পর নিবারিত হইবে।

পাঠকগণ! বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রিদলের তুরস্ক সম্বন্ধীয় রাজনীতির বিভিন্নতা দেখিতে পাইতেছেন। কনসারবেটিবগণ রুশিয়ার ভয়ে এত দূর ভীত ছিলেন যে সাহস করিয়া তুরস্ককে কোন কথা বলিতে পারিতেন না বরং তুরস্ককে রুশিয়ার পথ রোধ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় মনে করিতেন। এই জন্য অর্থ এবং লোকবল দ্বারা তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। লিবারেলগণ রুশিয়ার ভয়ে তত ভীত নন। ইহাঁরা যে মূল নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছেন তাহা এই, যে ব্যক্তি নিজ প্রজাবর্গের প্রতি নানা প্রকারে অন্যায় ও অধর্ম্মাচরণ করিতেছে আমরা তাহাকে আমাদের বন্ধু মনে করিতে পারি না, কিম্বা তাহাকে অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করিতে পারি না, যদি করিতে হয় তাহা হইলে সেই সকল অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। বিশেষ তাঁহার অত্যাচার নিবন্ধন যখন ইউরোপের শান্তি ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা তখন আমরা সে বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারি না।

এবিষয়ে যে সকল জাতির ঐক্য হইয়াছে ইহা বর্ত্তমান সময়ের একটী বিশেষ শুভচিহ্ন বলিতে হইবে। অতঃপর ইউরোপীয় জাতিদিগের যে সকল বিবাদ উপস্থিত হইবে তাহাও বোধ হয় এইরূপ সকল জাতির সমবেত বিচার দ্বারা মীমাংসা হইবে। তাহা হইলে যুদ্ধ বিগ্রহের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিবে। যে উভয় পক্ষে বিবাদ হয় তাঁহারা অনেক সময় স্বার্থপরতা বা জিগীষা প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া অপক্ষপাতে ন্যায় বিচারে সমর্থ হন না। এরূপ স্থলে ঐ প্রশ্ন যদি এরূপ পাঁচ জনের হস্তে দেওয়া হয় যাঁহাদের স্বার্থের সম্বন্ধ নাই, তাহা হইলে ন্যায় পক্ষ রক্ষা হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ ইউরোপে এই সমবেত বিচার প্রথা একবার বদ্ধমূল হইলে অনেক অত্যাচার উপদ্রব একেবারে তিরোহিত হইবে। যাহারা সবল তাহারা আর দুর্ব্বলদিগকে পীড়ন করিতে পারিবে না; সুলতানের ন্যায় যথেচ্ছাচারী রাজগণ আর প্রজাদিগকে অসহ্য ক্লেশ দিতে সাহসী হইবে না। কারণ ইউরোপে এরূপ বিক্রান্ত কোন জাতি আছে, যাহারা অপর সকল জাতির সমবেত বলের সমকক্ষ হইতে... এই প্রথা দ্বারা জগতের মহৎ কল্যাণ হইবে এরূপ আশা করিতেছি।

আসিয়া দেশে কি এরূপ কোন প্রথা প... করিবার উপায় হয় না? বর্ত্তমান সময়ে তিনটি আসিয়ার রঙ্গভূমিতে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া হইতেছেন। ইংলণ্ড, রুশিয়া ও চীন। দুর্ভাগ্য এই তিন জাতিরই অন্তরে গূঢ় বৈরভাব অগ্নির প্রধূমিত হইতেছে। ইংলণ্ডের শঙ্কা হইতে ক্রমে ভারতবর্ষের উপর হস্তার্পণ করা রু... সংকল্প; রুসিয়ার মনে হইতেছে আফগানিস্থান পারস্য প্রভৃতি অধিকার করিয়া মধ্য আসিয়ার নানা নিজ হস্তগত করা ইংলণ্ডের ইচ্ছা; রু... এবং চীনের ত কথাই নাই, তাঁহারা উভয়েই ব... পরিকর হইয়া সমর বেশে দাঁড়াইয়াছেন। এই... অস্বাভাবিক চিরবৈরের অবস্থাতে থাকা অপে... কোন প্রকার সমবেত কার্য্য-প্রণালী কি অবল... করা সম্ভব নয়? অনেকে হয়ত বলিবেন আসি... জাতি সকল অসভ্য ও বর্ব্বর, তাহাদিগকে লইয়া সমবেত ভাবে কার্য্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহার উত্তরে বক্তব্য এই ইউরোপে যেমন "গ্রেট পাউয়ার্স" অর্থাৎ প্রধান জাতিদিগেরই সমবেত সভা হইয়াছে এখানেও সেইরূপ প্রধান জাতিরাই মিলিত হউন। ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্থান, পারস্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ সকল তাঁহাদের মিলিত পরামর্শ অবহেলা করিতে সাহসী হইবে না। রুশিয়া অথবা ইংলণ্ড ত আর অসভ্য বর্ব্বর নহেন, চীনকেও নিতান্ত বর্ব্বর শ্রেণীতে গণ্য করা যায় না। আমাদের বোধ হয় ইহাদের তিন দলের মধ্যে সন্ধি বন্ধনের চেষ্টা বিফল না হইতে পারে।

উর্দ্দু ও হিন্দী।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চলিত ভাষা সম্বন্ধে বহুদিন হইতে একটী গোলযোগ চলিয়া আসিতেছে। হিন্দি এবং উর্দ্দু এই উভয়ের উচ্চারণ ও ভাষাগত প্রভেদ বড় অধিক নয়। উভয়ের ব্যাকরণ এক বলিলে হয় তবে এক ভাষার মধ্যে সংস্কৃত শব্দের ভাগ অধিক। অপরটীর মধ্যে পারস্য শব্দের ভাগ অধিক। কিন্তু এই উভয় ভাষার বর্ণ স্বতন্ত্র হওয়াতে ফলে একই দেশে দুই প্রকার ভাষা চলিত রহিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের আদালতে এতদিন উর্দ্দু ভাষার ব্যবহার হইত; কিন্তু সেখানকার লোকে যে ভাষায় কথা বার্ত্তা কহে তাহা উর্দ্দু নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা হিন্দী এবং পঞ্জাবের ভাষা পঞ্জাবী বা গুরুমুখী। বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া ভোজপুর কাশী প্রভৃতি স্থানে বিশুদ্ধ হিন্দী অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে

সংস্কৃত মিশ্রিত হিন্দী শুনিতে পাওয়া যায়। যতই দিল্লী আগরা প্রভৃতি মুসলমান সম্রাটদিগের রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় ততই চলিত হিন্দী উর্দ্দুর আকার ধারণ করে।

একই প্রদেশে এই উভয় প্রকার ভাষা প্রচলিত থাকাতে বালকবালিকাদিগের শিক্ষার বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। দেশের দৈনিক বিষয় বাণিজ্য প্রভৃতির সমাধার জন্য প্রচলিত হিন্দী ব্যবহার হইয়া থাকে সুতরাং বালকদিগকে তাহা শিখাইতে হয়। আবার উর্দ্দু আদালতের ভাষা সুতরাং উর্দ্দুও শিক্ষা করিতে হয়। এইদিকে আবার তাহাদের ব্যাকরণ প্রায় এক। সুতরাং একই ভাষা তাহাদিগকে দুই প্রকার বর্ণমালা দ্বারা শিক্ষা করিতে হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক বিদ্যালয় পরীক্ষা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, একই শ্রেণীতে হিন্দী ও উর্দ্দু দুই প্রকার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আদালত সকলে উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে যে কায়েথী হিন্দী প্রচলিত করিবার কথা হইতেছে তদ্দ্বারা এই গোলযোগের নিবারণ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার মূল যুক্তি এই, আদালত যে প্রদেশে থাকে সেই প্রদেশের লোকে সচরাচর যে ভাষাতে কথাবার্ত্তা কহে, সেই ভাষাতে বিচারালয়ের কার্য্য চলা ভাল। বিশেষ উর্দ্দু ভাষার বর্ণমালা অতিশয় হীন। অনেক স্বর আছে, যাহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বর্ণ উর্দ্দু অথবা পারস্য বর্ণমালার মধ্যে নাই। এই জন্য উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি করিবার সময় পারস্য বর্ণমালাতে অনেক প্রকার বিন্দু, চিহ্ন প্রভৃতি যোগ করিয়া উর্দ্দুর একটী নূতন বর্ণমালা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। দ্রুত হস্তে লিখিতে গেলে এই সকল বিন্দু, মাত্রা ও যুক্তাক্ষরাদি এমন জড়াইয়া যায় যে তাহাদের মর্ম্মোদ্ভেদ করা অনেক সময় অতি নিপুণ ব্যক্তিদিগেরও পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে, এই জন্য আদালতের অনেক সময় গিয়া থাকে। এক একজন মুন্সী আসিতেছেন এবং এক এক নূতন প্রণালীতে পড়িতেছেন, দুইজন মুন্সীর পড়া এক প্রকার হয় না। একদিকে উর্দ্দু বর্ণমালা লিখিবার যেমন সুবিধা; ইংরাজী অপেক্ষাও বোধ হয় দ্রুত লেখা যায় অপর দিকে এই এক মহা অসুবিধা। কায়েথী হিন্দীতে দ্রুত লিখিবার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু পাঠের সময় এরূপ গোলযোগ ঘটিবে না।

উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে হিন্দী ব্যবহার করিবার আরও একটু যুক্তি আছে। হিন্দী ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রেই লোকে বুঝিতে পারে কিন্তু উর্দ্দু অনেক স্থলের লোকে বুঝে না। বহুল পরিমাণে হিন্দী শিখিবার রীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের সহিত বিষয় বাণিজ্যাদিতে রত হইবার সুবিধা হয়। বালকদিগকে আর উর্দ্দু বর্ণমালা শিক্ষা করিবার জন্য ক্লেশ পাইতে হয় না। উর্দ্দুর বর্ণমালা এমন জঘন্য যে পঞ্জাব প্রদেশের অনেকগুলি ভদ্র ইংরাজ ও দেশীয় লোক ইংরাজী অক্ষরে উর্দ্দু লেখার রীতি প্রচলিত করিবার জন্য একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই যদি উর্দ্দুই শিক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে ইংরাজী অক্ষরে লিখিবার প্রথা প্রচলিত করা ভাল।

বিহারবাসীদিগের হীন অবস্থা তাহার কারণ ও প্রতীকারের উপায়।

বিহারবাসীরা যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা গ্রস্ত হইয়া আছে, যাঁহারা সেই অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন না করিয়াছেন, তাঁহাদেগের হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। এই কারণে আমরা সেই অবস্থার বোধক কয়েকটী প্রমাণ সর্ব্বাগ্রে পাঠকগণের অগ্রে উপস্থিত করিতেছি। প্রথম, এই বিহার প্রদেশ আসাম অঞ্চলের চা-ক্ষেত্র ও মরিসস্ ও ত্রিনদাদ প্রভৃতি উপনিবেশের কুলি সংগ্রহের প্রধান আড্ডা হইয়াছে। ভারতবাসীদিগের জন্মভূমির মায়া অধিক। ইহারা নিতান্ত নিরুপায় না হইলে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেশে যায় না। বাঙ্গালা দেশই ইহার প্রমাণ। বঙ্গদেশে যে কোন ব্যক্তি হউক, কোন রূপে তাহার অন্ন সংস্থান হয় বলিয়া অন্যত্র গমন করে না। বেহারে এরূপ লোক অনেক আছে, কোন রূপে তাহাদের অন্ন সংস্থান হয় না। এই হেতু এখান কার অধিক সংখ্যক লোক জীবিকার্থী হইয়া দূরতর দেশে গমন করিয়া থাকে। ইহা বিহারবাসীদিগের হীনাবস্থার এক প্রধান প্রমাণ।

দ্বিতীয় প্রমাণ ইহাদের বাস, আহার ও পরিচ্ছদ পরিধান প্রণালী। ইহারা অতি সামান্য গৃহে অপরিচ্ছন্ন ভাবে বাস করিয়া থাকে। সেই গৃহগুলি গো মেষ শালার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। তাহাদের আহারীয় দ্রব্য অতি জঘন্য। পরিচ্ছদ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। একবার যে পরিচ্ছদ প্রস্তুত হয় কয়েক মাসের মধ্যে তাহার প্রক্ষালন দর্শন হয় না। সেই পরিচ্ছদকে মূর্ত্তিমতী হীনাবস্থা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

তৃতীয়, ইহাদের ভাল মন্দ হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ নাই। তোমার ইষ্ট হউক অনিষ্ট হউক তাহারা তাহা বুঝে না, তাহাদের নিজের ইষ্ট হইলেই হইল। এই কুরীতি অবলম্বন তাহাদের হীনাবস্থার অপর প্রমাণ।

চতুর্থ, তাহাদিগের ভদ্রা ভদ্র ব্যবহার জ্ঞান ও বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান নাই। অশ্লীল বাক্য যেন তাহাদের মুখে লাগিয়া আছে। যাহাদিগের ব্যবহার উচ্চ হয়, তাহাদিগের এরূপ আচরণ হয় না।

এ প্রকার হীনাবস্থার অনেক গুলি কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ বিহারে অতি দীর্ঘকাল অবধি লেখা পড়ার চর্চ্চা নাই। যে কোন সমাজ হউক, যদি লেখা পড়ার চর্চ্চা না থাকে সে সমাজ ক্রমে মূর্খ হইয়া পশুবৎ হইয়া যায়। মূর্খতা হীনাবস্থার প্রধান কারণ। নির্ব্বুদ্ধি লোকেরা প্রায়ই অলস ও অপদার্থ হইয়া থাকে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যাহার বুদ্ধি না থাকে, সে উৎসাহ পূর্ব্বক পরিশ্রম করিতে পারে না। তাহার পরিশ্রম গরুর পরিশ্রমের ন্যায়; অপরে যতক্ষণ খাটাইয়া লয়, ততক্ষণ খাটিতে পারে, না খাটাইলে খাটিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি কতকগুলি জাতি হিন্দু সমাজের প্রধান। যাহারা যে সমাজের প্রধান, তাহাদিগের যদি উন্নতি না থাকে, অপর শ্রেণীর উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না। সমাজের প্রধানেরা উন্নত হইলে তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অপর শ্রেণীর উন্নতি সাধনে যত্নবান হন। ভদ্রলোকদিগের কার্য্য ব্যবহার ও দৃষ্টান্তদর্শন করিয়াও অপর শ্রেণীর অনেক শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যে ব্রাহ্মণ জাতি বিহারবাসীদিগের শীর্ষস্থ তাঁহারাই একান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া আছেন। না আছে তাঁহাদিগের লেখা পড়া শিক্ষা, না আছে তাঁহাদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, না আছে তাঁহাদিগের সৎ ও শ্রমলব্ধ জীবিকা; সুতরাং মানুষ যে যে গুণে উন্নত হইয়া থাকে, তাহার অন্যতর একটী গুণও তাঁহাদিগের ঘটে দৃশ্যমান হয় না। আমরা ইহার একটী প্রমাণ দিতেছি। মুঙ্গেরের মধ্যে সীতাকুণ্ডের প্রায় তিন শত ঘর পাণ্ডা আছেন। তাঁহাদের অন্য কোন জীবিকা নাই। তাঁহারা অন্য কোন কাজ করেন না, কেবল যে সকল লোক সীতাকুণ্ড দর্শন করিতে যায়, তাহাদিগের নিকট যে দুই এক পয়সা পান, তাহাতেই তাহাদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। যাহারা এ প্রকার ভিক্ষোপজীবী তাহাদিগের কি কখন সাংসারিক [illegible] হয়? অধিকাংশ [illegible] একমাত্র জীবিকা। যাহারা চাকরি করে, তাহাদিগের লেখা পড়া জ্ঞান ও বুদ্ধির চতু[illegible] উচ্চ পদ লাভ হয় না। তাহারা সামান্য কনষ্টেবলি, সিপাহিগিরি ও দ্বারবানগিরি, করিয়া জীবন যাপন করে। তাহাতেই চিরকাল সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। সন্তুষ্ট না থাকিয়াই বা কি করিবে? তাহারা যে উত্তরোত্তর আত্মোন্নতি বিধান করিবে, তাহাদিগের সে ক্ষমতা কোথায়? সে পথই বা কোথায়?

তদ্ভিন্ন যে সকল বাণিজ্যজীবী লোক আছে, তন্মধ্যে [illegible] লোকের সম্পত্তি আছে বটে কিন্তু তাহাদিগের হইতে সমাজের কোন উপকার হয় না এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষ স্পর্শ করে না। ইহারা ব্যবহার সম্বন্ধে অভ্যাস-গুণে নিতান্ত [illegible] হইয়া উঠে। পরের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি [illegible] অবসর হয় না। বিহারে যে সকল [illegible] আছেন, তাঁহারাও প্রায় আত্মম্ভরি। [illegible] নিজ নিজ প্রজার ও প্রতিবেশিগণের সুখ [illegible] বোধ করেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের উন্নতি সাধনের ইচ্ছা ও চেষ্টা নাই। এরূপ অবস্থায় বিহারবাসিদিগের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা কি?

নীলকরেরা আবার গণ্ডের উপরে বিস্ফোটক হইয়াছেন। তাঁহারা বিহারের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট ভূমি করগত করিয়া লইয়াছেন। তাহার লাভ তাঁহারা ভোগ করিয়া থাকেন। আমরা শুনিতে পাই, এক এক কুঠীওয়াল খরচ খরচা বাদে ৬০। ৭০ হাজার বা লক্ষ টাকা লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু যাহাদের দেশ, যাহাদের জন্মভূমি, তাহারা ভাল দ্রব্য দূরে থাকুক, অতি জঘন্য দ্রব্যও উদর পুরিয়া খাইতে পায় না! আমরা শুনিয়াছি, এক একজন নীলকরের কুঠীর অধীন ১০। ১২ হাজার বিঘা ভূমিতে নীল হইয়া থাকে। প্রজারা যদি ঐ সকল ভূমির কৃষিকার্য্য করিতে পাইত, তাহারা কি উন্নতিশালী হইত না? আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, প্রজারা নীলকে তাহাদিগের অবনতির একটী প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিয়া থাকে। যে যে কারণে প্রজারা নীলকে আপনাদিগের অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা এই—

প্রথমতঃ নীলকরেরা আপন আপন ভূমিতে মজুর খাটাইয়া নীল উৎপাদন করে। তাহাতে দেশের অধিকাংশ লোকই মজুর হইয়া গিয়াছে। তাহারা যে মজুরি হইতে মুক্ত হইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিবে, তাহার যো নাই। তাহারা পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় নীলকরদিগের অর্থবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ দেনা পাওনার স্রোত চলিতে থাকে, যে কোন কালে তাহার বিরাম হয় না। তাহারা মজুরিও অধিক পায় না, যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া [illegible] নীলকরের ঋণ পরিশোধে সমর্থ হইবে। তাহাদিগকে অনবরত খাটনী খাটিতে হয়, তাহাতে তাহাদের যে কিছু বুদ্ধি আছে তাহার প্রভা [illegible] এবং শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহাতে তাহাদিগের অন্তর্দাহ ক্রমে চূড়ান্ত হইয়া উঠে। উহাদিগকে নীলকরের এক প্রকার ক্রীতদাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আবার যে সকললোকের কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমি আছে, নীলকরেরা তাহার কতকভূমিতে নীল উৎপাদন করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া থাকে। যাহার গরু ও লাঙ্গল না থাকে, নীলকরেরা তাহাদিগকে ঐ দুই বস্তু কিনিয়া দেয় এবং তাহাদিগকে টাকা কড়িরও দাদন দিয়া থাকে। তাহাদিগকেও পাকে প্রকারে নীলকরের ক্রীতদাস হইতে হয়। তাহারা অগ্রে নীলের ভূমিতে চাস না দিয়া আপনাদিগের অন্য অন্য ফসলের জমীতে চাস দিতে পারে না। বোধ কর তাহার ক্ষেত্রে যো হইয়াছে এবং তাহাকে যে জমীতে নীল উৎপাদন করিতে হইবে, তাহাতেও যো হইয়াছে; কিন্তু সে অগ্রে নীলের ক্ষেত্রে চাস না দিয়া অন্য ফসলের জমীতে চাস দিতে পারিবে না; সুতরাং সে নিজ ভূমিতে সময়ে চাস দিতে না পারাতে শস্যোৎপত্তির বড় ব্যতিক্রম ঘটে।

এখন পাঠক দেখুন কৃষকের দুই প্রকারে ক্ষতি হইতেছে। প্রথম, তাহার নিজের জমীর কিয়দংশে নীল উৎপাদন করিয়া দিতে হয়, তাহাতে তাহার এক অংশে ক্ষতি হইল অর্থাৎ তাহাকে যদি সে জমী নীলের নিমিত্ত দিতে না হইত, সে তাহাতে নিজ মনোমত শস্য উৎপাদন করিয়া লাভবান হইতে পারিত, তাহার সে লাভ ক্ষতি হইয়া গেল। দ্বিতীয়ত তাহার অধিকৃত অন্য শস্যের জমীতে সময়ে চাস দিতে না পারাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মিল না, তাহাতেও ক্ষতি হইল। কৃষকের আর একটী ক্ষতি এই, নীলকর কৃষক দ্বারা যে শস্য উৎপাদন করে, তাহার যথোচিত মূল্যই দিয়া থাকে; কিন্তু কৃষকের ভাগ্যে তাহার সম্পূর্ণ লাভ ঘটে না। নীলকুঠীর আমলা চাপড়াশী ও তাগিদকার প্রভৃতির উদরে তাহার অর্দ্ধেক প্রায় ভস্মসাৎ হইয়া যায়। এটীও কৃষকের একটী মহৎ ক্ষতি। ইহা তাহার উন্নতির বৃহৎ প্রতিবন্ধক। সে নীলকরের প্রদত্ত অর্থের লেখা মুড়া বাদ দিয়া যাহা পায়, তাহাতে পরিবার ভরণপোষণ হয় না। অতএব তাহার সংগতি হইবার সম্ভাবনা কি? অর্থ-সংগতি ব্যতিরেকে কে কোথায় কাহাকে উন্নত হইতে দেখিয়াছেন?

কৃষক ও মজুর ভিন্ন নীলকরের আর এক প্রকার ক্রীতদাস আছে। নীলকরেরা নীল বহাইবার নিমিত্ত গাড়ির দাদন দেয়। যাহারা একবার দাদন লয়, তাহারা আর জন্মে নীলকরের ঋণ পরিশোধে সমর্থ হয় না। নীলকরের যখন প্রয়োজন হইবে, তখনই তাহাকে আপনার কাজ ফেলিয়া ও কাজের ক্ষতি করিয়াও আসিতে হইবে। তাহার ঘাড় মুখ নাড়িবার যো থাকে না। নীলকর দাদনরূপ কীলক দ্বারা তাহার ঘাড় মুখ বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; নীলকরেরা বিদেশীয় লোক, তাহারা কিরূপে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল? কিরূপেই বা এক এক জন ৮। ১০ হাজার বিঘা ভূমি হস্তগত করিয়া লইল? পাঠক ইহার অনেক গুলি কারণ আছে। আমরা উপরেই বলিয়াছি জমিদারের প্রজার প্রতি স্নেহ নাই। বিহারের অনেক জমিদারই অজ্ঞ তাঁহারা সাহেব দেখিলেই মনে করেন, তাহারা (সাহেব) দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। মাজিষ্ট্রেটেরা নীলকরের মাসতুত ভাই। নীলকর মাজিষ্ট্রেট ও গবর্ণমেণ্ট তিনিই এক; একে তিন; তিনে এক। জমিদারেরা নীলকরের বিষয়ে প্রায়ই অজ্ঞতা মূলক এই ভ্রান্ত সংস্কারের বশীভূত হইয়া পড়েন; সুতরাং নীলকর নীলের নিমিত্ত জমি চাহিলে জমিদার প্রত্যাখ্যান করিতে সাহসী হন না। তিনি যেন বাধ্য হইয়া নীলকরের প্রার্থিত ভূমি তাহাকে দেন। নীলকরের ভূমি পাইবার আর একটী কারণ এই, কোন কোন জমিদার প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করা কষ্টকর কার্য্য বিবেচনা করেন, সুতরাং নীলকরেরা ভূমিপ্রার্থী হইলে সেই সেই জমিদার আপনাদিগের লাভ মনে করিয়া প্রজার সহিত ভূমি নীলকরকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাঁহারা দুটী লাভ গণনা করিয়া থাকেন। প্রথম, এককালে কিছু অর্থ লাভ হইল। দ্বিতীয়, প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবার যে কষ্ট ছিল তাহা দূরগত হইল। আবার কোন কোন জমিদার ঋণগ্রস্ত হইয়া নীলকরকে ভূমি দিতে বাধ্য হন। বঙ্গবাসিদিগের ন্যায় বিহারবাসিদিগের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ নাই। তাহারা পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ দোল দুর্গোৎসব কিম্বা অন্য কোন পর্ব্বে ব্যয় করে না তাহারা এক বিবাহে অসঙ্গত ব্যয় করিয়া থাকে তাহারা প্রায়ই সাধ্যাতীত ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। নীলকরকে জমী দিয়া অর্থ লইয়া সেই ঋণ পরিশোধ করে। এতদ্ভিন্ন কোন প্রজার ভাল ভূমি দেখিলে তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাও নীলকরের একটী রোগ আছে। গরিব প্রজারা নীলকরের সহিত মকদ্দমা করিয়া জমীর উদ্ধার করিতে সাহসী হয় না। তাহারা মনোদুঃখ মনে নির্ব্বাচন করিয়া মৌনী থাকে। নীলকর স্বচ্ছন্দে সেই ভূমি ভোগ করে। এই গুণেই নীলকরদিগের ভূমি হস্তগত হইবার প্রধান কারণ।

অহিফেনের চাসও বিহারি প্রজাদিগের অনুন্নতির যে কারণ নয়, তাহা বলা যায় না। এতৎসংক্রান্ত যে এক দাদন প্রথা আছে, তাহা প্রধান

প্রজার কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে স্বাধীনতা হরণ কারণ নয়। দরিদ্র প্রজারা আপাততঃ কষ্ট দূর হইতেছে দেখিয়া দাদন লইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা ইচ্ছামত নিজ নিজ ভূমিতে শস্য উৎপাদন করিতে পারে না। আমরা বিহারবাসী কোন কোন প্রজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যে ভূমিতে অহিফেন উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের যে লাভ হয়, সেই ভূমিতে আলু দিলে তাহাদিগের অধিক লাভ হইতে পারে। কৃষক পৃষ্ট হইয়া বলিল, এক কাঠা ভূমিতে অহিফেন উৎপাদন করিয়া ৪॥০। ৪৸।৫ টাকা লাভ হয়; কিন্তু ঐ এক কাঠা ভূমিতে আলু দিলে ৬। ৭ টাকা লাভ হইয়া থাকে। অহিফেনের দাদন প্রথা নীলের দাদন প্রথার ন্যায় বলপ্রকাশের প্রথা নয় বটে; কিন্তু প্রলোভন প্রথা। গবর্ণমেণ্ট নীলকরদিগের ন্যায় জুলুম করেন না সত্য; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিরা যে জুলুম করে না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। একজন জমীদার আমাদিগকে বলিলেন, তাঁহার প্রজাগণের ইচ্ছা নাই যে অহিফেন উৎপাদন করে; কিন্তু কর্ম্মচারীরা ছাড়ে না। তিনি একথাও কহিলেন, অহিফেনের উৎপাদন যোগ্য কোন কোন ভূমিতে তাঁহার কোন কোন প্রজা ধান্যের চাস করিয়াছে। কর্ম্মচারিদিগের ইচ্ছা এই যে ধান্য উৎপাটন করিয়া তাহাতে অহিফেন বীজ বপন করা হয়; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ভয়ে স্বয়ং সে কার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের অতি প্রায় জমীদার স্বয়ং ঐ কার্য্য করেন। ফলতঃ গবর্ণমেণ্টের এই দাদন দিবার প্রথাটী আমাদিগের রুচিকর হইতেছে না। প্রজাদিগকে এখন যে লাভ দেওয়া হয়, তাহাও ন্যায়গ্রাহী নয়। গবর্ণমেণ্ট অহিফেন বিক্রয় করিয়া স্বয়ং যে লাভ করেন, কৃষককে অন্ততঃ তাহার অর্দ্ধেক দেওয়া উচিত।

বিহারী প্রজাদিগের হীনাবস্থার স্বরূপ, তাহার প্রমাণ ও কারণ নির্দ্দেশিত হইল, এক্ষণে তাহার প্রতীকারের উপায় প্রদর্শিত হইতেছে। বিহারবাসিরা অতি নির্ব্বোধ। তাহাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতাই তাহাদিগের যাবতীয় দুঃখের মূল। যাবৎ তাহাদের বুদ্ধির উন্মেষ, উদ্রেক, তীক্ষ্ণতা ও চতুরতা না হইতেছে, তাবৎ তাহাদের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অকৃষ্ট পতিত ক্ষেত্রের ন্যায় কেবল জড়তাদিরূপ কণ্টকাদি কুৎসিত বৃক্ষে পরিপূরিত হইয়া আছে। উহার উন্মূলন ব্যতিরেকে মঙ্গল নাই। উন্মূলনের উপায় কি? বহুল পরিমাণে বিদ্যা চর্চ্চাই এক মাত্র উপায়। গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক যত্ন ও বিশিষ্ট মনোযোগ ব্যতিরেকে সে উপায় সাধিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বঙ্গদেশেও বিহারের ন্যায় প্রথমতঃ শিক্ষানুরাগ ছিল না। গবর্ণমেণ্ট কত অর্থ ব্যয় করিয়া সেই শিক্ষানুরাগ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হইতেছে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও মেডিকাল কলেজ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎকালে তথায় ছাত্র জুটিত না। এই নিমিত্ত ঐ ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের আকর্ষণার্থ মাসিক বৃত্তি (ষ্টাইপেণ্ড) দিবার ব্যবস্থা করা হয়। বিহারেও প্রথমে ঐরূপে শিক্ষানুরাগ বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এস্থলে আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট বিহারিদিগকে ইংরাজী শিখাইয়া শীঘ্র সুসভ্য করিয়া তুলিতে পারিবেন না। বুদ্ধি চিক্কণ ও সূক্ষ্ম না হইলে ইংরাজী শিক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়। বিহারিদিগের যেপ্রকার বুদ্ধির গতি দেখা যাইতেছে; ৩। ৪ পুরুষ ক্রমাগত লেখা পড়ার চর্চ্চা করিলে তাহার পর যদি বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইয়া উঠে। হিন্দি ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহাদিগকে সাহিত্য ইতিহাস ও ধর্ম্মনীতির সবিশেষ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, তাহাদিগকে অন্য বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রাদির শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। তাহারা আপাততঃ ঐ সকল গ্রন্থের অর্থাবোধে সমর্থ হইবে না। অষ্ট্রীয়া ও জর্ম্মনিতে যেমন বল প্রয়োগ শিক্ষা বিধি আছে বিহারেও সেই বিধি প্রয়োগ করিতে হইবে। স্থানে স্থানে বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষায় পাঠশালা হউক এবং এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দেওয়া হউক, যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে ঐ ঐ পাঠশালায় পড়িতে না দিবেন, তিনি দণ্ডনীয় হইবেন। ঐ পাঠশালায় অধ্যয়নার্থী ছাত্রদিগের নিকট হইতে সামান্য মাত্র বেতন গ্রহণ করিতে হইবে। বিহারিরা নিতান্ত দরিদ্র, তাহাদিগকে বিনা বেতনে পড়াইতে হইবে। পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জমীদারদিগের নিকটে ও মিউনিসিপালিটীর নিকটে সাহায্য গ্রহণ করা হউক এবং গবর্ণমেণ্ট নিজেও সাহায্য দান করুন।

মুসলমান রাজারা কত চাতুরী করিয়া গিয়াছেন, প্রজার লেখাপড়া শিক্ষার কোন উপায় করেন নাই। তাঁহাদিগের দীর্ঘকালীন অত্যাচার ও উপেক্ষাতে বিহারী প্রজাদিগের অধঃপাতে যাইবার প্রধান কারণ। আমাদের সুসভ্য গবর্ণমেণ্টও কি উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে চিরকাল উদর পূরণার্থ খাটিবেন? আমরা জগদীশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি, মুসলমান রাজগণের ব্যবহার প্রজার শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আদর্শ না হইয়া মহারাজ দিলীপের চরিত্রই তাহাদিগের আদর্শ স্থল হউক।

প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাৎ ভরণাদপি।
সপিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥

সেই রাজা দিলীপ প্রজাদিগের শিক্ষা দান রক্ষণ ও ভরণ পোষণ হেতুক প্রজার পিতা ছিলেন, তাঁহাদিগের পিতারা জন্মদাতা মাত্র ছিল। অর্থাৎ দিলীপ প্রজার পিতৃ কর্ত্তব্য সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট প্রজার পিতৃ স্থানীয়। অতএব বিহারী প্রজাদিগের শিক্ষাভার স্বহস্তে গ্রহণ করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। আমরা উপরে নীলকর ও প্রজার যে অনিষ্টকর সম্বন্ধের কথা কহিলাম, তাহারও নির্ম্মোচন করিয়া সুব্যবস্থা করা বিধেয়।

অধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ।

কতকগুলি লোকের মুখে সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে রাজ্যশাসন করিতে গেলে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখিয়া চলা যায় না। স্থানবিশেষে ন্যায় বা কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত হইলেও ক্ষতি লাভের গণনা করিয়া কার্য্য করিতে হয়। কেবল চিন্তাবিহীন সামান্য লোকের মুখেই যে এরূপ কথা শুনা যায় তাহা নহে, অতি বিজ্ঞ সম্ভ্রান্ত রাজনীতিজ্ঞেরাও অনেক সময়ে এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন এমন কি গ্লাডষ্টোন সাহেব যে তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে নিজ চরিত্র সংশোধনের জন্য চাপাচাপি করিতেছেন তাহাও অনেকের মতে কল্পিত-নীতি প্রিয়তা মাত্র। মনের অনেক সাধুভাবকে যেমন অনেক সময় আতিশয্যদোষে দূষিত করা যায় ইহাও সেই প্রকার ভাবুকতা মাত্র। এই শ্রেণীর লোকের নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার গোলকধাঁধা এবং স্বার্থচিন্তাই মুখ্য কার্য্য।

দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে এই শ্রেণীর লোকের যুক্তি সকলকেই অধিকাংশ স্থলে জয় প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অহিফেনের ব্যবসায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্যবসায়ের ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎ বর্ণন করা আবশ্যক।

চীনের ক্যাণ্টন নগরে বাণিজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজ বণিকগণ যখন চীনদেশে প্রথম অহিফেন বিক্রয় আরম্ভ করে তখন সেই দেশের তাৎকালীন চীন গবর্ণমেণ্ট আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন অহিফেনের আমদানী রাজবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ করেন। তাহার পরে ইংরাজ বণিকগণ গোপনে প্রতারণাপূর্ব্বক অহিফেন বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। ইহাও যখন চীন গবর্ণমেণ্টের বিদিত হইল তখন তাঁহারা ইহা নিবারণের উপায় অবলম্বন করিলেন। ইহার জন্য একজন বিশেষ কমিশনর নিযুক্ত করা হইল। ইংরাজ বণিকদিগকে দেশ ত্যাগ করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইল এবং অপ-

বাণের অনেক উপায় অবলম্বন করা হইল। ক্রমে এই অহিফেনের ব্যবসায় লইয়া দুই গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। ইংরাজেরা চীনদিগকে পরাজিত করিলেন এবং এক নূতন সন্ধিপত্র লিখিত হইল। তদ্দ্বারা চীন গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ বণিকদিগকে অহিফেন বিক্রয়ের অধিকার দিলেন। তদবধি ভারতবর্ষীয় অহিফেন অবাধে চীনদেশে বিক্রয় হইয়া আসিতেছে। ক্রমে চীনদেশের এত লোকে অহিফেনসেবী হইয়াছে যে এক অহিফেনের রাজস্বের হিসাবে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বর্ষে বর্ষে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে।

ইহা দেখিয়া যদি কেহ বলেন, যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অস্ত্র খুলিয়া প্রাণহত্যার ভয় দেখাইয়া চীন জাতির গলে বর্ষে বর্ষে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের বিষ ঢালিয়া দিতেছেন তাহাতে কি অত্যুক্তি হয়? পাঠকগণ অবশ্য অবগত আছেন, এই অহিফেনের ব্যবসায় লইয়া ইংলণ্ডের অনেক লোক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লর্ড সালিসবরি প্রভৃতি এই দলে আছেন। আমাদের রাজপুরুষগণ কেবল রাজস্বের ক্ষতি হইবে এই দিকেই দেখিতেছেন কিন্তু এরূপ বলপূর্ব্বক একটী জাতিকে উৎসন্ন দেওয়া কর্ত্তব্য কি না সে দিকে দৃষ্টি করিতে পারিতেছেন না। সকলেই বলিতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে এ ব্যবসায়টী তুলিয়া দিলে সে ক্ষতি পূরণ হইবে কিরূপে? এই ক্ষতি পূরণের জন্য আবার কোন নূতন করের উদ্ভাবন করিতে হইবে। তাহাও অকর্ত্তব্য সুতরাং এ ব্যবসায়টী চীনের মহান্ অনিষ্টের কারণ হইলেও ইহা আপাততঃ পরিত্যাগ করা যাইতে পারিতেছে না। এই সকল ব্যক্তিই বিদেশীয় বস্ত্রের প্রতি যে শুল্ক ছিল তাহা তুলিয়া দিবার পক্ষে মত দিলেন। তদ্দ্বারা কি ভারতবর্ষীয় রাজস্বের ক্ষতি করা হয় নাই? ভারতবর্ষের ত এত দুরবস্থা তথাপি অদ্য একটী যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হউক, সেই সময়ের হইতে অর্থ দিবার উপায় উদ্ভাবন করা হয় কি না দেখা যাইবে। তখন রাজস্বের দিকে দৃষ্টি থাকিবে না, রাজস্ব বৃদ্ধির নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতেও বাকি থাকিবে না। ইহা আমরা বিলক্ষণ জানি।

যদি কোন ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে ধনাগম করিয়া অপব্যয় করে তাহা হইলে কি তাহার অপরাধভার আরও গুরুতর হয় না? ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি সাহসের সহিত সকল বিভাগের ব্যয়সংক্ষেপ করিতেন এবং যদি তৎপরেও দেখাইতে পারিতেন যে উক্ত রাজস্ব পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের অচল হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও বরং একদিন অপরিহার্য্য প্রয়োজনের উল্লেখ করিয়া প্রবোধ দেওয়া শোভা পাইত কিন্তু সে প্রকার করিতে সাহসী হইলেন না; অথচ একটী অন্যায় ও অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না।

অহিফেনের ব্যবসায়ে আমরা লাভবান হইতেছি; এবং ইহার ক্ষতিতে আমাদের ক্ষতি; হয় ত অধিকতর করভারপীড়িত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তথাপি এই জঘন্য প্রথা রহিত করিবার জন্য চীন গবর্ণমেণ্ট যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন ও এতদ্দ্বারা চীনদিগের যেরূপ শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হইতেছে তাহা স্মরণ করিলে মনে বড় ক্লেশ হয় এবং এই ব্যবসায়কে সাক্ষাৎ নৃশংসতা বলিয়া মনে হয়।

দশ জন বণিক এই বাণিজ্যে রত আছেন গবর্ণমেণ্ট কেবল শুল্কের হিসাবে কিঞ্চিৎ রাজস্ব আদায় করিতেছেন; যদি এরূপও হইত তাহা হইলে ধর্ম্মের চক্ষে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য এত নিন্দিত হইত না; কিন্তু তাহা নহে; এ ব্যবসায়টী গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া। নীলকরদিগের ন্যায় গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং অহিফেনের চাষ করেন; বাক্সবন্দি করেন এবং চীনদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন। একেত বাণিজ্যকার্য্যে রত হওয়া গবর্ণমেণ্টের অকর্ত্তব্য তাহাতে আবার এরূপ নিন্দনীয় ব্যবসায়।

গবর্ণমেণ্ট হয় ত বলিবেন, এ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতেছি নূতন কর দেও। আমরা নূতন কর দিতে প্রস্তুত নই, কারণ আর দিবার সামর্থ্য নাই, অথচ এ ব্যবসায়টী গর্হিত বোধ হয়। গবর্ণমেণ্ট হয় ত বলিবেন যদি রাজস্বের ক্ষতি পূরণ করিবে না তবে ধর্ম্মাধর্ম্মের দিকে দেখিও না। সে প্রস্তাবেই বা কিরূপে সম্মত হই, সুতরাং বলিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ করুন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা দেখুন।

সিমলা গমনের ব্যয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছি যে সকল এদেশীয় কেরাণী বর্ষে বর্ষে গবর্ণমেণ্টের সহিত সিমলা শৈলে গিয়া থাকেন, পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে যে নিয়মে পাথেয় ও অতিরিক্ত বেতন প্রভৃতি দেওয়া হইত, সে নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা হইতেছে। এ জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাঁহারা একটী নূতন নিয়ম অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছিলেন।

এরূপ শুনা যায়, গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রী সভার সভ্যদিগের মধ্যে কেবল সর আলেকজণ্ডার আরবুথনট সাহেব এই প্রস্তাবের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের পাথেয় দিবার রীতি উঠাইয়া দিলে বরং ক্ষতি নাই; কিন্তু এদেশীয় সামান্য কর্ম্মচারিদিগের অতিরিক্ত আয় কমাইলে তাহাদিগকে প্রকৃত ক্লেশে পাতিত করা হইবে।

সিমলা শৈলে গমন প্রথা রহিত হয়, তাহা অনেকের ইচ্ছা; সুতরাং এ বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ হয় তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু যে স্থানে হাত দিলে বাস্তবিক ব্যয় সংক্ষেপ হইবে সেস্থানে হাত না দিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট গরিব দুঃখীর শিরেই হস্ত দেন তাহা হইলে অবিচার দোষ প্রকাশ পায়। প্রথম কথা এই, পূর্ব্বে যখন অতিরিক্ত বেতন পাথেয় প্রভৃতি দিবার নিয়ম করা হয়, তখন তাহার যুক্তি কি ছিল। সিমলা বাসের ব্যয় অধিক এই চিন্তাই কি তাহার কারণ ছিল না। কিন্তু ব্যয় বাহুল্যের আশঙ্কাই যদি ঐ প্রকার নিয়ম প্রচলিত করিবার কারণ হয় তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে কাহাদের অতিরিক্ত বেতন পাওয়া কর্ত্তব্য? বৎসরের মধ্যে একবার শীত প্রধান দেশে যাওয়া কাহাদের পক্ষে আবশ্যক? তাহাতে কাহাদের লাভের অধিক সম্ভাবনা? সিমলা ও অপরাপর পার্ব্বতীয় প্রদেশে দেখা যায় যে সেখানে এদেশীয় লোকদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অধিক দুর্ম্মূল্য। ইংরাজদিগের সমতল ক্ষেত্রে থাকিতে যে ব্যয় হয় তদপেক্ষা শৈলোপরি অল্প ব্যয় হইয়া থাকে। ইংরাজেরা সচরাচর মাংসই অধিক আহার করেন। সহরে মাংস যেরূপ দুর্ম্মূল্য পর্ব্বতে পশুর মূল্য তদপেক্ষা ন্যূন হইবার সম্ভাবনা। তদপেক্ষা নূতন হইবার সম্ভাবনা। সহরে সাহেবদিগকে যে বাড়ী ভাড়া দিতে হয় তদপেক্ষা অল্প মূল্য পর্ব্বতের উপর বাড়ী পাইয়া থাকেন, সহরে থাকিতে গেলে তাঁহাদিগকে গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি ২০০।২৫০ শত টাকা ব্যয় করিতে হয় পর্ব্বতের উপর ৮০।৯০ টাকা হইলেই স্বচ্ছন্দে ঘোড়া প্রভৃতি রাখা যায়, এতদ্ভিন্ন ভৃত্যাদিগের বেতনাদি হিসাবেও কিছু অর্থ বাঁচিয়া যায়। একখানি ইংরাজী পত্রের সম্পাদক গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে একজন উচ্চশ্রেণীর ইউরোপীয় কর্ম্মচারী কিঞ্চিৎ মিতব্যয়ী হইলে অনায়াসে ১২ বৎসরে ৫০০০০ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা সঞ্চয় করিতে পারেন। যাঁহারা সিমলা গমনের দ্বারা ধনে প্রাণে উভয়দিকে লাভবান হন, তাঁহাদের পাথেয় বন্ধ করিলে অন্যায়াচরণ করা হয় না।

যে নিয়মে এদেশীয় কর্ম্মচারিদিগকে পাথেয় প্রভৃতি দিবার নিয়ম আছে তাহা যদি অতিরিক্ত বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট সে নিয়ম পরিবর্ত্তিত করুন কিন্তু এবিষয়ে ভীরুতা অবলম্বন করিলে চলিবে না। ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের প্রতিও যেন দৃষ্টি থাকে। গবর্ণমেণ্ট যে এবিষয়ে সাহসের সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন এরূপ বোধ হয় না। কারণ আমরা

অনেক বার তাঁহাদের তীক্ষতার পরিচয় প্রাপ্ত হই য়েছি, তাঁহারা স্বজাতীয়দিগের প্রতি সহজে হস্তার্পণ করিতে পারেন না। ব্যয় সংক্ষেপের এই উৎসাহ নূতন নয়। অনেকে কৌতুক করিয়া ইংলণ্ডকে বলদ পঞ্চানন বলিয়া থাকেন, বলদ পঞ্চাননের অপরাপর গুণাবলীর মধ্যে এই একটী গুণ দেখা যায় যে মধ্যে মধ্যে তাঁহার মিতব্যয়ী হইবার বড় ইচ্ছা হয়। তখন তিনি ঘোড়ার একসের দানা বন্ধ করিলেন, একটী সইস তাড়াইলেন, গো বৎস প্রভৃতির ব্যয় কিঞ্চিৎ কমাইলেন। কিন্তু স্ত্রী পুত্রের বেশ ভূষা প্রভৃতির প্রতি হস্তার্পণ করিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন সেগুলি গৃহস্থের অত্যাবশ্যক ব্যয়। ক্রমে যখন অশ্ব গো প্রভৃতি দুর্ব্বল ও কর্ম্মে অসক্ত হইতে লাগিল তখন আবার বলদ পঞ্চাননের দয়া হইল তিনি এক সেরের স্থানে পাঁচসের দানার বন্দোবস্ত করিলেন। তখন আর মিতব্যয়িতার কথা মনে থাকিল না। বলদ পঞ্চানন ভারতবর্ষে এইরূপ করিয়া আসিতেছেন। এক একবার ব্যয় সংকোচের বাতাস উঠে অমনি দুই চারিটী চুনা পুটির প্রাণ যায়; কতকগুলি দরিদ্র কেরাণীর অর্থে হস্ত পড়ে। কিন্তু নিজ পরিবারদিগকে স্পর্শ করিতে সাহস হয় না আবার কিছুদিনের পর একটী কেরাণীর স্থানে পাঁচটী নিযুক্ত হয় দেখিতে পাই।

লর্ড রিপন ধর্ম্মভীরু লোক, তাঁহার প্রতি আমাদের অনেক আশা আছে। তিনি কার্য্য দক্ষতা বিষয়ে অগ্রগণ্য না হউন তাঁহার ন্যায়পরতার প্রতি আমাদের আস্থা আছে। তিনি একটু সাহসের সহিত কার্য্য করেন আমাদের এই মাত্র অনুরোধ।

আবগারি বিভাগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে কার্য্য প্রণালী তাহা অতি বিচিত্র। লোকের পানদোষ যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন; আবার যদি আবগারি বিভাগের আয় কমিয়া যায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, যে প্রদেশের আয় কমিয়া যায় সেখানকার কর্ম্মচারিদিগের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন না। কর্ত্তৃপক্ষ চান যে লোকের পান প্রবৃত্তি কমিবে অথচ গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হইবে। একথা সকলেই জানেন যে পরিমাণে সুরাপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে সেই পরিমাণে গবর্ণমেণ্টের আয় বাড়িবে। সুতরাং উক্ত উভয় উদ্দেশ্য যুগপৎ সিদ্ধ করিবার ইচ্ছাকে বিচিত্র কার্য্য-প্রণালী বলিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

পূর্ব্বে যে সে ব্যক্তি ভাঁটী খুলিতে পাইত না। ভাঁটী সকল গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল; এই প্রণালী অনুসারে কিঞ্চিৎ লাইসেন্স দিলে যে সে ব্যক্তি যেখানে সেখানে ভাঁটী খুলিতে পারে। এই কারণে প্রায় সর্ব্বত্রই দেশীয় সুরার মূল্য সস্তা হইয়াছে। সুতরাং অনেক দরিদ্র লোক যাহারা পূর্ব্বে দরিদ্রতা নিবন্ধন সুরাপান করিতে পাইত না তাহারা এক্ষণে পানদোষে লিপ্ত হইতেছে। বঙ্গদেশের ও বিহারের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা এই জন্য আরও নিকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে। ত্বরায় যদি এই প্রণালী পরিবর্ত্তিত না হয় তাহা হইলে দেশের বিশেষ দুর্গতি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ কি এই পানদোষ নিবন্ধন আপনাদের দেশের লোকের দুর্গতি প্রত্যক্ষ করেন নাই? ইহা কি তাঁহারা জানে না যে এই পানদোষের ন্যায় ইংলণ্ডের নিম্ন শ্রেণীর দুরবস্থার দ্বিতীয় কারণ নাই। ইহা জানিয়া শুনিয়াও কোন বিবেচনায় এদেশের দরিদ্র প্রজাদিগকে উৎসন্ন করিবার উপায় করিতেছেন? প্রথমতঃ ধর্ম্মভীরু রাজার পক্ষে রাজস্বের লোভে মহা অনর্থের মূল স্বরূপ পানাসক্তির প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন, ইহার উপর যদি সেই আসক্তিকে বর্দ্ধিত করিবার বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে রাজার পক্ষে নিতান্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়।

ইতি মধ্যেই এই অতিরিক্ত পানাসক্ত নিবন্ধন অনেক লোক উৎসন্ন হইতেছে। কএক বৎসর পূর্ব্বে সর রিচার্ড টেম্পল এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সাঁওতালদিগের পানাসক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহারা অনেক গুণে প্রশংসনীয়। তাহারা [illegible] নির্ভীক, সত্যবাদী ও সরল। যাঁহারা সাঁওতালদিগকে জানেন সকলেই এইরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই জাতি যদি অতিরিক্ত পানদোষ নিবন্ধন [illegible] হইয়া পড়ে, তাহা অপেক্ষা অধিক শোচনীয় কি? গত বৎসরের রিপোর্টে দেখা যায়, সাঁওতাল পরগণাতে সুরার খরচ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের বক্তব্য এই ইংলণ্ডে যখন এবিষয়ে [illegible] আরম্ভ হইয়াছে, তখন আমাদের দেশেও বর্ত্তমান প্রণালীর সংস্কার করা কর্ত্তব্য। প্রজার উৎসন্ন যাইবার পথ খুলিয়া দেওয়া রাজার পক্ষে উচিত হয় না।

নূতন পুস্তক।

টাকার পদ্য। শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার নাথ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে টাকায় কি উপকার হয়। টাকা উপার্জ্জন করিতে কত কষ্ট ইত্যাদি বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য চারি আনা।

আড়বালিয়া জ্ঞানবিকাশিনী সভার তৃতীয় বার্ষিক বিবরণ। সভার অধীনে যে যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় ইহাতে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

ব্যবস্থাকৌমুদী। ইহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত [illegible] ব্যবস্থা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত [illegible] দাকান্ত তর্কালঙ্কার ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন। মূল্য এক টাকা।

বিজন কানন। এ খানি কবিতা গ্রন্থ। পাঠ করিলে লেখকের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে উত্তমোত্তম কবিতাগ্রন্থ লিখিতে পারিবেন। যে কিছু সামান্য ত্রুটী লক্ষিত হইল চেষ্টা করিলে তাহাও থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

বিবিধ সংবাদ।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নৈনিতাল হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। [illegible] এক্ষণে আলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছেন।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটে ভয়ানক [illegible] ও বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

রাজা মধুসিং হিতকরি সভার সাহায্যার্থ ২০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

যে পর্য্যন্ত লর্ড রিপণ তাঁহার শরৎকালীন বাসস্থানে অবস্থিতি করিবেন সার জন ষ্ট্রাচি সেই পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনেরেলের সভার সভাপতির কার্য্য করিবেন।

মৃত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিমচন্দ্র পালের দ্বিতীয় পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল সিবিল সর্ব্বিস পাঠের নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন।

ঝিলাম নদীতীরে যে সমস্ত সৈন্য রহিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে বিসূচিকা রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পেশোয়ারে বিস্তর সৈন্য ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিতেছে।

কতকগুলি হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন দেওয়ালি শেষ হইলে ভারতে অতিবৃষ্টি এবং তৎ সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত হইবে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট ভাবী জলকষ্ট নিবারণ করিবার নিমিত্ত তথায় কূপ খনন করিতে আদেশ দিয়াছেন। কালেক্টরেরাই ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

মুক্তাগাছা হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন "মুক্তাগাছার অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় ৮ শারদীয় সপ্তমী পূজার দিবস যখন আপন বিশ্রামভবনে অবস্থিতি

করিতেছিলেন সেই সময়ে কোন একটী ছিন্ন বস্ত্রা অনাথ বৃদ্ধা স্ত্রী একখানি বস্ত্র প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। ভূপতি মহাশয় সেই বৃদ্ধার দীনতা ও কাতরতা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া এরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে যদি ধনী ও জমিদারগণ বৃথা আমোদে অর্থ ব্যয় না করিয়া এরূপ দীন দরিদ্রদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করেন তবে দরিদ্র সমাজ হইতে দারিদ্রতা অবশ্য কিছু না কিছু অপসারিত হইয়া দীন দরিদ্রগণ, অপেক্ষাকৃত সুখী থাকিতে পারে। তিনি তখনই এরূপ অনাথ দিগকে বস্ত্র বিতরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এক ঘোষণা দেন। ঐ ঘোষণানুসারে অষ্টমী পূজার দিবস দুইশতাধিক অন্ধ, আতুর, এবং উপায় বিহিন বৃদ্ধদিগকে বস্ত্র, চাউল, ও পয়সা এবং তিন শতাধিক সাধারণ ভিক্ষুককে চাউল ও পয়সা বিতরণ করিয়া আপন দানশীলতা ও দয়ালুতার বিশেষ পরিচয় দিয়াই যে ক্ষান্ত রহিয়াছেন তাহা নয়। তাঁহার পরিচিত যে সকল অন্ধ আতুর ঐ দিবস উপস্থিত হইতে পারে নাই কি উপস্থিত হইতে পারে না তাহাদিগের নিমিত্তও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন এবং আপন লোকদ্বারায় পাঠাইয়া দিতেও মনস্থ করিয়াছেন। ইনি, একজন দরিদ্রের অবস্থা দেখিয়া অকাতরে এইরূপে বহুল অর্থ বিতরণ করিয়া সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ইনিই প্রকৃতপক্ষে এক জন মহাত্মা ব্যক্তি। ইনি কেবল যে এই মাত্র দান করিলেন এমন নয়। সময়ে সময়ে এইরূপে বহুতর অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন। প্রার্থনাকারী ইহার নিকট কখনও বৈমুখ হয় না।

আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি বর্ণিত ভূম্যধিকারী মহাশয় দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ সময়ে সময়ে এইরূপে অনাথ দিগের দুঃখ মোচনে কৃত সঙ্কল্প থাকুন।"

শুনিতে পাওয়া যায় হুগলি ষ্টেসন হইতে নৈহাটির ঘাট পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া এবং খেয়াঘাটের ভাড়ার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেট বদ্ধ আছে। কিন্তু পূজা কিম্বা অপর কোন পর্ব্ব সময়ে ঐ দুই স্থানে পুলিসের পাহারা না থাকায় গাড়োয়ান ও খেয়াঘাটের নাবিকেরা বড় বিরক্ত করিয়া থাকে। গাড়োয়ানেরা অগ্রে আদর করিয়া তুলিয়া লইয়া পরে নামিবার সময়ে দ্বিগুণ ভাড়া চাহিয়া বসে এবং আদায় করিয়াও লয়। লোকে পাছে বেঙ্গল রেলওয়ের ট্রেন মিস হয় এই আশঙ্কায় বিনা বাক্যব্যয়ে পয়সা দিয়া প্রস্থান করে। খেয়ার মাজিরাও অর্দ্ধেক পথে নাগাদ নিয়া ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন তিনি যেন এই বিষয়ের একটী ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েন। আমরা রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ির রেট-বদ্ধ দেখিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি।

যাপানে চাউল দুর্ম্মূল্য হওয়াতে দরিদ্র লোকদিগের অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পেটের জ্বালায় চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করাতে ১৯০০ ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছে।

কুচবিহারের মহারাজ ও রাণী বর্দ্ধমান হইতে ২৬ এ অক্টোবর কলিকাতায় উপনীত হইলে ১৩টী তোপ ধ্বনি হইয়াছিল।

১৫ ই অক্টোবর আহম্মদাবাদে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র ও কন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব। কতকগুলি কৃতবিদ্য যুবক একত্র হইয়া অতি আমোদের সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

১ লা ডিসেম্বর উত্তর পঞ্জাবষ্টেট রেলওয়ে আটক পর্য্যন্ত খোলা হইবে। রাউলপিণ্ডি পর্য্যন্ত এক্ষণে লাইন খোলা হইয়াছে। পেশোয়ার পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইবার বিলম্ব আছে। সিন্ধু নদে একটী সেতু নির্ম্মাণ ও রেলওয়ের অন্যান্য কার্য্য হইতেছে।

শুনা যাইতেছে তুরস্কের সুলতান আবার এক নূতন মতলব বাহির করিয়াছেন। তিনি ইউরোপীয় রাজগণের বেশী পীড়াপীড়ি দেখিলে রাজ্য ধন পরিত্যাগ করিয়া রুশের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিবেন। তথাপি রাজগণের লেজধরা হইবেন না। পরামর্শ কিছু মন্দ নহে, কিন্তু মরার বাড়া গালি নাই। ইংলণ্ডেরও আর জ্বালার উপর পালার বাড়ি মারাও উচিত নহে।

এইরূপ জনরব ইংলণ্ড সাইপ্রস দ্বীপ পরিত্যাগ করিবেন।

বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের উপর একটী নূতন আইন করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। পুরির জগন্নাথের মন্দিরের একটী বন্দোবস্ত করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র আইন হইবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম নাটোরের রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায় হাবড়া রেলওয়ের প্লাটফরমের উপর তথাকার পুলিষ কর্ম্মচারীকে প্রহার করাতে কনষ্টেবল তাঁহার নামে মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন এইরূপ ঘটনা হইবার কারণ এই রাজা কতকগুলি অনুচর বর্গের সহিত হাবড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া একটী স্ত্রীলোকের সহিত রহস্য করিতে থাকেন। কনষ্টেবল এইরূপ দেখিয়া তাহার কর্ত্তব্য ও নিয়মানুসারে বিনয় বাক্যে রাজাকে কহিল এরূপ কথাবার্ত্তা কহা এখানে নিষিদ্ধ। তাহাতে রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া কনষ্টেবলের পরিচ্ছদ ছিন্ন ও নানা প্রকার অবমাননা করেন। এক্ষণে রাজা বিচারাধীনে আছেন এবং ২০০ শত টাকা জামিন দিয়াছেন। আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে কেমন অনুভব রাজা এখন বোধ হয় বেশ বুঝিলেন।

২ রা নবেম্বর শিমলায় সেক্রেটরিয়েট আফিস ভঙ্গ হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। ইহার কিয়দংশ কলিকাতায় ও কিয়দংশ লাহোরে স্থাপিত হইবে।

আমরা দুঃখ সহকারে পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি বঙ্গ রঙ্গভূমির স্থাপয়িতাও প্রধান অভিনেতা বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। শরৎ বাবু একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা ছিলেন অতএব তাঁহার অভাবে রঙ্গ ভূমির বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

ইউরোপীয় পুরুষেরা অনেক সময়ে সন্তরণ বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি একজন ইংলণ্ডীয় রমণীও ইহাতে বিশেষ পারদর্শীতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ক্লাইডের নিকটস্থ ডলুন হইতে সন্তরণ করিতে আরম্ভ করিয়া ৯০ মিনিটে বুক লাইট হৌসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর গ্যারেট সাহেব হাজারিবাঘস্থ স্কুল পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের পোষ্ট অফিস সমূহের ডিরেক্টর জেনারেল ২৭ এ অক্টোবর শিমলা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কলিকাতায় আগমন করিতেছেন।

বোম্বায়ের গবর্ণর ফার্গুসন সাহেব নিয়ম করিয়াছেন যখন তিনি রাজপথে যানারোহনে বা অশ্ব পৃষ্ঠে ভ্রমণ করিবেন তখন গাড়ি ঘোড়া লইয়া কেহ যাতায়াত করিতে পারিবে না। এমন কি লোক জনের গতিবিধি বন্ধ করা হইবে। সাহেবী মেজাজ স্বতন্ত্র।

লাহোরে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে গবর্ণর জেনারলের দরবার না হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

টেলিফোন যন্ত্র আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষেও ইহা প্রচলিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। এডিনবরা নগরস্থ আংলো ইণ্ডিয়ান টেলিফোন কোম্পানি ইহার প্রধান উদ্যোগী। তাঁহারা এক ব্যক্তিকে এই কার্য্যের ভার দিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন।

ভারতেশ্বরীর স্কটলণ্ডে গমনাগমন করিতে প্রতি বর্ষে গাড়িভাড়া প্রভৃতিতে প্রায় ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

এলাহাবাদে একটী কাগজের কল খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার নিমিত্ত তিন লক্ষ টাকা ও সংগৃহীত হইয়াছে।

আলজিরিয়া নগরস্থ একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার সূর্য্যের তেজে কূপের জল উত্তপ্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এইরূপ জনরব ব্যারিষ্টার ডবলিউ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্টাণ্ডিং কৌন্সিলের পদে মনোনীত হইয়াছেন।

আমাদের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক হাজারিবাগ ও ছোটনাগপুর দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে দুই জন চিকিৎসকের প্রবর্ত্তনায় তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি কলিকাতায় আসিবেন বটে কিন্তু ছোটনাগপুর প্রভৃতি পরিদর্শনার্থ গমন করিবেন না।

গবর্ণমেণ্ট ঢাকা বিভাগ হইতে ২০ জন বোম্বেটিয়াকে ধৃত করিয়াছেন। বিচারে তাহাদিগের প্রত্যেকের কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১০ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। ইহারা ঢাকা ও গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানে নৌকা লুট করিয়াছিল।

ছোট উদয়পুরের রাজার মকদ্দমা শেষ হইয়াছে কিন্তু বিচারে কি হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই কারণ বাড উড সাহেব আপনার রায় প্রকাশ না করিয়া উহা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

ইক্ষুদণ্ড মর্দ্দন করিয়া লইলে যে কাষ্ঠাংশ (ছিটা) অবশিষ্ট থাকে আমেরিকাবাসীরা তদ্দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ধন্য আমেরিকাবাসীদিগের শিল্প নৈপুণ্য।

আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে পাঠকবর্গকে গোচর করিয়াছি যাঁহারা সিরেণচেষ্টারস্থ কৃষি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবেন, আমাদের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব তাঁহাদিগকে ২০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করিবেন। বাবু অম্বিকাচরণ সেন এম, এ ও শাখওয়া হোসেন বি, এ ঐ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পারস্যে শস্য কিছু অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া তথাকার গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন অতঃপর তথা হইতে শস্যাদি বিদেশে রপ্তানি হইতে পারিবে না।

দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ ডাকাইত বাসুদেব বলবন্তকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা প্রদান করা হয়। এ ব্যক্তি এডেনের জেলে কারারুদ্ধ ছিল। একদা সে কারাগৃহের দ্বার ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করে কিন্তু পুনরায় ধৃত হইয়াছে।

তামিজ উদ্দিন খাঁ গ্লাসগো মেডিকাল কলেজে অধ্যয়নার্থ গমন করিয়াছেন।

সৈয়দ আবদুর রহমান, সৈয়দ এম, সেরিফউদ্দিন, আবদুল হলিম এবং তাঁহার ভ্রাতা এম সেরাজউদ্দিন ব্যারিষ্টারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আগমন করিতেছেন।

কলিকাতার সেরিফের পদ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। অতঃপর আর কেহ উক্ত পদে মনোনীত হইবেন না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মুশোরিস্থ হিমালয় ব্যাঙ্কের জনৈক কর্ম্মচারী বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত "শিক্ষাবিভাগের সংস্কার" সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখাতে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিব কমিটী তাঁহাকে ১০০ টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন।

লণ্ডন একজামিনার বলেন সাধারণে ডলসিগ্নো লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন কিন্তু এই সুযোগে রুশও আসিয়া মাইনরে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন।

নৈনিতালের হ্রদ হইতে জল বহির্গত হওয়াতে রামগঙ্গানদীর জলোচ্ছ্বাস হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন বেরেলিনামক স্থানের কিয়দংশ জলপ্লাবিত হইয়াছে, তথাকার অধিবাসিদিগেরও বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে।

রুশরাজ বহুদিন হইতে ডলাগোরনৌকি নাম্নী একটী রমণীর প্রণয়ে আবদ্ধ হন এবং তাঁহার গর্ভে তাঁহার পুত্রাদিও জন্মে। সম্প্রতি তাঁহার পত্নীবিয়োগ হওয়াতে তিনি ডলগোরনৌকিকেই প্রকাশ্যে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্রাম সুখ অনুভব করিবার জন্য যুবরাজের হস্তে রাজকার্য্য অর্পণ করিয়া লিভিডিয়া নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

মেজর ক্যাভাগনারি কতিপয় আফগান কর্ত্তৃক হত হওয়াতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইয়াকুবের উপর সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি দোষী কি না তাহা কেহই এ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। সম্প্রতি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটী কমিশন বসিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কি নির্ণীত হইয়াছে তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। ইয়াকুব খাঁ যে প্রকৃতির লোক তাহাতে তিনি যে হত্যা করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না।

ভারতসভার প্রতিনিধি বাবু লালমোহন ঘোষ গত কল্য বিলাত হইতে বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে ইহাঁকে অভিনন্দন দিবার জন্য তথায় একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

আমরা এ সপ্তাহে রাজপুর বান্ধব পুস্তকালয়ের ১২৮৭ সালের কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হইলাম। এ পুস্তকালয়টীতেও অনেকগুলি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা অন্যান্য পুস্তকালয়েরও বেশ শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাইতেছি। ইহাতে এদেশীয়দিগের বিদ্যা শিক্ষার যে বহুল পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এরূপ দেশহিতকর কার্য্যের যতই বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল।

হেনলি নিবাসী ব্লাকবরণ নামক একজন কুম্ভকার একটী বালিকাকে বলপূর্ব্বক চুম্বন করে। আদালতে তাহার দোষ প্রমাণ হওয়াতে বিচারপতি তাহার ২০০ টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন।

গ্লাডষ্টোনের কনিষ্ঠ কন্যা হেলেন নিউহাম কালেজের অধ্যক্ষের প্রাইবেট সেক্রেটরীর কার্য্য করিবার নিমিত্ত ক্যামব্রিজে গমন করিবেন।

মঙ্গপু নামক স্থানে গবর্ণমেণ্টের যে কারখানা আছে তাহাতে প্রতি সপ্তাহে ২॥ মণ করিয়া জ্বর নাশক সিনকোনা প্রস্তুত হইয়া থাকে কিন্তু জ্বরের সংখ্যা এত অধিক যে তাহাতেও কুলান হয় না।

নাগপুরে যে তুলার কল আছে, তাহাতে দিবসে যেরূপ কার্য্য হয় রাত্রিতেও সেইরূপ কার্য্য চালাইবার জন্য উক্ত স্থানের ডাইরেক্টর একটী বৈদ্যুতিক আলো ৬০০০০ টাকা দিয়া ক্রয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

লর্ড বিকন্সফিল্ড তাঁহার অবকাশ সময়ে নাটক রচনা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। যে সকল পুস্তক তাঁহার স্বকপোলকল্পিত তাহার কোন কোন অংশ আবশ্যকমতে পুনর্মুদ্রিত করিবার জন্যও ইচ্ছা আছে।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা বলিয়া যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে সিঙ্গাপুরের গবর্ণমেণ্ট হাউসে একটী চুরীর সংবাদে ঐ বাক্য তাহার প্রতিপোষকতা করিল। কয়েক দিবস গত হইল তথাকার গবর্ণরের টেবিল হইতে একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত চেন ও ঘড়ি তাঁহার ২০ মিনিট অনুপস্থিতির মধ্যে অপহৃত হয়। লাট সাহেবের চক্ষের উপর যখন এরূপে কাণ্ড হইল তখন সাধারণ লোকের যে কি দশা হইবে তাহা পাঠকগণ সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

৫২ জন নেপালি ও একজন সর্দ্দারের সহিত যে দূত, চীন সম্রাটকে উপঢৌকন দিবার জন্য গমন করেন তাঁহারা সম্রাটের নিকট হইতে দুই লক্ষ টাকা পারিতোষিক এবং ২ টী রাজ পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে।

বোম্বাইয়ে ভয়ানক বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতের সহিত ঝটিকা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কত দূর অনিষ্ট হইয়াছে অদ্যাপি তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

আর্চিবল্ড ক্যাম্বেল সাহেব আটলান্টিক সমুদ্রে গমন কালে [illegible] তিমি মৎস্যের মধ্যে একটী ঘোর যুদ্ধ দেখিয়াছেন। তাহাদের উভয়ের মধ্যে ৫।৬ এক ঘণ্টা যুদ্ধ হইয়াছিল অবশেষে তিমি মৎস্যটী [illegible] হইয়াছে। তিনি বলেন যে তিনি অনেক সাগরে ভ্রমণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মৎস্যে মৎস্যে কখন এরূপ [illegible] যুদ্ধ দেখেন নাই।

[illegible] বাঁকিপুরে বিহারের জমীদারদিগের [illegible] হইবে নূতন কর সংক্রান্ত আইনের [illegible] সম্বন্ধে বাদানুবাদ করা এই সভার উদ্দেশ্য [illegible] মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ইহাতে বিহারস্থ যাবতীয় মহারাজ রাজা ও জমীদার [illegible] উপস্থিত হইবার কথা আছে।

[illegible] কালেজটী রক্ষার জন্য সম্প্রতি একটী সভা হয় তাহাতে ১৪৬৫০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। [illegible] মহারাজ ১৮০০০ টাকা চাঁদা দিবেন [illegible] করিয়াছেন।

হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণ যেরূপে ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য উদ্যোগী এরূপ বোধ হয় কোন ধর্ম্মাবলম্বীই নন। মুরাদাবাদের সব জজ মৌলবী সামিউল্লা খাঁ ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। যে সকল মুসলমান ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহাদিগের উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য একটী মসজিদ ও কবর দিবার জন্য ভূমী ক্রয় করিবার নিমিত্ত তিনি তথায় একটী সভা করেন। এই সভা হইতে ৬০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। পাঠক! মুসলমানেরা কেমন ধর্ম্মানুরাগী দেখুন। ইহারা বিলাতে গিয়াও নিজ নিজ ধর্ম্মমন্দির স্থাপনে ব্যস্ত, কিন্তু হিন্দু যুবকগণ আপন আপন ধর্ম্ম [illegible] বিসর্জ্জন দিয়া কিরূপে সাহেব হইব ও ইউরোপীয়ের [illegible] পাইব তাহার জন্য ব্যস্ত।

লর্ড লিটন রায় গোপাল মোহন সরকার [illegible] রের কার্য্যদক্ষতা গুণে সন্তুষ্ট হইয়া [illegible] উপঢৌকন স্বরূপ স্বর্ণনির্ম্মিত ঘড়ি ও চেন প্রেরণ করিয়াছেন। ইনি তাঁহার খনরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

সোণাপুর পোষ্ট আফিস গৃহের দুর্দ্দশা দেখিলে বোধ হয় ইহার মা বাপ নাই। গৃহখানির চাল শত-ছিদ্র বিশিষ্ট। রৌদ্র ও বৃষ্টি প্রভৃতি হইলে পোষ্ট মাষ্টার বাবুর বিষম বিভ্রাট। গবর্ণমেণ্টের পোষ্ট আফিসের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কিন্তু সোণারপুর পোষ্ট আফিস সম্বন্ধে পরিদর্শকগণ বোধ হয় যাঁশ বনে ডোম কাণার ন্যায় হন। পোষ্ট মাষ্টারদিগের যেরূপ দায়িত্ব এবং পদে পদে যেরূপ বিপদ বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগের কর্ম্মচারীর এরূপ নহে। সাধারণ লোকের সংস্কার পোষ্ট আফিসে বিস্তর টাকা কড়ি থাকে, এই নিমিত্ত চৌর্য্যাদি উপদ্রবের আশঙ্কাও পদে পদে। এই জন্য পোষ্ট মাষ্টারগণ এক একটী লোহার সিন্দুকও পান। কিন্তু গৃহের যেরূপ দুর্দ্দশা তাহাতে পোষ্ট আফিস গৃহে সিন্দুক রাখা আর বসাইয়া রাখা সমান। টাকা কড়ি চোরে যাইলে অথবা বৃষ্টি পড়িয়া কাগজপত্র নষ্ট হইলে যখন তাহাকে সমূহ বিপদাপন্ন হইতে হইবে তখন কেন যে তাঁহার গৃহও তদনুরূপ না হয় আমরা তাহারও কোন বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাই না, আর এক কথা এই, সোণারপুর পোষ্ট মাষ্টারকে যেরূপ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে হয় তাহাতে তাঁহার বেতনের বিষয়ে বিবেচনা করাও কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য। সোণারপুর পোষ্ট আপীস হইতে গবর্ণমেণ্টের যখন বিশেষ লাভ হইতেছে তখন পোষ্ট মাষ্টারেরও কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া উৎসাহ দেওয়া যে নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, অগ্রে এই পোষ্ট আপীস হইতে প্রাতে যেরূপ চিঠি পত্র যাইত এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্ত হওয়াতে সাধারণ লোকের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। বর্ত্তমান নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রাতঃকালে যদি এতদঞ্চলের পত্রাদি কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার লাভ হইতে পারে ভরশা করি কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলস্থ পণ্ডিচেরিতে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। এই ঝড়ের প্রভাব এরূপ অধিক হইয়াছিল যে কোন কোন প্রকাণ্ড বৃক্ষ সমূহ এককালে [illegible] হইয়া গিয়াছে। চারি জন পথিক বজ্রা-[illegible] করিয়াছে।

[illegible] একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন [illegible] রাজার মৃত্যুর পর তথায় নানাপ্রকার [illegible] হইতেছে। [illegible] রাজার কুপিত [illegible] দিগের মধ্যে ১০ [illegible] ২ শত জনকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে।

নৈনিতালে যে সমস্ত ব্যক্তি হত হইয়াছেন তাঁহাদিগের অসহায়া বিধবা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদিগের নিমিত্ত অনেকে সাহায্য দান করিতেছেন। বোম্বাইয়ের বি এবং এ হোরমাবজিনাম্নী দুইটী স্ত্রীলোক ইহার জন্য ১০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

রেবরেণ্ড নারায়ণ শিষাদারী নামক বোম্বাই নিবাসী জনৈক ব্যক্তি চীন দর্শনার্থ তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন চীন দেশের স্ত্রীলোকের অবস্থা এরূপ নিকৃষ্ট যে ভূমণ্ডলে কোন কালে কোন জাতীয় স্ত্রীলোকের এরূপ অবস্থা ছিল বোধ হয় না। পুরুষেরা ইচ্ছা করিলে স্ত্রীগ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে পারে। চীনবাসিদিগের অপত্যস্নেহও অতি চমৎকার। তাহারা ইচ্ছা করিলে পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু পুত্রেরা পিতাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

কোম্পানীর কাগজের দর।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ৯৭৵০ হইতে ৯৭/০

"	৪॥০	" "	১৮৭০ (১৮৮৫) ১০১। "	১০১॥০
"	৪॥০	" "	১৮৭১ (১৮৮১) ৯৬৸৵ "	৯৭৵০
"	৪॥০	" "	১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩) } ১০৬	
	৪॥০	"	১৮৭৯ (১৮৯৩) } হইতে ১০৬॥	
	৪॥০		১৮৮০ (১৮৯৩) কুপং ১০১	
	৫		১৮৬৭ (১৮৮২)	১০১॥০

আফগানস্থানের সংবাদ

সংবাদ আসিয়াছে আয়ুব খাঁ হিরাটে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার নিকট এক্ষণে তিন দল হিরাটী সৈন্য ও ২০ টী কামান আছে।

বাককাকিস্থ একজন সর্দ্দার স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন আয়ুব যদি তাঁহাদিগের দলে যোগ দান করেন তাহা হইলে শীঘ্রই তদ্দেশস্থ অধিবাসীগণ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবে। কারা নামক স্থানের অধিবাসিরা এই নিমিত্ত যুদ্ধ কার্য্য শিক্ষা করিতেছে।

জানা যাইতেছে আমীর আবদুল রহমান আকবর খাঁকে লালপুরার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

৮ নম্বর সৈন্যদলের একজন উষ্ট্রচালক টাকা কড়ি লইয়া যখন যাইতেছিল সেই সময়ে দস্যুরা আসিয়া তাহাকে বধ করিয়া অর্থ লইয়া গিয়াছে।

সিবিল মিলিটরি গেজেট বলেন সলিমান খাঁ ও মির্জ্জা ইব্রাহিম খাঁ নামক দুই জন মুসলমানকে আয়ুব খাঁর চর বলিয়া পেশোয়ারে ধৃত করা হইয়াছে। মাজারা নামক স্থানে যখন যুদ্ধ হয় সেই সময়ে ইহারা আয়ুবের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া

কেহ কেহ নিশানদিহি করিয়াছে। এদেশীয়দিগের ন্যায় ইহাদিগের পরিধেয় ছিল।

আয়ুব হেলমণ্ড নদীতীরস্থ মেডলে নামক স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন।

কাবুলের যে মুসলমান হিন্দু স্বর্ণকারকে হত্যা করিয়াছিল আমীর তাহাকে তোপে উড়াইয়া দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

১৫ ই অক্টোবর। নাটোরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, কে, লিয়ন সাহেব বিদায় গ্রহণ করাতে রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১৬ ই অক্টোবর। নদীয়ায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু, আর, রিকেটস চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে বদলী হইলেন বলিয়া ৬ ই তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, টি, বারবোনা চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে বদলী হইলেন এবং ঐ জেলার সদর ষ্টেসনে অবস্থিতি করিবেন।

১৮ ই অক্টোবর। প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এইচ, ভাওএল দারভাঙ্গায় রহিলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ব্রজমোহন রায় ময়মনসিংহে বদলী হইলেন কিন্তু ঐ জেলার অন্তর্গত আটিয়ার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

আটিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ ফরিদপুরে বদলী হইলেন। কিন্তু উহাঁকে সদর ষ্টেসনে অবস্থিতি করিতে হইবে।

২৩ এ অক্টোবর। গয়ার অন্তর্গত নওয়াদার ভার-প্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এইচ, কক্স কাওয়াকোল নামক স্থানে ইনস্পেক্টরদিগের থাকিবার জন্য বাঙ্গালা নির্ম্মাণার্থ ভূমি সংগ্রহের জন্য ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২১ এ অক্টোবর। বিহার ও পাটনার সবডেপুটী কালেক্টর আর জি, বুাইথ সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৩ এ অক্টোবর। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সার্প সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২০ এ অক্টোবর। রুষিয়া অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্স ডলসিগ্নো শাসনের ভার গ্রহণ করাতে সুলতান তাঁহার সৈন্যগণকে উহা ৫ দিনের মধ্যে পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছেন। মণ্টিনিগোবাসী আলবানীয়গণের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য বিজা পাশা একটী দুর্গ নির্ম্মাণের সংকল্প করিয়াছেন।

রদোপাশাকে কনষ্টাণ্টিনোপলে আহ্বান করা হইয়াছিল কিন্তু তিনি সে আদেশ পালন করেন নাই। এইরূপ জনরব সুলতানকে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করা হইতেছে, চক্রান্তকারীদিগের কএক জন ধৃতও হইয়াছে।

এথেন্স ২৩ এ অক্টোবর। ডেপুটী চেম্বার সভার বিরোধিদল জয় লাভ করাতে মন্ত্রিসম্প্রদায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

কেপটাউন ২১ এ অক্টোবর। বাসুতোরা কর্ণেল কার্কেকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবার ভয় প্রদর্শন করাতে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৩ এ অক্টোবর। কুর্দ্দেরা পারস্যে পুনরায় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। সাহ ইহাদিগকে দমীকৃত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ অক্টোবর। লেপ্টনাণ্ট জেনারেল সার আলেকজাণ্ডার টেলার কুপার্স হিল ট্রেনিং কলেজের গবর্ণর হইলেন।

গতকল্য পার্ণেল সাহেব গ্যালওয়ে নামক স্থানে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন লর্ড সভার সভা ফষ্টার সাহেব আয়ারলণ্ডের দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগের প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলেখ্য অগ্রাহ্য করাতে তথায় যে সকল গুপ্ত হত্যা হইয়েছে তজ্জন্য তাঁহাকে দায়ী হইতে হইবে।

লণ্ডন ১৬ এ অক্টোবর। আয়র্লণ্ডে আরও নূতন সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রসিদ্ধ বক্তা পার্ণেল, কেলি, বিগার, সেক্সটন, ও কনার ও সলিভান নামক ছয় ব্যক্তি এবং ল্যাণ্ড লিগের কয়েকজন কর্ম্মচারীকে চক্রান্তকারী বলিয়া ধৃত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এইরূপ জনরব ইহাঁদিগের বিচার লণ্ডনে হইবে।

পার্ণেল সাহেব গ্যালওয়ে নামক স্থানে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট যে যে ব্যক্তিকে চক্রান্তকারী স্থির করিয়াছেন তাঁহাদিগের বিচার কমন্স হাউসের দোষী সভ্যদিগের বিচারের ন্যায় হইবে।

এথেন্স ২৬ এ অক্টোবর। সীমা প্রদেশ সম্বন্ধে নূতন মন্ত্রী বলিয়াছেন গ্রীশ ইউরোপীয় রাজগণের বিচারের প্রতীক্ষা করিবেন না।

লণ্ডন ২৭ এ অক্টোবর পার্ণেল সাহেবের প্রাইবেট সেক্রেটারি হিলি ধৃত হইয়াছেন। লর্ড সালিসবরি টাউটন নামক স্থানে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন সামুদ্রিক যুদ্ধের উদ্যোগ এখন বিফল হইয়া গিয়াছে। জীবন রক্ষা করা এবং আয়র্লণ্ডবাসীদিগের সহিত যে চুক্তি আছে তদনুসারে কার্য্য করা গবর্ণমেণ্টের অগ্রে কর্ত্তব্য।

দুর্ভিক্ষ কমিশনর কেয়ার্ড সাহেবের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে এবং সংসঙ্গে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটী সুদীর্ঘ রিপোর্টও প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের মত কেয়ার্ড সাহেবের মতের সহিত অধিকাংশ বিষয়েই মিলে না। কেবল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি এবং দেশীয় দিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা সম্বন্ধে উভয়ের মত এক হইয়াছে। ভূমির কর সংক্রান্ত কার্য্য পরিবর্ত্তন করিলে সময়ে সময়ে অনেক গোলযোগ ঘটে একথা গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং কৃষির উন্নতি ও ক্ষুদ্র ভূমির উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

আয়র্লণ্ডের ল্যাণ্ডলিগ সভার অন্যতর সভ্য ওয়ালেস সাহেব ধৃত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৯ এ অক্টোবর আয়র্লণ্ডের পূর্বোপকূলে ভয়ানক ঝড় হওয়ায় প্লাবন উপস্থিত হইয়াছে। ডবলিন প্রভৃতি স্থানের অনেক লোকের গৃহাদি পতিত হওয়াতে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২৮ এ অক্টোবর। সংবাদ আসিয়াছে রুশ সম্রাট পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ অক্টোবর। রিজা পাশা যে লোক দ্বারা ডলসিগ্নো পরিত্যাগের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন গোপনে তাঁহাকে বধ করা হইয়াছে।

ভিয়ানা ২৮ এ অক্টোবর। অষ্ট্রীয়ার বৈদেশিক কার্য্যের মন্ত্রী ব্যারণ হেমার্লে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন অষ্ট্রীয়া তুরস্কের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবেন না।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ অক্টোবর। সংবাদ আসিয়াছে কুর্দ্দেরা উর্ম্মিভ নামক স্থান অধিকার করিয়াছে এবং এক্ষণে তাবরিজ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

[illegible] পত্র।

[illegible]।

[illegible] পত্রের সম্বোধনকালে প্রেমা-[illegible] অতি উপাদেয় ও [illegible] মর্য্যাদা। এ সময় যাহার সহিতই প্রথম [illegible] হয় তাহার সহিতই প্রথমে প্রণাম ও আলি-[illegible] আবশ্যক। কিন্তু সোমপ্রকাশ [illegible] সম্পাদকগণের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ-[illegible] হওয়া অতি সুদূরপরাহত হইলেও, আমরা [illegible] পূজ্যপাদ সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়, [illegible] সহৃদয় পাঠকবর্গকে যথাবিশেষ প্রণাম ও [illegible] করিতেছি, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন [illegible]বর্ত্তী দিনেও সুস্থশরীরে অতিবাহিত করি[illegible]

শারদীয় পূজোপলক্ষে এখানে বিশেষ [illegible] আমোদ প্রমোদ দৃষ্ট হয় না। এ বৎসর এখানে [illegible] খানি শারদীয় পূজা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৭ খানি [illegible] ও ২ খানি চুয়াআনি গ্রামে। পূর্ব্বোক্ত গ্রামে পূজার কিছুমাত্র জাঁকজমক হয় নাই। কেবল [illegible] বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, অন্য বড় বাড়ীর [illegible] খানি যামিনীতে দীপালোক প্রভৃতি [illegible] দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

বিজয়াদশমীর দিবস অন্যান্য বৎসর এখানে [illegible] নৌকার বাচখেলা হইয়া থাকে, এবৎসর [illegible]রূপ হয় নাই। নৌকার বাচখেলা লইয়া সময়ে সময়ে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটে, এবং ঐ দিবস অপরাহ্ন সময়ে [illegible] হওয়ায় অনেকে বাচখেলা দেখিতে [illegible] ২। ৩ জন সৌখিন ধনী [illegible] [illegible] নৌকা বাচখেলার আমোদ [illegible] হইয়া গিয়াছে।

[illegible] এই দিবস [illegible] অঞ্চলের বাঙ্গালা ও মাইনর [illegible] টাঙ্গাইল বিদ্যালয়-গৃহে [illegible] হইয়াছে। [illegible] প্রায় [illegible] জন ছাত্র উপ-স্থিত ছিল। [illegible] ডাক্তার [illegible] এবং [illegible]দিগের [illegible] অন্যান্য লোক [illegible] এই [illegible] জমীদার [illegible] বাবু [illegible] চৌধুরী মহাশয়, আহার দিয়াছেন। [illegible] কার্য্য গুলি অতি [illegible] নাই।

আমরা [illegible] শুনিয়া আসিতেছি যে, টাঙ্গাইল হইতে [illegible] গবর্ণমেন্টের ডাক চলাচলের নিমিত্ত একটী রাস্তা নির্ম্মিত হইবে। অদ্য [illegible] হইতে

শিবালয় পর্য্যন্ত ডাকের

আশ্চর্য্যের বিষয় এ পর্য্যন্ত রাস্তার কোন যোগাড়ই দেখিতেছি না। শিবালয় হইতে টাঙ্গাইল পর্য্যন্ত এই স্থান অতি কদর্য্য; বর্ষার প্রারম্ভে এবং বর্ষান্তে ডাক বাহকদিগের যে প্রকার কষ্ট হয় তাহা বর্ণনা-তীত। বর্ষাকালে ডাক চালাইবার জন্যও নৌকা ভাড়া যথেষ্ট বাড়িত হয়। আর বিশেষ টাঙ্গাইল হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত রাস্তা অনেক দিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে, এক্ষণে টাঙ্গাইল হইতে শিবালয় পর্য্যন্ত ১৪। ১৫ ক্রোশ রাস্তা নির্ম্মিত হইলেই ডাক চলাচল এবং লোক জন চলাচলের কষ্ট একেবারে বিদূরিত হইতে পারে। আমাদিগের টাঙ্গাইলের ডেপুটী মাজি-ষ্ট্রেট [illegible] মৌলবী মহম্মদ [illegible] সাহেব মহোদয় এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট মহোদয় কিঞ্চিৎ মনোযোগী হই[illegible] এই রাস্তাটী নির্ম্মিত হইতে পারে। আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে এক বৎসরে এই রাস্তাটী প্রস্তুত করিতে হইলে সমস্ত ব্যয় বাহুল্যের প্রয়োজন [illegible], কিন্তু এক বৎসরে সমস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ না করিয়া ক্রমে ক্রমে নির্ম্মাণ করিলেই এই কার্য্যটী [illegible] সম্পাদিত হইবে। বস্তুতঃ এই রাস্তাটী প্রস্তুত হইলে ময়মনসিংহ জিলার একটী বিশেষ অভাব [illegible] পারে। ভরসা করি কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদিগের এই বাক্যের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষ পাত করিবেন।

অদ্য প্রায় দুই বৎসর গত হইতে চলিল আমরা [illegible] একটী "লিটেরেরি [illegible]" সংস্থাপন করিতে [illegible] হইয়া পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা পাইয়া-ছিলাম, এবং [illegible] ইহাতে [illegible] ও পত্রিকা দান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে আমরা ভাবিয়া দেখিলাম যে, গ্রাম্য লোক [illegible] কিছুমাত্র উন্নতির আশা নাই, [illegible] বার স্বীকার [illegible] করিয়া পুস্তক বা পত্রিকাদি সংগ্রহ করা যায় তাহার [illegible] এক এক খানি পত্রিকা বা পুস্তক পাঠ করিতে লইয়া যায় তাহাও প্রায় ফিরিয়া আইসে না!! এমত অবস্থায় পুস্তকা-লয় স্থাপন করার প্রয়োজন কি? ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া আমরা এ বিষয়ে ক্ষান্ত পাইয়াছি। স্বদেশের উন্নতি জন্য চেষ্টা করিয়া যদি তাহা দেশের লোকের প্রীতিকর না হইল তবে চেষ্টা করা সর্ব্বতো ভাবে বৃথা।

আজ কাল এখানে দলাদলির আদ্যশ্রাদ্ধ। এই দলাদলির স্রোতে পড়িয়া গ্রাম্য ব্রাহ্মণগুলির সর্ব্ব-নাশ হইতে বসিয়াছে। আমরা বলি যে, স্বজাতীয়ে স্বজাতীয়ে দলাদলি মারামারি কর। এ ঢেউ গরিব ব্রাহ্মণের উপরে যায় কেন? বস্তুতঃ ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে অবশ্য তাঁহাদিগের অভিসম্পাত গ্রহণ করিতে হইবে। যাজনিক ব্রাহ্মণদিগের যজমান হস্তান্তর হইলে তাঁহাদিগের যে কি সর্ব্বনাশ হয় তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যদি দেশে ধর্ম্ম থাকে তবে অবশ্যই ইহার ভোগ ভুগিতে হইবে।

বিগত ১৮ ই আশ্বিন হইতে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ বৃষ্টি অদ্যাপিও (১৩ ই কার্ত্তিক) বিরাম হইল না। জনরব এই যে আগামী ১৮ ই কার্ত্তিক এদেশে একটী বৃহৎ ঝড় হইবে, এ জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়াছে। এক্ষণে হওয়া না হওয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা। বাস্তবিক অতিবৃষ্টিতে রবিশস্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে।

মুঙ্গের।

মুসলমান বাদসাহ ও নবাবেরা অলস, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও নানাপ্রকার ব্যসনাসক্ত ছিলেন। সেই সেই কারণে তাঁহারা রাজকার্য্য দর্শনের অবসর পাইতেন না। রাজ্যমধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিত। শাসনপ্রণালীর কিছু মাত্র উৎকর্ষ ছিল না। পুলিসও যার পর নাই জঘন্য ছিল। যাহারা রক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহারাই প্রায় ভক্ষকের কার্য্য করিত। অন্য অন্য রাজকর্ম্মচারীরাও দস্যুবৎ প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। প্রজার উপরে অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না। সেই পাপে ও প্রজার শাপেই মুসলমান রাজারা উৎসন্ন গেলেন। তাঁহারা নানা দোষে দোষী ছিলেন বটে, কিন্তু নির্ব্বুদ্ধি ছিলেন না। অন্ততঃ তাঁহাদের নবাবগণ সুবুদ্ধি ছিলেন। তাঁহারা মুঙ্গেরকে যে একটা প্রধান আড্ডা করিয়া-ছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যে স্থানটী এখন মুঙ্গের সহর বলিয়া পরিগণিত হয়, উহার স্থান সন্নিবেশ অতি চমৎকার। উহার পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব্ব এই তিন দিকে মুক্তামালার ন্যায় গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণ দিকেও ক্রিয়দ্দূরে পর্ব্বত শ্রেণী বিরাজমান। যে যে শত্রু আসিয়া যে মুঙ্গের হস্তগত করিতে পারিবে, সে পথ ছিল না। মুঙ্গেরে নবাবদিগের অসংখ্য সৈন্য থাকিত। সৈন্যের প্রশস্ত বারিক ও বারুদ ঘর ছিল। ঐ সকল ঘরে এক্ষণে ইংরাজেরা জেলখানা করিয়াছেন। ঐ ঘর গুলির ভিত্তি এমনি প্রশস্ত ও দৃঢ়তর করিয়া নির্ম্মাণ করা হয় যে ঐ ঘর গুলি মুঙ্গের সহর ও মুঙ্গেরের দুর্গ কখন নবাবদিগের হস্ত পরিভ্রষ্ট হইবে, তাঁহারা স্বপ্নেও এ চিন্তা করেন নাই। কিন্তু বিধাতা তাঁহাদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া যে তাঁহাদের বিপরীত স্বভাব-সম্পন্ন দুরন্ত ইংরাজ শত্রু ভারতে আনিয়া উপস্থিত

করিবেন; তাহা কে জানিত। মুঙ্গেরের দুর্গ দৃঢ় নির্ম্মিত। নবাবেরা যে অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন, দুর্গের দক্ষিণের ও উত্তরের দ্বার-দেশ দীর্ঘজীবী হইয়া তাহার পরিচয় দিতেছে। দুর্গের দক্ষিণ দ্বারের বহিঃপৃষ্ঠ দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়; মন্দির ভাঙ্গিয়া তোরণ (ফটক) নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এদেশের মন্দির গুলির ভিত্তি চৌখুপী করিয়া তাহাতে লতা পাতা কাটা ও নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র করা হয় এবং বহুবিধ প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়া থাকে। ঐ দ্বারদেশের উভয় পার্শ্বেই মন্দিরের সেই ভাব স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। উত্তরের ফটকের পার্শ্ব ভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, মন্দিরের প্রতিমূর্ত্তির অবয়ব ভাঙ্গিয়া তাহার দুই একখানি প্রস্তর ঐ পার্শ্বভাগে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নবাবেরা মনে করিয়াছিলেন; মন্দির ভাঙ্গিয়া আনাতে লোকে তাঁহাদের বাহাদুরী বোধ করিবে, কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা সেটী যে তাঁহাদের মূর্খতার কার্য্য হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই।

মুসলমানদিগের অত্যাচারের আর একটী প্রমাণ এই, তাহাদিগের অত্যাচারে হিন্দুরা মুঙ্গের সহর মধ্যে বাস করিতে পারে নাই। এখন হিন্দুদিগের সহর মধ্যে নূতন বসতি হইয়াছে। হিন্দু রাজত্বকালে হিন্দুরা সহর মধ্যে বাস করিত, উক্ত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও প্রবাদবাক্য দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। এখানকার বিজ্ঞলোকেরা বলেন, মুঙ্গেরের নাম মুদ্গল পুরী। এখানে মুদ্গল নামে এক ঋষির আশ্রম ছিল। তিনি মহাপ্রভাব তপস্বী ছিলেন। তাঁহার নামেই মগধের নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া পাঠকগণকে আর গল্প করিয়া তুলিব না। এখানে যখন ঋষি তপস্বীর আশ্রম ছিল, তখন হিন্দু লোকের যে বাস ছিল, তাহা দৃঢ়প্রমাণে প্রতীয়মান হইতেছে। হিন্দুর বাস না থাকিলে নির্জ্জন নিস্পৃহ তপস্বিদিগের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নয়। বিশেষতঃ এখানকার গঙ্গাতীরটী তপোযোগ্য অতি মনোরম স্থান।

আমি মুঙ্গের সহরের মধ্যে দুটী মনোহর স্থান দর্শন করিলাম। এক কেল্লা; দ্বিতীয়, পিরপাহাড়। এই দুটীই অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। ইংরাজেরা কেল্লাটীকে অতি পরিষ্কৃত স্থান করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার মধ্যে অধিক বাড়ী নাই। অধিকাংশ পরিষ্কৃত মাঠ পড়িয়া আছে। তাহাতেই ইহার রম্যতা ও স্বাস্থ্যকারিতা বৃদ্ধি হইয়াছে। কেল্লার পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গাতীরে কষ্টহারিণীর ঘাট নামে যে একটী ঘাট আছে, তাহার উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইলে অপূর্ব্ব শোভা নয়নগোচর হয়। দক্ষিণে প্রায় আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী পর্ব্বতশ্রেণী মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে, সম্মুখে অর্দ্ধ ক্রোশাধিক প্রশস্ত গঙ্গা। তাহারই বা কি অপূর্ব্ব শোভা। তাহার পশ্চিমে গঙ্গার অপর পারে বৃক্ষ শ্রেণী নিকুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এখানে বারাণসীর ন্যায় গঙ্গা উত্তর বাহিনী হইয়াছেন। উত্তর দিকে চাহিয়া দেখিলেও প্রশস্ত গঙ্গা ও তাহার পরপারে নিকুঞ্জবৎ শোভমান বৃক্ষশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। ফলতঃ স্বচক্ষে দর্শন না করিলে এস্থানের শোভার ভাবগ্রহ হওয়া কঠিন।

দুর্গের পরিখা ও প্রাচীর এবং বর্ত্তমান কেল্লাখানার কয়েকটী বাটী, দুই একটী কবর মসীদ ও গোর ভিন্ন মুসলমানদিগের কৃত নিশান অট্টালিকাদির কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। নবাবেরা যে এখানে সময়ে সময়ে বাস করিতেন, তাঁহাদিগের যে অট্টালিকাদি ছিল, তাহার একটী প্রমাণ এই, গঙ্গা যেখানে উত্তরবাহিনী হইয়াছেন, দক্ষিণে এক্ষণে যে রাস্তা হইয়াছে, তাহার নিম্ন দক্ষিণে গঙ্গায় অবতরণশীল সোপান পরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, বেগমদিগের গঙ্গাস্নানার্থ ঐ সোপান নির্ম্মিত হইয়াছিল। ধাপগুলি ক্রমে নিম্নাভিমুখে গিয়াছে, উহার উভয় পার্শ্বে উচ্চ করিয়া গাঁথা আছে। যে স্থানে দাঁড়াইয়া বেগমেরা স্নান করিতেন, সে স্থানটীও বেড়ার রীতিতে ঘের দিয়া উচ্চ করিয়া গাঁথা আছে। কেল্লার পরিধি এক ক্রোশের অধিক হইবে বোধ হয়।

পিরপাহাড়টীও অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার উপরে কলিকাতার মৃত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একটী সুসজ্জিত সুন্দর অট্টালিকা আছে। তাহার ছাদের উপরে উঠিলে জামালপুর মুঙ্গের ও পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী ও গঙ্গার পরম শোভা নয়নগোচর হয়। সেখানে নিরন্তর বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সে বায়ুর স্পর্শ হইলে শরীর ও মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। বাবু প্রসন্নকুমারের একটী নবরত্ন আছে। তাঁহার বাটী ভিন্ন বহিরির বাবু রামলাল মুখোপাধ্যায়েরও একটী ইষ্টকময় বাটী আছে সেটীও রম্য। উপরিস্থ কুটীরাকার একটী ইষ্টক গৃহ আছে, তাহাতে একজন উদাসীন বাস করে। আমি সেই পাহাড়ের উপর হইতে যে শোভা সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা এখনও আমার মনে বিরাজ করিতেছে। ইহার পিরপাহাড় নাম হইয়াছে, তাহার কারণ এই এখানে কয়েকটী পিরের স্থান আছে।

মুঙ্গের হিন্দু সমাজে যে এত প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার দুটী কারণ আছে। এক কাশীর ন্যায় এখানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়াছেন এবং সীতাকুণ্ড নামে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ঐ প্রস্রবণটীর পরিমাণ দীর্ঘ ও প্রশস্থে উভয় দিকেই ১৭॥ হাত। ঐ কুণ্ড হইতে অনবরত ফোয়ারার ন্যায় জল উঠিতেছে এবং সেই জল নির্গত হইয়া গঙ্গায় গিয়া পতিত হইতেছে। ঐ প্রস্রবণ হইতে ফোয়ারার আকারে নিয়ত অনেকগুলি ধারা উঠিতেছে এবং তাহা হইতে ধূম উৎপন্ন হইতেছে। ধূমে গন্ধকের গন্ধ পাওয়া যায়; উহার জল অতি স্বচ্ছ ও আগ্নেয়। কলিকাতার কলের জলও এমন পরিষ্কার নয়। আর্য্যজাতির মন এমনি ধর্ম্মপ্রবণ, যে এই অদ্ভুত প্রকার উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিয়া ও গঙ্গার উত্তরবাহিতা দেখিয়া তাঁহাদের মন মধ্যে একান্ত অনুরক্ত হয় এবং তাঁহারা ঐ গঙ্গাক্ষেত্র ও সীতাকুণ্ডকে তীর্থ মধ্যে গণ্য করিয়া লন। সীতাকুণ্ডের এমনি মাহাত্ম্য হইয়া উঠিয়াছে এবং এত যাত্রী সীতাকুণ্ডে তীর্থ করিতে আইসেও যাত্রীরা এত অর্থ দান করে যে তিন শত ঘর পাণ্ডা স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইতেছে। পাণ্ডাদিগের মধ্যে পঞ্চাশ ঘর ব্রাহ্মণ বিলক্ষণ সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়াছে। পাঠক দেখুন আর্য্যসন্তানদিগের কেমন অদ্ভুত ধর্ম্মানুরাগ। উষ্ণপ্রস্রবণ একটী স্বাভাবিক পদার্থ। তাহাকে অবলম্বন করিয়াই আর্য্যসন্তানদিগের দিন দিন কত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। সীতাকুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনার্থ রাম, লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্ন নামে চারিটী কুণ্ড খাত হইয়াছে। সে চারিটী কুণ্ড পানায় পরিপূর্ণ। পাঁচটী কুণ্ডই ইষ্টক দ্বারা নিবদ্ধ। সীতাকুণ্ডে মানুষ বা অন্য জন্তু পতিত হইয়া পাছে প্রাণত্যাগ করে, এই আশঙ্কায় উহা লোহার রেল দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছে। শুনিলাম ভিখারিলাল চৌধুরী নামে একজন ধনীর দানে ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কয়েকটী কুণ্ড বেষ্টন করিয়া একটী প্রাচীরও নির্ম্মিত হইয়াছে।

মুঙ্গের সহরটী দীর্ঘে দেড় ক্রোশ ও প্রশস্থে এক ক্রোশ হইবে, এখানে প্রায় ৭।৮ হাজার লোকের [illegible] অধিকাংশই বাঙ্গালী। কত যে দোকান আছে, তাহা গণনা করিয়া উঠা ভার, বাজারে প্রায় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। দ্রব্য সামগ্রী সুলভ মূল্য। এখানকার লোকের মানসিক উন্নতি নাই বলিলেই হয়; কিন্তু দৈহিক উন্নতি বিলক্ষণ আছে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই দেহ বিলক্ষণ সবল। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অধিক পরিশ্রম করে। এখানকার এই একটী রীতি দেখিলাম, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে। এটী এখানকার লোকের স্বাস্থ্যের একটী প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। এখানকার মাড়ওয়ারী ও কৈঁয়ে প্রভৃতি মহাজনদিগের স্ত্রীগণ বাহিরে যাইবার সময়ে রঞ্জন

যাগরা পরিয়া থাকে। [illegible] মুসলমানদিগের গাত্র আব- রণ করিবার [illegible] দেওয়া যায় না। পুরুষেরা বস্ত্র দেশীয়দিগের [illegible] সমস্ত গাত্র অনাবৃত করিয়া রাখে।

[illegible] এই এখানকার লোকের [illegible] অধিকাংশ সাধারণো মদ খায় [illegible] কেবল ব্রাহ্মণেরা সকলে খায় না, [illegible] অনেকেও খায় না। এখানে [illegible] মদের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি। এই [illegible] লোকের দুর্দশার একটী প্রধান কারণ।

[illegible] লোকের সংখ্যা অল্প বলিয়া হউক [illegible] নিবন্ধন হউক, এখানে কি [illegible] প্রায় সুখী দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমি একদিন এখানকার জেলখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। এ জেলখানাটী শান্তিপুরের জেল- খানা [illegible] না। আমি উপরে কহিয়াছি [illegible] অধিকাংশ গৃহ নবাবদিগের নির্ম্মিত। ইহারাদিগকে জেল নির্ম্মাণের জন্য বড় অধিক ব্যয় করিতে হয় নাই। আমি বেলা পাঁচটার সময়ে জেলখানায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন হতভাগা কয়েদীদিগের আহারের সময়। কয়েদিদিগকে এক টাকা এগার আনা দশ চাউলের ভাত, একটী পেঁয়োর তরকারী ও ডাইল দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান সকলেরই এক ব্যবস্থা। সকলেই এক স্থানে বসিয়া আহার করিতেছে।

একজন সিবিল সার্জন একবার দুইজন পাচক ব্রাহ্মণের [illegible] দিয়াছিলেন। তাহাতে [illegible] বিষম গোলযোগ ঘটিবার উপক্রম হইয়া- ছিল। [illegible] দুই দিবস আহার করে নাই। [illegible] সিবিল সার্জনের যে কি অভিপ্রায় [illegible] আমি বুঝিতে পারি [illegible] মনে করিয়াছিলেন, ঐ দুই [illegible] রামদূত হনুমানের [illegible] হিন্দু আছে, সব এক জাতি [illegible] এরূপ অতিশয় অত্যাচার। [illegible] কথা আবশ্যক নয়। [illegible] অবিমৃষ্যকারিতা বিজৃম্ভিত [illegible] জাতির ভিন্ন ভিন্নরূপ [illegible] ভোজনের নিয়ম [illegible] কোন অনিষ্ট দেখা যাইতে [illegible] প্রবর্ত্তন করিয়া গবর্ণমে- ণ্টের [illegible] তাহারা কয়েদিদিগের সম্বন্ধে [illegible] কিছুতেই তাহাদিগের ক্ষতি নাই। শুনিলাম দুই দুই জন কয়েদী এক একটী ঘানিতে ছয় সের করিয়া তৈল প্রস্তুত করিয়া দেয়। প্রত্যেক কয়েদির প্রতি যদি প্রতিদিন ছয় আনা করিয়া ব্যয় পড়ে, তাহাদের ক্ষতি হয় না। তাহাদের যে প্রকার আহার ব্যবস্থা দেখা গেল, তাহাতে প্রতি ব্যক্তির প্রতি দুই আনা করিয়া গড়ে ব্যয় পড়ে কি না সন্দেহ স্থল। আমি জেলের মধ্যে একজনও ইউরোপীয় কয়েদী দেখিলাম না। এরূপ স্থলে সিবিল সার্জনকে বড় বেতন দিবার প্রয়োজন [illegible] এসিষ্টাণ্ট সার্জন দ্বারা অনায়াসে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে।

মুঙ্গেরে মাজিষ্ট্রেটী কালেক্টরী রেজিষ্টরী প্রভৃতি কাছারি, একটা ডাক্তারখানা ও একটি উচ্চ শ্রেণীর গবর্ণমেণ্ট স্কুল আছে। দুর্গের এক পার্শ্বে গম্বুজাকার একটী চিত্রশালিকা আছে। তাহাতে অন্যান্য [illegible] ন্যায় প্রায় ৩০ সের ওজনের নবাবী আম- লের একটী লৌহময় গোলা দেখা গেল। নবাব- দিগের [illegible] কামানও ছিল বোধ হইতেছে চিত্রশালিকাটী লকউড সাহেবের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হই- য়াছে। তিনি এদেশীয়দিগের হিতৈষী ছিলেন। এদেশীয়েরা যাহাতে সুশিক্ষিত হয়, তাঁহার সে চেষ্টা বিলক্ষণ ছিল। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় এখানকার স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি প্রায় ২০ বৎসর এখানে আছেন। তিনি কহিলেন, এই কুড়ি বৎসরে যদি কুড়ি জন এদেশীয় ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, যথেষ্ট হইয়াছে। [illegible] প্রমাণ হইতেছে, ইংরাজী শিক্ষা- বিষয়ে [illegible] বিশেষ উৎসাহিত হইবে না। হিন্দী ভাষায় [illegible] প্রবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা [illegible]।

পূজার পূর্ব্বে পুলিস যখন [illegible] হইতে অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইতে [illegible] জামাল- পুরের গ্রামদেবী পাহাড় কালীর বলিদানের খড়্গ খানিও পাণ্ডাদিগের নিকট হইতে লইয়া গিয়া ছিলেন। খড়্গ খানি না থাকায় পাণ্ডারা অনেক দিন পর্য্যন্ত বলি পাইতে পান নাই। সম্প্রতি উক্ত খড়্গ ফেরত দেওয়া হইয়াছে এবং যথানিয়ত বলি- দানও হইতেছে। দেবোত্তর বিষয়ে হাত দেওয়া ভাল নহে। অন্যান্য বন্দুক ও অস্ত্র গুলি নিলামে বিক্রয় করা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় যে যে ব্যক্তির অস্ত্র লইয়া যাওয়া হইয়াছিল নীলামের দিন তাহাদিগকে বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইলে ভাল হইত।

ট্রাফিক ম্যানেজর আফিসের ক্ষীরোদচন্দ্র পালিত নামক একজন মাতাল ও বেশ্যাসক্ত কেরাণী বাবুর সম্প্রতি ২ বৎসর কারাবাস ও একশত টাকা জরি- মানা হইয়াছে। ইনি একবার অত্যন্ত পানাসক্ত বলিয়া কর্ম্মচ্যুত হয়েন এবং কিছু দিনের জন্য সৈয়েদপুর ষ্টেট রেলওয়েতে যাইয়া কর্ম্ম করেন। তথায় অত্যন্ত মাতাল বলিয়া কর্ম্ম যাওয়ায় পুনরায় এখানে আসিয়া ট্রাফিক অফিসে একটী কর্ম্ম পান। এবারকার কর্ম্মটী তাঁহার পক্ষে লাভ জনক হইয়া ছিল। অর্থাৎ তিনি মহাজন প্রভৃতির প্রাপ্য টাকার চেক প্রস্তুত করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইয়া মহা- জনদিগকে পাঠাইয়া দিতেন। ইতি পূর্ব্বে পালিত বাবু কোন মহাজনের টাকা আদায় করিয়া লইয়া মদ্য পান ও পূজার বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া বারবিলাসিনী- দিগকে বিতরণ করিয়া আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। মহাজন টাকার জন্য যত পত্র লেখেন বাবুর হাতে উপস্থিত মাত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। দৈবযোগে একখানি পত্র উক্ত আফিসের কোন সাহেবের হস্তে পড়ায় সাহেব মহাজনের টাকা ফেরত দেওয়া হই- য়াছে কি না এই বিষয় তদন্তের ভার অপর একজন কেরাণীকে প্রদান করেন। সে ব্যক্তি অনুসন্ধানে দেখে যে টাকা মহাজনকে দেওয়া হয় নাই। বহিদ বহির নম্বরের পাতা সকলেরও পরম্পর মিল নাই এবং কয়েকখানি নম্বরের পাতাও বহি হইতে ছিন্ন করা হইয়াছে। সাহেবকে অনুসন্ধানকারী এই বিষয় জ্ঞাত করাইলে সাহেব প্রত্যেক কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করেন এরূপ কাজ কে করিয়াছে। পরিশেষে পালি- তের হাতে এই কর্ম্মের ভার ছিল, তাহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিলে তথায় সে চুরি স্বীকার করে এবং রেলওয়ে পুলিসের হস্তে অর্পিত হইলে কহে ঐ টাকা সে মদ্যপানে [illegible] ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে ; [illegible] তাহার নিকে আছে। তথায় পুলিস [illegible] অনুসন্ধান করিলে আরো ১। ২ খানি বস্ত্র বাহির হয়। সম্প্রতি মুঙ্গেরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিচারে উপরি উক্ত দণ্ড হইয়াছে। জরিমানার একশত টাকা না দিতে পারিলে তৎপরিবর্ত্তে আর ৩ মাস কারাবাস করিতে হইবে।

মুঙ্গেরের খেয়াঘাট মাঝিরা জীর্ণ নৌকা ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তৎ প্রযুক্তই উকীল শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জলমগ্নরূপ বিপদ ঘটে। [illegible] লোকের জন্য খেয়াঘাটের ইজারাদারের [illegible] টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে।

শান্তিপুর।

পরম পিতা পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম প্রসাদাৎ এবৎসর শ্রীপাঠ শান্তিপুরে প্রত্যাশানুরূপ সমারোহের

সহিত শারদীয় মহামহোৎসব পার্ব্বণটী নির্ব্বিঘ্নে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর শান্তিপুর ও সূত্রাগড়ে গড়ে অনুমান ৭০। ৭৫ খানি দুর্গামূর্ত্তির পূজা হইয়াছিল, কিন্তু এবৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ৬০ ৬৫ খানি প্রতিমার পূজা হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর শস্যাদি অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অস্তমিত প্রায় দশা সমুপস্থিতি নিবন্ধন বোধ হয় এবৎসর প্রতিমার সংখ্যা কিছু কম হইয়া থাকিবে। যাহা হউক এ বৎসর নবমী পূজার দিন প্রায় কুত্রাপি অশ্লীল ও অশ্রাব্য সঙ্গীতাদি গীত হয় নাই। তবে ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃসলিলে দুই এক স্থানে ঐরূপ সঙ্গীত গীত হইয়া থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু কালক্রমে তাহাও রহিত হইয়া যাইবে। কারণ পাশ্চাত্যসভ্যতার বাতাসে প্রায় সমুদায় অসভ্য স্থান ক্রমে সভ্য হইয়া উঠিতেছে। শান্তিপুর সভ্য-প্রধান উপনগর বটে, কিন্তু ইহার আভ্যন্তরিক অবস্থা তাদৃশ সুসংস্কৃত ও সুসভ্য নহে; একন্য মধ্যে মধ্যে অদ্যাপি অশ্লীল গালাগালি ও অশ্লীল সঙ্গীতাদি আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। ফলতঃ আজ কাল সমাজের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সুসংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইতেছে। ঈশ্বরেচ্ছায় অতঃপর ইহার অবস্থা অধিকতর উন্নত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

শারদীয় মহোৎসব ও রাসের সময় এখানকার গাড়োয়ানেরা প্রতি বৎসর রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর আসিবার ভাড়া আরোহিদিগের নিকট অত্যধিক হারে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই কুপ্রথা রহিত করণ-ভিপ্রায়ে আমরা অনেক বার অনেক দরখাস্ত করিয়াছি এবং ষ্টেটসম্যান প্রভৃতি সংবাদপত্রে ঐ সম্বন্ধে অনেক বার অনেক প্রস্তাবও লিখিয়াছি, কিন্তু তৎকালিক ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর সহিত কর্ম্মসূত্রে আমাদের মনান্তর জন্মিয়াছিল, একন্য এত দিন বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় নাই। কৃতবিদ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচন্দ্র বসুর কৃপাতে ও আমাদের পৈতৃক পুণ্য প্রভাবিত গাড়োয়ানদিগের এক ঘেটিয়া বাণিজ্য উঠিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু অর্থ-পিশাচ গাড়োয়ানেরা আইনানুসারে আপনাপন গাড়ী ঘোড়া রেজিষ্টরী করাইয়াও পূজার পূর্ব্বে ও পূজার তিন দিন আরোহিদিগের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট ভাড়া অপেক্ষা অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করিয়া লইতে ক্রটি করে নাই এবং মধ্যে উহারা "ধর্ম্মঘট" করিয়া ২। ১ দিন গাড়ী চালান পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, এতন্নিবন্ধন ভদ্র লোকের সমূহ কষ্ট উপস্থিত হয়। অনন্তর এই সংবাদটী উক্ত ডেপুটী বাবুর কর্ণগোচর হইলে স্থানীয় পুলিষের সহায়তায় গাড়োয়ানদিগের "ধর্ম্মঘট" ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু ঐ সকল অত্যাচারী গাড়োয়ানদিগকে আইনানুসারে কিঞ্চিৎ সুশিক্ষা দেন।

এখানকার মিউনিসিপাল স্কুলের কএকজন লক্ষ্মীছাড়া ছাত্র মিলিত হইয়া একটী থিয়েটরের দল করিয়াছে। ঐ দলের দলপতি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বটেন। কিন্তু তাঁহার বুড়া বয়সে ছেলে ধরা রোগ হইয়াছে, একন্য প্রায় সমুদায় সজ্জন ব্যক্তি দুঃখিত। অতএব আমরা অনুরোধ করি, তিনি অবিলম্বে ছেলে ধরা রোগটী পরিত্যাগ করিবেন। কারণ ঐ রোগটী সংক্রামিত হইলে পরিণামে বিষময় ফল ফলিত হইবার সম্ভাবনা।

৺ মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামীর আদ্যশ্রাদ্ধটী অবস্থানুরূপ সমারোহের সহিত সুসম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। ঐ শ্রাদ্ধে তাঁহার মন্ত্রশিষ্য কাগমারী নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী মহাশয় বিস্তর অর্থানুকূল্য করিয়াছিলেন, এতন্নিবন্ধন স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত ষোড়শ ও তৈজসাদি দ্বারা শ্রাদ্ধসভা সুশোভিত হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকদিগকে অবস্থানুরূপ বিদায় করা হইয়াছে। বিদেশীয় অধ্যাপকদিগের আগমন হয় নাই। একন্য তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ আশানুরূপ বিদায় লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, ৺ মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী জীবিতাবস্থায় শান্তিপুর হিতকরী সভায় যে একটী মুদ্রাযন্ত্রালয় দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাহা কি তাঁহার মন্ত্রশিষ্য শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী মহাশয় সংপ্রদান পূর্ব্বক গুরুর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবেন না? দ্বারকানাথ বাবু উক্ত শ্রাদ্ধে যেরূপ অকৃত্রিম গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে যে তিনি গুরুর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে উপেক্ষা করিবেন, এরূপ বিবেচনা হয় না।

মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, [illegible] কাষ্ট জব প্রস্রাব কালীন জ্বালা [illegible] শোণিত স্রাব ও সপূয মেহ [illegible] পায়ে সাদা খড়ির ন্যায় খোসা [illegible] মাথা খোবা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, [illegible] প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সত্বর কাল মধ্যে নিঃশেষ আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ [illegible] ও বিদেশীয় বহুতর রোগী [illegible] করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকা- [illegible]

[illegible] সবিশেষ প্রশংসা [illegible]

এক শিশির মূল্য	২ দুই টাকা
প্যাকিং	৵৹ দুই আনা

[illegible] ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার শ্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত [illegible] জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ু সম্বন্ধ রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং [illegible] জন্য [illegible] সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমস্ত এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ সের [illegible] মূল্য	৪ টাকা।
প্যাকিং ...	৵ আনা।

[illegible]বিলাস।

এই সুপ্রসিদ্ধ তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার [illegible] শিরঃরোগের উপশম হয়। মাথা ধরা, [illegible], কেশপক্ক, মস্তিষ্কহীনতা, [illegible] টাক প্রভৃতি মস্তিষ্কের পীড়া সমূহ নষ্ট হয়। কেশ সকল ঘন, পুষ্ট ও বৃদ্ধি হয় এবং [illegible] দূর হইয়া চক্ষু জ্যোতির্ম্ময় [illegible] ব্যবহার করিলে চুলি, পাচড়া ও [illegible] চর্ম্মরোগ নষ্ট হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা।
প্যাকিং ৵৹ দুই আনা।

[illegible] ঘৃত।

[illegible] যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে [illegible] সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয় [illegible] পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচিত্রতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক [illegible], কম্প [illegible], ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন [illegible] রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵৹ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু লোকনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট
শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯০ নং গ্রে ষ্ট্রীট, শ্যামপুকুর।

এই চিকিৎসালয়ে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ঔষধ, তৈল, ঘৃতাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং নবাবিষ্কৃত ঔষধের তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ হয়

মেহসিন্ধুরস। ইহা সেবনে নিশ্চয় সকল প্রকার মেহ, সপূয মেহ, জ্বালা রক্তপ্রস্রাব ৩ দিবসের মধ্যে নিঃশেষ আরোগ্য হয়। শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵৹ আনা।

মাধবি কুসুম তৈল। ইহা ব্যবহারে কেশ পুষ্ট ও ঘন হইয়া টাক আরোগ্য হয়। মস্তিষ্কের উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া, শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, মন হুহু করা ও মূর্চ্ছাদি বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। ইহা মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট। ১ শিশির মূল্য ১, । প্যাকিং ৵৹ আনা।

কামোদ্দীপক রসায়ন। ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, শিথিল ইন্দ্রিয় ও ধ্বজভঙ্গাদি রোগ বিনষ্ট হয় ও শরীর স্থূল, সবল ও বীর্য্যবান হইয়া রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ১ শিশির মূল্য ৩, । প্যাকিং ৵৹ আনা।

রবিসুন্দর রস। ইহাতে সকল কোষবৃদ্ধি, একাশিরা, বাতশিরা, শ্লীপদাদি রোগ আরোগ্য হয়। ১ কৌটার মূল্য ১। প্যাকিং ৵৹ আনা।

অর্শারি রসায়ন। ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় সকল প্রকার অর্শ একেবারে আরোগ্য হয়। সপ্তাহ মধ্যে বলি খসিয়া পড়ে। ১ শিশির মূল্য ২, । প্যাকিং ৵৹ আনা।

কথা সরিৎ-সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৷৹ টাকা। ডাক মাসুল ৴৹ আনা। গ্রহণার্থী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

শারীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবেনা। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর ৴৹ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক ঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ — " মবন্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " — ২৮ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ২৪ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৮। ৮ ই নবেম্বর। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸৹, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

ডাকঘরসম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন

... ... সালের ৩১ এ অক্টোবর তারিখ হইতে কর্ড ও লুপ লাইনের মেল ট্রেণ শীঘ্র ছাড়িবে বলিয়া কলিকাতা ও তৎঅধীনস্থ ডাকঘর সকলে ডাক বন্ধ হইবার সময় পরিবর্ত্ত হইল। সর্ব্বসাধারণ বিশেষ করিয়া মনে রাখিবেন যে, যে সকল ডাক এক্ষণে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা ও ৩॥ ঘটিকাতে লুপ ও ... দিয়া যাইবে বলিয়া বন্ধ হয়, তাহা ভবিষ্যতে ৩ টা ও ৬ টার সময়ে বন্ধ হইবেক। আরো জানা আবশ্যক যে ইনসিওর্ড (Insured) রেজিষ্টরী কলিকাতা ডাকঘরে অপরাহ্ণ ৫ টা পর্য্যন্ত না হইয়া ... ঘটিকা পর্য্যন্ত লওয়া হইবেক এবং কলিকাতার অধীনস্থ যে যে ডাকঘরে ইনসিওর্ড ... রেজিষ্টরী চিঠি লওয়া হয়, তাহাতেও ৪ টা পর্য্যন্ত লওয়া হইবেক। অপর সাধারণ রেজিষ্টরি চিঠি ও পারসেল ৪ টা পর্য্যন্ত লওয়া

কলিকাতা জেনরল পোষ্টাপীসের যে যে সময়ে ডাক বন্ধ করা হয়।

যে যে স্থানের নিমিত্ত।	চিঠি।	রেজিষ্টরী চিঠি।	মূল্য মাসুল ও অতিরিক্ত ।০ এক আনা লেট লেটার ফি দেওয়া হইলে যে সময় পর্য্যন্ত চিঠি লওয়া যায়।
হাওড়া ও এসেনসোল মধ্যে যে সকল ষ্টেষণ আছে এবং লুপ লাইনে খানুজংসন ও রামপুর হাটের মধ্যে যে সকল ষ্টেষণ।	এ, এম, ৫ । ৩০ (a)		পি, এম, ৫।০
হাওড়া।	এ, এম, ৬।০ (a) ৮ । ৩০ (a) পি, এম, (a) ২।০		পি, এম, ৫।০ ৫।০ ১ । ৩০
ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের বারাকপুর ও গোয়ালন্দর মধ্যে যে সকল ষ্টেষণ আছে	এ, এম, ৬ । ৩০ (a)		পি, এম, ৫।০
সোদপুর, বারুইপুর এবং কেনিং টাউন ...	৮ । ৩০		৫।০
দমদম	৮ । ৩০		৫।০
ঐ বশিরহাট এবং শাতক্ষীরা	পি, এম, ৬ । ৩০		পি, এম ৫।০ ৭।০
নর্দান বেঙ্গল রেলওয়ের সমস্ত ষ্টেষন এবং রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলা সমূহের সমুদায় স্থান ও আশাম প্রদেশ	এ, এম ১২।০		এ, এম ১২।০
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লুপ লাইনের সমুদায় ষ্টেষণ এবং বীরভূম মুরশিদাবাদ সওতাল পরগণা মালদহ, পুরনিয়া, ভাগলপুর এবং মুঙ্গের জেলা সমূহের সমুদায় স্থান	পি, এম ৩।০		পি, এম ২ । ৩১
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সমস্ত ষ্টেষণ এবং কৃষ্ণনগর, যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা বরিশাল, ঢাকা ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলা সমূহের সমুদায় স্থান	পি, এম, ৬ । ৩০		পি এম ৫।০ পি এম ৭।০
ডায়মণ্ড হার্বর এবং বেহালা	পি এম, ৬ । ৩০		পি এম পি এম পি এম ৫।০ ৭।০
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের মেন ও কর্ড লাইন এবং বাকুড়া মানভূম হাজারিবাগ রাঞ্চি সিংহভূম জেলা সমূহের সমস্ত স্থান এবং বেহার উত্তর পশ্চিম প্রদেশ পঞ্জাব সিন্ধু রাজপুতনা মধ্যপ্রদেশ বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ সমুদায় স্থান	পি এম, ৬।০		পি এম পি এম পি এম ৫।০ ৬ । ৩০
উলুবেড়িয়া এবং মেদিনীপুর বালেশ্বর কটক পুরী ও মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ ভিজিগাপাটম পর্য্যন্ত	পি এম, ৬ । ০০		পি এম পি এম পি এম ৫।০ ৭।০
কর্ড মেল ট্রেণ যে সকল ষ্টেষণে লাগিবেক অর্থাৎ হুগলী চুচুড়া পাণ্ডুয়া ব্যতীত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সমুদায় ষ্টেষণ	পি এম ৫।০		পি এম পি এম ৪ । ৩০

(a) রবিবারে এই সকল স্থানে এই সময়ের ডাক যায় না। টাকা প্রতি শনিবারে এক অতিরিক্ত ডাক হাবড়াতে অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকার সময় প্রেরণ করা হয়।

কলিকাতার অধীনস্থ রিসিভিং আফিস সকলে যে যে সময় ডাক বন্ধ করা হয়

	রিসিভিং আফিসের নাম ও সাঙ্কেতিক অক্ষর।	প্রথম ডাক প্রেরণের সময় এ, এম,	দ্বিতীয় ডাক প্রেরণের সময় এ এম,	তৃতীয় ডাক প্রেরণের সময় পি এম,	চতুর্থ ডাক প্রেরণের সময় পি এম,
১	বাগবাজার N	৭। ৪০	৯। ৫৫	২। ০	৫। ৩৫
২	বিডন স্কোয়ের NC	৭। ৫৫	১০। ১০	২। ১৫	৫। ৪০
৩	সিমলা NE	৮। ০	১০। ১৫	২। ২০	৫। ৪৫
৪	বহুবাজার C	৮। ১০	১০। ২৫	২। ৩০	৫। ৪৫
৫	বালিয়াঘাটা E	৭। ৫৫	৯। ৫৫	২। ৫	৫। ৩০
৬	নাপিত বাজার EC	৮। ৫	১০। ২০	২। ২০	৫। ৪৫
৭	ধর্ম্মতলা WC	৮। ১০	১০। ২৫	২। ২৫	৫। ৪৫
৮	ভবানীপুর S	৭। ৫০	১০। ৫	২। ১০	৫। ৪০
৯	ওএলেসলি ষ্ট্রীট SC	৮। ৫	১০। ২০	২। ২৫	৫। ৪৫
১০	পার্কষ্ট্রীট P	৮। ১০	১০। ২৫	২। ৩০	৫। ৪৫
১১	গার্ডেন রিচ W	৭। ১৫	৯। ৪৫	১। ৩০	৫।
১২	আলীপুর A	৭। ৪৫	১০। ৫	২। ১০	৫। ৪৫
১৩	খিদিরপুর SW	৮। ০	১০। ৩০	২। ২৫	৫। ৪৫

মন্তব্য।

রিসিভিং আফিস সকল হইতে প্রত্যেক রবিবারে নিউইয়ারস্‌ডে গুড ফ্রাইডে এবং ভারতেশ্বরীর জন্ম দিবসে কেবল দুই বার (অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ) ডাক প্রেরণ করা হয়।

কলিকাতা জেনেরল পোষ্ট আফিসে পার্শেল মেল বন্ধ হইবার সময়

যে যে স্থানের নিমিত্ত	বন্ধ করিবার সময়।	ইনসিওর্ড পারসেল
বর্দ্ধমানের পশ্চিম ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ড লাইন এবং লুপ লাইনের সকল ষ্টেষণ এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বিভাগ. (লাহোর এবং পঞ্জাব প্রদেশস্থ লাহোরের পশ্চিম স্থান সকল ও বোম্বাই সহর ও বোম্বাই দিয়া যে যে স্থানে পাঠান যায় সেই সকল স্থান ব্যতীত)	পি এম ৩০	পি এম ২। ৩০
এন বি ষ্টেট রেলওয়ের সমুদায় ষ্টেষণ এবং দারজিলিং জেলার সমুদায় স্থান ও আসাম প্রদেশ	এ এম ১১। ১৫	এ এম ১১। ১৫
ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের সমুদায় ষ্টেষণ এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হাওড়া ষ্টেষণ হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ও মানভূম, বাকুড়া, হাজারিবাগ, রাঞ্চি, সিংভূম, মেদনীপুর, বালেশ্বর, কৃষ্ণনগর, যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা, বরিশাল, ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, এবং কাছাড় জেলার সমুদায় স্থান	পি এম	পি এম

টীকা সাধারণ পারসেল সকল অপরাহ্ন ৫ ঘটীকা এবং ইনসিওর্ড পারসেল অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যায় কিন্তু যে সকল পারসেল উপরোক্ত সময়ের পূর্ব্বে দাখিল হইবে কেবল সেই সকল সেই দিবসের ডাকে রওয়ানা হইবেক।

কলিকাতা জেনেরল পোষ্ট আফিস ও তৎঅধীনস্থ রিসিভিং আফিসে যে যে সময় ডাক বিলি করা হয়।

নং	অক্ষর।	প্রথম বিলি	দ্বিতীয় বিলি	তৃতীয় বিলি	চতুর্থ বিলি	মন্তব্য।
		এ, এম,	এ, এম,	পি, এম,	পি এম,	
	জেনেরল পোষ্ট আফিস	৭। ১৫	৯। ১৫	১। ০	৪। ৩০	প্রত্যেক রবিবার এবং উল্লিখিত ছুটির দিবস সকলে কেবল এক পাই মাত্র (অর্থাৎ যে সময়ে দ্বিতীয় বিলির সময় প্রদর্শিত হইল সেই সময়) ডাক বিলি করা হয়।
	বড়বাজার C .	৭। ৩৫	৯। ৫৫	১। ১৫	৫। ৫	
	সিমুলিয়া NE . .	৭। ৪৫	১০। ৫	১। ৪৫	৫। ১৫	
	বিডন স্কোয়ার NC .	৭। ৫০	১০। ১০	১। ৫০	৫। ২০	
	বাগবাজার N .	৮। ৫	১০। ২৫	১। ৫	৫। ৩৫	
	ধর্ম্মতলা WC .	৭। ৩৫	৯। ৫৫	১। ৩৫	৫। ৫	
	নারিকেলডাঙ্গা EC .	৭। ৮০	১০। ০	১। ৪০	৫। ১০	
	বালিয়াঘাটা E .	৭। ৫০	০	১। ৫০	৫। ২০	
	পার্কষ্ট্রীট P .	৭। ৩০	৯। ৫৫	১। ৪০	৫। ১০	
	ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট SC .	৭। ৩৫	১০। ৫	১। ৪৫	৫। ১৫	
	ভবানীপুর S .	৭। ৫০	১০। ২০	২। ৫	৫। ৩০	
	খিদীরপুর SW .	৭। ৩৫	১০। ০	১। ৫০	৫। ১৫	
	আলীপুর A .	৭। ৫০	১০। ১৫	২। ৫	৫। ৩০	
১৩	গার্ডনরিচ W .	৮। ১০	১০। ৩৫	২। ১৫	৬। ০	

বিশেষ দ্রষ্টব্য। এই সকল বিলির সময় মেল ট্রেন আসিয়া পৌঁছিবার সময় সাপেক্ষ।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ এ অক্টোবর তারিখ হইতে কর্ডলাইন মেল ট্রেনে প্রেরণ নিমিত্ত হাওড়া রেলওয়ে রিসিভিং আফিসে মান্দ্রাজ সময় অপরা ৭ ঘটিকা অর্থাৎ কলিকাতার সময় ৭।৩১ পর্য্যন্ত চিঠি দেওয়া হইলে তাহাতে কোন লেট লেটার ফিঃ লাগিবেক না কিন্তু ঐ সময়ের পর কেবল পুরা মাসুল যুক্ত চিঠি ও লেট লেটার ফিঃ অর্থাৎ অতিরিক্ত ৵০ মাসুল ডাক টিকিট খামায় দেওয়া হইলে উক্ত রিসিভিং আফিসের খিড়কিতে (Window) মান্দ্রাজ সময় অপরাহ্ন ৭। ১৫ অর্থাৎ কলিকাতার সময় ৭। ৫৮ পর্য্যন্ত লওয়া যাইবেক।

কলিকাতা জেনেরল পোষ্ট আফিস

১৯ এ অক্টোবর ১৮৮০

ই, সি, ডর্জ্জ

পেসিডেন্সি পোষ্টমাষ্টার।

প্রেরিতপত্র ॥

কুইন ইন ব্যবহার।

যত প্রকার রোগ আছে, তাহার মধ্যে জ্বর প্রধান ও অধিক মারাত্মক। জ্বররোগে যত লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে অন্য কোন রোগে তত লোকের মৃত্যু হয় না। কয়েক বৎসর হইতে আমাদের বাঙ্গালা দেশে এবং গত বৎসর হইতে এই পশ্চিমাঞ্চলেও সেই জ্বরের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রায় এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না যিনি এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত না হইয়াছেন। ইহার যত প্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে কুইনাইন তাহাদের মধ্যে প্রধান। কিন্তু অনেকেই কুইনাইন প্রয়োগের নিয়ম জানেন না বলিয়া, এমন কি ডাক্তারদিগের মধ্যেও এ বিষয়ে মতভেদ আছে বলিয়া এই মহৌষধ দ্বারা সর্ব্বসময়ে আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারা যায় না।

কিছু দিন হইল ধাত্রীশিক্ষা ও শরীরপালন প্রণেতা খ্যাতনামা ডাক্তার বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "গৃহস্থ আর পাড়া গাঁয়ের ডাক্তারদের জন্য" "সরল জ্বরচিকিৎসা" নামক এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। পুস্তকখানির মূল্য ২৷০ টাকা অথচ এখনও জ্বরের সমস্ত চিকিৎসা শেষ হয় নাই, ইহা গ্রন্থের প্রথম ভাগ মাত্র। কিরূপ প্রণালীতে কুইনাইন প্রয়োগ করা উচিত, যদু বাবু তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে তাহা সবিস্তরে বর্ণনা করিয়াছেন সাধারণ লোকের উপকারার্থ এবং অন্যান্য বিচক্ষণ ডাক্তারদিগের মত জিজ্ঞাসার্থে আমরা পুস্তকের সেই অংশ টুকু (১) এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"এখন কুইনাইন খাওয়ার কথা বলি। আগেই বলিয়াছি যে, ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই রোগীকে কুইনাইন দিবে। নৈলে অনেক জায়গায় কুইনাইন খাওয়াইবার সময় পাওয়া যায় না। কুইনাইন খাওয়াইবার নিয়ম অনেকে অনেক রকম বলেন। কিন্তু আমি দেখিতেছি ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই ১০ গ্রেণ, আবার জ্বর আসিবার দুই ঘণ্টা আন্দাজ আগে ১০ গ্রেণ, আর এর মধ্যে দুই ঘণ্টা অন্তর দুই গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইলে ১০০ র মধ্যে ৯৯ জায়গায় জ্বর আসা বন্ধ হয়। এ রকম করিয়া কুইনাইন খাওয়াইলে চিকিৎসক কোন জায়গায়

(১) আমরা মূল গ্রন্থ দেখি নাই। তাহা সমালোচন কালে বঙ্গদর্শনকার তাহা হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহাই লিখিয়া দিতেছি।

অপ্রতিভ হইবেন না। মনে কর আজ বেলা ৮ টার সময়ে জ্বর আসিল, সেই জ্বর রাত্রি ৮ টার সময়ে ছাড়িল অর্থাৎ যেমন ঘাম হইতে আরম্ভ হইল, অমনি ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। তার পর দুই ঘণ্টা অন্তর অর্থাৎ রাত্রি ১০ টার সময় একবার, ১২ টার সময় একবার, ২ টার সময় একবার, ৪ টার সময় একবার দুই গ্রেণ করিয়া কুইনাইন খাওয়াইলে। ভোর ৬ টার সময়ে অর্থাৎ আবার জ্বর আসিবার ২ ঘণ্টা আগে ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। বেলা ৮ টার সময়ে জ্বর আসার কথা কিন্তু জ্বর আসিল না। রোগীর কাণ ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল। তিন ঘণ্টা রোগীকে কুইনাইন দিলে না। বেলা ১১ টার সময়ে ২ গ্রেণ কুইনাইন দিলে। বেলা ২ টার সময়ে আর ২ গ্রেণ দিলে তার পর ৬ টার সময় আবার ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। যদি বল, ৬ টার সময় আবার ১০ গ্রেণ কুইনাইন দিবার দরকার কি? আমি অনেক জায়গায় দেখিয়াছি, যে সময় জ্বর আসিবার কথা, কুইনাইন খাওয়াইয়া যদি সে সময়ে জ্বর আসিতে না দাও, তবে তার ১২ ঘণ্টা পরে আবার জ্বর আসে। বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসিবার কথা, কুইনাইন খাওয়ান হইয়াছিল বলিয়া সে সময়ে জ্বর আসিল না। রোগী মনে করিল আজ আর জ্বর আসিবে না। চিকিৎসকও তাই বলিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু রাত্রি ৮ টার সময় আবার জ্বর আসিল। চিকিৎসকের কাছে সংবাদ গেল। চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন তাই ত জ্বর আসিবার ত কথা নয়, তবে কেন এ রকম হইল? সেই জন্য বলছি, যে সময়ে জ্বর আসিবার কথা, সে সময় জ্বর না আসিলে তার দশ ঘণ্টা পরে ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দেওয়া ভাল। তার পর দেখিলে রাত্রি ৮ টার সময়েও জ্বর আসিল না। এখন নিশ্চিন্ত হইলে। রাত্রে রোগীকে আর কুইনাইন না দিলেও চলে। কিন্তু ভোর ৬ টার সময় আবার ১০ গ্রেণ কুইনাইন দেওয়া চাই। তার পর বেলা ৩ টা পর্য্যন্ত দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ২ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন দিলে। ৬ টার সময় একেবারে ৫ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। রাত্রি ১০ টার সময় ৫ গ্রেণ দিলে। রাত্রে আর কুইনাইন দিবার দরকার নাই। তার পর ভোর ৬ টার সময় ৫ গ্রেণ কুইনাইন দেওয়া চাই।

মনে কর, সোমবার দিন বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসে, আর সেই জ্বর রাত্রি ৮ টার সময় ছাড়ে। তার পর ঐ নিয়মে কুইনাইন খাওয়াইয়া বৃহস্পতিবারের ভোর পর্য্যন্ত জ্বর আসিতে দিলে না। এখন কি করিবে? কুইনাইন বন্ধ করিবে না, এখনও জ্বর আসার আশঙ্কা করিয়া অল্প মাত্রায় নিয়মক্রমে কুইনাইন খাওয়াইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলে আর নিয়মক্রমে কুইনাইন খাওয়ানই উচিত বলিয়া বোধ হইবে। কেন না যে জ্বর রোজ আসে, কুইনাইন খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পর যদি আর কুইনাইন না খাওয়াও, তবে আট দিনের দিনে আবার জ্বর আসে। এতেই লোকে বলে কুইনাইন খাইলে জ্বর আটকাইয়া যায়। শরীর থেকে জ্বর একেবারে যায় না। ফল কিন্তু তা নয়। এরকম ভাবাই লোকের ভুল। এই ভুলের জন্যই সাধারণের কাছে, বিশেষ ইতর লোকদের মধ্যে কুইনাইনের তত আদর নাই। জ্বরে জ্বরে খোলা করিয়া ফেলিতেছে, তবু জ্বর আটকাইবার ভয়ে কুইনাইনের কাছেও যাইতেছে না। ইতর লোকদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই এইরূপ ঘটে। এর ফল এই যে, চারি আনার কুইনাইন আনিয়া খাইলে যে জ্বর সারিত, সেই জ্বরে জীবনটা নষ্ট হয়। এ দুঃখ কি রাখিবার জায়গা আছে! পাড়াগাঁয়ে লোকে ত এই জন্যেই এত মরে। তবেই দেখ যে জ্বর রোজ আসে, কুইনাইন খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পর আট দিন পর্য্যন্ত কুইনাইন খাওয়ান বড় দরকার। তবে জ্বর বন্ধ হওয়ার পর দুই তিন দিন যে বাঁধাবাধি করিয়া কুইনাইন খাওয়াইতে হয়, তার পর তেমন করিবার দরকার নাই। বাঁধাবাধি করিয়া কুইনাইন খাওয়াইবার কথা এই মাত্র বলিয়াছি। রোজ সকালে ৫ গ্রেণ আর সন্ধ্যার আগে তিন গ্রেণ খাইলেই হয়। আট দিন পর্য্যন্ত এই নিয়মে কুইনাইন খাওয়া চাই।"

যদুবাবু কুইনাইন খাইবার যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা শুনিলেই ভয়ের সঞ্চার হয় এবং মনে মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়, আট দিনে ১১২ গ্রেণ কুইনাইন খাইয়া কেহ কি সহ্য করিতে পারে? তাঁহার ব্যবস্থামতে কুইনাইন খাইতে হইলে প্রথম চারি দিন ১২ গ্রেণ তার পর পাঁচ দিন ৪০ গ্রেণ কুইনাইন খাইতে হইবে। এত অধিক কুইনাইন খাইবার ব্যবস্থা আমরা যে কয়েকখানি ডাক্তারি গ্রন্থ দেখিয়াছি তাহার কোন খানিতেই নাই; অপর কোন ডাক্তারের মুখে এত অধিক কুইনাইন খাওয়াইবার কথাও কখন শুনি নাই। সম্প্রতি আমি নিজে জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়াছিলাম, দুই দিনে ২৭ গ্রেণ কুইনাইন খাইয়া কান ভোঁ ভোঁ করিয়া, পূর্ণ রোগের ন্যায় এক প্রকার অসুখ হইয়া বড় কষ্ট পাইয়াছিলাম। তাই আমি এখানে অন্যান্য বিচক্ষণ ডাক্তারদিগকে বিনীত অনুরোধ করিতেছি যদুবাবু কুইনাইন খাইবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা প্রশস্ত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়া সাধারণ লোকের উপকার করেন। সাধারণ লোকদিগেরও কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের মধ্যে কখনও জ্বররোগ হইলে তাঁহারা যদুবাবুর ব্যবস্থানুসারে কুইনাইন ব্যবহার করিয়া তাহার যাহা ফল হইবে তাহা অপর সাধারণকে জ্ঞাত করেন। কুইনাইন যে জ্বরের মহৌষধ তাহা এক প্রকার সর্ব্ববাদী সম্মত, ইহার ব্যবহার দোষেই আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না যদুবাবু কুইনাইন ব্যবহারের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা এক প্রকার নূতন বলিতে হইবে, সুতরাং ইহার দ্বারা মহান্ ফল লাভ হইলেও হইতে পারে, ইহা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। এখানে আর একটী কথা, যদুবাবুর ব্যবস্থানুসারে কুইনাইন ব্যবহার করিতে হইলে দুই এক দিন রাত্রে রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কারণ প্রতি ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর দিন রাত্র কুইনাইন ব্যবহার করিতে হইলে কখনই নিদ্রার আশা করা যাইতে পারে না। অতএব কুইনাইন খাওয়াইবার জন্য রোগীকে দিন রাত্রি জাগাইয়া রাখা উচিত কি না এখানে ইহারও সদুত্তরের প্রয়োজন হইতেছে।

যমুনিয়া
৩০ অক্টোবর ১৮৮০ } শ্রীভগবতীচরণ দে।

সোমপ্রকাশ

২৪ এ কার্ত্তিক সোমবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর বা গবর্ণরজেনেরলগণ যখন ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করেন, তখন ইংলণ্ডের অনেক সভা তাঁহাদিগকে বিদায় সূচক অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন; কেহ উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে, কেহ নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার বিষয়ে, কেহ কাপড়ের শুল্কের বিষয়ে এইরূপ অনেক অনেক বিষয়ে অনুরোধ উপরোধ জানাইয়া থাকেন। মান্দ্রাজের ভাবী গবর্ণর আডাম সাহেব ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতেছেন সুতরাং তাঁহাতে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? তাঁহাকে বিদায় সূচক অভ্যর্থনা প্রদর্শনার্থ একটী ভোজের আয়োজন করা হয়। উক্ত সভাতে আডাম সাহেব মধ্যআসিয়া সংক্রান্ত রাজনীতি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন। ঐ সকল কথা পাঠ করিয়া আমরা নিতান্ত প্রীত হইলাম, কারণ আমরা এতৎসম্বন্ধে অনেকবার যে পরামর্শ দিয়া আসিতেছি তাহার সহিত আডাম সাহেবের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, অবিলম্বে রুশিয়ার সহিত সন্ধি পত্র দ্বারা মধ্য আসিয়াতে উভয় রাজ্যের সীমান্ত নির্দ্দেশ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। পাঠকগণের

স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা কয়েক দিন পূর্ব্বে ঠিক এই পরামর্শ দিয়াছি। বলিতে কি, যে স্ত্রীর চরিত্রে বিশ্বাস নাই তাহাকে লইয়া সংসার ধর্ম্ম করা যেমন ভদ্রলোকের পক্ষে নরকযন্ত্রণার সমান, সেইরূপ সর্ব্বদা একজন প্রতিবাসিরাজার অসদভিসন্ধির আশঙ্কায় কালযাপন করা ভদ্রলোকের পক্ষে অসহ্য ক্লেশ। যদি কিছু পরিমাণে কোন সুখের ব্যাঘাত করিয়াও এই যন্ত্রণার অবসান করা যায়, ভদ্রলোকের পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য। যাহার শত্রুতার ভয়ে আশঙ্কাতে কালহরণ করিতে হয়, সাহসী ও উদার লোকের ন্যায় সদ্ভাব দ্বারা সেই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পরিণত কর। ইংলণ্ড রুশিয়াকে বলুন; "দেখ পাছে তুমি কোন দুরভিসন্ধি খেলিতেছ এই সন্দেহে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর অন্যথা পাছে আমি গোপনে কোন অনিষ্ট করি এই আশঙ্কায় থাকা তোমারও পক্ষে ক্লেশকর; এস দুই জনে পরামর্শ করিয়া পরস্পরের সীমান্ত নির্দ্দেশ করিয়া লই; আমি বা তুমি কেহই সে রেখা অতিক্রম করিব না। অনেক ইংরাজ বলিয়া থাকেন, রুশিয়া শঠ, চতুর ও বিশ্বাসঘাতক, তাঁহাদের সন্ধিপত্রে বিশ্বাস নাই। বলি, তাহারা ত ব্রহ্মদেশীয় বা আফগানদিগের অপেক্ষা বিশ্বাস ঘাতক নয়, ইহাদের সহিত সন্ধি বন্ধন করিয়া সুস্থির থাকিতে পার, তোমাদের ন্যায় একটী সভ্য জাতির সহিত কি সন্ধিবন্ধন করিতে পার না? যদি বল আফগানিস্থান ও ব্রহ্মদেশ দুর্ব্বল, আমরা সবল সুতরাং আমাদের সন্ধিপত্র ভাঙ্গিতে তাহাদের সাহস হইবে না কিন্তু রুশিয়ার সেরূপ কোন ভয় নাই। যদি তাহাই হয় যে পথ দিয়া যাও পরিণামে যুদ্ধ ঘটনা হইবে। ঈর্ষ্যা ও আশঙ্কার পথে যাও এ ভাব পরিণামে বিগ্রহ উপস্থিত করিবে; সন্ধি বন্ধনের পথে যাও তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা বিগ্রহ উপস্থিত করিবে। অতি অনিষ্ট ফল ঘটিলেও ইহার অধিক কিছু ঘটিবে না। কিন্তু রুশিয়া যদি বিশ্বাস ঘাতকতা করে তখন ইংলণ্ড রুশিয়াকে শাস্তি দিবার পক্ষে ধর্ম্ম বলের সাহায্য পাইবেন। প্রথম পথে তাহা পাইবেন না।

স্কটলণ্ডের এডিনবরা নগরের কতকগুলি লোক আডাম সাহেবকে মান্দ্রাজের নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করিবার জন্য তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ কতকগুলি লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। যাহাতে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষার ভার নিজ স্কন্ধে না রাখিয়া সেই অর্থে নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার সদুপায় করেন সেই অনুরোধ করাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। ইহাঁরা কে? অদ্যাবধি তাড়িত সংবাদে তাহা প্রকাশ পায় নাই কিন্তু আমাদের জানিতে বাকি থাকিতেছে না। ইহাঁরা খ্রীষ্টীয় পাদরিদিগের পক্ষীয় লোক। ইহাঁদের উদ্দেশ্য এই গবর্ণমেণ্ট কলেজ গুলি উঠাইয়া দিন; উচ্চ শিক্ষা দেশের লোকের ও অপর লোকের হস্তে থাকুক; কলেজ গুলি হয় তাহারা খুলুক, গবর্ণমেণ্ট সেই অর্থ সামান্য লোকদিগের শিক্ষার জন্য ব্যয় করুন। ভারতবর্ষের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অশিক্ষিত সে জন্য যে এই খ্রীষ্টশিষ্যদিগের প্রাণ কাঁদিয়াছে এরূপ বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট কলেজগুলি উঠিয়া গেলে, তাঁহারা অনেকগুলি যুবা পুরুষের শিক্ষার ভার প্রাপ্ত হন, এইটীই বোধ হয় তাঁহাদের গূঢ় ইচ্ছার কারণ। বর্ত্তমান সময়ে কি নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা কি উচ্চ শিক্ষা যে কিছু শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, ইহার কোনটীর প্রতি আমারা সন্তুষ্ট নই। যে শিক্ষাতে মানুষ কাজের লোক হয় যাহাতে সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের নানাপ্রকার উপায় হয়, সেরূপ শিক্ষা হইতেছে না। লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের সুখ না থাকুক, যদি দেখি তাহাদের বাস্তবিক মানসিক উন্নতি হইয়াছে, বুদ্ধি মার্জ্জিত ও পরিপক্ক হইয়াছে, স্বাবলম্বনের শক্তি জন্মিয়াছে; জ্ঞান তৃষ্ণা বাড়িয়াছে, চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, চিন্তা শীলতা বিকশিত হইয়াছে, তাহা হইলে অনাহার ক্লেশ মার্জ্জনা করিতে পারি। কিন্তু তাহাই বা কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ভ প্রসূত অনেক বি এ, এম এর দশা দেখিলে যুগপৎ ঘৃণা ও দুঃখের উদয় হইয়া থাকে। তাহাদের অধিকাংশের চরিত্র অন্তঃসারবিহীন; ধর্ম্মাধর্ম্ম বুদ্ধি নিতান্ত চপল; ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের অপ্রতুল নাই; দাম্ভিক, লঘুচিত্ত ও সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে আস্থাবিহীন। যে শিক্ষার ফল এই, তাহার প্রতি আমাদের অধিক শ্রদ্ধা নাই। নিম্নশ্রেণীর শিক্ষাও নাম মাত্র। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের এরূপ বোধ হয় না যে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষার ভার নিজহস্তে রাখিবেন না এমন দিন উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতাতে বরং একদিন চলিতে পারে কিন্তু বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে এ নিয়ম এখনও অবলম্বিত হইতে পারে না।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধানের উপায়।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, তন্মধ্যে আবার বঙ্গদেশ। কৃষিই এখানকার প্রজাদিগের প্রধান অবলম্বন। জগদীশ্বরও এই ভূমিকে এরূপ উর্ব্বরা ও শস্য শালিনী করিয়াছেন যে এখানে অতি অল্প আয়াসে কৃষক আপনার শ্রমের ফল লাভ করিয়া থাকে। এই জন্যই বোধ হয় কৃষিকার্য্যের উন্নতির দিকে কৃষকের দৃষ্টি পড়ে না। কিন্তু একথা যথার্থ যে যদি কৃষকগণের আরও পারদর্শিতা থাকিত তাহা হইলে এই ভূমিতেই এখনকার অপেক্ষা তিন গুণ লাভ হইত। আমাদের কৃষকেরা এ সন্ধান জানে না, অজ্ঞতাবশতঃ অনুকরণ প্রবৃত্তিও নাই। এক বঙ্গদেশেরই ভিন্ন ভিন্ন জেলাতে ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রণালী দৃষ্টিগোচর হয়; কোন কোন প্রণালী অপর প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ হয়। যে দুই প্রদেশে উক্ত উভয় প্রণালী প্রচলিত তাহাদের মধ্যে কয়েক ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। বিবাহ বাণিজ্য বিষয় কর্ম্মাদি উপলক্ষে কৃষকেরা নিশ্চয় উভয় স্থানে গতায়াত করিয়া থাকে; অথচ পরস্পরের যাহা ভাল আছে তাহা লইবার প্রবৃত্তি দেখা যায় না। কৃষকগণের এই জড়তা দূর না হইলে, কৃষিকার্য্যের উন্নতির আশা নাই। এখন প্রশ্ন এই, কৃষকদিগের এই প্রবৃত্তি কিরূপে বর্দ্ধিত করা যায়। মান্দ্রাজগবর্ণমেণ্ট ইহার একটী সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা "মডেল ফারমস" আদর্শ ক্ষেত্র নামে কতকগুলি ভূমি সীমাবদ্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান সম্মত রীতিতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট প্রণালীর গুণে ক্ষেত্রের ও শস্যের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে কৃষকগণ তাহা দেখিতেছে। ওদিকে আবার গবর্ণমেণ্ট কলেজ স্থাপন করিয়া শিক্ষিত যুবকদিগকে কৃষিবিদ্যায় শিক্ষা দিতেছেন। এতদ্ভিন্ন মূর্খ কৃষকগণের জড়তা দূর করিবারও বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। সম্প্রতি কতকগুলি বিলাতি লাঙ্গল লইয়া বেল্লারি প্রদেশে ভূমি কর্ষণ করিয়া কৃষকদিগকে দেখান হইয়াছে। বিলাতি লাঙ্গল এমন শক্ত ও সুন্দররূপে গঠিত যে অতি কঠিন মৃত্তিকাও অল্প শ্রমে কর্ষণ করা যায়। বেল্লারিতে উক্ত লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া দেখা হইয়াছে যে সে স্থানে দেশীয় লাঙ্গলে যে ভূমি কর্ষণ করিতে ৮ যোড় বলদ লাগে, বিলাতি লাঙ্গলে সেই ভূমি দুই যোড়া বলদে কর্ষণ করা গিয়াছে। এতদ্দেশীয় ও বিলাতি লাঙ্গল এক ভূমিতে পাশাপাশি যুড়িয়া দেখা হইয়াছে, বিলাতি লাঙ্গলে মৃত্তিকা যেমন উৎকৃষ্টরূপে কর্ষণ হয় দেশীয় লাঙ্গলে তেমন হয় না। মান্দ্রাজের একখানি সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন, ইহা দেখিয়া উক্ত প্রদেশের কৃষকদিগের বিলাতি লাঙ্গলের প্রতি এরূপ আগ্রহ জন্মিয়াছে যে অনেকে টাকা জমা দিয়া বিলাতি লাঙ্গলের জন্য আবেদন করিতেছে।

এত গেল কর্ষণপ্রণালী সম্বন্ধে, ভূমির সার সম্বন্ধেও কৃষকদিগকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর করিবার

র্য্য করিতে লাগিল বিদ্রোহিচারদিগকে বাধায় ধাঁসায় ধৃত করা প্রমাণ অপেক্ষা না করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা বিনা বিচারে গুরুতর দণ্ডদান প্রভৃতি সকল অত্যাচারই চলিতে লাগিল।

আমেরিকাতে ঐ প্রকার বিরুদ্ধ মতাবলম্বি লোকদিগকে আর এক উপায়ে দমন করা হইয়া ছিল, ইউনাইটেড ষ্টেটের গবর্ণমেণ্ট যখন জানিতে পারিলেন অমনি একটী কমিশন নিযুক্ত করিলেন। কমিশনরগণ উক্ত মতাবলম্বিদিগকে নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাহারা একে একে কমিশনের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিল। ইহাতে দুইটী বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িল। প্রথমতঃ দেখা গেল যে টুপিওয়ালা, জুতাওয়ালা, চামড়াওয়ালা, প্রভৃতি অশিক্ষিত ও চিন্তাবিহীন লোকেরাই অধিকাংশ স্থলে উক্ত মত সকল গ্রহণ করিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ তাহারা নিজেই তাহাদের মত ও বিশ্বাসের অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারে না। তাঁহারা এক একটী যুক্তি উত্থাপন করে অমনি কমিশনর সভাগণ তাহার ভ্রম প্রদর্শন করেন। এইরূপে ঐ কমিশনের কার্য্য বিবরণ যখন দিন দিন সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইতে লাগিল লোকে তাঁহাদের নাম ধাম ও মত সকল যখন জানিতে পারিল তখন তাঁহাদিগের প্রতি সকলের নিতান্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল এবং তাহাদের মত প্রচারের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। উক্ত উভয় প্রণালীর কত প্রভেদ!

লর্ড মেয়র হত্যার পর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যখন মুসলমানদিগের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন তখন অনেকে বিস্মিত হইয়াছি[illegible] চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারি[illegible] পূর্ব্বোক্ত প্রণালীই উৎকৃষ্ট নীতির অনুমো[illegible] বিচারপতি নম্মানের হত্যাতে গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিলেন যে মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক লোক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে সুতরাং সেই বিরক্তির কারণ দূর করাই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া অবধারিত হইল। যদি মুসলমান এদেশের রাজা থাকিতেন এবং যদি কোন হিন্দু কোন মুসলমান নবাবকে ঐ প্রকার হত্যা করিত তাহা হইলে তৎপরদিনেই হয়ত সেই সহরের সমুদায় হিন্দু পুরুষ ও রমণীকে হত্যা করা হইত। স্বেচ্ছাচারী নির্বোধ রাজা এবং নিয়মতন্ত্রের উদারতাতে এত প্রভেদ। আমাদের বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট যদি ধীরভাবে আয়র্লণ্ডের কৃষকদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাহাদের বিরক্তির কারণ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত ইষ্ট লাভ হইত।

ছোট উদয়পুরের হত্যাকাণ্ড।

পাঠকগণ আমাদের বিবিধসংবাদের মধ্যে হত্যার সংবাদটী পাঠ করিয়া থাকিবেন। ঘটনাটী এই ছোট উদয়পুরের মধ্যম রাজকুমারের পত্নী একজন সামান্য ভৃত্যের সহিত ব্যভিচারিণী হন। রাজকুমার তাহা জানিতে পারেন। জানিতে পারিয়া রাজকুমার এরূপ গুরুতর ভাবে আপনার পত্নীকে প্রহার করেন যে তাহাতেই ঐ রমণীর প্রাণ যায়। এই সংবাদ ছোট উদয়পুরের রেসিডেণ্ট সাহেবের কর্ণগোচর হয়। তিনি এই কথা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন। তৎপরে রাজকুমারকে নিজ পত্নীর হত্যাপরাধে অপরাধী করিয়া এই মকদ্দমার বিচার করা স্থির হয়। রাজকুমারের বিচার করিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধ রাজার অনুমতি আবশ্যক বোধে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। শুনিতে পাওয়া যায় রাজা নাকি হৃষ্টচিত্তে এই কার্য্যে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা হউক তদনুসারে রেসিডেণ্ট সাহেব স্বয়ং মকদ্দমার বিচার করিয়াছেন। বিচারের ফল কি হইয়াছে তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। কলিকাতা হইতে কৌন্সিলি ব্রাঞ্সন সাহেব রাজকুমারের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য গিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন এই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্য করিয়া ভাল করিয়াছেন কি না? কেহ কেহ বলিতেছেন গবর্ণমেণ্টের এ কার্য্যটী ভাল হয় নাই। তাঁহাদের কতকগুলি যুক্তি আছে। প্রথমতঃ তাঁহারা বলেন ছোট উদয়পুর একটী স্বাধীন রাজ্য। স্বাধীন রাজ্যে যদি কোন প্রকার অপরাধ কেহ করে গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে হস্তার্পণ কর্ত্তব্য নয়। দ্বিতীয়তঃ যুবরাজ যেরূপ অবস্থায় নিজ পত্নীর হত্যা করিয়াছেন সেরূপ অবস্থায় হিন্দুর সন্তান মাত্রেই ঐ প্রকার আচরণ করিত। যে রমণী নিজ গৌরব, নিজ পতির মান মর্য্যাদা ও নিজ বংশের সম্ভ্রম বিস্মৃত হইয়া এরূপ আচরণ করিতে পারে মৃত্যু দণ্ডই তাহার পক্ষে প্রকৃত দণ্ড।

প্রথম যুক্তিটী ভাবিবার বিষয় দ্বিতীয়টী আমাদের হৃদয়গ্রাহী হইল না। পত্নী দুরাচারিণী হওয়া হিন্দু ভদ্রসন্তানের পক্ষে মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষা ক্লেশজনক তাহা সত্য কিন্তু রাজ অবরোধে বাস করা যে সকল রমণীর দুর্ভাগ্যে ঘটে তাহাদের অবস্থা একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য। সচরাচর রাজাদিগের অনেকগুলি বিবাহিত স্ত্রী থাকে; এতদ্ব্যতীত তাঁহারা আবার অনেকগুলি উপপত্নী রাখিয়া থাকেন; অন্তঃপুর মধ্যে যে সকল হতভাগিনী রমণী বদ্ধ থাকে, তাঁহাদের অনেকের সহিত হয়ত রাজা বা রাজকুমারের ছয় মাসে একবার দেখা সাক্ষাৎ হয় না। এদিকে আবার ঘোর আলস্য এবং ভোগ বিলাসের মধ্যে দিনপাত করিতে হয়। এরূপ অবস্থাতে তাহাদের চিত্ত যদি বিচলিত হয়, তাহাতে বিচিত্র কি? কেবল ছোট উদয়পুরে কেন? অনেক রাজঅবরোধে ঐ ব্যাপার। মৃত শিক দলপতি রণজিত সিংহের বিষয় এরূপ কথিত আছে, যে তাঁহার অনেকগুলি রাণী ছিল। রণজিত সিংহের সহিত সকল রাণীর বড় দেখা সাক্ষাৎ হইত না। একদিন রণজিত বাহিরে বসিয়া আছেন সংবাদ আসিল যে কোন এক রাণীর সন্তান জন্মিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "এ গুরু এ গোলা কাঁহাসে গিয়া" হে গুরু কামানের গোলার ন্যায় এই সন্তান কোথা হইতে পড়িল। যাহারা নিজে ব্যভিচারপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন থাকে এবং বহুসংখ্যক স্ত্রীলোককে কারারুদ্ধ করিয়া দগ্ধ করে তাহাদের এইরূপ শাস্তি পাওয়াই উচিত। ছোট উদয়পুরের যুবরাজের পক্ষে এ সকল কথা যে খাটিতেছে তাহা নহে। কিন্তু রাজবাড়ীর রমণীদিগের দুর্দশা এই প্রকার। আমাদের বক্তব্য এই যে দেশে অসতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ বিবাহ করিবার বাধা নাই সে দেশে নৃশংস হত্যা কাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করার প্রয়োজন দেখা যায় না।

প্রথম প্রশ্নটী অতি গুরুতর। বাস্তবিক এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে এইরূপ অনুষ্ঠান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা বোধ হয়। মধ্যম রাজকুমার রাজপুত্র হইলেও ছোট উদয়পুরের একজন প্রজা; উদয়পুরের দণ্ডবিধি অনুসারেই তাঁহার বিচার হওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট যদি এক স্থলে এরূপ হস্তার্পণ করেন অপর রাজ্যের স্থলেও যে ঐরূপ হস্তার্পণ করিবেন না তাহার প্রমাণ কি? ইহা নিশ্চয় অপরাধী রাজকুমার না হইয়া যদি একজন সামান্য প্রজা হইতেন তাহা হইলে রেসিডেণ্ট সাহেব হস্তার্পণের চিন্তাও করিতেন না। কিন্তু দেশের সামান্য বিচারালয়ে রাজকুমারের বিচার হইলে সুবিচারের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা এই ভাবিয়াই বোধ হয় রেসিডেণ্ট সাহেব নিজে ঐ মকদ্দমার বিচার করিবার জন্য রাজার অনুমতি চাহিয়া থাকিবেন! যদি এরূপ হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে নিতান্ত দোষী করা যায় না। আমরা যতদিন না এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মত জানিতে পারিতেছি ততদিন এবিষয়ে স্পষ্ট কোন মত প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

বেহারবাসিদিগের শুভ চিন্তা।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বেহারবাসিদিগের শুভ চিন্তায় ও কল্যাণসাধন চেষ্টায় উদাসীন নহেন। রাজা ও রাজপ্রতিনিধির এই প্রকার প্রজাবাৎসল্য থাকাই আবশ্যক। যে রাজা ও রাজপ্রতিনিধি প্রজার প্রতি নিঃস্নেহ ও নির্দ্দয় হন, তাঁহারা রাজপদের যোগ্য নন। কেবল নিত্য কর্ত্তব্য কাগজ পত্রাদি দর্শন ও তাহাতে স্বাক্ষর করিলেই রাজকর্ত্তব্যকার্য্য শেষ হয় না। যিনি অন্তরের সহিত প্রজার মঙ্গল কামনা করেন, যিনি অকপট চেষ্টা পাইয়া প্রজার মঙ্গল সাধনের উপায় উদ্ভাবন করেন এবং সেই উদ্ভাবিত উপায় অকপট হৃদয়ে কার্য্যে পরিণত করেন, তিনিই যথার্থ রাজনামের ও রাজপ্রতিনিধি নামের যোগ্য পাত্র। যে রাজা ও রাজপ্রতিনিধির প্রজার হিত করিবার ইচ্ছা; তৎসম্পাদনের ক্ষমতা আছে, ভারতবর্ষ তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার এবং সেই ক্ষমতার অনুশীলনের যেমন প্রশস্ত ক্ষেত্র, এমন আর দ্বিতীয় নাই। অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইডেন সাহেব যখন ঐকান্তিক ভাবে বেহারবাসিদিগের শুভচিন্তা ও হিতচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তখন উঁহাদিগের সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইবার সম্ভাবনা। যে নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, তাহা এই:—

আমরা শুনিলাম ইডেন সাহেব অতি সত্বর এই দৃঢ়তর আজ্ঞা প্রচার করিবেন, যে বেহারের যে কোন রাজকর্ম্ম হউক বেহারবাসিদিগকেই দিতে হইবে, অন্যকে দেওয়া হইবে না। তাঁহার এ সংকল্পটী অতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তিনি সম্প্রতি যে বেহারপ্রদেশে আসিয়াছিলেন এবং স্বচক্ষে যে বেহারিদিগের অবস্থা দর্শন করিয়া গিয়াছেন, এটী তাহারই ফল। বেহার দর্শন অবধি বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইয়াছে। সেই ইচ্ছার আধিক্য নিবন্ধন তিনি যে বিষয়ের প্রতিজ্ঞায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার সকল দিক দেখিতে পান নাই। একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে, "প্রথমে যোগ্য হও তাহার পর বাঞ্ছা করিও" প্রথমে বেহারবাসিদিগকে যোগ্য করিয়া তুলিবার উপায় করা হউক, তাহার পর তাহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

রাজদ্বারে সম্মান ও অর্থ লাভ উন্নতির যে প্রধান উত্তরসাধক, সে বিষয়ে সংশয় নাই। মহানুভব লার্ড বেণ্টিঙ্ক যদি বঙ্গদেশীয়দিগের পক্ষে রাজদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া না দিতেন বঙ্গবাসিদিগের এক্ষণে যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা কি আমরা দেখিতে পাইতাম? কখনই না। এখন যে দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা যদি উদ্ঘাটিত হয়, তাহা হইলে বঙ্গবাসিদিগের অধিকতর উন্নতি লাভ হয় সন্দেহ নাই। বেহারবাসিদিগের পক্ষে রাজদ্বার উদ্ঘাটিত হইলে তাহাদেরও উন্নতিদ্বার যে উন্মুক্ত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? কিন্তু অগ্রে তাহাদিগের রাজদ্বারে প্রবেশের যোগ্যতা সম্পাদন করা উচিত। সেই যোগ্যতা সম্পাদন না করিয়া ইডেন সাহেব যে আজ্ঞা প্রচারের সংকল্প করিয়াছেন, তাহা ফলোপধায়ী হইবে না; প্রত্যুত অনিষ্ট ঘটিবে। তাঁহার অধীনস্থ বর্ত্তমান কর্ম্মচারীরা আজ্ঞা প্রতিপালনের অনুরোধে অথবা অত্যধিক অনুরাগবশতঃ যদি আপাততঃ অযোগ্য ব্যক্তিদিগকে কর্ম্ম দেন; কিন্তু তাহারা যথারীতি কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইবে না। নিয়োগকর্ত্তারা নানা কারণে যদি কিছু না বলেন, ভবিষ্যৎ উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীরা ঐ সকল ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই পদস্থ রাখিবেন না। তাহাতে বেহারবাসিদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি না হইয়া প্রত্যুত উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অতএব স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রথমে বেহারবাসিদিগের যোগ্যতা সম্পাদনের উপায় অন্বেষণ ও তাহার সংস্থান করা কর্ত্তব্য। সে উপায় কি?

আমরা গতবারে সে উপায়ের এক প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছি। এবারেও পুনর্ব্বার তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক হইল। বেহারবাসিদিগের দীর্ঘ কাল বিদ্যানুশীলন বিরহে বুদ্ধি এমনি জড় হইয়া আছে, জিহ্বা এমনি বিকৃত হইয়া রহিয়াছে যে ইহারা ইংরাজি শিক্ষা করিয়া সত্বর কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, সে সম্ভাবনা নাই। এই কারণে আমরা গতবারে প্রস্তাব করিয়াছিলাম। বিশুদ্ধ হিন্দীভাষায় দেবনাগর অক্ষরে ইতিহাস ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত ঐ সকল গ্রন্থের অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে বেহার প্রদেশে যে সকল পাঠশালা আছে, তদ্দ্বারা এ অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া সম্ভাবিত নয়। কারণ সেই সেই পাঠশালায় সামান্য মাত্র লেখা পড়া হইয়া থাকে। আমরা যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ করিতেছি তথায় বিশুদ্ধ হিন্দীভাষায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দেওয়া হইবে।

বেহার প্রদেশের মধ্যে এক্ষণে যে সকল ইংরাজি বিদ্যালয় আছে, তাহা যেমন আছে, তেমনি থাকুক, তাহার আর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে যত লোক শিখিতে পারুক শিখুক, তাহাদিগের বাধা দিবার প্রয়োজন নাই। বেহারের অধিকাংশ লোকেরই যে ইংরাজি বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, বেহার প্রদেশে এপর্য্যন্ত যত ইংরাজি বিদ্যালয় হইয়াছে এবং তাহাতে যত বেহারি অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহার মধ্যে কত লোক কৃতকার্য্য হইয়াছে, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর যদি তাহার তালিকা দর্শন করেন, তাহা হইলে আমাদের বাক্যের যাথার্থ্য নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবে।

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর যখন বেহারিদিগের শুভচিন্তায় ও শুভসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার আর একটী কর্ত্তব্য এই তিনি আদালতে কায়েতি নাগরী প্রচলিত করিবার যে আদেশ দিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করা আবশ্যক হইতেছে। কায়েতি নাগরী অক্ষর পূর্ণাবয়ব নয়, অনেক অক্ষর নাই, অক্ষরের মাত্রাও নাই, এই সকল দোষ থাকাতে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর যে অনিষ্টের উন্মূলন চেষ্টায় উর্দ্দু উঠাইতেছেন সে অনিষ্টের সম্যক নিবারণ হইবে না। উর্দ্দুর এক নোক্তার এদিক ওদিকে যেমন সর্ব্বনাশ ও রাজাপদ লাভ হয়, তেমনি কায়েতি নাগরীর সকল অক্ষর না থাকাতে সেইরূপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যদি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত বিশুদ্ধ হিন্দীভাষা আদালতে প্রচলিত করা হয়, তাহা হইলে কেবল যে আমাদিগের আশঙ্কিত অনিষ্ট নিবারিত হইবে, এরূপ নয়, বেহারেরও পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। আদালতে যে ভাষা প্রচলিত হয়, তাহার শিক্ষার্থ অধিকাংশ লোকেই উৎসুক হয়। যাহারা কায়েতী নাগরী জানে, দেবনাগর অক্ষর শিক্ষা তাহাদিগের পক্ষে দুষ্কর নয়, হিন্দীভাষাও বেহারে প্রচলিত, তবে অধিকাংশ উর্দ্দু মিশ্রিত আছে, বিশুদ্ধ হিন্দীভাষা হইলে সেই উর্দ্দু সম্পর্ক রহিত হইবে, এই মাত্র বিশেষ। সেই বিশুদ্ধ হিন্দীভাষা শিক্ষা বেহারিদিগের পক্ষে কোন ক্রমেই কঠিন হইবে না।

আমরা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের যে ভাবী আজ্ঞাপত্রের বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, তাহাতে বিহারী ভিন্ন অন্যকে বেহারের রাজকর্ম্ম দেওয়া হইবে না, এই যে বিশেষ অনুজ্ঞা থাকিবে, তাহার অর্থ কি? অন্য শব্দ কাহাকে বুঝাইতেছে? বাঙ্গালীরা এই অন্য শব্দের লক্ষ্য সন্দেহ নাই। বেহারবাসীরা বাঙ্গালিদিগকে যে আপনাদিগের উন্নতির প্রতিরোধক শত্রু জ্ঞান করেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহাদের আজও হৃদয় পরিষ্কৃত ও বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় নাই, তাঁহারা বস্তুর স্বরূপও বুঝিতে পারেন নাই। নয়ন অন্ধতমসে আচ্ছন্ন থাকিলে পদার্থ নিরূপণ করা যায় না। তাঁহারা আপনাদিগের অনুন্নতির প্রকৃত কারণের নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া অপ্রকৃত কারণকেও প্রকৃত কারণ বলিয়া বোধ করিতেছেন। তাঁহাদের অনুন্নতির প্রকৃত কা

যদি অদম্যক্ষম হউক, তাঁহারা [illegible] হইতেন সন্দেহ নাই। [illegible] প্রধান কারণ তাঁহাদের [illegible] শিক্ষার অভাব মূলক যোগ্যতার অভাব। যখন কোন একটী ঘটনা হয়, বাবুরা [illegible] সমর্থ না হওয়া যায় [illegible] কারণ [illegible] উচিত [illegible] বাঙ্গালিক [illegible] আলোকিত করিয়া তুলে। অতএব বেহারীরা বাঙ্গালিদিগকে আপনাদিগের উন্নতি রোধক [illegible] করিয়া যে বিমনায়মান হইবেন, তাহা বিস্ময়ের [illegible]। আমাদের রাজপুরুষেরাও যে বাঙ্গালিদিগকে বেহারের উন্নতির অন্তরায় করিতেছেন, ইহাই অধিকতর বিস্ময়ের বিষয়? বাঙ্গালিরা কি বেহারিদিগকে কর্ম্ম না দিয়া উহা [illegible] দিতে বলেন? বাঙ্গালিরা সে কথা [illegible] রাজপুরুষেরা সেই স্বার্থপরতাদোষ দূষিত অনুরোধ রক্ষা করিবেন কেন? রাজপুরুষদিগকে বাধ্য হইয়া বাঙ্গালিদিগকে রাজপদে নিযোজিত করিতে হয়। বাঙ্গালিদিগের রাজকর্ম্ম সম্পাদনের যে যোগ্যতা আছে, বেহারিদিগের সে যোগ্যতা কৈ? যে কোন কার্য্য হউক, তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে বুদ্ধিচাতুর্য্য আবশ্যক করে। বেহারিদিগের বুদ্ধি [illegible] কৈ? তাহারা যেমন যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাদের তদনুসারে পদলাভ হইতেছে। উচ্চতর পদলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে উচ্চতর যোগ্যতালাভ আবশ্যক। লেপ্টনান্ট গবর্ণর অগ্রে সেই উপায়ের সংস্থান করিয়া দিন, তাহার পরে উল্লিখিত [illegible] আজ্ঞাপত্র প্রচার করিবেন। বাঙ্গালিদিগকে বর্জন করিয়া উক্ত আজ্ঞাপত্র প্রচার করাও যেন কেমন অনৌদার্য্যদূষিত বলিয়া বোধ হইতেছে। [illegible] বাঙ্গালি ভিন্ন আর কাহাকে রাজপদ দেওয়া হইবে না, এরূপ আদেশ প্রচার করা কি লেপ্টনান্ট গবর্ণর সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন?

লেপ্টনান্ট গবর্ণরকে বেহারিদিগের মঙ্গলার্থ আর একটী কার্য্য করিতে হইবে। আমরা বেহারের [illegible] দেখিতে পাই [illegible] ভূমি সকল পতিত হইয়া আছে। সেগুলি [illegible] করা আবশ্যক। তাহার উদ্ধার হইলে কেবল [illegible] দিগের মঙ্গল হইবে, তাহা নয়, গবর্ণমেণ্টও [illegible] লাভবান হইবেন। সে ভূমির পরিমাণ [illegible]। এক মুঙ্গের জেলায় ২০১৩১৭৭ বিঘা ভূমি অদ্যাপি পতিত আছে। ওদিকে নীল ও অহিফেন [illegible] ১১৫০২৫৫ বিঘা ভূমি বদ্ধ আছে। এইসকল ভূমিতে যদি বেহারীদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাদের বিলক্ষণ উন্নতি হইতে পারে। এক্ষণে মুঙ্গেরে ৪৫৭৯-৫৫৭ বিঘা ভূমিতে ধান্য ও রবিশস্য উৎপন্ন হয়, নীল ও অহিফেনে যে ভূমি বদ্ধ হইয়া আছে তাহার সংখ্যা ও পতিত ভূমির সংখ্যা একত্র করিলেও প্রায় আবাদী ভূমির তৃতীয় অংশ হইবে। তাহার পরিমাণ ৩১৭১৩৪০৩ বিঘা ভূমি। এ ভূমিতে প্রজার আহার যোগ্য শস্য উৎপন্ন হইলে বেহারীদিগের বিশেষ লাভ হয় সন্দেহ নাই।

আমরা পতিত ভূমি গুলির উদ্ধারের একটী পন্থা বলিয়া দি। গবর্ণমেণ্ট প্রজার ভূমিতে প্রজার দ্বারা অহিফেন উৎপাদন করেন। ইহাতে প্রজাদিগের [illegible] প্রকারে ক্ষতি ও অনিষ্ট হয়। প্রথম, তাহারা গবর্ণমেণ্টের অহিফেনের উৎপাদনার্থ যে পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে তাহা যদি নিজ নিজ ক্ষেত্রে ব্যয় করিয়া তাহাদিগের মনোমত শস্য উৎপাদন করে তাহাতে তাহাদিগের অধিকতর লাভ হয় সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়, তাহাদিগের কৃষিযোগ্য ক্ষেত্র অহিফেনের উৎপাদন কার্য্যে যদি নিয়োজিত না হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে তাহারা আপনাদিগের প্রয়োজনোপযোগী শস্য উৎপাদন করিলে তাহাতে তাহাদিগের বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। তৃতীয়, দাদন প্রথাটী দূষিত। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত অত্যাচার সম্পর্ক নাই বটে কিন্তু প্রলোভন প্রদর্শন সম্বন্ধ আছে। কাহাকে প্রলোভিত করিয়া কার্য্য প্রবর্ত্তিত করা আমাদের গবর্ণমেণ্টের সদৃশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরাও কখন তিরস্কার খাইবার ভয়ে কখন বা প্রতিষ্ঠা লাভের আশয়ে গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাত সারে গবর্ণমেণ্টের অননুমোদিত অত্যাচার করিয়াও [illegible] অনভিপ্রেত অহিফেন উৎপাদন করিয়া [illegible] গবর্ণমেণ্ট দাদন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া [illegible] পতিত ভূমির উদ্ধার করিয়া যদি তাহাতে মজুর দ্বারা অহিফেন উৎপাদন করেন তাহা হইলে আমরা উপরে প্রজার যে অনিষ্টের নির্দ্দেশ করিলাম কেবল যে তাহারই নিবারণ হইবে এরূপ নয়, বেহারী প্রজাদিগের মহা লাভ হইবে। আমরা বেহারের অধিকাংশ লোককে মজুর শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট দেখিতে পাই। তাহাদিগের অধিক কাজ মিলে না। সুতরাং তাহারা সামান্য মাত্র মজুরী পায়। তাহাতে তাহাদের দিন নির্ব্বাহ হয় না; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি উল্লিখিত পতিত ভূমির উদ্ধার করিয়া তাহাতে মজুর দ্বারা অহিফেন উৎপাদন করেন, তাহা হইলে কার্য্য বৃদ্ধি হওয়া মজুর শ্রেণীর দিন লভ্য বেতনেও বৃদ্ধি হয়। তাহাতে তাহাদের কষ্টের অনেক লাঘব হইতে পারে সন্দেহ নাই।

নীলকরদিগেরও গবর্ণমেণ্টের সহযোগী হইয়া উক্ত পতিত ভূমির উদ্ধার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কেবল যে তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শক হইবেন তাহা নয়। এবিষয়ে যাহাতে তাঁহারা যত্নবান হন, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা উচিত। এখন নীলকরেরা যেরূপে নীল উৎপাদনার্থ ভূমি সংগ্রহ করেন, আমরা গতবারে বিস্তারিতরূপে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। নীলকরেরা পতিত ভূমির উদ্ধার করিয়া যদি নীল উৎপাদন করেন, তাহা হইলে প্রজার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। সকল নীলকরের প্রকৃতি সমান নয়। অর্থলোভ অনেকের প্রবল রিপুর স্বরূপ। অর্থলোভ তাহাদিগকে উন্মত্তকরিয়া তুলে। উন্মত্তের দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না। অতএব কোন কোন নীলকরের দুর্ব্বৃত্ততা নিবন্ধন প্রজার প্রতি যে অত্যাচার হয়, সেবিষয়ে সংশয় নাই। আমরা একজন নীলকরের নির্দ্দয়তার একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। এক ব্যক্তি আমাদিগকে কহিলেন তিনি একবার জ্যৈষ্ঠ মাসে কার্য্যানুরোধে কোন এক নীল কুঠীতে গিয়াছিলেন। তখন বেলা প্রায় একটা। তিনি দেখিলেন, তখনও মজুরদিগের দ্বারা নীল ক্ষেত্রের ঢেলা ভাঙ্গান হইতেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে দেব দিবাকর কেমন অগ্নিময় কিরণ বর্ষণ করেন, তাহা ভারতের কোন প্রদেশের লোকের অবিদিত নাই বিশেষতঃ বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যদেব দাবানলকল্প হইয়া উঠেন। যাহার হৃদয় আছে তিনি কখন সেই জ্যৈষ্ঠ মাসে বেলা একটার সময়ে মজুরদিগকে নীল ক্ষেত্রে বসিয়া ঢেলা ভাঙ্গিবার মত বা অনুমতি দিতে পারেন না। বাবুটী নীলকরকে ঐ অনুচিত অ[illegible] বদের বিষয় জানাইলেন; কিন্তু নীলকর কহিলেন তিনি ঢেলা ভাঙ্গা ফুরাইয়া দিয়াছেন, কণ্ট্রাক্টর অন্যায় করিতেছে, তিনি কি করিবেন। [illegible] নীলকরের এদেশীয়ের উপর [illegible] বোধ থাকিলে তিনি কখন এ কথা কহিতেন না। কণ্ট্রাক্টর যাহাতে ঐরূপ কার্য্য না করেন, তাহার উপায় করিয়াই কণ্ট্রাক্ট দিতেন। যদি পূর্ব্বে তাহার উপায় না করিয়াই থাকেন, তথাপি বাবুর বাক্য শ্রবণ মাত্র তাহার নিবারণও করিতেন। যখন কোন কোন নীলকরের এই প্রকার কদর্য্য স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তখন তাহাদের প্রজার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলে প্রজার প্রতি যে অত্যাচার হইবে না, এ কথায় কে প্রত্যয় করিতে পারে? নীলকরেরা যদি পতিত ভূমির উদ্ধার করিয়া বপন কার্য্য আরম্ভ করেন এবং তাঁহারা যে [illegible]

থাটাইবেন, তাহার প্রতি যাহাতে অসঙ্গত ব্যবহার করিতে না পারেন, গবর্ণমেণ্টের যদি তদ্বিষয়ে একটু দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে অত্যাচারের মূল উৎপাটিত হয়, নীলকরেরাও অপবাদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

ভ্রমণকারীর পত্র।

মুঙ্গের।

বাঙ্গালা দেশে যেমন বার মাসে তের পার্ব্বণ আছে, মুঙ্গেরে তাহা নাই। এখানে রামলীলা, দেওয়ালি ও হোলী এই তিনটী মাত্র পার্ব্বণ। আমি তাহার দুটী দেখিলাম, তৃতীয়টীর দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিল না। দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন দেওয়ালী পার্ব্বণটী হইয়া গিয়াছে। আমি আবার ভাবিয়া ছিলাম, কতই ধুম ধাম হইবে, কিন্তু অধিক আশা করিলে প্রায়ই নিরাশার মুখ দেখিতে হয়। সহরের কিয়দংশ ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, বঙ্গদেশে যেমন ঐ দিবস দীপ প্রজ্জালিত করিয়া স্থানে স্থানে দেওয়া হয়, এখানেও সেইরূপ দেওয়া হইয়া থাকে। তবে এখানকার লোকের কিছু উৎসাহ অধিক, তদনুসারে প্রদীপের সংখ্যাও কিছু অধিক। বিশেষতঃ সহরের মধ্যে গায়ে গায়ে বাড়ী, দোকান ও গায়ে গায়ে, প্রতি বাড়ীতে ও প্রতি দোকানে পাঁচ গণ্ডা করিয়া প্রদীপ দিলেই যথেষ্ট হয়। আমি ঐ দিন আলোক দ্বারা সহরের উজ্জ্বল বেশ দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হইয়াছিলাম। অন্য অন্য দিন সহর নিদ্রিত কি জাগরিত, সেটী স্পষ্ট বুঝিতে পারাযায় না। এখানে মিউনিসিপালিটী ও মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত আছে। মিউনিসিপাল কমিশনরেরা প্রায় যোল হাজার টাকা আদায় করিয়া থাকেন, কিন্তু আলোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ হয়। মধ্যে মধ্যে দুই এক স্থানে মিউনিসিপাল আলোক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে গুলির ভাব দেখিয়া বোধ হয়, আলোক গুলি মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত কারিদিগের কার্পণ্য ভাব দর্শন করিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া আছে।

মুঙ্গেরবাসীরা দেওয়ালীর দিন আলোক দান দ্বারা সহরের মুখটী যেমন উজ্জ্বল করিয়া তুলেন, তেমনি যদি আপনাদের অন্ধ তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে উজ্জ্বল করিবার চেষ্টা পান, বড় আহ্লাদের হয়, কিন্তু ইহাদের সে চেষ্টা নাই। ইঁহারা হৃদয়কে অন্ধকারময় করিয়া রাখিতেই ভাল বাসেন। বঙ্গদেশে ঐ দীপান্বিতা অমাবস্যায় শ্যামা পূজা হয়, কত স্থানে কত ঘটা, কত তামাসা, কত নৃত্য গীতাদি হইয়া কত টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু মুঙ্গেরবাসীরা বড় সাবধান, ইহাদের নিকটে টাকার শ্রাদ্ধ হইবার যো নাই। এদেশে একটী প্রবাদ থাকা আছে, ইহারা বরং শরীরের চামড়া ছিড়িয়া দিতে পারে, তথাপি এক কড়া কড়ি ছাড়িতে পারে না। ইহাদের কোন পর্ব্বেই ব্যয় নাই, যে ব্যয় হয়, সে সামান্য মাত্র। বঙ্গদেশের একজন মধ্যবিধ গৃহস্থের শ্যামাপূজায় যে ব্যয় হয়, মুঙ্গেরের রামলীলায় সে ব্যয় নাই, দেওয়ালীর ব্যয়ও তথৈবচ।

বঙ্গদেশে দুর্গোৎসবের সময়ে যেমন ইতর সাধারণে নূতন ও পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করে, এখানে দেওয়ালীর দিন তেমনি সকল লোকে পরিষ্কৃত ও নূতন বস্ত্র পরিধান করে এবং নানাপ্রকার দ্রব্য সামগ্রী কিনিয়া থাকে। অন্য অন্য দ্রব্যের অপেক্ষা খৈ আর মঠ অধিক বিক্রয় হয়।

এখানকার লোকে এ সময়ে শ্যামাপূজা করে না। দুর্গোৎসবের সময়ে সে কাজ শেষ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের ওখানে হাল সালে হাল খাতা হয়, এখানে এই সময়ে হালখাতা হইয়া থাকে। এখানে কার্ত্তিক মাসেই বৎসরের শেষ। ইহার পরেই অগ্রহায়ণ মাস। কার্ত্তিক মাসে যে কাহারো মতে বৎসরের শেষ, অগ্রহায়ণ এই শব্দ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। হায়ন শব্দে বৎসর এবং অগ্র শব্দে প্রথম বুঝায়। বঙ্গদেশে সরস্বতী পূজার সময়ে পুস্তক, মসী মস্যাধার প্রভৃতির পূজা হইয়া থাকে, এখানে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া দিবসে সেই কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশীয়ের সহিত মুঙ্গেরবাসীর কেবল যে স্বভাব ও ভাষাদিগত বৈলক্ষণ্য আছে, এরূপ নয়, আচার ব্যবহারাদিগত বহু বৈলক্ষণ্যও লক্ষিত হইতেছে। এখানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই লোক অধিক। কতকগুলি রামভক্তও আছেন। শৈব শাক্ত প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোক নাই; কিন্তু এখানে বিক্রম চণ্ডী নামে বহু কালের যে চণ্ডী স্থান আছে সেখানে প্রায় সকলেই পূজা দিয়া থাকে। আমাদের ওখানে সন্তানাদি স্নেহ পাত্রের শক্ত পীড়া হইলে স্ত্রীলোকেরা যেমন কালী দুর্গা প্রভৃতির উদ্দেশ করিয়া পূজা ও ছাগাদি বলিদানের মনন করেন, এখানকার লোকেরাও বিক্রম চণ্ডীর নিকটে সেইরূপ মনন ও পূজাদি দান করিয়া থাকে। ক্রমশঃ

বিবিধ সংবাদ।

সিঙ্গাপুরে বস্ত্র ধৌত করিবার একটী যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এই যন্ত্রটী শীঘ্র কলিকাতা রাজধানী ও অন্যান্য জনপদে আনয়ন করা আবশ্যক। তাহা হইলে লোকে রজকের পদসেবা ও লাঞ্ছনা হইতে মুক্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারেন।

১ লা নবেম্বর পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গ
সর হইতে লাহোরে উপনীত হইয়াছেন
সার জন ষ্ট্রাচি ডিসেম্বর মাস পর্য
থাকিবেন তাহার পর ইংলণ্ডে যাত্রা কর

জষ্টিস ম্যারিয়ট বোম্বাইয়ের হাইকো
কার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া এড্ভো
লের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বেঙ্গল টাইমসের একজন সংব
ছেন নাগারা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থা
বার নিমিত্ত সমরসজ্জা করিতেছে।
ডিসেম্বরমাসের প্রথমেই তাহারা প্রকাশে
অবতীর্ণ হইবে।

গত মাসে কলিকাতা চিত্রশালিকাতে ঃ
৩১৩৯৩ ব্যক্তি দর্শনার্থ আগমন করেন।
মধ্যে ২৭৬৮৩ জন দেশীয় পুরুষ ও ৪৭১৪ জন স্ত্রী
আগমন করেন। ইউরোপীয়ের মধ্যে ৬৫৫
পুরুষ এবং ২৬২ জন স্ত্রীলোক সমাগত
চিত্রশালিকায় প্রত্যহ গড়ে ১২৮৪ জন দর্শ
সমাগম হয়।

বাত রোগের একটী উত্তম ঔষধ আবিষ্কা
সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে। উক্ত রোগগ্রস্ত ব্য
এই ঔষধ ব্যবহার করিবার সময় কতকগুলি এং
বৃক্ষের সিকড় ও মসুরি কলাই অধিক ভাগ এব
করিয়া অল্প পরিমাণে জল দিয়া উত্তমরূপ পিসি
সেই যন্ত্রণা স্থান লেপন করিয়া দিতে হইবে। পর
ঐ লেপটী শুষ্ক করিবার জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল রৌদ্রে
থাকিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে তিন দিবস
লেপন করিলে রোগের উপসম হইবে।

বোম্বাইয়ের সামরিক চিফ আফিসর ডবলিউ এচ, হার্থি সাহেব ৩১ এ অক্টোবর আত্মহত্যা করিয়াছেন। উক্ত দিবস প্রাতঃকালে তিনি মুখ প্রক্ষালনার্থ একজন ভৃত্যকে জল আনিবার আদেশ দেন। সেই সময়ে একখানি ছুরিকা দ্বারা আত্মহত্যা করেন। পুলিশ কর্ত্তৃক এই আত্মহত্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন ডাক্তার জক্সন কোন দরোয়া দিবার জন্য উঁহাকে হত্যা করিবার ভয় প্রদর্শন করাতে তিনি আত্মহত্যা করেন।

নেপলস বাসী একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের একটী ব্যাগ চুরি গিয়াছিল। উক্ত প্রোফেসার চিরজীবনে মিতব্যয়িতা দ্বারা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন সে সমুদায় ঐ ব্যাগের মধ্যে ছিল। প্রোফেসার এই নিদারুণ শোকে অধীর হইয়া তস্করদিগকে সম্বোধন করিয়া এক বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিয়া সহর বিতরণ করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই, লোকের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে তোমাদের মত যাহাই হউক না কেন তোমরা রাক্ষস নও, অন্ততঃ আমি তোমাদিগকে রাক্ষস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করি। আমি যদি

...র জন্য আমরা ... অর্থ ব্যয় ...ম তাহা হইলে ... ধনবান হইতে ... বিপন্নদিগের বন্ধু ... দের উচিত হয় না। ... ধনের প্রয়োজন হয় ... অঙ্কে আমাকে ... দেও, ...আমাদের অপরাধ অনেক লঘু ...ক মহাশয় বোধ হয় দিক ভুলিয়া দেশে জন্মিয়াছেন; আমাদের দেশে নৈয়া... ঘরে জন্মিলে ভাল হইত।

...জ প্রেসিডেন্সির দিণ্ডীগণ নামক স্থানে সুবর্ণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানের ...র নিমিত্ত কয়েক জন ইঞ্জিনিয়ার প্রেরিত ...য়াছিলেন। তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারি... ছেন যে উক্ত স্থানে সুবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ... ভূমি খণ্ড ক্রয় করিবার প্রস্তাব হইতেছে এবং ...নে লোক মাটী ধৌত করিয়া সুবর্ণ পাইবার ...ক্ষে সেই গ্রামে যাইতেছে।

ডাক্তার টেনারের উপবাসের কথা অনেকে অবগত আছেন। লোকে দুই দিবস উপবাস করিতে পারে না কিন্তু ডাক্তার টেনার একাদিক্রমে ৮১ দিবস কিরূপে অনশনে রহিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ অদ্ভুত যাদুবিদ্যা বলিয়া স্থির করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতি যে স্বয়ং যাদুকারের পরিচয় দিয়াছেন এত দিনের পর তাহার পরিচয় হইল। ইঁহার এক প্রকার বায়ু রোগ ছিল। তাহাতে তিনি এতদিন অনশনে থাকিতে পারিলেন। এই অলৌকিক উপবাসে বিস্মিত হইয়া এক ব্যক্তি ডাক্তার টেনারের সহিত এই বলিয়া অঙ্গীকার করেন যদি তিনি অঙ্গীকারকারীর সমক্ষে পুনরায় অনশনে থাকিতে পারেন তাহা হইলে শপথকারী হাজার ডলার দিবেন। ডাক্তার টেনার তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। মানুষের বুজরুকি যে অধিককাল চাপা থাকে না পাঠকগণ তাহার ত প্রমাণ দেখিলেন?

রামপুরের নবাব নাইনিতলের দুর্গত লোকসাহায্যের জন্য এক সহস্র মুদ্রা দিয়াছেন।

মান্দ্রাজে একটী সুন্দর বন্দর নির্ম্মিত হওয়াতে জাহাজ সকল এখন সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত আসিতে পাইবে। এই বন্দরটী প্রস্তুত করিতে অনেক ব্যয় হইয়াছে। বন্দরটী যতদিন প্রস্তুত হয় নাই ততদিন দেশীয় লোক সকলই আরোহিদিগকে লইয়া জাহাজে গতায়াত করিত। বন্দরটী সম্পন্ন হইয়া গেলেই তাহাদিগের ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইবে। এই জন্য তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষতি পূরণের জন্য আবেদন করিয়াছেন। গঙ্গার পোলটী যখন হয় আমাদের মাঝিরা তখন কোথায় ছিল? এ মন্দ আবেদন নয়

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিদ্যা বিষয়ক বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। ছাত্র সংগ্রহ করিবার জন্যও বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন, বোর্ড রেবিনিউ জেলার কালেক্টারদিগের প্রতি এই আদেশ করিয়াছেন যে তাহারা ছাত্র সংগ্রহের জন্য বড় বড় ভূস্বামিদিগকে অনুরোধ করেন। শুনিতে পাওয়া যায় এ প্রকার অনুরোধেও বিশেষ ফল ফলে নাই। কেবল মাত্র দুইজন জমিদার কয়েকটী ছাত্র পাঠাইবার আশা দিয়াছেন। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টান্ত সকল গবর্ণমেণ্টের অনুকরণীয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের পইণ্টস ম্যানেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। কোম্পানি তাঁহাদের কয়েক জনের নামে নালিশ করিয়াছেন, তাহাতেও তাহারা ভীত হয় নাই, আরও দ্বিগুণ দৃঢ়তার সহিত সকলে কাজ বন্ধ করিয়াছে। তাহাদের প্রার্থনা এই তাহাদের বর্ত্তমান কর্ত্তা নিতান্ত উগ্রপ্রকৃতির লোক তাহাকে স্থানান্তরিত না করিলে এবং ভবিষ্যতে অপেক্ষা কৃত ভদ্র ব্যবহারের আশা না দিলে তাহারা কার্য্য করিবে না।

গুজরাটের আমেদনগরসহরে একটী রমণী বাস করিত। তাহার দুইটী যমজ শিশু ছিল। ঐ রমণী একদিন যমজ শিশু দুইটী কোলে করিয়া গৃহের মধ্যে ছিল এমন সময় হঠাৎ সেই গৃহটী পতিত হয়। সেই মৃত্যু ভয়ের সময়েও মাতা এমন কৌশলে নিজ ক্রোড়নীড়ের মধ্যে শিশু দুটীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, যে পরে মাটী উঠাইয়া দেখা গেল, যে জননীর প্রাণ গিয়াছে কিন্তু শিশু দুইটী কিছু মাত্র আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই।

বোম্বাই লেজিসলেটিভ কৌন্সিলের অন্যতর সভ্য মেম্বার মি গোকুল দাসের মৃত্যু হওয়াতে রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক সি, এস, আই তাঁহার পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

নদীয়ার অন্তর্গত রাণাঘাট, উলা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে জ্বর প্রবল বেগ ধারণ করিয়াছে। অনেকে অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছেন। ২৪ পরগণার স্থান সমূহও ইহার হস্তের বহির্ভূত নহে। প্রেসিডেন্সি কমিশনর শ্রীযুক্ত মনরো সাহেব ইহার নিরাকরণ করিবার জন্য রাণাঘাটে আছেন। ইংরাজগণ অনেক বিষয় বিশেষ চেষ্টার সহিত নিবারকরণ করিয়াছেন কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরের আদি কারণ অদ্যাপিও যে বাহির করিতে পারিলেন না এই আক্ষেপের বিষয়

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ১১ ই নবেম্বর কলিকাতায় আগমন করিবেন।

বরদায় ১৭৯০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী নূতন পিপলস পার্ক নামক বাগান নির্ম্মাণ হইয়াছে।

একটী নূতন প্রকার মকদ্দমা কলিকাতা পুলিসে উপস্থিত হইয়াছে। জানবাজারের খ্যাতনামা মাড় বংশীয় একটী রমণী পানাসক্ত পুত্রের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া আদালতের আশ্রয় লইয়াছেন। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে নাবালকের সংসারে উপযুক্ত পুত্রের উৎপাত বিধবা মায়ের সহ্য করিতে হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সকল সংসারে শান্তি স্থাপনের কি করিলেন? নাবালক সন্তানদিগের মানুষ করিবার জন্য "কোর্ট অব ওয়ার্ড" খুলিলেন কিন্তু তাহা হইতে এই দেখা যাইতেছে নাবালকগণ সাবালক হইয়া বাহির হইবার মধ্যে অনেকে পশুর ন্যায় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

আফগান যুদ্ধের প্রধান অভিনেতা জেনারেল রবার্টস এদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

পুলিসের কর্ম্মচারিদিগের দৌরাত্ম্য বড় অধিক। সম্প্রতি বরাহনগরে একটী অতি শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে। প্যারীমোহন নামক একজন পুলিসের জমাদার একটী স্ত্রীলোকের নিকট গতায়াত করিত। কিছু দিন পরে জানিতে পারিল বনমালি দাস নামক একজন জেলেও গোপনে সেখানে গতায়াত করিয়া থাকে। একদিন যখন বনমালি উক্ত স্ত্রীলোকের গৃহে আছে এমন সময় প্যারিমোহন কয়েকজন পুলিসের কনষ্টেবল সহ সেখানে উপস্থিত হইল এবং ঐ হত ভাগ্য ব্যক্তিকে ধরিয়া এরূপ প্রহার করিল যে সেই প্রহার নিবন্ধন তৎপর দিন তাহার প্রাণ ত্যাগ হয়। শরীর পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে তাহার হাত পা, ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া গিয়াছিল এবং পাকস্থলী রক্তে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সে ব্যক্তি রক্ত বমনও করিয়া অসহ্য যাতনায় দুই দিন মাত্র জীবিত ছিল। শিয়ালদহে এই মকদ্দমার বিচার হইতেছে, মকদ্দমার ফল কি হয় পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন।

বিগত আগষ্ট মাসের শেষে গবর্ণমেণ্ট সেবিংস ব্যাঙ্কে ২৯৭৬০০০০ টাকা জমা ছিল। এতদ্দ্বারা লোকের অর্থাগম ও সঞ্চয় স্পৃহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, লাহোরে দুইটী আপীষের মধ্যে টেলি ফোনের তার লাগান হইয়াছে এবং অতি সুন্দর রূপে কথা বার্ত্তা চলিতেছে। এই উভয় আপীষ পরস্পর দুই মাইল দূরে অবস্থিত

বারাণসীর কতকগুলি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এক খানি সংস্কৃত সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। আশা করি দেশীয় কৃতবিদ্যগণের যত্নে কাগজখানি বাহির হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিবে।

ইণ্ডিয়ান কৌন্সিলের অন্যতর সভ্য উইলিয়ম মারি আরেন্দারের মৃত্যু হওয়াতে সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব তৎপদ গ্রহণেচ্ছু হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার এমনি দুরদৃষ্ট যে তাহাও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে উক্ত কার্য্যের অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া বি, ডবলিউ কিউরি নামক সাহেবকে উহা প্রদান করিয়াছেন।

নীলগিরিতে যে কমিসন ছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লেডি রিপণ ভারতবর্ষে আসিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছেন। অনরেবল জন ফিট্‌জউইলিয়ম এম, পি তাঁহার সহিত আগমন করিবেন।

২৮ এ অক্টোবর বেলা ৭ ঘটিকার সময় আমাদের রাজপ্রতিনিধি রিপণ সাহেব সিমলা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের সীমাপ্রদেশবাসী অসভ্য জাতিদিগের জালায় ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। তাহারা সম্প্রতি পাল ও হাজু নামক স্থানের মধ্যস্থ টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়াছে এবং নিকটবর্ত্তী জাতিদিগের মধ্যে কয়েক জনকে হত্যা করিয়া তাহাদের পশু কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার শস্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। কানপুর আগ্রা লক্ষ্ণৌ সীতাপুর ও রায়বেরেলী স্থানে বৃষ্টি হওয়া অতিশয় আবশ্যক। পারিফ শস্য জন্মিবার আশা লোকের মন হইতে এক কালেই অন্তর্হিত হইয়াছে এক্ষণে রবিশস্যের অবস্থা যেরূপ তাহাতে ইহা যে উত্তমরূপ জন্মিবে এরূপ বোধ হয় না।

ভারবর্ষীয় ষ্টেট রেলওয়ের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে এবৎসরের আয় পূর্ব্ব বর্ষের অপেক্ষা দ্বিগুণ। যাহা হউক রেলওয়ের যতই শ্রীবৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল।

সঙ্গীত শাস্ত্র যে নিতান্ত সুমিষ্ট ও চিত্ততোষকর তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বোম্বায়ের গবর্ণর ইহার উপকারিত্ব ও মাধুর্য্য বুঝিতে পারিয়া ইহার উন্নতির পক্ষপাতী হইয়াছেন, তিনি ইহার উন্নতির নিমিত্ত দেশীয়দিগকে প্রোৎসাহিত করিতেছেন।

চিনের একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে রুশ সম্রাট পোতাধ্যক্ষকে এই আদেশ দিয়াছেন কোরিয়ার সহিত কেবল বাণিজ্য বিস্তারের সন্ধি হইবে না। যদি উহারা তাহাজআদি রক্ষা করিবার জন্য প্রশস্ত স্থান ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে সন্ধি হইবে নতুবা বলপূর্ব্বক অধিকার করা হইবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

বার্ম্মিংহাম ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতাকালে লর্ড নর্থব্রুক দেশীয় রাজাদিগের রাজভক্তির সুশিক্ষার এবং দেশীয়সৈন্যগণের সাহসের ভূরিপ্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দেশীয়রাজগণের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়া কার্য্য করা, শিক্ষিতদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা তাহাদিগকে উচ্চ উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করা এবং দেশীয়রাজগণ ও সৈন্যগণকে যত্নে পালন করা কর্ত্তব্য। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন আমরা দেশীয়দিগের উপকারার্থ ভারতশাসন করিব এবং যাহাতে তথায় শান্তি রক্ষা হয় তাহারও বিশেষ চেষ্টা পাইব।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩০ এ অক্টোবর। সুলতান ডারভিস পাসার উপর আদেশ দিয়াছেন, যেসমস্ত আলবেনীয় তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে তিনি যেন তাহাদিগকে ধৃত করেন। সুলতানের সহিত অদ্যাপিও কোন সন্ধি হয় নাই।

কেপটাউন ২৯ এ অক্টোবর। উপনিবেশস্থ সৈন্যগণ সিরাপোডিজের দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। বসুতোদিগের সহিত অনবরত যুদ্ধ হইতেছে। পণ্ডোমিস এবং টাম্বকি জাতিরা বিদ্রোহী হইয়া দুইজন মাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩১ এ অক্টোবর। এইরূপ জনরব উর্ম্মিয়ার সাহায্যার্থ পারস্য হইতে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। অসময়ে নগর আক্রান্ত দেখিয়া কুর্দ্দরা ক্রমেই উহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে।

কেপটাউন ৩০ এ অক্টোবর। সংপ্রতি সংবাদ আসিয়াছে পণ্ডোমিসরা একজন মাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিয়াছে। পণ্ডোমিসদিগের উপদ্রব নিবারণার্থ তথায় সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ২০০০ দুই হাজার করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা নবেম্বর। আয়র্লণ্ডের লাণ্ডলিগ সভার সভ্যগণকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সজ্জা হইতেছে। কর্ক কাউণ্টিতে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ২ রা নবেম্বর। রুশে দুর্ভিক্ষ হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা নবেম্বর। ভারতবর্ষীয় দুর্ভিক্ষ কমিসনের রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। কি উপায় অবলম্বন করিলে ভাবী দুর্ভিক্ষের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় ইহাতে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষের শস্যের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া ও কোন্ স্থানে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা আছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার নিমিত্ত একজন কর্ম্মচারী নিয়োজিত করা আবশ্যক। এরূপ হইলে গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের প্রতীকারের চেষ্টা করিতে পারেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১ লা নবেম্বর। যে জাহাজ সহ্য তুরস্ক সৈন্য ও ডারভিস পাসাকে ডলসিগনোয় লইয়া যাইতেছিল কারফিউদ্বীপের নিকট ঝড় হওয়াতে তাহার গতিরোধ হইয়াছে। রিজাপাসা হসকিনি অধিকার করিয়াছেন।

কেপ্টাউন ১ লা নবেম্বর। উপনিবেশের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। বহুসংখ্যক জাতি বসুতোদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা নবেম্বর। ডেলিও ওয়েলস নামক আয়র্লণ্ডীয় ৬ইজন বিদ্রোহী প্রজাকে ধৃত করা হইয়াছে। তাহারা এক্ষণে বিচারাধীনে রহিয়াছে।

বার্লিন ১ লা নবেম্বর। জার্ম্মন গবর্ণমেণ্ট তুরস্কের মন্ত্রীকে বলিয়াছেন দেশীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধানার্থ একজন জর্ম্মণ আডভোকেট নিযুক্ত করা আবশ্যক।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২৫ এ অক্টোবর ১৮৮০। হায়দ্রাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর এ, এস, রানলি সাহেব কিছু দিনের জন্য ৬৫ এ শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

২৭ এ অক্টোবর। ফরিদপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে, ই, বি, ফ্রেজি সাহেব যিনি বিদায় লইয়া ছিলেন তিনি এক্ষণে উক্ত বিভাগে কিছু দিনের জন্য জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, ডবলিউ ম্যাকি সাহেব লোহারডগার কার্য্য করিবেন এবং পালামৌ বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

২৮ এ অক্টোবর। প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ মোহন হায়দার কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] এ অক্টোবর। [illegible] পরগনার জয়েণ্ট মাজি- ষ্ট্রেট [illegible] ডেপুটী কালেক্টর জে, এফ, [illegible] সাহেব [illegible] ১ম শ্রেণীর জইণ্ট [illegible] কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] প্রতিনিধি মাজি- [illegible] কালেক্টর এফ, ডবলিউ [illegible] সাহেব [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালে- [illegible] করিবেন।

[illegible] সিবিল [illegible] ও সেসন জজ [illegible] সাহেব কিছু দিনের জন্য [illegible] শ্রেণীর [illegible] সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেব [illegible] বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন [illegible] কিছু দিনের জন্য [illegible] করিবেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] এখানে কিছু দিনের জন্য ফরিদপুরে মাজি- ষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার বসু ১৮৮০ সালের [illegible] বি, পি,) ৯ ধারা অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

[illegible] এ অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী [illegible] মুন্সি [illegible] প্রথম শ্রেণীর [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, ডবলিউ [illegible] সাহেব ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে [illegible] বিচার করিবার জন্য প্রথম শ্রেণীর মাজি- ষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ফরিদপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে- [illegible] সি, এম, [illegible] সাহেব ফৌজদারী আইনের [illegible] ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার জন্য [illegible] শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] অক্টোবর। মৌলবী [illegible] চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, [illegible] প্রতি- নিধি মুন্সেফের কার্য্য [illegible] সদ- রের কার্য্য করিবেন।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ রায় এম, এ, বি এল, কিছু [illegible] জন্য ছোটনাগপুরে প্রতিনিধি মুন্সেফের কার্য্য করিবেন কিন্তু রাচিতে সচরাচর কার্য্য করিবেন।

মালদহের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি- ষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

গয়ার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি, এল, কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রামে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন কিন্তু সাতকা- নায় থাকিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

মালদহ।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে কতকগুলি (৫। ৬টী) শৃগাল উন্মত্ত হইয়া প্রত্যহ ৫। ৭ এমন কি কোন দিন ১২ জন লোককে দংশন করে। তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই মৃত্যু হইয়াছে। মধ্যে কয়েক দিবস সর্পে- রও উপদ্রব হইয়াছিল। ৫। ৬ জন লোকও সর্পা- ঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

অস্ত্র সংক্রান্ত আইন জারি হওয়ার পর হইতে এতদঞ্চলে ভয়ানক ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হই- য়াছে এবং এতদংশের এমন কি অসংখ্য অশ্ব গবাদি গ্রাম্য জন্তু ও অনেকগুলি হতভাগ্য মনুষ্যও ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক অকালে কালকবলে জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছে!! মালদহ, ইংরেজাবাদ, রাইপুর, মহেশ- পুর, শেরসাবাদ, নাচাপুর, মকরমপুর, কৃতবপুর, শিবগঞ্জ প্রভৃতি স্থান সমূহে ব্যাঘ্রের ভয়ানক দুর্নি- বার অত্যাচারে সেই সেই স্থানবাসিগণ স্ব স্ব প্রাণ ও পুরুষানুক্রম পশ্বাদি লইয়া মহাব্যতিব্যস্তে পতিত হইয়াছে। মালদহের উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলের জঙ্গল বেষ্টিত পল্লীগ্রাম সমূহে পূর্ব্বে রাত্রিকালে ব্যাঘ্রের উপদ্রব ছিল বটে কিন্তু তখন প্রত্যেকের বাটীতেই [illegible] সম্প্রতি তদভাবে ঐ সকল লোকালয় শ্বাপদালয়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যে যে গ্রামে ব্যাঘ্রের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে সেই সেই গ্রামের লোকের পক্ষে রাত্রিকালে গৃহের বাহির হওয়া বিষম ভয়ের হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ কার্য্যো- পলক্ষে দুই চারি জনের সাহায্যে সকলে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে। বিগত ১০ ই কার্ত্তিক আনুমানিক রাত্রি ৩ টার সময় ব্যাঘ্র আমাদের পাড়ার সদর রাস্তা দিয়া আসিয়া আমার বাটীর নিকটস্থ মাছের বাজারে একটী ৩ বৎসরের গোবৎসকে বিনাশ করিয়াছে। লোকালয়ে এইরূপ কাণ্ড হইয়াছে বলিয়া ২০০ শতের অধিক লোক সেই মৃত্যুবৎসকে দেখিতে আসিয়াছিল, এবং পাড়ার সকলেই সশঙ্ক হইয়া- ছেন পরে এই কয়েকদিনের মধ্যে অনেকগুলি অশ্বাগবাদি লোকালয় হইতে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক হত হই- য়াছে। সে দিবস এক মহাত্মা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে হিংস্রজন্তু দ্বারা যত প্রাণী হত হইয়াছে—অস্ত্র- সংক্রান্ত আইন হওয়ার পর হতাহতের সংখ্যা অনেকাংশে ন্যূন হইয়াছে!! হা হতোস্মি! ভারত— বাসি—বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণ! তোমারাও এক- মাত্র সম্বল যষ্টিদ্বারা সামান্য হিংস্রজন্তুকেও তাড়া- ইতে সাহসী হইবেনা—সুতরাং তোমরা যদি দুর্লভ জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর তবে পূর্ব্ব হইতেই গৃহে অর্গলবদ্ধকরতঃ অন্তঃপুরের আশ্রয় গ্রহণ কর—তাহরিতে হতাহতের সংখ্যা অল্প হইবে— আইনপ্রণেতারও মুখোজ্জ্বল হইবে!! বাহাহউক আমরা অন্যান্য অঞ্চলের কথা বলিতে পারিলাম না কিন্তু আমাদের এতদঞ্চলের প্রতি যদি গবর্ণমেণ্ট দৃষ্টিপাত বা সুব্যবস্থা না করেন তবে কিছুদিনের মধ্যে লোকালয় শ্বাপদসংকুল ভীষণ অরণ্যময় হইয়া উঠিবে!!!

রাণাঘাট।

সংপ্রতি নিজ রাণাঘাট ও ইহার চতুষ্পার্শ্ব- বর্ত্তী গ্রাম সমূহে জ্বররোগের নিতান্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এতদ্দ্বারা মধ্যে মধ্যে দুই একটী লোকের মৃত্যুও হইতেছে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম রাণাঘাট সবডিবিজনের সদর ষ্টেসন কৃষ্ণ নগরে এই জ্বর সাংক্রামিক হইয়া পড়িয়াছে।

রাণাঘাটের মিউনিসিপালিটীর কর্তৃপক্ষেরা এখানে একটী শব দাহের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য কত সঙ্কল্প হইয়াছেন। আরএকটী কথা এই যে রাণাঘাট হইতে শব গঙ্গায় লইয়া যাইতে হইলে ছঃখী লো- কের বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা হইয়া থাকে একখানি নৌকা ভাড়া করিতে হইলে ৫।৬ পাঁচ ছয় টাকার কম হয় না। আমরা শুনিয়াছি অত্রত্য মিউনিসিপা- লিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারমান ও ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বামনশঙ্কর সেন মহোদয় মিউনি- সিপাল ফণ্ড হইতে সর্ব্বসাধারণের জন্য রাণা- ঘাট হইতে শব গঙ্গায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত একখানি স্বতন্ত্র নৌকা নিয়োজিত হইবার প্রস্তাব করিয়া মঞ্জুর করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয়নাই। আমরা ভরসা করি এখানকার মিউনিসিপালিটীর বর্ত্তমান শ্রদ্ধাস্পদ চেয়ারমান মহাশয় সেই সর্ব্বজনহিতকর বিষয় টী একবার স্মরণ করিয়া গঙ্গায় শব লইয়া যাইবার জন্য একখানি নৌকা স্থায়ী রূপে মঞ্জুর করিয়া সর্ব্বসাধা- রণ করদাতৃগণকে বাধিত করিবেন।

এই সব ডিবিজনের অধীন শান্তি পুরের

মিউনিসিপালিটীর চেয়ার মান ও কমিসনরগণ শান্তিপুরে হাকনি ক্যারেজ আক্ট পাশ করিয়া নিজ শান্তিপুরবাসীগণের ও সর্ব্বসাধারণ পথিকগণের অজস্র আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। পূর্ব্বে ঘোড়ার গাড়ীর কোচমানগণ ভাড়া লইয়া যেরূপ অত্যাচার করিত তাহা লিখিতে কাষ্ঠময়ী লেখনীও বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাহারা গাড়ী ভাড়া করিত, তাহাদের নিকট হইতে গাড়োয়ানগণ অধিক ভাড়া লইত, যদি কোন পথিকের সহিত স্ত্রীলোক থাকিত তবে আর রক্ষা নাই ইহাতে দুষ্ট কোচমানদিগের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকিত না। আবার যাহারা নিতান্ত বিদেশী লোক তাহাদেরই অপেক্ষাকৃত অধিক সর্ব্বনাশ। উক্ত গাড়োয়ানগণ শুদ্ধ যে অধিক ভাড়া লইয়া ক্ষান্ত থাকিত এরূপ নহে। সময়ে সময়ে ইহারা ভদ্রলোকদিগকে ঠাট্টা ও অপমান করিতেও ত্রুটি করিত না। এক্ষণে হাকনি ক্যারেজ আক্ট পাশ হওয়াতে ইহাদের দৌরাত্ম্য অনেক কমিয়া আসিয়াছে। আমরা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি এক্ষণে যদি কেহ রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর গমন করেন তিনি তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ২।০ নয় সিকা দিলেই চলিবে। আমরা চেয়ারমান বাবুকে অনুরোধ করি তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ীর রেট আরও কিছু কমাইয়া দিয়া সর্ব্বসাধারণের অপেক্ষাকৃত কৃতজ্ঞতার ভাজন হউন।

পুলিষ এই কথাটী স্মরণ করিলেই শরীর শিহরিয়া উঠে! ভদ্রলোকে পুলিষকে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করে। ছোট লোকে পুলিষকে ভয় ও ভক্তি করে। বরদার গুইকুমারের মকদ্দমানিযুক্ত-ইংলণ্ডীয় সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব সার জেণ্ট বালেণ্টাইন ভারতীয় পুলিসকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক নিষ্ঠুর নির্দ্দয় ও অত্যাচারী বলিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় পুলিষ মাত্রেই অত্যাচারী সার জেণ্ট বালেণ্টাইনের এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অপসিদ্ধান্ত। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এ বিভাগে অনেক ভদ্রলোকও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, সম্প্রতি রাণাঘাট পুলিষের গোবিন্দ দত্ত নামক জনৈক পুলিষ কর্ম্মচারী শ্রীনাথ নামে একজন তাঁতিকে অন্যায়রূপে অবরোধ করতঃ মারপিট করাতে আমাদিগের নবাগত কার্য্যদক্ষ মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহোদয় গোবিন্দ দত্তের কঠিন পরিশ্রমসহ এক হপ্তার কারাবাসের ও ২০ টাকা (এই কুড়ি টাকা না দিলে অতিরিক্ত দুই হপ্তা মেয়াদ হইবে) অর্থ দণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। অতঃপর রাণাঘাটের পুলিসের অত্যাচারী কর্ম্মচারীগণ সাবধান হন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

বিজ্ঞাপন

১। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দের ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত চাকদহ ও যশোহরের মধ্যে ডাক লইয়া যাইবার জন্য শিল করা টেণ্ডর ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের ১লা ডিসেম্বরের মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত লওয়া যাইবে এবং উক্ত সময়ে টেণ্ডর সকল আমার দ্বারা খোলা হইবে।

২। প্রতি টেণ্ডরের সহিত ১০০ একশত টাকা জমা দিতে হইবে।

৩। টেণ্ডরের উপর এই কথা গুলি লেখা থাকিবেক, "চাকদহ ও যশোহরের মধ্যে ডাক লইয়া যাইবার জন্য টেণ্ডর"।

৪। যাঁহার টেণ্ডর গ্রাহ্য হইবে তাঁহাকে ॥০ আট আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে কনট্রাক্ট পত্র লিখিয়া দিতে হইবে। ঐ ষ্ট্যাম্প কাগজের খরচা তাঁহাকে দিতে হইবে।

৫। উপরোক্ত কণ্ট্রাক্ট অনুযায়িক কাজ চলিবে বলিয়া ৫০০ পাঁচশত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

৬। যাঁহাদের স্বার্থ থাকিবে তাঁহাদের ও অপরাপর যাঁহারা উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের সমক্ষে উল্লিখিত তারিখে উল্লিখিত সময়ে টেণ্ডর সকল খোলা হইবে।

৭। এই আফিসে আবেদন করিলে টেণ্ডরের ফরম্ ও কণ্ট্রাক্ট সম্বন্ধীয় সকল বিবরণ জানা যাইতে পারিবে।

৮। অল্প টাকার টেণ্ডর অথবা কোন টেণ্ডর গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহি।

কলিকাতা
২৯ অক্টোবর ১৮৮০

H. E. M. James.
বঙ্গদেশের কিমিসেটীং
পোষ্ট মাষ্টর জেনেরেল

কথা সরিৎ সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১॥০ টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। গ্রহণার্থী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ।

মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃসলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট

হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ১ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ১ লা অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮০। ১৫ ই নবেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

[illegible] প্রত্যেক মূল্য ৩৷০ ।

[illegible] ঔষধালয় ।

[illegible] ও উইলসন

[illegible] নং

[illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা ।

[illegible]শ্বর তৈল ।

[illegible] সুগন্ধি তৈলে [illegible] মস্তিষ্কের বিকৃতি [illegible] প্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় [illegible] মূল্য বড় শিশি ১৷০ টাকা, ছোট [illegible] এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্ত-শূল, দন্ত [illegible], দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া [illegible] এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ [illegible] দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা আরোগ্যপ্রাপ্ত [illegible] লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের [illegible] শ্রীকৈলাসচন্দ্র দেব ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা ।

[illegible] এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় [illegible] কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় [illegible] ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় [illegible]। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারি-ন্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ১ আউন্স ৬, ৮ আউন্স [illegible] আউন্স শিশি [illegible] আনা। নগদ মূল্যে [illegible], মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

[illegible] দিবসে [illegible] জীবাত্মার প্রতি-[illegible] এবং দৃশ্য জগৎকে আত্মকৃতস্বরূপে [illegible] মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে [illegible] আমাকে পোষ্টেজ পত্র দ্বারা জানাইলে [illegible] জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

সাং শ্রীরামপুর।

[illegible] ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

নবীন অবলেহ ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম রক্ত, [illegible], অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎ-সংসৃষ্ট জ্বর বা শোথে যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ [illegible] পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দি[illegible] [illegible] আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র [illegible] সহিত বিতরণ করা যায়।

এক শিশির মূল্য [illegible] টাকা। প্যাকিং ✓০ আনা।

চন্দনাসব ।

মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় হওয়া, এবং ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ✓০ দুই আনা।

রত্নগর্ভ ঘৃত ও ব্রহ্মানন্দ তৈল

(সকল প্রকার উন্মাদরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

অনেক চেষ্টা ও অনেক [illegible] এবং [illegible] ঘৃত এবং তৈল প্রস্তুত করাতে উন্মাদরোগ প্রায় [illegible] সপ্তাহ ব্যবহার করাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যথা উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, অতিশয় বকা, উলঙ্গ হইয়া বেড়ান, [illegible] বকা এবং অন্য লোককে আঘাত করা, গৃহ হইতে সদা দৌড়িয়া পালান, স্তম্ভিত থাকা রহিত [illegible], এতদ্ব্যতীত যে কোন বায়ুরোগ হয় এ ঘৃত তৈল ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। যদি অল্পদিনের রোগ হয় তাহা হইলে ১ সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলে প্রায় রোগ শেষ হইয়া যাইবে।

১ সের ঘৃতের মূল্য ৪০ টাকা।

১ সের তৈলের মূল্য ৩২ টাকা।

প্যাকিং ✓০ আনা।

অমৃতাসব ।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

আমরা প্রায় ৩। ৪ বৎসর হইতে এই প্রসিদ্ধ কাশরোগের ঔষধটী নানা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধদ্বারা সর্ব্ব প্রকার ছর্দ্দি, কাশি, এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষঃবেদনা, পার্শ্বশূল, অতিঘর্ম্ম, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, (অর্থাৎ বায়ুনালীতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরাসিক শ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকল সত্বর এই ঔষধদ্বারা শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

ইহার সহিত এক রকম বটিকা সেবন করিতে হয়। তাহার মূল্য ১ টাকা।

সুপারি ঘৃত ।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ✓ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন:

শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল বসু, এল এম এস

ক্ষেত্রমোহন মিত্র,

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১২০ নং বাটী।

বসু ব্রাদর্স ।

[illegible] হইতে মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকার।

[illegible] নং বাটী, [illegible] মোড়, সিমুলিয়া কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধা-মত দরে) দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়। দ্রব্যাদির নমুনা কিম্বা বাজার দর জানিতে ইচ্ছা করিলে ডাক ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ভার লওয়া যাইবেক না কলিকাতায় যাহা কিছু প্রাপ্য সমস্তই আমরা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি ন্যূন এক টাকা মূল্যের দ্রব্যাদিও খরিদ করিয়া পাঠান যাইবেক। নগদ মূল্যে খরিদে দ্রব্যাদি সস্তা ও ভাল পাওয়া যায়। দ্রব্যাদির যথার্থ খরিদ মূল্যের উপর নিম্নলিখিত হারে আমরা কেবল কমিশন মাত্র লইয়া থাকি।

[illegible] টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্যন্ত টাকা প্রতি [illegible] আনা
২৫ " " ১০০ " " " [illegible] অর্দ্ধ আনা।
১০০ " " ৫০০ " " " ৫ এক পয়সা।

৫০০ টাকার উপর হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবেক দ্রব্যাদি পাঠাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবেক না। পাঠাইবার পূর্ব্বে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাক করিয়া পাঠান যাইবেক।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, ম্যানেজার।

প্রেরিতপত্র।

মহাশয়! দেওয়ালি যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের একটী প্রধান উৎসব তাহা সকলেই জানেন। আমাদের দেশে যেরূপ দুর্গোৎসবে জনসাধারণ অবিচ্ছেদে সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিন দিবস আনন্দানুভব করিয়া থাকে, এপ্রদেশেও সেইরূপ এই দেওয়ালি উৎসবে হিন্দু মাত্রেই তিন দিবস সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার ক্রীড়ায় উন্মত্ত থাকে। দেওয়ালির দিন এমন বাটী দেখিতে পাওয়া যায় না যে বাটীর সংস্কার করা হয় নাই। দেওয়ালি উপলক্ষে হিন্দু মাত্রেই আপন বাটীর যথাসাধ্য সংস্কার করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে যাহারা কথঞ্চিৎ সৌখিন তাহারা আপন আপন বাটীর সম্মুখভাগ নানাবিধ রঙ্গে এরূপ ভাবে রঞ্জিত করে, রাত্রিকালে যখন বাটীর দ্বারদেশ দীপমালায় সুশোভিত করা হয়, তখন তাহা এমনি সুন্দর দেখায় যাহা ক্ষণকালও দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। উৎসবের প্রথম দিবসে কি ধনী কি নির্ধন সকলেই স্ব স্ব বাটী সাধ্যানুসারে দীপমালায় সুশোভিত করিবে। সন্ধ্যার পরে যখন লোকে আপন আপন বাটীর দ্বার দীপমালায় সুশোভিত করিয়া ইতস্ততঃ মহাসমারোহে ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় নিরানন্দ কাহাকে বলে তাহা যেন কেহ জানে না। কি বালক কি বালিকা কি যুবা কি যুবতী কি বৃদ্ধ কি বৃদ্ধা সকলেই আপন আপন যোগ্য ব্যক্তির সহিত নানাপ্রকার হর্ষপ্রদ ক্রীড়ায় হাস্য পরিহাসে ও কথোপকথনে দেওয়ালীর বিমলানন্দ অনুভব করে। আমাদের দেশে যেমন পর্ব্বোপলক্ষে ময়রা প্রভৃতিতে বহুবিধ মনোহর মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে, এ প্রদেশেও সেইরূপ হালোয়াইরা নানাপ্রকার মনোহর মিষ্টান্ন সকল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। আমাদের দেশে যেমন দুর্গোৎসব উপলক্ষে রেলওয়ে কর্ম্মচারী ভিন্ন বিদেশবাসী মাত্রেই পরিবার সহবাস জনিত অতুল সুখ উপভোগ করিবার নিমিত্ত অন্ততঃ চারি দিনের নিমিত্ত বাটীতে গমন করিয়া থাকেন এদেশেও সেইরূপ অন্তত এই তিন দিনের সুখভোগ করিবার জন্য বিদেশবাসী আপন গৃহে আসিয়া থাকে। কিন্তু নিরতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে দেওয়ালির প্রথম দিনে যেরূপ আপামর সাধারণের হাস্যমুখ দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বিতীয় দিবসে আর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেন যে এমন হয়, বোধ হয় যাহারা দেখেন নাই, তাহারা এখনও বুঝিতে পারেন নাই। এই উৎসবের প্রথম রাত্রিতে এপ্রদেশের হিন্দু মাত্রেই আপন আপন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য জুয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস এই যে ঐ দিবস যিনি জুয়া ক্রীড়ায় হারিবেন, তাঁহার সম্বৎসর হারিতেই যাইবে, যিনি জয়ী হইবেন তাঁহার সম্বৎসর জয়েতেই যাইবে। কি ভয়ানক কুসংস্কার! ক্রীড়ায় যে হার জিত হইয়াই থাকে ইহা কে না জানে? চাই আমিই হারি আর তুমিই হার, এক জনকে হারিতেই হইবে। আজ আমি হারিলাম বলিয়া যে আমাকে সম্বৎসর হারিতে হইবে, আর তুমি জিতিলে বলিয়া যে সম্বৎসর জিতিবে, ইহার কোন অর্থ নাই। অধ্যবসায়বিহীন মনুষ্য ভিন্ন যে অন্য কেহ এই সংস্কারের পোষকতা করিবেন এমত বোধ হয় না। আমরা নির্ব্বন্ধসহকারে গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে এদেশের লোকের হৃদয় হইতে এই সংস্কারটী দূর হয়, তাহা করুন। ইহার দ্বারায় যদি কেবল ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি মাত্র হইত, তাহা হইলে আমরা একদিন এতদসম্বন্ধে নির্ব্বাক থাকিলেও থাকিতে পারিতাম। আমরা দেখিতেছি ইহার দ্বারায় সমাজেরও ক্ষতি হইতেছে। হারিলে যে ক্রোধের উদয়, ক্রোধোদয়ে হিতাহিত জ্ঞানের লয় হয়, ইহা সকলেই জানেন। তখন এইবার জিতিব এই বার জিতিব বিবেচনা করিয়া যত খেলিতে থাকে, ততই হারিতে থাকে। যত হারিতে থাকে, ক্রোধও তত বাড়িতে থাকে। সুতরাং ক্রোধের উত্তেজনায় ক্রমশ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। ইহার পর যে সে ক্ষান্ত হয়, তাহা হয় না। তখন যে কোন প্রকারে পারে অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। প্রথমতঃ ঋণ-জালে জড়িত হইয়া পড়ে, শেষে পরস্বাপহরণ করিতে উদ্যত হয়। ইহা যে আমরা কেবল কথায় বলিতেছি, তাহা নহে। অনেকবার অনেককে এইরূপ ক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষে পরস্বাপহরণ করিয়া কারাগারে যাইতেও দেখিয়াছি। সেই জন্য আমরা বলিতেছি যাহাতে এদেশের লোকের হৃদয় হইতে এই ভয়ানক কুসংস্কারের মূল উৎপাটিত হয় তাহা করুন।

উপসংহারে বক্তব্য এই একণে যাহারা এপ্রদেশে কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকেও আমরা অনুরোধ করিতেছি যাহাতে এই সর্ব্বস্বান্তকারী কুসংস্কার তাঁহাদের সমাজ হইতে বিদূরিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করুন। যদি বলেন, পূর্ব্বাপেক্ষা এখেলা একণে অনেক পরিমাণে অল্প হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা সে কথা বিশ্বাস করিব না। আমরা এখন দেখিতেছি পিতাপুত্রে এই মহা অনিষ্টকর ক্রীড়াতে উন্মত্ত হইয়া পরম্পরাগত কুসংস্কারের গৌরব রক্ষা করিতেছে।

একান্ত বশম্বদ
অযোধ্যাস্থ সংবাদদাতা

সোমপ্রকাশ

১ লা অগ্রহায়ণ সোমবার।

পঞ্জাবের উচ্চ শিক্ষা।

লাহোর সহরে ভারতসভার একটী শাখা আছে। এই শাখাসভার সভ্যগণ সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন, সেই আবেদনের মর্ম্ম এই যে, পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে একটী স্বতন্ত্র সভা না করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন রাখা হয়। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে লাহোর কলেজের অধ্যক্ষ লাইটনার সাহেব বহুদিবসাবধি পঞ্জাবে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। লাইটনার সাহেবের অভিপ্রায় এই যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানতঃ দেশীয় ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া হইবে; সংস্কৃত, পারস্য, উর্দ্দু প্রভৃতি বহুল পরিমাণে পাঠ করান হইবে; ইউরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইলে দেশীয় ভাষাতে অনুবাদ করিয়া তাহার শিক্ষা দেওয়া হইবে। লর্ড লিটন যখন লাহোরে গমন করেন, তখন লাহোর কলেজের ছাত্রদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, পঞ্জাববাসিদিগকে তাহাদিগের দেশীয় ভাষাতে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায় এই যে তদ্দ্বারা তাহাদের শিক্ষার উন্নতি হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজভক্তিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ভিতরের প্রকৃত কথা লর্ড লিটনের মুখ দিয়া বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। রাজপুরুষদিগের মধ্যে কতকগুলি দূরদর্শী লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন প্রজাদিগকে অজ্ঞ রাখাই রাজ্য রক্ষার একটী প্রধান উপায়। যদি তাহারা ভূরি পরিমাণে ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করে; যদি ইংলণ্ডের ইতিবৃত্তে তাহারা দেখিতে পায় যে ইংরাজ নিজ পৌরুষেরই গুণে স্বাধীনতা সুখ ভোগ করিতেছেন, যদি তাহারা ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী চিন্তা প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মনে স্বতঃ স্বাধীনতা প্রবৃত্তি উদিত হইবে। তাহারা দেশের দুর্গতির বিষয় স্মরণ করিয়া শোক করিতে থাকিবে এবং স্বাধীনতাসুখ প্রার্থনীয় মনে করিয়া তল্লাভের উপায় সকল অবলম্বন করিবে। সুতরাং রাজ

বিপক্ষ অন্যান্য অপেক্ষা ভিন্নদের ভাব বন্ধ করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। ... অঙ্গে থাকিলে তাহাদের এ প্রকার শান্তি ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পঞ্জাবদেশে এই শ্রেণীর ইংরাজ কর্ম্মচারীর সংখ্যা অধিক। পঞ্জাবদেশে প্রায় সর্ব্বদাই দেখা যায় যে কর্ত্তৃপক্ষ বিধিমতে ইংরাজী উচ্চশিক্ষাকে অনাদৃত রাখিবার প্রয়াস পাইতেছেন। যদি কোন যুবা পুরুষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা দিয়া উপাধি প্রাপ্ত হন, লাইটনার সাহেব তাহার অপরাধ মার্জ্জনীয় জ্ঞান করিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্টও তাহাদিগকে উৎসাহিত করেন না। বি এ, এম এ উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা হয় ত একটী ভাল কর্ম্ম প্রাপ্ত না হইয়া ক্লেশ পান, অথচ সম্পূর্ণ ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে বড় বড় বেতনের কর্ম্ম দেওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অদ্যাবধি যে কয়েকজন যুবাপুরুষ বহু ক্লেশ ও ব্যয় স্বীকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে দুই তিনটী ব্যতীত আর কাহাকেও উচ্চ পদ দেওয়া হয় নাই, কিন্তু সেখানকার বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, তসিলদার প্রভৃতি পুরাতন ঢঙ্গের লোকও শাখা ভারতসভা এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে পঞ্জাবে একটী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় না থাকে। আমরাও সম্পূর্ণরূপে এই মতের অনুমোদন করিতেছি। একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় থাকিলে বিবিধ প্রকারে অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ তাহা হইলে পঞ্জাব প্রদেশে ইংরাজী উচ্চ শিক্ষার উন্নতির বিশেষ ব্যাঘাত হইবে। পঞ্জাব প্রদেশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করার একটী অসুবিধা এই যে উচ্চ-শ্রেণীর ছাত্রদিগকে পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় আসিতে হয়, কিন্তু এ নিয়ম অনায়াসে রহিত করা যাইতে পারে। এক্ষণে প্রবেশিকা পরীক্ষা যেমন জেলায় জেলায় হইয়া থাকে, বালকদিগকে কলিকাতায় আসিতে হয় না, সেইরূপ বি এ, এম এ প্রভৃতি পরীক্ষার্থিদিগকেও জেলায় জেলায় পরীক্ষা করিতে পারা যাইতে পারে। একটু ভাল বন্দোবস্ত করিলেই এ কার্য্যটী সুন্দররূপে চলিতে পারে। পঞ্জাবের কালেজগুলিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন করিবার পরামর্শ দিবার অভিপ্রায় এই যে তাহা হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় সেখানকার ছাত্রদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে, বঙ্গদেশে যে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, ভালই হউক আর মন্দই হউক তাহা আর বন্ধ করিবার যো নাই, লাইটনার, জাতীয় ইংরাজগণ সন্তুষ্টই হউন আর অসন্তুষ্ট হউন বঙ্গদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন আর লাইটনার সম্প্রদায়ের মতে লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব পঞ্জাবের শিক্ষার্থী যুবকদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চাতে বাঁধিয়া দিলে যদি তাহারা এখানকার যুবকদিগের সঙ্গে তরিয়া যান এই আমাদের আশা।

একটী কথা বলিতে আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। একথা কি সত্য, যে পরিমাণে ভারতবর্ষীয় যুবকগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিবে সেই পরিমাণে তাহারা রাজবিদ্রোহী হইবে। ভারতবর্ষে অদ্যাবধি যত বিদ্রোহ ঘটনা হইয়াছে তাহার মূলে কাহারা ছিল? শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক। একজন ফকীর আসিয়া জনরব করিয়া দিল, গবর্ণমেণ্ট বলপূর্ব্বক সৈনাগণের জাতি ধ্বংস করিবেন, অমনি সৈনাগণ ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিল। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কি কখনও এরূপ ভ্রমে পতিত! আমাদের দৃঢ় সংস্কার, এদেশের শিক্ষিত লোকদিগের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ভয়ের কোন আশঙ্কা নাই, যদি বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটনা হয় অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দ্বারাই ঘটিবে। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের রাজভক্তি উজ্জ্বল ভাবে ধারণ না করুক, তাহারা শিক্ষার গুণে অন্ততঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বল ও পরাক্রম কত তাহা বুঝিতে পারিবে এবং আত্মশাসনের সুখ যদি প্রার্থনীয় হয় সে সুখ কিরূপে উপার্জ্জন করিতে হয় তাহাও তাহারা বুঝিবে। সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। আমাদের আশা এই বর্ত্তমান লিবারেল গবর্ণমেণ্ট উক্ত শ্রেণীর সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তিদিগের পরামর্শ শুনিবেন না। লার্ড রিপন যদি পঞ্জাবে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাহার সকল প্রতিবন্ধক দূর করিয়া দিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের ন্যায় উক্ত প্রদেশের লোকের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যের অবস্থা।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বুঝি বা আবার দুর্ভিক্ষের হাহাকার উত্থিত হয়। সেখানে বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা বড় মন্দ। বর্ষার অভাবে চাষের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। এমন কি কৃষকগণ আগামী অগ্রহায়ণের এক পসলা বৃষ্টির মুখাপেক্ষা করিয়া আছে, যদি দৈবের অনুগ্রহ হয় তাহারা কোন প্রকারে টানাটানি করিয়া চালাইতে পারিবে নতুবা আবার বহুসংখ্যক লোককে দুর্ভিক্ষের যাতনা ভোগ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে কোন কোন স্থানে লোকের অন্ন কষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুখের বিষয় এই সার জর্জ কুপার এই সময় হইতেই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের যে সকল কার্য্য পূর্ব্বে বন্ধ ছিল তাহা আরম্ভ করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন যেখানে যত রাস্তা ঘাট প্রভৃতি সংস্কার করিবার প্রয়োজন আছে আবশ্যক হইবামাত্র তাহাদের সংস্কার আরম্ভ হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইতেছে।

যথাসময়ে সদুপায় অবলম্বন না করাতে উড়িষ্যাতে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ গেল। সময়োচিত উপায়ের অভাবে বেহার প্রদেশে অনেক অংশে ক্ষতি হইল। সদুপায় অবলম্বন না করাতে দুই বৎসর পূর্ব্বে এই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কত লোকের প্রাণ গেল, ইহার পরেও যদি প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের চক্ষু না খুলে তাঁহাদিগকে অন্ধ বলিতে হয়। সার জর্জ গত দুর্ভিক্ষের সময় ঠেকিয়া শিখিয়াছেন; প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের আদেশে ও উপদেশে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাদিগের রক্ষার যে প্রণালী তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার দোষ গুণ বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন। এবারে বোধ হয় সেরূপ নৃশংস কাণ্ড দেখিতে হইবে না।

এই সময় হইতে কোন্ কোন্ প্রদেশে শস্য উত্তম জন্মিয়াছে তাহা স্থির করিয়া রাখা কর্ত্তব্য; যে সময়ে শস্য বহনের অসুবিধা না ঘটে এজন্য শস্য বহনের উপযোগী রাস্তা ঘাট প্রভৃতি ঠিক করিয়া রাখা উচিত। এই সময় হইতেই একদল কর্ম্মচারীর প্রতি গ্রামে গ্রামে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার ভার দেওয়া কর্ত্তব্য; এবং তদ্ভিন্ন যে যে প্রদেশে দুর্ভিক্ষক্লেশ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা সেই সকল প্রদেশে গড়ে কত শস্য সঞ্চিত আছে তাহাও নিরূপণ করিবার উপায় অবলম্বন করিলে ভাল হয়।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়েই "ফ্যামিন কমিশন" অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের কারণ ও প্রতিবিধানের উপায় নির্দ্ধারণার্থ নিয়োজিত সভা নিজ কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের পরামর্শ দ্বারা এই সময়ে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

একটি বিষয়ে কমিশনের সভ্যগণের পরস্পরের সহিত মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। দুই জন সভ্যের মত এই যে সুবর্ষা ও সচ্ছলের সময় গ্রামে গ্রামে শস্য সঞ্চিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট এই শস্য সঞ্চয় করিবেন। ধীরে সুস্থে সঞ্চয় করিলে সঞ্চয়ের ক্লেশ ও ব্যয় অনেক লাঘব হইবে, পরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে এই সঞ্চিত শস্য দ্বারা লোকের প্রাণ রক্ষা হইতে পারিবে। কমিশনের অপর সভ্যগণ এরূপ কার্য্যপ্রণালীকে অনিষ্টকর মনে করেন

তাঁহাদের যুক্তি এই ; প্রথমতঃ শস্য ব্যবসায়ীরা যে সময়ে দুই পয়সা লাভ করিবে সে সময়ে গবর্ণমেণ্ট যদি নিজ সঞ্চিত শস্য ছাড়িতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি করা হয়। তাহাদের স্বাধীন বাণিজ্য প্রবৃত্তি মন্দ হইয়া যায়, তৎপরে আবার যখন গবর্ণমেণ্টের শস্য বদ্ধ হয় তখন আবার স্বাধীন বাণিজ্য সহসা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ প্রজারা যদি জানে যে অসময়ে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শস্য সঞ্চিত আছে তাহা হইলে ক্রমেই তাহাদের আলস্য এবং অমিতব্যয়িতা নিতান্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

উক্ত উভয় যুক্তি নূতন নহে। লর্ড নর্থব্রুকের সময় উভয় পক্ষের সকল যুক্তিই বিশেষরূপে বিচারিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট যদি সামান্য দরিদ্র শস্য ব্যবসায়ি-লোকদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে বাণিজ্যের ক্ষতি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করা ত গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নয়। প্রথমতঃ যে সকল দুঃস্থ লোক সামান্য মূল্য দিয়াও শস্য ক্রয় করিতে পারে না এবং অনাহারে প্রাণপরিত্যাগ করে তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা করা ; দ্বিতীয়তঃ সচরাচর দুর্ভিক্ষের নাম শুনিবামাত্রই শস্য ব্যবসায়ীরা শস্যের দর অন্যায়-রূপে বৃদ্ধি করিয়া দেয় সেই অনিষ্ট নিবারণ করা এই উভয় প্রকার উদ্দেশ্য থাকিবে।

লোকের আলস্য বৃদ্ধি হইবে এ যুক্তি প্রবল মনে হয় না। লোকে কি বিপৎকালের জন্য যাহা সঞ্চয় করে তাহার মুখাপেক্ষা করিয়া কি ব্যয় করিয়া থাকে? লোকে যেমন জানিবে যে অসময়ে সাহায্যের জন্য শস্য সঞ্চিত আছে তেমনি ইহাও জানিবে যে সহজে সে শস্য প্রদত্ত হইবে না। ইহাতে লোকের আলস্য প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কা দেখা যায় না।

এক যদি গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে শস্যব্যবসায়িদিগের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন তাহা হইলে এক প্রকার হইত? কিন্তু তাহা যখন হইতেছে না, অন্য উপায়ে প্রাণরক্ষা না হইলে যখন শস্য আনিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইবে, তখন দুর্ভিক্ষের সময়ে অধিক ব্যয়ে শস্য ক্রয় ও বহন না করিয়া সচ্ছলের সময় অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখা ভাল। কিন্তু একমাত্র দুর্ভিক্ষ নিবারণের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। উপস্থিত রোগের প্রতীকার চেষ্টা অপেক্ষা রোগোৎপত্তির কারণ পরিহার করা অধিক যুক্তিসঙ্গত কার্য্য। দুই এক বৎসর শস্যের অবস্থা হীন হইলে যাহাতে দেশ মধ্যে হাহাকার উপস্থিত না হয় এরূপ উপায় অবলম্বনের দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। খাত কূপ প্রভৃতি খনন, কৃষিপ্রণালীর উন্নতি, মধ্যভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন দ্বারা প্রজা সংখ্যার হ্রাস প্রভৃতি সমুদায় উপায় অবলম্বন করা বিধেয়।

ফ্যাক্টরি আইনের পাণ্ডুলিপি।

ফ্যাকটরি আইনের পাণ্ডুলিপি নামে একখানি পাণ্ডুলিপি বহু দিবস ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে রহিয়াছে। বোম্বাই এবং অপরাপর প্রদেশে যে সকল কাপড়ের কল আছে তাহাতে যে সকল পুরুষ স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা কার্য্য করিয়া থাকে তাহাদিগকে অতিরিক্ত শ্রম ও অপরাপর শরীরের অনিষ্ট জনক কার্য্য হইতে রক্ষা করা উক্ত সংকল্পিত আইনের উদ্দেশ্য।

সচরাচর দৃষ্ট হয় যে কলের কর্ত্তৃপক্ষ কিসে অল্প ব্যয়ে আপনাদের কার্য্য হয় সেই দিকে দৃষ্টিপাত করেন কিন্তু যাহারা পরিশ্রম করে তাহাদের মঙ্গলের দিকে দেখেন না। এই সকল কলে যে সকল পুরুষ রমণী বা বালক বালিকা কাজ করে তাহাদিগকে অনেক সময় প্রাতে ছয়টা হইতে সায়ংকালের ছয়টা পর্য্যন্ত ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করান হয়। মধ্যে আহার ও বিশ্রামের জন্য যে এক ঘণ্টা ছুটী দেওয়া হয় তাহাতে অনেকের বাসাতে গিয়া ভাল করিয়া আহার করিবারও সময় হয় না। আবার কলের মধ্যে যেখানে ইহারা কার্য্য করে সেখানেও স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় না, হয়ত তাহার অধিকাংশ স্থানে আলোক বা বায়ুর বিশেষ সমাগম দৃষ্ট হয় না। এতদ্ভিন্ন অসাবধানতা বশতঃ অনেক সময় অনেক প্রকার দুর্ঘটনাও ঘটিয়া থাকে ; মধ্যে মধ্যে অনেকের হস্ত পদ গিয়া থাকে। ইংলণ্ডে এই শ্রেণীর লোকের রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়াছেন। যাহাতে ইহাদিগকে অতিরিক্ত শ্রম না করান হয়, যাহাতে ইহাদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় যাহাতে ইহাদের বেতনাদি রীতিমত দেওয়া হয়, সেইরূপ নিয়ম সকল প্রচলিত করা হইয়াছে। কয়েক বৎসর অবধি এতদ্দেশেও ঐ প্রকার আইন প্রচলিত করিবার প্রস্তাব চলিতেছে এবং এতদর্থ এক খানি পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত হইয়াছে। বোম্বায়ের কতকগুলি ভদ্রলোক ঐ পাণ্ডুলিপির সংশোধনের জন্য আবেদন করেন। তাঁহাদের আবেদনের কোন কোন অংশ সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে গৃহীত হইয়াছে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয় নাই। এই জন্য বোম্বাইনগরের উক্ত সজ্জন ব্যক্তিগণ আবার আবেদন করিয়াছেন। সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে অষ্টম হইতে চতুর্দশ পর্য্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে বালক বালিকা শ্রেণী গণ্য করিয়া তাহাদিগকে ৯ ঘণ্টার অতিরিক্ত কাল পরিশ্রম করাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। আবেদনকারিগণ বলেন বালক বালিকাদিগকে কোন ক্রমেই ৭ ঘণ্টার অধিক পরিশ্রম করান কর্ত্তব্য নয়। ইহার মধ্যে এক ঘণ্টা কাল বিশ্রাম ও জলখাবারের জন্য ছুটী দিতে হইবে। তাঁহাদিগের মতে বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ এবং রমণীদিগকেও কোন ক্রমে ৯ ঘণ্টার অধিক পরিশ্রম করান কর্ত্তব্য নয়।

একটী বিশেষকারণে এতদ্দেশে এসম্বন্ধে আইন করা দুষ্কর হইয়াছে। প্রথমতঃ যদি এখানকার কল গুলি ৯ ঘণ্টার অধিক কাল খাটিতে না পায়, কলের অধ্যক্ষদিগের আয় অনেক কমিয়া যায়। বিশেষ ইংলণ্ডের শ্রমী লোকের বহু দিন কলে কাজ করিয়া এক প্রকার পটুতা জন্মিয়াছে, তাহারা যত ঘণ্টায় যে কার্য্য করে এখানে ১০। ১২ ঘণ্টা শ্রম না করিলে সে কার্য্য হয় না এবং অনেক স্থলে ইংলণ্ডে যে কার্য্য একজনকে দিলে হয় এখানকার কলে সে কার্য্যে দুই জন দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে গবর্ণমেণ্ট যদি শ্রমের সময় সম্বন্ধে বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন তাহা হইলে কল গুলি চলা ভার হইয়া পড়ে। অন্য কোন প্রকার কাজ হইলে চিন্তা থাকিত না, এক দল লোককে ছাড়িয়া দেওয়া গেল, আর এক দল নূতন লোক লওয়া গেল ; অথচ আমাদের কার্য্যটী চলিল। এস্থলে সেরূপ হইবার যো নাই। কলের কাজ যাহারা কিছু দিন না বুঝিয়াছে তাহারা নূতন আসিয়া কিছুই করিতে পারে না। কার্য্যেরও ব্যাঘাত হয় এবং তাহাদেরও প্রাণনাশের সম্ভবনা। সুতরাং কলের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বাধ্য হইয়া এক দল লোককে সমস্ত দিন খাটাইতে হয়।

এস্থলে কর্ত্তব্য কি? [illegible] হস্তার্পণ না করেন তাহা হইলেও অনেক দিকে অনেক প্রকার অনিষ্ট হয়। [illegible] পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত শারীরিক পরিশ্রম করাইলে যে তাহাদের অধিক দিন বাঁচিতে হয় না তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বিশেষতঃ এই পরিশ্রমের সহিত যদি কোন প্রকার মানসিক সুখের যোগ থাকিত তাহা হইলে এ পরিশ্রমও এত ভার স্বরূপ এবং স্বাস্থ্য হানি জনক হইত না। কিন্তু কলে লোকে সচরাচর যে পরিশ্রম করে তাহার সহিত মানসিক সুখের লেশ মাত্র সম্বন্ধ নাই। তাহারা নির্জ্জীব কলের মানুষের ন্যায় কার্য্য করে। সমস্ত দিন এক প্রকার ক্রিয়া, এক প্রকার পরিশ্রম হইতে শরীর মন অবসন্ন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ পরিশ্রমের পর বাটীতে

যখন তাহারা ছুটী পায় তখন নিজ নিজ বাসায় গিয়া বিশ্রাম ও আহার করিতে সময় হইয়া উঠে না। সুতরাং জনসমাজে থাকার যে সুখ, অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতির সহিত আলাপ [illegible], অসময়ে সাহায্য বিধান, রোগ [illegible] পরিচর্য্যা প্রভৃতির যে সুখ তাহাও [illegible] হয় না। তাহারা কেবল অর্থোপার্জন ও স্বার্থ চিন্তার জন্য জীবন ধারণ করিতে থাকে। এইরূপে দিন দিন তাহাদের হৃদয় মনের [illegible] হইতে থাকে। কেবল তাহা নহে, আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাহাদের চরিত্রেও অনেক প্রকার দোষ ঘটে। তাহারা [illegible] অনেক কলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক কার্য্য করে [illegible] নূতন বন্ধুত্ব ও প্রণয় জন্মে সুতরাং [illegible] যখন তাহারা ছুটী পায় তখন নানা প্রকার [illegible] লিপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ইংলণ্ডের "ম্যাঞ্চেষ্টার গেজেট" [illegible] বলিয়ে শোচনীয় দৃশ্য [illegible]। অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে, যে ইংলণ্ডে শত শত শিশু সন্তান মাতার যত্নের অভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। তাহাদের জননীরা কলে কাজ করে। শিশু গুলিকে সমস্ত দিনের মত অনেক [illegible] কোন বৃদ্ধা রমণীর হস্তে দিয়া তাহাদের দুগ্ধের ও রক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ [illegible] করিয়া কলে কাজ করিতে যায়। [illegible] এক একজন স্ত্রীলোকের নিকট অনেক শিশু [illegible] থাকে। তাহাদিগের রক্ষা করা ঐ রমণীর [illegible] হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহা হইতে [illegible] লাভ করিবার চেষ্টায় থাকে। [illegible] দিনের মধ্যে [illegible] দেয়। উচিত ছিল তিন বার মাত্র দিল। শিশুগুলি দিন দিন কৃশ হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহারা নিজ মাতাদিগের পক্ষে [illegible] হইয়া পড়ে সুতরাং মাতারা দেখিয়াও দেখে না। ক্রমে শিশুগুলি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ভারতবর্ষেও যে কালক্রমে এই সকল অনিষ্ট ঘটিবে না তাহা কে বলিল। এবং এই সকল অনিষ্ট নিবারণেরও উপায় অবলম্বিত হওয়া উচিত। এরূপ কোন উপায় কি করা যায় না [illegible] অধ্যক্ষদিগেরও ক্ষতি না হয় এবং [illegible] এত অনিষ্ট না হয়।

[illegible] একটী উপায় মনে হইতেছে। কলের [illegible] কার্য্যের ভার এক শ্রেণীর [illegible], সমুদায় দিনের কার্য্যকে দুইভাগ করিয়া দুই শ্রেণীর লোক প্রস্তুত করুন। একদল প্রাতে আসিয়া ৬ কি ৭ ঘণ্টা খাটিয়া যাইবে অপর দল বৈকালে আসিয়া ৬। ৭ ঘণ্টা খাটিয়া যাইবে। শ্রমিকগণ অধিক অর্থের লোভে শ্রম করিতে চাহিলেও তাহাদিগকে লওয়া হইবে না। তাহারা অবশিষ্ট সময়ে অল্প শ্রমসাধ্য অন্য কোন কার্য্য অবলম্বন করিতে পারে। সচরাচর দেখা যায় কল ওয়ালাকে এক এক জন পুরুষ ও রমণী যাহা পায় তাহার অর্দ্ধেক আয় হইলেও তাহাদের চলিতে পারে। তাহাদিগকে অর্থ লোভে নিজের এরূপ অনিষ্ট করিতে দেওয়া কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে।

আমরা বসুতো যুদ্ধের সংবাদ পূর্ব্বেই পাঠকগণকে দিয়াছি। যে বিবাদাগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল তাহা এক্ষণে অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়াছে। কেপ কলনির সহিত বসুতোদিগের সংগ্রাম চলিতেছে। উভয় দলের সৈন্যগণ রণক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছে। পূর্ব্বে একমাত্র বসুতোগণ বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এক্ষণে অপরাপর কয়েক জাতি তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছে। কেবল তাহা নহে তাহারা কেপ কলনির সৈন্যদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেছে। ইংলণ্ড ভাবিতেছেন,

একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং
তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে।

আমার এক দুঃখের অন্ত না হইতে হইতে দ্বিতীয় দুঃখ উপস্থিত। এক জুলুযুদ্ধের রক্ত হস্ত হইতে ধৌত করিয়া ঘরে না ফিরিতে ফিরিতে আবার বুঝি সেই হস্তকে কর্দ্দমাক্ত করিতে হয়। ইংলণ্ডের আর একটী নাম বলদ পঞ্চানন। বলদ পঞ্চানন শৃঙ্গ নাড়িয়া উচ্চ উত্তম রণক্ষেত্রে গিয়াছিলেন তখন জানিতেন না যে সে ক্ষেত্রে গেলেই পৃষ্ঠে ভার চাপাইয়া দিবে। এক্ষণে দেখিলেন যে পৃষ্ঠে ভার পড়িয়াছে। যুদ্ধে যাওয়ার সুখ অপেক্ষা ব্যয় ভারের অংশ গ্রহণ করা অধিক পরিমাণে ক্লেশকর সুতরাং বলদরাজ এইবারে একেবারে গোঁ ধরিয়া নিজ গোয়ালে উঠিয়াছেন, আর রণক্ষেত্রে যাইতে চান না। রণক্ষেত্রে যাইবার কথা বলিলেই শৃঙ্গ সঞ্চালন করিয়া অনভিমতি জানাইতেছেন। স্থূল কথা এই, ইংলণ্ডের লোক আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের কিয়দংশ বহন করিতে হইবে বলাতে এত বিরক্ত হইয়াছেন যে কোন বিদেশীয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা প্রথমে ভাবিলেন যদি কেপ কলনি নেটাল প্রভৃতি উপনিবেশ সকলের মধ্যে সন্ধিপত্র দ্বারা সখ্য স্থাপন করা যায় তাহা হইলে তাহারা পরস্পরের বিপদের সময় সাহায্য করিবে। অর্থাৎ বাসুতোযুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশ সকলও সাহায্য করুক। কিন্তু প্রশ্ন এই ইংলণ্ড কি উদাসীন থাকিতে পারিবেন? কেপের সৈন্যগণ যখন বার বার পরাজিত হইবে তখন যদি ইংলণ্ড সাহায্য না করেন ইংলণ্ডের মান সম্ভ্রম কি রক্ষা হইবে। তখন এই সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতরণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না? ইংলণ্ড যদি পারেন কেপ গবর্ণমেণ্টকে নিবৃত্ত করুন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আফগান স্থান পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু মানুষ সরোবরের জল হইতে উঠিয়া গেলেও যেমন অনেকক্ষণ সরোবরের জল আন্দোলন দৃষ্ট হয়, এখন যেন আফগান স্থানে সেই প্রকার আন্দোলন চলিয়াছে। শীঘ্র এ গোলযোগে নিবৃত্তি হইতেছে না। ইংরাজেরা আফগানিস্থানের সিংহাসনে আবদুল রহমনকে বসাইয়া আসিলেন কিন্তু জনশ্রুতি বলে তিনি সুশৃঙ্খলা স্থাপন বা প্রজাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না। এক এক বার জনরব উঠিতেছে যে নূতন আমীর হত হইয়াছেন। ওদিকে অনেকে বলিতেছেন যে ইংরাজদিগের শত্রু আয়ুবের সৈন্যসংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। আবার আফগানদিগের অনেকে বন্দীকৃত যাকুব খাঁর মুক্তি লাভের বাসনা জানাইতেছে। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয় আফগানদিগের মন স্থির হইতে এখনও অনেক দিন লাগিবে। বিশ্বাস এক বার ভাঙ্গিলে শীঘ্র গড়ে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দুইটী অন্যায় যুদ্ধ দ্বারা যে বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছেন তাহা শীঘ্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। হয় ত আবদুল রহমন ইংরাজদিগের অনুগৃহীত লোক বলিয়া প্রজারা ঘৃণা করিতেছে তাহাতে কিছু মাত্র বিচিত্রতা নাই।

ওদিকে ইংলণ্ডে এবং এখানে অনেকগুলি ইংরাজ কান্দাহার হস্তে রাখা আবশ্যক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের অনুরোধে কান্দাহারের আয় ব্যয় নিদ্ধারণার্থ একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ষ্টেটসম্যানের এক জন সংবাদদাতা বলেন যে অনুসন্ধানে স্থির হইয়াছে যে কান্দাহারে ৫০০০০ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রার অধিক আয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু উক্ত স্থান হস্তে রাখিতে অন্ততঃ ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। অনেকে বলিয়াছিলেন এই স্থানটী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকিলে বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইবে, কিন্তু তাহারই বা আশা কৈ? টাইমস পত্রিকার কান্দাহারস্থ সংবাদদাতা বলেন, যে কান্দাহারে যে রেলওয়ে হইয়াছে তাহার আয়ের দ্বারা ব্যয়ের সংকুলান হয় কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ। রেলওয়েটী খোলা অবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহাতে কেবল সৈন্য ও যুদ্ধের উপকরণ সামগ্রী সমুদায় বহন করা হইতেছে। দ্রব্য সামগ্রী

এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বহন করিবার যে অসুবিধা ছিল তাহা দূর হয় নাই। সুতরাং বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির আশাও এক প্রকার দুরাশা বোধ হইতেছে। এরূপ স্থলে কান্দাহার ত্যাগ করা সর্ব্বাংশে কর্ত্তব্য।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং অপর কতিপয় অধ্যাপক পেন্সন লইয়া নিজ নিজ পদ হইতে অবসৃত হইতেছেন। এই সকল পদের উপযুক্ত লোক প্রাপ্ত হওয়া বড় কঠিন। দেশ মধ্যে যে বিদ্যার বহুল পরিমাণে চর্চ্চা থাকে, এক শ্রেণীর উপযুক্ত লোক গেলেই আর এক শ্রেণীর তদধিক বা তৎসমান লোক দ্বারা সেই সকল পদ পূরণ করা যায়। আজ যদি গবর্ণরজেনেরলের পদ শূন্য হয় ইংলণ্ড পরদিন আর একটী প্রেরণ করিতে পারেন, কারণ ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে দক্ষ ও শাসনকুশল লোকের অপ্রতুল নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে সংস্কৃতবিদ্যা সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। বহুদিবসাবধি এই বিদ্যার আদর না থাকাতে লোকের উহার চর্চ্চা করিবার প্রবৃত্তিও নাই। যে দুই এক জন প্রকৃত ব্যুৎপন্ন লোক স্থানে স্থানে পড়িয়া আছেন, তাঁহাদিগকে কেহ জানে না। এখন আমাদিগকে সকল কার্য্যে ইংরাজের ধামা ধরা হইয়াই ভবনদী উত্তীর্ণ হইতে হইতেছে। এক জন যদি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হন, অথচ কোন শ্বেতকায় পুরুষের কৃপা তাঁহার প্রতি পতিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার ভাগ্য সহসা প্রসন্ন হয় না। এক জন প্রকৃত বিদ্বান ও [illegible] সর্ব্বার উপাসনা, [illegible] লোকদিগের তোষামোদ ও সামান্য [illegible] দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, অথ[illegible] পণ্ডিত শ্রেণী গণ্য না হইয়াও [illegible] দর্শন করি[illegible] এই সকল কারণেই এমন কলিকাতা [illegible] এক একজন প্রকৃত পণ্ডিত কলেজ [illegible] যাইতেছেন অমনি সেই সকল পদের উ[illegible] আর পাওয়া যাইতেছে না। [illegible] নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় [illegible] লেন, তাঁহার স্থান আর পূর্ণ হইল না, [illegible] প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় অবসৃত হইলেন, সে অভাব আর মোচন হইল না; [illegible] শিরোমণি মহাশয় বিদায় লইলেন, তাঁহার স্থান কোন উপযুক্ত লোকের দ্বারা অধিকৃত হইল না। বৈয়াকরণাগ্রণী তর্কবাচস্পতি মহাশয় চলিয়া গেলে তৎসম দ্বিতীয় ব্যক্তি মিলিল না, ইঁহাদের সমান লোক যদি হঠাৎ বঙ্গদেশে মিলিবে তবে বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিদ্যার এত দুরবস্থা হইবে কেন?

সম্প্রতি আবার গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পদ পরিত্যাগ করিতেছেন। ইঁহার ন্যায় ব্যাকরণ ও কাব্য শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন লোক শতের মধ্যে পাঁচটী পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ইঁহার বিদ্যার গভীরতা এবং পাঠনা রীতির উৎকর্ষ উভয়ই অতিশয় প্রশংসনীয় ছিল। ইঁহার হস্তে সংস্কৃত কলেজের অতি উচ্চতম এম, এ, শ্রেণীরও পাঠনার ভার ছিল। ইঁহার পদের উপযুক্ত লোক মনোনীত করা বড় সহজ নয়। যাঁহারা হস্তের নিকট উপস্থিত, অথবা যাঁহারা প্রশংসাপত্র ও অনুরোধ পত্র আনিতে পারিয়াছেন, কেবল তাঁহাদিগেরই মধ্য হইতে লোক নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য নয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে একটু ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে। নানা স্থানের পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক মনোনীত করিতে হইবে। আধুনিক উপাধি প্রাপ্ত যুবকদিগের দ্বারা এ কার্য্য চলিবে না, তাঁহাদের বিদ্যার গভীরতার প্রতি আমাদের আস্থা নাই। এ কার্য্যের ভার একজন প্রকৃত ব্যুৎপন্ন বর্ষীয়ান ও সুবিজ্ঞ লোকের উপর দিতে হইবে। দেখি অধ্যক্ষ মহাশয় কিরূপে লোক মনোনীত করেন।

ভ্রমণকারীর পত্র

মুঙ্গের

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি মাড়ওয়ারিদিগের একটী গুণের কথা শুনিয়া চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইলাম। তাহাদের দেশের কোন নিঃস্ব ব্যক্তি আসিয়া তাহাদিগকে আপনার অবস্থা জানাইলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ দোকান হইতে দ্রব্য সামগ্রী তাহাকে দেয়। সে ব্যক্তি সেই সকল দ্রব্য লইয়া ফিরি করিয়া বেড়ায়। মহাজনেরা যখন দ্রব্য দেন, আপনাদের লাভ রাখিয়া [illegible] স্থির করিয়া দেন। সেই আগন্তুক ব্যক্তি সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে যে মহাজন যে [illegible] বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সেই সেই [illegible] মূল্য প্রদান করি[illegible] যে লাভ [illegible] আপনি গ্রহণ করে। [illegible] ক্রমে [illegible] উন্নতি [illegible] হয়। [illegible] সম্পত্তি হইলেই [illegible] দোকান [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] যুবক কেমন মহাজন হইয়া থাকে। এই গুণেই মাড়ওয়ারিরা মহা ধনী হইয়াছে। [illegible] মধ্যে দরিদ্রের ভাগ অল্প। বঙ্গদেশে এ গুণ [illegible] এবং বঙ্গবাসিদিগের ব্যবসায় প্রবৃত্তি নাই বলিয়া, [illegible] উন্নতির উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হইতে পারিতেছেন না।

আমরা যে বিষয়টীর বর্ণন করিলাম, তদ্দ্বারা মাড়ওয়ারিদিগের উৎসাহ অধ্যবসায়াদি গুণেরও বিশেষ পরিচয় হইতেছে। তাঁহারা যদি বাঙ্গালিদিগের ন্যায় অলস প্রকৃতি ও উৎসাহ অধ্যবসায়শূন্য হইতেন, তাহা হইলে কখনই শ্রীসম্পন্ন হইতেন না, বাঙ্গালিদিগের ন্যায় কেবল পরের দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ [illegible] ভাবে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। মাড়ওয়ারিদিগের আর একটী বিশেষ গুণ এই, তাহাদের কোন প্রকার অপব্যয় নাই [illegible] কিছু কিছু সঞ্চয় আছে। অপব্যয় নাই বলিয়া যে সুরাপান রোগ এদেশের স্ত্রী পুরুষ সাধারণ, তাহা তাহাদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। তাহাদের শরীরও সচ্ছন্দে আছে। তাহাদের শরীর দেখিলে অনেকের ঈর্ষা জন্মে।

এখানে একটী আর্য্য সভা ব্রহ্ম সভা আছে। বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ঐ আর্য্য সভার জীবন স্বরূপ। তাঁহার যত্নে সভা দিন দিন উন্নতিশালিনী হইয়া উঠিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর উত্তম বক্তৃতাশক্তি আছে। এক দিবস এখানকার ইংরাজী স্কুলে সভা করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করা হইয়াছিল। দেখিলাম, তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা কাল অক্ষুণ্ণচিত্তে অনর্গল বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতা অতি সুললিত ও ভাব গম্ভীর শব্দ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া ছিল। তিনি যে অনেক [illegible] পড়িয়াছেন, বক্তৃতাকালে তাঁহার পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁহার যদি বরাবর এইরূপ চর্চ্চা থাকে [illegible] আলোচনা থাকে, তিনি [illegible] একজন সর্ব্বদেশ প্রসিদ্ধ [illegible] হইয়া উঠিবেন। শুনিলাম, তিনি অল্প দিনে [illegible] তিনি [illegible] [illegible] নাই।

[illegible] আছেন, তাঁহারা সকলে [illegible] আসিতেন না। [illegible] [illegible] পারি। [illegible] [illegible] আছে।

আমি মুঙ্গেরে আসিয়া বিলক্ষণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছি। অন্যান্য যে সকল রোগী আসিয়াছেন, তাহারাও স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া বোধ হইতেছে, মঙ্গেরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অপরদেশস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি যে [illegible] প্রসন্ন, এখানে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের প্রতি সেরূপ নয়। এখানকার অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জন বাবু উপেন্দ্রনাথ সেনের নিকট [illegible] শুনিলাম, বিস্তর রোগী তাঁহার নিকট চিকিৎসা [illegible] আইসেন। বোধ হয়, তাহাদের অধিকাংশ নিতান্ত কুৎসিত গৃহে বাস নিবন্ধন তাঁহাদের প্রতি দেবী কুপিত হইয়াছেন।

[illegible] সুচিকিৎসক, কার্য্যদক্ষ যোগ্য লোক। এখানে থাকাতে অনেকে সুচিকিৎসিত ও উপকৃত হইতেছেন।

আমি মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে চলিলাম। কোন্ স্থানে গিয়া যে আমার গতি নিবৃত্তি হইবে, এখন আমি তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারি না। যখন যেখানে যাইব, সেখানকার সংবাদ সোমপ্রকাশ পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থান গুলি দর্শন করিব এবং যে স্থানে যে প্রাচীন কৃতি ও কীর্ত্তি আছে, তাহার অনুসন্ধানার্থ সবিশেষ যত্নবান হইব। [illegible] জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের প্রাচীন ও প্রধান স্থানগুলি না দেখা অন্যায় কর্ম্ম। আমাদিগের [illegible] চরিত ও ইতিহাস নাই, প্রাতঃস্মৃতি [illegible] আমরা তাহা শ্রবণ ও দর্শন করিয়া চিত্তকে পরিতৃপ্ত ও উন্নত করিয়া তুলিব। তাঁহারা যে যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া অসামান্য বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, নূতন নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া, নূতন শাসন প্রণালী ও রাজনীতি প্রণয়ন করিয়াছেন এবং অননুকরণীয় দর্শনাদি শাস্ত্র রচনা করিয়া জগৎকে মোহিত করিয়াছেন, সেই সকল ক্ষেত্রগুলি দর্শন করিলেও যদি আমাদের অন্ততঃ হৃদয় ক্ষণকালের নিমিত্ত উন্নত হয় এবং সেই মনস্বিতা সেই তেজস্বিতা সেই দয়া সেই ক্ষমাদি গুণের আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্ক ও শরীর মধ্যস্থ [illegible] ও শিরাগুলি চঞ্চল ও সজীব হইয়া উঠে, [illegible]।

বিবিধ সংবাদ।

[illegible] ইষ্টি [illegible] মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করি[illegible], [illegible] মেজর বেয়ারিং আর, এ,সি,এস, আই [illegible] নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। ইনি লড নর্থব্রুকের পরিবারের লোক। ইঁহারা ব্যাঙ্কের কার্য্যে বড় পটু। সুতরাং ইঁহাকে রাজস্ব মন্ত্রী করাতে এদেশের রাজস্বের অবস্থা ভাল হইতে পারে এরূপ আশা হইতেছে।

ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র বিক্রেতারা একজন ও নিরস্ত হন নাই। বেয়ারিং সাহেব রাজস্ব মন্ত্রী নিযুক্ত না হইতে হইতেই তাঁহারা এক ডেপুটেশন প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে কাপড়ের শুল্ক তুলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। মেজর বেয়ারিং স্পষ্ট কোন মত প্রকাশ না করিয়া এই মাত্র বলিয়াছেন যে বস্ত্রের শুল্ক তুলিয়া দেওয়া না দেওয়া রাজস্বের উন্নতি বা অবনতির উপর নির্ভর করে।

বিলাতে যে ষ্টেট সেক্রেটারির ইণ্ডিয়া কাউন্সিল নামে মন্ত্রিসভা আছে, তাহার অন্যতম সভ্য সার উইলিয়াম মিরর [illegible] সাহেবের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। যে, [illegible] কলিস কবি সাহেব উক্ত পদে মনোনীত হইয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় এই কবি সাহেব লিবারেল দলের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। গ্লাডষ্টোন সাহেবের একজন বন্ধু; গ্লাডষ্টোন ইঁহার পরামর্শ লইয়া নিজ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। রাজস্বের সুশৃঙ্খলা বিধান বিষয়ে ইনি একজন দক্ষ লোক। এই জন্যই ইহাকে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সভ্য ক[illegible]ছে।

[illegible] আব্দুর্ রহমান খাঁ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] দিয়াছেন

[illegible] দিন হইল মাল্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে এক ব্যক্তি [illegible] স্ত্রীকে নিলাম করিয়া বিক্রয় করি[illegible] পুলিস বাধা দেওয়াতে পারিয়া উঠে নাই। এক [illegible] এই স্ত্রীলোকের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে। আমি [illegible] কোন কার্য্যোপলক্ষে পথ দিয়া যাই [illegible] এক স্থানে অনেক লোক [illegible] দেখিবার জন্য গেলাম, গিয়া দেখি [illegible] স্ত্রীকে নিলাম করিয়া বিক্রয় [illegible] হইতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলে [illegible] স্বামী একজনের নিকট [illegible] ঐ ব্যক্তি পীড়াপীড়ি করাতে সে দিতে [illegible] নাই, তাহাতে উক্ত মর্ম বলে, যে স্ত্রী বিক্রয় করিয়াও ঋণ শোধ করা কর্ত্তব্য। সেই হেতু সে ব্যক্তি বাস্তবিক স্ত্রীকে নিলামে বিক্রয় করিতেছিল। তাহার স্ত্রীও তাহাতে সম্মতি দিয়াছিল। পুলিস আসিয়া পড়াতে মনোরথ পূর্ণ হইল না।

কলিকাতা মেটকাফ হলে যে সাধারণ পুস্তকালয়টি আছে তাহার অবস্থা ক্রমে মন্দ হইয়া পড়িতেছে। বৎসরে যত টাকার পুস্তক ঐ পুস্তকালয়ের জন্য ক্রীত হয় তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা কর্ম্মচারিদিগের বেতনাদিতে ব্যয় হয়। পুস্তকালয়টীর আয়ও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। যদি আয় বৃদ্ধির শীঘ্র কোন উপায় না করা হয় ৮ বৎসরের মধ্যে সমুদায় মূলধন নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা।

বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭৯৫ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর কম দেখা যাইতেছে।

আরমেনিয়ার একটি মুসলমান কন্যার সহিত একজন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর বিবাহ লইয়া তুমুল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রতিবেশি মুসলমানগণ এইরূপ বীভৎস কাণ্ডে উত্তেজিত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ও বন্দুকাদি লইয়া কেহ বা অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহন করিয়া বর কর্ত্তার বাটী আক্রমণ ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী দিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে থাকে। পরে উহারা বর ও কন্যাকে ধৃত করিয়া মুসলমান গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমার্পণ করাতে বন্দীকৃত করা হইয়াছে। মুসলমানগণ কেমন ধর্ম্ম প্রিয় হিন্দুগণ কি তাহার প্রমাণ দেখিলেন?

শ্রীযুক্ত জেমস লিক সাহেব একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ বিষয়ে ৭০০০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী এরূপ চমৎকার হইয়াছে যে পৃথিবীতে ইহার সদৃশ আর একটি আছে কি না সন্দেহ। কালিফারনিয়ার একটি পর্ব্বত হইতে সমুদ্রের উপরে ৪২৫০ ফুট উচ্চ হইতে [illegible] করা হইয়াছে [illegible] ৪০ মাইল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি গোচর হয়।

টিকারির মহারাণী একটা দাতব্য চিকিৎসালয় ও ঔষধালয় স্থাপন করিবার জন্য [illegible] হাজার টাকা দান করিয়াছেন। [illegible] বিভাগে অনেক দান ও উপকার করিতেছেন।

বালী হইতে একটী দশবর্ষীয় বালিকা চুরীর বিষয় পুলিসের গোচর হইয়াছে। অনুসন্ধানে প্রকাশ হইয়াছে একজন ধূর্ত্ত নাপিত তাহার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য বালিকাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

আমাদিগের রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন বোম্বায়ে উপনীত হইবার সময় প্রধান প্রধান আফিস সমূহে এক সপ্তাহ কাল টেলিফোন যন্ত্রে কথা বার্ত্তা চলিবে।

গবর্ণমেণ্ট এখন হইতে ইউরোপীয় স্কুল ইনস্পেক্টরের পদ একচেটিয়া না করিয়া দেশীয়দিগকে

৯ ই নবেম্বর। ঢাকার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র যিনি অবসর লইয়াছিলেন তিনি কিছু দিনের জন্য বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কালনা বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৫ ই নবেম্বর। ময়মনসিংহের অন্তর্গত ঘোষগঞ্জের মুন্সেফ বাবু গিরীশচন্দ্র রায় ঢাকায় মুন্সেফের কার্য্য করিবেন কিন্তু সচরাচর কালীগঞ্জে থাকিবেন।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য ময়মনসিংহে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন কিন্তু সচরাচর ঘোষগঞ্জে থাকিবেন।

৬ ই নবেম্বর। বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পাতিয়াখালির মুন্সেফ বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

নওয়াখালির অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জের মুন্সেফ বাবু হরিশ্চন্দ্র সেন তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত কড়বার প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থ শ্রেণীর মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

২৪পরগনার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবারের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় চতুর্থ শ্রেণীর মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

৯ ই নবেম্বর। বাবু চন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এল, কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রামে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন কিন্তু সচরাচর রাওজানে থাকিবেন।

২৪পরগনার জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, এফ, গোডবলি ফৌজদারি আইনের ২৬৬ ধারা অনুসারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের আপীল সংক্রান্ত বিষয়ের গোলযোগ মীমাংসা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ত্রিপুরার সবডেপুটী কালেক্টার বাবু শরচ্চন্দ্র দাস প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

রঙ্গপুরের সবডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত বগুড়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

সাঁওতাল পরগনার সবডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাচরণ দাস হুগলীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

বালেশ্বরের সবডেপুটী কালেক্টার বাবু হরেকৃষ্ণ দাস কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

গয়ার সবডেপুটী কালেক্টার বাবু বলেন্দ্রনারায়ণ কিছু দিনের জন্য উক্ত বিভাগে প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

৩ রা নবেম্বর। ফরিদপুরের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এফ, ম্যাগ্রার সাহেব ময়মনসিংহে বদলী হইলেন।

রাজসাহীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, এফ, কলিন সাহেব হাজারিবাগে বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্সবাজারের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এচ, সুইডেন সাহেব ১৮৭৮ অব্দের ১ ধারা অনুসারে আফিঙ বিভাগের কার্য্য করিবেন।

৬ ই নবেম্বর। সাহাবাদের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, জে, এস, কাউলডার দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত মধুবনীতে কিছু দিনের জন্য কার্য্য করিবেন।

হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, এফ, হাণ্ডলি কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগনার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবারের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

উড়িষ্যার জয়েণ্ট স্কুল ইনস্পেক্টর বাবু রাধানাথ রায় কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেটের পদের কার্য্য করিবেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টার এ,ডবলিউ গ্যারেট সাহেব কিছু দিনের জন্য পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে কার্য্য করিবেন এবং বঙ্গদেশীয় শিক্ষা বিভাগের প্রথম শ্রেণীর কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

খামারগাছি।

চম্পাই নগর, চাঁদ সদাগর ও বেহুলা নখিন্দারের বিবরণ।

গত ১১ এ আশ্বিনের সোমপ্রকাশে বিহারী বাবুর উল্লিখিত চম্পাই নগরের প্রতিবাদ করিতে গিয়া পূজার পর সেই স্থানের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব লিখিয়াছিলাম, তদনুসারে চম্পাইনগরের বিষয় পুনরুল্লিখিত হইল। চম্পাইনগরে নিজ ব্যয়ে জনৈক বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ করিয়া ও প্রচলিত মনসার গীতাদি গায়কদিগের নিকট হইতে আমি চম্পাই নগরের ও চাঁদ পরিবারের যতদূর সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা আপনার বিজ্ঞ পাঠকগণের গোচরে উপস্থিত করিলাম। আশা করি আপনকার সুবিজ্ঞ পাঠকগণের ইহা রুচিকর হইবেক।

আমার পূর্ব্ব পত্রে উল্লিখিত ছিল, যে চম্পাইনগর বাঁকুড়া জেলান্তর্গত, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, উহা বর্দ্ধমানের বুদ বুদ হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। চাঁদ সদাগরের বাটীর বর্ত্তমান কোন চিহ্ন নাই, কেবল কতকগুলি খোদিত প্রস্তর রাশি ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায়। তাল বৃক্ষসমাচ্ছন্ন একটী মৃত্তিকা স্তূপের উপরে লোহার বাসরঘরের অদ্যাপি ভগ্নাবস্থা দণ্ডায়মান আছে, সেই স্থানটীর নাম সাতালী পর্ব্বত ও উহার দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্ব্ব কথিত প্রস্তররাশি পতিত আছে। মৃত্তিকাস্তূপের উপরে দুইটী বৃহৎ শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, উভয়টীই চতুর্হস্ত পরিমিত উচ্চ হইবেক। মৃত্তিকাস্তূপের পার্শ্ব দিয়া একটী নদী প্রবাহিত আছে অধুনা তাহার অনেকাংশ মজিয়া বা বুজিয়া গিয়াছে, তবে স্থানে স্থানে বৃহৎ দহ আছে। তৎপ্রদেশবাসী লোকেরা উহাকে বেহুলা নদী কহে। ইহা ব্যতীত দুইটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, ঐ পুষ্করিণী দ্বয় সম্বন্ধে এরূপ জনশ্রুতি আছে, যে একটীতে চাঁদের পরিবারবর্গ গৃহ নিকাইয়া ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড ধৌত করিত; অপরটীতে অন্নের মণ্ড নিক্ষেপ করিত। বর্ত্তমান সময়ে কথিত পুষ্করিণীদ্বয়ের বারিও তদনুরূপ, অর্থাৎ একটীর কর্দ্দম মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ বারি, অপরটীর অবিকল গাঢ় মণ্ডের ন্যায়। আরো জনশ্রুতি আছে যে গন্ধবণিক জাতীয় কোন ব্যক্তি চম্পাইনগরের মৃত্তিকা খনন করিলে সর্প বহির্গত হইয়া তাহাকে দংশন করে, ইহা কতদূর সত্য জানি না। সাতালী পর্ব্বত নামক স্থানের নিম্ন দিয়া যে বেহুলা নদী প্রবাহিত আছে তাহা মানকরের দক্ষিণ বাঁকার সহিত মিলিত হইয়াছে। বাঁকা নদী পানাগড় ষ্টেষণের চারিক্রোশ উত্তরে একটী উৎস হইতে বহির্গত হইয়া মানকরের নিকট বেহুলার সহিত মিলিয়া, পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে বর্দ্ধমানের নিম্ন দিয়া কালনার উত্তরে ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় লৌহপথের পাঁজিগড় ষ্টেসনের এক ক্রোশ উত্তরে অপর একটী নদী বাঁকা হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে তৎপরে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া নসরাএর নিকট কুন্তী নদীতে মিলিত হইয়াছে। কুন্তী নদীর সহিত গঙ্গানদীর যোগ আছে, সাধারণতঃ লোকে যাহাকে নসরাএর খাল কহে। চম্পাইনগর যাইতে হইলে মানকরষ্টেষণে নামিতে হয়।

চাঁদ সদাগর বিশেষ ধনাঢ্য ও সমাজে অগ্রগণ্য ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। মনসা দেবী মনুষ্য লোকে স্বীয় পূজা পদ্ধতি প্রচলিত করিবার মানসে প্রথমে চাঁদকে তাঁহার পূজা করিতে অনুরোধ করেন, চাঁদকৃত পূজা অপর সাধারণের অনুকরণীয় জানিয়া প্রথমে মনসাদেবী চাঁদকে অনুরোধ করেন, ইহাই অনুমিত হয়। চাঁদ পূজাদি [illegible]
ছিলেন, [illegible]

উপনীতা হন। বহু কষ্টে বোয়ালিয়ার দহ পশ্চাৎ করিয়া, পিত্তিরা, ইমছুবা, কাণ্ডসি, প্রভৃতি গ্রাম অতিবাহিত করিয়া সপ্তম দিবসে কুন্তী নদীতে উপনীতা হন। সেই দিবসেই নসরাইয়ের নিম্নে ভাগীরথীতে ভাসিয়া অপরাহ্লে ত্রিবেণীতে উপনীতা হইয়াছিলেন। বিশ্রাম করিবার মানসে বৃক্ষে মান্দাস বন্ধন পূর্ব্বক রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একটী অশ্বত্থ বৃক্ষে অবিকল চতুর্দ্দিকে মোটা কাছির দাগ ছিল, এ প্রদেশবাসী লোকেরা কহিত বেহুলা ঐ বৃক্ষেই ভেলা বাঁধিয়াছিলেন। বিগত ৭১ সালের আশ্বিনের ঝড়ে বৃক্ষটী সমূলে পতিত হইয়াছে।

পর দিন প্রাতে, বেহুলার মান্দাস বা ভেলা যে স্থানে ছিল, নেতো নামক এক রজকিনী বস্ত্র ধৌত করণার্থে সেই স্থানে আগমন করিল। রজকিনীর পঞ্চম বর্ষীয় বালক বস্ত্র ধৌত করিবার সময় উৎপাত করিতেছিল, রজকিনী তাহাকে চপেটাঘাতে হনন করিয়া সুখে কাপড় কাচিতে লাগিল। বস্ত্রাদি ধৌত হইলে, রজকিনী গমনকালীন মৃত পুত্রকে জীয়াইয়া সঙ্গে লইয়া চলিল। বেহুলা ভেলায় উপরি থাকিয়া এই অলৌকিক ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করিলেন ও মনে মনে স্থির করিলেন যে এই অলৌকিক গুণ সম্পন্ন রজকিনীর স্মরণ লইবেন। এইরূপে উদ্বেগে আশয় মৃত পতি ক্রোড়ে লইয়া রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। (১০) পর দিবস প্রত্যূষে রজকিনী আসিবামাত্রই বেহুলা মান্দাস হইতে নামিয়া রজকিনীর নিকট গমন করতঃ প্রথমেই মাতৃ-স্বসা সম্বোধন করিয়া রজকিনীর স্নেহাকর্ষণ করিলেন। রজকিনী বেহুলার যাবতীয় ইতিবৃত্ত শুনিয়া বেহুলার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। বেহুলা বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য এক খানি বস্ত্র চাহিলে, রজকিনী কহিল আমি যাবতীয় দেব বস্ত্র ধৌত করিয়া থাকি তন্মধ্যে কোন খানি অপকৃষ্ট হইলে আমি দেবকোপে পতিত হইব। রজকিনী কিছুতেই বেহুলাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না, এক খানি বস্ত্র বেহুলা ধৌত করিয়াছিলেন কিন্তু রজকিনীর মনে দারুণ সংশয় রহিয়া গেল।

প্রাত্যহিক রীত্যানুসারে রজকিনী সন্ধ্যার সময়ে সুরপুরে উপনীতা হইয়া দেববস্ত্র প্রদান করিল। বেহুলার ধৌত বস্ত্র খানি ঘটনাক্রমে দেবগণের চিত্ত আকৃষ্ট করিলে তাঁহারা রজকিনীকে জিজ্ঞাসা দ্বারা অবগত হইলেন, যে কথিত বস্ত্র খানি তাঁহার স্বসা[-] কর্ত্তৃক ধৌত করিয়াছে। দেবগণ বেহুলার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া তাহাকে দেখিতে চাহিলেন, রজকিনীও সময় বুঝিয়া বেহুলাকে দেব সভায় উপস্থিত করিল। ঘটনাক্রমে দেব সভায় সেই সময়ে নৃত্য গীতাদি হইতে ছিল। রজকিনীর আদেশক্রমে বেহুলাও নৃত্য করিতে লাগিল। বেহুলার নৃত্যাতে দেবগণ মোহিত হইয়া তাঁহাকে বর লইতে আদেশ করেন। বেহুলা করযোড়ে মনসার সহিত শ্বশুরের বিবাদ, স্বামীর মৃত্যু প্রভৃতি যাবতীয় ঘটনার উল্লেখ করিয়া মৃত পতির জীবন ভিক্ষা করিলেন। তখন দেবগণ মনসাকে আহ্বান করিয়া লখিন্দরের জীবন দান করিতে অনুরোধ করিলেন। মনসা নিষ্কলঙ্ক দোষ দেব সভায় প্রথমে অস্বীকৃতা হইলেন, কিন্তু বেহুলার প্রদর্শিত আধক, সর্প তিনটী, ও কালনাগিনীর পুচ্ছ, প্রমাণ করাইয়া দিল। মনসা অগত্যা নিজ মন্ত্রৌষধির দ্বারা লখিন্দরকে জীবন দান করিলেন। মৃত পতির প্রাণ লাভ দেখিয়াও বেহুলা দেব সভায় নৃত্য গীতে ক্ষান্ত দিল না, বেহুলার নৃত্যাতে প্রসন্ন হইয়া দেবগণ পুনরায় তাঁহাকে আর দুইটী বর প্রদান করিলেন, একটীতে স্বামীর অগ্রজ ষষ্টি জন ভ্রাতা জীবন আর একটীতে শ্বশুরের নিমজ্জিত বাণিজ্য দ্রব্যের তরী গুলির উদ্ধার।

এইরূপে বেহুলা মৃত স্বামী ও ভাশুরদিগের জীবন, ও কালিদহে শ্বশুরের নিমজ্জিত দ্রব্যাদি ও নাবিকগণ সহিত তরী সকল লাভ করিয়া ত্রিবেণী পরিত্যাগ করিলেন। বেহুলা, পূর্ব্বকথিত কুন্তী খাঁকাও বেহুলা নদী দিয়া বাহিয়া চম্পাইনগরে উপনীতা হইলেন। বেহুলার এই অলৌকিক কার্য্যে সকলেই বিস্মিত হইলেন। চাঁদসদাগরও পুত্রবধূর অনুরোধক্রমে মনসা দেবীর পূজা আরম্ভ করিলেন। প্রতি বৎসর মাসে মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় পঞ্চমীর দিবস বিশেষ সমারোহের সহিত অদ্যাপিও চম্পাইনগরে মনসার পূজা হইয়া থাকে। কথিত আছে পৌষীয় পূর্ণিমার দিবসে লখিন্দরকে সর্পে দংশন করে। মাঘীয় কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে বেহুলা বাটীতে প্রত্যাগমন করেন, তৎপর দিবস চাঁদ কর্ত্তৃক মনসার পূজা আরম্ভ হয়, অদ্যাপিও উহা সমভাবে চলিতেছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে যথাযথ বিবরণ লিখিতে গিয়া প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে যাঁহাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা তাঁহারা যেন আদ্যোপান্ত প্রস্তাবটী মন যোগের সহিত পাঠ করিয়া বিহারী বাবুর উল্লিখিত চম্পাইনগরের সহিত তুলনা করেন। আমার পূর্ব্ব পত্রে ও এই প্রবন্ধে বিশেষ রূপে বেহুলা সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে আমার উল্লিখিত চম্পাইনগরে চাঁদসদাগরের বাটী ছিল। মাননীয় বিহারী বাবুকে অনুরোধ তিনি যেন সোমপ্রকাশে তাঁহার উল্লিখিত চম্পাইনগরে চাঁদের বাটীর বিশেষ প্রমাণ দিয়া উপকৃত করেন, অন্যথা নিজ ভ্রম স্বীকার করিয়া আমাদিগের সংশয় দূর করেন।

১০) ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়ার মধ্যস্থিত এক খণ্ড শিলাকে লইয়া নেতো ধোপানির পাঠ কহিয়া থাকে।

শান্তিপুর।

শান্তিপুরে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ব্যবস্থায় এ বৎসর আষাঢ়ে দশহরা (গঙ্গা পূজা) যেমন দুইমতে হইয়াছিল। কলিকাতার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে ভাদ্রের একাদশীও তেমনি দুইমতে হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কার্ত্তিক মাসের শ্যামা পূজাটী আবার দুইমতে সম্পাদিত হইল, এতন্নিবন্ধন আমোদপ্রিয় লোকেরা আমোদ উপভোগ করিলেন এবং ফলার দাস দাদা ঠাকুরেরা পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া দুই দিন বেয়ারিং পোষ্টে ফলার ও পক্কান্ন মারিলেন। ফলতঃ আজ কাল ধর্ম্মকর্ম্মে যেরূপ ঘোর মতামত উপস্থিত তদ্দৃষ্টে অনুমিত হইতেছে যে উত্তর কালে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অস্তমিত হইবে সন্দেহ নাই।

এ বৎসর শান্তিপুর ও সূত্রাগড়ে গড় অনুমান দুই দিনে ৬। ৭ শত খান শ্যামা পূজা হইয়া গিয়াছে। এতগুলি শ্যামা প্রতিমার মধ্যে ২৫ খানি প্রতিমা সুসজ্জিত ও অবস্থানুরূপ সমারোহের সহিত সুচারুরূপে পূজিত হইয়াছে।

নদীয়া জেলার বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের পৈতৃক পুণ্যে ও আশীর্ব্বাদে এ বৎসর কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাটে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পরিগৃহীত হইবে। এই সংবাদটী এ অঞ্চলের বঙ্গ বিদ্যালয়ের অধীনস্থ লোকদিগের আনন্দজনক বটে। আমরা আশা করি, এই প্রথাটী চিরকালের জন্য প্রচলিত থাকে।

এখানকার ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদিগের উপর আমাদের নবাগত ডেপুটী বাবুর বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে, এতন্নিবন্ধন "হ্যাকনি আক্ট" জারি হইয়া ঘোড়ার গাড়ী গুলি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। শান্তিপুর হইতে রাণাঘাটের দ্বিতীয় শ্রেণীরগাড়ীর গমনাগমনে ভাড়া ৪॥০ সাড়ে চারি টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীগাড়ীর ভাড়া ২।০ নয় সিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত ভাড়া অথবা চারি জন আরোহীর অধিক গাড়োয়ানেরা গ্রহণ করিলে আইনানুসারে দণ্ডার্হ হইবে। এতদ্ভিন্ন ভাঙ্গাগাড়ী ও অকর্ম্মণ্য ঘোড়া ব্যবহার করিলেও গাড়োয়ানেরা সমুচিত শাস্তি পাইবে। ডেপুটী বাবু ঘোড়ার গাড়ির নির্দ্দিষ্ট ভাড়া ও নিয়মাবলী

প্রবর্ত্তিত করিয়া শান্তিপুরে একটী অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন।

আমাদের রেজিষ্টরী আফিসে দলীলাদি রেজিষ্টরী করিবার সময় স্থানীয় মোক্তারেরা অর্থী প্রত্যর্থীকে সনাক্ত করিয়া নিয়মিত দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঐরূপ সনাক্তের দোষে বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রামচরণ বাবু সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে অতঃপর অর্থী প্রত্যর্থীকে স্থানীয় মোক্তারেরা মাসের মধ্যে একবার মাত্র সনাক্ত করিতে পাইবেন। অর্থী প্রত্যর্থীর প্রতিবেশী রেজিষ্টরী আফিসে আসিয়া যদি তাঁহাদিগকে সনাক্ত করেন, তাহা হইলে সব রেজিষ্ট্রার বাবু স্থানীয় মোক্তারের সনাক্ত গ্রহণ করিবেন না। এই নূতন নিয়মটী যথারীতিতে প্রতিপালিত হইলে স্থানীয় মোক্তারের রুটী মারা যাইবে, এজন্য তাঁহারা গ্রহাচার্য্য দ্বারা গ্রহ শান্তি করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

এখানকার ভাগীরথি তটে নৌকা লাগাইলে ও মোট উঠাইলে ঘাটের ইজারাদারদিগকে কিছু কিছু প্রণামী দিতে হয়। এই কুপ্রথাটী উঠাইয়া দিবার জন্য স্বদেশ চিকীর্ষু কোন ব্যক্তি উহা ডেপুটী বাবুর কর্ণগোচর করিয়া দিয়াছেন। ডেপুটী বাবু কহিয়াছেন যে ঐ বিষয়ে কেহ বাদী হইলে অচিরাৎ প্রস্তাবিত কুপ্রথাটী রহিত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে ডেপুটী বাবু স্বয়ং উহার সত্যাসত্যের অনুসন্ধান করিয়া বিহিতাদেশ প্রচার করেন।

পঞ্জাব।

এখানে আসা অবধি নানাকার্য্যে বিব্রত থাকায় কোন সংবাদাদি পাঠাইতে পারি নাই। আমি বিগত অক্টোবর মাসাবধি যে যে স্থান ভ্রমণ করিয়াছি তদ্বিষয়ক সবিস্তার বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। আপাততঃ ঝিলাম সহরের বিষয় কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ঝিলাম উত্তর পঞ্জাব ষ্টেট রেলওয়ের একটী প্রধান ষ্টেশন। আফগান যুদ্ধ সংঘটনাবধি এই সহরটীতে লোক জন ও দ্রব্য সামগ্রীর কত্যর্থ আমদানি ও রপ্তানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে ইহার তত নাম-ডাক ছিল না। এই সহর হিমাচলের চরণতলে স্থিতি করিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখান হইতে উন্নত মস্তক হিমাচলের মস্তক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমরা সে দিন হস্মুনাদের একটী নির্জ্জন উদ্যান দেখিতে গিয়াছিলাম। এই স্থান ঝিলাম সহর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তর। ইহা একটী তপোবন বলিলে বলা যায়। ইহার মধ্যে একটী আশ্রম আছে। তন্মধ্যে একটী পঞ্জাবী সাধু অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি প্রায় কাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন না ও বড় কথাবর্ত্তা কহিতে ইচ্ছা রাখেন না। আমরা যাইয়া বিশেষ অনুরোধ করাতে ইনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মালাপ করিয়া সুখী করিলেন। এই স্থান হইতে হিমাচলের ধবলাকার কোন কোন অতি উচ্চ শিখর দেখিয়া চমকিত হইলাম। বেহার প্রদেশস্থ জামালপুর যেমন বিন্ধ্যাচলের দ্বারা তিন দিকে বেষ্টিত ও এক দিক গঙ্গানদী দ্বারা পরিশোভিত, ঝিলাম সহরও তেমনি তিন দিকে অতি উচ্চ হিমাচলের শাখাশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত ও একদিক "বিতস্তা" অথবা বীতহস্তা নদী দ্বারা ভূষিত হইয়াছে। এই সহরের অনতিদূরে একটী সুন্দর তপোবন আছে, তন্মধ্যে কতিপয় সাধু অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ বীতহস্তা (অর্থাৎ এই নদীর কোন শাখা প্রশাখা নাই, একই ধারা) অদ্বিতীয় হিমাচলের চরণ ধৌত করিয়া এক প্রবাহে মহাবেগে সিন্ধু সমাগমে সম্মিলিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম "বীত হস্তা" নদীর বক্ষ প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত। শীতকালে উহা অতি সামান্য নদী বলিয়া বোধ হয়, কেন না, এতদ্দেশীয় প্রবল শীত যত প্রবলতর হইতে থাকে, হিমাচলের হিমরাশি যত ঘনীভূত হইতে থাকে এই নদীর আকার ও স্রোত তত মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু যেই গ্রীষ্মের প্রখর তপনতাপ ঐ সমস্ত হিমানীকে দ্রবীভূত করিতে আরম্ভ করে অমনি হিমাচল-প্রসূত ঐ সমূহ নদ নদী ভয়ানক আকার ধারণ করিতে থাকে। এ সব নদীর জল অত্যন্ত শীতল, ইহাতে নিত্য স্নানাদি করিবার একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও আমরা তাহা চরিতার্থ করিতে পারি না, কেন না, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় পূর্ব্বাঞ্চলবাসিদিগকে ও বাতরোগ শীঘ্র শয্যাশায়ী করিয়া ফেলে, এই নদীর উপর দিয়া একটী প্রকাণ্ড লৌহময় সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই সেতুটী প্রায় এক মাইল দীর্ঘ (ইহা অপেক্ষা অল্প পরিসর স্থানে বিনির্ম্মিত হইয়াছে) উহা দেখিতে সুন্দর। উহার নির্ম্মাণনৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসনীয় এবং ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বহুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে, উহার আকৃতি এলাহাবাদের যমুনার উপর রেল সেতুর ন্যায় দ্বিতল। উপর তলে ট্রেণ ও মধ্য তলে মনুষ্য ও পশ্বাদি যাতায়াত করিয়া থাকে। এই উচ্চ সেতুর উপর প্রাতঃকাল কিম্বা সন্ধ্যাসমাগমে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যোদয় অথবা সূর্য্যাস্ত দেখিতে বড় নয়ন মন প্রফুল্লকর। এই সেতুর একটী প্রকাণ্ড স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান হইয়া এক দিকে সূর্য্যাস্ত, অপর দিকে চন্দ্রোদয়, চতুষ্পার্শ্বে হিমাচলের অভ্রভেদী পর্ব্বতরাজি, নিম্নে কল্লোলিনী বীতহস্তা মহানাদে প্রমত্তভাবে সাগরাভিমুখে ধাবিতা; দেখিলে ভাবুকের হৃদয়ে যে কত অনির্ব্বচনীয় কবিত্বরস সঞ্চিত হয়, তাহা বর্ণন করিয়া উঠা যায় না এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে যার নয়ন মন তৃপ্ত না হয় তিনি মনুষ্য নামের অধিকারী নন। এই সহরের দক্ষিণ দিকে কেনটনমেণ্ট উত্তর দিকে সিবিল কোর্ট অবস্থিত। কেনটনমেণ্ট মধ্যে কতিপয় রেজিমেণ্ট আছে। এখানে একজন ডেপুটী কমিশনর আছেন, ইঁহার নাম মাঃ জেপার্সন, ইনি অতিশয় সদাশয় লোক। বাঙ্গালার বড় লাট সাহেবের যেমন ক্ষমতা এসব প্রদেশে (Non regulation Provinces) কমিশনর অথবা ডেপুটী কমিশনর সাহেব মহোদয়েরা তেমনি প্রভুশক্তি সম্পন্ন। কমিশনর সাহেব যৎকালে সহরে শকটারোহণে গমনাগমন করেন, তখন বিউগেল (ভেঁপু বিশেষ) ধ্বনি হইতে থাকে, অন্যান্য পথিকগণ সতর্ক হইয়া তাঁহাকে সেলাম করিতে থাকে, এসব দেশে শাদামুখ দেখিলেই সেলাম করা উচিত, কেন না এখানে সেলামপ্রিয় অনেক প্রভু আছেন। কোন্ টুপি ও কোটের মধ্যে কোন্ অবতার আছেন, জানিতে না পারিয়া সেলাম করিতে অবহেলা করিলে মহা গোলে পড়িতে হয় এজন্য ইচ্ছা না থাকিলেও আলাপ না থাকিলে সাহেব দেখিলেই অগ্রে সেলামটা করিয়া রাখিলে আর বড় ভাবনা থাকে না। যদি কোন হাকিমকে অন্যমনস্ক হইয়া যাইতে যাইতে সেলাম করিতে ভুলা যায় আর যদি তিনি সমনস্ক হইয়া তাহা টের পান, তাহা হইলে মহা প্রমাদ উপস্থিত হয়।

এখানে একটী কমিশরিয়েট বিভাগ আছে, বিভাগে ৮। ১০ জন বাঙ্গালী বাবু নিযুক্ত আছে সর্ব্বশুদ্ধ এখানে প্রায় ২০ জন বাঙ্গালী বাবু বর্ত্তমান। ইহাদের মধ্যে কাহার কাহার আচার ব্যবহার দেখিলে মাথায় পাকড়ি বাঁধিয়া পঞ্জাবীদের সহিত মিলিতে ইচ্ছা হয়। এই সব লোক অল্প লেখাপড়া শিখিয়া সামান্য বেতনে এই দূর দেশে একটা কর্ম্মে ভর্ত্তি হইয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাঙ্গালির নামে কলঙ্কারোপ করিতেছেন। ইহাদের অধিকাংশই সুরা ও বেশ্যা সেবিত। এরা সুরা পান করেন না, কিন্তু মদ ইহাদিগকে পান করে ও মহাকাল [illegible] বারাঙ্গনাগণ ইহাদিগকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। "বাইনাচ" এখন বাবু ভায়াদের সভ্যতার পরাকাষ্ঠা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে বাবুর বাসায় যে দিন দশ জন নিমন্ত্রিত হন, সে দিন কি সে রাত্রি তাঁদের আর আমোদের সীমা থাকে না সদলে আসোর জাঁকাইয়া বাবুদের সর্ব্বনাশ চলিয়া যায়। সম্পাদক মহাশয়! দুঃখে

বলিব কি, আমি একদিন কোন সুপ্রসিদ্ধ ভদ্রলোকের আলয়ে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া মহাবিপদে পড়িয়াছিলাম তথায় জানিতাম না যে ঐরূপ বারবিলাসিনীরা অঙ্গভঙ্গিমা দ্বারা বাবুদের চিত্তরঞ্জন করিতেছে, সেই আমোদে কোন কোন বাঙ্গালা কুলাঙ্গারের বিসদৃশ অশ্লীলতাপূর্ণ বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া ইচ্ছা হইল যে পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হই। শুনিলাম, ঐ সব কথাবার্ত্তা ঐরূপ সঙ্গলিপ্সের অনুরাগ। এতদ্দ্বারা অত্রত্য বঙ্গীয় সম্প্রদায়ের সামাজিক ও নৈতিক জ্ঞান কতদূর উন্নত তাহা বুঝিয়া লউন। যে হিমাচলের গম্ভীর গহ্বর হইতে বেদগাথা এক সময় ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই হিমাচলের ক্রোড়ে বসিয়া সেই মহাতপা কশ্যপ, শাণ্ডিল্য ভরদ্বাজ, অঙ্গিরস, প্রভৃতির কুলধুরন্ধরগণ এখন কি করিয়া দিন কাটাইতেছেন দেখিলে অবাক হইতে হয়। অত্রত্য বঙ্গীয় যুবকেরা কোন সভা কিম্বা সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেন না, তাঁহারা যদি প্রকৃতস্থ থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা এই দূরদেশে বঙ্গমাতার মুখ উজ্জ্বল হইতে পারিত সন্দেহ নাই।

নাগরপুর।

আজ কাল নাগরপুরের বাজারটীর যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কতদিন পূর্ব্বে এই বাজারটী সংস্থাপন হইয়াছে তাহা এক্ষণে স্থানীয় অনেকেই অবগত নহেন, কিন্তু পূর্ব্বে এই বাজারে যে প্রকার দ্রব্যাদি আমদানী হইত এক্ষণে তাহার সিকি অংশ আমদানী হয় কি না সন্দেহ। বর্ত্তমানাবস্থায় অত্রাত্র হাটবাজারের যে প্রকার দুর্গতি ও ও লোকের যে প্রকার অসুবিধা হইয়াছে আমরা তাহা কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি। আমরা বৃদ্ধ মহাত্মাদিগের নিকট শুনিয়াছি যে পূর্ব্বে অতি প্রত্যুষে অত্রস্থ বাজার হইত; কিন্তু এক্ষণে সে নিয়ম অন্তর্হিত হইয়া দিবা ১০। ১১ ঘটিকার সময় বাজার আরম্ভ হইয়া একটা কি দুইটার সময় ভাঙ্গিয়া যায়। এই জন্যই স্থানীয় লোকের ২। ৩ টার কমে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া ঘটিয়া উঠে না। এটী যার পর নাই অসুবিধা ও কষ্ট। বিশেষ বাজার বিলম্বে সংযোজিত হওয়াতে বিদ্যালয়ের বালকগণের আহার করার পক্ষে অতি ক্লেশ হয়। আমরা অনেক ছাত্রের মুখে শুনিয়াছি, যে, তাহারা পূর্ব্ব দিবসের রন্ধন করা অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিয়া স্কুলে উপস্থিত হয়। তন্নিবন্ধন ছাত্রগণের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া সময় সময় তাহাদিগকে পীড়িত হইতে দেখা যায়। যাহা হউক এ সমস্ত কারণে নাগরপুরের হাটবাজারের দুরবস্থা ঘটিয়াছে নিম্নে আমরা তদ্বিষয়ে কয়েকটী স্থূল স্থূল বিবরণ পাঠক মহোদয়ের গোচর করিতেছি।

(১ম) কেদারপুর, গয়হাটা, ও আড়্ড়া প্রভৃতি পল্লীগ্রামে ২। ৩ টী বাজার সংস্থাপিত হওয়াতে প্রস্তাবিত বাজারের অনেক ক্ষতি করিয়াছে। উল্লিখিত গ্রাম সমূহ নাগরপুর হইতে বহুদূরে অবস্থিত নহে। অনেক সময় উল্লিখিত বাজারের ভগ্নাবশিষ্ট দ্রব্য আসিয়াও এখানে বিক্রয় হয়। (২য়) একটী প্রবাদ আছে যে, "বাব লাউয়ের তোলা" আমাদিগের নাগরপুর বাজারে কথায় কথায় তাহার স্বার্থকতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এখানে তোলার অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। সামান্য বিক্রেতার পক্ষে এটী যার পর নাই ক্ষতি ও অসুবিধার বিষয়। (৩য়) আর যে একটী বিষম অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে তাহাতেই বাজারটীর দফারফা হইবার উদ্যোগ হইয়াছে। এই গ্রামে কয়েক মহাপ্রভু আছেন তাঁহারা লোকের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবেন অথচ পয়সা দিবেন না!! ইহাঁরা যে কি ধাতুর লোক তাহা তাহারাই বুঝিতে পারে, লোকের নিকট (বিনা পয়সায়) দ্রব্য ক্রয় করিতে কি ইহাদিগের একটুও লজ্জার সঞ্চার হয় না? এইরূপ নানাপ্রকার অত্যাচারে নাগরপুরের বাজারটী এক্ষণে যার পর নাই অবনত অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। সত্বরে এই সমস্ত কুপ্রথা ও অত্যাচার নিবারিত না হইলে বাজারটী উৎসন্নে যাওয়ার সম্ভবনা। এ জন্য আমরা স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চৌধুরী মহাশয়কে বিনয় সহকারে জানাইতেছি যে, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হউন, এবং যাহাতে বাজার লাগিবার একটী নিয়মিত সময় নির্দ্ধারিত হয় এবং অত্যাচার গুলি নিবারিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করুন। চৌধুরী মহাশয় এক জমিদার তাহাতে আবার স্থানীয় সর্ব্ববিষয়ে কর্ত্তা তিনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন? আমরা তাঁহার নিকট ক্রমান্বয়ে যে সকল প্রার্থনা করিতেছি, যদি তিনি মনোযোগী হইয়া এই হিতকর কার্য্যগুলি করেন তবে তিনি অবশ্যই সাধারণের আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারিবেন। দেখা যাউক আমাদিগের প্রার্থনা কতদূর ফলবতী হয়?

এখানে সমস্ত কার্য্যেই দলাদলি। নিম্নলিখিত বিষয়টী পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। অদ্য প্রায় দুই বৎসর গত হইতে চলিল, নাগরপুরস্থ জনৈক মহাজন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সাহা প্রামাণিক মহাশয়ের ব্যয়ে অত্র স্থানে একটী মধ্যশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে অনেকগুলি বালক অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ছাত্রগণের সুশিক্ষার্থে উপযুক্ত শিক্ষক সকল নিযুক্ত হইয়াছে এবং তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যালয়ের সমস্ত আসবাব ক্রয় করাইয়া দিয়াছেন, এ জন্য শ্রদ্ধাস্পদ প্রামাণিক মহাশয় অবশ্যই সাধারণের ধন্যবাদার্হ। সাহায্য প্রাপ্ত্যাশয়ে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমীপে প্রার্থনা করা হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এবৎসর ময়মনসিংহ স্কুলফণ্ডে অর্থের সচ্ছল না থাকাতে আমাদিগের নাগরপুর স্কুল সাহায্য পাইতেছে না। অতিশয় দুঃখের বিষয় এই অত্রাস্থ বিদ্যালয়টীর অবনতির জন্যই দুয়াজানির জমিদার বাবু হরিচরণ মজুমদার অতি অল্পদিন হইল আর একটী স্কুল সংস্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে আমারা শুনিতেছি যে যাহাতে নাগরপুর স্কুলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দেওয়া না হয় তজ্জন্য তিনি, শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ও পূর্ব্ববাঙ্গালার স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর মহাশয়ের সমীপে বারম্বার দরখাস্ত করিতেছেন। ভাল, মজুমদার মহাশয়কে এ মন্ত্রণা কে দিল? যদি নাগরপুর স্কুল সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হয় তবে কর্তৃপক্ষ অবশ্যই সাহায্য দিবেন, তখন তাঁহার কথা শুনিবেন কেন? নাগরপুর দুয়াজানিতে যৎকালে বিদ্যালয় ছিল না, তজ্জন্য আমরা এই সোমপ্রকাশেই কত লেখা লিখি করিয়াছি তখন তিনি বিদ্যালয় সংস্থাপনে উদাসীন ছিলেন কেন? আমরা আর অধিক বলিতে চাহি না, আমরা জানি মজুমদার মহাশয় অতি বিজ্ঞ ও ভদ্র লোক, যদি তাঁহার প্রকৃতই দেশ হিতকর কার্য্য করিতে বাসনা থাকে তবে তিনি নাগরপুর স্কুলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেই সকলের সুবিধা হয়। আর যদি অর্থ ব্যয় করিবার ইচ্ছাই বলবতী হইয়া থাকে তবে নাগরপুর দাতব্য চিকিৎসালয়টীর এক্ষণে অতিশয় দুরবস্থা হইয়াছে, তাহার সমস্ত মাসিক ব্যয় কেন দিউন না? তাহাতে তাঁহার যথেষ্ঠ সুখ্যাতি হইবে।

নাগরপুর দাতব্য চিকিৎসালয়টীর অবস্থা আজ কাল অতিশয় শোচনীয়। পূর্ব্বে ২। ৩ বার গ্রাম্য চাঁদা আদায় না হওয়া নিবন্ধন ডাক্তারখানাটী উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে হইয়াছিল, পরে জুলাই মাসে টাঙ্গাইলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ সাহেব অত্রস্থানে আসিয়া চাঁদা সম্বন্ধে যে নূতন বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন তাহাও আশাপ্রদ নহে। যদবধি গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহে ঔষধ দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন তদবধি ইহারও দুরবস্থা ঘটিয়াছে। এখানে মিউনিসিপালিটী না থাকায় গবর্ণমেণ্ট নাগরপুর ডিস্পেনসরির ঔষধের জন্য ৭৫ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন বটে,

কিন্তু ঐ টাকার [illegible] [illegible] চলিতে পারে? ঔষধ পত্র না পাইলে [illegible] বিশেষ কোন উপকার দান [illegible] অ্যাসিষ্টাণ্ট বাবুর অসামর্থ্যে [illegible] ডাক্তারি চিকিৎসালয়ের আবশ্যক [illegible] আছে কি না সন্দেহ। [illegible] আমরা কর্তৃপক্ষ মহোদয়দিগকে [illegible] যে, যদি নাগরপুর ডাক্তারি চিকিৎসালয় [illegible] রাখা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত [illegible] পূর্বের ন্যায় ঔষধের সমস্ত ব্যয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] দেওয়া হউক, নতুবা এরূপ ঔষধশূন্য চিকিৎসালয় রাখিয়া ফল কি?

[illegible] বড়বাজারনিবাসী বাবু শিবচন্দ্র [illegible] এক ব্যক্তি তদ্রূপ অল্প মূল্যে [illegible] চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ইঁহার চিকিৎসা প্রণালী অতি উত্তম এজন্য গ্রাম্য লোকে ইঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিয়া থাকে। এক্ষণে শুনিতেছি যে, ইনি নাকি অবিচারস্রোতে পড়িয়া এ গ্রাম পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। [illegible] দশা উপস্থিত হইতে ভাল লোক কাজেই গ্রাম পরিত্যাগ করিবে?

সম্প্রতি এতদঞ্চলে জ্বর বিকারের ধূম লাগিয়া গিয়াছে; কিন্তু সুখের বিষয় এপর্য্যন্ত লোক নষ্ট হয় নাই। হাতুড়ে ডাক্তার ও বৈদ্যদিগের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত।

বিগত ১৮ ই কার্ত্তিক যে ঝড় হইবার জনরব উঠিয়াছিল, ঐ তারিখে এপ্রদেশে ঝড় ও বৃষ্টি হয় নাই। কেবল আকাশমণ্ডল মেঘাবৃত হইয়াছিল।

[illegible] বাজার হইতে খেওয়াঘাট পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী আছে তাহার এক্ষণে সংস্কারাভাবে স্থানে স্থানে বিস্তর গর্ত্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু [illegible] বিষয় এপর্য্যন্ত কেহই উদ্যোগী হইয়া ঐ রাস্তাটী সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন না। স্থানীয় পুলিসের উপর ঐ রাস্তাটীর তত্ত্বাবধানের ভার নিহিত [illegible] তাঁহারাই বা এবিষয়ে এত দিন উদাসীন রহিয়াছেন কেন? পুলিস কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়া, কিছু টাকা আনাইয়া, [illegible] সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হউন।

বিজ্ঞাপন।

[illegible] হিসাব নিকাশে বিশেষ [illegible] এবং দস্তর ও মফস্বল নায়েবের আবশ্যক হইয়াছে। আবেদন কারিদের মধ্যে যাঁহারা প্রশংসা পত্র দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাদের বিষয় বিশেষ বিবেচিত হইবে। প্রথমতঃ কেবল পত্রের দ্বারায় আবেদন করিবেন।

শ্রীললিতমোহন রায়
জমিদার
চক্‌দিঘী

২৯ এ কার্ত্তিক
১২৮৭

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯০ নং গ্রে ষ্ট্রীট, শ্যামপুকুর।

এই চিকিৎসালয়ে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ঔষধ, তৈল, ঘৃতাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং নবাবিষ্কৃত ঔষধের তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ হয়।

মেহারিমদ্দন। ইহা সেবনে নিশ্চয় সকল প্রকার মেহ, নপুংসক ধাতু, জ্বালা যন্ত্রণাদি ৩ দিবসের মধ্যে নিঃশেষ আরোগ্য হয়।

প্যাকিং ৵০ আনা।

মালতি কুসুম তৈল। ইহা ব্যবহারে কেশ পুষ্ট ও ঘন হইয়া, টাক আরোগ্য হয়। মস্তিষ্ক উষ্ণ [illegible] শীতল হইয়া, শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, মন উচ্চ করা ও মূর্চ্ছাদি বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। ইহা মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট। ১ শিশির মূল্য ২্। প্যাকিং ৵০ আনা।

কামোদ্দীপক রসায়ন। ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, শিথিল ইন্দ্রিয় ও ধ্বজভঙ্গাদি রোগ বিনষ্ট হয় ও শরীর স্থূল, সবল ও বীর্য্যবান হইয়া রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ১ শিশির মূল্য ৩্। প্যাকিং ৵০ আনা।

[illegible] রস। ইহাতে অজীর্ণ কোষবৃদ্ধি, একাশিরা, [illegible] শ্লীপদাদি রোগ আরোগ্য হয়। ১ কৌটার মূল্য ২্। প্যাকিং ৵০ আনা।

অর্শারি রসায়ন। ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় সকল প্রকার অর্শ একেবারে আরোগ্য হয়। সপ্তাহ মধ্যে বলি খসিয়া পড়ে। ১ শিশির মূল্য ২্। প্যাকিং আনা

কথা সরিৎ সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১॥০ টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। গ্রহণার্থী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

——:०:——

মূল্যপ্রাপ্তি!

শ্রীযুক্ত রায় শ্যামলাল মিত্র জমিদার—গয়া ১০
শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য—দুর্গাপুর ৭
" " গোবিন্দচন্দ্র তরফদার—দেবগড় ৭
" " পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যাণপুর ৫
" " অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—উলা ১০
" " রামধন শাসমল—চণ্ডীভেটী ৮৶০
" " রামযাদব বসু—কটক ৭
" " রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—কুমিল্লা ৭
" " নবীনচন্দ্র কোঙর—মালদহ ৭
" " কার্ত্তিকচন্দ্র সাধুখাঁ—তোলাঘটক ৭
" " কিশোরচন্দ্র সাহা—নাগরপুর ৬।৵
" মুন্সি মহম্মদ হামেদ—বীরভূম ৫
" মৌলবী আবদুল রহমন—বেনীয়াঘাটা ৫
" মুন্সি তরিফুল্লা সাহেব—নাগরপুর ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার [illegible]

[illegible], ড্রাফ্‌ট, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, [illegible] যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি [illegible] আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ও হর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ ।　　" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " ।　　২ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত [illegible] টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা ।　　১২৮৭ সাল । ৮ ই অগ্রহায়ণ । ইং ১৮৮০ । ২২ এ নবেম্বর ।　　অগ্রিম [illegible] ৩।০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে । সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয় ।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা ।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন ।

ঠিকানা ।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা ।

কলিকাতার-এজেণ্ট ।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু দীনানাথ দত্ত ও ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন । অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন ।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি ।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন । প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৴০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা ; ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না ।

অনেক যত্নে ও ব্যয়ে লীলাবতীর বাঙ্গালা অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য ।৵০ আনা মাত্র । [illegible] দিগের প্রয়োজন হয় কাঁকিনীয়া [illegible] আমার নিকটে এবং ষ্টানহোপ প্রেসে মূল্য সহ পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন । সাধারণ পুস্তকালয়ে বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে । যে সকল গ্রন্থকার স্ব স্ব পুস্তকের সহিত পরিবর্ত্ত করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা কৃপা করিয়া পত্র লিখিবেন । [illegible] [illegible] চমৎকার নিয়ম ও [illegible] দেখিয়া [illegible] [illegible] মহাশয়েরা যে প্রীত হইবেন তাহা বলা বাহুল্য ।

শ্রীগোবিন্দমোহন রায় ।
কুমারী প্রণেতা ।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

অদ্যাবধি সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে ডাক্তার এণ্ডেন সাহেব নিজ ঔষধের মূল্য অতি স্বল্প করিলেন ।

১ । ধাতু দৌর্ব্বল্য, অম্বল বুকজ্বালা, হস্ত পদাদির কাঁপনী, শুক্রমেহাদি,—ঔষধের মূল্য ৫

২ । মূর্চ্ছা রোগ, বাধক বেদনা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণতা,—ঔষধের মূল্য ২ টাকা ।

৩ । পুরাতন বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটে ফুলা, শরীরের বেদনা,— ঔষধের মূল্য ২ ।

৪ । কুষ্ঠরোগ, মহাব্যাধি, দদ্রু, পারার ক্ষত ইত্যাদি,—দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ১০ ।

৫ । রক্ত অপরিষ্কার ঘটিত সর্ব্বপ্রকার রোগ ধাত, বাধী,—ঔষধের মূল্য ৪ ।

৬ । পুরাতন জ্বর, কুইনাইন ঘটিত জ্বর, পালা জ্বর, কম্পজ্বর,—ঔষধের মূল্য ১।০ ।

৭ । শ্বাস কাশ, যক্ষ্মাকাশ, ক্ষয়কাশ, রক্তোৎকাশ, হাঁপানিকাশ, দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ৩।০ ।

বরহেট কোম্পানির ঔষধালয় ।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা ।

কুন্তলেশ্বর তৈল ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের [illegible], [illegible], মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃ [illegible] সকলপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে । মূল্য বড় শিশি ১।০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা ।

দন্তরোগোপচূর্ণ ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্ত-শূল, দন্ত [illegible], দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, কাল পড়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ॥০ আনা ।

উক্ত তৈল ও [illegible] প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা [illegible] দেশে প্রাপ্ত আছে।

[illegible] ৫ নং মনোহর দাসের স্ট্রীট [illegible] প্রাপ্য।

[illegible] সিদ্ধোনা।

[illegible] এই সিদ্ধোনা কুইনাইনের ন্যায় [illegible] প্রধান প্রধান ইউরোপী[illegible] ডাক্তারেরা ইহা বিক্রয় করিতে [illegible] কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারি[illegible] টেণ্ডেণ্ট নিকট পাওয়া। ৪ আউন্স ৬, [illegible] আউন্স [illegible] ১৬ আউন্স শিশি [illegible] আনা। [illegible], ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

যিনি এক দিবসে জনয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতি[illegible] দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে [illegible] অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান [illegible] করিতে [illegible]ছেন. তিনি আমাকে [illegible] জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র [illegible]

সাং শ্রীরামপুর।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

প্রেরিতপত্র।

চম্পাইনগর বা চাম্পানালা।

আমরা পূজার পূর্ব্বে ভাগলপুরের এক ক্রোশ পশ্চিমস্থ চম্পাইনগরের যে ইতিবৃত্ত লিখিয়াছিলাম, তাহাতে বেহুলা নদীর উল্লেখ করিয়া বাঁকা নদী ভাগীরথীর সহিত কোন্ স্থানে সংমিলিত ছিল, ইহা জানিবার জন্য সোমপ্রকাশের সুযোগ্য খাযার-গাছির সংবাদদাতা ও অন্যান্য পাঠকের নিকট যে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলাম, তদুত্তরে যদিও আমরা [illegible]দের মাননীয় সংবাদদাতার নিকট হইতে [illegible] ফললাভ করিতে পারি নাই, তথাপি [illegible] যে উঁহার পত্রে আর একটী অপরিচিত চম্পাইনগরের চাঁদ সওদাগরের বাসস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই-[illegible] কোন্ চম্পাইনগরে চাঁদ সওদাগর বাস করিতেন, ইহা নির্ণয় করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ের সূক্ষ্ম মীমাংসা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কারণ এ সম্বন্ধে কোন ঐতি-হাসিক প্রমাণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না; তবে অনুমান ও যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমরা আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করিব। বলা কর্ত্তব্য, একদিন আমরা কেবল সংবাদদাতা মহা-শয়ের লিখিত "পূজার পর এ বিষয়ে ও অন্যান্য স্থানের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ চেষ্টা করিব" এই কথায় নির্ভর করিয়া এ পর্য্যন্ত কিছু বলিতে সাহসী হই নাই।

বাঁকুড়া জেলাতেও আর একটী চম্পাইনগর থাকিতে পারে। চাঁদ সওদাগর যেখানে বাস করি-তেন ও সেইখানেই যে তৎপুত্র লখিন্দার বিবাহ-বাসরে সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন, এবং পরে সেই-স্থান হইতেই যে সতীসাধ্বী বেহুলা তাঁহার মৃত পতি লইয়া কলার ভেলায় করিয়া ভাসিয়া যান; সংবাদদাতা মহাশয়, জনশ্রুতি ও চম্পাই নগরের [illegible] ক্রোশ অন্তরে সাতালি নামক পর্ব্বত এবং ৫। ৬ ক্রোশ পূর্ব্বে বেহুলা নদীর নাম ভিন্ন আর কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। এ প্রমাণ অপেক্ষা আমরা অধিক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি। বাঁকুড়া জেলায় সাতালি পর্ব্বত চম্পাইনগর হইতে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত, এখানে (ভাগলপুরে) নিজ চম্পাই নগরেই ২। ৩টী ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। যদিও ইহাদের নাম সাতালি পর্ব্বত নহে, তথাপি প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন, ইহারই উপর লখিন্দরের বাসরগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বাঁকুড়া জেলায় বেহুলানদী চম্পাইনগর হইতে ৫। ৬ ক্রোশ দূরে প্রবাহিত, এখানে বেহুলা [illegible] নদী চম্পাইনগরের মধ্যভাগ দিয়া প্রবা[illegible] হইতেছে। সেখানে লখিন্দরের মৃত্যু হইলে [illegible] বাটী হইতে ৫। ৬ ক্রোশ বহন করিয়া [illegible] কলার ভেলা করিয়া ভাসাইয়া দিতে হইয়াছিল, [illegible] বাহির করিতে যে পরি-শ্রম ও [illegible] লখিন্দরকে প্রথমে বহন করিয়া [illegible] জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়া ছিল, আমরা [illegible] এরূপ শুনি নাই। জিজ্ঞাসা করি, [illegible] কি মৃতের বাহির করিয়াই জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয় নাই?

সংবাদদাতা মহাশয় বলিয়াছেন, ভাগল পুরের চম্পাইনগর হইতে বেহুলা সতী যদি মৃত পতি লইয়া ভাসিয়া আসিয়া থাকেন সত্য হয়, তবে তিনি কেন বাঁকায় আসিবেন? বরাবর ভাগীরথীর প্রবল স্রোতে কর্ণধারহীন কলার মান্দার [illegible] ভাবে ভাগীরথী দিয়াই ভাসিয়া আসিতে পারিত ইত্যাদি। এতদুত্তরে আমরাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইতেছি, যদি প্রবল নদী দিয়া বরাবরই ভাসিয়া যাওয়া সম্ভবপর হয়, তবে বাঁকুড়া জেলার বাঁকা নদী দিয়া কলার মান্দার ভাসিতে ভাসিতে বর্দ্ধমানের নিকটে গিয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বাঁকা পরি-ত্যাগ করিয়া কেন না দামোদরের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল? কেন আবার সেই ভেলা বাঁকা হইতে ক্ষুদ্রতর বেহুলা নদী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল? [illegible], বরাবরই যে প্রবল জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতে হইবে, এমন কিছু কথা নহে। পথিমধ্যে তীরের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে অপর কোন নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকট যাইয়া তথাকার প্রব[illegible] জলস্রোতে তাহার মধ্যে ভাসিয়া যাইলেও যাইতে পারে।

ভাগলপুর হইতে জলপথে যাইতে হইলে প্রথমে কারাগোলার নিকট কৌশিকী নদীর মোহনা আছে। কিন্তু ভেলা কিছু মোহনা দিয়া উজান যাইবে না। তৎপরে রাজমহল পর্য্যন্ত আর কোন নদী নাই। রাজমহলের পর মুরশিদাবাদের জঙ্গীপুরে ভাগীরথী ও পদ্মার মিলন। বেহুলা পদ্মার প্রবল তরঙ্গ দেখিয়া ভয়ে ভীতা হইয়া ভেলার মুখ ভাগী-রথীর দিকেই ফিরাইতে পারেন। ইহার পরই বাঁকা নদী; এখান হইতেই বেহুলার ভেলা সাক্ষাৎভাবেই হউক আর অন্য কোন নদী দ্বারাই হউক ভাগীরথী হইতে বাঁকায় মিলিত হইতে পারে।

ভাগলপুরের চম্পাইনগরেই যে চাঁদ সওদাগর বাস করিতেন চতুর্থ যুক্তি দ্বারা তাহা অনেকাংশে সপ্রমাণিত হইতে পারে। বেহুলার পিত্রালয় উজানি নগর বা নিছনিনগর। এই উজানি নগর এখানকার ১৫। ১৬ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অদ্যাপিও অবস্থিত আছে, ও এখানে অদ্যাপিও অধিকাংশ বেণিয়া লোক বাস করিয়া থাকে। ৭। ৮ ক্রোশ দূরে বিবাহ হওয়াই সম্ভব। বাঁকুড়ায় কি কোন উজানি নগর আছে?

এস্থলে আর একটী কথা বলিতে হইল। চাঁদ সওদাগর বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। কোটচাঁদপুর যেখানে চিনির ব্যবসায় হয়, ইনিই স্থাপিত করেন। সেখানে চাঁদ সওদাগর বাণিজ্য করিতে গিয়া থাকি-বেন। নারিকেলডাঙ্গার রাস্তার পুল আজিও চাঁদ বেণিয়ার পুল নামে অভিহিত। চাঁদ সওদাগর যখন বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন, তখন বাঁকুড়া জেলাতেও সময়ে সময়ে বাস করিতে পারেন। যাহা হউক এ বিষয়ের বিচারের ভার পাঠকগণের হস্তে অগত্যা আমরা অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

ভাগলপুর।
১৭ এ কার্ত্তিক। } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় কর্ত্তব্য এই উভয় পক্ষের প্রণীত গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেন্টের বিবেচনার্থ প্রেরণ করা। গবর্ণমেন্ট সেরূপ বিবেচনা করিতেন [illegible]

এই প্রসঙ্গে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকটে একটী প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইল। খ্রীষ্ট মিশনরিরা রাস্তা ঘাটে ও ধর্ম্মশালার প্রাঙ্গণে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের যার পর নাই নিন্দা করেন এবং হিন্দু ও মুসলমানেরাও তাহাদের বাক্যে উত্তেজিত হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মের যে প্রশংসা করিয়া থাকেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার নিবারণের কি উপায় করিবেন? গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী ও সমর্থ হইবেন কি না? যদি হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার বন্ধ হইয়া মিশনরি কার্য্যের অবসান হইবে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেন্ট আপনাদিগের ন্যায়পরতা রক্ষা করিবার আশায় যদি এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, ইংরাজ-জাতি কি তাহার অনুমোদন করিবেন? ইংরাজ জাতির তিরস্কার-বাক্যে কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের শির কম্পিত হইবে উঠিবে না? এই নিমিত্ত আমরা উপরে কহিয়াছি, ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিবাদ বিষয়ক গ্রন্থ সকল নিতান্ত অসঙ্গত বাক্য পূর্ণ ও অশ্লীলতা দোষে দূষিত হইলে তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য, গ্রন্থ প্রণেতার দণ্ড বিধান কর্ত্তব্য নয়

ধর্ম্মার্থ দত্ত বিত্তের রক্ষার কিরূপ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত?

এদেশীয় হিন্দু ও মুসলমানেরা ধর্ম্মার্থ যে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা দাতৃগণের অভিপ্রায়ানুরূপ সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয় না। যাহাদিগের উপরে উহার রক্ষার ও ব্যয়ের ভার সমর্পিত হয়, তাহারা প্রায় যথাবিধি কার্য্য সম্পাদন করে না। ঐ সকল সম্পত্তির অধিকাংশ তাহাদের নিজ কার্য্যে বিনিয়োজিত হয়। দাতৃগণ দেবসেবার নিমিত্ত সন্ন্যাসী ও দরিদ্রগণের উপকারার্থ আপনাদিগের বহু শ্রমার্জ্জিত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ প্রায়ই দাতৃগণের মনোরথ পূর্ণ না করিয়া আপনাদিগেরই মনোরথ পূর্ণ করেন। উহার অধিকাংশ অর্থ তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সুখ সাধনার্থই পর্য্যবসিত হয়।

গবর্ণমেন্ট এই অন্যায় কার্য্যের নিবারণার্থ ১৮১০ খ্রীঃ অব্দে একটী আইন করিয়া স্বয়ং তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে অনেক দিন অতীত হইয়া যায়। মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মান্ধ কতকগুলি লোক এই এক গোল তুলিলেন, হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্মার্থ দত্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী গবর্ণমেন্টের উচিত নয়। সেই মত প্রবল হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে সেই মতের নিকটে মস্তক অবনত করিতে হইল। তাঁহারা যে ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অবসৃত হইলেন এবং ১৮৬৩ অব্দে একটী আইন করিয়া ঐ ভার স্থানীয় কমিটির উপর অর্পণ করিলেন। পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। পুনর্ব্বার গবর্ণমেন্টের চেষ্টা হইয়াছে যে উপায় অবলম্বন করিলে ঐ অত্যাচারের নিবারণ সম্ভাবনা আছে, সেই উপায় অবলম্বন করিবেন। পূর্ব্বে যখন গবর্ণমেন্ট স্বহস্তে তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন স্থানীয় গবর্ণমেন্ট-কর্ম্মচারীরা তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং রেবিনিউবোর্ড ট্রষ্টি হইয়াছিলেন। এখন কি উপায় অবলম্বন করা হইবে? তিন প্রেসিডেন্সিতেই এ বিষয়ের আন্দোলন চলিতেছে; তিন প্রেসিডেন্সিতেই এ বিষয়ের আইন হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

এখন কোন রীতিতে কার্য্য সমাধান করিলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল লাভ হয়, তদ্বিষয় একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। পূর্ব্ব প্রবর্ত্তিত প্রথা অবলম্বিত হইলে যে সম্যক অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, তাহা বোধ হয় না। মাজিষ্ট্রেট ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি যে সকল স্থানীয় কর্ম্মচারীর উপরে ভার সমর্পিত হইবে, তাঁহাদের ঐ একটী কার্য্য নয়, তাঁহাদের উপর সহস্র কার্য্যের ভার আছে। সুতরাং তাঁহারা প্রাত্যহিক বিষয়ের যথোচিত তত্ত্বাবধান করিতে সমর্থ হইবেন না। তাঁহাদিগকে স্থানীয় কমিটি নতুবা মঠাদির অধ্যক্ষ মহান্ত প্রভৃতির উপরে নির্ভর করিতে হইবে, তাহা হইলেই পুনর্ব্বার বিশৃঙ্খল ঘটিয়া উঠিবে।

এ স্থলে আমরা যে একটী প্রস্তাব করিতেছি, তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে বোধ হয় ভাল হয়। গবর্ণমেন্ট স্থানীয় কর্ম্মচারী স্থানীয় দেশীয় বিজ্ঞ লোক এবং মঠ ও মন্দিরের অধ্যক্ষকে লইয়া স্থানে স্থানে এক একটী কমিশন নিযুক্ত করুন। তাঁহারা মঠ ও মন্দির প্রভৃতির অধীনস্থ সম্পত্তির আয় ও দেব সেবাদির নিত্য ব্যয় নির্ণয় করুন। আমরা শুনিয়াছি, অনেক দেবালয়ের এত আয় আছে যে নিত্য ব্যয় সম্পন্ন হইয়াও প্রচুর অর্থ উদ্বৃত্ত হয়। সেই উদ্বৃত্ত অর্থ এক্ষণে মঠাদির অধ্যক্ষেরা আপনাদিগের ইন্দ্রিয় সেবাদি কার্য্যে বিনিয়োজিত করে এবং কতকগুলি অলস ও অপদার্থ সন্ন্যাসী ও মহান্তদলের পরিপোষণার্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। গবর্ণমেন্ট হইতে যে স্থানে যে কমিশন নিয়োজিত হইবেন তাঁহাদিগকে এ অপব্যয় নিবারণ করিতে হইবে। তাঁহারা দেবসেবাদির নিত্য আবশ্যক ব্যয় স্থির করিয়া দিবেন। তদতিরিক্ত যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা তত্তৎস্থানবর্ত্তী লোকদিগের জ্ঞান শিক্ষার্থ ব্যয়িত হইবে। যে স্থানে যে বিষয়ের শিক্ষার অভাব আছে, সেই স্থানে সেই বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইবে। শাস্ত্রে আছে, দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই ক্রিয়া সিদ্ধি হয়। দশজন লোকের আহার সামগ্রী সংগ্রহের ব্যয়, দেবালয়ের পরিচারক ও পূজকের বেতন প্রভৃতির ব্যয় অধিক নয়। এই প্রকার ব্যয়ের নিয়ম করিয়া দিলে যে অনেক দেবালয়ের অনেক অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। সেই উদ্বৃত্ত অর্থ সেই সেই স্থানের লোকদিগের শিক্ষা কার্য্যে বিনিয়োজিত হইলে ভারতের যে কি মহালাভ হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভারতবাসিদিগের শিক্ষিতব্য অনেক বিষয়ের এখনও মহা অভাব আছে। সেই অভাবগুলি পরিপূরিত না হইলে ভারতবর্ষীয়েরা কখন মানুষের মত হইতে পারিবেন না। এদেশে আজও দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের বহুল চর্চ্চা হয় নাই। শিল্প কৃষি বাণিজ্যেরও সবিশেষ উন্নতি হয় নাই। দেবালয়াদির উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা এই সকল বিষয়ের শিক্ষা সমাহিত হইলে ভারত কেবল যে শিক্ষা জনিত লাভবান হইবে এরূপ নয়, ভারতের আরো একটী মহা লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। সেটী এই:—

বিভববান সম্পত্তিশালী দেবালয়গুলি আলস্য অপদার্থতা ও কুক্রিয়ার আবসথ হইয়া আছে। আমরা প্রায়ই তীর্থস্থান ও দেবালয় প্রভৃতি স্থানে অতি বীভৎস কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান সংবাদ শুনিতে পাই। সে সংবাদে অপ্রত্যয়ও হয় না। সন্ন্যাসী মহান্ত প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি দেবালয়াদিতে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার অধিকাংশই মূর্খ। তাহারা নিতান্ত অকর্ম্মা, কেবল পরভাগ্যোপজীবী হইয়া কালক্ষেপ করে। যাহাদের লেখাপড়ার চর্চ্চা নাই, অন্য কোন কাজ নাই, কেবল অলস হইয়া বসিয়া থাকে, তাহাদের মনে সচরাচর কুকার্য্য চিন্তাই উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ তাহারা বিনা কষ্টে বিনা চিন্তায় দেব প্রসাদলব্ধ রাজভোগ্য দ্রব্য ভোগ করে। সুতরাং তাহাদের ইন্দ্রিয়বেগ প্রবল হয়। সেই বেগ শান্তির নিমিত্ত তাহারা নানা প্রকার অসৎপথের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগও দুর্ল্লভ হয় না। ভারতীয় রমণীগণের তীর্থস্থানে গমন নিষিদ্ধ নয়। অনেক অসতী আপনাদিগের অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তীর্থস্থানে গমনার্থ লোলুপ হইয়া থাকে।

আমারা যে প্রস্তাব করিলাম, গবর্ণমেন্ট যদি এতদনুসারী কার্য্য করা ভাল বোধ করেন, আমা

যে শোচনীয় অনিষ্টের উল্লেখ করিলাম, সহজে তাহার নিবারণ হইয়া আসিবে। কতকগুলি লোক ভ্রান্ত সংস্কারে অন্ধ হইয়া আর কতকগুলি লোক অলসভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অভিলাষ করিয়া সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া উদাসীন হয় এবং দেবালয়াদি আশ্রয় করিয়া নানাপ্রকার কুকর্ম্মের অবতারণা করে। ঈদৃশ ব্যক্তিদিগের আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। উহারা যদি দেবালয়াদিতে আশ্রয় না পায়, ক্রমে উহাদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট যদি স্থানে স্থানে কমিশন নিয়োগ করিয়া দেবালয়াদির আয় ব্যয়াদি উল্লিখিতরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন এবং সেই মত কাজ হইতেছে কি না, তাহার তত্ত্বাবধান রাখেন, তাহা হইলে দেবালয়াদি ঘটিত অপরাধের সহজে নিবারণ হইয়া আসিবে এবং ভারতও অশেষ প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি শালী হইয়া উঠিবে।

আদর্শ গোয়াল।

কলিকাতা পশুশালার বিগত বর্ষের কার্য্য বিবরণের মধ্যে একটী সংকল্পের সূচনা দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। কার্য্যবিবরণ মধ্যে দৃষ্ট হইল যে গবর্ণমেণ্ট জিবেটের রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত এক খণ্ড ভূমি উক্ত পশুশালার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে অর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ঐ ভূমি খণ্ডে গো মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগকে রক্ষা ও পালন করিয়া উৎকৃষ্ট পশুপালন প্রণালীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন এইরূপ সংকল্প করিয়াছেন। এই সংকল্পের সূচনা দেখিয়া আমরা কেন এত প্রীত হইলাম তাহারও কারণ নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

আমরা সকলেই নানাপ্রকার বিষয় কার্য্যে ব্যস্ত আছি, এবং বর্ত্তমান সভ্যতার চিন্তা ও ভাবের স্রোতে ভাসমান হইয়া বেড়াইতেছি আমাদের চক্ষের সমক্ষে একটা সুমহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া হইতেছে এবং সে অনিষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে তাহার প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই। আমাদের গো মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগের দিন দিন দুর্গতি হইতেছে। কি রাজধানীতে কি পল্লীগ্রামে সুস্থ সবলকায় সুন্দর গো মেষ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। সহরের ত কথাই নাই; সহরে গোবৎসের অকালমৃত্যু নিয়মের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি কোন গৃহস্থের গৃহে একটী গোবৎস জন্মে, এবং তাহাকে রুগ্ন বোধ হয় গোয়ালারা বলে "বাবু, সহরে বাছুর বাঁচে না।" এই ত গো-কুলের দুর্গতি। ওদিকে বৎসর বৎসর অসংখ্য গো-ধন হত হইতেছে। বিগত বৎসর কলিকাতা সহরে কত গো-ধনের প্রাণ গিয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম কলিকাতায় তিনটী হত্যা স্থানের মধ্যে এক ইটালীস্থ হত্যালয়ে সে বৎসর ৯০০০০ হাজারেরও উপর গোহত্যা হইয়াছিল। এই কয়েক বৎসরে এই সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকিবে। অনুমান হয় এক্ষণে এই কলিকাতা সহরে বৎসরে প্রায় দুই লক্ষেরও অধিক গোহত্যা হইতেছে। একদিকে যেমন গোহত্যার শ্রীবৃদ্ধি অপর দিকে যদি গোবৎসের উন্নতির উপায় অবলম্বিত হইত তাহা হইলে গো-কুলের এমন শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইত না। গোকুলের এই দুরবস্থার অনেক গুলি কারণ ঘটিয়াছে।

প্রথমতঃ দিন দিন বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া শস্যের মূল্য যত বৃদ্ধি হইতেছে ততই আর তিল পরিমাণ ভূমি অকৃষ্ট থাকিতেছে না। ঊষর, পতিত, ব্রহ্মডাঙ্গা সমুদয় হলতলে আনীত হইতেছে। বৎসরের প্রায় সমুদায় মাসই ক্ষেত্রে কোন না কোন প্রকার শস্য থাকে। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে যখন ধান্য কর্ত্তন করা হয় তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এমন কি ধান্য কর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই অনেক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার কলাই দেওয়া হয়, ফাল্গুনের শেষে বা চৈত্রের প্রারম্ভে যখন রবিশস্য সকল গৃহে আনা হয়, তখন কয়েক দিনের জন্য ক্ষেত্র সকল পড়িয়া থাকে, কিন্তু গো-কুল তখন মাঠে গিয়া কি খাইবে? তখন দিন দিন রৌদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে, ক্ষেত মাঠ ফাটিয়া শত চির হইয়া যায়, গো মেষ প্রভৃতি কি সেই মাটীতে চরিবে। যাহা হউক তাহাই না হউক দুই চারি দিন চরুক কিন্তু অনেক স্থলে বৈশাখের মধ্যেই দুই এক পসলা বৃষ্টি হইলে অনেক ক্ষেত্রে হল কর্ষণ আরম্ভ হয় এবং গোকুলের গলে আবার রজ্জু পড়ে। এইরূপে পল্লীগ্রামে গো মেষাদির চরিয়া বেড়ান এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। সহরে এই দুর্ভাগ্য জীবদিগের ক্লেশ আরও অধিক, পল্লীগ্রামে বরং বাড়ীর সম্মুখে বাঁধিয়া দিলে দুই দশ হাত চরিয়া বেড়াইতে পারে কিন্তু সহরে অনেক গো মেষ সূর্য্যের আলোক কিরূপ জানে না; অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে আজানু মলমূত্রে মগ্ন হইয়া অপকৃষ্ট খড় ও ভুসি দ্বারা উদর পূরণ করিতেছে। খোটাটীর নিকট হইতে দুই হস্ত দূরে যাইবার উপায় নাই। বৎসরের মধ্যে দিনের মধ্যে দুই বার জাব প্রাপ্ত হয় এবং দুইবার দোহন করা হইয়া থাকে। গোবৎসগুলির দুর্দ্দশা নেত্রগোচর করিলে চক্ষে জল ধরে না। কোথায় তাহারা গলে ঘুঙুর পরিয়া মনের উল্লাসে ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া উল্লম্ফন করিয়া বেড়াইবে, না দিবারাত্রি কারাগারে বদ্ধ। সে বল সে উল্লাসও নাই সুতরাং "মা" "মা" করিয়া ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয়তঃ উৎকৃষ্ট ও বলবান্ বৎস জন্মিবার পথও বন্ধ হইতেছে। পূর্ব্বে গ্রামের মধ্যে দুই একটী স্বচ্ছন্দবিহারী বলীবর্দ্দ দৃষ্টিগোচর হইত। লোকে ধর্ম্মের ষাঁড় বলিয়া তাহাদিগের অনেক উপদ্রব সহ্য করিত। তাহারা বলবান্ ও সুস্থ শরীর হইত, সুতরাং তাহাদের যে বৎস জন্মিত সে সকলেও বলবান ও সুস্থকায় হইত। কিন্তু সে ষাঁড় গুলি যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা বলা যায় না। সহরের মিউনিসিপালিটী তাহাদিগকে ধরিয়া কণ্ঠে রজ্জু দিয়া, লাঙ্গুল ছিঁড়িয়া, গাড়ি টানাইয়া বিবিধমতে ক্লেশ দিয়া অবশেষে তাহাদিগকে বোধ হয় হত্যাগারে পাঠাইলেন। তাহাদের পরিবর্ত্তে অশ্বের ব্যবস্থা হইল অথচ ষাঁড় গুলি নিধন প্রাপ্ত হইল।

তৃতীয়তঃ অধিকাংশ স্থলে আমাদের গো মেষ প্রভৃতির আহারের জন্য এক খড় ও খইল ভিন্ন পুষ্টিকর পদার্থ আর কিছুই দেওয়া হয় না। ইংলণ্ডে এমন কৃষক নাই যাহার ক্ষেত্রের অন্ততঃ কয়েক বিঘা ভূমি গো মেষ প্রভৃতির চারণের জন্য থাকে না, তদ্ভিন্ন তাহারা অপরাপর শস্যের সঙ্গে গো মেষের আহারোপযোগী নানাপ্রকার শস্য উৎপন্ন করে। আমাদের দেশে যদি ধান্য খড় না জন্মিত অথবা খড় যদি মনুষ্যের খাদ্য বস্তু হইত তাহা হইলে বোধ হয় গো মেষদিগকে বৃক্ষের পত্র ভরসা করিয়া থাকিতে হইত, মনুষ্যের প্রয়োজনীয় শস্য জাতের মধ্যে গোমেষাদির প্রয়োজনীয় শস্য বপন ও কর্ত্তন করা যে আবশ্যক কর্ত্তব্য সে জ্ঞান এখনও এদেশের লোকের জন্মে নাই।

এখন প্রশ্ন এই গো-কুলের এই দুর্গতি কিরূপে দূর করা যায়। ইহার তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম, এদেশীয় গোয়ালাদিগকে গো মেষাদির পালনের রীতি শিখাইতে হইবে। দ্বিতীয় গোমেষাদির চরিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তৃতীয় গো বংশ যাহাতে বড় এবং তাহার উৎকর্ষ সাধন হয়, সেই চেষ্টা পাইতে হইবে। চরিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় কি প্রকারে অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহা পরবারে প্রদর্শন করা যাইবে। আপাততঃ প্রথম উপায়টীর আলোচনা করা যাইতেছে। তাহার পক্ষে পশুশালার কর্ত্তৃপক্ষ যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। "মডেল ফারম" করা যেমন কৃষকদিগকে উৎকৃষ্ট কৃষি প্রণালী শিক্ষা দিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায়। "আদর্শ পশু পালন প্রণালী প্রদর্শন করাও গোয়ালাদিগকে শিক্ষা দিবার একটী

প্রধান উপায়। দেশ বিদেশ হইতে সমাগত ভদ্র অভদ্র, গৃহস্থ, কৃষক সকলে এই পশুশালাতে গিয়া দেখিবে যে যত্নের গুণে গোমেষাদি কেমন সুন্দর হইতে পারে। এখানে বিলাতী বলদ ও এদেশীয় ধেনুতে যে সকল বৎস হইবে তাহা লোকে স্বচক্ষে দেখিবে, সেই সকল বৎস সবল সুস্থ ও সুন্দর হইবে। লোকের ঐ প্রণালী অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে। আদর্শ ফার্ম হইতে কৃষকেরা যেমন বিলাতি লাঙ্গল, বীজ প্রভৃতি লইতেছে সেইরূপ লোকেও এই আদর্শ গোয়াল হইতে বলদ বৎস, গো প্রভৃতি ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে। এতদ্দ্বারা মহৎ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

কলিকাতার ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন।

মৃত ধনী জমিদারদিগের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র পৌত্রাদিকে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন রাখিয়া শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতার মাণিকতলাতে একটী বাড়ী আছে " তাহার নাম কলিকাতা ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন।" অপ্রাপ্তবয়স্ক ধনিসন্তানদিগের কতকগুলিকে এই বাড়ীতে রাখা হয়। ইহাদের তত্ত্বাবধারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত একজন অধ্যক্ষ থাকেন। বালকেরা এখানে থাকিয়া কলিকাতা হিন্দু স্কুলে পড়িয়া থাকে। ইহাদের স্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নতির জন্যও বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে যখন এই ইনষ্টিটিউশনটী খুলেন, তখন আশা করিয়াছিলেন যে ধনিসন্তানেরা সেখানে শিক্ষিত হইয়া সুশিক্ষিত, সুসভ্য ও কার্য্যকুশল হইয়া উঠিবে; তাহাদের ধর্ম্মনীতিরও উৎকর্ষ সাধিত হইবে, এবং তাহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা বিষয় রক্ষা ও দেশের কল্যাণ সাধনে অধিক সমর্থ হইবে। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে ইহার যে ফল দেখা গিয়াছে তাহাতে আশা করিবার অধিক কিছুই নাই। এই দীর্ঘকালের মধ্যে অনেকগুলি ধনিসন্তান এই স্থানে থাকিয়া শিক্ষিত হইয়াছে; তাহারা নিয়ম পূর্ব্বক দিন দিন স্কুলে গিয়াছে; ঘোড়া চড়িতে শিখিয়াছে, কুস্তি করিয়াছে, বন্দুক ছুড়িতে শিখিয়াছে, সুস্থ থাকিয়াছে; ইংরাজী বলিয়াছে, সভ্য হইয়াছে কিন্তু পরিণামে কি ফল দাঁড়াইয়াছে? তাহারা কি বাস্তবিক উত্তমরূপে নিজ বিষয় রক্ষা করিতে পারিয়াছে অথবা কোন প্রকারে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিয়াছে? অতি অল্প স্থলেই এরূপ ঘটিয়াছে; অধিকাংশ স্থলে বালকগুলি বিষম রোগ স্বরূপ পানাসক্তি লইয়া বাহির হইয়াছে, কেহ কেহ সেই জন্য অকালে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

এই ইনষ্টিটিউশনটী এই প্রকারে লোকের অপ্রিয় হওয়াতে কিছু দিন হইল গবর্ণমেণ্ট একটী কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন। কমিটী অনুসন্ধান ও চিন্তার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন।

প্রথম, এখন বালকেরা ২১ বৎসর অতিক্রম না করিলে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং বালকদিগকে ভর্ত্তি করিবার বয়স সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে নিয়ম ছিল তাহা পরিবর্ত্তিত করা উচিত। পূর্ব্বে ১৪ বৎসরের ন্যূনে বালকদিগকে লইবার নিয়ম ছিল না, এখন ১৪ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১৬ বৎসর করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল এই পদের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহার স্থানে অপেক্ষাকৃত ৪০০ টাকা বেতনে একজন এদেশীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা উচিত। তদ্ভিন্ন বালকদিগকে ইংরাজী বলিতে শিখাইবার জন্য ২০০ শত টাকা দিয়া একজন ইংরাজকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। তিনি দিনের মধ্যে দুই ঘণ্টা আসিয়া তাহাদিগকে ইংরাজী পড়াইয়া যাইবেন।

তৃতীয়, ওয়ার্ডের বালকেরা এখন কলিকাতা হিন্দুস্কুলে পড়িয়া থাকে। সেখানে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী। জমিদারের সন্তানদিগের সেরূপ শিক্ষাতে প্রয়োজন কি? তাহারা ত আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইতে যাইতেছে না। ইহার পরিবর্ত্তে তাহাদের কার্য্যে লাগে, এবং তাহাদিগকে বাস্তবিক মানুষের মত করিতে পারে এরূপ কোন শিক্ষা দিলে হয়। অতএব মাণিকতলার বাড়ীর মধ্যেই তাহাদের জন্য একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। সেখানে তাহাদের উপযোগী শিক্ষা দিতে হইবে

ইডেন সাহেব বলেন কলিকাতার ইনষ্টিটিউশনটী রাখিবার প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ সর্ব্বশুদ্ধ ১১২ টী ধনিসন্তানের ভার গবর্ণমেণ্টের হস্তে আছে, ইহার মধ্যে ১০।১২ টীর অধিক কলিকাতায় থাকে না। এই কয়টী বালকের জন্য এত ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ এখন মফস্বলের প্রায় সর্ব্বত্রেই উচ্চ শ্রেণীর উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইয়াছে; বালকগণ নিজ নিজ গৃহে নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের নিকটে থাকিয়াই ঐ সকল বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারে। যদি কাহারও বিদ্যা প্রবেশিকা পরীক্ষা অপেক্ষা অধিক হয় সে মফস্বলের কোন না কোন কলেজে গিয়া পাঠ করিতে পারে। এরূপ করিলে তাহাদের আত্মীয় স্বজনেরও অধিক মনস্তুষ্টি হয়।

এ প্রশ্নটী একটু চিন্তার বিষয়। কলিকাতার ইনষ্টিটিউশনটী তুলিয়া দিবার পক্ষে যুক্তি আছে; কিন্তু বালকদিগের শিক্ষার কোন বিশেষ উপায় না করিয়া যদি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের হস্তে রাখা হয় তাহা হইলে যে তদ্বারা তাহাদের কোন প্রকার উন্নতি হইবে তাহার আশা দেখা যায় না। কলিকাতার ইনষ্টিটিউশনটী তুলিয়া না দিবার যদি অন্য কোন যুক্তি না থাকে, একটী প্রধান যুক্তি এই, যে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পদ ত্যাগ করিলে আমরা অধ্যক্ষতাকার্য্যের উপযুক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাই না। একজন ইংরাজকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তাহা এদেশীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের মনোমত হইবে না; এবং এতগুলি দেশীয় যুবকের ভাব গতি বুঝিয়া রক্ষা করা বিদেশীয়ের পক্ষে সহজ হইবে না। এত কাল ধরিয়া রাজেন্দ্র বাবুর ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার রাখিয়া তাহার ফল যখন এই ফলিয়াছে, তখন অন্য কাহারও হস্তে দিলে যে উৎকৃষ্টতর ফললাভ করা যাইবে তাহার আশা নাই। কিন্তু বালকদিগকে নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের নিকটে রাখিলে একপ্রকার অনিষ্ট ঘটিবে তাহা নিবারণের উপায় কি? জমিদারের সন্তানেরা অসৎ হয় কেন? বাল্যাবধি বিকৃত সংসর্গই তাহার প্রধান কারণ। শৈশব হইতেই দাস দাসী, পরিজন পরিচারক সকলেই তোষামোদ উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের ধনগর্ব্ব ও ইন্দ্রিয় সুখাসক্তিকে প্রবল করিতে থাকে। অনেকে কুপরামর্শ দাতা হইয়া তাহাদিগকে পাপের পথে প্রবৃত্ত করে, অনেক নীচাশয় লোক ধনলোভে তাহাদের দুষ্ক্রিয়ার সহায় হইয়া তাহাদিকে উৎসাহিত করিয়া থাকে। কি অন্তঃপুরে কি লোকালয়ে তাহারা যেখানে থাকে দৈহিক বা মানসিক শ্রমকে এমন কি নিজ বিষয় দেখাকেও ঘৃণিত এবং আলস্য ও ইন্দ্রিয়সেবাকেই "বাবুর উপযুক্ত কার্য্য" বলিয়া জ্ঞান করিতে শিক্ষা করে। এই সকল কারণে তাহাদের যতই বয়োবৃদ্ধি হয় ঔদ্ধত্য ও দুশ্চরিত্রতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। অর্থের সচ্ছল থাকাতে অন্নের চিন্তা থাকে না, এদিকে শিক্ষা ও পরিষ্কৃত রুচির অভাবে কাল কর্ত্তনের কোন প্রকার উৎকৃষ্ট উপায় থাকে না, সুতরাং সুরাপান করিয়া, যাত্রার দল বাঁধিয়া থিয়েটার করিয়া বা অন্য কোন প্রকার আমোদে রত হইয়া দিন কাটাইতে হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি ইহাদের শিক্ষার কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন না করিয়া সে ভার নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের হস্তেই রাখেন তাহা হইলে এই অনিষ্টটী যেমন চিরকাল চলিয়া আসিতেছিল তেমনি চলিয়া আসিবে।

কলিকাতার ইনষ্টিটিউশনটী যখন প্রথম স্থাপিত হয় তখন ইহার স্থাপনকর্ত্তারা বোধ হয় অপ্র

করিয়াছিলেন যে বালকদিগকে যৌবনের প্রারম্ভ অবধি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ পর্য্যন্ত কয়েক বৎসর যদি তাহাদিগকে কুসংসর্গ হইতে দূরে রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্বোক্ত অনিষ্ট হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইবে। এ আশা যে নিতান্ত অযৌক্তিক তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা ইডেন সাহেবকে এই অনিষ্টটীর বিষয় চিন্তা করিবার অনুরোধ করি। কলিকাতাতে ১২ টী বালকের জন্য একটী বাড়ী না রাখা হয়, না হউক, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অনিষ্টটী নিবারণের কোন উপায় হয় কি কি না, ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ধনিসন্তানদিগকে সকল শিক্ষার অগ্রে একটী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহারা যেন জানে যে ক্রমে এমন দিন আসিতেছে যখন বিদ্যা বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতা ব্যতীত লোক সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হওয়া যাইবে না। যদি তাহারা বাস্তবিক লোক সমাজে গণ্য হইতে চায় তাহাদিগকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগের পার্শ্বস্থ হইয়া তাহাদের ন্যায় পরিশ্রম পূর্ব্বক শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। প্রকৃত কার্য্যদক্ষতা লাভ করিতে হইবে। আর যদি সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি না থাকে, যদি শিক্ষিত সমাজের ঘৃণিত জীবের ন্যায় হইয়া বাস করা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাহারা আলস্য ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ভোগ বিলাস লইয়া বাস করুক।

লর্ড রিপনের শিক্ষাসম্বন্ধীয় মত।

লর্ড রিপন পঞ্জাবদেশে গমন করাতে অনেকগুলি অভিনন্দনপত্র তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছে। তিনিও প্রথানুসারে প্রত্যেকের সদুত্তর দিয়া সকলকে বাধিত এবং আপ্যায়িত করিয়াছেন। পঞ্জাব ইউনিভারসিটী কলেজের সেনেট সভার অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে তিনি একটি কথা বলিয়াছেন, তৎপ্রসঙ্গে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

লর্ড রিপন বলিয়াছেন যে শিক্ষা বিষয়ে বল প্রকাশ কোন প্রকারেই উচিত নহে। একটী ভাষা বা একটী শিক্ষাপ্রণালী স্থির করিয়া ভারতবর্ষের ন্যায় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশের লোককে তদধীন করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন সমাজের প্রকৃতি চিন্তা ও ভাষাদি বিচার করিয়া তদনুসারে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। পাঠকগণের বোধার্থ গবর্ণর জেনেরলের মনোগত ভাব আরও কিছু ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক হইতেছে। মনে কর গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিলেন যে বাঙ্গালা ভাষা না শিখিলে, এবং কাশীদাসের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ না করিলে কেহ উচ্চ উপাধি বা উচ্চ পদ লাভ করিতে পারিবেন না। এইরূপ বল প্রকাশের দোষ এই হইল, যে উত্তর পশ্চিমবাসি, পঞ্জাবি, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি দিগকে নিজ ভাষার অনাদর করিয়া বঙ্গভাষা শিক্ষাতে নিযুক্ত হইতে হইল। মুসলমান বালকদিগকে তাহাদের চির দিনের শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া যুধিষ্ঠির, দ্রোণ, ভীষ্ম রাম রাবণ প্রভৃতির ইতিবৃত্তের ভাবনায় ব্যস্ত হইতে হইল। তাহা না করিয়া যদি প্রত্যেক জাতিকে তাহার নিজের ভাষায়, নিজের প্রথাগত সংস্কারাদির অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার শিক্ষার সুবিধা হয়, ইংরাজী শিক্ষার প্রতিও এই যুক্তির প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আমরা গতবারে পঞ্জাবে সকল পরিমাণে ইংরাজী শিক্ষা দিবার পরামর্শ দিয়াছি, তাহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, বলপূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় সমুদায় জাতিকে ইংরাজী শিখিতে বাধ্য করাও যুক্তি বিগর্হিত কার্য্য। ইংরাজী গ্রন্থে যে সকল আচার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তাহা এদেশীয়েরা সহজে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। সে গুলি গ্রহণ করিতে না পারিলেও সে সকল গ্রন্থের মর্ম্ম উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কেন এদেশীয় বালকদিগকে বলপূর্ব্বক বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে এবং সেই সকল বিদেশীয় প্রথাদির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য কর? যদি বল ইংরাজীতে বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট আছে, সে গুলি এদেশীয় ভাষাতে বালকদিগকে শিখাইবার চেষ্টা কর। লাইটনার সাহেব ত তাহাই বলিতেছেন, তবে তাঁহার মতের প্রতি এত আপত্তি কেন?

আমরা যে কারণে ইংরাজী শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী তাহা ভাঙ্গিয়া বলিতেছি। যেন মনে করিলাম। ইংরাজী না জানিলেও রাজকার্য্য চলিবার কোন ব্যাঘাত হইবে না কিন্তু তদ্ভিন্ন একটী প্রধান যুক্তি আছে। বর্ত্তমান সভ্যতার সময়ে ইংরাজী না জানা আর কোন দেশের ভাষা না জানিয়া সে দেশে বেড়াইতে যাওয়া উভয় সমান। এরূপে বেড়াইতে গিয়া যেমন চক্ষু থাকিতে অন্ধের ন্যায় থাকিতে হয়, দেখিতেছি শুনিতেছি, অথচ সে জাতির মনের ভাব ও রীতি নীতি বুঝিবার উপায় নাই, যদি কেহ বন্ধু হইয়া দুই চারিটী কথার অর্থ করিয়া দিলেন দুই একটী নূতন বিষয় শিখিলাম নতুবা শিখিতে পারিলাম না সেইরূপ ইংরাজী ভাষা যে ব্যক্তি না জানে তাহার পক্ষে বর্ত্তমান সময়ের কত জানিবার বিষয় অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতিরা কিরূপে আপনা শাসন করিতেছেন, কোন্ পক্ষে মীমাংসার জন্য আন্দোলন চলিতেছে, কোন্ প্রকার শাসন প্রণালীর কি প্রকার ফল দর্শিতেছে, এ সকল তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন না ঐ সকল জাতির অতীত ইতিবৃত্তও পাঠ করিতে পারেন না। দেশীয় সংবাদ পত্র সকল বন্ধুস্বরূপ হইয়া যে কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইয়া দেন সেইগুলি মাত্র জানিতে পারেন।

সামাজিক ও মানসিক উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিলেও এদেশীয়দিগের আত্মশাসন শক্তি জন্মিবার পক্ষে ইংরাজী শিক্ষাকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হয়। কারণ কোন দেশ কি প্রকারে আপনাকে শাসন করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিতেছে তাহা না জানিলে কিরূপে আত্মশাসনের বুদ্ধি ও শক্তি জন্মিবে? ইংরাজী ভাষার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে স্বাধীনতা ও পৌরুষের ভাব মুদ্রিত দেখা যায়। এই ভাব অন্তরে প্রাপ্ত হওয়াও এদেশীয় যুবকদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রার্থনীয়। পরকীয় ভাষা শিক্ষা করা ও পরকীয় রীতি নীতির মর্ম্ম গ্রহণ এদেশীয় শিক্ষার্থিদিগের পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশকর হইলেও ইংরাজীর স্থলে সে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। বিশেষ ভারতবর্ষীয় সকল জাতি যখন এক রাজারই অধীনে বাস করিতেছে তখন তাহারা যাহাতে পরস্পরের ভাবগতি অধিক পরিমাণে জানিতে পারে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। ইংরাজী এক্ষণে ভারতবর্ষের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সাধারণ ভাষা হইয়াছে। ইহার চর্চ্চা বন্ধ করিলে ভারতবর্ষের জাতি সকলের প্রকৃত উন্নতির পথে সুমহৎ প্রতিবন্ধক উপস্থিত করা হইবে।

আমাদের আশঙ্কা হইতেছে লর্ড রিপন উল্লিখিত মতের দ্বারা চালিত হইয়া পাছে পঞ্জাব ভারতসভার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। তাহা হইলে পঞ্জাবিদিগকে বর্ত্তমান সময়ের উন্নতি হইতে বঞ্চিত করিয়া অনেক বৎসর পশ্চাতে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। ভারতবর্ষের ও উন্নতির পথে বাধা পড়িবে। লার্ড রিপনের প্রতি আমাদের ভক্তি জন্মিয়াছে তাঁহার ন্যায় উদার ব্যক্তির দ্বারা এরূপ কার্য্য হওয়া উচিত নয়। ভারতবর্ষীয়দিগের আত্মশাসন শক্তি বিকাশের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয় এ কথাটী যেন তিনি বিস্মৃত না হন।

বঙ্গদেশীয় জমিদারগণ গবর্ণমেণ্টের আশা পূর্ণ করিয়াছেন কি না?

বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের জয় পতাকা উড্ডীন হওয়া অবধি অদ্য পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় লোকদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার ইতিবৃত্ত যদি পাঠ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে গবর্ণমেণ্ট বরাবর জমিদারদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন।

আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কএকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট কি সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন? যে সময়ে এই বন্দোবস্ত হয় সে সময়ে যে ভূমির কর যে পরিমাণ ছিল এখন তাহার চতুর্গুণ, ষড়্গুণ কোন কোন স্থানে বা দশগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট নিজের হস্তপদ বদ্ধ করিয়া বসিয়া আছেন, এ লাভের অংশী হইতে পারিতেছেন না। আপনাদের হস্ত পদ বদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু জমিদারদিগের হস্ত পদ খুলিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় স্বীয় ভূমির করের হার বর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং অধিক লাভ যাহা হইতেছে তাহা তাঁহারা ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট মৃত জমিদারদিগের বিষয় রক্ষা ও তাঁহাদিগের অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র পৌত্রাদির রক্ষা ও শিক্ষার জন্য একটী নূতন কার্য্য বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক একজন জমিদার ঋণ জালে জড়িত হইয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার বিষয়ের উদ্ধার ও সুব্যবস্থা করা বড় সহজ কথা নয়। এ পরিশ্রম ও চিন্তার ভারও গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা কম অনুগ্রহের কথা নয়।

তৃতীয়তঃ অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ জমিদারগণ যখন ঋণ জালে নিতান্ত জড়িত হইয়া উৎসন্ন যাইতে বসেন, তখন মধ্যে মধ্যে গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগের বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া ঋণমুক্ত করিবার ভার গ্রহণ করেন।

এতদ্ভিন্ন দরবার স্থলে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপাধি প্রভৃতি প্রদান করিয়া মিউনিসিপাল রোডসেস প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাদিগকে অগ্রণী করিয়া বিবিধমতে তাঁহাদিগের আদর ও সম্ভ্রম বর্দ্ধন করিতে ত্রুটী করেন না।

এখন প্রশ্ন এই জমিদারদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের এত অনুগ্রহ কেন। গবর্ণমেণ্ট কি আশায় তাঁহাদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন? তাঁহাদিগের প্রতি যে গবর্ণমেণ্টের এত অনুগ্রহ, তাহার নিগূঢ় কারণ আছে। গবর্ণমেণ্ট ভাবিয়াছিলেন দেশ মধ্যে এক শ্রেণী ধনী লোক থাকা দেশের শান্তি রক্ষার পক্ষে আবশ্যক। দেশ মধ্যে রাষ্ট্র বিপ্লব বা বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ধনী ও ভূস্বামিদিগেরই অধিক ক্ষতির সম্ভাবনা, সুতরাং তাঁহারা সচরাচর দেশের শান্তি রক্ষার জন্য অধিক ইচ্ছুক হইয়া থাকেন। অতএব এরূপ এক শ্রেণীর লোক দেশ মধ্যে থাকা প্রার্থনীয় বিশেষ ইহাঁদিগকে যদি নানা প্রকারে অনুগৃহীত করিয়া নিজ হস্তে রাখা যায় তাহা হইলে ইহাঁরা ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের হিতৈষী হইয়া থাকিবেন। স্বীয় স্বীয় গ্রাম ও প্রদেশ মধ্যে ইহাদের সম্ভ্রম আছে অনেক লোক ইহাদের অনুগত। ইহাঁরা দেশের লোকের মস্তক স্বরূপ, ইহাদিগকে হস্তে রাখিলে দেশশুদ্ধ লোককে বাধ্য রাখা হইবে। ইহাঁদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যখন করা হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন যে ইহাদের অবস্থার উন্নতি হইলে ইহাঁরা দেশের উন্নতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য করিবেন। ভূমির উপর স্থায়ি স্বত্ব জন্মিলে তাহার উন্নতি ও প্রজাদিগের রক্ষা বিষয়ে অধিক মনোযোগী হইবেন। অর্থের সচ্ছল হইলে নানা প্রকার দেশ হিতকর কার্য্যে সেই অর্থ দিয়া সাহায্য করিবেন।

আমরা প্রশ্ন করি, জমিদারগণ কি এই সকল আশা পূর্ণ করিয়াছেন? তাঁহাদের মধ্যে কয়জন বাস্তবিক নিজ ভূমির উন্নতি সাধন করিয়াছেন? কয়জন দেশের উন্নতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত সহায় হইয়াছেন? কয়জন দেশহিতকর কার্য্যের জন্য ইচ্ছা বা উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন? তাঁহারা কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের আশানুরূপ কার্য্য করিয়াছেন? জমিদারদিগের জানা উচিত, যে তাঁহারা এই সকল বিষয়ে অমনোযোগী হওয়াতেই অনেক ভদ্র ও চিন্তাশীল ইংরাজকর্ম্মচারির অপ্রিয় হইয়াছেন। আমরা অনেকবার অনেক জমিদারকে দুঃখ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি, "অমুক মুন্সেফ বা অমুক জজ, জমিদারদিগের বড় শত্রু। জমিদার ও প্রজার মকদ্দমা উপস্থিত হইবামাত্রই তাঁহারা প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। জমিদারদিগকে অপদস্থ ও পরাভূত করিতে পারিলে যেন তাঁহারা কিঞ্চিৎ আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা ভিন্ন ইহার অন্য কারণ নাই সামান্য বিচারপতি কেন, অনেক পদস্থ রাজপুরুষও তাঁহাদের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন।

জমিদারগণ নিজ কর্ত্তব্য পালনে একটু মনোযোগী হইলেই এই অপ্রসন্নতা দূর করিতে পারেন। তাঁহাদিগের নিকট দেশের লোকে এবং গবর্ণমেণ্ট এই সকল আশা করিয়া থাকেন তাঁহারা তাহা পূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর হউন দেখিবেন অচিরকাল মধ্যে আবার তাঁহারা সাধারণের শ্রদ্ধা ভাজন হইতে পারিবেন।

ভ্রমণকারীর পত্র।

পাটনা অতি প্রাচীন সহর। এক কালে উহা মগধ দেশের প্রধান রাজধানী ছিল। এখানে অনেক বীর ও বিদ্বান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এইরূপ, এই স্থানেই মধ্যম পাণ্ডব ভীম বাসুদেব কৌশলে মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। এই স্থানেই মহামহোপাধ্যায় আর্য্য চাণক্যের বিদ্যা বুদ্ধির অভিনয় হয়। তিনি যে কেমন নীতিজ্ঞ ছিলেন; তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ তাহার পরিচয় দিয়া দিতেছে। তিনি যে কেমন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, মুদ্রারাক্ষস নাটক পাঠ করিলে তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। তিনি যে কেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়শালী ছিলেন, নন্দ বংশের উন্মূলন ও তদীয় সিংহাসনে মৌর্য্য বংশের অধিরোহণ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। তাঁহার বুদ্ধি যে কেমন কূট ও তীক্ষ্ণ ছিল, মুদ্রারাক্ষস পাঠে তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। নন্দ বংশের অনুরক্ত মন্ত্রী মহাপ্রাজ্ঞ রাক্ষসও তাঁহার বুদ্ধির নিকটে পরাভব মানিয়াছিলেন।

অনেকে অনুমান করেন, এই পাটনাক্ষেত্রেই বৌদ্ধধর্ম্ম অঙ্কুরিত বর্দ্ধিত ও ফল পুষ্প দ্বারা উপশোভিত হইয়াছিল। যে পাটনা এমন স্থান, সেখানে গেলে আমি আর্য্যজাতির ও বৌদ্ধদিগের অনেক কৃতি ও কীর্ত্তি দেখিতে পাইব, এই ভাবিয়া মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া বাঁকিপুরে আসিয়া উপস্থিত হই। কিন্তু দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই, আমি এখানে কি আর্য্য কি বৌদ্ধ কাহারই কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। সর্ব্বগ্রাসী কাল সকলই কুক্ষিগত করিয়াছেন। যে সকল কীর্ত্তি-চিহ্ন ছিল, বোধ হয়, তাহার কতক গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়াছে, আর কতক ভূমিমধ্যগত হইয়াছে। আমার এ অনুমান হেত্বাভাস দোষ দূষিত নয়। আমি শুনিলাম, গবর্ণমেণ্ট নিযোজিত ইঞ্জিনিয়রেরা বুদ্ধ গয়ায় পৃথিবী গর্ভ খনন করিয়া অবিদিতপূর্ব্ব বৌদ্ধমন্দিরের আবিষ্ক্রিয়া করিতেছেন। গয়াতে যদি ভূমির মধ্যে মন্দির সদ্ভাব সম্ভাবিত হইল, পাটনাতে যে তাহার অসম্ভাবনা হইবে, তাহা বোধ হইতেছে না। পৃথিবী যে পূর্ব্বে কিরূপ নিম্ন ছিল, এখন যে কিরূপ উচ্চ হইয়াছে, বুদ্ধ গয়ার উল্লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

বাঁকিপুর ও দানাপুরও পাটনা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বাঁকিপুর মধ্যস্থলে, দানাপুর পশ্চিমে এবং যে স্থানটী পাটনা সহর বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়, তাহা পূর্ব্ব অংশে। এই এক পাটনায় তিনটী রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়াছে। মধ্যস্থলে পূর্ব্ব

পশ্চিম দার্ঘে যে একটি রাস্তা আছে, তাহা বাঁকিপুর ভেদ করিয়া পশ্চিমে দানাপুর ও পূর্ব্বে সহর পাটনায় গিয়াছে। ঐ রাস্তার দুই ধারেই বসতি। বাসগৃহগুলি পরস্পর সংলগ্ন, কিন্তু গৃহগুলি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন ও দেখিতে সুন্দর নয়। বেহারিদিগের অন্য অন্য বিষয়ের ন্যায় বাসগৃহ সম্বন্ধেও কোন প্রকার উন্নতি নয়নগোচর হইল না। বাসগৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে সেই মান্ধাতার সময়ের প্রণালী এখনও প্রবর্ত্তিত দৃষ্ট হইতেছে। গৃহগুলির পোতা উঠানের সঙ্গে প্রায় সমান, সুতরাং আর্দ্র, গৃহের প্রায় জানলা নাই, দ্বার অতি সঙ্কীর্ণ, গৃহ প্রবেশ কালে একটু অনামনস্ক হইলে মস্তক প্রায় অক্ষত ও অভগ্ন থাকে না। বোধ হয়, এখানকার লোকে পবনদেবকে বড় ভয় করে, পাছে তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন, এই শঙ্কায় গৃহের চতুর্দ্দিক প্রায় বন্ধ করিয়া রাখে।

আমি উপরেই কহিয়াছি, বাঁকিপুর মধ্যস্থল; এইখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত। দুইজন জজ, সবজজ ও তিনজন মুন্সেফ আছেন। দেওয়ানী আদালত-গৃহ গুলিতেও বাঁকিপুরবাসিদিগের বাতাস লাগিয়াছে। এ গৃহ গুলি দেখিলে ধর্ম্মাধিকরণ বলিয়া যেরূপ ভয় ও ভক্তির উদয় হওয়া আবশ্যক, তাহা হয় না। ফলতঃ এ গৃহ গুলির এরূপ অবস্থা থাকা উচিত নয়। পাটনা বেহার প্রদেশের অন্তর্গত, বেহার প্রদেশ বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধিকার ভুক্ত। শুনিতে পাই, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব মধ্যে মধ্যে এখানে আগমন করেন। সেই সময়ে কি আদালতগুলি আত্মগোপন করে? তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইলে এ গৃহগুলির কখন এ প্রকার দুর্দ্দশা থাকিত না।

পাটনা কালেজ বলিয়া যে কালেজটী প্রসিদ্ধ সেই বাঁকিপুরেই সে কালেজটী আছে। এই কালেজ বাটীটী বাঁকিপুরের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। ইহার অঙ্গন মধ্যে আর একটী বাটী নূতন নির্ম্মিত হইতেছে। তাহার আবস্থ ও ধরণ দেখিয়া বোধ হইল, এটী সম্পন্ন হইলে এটীও একটী উৎকৃষ্ট বাটী বলিয়া পরিগণিত হইবে। কালেজের অন্তর্গত একটী স্কুল, তদ্ভিন্ন একটী মেডিকাল স্কুল ও একটী নর্ম্মাল স্কুল আছে। শুনিলাম কালেজের অন্তর্গত স্কুলডিপার্টমেণ্টে অধিক সংখ্য বেহারী শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। যে কোন উপায়ে হউক, বেহারিদিগকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে, অধিকাংশ বেহারী শিক্ষক নিয়োগ বোধ হয় সেই অত্যুৎকট দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার ফল। কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি এ ব্যবস্থায় বেহারিদিগের উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। "দিন নকলে আসল যায়" এই যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, উপস্থিত স্থলে তাহা সম্পূর্ণ খাটিতেছে। বেহারিদিগের উচ্চারণশুদ্ধি নাই। যাহারা ভাল লোকের কাছে অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহারাও ভাল উচ্চারণ করিতে পারে না। তাহারা আবার যাহাদিগকে শিক্ষা দিবে, তাহাদের উচ্চারণ যে কিম্ভূত কিমাকার হইবে তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে। হয় ত এরূপ ঘটিয়া উঠিবে, যখন কোন ইংরাজ বেহারি শিক্ষকের নিকটে শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিবেন তখন তাহারা যে কি বলিবে, সাহেব তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিবেন এবং তাহাকে একটী নূতন জানোয়ার মনে করিবেন। অতএব আমার বিবেচনায় বেহারিদিগকে কর্ম্ম দিবার প্রতিজ্ঞারূঢ় রাজপুরুষেরা যদি অন্য বিভাগে সফল করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে ভাল হয়।

বাঁকিপুরের আদ্যোপান্ত দর্শন করিলে ইহাকে একটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থান বলিয়া বোধ হয় না। ইহার গৃহশ্রেণীর পারিপাট্য নাই, রাস্তা ঘাটেরও উৎকর্ষ নাই রাস্তাগুলি অতিশয় দুর্গন্ধময়। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে, বোধ হয় কমিশনরদিগের নাসিকা নাই, তাহা থাকিলে তাঁহারা অবশ্যই ঐ দুর্গন্ধের নিবারণ করিতেন।

দানাপুরের যেখানে সেনানিবেশ, সে স্থানটী অতি রমণীয়। সে স্থানটী যেমন পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন, গৃহগুলিও তেমনি বিরল-সন্নিবেশিত। সেখানকার বায়ু যে বিশুদ্ধ, তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে। সেখানকার রাস্তাগুলিও প্রশস্ত ও উত্তমরূপে নির্ম্মিত। সেখানে এখন অধিক সৈন্য দেখিলাম না। বোধ হয়, কাবুল ও সীমাপ্রদেশ সেনাগণকে আকর্ষণ করিয়াছে।

এখানকার মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত অতি জঘন্য। স্বাস্থ্যের প্রধান সাধন যে পয়ঃপ্রণালী পরিশুদ্ধি তাহা এখানে নাই। ড্রেন না থাকাতে সহরের জল নিঃশেষিত রূপে নির্গত হয় না। আর একটী মহৎ দোষ ও অনিষ্টের কারণ এই, যে অসঙ্কীর্ণ সামান্য মাত্র নর্দ্দমা আছে, তাহাতে কোন গৃহস্থ নিজ বাটীর জল নিষ্কাশিত করিতে পারেন না। আমি মুঙ্গেরেও এই দোষ দেখিয়াছি। এটী যে স্বাস্থ্যের প্রধান হানিকারক, মিউনিসিপালিটী ইহা বুঝেন না, অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। গৃহস্থ যে বাটীর সমল-জল লোক দ্বারা দূরবর্ত্তী ময়দানে নিক্ষেপ করিবে, ইহা কি সম্ভাবিত হয়? গৃহস্থেরা তাহা করিতে পারে না, যেখানের জল সেইখানে বসে সুতরাং জলাসন জলের (নগরের) আসন না হইয়া অভক্রের আসন হইয়া উঠিয়াছে। পীড়া প্রায় এস্থানের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে না। এইনিমিত্ত পাটনা এ অঞ্চলে অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই কারণেই বোধ হয়, দুর্গন্ধ মূর্ত্তিমান হইয়া যেন চিরবিরাজ করিতেছে। নাসিকা অনাবৃত করিয়া রাস্তায় বহির্গত হইবার যো নাই। আমার স্মরণ হইতেছে, ১০। ১২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যখন আমি প্রথম কলিকাতায় আগমন করি, সেই সময়ে কলিকাতার এই প্রকার দুরবস্থা ছিল। গন্ধে গন্ধে এমনি উদ্বেজিত হইয়াছিলাম যে আহারে অরুচি জন্মিয়াছিল। সেই নরকতুল্য কলিকাতা মিউনিসিপাল বন্দোবস্তের গুণে এখন স্বর্গ সদৃশ হইয়াছে। বেহারের প্রাচীনতম রাজধানী পাটলিপুত্রের (পাটনার) এ প্রকার শোচনীয় দুর্দ্দশা থাকা কোন ক্রমেই উচিত হয় না। বিশেষতঃ এখন বেহার বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের অধীনস্থ হইয়াছে। ইডেন সাহেব এদেশীয়দিগের স্বভাব সুন্দররূপ অবগত আছেন। পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কৃত অবস্থায় থাকিলে যে কি মহোপকার লাভ হয়, এদেশীয়দিগের সে বোধ নাই। ইহারা শৈশব অবধি যে বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়াছে সেই বিষয়টীকেই স্বাভাবিক বোধ করে। অতএব ইহাদিগের স্বইচ্ছায় যে তদ্বিষয়ে পরিহার চেষ্টা জন্মিবে, তাহা সম্ভাবিত নহে। এই কারণে এদেশীয়েরা সহরের উল্লিখিত দুরবস্থার বিষয় মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের গোচর করিয়া তাহার প্রতীকারে যত্নবান হয়না। মিউনিসিপাল কমিশনরেরাও যত্ন করেন না। এরূপ অবস্থায় ইডেন সাহেবের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে কি পাটনাবাসিদিগের প্রত্যক্ষ ঐহিক নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা আছে?

বাঁকিপুরে আমি একটী গোল ঘর দেখিলাম দুর্ভিক্ষ কালে শস্য সঞ্চিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত এটী নির্ম্মিত হয়। এখানকার লোকে ইহাকে গোলা ঘর বলে, বাস্তবিক এটী গোলঘর। ইহা প্রায় ১১০ ফুট উচ্চ। ইহার উপরে উঠিবার ১৪০ টী সিঁড়ি আছে। এই সোপান পরম্পরা থাকাতে সচরাচর সকল লোকেই ইহার উপরে উঠিয়া নগরের সৌন্দর্য্য দর্শন করে। ইহার উপরে উঠিলে নগরের গঙ্গার ও ক্ষেত্রাদির পরম রমণীয় শোভা নয়নগোচর হয়। এই ঘরটী যেমন উচ্চ, তেমনি প্রশস্ত। ইহার মধ্যস্থলে যথেষ্ট স্থান আছে। ইহার মধ্যে যে কত লক্ষ মণ শস্য রাখা যায়, তাহা আমি অনুমান করিতে পারিলাম না। গৃহটী যুগ

যুগান্তর স্থায়ী করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার ভিত্তি ১৭ ফুট প্রশস্ত। কাপ্তেন গারষ্টীন ১৭৮৬ খ্রীঃঅব্দে গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে ইহার নির্ম্মাণক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ইহার গাত্রে এই বৃত্তান্ত ক্ষোদিত আছে। বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া গৃহটী নির্ম্মিত হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে ইহা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আর শস্য রাখা হয় না। ইহা এখন এক প্রকার তামাসা দেখিবার স্থান হইয়াছে। ইহার ভিতরে গিয়া শব্দ করিলে চমৎকার প্রতিধ্বনি হয়। প্রতিধ্বনি হইবার কারণ এই ইহার প্রশস্ত দ্বার বা জানলা নাই। বায়ু রীতিমত গমনাগমন করিতে পারে না। সুতরাং শব্দ করিলে তাহার চমৎকৃত প্রতিধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। আমরা ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় এক কোয়ার্টার কাল এই আমোদেই অতিবাহিত করিলাম। দুঃখের বিষয় এই গৃহটী এখন উপেক্ষিত হইয়া বিনাশমুখে পতিত হইতে উদ্যত হইয়াছে। ইহার আর সংস্কার হয় না। যে ইষ্টকালয় অসংস্কৃত অবস্থায় থাকে, সেই খানেই বট ও অশ্বত্থের আধিপত্য হয়। উক্ত গোলঘরে এই নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই। আমি দেখিলাম, চতুর্দ্দিকে বিস্তর বট ও অশ্বত্থ জন্ম গ্রহণ করিয়া মূল বিস্তার করিতেছে। যে গৃহ বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা এইরূপে উপেক্ষিত হইয়া বিনষ্ট হয়, সেটি উচিত হয় না। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা একান্ত কর্ত্তব্য, "রাখে রাখ সেই রাখে" এদেশে এই একটী প্রবাদ বাক্য আছে। গোলঘরটীকে রক্ষা করিলে ইহার দ্বারা যে কখন না কখন উপকার লাভ হইবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। যদি বা উপকার লাভ না হয়, অন্ততঃ উহা একটী কীর্ত্তি বলিয়া উহার রক্ষা করা বিধেয়।

আমি যেদিন দানাপুরে যাই, সেই দিন শোন কানাল নামক খালটী দেখিলাম। উহার এক দিকের মুখ গঙ্গার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। আমরা যখন ঐ মুখটী দেখিতে যাই, তখন উহার একটী কপাট খোলা ছিল। খালের জল অতি বেগে মধুর শব্দে গঙ্গায় গিয়া পড়িতেছিল। উহার অদূরে দক্ষিণ দিকে একটী সেতু আছে। আমরা সেই সেতুর উপরে গিয়া বড় চমৎকার শোভা দেখিলাম। খালটী বরাবর সোজা চলিয়া গিয়াছে। যত দূর আমাদের দৃষ্টি চলিল তাহার কোন স্থানে বক্রভাব দৃষ্ট হইল না। খালের ধারের বৃক্ষ শ্রেণীর যে কি অদ্ভুত শোভা দেখিলাম, তাহার বর্ণন করিতে পারি না। খালটী হওয়াতে এপ্রদেশের উপকার বা অপকার হইতেছে, তাহার পরীক্ষা করিবার অবসর পাইলাম না। এ বিষয় সময়ান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

নূতন পুস্তক।

নীতিকবিতাবলী। এখানি নানা বিষয়িণী নীতিপূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে যে কয়েকটী নীতিগর্ভ উপদেশ আছে, ঐ গুলি সুকুমারমতি বালকবালিকা দিগের শিক্ষার বিলক্ষণ উপযোগী। ইহার পদাগুলি সরল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইহাতে কবির নাম নির্দ্দেশ না থাকিলেও আমরা অপ্রচিত গ্রন্থপাঠে তদীয় সুকবিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। পাঠক গণের গোচরার্থ কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই গ্রন্থ ভবানীপুর সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য।০ আনা

"বারেক আবারে ফিরে সুখের কাল,
যখন জানি নি কিছু জটিল জঞ্জাল।
সুখ দুঃখ ভাল মন্দ সংসারের স্বাদ,
স্বপনেও গণি নাই কোন পরমাদ।
মধুর শৈশব কাল কোথা গেলি হায়!
জর জর হৈল তনু সংসারের দায়।
সর্ব্ব দুঃখ পাশরিতে পুনঃ চাই তোরে,
ঘুম পাড়াও জননি গো, ঘুম পাড়াও মোরে।
মাগো, তুমি শৈশবের অমোঘ আশ্রয়,
সবার প্রধান তুমি তুমি বিশ্বময়।
তব জানু মর্ত্ত্য ভূমি স্বর্গ তব মুখ,
সকল দেবতা তুমি দেও সবসুখ।
কি আশ্চর্য্য একা তুমি সর্ব্ব গুণাধার,
হায় রে কোথায় গেলি সে কাল আমার।
এস মাতঃ কালস্রোত ঠেলিয়া সজোরে,
ঘুম পাড়াও জননী গো, ঘুম পাড়াও মোরে।"

নীতিসুধা। এখানিও বালকবালিকাদিগের নীতিশিক্ষার উপযোগী। পদাগুলি মন্দ হয় নাই। ইহা বাণযন্ত্রে শ্রীবিপিনবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য /০ আনা।

সাধারণ আইনাবলী। ইহাতে সংক্ষিপ্ত হিন্দু ব্যবহারতত্ত্ব সহ হিন্দু বিধবা ও ব্রাহ্ম বিবাহের ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন এবং ১৮৭২ সালের ৩ আইন সংগৃহীত হইয়াছে। ঢাকা নূতন যন্ত্রে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ৷৷০ আনা।

তাপসমালা, সতীর দুর্গতি, দেওয়ানী পেয়াদার কাহানিবি, বালবোধ, মদনমঞ্জরী কাব্য এই পাঁচ খানি গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সময়াভাবে সমালোচনে বিরত হইলাম। আগামী বারে সমালোচন করা যাইবে।

বিবিধ সংবাদ।

সম্প্রতি আমেরিকায় ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া একটী অদ্ভুত কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। কম্পনের পূর্ব্বে এক স্থানে একটী নদী ও তাহার দুই ধারে দুইটী পর্ব্বতশ্রেণী ছিল। ভূমিকম্পের পর দেখা গিয়াছে দুই ধারের দুই পর্ব্বত শ্রেণী পরস্পর একত্র হইয়া নদীর স্থানকে অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে নদীর আর কোন চিহ্ন নাই।

কান্দাহার রেলওয়ে কেল্লা আবদুল্লা হইতে খোজক পাস পর্য্যন্ত আসিয়াছে। কোয়েটা হইতে একটী শাখা লাইন শীঘ্র হইবে। কান্দাহারে সৈন্যদিগের স্থায়ীরূপে থাকিবার পক্ষে কিছুই নিশ্চয় হয় নাই।

ফ্রান্সের একজন দরিদ্র লোক তাস ও পাশা ইত্যাদি ফেরি করিয়া দিনপাত করিত। কিছু দিন সে এইরূপ বিক্রয় করে মধ্যে কয়েক জন অলসরাজ ক্রীড়াসক্ত লোকের সহিত তাহার পরিচয় হয়। তৎপরে যখন সে পথ দিয়া ঐ সব্যাদি বিক্রয় করিতে যাইত সেই সময়ে ঐ মহাপ্রভুরা তাহাকে ধরিয়া খেলিতে বসাইত। নিষ্কর্ম্মার খেলার বাই অধিক এই নিমিত্ত সেই অবধি উহারা তাহার সংসার খরচের জন্য চাঁদা করিয়া তাহাকে নিত্য নিত্য পয়সা দিয়া থাকে। সেও সেই অবধি ঐ কষ্টকর ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগের সহিত সুখে ক্রিড়া করিতেছে। ভারতেও এরূপ নিষ্কর্ম্মা অপ্রতুল নাই।

আলীগড়ে মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য একটী কালেজ গৃহ নির্ম্মাণ করা হইবে। হোল্‌কার ইহার সাহায্যার্থ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বার্ষিক পাঁচ শত টাকা চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

গবর্ণর জেনারল কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে দ্বারকান্ত টানামিয়ামে অবতীর্ণ হইবেন, এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণের যে মন্দির আছে তাহা দর্শন করিবেন।

মহীশূর রাজভবনের যে সকল দ্রব্য গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে কমিশন তাহার মূল্য ৭০ লক্ষ টাকা স্থির করিয়াছেন।

ফ্রেঞ্চ সোসাইটীও পারিসের ন্যায় ফ্রান্সের লোকে যাহাতে অশ্ব অশ্বতর ও গর্দ্দভ মাংস ভক্ষণ করে তাহার চেষ্টা করিতেছেন। ১৮৬৬ অব্দে এই জন্য পারিসে একটী সভা সংস্থাপিত হয় সভ্যদিগের যত্নে তত্রত্য লোকে ঐ বৎসরেই ঐ সকল মাংস ১৭১৩০০ পাউণ্ড ভক্ষণ করে। ১৮৭৯ সালে ঐ মাংসখাদকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে ১৯৮৭৬২ পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। এই নিমিত্ত ১৮৭০ অব্দে মার্সিলিজে ৫৯৯টী ১৮৭৫ অব্দে ১০৩১ ও ১৮৭৮ অব্দে ১৫৩১ টী অশ্ব বধ করা হয়। নান্সি নামক স্থানে ১৮৭৩ অব্দে ১৬৫, ওক্ন নামক স্থানে ১৮৭৬ অব্দে ৩৫০ ও ১৮৭৮ অব্দে ৭৮৪। লিয়ন্স নামক স্থানে ১৮৭৩ অব্দে ১৮৩৯ ও ১৮৭৫ অব্দে ১১১৩ টী অশ্ব বধ করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অতঃপর ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষের পোষ্ট আফিস সমূহে সেভিংস ব্যাঙ্কের কার্য্য চালাইবেন সংকল্প করিয়াছেন।

প্রাম্বকি নামক স্থানে একটী ষোড়শবর্ষীয়া বালিকার এক আশ্চর্য্য পীড়া হইয়াছে। বালিকাটী ক্রমাগত নিদ্রা যাইতেছে। সাত মাস অতীত হইল ইহার মধ্যে তাহার তিনবার অতি অল্পক্ষণের জন্য নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। নিদ্রিতাবস্থায় সে প্রায় নড়ে না। তাহাকে যাহা কিছু খাওয়ান হয় তাহার কিছুই উদরে থাকে না। দুই মাস অন্তর তাহার চৈতন্যোদয় হয়, কিন্তু কবে যে নিদ্রা গিয়াছে তাহার কিছুই মনে নাই; এই যৎকিঞ্চিৎ আহারে তাহার দেহ যেরূপ শুষ্ক হওয়া উচিত সেরূপও হয় নাই।

ইংলণ্ড ও ইউরোপ, কাগজ বিক্রয়ে ভারতবর্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে ১৫ লক্ষ টাকা পাইয়া থাকেন।

মিলানে অনেক দিন হইতে মৃতদাহ হইতেছে। মিলানবাসীদিগের এজন্য একটী বৃহৎ সভাও আছে উহারা এক্ষণে মৃত দাহের জন্য কল স্থাপনা করিতেছে।

আমেরিকাবাসিরা তুলার বীজ হইতে এক প্রকার চমৎকার তৈল বাহির করিতেছে। ইটালি প্রভৃতি স্থানে যাহারা অলিভ তৈল প্রস্তুত করে তাহারা পর্য্যন্তও এই তৈল ক্রয় করিয়া অলিভ তৈল বলিয়া অন্য স্থানে বিক্রয় করিতেছে। অলিভ তৈলের যে গুণ এই তৈলেরও সেই গুণ। এক টন তুলার বীজ হইতে ৩৫ গ্যালন তৈল ও ৭৫০ পাউণ্ড খৈল হয়।

ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ২৫০০০ জন ইউরোপীয় বাস করিতেছেন। গতবর্ষে তাঁহাদিগের জন্য বিলাত হইতে ২৫৪১৬৭০ টাকার বিয়ার, এল (যবের মদ) ও পোর্টার; ৪৫০৭৬২০ টাকা মূল্যের ব্রাণ্ডি; ১১২৭২১ টাকা মূল্যের রম; ১৮০০৮৫৬ টাকা মূল্যের স্পিরিট; ১৬৭০৭৫৭ টাকা মূল্যের শ্যাম্পিন; ১০৮৮৪৮৭৮ টাকা মূল্যের ক্লারেট, ৪৪৯৪৫০ টাকা মূল্যের পোর্ট; ৬১১৬৭৫ টাকা মূল্যের সেরি ও ১০০২৭৬৬০ টাকা মূল্যের অন্যান্য মদ আমদানী হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি। "গোর নামে পয়াতি বত্তায়" বলিয়া যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে এ স্থলে দেশীয় লোকদিগের পক্ষে তাহাই খাটিতেছে। দেশীয় লোকেই ইংরাজদিগের পানার্থ আমদানী মদ অধিক পরিমাণে খাইতেছে। নতুবা ভারতে যে পরিমাণ ইংরাজ বাস করিতেছেন তাঁহাদিগের জন্য কখনই এত টাকার মদ খরচ হয় না। ইহার উপর আবার দেশী মদ আছে। বার শত্রুর জ্বালায় ও মদের দোবাস্ত্মো দোষায় ভারত ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে।

গত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবার পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার একজন প্রতিনিধি লাহোরে গবর্ণর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি যে অভিনন্দন খানি লইয়া গিয়াছিলেন কাশ্মীরের মহারাজ তাহা অর্পণ করিলে লাইটনার সাহেব পাঠ করিয়াছিলেন, এই অভিনন্দন পত্রে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষ সাধনেরই প্রার্থনা করা হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা দেখান ও পূর্ব্ব অঙ্গীকারের সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ এবং দেশীয় রাজগণের আনুকূল্যের উল্লেখ ছিল। অধিকন্ত পঞ্জাবী সৈন্যগণ পর্য্যন্তও একান্ত একবাক্যে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থী হওয়াতে তিনি এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন "আমি ইংলণ্ডে থাকিতে যেরূপ বিদ্যার বহুল চর্চ্চার পক্ষপাতী ছিলাম ভারতেও ঠিক সেইরূপ থাকিব। আমি আসিয়া অবধি কতকগুলি অত্যাবশ্যক কার্য্যে ব্যস্ত থাকা নিবন্ধনই শিক্ষা বিভাগের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারি নাই। এই কারণেই আমি এক্ষণে কিছুই অঙ্গীকার করিতে পারিলাম না।" তিনি রাজগণের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যে উৎসাহ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা ও ইংলণ্ডীয় বিজ্ঞানের দেশীয় ভাষায় অনুবাদ পাঠের যাহাতে বহুল বিস্তার হয় এবং যাহাতে ইউরোপীয়দিগের সহিত এদেশবাসীগণের সদ্ভাব সংস্থাপিত হয় তাহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। তিনি পঞ্জাবী সৈন্যদিগের কার্য্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন এবং মীয়ানমীরের সৈন্য পরিদর্শন করিয়া ভারতবর্ষ যে কিরূপ নিরাপদ তাহা তাঁহার উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অবসর ক্রমে তিনি প্রস্তাবিত বিষয়ের বিবেচনা করিবেন এবং তাঁহার সহযোগীদিগের সহিত এবিষয়ে পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন।

বিলাতে এই নিয়ম হইয়াছে যে, অতঃপর কোন লোক মাতাল হইলে পুলিস তাহাকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়া আটক করিতে পারিবেন না।

গত সোমবার কলিকাতায় একটী অসবর্ণ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র কিশোরীগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু বিহারিলাল সেন। কন্যা কলিকাতাস্থ স্ত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী কিশোরীমোহিনী। পাত্র জাতিতে বৈদ্য, কন্যা সদ্গোপ।

বিগত ১৫ ই তারিখে শ্যামনগর তুলার কলের কয়েক জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী শীকার করিতে যান। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন একটী পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়েন। দৈবক্রমে পক্ষীকে গুলি না লাগিয়া নিকটস্থ একটী বালকের দক্ষিণ হস্তে গুলি লাগিয়া ভেদ করিয়া যায়। শীকারার্থী সাহেব বালকের পিতাকে তিনটী টাকা দিয়া আহত বালককে ব্যারাকপুর হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে বালকটীর অবস্থা ভাল নহে।

গত ১৮ ই সেপ্টেম্বর বোনস আয়ার নামক স্থানে শীলাবৃষ্টির সহিত ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। এই ঝড়ে ৭০০০০০ গোরু ৫০০০০০ মেষ ও ১৫০০০০ অশ্ব মারা পড়িয়াছে। এই ঝড় ও বৃষ্টি অনবরত তিন দিবারাত্রি হইয়াছিল।

ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকদিগের ক্ষুধার কিছুতেই নিবৃত্তি হইতেছে না। তাঁহারা তুলজাত দ্রব্যের শুল্ক আরও কমাইবার নিমিত্ত ভারতের রাজস্বমন্ত্রী মেজর ইভলিন বেরিং সাহেবের নিকটে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম তিনি এবিষয়ের কিছু খোলা জবাব দেন নাই। কেবল এই মাত্র বলিয়াছেন রাজস্বের অবস্থা না জানিয়া এখান হইতে কিছু করা যাইতে পারে না।

আমেরিকাবাসিগণ বিজ্ঞানের প্রভাবে যে কত অদ্ভুত দ্রব্যের সৃষ্টি করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহাদিগের এক একটী কার্য্য দৈব কার্য্যের ন্যায় বিচিত্র। কাপ্তেন ফিস্কন নামক এক ব্যক্তি এক অদ্ভুত কামান প্রস্তুত করিয়াছেন। চুরটের আকৃতির ন্যায় ইহার আকৃতি। ওজন ১২৮১ পাউণ্ড। ১৯ ফুট লম্বা ও ১৫ ইঞ্চি পরিধি। উহার মধ্যে এরূপ চমৎকার কল আছে যে উহা জলের নিম্ন দিয়া এক মিনিটে একশত ৬০ মাইল যাইতে পারে।

রুশিয়া ক্রমে আট ঘাট বাঁধিয়া তুরস্ক পর্য্যন্ত রেলওয়ে চালাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। পোর্ট মাইকেলোভস্ক হইতে মিডলাকরি পোর্ট পর্য্যন্ত ২২ মাইল উত্তম রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। এই রেলওয়ে বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া হইবে। ডিসেম্বরের মধ্যে রেলওয়ে কার্য্য সম্পন্ন হইবে। মাইকেলোভস্ক হইতে আবেল নামক স্থানে সৈন্যদিগকে লইয়া যাইবার জন্য এই রেলওয়ে খোলা হইতেছে।

আয়ুব খাঁ হিরাটী প্রজাদিগের নিকট হইতে ছই বৎসরের রাজস্ব অগ্রিম আদায় করিবার চেষ্টা করাতে হিরাটীগণ তাঁহাকে নগর মধ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার চেষ্টায় আছে।

নবাবগঞ্জে একটী হিতসাধিনী সভা আছে। ঐ সভার পঞ্চম অধিবেশন অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একটী মনোহর বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

আঁটপুরে একটী সাধারণ সংস্কৃত পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। গত ২৮ এ কার্ত্তিক অপরাহ্ণে ঐ পুস্তকালয়ের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকালয়টীর অনেক উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এক্ষণে সভ্যগণ ঐ পুস্তকালয়ের একটী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমরা দেশহিতকর কার্য্যে সাধারণের এরূপ আন্তরিক যত্ন দেখিলে অতীব প্রীতি লাভ করি।

কলিকাতা হাইকোর্টের বারিষ্টার ফিলিপস সাহেব ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেলের পদে নিযুক্ত হইলেন।

২৫ এ নবেম্বর বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে দায়রার ৬ ষ্ঠ অধিবেশন হইবে। জষ্টিস পণ্টিফেক্স সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

আসামে যাহাতে রুগ্ন ও দুর্ব্বল কুলি না যাইয়া সবল ও কার্য্যক্ষম কুলি যায় তত্রত্য চীফ কমিশনরের তাহাই ইচ্ছা। তিনি বলিয়াছেন সবল কুলি নির্ব্বাচনের ভার গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের উপর না রাখিয়া চা-করদিগের প্রতিনিধি অথবা এজেণ্টদের উপর সমর্পিত হউক। তবে যে সময়ে তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া হইবে সেই সময়ে গের স্বাস্থ্য কিরূপ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগকে তাহা দেখিতে হইবে। বঙ্গদেশের লেপ্টনন্ট গবর্ণর এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। শুনা গেল এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই শীত ঋতুতে একটি কমিশন নিয়োগের আদেশ দিয়াছেন।

গত বৎসরে ১১২৩৬ জন লোক কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া উপনিবেশে গিয়া বাস করিয়াছে।

গত ২৭ এ অক্টোবর ইংলণ্ডের প্রায় সর্ব্বত্রেই ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। তারে সংবাদ আসিয়াছে অতিবৃষ্টি নিবন্ধন তথায় ভয়ানক বন্যাও হইয়াছে।

কাউন্সিল সভার সভাপতি আরবা বেনজামিন ও অলিবেনম গঁদ এবং মাদারপর্ল মুক্তা ও কচ্ছপের খোলার উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম নানাভাই হরিদাস বোম্বাই হাইকোর্টের জজ জষ্টিস ক্যাম্বেল সাহেবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এইবার লইয়া তিন বার ইনি বোম্বাই হাইকোর্টে জজের কার্য্য করিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে তথাপি স্থায়ী পদ লাভ করিতে পারিলেন না। কলিকাতা ও মান্দ্রাজে যেরূপ এক একজন দেশীয় স্থায়ীরূপে জজের কার্য্য করিতেছেন বোম্বাইয়ে আজিও সেইরূপ হইল না।

আফ্রিদিদিগের উৎপাত ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। গত ৭ই নবেম্বর কুকি খেল নামক পার্ব্বত্য জাতি ইংরাজাধিকৃত রেগি ও সাগি নামক স্থানে আসিয়া গবর্ণমেণ্টের ১৭০ টী উষ্ট্র লইয়া গিয়াছে।

দেশীয়দিগের সকল কার্য্যেই প্রথম প্রথম বড় উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর তালপত্রের অগ্নির ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া যায়। বাবু লালমোহন ঘোষ স্বদেশের উপকারার্থ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ইংলণ্ডের মহানুভব ব্যক্তিদিগের নিকট দুঃখ জানাইতে গিয়াছিলেন। শত শত লোকে আগ্রহ সহকারে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং যথাসাধ্য তাহার প্রতীকারেরও চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দেশের লোকের নিকট তিনি সমাদৃত হইলেন না। তিনি কি করিয়া আসিলেন তাহা তাঁহার মুখে শুনিবার জন্য অথবা লালমোহন বাবুর ন্যায় একজন দেশহিতৈষী ব্যক্তির সম্মাননা করিবার জন্য অনেকে নববধূর অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য সভায় আসিতেও যে কুণ্ঠিত হন ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি? বৃহস্পতিবার বোম্বাইয়ের ফ্রেমজি কাওয়াসজির ইনষ্টিটিউট গৃহে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ যে সভা হইয়াছিল তাহাতে স্বদেশহিতৈষী বলিয়া যাঁহারা পরিচিত তাঁহাদিগের অনেকেই উপস্থিত হন নাই। সভাটী শুনিলাম বিদ্যালয়ের পঞ্চদশবর্ষীয় বালকদিগের সভার ন্যায় জনতা পূর্ণ হইয়াছিল। সত্যই কি বোম্বাইয়ে বিদ্যা শিক্ষার বড়ই চর্চ্চা হইতেছে?

শুনা যাইতেছে বার্ডউড সাহেব ছোট উদয়পুরের মহারাজের মধ্যম পুত্রের বিচার নিরপেক্ষ ভাবে করেন নাই। জনরব এই কোন প্রকারে রাজাকে বিপদগ্রস্ত করাই সাহেবের অভিপ্রায়।

মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক বকিংহম ত্রিবাঙ্কুর দর্শনার্থ গমন করাতে মহারাজের ৬৫০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। রাজগণের বহ্বাড়ম্বরেই ইংরাজ রাজপুরুষগণ ভারতকে ধনী দেখেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যার লেপ্টনণ্ট গবর্ণর অপর ইণ্ডিয়ায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিয়া এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে তত্রত্য অধিবাসীদিগের কাহার কোন ঋণের দেওয়ানি আদালতের ডিক্রী অনুসারে যখন কোন পৈতৃক অথবা তাহার স্বত্বাধিকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইবে তখন সেই সম্পত্তি কালেক্টার সাহেবের নিকট দিতে হইবে।

ভারতে মিউনিসিপালিটীর বড় সম্মান নাই। কিন্তু বিলাতে মিউনিসিপালিটী বড় সম্মান তত্রত্য লোকের ধারণা মিউনিসিপালিটী সভ্যতার একটী অঙ্গ। গবর্ণর জেনারল লর্ড রিপন সাহেব যখন ডেরা নামক স্থানে বক্তৃতা করেন সেই সময়ে তিনি বলিয়াছেন ভারতেশ্বরী তাঁহার উপর এই ভার দিয়াছেন ভারতবর্ষের লোকদিগকে যেরূপে রাজনীতিজ্ঞ করা হইয়াছে সেইরূপ হাতে ধরিয়া মিউনিসিপাল গবর্ণমেণ্টকে কাজ শিখাইয়া মিউনিসিপালিটীর উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাঁহাকে বিশেষ যত্ন পাইতে হইবে। যাহা হউক সভ্য নির্ব্বাচন প্রথার পরিবর্ত্ত বিনা কোন দিকেই সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই।

“এইরূপ জনরব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্যানিটারি ইনস্পেক্টর জেনেরল” নামক একটী নূতন পদের সৃষ্টি করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যের অবস্থা বড় আশাপ্রদ নহে। বর্ত্তমান সপ্তাহে তথায় বৃষ্টি হয় নাই। লক্ষ্ণৌ, রায় বেরিলি, কাণপুর, সীতাপুর, আগ্রা ও ঝান্সির কিয়দংশে বৃষ্টির আবশ্যক। বৃষ্টি না হওয়াতে অগ্রিম শস্যের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে।

মান্দ্রাজ টাইমসের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ডি, পি, ডবল্ বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের “বিশ্বাস ভঙ্গ” করিয়াছেন। সংবাদদাতা শুনিয়াছেন উক্ত বিভাগের কর্ম্মচারিগণ শীঘ্রই এজন্য নালিশ করিবেন। যাঁহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দীর্ঘকাল গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিয়া পেন্সন ও এককালীন কিছু কিছু পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা আদায়ের জন্য গবর্ণমেণ্টের নামে নালিস করা যে কতদূর অপযশের বিষয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহা হউক এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আর বাড়াবাড়ি করা কর্ত্তব্য নহে।

আমরা দেখিতেছি ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর গ্রহ ছাড়িয়াও ছাড়িতেছে না। যে ফিরিঙ্গি বালক তাঁহার চিকিৎসাধীনে ছিল, নক্স ভমিকা খাইয়া তাহার মৃত্যু হওয়াতে তাহার পিতামাতা ডাক্তার বাবুর বিরুদ্ধে কলিকাতা পুলিস মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করেন। বিচারপতি এ বিষয়ে সূর্য্য বাবুর বিশেষ দোষ না দেখিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন এবং যে বণিক কুরচির বদলে কুঁচ দিয়াছিল তাহাকেই বিচারাধীন করিয়াছেন বাদী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া হাইকোর্টে আপীল করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

গত ২১ এ অক্টোবর ব্রিগটন নামক স্থানে এক বৃহৎ সভা হইয়াছিল। ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে

অহিফেনের যে আমদানী ও রপ্তানী আছে তাহা রহিত করা এই সভার উদ্দেশ্য। এম, পি হলাণ্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই ব্যবসায়ের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্ব সাধারণের সমক্ষে রেজলিউসন করিয়াছেন যে তাঁহারা এক বাক্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রার্থনা করিবেন চীনের সহিত ইংলণ্ডের যে যে মহৎ অনিষ্টকর ব্যবসায় চলিতেছে ইংলণ্ড যেন তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অনুগৃহীত করেন।

ইউরোপীয় রাজগণ কখন যে কাহার উপর প্রসন্ন হন তাহা বুঝিয়া উঠা ভার। রাজগণ ইতিপূর্ব্বেই তুরস্ককে নিজ রাজ্যাংশ গ্রীসের হস্তে সমর্পণের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন আবার এক্ষণে তুরস্কের উপর গ্রীস যাহাতে কোন অত্যাচার করিতে না পারেন তজ্জন্য ধুমধাম আরম্ভ করিয়াছেন।

আফগানস্থান হইতে সৈন্য প্রত্যানয়ন করা হয় এটী গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পদস্থ প্রায় কোন কর্ম্মচারীরই ইচ্ছা নয় কেবল সার রবর্ট স্যাণ্ডিমান ইহার স্বপক্ষে মত প্রদান করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—ভাগলপুর ও তাহার সন্নিহিত স্থান সমূহে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বিসূচিকাও স্থানে স্থানে হইতেছে। মধ্যে এখানে বিসূচিকায় ৩। ৪ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শুনিলাম সুলতানগঞ্জে ভয়ানক বিসূচিকা হইতেছে। ইহার মধ্যেই এই! এখনও দিন আছে।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত বাঙ্গালোর, মাদুরা ও ত্রিচীনপলি প্রভৃতি স্থান হইতে জানুয়ারি অবধি সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসের মধ্যে ১২॥ লক্ষ টাকার মনিঅর্ডার করা হইয়াছে। আমাদিগের দেশে যে রীতিতে মনিঅর্ডার আদান প্রদান হইয়া থাকে মান্দ্রাজে সেইরূপ হইবে। গবর্ণমেণ্ট ডাকঘরের সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া অতি সরল ও অনায়াসলভ্য একটী আয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

আর্য্যদর্শন সম্পাদক বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণকে আমাদিগের মাননীয় ইডেন মহোদয় হুগলী বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপকতা করিতেন।

মান্দ্রাজে ১২১ লক্ষ টাকার নোট প্রচলিত আছে এই প্রচলিত নোটের মধ্যে ৪ লক্ষ টাকার নোট জাল হইয়াছে।

উড়িষ্যার সীমাপ্রদেশে যে সকল পর্ব্বত আছে তাহাতে এক প্রকার অসভ্য জাতি বাস করিয়া থাকে। তাহারা উপত্যকা প্রভৃতিতে এক প্রকার হরিদ্রার চাস করে। তাহাদিগের এই সংস্কার ক্ষেত্রে নরহত্যা করিলে বধ্যের চীৎকার যতদূর যাইবে ততদূর পর্য্যন্ত হরিদ্রা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিবে এবং তাহার রঙও উত্তম হইবে। তন্নামাবা এই ভ্রমাত্মক সংস্কারের বশীভূত হইয়া পূর্ব্বে পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী পল্লী সমূহ হইতে গৃহস্থের বালক বালিকাকে লইয়া গিয়া বলি দিয়া মারিত। মধ্যে ইহার নিবারণ হইয়াছিল। এক্ষণে আবার শুনা যাইতেছে উহারা পূর্ব্বানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছে।

আফগান যুদ্ধে যাহারা হত ও আহত হইয়াছে তাহাদিগের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ যে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে পাতিয়ালার মহারাজ তাহাতে লক্ষ টাকা ও ঝিন্দের রাজা ৫০ হাজার টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের বিদ্যালয় সমূহ হইতে ১২০০০ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছে। পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে ৮০০ জন বোম্বাইবাসী।

গয়া ষ্টেষন হইতে দুইজন লোক কয়েক বস্তা চাউল হাবড়ায় পাঠাইয়া দেয়। হাবড়ার একজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর অনুসন্ধানে চাউলের ভিতর হইতে ২ মণ ১৭॥ সের অহিফেন পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে প্রেরকদ্বয় ধৃত হইয়াছে, উহাদিগের তিন মাস কারাবাস ও ৫০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইয়াছে।

কলিকায় দুর্ভিক্ষ-বহ্নি এরূপ প্রজ্জলিত যে প্রজারা উদরের জ্বালায় অস্থির হইয়াছে। অনাহারে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই সময়ে নিহিলিষ্টগণ আবার উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে।

৩০ এ অক্টোবর বরদায় এরূপ ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে যে তথাকার অনেক মনুষ্য ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ এবং অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে।

আজি কালি ঔষধ বিক্রয় করা একটী সাধারণ ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তারেরও সংখ্যা যেমন দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে ঔষধের দোকানের সংখ্যাও সেইরূপ বাড়িতেছে। গবর্ণমেণ্টের কেমিকাল একজামিনার বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন যে এই ঔষধালয়ের ঔষধ বিক্রেতাগণ ইচ্ছামত বিনা লাইসেন্সে বিষ ও বিষাক্ত ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। শুনা গেল লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ইহার অনুসন্ধানার্থ একটী কমিটী নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ভবিষ্যতে ঔষধ বিক্রেতাগণ এখনকার ন্যায় উপযুক্ত চিকিৎসকের প্রশংসাপত্র দিয়া ইচ্ছামত বিষ ও বিষাক্ত ঔষধ বিক্রয় করিতে পারিবেন না। কি ডিস্পেন্সরি কি ঔষধ বিক্রয়ের দোকান হইতে যে ঔষধ বিক্রীত হইবে তাহার পরীক্ষা ও তত্ত্বাবধারণের জন্য কোন উপযুক্ত লোককে দায়ী থাকিতে হইবে। তিনি কোনস্থানে কিরূপ ঔষধ আছে সর্ব্বদা তাহা দেখিবেন শুনিবেন এবং যিনি ঔষধ দিবেন তাঁহাকে কোন ঔষধের কি গুণ তাহা বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে। যে যে লোকে ঔষধ দেওয়াতে যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহা হইলে তত্ত্বাবধায়ককে জবাবদিহি করিতে হইবে। যাঁহাদিগের উপর মনুষ্যের জীবন নির্ভর করিতেছে তাহাদিগের উপর কিছু কড়াকড়ি থাকা ভাল।

২৯ এ সেপ্টেম্বর ট্রান্সবর্গে একটী ধুমকেতু দেখা গিয়াছিল। ইহার লাঙ্গুলটী দুই ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা; এই ধুমকেতুটী পৃথিবীর এত নিকটে আসিয়াছে যে উহার উজ্জ্বল আভা দেখা গিয়াছিল।

আফগানিস্থানের সংবাদ।

কর্ণাল সেণ্ট জন লিখিয়াছেন কান্দাহার ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে আর কোন গোলযোগ নাই। প্রজারা সন্তুষ্ট-চিত্তে রাজস্ব দিতেছে। মারিস জাতি সেনাপতি ব্যাক-গ্রিগরের অধীনতা-স্বীকার করিয়াছে। সার রবার্ট স্যাণ্ডিমান যেরূপ বলিবেন তাহারা সেইরূপ করিতে প্রস্তুত আছেন।

কাবুলের বর্ত্তমান আমীর আবদুল রহমান ভূতপূর্ব্ব আমীর সিয়ারআলীর বিধবা স্ত্রীগণের সহিত মহম্মদ জানের বিবাহ দেওয়াতে অনেক লোক অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

হিরাটে যে সকল সৈন্য একত্র হইয়াছে তাহারা আয়ুব খাঁর নিকট কর্ম্ম করিয়া বেতন না পাওয়াতে পদত্যাগ করিয়া তথায় রহিয়াছে।

গিলজাই জাতি আমীর আবদুল রহমানের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হয় নাই তাহারা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছে তাহারা ইয়াকুব ও মুসাজানের স্বত্ব রক্ষার চেষ্টা পাইবে।

আয়ুব খাঁ ফারা নামক স্থানের অধিবাসীদিগকে একত্র হইতে আদেশ দিয়াছেন। পশ্চিম আফগানিস্থানের লোকেরা তাঁহার বড় অনুরক্ত। তাঁহার অধীনে এক্ষণে তিন দল পদাতি সৈন্য রহিয়াছে। ওয়ালির মাউণ্টিনিয়ার সৈন্যগণ তাঁহার সহিত যোগদানার্থ যাইতেছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১২ ই নবেম্বর। ডলসিগ্নো শত্রু হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য দার্ভিস পাশা আলবানিয়দিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। নগরবাসীরা বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে উহা পরিত্যাগ করিবার এক মাস পূর্ব্বে যেন তাহাদিগকে জানান হয়।

তেছে। সম্প্রতি ক্রফ্ট সাহেবের, ম্যাকডোনলড সাহেবের ও কতকগুলি মাননীয় বৈদ্যের স্বাক্ষরিত মুদ্রিত পত্রাবলী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। শেষ পত্রখানিতে সাধারণ বৈদ্যসমাজকে সম্বোধন করিয়া ইহাই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, সুরেন্দ্র ধর্ম্মশাস্ত্র মতে প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহাকে বৈদ্য সমাজে পুনর্গ্রহণ করিতে কাহারও কোন আপত্তি আছে কি না। এখানে অনেক বৈদ্য আছেন সকলেই যথাযথ মত প্রকাশ করিয়া পত্র দিতেছেন। তন্মধ্যে আমাদের মুঙ্গেরস্থ বন্ধু গুপ্তিপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, সাধারণ বৈদ্যসমাজ বা হিন্দুসমাজের বিদিতার্থে তাহা নিম্নে অবিকল প্রকাশ করিতেছি :—

" কোমরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বরাট খ্রীষ্টধর্ম্মে বিধিপূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়াছিলেন অথচ স্নেচ্ছাচারিদিগের সহিত একত্র বাস বা অভক্ষ্য ভোজনাদি করেন নাই। এই ঘটনাটী লইয়া বৈদ্য সমাজে তুমুল আন্দোলন দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও দুঃখের উদ্রেক হইল। সম্মুখে সুরেন্দ্রনাথকে অযথোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া মুক্তকণ্ঠ সমাজ বীর বিক্রমে গর্জ্জন পূর্ব্বক তিরস্কার করিতেছেন আবার পশ্চাতে শত শত কদাচারী ধর্ম্ম ভ্রষ্ট দুরাত্মা সমাজ ও স্বধর্ম্ম নির্মূলিত [illegible] করিতেছে, ইহা জানিয়াও বিনা শাসনে সমাজ তাহাদিগকে সাদরে ক্রোড়ে গ্রহণ করিতেছেন।

ধর্ম্মদীক্ষা এই কথাটীর আপাত প্রয়োজনীয় বহুসাম্ভেদ এখানে আবশ্যক বোধ হইতেছে। ধর্ম্ম চিরদিন মানসিক প্রবৃত্তি বা মত এবং বাহ্যানুষ্ঠান এই দুইটী সুদৃঢ় চরণে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তন্মধ্যে সমাজ সাধারণতঃ দ্বিতীয় চরণের সেবক বলিয়া প্রসিদ্ধ। যিনি শ্রুতি স্মৃতি আদি মানেন না অথচ লোক মর্য্যাদা রক্ষার্থ ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, বর্ত্তমান সমাজ তাঁহাকে আর্য্য বা হিন্দু বলিতে কুণ্ঠিত নহেন, আর যিনি প্রকাশ্যে অন্য ধর্ম্মের মতবিশ্বাসী অথচ অভক্ষ্য ভোজনাদি নাও করেন তিনি সমাজের মতে অনার্য্য ও পতিত হইতেছেন।

আমার সামান্যবুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে (১) যিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্ম অনুষ্ঠানাদি সহ প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রহণ করিয়াছেন তিনি পতিত; (২) যিনি হিন্দুসমাজে থাকিয়াও পরধর্ম্মানুসারী হইয়াছেন তিনিও পতিত; (৩) যিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন অথচ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়াছেন তিনিও পতিত; (৪) যিনি স্বধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান করেন অথচ মদ্যপান, যবনীগমন, অভক্ষ্য ভোজনাদি করেন তিনিও পতিত; (৫) যিনি বাহ্যানুষ্ঠানে হিন্দু আর বিশ্বাসে পরধর্ম্মানুসারী তিনিও পতিত।

আজকাল এরূপ অনেক সচ্চরিত্র ব্রাহ্ম আছেন, যিনি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত, যিনি প্রকাশ্যভাবে অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিয়াছেন যে " আমি হিন্দু নহি, আমি খ্রীষ্টান নহি ইত্যাদি " যিনি শ্রুতিস্মৃতিসম্মত বিধি, নিষেধ অতিক্রম করিয়া থাকেন অথচ অভক্ষ্য ভোজনাদি করেন না সমাজ তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়াও একত্রে ভোজনাদি করিতেছেন। এস্থলে সমাজ স্বয়ং কি প্রায়শ্চিত্তাধীন নহেন? সুরেন্দ্র একদিনের জন্য মতিভ্রান্তি অথবা অন্য কোন কারণে মনোগত খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিলেন, কিন্তু অনুষ্ঠানগত চিরদিন হিন্দু; সমাজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন কেন! যদি বলেন সুরেন্দ্রনাথ হিন্দু অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন নাই বটে কিন্তু খ্রীষ্টীয় দীক্ষানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই জন্য ত্যাজ্য। তাহাতে বক্তব্য এই যে খ্রীষ্টীয়ানদিগের সামাজিক অনুষ্ঠান বর্জ্জিত কেবল দীক্ষা প্রণালীতে ব্রাহ্মধর্ম্মদীক্ষা প্রণালী অপেক্ষা এমন কি দূষণীয় রীতি আছে যে হিন্দু সমাজ সুরেন্দ্রকে তজ্জন্য চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দিবেন।

জর্ডান জলাদি স্পর্শে যে অপবিত্র হয়, " আমি বেদ মানিনা, আমি হিন্দু নহি " ইত্যাদি প্রকাশ্য সমাজে অঙ্গীকার কি তদপেক্ষা অধিক দূষণীয়, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ও সমাজ বিপ্লব-কর নহে? মনে করুন আজ যদি একজন নবীন ধর্ম্ম সংস্কারক উঠিয়া বলেন যে " যিনি মুসলমানদিগের প্রস্তুত করা গোলাপ জল মাথায় দিয়া বলিবেন যে " রাম কৃষ্ণাদি সর্ব্বৈব মিথ্যা " তিনিই আমার ধর্ম্মাবলম্বী।" এক্ষণে শ্যামাচরণ বালবুদ্ধি; অথবা মূঢ়তাবশতঃ উক্ত বিধি অনুসারে পরধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। শ্যামাচরণ স্বমুখে " আমি হিন্দু " ইহা স্বীকার করিয়াও হিন্দু অনুষ্ঠান করিলেও কি হিন্দুসমাজ শ্যামাচরণকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? কখনই না। এক্ষণে দেখুন শ্যামাচরণ পরধর্ম্মানুসরণ করিয়াও তাহা পুনরূপেক্ষা করিয়াই মুক্ত হইল, কেন না তাহাতে কোন বিশেষ আনুষ্ঠানিক দোষ স্পর্শ করে নাই।

যাহা হউক, যদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন, তবে উক্ত ব্রাহ্মগুলীকেও যেন প্রায়শ্চিত্তাধীন করা হয়। নতুবা, সমাজ! সাবধান, তাঁহাদিগের সহিত ভোজন করিলে পতিত হইবে। সুরেন্দ্রনাথ, আমার মতে পতিত সন্দেহ নাই প্রায়শ্চিত্তপূত হইলে অবশ্যই আদর পূর্ব্বক সমাজে পুনর্গৃহীত হইতে পারেন। "

আজ কাল এখানে জ্বররোগের বেশী প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেকেই পূজার বন্ধে বাটী যাইয়া এই জ্বর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। জ্বর হইলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে জ্যাটা বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রেলওয়ে ডাক্তারেরা দিন রাত রোগী দেখে দেখে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন। বৎসর বৎসর রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হওয়ায় ঔষধালয়েরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা সুলভ মূল্যে ঔষধ পাইতে পাইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় জ্বরের দোষেই হউক বা অপর কারণেই হউক পূর্ব্বে যত্রাপী ঔষধ এক শিশিতে যে কাজ হইত আজ কাল সস্তার বাজারে তিন শিশিতে সেই কাজ হইতেছে।

রোগ হয় তাহা ... সেবন করিলে প্রায় রোগ ...।

... ৪০ টাকা।
... মূল্য ৩২ টাকা।
... ৵০ আনা।

অমৃতাসব।

(... বিশেষ ঔষধ।)

... বৎসর হইতে এই ... ঔষধটী নানা পরীক্ষা দ্বারা ... সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধদ্বারা সর্ব্ব প্রকার ছর্দ্দি, কাশি, এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষঃবেদনা, পার্শ্বশূল, অস্থিমজ্জ, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, অর্থাৎ বায়ুনালীতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিক ...) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকল সত্বর এই ঔষধে ... শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

ইহার সহিত এক রকম বটীকা সেবন করিতে হয়। তাহার মূল্য ১ টাকা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এম এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

বস্ত্রাদর্শ।

কলিকাতা হইতে মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকার।

... নং বাটী, রুক্মিণীর লেন,
সিমুলিয়া কলিকাতা।

কলিকাতা ... দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধা মত দরে;) ... খরিদ করিয়া পাঠান যায়। দ্রব্যাদির ... বাজার ... ইচ্ছা করিলে ডাক টি... পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ভার লওয়া যাইবেক না। কলিকাতায় যাহা কিছু প্রাপ্য সমস্তই আমরা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি অন্যান এক টাকা মূল্যের দ্রব্যাদিও খরিদ করিয়া পাঠান যাইবেক। নগদ মূল্যে খরিদ করিলে দ্রব্যাদি সস্তা ও ... পাওয়া যায়। দ্রব্যাদির যথার্থ খরিদ মূল্যের উপর নিম্নলিখিত হারে আমরা কেবল কমিশন ... লইয়া থাকি।

... হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত টাকা প্রতি /০ আনা
২৫ " " ১০০ " " " ১০ অর্দ্ধ আনা।
" " " ... " " " ৫ এক পয়সা।

৫০০ টাকার উপর হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবেক। দ্রব্যাদি পাঠাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবেক না। পাঠাইবার পূর্ব্বে উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাক করিয়া পাঠান যাইবেক।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, ম্যানেজার।

জমিদারি কার্য্যের হিসাব নিকাশে বিশেষ যোগ্য কএকজন মোহরের এবং সদর ও মফস্বল নায়েবের আবশ্যক হইয়াছে। আবেদনকারিদের মধ্যে যাঁহারা প্রশংসাপত্র দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাদের বিষয় বিশেষ বিবেচিত হইবে। প্রথমত কেবল পত্রের দ্বারায় আবেদন করিবেন।

শ্রীললিতমোহন রায়
২২ এ কার্ত্তিক } জমিদার
চকদিঘী

... দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল ... টাকা। ডাক মাশুল /০ আনা। গ্রহণার্থ ... নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৬০ নং ... ষ্ট্রীট, শ্যামপুকুর।

এই চিকিৎসালয়ে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ঔষধ, তৈল, ঘৃতাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং নবাবিষ্কৃত ঔষধের তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ হয়।

যোগসিদ্ধরস। ইহা সেবনে নিশ্চয় সকল প্রকার মেহ, দপুর ধাতু, জ্বালা রক্তপ্রস্রাব ৮ দিবসের মধ্যে নিঃশেষ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০ আনা।

মালতি কুসুম তৈল। ইহা ব্যবহারে কেশ পুষ্ট ও ঘন হইয়া, টাক আরোগ্য হয়। মস্তিষ্কের উদ্দপ্ত শোণিত শীতল হইয়া, শীরঃপীড়া, মস্তক ঘুর্ণন, মন হৃত করা ও মূর্চ্ছাদি বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। ইহা মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০ আনা।

কামোদ্দীপক রসায়ন। ধাতু তরল, অধিক স্বপ্ন দোষ শিথিল ইন্দ্রিয় ও ধ্বজভঙ্গাদি রোগ বিনষ্ট হয় ও শরীর স্থূল, সবল ও বীর্য্যবান হইয়া রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ১ শিশির মূল্য ৩, প্যাকিং ৵০ আনা।

রবিসুন্দর রস। ইহাতে সন্ধর কোষবৃদ্ধি, একাশিরা, বাতশিরা, শ্লিপদাদি রোগ আরোগ্য হয়। ১ কৌটার মূল্য ২, প্যাকিং ৵০ আনা।

অর্শারি রসায়ন। ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় সকল প্রকার অর্শ একেবারে আরোগ্য হয়। সপ্তাহ মধ্যে বলি খসিয়া পড়ে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০ আনা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

মফস্বলে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্বং নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ মোহারপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ... নামে নোট, হুণ্ডি, বা ... টিকিট, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর প্রকারে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়ে তাহা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার পংক্তি পর্য্যন্ত ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ মোহারপুর ডাক ঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ । প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং ” ৩ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৭ সাল। ১৫ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮০। ২৯ এ নবেম্বর। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গেঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, ধাত, বাঘী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।
গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন
হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং
ওয়াটর্লু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

মৃণাল-মালিনী
বা
অবলা কি প্রবলা?
বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য।
ন্যাশনাল থিয়েটার ষ্টেজে অভিনীত।

এই পুস্তকের অধিকাংশ ভাগে বিশুদ্ধ (সটীক) হিন্দি এবং অন্যান্য ভাষা সংযোজিত আছে। আনন্দবাজার পত্রিকা, নববিভাকর, সাধারণী, বেঙ্গলি, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, মুর্শিদাবাদ পত্রিকা, ঢাকাপ্রকাশ, এবং অন্যান্য প্রধান সংবাদপত্রের মতে

পুস্তকখানি উদ্ধৃত করিতে সঙ্কুচিত হই না। মূল্য ১ এক টাকা, ডাক মাশুল অৰ্দ্ধ আনা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র—প্রকাশক।
কলিকাতা বাগবাজার ষ্ট্রীট নং ২২।

... অংশীগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ... আর্টিকলস্ অব এসোসিয়েশনের ৬ ... অনুসারে প্রত্যেক অংশে এক টাকা করিয়া ... " করিয়াছেন। উক্ত টাকা আগামী জানুয়ারী মাসের ২০ শে তারিখে কিম্বা তৎপূর্ব্বে দেয়।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পরেশন লিমিটেড
৭নং ওলড পোষ্ট আফিসষ্ট্রীট
কলিকাতা। ১৩ ই নবেম্বর ১৮৮০।
} ডিরেক্টরগণের অনুমত্যনুসারে
শ্রীভুবনমোহন দাস
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃশূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৲০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্ত-শূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। মূল্য ।০ আনা। মফস্বলে পাঠাইতে হইলে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

প্রেরিতপত্র।

চম্পাইনগর বা চাম্পানালা।

পূজার পূর্ব্ব সপ্তাহে সোমপ্রকাশের সুযোগ্য পাথারগাছির সংবাদদাতা মহাশয় চম্পাইনগর সম্বন্ধে যেরূপ লিখিয়াছিলেন, আমাদের তৎসম্বন্ধে যাহা বক্তব্য ছিল তাহা গত ২৭ এ কার্ত্তিক তারিখে লিখিয়া পাঠাইয়াছি। এক্ষণে অদ্য আবার তাঁহার লিখিত আর একখানি পত্র পাঠ করিলাম। এসম্বন্ধেও দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে।

১ ম। নিচানিনগর সম্বন্ধে তিনি যে বলিয়াছেন, "চম্পাইনগরের চারি ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণে দামোদরতীরে অদ্যাপিও নিচানি নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। অনুমান হয় এই স্থানেই বেহুলার পিত্রালয় ছিল" এতদ্দ্বারে বক্তব্য এই নিচানি ত ক্ষুদ্র গ্রাম নহে? তিনি যে বেহুলার গান অবলম্বন করিয়া দীর্ঘ প্রস্তাবটী লিখিয়াছেন, সেই বেহুলার গানেই নিচানি একটী বৃহৎ জনপূর্ণ নগর বলিয়া উল্লিখিত হয়। সায়ের বেণে (বেহুলার পিতা) নিতান্ত হীনাবস্থ ছিলেন না। তাঁহার বৃহৎ জমিদারী ও পরিবার ছিল। এক্ষণে যে উজানি বা নিচানি নগর আছে, তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিলে বোধ হয় পূর্ব্বে ইহা একটী নগরই ছিল। ইহা গঙ্গাতীরের নিকটবর্ত্তী। এখানে অনেক বেণিয়া অদ্যাপি তাহাদিগকে সায়ের বেণের বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এ অবস্থায় কোন্ উজানি বা নিচানি নগরে বেহুলার পিত্রালয় ছিল বলিয়া বোধ হয়?

২ য়। চাঁদসওদাগর বাণিজ্যব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার বাণিজ্য-পোত সকল বঙ্গোপসাগর দিয়া দক্ষিণ পাঠানে-উৎকলের দক্ষিণাংশে গমনাগমন করিত। সমুদ্র দিয়া যে সকল তরি গমনাগমন করিত, তাহারা জাহাজের মত বৃহৎ না হউক, ৮। ১০ হাজার মণ কিস্তী যে হইবে তাহার সন্দেহ নাই। সেই সকল তরি বা কিস্তী যে বাণিজ্য-দ্রব্যে পূর্ণ হইয়া সামান্য সামান্য খাল বিলের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিত, ইহাও যেন কেমন কেমন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এই স্থলে তিনি বলিতে পারেন, দামোদর দিয়া উড়িষ্যায় যাইত। কিন্তু সে কথা বলিবার উপায় নাই। কেন না তাহা হইলে বাটী হইতে যাত্রা করিয়া উড়িষ্যায় যাইতে কখন আবার ঘুরিয়া আসিয়া ত্রিবেণীর দক্ষিণ শিবপুরের কালীদহে নিমগ্ন হইত না। আর এক কথা তিনি যখন জল-পথে বাণিজ্য করিতেন, তখন তাঁহার অবশ্য বহুতর তরি ছিল। সে সকল তরি কোন্ নদীতে নঙ্গর করিয়া নির্ব্বিঘ্নে থাকিত? ভাগলপুরের চম্পাইনগর গঙ্গার যেরূপ নিকটে, বেহুলা বা যামুই নদী আবার গঙ্গার সহিত যেরূপ স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানের গঠন দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয়, পূর্ব্বে বহুতর তরি এই স্থানে নির্ব্বিঘ্নে নঙ্গর করিয়া থাকিত? বর্দ্ধমান জেলার চম্পাইনগরের নিকটে কোন্ নদীতে তাঁহার তরি সকল নঙ্গর করিয়া থাকিত?

৩ য়। যেখানে বাণিজ্য ব্যবসায় অধিক হয়, সেখানে প্রায়ই কোন না কোন নূতন উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন, ভাগলপুরের তসর নির্ম্মিত খেশ ও বাপ্তা বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। ইহা অন্য কোন স্থানে হয় না। ভাগলপুরের চম্পাইনগরে চাঁদের বাটী হইলে তিনি এ বস্ত্রের ব্যবসা করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু বর্দ্ধমানে সীতাভোগ লালমোহন ভিন্ন এমন কোন প্রসিদ্ধ দ্রব্য আছে যে, তিনি তাহার ব্যবসায় করিতেন বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে?

৪ র্থ। বেহুলা নাচনী, সায়ের বেণে ইত্যাদি নাম গুলি যেন এই স্থানের নাম বলিয়া বোধ হইতেছে। এ নাম কি বর্দ্ধমানে হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয়? যাহা হউক উপসংহারে বক্তব্য, আমরা কিম্বা সংবাদদাতা মহাশয় এসম্বন্ধে অনুমান ও যুক্তি ভিন্ন আর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগে সমর্থ হই নাই। এসম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি না তাহাও বলিতে পারি না। তবে একজন বিজ্ঞ হিন্দুর নিকট শুনিলাম, পদ্মপুরাণে নাকি এই বিষয়টী লিখিত আছে। অনেক অনুসন্ধান করিয়া পদ্মপুরাণ এখানে পাইলাম না। যদি কোন বিজ্ঞ পাঠকের নিকট পদ্মপুরাণ থাকে, ও তাহাতে সত্য সত্যই এই বিষয় লিখিত থাকে, তবে তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেন। নতুবা আমাদের ও সংবাদদাতা মহাশয়ের লিখিত পত্রের পূর্ব্বাপর পাঠ করিয়া কোন চম্পাইনগরে চাঁদসওদাগরের বাস ছিল, তাহা বুঝিয়া লয়েন, ও আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া তাহার ফল ও যেন বিদিত করেন।

ভাগলপুর
৩ রা অগ্রহায়ণ
} শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ

১৫ ই অগ্রহায়ণ সোমবার ।

সোমপ্রকাশকে আমাদের বাসগ্রামে লইয়া আসিয়া আমাদিগের এবং পাঠকগণের একটী অসুবিধা ঘটিয়াছে। অসুবিধাটী এই, আমাদের এখানকার ডাক অপরাহ্ণে কলিকাতায় প্রেরিত হইয়া থাকে। সুতরাং রবিবার রাত্রিকালে কাগজ মুদ্রিত হইয়া পরদিন অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত এখানকার ডাকঘরে পড়িয়া থাকে। পরদিন সে ডাক কলিকাতায় পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। সুতরাং লুপলাইন মেল দারজিলিঙ মেল প্রভৃতি ডাকে সে কাগজ যাইতে পারে না। তৎপরদিন পর্য্যন্ত সে সকল কাগজ কলিকাতার ডাকঘরে পড়িয়া থাকে এইরূপে পাঠকগণের মধ্যে অনেকের কাগজ পাইতে বিলম্ব হইতেছে। আমরা পোষ্ট মাষ্টার জেনেরলের নিকট এতদর্থ আবেদন করিয়াছিলাম, তাঁহারা বলিয়াছেন যে নানা কারণে এনিয়মের আপাততঃ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে না। পাঠকগণ একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন আমরা এই অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছি।

সংসারের সুখ সচ্ছন্দ বৃদ্ধি যেমন রাজ ভাণ্ডারের পরিচায়ক দেশের শান্তি ধন ও শস্যের উন্নতিও সেইরূপ রাজ-ভাণ্ডার পরিচায়ক। আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরলের প্রতি ভাগ্য প্রসন্ন বলিতে হইবে। তাঁহার পদার্পণ মাত্র আমরা দেশ-মধ্যে উক্ত উভয় লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। একদিকে তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই আফগান যুদ্ধের অবসান করিলেন, যে অসংখ্য দরিদ্র লোকের রক্ত সমরক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতেছিল তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যে রত হইবার জন্য বিদায় দিলেন। তাহারা আনন্দধ্বনি করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। অপরদিকে [illegible] অবস্থারও বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। বাজারে চাউল সস্তা হইয়াছে। এরূপ সুন্দর ফসল অনেক দিন দেখা যায় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শস্যের যেরূপ দুরবস্থা ঘটিবার আশঙ্কা ছিল তাহাও অনেক হ্রাস হইয়াছে। এখন বোধ হইতেছে যদি জগদীশ্বরের কৃপায় এ বৎসর দেশ মধ্যে কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হয়, দরিদ্র লোকে একটু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

এই সকল লক্ষণ দেখিয়া দেশের লোকের লর্ড রিপনের প্রতি এক প্রকার ভক্তির উদয় হইয়াছে। লোকে আশা করিতেছে এই গবর্ণর জেনেরলের শাসনে তাহারা সুখে বাস করিবে। লর্ড রিপন যেমন লোকের অনুরাগভাজন হইয়া কার্য্যারম্ভ করিতেছেন এরূপ অতি অল্প গবর্ণর করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ধর্ম্মভীরুতা ও দয়ার যেরূপ প্রশংসা শুনিয়াছি যদি তিনি দৃঢ়তাসহকারে তদনুরূপ কার্য্য করেন তিনি আমাদের অনুরাগ ও সুখ্যাতি-ভাজন হইয়া দেশে ফিরিতে পারিবেন। এইরূপ এক এক জন রাজপ্রতিনিধির শাসন দ্বারা প্রজাদিগের রাজভক্তি যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় এমন আর কোন উপায়ে হয় না। আমরা অদ্য পর্য্যন্ত লর্ড রিপনের যে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে তাঁহার ন্যায়পরতা ও দয়ার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারির ন্যায় তিনি অতিশয় সাবধান লোক, হঠাৎ কাহাকেও কোন প্রকার আশা দিতে চাহেন না। আশা দিয়া নিরাশ করার অপেক্ষা আশা না দেওয়া ভাল, সত্যপ্রিয় লোকের ব্যবহার এইরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রিদলের রাজনীতি কিয়ৎপরিমাণে ভীরুতা দোষে দূষিত হইতেছে, দেখিয়া অনেকে দুঃখিত হইতেছেন। পরামর্শ করিবার সময় দশ দণ্ড চিন্তা কর কিন্তু কার্য্যপ্রণালী একবার নির্নীত হইলে আর কাল-বিলম্ব করা বুদ্ধিমান লোকের কর্ত্তব্য নয়। চিন্তার গভীরতা অথচ কার্য্যে ক্ষিপ্রহস্ততা এই দুইটী প্রতিভাসম্পন্ন লোকের লক্ষণ। যে সকল রাজপুরুষের চরিত্রে এই উভয় লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাঁহারা প্রায় লোকের আস্থাভাজন হইয়া থাকেন। আর যাঁহাদের ইতস্ততঃ করিতেই দশ দিন যায়, কোন কার্য্যপ্রণালী অবলম্বনীয় জানিয়াও যাঁহাদের তদবলম্বন করিতে দশ দিন লাগে তাঁহাদের প্রতি লোকের সমুচিত আস্থা জন্মে না। লর্ড রিপন ভাল মানুষ। এ সংসারে ভাল মানুষের অনেক বিপদ; তন্মধ্যে একটী প্রধান বিপদ এই তাঁহারা অনেক সময় অপরের পরামর্শ দ্বারা চালিত হইয়া থাকেন। লর্ড রিপন যেন ষ্ট্রাচি ও টেম্পল শ্রেণীর ইংরাজদিগের হস্তে ক্রীড়নক না হইয়া পড়েন।

গৃহপালিত পশুকুলের উন্নতির উপায়

আমরা গত বারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আছি যে গো মেষাদি গৃহপালিত পশুকুলের উন্নতি সাধনের উপায় কি এইবারে তাহার আলোচনা করিব।

আমরা পশুকুলের দুর্গতির তিনটী কারণ উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমতঃ তাহাদের চরিবার স্থান সকল [illegible] আনীত হইয়া তাহাদের মাঠে যাওয়া এক প্রকার বন্ধ হইয়া যাইতেছে; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের আহারোপযোগী পুষ্টিকর দ্রব্যের স্বতন্ত্র চাষ করা যে আবশ্যক তাহা এদেশের কৃষক বা গোয়ালাদিগের সংস্কারই নাই, তৃতীয়তঃ বলবান পুরুষের অভাবে বৎস সকল ক্রমেই হীন-বীর্য্য ও ক্ষুদ্র হইয়া পড়িতেছে। পশুকুলের উন্নতির জন্য যে উপায় অবলম্বিত হইবে, তাহাতে এই ত্রিবিধ অনিষ্ট নিবারণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ডের কৃষকদিগের মধ্যে বাস করিয়া যাঁহারা সেখানকার কৃষিপ্রণালী স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট শ্রুত হওয়া যায় যে সেখানে প্রত্যেক গ্রামের সন্নিকটে গো মেষাদির চরিবার জন্য এক এক খণ্ড ভূমি পতিত রাখা হয়। ইহাকে "কমন্স" বলে, সে ভূমিখণ্ডে সর্ব্বসাধারণের অধিকার। আমাদের দেশে কি এরূপ কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করা যায় না? এদেশে সচরাচর দুই তিন খানি গ্রাম পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত দুই তিন খানি গ্রামের পার্শ্বে যদি এক এক খণ্ড ভূমি অকৃষ্ট রাখা যায় তাহা হইলে সেই সেই গ্রামের পশু সকল সেখানে চরিতে পারে।

এরূপ শ্রুত হওয়া যায়; ইংলণ্ডের কৃষক মাত্রেই নিজ ক্ষেত্রে তিন প্রকার শস্য বপন করিয়া নিজ পরিবার পালনার্থ এক প্রকার শস্য বপন করিয়া থাকে, বিক্রয় ও লাভের উদ্দেশে দ্বিতীয় প্রকার শস্য উৎপন্ন করিয়া থাকে; তৃতীয়তঃ সেই সেই সঙ্গে কিয়ৎ পরিমিত ভূমিতে গো মেষাদির আহারোপযোগী শস্য বপন করিয়া থাকে। বাড়ীতে গো মেষাদি থাকিলে তাহাদের জন্য শস্য বপন করা কৃষকের অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। কেবল যে কর্ত্তব্য-জ্ঞানে তাহারা ঐ কার্য্য করে তাহা নহে, এতদ্দ্বারা তাহারা যথেষ্ট লাভবানও হইয়া থাকে। সেই সকল শস্যাদি বাজার হইতে ক্রয় করিয়া দিতে হয় তাহা হইলে ব্যয় অধিক লাগে। আমরা এদেশে যে সকল বিলাতী বলদ ও ধেনু দেখিতে পাই তাহারা এত বলিষ্ঠ কেন? এই সকল কারণেই তাহারা বলবান, সুস্থ ও সুন্দর হইয়া থাকে। আমাদের দেশের কৃষকেরা ও গোয়ালারা অজ্ঞতা নিবন্ধন পশুপালনের রীতি জানে না। যাহারা নিজ নিজ শিশুদিগকে পালন করিতে জানে না, তাহারা যে গৃহপালিত পশুদিগকে উপযুক্তরূপে পালন করিবে এরূপ আশা করাই অসঙ্গত। কলিকাতার পশুশালার কর্ত্তৃপক্ষ যে প্রণালী অবলম্বন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন তদ্দ্বারা লোকের এ অজ্ঞতা নিবারণের অনেক সাহায্য হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ভদ্র ও শিক্ষিত গৃহস্থ মাত্রেরই এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করা উচিত। তাঁহারা নিজ নিজ ভবনে পশু পালনের উৎকৃষ্ট প্রণালী প্রদর্শন করিয়া দেশের অজ্ঞ লোকদিগকে সেই [illegible] আকৃষ্ট করুন।

তৃতীয় অনিষ্টটী নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। কেবল আলিপুরের পশুশালাতে কেন কলিকাতার আরও স্থানে স্থানে এক একটী গোয়াল নির্ম্মাণ করা উচিত। ঐ সকল গোয়ালে ভাল ভাল বিলাতি বলদ রক্ষিত হইবে। পল্লীগ্রাম ও প্রত্যেক স্থানের চতুর্দ্দিকের তিন ক্রোশের মধ্যে এক একটী গোয়াল নির্ম্মাণ করা হইতে পারে। কলিকাতার গোয়াল হইতে উৎকৃষ্ট বলদ সকল সেই সকল গোয়ালে প্রেরিত হইবে। যে সকল লোক স্বীয় স্বীয় ধেনু সেখানে আনয়ন করিবে তাহাদিগের নিকট ।০ কি ।৵০ আনা শুল্ক লইলেই বলদগুলির মাসিক ব্যয় চলিয়া যাইতে পারে। কলিকাতাতে এখন অনেক লোক এইরূপ গোয়াল করিয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতেছে, সুতরাং সে প্রণালীর কিছু উন্নতি করিলে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে এরূপ বোধ হয় না। দ্বিতীয়তঃ উক্ত গোয়াল সকলে বৎসতরী ও বৎস সকলকে প্রতিপালন করিয়া দুগ্ধ বিক্রয় ও বৎস বিক্রয় দ্বারা অনেক লাভ করা যাইতে পারে।

আমাদের বোধ হয় এতদর্থ গাভী ও পশুকুল রক্ষিণী সভা নামে একটী সভা স্থাপিত হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান অবস্থার হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইবার আশা দেখা যায় না। ঐ সভা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া পশুগণের চারণ স্থানের বন্দোবস্ত করিবেন, উপদেশ ও গ্রন্থ প্রচারাদি দ্বারা লোকের অজ্ঞতা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন, পশুকুলের আহারোপযোগী শস্যের বীজ সংগ্রহ ও স্থানে স্থানে প্রেরণ করিবেন, পশু বংশের উন্নতির জন্য বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট গো মেষ প্রভৃতি আনাইবেন, স্থানে স্থানে গোয়াল খুলিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবেন। এইরূপ ১৫।২০ বৎসর পরিশ্রম করিলে লোকের অজ্ঞতা দূর হইয়া গৃহপালিত পশুদিগের অবস্থা বাস্তবিক উন্নত হইতে পারে। এ বিষয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা এত অল্প যে এ জন্য যদি একটী জয়েণ্টষ্টক কোম্পানি হয়, তাহা হইলেও তাঁহারা লাভবান হইতে পারেন। আমাদের দেশের হিতৈষী কৃতবিদ্য যুবকেরা কি করেন? তাঁহারা এই সকল বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হউন।

ত্বরায় এরূপ কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ইতি মধ্যে পল্লীগ্রাম মধ্যেই দধি দুগ্ধ প্রভৃতি দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। গোপগণ যথেচ্ছ জল মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ বিক্রয় করিতেছে, তাহাও পাওয়া দুষ্কর। ত্বরায় এ অনিষ্ট নিবারণ না হইলে এ দুগ্ধও আর পাওয়া যাইবে না। ইংরাজ মুসলমান প্রভৃতি জাতিরা মাংসাশী, তাহাদের দুগ্ধ না হইলেও চলে। কিন্তু দুগ্ধই বঙ্গবাসি হিন্দুগণের এক মাত্র সারবান পদার্থ, এ দুগ্ধ যদি দুষ্প্রাপ্য হয় আমাদের বালকবালিকাদিগকে বাঁচান দুষ্কর হইবে আমাদেরও স্বাস্থ্য রক্ষা কঠিন হইয়া উঠিবে।

ইংলণ্ডীয় সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা।

ইংলণ্ডীয় রাজনীতি এবং ভারতবর্ষীয় রাজনীতি এরূপ নিগূঢ়ভাবে পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ হইয়াছে যে একের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময় অপরটীর বিচারও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এই জন্য আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডীয় রাজনীতির অনুশীলন করিতে হয়। কিন্তু কোন জাতির আভ্যন্তরীণ সামাজিক অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞাত না হইলে তাহার রাজনীতির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হওয়া যায় না। দেশের মধ্যে কত শ্রেণীর লোক আছে তাহাদের কাহার কত বল, কাহার কিরূপ অবস্থা; পরস্পরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ এ সকল নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। আমরা অদ্য ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব, পাঠকগণ যদি সেগুলি স্মরণ করিয়া রাখেন তাহা হইলে ইংলণ্ডীয় রাজনীতি বুঝিবার পক্ষে অনেক সাহায্য হইবে।

ইংলণ্ডের সমাজকে যদি ভূপৃষ্ঠের সহিত তুলনা করা যায় তাহা হইলে ভূস্তরের ন্যায় এই সমাজকেও চারি স্তরে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রথম, রাজবংশ; দ্বিতীয় ভূস্বামিগণ, তৃতীয় উকীল, বণিক, শিক্ষক প্রভৃতি স্বাধীনবৃত্তি মধ্য শ্রেণীর লোক, চতুর্থ শ্রমজীবিগণ। এই চারি শ্রেণীর প্রত্যেকের অবস্থা ও ভাব কিরূপ তাহা আমরা ক্রমে বর্ণন করিতেছি।

ইংলণ্ডে রাজপরিবারের প্রতি লোকের ভক্তির অভাব নাই; কোন রঙ্গভূমিতে বা প্রকাশ্য স্থানে যদি আমাদের যুবরাজ পদার্পণ করেন তাঁহার পদার্পণ মাত্রেই সকলে মস্তক অনাবৃত করিয়া দণ্ডায়মান হয়। রাজপরিবারের সন্তানদিগেরও বিলক্ষণ অহঙ্কার আছে। তাঁহাদিগের সহিত মিশিতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যাই অল্প। অতি সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাদিগকে থাকিতে হয়। রাজকার্য্যের ভার উপযুক্ত মন্ত্রিদিগের হস্তে থাকাতে, আমোদ প্রমোদই ইহাঁদিগের জীবনের প্রধান কার্য্যের মধ্যে হইয়া পড়ে, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজবিধি এরূপ যে কার্য্যতঃ এই রাজবংশের কোন শক্তি নাই। ইহাঁরা কোন নূতন রাজবিধি প্রচার করিতে পারেন না; প্রজাদিগের অমতে কোন রাজবিধি রহিত করিতে পারেন না; প্রজাকুলের অনুমতি ভিন্ন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না; কোন নূতন কর গ্রহণ করিতে পারেন না। নামে ইহাঁদের মন্ত্রি নিয়োগের ভার আছে, নামে ইহাঁরা কোন রাজবিধি অনভিপ্রেত হইলে বর্জ্জন করিতে পারেন কিন্তু সে অধিকার থাকিয়াও নামমাত্র হইয়াছে। এ সকল কার্য্যেও তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পার্লামেণ্টের ও প্রজাদিগের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী হন, আমাদের মহারাণীর এরূপ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে প্রজাদিগের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে হইল। সে ইচ্ছা অবহেলা করিতে তিনি সাহসী হইলেন না।

রাজবংশের পরেই ধনী সম্প্রদায়। ইহাঁরাই ইংলণ্ডের ভূস্বামী। আমাদের দেশে যেমন গবর্ণমেণ্টই সকল ভূমির অধিস্বামী, তাঁহারা ভূমি সম্বন্ধে যাহাকে যে অধিকার দিয়াছেন, সেই তাহা পাইয়াছে। জমিদারদিগকে চিরস্থায়ী স্বত্ব না দিলে যেমন তাঁহারা সে অধিকার পাইতেন না, ইংলণ্ডে সেরূপ নয়। ধনীরাই ভূস্বামী। গবর্ণমেণ্টকে সে লাভের অংশ দিতে হয় না। আমাদের দেশে যেমন ভূমির রাজস্ব হিসাবে বৎসর বৎসর গবর্ণমেণ্টের বহু কোটি অর্থ লাভ হইয়া থাকে ইংলণ্ডে সেরূপ নাই। ভূমির রাজস্ব বলিয়া গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কোন আয়ের দ্বার নাই। এই প্রথার মূল যদি অন্বেষণ করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। নর্ম্মাণ রাজা উইলিয়ম যখন ইংলণ্ড জয় করেন, তখন তাঁহার সমভিব্যাহারে কতকগুলি ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের লোক যখন পরাজিত হইল তখন তদ্দেশের সমুদয় ভূমি উক্ত ধনী ও সম্ভ্রান্ত বন্ধুদিগকে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা উইলিয়মকে আপনাদের দলপতি স্বীকার করিয়া যুদ্ধকালে সৈন্য প্রেরণ দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন; এই মাত্র। এই প্রথা বংশপরম্পরাক্রমে প্রচলিত হইয়া ধনীদিগকেই প্রকৃত ভূস্বামী করিয়া তুলিল। জ্যেষ্ঠাধিকারের নিয়ম প্রচলিত থাকাতে এক এক ধনী পরিবার তিন শত, চারি শত, ছয় শত, আট শত বৎসর ধরিয়া অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। রাজাকে ভূমির জন্য কর দিতে হয় না অথচ ভূমির দিন দিন উন্নতি হইয়া ভূমির আয় পূর্ব্বাপেক্ষা বহু গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে সুতরাং ধনীদিগের অবস্থা ক্রমেই উন্নত হইয়া আসিয়াছে। এই ধনিগণ এক সময়ে ইংলণ্ডের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। ইহাঁরা প্রবল থাকাতে, এবং রাজার নিজের ভূমি বা সৈন্য না থাকাতে, রাজাদিগকে সর্ব্বদা ইহাঁদের মুখাপেক্ষা করিয়া চলিতে হইয়াছে। সেই জন্য রাজা যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন নাই; ইহাঁরা সে পথে

অনেক সময় প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে ইহাঁদের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহারা শিক্ষা ও বিদ্যা বুদ্ধির অভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছেন। দেশ মধ্যে যে সকল উন্নত ও উদার মত দিন দিন অগ্রসর হইতেছে তাহার অধিকাংশের সহিত ইহাঁদের যোগ নাই; ইহাঁরা লর্ডদিগের সভাতে বসিয়া থাকেন; সেখানে উন্নতির প্রতিপক্ষ লোকের সংখ্যাই অধিক। তথাপি দেশের অধিকাংশ অশিক্ষিত লোকের ইহাঁদের প্রতি এতদূর আস্থা যে, গবর্ণমেণ্টকে অনেক পরিমাণে ইহাঁদের মুখাপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে হয়।

তৃতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইহাঁরাই ইংলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। ইহাঁদের অধিকাংশ শিক্ষিত, বিদ্বান সুদক্ষ, কষ্টসহ, স্বাধীনচেতা, পরিশ্রমী ও উদ্যোগী। কমন্সদিগের সভা ইহাঁদিগের দ্বারাই সংরচিত। রাজবিধি প্রণয়ন, রাজবিধি সংশোধন প্রভৃতি কার্য্য ইহাঁদেরই হস্তে। [illegible] যাহা করেন, তাহা অন্যথা করিতে প্রায় কাহারও সাহস হয় না। ধনিসন্তানদিগের মধ্যে যাঁহাদের নাম করণের বাসনা থাকে, তাঁহাদিগকে এই শ্রেণীর পদবী অনুসরণ করিতে হয়। [illegible] সেই প্রভৃতি শ্রেণীর লোক।

চতুর্থ [illegible] ইহাদের অবস্থা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে [illegible]। শিক্ষার অভাবে ইহারা নানা প্রকার [illegible] থাকিত, অজ্ঞতাবশতঃ আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে পারিত না। কিন্তু [illegible] বৎসর ধরিয়া অনেকগুলি মহাশয় [illegible] ইহাদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। দেশের সকলেই ইহাদের [illegible] জন্য, ইহাদের জন্য পাঠাগার, ইহাদের জন্য বাস্ক ইহাদের জন্য [illegible] প্রভৃতি [illegible]। এই সকল উপায়ে ইহাদের অনেক [illegible] উন্নতি সাধিত হইয়াছে। দেশের মধ্যে [illegible] দিন দিন বাড়িতেছে। আর [illegible] গবর্ণমেণ্টের যে কয় পরাজয় [illegible] এই সকল লোক থাকে। ইহাদের [illegible] লণ্ডন, বার্ম্মিংহাম প্রভৃতি যে সকল স্থানে ইহাদের সংখ্যা অধিক সেই সকল স্থান [illegible] একটী দুর্গের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে।

যাহা হউক অদ্যাপি ইংলণ্ডের সমাজকে ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্য হইতে হইলে যে পরিমাণ ধনের প্রয়োজন হয় সে পরিমাণ [illegible] প্রয়োজন হয় না। যে সে ব্যক্তি প্রতিনিধি নিয়োগ সম্বন্ধে মত দিতে পারে না; ধনের একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, তৎপরিমিত ধন থাকিলেই এক জনের মত দিবার অধিকার হয়। ইংলণ্ডের লোকের নিকট ধনের ও ধনীর বড় আদর। এই কারণে ভারতবর্ষে ইংরাজেরা যখন আসেন তখন মনে করেন, তাঁহাদের দেশে ধনীরাই যেমন সাধারণ লোকের নেতা, এখানকার ধনীরাও তেমনি দেশের স্বাভাবিক নেতা। কিন্তু তাঁহাদের দেশে ধনীদের প্রভাব যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত এদেশে সেরূপ নয় এ কথাটী তাহারা বিস্মৃত হন।

ফৌজদারী আদালতের বিচারপতিদিগের সাবধান হওয়া উচিত।

কলিকাতার গোরুর গাড়িওয়ালারা মধ্যে মধ্যে মহাজনদিগের মাল সহিত গাড়ি লইয়া পলায়ন করিয়া থাকে। অনেক সময়ে তাহাদিগের আর উদ্দেশ পাওয়া যায় না, অথচ এই বদমায়েসদিগকে ধৃত করিতে না পারিলে পুলিসের নিন্দা হয়। এই কারণে পুলিসের নিম্নতন কর্ম্মচারীগণ অনেক সময়ে মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইয়া সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে দোষী প্রতিপন্ন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বাহাদুরী লইবার চেষ্টা পাইয়া থাকে। সম্প্রতি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট বি, এল গুপ্তের নিকট এইরূপ একটী মকদ্দমা উপস্থিত হয়। পূর্ব্বাবধি সন্দেহ হওয়াতে তিনি নিজে বিশেষ অনুসন্ধানের পর পুলিসের চাতুরী সপ্রমাণিত করিয়াছেন।

ফৌজদারী আদালতের বিচারপতিদিগের এই ঘটনা হইতে একটী উপদেশ লাভ করা উচিত। ফৌজদারী আদালতে সচরাচর যে সকল মকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা পুলিসের হস্ত দিয়া গিয়া থাকে। যে পরিমাণে অপরাধী লোক ধৃত ও দণ্ডিত হয় পুলিসের কর্ম্মচারীগণ সেই পরিমাণে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইয়া থাকেন। যে পুলিস বিভাগে দণ্ডিত লোকের সংখ্যা অধিক হয় সেখানকার ইনস্পেক্টর জমাদার প্রভৃতির বেতন বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং যে বিভাগে উক্ত সংখ্যা অল্প হয় সেখানকার কর্ম্মচারীদিগকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। এই কারণে কিসে আসামীর দণ্ড হয় পুলিস সতত সেই চেষ্টায় থাকে। যদি প্রকৃত অপরাধী ব্যক্তি ধৃত হয় ভালই, না হয় কোন একজন নিরপরাধী ব্যক্তিকে ধরিয়া মিথ্যা সাক্ষী সাজাইয়া আইন অনুসারে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করে। পুলিস যে প্রকারে কার্য্য করেন তাহা নিম্নে বর্ণনা করা যাইতেছে। কোন গৃহস্থের গৃহে চুরী হইয়াছে, পুলিসের ইনস্পেক্টর বা জমাদার সংবাদ পাইয়া অনুসন্ধানার্থ উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই প্রথমে গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কোন ব্যক্তির প্রতি সন্দেহ হয় কি না? গৃহস্থ যদি কাহারও শত্রুতা বা সন্দেহ থাকে সে তাহার নাম করিয়া দিল। পুলিস দুই এক দিন [illegible] অনুসন্ধান করিয়া যখন কিছু করিতে না পারিলেন তখন দুই কি তিন জন সাক্ষী ঠিক করিয়া মকদ্দমাটী উত্তমরূপে সাজাইয়া তুলিলেন। সন্দেহের উপর সেই নিরপরাধী ব্যক্তিকে ধৃত ও বিচারার্থ প্রেরিত হইল। মিথ্যা আদালতে যাতায়াত করা পুলিসের লোকের কাজ, সুতরাং কোন্ মকদ্দমাতে কোন্ কথার প্রয়োজন হয়, কোন্ কথা কোন্ স্থানে বলিতে হয় তাহারা উত্তমরূপ জানে। তাহারা যে মিথ্যা মকদ্দমা সাজায় অতি বিচক্ষণ বিচারপতিরাও অনেক সময়ে তাহার মর্ম্মোদ্ভেদে সমর্থ হন না।

এই কারণে আমরা বলিতেছি ফৌজদারী আদালতের বিচারপতি মাত্রেরই কলিকাতা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করা উচিত। জগতে দুই ভাবে মনুষ্যের সহিত ব্যবহার করিবার বিধি আছে। প্রথম ভাব এই, যত দিন কোন ব্যক্তির দুশ্চরিত্রতার প্রমাণ না পাও ততদিন তাহাকে সাধু ভাবিয়া কার্য্য কর। দ্বিতীয় ভাব এই যত দিন না কাহারও সাধুতার পরিচয় পাও ততদিন তাহাকে অসাধু ভাবিয়া তদনুরূপ আচরণ কর। বর্ত্তমান আইনে বিচারপতিদিগের প্রতি এই আদেশ আছে যে তাঁহারা পারত-পক্ষে কাহাকেও দোষী ভাবিবেন না। কিন্তু আমাদের বোধ হয় পুলিসের কথাবার্ত্তা শুনিয়া কার্য্য করিবার সময় বিপরীতভাবাপন্ন হইয়া কার্য্য করা ভাল। কারণ পুলিসের নিম্নতন কর্ম্মচারীর অধিকাংশই বদমায়েস ও তাহারা যে মকদ্দমা উপস্থিত করে তাহা মিথ্যা এই সংস্কার হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়। আমাদের দৃঢ় সংস্কার বিচারপতিগণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী না হইলে পুলিসের অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইবার আশা নাই। ইহারা অজ্ঞ অনাথ ও দরিদ্র লোকদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করে তাহার সমুচিত শাস্তি না হইলে ইহাদের চৈতন্য হইবে না।

আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ।

আমাদের পাঠকগণের অনেকে বোধ হয় এখনও আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ কি তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই। সে কারণটী এই; ইংলণ্ডে এরূপ প্রথা আছে যে ভূস্বামী স্বীয় ব্যয়ে নিজ ভূমির উন্নতির জন্য খাল

বেড়া বেড়া প্রভৃতি বাঁধিয়া দিয়া থাকেন কিন্তু আয়র্লণ্ডে সে প্রথা নাই। সেখানে প্রজাকে ভূমির আবাদ করিয়া লইতে হয়। ভূস্বামীর ভূমির কর সম্বন্ধে কোন নিয়ম ছিল না; ভূমিদার ইচ্ছামত কর বৃদ্ধি করিতে পারিতেন এবং ইচ্ছা করিলে একজন পুরাতন প্রজাকে তাড়াইয়া নূতন প্রজাকে সেই ভূমি অর্পণ করিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ছিল যে তাহাদিগকে তাড়াইবার সময় ভূমির উন্নতির জন্য তাহাদের যে ব্যয় হইয়াছে তাহা দিয়া দিবার নিয়ম ছিল না। এজন্য অনেক দরিদ্র প্রজার অনেক ক্লেশ হইত। এই যাতনা বহু কাল অবধি চলিয়া আসিতেছিল। অবশেষে বিগত ১৮৭০ সালে মাডষ্টোন মন্ত্রিদল এক নূতন রাজবিধি প্রণয়ন করিয়া এই নিয়ম করেন যে ভূস্বামিগণ বাকি খাজনা ভিন্ন অন্য কারণে কোন প্রজাকে তাহার ভূমি হইতে চ্যুত করিতে পারিবেন না। যদি বলপূর্ব্বক চ্যুত করা হয় প্রজাগণ ভূমির উন্নতিকল্পে ব্যয়িত অর্থের জন্য নালিশ করিতে পারিবে। এই রাজবিধি প্রণয়ন অবধি ভূস্বামিগণ আর এক পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক স্থলে খাজনার হার বৃদ্ধি করিতেন। প্রজারা সহজে দিয়া উঠিতে পারিত না, অগত্যা তাহাদিগকে ঋণী হইতে হইত। খাজনা বাকি পড়িলেই সেই ছল করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। এইরূপ চলিয়া আসিতেছিল। ইতিমধ্যে দুই বৎসর গত হইল আয়র্লণ্ড দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষক্লেশে পতিত হওয়াতে অনেক প্রজা খাজনা দিতে সমর্থ হয় নাই। ভূস্বামিগণ এই সুযোগ পাইয়া চারিদিকে প্রজাদিগকে নিজ নিজ বাকি খাজনার জন্য তাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রজারা এতদিন স্বীয় স্বীয় ভূমির উন্নতির জন্য যে কিছু ব্যয় করিয়াছে তাহাও তাহাদিগকে দিতেছেন না। প্রজারা এই উপদ্রবে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমান মন্ত্রিদলের আন্তরিক ইচ্ছা যে প্রজাদিগের প্রতি এরূপ উৎপীড়ন না হয়, এবং সেই জন্যই তাঁহারা একটী নূতন আইন প্রচলন করিতেছিলেন। প্রজা ভূমির উন্নতির জন্য যে ব্যয় করিয়াছে ভূস্বামিকে তাহা দিতে বাধ্য করা উক্ত আইনের নির্দিষ্ট মর্ম্ম ছিল। লর্ডদিগের সভাতে এই আইন অগ্রাহ্য হইয়াছে। তৎপরের বিবরণ পাঠকগণ জানেন।

[illegible] মন্ত্রিদল বড় বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগকে দুই পক্ষের তিরস্কার সহ্য করিতে হইতেছে। ভূস্বামিগণ বলিতেছেন, তাঁহারা প্রজাদিগেরই পক্ষ, প্রজাদিগের মুখই চাহিতেছেন, ভূস্বামিদিগের মুখ আর চাহিতেছেন না। ওদিকে আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ দলপতিগণ তাঁহাদের প্রতি নানাপ্রকার কটুক্তি বর্ষণ করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট পার্ণেল ডিলান প্রভৃতি কতিপয় অধিনায়ক স্বরূপ ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া বিদ্রোহের উত্তেজনা করিবার অপরাধে দণ্ডিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন যদি এ সকল ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল তাহা হইলে বিদ্রোহাগ্নিকে এত প্রজ্বলিত হইতে না দিলেই হইত। ইঁহারা যখন অগ্নিময় বাক্য সকল উদ্গীরণ করিয়া দেশময় জেলায় নগরে নগরে লোক সকলকে উত্তেজিত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন তখন ইঁহাদিগের গতিরোধ করিবার কোন চেষ্টা হইল না। এখন লোক সকল ক্ষিপ্তপ্রায় ও নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, এ সময়ে তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া বিচার আরম্ভ করিলেই লোকের আর উত্তেজনার সীমা পরিসীমা থাকিবে না। এই বিদ্রোহাগ্নি প্রকাণ্ড দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে এবং তখন প্রকৃত প্রস্তাবে সমর ঘোষণা ব্যতীত পুনঃ শান্তি স্থাপনের উপায় থাকিবে না।

ইংলণ্ডের ডেলিনিউস নামক পত্রের একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহী প্রজাগণ দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ভয় প্রদর্শন করিতেছে। তাহারা বলিতেছে গবর্ণমেণ্ট যদি বল প্রকাশ করেন তাহারাও আমেরিকা হইতে ফিনিয়ান সম্প্রদায়স্থ বিদ্রোহীদিগকে আহ্বান করিয়া বলের দ্বারা বলের নিবারণ করিবে। উক্ত পত্রপ্রেরক আরও বলেন যে আয়র্লণ্ডের কোন স্থানের একজন লোক একজন প্রজাকে একখানি সমন ধরাইয়াছিল। প্রজাদিগের মধ্যে এরূপ আশ্চর্য্য মতের ঐক্য হইয়াছে যে সেই অপরাধে সে ব্যক্তির দেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক হইয়াছে। তাহার ক্ষেত্রে কেহ মজুরী করিতে আইসে না। তাহাকে স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি লইয়া সপরিবারে মজুরের কার্য্য করিতে হয়, বাজারের কোন লোক তাহাদিগকে খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করে না। পাড়ার বা পথের কোন লোক তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহে না। এই প্রকারে এরূপ অবস্থা করিয়া তুলিয়াছে যে সে হতভাগ্য ব্যক্তিকে হয় না খাইয়া অনাহারে মরিতে হইবে নয় আয়র্লণ্ড ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইবে। ওদিকে প্রতি দিন পুলিসের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গাম বাঁধিতেছে। রিউটার তারযোগে সংবাদ দিয়াছেন সম্প্রতি এক স্থানে এইরূপ দাঙ্গা উপস্থিত হইয়া অনেক গুলি পুলিষ কনষ্টেবল হত ও আহত হইয়াছে। ভূস্বামী ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীদিগকে গুলি করিয়া মারিবার জন্যও অনেক লোক ফিরিতেছে।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি দলপতিদিগকে ধৃত করিয়া বিচার করা গবর্ণমেণ্টের যুক্তি সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। প্রজাদিগকে স্থবায় দুঃখ নিবারণের আশা দিয়া পূর্ব্বোক্ত আইনটী আর এক আকারে পার্লামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করিলে ভাল হইত। তাহা হইলে তাঁহারা প্রজাদিগের চক্ষে শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। আমাদের বোধ হয় আয়র্লণ্ডের প্রধান সেক্রেটারি ফরষ্টার সাহেব এই সময়ে কিঞ্চিৎ অধীরতা প্রকাশ করিয়া বিপদকে দশগুণ বৰ্দ্ধিত করিয়াছেন। প্রজার দুঃখ নিবারণ করা যখন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল তখন তাহাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার না করিলেই হইত।

বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা।

বঙ্গ দেশের শিক্ষা বিভাগের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ক্রফ্ট সাহেব একজন চতুর ও দক্ষ লোক তিনি গত বৎসরে শিক্ষা বিভাগের ব্যয় অনেক কমাইয়াছেন। শিক্ষা বিভাগে যে ব্যয় হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর গবর্ণমেণ্টকে প্রায় তাহার শতকরা ৪৮ ভাগ বহন করিতে হইত, ক্রফ্ট সাহেবের বন্দোবস্তের গুণে সেই ব্যয় প্রায় শতকরা ৪৬ ভাগ দাড়াইয়াছে। ডাইরেক্টর সাহেব সকল বিভাগেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যয় লাঘব করিয়াছেন অথচ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর ছাত্র সংখ্যা অধিক হইয়াছে। ১৮৭৯ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪৭১৮ এবং ছাত্রসংখ্যা ৭০১৭০৭ ছিল, গত বৎসর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮০৭৬ এবং ছাত্র সংখ্যা ৮১০০৭০ দাড়াইয়াছে। বিদ্যালয় ও ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে অথচ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের অংশ হ্রাস হইতেছে; এরূপ ফল সন্তোষজনক তাহাতে সন্দেহ কি, ইহাতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে দেশের লোকের ক্রমেই শিক্ষার আদর বাড়িতেছে।

লোকের শিক্ষার প্রতি যেরূপ আদর বাড়িতেছে মফস্বলের কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা সেরূপ বাড়িতেছে না এজন্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কিঞ্চিৎ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার কারণ এই, বালকদিগের সংস্কার আছে মফস্বলের কলেজগুলিতে ভাল পড়া হয় না। সেখানকার অধ্যাপকগণ সেরূপ কৃতবিদ্য লোক নহেন, সুতরাং তাহারা কলিকাতার প্রেসি-

ডেন্সি কলেজে আসিবার চেষ্টা করে। বালকদিগের এ সংস্কার নিতান্ত অমূলক নহে। গবর্ণমেণ্ট ভাল ভাল লোকগুলিকে কলিকাতায় রাখিয়া দক্ষতা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত হীন ব্যক্তিদিগকে মফস্বলে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহার উপর আবার অধ্যাপকগণ সর্ব্বদা ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন। ইহার উল্লেখ করিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন, শিক্ষা বিভাগের গ্রেডেড প্রোফেসারের সংখ্যা বর্দ্ধিত না করিলে চলিতেছে না। অধ্যাপকগণ বিদায় লইলে, অল্প সময়ের জন্য গবর্ণমেণ্টকে বন্দোবস্ত করিতে হয় তাহাতে অনেক দিকে অসুবিধা ঘটে। মফস্বল কলেজে পাঠের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত না করিলে, বালকদিগের সেখানে থাকিবার প্রবৃত্তি হইবে না। মফস্বল কলেজের কথা দূরে থাকুক, কলিকাতাতে প্রেসিডেন্সি কলেজ ব্যতীত আর যে কয়েকটী কলেজ আছে তাহাতেও ছাত্র সংখ্যা অধিক নয়। তাহার একটীত ছাত্রাভাবে উঠিয়া গেল। ছাত্রগণকে প্রেসিডেন্সি কলেজে মাসে ১২ টাকা বেতন দিতে হয়। অপরাপর কলেজে ৫ টাকা দিলেই প্রবেশ করা যায়। ১২ টাকা দিয়া পাঠ করিতে হয় তথাপি বালকেরা প্রেসিডেন্সি কলেজে যাইবার ইচ্ছা করে। ইহার কারণ এই প্রেসিডেন্সি কলেজে টনি সাহেবের ন্যায় পণ্ডিত ও শিক্ষাকার্য্যপটু ব্যক্তিরা শিক্ষা দিয়া থাকেন। শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত না করিলে মফস্বল কলেজগুলির উন্নতি হইতেছে না।

এই রিপোর্ট মধ্যে আর একটী বিষয় দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করা গেল। ডাইরেক্টর সাহেব বলিয়াছেন যে গত দুই বৎসরের মধ্যে বেহার প্রদেশের লোকের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হইতেছে। প্রায় সমুদায় জেলা স্কুলেই ছাত্র সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। এবং ঐ সকল ছাত্র বেহারবাসিদিগেরই সন্তান। ইনস্পেক্টর অনুমান করেন যে ত্বরায় সেখানে বহুল পরিমাণে গ্রাণ্ট ইন এড দিতে হইবে। বেহারের লোকের এরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া কে না সুখী হইবেন। শিক্ষার অভাবে বেহারের লোকদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছিল। শিক্ষার উন্নতি ভিন্ন সে অবস্থা দূর হইবার উপায় নাই। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন হঠাৎ বেহারবাসিদিগের শিক্ষা বিষয়ে এত উৎসাহ বাড়িল কেন? ইহার কিছু কারণ আছে। কিছুদিন হইতে কতকগুলি বেহারি যুবক ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নানা স্থানের আদালতে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা যেখানে সেখানে আছে, বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। দেশের সাধারণ লোক সর্ব্বদা আদালতে গতায়াত করে, তাহারা এই সকল যুবকের উন্নতি দিন দিন স্বচক্ষে দেখিতেছে। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষার প্রতি তাহাদের আদর বাড়িতেছে আমাদের এইরূপ অনুমান হয়।

এই রিপোর্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠকগণ আর একটী বিষয় দেখিতে পাইবেন। মুসলমানদিগের ও পূর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষার প্রতি আদর বাড়িতেছে। তাঁহারা দেশ মধ্যে হীন হইয়া থাকেন ইহা কাহারও ইচ্ছা নয়। সুতরাং শিক্ষা বিষয়ে তাঁহাদের আগ্রহের উদয় দেখিয়া দেশ-হিতৈষী মাত্রেই সুখী হইবেন।

যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশ্যে সাহায্য করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। সে উদ্দেশ্যটী এই, দেশের লোকে যে পরিমাণে আপনাদের শিক্ষার সদুপায় আপনারা করিবে সেই পরিমাণে গবর্ণমেণ্ট দায় হইতে অব্যাহতি হইবেন। অবশেষে শিক্ষার জন্য আর গবর্ণমেণ্টকে অধিক ভারগ্রস্ত হইতে হইবে না। যে ভাবে দিন দিন শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে আর ২৫। ৩০ বৎসরে বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের ভার এখনকার চারিভাগেরও কম হইয়া যাইবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, ডাক্তার শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের স্থাপিত সংগীত বিদ্যালয় গুলি ক্রমে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। কলিকাতাতে এবং অপরাপর স্থানে যে দুই একটী শাখা বিদ্যালয় ছিল তাহা উঠিয়া গিয়াছে। যোড়াসাঁকোস্থিত প্রধান বিদ্যালয়টীরও অবস্থা আশাজনক নহে। বিদ্যালয় গুলির এরূপ দুর্গতির কারণ কি? শৌরীন্দ্র বাবুর কি এ গুলির প্রতি মনোযোগের ত্রুটী হইতেছে অথবা ইহার অন্য কোন কারণ আছে? আমাদের বোধ হয় এদেশের লোকের সংগীত বিদ্যার প্রতি অনাদরই বিদ্যালয় গুলির হীনাবস্থার কারণ। সাধারণ লোকে দুই প্রকার কারণে একটী নূতন বিদ্যা শিক্ষা করে। প্রথমতঃ যদি তাহাতে কোন প্রকার অর্থ লাভের সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়তঃ সেটী দ্বারা যদি সমাজ মধ্যে সম্ভ্রম লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে। যে বিদ্যা অর্থকরী নয় তাহাও লোকে সভ্য সমাজের অনুরোধে শিক্ষা করিয়া থাকে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যাঁহারা সংগীত শাস্ত্র বিশারদ তাঁহাদের বিদ্যা অর্থাগমের একটী প্রধান উপায় স্বরূপ। আবার যাঁহারা উক্ত বিদ্যা দ্বারা অর্থ লাভ করিবার আশা নাও করেন তাঁহাদের পক্ষেও সভ্য সমাজে বসিবার নিমিত্ত উক্ত বিদ্যার প্রয়োজন হয়। তাঁহাদের সমাজ মধ্যে একজন ভদ্রবংশীয় পুরুষ বা রমণীর অপরাপর গুণের মধ্যে সংগীত বিদ্যা একটী প্রধান গুণ বলিয়া গণ্য হয়। যে ব্যক্তি এবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকেন তাঁহাকে, সমাজ মধ্যে সময়ে সময়ে লজ্জা পাইতে হয়। আমাদের দেশে সংগীত চর্চ্চা বহুদিন লোক সমাজে ঘৃণিত কার্য্যরূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে; লোকের এ সংস্কার অদ্যাপি দূর হয় নাই। যে সকল দেশে এমন স্থান অতি অল্প আছে যেখানে সায়ংকালে সংগীত বা বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনি শ্রুত হয় না। সুতরাং কিয়ৎপরিমাণে সংগীত বিদ্যার চর্চ্চা করা সকলেরই পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। আমাদিগের সে সকল কারণ না থাকাতে ইহার চর্চ্চার জন্যও লোকের আগ্রহ নাই। এই কারণেই বোধ হয় সংগীত বিদ্যালয় গুলির প্রতি লোকের মনোযোগ হইতেছে না। যাহা হউক শৌরীন্দ্র বাবু এবিষয়ে উদাসীন হইলে এ চর্চ্চা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। তাঁহার ন্যায় লোকের যত্ন থাকাতেই এই কয়েক বৎসরে লোকের রুচি কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ সময়ে তাঁহার যত্নের শিথিলতা হইলে লোকেরও উৎসাহের হ্রাস হইবে।

যাহারা রক্ষক তাহারাই ভক্ষক এই বাক্যের সার্থকতা আমরা প্রায় পুলিস হইতেই পাইয়া থাকি, দুঃখের বিষয় কর্ত্তৃপক্ষ পুলিসের দোষ কিছুই দেখিতে পান না। পুলিসের এক একটী অত্যাচারের কথা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, পুলিস বিভাগের কর্ম্মচারীরা যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল, ও পুলিস বিভাগে যেরূপ দুষ্কর্ম্মের আধিক্য এরূপ আর কোন বিভাগেই নহে। অনেকে আমাদিগের নিকট পুলিসের অত্যাচারের বিষয় লিখিয়া থাকেন, কিন্তু পুলিসের লোকের প্রতিকূলে প্রকৃত বিষয় সপ্রমাণ হয় না বলিয়া আমরা অনেক সময়ে অনেক পত্র ফেলিয়া [illegible] পাঠক পুলিস কর্ম্মচারিরা যে কিরূপ অত্যাচারী বর্দ্ধমানের ঘটনাগুলী পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। কিছু দিন হইল বর্দ্ধমানের বনমালী ডোম জনৈক কোন বেশ্যার নিকট গতায়াত করিত সেখানে ফাঁড়ির হেড কনষ্টেবলেরও তথায় আসা যাওয়া ছিল। একদা বনমালী প্রাতঃকালে তাহার বাটীতে বসিয়া ব্রাহ্মণের হুকায় তমাক খাইতেছিল; এমন সময়ে হেডকনষ্টেবল বাবু তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন তুই ব্রাহ্মণের হুকায় যে বড় তমাক খাইতেছিস? ডোমে বলিল ঠাকুর বেশ্যালয়ে আবার জাতি বিচার কি?

হেড কনষ্টেবল বাবু তাহার এই সমান উদর চটিয়া গান এবং তাহার সহিত কিরূপ বন্দনা করেন। শুনা যাইতেছে শেষে হেড কনষ্টেবল তাহাকে শাসাইয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপরে কিছুদিন বাদে বনমালী একদা সন্ধ্যার সময় কালীর ঘাটের দিকে বেড়াইতে যায়, হেড কনষ্টেবল উহা দেখিয়া এক ব্যক্তি দ্বারা তাহাকে থানার ডাকাইয়া আনেন এবং নানাপ্রকার কথোপকথনের পর তাহাকে তামাক সাজিতে বলেন, সে যখন তামাক সাজিয়া ঘরের ভিতর আগুন আনিতে যায় সেই সময়ে একজন পুলিস আমলা তাহার মুখে কাপড় বাঁধে আর হেড কনষ্টেবল সজোরে ক্রমাগত তাহাকে জুতা লাথি মারেন। যখন সে অর্দ্ধমৃত হইয়া পড়ে সেই সময়ে তাহাকে রাস্তার ধারে ফেলিয়া দেয়। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় একজন ভদ্রলোক [...] দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি উহার যাতনা দেখে [...]ন মাতাল মনে করিয়া পুলিসে খবর দেন [...]ডির লোকেরা মাতাল বলিয়া তাহাকে তাহার বাটীতে প্রেরণ করে। ঐ রাত্রিতে বনমালীর কয়েকবার রক্ত বমন হয় ও মল মূত্রের সহিতও রক্ত দেখা যায়। শরীরের বেদনায় সে অচৈতন্য হইয়াছিল। শুক্রবার তাহাকে চিৎপুর হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয় সে তথায় গিয়াও কয়েক বার রক্ত বমন করে। ইহার উপর তাহার ভয়ানক জ্বর হয়। শনিবার আর পাঁচ বার রক্ত বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ডাক্তার বাবু অনেক স্থানে প্রহারচিহ্ন দেখিয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে বনমালী মৃত্যুকালে তাহার হত্যাকারীদিগের নাম নির্দ্দেশ করে ও সনাক্ত করিয়া দেয়। কয়েকজন লোকের সাক্ষ্যেও পুলিসের দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে।

ভ্রমণকারীর পত্র।

বাঁকিপুরে একটী ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, জেল, পাগলাগারদ ও ডিষ্ট্রিক্টস্কুল আছে। কলেজে প্রায় ৬০ জন ছাত্র বাস করেন। কলিকাতা ডিষ্ট্রিক্টস্কুলে ছাত্রেরা যেমন আহারাদির মাসিক নির্দ্দিষ্ট ব্যয় দিয়া নিশ্চিন্ত হন, এখানে সে প্রকার বন্দোবস্ত নাই। এখানকার ছাত্রেরা আপনাদিগের বাসের ব্যয় আড়াই টাকা করিয়া দেন এবং আপনাদিগের আহারের বন্দোবস্ত আপনারা স্বয়ং করেন, শুনিলাম, পূর্ব্বে এখানে কলিকাতার রীতি প্রবর্ত্তিত ছিল কিন্তু এখানকার কর্ম্মচারীদিগের দৌরাত্ম্যে সে রীতি রহিত হইয়াছে। কর্ম্মচারীরা দ্রব্য সামগ্রী এত চুরি করিত যে ছাত্রদিগকে অর্দ্ধাশনে থাকিতে হইত। এই নিমিত্ত ছাত্রেরা আবেদন করিয়া পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত রীতি রহিত করিয়াছেন। এ দেশের ক্ষুদ্র ভৃত্যাদি কর্ম্মচারীর চৌর্য্য একটী অক্ষুণ্ণ দোষ। ইহার প্রধান কারণ ইহাদের দারিদ্র্য। যাঁহাদিগকে ভৃত্যের উপরে নির্ভর করিতে হয়, তাঁহাদিগকে প্রায়ই এই অভিযোগ করিতে শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা পূর্ব্বে "কো অপরেটিভ" কোম্পানি যে অকৃতকার্য্য হইলেন কর্ম্মচারিদিগের চৌর্য্য দোষই তাহার প্রধান [...] এক ব্যক্তি এক দিবস গল্প করিলেন, "কো অপরেটিভের" কর্ত্তারা যখন কর্ম্মচারিদিগের চৌর্য্য দোষের জানিতে পারিয়া বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, তখনও তাহারা সম্পূর্ণ চৌর্য্য পরিত্যাগ করে নাই। তখন তাহারা ঘি চিনি ময়দা একত্র করিয়া ডেলা পাকাইয়া গিলিয়া ফেলিতে আরম্ভ করে। ইহার দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, চৌর্য্য উহাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এদেশীয়েরা অদ্যাপি যে নিতান্ত শোচনীয় হীনাবস্থাপন্ন [...]ছে, এটী তাহার অন্যতর প্রমাণ। সমাজের উন্নতি ব্যতিরেকে এ দোষের সংশোধন হওয়া সুকঠিন। এখানকার সমাজের উন্নতি এখনও বহুদূরবর্ত্তিনী। বিস্তারিতরূপে লেখা পড়ার চর্চ্চা ব্যতিরেকে সে উন্নতির মুখাবলোকন সম্ভাবিত নহে।

আমরা গত শনিবার গুলজারবাগে আফিঙ্গুদাম দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, তথায় বৃহৎ কাণ্ড। শুনিলাম, এই বেহারবিভাগে যাটি [...]হাজার মণ অহিফেন উৎপন্ন হয়। দেখিলাম, কটোরার উপরে অসংখ্য অহিফেনের তাল সজ্জিত করা হইয়াছে। এক একটী তালে এক সের এগার ছটাক অহিফেন আছে। তালগুলি অহিফেনের [...] উপর জড়ান আছে। ঐরূপ জড়ান থাকাতে অহিফেনের তাল কোন প্রকার বিকার [...] না। তালগুলি কোন পাত্রে রাখিয়া তাকাইলে নরম হয়[...]। নরম হইলে উহা জমাইয়া কঠিন মত প্রস্তুত করে। এই সকল অহিফেনের তাল চীন দেশে প্রেরিত হইবে। এক এক তালে কত চীনের যে কত সর্ব্বনাশ করিবে বলা যায় না। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট একদিকে গরদ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড বিধান করেন, কিন্তু স্বয়ং স্বহস্তে অসংখ্য লোককে বিষ দান করিতেছেন। ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও ক্ষোভের বিষয় নয়। চীন দেশে অহিফেন প্রেরণ করিবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। আফিঙ্গ প্রেরিত হয় নাই। এখনও বিস্তর মজুর গুদামে কাজ করিতেছে। শুনিলাম, মে ও জুন মাসে যখন গ্রাম হইতে অহিফেনের আমদানী হয়, তখন ৭।৮ হাজার মজুর এখানে খাটিয়া থাকে। বিস্তর গাড়ি দফাদার ও কৃষক প্রভৃতির ভিড় হইয়া থাকে। সে সময়ে এখানে মহাসমারোহ কাণ্ড উপস্থিত হয়। আমরা মজুর বালকদিগের একটী শিক্ষা-নৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। প্রায় ১০। ১২ হাত উচ্চ কাঠের অশ্বের উপর হইতে কটোরা সজ্জিত অহিফেনের তাল একজন ফেলিয়া দিল, আর একজন তাহা অনায়াসে লুফিয়া লইল। ঘন ঘন এইরূপ করিল, কিন্তু একবারও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল না, কোন স্থানে আঘাতও লাগিল না।

আমি উপরে যে অহিফেনের তালের কথা কহিলাম, সে গুলি বাক্সবন্দী করিয়া চীনদেশে প্রেরিত হয়। সেই বাক্স প্রস্তুত করিবার জন্য তক্তা কাটিবার একটী করাতেরকল আছে। কলটী ঐ আফিঙ্গুদামের সংলগ্ন। অগ্নি জল ও বাষ্পযোগে যেমন সকল কল চলিয়া থাকে, এ কলও সেই উপকরণে চলিতেছে। যে গৃহে কল চলিতেছে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে করাত আছে। ঐ কলের সহিত তাহা সংলগ্ন। যখন তক্তা কাটা আরম্ভ হয়, করাতগুলি নক্ষত্র বেগে ঘুরিতে থাকে। অতি স্থূল তক্তাও নিমেষ মধ্যে চিরিয়া যায়। ইঞ্জিনিয়র সি, এল গারলিঙ্গ এই কলের অধ্যক্ষতা করেন। তিনি তক্তায় ছিদ্র করিবার আর একটী কলের উদ্ভাবন করিয়াছেন। চারিজন ছুতারে এক দিনে যে কাজ করিতে পারে, ঐ কলে একদিনে তাহা সম্পন্ন হয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক সাত হাজার টাকা খরচ বাঁচিয়া গিয়াছে। এ স্থলে ঐ ইঞ্জিনিয়রের নিকট হইতে আমাদের একটী উপদেশ শিক্ষা করা উচিত হইতেছে। ইউরোপীয়েরা যে কাজে যায়, সেই কাজেই কিছু নূতন করিবার চেষ্টা পায়। তাহারা কোনরূপে দিনগত পাপক্ষয় করিয়া কাল কাটায় না। এটী তাহাদের সুশিক্ষা অনলসতা ও অধ্যবসায়শীলতার ফল। ইঞ্জিনিয়র গারলিঙ্গ এ দিকের লেখাপড়া ভাল জানেন না। কিন্তু বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারী বিদ্যা ভালরূপে শিখিয়াছিলেন। বরাবর তাহার দৃঢ়তর অনুশীলন করিয়াছেন এবং সাধ্যানুসারে উদ্ভাবনী শক্তিরও বিনিয়োগ করিয়াছেন, শেষে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

আমরা ঐ দিবস পাটন দেবী ও গুরুগোবিন্দের জন্ম স্থান দর্শন করিয়াছিলাম। পাটন দেবীর কালীমূর্ত্তি। ছোট ও বড় দুটী পাটন দেবী আছেন। আমরা বড় পাটন দেবীর মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। বেতিয়ার মহারাজ দেবালয়টী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। গৃহগুলি ও বাড়ীটী বিলক্ষণ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন দেখিলাম। পূজকেরা দেবীর প্রাচীনতার কথা কহিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বাক্যে আমাদের বিশ্বাস জন্মিল না। আমরা কেবল

প্রকার প্রাচীন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। বড় পাটন দেবী ও ছোট পাটন দেবীর পূজকেরা নিজ নিজ দেবমূর্ত্তির প্রাচীনতা লইয়া বিবাদ করিয়া থাকেন ইহাও দেবীদ্বয়ের আধুনিকতার অপর প্রমাণ। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বড় পাটন দেবীর কোন সম্পত্তি নাই। আগন্তুক আয়ে তাঁহার সেবাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেবী প্রাচীন কালের হইলে অবশ্য তাঁহার দেবোত্তর ভূমি থাকিত।

পাটনা গুরুগোবিন্দের জন্মস্থান। শিখেরা ইঁহাকে দেব তুল্য ভক্তি করে। পাটনায় ইঁহার একটী মন্দির আছে। সচরাচর লোকে উহাকে হরমন্দির বলিয়া থাকে। রাজা রণজিৎ সিংহ ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মন্দিরটী অতি সুন্দর, শিলানটীও চমৎকার। এরূপ সমতল শিলান প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। গুরুগোবিন্দের পাদুকা ও গ্রন্থ সেই স্থানে আছে। তাঁহার ভক্ত মাত্রেই সেই গ্রন্থের পাঠে অধিকারী। তাঁহার সেবকদিগের কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন আছে। উহারা হাতে লোহার চুটা কড়া ও মস্তকে চক্র ধারণ করে। কেশ শ্মশ্রু মুণ্ডন করে না। গ্রন্থে পুরাণের আকারে গুরুগোবিন্দের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত আছে। মুসলমানদিগের উচ্ছেদ করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। তিনি হিন্দুদিগের আরাধ্য দেব দেবী প্রভৃতি মানিতেন। তাঁহার মন্দিরের গায়ে ঐ সকল মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে।

আরঙ্গজেবের সময়ে পাটনায় যে কেল্লা ছিল অদ্যাপি তাহার কতক কতক চিহ্ন আছে। গঙ্গার ধারে একটী ফটক ও উচ্চ প্রশস্ত পুরাতন ভিত্তি দৃষ্ট হইল। আরঙ্গজেব যে অতিশয় ধর্ম্মান্ধ ছিলেন, ঐ স্থানে তাহারও বিশেষ চিহ্ন রহিয়াছে। আমি এক স্থানে কতকগুলি প্রাচীন মসিদ দেখিলাম। ওলন্দাজেরা গঙ্গার ধারে যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, ইহার পার্শ্বে তাহাও আছে। নেপালের মহারাজ উহা ক্রয় করিয়াছেন।

পুস্তক সমালোচনা।

নাগনন্দিনী কাব্য। এখানিতে গ্রন্থকারের নাম লেখা নাই। মৃত মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিয়াছেন নাগনন্দিনী রচয়িতা তাহার ছায়া অবলম্বন করিয়াছেন। মেঘনাদ যেমন রামায়ণ মূলক একখানি তেমনি মহাভারত মূলক। গ্রন্থকার যদিও মেঘনাদের ছায়া অবলম্বন করিয়াছেন সত্য তথাপি আমরা অনেক স্থানে তাঁহার কবিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি।

বামাবোধ। বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ প্রণীত। পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার গোড়ায় একটী ভুলিয়াছেন। এখানি কেবল যে বামাবোধ তাহা নহে অনেক পুরুষবোধও বটে। ইহাতে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন ভাষারও যথেষ্ট পারিপাট্য আছে। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

তাপস মালা। অর্থাৎ মুসলমান তপস্বীদিগের জীবনবৃত্তান্ত। এ গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নাই। কিন্তু ভূমিকায় গ্রন্থকার আপনাকে একজন নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দান করিয়াছেন। ইনি অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্মের বড় পক্ষপাতী। আর যত হউক না হউক গ্রন্থকার ভূমিকায় 'বিশেষরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এখানি তেজ করতোল আওলিয়া নামক পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। গ্রন্থকার এখানিতে কেবল ১৪ জন মুসলমান তপস্বীর জীবনবৃত্তের অনুবাদ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের জীবনে কোন অদ্ভুত ঘটনা বৃত্তান্তও পাঠ করিলাম না। গ্রন্থকার বলিয়াছেন আমি উহার অবিকল অনুবাদ করিলাম না। আমাদিগের পারস্য জানা নাই, গ্রন্থকার তাঁহার বিরচিত গ্রন্থে মূলের যে কি পরিবর্ত্ত করিয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। সংক্ষেপে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে অনুবাদে চমৎকারিত্ব নাই তবে ভাষাটী এক রকম মন্দ হয় নাই।

বারুইপুর দাতব্য চিকিৎসালয় সম্বন্ধে সাধারণের মত। আমরা এখানি দেখিয়া বড় প্রীত হইলাম। বারুইপুরের জমীদার বাবু বসন্তকুমার রায় চৌধুরী ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বয়ং দরিদ্র লোকদিগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ১৮৫১ অব্দে এই ঔষধালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক বড় বড় ইউরোপীয় কর্ম্মচারী তাঁহার নানা প্রকার সুখ্যাতি করিয়াছেন। বাস্তবিক বসন্তকুমার বাবু যেরূপ প্রশংসার কার্য্য করিতেছেন তদ্বিষয়ে আমাদিগের অধিক বলাই বাহুল্য।

দেওয়ানি পেয়াদার কার্য্যবিধি। জেলা শ্রীহট্টের অধীন সুনামগঞ্জের মুন্সেফ বাবু ভুবনমোহন সেন প্রণীত। গ্রন্থের নামই বিষয়ের পরিচায়ক সুতরাং ইহার সম্বন্ধে কিছু বলাই অনাবশ্যক। গবর্ণমেণ্টের হুকুম মূর্খ লোক এখন আর পেয়াদার কাজ পাইবে

যাহাদিগের লেখা পড়া জ্ঞান ও কিছু আইন জ্ঞান আছে, তাহারাই উক্ত কর্ম্ম পাইবে। এই কারণে ঐ কার্য্যে এক্ষণে অনেক মূর্খ ৭। ৮ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইতেছে। ইহাদিগের কোন্ কোন্ কার্য্যবিধি শিক্ষা করা আবশ্যক তাহা সহজে জানিবার উপায় নাই বলিয়া ভুবন বাবু তাহাদিগের যে যে বিধি জানা আবশ্যক কথোপকথন ছলে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে কেবল যে পেয়াদাদিগের উপকার দর্শিবে এমন নহে বর্ত্তমান আইন অনুসারে পেয়াদাদিগের ক্ষমতা যে কতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং তাহাদিগের উপর কি কি কার্য্য ভার সমর্পিত হইয়াছে সংক্ষেপে তাহাও জানা যাইবে।

সতীর দুর্গতি নাটক। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত দাঙ্গীহাট নিবাসী বাবু আধিকারণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সতীর দুর্গতি শুনিলেই হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠিতে হয় কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে নামটী উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইবে। অধুনা কি ধনাঢ্য কি মধ্যবিত্ত কি গরীব প্রায় সকল শ্রেণীর বুদ্ধিমান যুবকেরা পানাশক্ত হইয়া যে সকল কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং পতিব্রতা পত্নীদিগের উপর যেরূপ অন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন গ্রন্থকার তাহারই চিত্র সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য যে মহৎ একথা বলাই বাহুল্য। তবে তিনি যে চিত্র করিয়াছেন তাহার কোন কোন স্থানে কিছু কিছু ত্রুটী ও লক্ষিত হইল। কিন্তু সাধারণতঃ বলিতে হইলে পুস্তক খানি নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম বাঙ্গালিরা [illegible] কার্য্যের অনুপযুক্ত বলিয়া অতঃপর তাঁহাদিগকে আর কমিসরিয়েট বিভাগে নিযুক্ত করা হইবে [illegible]

গবর্ণমেণ্ট এই রেজলিউশন করিয়াছেন তাঁহাদের পরিবর্ত্তে ফিরিঙ্গি ও পঞ্জাবীদিগকে নিয়োজিত করা হইবে।

আশিন নামক স্থানে ইয়াসিয়াশিন্নি কাশ্মীরের মহারাজের প্রজাদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করাতে তিনি তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সৈন্যনিবহ প্রেরণ করিয়াছেন। মেজর বিড্‌লফ্ উহাদিগের সেনাপতি গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করিয়াছেন। পাইওনিয়ার এই জন্য বলিয়াছেন বিড্‌লফ মহারাজের প্রণোদিত হইয়া এই যুদ্ধে গমন করিয়াছেন, যদি কোন প্রকারে শত্রুদিগের দ্বারা তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় গবর্ণমেণ্ট মহারাজকে তজ্জন্য দায়ী করিবেন। এবং তজ্জন্য হয় ত তাঁহার উপর গুরুদণ্ডের বিধান হইবে। যাহা হউক মহারাজের "শিয়রে শমন" ডাকিয়া আনা উচিত হয় নাই।

আমরা দেখিতেছি স্ত্রী শিক্ষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। সাধারণ শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার এই রিপোর্ট দিয়াছেন যে গত মার্চ্চ মাসে যে বৎসরের শেষ হইয়াছে তাহার মধ্যে ১১৪টী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সমষ্টি লইয়া ভারতবর্ষে সমুদায়ে ১১২০৫ টী স্কুল স্থাপিত হইল।

দুই কাণ কাটা গ্রামের ভিতর দিয়া যায়। এক কাণ কাটা গ্রামের বাহির দিয়া যায়। পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন। তিব্বতের কোন ধনী লোক কোন গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিলে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করান। গবর্ণমেণ্টের সংস্কার উহা অতি ঘৃণিত কার্য্য সুতরাং ধনীদিগের পক্ষে উহাই গুরুদণ্ড। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, উহাতে তাহাদিগের চৈতন্য হয় না তাহারা উহাকে লঘুদণ্ড ভাবিয়া উত্তরোত্তর আরও কুকর্ম্ম করিতেছে। তাহারা স্বদল সমভিব্যাহারে গ্রামের মধ্যে ভিক্ষা করিতে যায়, এবং ভিক্ষা না পাইলে যাহা পায় বলপূর্ব্বক তাহা লইয়া চলিয়া যায়। ইহারা এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে।

উদারচেতা সার চার্ল‌স মেটকাফ যখন ভারতের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন সেই সময়ে "পবলিক লাইব্রেরী" নামে একটী সাধারণ পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া এক কীর্ত্তিস্থাপন করেন। এক্ষণে পাঠকের অসদ্ভাব নিবন্ধন পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মূলধনে হাত পড়িয়াছে। এই সকল কারণেই অধ্যক্ষগণ কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন, শুনা গেল তিনি উত্তরে বলিয়াছেন পুস্তকালয়ের জন্য এক্ষণে যে সকল পুস্তক ক্রীত হয় তাহার অধিকাংশই উপন্যাস। অতএব সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য তাঁহারা যদি পুস্তকালয়ের ভার গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কমিটীর উপর সমর্পণ করেন তাহা হইলে তিনি সাহায্য করিতে পারেন নতুবা নহে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম অধ্যক্ষ সভার তরফ হইতে সম্পাদক গোপী বাবু সম্মতি জানাইয়া আবেদন পত্র তুলিয়া লইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও ভারতে টেলিফোণ যন্ত্র বসাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এবিষয়ে তিনি বাণিজ্য সভার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

টোল প্রভৃতির যে সকল ছাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় সংস্কৃত কালেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হন তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য দ্বারভাঙ্গার মহারাজ চারি টাকা সুদের পাঁচ শত টাকার কোম্পানির কাগজ শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টারের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। স্মৃতি পরীক্ষায় যে ছাত্র সর্ব্বোচ্চ হইবে তাঁহাকে মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইবে এতদ্ভিন্ন কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ যাহাকে পুরস্কার দানের উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন তাঁহাকে এককালীন ২০ টাকা দিবেন।

১১ এ নবেম্বর রাত্রি প্রায় সার্দ্ধ দশঘটিকার সময় পুনায় একটী মহা তেজস্কর ধূমকেতু দেখা দিয়াছিল।

মান্দ্রাজের দুটী রমণী বেঙ্গালোর পোষ্ট আফিসের কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে এক্ষণে মণিঅর্ডারের কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

এক ব্যক্তি মেডিকেল জরনাল নামক পত্রে লিখিয়াছেন। স্ত্রীলোকের মস্তকের চুলের সংখ্যা ১৪০ হাজার বিবাহিত পুরুষের বিবাহের দিন জানিতে পারিলে তাহাদের চুলের সংখ্যাও নির্ণয় করা যাইতে পারে।

সি, পিলফোর্ড এ ং বি এল গুপ্ত আই, এ ডিগ্রী পরীক্ষার পরীক্ষক মনোনীত হইয়াছেন।

বিলাতের যুবকগণ ক্রমে ধূমপানপ্রিয় হইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু ধূমপানে কি অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। এই ধূমপানে যে কি অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহা নির্ণয়ের জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারে এক সভা হইয়াছিল। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে উহা পানে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং শ্বাসনালীর পীড়া জন্মে, তাঁহারা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন ধূমপানে যে অনিষ্ট হয় এরূপ অন্য কোন নেশায় হয় না।

কলিকাতায় ট্রামওয়ের কার্য্য বেশ চলিতেছে। ট্রামওয়ে যে দিবস প্রথম খোলা হয় সেই দিবস হইতে এক পক্ষের মধ্যে ৪০ হাজার আরোহী হইয়াছিল। এখন নিত্যই আরোহীর সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে এবার ইহা স্থায়ী হইবে। কোম্পানির সারথিগণও অশ্ব চালনায় বেশ পটু। কোম্পানি সহরের ব‍ড় বড় রাস্তা গুলিতে যতদিন ট্রামওয়ে না চালাই তছেন তাবৎ লোকের সুবিধা হইতেছে না।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট লোক সংখ্যা গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। ঐ বিভাগের কর্ম্মচারীগণ তত্রত্য অধিবাসীগণের নাম ও বয়সের সংখ্যা গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু তত্রত্য মুসলমান অধিবাসীগণ তাহাদিগের অন্তঃপুরচারীণীগণের নাম ও বয়সের সংখ্যা দিতে চাহিতেছেন না। তাঁহারা বলিতেছেন উহা দিলে আমাদিগের জাতি যাইবে। অতএব আমরা দিব না। এই গোলযোগের এখনও কিছু মীমাংসা হয় নাই।

কাবুলের বর্ত্তমান আমীর আবদুল রহমান যে কতবার মরিলেন আর কতবার বাঁচিলেন আমরা তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। এখন আবার শুনা যাইতেছে আমীর তাঁহার কোন গুপ্ত প্রণয়িণীর নিকটে গিয়া কয়েক দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাই তাঁহার মরার খবর আসিয়াছিল। আমাদিগের বোধ হয় তাঁহার বিপক্ষ লোকেই ইহা রটাইয়া ছিল। তাঁহারা বিরক্ত হইয়া জীয়ন্ত মাছে পোক পড়াইতে গিয়া তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছেন। একটী প্রবাদ আছে যারে কয় মর মর সেই পায় দেবার বর।

রুষ সম্রাট যকৃৎ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার পীড়া সঙ্কট এইনিমিত্ত তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী ডলগোরিকের নামে ৩০ লক্ষ টাকা দিয়া বার্লিনের কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া দিয়াছেন।

টুথের সম্পাদক লেবর চিয়ারসাহেব পার্লামেণ্ট সভার সভ্য হইয়াছেন, তিনি লর্ডসভা উঠাইয়া দিবার বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। সম্প্রতি তিনি নর্দাম টনে বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন যে পার্লামেণ্ট সভার আগামী অধিবেশনে তিনি এবিষয়ের আন্দোলন করিবেন।

আগামী বর্ষ হইতে খ্রীষ্টীয় মহিলা" নাম্নী একখানি মাসিক পত্র ৮ পেজী ডিমাই দুই ফর্ম্মা করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে বহির্গত হইবে, ইহার বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত একটাকা ছয় আনা।

কলিকাতা ও ক্রমে কাতলা পাড়ার দেশের ন্যায় হইয়া উঠিল। এখানেও টাকা কড়ি লইয়া দস্যুভয়ে শঙ্কিত হইয়া পথ চলিতে হয়। আমরা অনেকের মুখে দস্যুদিগের এই উপদ্রবের কথা

শুনিয়া থাকি। গত সপ্তাহে যুগলকিশোর দাসের গলিতে একজন দস্যু এক ব্যক্তিকে মারিয়া টাকা কাড়িয়া লইয়াছে। আবার আর এক ব্যক্তি বেলিয়াঘাটা হইতে টাকা লইয়া কাটখোলার কোন মহাজনের গদীতে যাইতেছিল। রমাপ্রসাদ রায়ের বৈঠকখানার পশ্চাতের গলিতে একজন দস্যু তাহার কটিদেশে সজোরে লাঠি মারিয়া তাহার টাকা লইয়াছে। আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে নীত হইয়াছে। শুনা গেল ইনস্পেক্টার সাহেব ঐ হতভাগ্য ব্যক্তির ঘাড়ে টাকা আত্মসাৎ করার দোষ ফেলিতে চেষ্টা পান। কিন্তু মহাজনের জবানবন্দীতে তাঁহার সে বিদ্যা ফুরে নাই।

বাখরগঞ্জ হইতে এক ব্যক্তি হষ্ট পত্রে লিখিয়াছেন নবকুমার কাহালী নামক একজন হেড কনষ্টেবল একদা সন্ধ্যার সময় মিউনিসিপালিটীর পায়খানায় মলত্যাগ করিতে যায়। কিন্তু তাহাতে অবসর না পাইয়া জজ সাহেবের চাকরদিগের পায়খানায় যায়। জজ ক্যাম্বেল সাহেব তখন বাগানে বেড়াইতেছিলেন, নবকুমারকে দেখিয়াই তিনি তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য হুকুম দেন। চাপরাশী-নবকুমারকে ধরিয়া আনে এবং জজ সাহেবের আদেশ মতে নবকুমারকে দিয়া পায়খানা পরিষ্কার করিয়া লয়। নবকুমার ইহা যে জজ সাহেবের পায়খানা তাহা জানিত না, তথাপি সে আপনার খরচে মেথর দিয়া পায়খানা পরিষ্কার করিয়া দিবে এবং সে ব্রাহ্মণ সুতরাং সে নিজে পায়খানা পরিষ্কার করিলে তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হইবে। এই সকল কথা বরাবর জজ সাহেবকে বলিয়াছিল কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। অবশেষে নবকুমার তাহার উচ্চতম কর্ম্মচারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট এই বিষয়ে আবেদন করাতে তিনি এই সংবাদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব নবকুমারকে এই বিষয়ে অভিযোগ করিতে প্রণোদিত করিয়াছেন বলিয়া জজ সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে মান হানির নালিষ করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

কয়েক দিবস হইল হাবড়ার সেসন আদালতে একটী বালিকাপহরণের মকদ্দমা হইতেছিল। মকদ্দমার সময় গবর্ণমেণ্টের উকীল আসামীদিগের স্বীকার বাক্য হইতে কিয়দংশ পাঠ করেন। আসামীর পক্ষের কাউন্সেল উক্ত নথী অসম্পূর্ণ বলিয়া আপত্তি করাতে জজ পেজ সাহেব কাউন্টিং মাজিষ্ট্রেট বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করিয়া তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, রঙ্গলাল বাবু নথী অসম্পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এবং জজ সাহেবের প্রশ্নে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে নানা গোলযোগ প্রকাশ হওয়াতে জজ উক্ত ব্যাপার উপরিস্থ কর্ম্মচারীদিগের গোচর করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং জুরিদিগকে ডেপুটী বাবুর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিতে বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্টের কাগজ সম্বন্ধে এক খানি বিল অর্পিত হইয়াছে। এতদ্বারা গবর্ণমেণ্ট কুপং প্রণালী স্থাপিত করিতে চাহেন। অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রথার পরিবর্ত্তে সাধারণ উত্তমর্ণগণ এক এক খানি চিরকুট পাইবেন। এই চিরকুট যিনি লইয়া যাইবেন তিনি সুদ পাইবেন কাগজে একজনের নাম স্বাক্ষর থাকিলেও যাঁহার হস্তে কাগজ থাকিবে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং সুদ ও ইচ্ছামত কাগজ বদলাইয়া দিবেন।

আমাদের রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন সাহেব লাহোরের অবৈতনিক বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন তিনি মেয় হাঁসপাতালের নিমিত্ত আর পাঁচ শত টাকা দিয়াছেন।

বাঙ্গালার সর্ব্ব প্রথম লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার সিসিল বিডনের অঙ্ক প্রতিমূর্ত্তি শীঘ্রই কলিকাতায় আনীত হইবে। এটী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১৭ নবেম্বর তারিখে হরিদ্বারে গঙ্গা নদীর জলোচ্ছাস হওয়াতে বিস্তর পশু ও মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং অসংখ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহ একেবারে উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে।

আফগানিস্থানের সংবাদ।

১৬ ই নবেম্বর। কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে কয়েকজন মোল্লা বিদ্রোহ উত্তেজনার্থ আপনাদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিদ্রোহী বলিয়া বক্তৃতা করাতে তাহারা ধৃত হইয়াছে।

আমীরের বিপক্ষে কতকগুলি লোক সজ্জিত হইয়া মামান স্থানে সমবেত হইয়াছে। আমীর রুশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন।

আয়ুব খাঁর সহিত যুদ্ধার্থ কাবুল হইতে হিরাটে বিস্তর সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। অনেক কাবুলের শাসনকর্ত্তার শত্রুতাচরণ করিতেছে। হিরাট হইতে সংবাদ আসিয়াছে আয়ুব খাঁ বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

আয়ুব খাঁ বিস্তর অস্ত্র ক্রয় করিতেছেন এবং অস্ত্র প্রস্তুত করাইতেছেন। তিনি মেসেদ নামক স্থানে নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করাইতেছেন। টাকার জন্য তিনি এজেণ্ট পারস্যের সাহায্য প্রার্থনা করিতে তথায় গিয়াছেন। শুনা গেল সাহ তাহাদিগকে টিহারাণে প্রেরণ করিয়াছেন।

আয়ুবের সেনাদিগের একজন পলায়িত সৈন্য কান্দাহারে উপনীত হইয়াছে। সে বলিতেছে আয়ুব কান্দাহারে চাড়িবার যুদ্ধ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তি হইতে দিতেছেন না। তাঁহার কর্ম্মচারীরা এই জন্য কুস ও দৌলতাবাদ নামক স্থানের রাস্তা দিয়া নালামাক যাতায়াত বন্ধ করিয়াছে।

মায়মানা হইতে সংবাদ আসিয়াছে ঐ স্থান এক্ষণে আয়ুব খাঁর অধিকারভুক্ত রহিয়াছে। তিনি তিন দল সৈন্যকে হিরাটে যাইতে আদেশ দিয়াছেন। কান্দাহার হইতে এক ব্যক্তি বোম্বাই গেজেটে লিখিয়াছেন আগামী শীত ঋতুর মধ্যে আয়ুব কান্দাহার আক্রমণ করিতে পারিবেন না।

মেওয়াণ্ডের যুদ্ধে ইংরাজ সেনাদলের যে আনুমানিক ধৃত হইয়াছিল সে ব্যক্তি কান্দাহারে প্রত্যাগত হইয়া বলিয়াছে মহম্মদ হাসন হেলমণ্ডের অপর পার্শ্বে একদল সৈন্য ও ৬ টী কামান লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি এক্ষণে যে পাঠানদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন তাহারা বোধ হয় আর দুই মাসের মধ্যেই শত্রুতাচরণ করিবে।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২১ এ নবেম্বর। ২ রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পার্লামেণ্ট বন্ধ থাকিবে।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আয়র্লণ্ডের গোলযোগ শান্তির উপায় না করিয়া ...দের সপক্ষে কার্য্য করাতে লর্ড সালিসবরি গবর্ণমেণ্টের উপর দোষক্ষেপ করিয়াছেন।

আর্ম্মি নেভি গেজেট বলেন কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ সৈন্যেরা যাহাতে চলিয়া আইসে তজ্জন্য ম্যাগ্‌দালার লর্ড নেপিয়ার সমর সংক্রান্ত আফিসে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

সেনাপতি রবার্টস মান্দ্রাজের কমাণ্ডার ইন চীফ হইলেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২০ এ নবেম্বর। আলবানিয়েরা ডলসিগনোর সৈন্যদিগের সাহায্যার্থ প্রেরিত সৈন্যগণের সাহায্য করিতে অসম্মত হইয়াছে। ডলসিগনোয় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

টিহারাণ ১৯ এ নবেম্বর। ওবেদুল্লা তাঁহার পলায়িত সৈন্যগণকে একত্র করিয়া উরামিয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। উহারা ঘোরতর সংগ্রামের পর নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়াছে। পারস্য সৈন্যগণ তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছে, মুকরী নামক জাতি পলায়ন করিয়াছে। সিয়াহ ও মুরি এই উভয় জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাদের সূত্রপাত হইতেছে।

লণ্ডন ২০ এ নবেম্বর। ইকব্রিজ নামক যে জাহাজ আটলাণ্টিক মহাসাগরে জলমগ্ন হইয়াছে তাহার আরোহীদিগের কাহারও প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই।

লণ্ডন ২১ এ নবেম্বর। বোম্বাইয়ের নূতন গবর্ণর আদম সাহেব আগামী শুক্রবার ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবেন।

ক্যাবিনেট সভার [illegible] মধ্যে মতভেদ হওয়াতে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল গ্লাড-ষ্টোন সাহেব [illegible] করিয়া দিয়াছেন।

শীঘ্র [illegible] পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিবেশন হই-বার সম্ভাবনা [illegible]।

[illegible] ২১ এ নবেম্বর। [illegible] দমনের জন্য [illegible] সাহেব [illegible] দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

[illegible] ২১ এ নবেম্বর। আয়র্লণ্ডের লাণ্ড্লিগ সভার একজন সভ্যকে পুলিষ ধৃত করিতে যাওয়াতে [illegible] নামক স্থানের প্রজারা তাহার প্রতিবন্ধ-কতাচরণ করে এবং বালিঙ নামক স্থানে উভয় পক্ষে ভয়ানক বিবাদ হওয়াতে কয়েকজন পুলিস-কর্ম্ম-চারী আহত হইয়াছে।

[illegible] ২২ এ নবেম্বর। [illegible] সৈন্যেরা তাহাদিগের সেনাপতির বিনা আদেশে বুঙ্গদিগের [illegible] টী পল্লী এককালে বিনষ্ট করিয়াছে।

কেপটাউন ২২ এ নবেম্বর। [illegible] পাঁচ হাজার বাসুতো ১৭০০ ঔপনিবেশিক সৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু পরাস্ত হইয়াছে। এই যুদ্ধে ইংরাজ দিগের ৬ জন ও বিদ্রোহীদিগের ৩০০ শত লোক হত হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৩ এ নবেম্বর। ডার্ভিস পাশা সৈন্য সামন্ত লইয়া যখন ডলসিগনোর অভিমুখে যাইতেছিলেন সেই সময়ে আলবানিয় সৈন্যগণ তাঁহার গতি রোধ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহা-দিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করি-য়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ নবেম্বর। [illegible] ফিনিয়দিগের উৎ-সব উপলক্ষে কতকগুলি লোক কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করাতে ১৪ জন হত হইয়াছে।

আফগান যুদ্ধে যে সকল লোক বীরত্ব দেখাইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন ভারতেশ্বরী খ্রীষ্টের জন্ম-তিথির পরে তাহাদিগকে সম্মান সূচক [illegible] পরাইবেন।

লণ্ডন ২৫ এ নবেম্বর। হোমরুল ক্যাণ্ডিডেট [illegible] সাহেব অতি অল্পলোকের সম্মতিক্রমে ওয়েক্স ফোর্ডের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

মেজর ইভলিন বেরিং ভারতবর্ষ যাত্রা করিয়া-ছেন।

[illegible] নামক বাষ্পীয় পোত জলমগ্ন হওয়াতে ২৫০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২৪ এ নবেম্বর। ১৮৮১ অব্দের ১০ নবে-ম্বর পূর্ব্ব ভারতীয় ঋণ [illegible] লিখিত টাকা পরি-শোধ করা হইবে।

লণ্ডন ২৬ এ নবেম্বর। ক্যাবিনেট সভা স্থির করিয়াছেন তাঁহারা আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ শান্তির কোন প্রস্তাব করিবেন না এবং ডিসেম্বর মাসে পার্লামেণ্টের যে অধিবেশন হইবে তাহাতে আয়র্লণ্ডের ভূমী সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্যও উপ-স্থিত করিবেন না।

মহারাণী ডবলু, পি আদমকে নাইট ও সার ফ্রেডরিক রবার্টসকে গ্রাণ্ড ক্রস অব দি বাথ উপাধি দিয়াছেন

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৫ এ নবেম্বর। ডলসিগ্নো হইতে সংবাদ আসিয়াছে তথায় ভয়ানক যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে। উভয় দলের বিস্তর লোক হত ও আহত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

১৫ ই নবেম্বর। যশোহরের ও সেসন জজ জে, সি, ব্রেট সাহেব বিদায় গ্রহণ করাতে বিদায় প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এফ, ডব্লু, ডি প্যাটার্শন [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] নবেম্বর। দ্বারভাঙ্গার রাজার অন্যতম কর্ম্মচারী এচ এ বিল ৬ ষ্ঠ শ্রেণীর ডেপুটী মাজি-ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-ক্টর বাবু কালীকিঙ্কর সেন পাবনাতে বদলী হইলেন এবং ঐ জেলার অন্তর্গত [illegible] ভার প্রাপ্ত হইলেন।

১৮ ই নবেম্বর। লোহারডগার অন্তর্গত পালা-মোর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ ডবলু ম্যাকাই দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিশনর হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলের প্রতি-নিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এচ, [illegible] দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

দিনাজপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাজমহলে বদলী হইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাজকিশোর নারায়ণ যিনি এক্ষণে সাহাবাদে লাইসেন্স ট্যাক্স আদায়ের বন্দোবস্ত করিতেছেন, দ্বারভাঙ্গায় বদলী হইলেন।

বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, সি ষ্টিভেন্স বীরভূমের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

এ, এ, ওয়েস বীরভূমের প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন। জে, ডব-লিউ এডগার চম্পারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন। জি, এফ, কুরী চম্পারণের জয়েণ্ট মাজি-ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

কটকের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জি, গড্ফে ১৮৭৩ অব্দের বি, সি ৭ আইন অনুসারে আপীলের বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২০ এ নবেম্বর। ২৪ পরগণা ও হুগলীর প্রতি আডিশনাল জজ ও আডিশনাল সেসন জজ ডবলু, এচ, পেজ বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

২৩ এ নবেম্বর। কুচবিহার ও রাজসাহীর প্রতি-নিধি পারসন্যাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেদারনাথ দত্ত ২৪ পরগণার অন্তর্গত বশিরহাটের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-ক্টার বাবু রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজসাহী ও কুচবিহারের পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর হই-লেন।

দার্জ্জিলিঙের অন্তর্গত টিরাইয়ের তহশিলদার বাবু চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী ৭ ম শ্রেণীর ডেপুটী মাজি-ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৯ এ নবেম্বর। হুগলীর মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্র নাথ মিত্র বীরভূমের সবর্ডিনেট জজ হইলেন।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষগাঁর মুন্সেফ হইলেন বলিয়া ৫ ই তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইল।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র দে বি, এল রঙ্গপুরের মুন্সেফ হইলেন; কিন্তু প্রায়ই ইঁহাকে নেলফামারীতে থাকিতে হইবে।

২৩ এ নবেম্বর। নওয়াখালীর অন্তর্গত সন্দীপের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বাসরহাটের ডেপুটী মাজি-ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেদারনাথ দত্ত ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

টিরাইয়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-ক্টার বাবু চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী ফৌজদারী আইনের ১৫ ধারানুসারে ফাঁসিদেওয়া থানায় ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য ও মুন্সেফের ক্ষমতানুসারে বাকী খাজনার সরাসরী বিচার এবং সব রেজিষ্ট্রারের ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

এখানকার মিউনিসিপালিটীর ব্যয় হ্রাসের প্রতি ডেপুটী বাবুর বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। সম্প্রতি এখানে একটী বিশেষ মিউনিসিপাল সভাধিবেশন হয়। এই সভায় ডেপুটী বাবু সভাপতি হইয়া একজন ওভরসিয়রের পদ উঠাইয়া দিয়াছেন এবং স্থানীয় গোভাগাড় চর্ম্মকারদিগকে ইজারা দিয়া মিউনিসিপালিটীর কিঞ্চিৎ আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমাদের মতে গোভাগাড় চর্ম্মকারদিগকে ইজারা না দিয়া উহা খাসে রাখিলে মিউনিসিপালিটীর অধিকতর আয় বৃদ্ধি হইত এবং চর্ম্মকারেরা প্রশ্রয় পাইত না। গোচর্ম্ম আহরণ করণার্থ চর্ম্মকারেরা একেইত বিষ প্রয়োগ করিয়া গোবংশ ধ্বংস করিতে বসিয়াছে, তাহার উপর আবার উহারা গোভাগাড ইজারা পাইল। এমন অবস্থায় যে চর্ম্মকারেরা অধিক পরিমাণে গোহত্যা করিবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব আমাদের ইচ্ছা যে, ডেপুটী বাবু ঐ বিষয় বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া চর্ম্মকারদিগকে গোভাগাড় ইজারাদানে বিরত হয়েন।

এখানে একটী কসাইখানা আছে। ঐ কসাইখানার প্রতিদিন পাঁটা পাঁটী জবাই করিয়া কসাইরেরা রাস্তার উপর ছাড়িয়া দেয়, তদ্দর্শনে সহৃদয় পথিকেরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া থাকে, অতএব ঐ কুপ্রথাটী ডেপুটী বাবু উঠাইয়া দেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। কসাইগণ যদি সংগোপনে পশু হত্যা করিয়া মাংস বিক্রয় করে, তাহা হইলে ঐ বিষয়ে কাহারও আপত্তি নাই।

এখানে যদিও ডেপুটী বাবু "হ্যাকনি কারেজ আক্ট" জারি করিয়া দিয়াছেন, তথাপি গাড়োয়ানেরা সুযোগ পাইলেই আরোহীর নিকট অত্যধিক ভাড়া গ্রহণ করিতেছে। রাসের সময় যাহারা রাণাঘাট হইতে শান্তিপুরে আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তৃতীয় শ্রেণী গাড়ীর ভাড়া ১৶০ পরিবর্ত্তে ৪ ও ৪॥০ ভাড়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখানকার দুর্বৃত্ত গাড়োয়ানেরা যেধাতুর লোক তাহা স্থানীয় লোকের অবিদিত নাই। অতএব আমরা আশা করি, কর্ত্তব্য কর্ম্মপরায়ণ ডেপুটী বাবু ঐ সকল গাড়োয়ানকে আইনানুসারে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হইবেন।

আমাদের অন্যতম অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল কমিশনর বাবু দীনদয়াল প্রামাণিক মহাশয় অকালে কালকবলিত হইয়াছেন। ইঁহার অকালমৃত্যু জনিতশোকে শান্তিপুরস্থ প্রায় সমস্ত লোক দুঃখিত হইয়াছেন। দীনদয়াল বাবু জীবিতাবস্থায় দেশের বিস্তর উপকার করিয়াছিলেন অতএব তাঁহার স্মরণার্থ কোন স্মরণ চিহ্ন সংস্থাপন করা উচিত। দীনদয়াল বাবু শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনর হইয়া স্থানীয় লোকের উপকার ভিন্ন কখন কোন অপকার করেন নাই, এজন্য তাঁহার বিরহে আমরাও যারপরনাই সন্তাপিত হইয়াছি। এক্ষণে দীনদয়াল বাবুর শূন্য পদটী কোন কৃতবিদ্য স্বাধীনচেতার দ্বারা পূর্ণ করাই বিশুদ্ধযুক্তির অনুমোদিত।

এবার এখানে জ্বর বিকারের এমনি দৈন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে যে, হাতুড়ে ডাক্তরেরা প্রতিদিন ৪০। ৫০ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। প্রকৃত ডাক্তার বাবুদের স্নানাহার করিবার অবকাশ নাই। তাঁহারা প্রতিদিন প্রত্যেক রোগীর নিকট দুই টাকা দর্শনী ও ছয় আনা পাল্কী ভাড়া পাইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ঔষধ বিক্রয়ের স্বতন্ত্র লাভ আছে। কলিকাতার ডাক্তার বাবুরা রোগীর নিকট দর্শনী পাইলে স্বীয় ব্যয়ে গাড়ী অথবা পাল্কী চড়িয়া চিকিৎসা করিতে যান, কিন্তু এখানকার ডাক্তার বাবুরা পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া পাল্কী চড়িয়া থাকেন।

মুঙ্গের ও জামালপুর।

গত ১৩ ই নবেম্বর শনিবার বেলা ৪॥ ঘটিকার সময় মুঙ্গের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় গৃহে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র নামক জনৈক যুবা "যুগধর্ম্মের ইতিহাস" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা স্থলে অনেক লোকের সমাগম হয় নাই বটে, কিন্তু বক্তৃতাটী নিতান্ত মন্দ হয় নাই। বক্তার বাঙ্গালা ভাষায় বেস অধিকার আছে এবং বক্তৃতা-শক্তিরও বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলেন "সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দ মনুষ্যের কর্ণে কতবার প্রতিধ্বনিত হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু কয়জন ব্যক্তি পৃথিবীর ইতিহাস এই সকল শাস্ত্রাদিতে সংগ্রহ করিয়াছেন? আমরা রাজকীয় ইতিহাসকেই ইতিহাস বলিয়া জানিয়াছি, বাস্তবিক উহাই পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস নহে। পৃথিবীর ইতিহাসকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম গ্রহ নক্ষত্র বিষয়ক। ২ য় পশু পক্ষী বিষয়ক। ৩ য় মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধীয় এবং ৪ র্থ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। "যুগধর্ম্ম" অদ্যকার বক্তৃতার মন্তব্য অতএব পৃথিবীর ইতিহাসের চতুর্থ ভাগের কথাই আমরা বলিব। এই ধর্ম্ম বিষয় বলিতে গেলেও আবার আমরা দেখিতে পাই যে ইহাকেও ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যেমন জড়োপাসনা, যোগ, ভক্তি ইত্যাদি। প্রথমে লোকে অশ্বত্থ বৃক্ষের পূজা করিয়াছে। পরে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া তাহারাই যোগে নিমগ্ন হইয়াছে এবং আবও পরে ভক্তিরসে গলিয়া গিয়াছে, ঈশ্বর প্রেমে প্রেমিক হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদেরা যেমন প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমরাও প্রত্যক্ষ করি যে পৃথিবীর নিম্নে ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে, ধর্ম্ম রাজ্যেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে, অগ্রে জড়োপাসনা স্তর, পরে যোগের স্তর ও তৎপরে প্রেমের স্তর। মনুষ্য সমাজের উন্নতি যেমন একদিনে সম্পাদিত হয় নাই সেইরূপ ধর্ম্ম সমাজের উন্নতিও এক দিনে হয় নাই। ক্রমশঃ উন্নত হইয়াই ধর্ম্ম আমাদের সমক্ষে একপ সংস্কৃত ভাবে দৃষ্ট হইতেছে। মনুষ্য সমাজের উন্নতি দেখ, প্রথমে মিসর পরে গ্রীস পরে ইউরোপের অপরাপর দেশ সভ্যতাতে উন্নত হইয়াছিল। সিজর ও লুথার প্রভৃতির কথা কি আপনাদের স্মরণ নাই? এক একজন বীরপুরুষের উৎসাহে গ্রাম উৎসাহিত হইয়াছে নগর উৎসাহিত হইয়াছে দেশ উৎসাহিত হইয়াছে এবং পরিশেষে পৃথিবী পর্য্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-রাজ্যে মুসা, ঈশা, মহম্মদ, লুথার, নানক, চৈতন্য উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম যাজন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের জন্য ইঁহারা যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, যে যোগ, বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা কি জগৎ ভুলিয়া যাইবে? কখনই নহে। ঈশা জগতের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হইলেন, আপনার রক্ত দান করিলেন, ইহা কি সামান্য কথা! আপনার রক্ত দান করিয়া কে পরের উপকার করিতে চাহে? দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের একত্ব প্রস্তাব করিয়া পূজ্যপাদ মহম্মদ কি বীরত্বই না দেখাইয়াছেন। এক সময়ে তিনি এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতেছিলেন—"ভাই, বল যে আমার পিতা সেই স্বর্গীয় ঈশ্বর এক" এই সময়ে যুগপৎ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে শত শত লোষ্ট্র বর্ষণ হইতেছিল, তিনি তাহা জানিতেও পারেন নাই। পরে যখন উপদিষ্ট ব্যক্তি উপদেশ স্বীকার করিল তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে পৃষ্ঠে আঘাত হইতেছে। কি চমৎকার আগ্রহ, কি চমৎকার বিশ্বাস! এদিকে বঙ্গদেশে চৈতন্য-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পৃথিবীতে নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা যে স্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন তাহা কি আর নাই? কে বলিল নাই? ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষের অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, সকল মহাপুরুষেরই অনুবর্ত্তী শিষ্য আছে, সম্প্রদায় আছে এবং অনুরূপ পূজাও আছে। কাহারই আবিষ্কৃত নূতন পন্থা জগতে তুষ্টিকৃত হয় নাই। ধর্ম্মের এক একটী বিধান সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। ইহাতেই কি ধর্ম্মের পরিপুষ্টতা হইয়াছে?

দল বিদ্যাশিক্ষার্থে বিলাত গিয়া সমাজচ্যুত হয়েন কেন? তাঁহারা ত তথায় গিয়া খ্রীষ্টান হয়েন না। সময়ে সকলেরই পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে অতএব সময়ে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারায় খ্রীষ্টান সমাজভুক্ত না হইলে সময়ের কলঙ্ক হইবে। কিন্তু সমাজের নিকট প্রার্থনা এই নিয়মটী প্রচলিত হইলে ভবিষ্যতের খ্রীষ্টান ও বিলাত গমন ছাত্রদিগের প্রতি যেন খাটে।

সুরেন্দ্রনাথের খ্রীষ্টান হওয়া সম্বন্ধে ২। ১ জন বলেন" তাঁহাকে কৌশলে ডাকিয়া লইয়া গিয়া জর্ডান জল মস্তকে স্পর্শ করাইয়া বলেন তুমি খ্রীষ্টান হইলে।" একথা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ এত বালক থাকিতে সুরেন্দ্রকে কৌশল পূর্ব্বক খ্রীষ্টান করাইতে খ্রীষ্টানদিগের এমন কি মাথা বাথা হইয়াছিল। সুরেন্দ্র খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টান হইয়াই বা খ্রীষ্টানদিগের কি গৌরব বৃদ্ধি করিত? সুরেন্দ্র নাথের খ্রীষ্টান হওয়া সম্বন্ধে আবার কেহ কেহ বলেন "স্ত্রী মনস্থ না হওয়াতে সে কোন খ্রীষ্টান বালিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া খ্রীষ্টান হইতেছিল, পরে হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আইসে।" একথা কতদূর সত্য আমরা বলিতে পারি না; তবে বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, তাহার স্ত্রীর সহিত সদ্ভাব ছিল না। সে একদিনও স্ত্রীর সহিত ভাল ব্যবহার করে নাই। তাহার দরিদ্র শ্বশুর সর্ব্বস্ব ব্যয়ে তাহাকে জামাই করেন, তাহার স্ত্রীও রূপে গুণে সর্ব্বাংশে ভাল তবে গাত্রের বর্ণ কিঞ্চিৎ ময়লা। সুরেন্দ্র আরমানী বিবি চায়—তাহার স্ত্রী মনের মত হইল না এই দুঃখে খ্রীষ্টান হইতে যাইল এবং মগ্ন হইল, কিন্তু যখন বৃদ্ধ পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে দীক্ষা স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন সুরেন্দ্রের মনে আবার স্নেহের উদয় হইল, পিতার সহিত গৃহে আসিয়া কহিল "আমি মন্ত্র লই নাই, কৌশলে আমার মস্তকে জর্ডান জল ছিটাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক সুরেন্দ্রকে সমাজে গ্রহণ করার পক্ষে সাধারণ বৈদ্য সমাজের যে মত আমাদিগেরও সেই মত।

সুরেন্দ্র খ্রীষ্টান শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করিলে পুনরায় সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না এই বিষয়ে মত লইবার জন্য বৈদ্য-সমাজ জামালপুরের বৈদ্যগণকে যে পত্রাদি প্রেরণ করেন সেই পত্রগুলি ও তৎসহ এখানকার বৈদ্যগণের মতামত সম্বন্ধে পত্রগুলি একত্র করিয়া ওয়ার্কসপে (কারখানায়) বৈদ্যগণের দৃষ্টার্থে প্রেরিত হইলে শুনিতেছি কোন দুষ্ট লোক সমস্ত কাগজ পত্র অপহরণ করিয়াছে। চোর বোধ হয় সুরেন্দ্র খ্রীষ্টানের আপনার লোক হইবে নচেৎ এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে কেন? যাহা হউক তিনি চুরি করিয়া ভাল করেন নাই, লোকে সুরেন্দ্রের অনুকূলে মতামত প্রকাশ করিয়াছিল তাঁহার এই অপকর্ম্মে মনে সন্দেহ করিতে পারে।

রাণীগঞ্জ।

মধ্যবিধ পরীক্ষা গুলি গৃহীত হইয়া গেল। এবারে এঅঞ্চলে এ পরীক্ষার পরীক্ষার্থী অল্প হইয়াছিল। প্রশ্নগুলি সাধারণো মন্দ হয় নাই। তবে গণিতের প্রশ্ন একটু কঠিন গোচের ছিল। আরো কিছু সহজ হইলে সুকুমারমতি বালকদের উপযোগী হইত। আশা করি, ভবিষ্যতে পরীক্ষকগণ আপন আপন পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের দিকে তত দৃষ্টি না রাখিয়া পরীক্ষার্থীদের বয়স দৃষ্টি সমক্ষে রাখিয়া প্রশ্ন নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইবেন। ভাল জিজ্ঞাসা করি, হুগলীর শিক্ষকেরাই পরীক্ষকের পদগুলি কিরূপে এক চেটিয়া করিয়া বসিলেন? ইনেস্পেক্টর মহাশয়ের আফিস না হুগলীতে?

এদিকে জ্বরের প্রকোপ বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর জ্বরকে এ অঞ্চলে এত ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিতে দেখা যায় নাই। এমন গৃহ নাই যেখানে একজন না একজন জ্বরে ক্লেশ না পাইতেছে। আমরা দেখিলাম সিহাড়সোল ইংরাজী বিদ্যালয়ের অনেকগুলি ছাত্র উৎকট জ্বরে অভিভূত হইয়াছে। এমন কি কোন কোন শ্রেণী একবারে ছাত্রশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

শুনিলাম, সিহাড়সোলস্থ স্কুল গৃহখানি শীঘ্র সংস্কৃত হইতে চলিল। আমরা এই অবসরে একটী ছাত্র নিবাস সংস্থাপনের যৌক্তিকতার বিষয় উত্থাপন করিতে সাহসী হইলাম। এ স্থানটী এখানকার মহারাণী মহোদয়ার ব্যয়ে পরিপুষ্ট হয়। মহারাণী বিপুল অর্থের অধিকারিণী। এই ছাত্র নিবাস সংস্থাপনের দিকে একটু মাত্র তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইলেই এ কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইয়া যায়। এখন তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুর বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। তিনি একজন উন্নতচেতা লোক। দেশের হিতসাধন দিকে তিনি একাগ্রচিত্ত। আমাদের আশা হয় আমাদের উত্তেজনা এবার বিফল হইবে না। এ সামান্য মাত্র ব্যয়ে যে তিনি কার্পণ্য প্রদর্শন করিবেন, তাহা ত আমাদের বোধ হয় না।

আমাদের নবাগত মুন্সেফ হরগোবিন্দ বসু সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম, কার্য্যে তাহাই দেখিতেছি। তাঁহার বিচারপ্রণালী অতি পরিপাটী, বাবুর ব্যবহার অতি অমায়িক। ফলে সুবিচার শক্তিতে যে যে গুণ থাকা আবশ্যক হরগোবিন্দ বাবুর সে সমস্ত গুণই আছে। এখন এখানে কিছু দীর্ঘকাল তাঁহার থাকা হইলে পরম সুখের হয়।

কৃষির অবস্থা অতি প্রীতিকর। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মিয়াছে। তণ্ডুলের মূল্য অতি সুলভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শস্য সম্বন্ধে দেশের এত প্রীতিকর অবস্থা আমরা বহুদিন দেখি নাই। উপরি উপরি ৩। ৪ বৎসর এই ভাবে শস্য জন্মিলে আমাদের দেশের আর কোনই অভাব থাকিবে না। তবে রাজার একটু সুদৃষ্টি চাহি। রাজার সে দিকে লোভ পড়িলেই সর্ব্বনাশ।

বিজ্ঞাপন।

মূল্য ১০ টাকা। ডাক মাশুল আনা। আবশ্যক আমার নিকট মূল্য এবং পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত

কলিকাতা কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

নবীন অবলেহ।

ইহা সেবনে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম, রক্ত, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, সূতিকাগ্রহণী, এবং যে কোন উপসর্গ থাকুক এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বহুবার পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম দিয়ে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়।

এক শিশির মূল্য—২৲ টাকা। প্যাকিং ।৵০ আনা।

চন্দনাসব।

মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাবকালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

রত্নগর্ব্ভায়ত ও ব্রহ্মানন্দ তৈল।

(সকল প্রকার উন্মাদরোগের মহৌষধ।)

আমরা অনেক চেষ্টা ও অনেক পরিশ্রম এবং অনেক ব্যয়দ্বারা এই ঘৃত এবং তৈল প্রস্তুত করাতে উন্মাদরোগ প্রায় ২।৩ সপ্তাহ ব্যবহার করাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যথা উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, অতিশয় বকা, উলঙ্গ হইয়া বেড়ান, জ্বল বকা এবং অন্য লোককে আঘাত করা, গৃহ হইতে সহসা দৌড়িয়া পালান, অস্থিত বাক্য রহিত, উদাস, এবম্প্রকার যে কোন বায়ুরোগ হয় এই ঘৃত তৈল ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। যদি অল্প দিনের রোগ হয় তাহা হইলে ১ সপ্তাহ ইহা সেবন করিলে প্রায় রোগ শেষ হইয়া যাইবে।

১ সের ঘৃতের মূল্য ৭০ টাকা।
সের তৈলের মূল্য ৩২ টাকা।
প্যাকিং ৵০ আনা।

...ন।

আমরা প্রা... বৎসর হইতে এই প্রসিদ্ধ কাশরোগের ঔ... নানা স্থানে দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া সাধারণের নিকট ...লেম। এই ঔষধদ্বারা সর্ব্ব প্রকার টান্, কাশি, এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষঃবেদনা, পার্শ্বশূল, অতিঘর্ম্ম, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, (অর্থাৎ বায়ুনালীতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিক শ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকল সত্বর এই ঔষধ দ্বারা শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

ইহার সহিত এক রকম বটীকা সেবন করিতে হয়। তাহার মূল্য ১ টাকা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভদোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৩৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী—পুটিয়া ১০
শ্রীযুক্ত বাবু কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—চাঁইবাসা ৭
" " বৈকুণ্ঠনাথ গুহ—সেরপুর ৫
" " যুধিষ্ঠির দত্ত—রাজপুর ৫।।০
" " নারায়ণদিন তেওয়ারি—দানাপুর ৫
" " তারিণীপ্রসাদ রায়—দিনাজপুর ১০
" " শ্যামাচরণ ঘোষ—যশোহর ৭
" " যদুনাথ মল্লিক—কলিকাতা ১০
" " হরিশ্চন্দ্র সামন্ত—বোকড়া ৭
" " সোণারাম দাস—দেক্রেগড় ৭
" " কেশবচন্দ্র চৌধুরী—করিমপুর ৫
" " নিমাইচন্দ্র রায়—মালদহ ১০
" " মহেন্দ্রনারায়ণ দাস—মেদিনীপুর ৭
" " কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—গৌরীপুর ৭
" " নবীনচন্দ্র দাস—বড়বাজার ৫।।০
" " বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়—ভাগলপুর ৭
শ্রীযুক্ত হেনরি উইলিয়ম—কৃষ্ণনগর ১০
" চন্দ্রতুল্লা সাহা—দিনাজপুর ১০
" সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা, সিমলা পাহাড় ১০
" গৌহাটী নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের ঐ পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে নিজ পত্র দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি ... আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক ঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা বঙ্গক্রম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং"। ৪ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ২২ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮০। ৬ ই ডিসেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

ইংরাজী টীকা।

১৮৮০ সালের ৫ আইনের মর্ম্মানুসারে কলিকাতায় টীকা দিবার জন্য নিম্নলিখিতরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

সরকারী টীকা দিবার স্থান	থানা	উপস্থিত হইবার দিন	টীকা দিবার সময়।
১। চিৎপুর ডাক্তারখানা	শ্যামপুকুর ও কুমারটুলি	সোমবার, বুধবার,	
২। মেয়ো হাঁসপাতাল	জোড়াবাগান ও বড়বাজার	মঙ্গলবার ও শনিবার	
৩। ৩৯ বিডনষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্রের বাটী	বটতলা স্থকিয়াষ্ট্রীট ও জোড়াসাঁকো	সোমবার বুধবার ও শুক্রবার	[illegible]
৪। মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতাল	কলুটোলা ও মুচিপাড়া	মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার ও শনিবার	
৫। টেক্স আফিস	বৌবাজার পদ্মপুকুর ওয়াটারলু ষ্ট্রীট ও ফেণিকবাজার	সোমবার বুধবার ও শুক্রবার	
৬। পার্ক ষ্ট্রীট ডাক্তারখানা	তালতলা, কলিঙ্গা, পার্কষ্ট্রীট ও বামুনবস্তী	মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার	
৭। কেম্‌টিংস হাঁসপাতাল		সোমবার ও শুক্রবার	

যাহাঁরা নির্দ্দিষ্ট দিন ও সময়ে উল্লিখিত স্থানে টীকা লইতে আসিবেন তাঁহাদিগকে বিনা ব্যয়ে টীকা দেওয়া যাইবে

যাহাঁরা আপন বাটীতে টীকা লইতে কিম্বা সন্তানগণকে টীকা দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সেই সরহদ্দের সরকারী টীকা দিবার স্থানে নিরূপিত দিন ও সময়ে দরখাস্ত করিলে সরকারি টীকাদার বাটীতে যাইবে, মিউনিসিপাল আফিসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নামে ডাকযোগে পত্র পাঠাইলে সত্বর প্রতি বিধান করা যাইবে।

বাটীতে টীকা দিবার জন্য মিউনিসিপালিটীকে।০ চারি আনা করিয়া ফি, দিতে হইবে ঐরূপ ফি জমা দিলে একখানি করিয়া ছাপান রসিদ দেওয়া যাইবে।

সরকারি টীকাদার গণ এতদ্ব্যতীত অন্য কোনরূপ ফিঃ কিম্বা পারিতোষিক লইতে পারিবেন না।

কোন বালকের মাতাকে গাড়িভাড়া কিম্বা অন্য হিসাবে দুই টাকার বেশী খরচা দেওয়া যাইবে না সন্তান জন্মাইলে তাহা[illegible] রেজিষ্টারি ও যাহাদের টীকা হয় নাই এমন সন্তানগণকে সত্বর টীকা দিবার জন্য সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

আগামী ১ লা ডিসেম্বর হইতে উল্লিখিত নূতন বন্দোবস্ত কার্য্যে পরিণত হইবে।

মিউনিসিপাল আফিস
২৫ এ নবেম্বর

কে ম্যাকলিয়ড এম ডি
ইংরাজী টীকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়াক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা.

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা [illegible] পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি [illegible] মেডিকাল [illegible] অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প-

[illegible] র বঙ্গিবাসীদের [illegible] স্বীকার করিয়া- [illegible] অতএব গ্রাহক [illegible] বিনয়সহকারে [illegible] সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবেন [illegible] অসুবিধা ও কলিকাতার [illegible] তাঁহারা উপরি উক্ত [illegible] নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

প্রেরিতপত্র।

মহাশয়, [illegible] গত ১৫ নবেম্বরের সোমপ্রকাশে [illegible] সংবাদদাতার সংবাদ পাঠে অতিশয় বিস্মিত হইলাম। যে হেতুক ঐ সংবাদে জিলাম কমিসরিয়েট বাঙ্গালি সংক্রান্ত যে বিষয়টী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমস্ত অলীক ও বিদ্বেষপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। এই জিলায়ে আমরা প্রায় অনধিক [illegible] ব্যবসায়ী উপজীবীকানির্ব্বাহার্থে বাস করিতেছি ও অবস্থানুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।

সময়ে সময়ে যদিও ভিন্ন ভিন্ন [illegible] অনুসারে নৃত্য গীত হয় বটে কিন্তু [illegible] আপনার সংবাদদাতা যে প্রকার [illegible] সহিত আপনাকে ও আপনার পাঠকগণকে [illegible] বাঙ্গালিদের দুরবস্থা ও নিকৃষ্টতা জানাইয়াছেন তাহা বাস্তবিক নহে। নৃত্য, গীত যদি সমাজের [illegible] হানিকর ও অমঙ্গলদায়ী বলিয়া পরিগণিত হইত তাহা হইলে সমস্ত সভ্যপৃথিবীতে কখনই ইহা এতাদৃশ আদরণীয় হইত না। নৃত্য গীত চিত্তের আনন্দদায়ক ও কর্ণ সুখকর একমাত্র বিদ্যা। ইহা অভ্যাস ব্যতীত উপার্জ্জিত হয় না। বঙ্গদেশে এই বিদ্যার অনুশীলন অতি অল্প। কথিত আছে যে ইহাতে পারদর্শী ব্যক্তি এপ্রদেশে প্রচুর পাওয়া যায় এ নিমিত্ত অনেকেরই এদেশে আসিয়া ঐ বিদ্যা চর্চার আশা বলবতী হইয়া উঠে। দুর্ভাগ্যবশতঃ অস্মদ্দেশে ইহার ঈদৃশ দুর্নাম যে প্রায় অর্থোপার্জ্জন বাসনা ভিন্ন অনুষ্ঠিত হয় না। সুতরাং নিম্নশ্রেণীর লোক বিশেষেই ইহার অনুশীলন প্রায়ই লক্ষিত হয়। যখন কোন ব্যক্তি এই বিদ্যা শিক্ষা বা ইহাতে মনোনিবেশ করিবার বাসনায় ঐ শ্রেণীর লোকের অনুসরণ করে তাহাতে [illegible] চিত্ত কলুষিত বা কলঙ্কিত হওয়া মনোমধ্যে [illegible] করা আকাশে পুষ্পের [illegible] মাত্র প্রতীয়মান হয়। বারবিলাসিনী বা [illegible] প্রথমাবধিই হউক বিদ্যা সর্ব্বত্রই সমান আদরণীয়। তখন ইহাদের পরস্পরের চরিত্রের তারতম্য প্রতি লক্ষ্য হয় না। কারণ তখন ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বরং গীত অপেক্ষা চরিতার্থই একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। সকল কার্য্যই উদ্দেশ্য সাপেক্ষ। এস্থলে গায়ক গায়িকা শ্রোতার কতদূর মনোরঞ্জন করিয়াছে জানিতে পারিলে স্বীয় বিদ্যার পরিচয় পায় ও যাহাতে শ্রোতার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে প্রাণপণে এইরূপ যত্ন করে। সুতরাং তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ "বাহোবা" প্রভৃতি উপযোগী ভাষা (যাহা সংবাদদাতা ঐ স্থলের অঙ্গরাগ বলিয়া প্রকটিত করিয়াছেন) ভিন্ন আর কিছুই প্রয়োগ হয় নাই এবং ইহা অপেক্ষা হইতেও পারে না কারণ তাহা অসংলগ্ন ও অসম্বদ্ধ। তবে আমরা এই সকল নৃত্য গীতের সময়ে অশ্লীলতাপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করি বলিয়া সংবাদদাতা যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ধর্ম্ম চিন্তা করা সর্ব্বদা আবশ্যক; কিন্তু যখন ইন্দ্রাদি দেবগণও চিত্তরঞ্জনার্থে দেব সভায় রম্ভা প্রভৃতি নর্ত্তকীদিগকে আনিয়া করিয়াছিলেন তখন আমাদের উপর এরূপ দোষারোপ করা নিতান্ত অন্যায়। (১)

সংবাদদাতা প্রকাশ করিয়াছেন আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই [illegible] বেশ্যাসেবী। ইহা কি প্রকারে তাঁহার অনুভব হইল আমরা স্থির করিতে পারিলাম না। তবে যদি তিনি যখন নৃত্য গীত অনুষ্ঠানে তাঁহার মনে ঐরূপ ভাবনার উদয় হইয়া থাকে তাহা হউক, নচেৎ যদি তিনি কাহার [illegible] কিছু শুনিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ বিষয় যে কতদূর বিশ্বাসের যোগ্য তাহা আমরা বলিতে [illegible] তবে তাহাও যদি [illegible] তিনিও ইহাদের মধ্যে একজন সভ্য [illegible] বেশ্যা সেবা [illegible] সম্বন্ধে [illegible] একজনের মনে দুষ্কর্ম্ম প্রবৃত্তি [illegible] অবলম্বন ব্যতীত সম্ভব নহে। সুরাপান প্রভৃতি যে [illegible] নিকৃষ্ট কার্য্য ইহা [illegible] মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি কিন্তু সুরাপান ও বেশ্যা সেবা [illegible] অবকাশ সাপেক্ষ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বরং পক্ষে ত সংবাদদাতা নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। আর এস্থলে কমিসরিয়েট বিভাগে অবকাশ যে কত সুলভ তাহাও সংবাদদাতা জানেন এবং আপনাকেও বিদিত করিতেছি। প্রত্যহ প্রায় রাত্রি ১০।১১ টা পর্য্যন্ত আমরা সরকারি কার্য্যে আফিসে নিযুক্ত থাকি। অপরাপর উৎসবের দিন দূরে থাকুক রবিবার পর্য্যন্তও অবকাশ পাওয়া যায় না। এমন পরিশ্রমের পর বিরাম ভিন্ন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ বাসনা মনোমধ্যে স্থান পায় না। বলিতে পারি না, যদিও কাহার কাহার মনে এরূপ ইচ্ছার উদয় হয় তাহা হইলে যে উহাতে এককালীন মগ্নতা বলিয়া সংবাদদাতা প্রকাশ করিয়াছেন ইহা অতিশয় অন্যায়। সুরা তাহাদিগকে গ্রাস করে নাই ইহা নিশ্চয় জানিবেন (২)। সুরাপান ও বেশ্যা সেবা (যে কোন প্রকারেই ও যত পরিমাণেই হউক) নিন্দনীয় ও সমাজের হানিকর, অতএব অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কিন্তু যদি এ নিমিত্ত জিলামস্থ বাঙ্গালীগণই দূষিত ও অর্ব্বাচীন বলিয়া আপনার সংবাদদাতার প্রতীয়মান হয় তবে বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত জগতে তাঁহার রুচির অনুযায়ী স্থান ও সমাজ অবশ্যই অপ্রাপ্য।

আমরা পাগড়ি বাঁধিয়া পঞ্জাবীদের সহিত মিলিত হইতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জা বোধ করি না, যদিও দেশ কাল পাত্র বিশেষে তাহাদিগের রুচির বিশেষরূপ তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি ও আমাদের ন্যায় বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণের সন্তানবৃন্দ ব্যতীত অন্য কেহ নহে। আপনার সংবাদদাতা কি কারণে তাহাদিগকে স্নেহনেত্রে না দেখিয়া বিদ্বেষপূর্ণ হৃদয়ের সহিত অবলোকন করিতেছেন বলিতে পারি না। যদিস্যাৎ আমাদের ন্যায় তিনিও পগ ধারণ করিয়া পঞ্জাবী ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হয়েন তাহা হইলে বোধ হয়

(১) [illegible] বিশেষ [illegible] প্রয়োগ [illegible] আমাদের দেশের অনেক [illegible] কিন্তু তাহা নিতান্ত [illegible] যাঁহাদের নিজ চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি আছে [illegible] ধর্ম্মনীতির উন্নতির ইচ্ছা আছে; ইহাঁরা কখনই এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। যত দিন না এই সকল কার্য্যের প্রতি লোকের ঘৃণা জন্মিতেছে, ততদিন সমাজের লোকের চরিত্রের উন্নতির আশা দেখা যায় না। নৃত্য গীত নির্দ্দোষ পদার্থ, ইহাতে চিত্ত [illegible] সমাজের সুখ বৃদ্ধি হয়। ইহা বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই স্বীকার করেন; কিন্তু তাহা বলিয়া নিকৃষ্ট ও অপবিত্র [illegible] দিগকে লইয়া আমোদ করা নিতান্ত দূষিত কার্য্য।

(২) পত্রপ্রেরকদিগের এই কথাগুলি পাঠ করিয়া আমাদের একটী বিষয় স্মরণ হইতেছে। অনেক সুরাপায়ী লোকের মুখে সর্ব্বদা একটী কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলিয়া থাকেন "আমরা মদ খাই, মদ আমাদিগকে খায় না।" এ কি সেই ভাবের কথা! আমাদের পত্রপ্রেরকগণ এরূপ ভ্রান্ত মতের পোষকতা না করেন। তাহা হইলে অনেক দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি উৎসাহ পাইবে। আমরা জানি অনেক বাঙ্গালি যুবা এইরূপ যুক্তিপথ ধরিয়া নিজের পরিবারের ও দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এই জন্য এ উভয় পাপকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকি। পত্রপ্রেরকগণ বলিয়াছেন ঘৃণা ধার্ম্মিকের লক্ষণ নয়; আমরা বলি পাপের প্রতি যার ঘৃণা নাই সে ব্যক্তি ধার্ম্মিক নামের যোগ্যই নয়। পত্রপ্রেরকগণ যাহাতে দেশের লোককে এই সকল পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন; সেই চেষ্টা করিবেন, তদ্ভিন্ন এদেশের দুর্গতি দূর হইবে না।

সমাজের উন্নতি ও পিতৃপুরুষের মুখোজ্জ্বল হইতে পারে।

জগতে কোন বস্তুই ঘৃণাস্পদ নহে। ঘৃণা একমাত্র উদ্ধত চেতার পরিচয়ের পরাকাষ্ঠা, ধর্ম্মের বিপরীত অসার স্বরূপ। সংবাদদাতার ভাবে প্রকাশ যে তিনি একজন ধার্ম্মিক কিন্তু সম্প্রদায় নির্বিশেষে যেরূপ চিত্তের বিকলতার ও বিদ্বেষ পূর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বোধ হইতেছে যে তিনি ঐরূপ একপ্রকার অব্যবস্থাচিত্ত সম্পন্ন ও অদূরদর্শী হইবেন। আর এই হিমাদ্রির গর্ভে বসিয়া গো হত্যা প্রভৃতি যে কত শত গুরুতর কার্য্য হইতেছে তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এই কল্পিত সুরাপান ও বেশ্যা সেবার উপর এতাধিক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। বোধ হইল যে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে অথবা সম্পাদক মহাশয়ের মনোরঞ্জন করিবার মানসেই এই কল্পনা বিশিষ্ট সংবাদদানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন।

সংবাদদাতা স্বয়ং লিখিয়াছেন যে আমাদের অল্প বিদ্যা সুতরাং উপরি উক্ত উক্তিটী কখনই তাঁহার প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর মধ্যে পরিগণিত হইবে না (১)।

ঝিলম ২৭ এ নবেম্বর ১৮৮০।	অনুগত শ্রীঃ- কমিশরিয়েট।

সোমপ্রকাশ

২২ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

সুরার নূতন আইনের ফল।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে "আউট্‌ষ্টিল সিষ্টেম" নামক নূতন লাইসেন্স প্রথা প্রচলিত করাতে দেশ মধ্যে সুরাপানের নিতান্ত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। সকল জেলা হইতেই শোচনীয় সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সে দিন দারজিলিঙ্গ হইতে শুনা গেল যে এই প্রথা নিবন্ধন পাহাড়ী জাতিগণ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। সাঁওতাল ও বেহারের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগেরও দুর্দ্দশা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। অশিক্ষিত ও অসভ্য লোকদিগের মধ্যেই পান দোষের আতিশয্য ঘটিয়া থাকে। তাহারা আপনাদিগের প্রবৃত্তি সকলকে নিয়মিত করিতে পারে না। সুতরাং এ সকল দোষ একবার তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাদিগকে একবারে দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত করে। গবর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন? তাঁহাদের রাজস্বই কি বড় হইল?

পুরাতন প্রথানুসারে স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের এক একটী ভাঁটী ছিল। শুঁড়ীরা সেখান হইতে মদ চোয়াইয়া লইয়া যাইত। যে, যে পরিমাণে সুরা প্রস্তুত করিত তাহাকে সেই পরিমাণে কর দিতে হইত, এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের ভাঁটী তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুরার উপর কর না করিয়া দোকানের উপর কর স্থাপন করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি নীলামের ডাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ডাকিতে পারে সেই দোকান খুলিতে পারে; তৎপরে সে দোকানে সে যত পরিমাণে সুরা বিক্রয় করুক তাহাতে বাধা নাই। মনে কর পূর্ব্বে যে দোকানে মাসে দুই মণ বিক্রয় হইত, তাহাতে তিন মণ বিক্রয় করিতে হইলে তদনুসারে অধিক কর দিতে হইত, কিন্তু এক্ষণে সেই ব্যক্তি একবার ১০ টাকা কর দিয়া ইচ্ছা হইলে মাসে ৮০ মণ ১০০ মণ ২০০ শত মণ দুই হাজার মণ সুরার বিক্রয় করিতে পারে। দোকানখুলিবার অনুমতি পাইতে গুরুতর কর দিতে হয়, সুতরাং সুরা বিক্রেতাগণ অধিক পরিমাণে সুরা বিক্রয় করিয়া নিজ লাভের অংশ অধিক করিবার চেষ্টা করে। লোকে যাহাতে অধিক সুরা পান করে তাহাদের সেই চেষ্টা। সুরার মূল্য অল্প করাই লোকের সুরাপানে প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিবার প্রধান উপায়। সুতরাং [illegible] পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সুরার মূল্য নিকৃষ্ট [illegible] করিয়াছে। লোকের পানাসক্তির দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। পাঠকগণ বলুন ইহা কি প্রকারান্তরে সুরা বিক্রেতাদিগকে সুরাপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করা হইল না? গবর্ণমেণ্ট [illegible] বুঝিতেছেন; আমাদের এক্সাইজ [illegible] যে কয়েক লক্ষ টাকা পাওয়া [illegible] আমরা আউটষ্টিলের নিয়ম করিয়া [illegible] লইলাম, তৎপরে চোরা আফিম [illegible] আছে। চোরা যে কোন উপায়ে আফিম [illegible] দের আর বৃদ্ধি বলিয়া [illegible] বোর্ডের কর্ত্তাগণ এরূপ বিচার [illegible]!

এই পানাসক্তি বৃদ্ধির অনিষ্ট ফল [illegible] চারিদিকে অনুভূত হইবে। সহস্র সহস্র দরিদ্র [illegible] নিঃস্ব হইবে, অসংখ্য দরিদ্র পরিবার অন্নাভাবে মরিবে, অসংখ্য বালক বালিকা শিক্ষা ও সদৃষ্টান্তের অভাবে বদমায়েস হইয়া উঠিবে; এবং দাঙ্গা, হাঙ্গাম খুন প্রভৃতি চারিদিকে বাড়িতে থাকিবে। বাড়িবে [illegible], ইতিমধ্যেই এই সকল অনিষ্ট ফল [illegible]। আমরা অধিক দূরের কথা বলিব না। আমাদের [illegible] নিকটবর্ত্তী ও কলিকাতার উপনগরের অন্তর্বর্ত্তী একটী স্থানের উল্লেখ করিলেই [illegible] হইবে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম এই নূতন প্রথা নিবন্ধন টালিগঞ্জ নামক স্থানে নানা প্রকার গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। এখানে মাতালদিগের বিশেষ জনতা দৃষ্ট হইতেছে। ইহার কারণ এই, ইহার উভয় ভাগেই দক্ষিণ উপনগরীয় মিউনিসিপালিটীর অধিকার। সেখানে এই নূতন প্রথা প্রচলিত হয় নাই সুতরাং সেখানে সুরার মূল্য অধিক। এই কারণে টালিগঞ্জের উত্তর বিভাগের যত লোক দক্ষিণ বিভাগে অর্থাৎ রসাপাগলা নামক স্থানে সুরাপানার্থ মিলিত হয়। এখানে অনেকগুলি গাড়িওয়ালা, ঢুলিওয়ালা, আড়তদারদিগের মজুর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোক বাস করে, তাহারা অল্প পয়সায় সুরা পাইয়া প্রত্যহই দলে দলে দক্ষিণ বিভাগের দোকানে আসিয়া থাকে। সুতরাং দাঙ্গা হাঙ্গাম প্রভৃতির সর্ব্বদা ঘটনা হইয়া থাকে, এমন কি এরূপ জনরব যে রাত্রিযোগে এখানে পথিকদিগকে ধরিয়া লুণ্ঠন প্রভৃতিও আরম্ভ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি এই সময়ে বিশেষ সতর্ক না হন এই স্থানটী বদমায়েসের আবাস ভূমি হইয়া উঠিবে।

পানাসক্তি নিবন্ধন ইংলণ্ডের কিরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ইংলণ্ডের লোকে ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। জন ব্রাইট প্রভৃতি দেশের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর [illegible] সম্প্রতি সুরাপান [illegible] [illegible]

[illegible]

(১) [illegible] একটী কথা [illegible] আমরা [illegible] জানিয়াছি যে পঞ্জাবের বাঙ্গালিদিগের [illegible] উক্ত দোষ প্রবল। সম্প্রতি [illegible] লিখিয়াছেন [illegible] সকল মদ্য মাংস [illegible] যাইতেছে। [illegible] সুরাপান করিয়াছিলেন [illegible] তাঁহার [illegible] এবং [illegible] সম্পাদকের [illegible] এ কথা [illegible] পাঠাইয়া দেন। শুনিয়াছি সেই স্থানে [illegible] হইয়াছেন।" পত্রপ্রেরকগণ [illegible] এ সকল শুনিলে কি ঘৃণা ও লজ্জার উদয় হয় না। [illegible] সকল অপবাদ ও অসচ্চরিত্র বাঙ্গালির জন্য বাঙ্গালি [illegible] দূষিত হইয়াছে।

...ন সব সংবাদ লিখেছেন এবং যথা বুদ্ধি যথা সাধ্য দুই চারি কথা বলিয়া এক খানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিতেছেন। কিন্তু দেশের লোকে যাহাতে রাজনীতি বিষয়ে চিন্তা করিতে শিখে, অথবা যাহাতে তাহারা নিজ নিজ অধিকার সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে; যাহাতে সেই সকল অধিকার রক্ষার বাসনা তাহাদের অন্তরে উদিত হয়, যাহাতে দেশের ভদ্রাভদ্রের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পতিত হয় সে বিষয়ে কাহারও বিশেষ চেষ্টা দৃষ্ট হয় না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বড় বাড়ীর কর্তা বাবুর ন্যায় নিজের গদি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, সভ্যদিগের সঙ্গতি নিবন্ধন অর্থের অভাব নাই; দুই একজন ব্যক্তি লোকের প্রসাদে বুদ্ধি বিদ্যারও অপ্রতুল নাই; সুতরাং নিজ গদিতে বসিয়াই দুই একটী পাকা কথা বলিতেছেন; বিজ্ঞ লোকের ন্যায় গবর্ণমেণ্টকে দুই একটী সারগর্ভ পরামর্শ দিতেছেন। জমিদারদিগের স্বার্থ তাঁহারা কয়েক জনে যাহা বুঝিতেছেন তাহা প্রাণপণে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু দেশে রাজনীতি চর্চ্চা বৃদ্ধি হয় এইরূপ কোন উপায় ইঁহারা অবলম্বন করিতেছেন না। বোধ হয় সেরূপ কার্য্যকে আপনাদের অবলম্বনীয় কার্য্য বলিয়া গণনা করেন না।

এতদ্ভিন্ন ভারতসভা নামে একটী সভা আছে। ইঁহারা মধ্যবিধ শ্রেণীর মুখপাত্র স্বরূপ। সভার জন্ম গ্রহণের সময়ে সভ্যগণ দেশ মধ্যে রাজনীতি চর্চ্চার সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এসম্বন্ধে যে কিছু করেন নাই তাহা নহে; মধ্যে মধ্যে সিবিল সার্ব্বিস সংক্রান্ত আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করাইবার জন্য দেশে দেশে লোক পাঠাইয়া ও শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ মহাশয়কে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়া ইঁহারা রাজনীতি চর্চ্চার অনেক সাহায্য করিয়াছেন কিন্তু এরূপ ক্ষণে ক্ষণে এবং সুবিধা ও আবশ্যক মত কার্য্য করিলে হইবে না। এই কার্য্যটী সভার একটী প্রধান কার্য্য হওয়া উচিত। ইহার সঙ্গে তুলনায় ইংলণ্ডে স্থায়ী প্রতিনিধি প্রেরণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। যাহাদের প্রতিনিধি হইয়া যাইবে তাহারা কই? তাহারা এখনও নিজ নিজ অধিকার বুঝিল না; তাহাদের হইয়া যে কথা বলিতে যাইব তাহারা তাহার আবশ্যকতা অদ্যাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না; তাহারা দেশের কি উপকার দর্শিবে তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইল না। তবে কাহার প্রতিনিধি হইয়া যাও? দেশের আত্মশাসন, প্রতিনিধি প্রেরণ, আবেদন প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যের মূলে মানুষ প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। অগ্রে মানুষ প্রস্তুত কর এ সকল আপন আপনি হইবে।

অনেকে প্রশ্ন করিবেন তাহার উপায় কি? ইহার অনেক উপায়? দেশের মধ্যে স্বাধীন বৃত্তিভোগী, অথচ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া একটী প্রধান উপায়। বর্ত্তমান সময়ে এক গবর্ণমেণ্টের দাসত্বে কত শত শত শিক্ষিত লোকের হস্ত পদ, রসনা ও লেখনী বাঁধিয়া রাখিয়াছে। প্রজাদিগকে নিজ নিজ অধিকার শিক্ষা দিতে গেলেই অনেক সময় কোথায় কোথায় সেই অধিকারের ব্যাঘাত ঘটিতেছে তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক হইবে। সুতরাং অনেক স্থলে গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত কার্য্য প্রণালীর প্রতিবাদ করা প্রয়োজনীয় হইবে। গবর্ণমেণ্টের ভৃত্যদিগের পক্ষে এরূপ আচরণ নিষিদ্ধ। এইরূপে দেশের কত বিজ্ঞ, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোক বাঁধা পড়িয়া আছেন। বুদ্ধি বিদ্যাতে যাঁহারা দেশের মধ্যে অগ্রগণ্য ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতা হইবেন তাঁহাদিগের রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলিবার সাধ্য নাই। যুবকদিগেরও স্বাধীন বৃত্তির দিকে গতি নাই। একটী বড় চাকরী জুটিলে দেশহিতৈষীদিগের অগ্রগণ্য ব্যক্তিও লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। তবে আর প্রজাদিগের হইয়া গবর্ণমেণ্টকে স্বাধীন ভাবে কথা বলে কে? বাণিজ্য শিল্প, প্রভৃতির উন্নতি হইয়া যতদিন এক শ্রেণীর শিক্ষিত, সম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা লোকের সৃষ্টি না হইতেছে ততদিন প্রকৃত রাজনীতি চর্চ্চার উন্নতির পথে গুরুতর ব্যাঘাত দেখা যাইতেছে।

আর একটী উপায় আছে। শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের রাজনীতি বিষয়ে দৃষ্টি আছে, এবং যাঁহারা সরলভাবে দেশের হিতকামনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সভা বদ্ধ হইয়া এই চর্চ্চার শ্রীবৃদ্ধি সাধনকে আপনাদের অবলম্বনীয় কার্য্যের মধ্যে গণ্য করুন। সাধারণের অর্থ সাহায্য অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। হয়ত এই সমিতির অধিক লোক নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন না; কিন্তু যাঁহারা এই সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। হয়ত অন্য বিভাগে প্রবিষ্ট হইলে যেরূপ সাংসারিক উন্নতির সম্ভাবনা তাহা হইবে না, কিন্তু প্রথম উদ্যমে এরূপ ক্লেশ কিছুকাল সহ্য না করিলে, লোকে অগ্রসর হইবে না।

আমরা ভারত সভাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা ত্বরায় এইরূপ কোন উপায় অবলম্বন করুন, দেখিবেন তাঁহাদের দ্বারা দেশের একটী মহৎ ইষ্টসাধিত হইবে; তাঁহারা ও দেশের লোকের চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া থাকিবেন

ইংরাজী বর্ণমালাতে ভারতবর্ষীয় ভাষা লিখন প্রণালী

ভারতবর্ষবাসি অনেকগুলি ইংরাজের ইচ্ছা যে ভারতবর্ষের ভাষা সকলকে ইংরাজী বর্ণমালাতে লিখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হয়। এইরূপ মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ পঞ্জাব প্রদেশে এতদর্থ একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। ইংরাজী বর্ণমালাতে উর্দ্দু ভাষা লিখন প্রণালী প্রচলিত করিবার জন্য তাঁহারা বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে উক্ত বর্ণমালাতে কয়েক খানি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন উক্ত সভার প্রকাশিত একখানি মাসিক পত্রিকা আছে। তাহাতে উর্দ্দু প্রবন্ধ সকল ইংরাজী বর্ণমালাতে লিখিত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজের ইচ্ছা যে বাঙ্গালা ভাষাও উক্ত অক্ষরে লিখিত হয়। চব্বিশ পরগণার জজ ব্রাউন সাহেব উক্ত মতাবলম্বী, কিছু দিন হইল তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত জানিবার জন্য এক পত্র লিখেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার যে উত্তর দিয়াছেন গতবারের হিন্দু পেট্রিয়টে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়েরও মত যে ইংরাজী বর্ণমালাতে বাঙ্গালা ভাষা লিখিলে হানি নাই। যাঁহারা এই মতাবলম্বী তাঁহাদের অনেকগুলি যুক্তি আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

প্রথম, জগতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করা যে এত কঠিন বর্ণমালার বিভিন্নতাই তাহার একটী প্রধান কারণ। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালা শিক্ষা করিতে যে শ্রম ও সময় যায় তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র। জগতের সকল ভাষাই যদি এক প্রকার বর্ণমালাতে লিখিত হয় তাহা হইলে লোকের অনেক অসুবিধা দূর হয়।

দ্বিতীয়, ইংরাজী যে ভাষাতে লিখিত ইউরোপের ও আমেরিকার প্রায় সকল দেশেই ঐ বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এই বর্ণমালাতে ভারতবর্ষীয় ভাষা সকল লিখিত হইলে ভারতবর্ষের লোকের পক্ষে ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করা ও ইউরোপের লোকের পক্ষে ভারতবর্ষীয় ভাষা শিক্ষা করা সহজ হইবে।

তৃতীয়, ভারতবর্ষের ভাষা সকলের মধ্যে পরস্পর প্রভেদ এত অল্প যে সকলের যদি এক বর্ণমালা হয় তাহা হইলে অতি অল্প আয়াসেই সকল ভাষা শিক্ষা করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাঙ্গালা ও উড়িয়া ভাষার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুই ভাষার নৈকট্য এত অধিক যে দুইটীকে দুইটী বিভিন্ন ভাষা না বলিয়া এক ভাষা বলিলেও অসঙ্গত হয় না। কিন্তু বর্ণমালা বিভিন্ন হওয়াতে দুইটী যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষার ন্যায় হইয়া রহিয়াছে।

প্রেস কমিশনরকে গবর্ণমেণ্টের মুখ স্বরূপ করিলে ভাল হয়। গবর্ণমেণ্টের যে সকল কথাই লোককে জানাইতে হইবে বাহা নহে। রাজ শাসন সংক্রান্ত এরূপ অনেক কথা আছে যাহা বাহিরে প্রকাশ হইলে শাসনকার্য্যের আঘাত ঘটিতে পারে, সে সমুদায় যে সকলকে জানাইতে হইবে তাহা কেহ বলে না। যাহা গোপন করা উচিত তাহা গোপনে থাকুক, তদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের সমুদায় কার্য্য ও তৎ-সম্বন্ধীয় যুক্তি প্রভৃতি প্রেস কমিশনরের দ্বারা লোকের গোচর করা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে গবর্ণ-মেণ্ট এক উদ্দেশে এক প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন লোকে প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া আর এক ভাবে সেই কার্য্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়। সে সময়ে যদি গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে পারা যায় তাহা হইলে লোকের সন্দেহ এবং আশঙ্কা অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে। প্রেস কমিশনর যে কেবল সেই কার্য্যের সংবাদটী দিবেন তাহা হইলে চলিবে না। সেই সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের মনোগত অভিপ্রায়ও সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবেন। তাহা হইলে সংবাদপত্র সকলকে আর অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে হইবে না।

এইস্থলে বাঙ্গালা সংবাদপত্র সকলের একটী অসুবিধার বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হই-তেছে। গবর্ণমেণ্টের যে সকল বার্ষিক রিপোর্ট প্রভৃতি প্রকাশিত হয় অনেক বাঙ্গালা সংবাদপত্রের চক্ষেও তাহা পড়ে না। যে দুই এক জন সম্পাদ কের নিকট দুই একখানি রিপোর্ট প্রেরিত হইয়া থাকে; তাহাও অসময়ে প্রেরিত হয়। প্রথমে ইংরাজী পত্র সকলকে দিয়া তাহার বহুকাল পরে তবে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের কথা স্মরণ হয়। যখন রিপোর্টগুলি হস্তগত হয়, হয় ত তাহার প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয় গুলি তৎপূর্ব্বেই সাধারণের বিদিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলি অধি-কাংশ লোকে পাঠ করে। ইহাদের মধ্যে যদি কোন ভ্রম থাকে সে ভ্রম বহুদূরব্যাপী হইয়া পড়ে। দেশীয় সংবাদপত্র দ্বারা লোকের বিরাগ বৃদ্ধি হই-তেছে বলিয়া ভ্রান্তি বশতঃ গবর্ণমেণ্ট একটী নূতন আইন করিলেন, কিন্তু যাহাতে সেই বিরাগ বৃদ্ধি কারণ না হয়, এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করি-তেছেন না।

ফলতঃ প্রেস কমিশনরের পদটী উঠিয়া যায় আমাদের এরূপ ইচ্ছা নয়। উক্ত পদটীর দ্বারা বাস্তবিক গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় এরূপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই যে দেশীয় পত্র সকলের দিকে দৃষ্টি রাখা যেন প্রেস কমিশনরের একটী প্রধান কার্য্য হয়। যাহারা ভ্রমে পড়িলে বহুসংখ্যক লোককে ভ্রমে ফেলিবে, যাহারা প্রকৃত কথা জানিলে বহু-সংখ্যক লোককে জানাইতে পারিবে তাহাদিগের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

কেয়ার্ড সাহেব ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, দুর্ভি-ক্ষের কারণ ও প্রতিবিধানের উপায় নিদ্ধারণার্থ যে কমিশন নিযুক্ত হয় তাহার মধ্যে কেয়ার্ড সাহেব একজন ছিলেন। কৃষি বিদ্যা বিষয়ে পারদর্শী বলিয়া ইঁহার ইংলণ্ডে অত্যন্ত সুখ্যাতি আছে। ইনি ইংল-ণ্ডের কৃষির অবস্থা পরিদর্শন করিয়া এরূপ অভি-জ্ঞতা লাভ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের লোকে ইঁহাকে এবিষয়ে একজন পরামর্শদাতা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যখন দুর্ভিক্ষ কমিশন নিযুক্ত করা স্থির হয় ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে তাহার একজন সভ্য হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কমিশনের রিপোর্ট মধ্যে ইঁহার যাহা বক্তব্য ছিল তাহা বলি-য়াছেন, তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইঁহার নিজের বক্তব্য কি তাহা একখানি স্বতন্ত্র রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লর্ড সালিসবরি আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইনি নিজের মত প্রকাশ করিয়া একখানি স্বতন্ত্র পত্র লেখেন। উক্ত পত্র বিচারার্থে লর্ড লিট-নের গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদত্ত হয়। তাঁহারা কেয়ার্ড সাহেবের অনেক মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

কেয়ার্ড সাহেব পরামর্শ স্বরূপ অনেক কথা বলিয়াছেন, তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করা যাই-তেছে। প্রথমতঃ পূর্ব্বে এক একটী গ্রাম এক একটী স্বাধীন স্থান ছিল; গ্রামের মণ্ডল ও দলপতি-গণ গ্রামের রাজস্ব আদায়, শান্তি স্থাপন, বিবাদের নিষ্পত্তি প্রভৃতি কার্য্য করিত। গুরুতর স্থলে পঞ্চা-য়েতের দ্বারা কঠিন প্রশ্ন সকলের মীমাংসা হইত। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারকালে এক একটী জেলাতে এক একটী সবডিবিজন ও তাহাতে এক একটী আদালত স্থাপিত হইয়া সেই প্রাচীন প্রথা ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ ভূমির রাজস্ব। পূর্ব্বে যেমন ভূমির উৎপন্ন শস্যাদি গ্রহণ করা হইত সেই প্রথা প্রবর্ত্তিত করা উচিত।

তৃতীয়তঃ, যত সহজে ভূমির উপর দখলী স্বত্ব উপস্থিত হয় তাহার উপায় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যে সকল স্থানে ত্রিশ বৎসর অন্তর খাজনার হার পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, এরূপ দেখা গিয়াছে যে সেখানেও ভূমির প্রতি প্রজার মমতা জন্মে না।

চতুর্থতঃ রেলওয়ের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হওয়া কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা দেশের ধন বৃদ্ধি হইতে পারে এবং বাণিজ্যেরও বিশেষ সাহায্য হইবে।

পঞ্চমতঃ যে যে স্থানে ভূমিতে জল সেচনের জন্য খাল কাটিবার সুবিধা নাই সেখানে কূপ খনন করিবার প্রথা অবলম্বন করিলে ভাল হয়।

ষষ্ঠতঃ দেশের শাসনকার্য্যের ব্যয় অত্যন্ত অধিক হওয়া থাকে, ঐ কার্য্যে বহুল পরিমাণে এদে-শীয় লোক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ব্যয় লাঘব হইবে এবং দেশের ও ধন বৃদ্ধি হইবে।

সপ্তমতঃ গবর্ণর জেনরলের পদ ও সুপ্রিম কাউন্-সিলটী তুলিয়া দিয়া প্রদেশীয় গবর্ণরদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন করিলে ভাল হয়। ইত্যাদি।

লার্ড লিটনের গবর্ণমেণ্ট ইহার যে উত্তর দিয়া-ছিলেন তাহার সারাংশও সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে। যথাঃ—

গবর্ণর জেনেরলের পদ তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব বিষয়ে তাঁহারা বলেন, "গবর্ণর জেনেরলের পদ উঠাইয়া দিয়া ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে সেই স্থানে স্থাপন করা আমাদের মতে পরামর্শসিদ্ধ নয়। তবে প্রাদেশীয় গবর্ণরদিগের শক্তি ও ক্ষমতা আরও অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, ইহা আমাদের মত।

দ্বিতীয়তঃ পবলিক ওয়ার্কসম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে এক এক প্রদেশের পবলিক ওয়ার্কের ভার সম্পূর্ণরূপে সে প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই; তবে এই মাত্র বক্তব্য যে যে স্থলে ঋণ করিয়া কোন প্রকার পব লিক ওয়ার্ক করিতে হইবে, সে স্থলে ষ্টেট সেক্রে-টারির অনুমতির অপেক্ষা করিতে হইবে। ইংলণ্ডের লোকের অর্থ এদেশের কার্য্যে খাটে তাহাতে আমা-দের অনিচ্ছা নাই কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রতিভূ স্বরূপ না হইলে তাহা পাইবার অধিক আশা নাই।

অতিরিক্ত প্রজা সংখ্যার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বলেন, যে ভারতবর্ষের কোন কোন বিভাগে প্রজা সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে সত্য কথা। কিন্তু হঠাৎ সে ক্লেশ নিবারণের আশা দৃষ্ট হয় না। রেল-ওয়ের সুবিধা, শিক্ষার উন্নতি এবং জনভারপীড়িত প্রদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক লোক-বিশিষ্ট প্রদেশ সকলে উপনিবেশ স্থাপন ভিন্ন গত্য-ন্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল উপায়ের দিকে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগের ক্রটী নাই।

ইংরাজী আইন ও আদালত সম্বন্ধে ভারতবর্ষী গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান আইন ও আদা

লন্ত প্রথা নিবন্ধন কোন কোন অংশে ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, এবং ইহার যে আরও বৃদ্ধি হইতে পারে তাহাও স্বীকার্য্য কিন্তু এ প্রথা পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রাচীন মণ্ডল বা পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, লোকের সেরূপ ইচ্ছা নয়। গ্রামের লোকের বিচার অপেক্ষা আদালতের বিচারের উপর লোকের অধিক আস্থা। গবর্ণমেণ্ট কেয়ার্ড সাহেবের আরও অনেক কথার উত্তর দিয়াছেন, সে গুলির সবিশেষ উল্লেখ আবশ্যক বোধ হইতেছে না।

পাঠকগণ দেখিতেছেন কেয়ার্ড সাহেব যে সকল পরামর্শ দিয়াছেন তাহা অতি প্রশস্ত ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করিতেছে। এক প্রস্তাবে তাঁহার সকল বিষয়ের বিচার করা সাধ্যায়ত্ত নয়। তবে দুই একটী বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কেয়ার্ড সাহেব যত কথা বলিয়াছেন তাহার মূলে একটী প্রশ্ন রহিয়াছে। ভারতবর্ষের লোকের ধন বৃদ্ধির উপায় কি? পাঠকগণ মনে মনে একবার এই প্রশ্নটীর মীমাংসা করিবার চেষ্টা করুন তাহা হইলে কেয়ার্ড সাহেবের অনেক কথার তাৎপর্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন। প্রজার ধন বৃদ্ধির উপায় কি? ইহার অর্থ প্রজার হস্তে অধিক অর্থ কিরূপে সঞ্চিত হয়। ইহার দুই প্রকার উপায় সম্ভব। প্রথম যদি প্রজার আয় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যায়; দ্বিতীয় যদি তাহার ব্যয়ভার লঘু করা যায়। আয় বৃদ্ধির বিষয় ভাবিতে গেলে তিনটি বিষয় চক্ষে পড়ে। (১ম) কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি (২য়) শ্রমজাত শিল্পের বৃদ্ধি (৩য়) রেলওয়ে খাল প্রভৃতি পবলিক ওয়ার্কের বৃদ্ধি। ইহার এক একটি প্রজার আয়ের এক একটি দ্বার স্বরূপ। ব্যয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রজার ব্যয় বাহুল্যের প্রধান কয়েকটী কারণ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। (১ম) এদেশের শাসনকার্য্য চালাইতে গবর্ণমেণ্টের প্রভূত ব্যয় হয়, উক্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্টকে কর সংগ্রহ করিতে হয়, উক্ত কর প্রজাদিগের উপর একটী প্রধান ব্যয় ভার স্বরূপ হইয়া পড়ে; প্রজাদিগকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ঐ কর দিতে হয়। মনে কর গবর্ণমেণ্ট এখন শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য যে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, কোন উপায়ে যদি তাহা হইতে দশ কোটি টাকা কমাইতে পারেন, তাহা হইতে প্রজাগণের সেই দশ কোটি ধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য প্রজাদিগের ধন বৃদ্ধির উপায়ের প্রস্তাবের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সংক্ষেপের কথা অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সংকোচের প্রশ্ন উঠিলেই গবর্ণমেণ্টের সিবিল, মিলিটারি সকল বিভাগের ব্যয়ের কথা আপনা আপনি উপস্থিত হয়। এই জন্যই কেয়ার্ড সাহেব গবর্ণর জেনারলের পদের ও সিবিল সার্ব্বিসের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন। প্রজাদিগের ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ তাহাদের শিক্ষার অভাব ও তাহাদের সামাজিক রীতিনীতি। তাহারা বিবাহ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে দৈবের উপর নির্ভর করে। "জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি" এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়াও বিবাহ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অন্য জাতীয় লোক নিজের অবস্থা দেখিয়া বিবাহ করে, কিন্তু হিন্দু গৃহস্থের পক্ষে পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে। না দিলে ধর্ম্মাংশে হীন হইতে হয়। এই সকল সামাজিক সংস্কার ও নিয়ম থাকাতে লোকের দরিদ্রতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অর্থনীতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা এইরূপ স্থলে স্থানান্তরে উপনিবেশ স্থাপনকে দারিদ্র্য দুঃখ নিবারণের একটী প্রধান উপায় বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। কেয়ার্ড সাহেব প্রথমোক্ত প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া এই সকল প্রকার প্রশ্নেরই মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতির উপায়স্বরূপ যে দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন অগ্রে সেই দুইটির আলোচনাতে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। প্রথমতঃ, ভূমিতে যত সহজে প্রজাদিগের দখলী স্বত্ব জন্মিতে পারে তাহার উপায় করা; দ্বিতীয় অর্থে খাজনা লইবার প্রথা রহিত করিয়া উৎপন্ন শস্যে সেই খাজনা লইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা। প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আমরা অনেকবার প্রকাশ করিয়াছি। সে সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি কিয়ৎ পরিমাণে নূতন। অর্থে খাজনা না লইয়া ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্যে খাজনা লইলে সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে। কৃষকের পক্ষে একটী প্রধান সুবিধা এই যে তাহার ক্ষেত্রে যে বর্ষে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় সেই পরিমাণে খাজনা দিতে হয় এবং দুর্ভিক্ষের বৎসরে সে খাজনা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। এখন ক্ষেত্রে ভাল শস্য উৎপন্ন হউক না হউক, জমিদারকে গবর্ণমেণ্টের নিকট ও অনেক স্থলে প্রজাকে জমিদারের নিকট খাজনা দিতে হয়। ফসল ভাল হইল কি না জমিদার তাহার অনুসন্ধান করেন না গবর্ণমেণ্টেরও সে কথায় কাজ নাই। তাঁহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব বলিলেও হয়। যেখানে প্রজারা জমিদারের সরকারি খাজনা দেয়, সেখানে অনেক আপত্তি, অনুনয়, উপরোধ চলিয়া থাকে। প্রজা খাজনা না দিলে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন জমিদারের অন্য উপায় নাই। যেখানে গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সেখানে প্রজার কোন আপত্তি চলে না, খাজনা না দিলেই বাড়ী ঘর নিলাম আরম্ভ হয়। ফল, শস্যে খাজনা দিবার প্রথা প্রচলিত হইলে, প্রজার এ ক্লেশ থাকে না। শস্য উৎপন্ন হইল না, খাজনাও দিতে হইল না। কিন্তু তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক প্রকার অসুবিধা ঘটে. প্রথমতঃ স্থানে স্থানে বহুবিস্তৃত শস্যের গোলা প্রস্তুত করিতে হয়। অতিশয় যত্ন সহকারে শস্য সঞ্চয় না করিলে শস্যের অনেক অপচয় হইয়া থাকে। গৃহস্থ যে ভাবে তাহার শস্য রক্ষা করে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারির পক্ষে কখনই তত যত্ন ও সতর্কতা সম্ভব নয়; সুতরাং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের শস্যের ক্ষতির নিতান্ত সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট শস্য লইয়া কি করিবেন, তাহা বিক্রয় করিতে হইবে। একজন বণিক যেরূপ কৌশল করিয়া দুই পয়সা লাভের পথ আবিষ্কার করে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া কে সেরূপ করিবে? গবর্ণমেণ্টকে হয় ত অনেক স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। তৃতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের দিক নিয়মবদ্ধ থাকিবে, সে দিকে হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা অল্প কিন্তু শস্যের অবস্থা সকল বৎসর সমান না হওয়াতে আয়ের দিকে অসমতা থাকিবে সুতরাং অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিত ব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়ায় যে ক্লেশ তাহাও সময়ে সময়ে সহ্য করিতে হইবে। আরও অনেক অসুবিধা আছে শস্যাদি বহন করার ব্যয়ও গণনা করা উচিত। এই সকল কারণে কেয়ার্ড সাহেবের এই পরামর্শ অবলম্বন করা বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দুষ্কর হইবে। প্রস্তাবটি দীর্ঘ হইয়া পড়িল, বারান্তরে কেয়ার্ড সাহেবের উল্লিখিত আরও কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বোম্বাই নগরে লর্ড রিপনের বক্তৃতা।

আমাদের গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন সাহেব বোম্বাই নগরে বাইকুলা ক্লব নামক [illegible] বাজিদিগের সভাতে আহারান্তে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার সুরসিকতা ও [illegible] যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে ছয় মাস কাল সিমলা [illegible] বাস করিয়া তাঁহার এই সংস্কার জন্মিয়াছে [illegible] পক্ষে সঙ্গীক থাকা নিতান্ত [illegible] বলিলা তিনি উপস্থিত [illegible] ছেন যে তাঁহাদের মধ্যে [illegible] সকলের বিবাহ ক [illegible]

তাৎপর্য্য কি [illegible] [illegible] থাকী কে না। এদেশের [illegible] ইংরাজগণ কিরূপে যাপন করে [illegible] সময়ে সময়ে [illegible] হয়। [illegible] কালে তাঁহাদের উশৃঙ্খলতা [illegible] প্রকাশ হইয়া থাকে। লড রিপন [illegible] তিনি স্বদেশীয়দিগের উশৃঙ্খল ব্যবহার দেখিয়া নিশ্চয়ই মনে মনে দুঃখিত হইয়া থাকিবেন; যাহা হউক তিনি কিছু কাল এদেশে থাকিলে তাঁহার উপদেশ দৃষ্টান্তে এদেশীয় ইংরাজ [illegible] রাজনীতি অনেক পরিমাণে সংশোধিত হইতে পারিবে বলিয়া স্পষ্টই বোধ হয়। কিন্তু আমরা যে বিষয়ে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ইচ্ছা করি তাহা এই ;—

উক্ত বক্তৃতার একস্থলে লর্ড রিপন বলিয়াছেন যে গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য ও দায়িত্ব অতিশয় গুরুতর। তিনি কি পরিমাণে তাঁহার কর্ত্তব্যসাধনে সমর্থ হইয়াছেন বা হইবেন তাহার বিচার ভার তাঁহার স্বদেশীয়দিগের হস্তে। লর্ড রিপন সরল লোক সুতরাং এ কথাগুলি তাঁহার মনের কথা। এ কথা গুলির অর্থ এই তাঁহার শাসন সম্বন্ধে এদেশের লোকের মত কি তাহা জানিবার জন্য তিনি তত ব্যগ্র নন। কিন্তু নিজদেশীয় দিগের মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র। অন্য কোন চতুর গবর্ণর হইলে হয় ত সাবধান হইয়া কথা কহিতেন। আমরা এই প্রকার ভাবের জন্য লর্ড রিপনকে একমাত্র দোষী করিতেছি না। এখানকার প্রত্যেক ইংরাজের মনের ভাব এই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে সুপ্রিম কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য বুর্থনট সাহেব এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন যে এদেশীয় লোকের মতামতের উপর কর্তৃপক্ষীয়ের যেরূপ উপেক্ষা তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ফলতঃ গবর্ণর জেনেরল অবধি জেলার মাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী যে সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়দিগের মতের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এদেশীয়দিগের সন্তোষ অসন্তোষ এদেশীয় সংবাদপত্র সকলের মতামত অনেক ইংরাজের পক্ষে কৌতুকের বস্তু। তাঁহারা যখন দশ জনে মিলিত হন তখন ঐ সকল অবলম্বন করিয়া আমোদ প্রমোদ চলিতে থাকে। আরবুথনট সাহেব বলিয়াছিলেন এবং আমরাও বলিতেছি প্রজাগণের মতের প্রতি এত উপেক্ষা করিয়া কোন গবর্ণমেণ্টই দীর্ঘ কাল রাজ্য সুশাসনে রাখিবার আশা করিতে পারেন না। প্রজাগণের সুখ দুঃখ বা অনুরাগ বিরাগের প্রতি উদাসীন হইলে কখনই রাজ্যের সুশাসন হয় না। লড রিপনের কথার যদি এই অর্থ হয় যে তিনি স্বদেশীয়দিগকেই ভয় করেন এদেশীয়দিগের অসন্তোষের ভয় করেন না তাহা হইলে তাঁহাকেও অপর ইংরাজের সহিত সমশ্রেণী গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু আমরা বর্ত্তমান লিবারল মন্ত্রিদলের নিকট [illegible] অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর রাজনীতির আশা করি। এবং লর্ড রিপনকে সেই উন্নত রাজনীতির অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি।

বাঙ্গালীদিগের প্রতি সৈন্য বিভাগের কর্তৃপক্ষের একটী অবিচার।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে যুদ্ধকালে বাঙ্গালিদিগকে গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের ভার দিয়া লইয়া যাওয়া হইবে না। কিম্বা কমিশরিয়েট বিভাগে কোন কর্ম্ম দেওয়া হইবে না। এরূপ আদেশের কারণ কি তাহা আমরা জানি, সে কারণটী এই

গত আফগান যুদ্ধের সময় কমিশরিয়েট বিভাগের অনেকগুলি বাঙ্গালীকে সৈন্যদলের সহিত যাইতে হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ছুটি লইবার প্রয়াস পাইয়া এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকারে অসুবিধা করিয়াছিলেন। কোন সৈন্যদলের প্রতি তিন দিনের মধ্যে যাত্রা করিবার হুকুম হইল তাহাদের যাত্রার আয়োজন করিবার ভার কমিশরিয়েটের বাবুদিগের উপর। বাবুরা সঙ্গে না গেলে তাহাদের যাত্রা করাই দুষ্কর। কিন্তু উক্ত আদেশ প্রচারের পরেই একজন বাবু পীড়ার উপলক্ষ করিয়া ছুটির জন্য আবেদন করিলেন অপর একজন নিতান্ত পীড়াপীড়ি দেখিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, তৃতীয় ব্যক্তি হয়ত দুশ্চিন্তা নিবন্ধন সমুচিত আয়োজন করিতে বিস্মৃত হইলেন।

ইংরাজেরা আলী মসীদ দুর্গ যখন অধিকার করেন সেই সময়ে আমাদিগের পরিচিত একজন ভদ্র বাঙ্গালী সেই সঙ্গে ছিলেন। তিনি কমিশরিয়েটের একটী বাঙ্গালী বাবুর যেরূপ দুর্গতির বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। তিনি বলিলেন একদিন রাত্রি অনুমান নয়টার সময় আমরা তাঁবুতে বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছি এমন সময়ে কিয়দ্দূরে বন্দুকের ধ্বনি শ্রুত হইল। অমনি চারি দিকে বন্দুকের মিলিত ধ্বনি ও লোকের ছুটাছুটী আরম্ভ হইল। কমিশরিয়েটের কর্ত্তা বাবু সেকেলে লোক, তিনি ঐ শব্দ ও গোলযোগ শুনিবামাত্র ভয়ে অধীর হইয়া পড়িলেন। আপনার আসনে আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ওকি ওকি করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইলেন। তাঁহার আপাদ মস্তক কম্পান্বিত হইল এবং ঘন ঘন দুর্গা, এইবার গেলাম। দুর্গাঃ এইবার গেলাম বলিয়া আমাকে কাপড় পরাইয়া দিতে বলিলেন। আমি কাপড় পরাইয়া দি এবং মুখে অভয় দিবার চেষ্টা করি। অবশেষে জানা গেল যে গোলযোগ কিছুই নহে।

এরূপ যাহাদের সাহস তাঁহাদিগকে যে গবর্ণমেণ্ট সেনাদলের সঙ্গে লওয়া অনুচিত বিবেচনা করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি? যুদ্ধকালে অপরাপর সদ্গুণের অপেক্ষা সাহস ও ধৈর্য্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এরূপ সময়ে হীন সাহস ব্যক্তিদিগের দ্বারা অনেক অসুবিধা ঘটিতে পারে। ইহা স্বীকার করিয়াও আমরা গবর্ণমেণ্টকে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কমিশরিয়েট বিভাগে যে সকল বাঙ্গালী ভদ্রলোক আছেন তাঁহাদের অধিকাংশই পুরাতন তন্ত্রের লোক। আমরা জানি আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে অধিক সাহসী। আমাদের নিশ্চয় বোধ হয় কমিসরিয়েট বিভাগে শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা যদি অধিক থাকিত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে এপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। এরূপ স্থলে সমুদয় বাঙ্গালি ব্যক্তিকে কমিশরিয়েট বিভাগে কার্য্য করিবার অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করা সদ্বিচারসঙ্গত কার্য্য হয় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবের লোক যে বাঙ্গালিদিগের অপেক্ষা অধিক সাহসী তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু সৈন্যদলের পশ্চাতে পশ্চাতে যাওয়াও বহু দূরে শিবির মধ্যে নিরুপদ্রবে বাস করাতে যে অধিক সাহসের প্রয়োজন এরূপ বোধ হয় না। বঙ্গদেশের যুবকগণ যে সে সাহস-টুকুও প্রদর্শন করিতে পারিত না তাহা কে বলিল। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের এই অযথা আদেশ দর্শন করিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। আশা করি সৈন্যবিভাগের কর্তৃপক্ষ এবিষয়ের পুনর্ব্বিচার করিবেন

পেট্রিয়টিক ফণ্ড।

পাঠকগণ বিদিত আছেন যে গত আফগান যুদ্ধে হত ও আহত সৈনিকদিগের অনাথ ও নিরাশ্রয় পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে পেট্রিয়টিক ফণ্ড নামে একটী ফণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। এতদর্থে যে সভা হয় লড রিপন তাহার সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক যাহাতে অধিক পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হয় সেবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারল যখন এ বিষয়ে উৎসাহিত হন তখন আমরা মনেমনে একটী আশঙ্কা করিয়াছিলাম। সে [illegible] এই উচ্চতম ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ সাক্ষাৎভাবে কোন কার্য্যে হস্ত না দিলেও এদেশের অনেক দুর্ব্বলচিত্ত ধনী লোক আপনাদের অবস্থা না ভাবিয়া সেই সকল কার্য্যে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া কর্তৃপক্ষের প্রশংসা

ভাজন হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। লর্ড রিপন এ বিষয়ে স্বয়ং উৎসাহিত হওয়াতে সেই সকল দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির আরও সর্ব্বনাশ হইবে। যে ভাবে এই ফণ্ডের অর্থ সংগ্রহ করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে তাহাতে এই আশঙ্কা আরও বদ্ধমূল করিতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল মাজিষ্ট্রেট-দিগকে অর্থ সাহায্যের জন্য চেষ্টা করিতে আদেশ দিয়াছেন। এই কার্য্যটী যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। সচরাচর মাজিষ্ট্রেট সাহেব একটী কথা বলিলে এদেশের অতি সম্ভ্রান্ত লোকেরও না বলিবার সাহস হয় না। মাজিষ্ট্রেটগণ যখন ধনীদিগকে বলিবেন তখন অনেকে আপনাদিগের শক্তির পরিমাণাতিরিক্ত দান করিতে বাধ্য হইবে। পরের উপকারার্থ যে সকল কার্য্য করা হয় তাহাতে এ ভাবে লোককে প্রবৃত্ত করিতে নাই। যে সৎকার্য্যে অর্থ দিয়া লোকে ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম বলিয়া মনে করে, যাহার অনুরোধে অর্থ দেয় তাহার উপর ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয় এবং যাহার সাহায্যের জন্য অর্থ দেয় তাহার প্রতি মনে মনে আক্রোশ প্রকাশ করিতে থাকে তাহাতে দাতার পারত্রিক কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণই হয়। আমাদের বোধ হয় এ সম্বন্ধে এই নিয়ম অবলম্বন করা উচিত যে দেশের কোন প্রকার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক হইলে গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারীর বিশেষ ভাবে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করা ভাল। তাহাতে লোকের স্বাধীন উপকার প্রবৃত্তির ব্যাঘাত হয়।

কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে সকল অনাথ ও অসহায় সৈনিক পরিবারের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছে আমরা তাহাদের দুঃখে দুঃখী নহি। তাহাদের দুঃখ দূর হওয়া যে কর্ত্তব্য এ কথা কে অস্বীকার করিবে। যাঁহারা এক্ষণে অর্থ সাহায্য করিতেছেন তাঁহারা যে সর্ব্বাংশে লোকের প্রশংসার উপযুক্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে আমাদের এই একমাত্র অনুরোধ যে এদেশীয় সৈনিকদিগের পরিবারগণকে যেন বিস্মৃত হওয়া না হয়।

ভ্রমণকারির পত্র।

বক্সার।

আমি শোণপুর মেলা স্থান হইতে ৫ ই অগ্রহায়ণ বক্সরে আসিয়া উপস্থিত হই। বক্সার সাহাবাদ জেলার একটী উপবিভাগ। স্থানটী বৃহৎ নয়। এখানকার লোকে ইহাকে ব্যাঘ্রেশ্বর বলে। এখানে চৈত্রবন নামে একটী স্থান আছে, সেইখানে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। বিশ্বামিত্র তাড়কাবধার্থ এই স্থানে রামচন্দ্রকে আনিয়াছিলেন। অত্রত্য লোকেরা তাড়কানালা বলিয়া একটী নালা দেখাইলেন এবং বলিলেন, রাম তাড়কা বধ করিয়া তাহার শরীর এই স্থান দিয়া টানিয়া লইয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেন। নালাটী একটী উচ্চ স্থানের নিম্ন হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গা পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঐ উচ্চ স্থানের দক্ষিণে আর নালা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানকার লোকের মতে ঐ উচ্চ স্থানটী তাড়কার বাসস্থান ছিল। রামচন্দ্রের ধনুরাকৃষ্ট তাড়কা দেহের ঘর্ষণে ঐ নালাটী হইয়াছে, অথবা ইহা বক্সারের স্বাভাবিক জল নির্গমের পথ তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা বড় কঠিন। রামায়ণে তাড়কার শরীর যেরূপ বৃহৎ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দৈর্ঘ্যে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ নালাটী তাহার শরীর ঘর্ষণজাত হওয়া সম্ভাবিত নয়। তবে রামায়ণের অতি বর্ণন পরিত্যাগ করিয়া যদি এরূপ অনুমান করা যায়, বক্সার পূর্ব্বকালে বৃহদাকার ভয়ঙ্কর দস্যুগণের আবাসস্থান ছিল এবং তাড়কা নামে রৌদ্রমূর্ত্তি অতি বীভৎসবেশ কোন দস্যুর স্ত্রী বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণের অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদির বিঘ্ন উৎপাদন করিত, কুলপতি বিশ্বামিত্র স্বয়ং তাহার দমনে সমর্থ না হইয়া রামচন্দ্রকে আনিয়া তাহার প্রাণ সংহার করেন এবং পূতিগন্ধের ভয়ে হত সেই তাড়কাকে মহাবীর রামচন্দ্র দ্বারা গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত করাইয়া ছিলেন। তাহা হইলে কথঞ্চিৎ উল্লিখিত নালাটীর উৎপত্তি বৃত্তান্ত সম্ভাবিত হয়।

এই স্থানে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল, ইহা যদি স্থির হয়, রামচন্দ্র এই স্থান হইতে হরধনুর্ভঙ্গার্থ মিথিলায় নীত হইয়াছিলেন। মিথিলায় আর বক্সারে ৫০।৬০ ক্রোশ অন্তর। আমি পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছি, গণ্ডকপারে ত্রিহুত জেলা। মিথিলা ত্রিহুত জেলার রাজধানী।

বক্সারে গঙ্গার ধারে রামেশ্বর নামে শিব ও ঠাকুর মন্দির আছে। আমি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মন্দিরটী দিব্য সুশ্রী ও অতি সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। এদেশে কারুকার্য্য যে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, মন্দিরগুলি দেখিলে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হয়। এদেশের লোকে মন্দিরে বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। মন্দিরের অবয়ব নানাপ্রকার চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা বিভূষিত হয়।

সচরাচর শিবলিঙ্গ যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, রামেশ্বর শিবলিঙ্গ সেরূপ নয়। অঙ্গুলি চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত একটী গোলাকার প্রস্তরপিণ্ড। পরিচারকেরা বলিল, রাম বালি জমাইয়া পিণ্ডাকার করিয়া তাহাতে শিব পূজা করিয়াছিলেন, সেই বালি জমিয়া পাথর হইয়াছে। বালিতে যে তাঁহার অঙ্গুলি চিহ্ন লাগিয়াছিল, আজও তাহা দৃশ্যমান হইতেছে। যাহাদের অন্ধ বিশ্বাস আছে, পাণ্ডাদিগের এই বাক্যে তাহাদের হৃদয় পরিপ্লুত হয় সন্দেহ নাই।

ঐ রামেশ্বর শিবের সম্মুখেই একটী পাকা ঘাটের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইল। কত কালের ঘাট কেহ বলিতে পারেন না। ঘাটটী যে অতি বৃহৎ ছিল, ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকচাপগুলি দেখিলে তাহা স্পষ্ট বোধ হয়।

উহারই দক্ষিণে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ দৃষ্ট হইল। দুর্গটী বক্সারের পূর্ব্ব রাজার কৃত। উহা এক্ষণে ইংরাজদিগের অধিকৃত ও আবাসগৃহ হইয়াছে। আমি শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, ঐ বংশের যিনি এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা আয় ছিল, সমুদায় নষ্ট করিয়া এক্ষণে পরের গলগ্রহস্বরূপ হইয়াছেন। এটী অনেকের সুনীতি শিক্ষার একটী সুন্দর উপায় হইবে সন্দেহ নাই।

এখানে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের আদালত, মুন্সেফ আদালত, ডাক্তারখানা ও জেলখানা আছে। আমি ডাক্তর বাবু কেদারনাথ বসুর অস্ত্র চিকিৎসার নৈপুণ্য দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছি। আমি ডাক্তারখানায় গিয়া দেখিলাম, তিনি দুই ব্যক্তির পা কাটিয়া ফেলিয়াছেন, আর এক ব্যক্তির বড় বড় দুটা পাথরী বাহির করিয়াছেন। যে দুই ব্যক্তির পা কাটা হয়, তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি সুধরিয়া উঠিয়াছে। এটী একটী বালক, চাউলের বোরার নীচে যে চাউল পড়িয়া থাকে, বালকটী সেই চাউল কুড়াইতেছিল, হঠাৎ একটা বোরা তাহার পায়ের উপরে পড়িয়া যায়। তাহাতেই তাহার পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির পায়ে ক্ষত হইয়া হাড় পচিয়া যায়।

এখানকার জেলে প্রায় ৯০০ কয়েদী আছে। স্থান মাহাত্ম্য ও ডাক্তারের চিকিৎসার গুণে কারাগারে মৃত্যু সংখ্যা অনেক কম।

বক্সার বাণিজ্যের একটি প্রধান স্থান। এখানে এত দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী হয় যে গুদাম মধ্যে সকল দ্রব্যের স্থান সমাবেশ হয় না। বস্তাবন্দী করা অনেক দ্রব্য বাহিরে পড়িয়া থাকে। তিসি, গম, সরিষা প্রভৃতিরই অধিক রপ্তানী হয়।

৮ই অগ্রহায়ণ এখানে বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত এ বৃষ্টি হয়। তাহাতে রবিশস্যের পক্ষে বিশেষ মঙ্গল হইয়াছে। এ বৃষ্টি না হইলে স্থানে স্থানে শস্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিত। প্রজাদের যারপর নাই কষ্ট হইত। এমন কি অনেক স্থলে

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। প্রজাগণ যে কিরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আছে, পাঠক তাহাতেই অনুমান করিয়া লইবেন। একবার বৃষ্টি না হইলেই হাহাকার উত্থিত হয়। গবর্ণমেণ্ট প্রজার হিতার্থে খাল কাটিতেছেন, কত চেষ্টা করিতেছেন, কিছুতেই কিছু হইতেছে না। প্রজার কষ্টের মূল উৎপাটন না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যত চেষ্টা করুন, অভীষ্ট ফললাভের সম্ভাবনা নাই। ভিতরে দূষিত ক্ষত রহিল, উপরে মলম দিয়া কি ইষ্ট লাভ হইবে?

বিবিধ সংবাদ।

১ লা ডিসেম্বর লেডি রিপন বেলা ৭ ঘটিকার সময় বোম্বায়ে উপনীত হন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত আমাদের রাজপ্রতিনিধি রিপন সাহেব এবং প্রধান সেনাপতি প্রভৃতি অনেক উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা একণে বোম্বায়ের গবর্ণমেণ্ট হাউসে অবস্থিতি করিতেছেন।

অবগত হওয়া গেল গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতসারে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে তাম্র আমদানী হইতেছে এবং তদ্দ্বারা উত্তর বাঙ্গালার অধিবাসীগণ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট এইসংবাদ পাইয়া ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে ইংলণ্ডে ৫২ জন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পোর্টলাণ্ডের ডিউক ১৫০০০০০০ টাকাতে রিষ্টেল ১৩০০০০০০ টাকা এবং জন উইলিয়ম ১৬০০০০০০ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট ৮৯ জনের মধ্যে কেহই ১০০০০০০ টাকার ন্যূন রাখিয়া যান নাই।

আমরা দুঃখ সহকারে পাঠকগণের গোচর করিতেছি বিখ্যাত ডাক্তার এডওয়ার্ড গুডিব সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। গুডিব সাহেব বহু দিবসাবধি ভারতে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি অতিশয় সদাশয় ও সাধুলোক ছিলেন।

ভারতীয় গ্রন্থাবলী প্রণেতা বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত একটী অলীক নাম ধারণ করিয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে দুইবার দশ টাকা করিয়া ২০ টাকার নোট আনয়ন করিয়া ধৃত হন। দায়রার বিচারে তাঁহার তিন মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

১৮৭৫ অব্দে ষ্টাম্প বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের ৮৯ লক্ষ টাকা আয় হইত কিন্তু উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান বর্ষে ১ কোটী ১৫ লক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে ভারতে যত বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হইতেছে ততই লোকের চক্ষু ফুটিতেছে; তাঁহাদিগের আত্মগরিমা বৃদ্ধি হইতেছে এবং সকলেই স্বত্ব প্রধান হইতে শিখিতেছে। সামান্য গোলযোগেও গবর্ণমেণ্টে কর্ণে তুলিতে ত্রুটি করিতেছেন না।

লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজের অধ্যক্ষগণ এই নিয়ম করিয়াছেন অতঃপর তথায় বালকগণকে হাকিমি ও বেদ্য চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইবে।

এলাহাবাদের উচ্চ শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় হইতে দুইটী বালিকা এবৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। মিউরেণ্টাল কলেজে তাহাদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল।

১৩ ই ডিসেম্বর ঢাকা নর্থব্রুক হলে পূর্ব্ব বাঙ্গালার ভারতীয় জমীদারগণ সমবেত হইয়া একটী সভা করিবেন। কর সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে বাদানুবাদ করা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। ময়মনসিংহেও বোধ হয় শীঘ্রই ঐরূপ আর একটী সভা হইবে।

অদ্যাপিও সোণারপুর হইতে মগরা রেলওয়ে নির্ম্মাণের উপযোগী ভূমি ক্রয় না হওয়াতে এবৎসর উহার কার্য্য বন্ধ থাকিবে।

১১ ই ডিসেম্বর কলিকাতায় দুই জন হত্যাপরাধীর ফাঁসি হইবে।

মান্দ্রাজের দক্ষিণে প্রবল ঝটিকা হওয়াতে তাঞ্জোরের রেলওয়ের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে।

১ লা নবেম্বর বৰ্দ্ধমানে দায়রার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

বাহারের সি, এচ, পি, ইভান্স সাহেব দুই বৎসর হইল ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর এফ, বি পিকক সি, এস আগামী সপ্তাহে কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন।

মণিপুরের রাজা মাণিক্যচন্দ্র এক অদ্ভুত ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সমস্ত সৈন্য নাগাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিবে তাহাদিগকে প্রাপ্তবয়স্ক সুন্দরী স্ত্রীলোক পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম টেলিফোন কোম্পানি ভারতে টেলিফোন স্থাপন করিবার যে আবেদন করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

গয়া জেলার অন্তর্গত বাজকপের মহারাণী টীকারী নামক স্থানে যে ঔষধালয় আছে তাহার যাবতীয় ব্যয় দিবেন বলিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এই নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন এবং তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছেন।

রেঙ্গুন গেজেট বলেন অতঃপর তত্রত্য জেল সমূহে বৈদ্যুতিক আলোক প্রদত্ত হইবে এবং তাহা হইলে রাত্রিযোগে জেল রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে টাকা ব্যয় হয় তাহা বাঁচিয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন কয়েদীগণ অন্ধকার রজনীতে পলায়নে সক্ষম হইবে না।

পুনা কলেজের মধ্যে যে কৃষিবিদ্যালয় আছে কয়েক দিবস হইল তাহার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।

রবার্টসন সাহেব তাঁহার ভগ্নীর আয়াকে হত্যা করাতে দায়রায় সমর্পিত হইয়াছিলেন। প্রায় তিন দিবস ধরিয়া তাঁহার বিচার হয়। রবর্টসন সাহেব বলিয়াছিলেন মৃত আয়া তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপন করাতে তিনি তাহাকে প্রহার করেন কিন্তু তিনি তাহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে আঘাত করেন নাই। ২৭ নবেম্বর মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। বিচারপতি তাহার এক মাস কারাবাস ও ১০০ টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন।

মান্দ্রাজে এক নাপিত পাগল হইয়া নানাপ্রকার রহস্য করিয়া বেড়াইতেছে। সম্প্রতি মান্দ্রাজের গবর্ণর ত্রিচিনপলির রেলওয়ে ষ্টেসনে উপনীত হইবা মাত্র সে তাঁহার হস্তে একখানি দরখাস্ত দিয়া বলে প্রিন্স যখন ভারতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছিলেন ভবিষ্যতে গবর্ণরী পদ তাহাকেই প্রদান করিবেন। সে একণে সেই কথা স্মরণ করিয়া দিতেছে মাত্র। লাট সাহেব এই সমস্ত দেখিয়া তৎকালে একবারে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন।

ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সভার সভাপতি নিজ অধ্যয়ন মন্দিরে একটী টেলিফোন যন্ত্র সংস্থাপিত করিয়া সেনেট চেম্বর ও মন্ত্রী সভার সভ্যগণের সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

ডিউক অব বকিংহাম দক্ষতার সহিত কার্য্য করাতে মান্দ্রাজবাসীগণ তাঁহার প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়াছে যে তাহারা তাঁহার স্মরণার্থ কতকগুলি পান্থনিবাস সংস্থাপন করিবার অভিলাষ করিয়াছে এই নিমিত্ত ইতিমধ্যে মফঃস্বল হইতে ১০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

অষ্ট্রীয়া প্রদেশে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে এবং ইহার প্রভাবে আগরাম নামক স্থানের ২০০ অট্টালিকা ভূতলশায়ী হইয়াছে এতদ্ভিন্ন দেশীয়দিগের ১৮১৩০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এমনি মহিমা যে কেহ কাহারও চোখর ডানির ভয় রাখে না। পূর্ব্বে নীচ লোকে ভদ্রলোকের একটা বাক্যে ঘাড়ে কাঁপিত। এখন নিকটে নিকটে আদালত পুলিস হওয়াতে তাহারা ভদ্রলোককে তৃণ জ্ঞানও করে না। অধিক কথা কি স্ত্রী স্বামীর ভয় রাখে না। "ঘর করতে ঘর" যদি বিবাদ হইল অমনি আদালতে স্ত্রী স্বামীর নামে নালিশবন্ধ হইল। এবং তাহার ভাত খাইতে চাহিল না। এখন আমরা যে রাজার প্রজা তাহাতে স্ত্রী পুরুষে বিবাদের জন্য এক পক্ষ না এক পক্ষ যদি আদালতের আশ্রয় লয় তাহাতে লজ্জাও নাই আর মানেরও হানি হয় না। রাজার নিকট এ সকল সভ্যতার আদর্শ। পাঠক দেখুন বিলাতে এই সভ্যতার দিন দিন কত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৬৮ অব্দে ১১৭০০০ টী স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত স্ত্রী ও স্ত্রী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত স্বামীর বিবাহ এবং ১৮৭৮ অব্দে ১৯০০০০ টী উক্ত প্রকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ভারতে যদিও এখন স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ ও স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিতেছে বটে, কিন্তু আমাদিগের নিয়মকর্ত্তা মহর্ষি মনুর পুণ্যে স্ত্রীরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিবাহ করিতেছেন না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি আর থাকেও না। নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় ভদ্র স্ত্রীলোকেও স্বামী থাকিতে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। সচকেই বাঙ্গালীরা স্ত্রীর অধঃপতন, গৃহলক্ষ্মীরা তাহাতেও যদি সন্তুষ্ট না হন তাহা হইলে প্রকারান্তরে পুলিসদিগকে বাঁদর বনান হয়

বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ সি এন কুক সাহেবের ১ লা নবেম্বর ইংলণ্ডে মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতা ট্রামওয়ের অধ্যক্ষগণ ১ লা ডিসেম্বর চিৎপুর লাইন খুলিবার নিমিত্ত সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু শিয়ালদহের ট্রাম রাস্তা প্রস্তুত করিতে ধার্য্য টাকার অতিরিক্ত ব্যয় হওয়াতে তাহা হইয়া উঠে নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন ১ লা জানুয়ারির মধ্যেই উহার কার্য্য সমাধা করিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা গণনা করিবার জন্য বড় ধূম করিতেছেন। মাক্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের ন্যায় বঙ্গদেশেও কড়া হুকুম জারি হইয়াছে। লোক সংখ্যা গণনা করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে লোক নিযুক্ত হইতেছে। বিভারলি সাহেব ইহাদিগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। সংখ্যাকারী সকল লোকের নাম বয়স লিখিয়া লইতেছেন মাক্রাজের মসলমানদিগের ন্যায় কলিকাতার মুসলমানেরাও তাঁহাদিগের অন্তঃপুরচারিণীগণের নাম ও বয়স লিখিয়া দিতে চাহিতেছে না। তাহারা বলিতেছে ইহা তাহাদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। স্ত্রীলোকদিগের নাম ও বয়স লিখিয়া দিলে তাহাদিগের জাতি যাইবে। এই সকল আপত্তি করিয়া তাহারা গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন করিয়াছে।

মাক্রাজবাসী মুসলমানগণ ডিউক অব বকিংহামকে স্ব স্ব আলয়ে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে ভোজ দিতেছেন। মাক্রাজবাসিগণ বোধ হয় ১৬ ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বেই তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন প্রদান করিবেন।

মনিয়র উইলিয়মস সাহেব লণ্ডন এথিনিয়মে লিখিয়াছেন তিনি অদ্যাপিও কাশ্মীর ও ত্রিবাঙ্কুরনিবাসি হিন্দুদিগের নিকট হইতে যে সকল সংস্কৃত পত্র পাইয়া থাকেন, তাহার রচনাপ্রণালী এরূপ উৎকৃষ্ট যে তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে অদ্যাপিও বহুল মনীষা সম্পন্ন সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত ভারত ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেছেন। নামে তাল পুকুর কিন্তু ঘটী ডোবে না।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের প্রবঞ্চনায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দেরাইস্মাইল খাঁর সদার মহম্মদ আফজুল খাঁকে নেটিব সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থী শ্রেণীভুক্ত করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ভালই কিন্তু এই বারে শনির দশায় পড়িলেন।

অধিকাংশ কমিশরিয়েট গমস্তা কা[illegible] নিযুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই প্রভূত ধন সঞ্চয় [illegible] থাকেন সুতরাং গমস্তারা যে অসৎ [illegible] লম্বন করিয়া ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকেন তা[illegible] অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কমিশরিয়েটের কার্য্যে[illegible] সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই কলিকাতায় একটী সভার অধিবেশন হইবে। বাবু উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং ওয়াটসন সাহেব এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহাদিগের [illegible] হিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা হইবে।

গবর্ণর জেনেরলদিগের দরবার করিতে বিস্তর ব্যয় হয় বলিয়া ষ্টেটসম্যান উক্ত প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

কোর্ট জরনাল নামক একখানি পত্রিকায় একটী কুকুরের আশ্চর্য্য বুদ্ধির কথা প্রকাশিত হইয়াছে। অলজিরিয়ার সার উইলিয়ম নেপিয়রের কন্যার একটী কুকুর আছে। ঐ কুকুর প্রত্যহ প্রাতঃকালে বাজার হইতে ১২ খানি করিয়া রুটি আনিত। এক দিন কুকুরটী প্রত্যাবৃত্ত হইলে দেখা গেল তাহার নিকট ১১ খানির অধিক রুটী নাই। তৎপরবর্ত্তী কয়েক দিবস রুটীর সংখ্যা ঐরূপ ন্যূন হওয়াতে তাঁহারা এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরে জানা গেল ঐ কুকুরটী অন্য একটী ক্ষীণকায় কুকুরকে ঐ রুটী দিয়া আইসে। নেপিয়র সাহেবের কন্যার আদেশ মত যখন রুটিওয়ালারা ১৩ খানি করিয়া দিতে লাগিল তখনও সে এক একখানি রুটী দিয়া আসিতে লাগিল অবশেষে যখন সেই ক্ষীণকায় কুকুরটীর বলাধান হইল তখন সে পুনরায় ১২ খানি করিয়া রুটী বাটীতে আনিতে লাগিল।

ইউনাইটেড ষ্টেটে একটী অতি আশ্চর্য্য যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এই যন্ত্রটীর এক প্রান্ত দিয়া বায়ু এরূপ প্রবলবেগে বহির্গত হয় যে তাহার সম্মুখে লৌহদণ্ড ধরিলে তাহা অবিলম্বে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় আমরা এরূপ হইবার কোন কারণ দেখিতে পাই লাম না তবে বোধ হয় বায়ুর প্রবলতা নিবন্ধন উহা এরূপ উষ্ণ হইয়া উঠে যে তদ্দ্বারা লৌহ খণ্ড হইয়া যায়।

উপসাগরীয় স্রোতের বিশেষ বিবরণ জানিতে গিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটবাসীরা সাগরগর্ভে বহুদূর বিস্তৃত ও প্রশস্ত একটী উপত্যকা আবিষ্কার করিয়াছে এই উপত্যকাটী কিউবা ও জামেকা দ্বীপ হইতে হণ্ডুরাস উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহার দৈর্ঘ্য ৭০০ ও প্রস্থ ৮০ মাইল। এই উপত্যকাটী যে দুই পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত তাহার একটীর শৃঙ্গ ২০৫৬৮ ফিট ও অপরটীর শৃঙ্গ ২৯০০০ ফিট উচ্চ। সমুদ্রের মধ্যে ইহার ন্যায় উচ্চ পর্ব্বত দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না।

দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের একটী দুর্ঘটনায় [illegible] প্রেন মহম্মদ [illegible]সেনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনাটী [illegible] ওয়ে কোম্পানির অনবধানতা প্রযুক্ত ঘটে [illegible] মহম্মদ হোসেনের স্ত্রী রেলওয়ের অধ্যক্ষের [illegible] জার টাকা পাইবার প্রার্থনা করে। [illegible] পক্ষ তাঁহাকে ৭৫০০ টাকা প্রদান করিতে [illegible] ত হইয়াছেন।

পোষ্ট আফিস বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল নিয়ম করিয়াছেন পল্লীগ্রামে মুদি ও গুরুদিগকে অবৈতনিক পোষ্ট মাষ্টার নিয়োজিত করা হইবে এবং তাহা হইলে বিনা ব্যয়ে প্রায় সর্ব্বত্রই চিঠি বিলি হইতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন ডাক পেয়াদাগণের উপর চিঠি রেজিষ্টারি করিবার ভার সমর্পিত হইয়াছে।

ভূগোলতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন হিমালয়ের শৃঙ্গ এভারেষ্ট, পৃথিবীর সকল পর্ব্বত শৃঙ্গ অপেক্ষা উচ্চ ইহার উচ্চতা ২৯০০২ ফিট কিন্তু সম্প্রতি কাপ্তেন লাউসন গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন নবগিনির হার্কিউলস পর্ব্বত ইহা অপেক্ষাও উচ্চ ইহার উচ্চতা ৩২৭৮৬ ফিট। লাউসন সাহেব ১৩৩১৪ ফিটের অধিক আরোহণ করিতে পারেন নাই কারণ ঐ স্থানের বায়ু এরূপ স্থির ও লঘু যে তাঁহার নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হয় এবং মুখ ও চক্ষু দিয়া রক্ত পড়ে।

ওয়ালিদের আসি কি আয়ুব খাঁ উহা গ্রহণ করিবেন না। দ্বিতীয়ত যদি অরক্ষিত অবস্থায় কান্দাহার পরিত্যাগ করা হয় তাহা হইলে ইংরাজদিগের অগৌরব হইবে এবং এই সুযোগে রুশেরা উহা সহজেই জয় করিয়া লইবেন।

কান্দাহারের ওয়ালি সপরিবারে শীঘ্রই ভারতবর্ষে আগমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের রাজপ্রতিনিধি এ বিষয়ে কোন আপত্তি করেন নাই। ১০। ১২ দিবসের মধ্যে তিনি করাচি অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

গাজিদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি ৭ নং হাইলিণ্ডার সৈন্য দলের সারজেণ্টকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল গত শুক্রবার তাহার ও তিন জন সাহায্যকারীর ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

২৭ এ নবেম্বর কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে আয়ুব খাঁ নানাপ্রকার দুরভিসন্ধি করিতেছেন। তিনি পুনরায় যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টায় আছেন এবং তজ্জন্য রুশের সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি আলকজন্দর কক বরণ সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ নবেম্বর। সিনিয়র ইউনাইটেড ক্লবে সার ফেডারিক রবার্টসকে একটী ভোজ দেওয়া হয়। উৎসব স্থলে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স, ডিউক অব কনট এবং ডিউক অব কেম্ব্রিজ উপস্থিত ছিলেন।

রাইট অনারেবল কোলরিজ ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

লণ্ডন ২৭ নবেম্বর। ৬ ই জানুয়ারির পূর্ব্বে পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন হইবে না।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৬ নবেম্বর। মণ্টিনিগ্রো সৈন্য গণ ডলসিগনো অধিকার করিয়াছে।

নিউইয়র্ক ২৫ এ নবেম্বর। আমেরিকার পেসিফিক সমুদ্র বরফে পরিপূরিত হইয়াছে এবং ১২৫ খানি জাহাজ বরফের মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে।

কোনট্টেসে যে সকল সৈন্য আছে তাহাদের উপর আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ দমনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

লর্ড গ্রানভীল কেনলিতে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন আয়র্লণ্ডের অবস্থা এখন যেমন পরেও যে যে এইরূপ থাকিবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। দেশ হইতে কুপ্রথা উঠিয়া গিয়া যাহাতে প্রজার সুখ সচ্ছন্দ বৃদ্ধি হয় গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিতেছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন এক্ষণে ইউরোপীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। রুশের সহিত ইংরাজদিগের কোন সন্ধি বন্ধন না থাকিলেও তাহাদিগের সহিত ইংরাজদিগের কোন বিবাদ নাই।

লণ্ডন ২৯এ নবেম্বর। মহাবাণীর স্যাণ্ডফ্লাই নামক রণতরীর অধ্যক্ষ ও ছয় জন নাবিক সলোমন দ্বীপে নিহত হইয়াছে।

টিহারণ ২৮ এ নবেম্বর। খুর্দ্দিদিগের দলপতি সেখ আবদুল্লা পারস্য রাজ্যে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৩০ এ নবেম্বর। ক্রেয়ার কাউণ্টির অন্তর্গত কিলমার্টি নামক স্থানে প্রায় এক হাজার লোক ল্যাণ্ডলিগদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে।

খুর্দ্দ বিদ্রোহীদিগের সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যেরূপ অভিপ্রায় রুশকে তিনি তাহা জানাইয়াছেন।

লিসবন হইতে সংবাদ আসিয়াছে গোয়ার আর্কবিসপের মৃত্যু হইয়াছে।

রাজকীয় সমুদ্রের সেক্রেটারি জি, সা লেফিভার চীফ কমিশনরের পদ গ্রহণ করাতে ট্রিবিলিয়ান এম পি, তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩০ নবেম্বর। গোসেন সাহেব ডিসেম্বরের প্রথমেই কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে লণ্ডনে চলিয়া আসিবেন। এবং জানুয়ারিতে প্রত্যাগমন করিবেন।

টিহারণ ২৯ এ নবেম্বর। খুর্দ্দদিগের দলপতি ওবেদুল্লা খুর্দ্দস্থানের সীমাপ্রদেশস্থ উরুমিয়া নগরে ভয়ানক দৌরাত্ম্য করিতেছেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য তিন দল পারস্য সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা ডিসেম্বর। লর্ড সালিসবরি গত কল্য উডষ্টক নামক স্থানে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগের ভূসম্পত্তি কাড়িয়া লইবার যে পরামর্শ স্থির হইয়াছে তৌরি সম্প্রদায় তাহার প্রতিবাদ করিবেন। তিনি প্রজাদিগকে দৌরাত্মী সত্ত্বেও ভূমি বিলির কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ইহার কোন প্রতীকার করিবার পূর্ব্বে একটী আইন জারি করা আবশ্যক।

রাজা গণ যে রূপ নিষ্কারণ করেন তাহার মীমাংসা জ সাধারণ হেতুবাদের জন্য ইংলণ্ডে যে হাইকোর্ট আছে তাহার চীফ জষ্টিসের পদ উঠাইয়া দেওয়া স্থির হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩০ এ নবেম্বর। সুলতান গ্রীসের সহিত তাঁহার সীমা সংক্রান্ত গোলযোগের নিষ্পত্তির ভার ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণের উপর সমর্পণ করিয়াছেন।

এথেন্স ৩০ এ নবেম্বর। রাজগণ গ্রীক গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতে নিবারণ করিয়া যে সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

টিহারণ ৩০ এ নবেম্বর। সেখ আবদুল্লার পুত্র কয়েক সহস্র সৈন্য ও কয়েকটী কামান লইয়া উরুমিয়া অধিকার করিয়া টাইগ্রিস বেগের গতি রোধ করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২৬ এ নবেম্বর। নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী দলীল উদ্দীন আহম্মদ সাসারে বদলী হইলেন।

ময়মনসিংহের সবডেপুটী কালেক্টর বাবু দুর্গামোহন সেন বিদায় গ্রহণ করাতে বাবু নবীনচন্দ্র গুহ তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীকিঙ্কর সেন পুরীর অন্তর্গত খুর্দ্দার ভার প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া ১৭ ই তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইল।

২৭ এ নবেম্বর। ময়মনসিংহের অন্তর্গত আটিয়ার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ফরিদপুরে বদলী হইলেন বলিয়া যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নন্দমোহন রায় ময়মনসিংহের ভার প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল তাহাও রহিত হইল।

কলাইকুণ্ডির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার মেদনীপুরের অন্তর্গত তমোলুকের সবডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

৩০ এ নবেম্বর। ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী দিলদার হোসেন ১৮৮০ অব্দের বি, সি ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৪ এ নবেম্বর। বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পাটুয়াখালির মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এল, যিনি সম্প্রতি কাটোয়ায় কার্য্য করিতেছিলেন, জাহানাবাদে বদলী হইলেন।

যে বস্ত্র একবার পরিধান করে তাহা যত দিন না ছিন্নভিন্ন হয় তাহা পরিত্যাগ করিতে সহজে চায় না। তবে ধনী পরিবার মধ্যে স্বতন্ত্র রীতি থাকিতে পারে পরন্তু যাহা সাধারণ প্রচলিত তাহাই দেশীয় রীতি মধ্যে পরিগণিত হইবে। এদেশীয় হিন্দু অথবা পঞ্জাবী নারীরা অনেকেই অশ্বারোহণ করিতে পারে ইহাদের শারীরিক গঠন বঙ্গবালাদের সঙ্গে তুলনায় বিলক্ষণ সবল ও পুষ্টিকর।

তাড়িৎ বার্ত্তাবহ আবিষ্কার হওয়া অবধি দূরদেশ সন্নিকট হইয়াছে। দূরদেশবাসী বন্ধুবান্ধবের কুশল সংবাদাদি পাইবার আর বাধা নাই। আমেরিকা, ইউরোপ এক গৃহ মধ্যে সংস্থাপিত হইয়া বিজ্ঞানের মহৎযশ ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই ঝিলাম সহরে কলিকাতা হইতে তাড়িৎ সংবাদ আসিতে এক দিন লাগে!! আপনি শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, অল্প দিন হইল আমার কোন আত্মীয় পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় হাবড়া ষ্টেষণ হইতে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান আমি উক্ত সমাচার রাত্রি ৯টার সময় পাইলাম। ১৫০০ মাইল তাড়িৎ বার্ত্তা আসিতে এত সময় লাগে আমরা অগ্রে জানিতাম না, এ বিভাগের সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। আর এক কথা শুনুন, আমাদের একটী সহোদর বন্ধু এই মাসে (প্রাতঃকাল ১০টার সময়) মরদকি ষ্টেষণ হইতে এক তাড়িৎ সমাচার পাইলেন উহা পাঠ করা, অপরাহ্ণ ২। ৫ মিনিটের সময় প্রেরিত হয়, এবং ১২ ঘণ্টা পরে উহা হস্তগত হইল। মরদকি ষ্টেষণ এখান হইতে প্রায় ৮৭ মাইল হইবে। লাহোর হইতে এক ষ্টেষণ পরেই মরদকি ষ্টেষণ উহা উত্তর পশ্চিম ষ্টেট রেলওয়ের অধীন। যাহাতে এ বিভাগে একটু সুব্যবস্থা হয় তৎপ্রতি কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগী হওয়া যার পর নাই আবশ্যক।

এখানে বাঙ্গালী ছেলেদের লেখাপড়া শিখিবার ভাল উপায় নাই। দেখিলাম যে দুই একটী স্কুল আছে তাহাতে বঙ্গভাষা বিদ্যা সংস্কৃত চর্চ্চা নাই। কেবল ইংরাজী ও উর্দ্দূ ভাষা শেখান হয়। তবে যাঁহারা নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তি বালকদিগকে স্বয়ং সমুদ্যত হইয়া কায়িক পরিশ্রম স্বীকার করতঃ লেখাপড়া শিক্ষা দেন তাঁহাদেরই পুত্রেরা কিছু কিছু শিখিতে পারে।

——:০:——

বিজ্ঞাপন।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

সাং শ্রীরামপুর।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালা জ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অন্যূপ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, শীতপিত্ত ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, খাদ, বাঘী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন

হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং

ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

মৃণাল-মালিনী

বা

অবলা কি প্রবলা?

বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য।

ন্যাশনাল থিয়েটার ষ্টেজে অভিনীত।

এই পুস্তকের অধিকাংশ ভাগে বিশুদ্ধ (সটীক) হিন্দি এবং অন্যান্য ভাষা সংযোজিত আছে। আনন্দবাজার পত্রিকা, নববিভাকর, সাধারণী, বেঙ্গলি, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, মুরশিদাবাদ পত্রিকা, ঢাকাপ্রকাশ, এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের মতে পুস্তকখানি উত্তম বলিতে সঙ্কুচিত হই না। মূল্য ১় এক টাকা, ডাক মাশুল অৰ্দ্ধ আনা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র—প্রকাশক।

কলিকাতা বাগবাজার ষ্ট্রীট নং ২২।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷৹ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

জমিদারি কার্য্যের হিসাব নিকাশে বিশেষ যোগ্য কএকজন মোহরের এবং সদর ও মফস্বল নায়েবের আবশ্যক হইয়াছে। আবেদনকারিদের মধ্যে যাঁহারা প্রশংসাপত্র দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাদের বিষয় বিশেষ বিবেচিত হইবে। প্রথমতঃ কেবল পত্রের দ্বারায় আবেদন করিবেন।

শ্রীললিতমোহন রায়

১২ এ কার্ত্তিক ১২৮৭। জমিদার চকদিঘী

কথা সরিৎ-সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৷৹ টাকা। ডাক মাসুল ৵৹ আনা। গ্রহণার্থী

আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

ডাঃ দ্বিমেশচন্দ্র গুপ্ত

কলিকাতা ... পুস্তকালয়।

নবীন অবলেহ।

এই ... সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম ... গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং ... রোগে যে কোন উপসর্গ থাকুক ... সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য ... প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ এই ঔষধ ... পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে ... এবং সেই সকল ডাক্তারদের নাম ... লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকা ... দের সহিত বিতরণ করা যায়।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

চন্দনাসব।

মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত ... প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত ... ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা ... ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ ... কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

রত্নগর্ভাঘৃত ও ব্রহ্মানন্দ তৈল।

(সকল প্রকার উন্মাদরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

আমরা অনেক চেষ্টা ও অনেক পরিশ্রম এবং অনেক ব্যয়দ্বারা এই ঘৃত এবং তৈল প্রস্তুত করিয়াছি। উন্মাদরোগ প্রায় ২।৩ সপ্তাহ ব্যবহার করাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যথা উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, অতিশয় বকা, উলঙ্গ হইয়া বেড়ান, ভুল বকা এবং অন্য লোককে আঘাত করা, গৃহ হইতে সদত দৌড়িয়া পালান, সুসিদ্ধ বাক্য রহিত, উদাস, এতদ্ব্যতীত যে কোন বায়ুরোগ হয় এই ঘৃত তৈল ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। যদি অল্প দিনের ... হয় তাহা হইলে ১ সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলে ... রোগ শেষ হইয়া যাইবে।

... সের ঘৃতের মূল্য	৪০ টাকা।
... তৈলের মূল্য	৩২ টাকা।
...	৵০ আনা।

অমৃতাসব।

(... কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

আমরা ... বৎসর হইতে এই প্রসিদ্ধ কাশরোগের ... নানা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধদ্বারা সকল প্রকার সর্দ্দি, কাশি, এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষঃবেদনা, পার্শ্বশূল, অতিঘর্ম্ম, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, (অর্থাৎ হাঁপানীতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিক শ্বাস) ইত্যাদি প্রভৃতি উপসর্গ সকল সত্বর এই ঔষধ দ্বারা শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

ইহার সহিত এক রকম বটিকা সেবন করিতে হয়। তাহার মূল্য ১ টাকা।

সুখাত্ম্য ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভাশয়ের উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, ... বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভদোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

শারীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

বসু ব্রাদর্স।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকারী।

... নং বাটী, রক্ষাকালীর ...।

... কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধা মত দরে) দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়। দ্রব্যাদির নমুনা কিম্বা বাজার দর জানিতে ইচ্ছা করিলে ডাক ষ্টাম্পসহ পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ভার লওয়া যাইবেক না। কলিকাতায় যাহা কিছু প্রাপ্য সমস্তই আমরা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি অন্যূন এক টাকা মূল্যের দ্রব্যাদিও খরিদ করিয়া পাঠান যাইবেক। নগদ মূল্যে খরিদ করিলে দ্রব্যাদি সস্তা ও ভাল পাওয়া যায়। দ্রব্যাদির যথার্থ খরিদ মূল্যের উপর নিম্নলিখিত হারে আমরা কেবল কমিশন মাত্র লইয়া থাকি।

১ টাকা হইতে	২৫ টাকা পর্য্যন্ত	টাকা প্রতি		/০	আনা।
২৬ "	" ১০০ "	"	"	১০	অর্দ্ধ আনা।
১০১ "	" ৫০০ "	"	"	৫	এক পয়সা।

৫০০ টাকার উপর হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবেক। দ্রব্যাদি পাঠাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবেক না। পাঠাইবার পূর্ব্বে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাক করিয়া পাঠান যাইবেক।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, ম্যানেজার।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

মফস্বলে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, হইতে অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম দিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তৎপরে ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীবেদনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " । ৫ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাস্থল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ২৯ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮০। ১৩ ই ডিসেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাস্থল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা ; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতায় এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

কথা সরিৎ-সাগর দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১॥০ টাকা। ডাক মাস্থল /০ আনা। গ্রহণার্থী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চর্ম্ম কান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল হয়তঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, ধাত, বাধী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদের এই

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম।

যাহারা বাঙ্গালাদেশের কোন প্রকার সংবাদ রাখিয়া থাকেন, তাহারা অবশ্যই ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল এবং এক্ষণেই বা কিরূপ সম্বন্ধ আছে তাহা আজ পর্য্যন্ত অনেকে বিশেষরূপ অবগত নহেন বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির সমূহ ব্যাঘাত হইতেছে। আজ পর্য্যন্ত অনেকে এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের এক মাত্র মালিক কেশব বাবু, তিনিই তাহাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা এবং তাঁহার অস্তিত্বের উপরেই তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিয়া থাকে। যাহাদের এই প্রকার ভ্রম ও বিশ্বাস আছে, আজ কাল কেশব বাবু এবং তাঁহার কয়েকজন শিষ্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিরুদ্ধে যে সকল উপদেশ দিতেছেন ও অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিতে-ছেন এবং তাহার অনেকে, অলীকতা ও পৌত্তলিকতা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি বীতরাগ ও ... হইয়া উঠিতেছেন। সুতরাং এরূপ স্থলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি আশানুরূপ হওয়া কখনই সম্ভব নহে। অদ্য আমাদিগকে সেই জন্য উক্ত ধর্ম্ম ও সমাজের সহিত কেশব বাবুর পূর্ব্বেই বা কিরূপ সম্বন্ধ ছিল এবং এক্ষণেই বা কিরূপ সম্বন্ধ আছে তাহা সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থে স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত যেমন বুদ্ধদেবের, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত যেমন যীশুখ্রীষ্টের, মুসলমান ধর্ম্মের সহিত যেমন মহম্মদের বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত যেমন চৈতন্যদেবের সম্বন্ধ (১) ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত তেমন কেশব বাবুর কোন সম্বন্ধ নাই, উক্ত মহাত্মারা ঐ ঐ ধর্ম্মের সংস্থাপক ও প্রবর্ত্তক ছিলেন। কিন্তু কেশব বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্থাপক অথবা প্রবর্ত্তক নহেন। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ক্রমশঃ জ্ঞানোন্নতির সঙ্গেসঙ্গে আর্য্য ঋষিরা ব্রহ্মোপাসক হইয়াছিলেন কিন্তু আর্য্যসমাজ মধ্যে ক্রমে ক্রমে, নানাপ্রকার সমাজ বিপ্লব হইয়া জ্ঞানসূর্য্য অস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখান হইতে ব্রহ্মোপাসনাও এক প্রকার অন্তর্হিত হইয়াছিল। তখন এখানকার প্রায় সকলেই ঘোর পৌত্তলিক হইয়া উঠেন, এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা সকলের উপাস্য বলিয়া গণ্য হন। পরে মহাত্মা রামমোহন রায় কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয় নানা প্রকার ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনা করিয়া পৌত্তলিকতার মস্তকে কুঠারাঘাত করেন এবং বহু আয়াস ও যত্নে পুনরায় ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন করেন। এক্ষণে সেই

(১) এখানে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও চৈতন্যের নামোল্লেখ করা ঠিক হইল না। কারণ চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্মের সংস্থাপক নহেন, তিনি উক্ত ধর্ম্মের একজন ... কিন্তু আজ পর্য্যন্ত চৈতন্যকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সংস্থাপক ... অনেকের বিশ্বাস আছে। সেই অন্ধ বিশ্বাস দূর করিবার উদ্দেশ্যেই এই স্থানে চৈতন্যের নামোল্লেখ করা হইল। চৈতন্যের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে প্রাণ বিষ্ণু উপাসনা তাহা এই ভারত বর্ষে প্রচলিত আছে। তবে এখন যেমন মাকাল, মনসা, ষষ্ঠী ঘেঁটু, সত্যপীর, ওলাবিবি * প্রভৃতিরা সামান্য দেবতার মধ্যে গণ্য, প্রাচীনকালে বিষ্ণুও যে সেইরূপ একটী সামান্য দেবতার মধ্যেই গণ্য ছিলেন, "অগ্নির্বৈ দেবা নামবমো বিষ্ণুঃ পরম স্তদন্তরেণ সর্ব্বা অন্যা দেবতাঃ।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। "দেবতা-দিগের মধ্যে অগ্নিই প্রধান, বিষ্ণু সর্ব্ব কনিষ্ঠ। অন্যান্য দেবতারা ইহাদের মধ্যস্থান অধিকারী,, এই শ্লোকটী তাহার প্রমাণ। পরে কি প্রকারে যে আর্য্য সমাজ মধ্যে তাহার প্রাধান্য সংস্থাপিত হয় তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। দেখিতে পাওয়া যায়, যে সময়ে মহকবি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন, সেই সময় হইতেই বিষ্ণুদেবের প্রাধান্য বিশেষরূপে বিস্তারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ... রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, দাদূ প্রভৃতি ... মহাত্মা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, চৈতন্যদেব তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তবে একথা সত্য বটে যে, তিনি বাঙ্গালা দেশের শেষ এবং একজন প্রধান প্রচারক ছিলেন। চৈতন্যদেবকে ব্রহ্মোপাসক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে কেহ কেহ চেষ্টাও করিয়া থাকেন, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা, তিনি মূর্ত্তি উপাসক ছিলেন।

* এখানে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, হিন্দু দেবতা-দিগের মধ্যে সত্যপীর প্রভৃতি মুসলমান দেবতাদিগের স্থান দেওয়া কেন হইল। ইহার উত্তরে আমরা ইহাই বলিতে চাহি, যে শিব-লিঙ্গ উপাসনা এক্ষণে ভারতবর্ষে বিশেষরূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, যে শিবলিঙ্গকে এক্ষণে হিন্দু মাত্রেই আপনাদের নিজের দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে, সেই শিবলিঙ্গ উপাসনা পুরাকালে ভারতবর্ষের আদিমনিবাসি অনার্য্য জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং অনুমান হয় তাহাদিগের নিকট হইতেই আর্য্যেরা লিঙ্গোপাসনা শিক্ষা লাভ করিয়া থাকিবেন এখানে ইহার প্রমাণ বাহুল্য না করিয়া ঋগ্বেদের একটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "স শর্দ্ধদর্য্যো বিষুণস্য জন্তোর্মা শিশ্নদেবা অপিগুর্ঋতং নঃ।" অর্থাৎ ইন্দ্র শত্রুদিগকে শাসন করুন, যেন লিঙ্গোপাসকেরা আমাদিগের যজ্ঞের নিকট আসিতে না পারে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, দস্যুগণ অর্থাৎ ঋষিদিগের যজ্ঞে বিঘ্ন জন্মাইত, তাহারা লিঙ্গোপাসক ছিল, আর্য্যেরা নহে। অপর, অতি প্রাচীন কাল হইতে মথুরা প্রদেশে যে বলদেবের আরাধনা প্রচলিত আছে, দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল এরিয়েন নামক একজন গ্রীস দেশীয় ইতিহাসবেত্তা তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশীয় হারকিউলিস বলিয়া দাওয়া করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন তাঁহাদের হারকিউলিসই ভারতবর্ষে বলদেব নামে পূজিত হইয়া থাকেন। অতএব যখন গ্রীস দেশের দেবতা, অনার্য্য দস্যুদিগের দেবতা হিন্দুদিগের নিজস্ব হইতে পারিয়াছেন ও হিন্দুদের শ্রেণীর সঙ্গে একাসন পাইতে পারিয়াছেন তখন হিন্দু পূজিত সত্যপীর প্রভৃতি মুসলমান দেবতারা কেন না অন্যান্য হিন্দু দেবতাদিগের সহিত এক আসন পাইবেন?

ব্রহ্মোপাসনা কি স্বদেশ, কি বিদেশ, সর্ব্বত্রই ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। সেই ব্রহ্মোপাসনামূলক ধর্ম্মের নাম ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নাম ব্রাহ্ম এবং সেই ব্রাহ্ম সমষ্টি বা দলের নাম ব্রাহ্ম সমাজ প্রদত্ত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের পরে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং তাহার উন্নতি ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেন। তাহার পর, কেশব বাবু এবং অন্যান্য কয়েকজন অত্যুৎসাহী যুবক আসিয়া উক্ত মহাত্মাদিগের সহিত যোগ প্রদান করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ক্ষেত্র বিস্তারিত করিয়া দেশে বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। আজ পর্য্যন্ত যাহারা কেশব বাবুকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সংস্থাপক বা ভর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা একণে বিবেচনা করিয়া দেখুন কেশব বাবু বাস্তবিক তাহা হন কি না, তিনি যাহা উপদেশ দিবেন, যাহা করিবেন তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে কি না। বস্তুতঃ তিনি যাহা করিবেন বা উপদেশ দিবেন তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত এরূপ স্বীকার না করিয়া, যত দিন তিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিবেন এবং তদনুরূপ উপদেশদান ও কার্য্য করিবেন, ততদিনই কেবল তাঁহাকে একজন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া স্বীকার করা উচিত। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত কেশব বাবুর কিরূপ সম্বন্ধ ছিল? এ প্রশ্নের ইহাই উত্তর যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত সেন্ট পলের যেরূপ, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত কেশব বাবুর সেইরূপ সম্বন্ধ ছিল। এমন অকৃতজ্ঞ পামরকে আছে, যে বলিবে, কেশব বাবুর নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মসমাজ কোন প্রকার ঋণে আবদ্ধ নহে। এক সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজের জীবন স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার উন্নত চরিত্র ও ওজস্বী বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, পল যেমন আজীবন ঈশ্বরের খ্রীষ্টের ও খ্রীষ্টধর্ম্মের সেবা করিয়া গিয়াছেন, কেশব বাবু সেরূপ আজীবন ব্রহ্মের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবা করিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার কন্যার বিবাহের [illegible] বৎসর পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ "আমি একজন ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ, ভারত উদ্ধারের জন্যই আমার জন্ম ও আগমন হইয়াছে।" যে অবধি তাঁহার মনে এই মহানর্থকর অভিমান স্থান পাইয়াছে, সেই সময় হইতেই তাঁহার পতনের সূত্রপাত হইয়াছে এবং সেই সময় হইতেই তিনি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মকে অবতারবাদে ও পৌত্তলিকতাতে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইয়া আসিতেছেন। কেবল ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের নামে এখন তিনি আর পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছেন না, দুর্গা, কালী, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি হিন্দুদিগের অনেক দেবতারই তিনি এখন শরণাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু সাহস করিয়া একেবারেই দুর্গা কালী প্রভৃতিকে দুর্গা কালী প্রভৃতি রূপেই প্রকাশ্যে গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাঁহাদের অর্থান্তর (২) ও ভাবান্তর করিয়া বলিতেছেন যে, ব্রহ্মকেই কালী দুর্গা ভাবে দর্শন করিতে হইবে। পাঠক! কেবল ইহা নহে; এখন তিনি আবার উপাসনার সময় উপাসকের সম্মুখে একখানি আসন পাতিয়া, ঈশ্বর যেন তাঁহার উপরেই বসিয়া আছেন উপাসকের পক্ষে এরূপ অনুভব করার আবশ্যকতা প্রতীতি করিয়া থাকেন। বলেন যে, এরূপ করিলে উপাসকের পক্ষে ব্রহ্ম ধ্যান ধারণা ও ব্রহ্ম সহবাস অতি সহজ হইয়া উঠিবে। কেশব বাবু সৌভাগ্যক্রমে এমনই কতকগুলি শিষ্য পাইয়াছেন যে, তিনি ডাকিয়া আনিতে বলিলে তাঁহারা বাঁধিয়া আনেন, তাঁহার মুখ হইতে কোন কার্য্যের আবশ্যকতার কথা বাহির হইতে না হইতে তাঁহারা সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া বসেন। উপাসনার সময়ে ঈশ্বরের জন্য আসন রাখিলে ভাল হয় কেশব বাবু এই কথা বলিতে না বলিতেই তাঁহার কোন কোন শিষ্য উপাসনাস্থলে ঈশ্বরের জন্য আসন রাখিয়া দিতে আরম্ভ পর্য্যন্ত করিয়াছেন!! আমরা জিজ্ঞাসা করি এরূপ করিয়াও যদি একেশ্বরবাদী সাধু ও অনাদি অনন্ত নিরবয়ব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের উপাসক বলিয়া গণ্য হইতে পারা যায়, তবে পৌত্তলিক মহাশয়দিগের অপরাধ কি? তাঁহারা কেনই না তবে ব্রহ্মোপাসকের মধ্যে গণ্য হইবেন? পাঠক! আরও শুনুন বর্ত্তমান বর্ষের গোরম্ভ হইতে কেশব বাবুরা "নববিধান" নামে একটি নূতন কথা ব্যবহার করিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহারা এখন যাহা কিছু করেন বা বলেন, স্বীকার করিতে হইবে যে; সে সমুদয়ই ঈশ্বর তাঁহার নববিধানের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা তাহা করান ও বলান। অপর, যাঁহারা কেশব বাবুর কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করেন, তাঁহারা তাঁহার বিবেচনায়, ঈশ্বরের শত্রু, নাস্তিক, দৈত্য, দানব, কাফের, পাষণ্ডচারী ও রাক্ষস প্রভৃতির মধ্যে গণ্য। এই রাক্ষস প্রভৃতি যে কাহারা, পাঠক! আপনি তাহাও কি এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না? কেশব বাবুর কতকগুলি অব্রাহ্মোচিত কার্য্য দেখিয়া অধিকাংশ ব্রাহ্ম কিছু দিন হইল তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" সংস্থাপন করিয়াছেন। একণে কেশব বাবু সাধের অ্যাক্টেই হউক, অথবা উক্ত নববিধানের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই হউক এই সমাজের সভ্যদিগকে ক্রমাগতই উক্ত প্রকার বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়া তিনি নিজে যে একজন ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ ও সাধ্বাত্মা তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু আক্ষেপ এই, তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখ, এমন কি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত না করিয়া সাধারণভাবে (অথচ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যদিগকেই) গালি দিতেছেন। ইহা দ্বারা অবশ্য তাঁহার আইন কানুন জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইতেছে, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, সেই সেই সঙ্গে কি তাঁহার ভীরুতা ও নীচতারও পরিচয় দেওয়া হইতেছে না? পাঠক! রাক্ষস প্রভৃতির উদ্দেশ্যে পাবক ঈশ্বরের নিকট তিনি যে একটী জঘন্য প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, এক বার বিবেচনা করিয়া দেখুন যাহার মন হইতে এরূপ অপবিত্র ও ধর্ম্মবিগর্হিত প্রার্থনা বাহির হইতে পারে তিনি নিজে কিরূপ মানুষ লোক এবং তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া আর স্বীকার করা যাইতে পারে কি না? যদি না পারে, তবে ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, কেশব বাবুর অসার উপদেশ প্রভৃতিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের অসার উপদেশ প্রভৃতি বলিয়া গ্রহণ করিলে সেই ব্রহ্মোপাসনামূলক পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি কলঙ্ক ও অত্যাচার করা হয় কি না, ও আপনাকে আপনি [illegible] কি না? ফল কথা এই, এখন [illegible] কেশব বাবুর [illegible] এখন তিনি ঈশ্বরের নাম [illegible] নিজের নাম প্রচার করিতে ব্যস্ত, [illegible] উপদেশ প্রভৃতিকে [illegible] যেন [illegible] উপদেশ প্রভৃতি বলিয়া গ্রহণ না করেন। কিছু দিন হইল কেশব বাবুর দলস্থ লোকেরা নিজেই "ব্রাহ্ম" নাম ত্যাগ করিয়া "ব্রহ্মপন্থী" নাম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু

---

(২) সোমপ্রকাশের [illegible] পর [illegible] বাবু [illegible] তাঁহার পত্রিকাদিগের মতে [illegible] যে অর্থ ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি যে [illegible] [illegible] কেশব বাবু [illegible] একজন দুরাত্মা [illegible] করিলে [illegible] মহত্ত্ব মহত্ব দুরাত্মা [illegible] দয়ালু [illegible] ও একজন প্রধান দুরাত্মা [illegible] তিনি [illegible] নূতন অর্থ বলিয়াছেন, ঈশ্বর। [illegible] নিষ্পাপ তিনি [illegible] তিনিই [illegible] ঈশ্বর [illegible] অতএব তাঁহার মতে ঈশ্বরই [illegible]।

কেন যে তাঁহারা এখনও তাহা করিতেছেন না তাহা বলিতে পারি না, তবে ইহা বলিতে পারি যে তাঁহারা তাহা করিলে তাঁহাদের নিজেরও মঙ্গল হইবে এবং ব্রাহ্ম সমাজেরও মঙ্গল হইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রার্থনা।

([illegible] কর্ত্তৃক ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত)

"জননি! তোমার প্রতি যাহার বন্ধুতা, তোমার শত্রুর প্রতি তাহার শত্রুতা। যে ব্যক্তি তোমার শত্রুকে আদর করে, প্রশ্রয় দেয়, সে তোমার বন্ধু নহে, সে তোমাকে ভালবাসে না। যাহাতে তোমার রাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তজ্জন্য যাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাহারা তোমার শত্রু। আমরা তোমার প্রেরিত নববিধানের আশ্রিত হইয়া তাঁহাদিগকে কোনরূপে ক্ষমা করিতে পারি না। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া উপাসনা করা উচিত নহে। যোগ ভক্তি, বাতুলতা, বিধান কিছুই নহে, ঈশ্বরদর্শন ও প্রত্যাদেশ কেবল কথার কথা, এই সকল অবিশ্বাসের কথা যাহারা বলে, তাহারা তোমার শত্রু, আমরা তাহাদিগকে কোনরূপে প্রশ্রয় দিব না। এই সকল ভয়ঙ্কর রাক্ষসপ্রকৃতি লোক কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কত ভাই ভগিনীর গলায় ছুরিকার আঘাত করিতেছে, ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। ইহারা নিষ্ঠুর ডাকাত, তোমার শত্রু জানিয়া আমরা ইহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব, ইহাদের শরীর স্পর্শ করিব না, আক্রেনকে কাটিব। এই সকল লোক ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নানা দেশের যুবক যুবতীর মন ভুলাইয়া লইতেছে ও তাহাদিগকে সাংঘাতিক বিষ খাওয়াইতেছে। নারী জাতির পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, শারীরিক সুখ ব্যভিচার ও বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিতেছে। এই সকল নরাসুর উপাসনা ও ধর্ম্মের নাম দিয়া তোমার পুত্র কন্যাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে ও পরে তাহাদের গলায় ছুরি দিতেছে, ভক্তি বিশ্বাসের পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে, ঘোর সংসারী, বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ করিয়া তুলিতেছে, দেশ ময় সংশয় নাস্তিকতার বিষ ছড়াইতেছে। মা! তোমার ভক্ত মহম্মদ কাফেরদিগকে কখনও ক্ষমা করেন নাই, তিনি ঈশ্বরের শত্রু রাখিব না বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কেমন বীরপরাক্রমে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। "মহম্মদ বাঁচিয়া থাকিতে কে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপিত [illegible] দিবে না; কোন দুরাত্মা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, অগ্রসর হউক," তাঁহার এই বাক্য ছিল, তাঁহার সিংহপ্রতাপে জগৎ কাঁপিয়াছিল, তিনি কাফেরকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। কাফেরকে তিনি কোনরূপে প্রশ্রয় দেন নাই। মা! কাফেরেরা আমাদের প্রতি অত্যাচার করিলে আমরা ক্ষমা করিব, কিন্তু তোমার প্রতি যখন অত্যাচার করে তখন কি তোমার সন্তান হইয়া আমরা তাহা ক্ষমা করিতে পারি? তুমি স্বয়ং অপমানিত ও অত্যাচরিত হইয়া কাহাকে কিছু বল না। আমরাও নিজের সম্বন্ধে অত্যাচার সহ্য করিব, কিন্তু তোমার প্রতি কাফেরদিগের অত্যাচার ও অপমান আমরা প্রাণে সহ্য করিতে পারিব না।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শ্রীভগবতীচরণ দে
যমুনীয়া।

সোমপ্রকাশ।

২৯এ অগ্রহায়ণ সোমবার

আয়র্লণ্ডে যে অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছে তাহা শীঘ্র নির্ব্বাণ হইবার নহে। গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহী প্রজা দলের দলপতিদিগকে ধৃত করিয়া আইনানুসারে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এতদর্থ ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান ব্যারিষ্টারদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ল্যাণ্ডলীগের লোকেরাও সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। উক্ত দলপতিগণও বিধিমতে আয়োজন করিতেছে। তাঁহারা আয়র্লণ্ডবাসিদিগের নিকট মকদ্দমার খরচের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই অর্থ সংগ্রহার্থ সভা আহূত হইতেছে; অনেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের যেমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আয়র্লণ্ডের লোকেরও সেইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাহারা যাহা ধরিয়াছে তাহা না পাইলে কখনই নিরস্ত হইবে না। তাহারা যাহা চায় গবর্ণমেণ্ট তাহা দিতে প্রস্তুত নহেন। জমিদারগণ যদি আজ বলেন আমরা আর তোমাদের খাজনা অন্যায়রূপে বৃদ্ধি করিব না, অথবা তোমাদিগকে হঠাৎ অধিকারচ্যুত করিব না তাহাতেও তাহারা সন্তুষ্ট নয়। তাহারা বলিতেছে জমিদার ও প্রজা এসম্বন্ধ যত দিন আয়র্লণ্ড হইতে উঠিয়া না যাইবে ততদিন আমরা নিশ্চিন্ত হইব না। এরূপ যাহাদের প্রতিজ্ঞা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা অতি দুষ্কর কর্ম্ম। দেখা হউক দলপতিদিগের বিচারের কি ফল দাঁড়ায়।

লার্ড রিপণ এখনও বিশেষ এমন কিছু করেন নাই যদ্দ্বারা তাঁহার রাজনীতির কোন প্রকার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে তিনি দুই একটী সৎকার্য্য ও কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছেন। কিন্তু ইহারই মধ্যে তাঁহার সদাশয়তা ও কর্ত্তব্য পরায়ণতার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতেই তিনি দেশের আপামর সাধারণ লোকের বিশেষ অনুরাগ ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার পদার্পণে নরশোণিত প্রবাহ বন্ধ হইল; সৈনিকগণ পুনরায় স্ত্রী পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া ছুটী পাইল; দেশে সুবর্ষা হইয়া শস্যের অবস্থা উৎকৃষ্ট হইল; লোকের অন্ন কষ্টের লাঘব হইল। সকল দিকেই সুখ এবং উন্নতির লক্ষণ সকল প্রকাশিত। এই সকল কারণে তিনি ইতি মধ্যেই দেশের লোকের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছেন।

কলিকাতার লোক উৎসুক অন্তরে আশা করিতেছিলেন যে তাঁহারা গত সোমবার তাঁহাদের রাজ্যেশ্বরীর প্রতিনিধির প্রফুল্ল মুখ দর্শন করিবেন। কিন্তু লার্ড রিপণ সুস্থশরীরে বোম্বাই পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। লেডি রিপন যে দিন ষ্টিমারে করিয়া উপস্থিত হন সেই দিন অতি প্রত্যুষে তিনি তাঁহাকে আনিতে যান। সেই দিন বৈকালেই তাঁহারা এলিফ্যাণ্ট নামক গিরিকন্দর দর্শনার্থে গমন করেন। উক্ত গুহার সমীপেই তাঁহাদের ভোজনের আয়োজন হয়। সেখানে কয়েক দিনের অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর সেই অনাবৃত স্থানে বসিয়া আহারাদি করাতে তাঁহার সর্দ্দি হয়। তাহার উপর রেলযোগে যাত্রা করাতে তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এলাহাবাদে পৌঁছিয়াই তাঁহাকে কলিকাতা যাত্রা ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। সেই খানে তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা হইতেছে। জগদীশ্বর তরায় তাঁহাকে সুস্থ করুন। ভারতবর্ষের লোকে তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে। তাঁহার ন্যায় সাধু পুরুষের হস্তে শাসন ভার কিয়ৎকাল থাকিলে দেশের অনেক উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইবে সকলে এই প্রকার আশা করিতেছেন।

—:০:—

মনুষ্যকে যখন ধন, মান, প্রভুত্ব বা পদগৌরব প্রভৃতি রাখিয়া চলিতে হয় তখন সে সম্পূর্ণরূপে সত্য বা ধর্ম্মপথের অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে না। তখন সে নিজ গৌরব বা নিজ পদ রক্ষার জন্য বিচিত্র যুক্তি সকল উদ্ভাবন করে; সত্যকে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পায়; অন্যায় অত্যাচারকে সুন্দরবর্ণে চিত্রিত করিয়া তাহার কদর্য্যতা হ্রাস করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। ইংলণ্ডের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আয়র্লণ্ডবাসিপ্রজাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহা দেখিলে পূর্ব্বোক্ত উক্তি সপ্রমাণিত হয়।

আমাদের পাঠকগণ জানেন যে আয়র্লণ্ডে প্রথমে যখন প্রজা ও জমিদারে বিবাদ আরম্ভ হয়, তখন বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রিদল সে বিরোধের শান্তির উদ্দেশে একটী নূতন আইন প্রণয়ন করেন।

নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান থাকিবে না। লোকে ভারতবর্ষের বিষয় যতই জ্ঞাত হইবে ততই ইহার প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ হইবে ; যতই তাঁহাদের মনোযোগ বৃদ্ধি পাইবে ততই তাঁহারা আমাদের কথা শুনিতে পারগ হইবেন। সুতরাং আমাদের প্রার্থনা ও আবেদন ইংলণ্ডে অধিক পরিমাণে গৃহীত হইবে। সে যাহা হউক, আমরা অদ্য যে বিষয়ের উল্লেখ করিব তাহা এই, লর্ড নর্থব্রুক গল্পচ্ছলে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের সাধারণ লোক এরূপ অজ্ঞ যে গবর্ণমেণ্টের নামে অতি অসম্ভব কথা সকল উঠিলেও তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে ১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় যখন বিদেশ হইতে চাউল আনাইয়া প্রজাদিগের প্রাণরক্ষা করিবার আদেশ প্রচার করেন তখন এইরূপ এক জনশ্রুতি উঠিল যে গবর্ণমেণ্ট কোন গূঢ় দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য প্রজাদিগকে চাউল খাওয়াইতেছেন। এই জনরবে বিশ্বাস করিয়া শত শত লোক অনাহারে মরিল তথাপি সাহায্য লইতে আসিল না। এই গল্পটীর উল্লেখ করিয়া ষ্টেটসম্যান সম্পাদক প্রশ্ন করিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের নামে যে কথা উঠে তাহাই লোকে বিশ্বাস করে ইহার অর্থ কি? যে গবর্ণমেণ্ট পিতার ন্যায় তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন তাঁহার প্রতি লোকের এতদূর অবিশ্বাস কেন? তিনি বলেন যে ইংরাজ জাতির প্রতি লোকের বিদ্বেষ ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। উভয় জাতি দিন দিন পরস্পর হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেছে। তিনি ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন পূর্ব্বে কোন গ্রামে একজন ইংরাজ প্রবিষ্ট হইলে গ্রামশুদ্ধ লোক ভয়ে তাহার নিকট আসিত না। এক্ষণে দেখা যায় যে দেশের লোকের যেন সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন একজন ইংরাজ যদি একটী বন্দুক হস্তে কোন গ্রামে শীকারার্থ প্রবিষ্ট হয় অমনি দশ পাঁচ জন লোক উপস্থিত হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে থাকে চলিবার পথে বাধা দেয় ; গালাগালি করিতে থাকে এবং তেমন তেমন দেখিলে প্রহারাদিও করিয়া থাকে। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ইংরাজদিগের প্রতি এত বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইতেছে কেন? একথা কি সত্য? বাস্তবিক কি লোকের এতদূর সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে? আমরা ত জানিতাম একজন ইংরাজ গ্রামে প্রবিষ্ট হইলে গ্রামশুদ্ধ লোক ভয়ে জড় সড় হয়। যদি বাস্তবিক লোকের সাহস এতদূর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহা সুখের বিষয় বলিতে হইবে, কারণ নিম্ন শ্রেণীর ইংরাজগণ সময়ে সময়ে গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন এরূপ সাহস না হইলে সে অনিষ্ট নিবারণের আশা দেখা যায় না।

এদেশের লোকে যে ইংরাজদিগের প্রতি বিরক্ত হইতেছে, তাহা ইংরাজদিগেরই গুণে। তাঁহারা যখন শীকারার্থ কোন গ্রামে প্রবিষ্ট হন, তখন প্রজাদিগের সুবিধা অসুবিধা, ক্ষতি লাভ বা মান সম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। লোকের ফল শস্যের ক্ষতি করিয়া, ক্ষেত্রের হানি করিয়া চলিয়া যান, বলিলে অপমানিত হইতে হয়। তাঁহাদিগের ভদ্রা ভদ্রের বিচার নাই। হয়ত একজন ভদ্র বংশীয় ব্রাহ্মণের সন্তান পথ দিয়া যাইতেছেন, তাঁহাকে কুলীর ন্যায় মনে করিয়া একটী মৃত পক্ষী কুড়াইয়া আনিতে আদেশ করিলেন, সে ব্যক্তি যদি সে আদেশ না শুনিল তবে আর ক্রোধের সীমা পরিসীমা নাই। হয়ত কোন দরিদ্র গৃহস্থের অনাবৃত প্রাঙ্গণে তাহার কুলবধূ বসিয়া গৃহকর্ম্ম করিতেছে, সাহেবেরা থানা খন্দ ভাঙ্গিয়া বন্দুক হস্তে সেই প্রাঙ্গণ দিয়া গমন করিতেছেন। দেখিয়া স্ত্রীলোকটীর হৃতকম্প উপস্থিত। আমরা যে কোন কথা কল্পনা করিয়া বলিতেছি তাহা নহে, প্রত্যহ যাহা দেখিতে পাই তাহারই বর্ণনা করা যাইতেছে। এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া লোকের বিরক্তি উৎপন্ন না হওয়াই বিচিত্র। ভারতবর্ষের লোক নিতান্ত কাপুরুষতাই এত অত্যাচার সহ্য করে, ইহার দশভাগের একভাগ উপদ্রব কোন ইংরাজের বাড়ীর নিকট হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হন। লোকের সাহস যতই বৃদ্ধি হইবে ততই তাহারা এই সকল উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবে।

এসম্বন্ধে ষ্টেটসম্যান একটী পাকা কথা বলিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন দেশের অশিক্ষিত লোকদিগের ইংরাজদিগের প্রতি যত বিদ্বেষ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের তত বিদ্বেষ নাই। যেখানে যেখানে ইংরাজের সহিত ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত লোক একত্র কর্ম্ম করেন সেইখানেই পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এক আপীসে দুই জাতীয় কেরাণী থাকিলে তাহাদের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। ইংরাজ মাজিষ্ট্রেট ও তাহার বি এ, তসিলদার উভয়ে অশ্বারোহণে কত কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে চলিয়াছেন। এইরূপ সকল বিভাগেই ইংরাজের সহিত শিক্ষিত দেশীয় লোকের অপেক্ষাকৃত অধিক সদ্ভাব দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাঁহার মতে এদেশীয়দিগকে শিক্ষিত করাই উভয় জাতির সদ্ভাব বৃদ্ধির প্রধান উপায়।

ষ্টেটসম্যান সম্পাদক আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারিতেন। এদেশে অদ্যাবধি যতগুলি মিউটিনী ও বিদ্রোহ হইয়া গিয়াছে, তাহার মূলে কি শিক্ষিত লোক বা অশিক্ষিত লোক ছিল? লর্ড নর্থব্রুক লোকের অজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া যে অদ্ভুত গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন অধিকাংশ স্থলে কি অজ্ঞ লোকেরা সেইরূপ অদ্ভুত গল্পে বিশ্বাস করিয়া বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয় নাই? একজন ফকীর কোন স্থানে আসিয়া একটী কথা প্রচার করিল, অমনি সেই জনশ্রুতি দেশব্যাপী হইয়া পড়িল, অজ্ঞ প্রজাদিগের মন ভয় ও সন্দেহে আকুল হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে সুস্থির রাখা কঠিন হইয়া পড়িল। আজ যদি একজন লোক আসিয়া বলে গবর্ণমেণ্ট মুচি ধরিয়া জাহাজে চালান করিবেন, কল্যই কলিকাতা সহরের সমুদায় জুতার দোকান বন্ধ হইবে। আজ যদি একজন ফকীর আসিয়া বলে রুমরাজ্যে ফেরাঙ্গীর হার হইয়াছে, এবং মক্কা হইতে এই আদেশ প্রচার হইয়াছে যে কাফেরের রাজ্য অবসান হইবে, কল্যই এদেশের অশিক্ষিত ও অজ্ঞ মুসলমানদিগকে ধরিয়া রাখা দুষ্কর হইবে। দেশের লোকে শিক্ষিত হইলে আর কিছু না হউক তাহাদিগের চক্ষু কর্ণ ফুটিবে। ইংলণ্ডের ইতিহাস, ইংরাজ জাতির বল বিক্রম, প্রভৃতি অধিক জ্ঞাত থাকিবে। মন হইতে কুসংস্কারের ভাগ হ্রাস হইয়া যাইবে, তাহাদিগকে হঠাৎ উত্তেজিত করা সহজ হইবে না। অতএব দেশের লোককে শিক্ষিত করিলে যে কেবল উভয় জাতির সদ্ভাব বৃদ্ধি হইবে তাহা নহে, রাজ্যের শান্তি রক্ষার আশাও অধিক বর্দ্ধিত হইবে। অদূরদর্শী ইংরাজগণ যে ইহা দেখিতে পান না ইহাই আশ্চর্য্যের।

মধ্য আসিয়া সংক্রান্ত রাজনীতি।

রয়টার সাহেব তারযোগে সংবাদ দিয়াছেন যে সেণ্টপিটর্সবর্গে ইংলণ্ডের যে রাজদূত আছেন তিনি সম্প্রতি একটী গুরুতর প্রস্তাব লইয়া ব্যস্ত আছেন। রুসিয় গবর্ণমেণ্টের সহিত মধ্য আসিয়া সংক্রান্ত রাজনীতি বিষয়ে কথা বার্ত্তা চলিতেছে। মধ্য আসিয়াতে উভয় গবর্ণমেণ্টের সীমা নির্দ্দেশ করা হইবে। রুসিয়া এবং ইংলণ্ড উভয়ে উক্ত সীমা অতিক্রম করিব না বলিয়া পরস্পরের সহিত বচনবদ্ধ হইবেন।

আমরা অনেকবার যে পথ অবলম্বনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি, এত দিনের পর সেই রাজনীতিমার্গ অবলম্বন করিবার সংকল্প হইতেছে ইহা দেখিয়া আমরা পরমপ্রীতি লাভ করিতেছি। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, যে রুসিয়াকে গূঢ় শত্রু মনে করিয়া চিরসন্দেহের মধ্যে বাস করা অপেক্ষা প্রকাশ্য সন্ধিপত্র দ্বারা উভয় রাজ্যের সীমান্ত স্থির

করিয়া রাখা ভাল। বর্ত্তমান লিবারেল গবর্ণমেণ্ট একটী সৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহারা ইউরোপায় অপর জাতিদিগকে সমস্ত বিষয়ে বন্ধুর ন্যায় ভাবিয়া কার্য্য করিতেছেন। ইউরোপায় প্রবল জাতিদিগের মধ্যে এই সদ্ভাবটী যদি দিন দিন বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে মানবের ঘোর অকল্যাণের নিদান স্বরূপ যুদ্ধ বিগ্রহের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিবে।

এক্ষণে দেখা যাউক মধ্য আসিয়াতে ইংলণ্ড এবং রুসিয়ার কর্ত্তব্য কি? মধ্য আসিয়াতে একদিকে ইংলণ্ডের রাজ্য অপর দিকে রুসিয়ার রাজ্য। মধ্য স্থানে কতকগুলি সমরপ্রিয় লুণ্ঠনব্যবসায়ী যাযাবর জাতির বাস। ইহাদিগের অনেকে দস্যুবৃত্তিদ্বারা দিন যাপন করে। মধ্য আসিয়াতে রুশিয়ার বাণিজ্যের যে সকল পথ আছে ইহারা চিরকাল সেই সকল পথে কণ্টক স্বরূপ হইয়া আছে। রুসিয়াকে নিজ বাণিজ্য রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে এই সকল জাতির প্রতি সমর ঘোষণা করিতে হয়। সমরে ইহারা যখন পরাজিত হয়, তখন যদি আবার ইহাদিগকে পূর্ব্বাবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে যে উপদ্রব সেই উপদ্রব থাকিয়া যায়। সুতরাং যখন কোন একটী নূতন স্থান জয় করেন তখন সেখানে নিজ দুর্গ ও সৈনা স্থাপন প্রভৃতি দ্বারা সে স্থানকে নিরাপদে রাখিবার উপায় করিতে হয়। রুসিয়ার এরূপ অর্থ নাই যে গৃহ হইতে অর্থ আনিয়া সেই সকল স্থান শাসন করেন সুতরাং [illegible] রক্ষার জন্য [illegible] শাসনভার ও [illegible] [illegible] নিজ করে গ্রহণ করিতে হয়। [illegible] [illegible] ক্রমে মধ্য আসিয়াতে রুসিয়ার রাজ্য [illegible] [illegible] পড়িয়াছে। যে সকল ইংরাজ বলেন [illegible] [illegible] প্রভুত্বপ্রয়াসী ও রাজ্যলোলুপ হওয়াতে মধ্য আসিয়াতে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারা ইংলণ্ডের [illegible] অধিকার বিষয়ে কি বলেন আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। অনেক ইংরাজ বলিয়া থাকেন, এবং এ কথা অনেক পরিমাণে সত্য, যে ঘটনার অনিবার্য্য স্রোতে পড়িয়া ইংলণ্ডকে ভারত সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়া এক উপদ্রব নিবারণ করিতে গিয়া আর এক উপদ্রবে পড়িয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে। যদি ইংলণ্ডের পক্ষে একথা সত্য হয়, রুসিয়ার পক্ষে যে একথা সত্য নয় তাহা কে বলিল? ইংরাজগণ যদি নিজে দুরভিসন্ধি দ্বারা চালিত না হইয়া থাকেন তবে রুসিয়াকে সেরূপে চালিত মনে করেন কেন? আর যদিই তাহারা দুরভিসন্ধি দ্বারা চালিত হইয়াছে, ইহা সত্য হয়, তাহারও কি উপায় নাই। অদি অসভ্য জাতি ভিন্ন কোন জাতিই সন্ধি বন্ধন করিয়া সহসা সেই বন্ধন ছিন্ন করে না। রুশিয়া যদি একবার সন্ধিপত্র দ্বারা ইংলণ্ডের সহিত বদ্ধ হন, সহসা সে বন্ধন লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। এই যুক্তির অনুসরণ করিয়া আমরা বারংবার রুশিয়ার সহিত সন্ধি করিবার পরামর্শ দিয়াছি। কনসরবেটিবগণ যত দিন পদস্থ ছিলেন ততদিন একথা আশা করিতে পারা যায় নাই, কারণ রুশিয়াকে গুপ্ত শত্রু বোধে সতর্ক থাকা তাঁহাদের রাজনীতির বিশেষ ভাব ছিল। গ্লাডষ্টোনমন্ত্রিদল পদস্থ হইয়া যখন বার্লিন সন্ধি পত্রের মতানুসারে কার্য্যারম্ভ করিলেন তখন আমাদের আশা জন্মিল যে তাঁহারা মধ্য আসিয়ার গোলযোগও নিবারণ করিবেন। একদিনে সেই আশা পূর্ণ হইবে এরূপ বোধ হইতেছে। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে রুশিয়া মার্ভ আক্রমণের সংকল্প পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। রুশিয়া যদি মার্ভ আক্রমণের বাসনা পরিত্যাগ করেন এবং ইংলণ্ড যদি আফগানিস্থানের ভূমিতে পদার্পণ করিবার সংকল্প পরিহার করেন অথচ উভয়ে যদি একত্র হইয়া উভয় রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী কারিদস্যুদিগকে শাসনে রাখিবার অঙ্গীকার করেন তাহা হইলে উভয়ের বন্ধুত্ব ও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

রুশিয়া ও ইংলণ্ডের পরস্পরের সম্বন্ধ এইরূপে স্থিরীকৃত হইলে আসিয়ার আর একটি প্রবল জাতির সহিত এই [illegible] সম্বন্ধ স্থির করা আবশ্যক হইবে। [illegible] সম্প্রতি রুসের সহিত চীনদিগের সন্ধি [illegible] [illegible] চলিতেছে। রুশিয়া ইংলণ্ডের ন্যায় [illegible] একটী সীমার নির্দেশ না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মধ্য আসিয়াতে রুশ চীন ও ইংলণ্ড [illegible] [illegible] আ [illegible] মাত্রিত করিয়া লইলে অবশিষ্ট যে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য থাকিবে তাহাদিগকে আবশ্যক মত শাসনে রাখা দুষ্কর হইবে না। লিবারেলমন্ত্রিদল ইউরোপে সদ্ভাব বিস্তার করিয়া যেমন [illegible] স্থাপন করিতেছেন আসিয়াতেও সেইরূপ করুন এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

দেশীয় চিকিৎসার উন্নতির উপায় কি?

দেশ মধ্যে কবিরাজী চিকিৎসার আদর দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। অনেক শিক্ষিত লোকও ইংরাজী চিকিৎসার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। দেশীয় চিকিৎসার আদর যত বাড়িতেছে কবিরাজগণও বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেছেন। কলিকাতাতে এরূপ অনেক বিজ্ঞ ও সুচিকিৎসক কবিরাজ আছেন যাঁহাদিগের মাসিক [illegible] প্রথম শ্রেণীর ডাক্তারদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহে। দেশীয় চিকিৎসার দৈনন্দিন উন্নতি দর্শনে দেশহিতৈষী মাত্রেরই যে মনে আনন্দ হয় তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু দেশীয় চিকিৎসার পথে একটী [illegible] রহিয়াছে তাহা অদ্যাপি দূর [illegible] না। [illegible] এই, যে সকল গাছ [illegible] দেশীয় ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহার অধিকাংশ [illegible]। আবার এরূপ অনেক স্থলে দেখা যায় পূর্ব্বে যে দ্রব্যের যে নাম ছিল এখন হয়ত সে নাম নাই। এক প্রদেশে যে দ্রব্যের যে নাম আছে অপর প্রদেশে [illegible] নাম দৃষ্ট হয় না। এরূপ স্থলে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে হয় কবিরাজদিগের উপরে না হয় বাজারের বেণিয়াদিগের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়। যে স্থলে চিকিৎসকগণ নিজে পরিশ্রম পূর্ব্বক প্রত্যেক দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেন সে স্থলে ঔষধগুলির উপকারিতা সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় কিন্তু বেণিয়ারা কি দ্রব্যের নামে কি দ্রব্য দেয় তাহা পরীক্ষা করে কে? অনেক স্থলে যে কবিরাজী ঔষধে উপকার দর্শে না তাহার একটী প্রধান কারণ এই। এই অসুবিধাটী দূর করিতে না পারিলে দেশীয় চিকিৎসার আশানুরূপ উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায় না।

গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য একটী কলেজ স্থাপন করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই বোটানিকাল গার্ডেন নামে একটী উদ্যান করিয়াছেন। সেখানে উদ্ভিদ্ বিদ্যাশিক্ষার উপযোগী নানা জাতীয় তরু লতা যত্ন পূর্ব্বক রক্ষিত [illegible] হইয়া থাকে। ঐ সকল তরু লতা রক্ষা করিবার জন্য [illegible] বেতনভোগী লোক নিযুক্ত আছে এবং [illegible] বর্ষে বর্ষে অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। মেডিকাল কলেজের ছাত্রগণকে মধ্যে মধ্যে এই উদ্যানে লইয়া গিয়া ঐ সকল তরু লতার স্বরূপ প্রকৃতি [illegible] গুণাদি বিষয় উপদেশ প্রদত্ত হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি কলিকাতার কতকগুলি সুবিজ্ঞ চিকিৎসক একত্র হইয়া এইরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা করেন না কেন? একটী স্বতন্ত্র উদ্যান করিবার উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করা যদি দুষ্কর বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিলে তাঁহারা অনায়াসেই শিবপুরস্থ কোম্পানির বাগানের কিয়দংশ এতদর্থ ছাড়িয়া দিতে পারেন। তাঁহারা চেষ্টা করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করুন ঐ অর্থ হইতে কয়েকজন লোক নিযুক্ত হউক। তাহারা চিকিৎসকদিগের উপদেশ অনুসারে ভারত-

বর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রয়োজনানুরূপ নানা জাতীয় তরু গুল্মের বীজ সংগ্রহের চেষ্টা করুন। সেই সকল তরু গুল্ম কোম্পানির বাগানের উক্ত অংশে রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইবে। ইহাতে যে কেবল অর্থের হানি হইবে এরূপ নয় আয়েরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। প্রথমতঃ এই স্থান হইতে গাছ গাছড়া সকল বৈদ্যদিগকে বিক্রয় করা হইবে। দ্বিতীয় মফস্বলের স্থানে স্থানে ঐইরূপ উদ্যান করিয়া ঐ সকল তরু গুল্ম বিক্রয় করা যাইতে পারে। এক দ্রব্যের পরিবর্ত্তে আর এক দ্রব্যে ঔষধ প্রস্তুত করিলে কিরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটিতে পারে তাহার একটী দৃষ্টান্ত আমরা অল্প দিন হইল দেখিয়াছি। বাবু দুর্গাকুমার সর্ব্বাধিকারীর একটী ঔষধে যে ফিরিঙ্গি বালকের প্রাণ গিয়াছে তাহা কি ঔষধ বিক্রেতার ভ্রম নিবন্ধন নহে।

আমরা অনেক দিন পূর্ব্বে একবার এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম কিন্তু অদ্যাপি কোন কবিরাজ এবিষয়ে উদ্যোগী হইতেছেন না। বিষয়টী যেরূপ গুরুতর এবং ইহার সহিত প্রত্যেকেরই যেরূপ স্বার্থের সম্বন্ধ আছে, তাহাতে অল্প আয়াসেই এবিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। কি আশ্চর্য্যের বিষয় ইংলণ্ডের লোক ইংলণ্ডে বসিয়াই অক্সফোর্ড পুস্তকালয়ে দশ হাজার সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। আর আমাদের দেশের লোকেরা একত্র হইয়া এই কার্য্যটী করিতে পারিতেছেন না। দেশের ধনিগন গবর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় নানা বিষয়ে অর্থ সাহায্য করিতেছেন যদি এবিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হন তাহা হইলে দেশের প্রকৃত কল্যাণের একটী পথ খুলিয়া দেওয়া হয়, বিশেষ করিয়া ধরিলেও গবর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য করিতে পারেন। অতএব আমরা পুনরায় অনুরোধ করিতেছি কবিরাজগণ এবিষয়ে মনোযোগী হউন।

বিগতবর্ষে লাইসেন্স ট্যাক্সের আইনের কার্য্য।

আয়ের উপর কোন প্রকার কর গ্রহণ করিতে গেলেই লোককে ক্লেশ দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি নিতান্ত সতর্কও হন, তথাপি এসেসর ও কালেক্টর দিগের অনবধানতা বা স্বার্থপরতা নিবন্ধন প্রজার ক্লেশ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। লোকে অজ্ঞাতসারে ও পরোক্ষভাবে অনেক প্রকার কর দিতেছে তাহা তাহাদের গায়ে লাগে না; দরিদ্রতাতে নিতান্ত পীড়িত হইলেও সে গুলির দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্তি উৎপাদন করিতেছে না। সময় বড় কঠিন পড়িয়াছে, জিনিস পত্র মহার্ঘ হইয়াছে বলিয়া লোকে নিজ নিজ ভাগ্যেরই নিন্দা করিয়া নিরস্ত হয়। কিন্তু আয়ের উপর কোন প্রকার কর করিলে সেটী সর্ব্বদাই লোকের চক্ষে পড়ে এবং প্রবল বিরক্তি উৎপাদনের কারণ হয়। প্রথমতঃ লোকের আয় নিরূপণ করাই কঠিন। লোকের কতদিকে কত প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়ের দ্বার থাকে, অন্যের পক্ষে তাহা নিরূপণ করাই দুষ্কর, এমন কি সেই সমুদায় ক্ষুদ্র আয় জড় হইয়া কত হয়, তাহা গৃহস্থেই অনেক সময়ে জানেন না। বিশেষতঃ লোকের এ সকল কথা গোপন করিবার প্রবৃত্তি এত প্রবল যে লোকে প্রাণান্তেও এ সকল কথা বলিতে চাহে না। সেই স্থলে যদি টানা টানি করা হয় তাহা হইলে লোকের বিরক্তির সীমা পরিসীমা থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত উক্তি গুলি লাইসেন্স ট্যাক্সের প্রতি অধিক খাটে। সকল আয় নিরূপণ করা অপেক্ষা ব্যবসায়ের আয় নিরূপণ করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য। একজনের যদি ৫ টী ভূসম্পত্তি থাকে, কোন ভূমি হইতে বৎসরে কত আয় হয় তাহা সে ব্যক্তি অনায়াসে বলিতে পারে, কারণ তাহার আয় নির্দ্দিষ্ট। যদি এক ব্যক্তি দৈহিক শ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, সেও অল্প আয়াসে নিজের বার্ষিক আয় স্থির করিয়া বলিতে পারে। কিন্তু একজন ব্যবসায়ী লোকের পক্ষে হঠাৎ তাহা নিরূপণ করিয়া বলা নিতান্ত দুষ্কর। আমরা অনেক বার অনেক ব্যবসায়ী লোককে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কত টাকা তাহাদের ব্যবসায়ে খাটিতেছে। খরচ বাদে কত লাভ হইতেছে। তাহা অনেকে নিরূপণ করিয়া বলিতে পারে না। অনেকে যে মূলধন লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করে, অনেক সময়ে বাজারে ক্রয় বিক্রয় ঋণ প্রভৃতিতে তদপেক্ষা অনেক টাকার দ্রব্য দোকানে থাকে; যে ব্যক্তি ৫০০ শত টাকা ফেলিয়াছিল চারি বৎসর পরে হয়ত তাহার নামে তিন সহস্র মুদ্রা খাটিতেছে; কিন্তু ইহার কত ঋণ কত নিজের লাভ কত ক্ষতি তাহা গণনা করিয়া বলা দোকানদারের পক্ষেই সম্ভব নয়। সচরাচর দোকানদারগণ বৎসরান্তে একবার নূতন খাতা করিয়া থাকে সেই সময়ে আয় ব্যয় স্থিতের গণনা হয়।

ব্যবসায়ের আয়ের এইরূপ অস্থিরতা সুতরাং তদবলম্বন করিয়া ট্যাক্স ধার্য্য করিতে গেলে যে তাহা অনেক স্থানে লোকের ক্লেশকর হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই জন্যই আমরা লাইসেন্স ট্যাক্সের বিরোধী। প্রজার এবম্বিধ বিরক্তি দর্শনে গবর্ণমেণ্ট ৫০০ শত টাকার নিম্নে যাহাদের বার্ষিক আয় তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন সত্য, কিন্তু কাহার আয় ৫০০ শত টাকার ন্যূন, কাহার আয় ৫০০ শত টাকার অধিক তাহার নিরূপণের ভার ও এসেসরদিগের হস্তে। সচরাচর যে কার্য্য হয় তাহা এই এসেসরগণ নিজে ব্যবসায়ের অবস্থা দেখিয়া বা লোকের নিকট সন্ধান দ্বারা একটা আয় স্থির করিয়া লন এবং তদুপরি কর নির্দ্ধারণ করেন। যদি তাহা পরিমাণাতিরিক্ত হয় করদাতা আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক আবেদন করিতে পারে আইনে তাহাকে এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এবং গত বৎসরের কার্য্য বিবরণে দেখা যায় যে গতবৎসর ১২ টী জেলার শতকরা ৪০ জনেরও অধিক লোক আপত্তি করিয়াছিল। সারণে শতকরা ৭৫, বালেশ্বর ৬১, ফরীদপুর ৫৫; মজফঃরপুর ৫০; হুগলি ৪৬; গয়া ৪৫; ঢাকা ৪৪; মুঙ্গের ৪৩; পুরীর ৪২; পাটনা ৪১; মেদিনীপুর ৪০ কিন্তু ব্যবসায়ী লোকের পক্ষে আপত্তি উত্থাপন করিয়া এসেসরের কাছারি ও ঘর করা কি ক্লেশকর নয়? এবং অনেক স্থলে অনেক ন্যায় সঙ্গত আপত্তি কি অগ্রাহ্য হয় না? আমরা একটী ঘটনার কথা জানি। ঐ ঘটনাটী পাবনা জেলাতে ঘটিয়াছিল। এক ব্যক্তি জাতিতে শুঁড়ী, তাহার কোন প্রকার ব্যবসায় ছিল। তাহার উপর যে কর নিরূপিত হয় তাহার বিবেচনায় তাহা নিতান্ত পরিমাণাতিরিক্ত হইয়াছিল। সে ব্যক্তি কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া প্রথমে আসেসরের নিকট হাঁটা হাটি আরম্ভ করিল; অনুনয় বিনয় দরখাস্ত প্রভৃতি করিল, এসেসরের বিশ্বাস জন্মিল না। আর বিশ্বাস না জন্মান ও বিচিত্র নয় কারণ এরূপ স্থলে লোকে প্রকৃত কথা গোপন করিয়া থাকে। আসেসর ভাবিলেন সে ব্যক্তি কর হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য নিজ আয় গোপন করিতেছে। অবশেষে সেই ব্যক্তি নিজ দোকান পাট বন্ধ করিয়া পাবনা সবডিবিজনে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে আসিল। সেখানে উকীল ও আমলাদিগের পূজার পর তাহার আবেদন বিচারপতির নিকট উপস্থিত হইল। এদিকে সে ব্যক্তি পাবনাতে আসিয়া অনাহার, অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার আবেদন বিফল হইল। যে দিন তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল সেই দিন হৈতে লোকটি মনের ক্লেশে ক্ষেপিয়া গেল। পরদিন উন্মত্ত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে গিয়া এজলাসে বসিতে চায়, আমলাদিগের প্রতি কটূক্তি করে, কাছারির মধ্যে চীৎকার করিতে থাকে। পরিশেষে তাহাকে উন্মাদ রোগগ্রস্ত জানিয়া আদালতের পেয়াদাগণ ধরিয়া বাহিরে আনিল এবং গুরুতর প্রহার দ্বারা নিগ্রহ আরম্ভ করিল। কোথা বা তাহার দোকান কোথায় বা তাহার স্ত্রীপুত্র কোথায় বা তাহার আত্মীয় স্বজন। একে অনাহার তাহার শরীর দুর্ব্বল তাহার উপর পেয়াদাদিগের প্রহারে সে ব্যক্তি অজ্ঞান হইয়া পড়িল

আরও কত স্থানে এইরূপ কত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা কে জানে? এরূপ জানিতে পারা গিয়াছে যে অনেক স্থলে ৫০০ শত টাকার নিয়ম হওয়াতে যাহারা প্রথম তালিকা অনুসারে মুক্তি পাইয়াছিল আসেসারগণ তাহাদিগের কাহারও নাম নূতন তালিকাভুক্ত করিয়া টানাটানি করিয়াছেন। এ সকল বৃত্তান্ত কে গবর্ণমেণ্টের গোচর করে? সার রিচার্ড টেম্পল যখন "ইনকম ট্যাক্স" স্থাপনের প্রয়াস পান তখন ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের লাঙ্গুলে পা পড়িয়াছিল সুতরাং তাঁহাদের গর্জ্জন-ধ্বনিতে দেশ পূর্ণ হইয়াছিল এবং লর্ড নর্থব্রুক এদেশে পদার্পণ করিয়াই সে ট্যাক্সটী তুলিয়া দিয়া সকলের অশান্তি ও আশঙ্কা নিবারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই শত শত দরিদ্র লোকের অশান্তি গবর্ণমেণ্টের গোচর করে কে? এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের তিনটী বিষয় স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করা উচিত।

প্রথম, দেশেরও অধিকাংশ লোক অজ্ঞ; তাহারা অসহ্য ক্লেশ পাইলেও গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে পারে না। সুতরাং এই করটী দ্বারা কত লোকের কত প্রকার ক্লেশ হইতেছে তাহা গবর্ণমেণ্টের জানিবার উপায় নাই। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে কার্য্যবিবরণের উপর নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কর্ম্মচারিদের উক্তি, প্রজাদিগের মনের ভাব কি কিছু জানিয়াছেন?

দ্বিতীয়তঃ, এই কর নিবন্ধন প্রজাদিগকে নানা প্রকারে অসুবিধা ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়; সুতরাং ইহাতে গবর্ণমেণ্টের যে পরিমাণে অর্থ লাভ হয় তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে লোকের বিরক্তি উৎপাদন করে। এতদ্ভিন্ন যে কয় সহস্র বা কয়েক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয় গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সংক্ষেপ দ্বারা সেই কয় লক্ষ টাকা কেন বাঁচাইবার চেষ্টা করুন না। অল্প অর্থের জন্য প্রজার এত বিরাগভাজন হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

তৃতীয়, প্রজা গবর্ণমেণ্টকে যে নির্দ্দিষ্ট কর দেয়, তাহাই যে তাহার সমগ্র ব্যয় এরূপ নহে। অনেক স্থলে আসেসরের আমলা ও ট্যাক্সো পেয়াদাগণও উপরি আদায় করিয়া থাকে। বিশেষ করা কত অয় তাহা নির্দ্ধারণের ভার যাঁহাদের হস্তে তাহারা যে এই সুযোগে নিজের কিছু আয় বৃদ্ধি করিতে পারে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। মনে কর এক ব্যক্তির শিরে বার্ষিক ২০ টাকা পড়িয়াছে, সে যদি এককালে ৫০ টাকা উৎকোচ দিয়া বর্ষে বর্ষে ২০ টাকার কর হইতে অব্যাহতি পায় তাহা কি তাহার পক্ষে প্রার্থনীয় নয়? এরূপ যে অনেক স্থলে হইতেছে না তাহার প্রমাণ কি? এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট যত শীঘ্র এই ট্যাক্সটী তুলিয়া দেন ততই ভাল।

ভ্রমণকারীর পত্র।

এলাহাবাদ।

কলিকাতায় ও এলাহাবাদে ৫৬৪ মাইল অন্তর। এই দূরতার অনুসারে বঙ্গদেশের সহিত কেবল মনুষ্যের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য নয় ভূমির ও বর্ষাদির প্রকৃতিগতও বহু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। বঙ্গদেশে এবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি ঘোর বর্ষা হইয়াছে; কিন্তু এলাহাবাদে এবার বৃষ্টি হয় নাই বলিলে হয়। পূর্ব্বে বৃষ্টি না হওয়াতে এ প্রদেশে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, ৬ ই অগ্রহায়ণ যে বৃষ্টি হয়, তাহাতে কৃষকগণ অনেক আশ্বস্ত হইয়াছে। তাহারা সানন্দমনে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। যদি আর দিন দুই বৃষ্টি হইত, এ অঞ্চলের পরম মঙ্গল হইত। একবৎসর সুবৃষ্টি না হইলে কৃষকদলে হাহাকার শব্দ উত্থিত হয়, কৃষকের এ অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই। কয়েকটী কারণের সমষ্টি ঘটিয়াছে, অতএব শীঘ্র এ অবস্থার সংশোধন হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের ন্যায় এপ্রদেশের কৃষকেরা মিতব্যয়ী নয়। ইহারা সুরাপানে একান্ত আসক্ত। সুতরাং ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সুরা আর ঋণ ইহাদিগের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বর, সুবৃষ্টি হইলে শস্যও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অনাবৃষ্টির বৎসরের নিমিত্ত কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে না।

এলাহাবাদের লোকেরা সাধারণতঃ বঙ্গ ও বিহার বাসিদিগের অপেক্ষা বলবান। ইহাদের বুদ্ধি বঙ্গবাসিদিগের ন্যায় তীক্ষ্ণ নয়। কিন্তু ইহারা বিহার বাসিদিগের ন্যায় নহে।

এক্ষণে এলাহাবাদ সহরের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রায় দুই ক্রোশ স্থল সহর বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু ইহার অধিকাংশ স্থানে বসতি নাই, সেই সেই স্থানে বৃক্ষ ও বাগানই অধিক। পূর্ব্বাংশে গঙ্গার ধারেই প্রাচীন প্রকৃত সহর। আমি হিন্দুস্থানিদিগের সহরের পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণন করিয়াছি, এখানেও প্রায় সেই ভাব লক্ষিত হয়। তাহাদের কিছুমাত্রও পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা থাকিবার ভাবগতি নাই। সকল স্থানেই প্রায় একভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এখানে অনেক গুলি কোটাবাড়ী দেখিতে পাওয়া গেল। এখানেও মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত ভাল নাই, পয়ঃপ্রণালীরও সুবিধা নাই। গলি গুলি এমনি দুর্গন্ধ, যে তথায় প্রবেশ করিলে সত্বর শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। দুর্গন্ধ দূর করিবার বিষয়ে মিউনিসিপাল অধ্যক্ষদিগের যে কোন যত্ন নাই বলিতে পারি না।

সহরের পশ্চিমে রেলওয়ে ষ্টেশন। সেই দিকেই উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের বাঙ্গালা, হাই কোর্ট, জজ আদালত প্রভৃতি আদালত ও অন্য অন্য সরকারী আফিস গবর্ণমেণ্ট কালেজও ঐ স্থানে আছে, ঐ দিকের রাস্তাগুলি অতি প্রশস্ত; কোন কোন রাস্তার দুই ধারে দুই শ্রেণী করিয়া বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে।

এলাহাবাদে কয়েকটী দ্রষ্টব্য পদার্থ আছে। তন্মধ্যে আকবর সাহ কৃত দুর্গ একটী প্রধান। দুর্গটী গঙ্গা যমুনা সঙ্গমস্থলে স্থাপিত। উহার পূর্ব্বে গঙ্গা ও দক্ষিণে যমুনা। এখন গঙ্গা কিছু দূরে গিয়া পড়িয়াছে। দুর্গের প্রাচীর রক্ত প্রস্তরে নির্ম্মিত। আকবর যে একজন বড়লোক ছিলেন, দুর্গটী দেখিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। উহার স্থান-সন্নিবেশ যেমন মনোহর গঠনও তেমনি সুন্দর। উহার পত্তনের ভাব দেখিয়া বোধ হয়, পত্তনকর্ত্তা একজন সুরুচি সম্পন্ন লোক ছিলেন। প্রাচীর গুলি এরূপ উচ্চ ও দৃঢ়তররূপে নির্ম্মিত হইয়াছে যে উহা কখন শত্রুহস্তে পতিত হইবে, আকবর ইহা মনে করেন নাই। উহার নির্ম্মাণকার্য্যে যে কত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, এখন তাহার অনুমান করা কঠিন। দুর্গের আকার ও গঠন ভাব দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় দেশীয় শত্রুবর্গের শঙ্কা নিবারণার্থই আকবর দুর্গটী বর্ত্তমান প্রকারে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কোন শত্রু যে অনায়াসে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া লইবেন, তাহা সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যে শত্রুর বৃহৎ গোলা নির্ম্মাণ করিবার ও তাহা নিক্ষেপ করিবার ক্ষমতা আছে, তাদৃশ শত্রুহস্ত হইতে উহাকে রক্ষা করিবার যোগ্য করিয়া নির্ম্মাণ করা হয় নাই। ফলতঃ আকবর দুর্গটীকে যেমন দুরারোহ ও দুরাক্রমণীয় করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তেমন দুর্ভেদ্য করিতে পারেন নাই। ইহা গোলার আঘাত সহ্য করিতে পারে না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইংরাজদিগকে ইহার অধিকারার্থ একটীও গোলা ক্ষেপ করিতে হয় নাই। ভগবানের কেমন আশ্চর্য্য বিধান বলা যায় না। ইংরাজেরা যে সময়ে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন, সেসময়ে আকবরের বংশে এমন কোন বীরপুরুষ ছিলেন না যে তাঁহাদিগের গোলা নিক্ষেপের প্রয়োজন হয়। যাহা হউক আকবরের দূর চিন্তা ও দুর্গ নির্ম্মাণ বিষয়ে মহৎ কল্পনা, আর বিনা আয়াসে ঐ দুর্গের ইংরাজদিগের করতল গমনরূপ কাল ক্রীড়ার বিষয় চিন্তা করিয়া নিম্ন লিখিত কবিতাটী আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল।

"বড়পক্ষেঃ ক গতা মথুরা পুরী।
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।

[illegible] বিচিন্তা কুরুষ

জগাদিদং ন সদিন্যানুপেয় " ॥

বিশাল যত্নবংশের রাজধানী মথুরা নগর কোথায় গেল, [illegible] পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের কোশল রাজ্যই বা কোথা [illegible] এই চিন্তা করিয়া মনস্থির কর, এবং [illegible] এই অবধারণ কর।

[illegible] মহম্মদ আকবর কোথায় ? তাঁহার ধর্মান্ধ বংশধর আরঙ্গজেব কোথায় আর এলাহাবাদের দুর্গই বা কোথায় ? ইংরাজদিগের এটী একটী বৃহৎ উপনিবেশ হইয়াছে। ভারতরাজ্য যে কেবল তাঁহাদের করতলগত হইয়াছে তাহা নয়, এই মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বহু বায়সাধিত দুর্গও তৎসংক্রান্ত অন্য অন্য পদার্থও তাঁহারা স্বচ্ছন্দে লাভ করিয়াছেন। ভারতে এই সকল উপরিলাভ দেখিয়াই রুশিয়েরা লোলজিহ্ব হইয়া উঠিয়াছে।

বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রভাবে যে কি মহৎ কাণ্ড সম্পাদিত হয়, তাহার প্রমাণ ইহার পার্শ্বেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইংরাজেরা রেলগাড়ির গমনাগমনের জন্য যমুনার উপরে যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা এলাহাবাদে দুর্গের অতি সান্নিহিত। সেতুটী দোতালা। উপর দিয়া রেলের গাড়ি যায়, নিম্নের তালা দিয়া মনুষ্য পশ্বাদি গমনাগমন করিয়া থাকে। তেরটী পিলপার উপরে সেতু দণ্ডায়মান আছে। অতি গভীর জলমধ্য হইতে পিলপা গুলি গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। অন্য অন্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানেই যমুনার গভীরতা অধিক। এই যমুনা সেতু ও আকবরের দুর্গ উভয়ের তুলনা করিলে মন আকবরের প্রশংসাগানে প্রবৃত্ত হয়। প্রায় তিনশত বৎসর হইল, আকবর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আর যমুনা সেতু সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। আকবর তিনশত বৎসর পূর্ব্বে যে কিরূপে মনোমধ্যে এরূপ দুর্গের কল্পনা করিলেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এক্ষণে যেপ্রকার বিজ্ঞান চর্চ্চা হইতেছে, তাহাতে যমুনা সেতুর মত শত শত সেতু নির্ম্মিত হওয়া বিচিত্র নহে। ইংরাজেরা দুর্গমধ্যে কয়েকটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আকবরের কারুক্রিয়ার সহিত তাহার তুলনা করিলে তাহার চমৎকারিতা মন্দপ্রভ হইয়া যায়।

আমি অনন্যমনা হইয়া আর্য্যজাতির প্রাচীন কীর্ত্তির প্রায়ই অনুসন্ধান করিয়া থাকি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায়ই তাহা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। আমি উল্লিখিত দুর্গ মধ্যে একটী হিন্দুদিগের আর একটী বৌদ্ধদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিলাম। দুর্গের প্রাঙ্গণগত একটী সুড়ঙ্গ মধ্যে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে। কতকগুলি পাথরের থামের উপরে খিলান করা। সুড়ঙ্গের মধ্যে অতিশয় অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সুড়ঙ্গের দ্বারে কয়জন বসিয়া থাকে, তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি প্রদীপ লইয়া দেখাইয়া দেয়, তাহারা যাত্রিদিগের নিকট হইতে সচরাচর দুই পয়সা করিয়া লইয়া থাকে, এ দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দির বলিয়া আরো দুই চারি পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। দীপধারীটা উহার এক স্থানে লইয়া [illegible] দেবমূর্ত্তি ও তাহার দুই পার্শ্বে দুটী ডাল দেখাইয়া বলিল, এই অক্ষয় বট দেখ। আমি ডাল দুটীই কেবল দেখিলাম কিন্তু তাহার পল্লবাদি দেখিতে পাইলাম না, সেটী বটের ডাল কি পাকুড়ের ডাল তাহাও স্থির করিতে পারিলাম না। দুই সাত জন একত্র না হইলে দুর্গের মধ্যে যাইতে দেয় না। আমি যে সময়ে গিয়াছিলাম সে সময়ে আর কয়জন যাত্রিও গিয়াছিল। দেব দর্শয়িতারা বড় সুন্দর মন্ত্র পড়াইল। মন্ত্রটী এই :—

বল " মাতাযাত্রা পিতাযাত্রা সংসার যাত্র

আমি ধৈর্য্যশালী হইয়া এ মন্ত্রের শেষাংশ পর্য্যন্ত শুনিতে পারিলাম না। ঐ সময়ে কয়জন ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা জুতা পায়ে দিয়া স্বচ্ছন্দে মশ মশ করিয়া দেব প্রতিমাপূর্ণ সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল দেখিয়া বোধ হইল, পাণ্ডাদিগের পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মে দৃঢ়তর আস্থা নাই।

দুর্গের অঙ্গন মধ্যে এরূপ সুড়ঙ্গ ঘটনা কিরূপে হইল, আমি বড় চিন্তা করিলাম, দুই এক ব্যক্তিকেও জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সদুত্তর পাইলাম না। বোধ হয়, পূর্ব্বে এখানে মুসলমানের হিন্দুদিগের [illegible] দেবপ্রতিমা ছিল। আকবর যে সময়ে [illegible] করেন, তখন [illegible] তাহা ধ্বংস না করিয়া ঐ স্থানে একটী খিলান করিয়া দিয়া দেবমূর্ত্তি গুলি রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ছিল না, বিশেষতঃ হিন্দুদিগের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা করিবারই বিশেষ চেষ্টা ছিল, সে অভীষ্ট সাধনের সুযোগ উপস্থিত হইলে তিনি তাহাতে বিমুখ হইতেন না। আকবরের পরধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কেমন উদার নীতি ছিল, তাহার অপর প্রমাণ এই, ঐ দুর্গের মধ্যেই অশোক রাজার প্রতিষ্ঠিত একটী বৌদ্ধ স্তম্ভ আছে, আকবর তাহার উচ্ছেদ করেন নাই. ইংরাজেরা এক্ষণে উহাতে যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছেন। মূর্খেরা উহাকে ভীমের গদা বলিয়া থাকে।

এলাহাবাদের মধ্যে দর্শনীয় আর দুটী মনোহর প্রাসাদ আছে। থরণহিল নামে প্রজাপ্রিয় একজন কমিশনর ছিলেন তাহার স্মরণার্থ যে বাটী নির্ম্মিত হয়, তাহা অতি সুন্দর। ঐ গৃহে এক্ষণে সাধারণ পুস্তকালয় আছে। ইংরাজেরা সাদা কাজ ভাল বাসেন, কিন্তু ঐ গৃহে, তাঁহাদের রুচি বিপর্য্যয় দেখিলাম। পশ্চিম দেশীয়দিগের ন্যায় ঐ গৃহে অনেক গুলি সুরুচিসম্পন্ন চিত্রকার্য্য করা হইয়াছে। লার্ড মেয়োর স্মরণার্থ প্রতিষ্ঠিত গৃহ ও চিত্রকার্য্য দ্বারা সুশোভিত। দর্শন করিলে নয়ন ও মন প্রসন্ন হয় বলিয়া বৈয়াকরণেরা দেবগৃহ ও রাজগৃহের প্রাসাদ এই নাম রাখিয়াছেন। মেয়োর স্মরণার্থ ও থরণহিলের স্মরণার্থ গৃহের প্রাসাদ এই নামটী বাস্তবিক অন্বর্থ হইয়াছে। ঐ দুটী গৃহ দেখিয়া নয়ন ও মন স্নিগ্ধ হয়। থরণহিলের " পার্ক " বলিয়া প্রসিদ্ধ যে একটী উদ্যান আছে, তাহাও অতি মনোরম, তাহার ঘাসের কেয়ারি এমনি সুরুচি অনুসারে করা হইয়াছে, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

বিবিধ সংবাদ।

এলাহাবাদের ডাক্তার হল সাহেব কলিকাতার মেডিকেল গেজেটের সম্পাদকের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার অপরাধে অভিযোগ করাতে মাজিষ্ট্রেট বিচারে তাঁহার যে জরিমানা হইয়াছিল হাইকোর্টে আপীল করাতে তাহা রদ হইয়াছে।

পোষ্ট মাষ্টার দিগের দোষে অনেক সময়ে এক পোষ্ট আপীসের চিঠি আর এক পোষ্ট আপীসে যায়। এতন্নিবন্ধন অনেক বিশৃঙ্খলাও ঘটে। ইহা নিবারণের নিমিত্ত সম্প্রদেশে। পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল এই নিয়ম করিতেছেন যখন উক্ত প্রকার চিঠি পোষ্ট আপীসে আসিবে তখন যাহার ভুলে এই ঘটনা হইবে তাহার গুরুতর অর্থদণ্ড হইবে।

জর্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়া স্থলপথে ভারতের বাণিজ্য করিতে আসিবার জন্য একটী নূতন পথের আবিষ্ক্রিয়া করিতে সংকল্প করিয়াছেন। ইহাঁরা উভয়েই ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন।

১৮৮১ অব্দে একটী খণ্ডপ্রলয় হইবে। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন জুপিটর্শনি; উরেণা এবং নেপচুন নামক গ্রহচতুষ্টয় সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ১৮৮৫ অব্দে ইহারা নিজ নিজ কক্ষে গমন করিবে। তাহা হইলেই গ্রহগণের সহিত পৃথিবীর যে গূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহার বিশ্লেষ ঘটিবে সুতরাং প্রলয় উপস্থিত হইবে।

এবংসব ৪ জন যুবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও দুই জন এল, এ পরীক্ষা দিয়াছেন। পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে ৫ জন কলিকাতা বেথুন স্কুলের ছাত্রী।

জয়পুরের মৃত মহারাজ ষ্টেটম্যানের সম্পাদকের সহিত বলিয়াছিলেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্বর লবণ হ্রদের বন্দোবস্তভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার গুরুতর অনিষ্ট করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট প্রথম তাঁহার ও তাঁহার প্রজাগণের মন ভুলাইয়া উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেমন নিজ প্রজাগণের উপর হইতে শুষিয়া কর গ্রহণ করেন সেইরূপ লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার প্রজাগণেরও অর্থ শোষণ করিতেছেন। যাহা হউক ভ্রম নিবন্ধন আমি যে কুকর্ম্ম করিয়াছি এখন নিজে তাহার ফল ভোগ করিতেছি এবং উত্তর কালে আমার অধিকারিগণ ও প্রজাদিগের এই দুরবস্থা দর্শনে আমাকে ধিক্কার দিবেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বিরক্ত হইয়া আরও যে সকল কথা বলিয়াছেন তৎপাঠে আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল প্রকৃত পক্ষেই ভারতের একজন শুভদ্বেষী। ইহাঁর কার্য্যকলাপ দর্শনে ইহাঁকে একজন অতি দয়ার্দ্রচিত্ত বলিয়া বোধ হয়। ইনি কাবুলযুদ্ধের মীমাংসা, বিদ্যাশিক্ষার পক্ষপাতিতা, মিউনিসিপাটীর উৎকর্ষ বিধান প্রভৃতি অনেক সৎকার্য্যের চেষ্টা পাইতেছেন। ইনি একজন প্রকৃত ধার্ম্মিক পুরুষ। শুনিলাম ইনি শিমলা বাস কালে প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া অন্যূন দেড়ঘণ্টা কাল ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, এবং সর্ব্বদাই সামান্য লোকের ন্যায় সামান্যচালে চলিয়া থাকেন। একদা যখন তিনি ভ্রমণ করিতে যান সেই সময়ে একস্থানে অনেকগুলি লোককে একত্র গোলযোগ করিতে দেখিতে পান এবং কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া জানিলেন শিমলার লোকের অত্যন্ত জলকষ্ট, বিশেষতঃ যাবৎ গবর্ণমেণ্ট হাউসের রাস্তায় জল দেওয়া না হয় তাবৎ সাধারণ লোকে জল লইতে পারে না। এতদ্দর্শনে তিনি অতি ক্ষুব্ধান্তঃকরণে বলিয়াছিলেন গবর্ণর জেনেরলের রাস্তায় ধূলা উড়ুক। মহারাণীর শত সহস্র প্রজা জলকষ্টে এই যাতনা সহ্য করিতেছে, অতএব অগ্রে উহাদিগকে জলদান করিয়া গবর্ণমেণ্টের রাস্তায় জল দিবার ব্যবস্থা করা হউক। ঐ প্রকার আর এক দিবস যখন তিনি ভ্রমণ করিতে যান সেই সময়ে পুলিষ কর্ম্মচারীরা রাস্তার পার্শ্ব হইতে মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরা দরিদ্র ভিক্ষুকদিগকে তাড়াইয়া দিতেছিলেন। এতদ্দর্শনে তিনি ব্যথিতান্তঃকরণে বলিয়াছিলেন উহাদিগের উপর এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ আর কদাচ করা না হয়। উহারা মহারাণীর যেমন প্রজা আমিও তাঁহার সেইরূপ প্রজা, অতএব রাস্তায় আমারও যেমন অধিকার উহাদেরও সেইরূপ অধিকার। সুতরাং আমার নিমিত্ত উহাদিগের উপর এ দৌরাত্ম্য অত্যন্ত অন্যায়। এতদ্ভিন্ন তিনি সিমলা বাসকালে ভারতীয় ইংরাজগণের অনেক প্রকার কুব্যবহার দর্শন করিয়া বন্ধুভাবে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব দোষ সংশোধনে যত্নবান হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। দেশীয়দিগের অনেক কার্য্যে ইনি যেরূপ সরলান্তঃকরণে যোগ দান করিতেছেন তদ্দর্শনে বোধ হইতেছে ইহার শাসনকাল অনেকটা সুখে কাটিবে। এখন ভারতবাসীদিগের কপাল ও তাঁহার হাত যশ।

সোণাপুর হইতে মগরাহাট পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে নির্ম্মাণের কথা স্থির হইয়াছে গত সপ্তাহে আমরা লিখিয়াছিলাম ডেপুটী কালেক্টর ভূমি সংগ্রহ করিতে না পারাতে বর্ত্তমান মাসে কার্য্য আরম্ভ হইবে না। কিন্তু শুনা গেল রেলওয়ের কার্য্যের সময় যাইতেছে বলিয়া কণ্ট্রাক্টরেরা দরখাস্ত করায় বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বরণ কোম্পানিকে ডেপুটী কালেক্টর যে পর্য্যন্ত ভূমি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতেই কার্য্য আরম্ভ করিতে আদেশ দিয়াছেন।

শুনা গেল বারিষ্টার ডবলু, সি, বন্দোপাধ্যায় ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেলের পদ গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে ফিলিপস সাহেব ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

অম্বালায় ডেঙ্গুজ্বর ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে।

আসামে একটী নূতন কমিশনরের পদের সৃষ্টির কল্পনা করা হইয়াছে। কাছাড় ও শ্রীহট্টের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইবে।

বাঙ্গালোরে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। বঙ্গোপসাগর হইতে এই ঝড় উঠিয়াছিল। অনেকগুলি গৃহ ও বৃক্ষ পতিত হইয়াছে।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মহীসুর পরিত্যাগ করিলে বাঙ্গালোরে একটী হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাতে তিন জন জজ নিযুক্ত হইবেন। দুই জন দেশীয় ও একজন ইউরোপীয়।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ১৪৬৩৬০৮ মণ চাউল মজুত ছিল। ইহার মধ্য হইতে ৪ লক্ষ মণ রপ্তানি করা যাইতে পারে।

নেপালের প্রধান মন্ত্রী সার রণদীপ ১৮ ই কলিকাতায় আগমন করিবেন। ইহাঁর সঙ্গে ১৫ জন মহারাণী আগমন করিতেছেন তদ্ভিন্ন ৪০ জন সেনাপতি ৩০০ ভৃত্য ৫০ জন বাদাকর ও ৫০ জন দাসী

ভারতবর্ষের রেলওয়ে সমূহের দুর্ঘটনায় ৩৫২ জন যাত্রী হত ও ৬৩৩ জন আহত হইয়াছে তদ্ভিন্ন রেলওয়ে কর্ম্মচারী ২০৮ জন হত ও ১৯৩ জন আহত হইয়াছে।

হাইকোর্টের লিগালরিমাম্বান্সার ওঁ রেজিষ্ট্রার সাহেব, গবর্ণমেণ্ট উকীল বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার সি, পিফর্ড ও রাজনারায়ণ মিত্র এবং উকীল বাবু কালীকৃষ্ণ সেন ১৮৮১ অব্দের জন্য উকীল ও মোক্তারদিগের পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

সাধারণ শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর এই নিয়ম করিয়াছেন যে অতঃপর প্রকৃত হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতিই সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারিবেন না।

আসামের চীফ কমিসনর ষ্টুয়াট বেলি আগামী মাসে ছুটী লইবেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি হোরেস ককরেল সাহেব তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

প্রেসিডেন্সি পোষ্ট মাষ্টার জেমস সাহেব যশোহর হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন, ইনি শীঘ্রই মেদনীপুর উড়িষ্যা ও কটকের করদমহলগুলিতে ডাকের কিরূপ বন্দোবস্ত তাহা দেখিতে যাইবেন।

টি, ডবলু হিউজ সাহেব যে যেখানে যেখানে পাথরিয়া কয়লা আছে তাহার উপর মাপিয়া নিম্নস্থ কয়লার পরিমাণ জানিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন বঙ্গদেশ ১০০,১২০ ও ১৬০ ফুটের নিম্নে কয়লা থাকে না। তিনি বলিয়াছেন সমস্ত ভারতবর্ষে ৩৫ হাজার বর্গমাইল ভূমিতে ২০০০০০০০০০০ টন কয়লা আছে।

রাজস্ব মন্ত্রী সারজন ষ্ট্রাচি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ৭ ই ডিসেম্বর ইনি শিমলা শৈল পরিত্যাগ করিয়াছেন ১৫ ই বোম্বাইয়ে উপনীত হইবেন। তৎপরে অনুকূল কুলার বাতাসে ইহাকে লইয়া জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে ইংলণ্ডে যাইবে।

শুনা যাইতেছে লর্ড রিপনের পুত্র কেবল শীকারার্থ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। ইহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন আলীপুরের কোন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর কালেক্টরি হইতে কোন দলিলের সার সংগ্রহ করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করাতে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শুনা গেল মনরো সাহেব ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

মাকেষ্টরে যাহাতে অহিফেন বিক্রয় হইতে না পারে তাহার জন্য আঙলো ওরিয়েণ্টাল সভার শাখা। সভার সভ্যগণ বিশেষ যত্ন পাইতেছেন। তাঁহারা খ্রীষ্টীয় গির্জ্জায় এই বিষয়ের আন্দোলন করিবেন বলিয়া চেষ্টা পাইতেছেন। ভারতবর্ষ

ডলারের সমান মূল্য হয় তজ্জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

টিহারণ ৬ ই ডিসেম্বর। পারস্যের যে সকল যাত্রী মক্কা তীর্থ দর্শনে গিয়াছিল কুর্দ্দগণ তাহাদিগের পাঁচ শতকে হত ও আহত করিয়াছে।

সেন্টপিটার্সবর্গ ৬ ই ডিসেম্বর। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ রুশের পাঁচ খানি মানওয়ার যাপানে যাইতেছে।

লণ্ডন ৮ ই ডিসেম্বর। ফার্ম্মানেগ নামক স্থানে ল্যাণ্ডলিগ সভার অধিবেশন হইবার কথা হয় কর্তৃপক্ষ উহা যাহাতে হইতে না পারে সেই চেষ্টা পাওয়ায় ফেমনাথ নামক স্থানে একটী ভয়ানক দাঙ্গা হইয়াছিল। বিবাদ সংক্রান্ত একটী আইন পঠিত হইলে বিবাদকারিগণ দলভঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়। পুলিষকে ইহার নিবারণের জন্য আসিতে হইয়াছিল।

লণ্ডন ৯ ই ডিসেম্বর। ডিক্রিজারির একজন পেয়াদা যখন আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত কুকসটাউনের এক প্রজার নামে ডিক্রী জারি করিতে যায় সেই সময়ে প্রজারা তাহাকে বধ করিয়াছে।

গত রাত্রিতে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় ক্লবে সেনাপতি রবর্টসকে মহাসমারোহের সহিত ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। মারকুইস হার্টিংটন উহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেপটাউন হইতে সংবাদ আসিয়াছে পণ্ডোনি নামক এক জাতি বাসুটো ও ঔপনিবেশিক সৈন্যদিগের সহিত যোগদান করিয়া তত্রত্য ইংরাজ সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। শুনা গেল পণ্ডোনিরা পরাস্ত হইয়াছে।

বাণিজ্য সভা প্রকাশ করিয়াছেন গত মাসে তথায় ৩৮৪৩৭৫০০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানী ও ১৮৮৭৫০০০০ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বগলানন্দ মুখোপাধ্যায় কাশিমবাজারের মৃত রায় অন্নদা প্রসাদ রায় বাহাদুরের ষ্টেটের ম্যানেজার ও ২৪ পরগণার সবডেপুটী কালেক্টর বাবু বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ত্রিপুরাস্থ ষ্টেটের সব ম্যানেজার হইলেন, ইহাদিগের উভয়েরই কার্য্য রেবিনিউ বোর্ডের অধীনে হইল।

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু আশুতোষ গুপ্ত সেরাজগঞ্জে বদলী হইলেন।

মৌলবী ওয়াহিদুল্লা রাজসাহী ও কুচবিহারের প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টর হইলেন। কিন্তু পুনরাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাঁকে নিজামতের ভূমি জরিপ করণার্থ স্পেসাল ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিতে হইবে।

পাবনার সবডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনচন্দ্র রায় কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হওয়াতে এস, এন বন্দ্যোপাধ্যায় ২য় শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার সবডেপুটী কালেক্টর বাবু বঙ্কুবিহারি বসু ১০ ই হইতে নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে বক্সওয়েল দারভাঙ্গার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডি নর্টন হাবড়ায় নিযুক্ত হইলেন।

অনরেবল এচ, জে, রেনলড বোর্ড অব একজামিনরের সভাপতি হইলেন।

গয়ার ডিষ্টীক্ট ও সেসন জজ জি, ই পোর্টার ও পূর্ণিয়ার প্রতিনিধি ডিষ্টীক্ট ও সেসন জজ কাউলে সাহেব ২য় আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি উত্তর বঙ্গ ষ্টেট রেলওয়ের কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন ২৯ এ তারিখের কলিকাতা গেজেটে তাঁহাকে যে বিদায় আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

দার্জ্জিলিঙের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এল সি, এবট ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, ই, পিকার্ড সাঁওতাল পরগণার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আহম্মদ চট্টগ্রামে বদলী হইলেন বলিয়া ২৭ এ সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইল।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

কটকের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলু ফিডিয়ান প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ফৌজদারী আইনের ১৪২, ১৫৭, ৪১৭ ও ৫২১ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ভিন্ন ইনি ২২২ ধারানুসারে সরাসরি বিচারও করিতে পারিবেন।

পাবনার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে পসফোর্ড ১ ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন এবং ২২২ ধারানুসারে সরাসরি বিচার করিবেন।

আরা বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনিয়র এ জয়েস ও হাজারিবাগের সবডেপুটী কালেক্টর বাবু সভাতারণ মুখোপাধ্যায় ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু নন্দলাল দে বি, এল, ২৪ পরগণার অন্তর্গত আলীপুরের মুন্সেফ হইলেন।

ডায়মণ্ডহারবরের ৩য় মুন্সেফ বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় হুগলীর মুন্সেফ হইলেন।

পুরীর মুন্সেফ বাবু জগৎদুর্লভ রায় ২৪ পরগণার অন্তর্গত আলীপুরে বদলী হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এ উইলকিন্স ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারানুসারে ২য় ও ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের মকদ্দমার আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ভিন্ন ইনি ফৌজদারী আইনের ১৫৭ ধারানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

সংবাদাতারত্রে।

মুঙ্গের।

পাহাড়ে কালীর বলিদানের শনি সন্ন্যাসী ঠাকুরের গুণ অশেষ। শুনা গেল কোন ভদ্রলোক তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যাইলে হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া কটু কাটব্য প্রয়োগ করেন এবং সে ব্যক্তি তদুত্তরে কোন কথা বলিলে কাটিয়া ফেলিব বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। ইতিপূর্ব্বে কয়েকজন বাঙ্গালী যুবার সহিত এই প্রকার ব্যবহার করিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি আবার কয়েকজনের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিয়া ঠাকুর বড় বিপদে পড়িয়াছেন, তাহারা তাঁহাকে বিলক্ষণ রূপ উত্তম মধ্যম দিয়া পাহাড় হইতে ধরিয়া আনিয়া পুলিষের হস্তে অর্পণ করিয়াছে।

এক সুরেন্দ্রনাথ খ্রীষ্টানকে লইয়া আমরা অনেক প্রকার নূতন নূতন কথা শুনিতেছি। বৈদ্য সমাজ এখানকার যে যে ব্যক্তির নিকট মুদ্রিত পত্রাদি পাঠাইয়া সকলের মতামত লইতে আদেশ করিয়াছেন, তাঁহারা জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ হইলেও বেতন কিছু কম। এজন্য শুনা গেল ২।১ জন মোটা বেতনের কেরাণী বাবু উহাদের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কহিয়াছেন " সমাজ সম্বন্ধে সকল

…য়। উঁহাদের বেতন কম, বেশী হইলে আমা-
দিগকে আর জামালপুরে থাকিত না।" কি আশ্চর্য্য!
উঁহাদের বেতন বেশী বলিয়া কি সমাজ ভয় করিয়া
চলিবে? টাকা [illegible] আছে বলিয়া যদি মান্য
ও ভয় করিয়া চলিতে হবে কি সমাজকে অগ্রে
রামা মুদ্দাফরাসকে মান্য করা উচিত নহে? তবে
তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে মান্য
ও ভয় করিতে পারে, সমাজের নিকট সে অভিমান
অগ্রাহ্য হইবেন, এটী যেন স্মরণ রাখেন।

এখানকার এক বৃদ্ধ বাব্দী-ফিটারের যুবতী
কন্যার সহিত এক কায়স্থ যুবার অনেক দিন হইতে
গোপনে প্রণয় জন্মে। যুবা ভগ্নীপতির অন্নে প্রতি-
পালিত হইয়া ট্রাফিক আফিসে ১৫ টাকা বেতনে
একটী কর্ম্ম করিতেছিলেন। ইহারা গোপনে গোপনে
যাতায়াত করায় কিছু দিন পরে পল্লীর সকলে
জানিতে পারিল এবং ফিটারও এ কথা শুনিল।
কিন্তু সে লম্পট কে, নাম কি, তাহার কোন অনু-
সন্ধান না লইয়া স্ত্রীকে তিরস্কার পূর্ব্বক ক্ষান্ত থাকে।
লম্পটও আর না যাইয়া ঐ দুষ্টা স্ত্রীকে লইয়া অন্য
স্থানে পলাইবার পরামর্শ করে। স্বামীর মত লইয়া
কুলটা রমণী পলাইবে মনস্থ করিয়া নিজ পতিকে
কহে "অনেকদিন হইতে বাপ মাকে না দেখিয়া
মনটা বড় চঞ্চল হইয়াছে। আমাকে রাখিয়া আইস।
না হয় জমালপুরের অনেক বাবু প্রায়ই বাটী যান
তাঁহাদের কাহারো সহিত পাঠাইয়া দেও।" স্বামী
"আচ্ছা" বলিয়া কে কবে বাটী যাইবে অনুসন্ধান
করিতে থাকে। এদিকে কুলটা তাহার উপপতিকে
শিখাইয়া দেয় তুমি তোমার পিতা বাঁচেন না বলিয়া
ছুটী লইবার চেষ্টা দেখ এবং আমার স্বামী তোমার
বাটী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের বাসগ্রামের
২।৩ ক্রোশ দূরস্থ অমুক গ্রামের নাম করিও। এই
প্রকারে সমস্ত শিক্ষা দিয়া যুবতী আর একদিন স্বামীকে
কহে "কৈ আমাকে পাঠাইয়া দিলে না?" স্বামী
উত্তরে কহে "অনেক সন্ধান লইতেছি কেহ বাটী
যাইতেছে না।" স্ত্রী কহিল "তুমিত বড় তো সন্ধান
লইতেছ। তোমার পাড়ার অমুক বাবু বাটী যাইবেন
(উপপতির নাম নির্দ্দেশ করিয়া) তাঁহার সহিত
কেন পাঠাইয়া দেও না?" বৃদ্ধ এই কথা শ্রবণে
যুবার নিকট যাইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতে
লাগিল। যুবা, স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া
বড় বিপদ, বিশেষ তিনি পিতার পীড়ার সমাচারে
চঞ্চল হইয়া বাটী যাইতেছেন ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া
কিছুতেই আর স্বীকার করেন না। পরিশেষে
অনেক কষ্টে স্বীকার করিয়া কহেন "বাপু, তোমাকে
ষ্টেসনে গিয়া তুলিয়া দিয়া আসিতে হইবে। বৃদ্ধ এই
কথা শ্রবণে হৃষ্টচিত্তে কহিল "বাবুর বাটা
কোথায়?" বাবু উত্তরে তাঁহার শিক্ষিত স্থানের
নাম করিলে বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে কহিল "বেস
হইয়াছে আপনি আমাদের গ্রামের উপর দিয়াই
যাইবেন।" ফিটার বাটী আসিয়া পরিবারকে
এই শুভ সমাচার দেয় এবং স্ত্রীর আবশ্যক বস্ত্রাদি
ও খাদ্যদ্রব্যাদি খরিদ করিয়া আনিয়া দিয়া বিদায়ের
সমস্ত আয়োজন করিতে থাকে। এদিকে যুবা
পিতার পীড়ার ভাণ করিয়া আফিস হইতে চারি
দিনের জন্য বিনা পাশ ও বিনা বেতনে বিদায় লয়।
নিরূপিত দিবসে বৃদ্ধ তিন মাসের কন্যা কোলে,
পরিবারের হাত ধরিয়া মুটের মাথায় দ্রব্যাদি দিয়া
হাঁপিতে হাঁপিতে ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হয়
এবং টিকিট খরিদ করিয়া দিয়া যুবার হস্তে স্ত্রী ও
কন্যা অর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্তমনে বাসায় যায়। ক্রমে
যুবার ছুটী শেষ হইল সে আর ফিরিল না, তখন
বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া অনুসন্ধান জানিতে গিয়া
শুনিল তাহারা উভয়ে পলায়ন করিয়াছে। এই সমা-
চারে ফিটারের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল এবং
কাঁদিতে কাঁদিতে সেই রমণীকেই বাটী গিয়া পঁহু-
ছিয়াছে কি না দেখিতে যায়। এক্ষণে শুনা গেল
সেখানে না দেখিতে পাইয়া ক্ষিপ্ত পাগলের মত
হইয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বলিতেছে
"ভদ্র লোক দেখে হাতে হাতে অর্পণ করে এলাম,
শেষে কি না এইরূপ বিশ্বাস ঘাতকের কাজ করে!!"

যশোহর।

অনেক সময় যশোহর বিভাগে সময়ে সময়ে
আশ্চর্য্য কথা শুনিতে পাওয়া যায়। [illegible] মাস
গত হইল আমরা লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিলাম
যে একদিন মণিরামপুরের [illegible] রাস্তা দিয়া এক
ব্যক্তি তাহার ভগিনী সমভিব্যাহারে পদব্রজে চলিয়া
যাইতেছিল দেখিয়া, থানার হেড কনষ্টেবল করিম
বক্স উহারা বাহির হইয়া যাইতেছে বলিয়া উহা-
দিগকে গ্রেপ্তার করিয়া পুরুষটীকে পাদদণ্ডে এবং
স্ত্রীলোকটীকে নিজ শয়নাগারে রাখেন। পরে কুল-
কামিনী আপন পরিধেয় কাপড় পাকাইয়া ঘরের
আড়ায় লাগাইয়া অপর পার্শ্ব নিজ গলায় বাঁধিয়া
ঝুলিয়া পড়িলে তাহার জীবলীলা সম্বরণ হয়। জমা-
দার অবলা বিহঙ্গের অবস্থা দর্শনে ভীত হইয়া ঐ
ঘরের মধ্যে গর্ত খুঁড়িয়া রাখেন। পরদিন প্রাতঃ
কালে পুরুষটী আলামুক্ত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটীতে দর-
খাস্ত করে। যশোহরের পুলিস কর্তৃক লাস এবং
মণিরামপুরের থানার কর্ম্মচারিবর্গ ধৃত হইয়া ম্যাজি-
ষ্ট্রেটীতে প্রেরিত হয়। বিচারে দারগা ও জমাদা-
রের ফাঁসি এবং অন্যান্য কর্ম্মচারি পদচ্যুত হয়।
কয়েকদিন পরে শুনা গেল উল্লিখিত ঘটনাবলী সমু-
দয়ই সম্পূর্ণ মিথ্যাকথায় পরিপূর্ণ। পুলিসের অত্যা-
চার বলিয়া সকলেই বিশ্বাসযোগ্য ভাবিয়াছিলেন।
শেষে জনরব মিথ্যা শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন।
কি আশ্চর্য্য, ভয়ানক প্রতারণা!!! করিম বক্সকে
আমাদের বিশেষ জানা ছিল। তিনি পুলিসের এক
জন উপযুক্ত কর্ম্মচারী। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সন্তো-
ষকর বটে। কি কারণে ঐ মিথ্যা জনরব রটিয়াছিল
আমরা ভাবিয়াই পাই না।

পঞ্চায়ত প্রথা প্রচলিত হওয়ায় সাধারণের
নিকট চৌকিদারী টাক্স রীতিমত আদায় হওয়ার
কোন বাধা নাই। নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে গৃহস্থেরা টাক্স
না দিলে ঘটী বাটী প্রভৃতি ক্রোক বিক্রয় দ্বারাও কর
আদায় হইয়া থাকে। টাক্স আদায়ের যেমন আঁটা-
আঁটি আছে, শান্তিরক্ষক (চৌকিদার) দিগের
পাহারা দেওয়ার পক্ষে তত মনোযোগ দেখা যায়
না। প্রজাহিতৈষী দয়ালু গবর্ণমেণ্ট কি কেবল
চৌকিদারদিগের বেতন সংগ্রহের জন্য পঞ্চায়ত
নিযুক্ত করিয়াছেন? গৃহস্থের জিনিষপত্র রক্ষার জন্য
কি নহে? পঞ্চায়তী প্রথা প্রচলন হওয়ায় অধিকাংশ
স্থানে বিষময় ফল ফলিয়াছে। চৌকিদারেরা এক্ষণে
রীতিমত মাসান্তে পেন্সন স্বরূপ বেতন পাইতেছে।
নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া রাত্রে চৌকি দিবে কেন?
পুলিস কর্ম্মচারী মফস্বলে আসিলে বটে। সুখের
বিষয় এই, উহারা সাপ্তাহিক ভাবে থানায় হাজিরা
দিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট সমীপে আমাদের জিজ্ঞাস্য
এই, পঞ্চায়ত নিয়োগ দ্বারা কি আশাজনক সুফল
ফলিয়াছে? আমাদের মাননীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর
ইডেন মহোদয় এই প্রথার প্রতি কি একবারও
সকরুণ দৃষ্টিপাত করিবেন না?

এ বৎসর হৈমন্তিক ধান্য নিতান্ত অপ্রীতিকর
নহে। পূর্ব্বাপেক্ষা আশাজনক ধান্য উৎপন্ন হই-
য়াছে। ধান্য চাউল গত বৎসর অপেক্ষা সুলভ
মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। গুড় দেখা দিয়াছে।
কোটচাঁদপুর শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কাপাসডাঙ্গা এবং
দৌলতপুরের কারখানাদারেরা আসিতে আরম্ভ
করিয়াছে।

শান্তিপুর।

আজ কাল এখানে চুরির দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখা
যাইতেছে। স্থানীয় পুলিস কনষ্টেবল ও হেড
কনষ্টেবলদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্মে শৈথিল্যই উহার মূল
কারণ। ইতি পূর্ব্বে একবার চুরির ঐ রূপ শ্রীবৃদ্ধি
হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু স্থানীয় ভদ্রলোকের যত্নে ও
পুলিসের সহায়তায় কয়েকজন বিখ্যাত বদমায়েস
শাস্তি পাওয়াতে তাহা দমিত ও নিবারিত হয়।

এবার প্রতিদিন যেরূপ চুরি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সেদিন বড়বাজারের বস্ত্র বিক্রেতা শ্রীদ্বারকানাথ শেঠের দোকানে সিঁধ হইয়াছিল, কিন্তু কোন নৈসর্গিক কারণ নিবন্ধন চোরেরা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সম্প্রতি বড়বাজারের অন্যতম বস্ত্রবিক্রেতা শ্রীহরিচরণ প্রামাণিকের দোকানে যে চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহা শুনিলে পেটের প্লীহা চমকাইয়া উঠে। হরিচরণ রাত্রি দুই প্রহরের পর রীতিমত দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে গমন করেন। অনন্তর বাজারের অন্যান্য দোকানদারেরা স্ব স্ব দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে গমন করিলে, পাহারাওয়ালাগণ আপন আপন সীমায় পাহারায় নিযুক্ত হইল, ইত্যবসরে চোর হরিচরণের দোকানের চাবী ভাঙ্গিয়া অনুমান ছয়শত টাকার দ্রব্যাদি চুরি করিয়া লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, অপহৃত দ্রব্যের মধ্যে স্বর্ণ রৌপ্যাভরণ বাদে অনুমান চারিশত টাকার নূতন বস্ত্র চুরি গিয়াছে। যখন চোর চাবী ভাঙ্গিয়া দোকানে প্রবেশ করে তখন পুলিসের নৈশ রোঁদগস্তী করিবার সময়; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, সেরাত্রি রীতিমত রোঁদগস্তী না হওয়াতে ঐ রূপ চুরি হইয়া গিয়াছে। চুরির পরদিন প্রত্যূষে আনন্দ নামক একজন মিউনিসিপল কনষ্টেবল একটা ভাঙ্গা বাক্স লইয়া হরিচরণের দোকানে বসিয়া থাকে, তৎপরে চুরির এজেহার পুলিসে লিপিবদ্ধ হইলে পর সবইনস্পেক্টর বাবু উত্তমচন্দ্র ঘটক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রত্যাশানুরূপ স্থানীয় তদন্ত এবং কয়েকজন পাহারাওয়ালাকে সন্দেহক্রমে ধৃত করিয়া পুলিসে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অদ্যাপি ঐ চুরির কোন কিনারা হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এই চুরির পর, স্থানে স্থানে আর কয়েকটা ক্ষুদ্র গোচের চুরি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পুলিস চোরের কোন অনুসন্ধান করিতে পারে নাই। সবইনস্পেক্টর বাবু এক্ষণে নৈশ রোঁদগস্তী বিষয়ে বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন এবং যে যে স্থানে চুরী হইয়া গিয়াছে, তা[illegible] রীতিমত মাল-তালিকা প্রস্তুত করিয়া চোরের অনুসন্ধান করিতেছেন। মিউনিসিপাল হেডকনষ্টেবল ডোমন খ্রীষ্টান আদা জল খাইয়া গোপনে ঐ সকল চুরির অনুসন্ধান করিতেছেন, এক্ষণে দেখা যাউক, কতদিনে ও কিপ্রকারে ঐ সমস্ত চুরির কিনারা হইয়া উঠে।

এতদিনের পর মিউনিসিপাল ব্যয়ে ভাগীরথী তটে একটী পুরুষের ও একটী স্ত্রীলোকের স্নানের ঘাট সংপ্রস্তুত করা হইয়াছে। সভ্যতার অনুরোধে ও আইনের বিধানে স্ত্রীলোকের স্নানের ঘাটে পুরুষের যাওয়া নিষেধ এবং পুরুষের স্নানের ঘাটে স্ত্রীলোকের যাওয়া নিষেধ ইত্যভিধেয় দুইখানি সাইনবোর্ড দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মধ্যে মধ্যে নাবিকেরা বোঝাই নৌকা স্ত্রীলোকের স্নানের ঘাটে লাগাইলে অগত্যা পুরুষের স্নানের ঘাটে স্ত্রীলোককে স্নান করিতে হয়, এতন্নিবন্ধন স্ত্রীলোক ও পুরুষের ঘাটের বিভিন্নতা থাকে না। আমরা আশা করি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু ঐ বিষয়ে বিহিতাদেশ করিবেন, নতুবা স্ত্রী ও পুরুষের স্বতন্ত্র ঘাট রাখিবার আবশ্যকতা নাই।

এখানকার ভগীরথীতে যে সকল বোঝাই নৌকার আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে, স্থানীয় ইজারদারেরা তৎসমস্ত নৌকার প্রত্যেক নাবিকের নিকট চারি আনার হিসাবে কর গ্রহণ করিয়া থাকে। এই অবৈধ কর গ্রহণ প্রথাটী উঠাইয়া দিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে একবার লেখা হইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যাশানুরূপ ফল দর্শে নাই। রাণাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু যদি ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য জানিতে চাহেন, তাহা হইলে স্থানীয় মহাজনদিগের দৈনিক খাতা দেখিতে হয়। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় নাবিক ও গাড়োয়ানদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রস্তাবিত বিষয়ের সত্যাসত্য জানা যাইতে পারে। বহুকাল পূর্ব্বে গঙ্গার ঘাটে নৌকা লাগাইলে খেঁটাগাড়ি বাবদে নাবিকদিগকে জমীদারের ইজারদারকে কর দিতে হইত, এক্ষণে উহার পরিবর্ত্তে উক্ত প্রকার অবৈধ কর গ্রহণ প্রথাটী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুর মতে কি উহা অবৈধ কর বলিয়া পরিগণ্য হয় না?

এ বৎসর এখানকার মিউনিসিপাল স্কুলের যে আট জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করিয়াছিল, সম্প্রতি তাঁহারা পরীক্ষা দিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছে। ছাত্রদিগকে যে সকল প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল, তৎসমস্তের অনেকেই প্রকৃত উত্তর লিখিয়াছেন। লক্ষণে বোধ হইতেছে যে, মিউনিসিপাল স্কুলের প্রেরিত ৮ জন পরীক্ষার্থি ছাত্রের মধ্যে ছয় জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবে।

এবৎসর রাণাঘাটে বঙ্গ বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র মাইনর স্কলারসিপ পরীক্ষা দিতে গমন করিয়াছিল, বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর কৃপায় তাহাদের এক কপর্দ্দক বাসা খরচ লাগে নাই। সহৃদয় সুরেন্দ্র বাবু ছাত্রদিগের নিমিত্ত অবস্থানুরূপ বাসা, বিছানা ও আহারাদি দিয়া বিদ্যোৎসাহিতার বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী মহাশয় জীবিতাবস্থায় শান্তিপুর হিতকরী সভায় স্বীয় ব্যয়ে একটী মুদ্রাযন্ত্র ও তদুপযোগী অক্ষরাদি ক্রয় করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই সংবাদটী আমরা নিরতিশয় আহ্লাদ সহকারে বিগত ৮ ই ভাদ্র সোমবার সোমপ্রকাশে ও ১১ ই ভাদ্র বৃহস্পতিবারে প্রভাতী প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলাম, কিন্তু উক্ত মহারাজ গোস্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী কুলোকের পরামর্শে উহা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হয়েন, সুতরাং হিতকরী সভার অবৈতনিক সম্পাদক ঐ কথা মহারাজ গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য কাগমারী নিবাসী অশেষ গুণরাশি জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ চৌধুরী মহাশয়কে পত্র দ্বারা পরিজ্ঞাত করিয়াছিলেন, এতদুত্তরে গুরুভক্তিপরায়ণ দ্বারকানাথ বাবু যে পত্র উক্ত সম্পাদককে লিখিয়াছেন, তৎপাঠে জানা গেল যে, যদি গুরু পত্নী উহা স্পষ্ট করে তাঁহাকে জানান তিনি মৃত গুরুর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে সময় মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী হিতকরী সভায় মুদ্রাযন্ত্র দান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন, সে সময় তাঁহার পত্নী কাগমারীর বাটীতে ছিলেন. সুতরাং তিনি ঐ প্রতিজ্ঞার বিন্দু বিসর্গ জানেন না। স্থানীয় কৃতবিদ্য ভদ্রলোকের মধ্যে ঐ কথা অনেকেই জানেন এবং বড় গোস্বামী পাড়ার কোন কোন গোস্বামী মহাশয় মৃত মহারাজের মুখে উহা শুনিয়াছিলেন। বিদ্যোৎসাহী দ্বারকানাথ বাবু যদি সকল ব্যক্তির নিকট উহার সত্যাসত্য অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে আমাদের কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। ৮ ই ভাদ্রের সোমপ্রকাশ ও ১১ ই ভাদ্রের প্রভাতী মহারাজ গোস্বামীর প্রতিজ্ঞায় জীবন্ত সাক্ষী।

চন্দনাদি।

মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ... এবং ...সংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন ... গলিত শোণিত স্রাব ও সপূয ... এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ... ও ...সংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক ... প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কা... , নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

... শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

ব্রহ্মগর্ভাঘৃত ও ব্রহ্মানন্দ তৈল।

(সকল প্রকার উন্মাদরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

আমরা অনেক চেষ্টা ও অনেক পরিশ্রম এবং অনেক ব্যয়দ্বারা এই ঘৃত এবং তৈল প্রস্তুত করাতে উন্মাদরোগ প্রায় ২।৩ সপ্তাহ ব্যবহার করাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যথা উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, অতিশয় বকা, উলঙ্গ হইয়া বেড়ান, ভুল বকা এবং অন্য লোককে আঘাত করা, গৃহ হইতে সদত দৌড়িয়া পালান, অস্থিত থাকা রহিত, ঔদাস্য, এতদ্ব্যতীত যে কোন বায়ুরোগ হয় এই ঘৃত তৈল ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। যদি অল্প দিনের রোগ হয় তাহা হইলে ১ সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলে প্রায় রোগ শেষ হইয়া যাইবে।

১ সের ঘৃতের মূল্য	৪০ টাকা।
১ সের তৈলের মূল্য	৩২ টাকা।
প্যাকিং	৵০ আনা।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন দূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়; ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকি ৵০ আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সকল প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুবাহু ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জরায়ুশূল ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য সন্তান নষ্ট হওয়া, অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৷ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

বসু ব্রাদর্স।

কলিকাতা হইতে মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকার।

আপিস—২০ নং বাটী, কৃষ্ণসিংহের লেন। সিমুলিয়া কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়। দ্রব্যাদির নমুনা কিম্বা বাজার দর জানিতে ইচ্ছা করিলে ডাক ষ্টাম্পসহ পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ভার লওয়া যাইবেক না। কলিকাতায় যাহা কিছু প্রাপ্য বস্তুই আমরা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি অন্যূন এক টাকা মূল্যের দ্রব্যাদিও খরিদ করিয়া পাঠান যাইবেক। নগদ মূল্যে খরিদ করিলে দ্রব্যাদি সস্তা ও ভাল পাওয়া যায়। দ্রব্যাদির যথার্থ খরিদ মূল্যের উপর নিম্নলিখিত হারে আমরা কেবল কমিশন মাত্র লইয়া থাকি।

১ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত টাকা	প্রতি	৴০	আনা
২৬ " " ১০০ " " "		১০	অৰ্দ্ধ আনা।
১০১ " " ৫০০ " " "		৫	এক পয়সা।

৫০০ টাকার উপর হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবেক। দ্রব্যাদি পাঠাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবেক না। পাঠাইবার পূর্ব্বে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাক করিয়া পাঠান যাইবেক।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, মেনেজার।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বলদেব ধর—কলিকাতা	১০
" " গোবিন্দনারায়ণ ঘোষাল	১০
" " শ্রীধরচক্রবর্ত্তী—জলপাইগুড়ি	৭
" হরচন্দ্র চৌধুরী—ময়মনসিংহ	১০
" গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ—দিনাজপুর	১০
" অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা	১০
" শরচ্চন্দ্র কুণ্ডু—কলিকাতা	১০
" উমেশচন্দ্র মিত্র—চম্পারণ	১০
" বিহারিলাল বর্দ্ধণ—বারাণসী	৭
" বঙ্কুবিহারি মুখোপাধ্যায়—চুঁচুড়া	৭
" বিহারিলাল সুর—খিলস	৫॥
" রাজীবলোচন দাস—শ্রীহট্ট	৫
" রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ—কলিকাতা	৬
শ্রীযুক্ত আকবর আলী খাঁ—দিনাজপুর	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অৰ্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাব হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ   " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ।   ৬ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৭ সাল। ৬ ই পৌষ। ইং ১৮৮০। ২০ এ ডিসেম্বর।

অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫।।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

প্রেরিতপত্র

চম্পাইনগর।

গত ৬ ও ১৩ ই অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে চম্পাইনগর সম্বন্ধে মাননীয় বিহারী বাবুর ক্রমান্বয়ে দুই খানি পত্র পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে পুনরায় কিছু লিখিয়া আপনার সুবিজ্ঞ পাঠকগণকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইলাম, আশা করি নিজ ঔদার্য্য গুণে তাঁহারা ক্ষমা করিবেন।

১ ম। আমার উল্লিখিত চম্পাইনগর নূতন সৃষ্টি বা স্বকপোলকল্পিত নহে। মানভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, ও হুগলির অধিকাংশ ভদ্রেতর ব্যক্তি উহা অবগত আছেন ও তাঁহারা এই স্থানে চাঁদের বাটী ছিল পুরুষ পরম্পরা শুনিয়া আসিতেছেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষোদিত প্রস্তর রাশি, মৃত্তিকা স্তূপ, স্তূপের উপর লোহার বাসর ঘরের ভগ্নাবস্থা, চাঁদের স্থাপিত শিবলিঙ্গদ্বয়, মৃত্তিকা স্তূপের অব্যবহিত পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত বেহুলানদী, চাঁদের স্থাপিত মনসার প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি তাহা কি প্রমাণ করিয়া দিতেছে না?

২ য়। নিছানিনগর পূর্ব্বে সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর থাকিলেও কাল-প্রভাবে যে উহা ক্ষুদ্র গ্রামাকারে পরিণত না হইয়াছে তাহার প্রমাণ কি? সপ্তগ্রাম তাহার জলন্ত উদাহরণ। যে সপ্তগ্রামে পূর্ব্বে নানাদেশাগত বণিকেরা বাণিজ্য করিত, উহা এক্ষণে কতিপয় বাগ্দী জাতীয় লোকের আবাস ভূমি হইয়া ক্ষুদ্র গ্রামাকারে পরিণত হইয়াছে। সপ্তগ্রামের বর্ত্তমান দশা দেখিলে তাহা উপন্যাস বলিয়া প্রতীত হয়। যে কারণে সপ্তগ্রামের বর্ত্তমান দশা ঘটিয়াছে, তদ্রূপ কোন কারণে নিছানিনগরেরও বর্ত্তমান দশা ঘটিয়া থাকিবেক। মাননীয় বিহারী বাবু হয় ত বলিবেন সপ্তগ্রাম তাদৃশ নগর ছিল না কিন্তু ইতিহাস সপ্তগ্রামের নাম স্বর্ণাক্ষরে অদ্যাপি বহন করিতেছে।

৩ য়। চাঁদসদাগর ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার পণ্য দ্রব্য-বাহী বৃহদাকার তরি-সকল বাঁকা বেহুলা ও ভাগীরথী দিয়া বাহিত হইত। পূর্ব্বে ঐ নদীগুলি অত্যন্ত বেগবতী ও বাণিজ্যপোতগমনোপযোগিনী ছিল। ঐ নদীগুলির বর্ত্তমান বৃহৎ বৃহৎ দহগুলি তাহা প্রমাণ করিতেছে। যে সরস্বতী দিয়া পূর্ব্বে রোমকদিগের বৃহদাকার অর্ণবযানসকল ঢাকা নগরী পর্য্যন্ত বাহিত হইত, কাল-প্রভাবে সেই সরস্বতী এক্ষণে খালের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বর্ষা কালে বেহুলানদীর অধিকাংশ স্থলে ৫। ৭ শত মণ দ্রব্য সমেত নৌকা বর্ত্তমান অবস্থায় বাহিত হয়, কিন্তু সরস্বতীতে কয়েক হস্ত ব্যতীত এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা গমন করিতে পারে না। আমার অনুমান যদি ব্যর্থ না হয় তবে মাননীয় বিহারী বাবু অপর একটী তাদৃশ নদীর বিষয় বিশেষ অবগত আছেন; সেটীর নাম যমুনা, তাঁহার বাসগ্রামের নিকট দিয়া প্রবাহিত আছে। সেটীর পূর্ব্বতন ও আধুনিক অবস্থা (যাহা পুরুষপরম্পরা তিনি শুনিয়া আসিতেছেন) তাঁহাকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার বাসগ্রামের তিন চারি মাইল পশ্চিমে অবস্থিত জঙ্গলের বিল পূর্ব্বে কি ছিল? ভাগীরথীর একটী দহ-বিশেষ মাত্র। আমাদিগের আবাস বাটীর কয়েক হস্ত উত্তরে একটী বিল আছে, এখানকার লোকে তাহাকে দহ কহিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে উহা নদী বিশেষের অংশ ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। সে দিন আমাদিগের খিড়কীর পুষ্করিণী খনন করিতে ১০। ১২ হস্ত মৃত্তিকার নিম্নে ২। ৩ খানি বৃহদাকার ভগ্ন নৌকা পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব কথিত বিল দিয়া যে নৌকা গমনাগমন করিত, ইহাই তাহার প্রমাণ। এরূপ বিলুপ্ত প্রায় অনেক নদীর (পূর্ব্বে যাহা দিয়া বৃহদাকার তরী বাহিত হইত) উল্লেখ করিতে পারা যায়। আমাদিগের সম্মুখবর্ত্তিনী ভাগীরথীরও বর্ত্তমান অবস্থা উল্লেখ যোগ্য। আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই যে ৫। ৭ শত মণ দ্রব্য সমেত নৌকা জোয়ারের অপেক্ষায় নঙ্গর করিয়া থাকে। অনুমান হয় কয়েক বর্ষ পরেই আর তাদৃশ নৌকা গমনোপযোগী পথ থাকিবেক না। সরস্বতী দিয়া যদি পূর্ব্বে অর্ণবযান বাহিত হইতে পারিত, তবে বাঁকা ও বেহুলা দিয়া চাঁদের পণ্যতরি কেন না প্রবাহিত হইবেক? কাল ক্রমে উভয়েরই সম দশা ঘটিয়াছে। আমার দ্বিতীয় পত্রের উল্লিখিত ত্রিবেণীর নিকটস্থ কানিদহ ঠিক ভাগীরথীর ও সরস্বতীর বিয়োগের বা অমিলনের নিকটে (১)।

৪ র্থ। বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য ও চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত লাক্ষা রেশমীবস্ত্র পিত্তল ও কাংস্য নির্ম্মিত বাসন লৌহ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য বাণিজ্যার্থে বিদেশে নীত হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত অপরাপর দেশের ক্রেতারা যত্নপূর্ব্বক তাহা ক্রয় করিয়া থাকে। আমরা স্বভাবতই মিষ্টান্নলোভী ব্রাহ্মণ; সুতরাং মাননীয় বিহারী বাবুর এ সকল দ্রব্য থাকিতে অগ্রেই বর্দ্ধমানের সীতাভোগ লালমোহনের উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে! বর্দ্ধমানের গুলাও ভাল, তবে সহজে দন্তস্ফুট হয় না বলিয়া বিহারী বাবু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবেক। সে যাহা হউক, মাননীয় বিহারী বাবু নিজ বর্দ্ধমান নগরীর আভ্যন্তরিক অবস্থা বিশেষ অবগত নহেন বলিয়া মিষ্টান্নের ব্যবসায় উল্লেখ করিয়াছেন বোধ হয়। ভারতচন্দ্র রায়ের

(১) এলাহাবাদে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মিলন স্থান বলিয়া উহাকে যুক্তবেণী কহে। ত্রিবেণীতেও নদীত্রয় পরস্পর বিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মুক্তবেণী কহে। যমুনা অপর পারে কাঁচড়া পাড়ার নিম্ন দিয়া সরস্বতী পশ্চিম তীরে ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম চিরজহাট কনাই প্রভৃতি গ্রামের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত আছে।

বর্ণিত বর্দ্ধমানের সৌষ্ঠব যদি প্রকৃত হয়, তবে চাঁদের সমকালীন ঐ প্রদেশ বা বর্দ্ধমান নগরী বাণিজ্যোপযোগিনী ছিল না কেমন করিয়া বলিতে পারি? বিশেষতঃ বর্দ্ধমান প্রাচীন সময় হইতে ইতিহাসে বিখ্যাত দেখিতে পাইতেছি।

৫ম। মাননীয় বিহারী বাবু লিখিয়াছেন যে, বেহুলা নাচনী, সাবের বেনে নাম গুলি ভাগলপুর প্রদেশের। যখন মিশ্র গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, আমাদিগের উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ হইতে উপরের পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম পশ্চিম দেশীয় নামের অনুরূপ, তখন এ প্রদেশীয় অপরাপর জাতির তাদৃশ নাম থাকা বিচিত্র কি?

উপসংহারে বক্তব্য যে মাননীয় বিহারী বাবু যে পদ্মপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কয়েক খণ্ড আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে চাঁদ পরিবারের বাটীর কোন নির্দ্দেশ বা তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, কেবল এক স্থানে মনসার মাহাত্ম্য দেখিতে পাইয়াছি, সমগ্র পুরাণ সংগ্রহ করিয়া বিহারী বাবুকে জানাইবার ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে চম্পাইনগর সম্বন্ধে বক্তব্য যে আমার উল্লিখিত চম্পাইনগরে অদ্যাপি মাঘীয় কৃষ্ণপঞ্চমীতে বিশেষ সমারোহের সহিত মনসার পূজা ও তদুপলক্ষে বিস্তর লোক সমবেত হইয়া থাকে। চাঁদ সদাগর ঐ দিবসে প্রথম মনসার পূজা করেন। তদনুসারে পূজা সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে। ইহা ব্যতীত পূর্ব্ব কথিত বেহুলা নদীর উভয় তীরবর্ত্তী ৮। ১০ ক্রোশ ব্যাপিয়া এমন গ্রাম নাই যে গ্রামে মনসার আড্ডা নাই ও পূজাও ঝাপানোপলক্ষে বিশেষ ধুম ধাম না হইয়া থাকে। মানভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, হুগলির অধিকাংশ গ্রামেই মনসার ঝাপান ও পূজা হইয়া থাকে। দশহরার দিবস হইতে ভাদ্র মাসের শেষ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত এক দিবস না এক দিবস গ্রামে গ্রামে এই উপলক্ষে উৎসব হইয়া থাকে। যখন দেখিতে পাইতেছি বঙ্গদেশের অন্যত্র অপেক্ষা এ প্রদেশীয় গ্রাম গুলিতে মনসার পূজা অধিক প্রচলিত, তখন ইহার নিকটবর্ত্তী চম্পাইনগরে যে চাঁদের বাটী ছিল তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ঐ সকল কারণে এবিষয়ে মাননীয় বিহারী বাবুর সহিত এক মত হইতে পারিলাম না। তজ্জন্য দুঃখিত রহিলাম, আপনকার বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর যদি কেহ অথবা মাননীয় সুযোগ্য রাণীগঞ্জের সংবাদদাতা মহাশয় এ বিষয়ের বিবরণ সোমপ্রকাশে উল্লেখ করেন তাহা হইলে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইব।

শ্রীঃ—

নদীয়ার অন্তর্গত নাটুদহের বিখ্যাত জমীদার বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহোদয় কৃষ্ণনগরে একটী জলের কল স্থাপনের জন্য ও লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন কিন্তু কৃষ্ণনগরে জলের কল স্থাপন করিবার কোন প্রয়োজনই দেখিতেছি না। কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীর মধ্যে কোন স্থানের লোকেরই জলকষ্ট নাই। কৃষ্ণনগরের মধ্যে অনেকগুলি দীঘি ও পুষ্করিণী আছে তাহার জলও অপরিষ্কার নহে, প্রায় অধিকাংশ পুষ্করিণী ও দীঘি বর্ষাকালে প্রণালী দ্বারা খড়ীয়া নদীর জলের সহিত সম্মিলিত হইয়া বৎসর বৎসর নূতন পরিষ্কার জলে পরিপূর্ণ হয়। এতদ্ভিন্ন নির্ম্মল জলপূর্ণা বেগবতী খড়ীয়া নদী বক্রভাবে ঘূর্ণি গোয়াড়ী মালোপাড়া ও সাহেবপাড়া প্রভৃতি স্থানের নিম্নে অবস্থিতি করিয়া নিয়ত অকাতরে জল যোগাইতেছেন, তবে আর কৃষ্ণনগরে জলের কষ্ট কোথায়? কৃষ্ণনগরবাসী কোন ব্যক্তিই কৃষ্ণনগরে জলের কল হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করেন না, তবে নিষ্কারণে এই ভূরিপরিমাণ টাকা ব্যয় করিয়া কল [illegible] করিবার প্রয়োজন কি? বোধ হয় এই জন্যই "জলের কলের জন্য দান" ইহার পরিবর্ত্তে এখন "কৃষ্ণনগরের উন্নতির জন্য দান" এইরূপ রব উঠিয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে দরিদ্র কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটী একেবারে এতগুলি টাকা পাইয়া দোল [illegible] শ্রীমদ্ভাগবৎ দিবেন কি আর কিছু করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া ব্যাকুলিত হইয়া পড়িয়াছেন। গত [illegible] নবেম্বর [illegible] কমিটীর মেম্বরগণ এ বিষয় স্থির করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছিলেন, তাহাতে কাহার মতে জলের কল কাহারও মতে কৃষ্ণনগর হইতে বগুলা পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে হয় এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাবু রামগোপাল সান্যাল প্রভৃতি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে এই টাকা হইতে কৃষ্ণনগরে একটী অনাথনিবাস স্থাপন হউক এবং অবশিষ্ট টাকায় পল্লীগ্রামের মধ্যে যেখানে যেখানে অত্যন্ত জলকষ্ট, সেই সকল স্থানে কতক গুলি পুষ্করিণী খনন করিয়া দেওয়া উচিত। আমরা এই মতকেই বিশুদ্ধ মত বলিয়া স্বীকার করিতেছি। এইরূপ করিলে নাটুদহের জমীদারের যে অন্নদান সম্বন্ধে একটু সুখ্যাতি আছে, তাহা আরও উজ্জ্বলিত হইবেক এবং বিশুদ্ধ জলের জন্য যে দান করিয়াছেন তাহাও অনেকাংশে সফলীকৃত হইবে। তবে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটী মনে করিতে পারেন আমার জন্য দান হইল আমি ভোগ করিতে পারিলাম না, কিন্তু শত শত দীন দুঃখী অন্ধ খঞ্জ তাঁহার এলাকার মধ্যে বসিয়া যখন আহার পাইবে এবং তাঁহার প্রতিবাসী জলকষ্টভোগী পল্লীগ্রামসমূহের লোকে একটু তৃষ্ণার জল পাইয়া পরিতৃপ্ত হইবে তখন যেমন তাহারা নফর বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিবে তেমনি তাঁহাকেও ধন্যবাদ দিবে। ফলতঃ মফস্বলে অধিকাংশ স্থানে এরূপ জলকষ্ট [illegible] পুরুষেরা এবং দয়াশীল মহোদয়েরা যদি [illegible] দর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের [illegible] লোকে স্নান পান করিয়া তৃপ্ত হয়। উক্ত দাতা বাবুর জমিদারীর মধ্যেই অনেক স্থানে এরূপ জলকষ্ট যে কয়েক মাস জলাভাবে লোকে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া কেবল কূপের জলে ও শুষ্ক বিল খাল বা অন্য পুষ্করিণীর কর্দ্দম জলে জীবন যাপন করে, এই সকল স্থানের জলকষ্ট নিবারণ করাও তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা ভরসা করি নফর বাবু এই মতেই মত প্রদান করিবেন।

আমরা আর একটী দেশহিতজনক মহৎ কার্য্যের জন্য ঐ অর্থের কিয়দংশ ব্যয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। মহৎপুর হইতে শ্রীহট্ট বা তাহার উত্তরে যে পর্য্যন্ত আবশ্যক সেই পর্য্যন্ত খড়ীয়া নদীর বাঁধ বাঁধাইয়া দেওয়া হউক। এই বাঁধটী সময়মত এবং রীতিমত না বাঁধানতে দেশের যে কত ক্ষতি হয়, তাহার পরিসীমা নাই। গত বৎসর খড়ীয়া নদীর বাঁধ যে পরিমাণে উচ্চ ছিল, যদি তাহা অপেক্ষা আর কিছু উচ্চ এবং কিছু প্রশস্ত থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় দেশে বন্যার জল প্রবেশ করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিত না, রীতিমত বাঁধ না বাঁধানতেই দেশ বন্যায় প্লাবিত হয়। গবর্ণমেণ্ট হইতে কেবল জমীদারদের উপরেই তাগীদ হয়, জমিদারেরা প্রজাদিগকে লইয়া বাঁধ ভাঙ্গে, ভাঙ্গে এমন সময়ে তাড়াতাড়ী করিয়া একটু বাঁধ দেন [illegible] তাতে অনেক সময়েই ফল হয় না, লক্ষ লক্ষ প্রজা [illegible] অন্ন বন্যাদেবী দিনেকের মধ্যে গ্রাস করিয়া ফেলেন। যদি পূর্ব্বোক্ত দানের টাকা হইতে কয়েক সহস্র মাত্র এজন্য ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে দেশের কত উপকার করা হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা উপরে যে দুইটী কার্য্যের জন্য লিখিয়াছি যদি তাহার একটীও না করিয়া কেবল এই কার্য্যটী করিয়া অবশিষ্ট টাকা কলে নিক্ষেপ করেন তাহা হইলেও সমস্ত টাকাদানের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে।

১৫ ই অগ্রহায়ণ, ১২৮৭ সাল। — কৃষ্ণনগরের উত্তর পূর্ব্বস্থিত কতিপয় অধিবাসী।

৬ ই পৌষ সোমবার

প্রজাদিগের উকীল কে?

গৃহস্থের পাঁচটী পুত্রের মধ্যে একটীর প্রকৃতি

যদি কিঞ্চিৎ উগ্র হয়; তবে পরিবারস্থ লোক তাহাকে ভয় করিয়া চলিয়া থাকে। তাহার বস্ত্র খানি যদি কেহ ভুলিয়া পরিধান করে, তাহার শয্যা-টীতে যদি কেহ একবার শয়ন করে, তাহার গামছা খানিতে যদি একবার মুখ মুছে, তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেদীপ্যমান দেখা যায়, সে অসন্তোষ প্রকাশ করে, বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং পরিজনদিগকে ব্যস্ত করিয়া তুলে। এরূপ এক জন বাড়ীতে থাকিলে আমরা কি করি? আমরা সহজে তাহার ঘরে প্রবিষ্ট হই না; তাহার কোন দ্রব্যে সহজে হস্ত দিই না; তাহার বস্ত্র পরিধান করি না; এবং যেরূপে চলিলে তাহার বিরক্তি উৎপাদনের কারণ না হয়, সেইরূপ করিয়া চলিয়া থাকি।

পাঠকগণ গৃহস্থের গৃহের এই প্রতিদিনের দৃষ্টান্তটী যদি স্মরণ রাখেন, তাহা হইলে দেশের সুশাসনের সাহায্য কিরূপে করিতে হয় তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। এই যে আমরা ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, হিন্দু, মুসলমান নানা শ্রেণীর লোক এক রাজ্যে বাস করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট কিরূপে আমাদের সকলের চিত্তরঞ্জন করিয়া কার্য্য করিবেন? গৃহস্থের পাঁচটী পুত্রের মধ্যে কাহার কিরূপ ভাব কাহার কি প্রকার রুচি জানিতে বাকি থাকে না। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের কোন্ প্রজামণ্ডলীর কি প্রকার ভাব, কি প্রকার ইচ্ছা, গবর্ণমেণ্ট তাহা কিরূপে জানিবেন? যে কার্য্যের দ্বারা তাঁহারা আমাদিগকে সুখী করিবার ইচ্ছা করেন, অজ্ঞতা নিবন্ধন সেই কার্য্য [illegible] আমাদের অসুখ বৃদ্ধি হইতে পারে। এই জন্যই রাজনীতি-শাস্ত্রে ইহা একটী চিরাবলম্বিত সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে যে, যে আপনার মনোগত ভাব উক্তরূপে গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার উপায় করিতে পারে এবং নিজ স্বার্থে হস্ত পড়িলে যে বিরক্ত হইতে জানে তাহারই স্বার্থ অধিক রক্ষিত হয়। ইংলণ্ডে সকল শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য সভা আছে। এমন কি দৈনিক শ্রম দ্বারা যাহারা উদর পূর্ণ করে, তাহাদেরও স্বার্থরক্ষার জন্য অনেক সভা আছে। এরূপ কোন রাজবিধি যদি প্রণীত হয় যদ্দারা তাহাদের স্বার্থ বা সুখের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা হয় ঐ সকল সভা তৎক্ষণাৎ স্বর্গমর্ত্ত্য কম্পিত করিতে আরম্ভ করে এবং যতক্ষণ না সে অত্যাচার নিবারিত হয়, ততক্ষণ নিরস্ত হয় না।

যাঁহারা এই প্রকার আন্দোলনের ইষ্ট ফল দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না। তাঁহারা মাঞ্চেষ্টরের বিষয় একবার চিন্তা করুন। ইহাদিগের আন্দোলনের গুণে এই হইয়াছে যে বিলাতি মোটা কাপড়ের শুল্ক একেবারে উঠিয়া গিয়াছে এবং অপর শুল্ক ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। ইংরাজদিগের আন্দোলনের গুণে ইনকম ট্যাক্স কিরূপে উঠিয়া গিয়াছিল একবার স্মরণ করুন। এক ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন দ্বারা জমিদারদিগের স্বার্থ কিরূপে রক্ষিত হইয়াছে তাহা একবার বিবেচনা করুন।

আমরা যে উপলক্ষে এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি তাহা এই, গবর্ণমেণ্ট ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত যে আইন প্রস্তুত করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহার কোন কোন অংশে জমিদারদিগের স্বার্থে কিঞ্চিৎ হস্ত পড়িয়াছে। সে জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও বেহার ল্যাণ্ডহোলডার্স এসোসিয়েশন ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা প্রকৃত কার্য্যই হইয়াছে; তাঁহাদের স্বার্থ যদি তাঁহারা রক্ষা না করিবেন তবে কে রক্ষা করিবে? তাঁহারা যদি তাঁহাদের অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টকে না জানাইবেন, তবে গবর্ণমেণ্ট কিরূপে জানিতে পারিবেন? তাঁহারা এই আইনের পাণ্ডুলিপির তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতেছেন; ইহার জন্য সংবাদপত্রে, মাসিকপত্রিকায়, নানা প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন। এ সকল অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রজার হইয়া কথা কহে কে? দেশের সভা সকল কি করিতেছেন? তাঁহারা কি একটীও সভা করিতে পারেন না? প্রজার দিক হইতে যাহা শুনিবার আছে তাহা না শুনিলে গবর্ণমেণ্ট কিরূপে ন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হইবেন? যদি বিচারস্থলে এক পক্ষ উকীল নিযুক্ত করে এবং অপর পক্ষের উকীল না থাকে তাহা হইলে বিচারের যেরূপ অসুবিধা, এখানেও গবর্ণমেণ্টের সেই প্রকার অসুবিধা ঘটিবে।

যে সময়ে বোম্বাই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় সে সময়ে লোকের এরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ প্রকৃত ঘটনা গোপন করিতেছে। সেই জন্য পুনা সার্ব্বজনিক সভা সে সময়ে বেতন দিয়া কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ঐ সকল লোক গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দরিদ্র লোকদিগের প্রকৃত অবস্থা জানিবার চেষ্টা করিতেন। তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করি ভারতসভা কি এ সময়ে বেতন দিয়া কয়েকজন লোক নিযুক্ত করিয়া জেলায় জেলায় প্রেরণ পূর্ব্বক এই আইন সম্বন্ধে প্রজাদিগের মনের ভাব কি তাহা কি জানিতে পারেন না? ঐ সকল কর্ম্মচারী আইনের পাণ্ডুলিপিখানি উত্তমরূপে পাঠ করিবেন, তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয় বিশেষরূপে প্রজাদিগের জ্ঞাতব্য তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রজাদিগের মত নিরূপণ করা আবশ্যক, সে সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া লইবেন, তৎপরে জেলায় জেলায় গিয়া এক এক স্থানে কৃষকদিগের সহিত মিশিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তাহাদের গোচর করিবেন, এবং তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে বুদ্ধিমান বোধ হইবে তাহাদের মত লিখিয়া লইবেন। এইরূপ দুই মাস ভ্রমণ করিলে অনেক কথা জানিতে পারা যাইবে। ভারতসভার সভ্যগণ যদি এই কার্য্যটী করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে এই সময়ে বিশেষ উপকার করা হইত।

প্রোফেসার মনিয়ার উইলিয়মসের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট।

পাঠকবর্গের অনেকেই বিদিত আছেন যে গত কয়েক বৎসরাবধি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্ সাহেব "ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট" নামে একটী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। অনেকে এই সংবাদ মাত্র জানেন কিন্তু উক্ত অধ্যাপকের অভিপ্রায় কি, এবং কিরূপে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা বোধ হয় অনেকে জ্ঞাত নহেন, এই জন্য এই প্রস্তাবটীর ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎ বর্ণন করা আবশ্যক হইতেছে।

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, মনিয়ার উইলিয়ম স সাহেব এই বলিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন যে ভারতবর্ষীয় ভাষা সকলের শিক্ষার উন্নতি বিধানার্থ এবং ইংলণ্ডগত ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের উপকারার্থ উক্ত অর্থদ্বারা একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। উক্ত সাহেবের যত্নে এই কয়েক বৎসরে প্রায় ১৮০০০০ এক লক্ষ আশী হাজার টাকা সংগৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উক্ত অধ্যাপকের অভিপ্রায় এই যে উক্ত অর্থদ্বারা একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করা হইবে, উক্ত বাড়ীতে ভারতবর্ষীয় ভাষাদির শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহার এক পার্শ্বে একটী ভারতবর্ষীয় গ্রন্থের পুস্তকালয় ও একটী মিউজিয়ম থাকিবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভাতে এই প্রস্তাব উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা উক্ত অধ্যাপককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানের মধ্যে একটী স্থান মনোনীত করিয়া লইবার আদেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অপরাপর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বৎসরে ২৫০০ শত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রোফেসার মোক্ষমূলর এই প্রস্তাবের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে একটী প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণার্থ এতগুলি টাকা বৃথা ব্যয় না করিয়া সেই অর্থ অন্যান্য কার্য্যে ব্যয়িত করিলে ভাল হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে সকল বাড়ী বর্ত্তমান আছে, তাহার একটীতে উক্ত ইনষ্টিটিউটকে সম্প্রতি

স্থান দেওয়া যাইতে পারে। পুস্তকালয় বা মিউজিয়মেরও তিনি আবশ্যকতা দেখেন না; কারণ অক্সফোর্ডে বডলির প্রতিষ্ঠিত যে জগদ্বিখ্যাত পুস্তকালয় আছে, তদ্দ্বারাই অক্সফোর্ডের সকল অভাব দূর হইতেছে। মোক্ষমূলরের মতে ঐ অর্থ ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রের চর্চ্চার সাহায্যার্থ ব্যয় করা উচিত ছিল। ঐ অর্থদ্বারা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শাস্ত্রাদি বিষয়ে উপদেশাদি দিবার লোক নিযুক্ত করা এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল ক্রয় করা যাইত। তিনি বলেন বর্ত্তমান সময়ে সমুদায় ইউরোপ খণ্ডে প্রায় দশ সহস্র সংস্কৃত পুথী সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার ৫০ কি ৬০ খানি ব্যতীত অপরগুলি মুদ্রিত হয় নাই। উক্ত অর্থে সেই মুদ্রাঙ্কনের সাহায্য করা যাইতে পারিত ইত্যাদি। তাঁহার উক্তির মধ্যে আমরা আর একটী বিষয়ের সংবাদ পাইলাম। তিনি বলিয়াছেন রুসিয়া ও জর্ম্মণি দেশের গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ক্রয় করিয়া ভারতবর্ষ হইতে লইয়া যাইতেছেন। ইংলণ্ডে বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তৎপরে আর নূতন গ্রন্থ অধিক সংগৃহীত হয় নাই।

উইলিয়মস্ সাহেবের সংগৃহীত অর্থ যেরূপেই ব্যয়িত হউক না কেন, সে বিষয়ে এই দূরদেশ হইতে বলিবার আমাদের অধিক কিছু নাই। অক্সফোর্ডের লোক এ বিবাদের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করুন। আমরা যে জন্য এই বিষয়টীর উল্লেখ করিতেছি তাহা এই, মনিয়ার উইলিয়মস্ সাহেব যে এক লক্ষ আশী হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা কাহাদের অর্থ? ইংলণ্ডের কত লোকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন? অর্থদাতাদিগের নামের তালিকা যখন প্রকাশিত হইবে, তখন পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, যে তাঁহাদের অধিকাংশই এদেশীয় লোক। এদেশের রাজা, রাণী, মহারাণী, রায় বাহাদুর প্রভৃতি ধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণই প্রধানতঃ ঐ অর্থানুকূল্য করিয়াছেন। উক্ত অর্থ যে অসৎপাত্রে বা অসৎ বিষয়ে গিয়াছে, অথবা এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষের কোন প্রকার উপকার হইবে না, তাহা আমরা বলিতেছি না। আমাদের বক্তব্য এই, যাঁহারা ইংলণ্ডের একটী বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সাহায্য করিলেন, তাঁহারা কি মনে করিলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রচর্চ্চার কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন না? বিদেশীয় পণ্ডিতেরা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া দিবেন তবে আমরা জানিয়া কৃতার্থ হইব। ইহা কি লজ্জার বিষয় নয়? মোক্ষমূলর অথবা মনিয়ার উইলিয়মসের ন্যায় সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ লোক কি আমাদের দেশে মিলে না? সেরূপ কয়েক জন লোক যদি উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের অনেক তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেন না? মোক্ষমূলর কি কারণে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন? তিনি হস্তের নিকট "বড্‌লিয়ান লাইব্রেরি" নামে জগদ্বিখ্যাত একটী পুস্তকালয় পাইয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদ পাইয়াছিলেন, এই তিনটী সমবেত হইয়াই তাঁহাকে আশ্চর্য্য ফল প্রদর্শনে সমর্থ করিয়াছে। আমাদের দেশে কি একপ কোন উপায় অবলম্বন করা সম্ভাবিত নয়? মনে কর, তিন লক্ষ টাকা যদি সংগৃহীত হয় তাহার এক লক্ষ টাকাতে একটী প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ হইতে পারে। অপর এক লক্ষ টাকা সুদে দিয়া বৎসর বৎসর ৪০০০ সহস্র টাকার সংস্কৃত গ্রন্থ ক্রয় করিয়া একটী প্রকাণ্ড পুস্তকালয় করা যাইতে পারে। অবশিষ্ট এক লক্ষ টাকার সুদ হইতে মাসিক ৩০০ শত টাকা ব্যয় করিয়া দুইজন উপযুক্ত সংস্কৃত ও ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রসকলের চর্চ্চা করিবেন; এবং উক্ত গবেষণার ফল যাহা কিছু হইবে, তদ্বিষয়ে নিয়মপূর্ব্বক বক্তৃতা করিবেন। ঐ বক্তৃতা সকল পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। অনেকে বোধ হয় জানেন, যে মৃত প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থের দ্বারা "টেগোর লেকচরর" নামে একজন আইনের অধ্যাপক বর্ষে বর্ষে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি সম্বৎসরকাল যে সকল বক্তৃতা করিয়া থাকেন, তাহা বর্ষান্তে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা আইন বিষয়ে অনেকগুলি পাঠোপযোগী গ্রন্থ রচিত হইতেছে। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র সম্বন্ধেও সেই প্রকার হইবে। সম্বৎসর কাল উক্ত দুই জন অধ্যাপক যে বক্তৃতা করিবেন, তাহা বর্ষান্তে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। তাহা হইলে দেশের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির উদ্ধার হইবে। প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত অনেক পরিমাণে জ্ঞাত হইবে। প্রাচীন গ্রন্থসকলের মধ্যে সারবান বা মূল্যবান যাহা কিছু আছে, রক্ষিত হইবে। বিদেশে এই সকল কার্য্যের জন্যই যদি অর্থ সাহায্য করিতে পারা যায়, এদেশে কেন করা হইবে না? শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরীর এসকল বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হইতেছে। তিনি মনে করিলে এবিষয়ে পথ প্রদর্শন করিতে পারেন। এ বিষয়ের কার্য্য-প্রণালী স্থির করিবার ভার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ডাক্তর কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি কয়েক জনের প্রতি দিলেই চলিতে পারে। মহারাণী স্বর্ণময়ী বোধ হয় এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন।

হণ্টার সাহেব ও ভারতবর্ষের প্রজাদিগের দারিদ্র্য।

কিছু দিন হইল ডাক্তার হণ্টার স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা নগরে "ভারতবর্ষের নিকট ইংলণ্ডের দেনা কি" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রজাদিগের প্রকৃত অবস্থা বিষয়ে হণ্টার যেরূপ অভিজ্ঞতা আছে, সেরূপ অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকের থাকিবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষের ভূমির পরিমাণ, প্রজাসংখ্যা, ও লোকের সাংসারিক অবস্থা এই সকল বিষয় সংগ্রহ করাই ইহাঁর কার্য্য। সুতরাং ইনি ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের অবস্থা বিষয়ে যে কিছু কথা বলিবেন তাহাতে ইংলণ্ডের লোকের প্রত্যয় জন্মিবার কথা।

আমরা দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম যে হণ্টার সাহেব ইংলণ্ডের লোকের একটী কুসংস্কার দূর করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। সে কুসংস্কারটী এই.- এখনও অনেক ইংরাজের সংস্কার আছে যে ভারতবর্ষ স্বর্ণভূমি। ধনসমৃদ্ধিতে ভারতবর্ষের তুল্য দেশ আর নাই। এখানে আসিলেই ধনী হওয়া যায়। এই কুসংস্কার থাকাতে ভারতবর্ষের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। প্রথমতঃ এই ভ্রান্ত সংস্কার বশতঃ ভারতবর্ষ বার বার বিদেশীয় শত্রু হস্তে পতিত হইয়াছে। মাসিডোনিয়ার অধিপতি সেকন্দর সাহ এই লোভেই ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, মহম্মদের সমরপ্রিয় শিষ্যগণ এই লোভেই সিন্ধুনদী অতিক্রম করিয়াছিলেন, রোমীয় ও মিশর বণিক এই আশাতেই ভারত উপকূলে আগমন করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে ওলন্দাজ, দিনেমার, পোর্ত্তুগীজ, ফরাসি, ইংরাজ প্রভৃতি জাতিরাও এই আশাতেই এদেশে আসিয়াছিলেন। অধিক কি, এই সংস্কার না থাকিলে আমেরিকাও আবিষ্কৃত হইত না। কিন্তু এই সংস্কার থাকাতে বর্ত্তমান সময়ে একটী প্রধান অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে। ইংরাজ রাজপুরুষগণ এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এখানকার রাজকার্য্যসকলকে বহুব্যয়সাধ্য করিয়াছেন। সেই জন্য আজ প্রজাদিগকে করভারে পীড়িত হইতে হইতেছে। সে যাহা হউক, হণ্টার সাহেব এই ভ্রান্ত সংস্কারের কয়েকটী কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমতঃ

প্রাচীনকাল অবধি ভারতবর্ষে অনেক প্রকার হীরক, মণি, স্বর্ণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খনিজধাতু পাওয়া যাইত। তদ্দর্শনে প্রাচীনকালের অসভ্য লোকদিগের বিশ্বাস হইয়াছিল যে ভারতবর্ষের ন্যায় ধনী দেশ আর নাই। [illegible], মুসলমান সম্রাটেরা হীরক জহরতে অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন। তাজমহলের ন্যায় একটী অট্টালিকা যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি আর কি প্রকারে এদেশকে নির্ধন বলিয়া মনে করিবেন? আমাদের বোধ হয় আর একটী কারণের এখানে উল্লেখ করা উচিত ছিল। ইংরাজ রাজ্যের এদেশে সূত্রপাত হওয়া অবধি প্রথম প্রথম যে সকল ইংরাজ এদেশে আগমন করিতেন, তাঁহারা উৎকোচ, প্রবঞ্চনা, বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যাইতেন। এক একজন হয় ত একবস্ত্র হইয়া অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করিতেন; কিন্তু ফিরিবার সময় এক একটী ক্ষুদ্র নবাবের ন্যায় ফিরিতেন। ইংলণ্ডের লোকে দেখিত যে ব্যক্তি নিঃস্ব হইয়া গিয়াছিল সে কোটীপতি হইয়া ফিরিয়া আসিল: সুতরাং ভারতবর্ষকে কুবেরের আলয়ের ন্যায় বোধ হইত। গত শতাব্দীর এই কুসংস্কার অদ্যাপি লোকের অন্তর হইতে যায় নাই। হন্টার সাহেব বিবিধ উপায়ে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের অবস্থা যেরূপ নিকৃষ্ট এরূপ ইউরোপের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এমন কি যে আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগের দুরবস্থার বিষয় স্মরণ করিয়া অনেক সহৃদয় ব্যক্তি দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন; যে দেশের প্রজারা দরিদ্রতা-নিবন্ধন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরও অবস্থা ভারতবর্ষের প্রজাদিগের অপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। তিনি বলেন, যে আয়র্লণ্ডে এক বর্গ মাইলে ১৬৯ জনের অধিক লোক নাই, ইহাতেই তাহাদের অন্নকষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল আয়র্লণ্ডের সম পরিমিত প্রদেশে ৬৮০ জনেরও অধিক লোকের বাস। ফ্রান্স দেশে প্রতি বর্গমাইলে ১৫০ অধিক লোকের বাস নয়। এমন কি ইংলণ্ডে যে প্রদেশে এক বর্গমাইলে ২০০ শত জনের অধিক বাস, সেখানে শ্রমজাত শিল্প বাণিজ্যাদির দ্বারা লোকের দিনপাত করিতে হয়। আয়র্লণ্ডে যেখানে জন সংখ্যা অধিক, সেখানে প্রজাদিগের শ্রমজাত শিল্পাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবার অপেক্ষাকৃত অনেক সুবিধা আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহাও নাই। এখানকার সমগ্র প্রজা কৃষিদ্বারা জীবন যাপন করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একে জনসংখ্যা অধিক, তাহাতে কৃষিকার্য্যই ভরসা, তাহার উপর আবার প্রকাণ্ড গবর্ণমেণ্টের ব্যয়, সুতরাং প্রজাদিগের অবস্থা যে ক্রমে মন্দ হইতেছে তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। এদেশের প্রজাদিগের দুর্গতি এতদিনের পর যে কর্ত্তৃপুরুষদিগের চক্ষে পড়িয়াছে তাহা আমাদিগের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। আর কিছু না হউক তাঁহারা হঠাৎ আর কোন বোঝা আমাদিগের স্কন্ধে চাপাইতে পারিবেন না; যে সকল কার্য্য বহুব্যয়সাধ্য তাহাতে হঠাৎ প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না। আফগানযুদ্ধের ন্যায় কোন বিপদে আর হঠাৎ আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না।

এই সম্বন্ধে একটী বিষয় অবশ্য বক্তব্য হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের নিকট সকল প্রার্থনার পূর্ব্বে বোধ হয় এইটী প্রার্থনা যে করা কর্ত্তব্য "শাসনকার্য্যের ব্যয় সংক্ষেপ কর।" দেশের সভাগুলির অধ্যবসায় সহকারে এই বিষয়ের আন্দোলন করা উচিত। এদেশীয়দিগকে যাহাতে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইতে দেওয়া হয়; দেশীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনটী যাহাতে রহিত হয় সেজন্য যেমন দৃঢ়তার সহিত আন্দোলন করা হইতেছে তদপেক্ষা আরও দৃঢ়তার সহিত গবর্ণমেণ্টের ব্যয় কমাইবার জন্য আন্দোলন করা উচিত। গবর্ণমেণ্টের ব্যয় না কমিলে প্রজাদিগের দুর্গতি যাইবে না।

রোমক অক্ষরে দেশীয় ভাষা লিখিবার প্রস্তাব।
(২য় প্রস্তাব।)

মানুষের রোগ এক প্রকার নয়। কতকগুলি সাময়িক রোগ আছে, তাহা সময়ে সময়ে প্রাদুর্ভূত ও সময়ে সময়ে তিরোভূত হইয়া থাকে; কিন্তু এক কালে রোগের শান্তি হয় না। আমরা বহুদিন অবধি রোমক অক্ষরে দেশীয় ভাষা লিখিবার প্রস্তাবটীরও অন্তঃসলিলা স্বরস্বতীর স্রোতের ন্যায় কখন প্রকাশ ও কখন অপ্রকাশ দেখিয়া আসিতেছি। যখন সার চার্লস ট্রিবিলিয়ান ভারতবর্ষে ছিলেন, তখন এ বিষয় লইয়া একবার মহা আন্দোলন হয়। তাহার পর অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রস্তাবটী নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছিল, সম্প্রতি ২৪ পরগণার জজ ব্রাউন সাহেব উহার পুনরুত্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের কোন লোক যাহাতে কটাক্ষেপ করিতেছেন। এবিষয়ে আমাদিগের অভিপ্রায় ১২৮৭ সালের ২২এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদিগের সমুদায় বক্তব্য শেষ হয় নাই। এই নিমিত্ত অদ্য ঐ বিষয়ের পুনরবতারণায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আজ কাল আমাদিগের সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্ত হইয়া আমরা একপ্রকার অদ্ভুত জীব হইয়া উঠিয়াছি। আমাদের ধর্ম্ম আচার ব্যবহার পুরাতন ও নূতন উভয় রীতির মধ্যে পতিত হইয়া অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে। মানসিক বিপ্লব উত্তালতরঙ্গ সাগরের ন্যায় একান্ত উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের শরীরও ম্যালেরিয়ার অনুগ্রহে মনুষ্যপৈশাচভাব অবলম্বন করিয়াছে। এই দুরন্ত বিপ্লবের সময়ে আমাদের ভাষাটী যে অবিকৃত থাকে, সেটী উচিত হয় না! কতকগুলি লোক ভাষাটীকেও অদ্ভুত আকার করিয়া তুলিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইলেই আমাদের পরাধীনতার ফল সম্পূর্ণ ভোগ হয় সন্দেহ নাই। রোমক অক্ষরে লিখিত অনেক শব্দ আমরা পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, যেগুলি আমরা জানি সেইগুলিই পড়িতে পারি, অন্যগুলি পড়িতে পারা যায় না। আমরা উদাহরণস্থলে বাঙ্গালা ভাষাকে গ্রহণ করিতেছি। রোমক অক্ষরে ইহা লিখিত হইতে আরম্ভ হইলে ইহা যে কেমন অদ্ভুত আকার ধারণ করিবে, দুই একটী শব্দের লিখন-প্রণালীর উল্লেখ করিলেই পাঠক তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। বোধ কর পিতা পুত্রের নাম রামধন রাখিয়াছেন, তিনি এত দিন রামধন বলিয়া ডাকিতেন লিখিবার সময়ে রামধন লিখিতেন, কিন্তু রোমক অক্ষর প্রচলিত হইলে তিনি আর রামধন বলিয়া ডাকিতে বা লিখিতে পাইবেন না। তাহার পর তাঁহার পুত্র রামধন রামাঢানা হইয়া উঠিবে। যদি ইউরোপীয় শিক্ষক হন, তাহা হইলে চতুঃসাগরী মেল হইবে সন্দেহ নাই।

বৈষয়িক কার্য্য সম্বন্ধে তো এই গেল, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আবার মহাবিপদ দেখিতেছি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রত্যেক বর্ণের উপযোগিতা আছে। সেই বর্ণ সেরূপে লিখিত হয়, তাহার আকার পরিবর্ত্ত হইলে তাহার আর সে ফলোৎপাদকতাশক্তি থাকিবে না। বেদপাঠক ও পুরাণপাঠকেরা রোমক অক্ষরে লিখিত বেদ ও পুরাণ পাঠ করিয়া পুণ্য-ফল ভাগী হইলেন, এই কি মনে করিবেন? কর্পূরাখ্যস্তটী সর্ব্বাগ্রে মারা যাইবেন। বেদপাঠ পুরাণপাঠ বিফল হউক, তাহাতে তত দুঃখিত নহি, তাঁহারা ত যাইতে বসিয়াছেন. বাইবেলের কি উপায় হইবে, সেই বড় ভাবনা উপস্থিত। যাঁহারা রোমক অক্ষর প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহাদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য এই, সকল ভাষা লোপ করিয়া ভারতে কেবলই একমাত্র ইংরাজী ভাষা প্রচলিত করিবেন রোমক অক্ষর প্রচলন, তাহার ভূমিকা স্বরূপ; তাঁহারা যদি সব ভাষা এক করেন, তাহা কি বাইবেলের মতবিরুদ্ধ হইবে না? বাইবেলের ঈশ্বর একভাষাভাষী স্বর্গস্পর্শী প্রাসাদ নির্ম্মাণকারীদিগের এক ভাষা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা সেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা এক করিবার চেষ্টায় উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কি

ত লোক আইসে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। নিমা তিথিতে গঙ্গাগণ্ডক সঙ্গমে স্নান হরিহরনাথ দর্শন ও মেলার আমোদ ভোগ, এই তিনটির একত্র যোগ হওয়াতে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। লোকে লোকারণ্য” এই যে একটী কথা আছে, স্থানেই তাহার সার্থকতা দৃষ্ট হয়। লোকের ভিড় যে স্বচ্ছন্দে পথে চলা যায় না। মাথায় য় লোক। দুই ধারে দোকান, মধ্যে প্রশস্ত, সেখানে যেমন ভিড়, গলিঘুঁচিতেও তেমনি। অনুমান হয়, এক লক্ষের অধিক লোক মেলা আগমন করে।

সংসারী ব্যক্তির যে সকল দ্রব্যে প্রয়োজন, সে মুদায়ই প্রায় মেলাস্থলে আনীত হয় এবং তাহার বিক্রয় হইয়া থাকে। গরু ঘোড়া আর হাতী, তিনটী দ্রব্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উহার বলিয়া মহাভারতে যে বর্ণিত আছে, গরুর আকার দেখিলে সেই বৃত্তান্তটী স্মরণপথে আরূঢ় হয়। যাদবগণ যখন রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যান, তৎকালে পথিমধ্যে রৈবতক পর্ব্বতে তাঁহাদের অবস্থান সময়ে মাঘকবি যে অসংখ্য অশ্ব হস্তী ও উষ্ট্রের বর্ণন করিয়াছেন, শোণপুরের অশ্ব হস্তী তাঁবু দেখিয়া সেই বর্ণনাটী অবিকল মনে পড়িয়া যায়। পাঠক! এরূপ মনে করিবেন না যে কেবল গরু অশ্ব হস্তী ক্রয় বিক্রয়েরই মেলা, উষ্ট্র মহিষ ও নানাপ্রকার পক্ষীও আনীত ও বিক্রীত হইয়াছে। বগিগ্রি কোচ কেদারা চৌকি প্রভৃতি কাষ্ঠের জিনিস, পিত্তল ও কাঁসার বাসন এবং ঝাড়লণ্ঠন প্রভৃতি কাচের জিনিসও বিস্তর আসিয়াছিল। অধিক বলা বাহুল্য, এক ব্যক্তি এক দোকান পিতলের লাড়ু-গোপালে পূর্ণ করিয়া বিক্রয়ার্থ বসিয়া ছিল!

শোণপুর মেলায় অধিকসংখ্য লোকের সমাগম হইবার একটী বিশিষ্ট কারণ আছে। শোণপুর গ্রামটী সারণ জিলার অন্তঃপাতী, কিন্তু পাটনা ও ত্রিহুত এ উভয়ের অতিনিকটবর্ত্তী। শোণপুরের উত্তরসীমা গণ্ডক নদ, গণ্ডক পারেই ত্রিহুত; দক্ষিণে গঙ্গা, গঙ্গা পার হইলেই পাটনা। গণ্ডক ও গঙ্গা, এ উভয়ের মধ্যস্থলে চরসহিত দুই ক্রোশের অধিক পথ নয়। ঐ দুই ক্রোশের মধ্যে মেলা হইয়া থাকে। মেলা স্থানটী তিন জিলার সন্নিহিত বলিয়া ঐ তিন জিলার অধিকাংশ লোক ঐ স্থানে আগমন করে। তদ্ভিন্ন, বেহারের অন্য অন্য গ্রাম ও নগরেরও বিস্তর লোক আসিয়া থাকে। যাহারা মেলা দেখিতে আইসে, তাহার মধ্যে অধিকাংশ লোকেই বিষম কষ্ট পায়। বিস্তর লোক গাছতলায় রাঁধিয়া খায় এবং রাত্রিকালে হিমে গাছ তলায় পড়িয়া থাকে। তবে যাহাদের তাঁবু আছে, এবং যাহারা গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় পায়, তাহাদেরই কষ্টের কেবল লাঘব হয়। মানুষ সুখের আশয়ে কত যে কষ্ট স্বীকার করিতে পারে এবং তাহারা অনিষ্টের প্রতি যে কিরূপ অন্ধ হয়, বৃক্ষতলবাসিদিগের অবস্থা দেখিলে তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

বেহারিদিগকে নির্ব্বুদ্ধি বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে, এ সংস্কারবদ্ধ আছে, তাহারা বলবান, কিন্তু বেহারে গেলে প্রথম সংস্কারটী বদ্ধমূল ও দ্বিতীয় সংস্কারটি ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বেহারিদিগের মুখ অবয়ব ও আকারপ্রকার দর্শন করিলে প্রায় প্রতিব্যক্তির মুখে নির্ব্বুদ্ধিতা লক্ষণ স্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া থাকে। বোধ হয়, বিধাতা ইঁহাদের বুদ্ধি স্থানের সূক্ষ্মতা সম্পাদন করিতে পারেন নাই। নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তির কোন বিষয়ে দক্ষতা ও পটুতা থাকে না, উঁহাদের আকার দর্শন করিলে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উঁহাদের শরীর পটু ও বলিষ্ঠ বলিয়াও বোধ হয় না। সাধারণে উঁহাদের বদন ও উদর দীর্ঘ। কপোলদ্বয় মাংস-পরিপুষ্টি-হীন, হস্তপদাদিও দৃঢ় ও বলিষ্ঠ নয়। স্বাস্থ্যের প্রধান উপকরণ যে জলবায়ু, তাহা তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ অনুকূল; সচরাচর তাহাদের স্বাস্থ্যও মন্দ নয়, তবে তাহাদের আকৃতি ও মানসিক শক্তির এরূপ বৈলক্ষণ্য কেন? তাহারাও আর্য্যসন্তান, বঙ্গদেশীয়েরাও আর্য্যসন্তান কিন্তু উভয়কে একস্থানে দণ্ডায়মান করিয়া দর্শন করিলে উভয়ের কি শরীর কি বুদ্ধিবৃত্তি কিছুরই সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ কি? আহার দ্রব্য বৈলক্ষণ্যই এরূপ প্রভেদের কারণ বলিয়া বোধ হয়। বেহারিরা যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করে, সে সমুদায়ই স্থূল ও নীরস, সুতরাং তাহাদের বুদ্ধিও স্থূল হইয়া উঠে। যেরূপ দ্রব্য খাওয়া যায়, রূপ ও গুণও সেইরূপ হইয়া থাকে। তাহাদের নিত্য ভোজ্য আটার রুটি ও জুয়ার চাউলের ভাত; অতি মোটা; জল খাবার সামগ্রী ছোলা ভাজা ইত্যাদি। এই সকল কারণে তাহাদের বুদ্ধি মোটা হইয়া পড়ে। যাহার বুদ্ধি স্থূল হয়, তাহার কোন বিষয়ে দক্ষতা ও পটুতা থাকে না, তাহার রুচিও প্রায় বিকৃত হয়। এই নিমিত্ত আমরা তাহাদের কোন বিষয়ে উন্নতি দেখিতে পাই না। তাহাদের শরীরে যে বল আছে, তাহাও কার্য্যোপযোগী হয় না। এই নির্ব্বুদ্ধিতা ও রুচিবিকার-দোষে তাহারা জড়প্রায় হইয়া আছে। তাহাদের বল বীর্য্য ও সাহসের বিষয়ে এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, এক ব্যাঘ্র যেমন শত শত হরিণকে এক হুঙ্কারে বিদ্রাবিত করে, তেমনি এক জন ইউরোপীয় শত শত বেহারিকে অনায়াসে দূরে তাড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে। বেহারিরা ইউরোপীয়কে ব্যাঘ্র অপেক্ষাও অধিক ভয় করে। তাহাদের রুচিবিকার-দোষ এমনি যে সে কালের সেই বাসপ্রণালী সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত হইয়া আছে। যিনি এখনও বহুব্যয় করিয়া বৃহৎ অট্টালিকা নিম্মাণ করিতেছেন, তাঁহারও সেই অট্টালিকাদর্শন করিলে মনে অতিশয় অরুচি জন্মে। তাহাদের ভোজ্য ভোজন প্রণালী যে জঘন্য, তাহা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাদের পরিচ্ছদও তাহাদের প্রতি অনুরাগ উৎপাদন না করিয়া বরং বিরাগ জন্মাইয়া দেয়। প্রত্যেক পুরুষের মস্তকে একটী পাগড়ি বা টুপি এবং শরীরে জামা থাকে; কিন্তু দেখিতে সুশ্রী দেখায় না। স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ যদি পরিষ্কৃত থাকে, তাহা বরং ভাল দেখায় কিন্তু তাহারা যে বীভৎস অলঙ্কার ধারণ করে, তাহাতে তাহাদিগকে সঙ বলিয়া বোধ হয়।

এ দেশে ইংরাজ জাতির অধিকার হওয়াতে বঙ্গদেশীয়দিগের আচার ব্যবহার, বাসপ্রণালী, পরিচ্ছদ পরিধান ও ভোজ্যভোজন প্রণালী প্রভৃতি সকল বিষয়েরই বহুল পরিবর্ত্ত হইয়াছে; কিন্তু বেহারে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের ভারতে সপাদ শত বৎসর রাজত্ব হইতে চলিল, কিন্তু এপর্য্যন্ত বেহারবাসিদিগের কোন বিষয়ে উন্নতির উদয় হইল না, এটী ইংরাজজাতির অতিশয় অগৌরবের বিষয়। স্রোতোহীন জলাশয় যেমন কালবশে ক্রমে শৈবালাদিপূর্ণ হইয়া অব্যবহার্য্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, বেহারিরা সেইরূপ অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ হইয়া যাইতেছে। দূষিত জলাশয়ের ন্যায় তাহাদের সম্পূর্ণ পঙ্কোদ্ধার আবশ্যক। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের উন্নতি সাধন চেষ্টায় সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা স্থিরসলিল বৃহৎ সরোবরে লোকবিশেষের ন্যায় এক অংশের নির্ম্মলতা বিধান করিয়াছে এই মাত্র, সরোবরের অধিকাংশ স্থান পূর্ব্ববৎ অনালোড়িত রহিয়াছে। কাঁচা ইটের পাঁজা পোড়াইতে হইলে একেবারে চতুর্দ্দিকে আগুন লাগাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলেই পাঁজা ভালরূপে পোড়ে। যদি এক দিকে আগুন দেওয়া হয়, পাঁজার অন্য অন্য দিক কাঁচা থাকে। যদি ঐরূপ বেহারিদিগকে তাতাইয়া তুলিতে হয়, এককালে চতুর্দ্দিকে শিক্ষারূপ আগুন জ্বালাইয়া দিতে হইবে। বহুল ভাবে শিক্ষা বিস্তার করিলেও বেহারিদিগের পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্ত্ত হইতে বহুকাল লাগিবে। যাহা হউক, বড় লজ্জা ও দুঃখের বিষয় এই যে, যে গবর্ণমেণ্ট সতত সকল বিষয়ের উন্নতি কামনা ও উন্নতি

সাধন চেষ্টা করেন, বেহারিরা সেই গবর্ণমেন্টের প্রজা হইয়া আজও শোচনীয় অবস্থায় পতিত আছে। গবর্ণমেন্টের আন্তরিক দৃঢ়তর চেষ্টা ব্যতিরেকে তাহাদের উন্নতি লাভের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এক্ষণে যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা সর্ব্বাঙ্গীন নহে। আমরা অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু বেহারীদিগের মত এমন দুঃখী, এমন অপদার্থ, এমন তেজোহীন কাপুরুষ কোথায় দেখি নাই। উহার শ্রেণীর অধিকাংশ লোকে সকল দিন উদর পূরিয়া আহার পায় না, একটী পয়সার নিমিত্ত লালায়িত, একটী পয়সা পাইয়া অতি দুঃসাধ্য কর্ম্মও সম্পন্ন করে। অধিকন্তু দুঃখের বিষয় এই, যাহারা একটু প্রবল, তাহারা নির্ব্বুদ্ধি নিরুপায় বেহারিদিগের উপরে নানাপ্রকার অত্যাচার করে। বেহারের অধিকাংশস্থানের ভূমি অতি উর্ব্বরা, বার মাসই শস্য উৎপন্ন হয়। বেহারিরা অতিভেদী পরিশ্রম করিয়া নানাপ্রকার শস্য উৎপাদন করে, তথাপি তাহাদের দুঃখ দূর হয় না কেন? তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতাই তাহার প্রধান কারণ। কিরূপে কি কাজ করিলে সংসারের উন্নতি হয়, তাহারা তাহা বুঝে না। যদি দুই পয়সা হাতে হয়, অমনি মদ খাইয়া তাহা নিঃশেষিত করিয়া ফেলে। মাদক সেবন তাহাদের অনুন্নতির অন্যতর প্রধান কারণ; বেহারের আবকারিতে গবর্ণমেন্টের যত লাভ হয়, বোধ হয় অন্য কোন দেশে এরূপ হয় না। বোধ হয়, বেহারের মত বোকা দেশ আর নাই। গবর্ণমেন্টও উহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার ফলভোগ করেন, এটীও অতিশয় শোকের বিষয়।

মেলা দেখিতে গেলে এইরূপ অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এক্ষণকার মেলাপ্রবর্ত্তক ব্যক্তিদিগের এ সকল অনুসন্ধান নাই, পরস্পরের দোষ সংশোধন ও আত্মোন্নতি সাধন চেষ্টা নাই, তাঁহারা কেবল তামাসা দেখিতে যান আর তামাসা দেখিবার জন্যই যেন। মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য এক্ষণে সকলেই বিস্মৃত হইয়াছেন।

ভ্রমণকারীর পত্র।

এলাহাবাদ।

এলাহাবাদের আদি নাম প্রয়াগ। এলাহাবাদ এ নামটী মুসলমানদিগের কৃত। আর্য্য সন্তানেরা প্রয়াগকে তীর্থনায়ক বলিয়া থাকেন। এটি একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে অনেক দেবালয় আছে। রায়বেরিলির রঘুনাথ সিংহে একটী সমৃদ্ধ শিবালয় করিয়া দিয়াছেন, তাহা দেখিলে অন্তঃকরণ অতিশয় আনন্দিত হয়। কালনায় বর্দ্ধমানের মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরগুলি যেমন শ্রেণীবদ্ধ, এখানেও সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ শিবমন্দির দৃষ্ট হইল, মধ্যের মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও সুন্দর।

প্রয়াগে একটী বাসুকির মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। বাসুকির নিত্য পূজা হইয়া থাকে। সর্পের এপ্রকার নিত্য পূজাবিধি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বঙ্গদেশে এক একটী সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই সময়ে মনসাদেবীর পূজা হয়, সেই সঙ্গে বাসুকি প্রভৃতি পূজা পাইয়া থাকেন, কিন্তু এখানে তাঁহার নিত্য পূজার অনুষ্ঠান হয়।

যে দিকে বাসুকির মন্দির, সেই দিকে আকবরের দেওয়া একটী বৃহৎ বাঁধ আছে। ঐ বাঁধটী না থাকিলে বর্ষাকালে গঙ্গার স্রোতোবেগে এলাহাবাদ ভাসিয়া যায়। দুই একবার বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভাসিয়াও গিয়াছে। আকবর যে কেমন প্রজাহিতৈষী ছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে।

গঙ্গার পরপারে ঝুসি নামক একটী স্থান আছে। তথায় গঙ্গার পাড় প্রায় চারি পাঁচ তালা উচ্চ। সেই স্থানে কয়জন উদাসীন মৃত্তিকার মধ্যে গুহা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। আমি পাড়ের উপর দিয়া দেখিলাম দিব্য স্থান। সুদর্শন দাস নামে এক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সেইখানে থাকেন। তাঁহার একখানি ছোট বাঙ্গালা আছে। তন্মধ্যে তিনি বাস করেন। তাহার সম্মুখে একটী সুন্দর পুষ্পোদ্যান। তাহার পশ্চাদংশে গাছ বসান হইয়াছে, এগুলি ঐ ব্রহ্মচারির যত্নে হইয়াছে। ঐ পুষ্পোদ্যানটী দেখিয়া শকুন্তলার পালক পিতা কণ্বমুনির আশ্রম মনে পড়িল। সুদর্শন দাসের প্রশান্ত বদন, তাঁহার নিভৃত স্থান ও প্রফুল্ল পুষ্পোদ্যান দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আমার মনে শান্তিরসের উদয় হইল। বারম্বার মনে হইতে লাগিল, আমার মত বয়সের লোকের ঐ স্থান আশ্রয় করাই শ্রেয়। সেখানে কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা নাই, সাংসারিক কষ্ট নাই, শত্রুর উপদ্রব নাই, মকদ্দমা মামলা নাই। সেটী অতি সুখের স্থান। প্রাচীন আর্য্যেরা গৃহস্থ ব্যক্তির শেষ বয়সে বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগার্থ সুখময় বানপ্রস্থ আশ্রমের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই, অধুনাতন আর্য্যসন্তানেরা সংসারে একান্ত লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং বানপ্রস্থ আশ্রমের মহিমা বুঝিতে না পারিয়া ক্রমে ক্রমে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম রহিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু যাহারা যৌবন বা প্রৌঢ় কালে সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া উদাসীন হয়, তাহারা শ্রেয়স্কারী নহে। তা হইতে সমাজের বিবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। যাহারা উদাসীন হয়, তাহার মধ্যে অনেক লোক আছেন। তাঁহারা সংসারে থাকিলে সমাজের কোন না কোন প্রকার উপকার করিতে পারেন। উদাসীন হওয়াতে সে পথ বন্ধ যায়। দ্বিতীয়, ঐ সকল অলস ও অকর্ম্মণ্য দলকে পালন করিতে সমাজের অনেক টাকা বৃথা হইয়া যায়।

আমি সুদর্শনদাসের আশ্রমের পার্শ্বে বৃহৎ কূপ দেখিলাম। তাহা ১০ হাত করিয়া চতুপ্রশস্ত। পরিধি উহার বর্গ করিলে ৫২ হাত। উহার নাম সমুদ্রকূপ। সুদর্শন দাস বলিলেন, গুপ্ত উহা খনন করাইয়াছিলেন। উহা বন্ধ ছিল, সুদর্শন দাস উহার সংস্কার করাইয়াছে। উহার জল অতি উপাদেয়। ঐখানে পূর্ব্বে [illegible] ছিল, তাহাতেই কূপ খনন করান হয়, এক্ষণে সকল বসতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সুদর্শন স্থানে স্থানে খনন করিয়া প্রাচীন ইট বাহির করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড রি[পনের] পীড়া বড় সহজ হয় নাই। তিনি এবার বড় কষ্ট পাইয়াছেন, আপাততঃ কিছু ভাল আছেন। বারওনের চিকিৎসায় এই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের সার্জ্জন জেনেরল সাহেব উঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। ভাবনার [illegible] নাই।

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সি হইতে পরীক্ষায় গবর্ণমেণ্ট যে এক একজন দেশীয় কভেনাণ্টেড সিবিল সর্ব্বাণ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবার তাহার জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের পুত্র কুমার গোপেন্দ্র, নবাব আমীর আলী খাঁর পুত্র ও সার রাজা রাধাকান্ত দেবের পৌত্র কুমার গিরীন্দ্রকৃষ্ণের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কুমার গিরীন্দ্রকৃষ্ণকে মনোনীত করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭। ঘটিকার সময়ে আমাদিগের এ অঞ্চলে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গিয়াছে।

গত ২১ এ নবেম্বর মান্দ্রাজের অন্তর্গত ফরাসি উপনিবেশ কারিকলে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। এই ঝড়ে ১৭০ টী লোক ২৬ খানি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও ১০৬৫ খানি [illegible] গৃহ এককালে বিনষ্ট হইয়াছে। [illegible] গবর্ণমেণ্টের কয়েকটী অট্টালিকা, [illegible] পতিত হইয়াছে। ঐ ঝড়ে অনেক অধিবাসীদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। [illegible]

টেলিফোন কোম্পানি পুনর্বার ভারতে টেলিফোন [illegible] জন্য গবর্ণমেণ্টকে নানাপ্রকার [illegible] করিতেছেন। টেলিফোন বসিলে গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া টেলিগ্রাফের [illegible] যায় এই আশঙ্কাই ইহার প্রচলনের একটী প্রধান ব্যাঘাত।

শরৎ-সরোজিনী ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী প্রণেতা বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস কয়েক বৎসর যাবৎ ইংলণ্ডে স্থিতি করিতেছেন। তিনি ব্যারিষ্টরি পরীক্ষা [illegible] জন্য তথায় যান কিন্তু স্বদেশহিতৈষিতা-বৃত্তি সর্ব্বদা প্রবল থাকাতে তিনি সে সব পরিত্যাগ করিয়া ভারতের স্বার্থ রক্ষার জন্য তথায় একটি প্রবল দল বাঁধিতেছেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে এক্ষণে যে ব্যয় হইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার মধ্য হইতে ৫ লক্ষ টাকা কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বাস্তবিক এক্ষণে যেরূপ অসঙ্গত ব্যয় হইয়া থাকে সুবন্দোবস্ত করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক হ্রাস হইতে পারে। রেলওয়ের গার্ড ও ড্রাইবার ইউরোপীয় না রাখিয়া যদি এদেশীয় লোককে ঐ পদে নিযুক্ত করা [illegible] এবং রেলওয়ের অন্যান্য কার্য্যে পেটি-মোটা বাজ না রাখিয়া দেশীয় লোক নিযুক্ত করা হয় তা হইলে অনায়াসে ঐ কার্য্য অল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং গবর্ণমেণ্টেরও ব্যয় হ্রাস হইয়া যায়।

গত শনিবার এতদঞ্চলে বেস বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যদি বা এবার বৎসরের গুণে কিছু ফসল জন্মিল, কপাল গুণে দেবতায় পাকা ধানে মই দিলেন।

ফরাসী ব্যারিষ্টারদিগের বিষম বিপদ। তাঁহারা গোঁপ রাখিয়া বিচারপতিদিগের নিকট যাইতে পারেন না। এম, গাম্বেটা প্রথম যখন ব্যারিষ্টার ছিলেন সেই সময়ে একবার গোঁপ শুদ্ধ বিচারপতির নিকট গিয়াছিলেন, বিচারপতি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার এই বেআইনি কাজের [illegible] বলেন; যখন তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মকদ্দমা ১৫ মিনিট বন্ধ রাখিয়া গোঁপ কামাইয়া আসেন। সম্প্রতি মিউনিচের একজন ব্যারিষ্টার কাল পেণ্টুলন না পরিয়া রঙ্গিন পেণ্টুলন পরাতে বিচারপতি তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন।

নবকুমার নামক যে ব্রাহ্মণ হেড কনষ্টেবলকে দিনাজপুরের জজ ক্যাম্বেল সাহেব পাইখানা পরিষ্কার করাইয়াছিলেন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের বিচারে তিনি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন এতদ্ভিন্ন নবকুমারের নিকট তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। এ কথা বলে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

কলিকাতার কতকগুলি সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক হিন্দুদিগের নিমিত্ত একটী রবিবাসরিক স্কুল খুলিয়াছেন। [illegible]দিগের ধর্ম্ম চর্চ্চার সময় অল্প তাহারা রবিবার ঐ বিদ্যালয়ে গিয়া ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মের আলোচনা করিবেন। পিতাপুরের রাজাই এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন। এরূপ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় দেশের মহোপকার লাভের সম্ভাবনা আছে ইহা দ্বারা মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের নবজীবন সঞ্চার ও বেদ পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা নিবন্ধন সংস্কৃত শাস্ত্রে লোকের শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে।

আসামে উচ্চশিক্ষা দিবার নিমিত্ত ভাল স্কুল অথবা কালেজ না থাকাতে আসামী বালকগণের মানসিক অথবা বৈষয়িক কোন বিষয়েই উন্নতি নাই। সম্প্রতি কয়েকজন উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী লোক গোহাটীর উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে কলেজ ক্লাস খুলিবার জন্য তত্রত্য কমিশনরের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। কর্ণেল কিটিংস ১৮৭৬ অব্দে আসাম হইতে এক প্রকার উচ্চশিক্ষা উঠাইয়া দিয়া যান। এক্ষণে ভারতের যিনি গবর্ণর জেনেরল তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী সুতরাং একথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলে আবেদনকারীদিগের প্রার্থনা যে অসম্পূর্ণ থাকিবে এমন বোধ হয় না।

১০ ই ডিসেম্বর প্রাতে ৪ টার সময়ে লাহোরে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

রুশের অনেক বড় বড় লোক পর্য্যন্ত সম্রাটকে হত্যা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। রাজবাটীতেও নিত্য অনেকে এরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিতেছে। সম্রাট লিভাডিয়া হইতে সেণ্টপিটার্সবর্গে গমন করিয়াছেন। অনেকে তাঁহাকে পথিমধ্যে হত্যা করিবার [illegible] করিয়াছিল।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মৃত সাটক্লিফ সাহেবের অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি এই মাসে শেষে কলিকাতায় পৌঁছিবে।

গুজরাটের হিন্দুরা অসবর্ণ বিবাহ করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কলিকাতায় আজও সবর্ণা বিধবা বিবাহ চলিল না।

ভারত গবর্ণমেণ্ট বার্ত্তাবাহ কপোত দ্বারা পত্র বিলি করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কপোতের ডাকের মাশুল স্বতন্ত্র।

গত ৫০ বৎসরে ইংলণ্ডের লোকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ৪৭১২০০০০০ টাকার মদ্যপান করিয়াছে।

গত বৎসর [illegible]৩ টী ভূবিষয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট কোর্ট অব ওয়ার্ডের জিম্মা করিয়াছেন।

ফরিদপুরের একজন নীলকর তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট তাঁহার কয়েকজন প্রজার নিকট হইতে গরু লইবার জন্য নালিশ করেন, অতুল বাবু প্রমাণাদি লইয়া প্রতিবাদিদিগের অর্থদণ্ড করেন। বাদী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া এই বিষয় ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট মোসলে সাহেবের গোচর করাতে তিনি অতুল বাবুর নিকট সরকারি ভাবে এক পত্র লেখেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ মকদ্দমায় প্রতিবাদীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ দিতে পরামর্শ দেন। কিছু দিন পরে ঠিক ঐ প্রকার আর একটী মকদ্দমা উপস্থিত হয় এবার তিনি ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের পত্রের কিয়দংশ তুলিয়া বলেন আমি আসামীদিগকে কারাবাস দণ্ডের যোগ্য মনে করি না কিন্তু ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের কথা প্রমাণে তিন মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ দিলাম। প্রতিবাদীগণ ডিষ্ট্রীক্ট জজের নিকট আপীল করাতে জজ বন্ধুভাবে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের রায়ের ঐ অংশ ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটকে দেখান ইহাতে মোসলে ক্রুদ্ধ হইয়া বরাবর অতুল বাবুর কাছারিতে আসেন এবং তুমি বজ্জাতি করিয়া আমাকে অপমান করিয়াছ প্রভৃতি বলিতে থাকেন। অতুল বাবু এই বিষয়ে প্রেসিডেন্সি কমিশনর মনরো সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করেন। মনরো সাহেব ইহার কিছু না করাতে তিনি এক্ষণে উহা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের গোচর করিয়াছেন। শুনা গেল উপরিতনস্থ কর্ম্মচারীর অবমাননা নিবন্ধন অতুল বাবুর পদ যাহাতে হ্রাস হয় তজ্জন্য অনুরোধ পড়িয়াছে।

বৈদ্যুতিক আলোক বড় সহজ জিনিষ নহে। যে কলের সহিত উহার তার সকল লাগান আছে সে তার স্পর্শ করিলে মনুষ্যের মৃত্যু হইয়া থাকে।

লাইসেন্স ট্যাক্সের অধিকাংশ এসেসর ব্যবসায়ীদিগের উপর যেরূপ ট্যাক্স ধার্য্য করেন তাহা প্রায় ঠিক হয় না। যিনি প্রণামী দিতে পারেন তিনি অল্পে অল্পে পার পান, আর যিনি তাহা না পারেন তাঁহার বিষম বিভ্রাট। হয় তাঁহাকে ব্যবসায় বন্ধ করিতে হয়, না হয়, মুখে রক্ত তুলিয়া যে কিছু লাভ করিবে তাহা গবর্ণমেণ্টের দক্ষিণায় দিতে হয়। এই সকল কারণে বঙ্গদেশের রেবিনিউ বোর্ড লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট ট্যাক্স ধার্য্যের ভার মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির উপর দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শীতকালে যখন মফস্বল পরিদর্শনার্থ গমন করেন সেই সময়ে যাহাতে তাঁহারা ঐ সকল টাক্স ধার্য্য করেন বোর্ডের তাহাই অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বোর্ডের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন শীতকালে মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি যখন মফস্বল পরিদর্শনার্থ যান তখন তাঁহাদিগের হস্তে অনেক কার্য্যের ভার থাকে, সুতরাং তাঁহারা যদি লাইসেন্স টাক্স ধার্য্য করিতে যান তাহা হইলে অন্য কার্য্যেরও বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু অত্যাচার নিবারণেরও একটী সদুপায় করা কর্ত্তব্য।

ভাওয়ালপুরের নবাব নিজ রাজ্যের কোন কাজ বিদেশীয়কে দিবেন না স্থির করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে সেই পদ শূন্য আছে। নবাবের সংকল্প প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। এটী তাঁহার স্বদেশপ্রিয়তার ফল।

অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরটীর অনেক স্থান ভগ্ন হওয়াতে ঝিন্দের রাজা ১ লক্ষ ও পাতিয়ালার মহারাজ ৫০ হাজার টাকা উহার সংস্কারার্থ দিয়াছেন। রাজগণ যদি সাহেবদিগের খানা প্রভৃতিতে বৃথা খরচ না করিয়া হিন্দুদিগের এই সকল মহৎ কীর্ত্তি রক্ষায় যত্নবান হন তাহা হইলেই ভাল হয়।

বরদাস্থ ল ক্লাসের কতকগুলি বালক পরী[illegible] উত্তীর্ণ হওয়াতে মহারাজের দাওয়ান হইয়াছেন। তিনি উহাদিগকে শুইকুম মধ্যেই কর্ম্ম দিবার সংকল্প করিয়াছেন, স্ব স্ব রাজ্যের ভাল ভাল কর্ম্ম বিদেশী রাজ্যের শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোককে দে[illegible] হইলে কর্ম্মও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় এবং প্রজাগ[illegible] যথেষ্ট উৎসাহ পায়।

১০ ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ৪৯৪৯০০৭ টাকা মজুত ছিল।

রেঙ্গুনে একটী ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ভদ্রস্থ বড় বড় দোকানদারদিগের ২০ লক্ষ টাকার দ্রব্য সামগ্রী পুড়িয়া গিয়াছে।

—:০:—

কাবুলের সংবাদ।

কাবুল হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন আবদুল রহমান কাবুলের সিংহাসনে অধিরূঢ় হওয়াতে রুশের তিন জন প্রধান কর্ম্মচারী আনন্দ প্রকাশার্থ তথায় আগমন করিতেছেন। ইঁহারা আপাততঃ বক নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন। আমীরের সম্মানার্থ উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি বোখারা নগরী আলোক দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। আফগানস্থানে আজও বড় গোলমাল যাই তেছে। প্রজাদিগের নিকট যে খাজনা বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায় করিতে যাইলেই যে গোলযোগ আরও ভীষণ হইয়া উঠিবে তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীরের যে সকল সৈন্য এক্ষণে বর্ত্তমান আছে তাহারা আমীর আব্দুল রহমানের নিকট কর্ম্ম করিতে চাহিতেছে না। উহাদিগের অনেকেই পদত্যাগ করিয়াছে।

জাকরিয়া খাঁর পরিবারবর্গ পেশোয়ারে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু কাবুলে এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে যে যখন উহারা ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করিবে সেই সময়ে যেন উহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আয়ুব খাঁ হিরাটে বসিয়া ঘোরতর সংগ্রামের আয়োজন করিতেছেন। তিনি সমস্ত আফগানিস্থানে আধিপত্য লাভের চেষ্টায় ফিরিতেছেন।

সৈয়দ মহম্মদ খা নামক যে ব্যক্তি মৃত আমীর সের আলীর কন্যার পানিগ্রহণ করিয়াছিল আয়ুব খাঁ তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন।

শীকারপুরের মহাজন দুর্জ্জন মল ও ছোটি রামের কাবুলস্থ দুই জন এজেন্ট বর্ত্তমান আমীরের টাকা সিয়ার আলীর বংশধরদিগকে দেওয়াতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন।

সর্দ্দার ওয়ালি মহম্মদের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। লেপেল গ্রিফিন সাহেব তাঁহাকে কুরম উপত্যকা শাসনের ভার দিয়া বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে তাঁহাকে মাসিক এক হাজার টাকা মাত্র দিতেছেন। এক্ষণে তিনি উহা গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছেন ইংরাজ পোলিটিকাল আপীসরেরা কিরূপে সত্যরক্ষা করেন তাহা জানাইবার জন্য তিনি একবার পারস্যের সাহেব নিকট যাইবেন। তৎপরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে কান্দাহার হইতে সৈন্য উঠাইয়া [illegible] আমীর এক আবেদন করি[illegible] [illegible]ণ কান্দাহার পরিত্যাগ [illegible] সিংহাসনচ্যুত করিবেন। [illegible]ের উদ্যোগ করিতেছেন [illegible] আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব [illegible]

[illegible]হাতে এক ভয়ানক কাণ্ড [illegible] নামক রাজসভার একজন প্রা[illegible] [illegible]ক্ষ হওয়াতে তিনি হতাশ হইয়া বর্ত্তমান আমীরের নি[illegible] [illegible] বৃত্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এই অপরাধে আমীর আর [illegible] করিতে না পারিয়া রক্ষিকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তকচ্ছেদ করিতে আদেশ দেন। রক্ষিও যেমন তাঁহাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিবে অমনি একজন সর্দ্দার গিয়া তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তিনটী অঙ্গুলি কাটিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ এরূপ প্রহৃত হইয়াছে যে তাহার জীবন সংশয়। অবশেষে আমীর দয়া প্রকাশ করিয়া তাহার খুন মাপ করিয়াছেন, কিন্তু [illegible] এক বারে ছাড়েন নাই। তবে এই বলিয়াছেন এ ব্যক্তি তিন দিন বাঁচিতে পারেন তবে তাঁহাকে অকসস নদীর পারে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হইবে।

আমব খাঁকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া যে জনরব উঠি[illegible] রাছিল তাহা মিথ্যা। তিনি হিরাটে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। এখনও তাঁহার অধীনে প্রায় ৩০ হাজার সেনা রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন বিস্তর নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৮ ই ডিসেম্বর। বর্দ্ধমানের মুন্সেফ বাবু অমৃতলাল পাল ঢাকার সবর্ডিনেট জজ ও ফরিদপুরের ২ য় সবর্ডিনেট জজ হইলেন।

৯ ই ডিসেম্বর। বাবু হরিনাথ রায় হুগলীর মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই তাঁহাকে শ্রীরামপুরে থাকিতে হইবে।

১০ ই ডিসেম্বর। মুর্শিদাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব ৩ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১১ ই ডিসেম্বর। বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহরের মুন্সেফ হইলেন। কিন্তু ইঁহাকে প্রায় সদর ষ্টেশনে অবস্থিতি করিতে হইবে।

জল[illegible]গুড়ির প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার, বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৪ ই ডিসেম্বর। ত্রিপুরার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কাম্বেল সাহেব ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারানুসারে সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল ময়মনসিংহের মুন্সেফ হইলেন ইনি প্রায়ই বনগ্রামে অবস্থিতি করিবেন।

ত্রিপুরার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মিলিটস সাহেব ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

আলীপুরের মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগণার মুন্সেফ হইলেন। ইঁহাকে প্রায়ই ডায়মণ্ডহার্ব্বরে থাকিতে হইবে।

মেদনীপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কারমাইকল ও পাটনার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার রাইট সাহেব ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভগবান চন্দ্র বসু ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১১ ই ডিসেম্বর। ওয়েলসের অন্তর্গত পেনজিরাইগ খনি হঠাৎ ফাটিয়া ৮৪ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিৎ সভা পৃথিবীর আরও উত্তরে কি কি আছে দর্শনের সংকল্প করিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে চিলির সহিত পেরুর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। চিলির একদল সৈন্য পিসকো নামক স্থানে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া লিমা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

লণ্ডন ১২ ই ডিসেম্বর। কান্দাহারের যুদ্ধে সেনাপতি ব্রুক হত হন। গত কল্য তাঁহার মৃতদেহ যোদ্ধৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় উপনীত হইয়াছে।

টিহারণ ১১ ই ডিসেম্বর। পারস্য সৈন্যগণ বাঁগো নামক স্থান অধিকার করিয়া খুর্দ্দগণের দ্বারা ওবেতল্লা পক্ষকে আক্রমণ করিয়াছে।

এথেন্স ১১ ই ডিসেম্বর। ... ঋণগ্রহণ করা গত কল্য ... সভার অধিবেশনে স্থির হইয়াছে। ... সাক্ষাৎ ... সন্ধি করিতে ... নাই।

লণ্ডন ১৩ ই ডিসেম্বর। অদ্যই ক্যাবিনেট সভার ... অধিবেশনের নিমিত্ত হঠাৎ আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ... বিদ্রোহ দমনের কোন উপায় অবলম্বন করিবার জন্য ... পীড়াপীড়ি করিতেছেন বলিয়া পার্লামেণ্ট সভার অধিবেশনেরও সম্ভাবনা আছে।

জেনরেল রবার্টস ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তর অব ল উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১২ ই ডিসেম্বর। ... চীনকে এইবার শেষ পত্র লিখিবার জন্য ... মেণ্টকে পীড়াপীড়ি করিতেছেন।

পারিস ১২ ই ডিসেম্বর। এম, পিয়ার্সের মৃত্যু হইয়াছে।

টিহারাণ ১২ ই ডিসেম্বর। পারস্য সৈন্যগণ খুর্দ্দদিগের অচনি নামক নগর ধ্বংস করিয়া তাহার অধিবাসীদিগকে বধ করিয়াছে। আব্দুল বাদের নামক একব্যক্তি ১২ হাজার খুর্দ্দ লইয়া মিয়োব নামক স্থানে উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল শেষে পরাস্ত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ই ডিসেম্বর। কেপটাউন হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ... নামক স্থানে যে বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিতেছিল তাহা এক্ষণে সমস্ত বোয়ার্স জাতির মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই ডিসেম্বর। গত কল্য ক্যাবিনেট সভার অধিবেশনে স্থির হইয়াছে জানুয়ারি মাসে পার্লামেণ্ট সভার যে পুনরধিবেশন হইবে তাহাতে আয়র্লণ্ডের রাজকার্য্য সম্বন্ধে কোন বিশেষ নূতন বন্দোবস্ত হইবে। কিন্তু আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে বিদ্রোহ বৃদ্ধি না হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নপাইবেন কিন্তু ফৌজদারী আইনের যে পাণ্ডুলেখা হইয়াছে তাহা স্থগিত থাকিবে।

আয়র্লণ্ডে আরও সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।

ওয়াসিংটন ১৩ ই ডিসেম্বর। প্রতিনিধি সভা আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগের স্বপক্ষে একটী রেজলিউসন করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৩ ই ডিসেম্বর। সুলতান তাঁহার প্রতিনিধিগণকে গ্রীশ সম্বন্ধে যে যে কথা বাক্তগণের নিকট বলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা আপাততঃ স্থগিত রহিল।

লণ্ডন ১৫ ই ডিসেম্বর। দেওয়ানসিং নাইট কমাণ্ডার ষ্টার অব ইণ্ডিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আয়র্লণ্ডের নির্ব্বাসিত ভূস্বামিগণ যাহাতে নিজ ২ গো বৎসাদি লইয়া যাইতে না পারেন তজ্জন্য ল্যাণ্ড লিগেরা সাধারণকে নিবারণ করিয়া দিয়াছেন।

... দিগের যে বিচার হইতেছে বিচার ... যদি তাঁহাদিগকে দোষী করেন তাহা হইলে প্রজারা তাঁহাদিগকে হত্যা করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে।

ক্যাবিনেট সভা আয়র্লণ্ডের ভূমি সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখা সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেছেন।

টিহারাণ ১৪ ই ডিসেম্বর। সেখ ওবেতল্লা খুর্দ্দদিগকে আগামী বসন্তকাল পর্য্যন্ত কোনপ্রকার শত্রুতাচরণ করিতে নিবারণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই ডিসেম্বর। গতকল্য ভলণ্টিয়ার দিগকে যখন পুরস্কার বিতরণ করা হইতেছিল সেই সময়ে লর্ড লিটন সাহেব এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন কুরম উপত্যকা ও কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ভাল কাজ করেন নাই। তিনি সেনাপতি রবার্টসের যৎপরোনাস্তি সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন তাঁহারই উদ্যোগে তিনি কাবুল যুদ্ধে জ...

ফসেট সাহেব ...

বক্তৃতাকালে বলি...

দিকে সর্ব্বদাই দৃ...

যায়ের হিসাব ভুল ...

তের রাজস্ব সংক্রা...

সংশোধন নিতান্ত অ...

সংবাদ ... পত্র।

জামালপুর।

... যুবকগণ পাহাড় হইতে সন্ন্যাসীকে তাহার পশ্চাৎ হস্ত করিয়া আনিয়া পুলিষের হস্তে অর্পণ করায়, হিন্দুস্থানীরা অসন্তুষ্ট হয় এবং তাহারা চাঁদা দ্বারায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া যুবকবৃন্দের নামে দুইটী বিষয়ে অভিযোগ করে। একটী অকারণ প্রহার, অপরটী পুলিষের বিনানুমতিতে তাহাকে তাহার বাসস্থান হইতে ধরিয়া আনা। মুঙ্গেরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মকদ্দমার বিচার হয়। তিনি "সন্ন্যাসী কোথা হইতে সম্প্রতি কালীপাহাড়ে আসিয়া অকারণ বহুদিনের প্রচলিত বলিদান বন্ধ করে কেন? এবং তাহার প্রাণিবধ অসহ্য বোধ হইলে স্থানান্তরেই বা না যায় কেন?" ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া সন্ন্যাসীর ৫ই টাকা এবং যুবকগণের এক এক টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন। সন্ন্যাসী অতঃপর আর কালীপাহাড়ে বাস করিতে পাইবে না হুকুম হইয়াছে।

কিছুদিন হইল ভাগলপুরে মুসলমানেরা কোন পর্ব্ব দিবসে গোরু জবাই করায় এতদঞ্চলের হিন্দুরা বিরক্ত হয়। সম্প্রতি মহরম উপলক্ষে যখন এখানকার মুসলমানেরা "হাসেন" "হোসেন" শব্দে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে গোঁয়ারা ঘাড়ে করিয়া মুঙ্গের অভিমুখে যাইতেছিল সেই সময়ে একদল হিন্দু শঙ্খ ধ্বনি করিতে করিতে সেই গোলেতে প্রবেশ করিয়া "জয় জগন্নাথ" "জয় মহাদেব" শব্দে বুক চাপড়াইতে থাকে। ইহাতে মুসলমানেরা বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে কহিলে তাহারা কহে 'সরকারি রাস্তায় তোমরা তোমাদের ঈশ্বরকে ডাক, আমরা আমাদের ঈশ্বরকে ডাকি এতে রাগ কর কেন?" এই কথায় মুসলমানেরা আরো রাগান্বিত হইয়া মারপিট করিবার উদ্যোগ করিলে পুলিসের লোকে তাহাদের হস্ত হইতে লাঠিগুলি কাড়িয়া লয় এবং সুযোগ্য পুলিষ ইনেস্পেক্টর ক্যাভানর সাহেব হিন্দুদিগকে ফিরাইয়া দেন। কিন্তু উহারা ... পথ দিয়া আবার মুসলমানদিগের গন্তব্য ... অগ্রে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় "জয় মহাদেব" শব্দে শঙ্খ বাজাইয়া বুক ... থাকে। ক্যাভানর সাহেব এই গোল- ... মুসলমানদিগকে কহেন "তোমরা ... উঠিবে না, অতএব মুঙ্গের গমনে ... হইলেই ভাল হয়।" মুসলমানেরা এ কথায় সম্মত হইয়া গোঁয়ারা ঘাড়ে করিয়া প্রত্যাগমন করে এবং জামালপুরেই সে গুলির কবর দেয়। হিন্দু মুসলমানে সম্প্রতি এতদঞ্চলে এত বিদ্বেষ চলিতেছে যে বাজারের কোন মদক ভাগলপুরের একজন মুসলমানকে নিজ দোকান হইতে মিষ্টান্ন বিক্রয় করায় অপরাপর মদক তাহার হুকা বন্ধ করিয়াছে।

আজি কালি এখানে বেশ শীত পড়িয়াছে। শীত বেশী পড়ায় অররোগ এককালে দূর হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ বরাটের আত্মীয় স্বজন তাহাকে পুনরায় সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না এই মত লইবার জন্য নবদ্বীপের অধ্যাপক সমাজে যে পত্র লেখেন এবং তাঁহারা সেই পত্রের যে প্রত্যুত্তর দেন সাধারণের বিদিতার্থে নিম্নে উভয় পত্র অবিকল প্রকাশ করিতেছি।—

পরম পূজনীয় নবদ্বীপ প্রভৃতি সমাজস্থ অধ্যাপক মহাশয় সমীপেষু।

কস্যচিন্নিবেদনমিদং। যদি কোন হিন্দুধর্ম্মাব-

লম্বী বালক কালেজে পরিবর্ত্তন পত্র আনিতে গমন করিলে কলেজের অধ্যাপকেরা খ্রীষ্টানদিগের পবিত্র জল খ্রীষ্টানদিগের রীত্যনুসারে তাহার মস্তকে দেয় এবং বাটী ফিরিয়া আসিয়া সেই বালক পূর্ব্ববৎ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী থাকে, কোন অখাদ্য না খায়, খ্রীষ্টান দিগের সহিত সংসর্গ না করে এবং তাহাদিগের ধর্ম্মে বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে সেই বালক পতিত হয় কি না এবং সেই বালকের সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারা যায় কি না ইহার যথা-শাস্ত্র ব্যবস্থা প্রদানে আজ্ঞা হয়।

অস্যোত্তরং---

এতল্লিপ্যার্থানুসারেণ

মহাপাতকাদিগণে উল্লিখিত কর্ম্মণোহনুল্লেখাৎ বিশেষশাস্ত্রান্তরা-দর্শনাচ্চ প্রশ্নলিখিত-তাদৃশ জলাভিষিক্তস্য বালকস্য পাতিত্যমব্যবহার্য্যত্বং চ ন ভবিতু মর্হতীতি বিদুষাম্পরামর্শঃ॥

শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মণাং।
শ্রীহরমোহন শর্ম্মণাং।
শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মণাং।

উপরি উক্ত পত্রিকা দুই খানির মধ্যে প্রথম খানিতে কাহারও নাম স্বাক্ষর নাই। পত্র প্রেরক যে ভাব পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ঠিক সেই মত ব্যবস্থা দিয়াছেন। আমাদের মতে পত্র প্রেরকের প্রকাশ্য ভাবে দেখা দেওয়া এবং তিনি সুরেন্দ্রনাথকে যে উপায়ে খৃষ্টান করার কথা লিখিয়াছেন প্রমাণ করিয়া দিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত হইতেছে।

শান্তিপুর।

নদীয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট টেলর সাহেব ও সবডিবিজন রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু হৈমন্তিক মফস্বল পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইয়াছেন। বিগত বৎসর নানা কারণে নদীয়া জেলার হৈমন্তিক মফস্বল পরিদর্শন কার্য্যে মাজিষ্ট্রেটদিগের অপেক্ষাকৃত শৈথিল্য হইয়াছিল, এজন্য বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সাল তামামী রিপোর্টে তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক আক্ষেপ করিয়াছিলেন। এবৎসর ঐ জন্য বোধ হয় নদীয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয়েরা আদা জল খাইয়া মফস্বল পরিদর্শন কার্য্যে বহির্গত হইয়াছেন। সুখের বিষয় যে নদীয়া জেলার হাকিমেরা প্রায় সকলেই কর্ত্তব্যকর্ম্ম-পরায়ণ; সুতরাং শীকার প্রিয়তার অবশ্যম্ভাবী অত্যাচার প্রায়ই আমাদের কর্ণগোচর হয় না। উত্তর বঙ্গ ও নিয়ম বহির্গত উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন কোন হাকিম হস্তী অশ্ব ও পদাতিক সমভিব্যাহারে হৈমন্তিক মফস্বল পরিদর্শনে বহির্গত হইয়া যেরূপ শীকার প্রিয়তার পরিচয় দিয়া থাকেন। এ অঞ্চলের হাকিমদিগের মধ্যে প্রায়ই সেরূপ সংক্রামক ব্যাধি নাই। তবে কেহ কেহ বিচারকার্য্যে কখন কখন গোঁ ধরিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন নির্দ্দোষ ব্যক্তি গ্রহবশতঃ শাস্তি পায় ও দোষী ব্যক্তি এড়াইয়া যায়!! আজ কাল এ জেলার মধ্যে ঐরূপ একগুঁয়ে হাকিমের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতেছে সত্য, কিন্তু আসামী পাইলে কেহ কেহ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসেন। হাকিমেরা যদি প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিচার করেন, তাহা হইলে অবিচার স্রোত কখনই প্রবাহিত হয় না। ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের সবডিবিজনে যে কয়েকজন হাকিম আছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃতবিদ্য ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম-পরায়ণ। তবে কোন কোন মকদ্দমায় কখন কখন কোন কোন হাকিম ভ্রমে পড়িয়া অবিচার করিয়া থাকেন। হাদী বান্দিনীর মকদ্দমাটী আমাদের ঐ কথার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এ বৎসর আমাদের মিউনিসিপাল তহবীলে প্রত্যাশানুরূপ টাকা জমে নাই, এজন্য বেতনভোগী ভৃত্যেরা বেতন পাইতেছে না। পূর্ব্বে খেয়ার ঘাটের টাকায় মিউনিসিপালিটীর স্বত্ব ও অধিকার ছিল, কিন্তু এক্ষণে "রাঘব বোয়াল" গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাস করিয়া বসিয়াছেন; সুতরাং মিউনিসিপালিটীকে বার্ষিক অন্যূন ১৩৮৮ টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। এক্ষণে মিউনিসিপালিটীর আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং চেয়ারম্যান বাবু একটী বিশেষ সভাধিবেশন পূর্ব্বক উহার অপেক্ষাকৃত ব্যয় কমাইয়া দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তথাপি মিউনিসিপালিটীর টাকার বড় টানাটানি দেখা যাইতেছে। যতদিন মিউনিসিপাল আয় ব্যয়ের পঙ্কোদ্ধার করা না হইবে, ততদিন ঐরূপ টাকার টানাটানি থাকিবার সম্ভাবনা। আমাদের বিবেচনায় শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর বাজেখরচ কয়েকটীকে ক্রমে ক্রমে বিদায় করিয়া দেওয়াই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত।

গত বৎসর পণ্যদ্রব্য বোঝাই যে সকল গোরুর গাড়ীর আমদানী হইয়াছিল, মিউনিসিপাল অনুচরেরা তৎসমস্ত গাড়ী ধরিয়া লাইসেন্স বাবুদী বিস্তর টাকা আদায় করে, কিন্তু এরূপ জনশ্রুতি যে, ঐ সমস্ত টাকা রীতিমত মিউনিসিপাল তহবীলে জমা দেওয়া হয় নাই। সামান্য বেতনের ভৃত্যের উপর আয়মা টাকা আদায় করার ভার দেওয়া অনুচিত, এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া যদি মিউনিসিপাল কমিশনর মহাশয়েরা কার্য্য করেন, তাহা হইলে এ বৎসরও পণ্যদ্রব্য বোঝাই গোরুর গাড়ী ধরিয়া লাইসেন্স বাবুদী বিস্তর টাকা আদায় হইত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এবারও সামান্য লোকের উপর গাড়ী ধরিবার ভার দেওয়া হইয়াছে, এতন্নিবন্ধন প্রতিদিন ঐ বাবুদী কত টাকা আদায় করা হইতেছে, তাহার রীতিমত হিসাব লইবার সুবিধা নাই। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ভাইস চেয়ারম্যান বাবু এখনও যদি আমাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া বিশ্বাসী ব্যক্তির হস্তে প্রস্তাবিত লাইসেন্সের টাকা আদায়ের ভার বিন্যস্ত করেন, তাহা হইলে মিউনিসিপাল তহবীলে ঐ বাবুদী বিস্তর টাকা জমিতে পারে সন্দেহ নাই।

এখানকার ভাগীরথী তটে শবদাহ করিবার যে নির্দ্দিষ্ট ঘাট আছে, সেখানে কাষ্ঠ বিক্রেতারা উচিত মূল্য লইয়া শবদাহোপযোগী কাষ্ঠ বিক্রয় করিত। কিন্তু এক্ষণে ইজারদারের অত্যাচারে ক্রমে কাষ্ঠের ব্যবসায়টী একচেটিয়া হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং শবদাহোপযোগী কাষ্ঠের জন্য বিস্তর লোক কষ্ট পাইয়া থাকে। আমরা আশা করি, স্থানীয় মিউনিসিপালিটী অথবা রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু শবদাহের সুবিধার্থ কাষ্ঠের এক চেটিয়া ব্যবসায়টী ত্বরায় উঠাইয়া দিবেন।

বহুকাল হইতে এখানকার আবগারী মহলটী একচেটিয়া হইয়া রহিয়াছে, এজন্য নেশাখোরেরা উপযুক্ত মূল্য দিয়াও অকৃত্রিম মাল পায় না। গাঁজা গুলি, আফিম, চরস, সিদ্ধি, তাড়ি ও মদ প্রভৃতি এক জন মহাজন একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং নেশাখোর যেন খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার হইতেছে। আবগারী যদি আর কিছুদিন ঐরূপ একচেটিয়া থাকে, তাহা হইলে বিস্তর নেশাখোর নেশার দায়ে চোর হইবে অথবা কৃত্রিম মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া অকালে কাল কবলিত হইবে সন্দেহ নাই।

গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে মদের খোলা ভাঁটী প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, এতন্নিবন্ধন অনেক স্থানে টাকায় তিন বোতল মদ বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখানে খোলা ভাঁটী থাকিতেও শৌণ্ডিকেরা টাকায় এক বোতল বিক্রয় করিয়া থাকে ও যদি কেহ অপরের সস্তা মদ ক্রয় করিয়া আনে, তাহা হইলে পুলিসের দ্বারা তাহাকে ধৃত করাইয়া শাস্তি দিয়া থাকে। কিন্তু শৌণ্ডিকেরা প্রতি দিন ভাঁটীর মাল সঙ্গোপনে আনিয়া বিক্রয় করে, তন্নিবন্ধন গবর্ণমেণ্টের বিস্তর "ডিউটী" ক্ষতি হয়, অথচ পুলিস তাহা গ্রেপ্তার করিবার প্রত্যাশানুরূপ চেষ্টা অথবা যত্ন করে না। সম্প্রতি রাণাঘাট সবডিবিজনের হেডক্লার্ক বিধুভূষণ বাবু এখানকার শৌণ্ডিক দোকানের ঐরূপ প্রতারণা ধরিয়াছেন, এক্ষণে দেখা

যাউক, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বিচারে আসামী কিরূপ শাস্তি পায়।

আমরা নিরতিশয় দুঃখিতচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের সমাজের শাস্তিস্পদ শ্রীযুক্ত রামগোপাল গাঙ্গুলী মহাশয় অনারোগ্যাক্রান্ত হইয়া জাগীতে নিবিষ্ট হইয়াছেন। চিকিৎসকেরা কহিতেছেন, গাঙ্গুলী মহাশয় শীঘ্রই যোগাধামে গমন করিবেন, এ জন্য শান্তিপুরস্থ প্রায় সমস্ত নর নারী দুঃখিত ও ব্যথিত হৃদয় হইয়াছেন।

খামারগাছি।

এ বৎসর এ প্রদেশে ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে। বর্ষাধিক্য নিবন্ধন নিম্ন ভূমির ধান্যের কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে। কৃষকেরা মনের আনন্দে ধান্য কর্ত্তন করিতেছে। ইক্ষু আর্দ্রক ও রবি ফসলের অবস্থাও মন্দ নহে। গত বৎসরের এসময়ের অপেক্ষা এক্ষণে চাউলাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

২য়। কয়েক বৎসরাবধি ম্যালেরিয়া এ প্রদেশকে ছারখার করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এমন গৃহ নাই যে অধিকাংশ ব্যক্তি শয্যাশায়ী না আছে। এ দিকে ভাগীরথীর তীর ও ঘাট জলন্ত চিতায় রাত্রি দিন দীপ্যমান হইতেছে! প্রতি বৎসরই এইরূপে অসংখ্য প্রাণী কৃতান্তগ্রাসে পতিত হইতেছে। রাজপুরুষেরা ইহার প্রতিবিধানের কি কোন উপায় করিবেন না? সুযোগ পাইয়া অনেক রেলওয়ের বাবু ডাক্তার সাজিয়া বসিয়াছেন। চিকিৎসা বিষয়ে আদৌ জ্ঞান লাভ না করিয়া তাদৃশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা মূর্খতার কার্য্য। তাঁহারা মনে মনে স্থির করিয়াছেন, মারিলে আমাদিগের কি ক্ষতি? যাহারা মনুষ্য জীবন লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে, তাহাদিগকে উচিত মত শিক্ষা দেওয়া রাজপুরুষদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

৩য়। গত কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী হইতে আরম্ভ হইয়া তিন দিবস শ্রীপুরে বারোয়ারি পূজা হইয়া গিয়াছে। পূজোপলক্ষে শতাধিক বলি ও রাত্রিকালে আতসবাজী পোড়ান হইয়া থাকে। বেড়াইবার সময় প্রকাশ্য রাস্তায় মানাবিধ অশ্রাব্য অশ্লীল গীতাভিনয় ও রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থিত দর্শক স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া তামাসা হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিতে পাই, এ পূজা বহু দিবস হইতে চলিয়া আসিতেছে। দেবীর প্রতিমা ও পূজা রীতিমত হইয়া থাকে, তবে অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে অনুরোধ তাঁহারা যেন ঐরূপ অশ্লীল গীতাদির অভিনয় না করেন।

৪র্থ। বলাগড়ের জনৈক গাড়োয়ান একদা কোন ভদ্র ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে কয়েক খণ্ড বংশ লইয়াছিল বলিয়া হুগলীর জনৈক ডেপুটী বাবু বিচারে ২০ টাকা অর্থ দণ্ড দিয়াছে। ভদ্র লোকটী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গরিবের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছেন। এ সকল পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল!!

৫ম। ত্রিবেণীর জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয় কায়স্থের দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার মৃত্যু হয়। কি কারণে বলিতে পারি না পিতার আজ্ঞায় মৃত দেহ ভাগীরথীর সৈকতে প্রোথিত হয়। পরিশেষে পুলিস হত্যা কাণ্ড সাব্যস্ত করিয়া মৃত দেহ উত্তোলন পূর্ব্বক হুগলীতে চালান দেয়। বিস্তর অর্থ ব্যয়ে ও কষ্টে পিতা মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাকেই কহে "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" আমরা জিজ্ঞাসা করি ভদ্র লোকটীর ক্ষতি পূরণের দায়ী কে?

৬ষ্ঠ। আমাদিগের পার্শ্ববর্ত্তী সিজার ও বাগেশ্বরপুরের বাজারের দোকানদারগণ অধিক মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহারা ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণের যন্ত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাখিয়া থাকে। এইরূপে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই তাহাদিগের নিকট প্রতারিত হইয়া থাকে। সে দিন বলাগড়ের বর্ত্তমান সুযোগ্য সব ইনস্পেক্টর মহোদয় একজনকে মৃত [illegible] বিচারে তাহার দশ টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছে। আমরা উপরি উক্ত সবইনস্পেক্টর বাবুকে সাম্বনয়ে অনুরোধ করি, তিনি যেন প্রত্যেক দোকানদারের পরিমাণ যন্ত্র ও বাটখারা গুলি পরীক্ষা করেন।

ম্যালেরিয়ার উৎপীড়নে আপনার সংবাদদাতা কিছু দিনের জন্য সপরিবারে বাসগ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। যে স্থানে থাকিব তথাকার বিবরণ সোমপ্রকাশের পাঠকগণের গোচর করিতে বিরত থাকিব না।

পঞ্জাব।

শুনা যাইতেছে আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যে উত্তর পঞ্জাব ষ্টেট রেলওয়ের ম্যানেজারের আফিস, একজামিনারের আফিস, ট্রাফিক সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিস এবং অন্যান্য লোকমটীব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের সমগ্র আফিস ও এই রেলওয়ে কারখানা ইত্যাদি সমস্ত প্রধান প্রধান কার্য্যালয় রাউলপিণ্ডিতে উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা হইলে ঐ শোষোক্ত ষ্টেষণটী ভারি জাঁকিয়া গেল সন্দেহ নাই। পূজার বন্ধে ঐ স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ওখানে বাঙ্গালীবাবুরা মিলিয়া চাঁদা করিয়া দুর্গা পূজা করিয়াছিলেন। ঝিলাম হইতে অনেকগুলি ভদ্রলোকও আমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। শুনিলাম এবং স্বয়ং দেখিলাম যাঁহারা নাম স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা ভদ্র সন্তানদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কিম্বা অন্য কোন উদ্যোগী ভদ্র লোক দ্বারা এই সব আহূত ব্যক্তি বিশিষ্টরূপে সমাদৃত হন নাই। উহাঁরা থিয়েটরের জন্য নবমীপূজার সমস্তদিন যেরূপ ব্যস্ত ছিলেন, যদি তাহার শতাংশের একাংশ সময় ব্যয় করিয়া ভদ্র লোকদের আনুগত্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তাচ্ছীল্য দোষে দূষিত করিতে পারিতাম না। পূজার সাত্ত্বিক আয়োজনের মধ্যে দান, ধ্যান, হোমযাগ, পূজা, প্রার্থনা, সম্বন্ধে বড় কিছুই দেখিলাম না। রাজসিকের মধ্যে বলিদানের হাড়িকাঠ নিয়ে ছিল ও পুরোহিত মহাশয় দালানে ছিলেন। তামসিকের ব্যাপার বেশ জাঁকাল হইয়াছিল। বাবুরা নিজ নিজ ধর্ম্মপত্নীদের শিক্ষার্থ কিম্বা স্ব স্ব সচ্চরিত্রতাপ্রকরণাভিলাষে বোধ হয় "সাবিত্রী সত্যবান" নামক একখানি অদ্ভুত নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় ছাই মাথামুণ্ড কিছুই হয় নাই। কেবল লোক হাসান হইয়াছিল, এবং বাবুদের "টেষ্ট" এমনি যে সতী সাবিত্রীর গুণ ব্যাখ্যান পূর্ণ নাটকাভিনয়ের অনতি পূর্ব্বেই অসতী কুলাঙ্গনা পঞ্জাবী বাই নাচাইতে ত্রুটি করেন নাই। ঐ অভিনয় দ্বারা লোকের মনে যদি কিছু পবিত্র ভাব উদ্ভাসিত হইত, তাহার মূলে বাজারের নটী নাচাইয়া বিলক্ষণ কুঠারাঘাত করা হইল। শুনিলাম চাঁদা তুলিয়া অনেক টাকা উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহার তেমন কিছুই দেখিলাম না। যদি এবম্বিধ ধর্ম্মাচরণদ্বারা পঞ্জাবে বাঙ্গালী বাবুরা পুণ্যানুষ্ঠানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া শারদীয় মহোৎসবের তরঙ্গ হিমাচলে উঠাইতে চাহেন, তাঁহারা নিশ্চয় নিন্দিত ও বিফলযত্ন হইবেন। ভরসা করি তাঁহারা অতঃপর উক্ত মহাপূজা উপলক্ষে সাত্ত্বিক ভাবের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিয়া স্বধর্ম্মের উন্নতি সাধন করেন।

২। গত কল্য এখানকার (ঝিলামের) একটী বাঙ্গালী বাবু হঠাৎ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অত্রত্য সমস্ত বাঙ্গালী বাবু প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিয়াছিলেন। কমিশরিয়েট বিভাগের অগ্রণী শ্রীযুক্ত কালীকুমার দাস ও লোকমটিব একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন বসুর বিশেষ উৎসাহে ও প্রযত্নে অন্যান্য বাঙ্গালী বাবুরা সদুৎসাহে একত্রিত হইয়া শব স্কন্ধে ঝিলাম নদী পার হইয়া অনতিদূরস্থ চড়ার উপর উহার সৎকার করিয়া যথার্থ সহৃদয়তার কার্য্য করিয়াছেন। মাননীয় কালী কুমার বাবুর ভাব দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি বাস্তবিক ঐ দুঃখী মৃত বাঙ্গালীটীর জন্য নিতান্ত

স্বজাতি স্নেহ-পরবশ হইয়া এই শেষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিদেশে স্বদেশস্থ বন্ধু-বান্ধবদের পীড়া কিম্বা অকাল মৃত্যুতে যাঁহারা সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তাঁহারা বাস্তবিক পিতামাতার ও পরমাত্মীয়ের কার্য্য করেন। অন্যান্য স্থলে এরূপ দুর্ঘটনায় সাহায্য চাহিলে যেমন প্রায়ই "স্ত্রী গর্ভিণী" হইয়াছেন যাইতে নাই" শুনিতে পাওয়া যায়, এখানে শ্মশানে যাইবার জন্য কেহই ওরূপ কাপুরুষ বাক্য উচ্চারণ করিয়া গা ঢাকা দেন না; এজন্য ইহাঁদের সকলকেই ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় নদী বক্ষে যেই চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইল, যেই চিতাধূমপানে উপরিস্থ বায়ুমণ্ডল ধূম্রবর্ণ ধারণ করিল, অমনি কোন কোন "বাবু মহাশয়েরা" মধুপানে ঢল ঢল হইতে লাগিলেন। আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম, সেই সময় একটী পঞ্জাবী শব দাহন জন্য তথায় আনীত হয়। তাহার সঙ্গে প্রায় ৩০।৪০ জন পঞ্জাবী হিন্দু আসিয়াছিল। আমাদের বাঙ্গালী শবের সহিত প্রায় ১৫।১৬ জন বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালিদের মধ্যে ২।৪ জন ছাড়া কে যে ঐ চক্রের মধ্যে ছিলেন না বলিতে পারি না। তাঁহাদের ঈদৃশ ব্যবহার দেখিয়া একটী পঞ্জাবী পণ্ডিত আমায় এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সব বাবুরা এরূপ রাক্ষসাচারী কেন?" আমি নীরব থাকিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রাগুক্ত পঞ্জাবী শবের সঙ্গে যে সব লোক আসিয়াছিল, তাহারা বাবুদিগের মধুপানাসক্তি দেখিয়া নিতান্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাবুদের বাড়াবাড়ি দেখিয়া আমি ঐ পঞ্জাবীদের সঙ্গে মিশিয়া গেলাম। তাহাদের এরূপ সংস্কার হইয়াছিল যে সমস্ত বাঙ্গালীই শবদাহকালীন ঐরূপ বীরাচরণ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের এই কুসংস্কার দূরীকৃত করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। আমি নিতান্ত দুঃখের সহিত এই বাঙ্গালী-চিত্রখানি অঙ্কিত করিতে বাধ্য হইলাম। শবদাহনকালে তৎসঙ্গীদের কিরূপ ভাব থাকা উচিত, কিরূপ কথাবার্ত্তা কওয়া উচিত, কিরূপ বেশ ধারণ করা উচিত, তাহা আমরা আজো শিক্ষা করিতে পারি নাই। আমি তাঁহাদের হাতে ও পায় ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন মদ্যপান না করেন, যদি বা করেন যেন শ্মশানে বসিয়া নিজের নিজের মৃত্যুবাণ সম্মুখে দেখিয়াও নিরস্ত হন। প্রত্যেক মদের বোতল মৃত্যুর ধনুক বিশেষ, প্রত্যেক ছিপি ঐ ধনুর ছিলা, এবং উহার মধ্যে যে মহাবিষবাণ আছে, তাহার লক্ষ্য মদ্যপায়িগণ দেখিতে পান না বটে; কিন্তু তাঁহাদের বক্ষঃস্থল বোধ হয় বুঝিতে পারে। সুরায় বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ করিল! সুরায় দেশ উৎসন্ন গেল!! হা ভারত মাতঃ! তোমার প্রিয়দর্শন পুত্রদের দুরবস্থা আর দেখা যায় না।

আপনার ৬ ই ডিসেম্বর তারিখের সোমপ্রকাশে অত্রত্য কমিশরিয়েট বিভাগের "শ্রী" স্বাক্ষরিত একখানি প্রতিবাদ পত্র পাঠ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বাবু ভায়ারা যে পঞ্জাবে থাকিয়া বঙ্গমাতৃভাষাপর্য্যন্ত গ্রাস করিয়াছেন, তাহা উক্ত পত্রখানি পাঠেই সকলে অবগত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। পত্র খানির প্রকৃত উত্তর আপনার সম্পাদকীয় টিপ্পনীই যথেষ্ট, তবে আমার কিছু না লেখা ভাল দেখায় না, এই জন্য দুই এক কথা বলিয়া পত্র শেষ করিতেছি। পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে "ঐ সংবাদে ঝিলাম কমিশরিয়েট বাঙ্গালি সংক্রান্ত যে বিষয়টী প্রকাশ করিয়াছেন, সে সমস্ত অলীক ও বিদ্বেষপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে।" ভাল ভাই! আমার লেখা মধ্যে "কমিশরিয়েট বাঙ্গালি সংক্রান্ত" বিষয় তুমি কোথায় পাইলে? আমি ত আমার সংবাদ মধ্যে কোন বিশেষ বিভাগকে লক্ষ্য করিয়া লিখি নাই। ঝিলামস্থ কি লোকমটিব, কি ট্রাফিক, কি কমিশরিয়েট যে কোন বিভাগের বাঙ্গালীরা মদ্যপান ও বেশ্যাসেবায় কলঙ্কিত ও মহাপাপপঙ্কে লিপ্ত, তাঁহাদেরই উদ্দেশে ঐ ঝাড়ন মন্ত্র প্রয়োগ করা গিয়াছিল, তবে "ঠাকুর ঘরে কে? না—খাই নাই" বলিয়া যদি কমিশরিয়েট বিভাগস্থ "শ্রী" মহাশয় বিশ্রী হইয়া পড়িলেন ও আমোর প্রকাশারূপে ধরা দিলেন, তবে আমি নাচার। সর্ব্বশরীরে হস্ত বুলাইলে যে অঙ্গ দূষিত রক্ত পূয, জমিয়া থাকে, সেই ক্ষত স্থানে বন্ধুজনের হাত বুলাইলেও যেমন রোগী হা! উ! করিয়া শরীর সিঁড়রিয়া মুখ বিকট করে ও পার্শ্বস্থ বন্ধুকে গালি দিতে উদ্যত হয়, "শ্রী" মহাশয়ের পত্র পড়িয়া আমার দুরবস্থাপন্ন বঙ্গীয় ঝিলাম সমাজকে দেখিয়া দুঃখ উপস্থিত হইল। "শ্রী" মহাশয়! দোহাই আপনার। আপনি "ইন্দ্রাদি দেবগণের" সভায় বাইনাচ হইত শুনিয়া সেই "স্বর্গ রাজ্যের" সোপান স্বরূপ এই প্রকাণ্ড হিমাচলের বক্ষে দাঁড়াইয়া বাই নাচাইয়া দিব্য স্বর্গ সুখভোগ করিতেছেন!! হা দেবগণ! তোমরা এই সব "দেবশাবক"দের আচরণ দেখ!! ইহাঁদের জন্য শীঘ্র স্বর্গ দ্বার উন্মোচন কর। ভাই "শ্রী"! ভাল তুমি কি স্বর্গধামের আর কোন সুখই পাইলে না? কেবল "দেবসভায় রম্ভা প্রভৃতির সুখ পাইবার জন্য স্বদেশ ছাড়িয়া পঞ্চপাণ্ডবের ন্যায় সশরীরে স্বর্গে যাইবার লোভে ১৫০০ মাইল এড়াইয়া আসিয়াছ?" "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি" সেই পরাৎপর ঈশ্বর সুখ, অল্প পার্থিব বস্তুতে সুখ নাই, এ সব স্বর্গবাণী, দেব ভাষা, মুক্তি-মন্ত্র কি কর্ণে স্থান পায় নাই? তোমরা পঞ্জাবীদিগকে "ঢাড্ডা" অর্থাৎ নির্ব্বোধ বলিয়া থাক, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি একটী "অবিদ্যা বিদ্যাধরী" ও পঞ্জাবী নিরক্ষর কুলকলঙ্কিনী বাররমণী অঙ্গ ভঙ্গিমা দ্বারা (হাত পা নাড়িয়া) "সাইয়া" "সাইয়া" রবে চীৎকার করিয়া যদি তোমাদের মত শিক্ষিত ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় "শ্রী" ও "দেবশাবক"দের মাথায় নরক ঢালিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে তোমাদের বিদ্যার মাহাত্ম্য বড় না তাহাদের অবিদ্যার তেজ অধিক হইল? তাহা হইলে একটী সামান্য পঞ্জাবী স্ত্রীলোকের নিকট এতগুলি শিক্ষিত বাঙ্গালী "ভেকো," "ভেড়ুয়া" অথবা "ঢাড্ডা" কি হইল না? একটী অধার্ম্মিকা কলঙ্কিনী স্ত্রী হাত পা নাড়িয়া যদি সভাশুদ্ধ কৃতবিদ্যাভিমানী নব্য বা প্রবীণ বাঙ্গালীদিগকে মোহিত করিয়া ধনরত্ন শুদ্ধ লুটিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে ধিক সে বিদ্যায়, ধিক সে শিক্ষায়, ধিক সে বাঙ্গালী সভায়, ধিক সে সভ্যতায়, ধিক সে "অবস্থানুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠানকে" ধিক সে উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বাহোয়া প্রভৃতি উপযোগী ভাষা প্রয়োগকে" ধিক সে "নির্দ্দোষ আমোদ" প্রবৃত্তিকে, এবং ধিক সে সব নির্লজ্জ বেহায়া পক্ষ সমর্থনকারীদিগকে।

সংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৬ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতায় [illegible] এই ঔষধ বিশেষরূপে পর[illegible] প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাঁ[illegible] ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছে[illegible] সেই সকল ডাক্তারের নাম লিয়ে সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র দে[illegible] হয় যায়।

২. টাকা। প্যাকিং ৵৹ আনা।

চন্দনাসব।

প্রমেহ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর [illegible] কালীন জ্বালা, প্রস্রাবের সহিত শোণিত [illegible] শুক্র ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ অল্পদিন কাল সেবনে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵৹ দুই আনা।

রত্নগর্ভরস ও ব্রহ্মানন্দ তৈল।

(সকল প্রকার উন্মাদরোগের যথার্থ মহৌষধ।)

আমরা অনেক চেষ্টা ও অনেক পরিশ্রম এবং অনেক ব্যয়দ্বারা এই ঘৃত এবং তৈল প্রস্তুত করাতে উন্মাদরোগ প্রায় ২। ৩ সপ্তাহ ব্যবহার করাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যথা উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, অতিশয় বকা, উলঙ্গ হইয়া বেড়ান, ভুল বকা এবং অন্য লোককে আঘাত করা, গৃহ হইতে সতত দৌড়িয়া পালান, অসংলগ্ন বাক্য রচিত, উদাস্য, এতদ্ব্যতীত যে কোন বায়ুরোগ হয় এই ঘৃত তৈল ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। যদি অল্প দিনের রোগ হয় তাহা হইলে ১ সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলে প্রায় রোগ শেষ হইয়া যাইবে।

১ সের ঘৃতের মূল্য ৪০ টাকা।
১ সের তৈলের মূল্য ৩২ টাকা।
প্যাকিং ৵৹ আনা।

রাজমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের নিস্তেজতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন মেহ প্রভৃতি রোগ সমূহ এককালীন দূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকি ৵৹ আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার মধুসূদন বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা। মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ।

মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

কুন্তলেশ্বর তৈল

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃশূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷৹ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত কাঁরিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।৹ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

আগামী ২২ এ মাঘ তারিখ হইতে কৃষ্ণনগর বসন্ত মেলা আরম্ভ হইবে। উৎকৃষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শকগণ উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবেন।

কৃষ্ণনগর ২৭ অগ্রহায়ণ, ১২৮৭। } শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার চৌধুরী—নাড়াকোল	১০
" " তারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মলয়াপুর	৭
" " হীরালাল রক্ষিত—কলিকাতা	৩॥
" " ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া	৫
" " রমানাথ সেন—সুতাকাটা	৭
" " প্রিয়নাথ শীল—এটোয়া	৩
" " ডাক্তর শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী জয়পুর	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অদ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর /৹ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক ঘর চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ । “ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ” । ৭ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা । | ১২৮৭ সাল । ১৩ ই পৌষ । ইং ১৮৮০ । ২৭ এ ডিসেম্বর । | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে । সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয় ।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা ।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন ।

ঠিকানা ।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা ।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি ।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন । প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর /০ আনা ; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না ।

কলিকাতার-এজেন্ট ।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতায় এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন । অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন ।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন ।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর ।

কথা সরিৎ-সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল । মূল্য ১॥০ টাকা । ডাক মাশুল /০ আনা । গ্রাহকগণ আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন ।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ ।

আগামী ২২ এ মাঘ তারিখ হইতে কৃষ্ণনগর বসন্ত মেলা আরম্ভ হইবে । উৎকৃষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শকগণ উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবেন ।

কৃষ্ণনগর
২৭ অগ্রহায়ণ, ১২৮৭ ।

শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক ।

বসু ব্রাদর্স ।

কলিকাতা হইতে মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকার ।

আপিস—২০ নং বাটী, কৃষ্ণসিংহের লেন্ ।
সিমুলিয়া কলিকাতা ।

কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায় । দ্রব্যাদির নমুনা কিম্বা বাজার দর জানিতে ইচ্ছা করিলে ডাক ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন ।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ভার লওয়া যাইবেক না । কলিকাতায় যাহা কিছু প্রাপ্য সমস্তই আমরা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি ন্যূনান এক টাকা মূল্যের দ্রব্যাদিও খরিদ করিয়া পাঠান যাইবেক । নগদ মূল্যে খরিদ করিলে দ্রব্যাদি সস্তা ও ভাল পাওয়া যায় । দ্রব্যাদির যথার্থ খরিদ মূল্যের উপর নিম্নলিখিত হারে আমরা কেবল কমিশন মাত্র লইয়া থাকি ।

১ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত টাকা প্রতি /০ আনা
২৬ " " ১০০ " " " ১০ অর্দ্ধ আনা ।
১০১ " " ৫০০ " " " ৫ এক পয়সা ।

৫০০ টাকার উপর হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবেক । দ্রব্যাদি পাঠাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবেক না । পাঠাইবার পূর্ব্বে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাক করিয়া পাঠান যাইবেক ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, ম্যানেজার ।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ । মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা । কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য ।

প্রেরিতপত্র

গ্রহণ।

[illegible] পৌষ দিবসের চন্দ্রগ্রহণ

সময়ে গঙ্গাতীরে বিরচিত।

ধন্য ধন্য তুমি দেবতা সমান
পণ্ডিত প্রধান ঋষি।
লিখিলে বসিয়া কবে কি ঘটিবে
স্বর্গে মর্ত্ত্যে দশদিশি॥
চারি যুগে তুমি ধন্য ধন্য,
লোক সকলজ্যোতিষ কহে।
শাস্ত্র মিথ্যা নয় হইল প্রত্যয়,
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী রহে॥
ধন্য চিন্তা তব, ধন্য বিদ্যা [illegible]
প্রথম সেবক তুমি।
তোমার জনমে ধন্য এ ভারত
ভারত পুণ্যের ভূমি॥
তপ জপ দান শাস্ত্রের বিধান
কখন বিফল নয়।
মহোৎসাহে পুণ্য আচরিছে লোক
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী রয়॥
অহো কি দর্শন দেখিতেছি আজি
হে গঙ্গে তোমার তীরে।
লক্ষ লক্ষ লোক করে তপ দান
অবগাহি তব নীরে।
জপ তপ দান আর্য্যজাতি প্রাণ
জাতীয় উৎসব এই।
ঋষির বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণ
পুনঃ দেখা দেয় সেই॥
যুগ যুগান্তর থাকুক থাকুক
হে ঋষি তোমারি নাম।
যুগ যুগান্তরে বলুক বলুক
ভারত পুণ্যের ধাম॥
মাতিলাম আজি উৎসবে তোমার
গাও হে সকলে গাও।
শঙ্খ রসাল শিঙ্গা করতাল
উচ্চ রবেতে বাজাও॥
গাও হে ভারতনিবাসী সকলে
গাও হে মধুর গান॥
ভারতে জাগিল প্রথমে গ্রহণ
ভারতী [illegible] প্রমাণ॥
কেহ না ঘুমায়ো দেখিও গ্রহণ—
দেখিও নয়ন ভরি।
কর পুণ্য কর্ম্ম দেও নানা দান
পিতৃপিতামহে স্মরি॥
আহার পানেতে হইও না তাই
রত পশুর মিশালে।
ভাব এ অপূর্ব্ব রচনা যাঁহার
এ হেন অপূর্ব্ব কালে॥

শশধর ছায়ায় সম্পূর্ণ গ্রহণ অবস্থায়।

কতক্ষণ তুমি থাকিবে হে শশি
সম্পূর্ণ রাহুর গ্রাসে।
ভারতের দশা তোমারি মতন
এই কি ইহা প্রকাশে॥
তুমি রাহুমুখে, ভারতে অজ্ঞান,
অন্ধকার চারি দিক্।
তুমি মুক্ত হবে, তবু কেন রবে
ভারত তত-অধিক॥
থাক তুমি তবে অন্ধকারে ঘেরা
না দেখি মোরা যাবত।
ঋষির গণনা কবির কল্পনা
বিজ্ঞের মন্ত্রণা যত॥
মুক্তিস্নান হেতু আছ যাত্রী যত,
তিষ্ঠ তিষ্ঠ সবে ভাই।
বহিও না স্রোত, চলিও না তরী,
ভারতে বদ্ধ সবাই॥
কিবা রাত্রি দিন সবে দৃষ্টিহীন
হেথা [illegible] নির্বিশেষ।
নাহি বল বুদ্ধি নাহি চিত্তশুদ্ধি
পাপেতে পূরিছে দেশ॥
যাবত না হয় দুর্গতি মোচন
কোথায় কে যাবে বল?
আত্মমুক্ত হয়ে হীন পদে রয়ে
মরণ নহে মঙ্গল॥

গ্রহণ মুক্তির পর।

ঠেলিয়া আঁধার দেখা দিলে শশি
পুন কি ভারত হবে।
জাগিয়া উন্নতি সজীব শরীরে
কখনো উজ্জ্বল হবে॥
গাও গাও তবে সুকণ্ঠ গায়ক
গাওহে মঙ্গল গান।
কর ব্রতিগণ সঙ্কল্প সাধন
করিবে মুকতি স্নান॥
অন্ধ খঞ্জ দীন দরিদ্র পামর
আশীর্ব্বাদ যেন করে।
দেব-ঋষি-পিতৃ-ভারতের ঋণ
শুধিয়া চলহে ঘরে॥

ধন্য ভারতের বিজ্ঞান বিনোদ,
শঙ্খ ঘণ্টা যেন কয়।
ধন্য ভারতের পুণ্য মহোৎসব
জয় ভারতের জয়॥

কলিকাতা
৩ রা পৌষ
১৮০২ শক } শ্রীঈঃ-

সোমপ্রকাশ

১৩ ই পৌষ সোমবার।

সার রিচার্ড টেম্পল ও ভারতবর্ষসম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা।

ক্ষণিকবাদী বলিয়া একটী মত আছে। সেই মতে যাবতীয় পদার্থেরই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্ত হয়। সার রিচার্ড টেম্পল ক্ষণে ক্ষণে নিজ ভাব ও মত পরিবর্ত্তন দ্বারা সেই মতের সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছেন। তিনি যখন বঙ্গদেশে ছিলেন, তখন তিনি বঙ্গদেশের শাসন কার্য্য এরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন যে তাহা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল তিনি বঙ্গদেশীয়দিগের হিতার্থে ও উপকারার্থেই বঙ্গদেশের গুরুতর শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি যখন বোম্বাইয়ে যান, তখন তাঁহার সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। তাহার পর ইংলণ্ডে গিয়া তিনি আর সে রিচার্ড টেম্পল নাই। আমরা কেন যে একথা কহিতেছি, পাঠক নিম্নে তাহার প্রমাণ দর্শন করুন।

বিলাতে গিয়া সার রিচার্ড টেম্পলের বক্তৃতাশক্তি অদ্ভুতরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি ১৮৮০ অব্দে "ভারতবর্ষের অবস্থা" এই শীর্ষক দিয়া এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষ বিষয়ে নানা স্থানে বক্তৃতা করিতেছেন। রিচার্ড সাহেব তার যোগে সংবাদ দিয়াছেন, " কলনিয়াল ইনষ্টিটিউট " নামক স্থানে তিনি একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় বলিয়া লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে, বাস্তবিক সেরূপ শোচনীয় নয়। রাজস্বের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। দেশে নানাজাতীয় শিল্পের উন্নতি হইয়া ইংলণ্ডের যে বহুল অর্থ তাহাতে বিনিযোজিত হইবে এবং ইংলণ্ডের বহুসংখ্য লোকের যে অন্নসংস্থান হইবে এরূপ আশাও দিয়াছেন। এদেশীয়দিগের প্রসঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে ইহারা এখন মানুষের মত হইতেছে, অতএব ইহারাও কিয়ৎ পরিমাণে সেই উন্নতির অংশভাগী হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষকে কেবল ভারতবর্ষের লোকের উপকারার্থ শাসন করিলে চলিবে না, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় দেশের

উপকারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

সর রিচার্ড কহিয়াছেন ভারতবর্ষের রাজস্বের অবস্থা শোচনীয় নয়। কিন্তু আমরা দেখিতেছি এটী প্রমাণবিরুদ্ধ। রাজস্বের দিন দিন উন্নতি ও বৃদ্ধি হইতেছে সত্য কিন্তু ব্যয়ের বন্দোবস্ত ও শৃঙ্খলা না থাকাতে রাজস্বের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। পাঁচ বৎসর অন্তর ও উহার মধ্যেও গবর্ণর জেনেরলের পদ পরিবর্ত্ত হয়। নূতন লোক আইসেন। রাজস্বমন্ত্রী ভারতবর্ষের রাজস্ব লইয়া যে কি লীলা খেলা করেন নূতন গবর্ণর জেনরল তাহার কিছুই বুঝিতে পারেন না। বিশেষতঃ নূতন গবর্ণর জেনেরলের যদি কার্য্যদক্ষতা না থাকে, স্বচক্ষে সকল বিষয় দর্শন করিয়া তাঁহার যদি কার্য্য সম্পাদন, ক্ষমতা না থাকে তিনি যদি বিলাসপরায়ণ ও বাসনাসক্ত হন তাহা হইলে তাঁহাকে রাজস্বমন্ত্রীর উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। রাজস্বমন্ত্রী এ অবস্থায় স্বেচ্ছামত যে কত প্রকার লীলা খেলা করিতে পারেন পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। লার্ড মেও ও লার্ড লিটনের অধিকার কালই তাহার প্রধান প্রমাণ। রাজস্ব মন্ত্রী বলিলেন রাজস্বের অনটন হইয়াছে, বৎসর শেষ হইতে বিলম্ব সহিল না, লার্ড মেও ইনকমটাক্স ধার্য্য করিয়া বসিলেন। কয়েক মাস অতীত হইতে না হইতে তিনি কাল যবনের হস্তে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। লার্ড নর্থব্রুক নূতন গবর্ণর জেনরল হইলেন, তিনি পদস্থ হইয়াই ইনকম টাক্স উঠাইয়া দিলেন। লার্ড লিটন রাজস্বমন্ত্রীর উৎসাহদানেই সমধিক প্রোৎসাহিত হইয়া কাবুল যুদ্ধ দ্বিগুণতর বেগে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ভাবিলেন ভারতের রাজস্বের অবস্থা সচ্ছল। যত টাকা ব্যয় করি ভাবনা নাই। শেষে যে কিরূপ শোচনীয় কাণ্ড ঘটিল তাহা কাহারই অবিদিত নাই। ইহার চূড়ান্ত ভারতের রাজস্বের শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? উপরে যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল তদ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যিনি রাজস্বমন্ত্রী তিনিই রাজস্বের প্রকৃত অবস্থা অবগত নন। আর যাঁহারা দূরস্থ উপরিতন পদস্থ তাঁহারা যে জানিবেন তাহা দূরাপাস্ত। এখন আমরা কাহার কথায় প্রত্যয় করি, আমরা সার রিচার্ড টেম্পলের কথা শুনিব, অথবা এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শন করিয়া রাজস্বের অবস্থা শোচনীয় এই সিদ্ধান্ত করিব? আর এক কথা এই, সার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর। আর সার আস্‌লি ইডেন বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর। উভয়ের বাক্যের পরস্পর বিরোধ ঘটিতেছে। সার রিচার্ড কহিতেছেন ভারতের রাজস্বের সচ্ছল অবস্থা। ওদিকে তুলজাত দ্রব্যের মাশুল কমাইয়া দেওয়াতে রাজস্বের যে ক্ষতি হইয়াছে তন্নিবন্ধন ইডেন সাহেব রাজস্বের অসচ্ছল অবস্থায় এরূপ ক্ষতি স্বীকার অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বিষম অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এক জন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কহিতেছেন রাজস্বের সচ্ছল অবস্থা আর এক জন তাহার বিপরীতবাদ করিতেছেন। এখন আমরা কাহার কথায় বিশ্বাস করি। তুলজাত দ্রব্যের মাশুল কমাইয়া দেওয়াতে এক বঙ্গদেশে সাড়ে তের লক্ষ টাকা ও সমুদায় ভারতবর্ষে একত্রিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হইয়াছে। সার রিচার্ড টেম্পল এ ক্ষতি কি ক্ষতি বলিয়া গণনা করেন না? এই রাজস্বের সচ্ছল অবস্থা।

সার রিচার্ড টেম্পলের সর্ব্বশেষোক্ত বাক্যটী সবিশেষ আলোচনার যোগ্য। পাঠকগণ শুনিয়া থাকিবেন, ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছেন। প্রথমশ্রেণী বলেন মুখ্যতঃ ভারতবর্ষের উপকারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিতে হইবে। জন ব্রাইট প্রভৃতি উদারচেতা ব্যক্তিগণ এই মতাবলম্বী, ইহাঁদের অভিপ্রায় এই, যে কার্য্য ভারতবর্ষের স্বার্থের ব্যাঘাত হইয়া ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষা হয় এমন কার্য্য করা উচিত নয়; বরং ইংলণ্ডের স্বার্থের ব্যাঘাত হইয়া যদি এদেশের লোকের স্বার্থ রক্ষিত হয় তাহাতে হানি নাই। ইহাঁদের উপদেশানুসারে যদি কার্য্য হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য অচিরে আর এক ভাব ধারণ করে [illegible] সন্দেহ নাই। এদেশীয় লোকেরা যদি বড় বড় পদ প্রাপ্ত হন তাহা হইলে সিবিলিয়ান সাহেবদিগের এদেশে আসা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহাতে ইংলণ্ডের সামান্যপ্রকার হানি। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের সকল দিকে লাভ হয়। প্রথম শ্রেণীর মতে এইরূপ নীতি অবলম্বনীয়, যদিও তদবলম্বনে ইংলণ্ডের শক্তিকে খর্ব্ব করা হইবে। ভারতবর্ষীয়েরা যত শীঘ্র আত্মশাসনে সমর্থ হয়েন ইংলণ্ডের হস্ত হইতে নিজ দেশ গ্রহণে সক্ষম হন তাহা প্রার্থনীয়। এই শ্রেণীর লোকের মতে ভারতের সব স্বার্থ বলিদান করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের লাভ করা, ভারতবাসীর অর্থ ইংলণ্ডের জন্য ব্যয়িত হওয়া, বহুসংখ্যক ইংরাজ কর্ম্মচারীদের জন্য ভারতবর্ষকে ঋণগ্রস্ত করা এ সমুদায় অতীব গর্হিত আচরণ। দুঃখের বিষয় এ শ্রেণীর লোক নিতান্ত অল্প।

দ্বিতীয় শ্রেণী বলেন, মুখ্যতঃ ইংলণ্ডের হিতাহিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিতে হইবে। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই, ইংরাজেরা নিজ বাহুবলে ভারতবর্ষ উপার্জ্জন করিয়াছেন। ইংরাজেরা এ দেশে সুশাসন বিস্তার করিয়াছেন; [illegible] অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, দেশের বাণিজ্যের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া প্রজাদিগের ধনবৃদ্ধির উপায় করিয়াছেন, শিক্ষার উন্নতি করিয়া মানসিক উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন; সংক্ষেপে ভারতবর্ষ সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল যে শাসনসুখ ভোগ করে নাই সে সুখ সম্পাদন করিয়াছেন। [illegible] ভাগ অগ্রে, ভারতবর্ষীয়ের পশ্চাৎ। ইংরাজগণ অগ্রে খাইয়া পরিয়া এবং পকেট পুরিয়া মনোরথ পূর্ণ করিবেন পরে অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট যাহা থাকিবে এদেশীয়েরা তাহা চর্ব্বণ করিবেন। ইহাতে দয়া বা ন্যায়বিরুদ্ধ আচরণ কিছু নাই। এই [illegible] স্মরণ করিয়াই তাঁহারা বলিয়া থাকেন, এদেশীয়দিগকে উচ্চ পদগুলি দিলে ইংলণ্ডের ক্ষতি, অতএব দিব না; এদেশীয়দিগের শিক্ষার উন্নতি হইলে, স্বাধীনতা প্রবৃত্তি জন্মিবে; স্বাধীনতা প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইলে রাজ্যনাশের আশঙ্কা, অতএব উচ্চ শিক্ষা দিব না। ম্যাঞ্চেষ্টরের শুল্ক থাকিলে ভারতবর্ষীয় কলের কিঞ্চিৎ লাভ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টরের কিঞ্চিৎ ক্ষতি আছে। অতএব এ শুল্ক তুলিয়া দেও। ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য অদ্যাপি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের মতানুসারেই চলিতেছে।

ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে যেমন সুশাসনে [illegible] যে সকল [illegible] প্রজাদিগের অনুরাগভাজন হইতে পারিতেছেন না তাহার মূলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইডেনের সদৃশ [illegible] উচ্চশিক্ষা প্রচারের [illegible] লার্ড লিটন প্রভৃতির ম্যাঞ্চেষ্টরের [illegible] [illegible] শ্রেণীর [illegible] সার রিচার্ড টেম্পল [illegible] শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু [illegible] [illegible] প্রকার [illegible] নাই। সকল [illegible] তাঁহার ইহাতে প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] ভারতবর্ষ শাসন করিতে [illegible] উভয়ের [illegible] ভারতবর্ষ শাসন করিতে হইবে। [illegible] ছের কিছু [illegible]

অসচ্ছল অবস্থা, তিনি বলিলেন, বিলক্ষণ সচ্ছল অবস্থা, তাহাতেই শাসনকর্ত্তাদিগের ভ্রমজ্ঞান জন্মিল। তাঁহার প্রশংসার সীমা রহিল না। আবার তিনি বলিলেন না রাজস্বের হিসাবে ভুল হইয়াছে। শাসনকর্ত্তৃগণ তখন তাঁহার উপরে বিরক্ত হইলেন না এবং তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগও করিলেন না। বরং সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। কোন কোন স্থান হইতে তাঁহার এরূপ প্রশংসাবাদ উত্থিত হইল, সার জন ষ্ট্রাচি কি বাহাদুর পুরুষ তাঁহার রাজস্বের যে ভুল হইয়াছে তিনি তাহা গোপন না করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহা প্রকাশ করিয়া দিলেন, এমন সাহসী স্পষ্টবক্তা সরল প্রকৃতির লোক কে আছে? এখন বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিলেন সার জন ষ্ট্রাচি কেমন একাধিপত্য করিয়া গেলেন। এই কারণেই আমরা উপরে কহিলাম তাঁহার রাজত্বের শেষ হইয়া আসিয়াছে।

তাঁহাকে এই রাজত্বসুখ ও অতুল বিভবসুখ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া বোধ হয় তিনি আলীগড়ে বক্তৃতাকালে কহিয়াছেন তিনি দুঃখিতচিত্তে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার দুঃখিত হইবার যে অনেক কারণ আছে পাঠক তাহা সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু এই কথার প্রসঙ্গে কয়েকটী প্রশ্ন আমাদের হৃদয়ে উদিত হইতেছে। প্রথম, তিনি যেমন দুঃখিতচিত্তে ভারতত্যাগ করিতেছেন, ভারত তেমনি তাঁহার বিরহদুঃখ অনুভব করিতেছেন কি না? দ্বিতীয়, তিনি বোধ হয় ভারত হইতে এই শেষ বিদায় লইলেন। ভারতবাসীরা সানন্দচিত্তে তাঁহাকে অভিনন্দন দান করিয়া বিদায় করিবেন কি না? তৃতীয়, তিনিও ভারতে থাকিয়া ভারতবাসিদিগের হিতার্থে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহার গণনা করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইতে পারিবেন কি না?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দান তত কঠিন হইতেছে না। ভারত যে তাঁহার বিরহকাতর হইবে তাহার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না। তিনি কখন ভারতবাসীর সহিত সমসুখদুঃখতা প্রকাশ করেন নাই। যদি তলাবগাহী হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা যায় স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে তিনি ভারতবাসীর কল্যাণ উদ্দেশ করিয়া একটী কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করেন নাই। এ অবস্থায় ভারতবাসীরা যে তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইবেন কিরূপে তাহার অনুমান করা যাইতে পারে! তাঁহার অধিকার সময়ে ভারতে দুর্ভিক্ষের বিলক্ষণ প্রকোপ হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য দান করা কখন তাঁহার অভিমত ছিল না। ভারতবাসিদিগের দুঃখে তাঁহার সমসুখদুঃখতা নাই এটী তাহার একটী প্রধান প্রমাণ। "তুমি যদি আমার দুঃখে দুঃখিত হও তবেই আমি তোমার দুঃখে দুঃখিত হইব। তুমি যদি দুঃখিত না হইলে তোমার দুঃখে আমার দুঃখিত হইবার সম্ভাবনা অল্প"। সার জন ষ্ট্রাচি যখন ভারতবাসীর দুঃখে দুঃখিত হন নাই, তখন ভারতবাসীরা যে তাঁহার ভারতপরিত্যাগ দুঃখে দুঃখিত হইবেন তাহার সম্ভাবনা কি? তিনি কখন এদেশীয়দিগের শুভ উদ্দেশ করিয়া কোন কাজ করেন নাই। স্বদেশীয়দিগের কল্যাণ কামনা নিরন্তর তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। মাঞ্চেষ্টরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার তিনিই প্রধান উদ্যোগী। পাছে ইউরোপীয়দিগের গায়ে আঁচ লাগে এই ভয়ে তিনি ইনকমটাক্স না করিয়া দরিদ্রমারী লাইসেন্স টাক্স করিয়া দীন দুঃখির বক্ষঃস্থলে গুরুভার দুর্ব্বহ প্রস্তর চাপাইয়া দিলেন। এদেশীয় লোকেরা সমাচার পত্ররূপ দ্বার অবলম্বন করিয়া পাছে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত করে এই আশঙ্কায় এদেশীয় সমাচার পত্রের মুখ বন্ধ করিবার তিনিই একজন প্রধান উদ্যোগী হইলেন। এই কার্য্যে পক্ষপাতিতা দোষের যে কিরূপ ভয়ঙ্কর প্রসব হইয়াছে তাহা কাহার অবিদিত নাই। ইহাতে তিনিই যে কেবল অযশস্বী হইয়াছেন এরূপ নয় আমাদের সোনার গবর্ণমেণ্টকে ও আমাদের নির্ম্মল শাসনপ্রণালীকে চিরকলঙ্কপঙ্কে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য কার্য্যের গণনায় আর প্রয়োজন নাই, ইহাই যথেষ্ট হইল। তিনি যে ভারতবাসীর নিকটে অভিনন্দন পাইবার যোগ্য নন এতদ্দ্বারা সে সিদ্ধান্ত স্থির হইতেছে। অভিনন্দন শব্দের অর্থ এই, যাহাকে অভিনন্দন দেওয়া যায় তিনি অভিনন্দনদাতাদিগের যে যে উপকার করিয়াছেন অভিনন্দনপত্রমধ্যে তাহা পরিগণিত থাকে। সার জন ষ্ট্রাচির অভিনন্দনদাতৃগণ তাঁহার কৃত উপকার গণনা করিতে গিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিবেন। অভিনন্দন দাতারা যখন চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিলেন তাঁহার কৃত উপকার গণনা করিয়া যখন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না তখন তিনি যে অভিনন্দনদাতাদিগের উপকার করিয়াছেন বলিয়া হৃদয় পরিতোষ লাভ করিবেন তাহারই বা সম্ভাবনা কি?

আমরা ভারতবাসীর প্রতিনিধি। ভারতবাসীরা যখন তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার পথ পাইলেন না, তখন আমাদিগকেও সুতরাং হতাশ হইতে হইল। আমরা বড় দুঃখিত হইলাম যে তাঁহাকে অভিনন্দন দানরূপ আরতি করিয়া সমদহৃদয়ে বিদায় দিতে পারিলাম না। আমরা অভিনন্দন দিতে পারিলাম না বটে; কিন্তু আমাদিগকে মস্তক নত করিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে তিনি একজন ক্ষণজন্মা বাহাদুর পুরুষ। তাঁহাকে লইয়া এত গোলযোগ ঘটিল, সকলে মনে করিলেন তিনি অপদস্থ হইয়াছেন, গোলযোগনিবন্ধন তিনি স্বকর্ম্ম পরিত্যাগও করিলেন কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি এই অন্তিমক্ষণেও গবর্ণর জেনরলের অনুপস্থিতিতে সভাপতির কার্য্যসম্পাদন করিলেন। যাহা হউক, তিনি ধন্য পুরুষ! এত কাণ্ডের পর তাঁহার সভাপতি পদলাভ দ্বারা আমাদের আর একটী সিদ্ধান্ত হইতেছে, ভারতীয় গবর্ণমেণ্টে যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষের একান্ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে।

মফস্বলের ইংরাজ হাকিম ও ন্যায়পরতা।

ন্যায়পরতা আলোকাদির ন্যায় কোন বাস্তবিক পদার্থ অথবা কাল্পনিক? যাঁহারা ন্যায়পরতার ভক্ত, ন্যায় এই শব্দটী তাঁহাদের শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। অনেক নীতিজ্ঞের মতে ন্যায়পরতা দ্বারা নিবদ্ধ না হইলে আমাদের মনোবৃত্তিসকল বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। ধ্রুব যেমন নক্ষত্রচক্রের মেধীভূত, ন্যায়পরতা তেমনি আমাদের মনোবৃত্তি ধর্ম্মসকলের মেধিস্থানীয়। ইহাতে বদ্ধ হইয়াই মনোবৃত্তি ধর্ম্মসকল সুশৃঙ্খল রূপে কার্য্য করে। ন্যায়পরতা বন্ধন ছিন্ন হইলেই ঐ সকল ধর্ম্ম বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। অধিক কি, ন্যায়পরতা না থাকিলে মানবপ্রকৃতিসম্ভূত কোন কার্য্যই সুনিষ্টরূপে সম্পাদিত হয় না। এই সকল বিবেচনা করিলে ন্যায়পরতাকে [illegible] একটী মৌলিক পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু জগতের যেরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে ন্যায়পরতাকে কাল্পনিক পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হয় না। আলোকের অভাব যেমন অন্ধকার, অন্যায়ের অভাব তেমনি ন্যায়। অন্যায়কারিতা যেন মানুষের প্রকৃতিতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। যিনি একটু প্রবল, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন। এই ন্যায়পরতার স্বরূপ, সীমা, পরিমাণ লক্ষণেরও স্থিরতা নাই। ব্যক্তি বিশেষের মনের ভাব ও অবস্থা বিশেষে ঐগুলির ভিন্ন ভিন্ন ভাব হইয়া থাকে। যেখানে রাজা বিদেশীয়, সেখানে এই সকলের স্পষ্ট ও সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বিদেশীয় রাজা সকল বিষয়েই স্বদেশীয়দিগের প্রাধান্য প্রদান করিয়া ও বিদেশীয়দিগকে বহুবিষয়ে বঞ্চিত

কুপিত হইলেন, যে এক জন সামান্য কুলীকে ভদ্রলোকে যে কথা বলেন না সেই ভাষা এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের প্রতি প্রয়োগ করিলেন।

আমরা উপরে আক্ষেপ করিয়া অনেক কথা বলিয়াছি বটে কিন্তু মসলি সাহেব ন্যায়রক্ষক হইয়া নীলকরের প্রীত্যর্থ কিরূপে অতুল বাবুকে অন্যায় উপদেশ দিলেন। যে রাজা দুর্য্যোধনের নাম করিলে লোকের মনে ঘৃণার উদয় হয়, যিনি অন্যায় ও অত্যাচারী বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই দুর্য্যোধনও বিচার বিতরণকালে কখনও পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করেন নাই। একজন মহাকবি তাঁহার বিচার কার্য্যের নিম্নলিখিতরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

বসূনি বাঞ্ছন ন বশী ন মন্যুনা
স্বধর্ম্ম ইত্যেব নিবৃত্তকারণঃ।
গুরূপদিষ্টেন রিপৌ সুতেঽপি বা
নিহন্তি দণ্ডেন স ধর্ম্মবিপ্লবং॥

সেই রাজা দুর্য্যোধন ক্রোধ লোভাদির বশীভূত না হইয়া রাজধর্ম্ম অবশ্য প্রতিপালনীয় এই বিবেচনা করিয়া মনু প্রভৃতির উপদিষ্ট দণ্ডপদ্ধতি দ্বারা শত্রু ও পুত্র উভয়ের অন্যায় আচরণের তুল্যরূপে নিবারণ করিতেছেন।

কত কালের অসৎ প্রকৃতি দুর্য্যোধন যে ন্যায়ের সম্মাননা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন আজি কি না মসলি সাহেব অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া সেই ন্যায়ের অবমাননা করিলেন। এস্থলে বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবিমৃষ্যকারিতা দোষেরও উল্লেখ করা আবশ্যক। তাঁহার নিকট বার মধ্যে মসলি সাহেবের উপদেশের উল্লেখ করাটী ভাল হয় নাই। তিনি যখন বুঝিয়াছিলেন মসলি সাহেবের উপদেশে উপেক্ষা করিয়া যদি সেইরূপে কার্য্য করিতেন তাহা হইলে তিনি সুবিবেচক, সাহসী পুরুষ বলিয়া প্রশংসিত হইতেন সন্দেহ নাই। তারপর মসলি সাহেব যদি গোলযোগ বাধাইতেন তখন তিনি [illegible] অবলম্বন করিয়া [illegible] লাভ করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে [illegible] সহিত নীলকর সম্বন্ধেরও সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। নীলকরেরা পদাহত ভুজঙ্গমের ন্যায় [illegible] প্রজাকে দংশন করিবার চেষ্টায় নিরত [illegible]। যে অপরাধে কারাদণ্ড বিহিত নয় আজও নীলকরেরা ন্যায়ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সেই অপরাধে প্রজাকে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছে? আমরা অনুরোধ করি ইডেন সাহেব এ বিষয়টীও একবার বিবেচনা করেন।

লার্ড রিপনের ভারতবাস।

আমরা যখন শুনিলাম লর্ড রিপন কলিকাতার অভিমুখে আসিতেছেন, তাঁহার সম্মানার্থ রেলওয়ে ষ্টেসন সকল সুসজ্জিত করা হইতেছে, কিন্তু তিনি যখন এলাহাবাদে শকট হইতে অবতীর্ণ হন তাঁহার সর্ব্ব অবয়ব থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে, তাঁহার মুখ হইতে বাক্য স্ফুরিত হয় না, কাহার সহিত আলাপে সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না, তখনই আমাদের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা উপস্থিত হয়। তখনই আমাদের মনে হয় তিনি অতিশয় কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। আমরা যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম ঘটনাতে তাহাই ঘটিয়াছে। দুই সপ্তাহের অধিক কাল হইল তিনি পীড়া ভোগ করিতেছেন। আজিও সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন নাই। আমরা অন্তঃকরণের সহিত তাঁহার আরোগ্যলাভার্থ শিবস্বস্ত্যয়ন করিতেছি। তিনি আমাদিগের সাধু সদাশয়, ন্যায়পরায়ণ শাসন কর্ত্তা। তিনি পীড়া ভোগ করিতেছেন এই নিমিত্তই যে আমরা কেবল দুঃখিত হইতেছি এরূপ নয়, তিনি পরম ধার্ম্মিক। তাঁহার কষ্টে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই কষ্ট হইবার কথা। এখন জগদীশ্বরের নিকটে আমাদের প্রার্থনা এই তিনি শীঘ্র সুস্থদেহ ও সবল হইয়া উঠেন।

আমাদের আশঙ্কা জন্মিতেছে বুঝি ভারতের জল বায়ু তাঁহার সহ্য হইল না। সিমলা হইতে লাহোর, লাহোর হইতে বোম্বাই, বোম্বাই হইতে এলাহাবাদ এই ভ্রমণেই যখন তিনি পীড়িত হইলেন তখন যে অক্ষুণ্ণদেহে অস্থির মনে ভারতের গুরুতর শাসন ভার বহন করিতে সমর্থ হইবেন সে বিষয়ে আমাদের বড় শঙ্কা জন্মিতেছে। তবে তিনি যদি [illegible] নায়কের ন্যায় অপরের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্তমনে স্বাস্থ্য রক্ষা করেন তাহা হইলে এক প্রকার [illegible] করিতে পারেন। কিন্তু তিনি যেপ্রকার ধার্ম্মিক লোক তিনি যে সেরূপ [illegible] করিবেন তাহা বোধ হয় না। আজ কাল [illegible] কেমন [illegible] নয়। তিনি যে এমন সম্পত্তি লাভ করিয়া সুখিত হইবেন তাঁহার অদৃষ্টে বোধ হয় [illegible] লিখিত হয় নাই। লার্ড রিপনের পদার্পণেই [illegible] সম্পন্ন হইয়াছেন। অন্যান্য বিষয়েও ভারতের যে যে কষ্ট ছিল তাহার দমন হইয়াছে। কাবুলের সমরানলে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে। আর কোন স্থানে কোন প্রকার উপদ্রব নাই। ভারত [illegible] এমন কপাল কি যে তিনি মহানুভাব লার্ড রিপনের অধিকারে এই সকল অতুল সুখভোগ করিবেন। যাহা হউক আমরা উপসংহারে জগদীশ্বরের নিকট পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি শীঘ্র সুস্থ ও সবল দেহ হইয়া নিরুদ্বিগ্নচিত্তে দুঃসহ ভারতশাসনভার বহন করুন।

কুইনাইন ব্যবহার।

ম্যালেরিয়া বঙ্গদেশকে ছারখার করিয়া ফেলিল এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ম্যালেরিয়ার কারণ কি তাহা নির্ণীত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট তাহার নির্ণয় প্রয়াস পাইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অনুমান। কতক রোগের যেমন সকল লোকই চিকিৎসক, তেমনি সকল লোকেই প্রায় ম্যালেরিয়ার নিদান নির্ণায়ক। আজি কালি আমরা দেখিতেছি অধিকাংশ লোক কুইনাইনের ঘাড়েই সমুদায় দোষ নিক্ষেপ করিতেছেন। অধিকাংশ লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে কুইনাইন সেবন হইতেই এদেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা এ সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই আজি আমাদের এ প্রস্তাব অবতারণার কারণ হইয়াছে। সে অভিপ্রায়টী এই ;—

"হায়! কি অশুভক্ষণেই বঙ্গদেশে কুইনাইন ও হাতুড়ে ডাক্তারের ঔষধ প্রবেশ করিয়াছে যে, ক্রমে প্রায় সমুদায় গ্রাম ও উপনগর সংক্রামক জ্বরের আবাসভূমি হইয়া উঠিতেছে। পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে সকল গ্রাম ও উপনগর স্বাস্থ্য প্রধান ছিল, এক্ষণে সে সমস্ত স্থান নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে; দৃষ্টান্ত স্থলে অদ্য আমরা শান্তিপুরকে গ্রহণ করিতেছি। [illegible] বৎসর পূর্ব্বে যখন শান্তিপুরে [illegible] কিংবা পেটেণ্ট ও বেনার ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন এখানকার নরনারী ও বালক সর্ব্বদা [illegible] ও নিরোগী হইয়া জীবন [illegible] করিত, কিন্তু এক্ষণে হাতুড়ে [illegible] কুইনাইনের [illegible] প্রায় সমুদায় লোক [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। [illegible] ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিলে আমাদিগের ঐ কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইতে পারে। [illegible] চিকিৎসা ও [illegible] লোক [illegible] সম্পূর্ণরূপ নিরাময় হইয়া উঠিত, কিন্তু [illegible] কাল কুইনাইনের অপব্যবহারে ও [illegible] চিকিৎসায় তাহাদের শরীর সংক্রামক ব্যাধিমন্দির হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] একাদশ [illegible] দোষস্পর্শে না। কিন্তু যে ঘরে একবার কুইনাইন ও ডাক্তারী ঔষধ প্রবেশ করিয়াছে, [illegible] ডাক্তার বাবুদের যেন "বার্ষিকের [illegible]" হইয়া [illegible] হইয়াছে; সুতরাং সে ঘর হইতে বৎসরে [illegible]

ত হাঁহা অকৃত [illegible] পারে [illegible] যদি অস্তুরের শাস্ত্র [illegible] এবং ঔষধ [illegible] পরীক্ষা করিয়া রোগীর চিকিৎসা [illegible] কখনই তাঁহা [illegible] অনিষ্ট হইত না। বৈদ্য [illegible] এক্ষণ পুস্তকের ন্যায় চিকিৎসা [illegible] অনুশীলন করেন, তাহা হইলে [illegible] আধুনিক ডাক্তার বাবুদের মহিমা প্রকাশ [illegible] অনুকরণ শিক্ষা দোষে বৈদ্যেরা [illegible] নিকট ক্রমে অনাদর ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিতেছেন। [illegible] বৈদ্যেরা যদি [illegible] অর্জন না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের দেশ [illegible] সংক্রামক ব্যাধি আরোগ্য [illegible] না।

[illegible] এখানে জ্বর বিকার ও [illegible] এমনি দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে [illegible] প্রতিদিন শতশত ঘাটে দিবা রাত্রি শবদাহ [illegible] হইয়াছে। [illegible] গঙ্গাপুত্রের [illegible] অবকাশ নাই এবং ডাক্তার বাবুরা [illegible] (পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া) [illegible] উপার্জন করিতেছেন। [illegible] রোগীর নিকট আশাতিরিক্ত দর্শনী [illegible] এবং দ্বিগুণ মূল্য [illegible] ঔষধ বিক্রয় [illegible] হইতেছেন। দুঃখের বিষয় [illegible] বৈদ্য মহাশয়দের অন্নকষ্ট ঘুচিল না।

আমরা [illegible] এই সংস্কার বদ্ধমূল [illegible] সন্দেহ নাই। ইহার [illegible] আমরা কুইনাইনের [illegible] না। জ্বর সম্বন্ধে কুইনাইনের [illegible] নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় [illegible] ইহার অপব্যবহার করাতেই লোকের [illegible] আমাদের [illegible] আরও প্রেসক্রিপশন [illegible] বিচার [illegible] আমরা বাল্যকালে [illegible] অন্ততঃ আন্দাজ [illegible] প্রয়োগ করিতেন [illegible] প্রীহা ও যকৃতের [illegible] হইয়া [illegible] করিতে [illegible] আরোগ্য [illegible]

করিতে পারে। প্লীহা ও যকৃতের প্রকোপ কমিয়া যায়। ম্যালেরিয়াও ক্রমে দেশ ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করে। যাহা হউক উল্লিখিত সংস্কার দূর করিবার একটী উপায় করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এ উপায় কে করিবেন। যিনি উপায় করিলে উপায়টী ফলোপধায়ী হয় তাঁহারই করা কর্ত্তব্য।

নূতন পুস্তক সমালোচনা।

[illegible] শ্রীমতী নবীনকালী দেবী প্রণীত। [illegible] প্রেসে মুদ্রিত। এখানি একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক। [illegible] কবিতাগুলি অতি সরস হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তিরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা ইঁহার আরও অনেক [illegible] করিয়াছি। তাহাতে ইঁহাকে প্রকৃত [illegible] বোধ হয়। অধিকতর প্রশংসার বিষয় [illegible] পড়ে অধ্যয়ন করিয়া এতাদৃশ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এখনকার বালিকাদিগের ন্যায় ইঁহার কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা নাই।

[illegible] রণসজ্জা অভিনব কাব্য। এখানিও নবীনকালী দেবীপ্রণীত। রাবণের মৃত্যু উপলক্ষে মন্দোদরীর রণসজ্জা। স্ত্রীলোকের হৃদয় স্বভাবতই কোমল। কিন্তু পুস্তকসন্নিবেশিত কবিতাগুলি যেরূপ বীররস প্রধান তাহা পাঠ করিলে তাঁহাকে একটী বীরনারী বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালী পুরুষদিগেরও সকলের যদি মনে এই প্রকার বীরভাব থাকিত তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতি অনেকাংশে উন্নতি করিতে পারিত। কবিতা গুলি বেশ সরস হইয়াছে। অন্তঃপুরচারিণীগণের লেখনী হইতে এরূপ কবিতা বাহির হওয়া বাঙ্গালী জাতির অল্প [illegible] বিষয় নহে। তবে স্থানে স্থানে মেঘনাদের [illegible] কিছু কিছু ভাব আসিয়াছে।

The Industrial Arts of India. এখানি শ্রীযুক্ত [illegible] বার্ড উড কর্তৃক ইংরাজীতে প্রণীত। [illegible] কারুকারী গ্রন্থ। ভারতের যে স্থানে যে প্রকার শিল্প ও কারুকার্য্য আছে [illegible] সংগৃহীত হওয়া [illegible] ইংরাজীতে লিখিত [illegible] অতি [illegible] হইয়াছে।

শ্রী[illegible]। [illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিকিশোর রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনকিশোর রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও বিনা মূল্যে বিতরিত। কুমিল্লা বরদেশ্বরী যন্ত্রে মুদ্রিত। অধুনা হিন্দু যুবকগণ হিন্দু ধর্ম্মে যেরূপ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন তদ্দর্শনে অনেক সময়ে ধর্ম্মবিপ্লবের আশঙ্কা ঘটিয়া থাকে। এই আসন্নকালে ধর্ম্ম গ্রন্থের বহুল প্রচার দর্শনে আমাদিগের মনে আশার সঞ্চার হইতেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আজ কাল ধর্ম্মের নামে অনেক অধার্ম্মিকও আপনাদিগের অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত এই প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে এবং অনেক লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মসাৎ করিয়া সমাজকে প্রতারণা করিতেছে। ইহাতে সকলেরই মনে ভীতি সঞ্চার হইয়াছে। এখন আর প্রায় কেহ সাহস করিয়া এই জন্য মূল্য দিয়া ধর্ম্ম পুস্তক ক্রয় করিতে সাহসী হন না। অনেকে আবার এই বৃহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়াও অর্থের অনটন নিবন্ধন সমাধা করিতে পারেন না। তজ্জন্য প্রায় কেহ আর বাঙ্গালীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার উপর বিশ্বাস করেন না; কোন কোন ধনী হয় ত নাম বাহির করিবার জন্য কিয়দংশ প্রচার করিয়া তাহা হইতে বিরত হন, এই জন্য এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

কল্পনা। সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ৮৬ নং পটুয়াটোলা লেন বিদ্যুদ্যন্ত্রে মুদ্রিত। আমরা ইহার প্রথম খণ্ডের প্রথম ও ২ য় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম সংখ্যা অপেক্ষা ২ য় সংখ্যা অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে। কল্পনা যদি এইরূপে ক্রমোন্নতি লাভ করে ইহা ভবিষ্যতে শিক্ষিত সমাজে আসন পাইতে পারিবে।

ধারাপাত। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ সিংহ প্রণীত। কামাপুকুর ২০ সংখ্যক ভবনে সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত। এই ইহার তৃতীয় সংস্করণ। সুতরাং ইহা যে বালকদিগের পাঠোপযোগী হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

ফুলবালা। গীতি কাব্য। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। প্রথম খণ্ড। বহুবাজার ২৬০ নং ভবনে ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি আমাদিগের দেশীয় ফুল সম্বন্ধে বিরচিত হইয়াছে। কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই। ফুল উপলক্ষে অনেক অনেকে কবিতা লিখিয়া কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, দেবেন্দ্র বাবুও যে তাহাতে বিফল যত্ন হইয়াছেন তাহা আমরা বলি না। তবে তাঁহার রচিত গ্রন্থে কিছু নূতন দেখিলাম না।

Notes on the draft Rent Bill এখানি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক জন সভ্য কর্তৃক বিরচিত। ৩০১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যে নূতন কর সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন এখা

তাহার মর্ম্ম। আইন যে অভিপ্রায়ে ও যেরূপে প্রস্তুত হইয়াছে তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত ইহাতে লিখিত হইয়াছে। এই আইনের পাণ্ডুলেখ্য লইয়াই বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

কুসুমারিন্দম। অর্থাৎ স্বকপোলকল্পিত উপন্যাস। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ পাল প্রণীত। ঝামাপুকুর লেন ২০ নং সরস্বতীযন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি আজ কালকার ধরণের উপন্যাস। গ্রন্থকার ইহার পত্রে পত্রে যে সকল ইংরাজী সংস্কৃত হিন্দি, বাঙ্গালা কবিতা তুলিয়াছেন তৎপাঠে তাঁহার অনুসন্ধিৎসাগুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবিধ সংবাদ।

এবার জয়পুরে ভয়ানক বসন্ত হইতেছে। বিস্তর লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। গত বৎসর এই রোগে পঞ্জাব প্রদেশের ৯০ হাজার লোক কালকবলিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই, এই ভয়ানক অনিষ্ট দর্শন করিয়াও ঐ সকল প্রদেশের অধিবাসিগণ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণান্তে পুত্রকন্যাদিগের টীকা দেয় না।

শুনা যাইতেছে রেবিনিউ বোর্ডের অন্যতর মেম্বর বকলাণ্ড সাহেব আগামী মার্চ্চ মাস হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। ম্যাঙ্গলস সাহেবের ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা।

লর্ড বিকন্সফিল্ড তাঁহার একখানি নূতন উপন্যাস গ্রন্থের স্বত্ব বিক্রয় করিয়া দুই লক্ষ টাকা পাইয়াছেন।

বেহারের অন্তর্গত সারা নামক স্থানে একটী ডাক মারা গিয়াছে। এই ডাকে বিস্তর জহরৎ ছিল।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে সর্ব্বশুদ্ধ ২০৯ জন সিবিল সর্ব্বাণ্ট কার্য্য করিতেছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে ২৪ জন ছুটী লইয়াছেন এবং আর ১৭ জন ছুটী পাইবার উপযুক্ত।

ক্যালিফর্ণিয়ার একটী স্ত্রীলোক ভাবিয়াছে যে তাহার স্বামীর সহিত অসৎ ব্যবহার করিবে না তাহার প্রতিভূ স্বরূপ ১৫০০ ডলার জমা রাখিয়া এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছে।

আগামী ৩ রা জানুয়ারিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, ও বি, এল পরীক্ষা হইবে। বি, এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আড়াই শত ও বি, এল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অশীতি।

ছোট উদয়পুরের রাজার মধ্যম পুত্রকে স্ত্রীবধের অপরাধে বলিয়া সন্দেহ করিয়া পুলিষ যে ধৃত করিয়াছিলেন বিচারে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

১৮৮০ অব্দের ৩ য় কোয়ার্টারে বেঙ্গল লাইব্রেরীতে ৪৪৮ খানি সমাচার পত্র প্রভৃতি জমিয়াছে।

ডাক্তার টিক্‌সন বলিয়াছেন গন্ধকের ধূমে বিসূচিকা প্রভৃতি মারীভয় বিদূরিত হইয়া যায়।

গত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা হইতে ২০৪১ জন কুলী বিদেশে নীত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ৪৯৭ জন ডিমেরারায় ৫১৩ জন ত্রিনিদাদে ৪৯০ জন সরিনামে ও ৫১৩ জন ফরাসীদিগের পশ্চিম ভারতবর্ষীয় উপনিবেশে গিয়াছে।

এক প্রকার পতঙ্গ বিহারের শস্য সকল খাইয়া ফেলিতেছে।

ইউরোপে বিশেষতঃ স্পেনে ওসবের বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ইহা সাধারণের গোচরার্থ রেবিনিউ বোর্ডকে এই আদেশ দিয়াছেন তিনি যেন এই কথা কালেক্টার প্রভৃতিকে অবগত করেন।

কুপারহিল কালেজের অধ্যক্ষ কর্ণাল চেসনি তাঁহার শিষ্যগণের বড় ভক্তিভাজন ছিলেন। যে দিবস যখন তিনি টেলার সাহেবের উপর নিজ কার্য্য ভার অর্পণ করিয়া বিলাত গমনাভিপ্রায়ে ষ্টেষণে যান সেই সময়ে ছাত্রেরা তাঁহার গাড়ি হইতে অশ্ব খুলিয়া আপনারা ষ্টেষণ পর্য্যন্ত গাড়ি ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছিল।

১৮৮০ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৫ টাকা মূল্যের ৪১৮৯৩০ কেতা ১০ টাকা মূল্যের ১৩৮৩৫০৪ কেতা, ২০ টাকা মূল্যের ৪৭৮৪৬৯ কেতা ৫০ টাকা মূল্যের ২৭১২৩৩ কেতা ও ৫০০ টাকা মূল্যের ২৮০৬৯ কেতা গবর্ণমেণ্ট নোট প্রচলিত হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে প্রতিনিধি কণ্ট্রোলার জেনেরল ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রা[illegible] সেক্রেটারি আর, বি, চ্যাপম্যানের পদ প্রাপ্ত হইবেন।

ভারতেশ্বরী আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহার পৌত্রের বিবাহ উপলক্ষে বার্লিন গমন করিবেন।

১৮ ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহেন শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ৫৬৬৫৫৯২ টাকা [illegible]

টেলিফোনের সৃষ্টি হওয়াতে টেলিগ্রাফের প্রতি লোকের কিছু অনাদর হইয়াছিল। সম্প্রতি টেলিগ্রাফে আবার যে এক নূতন কাণ্ড করা হইয়াছে তাহাতে আর অনাদরের নহে। এক্ষণে কোরী হইতে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত যে বেগতারে আছে তাহাতে টেলিগ্রাফে এক মিনিটে ৬০০ হইতে হাজার শব্দ যাইতেছে।

সম্প্রতি আসামে একটী অসবর্ণ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। ইনি কাছাড়ের একটী চা-বাগানে ডাক্তারি করেন। কন্যার নাম শ্রীমতী ভগবতী, জাতি কাছাড়ে দোবা ইহাঁর মাতা পিতা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। যাহা কাছাড়ে ধাত্রীর কার্য্য করেন। ভগবতী কিছু ইংরাজী ও বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়াছেন।

টিউডরদিগের সময়ে যাঁহারা প্রসিদ্ধ বিষয়ী ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন গ্লাডষ্টোন সাহেব তাঁহাদিগের বিষয়ে একখানি ইতিহাস লিখিতেছেন।

বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার দ্বারা বার্লিনে কলের গাড়ি চলিতেছে। ইহাতে কয়লা জল প্রভৃতি কিছুরই আবশ্যক হয় না। সুতরাং অতি অল্প ব্যয়ে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

ভারতে ইংরাজ অধিকারে ৯০৪০১৩৫ বর্গ মাইলে ১৯১০৫১০৪৯ জন লোকের বাস, প্রতি বর্গ মাইলে ২১২ জন লোক বাস করিতেছে। দেশীয় রাজগণে ও ফরাসী প্রভৃতি অন্য জাতির অধিকৃত স্থান লইয়া সমগ্র ভারতে ২৫[illegible]১৭১২১ জন লোক বাস করিতেছে। ইংরাজাধিকৃত স্থান সমূহের অধিবাসীদিগের মধ্যে ৯৭০৬৬৮৬৬ জন পুরুষ ৯২৫৮২৪৭২ স্ত্রী ও অবশিষ্ট ৭০১৪৮ কোন শ্রেণী ভুক্ত তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। ইহাদিগের মধ্যে ১৩৯৩৫১৭২১ হিন্দু ১১৭৪৮৭৬ শিক ৪০৮৭০৫৪০ মুসলমান ২৪[illegible] বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ৮৯৮১৭৪ খ্রীষ্টান ও [illegible] কোন সম্প্রদায় ভুক্ত তাহার নিশ্চয় নাই। ইহাদিগের মধ্যে ২৪০২৯৯৯ [illegible] চাষী ৪১৩৮৪৭০ [illegible] ১০০৫৬৭৪ কোন [illegible]

বেহার হেরাল্ডে দেখা গেল পাটনার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এক অপূর্ব্ব আদেশ প্রচার করিয়াছেন তিনি তত্রত্য পুলিশ সমূহের দারগা ও কনষ্টেবলদিগকে বলিয়াছেন অতঃপর তাহাদিগকে থানার ডাইরি বহিতে পরস্পরের এলাকাস্থ জমীদারের সহিত প্রজার কিরূপ সম্বন্ধ এবং সেই সকল জমীদারের প্রতি প্রজার যে কারণে বিশেষ অসন্তোষ আছে অনুসন্ধান করিয়া তাহা লিখিয়া রাখিতে হইবে। ইহাদের [illegible] এই সকল [illegible] নিযুক্ত হইয়া যত নষ্ট [illegible]

ইংলণ্ডের [illegible] অনেক [illegible] পাত্রী হইয়াছেন। [illegible]

হইবে তাহার [illegible] । ইহাদিগের একজন [illegible] বিলাতে এখনা একটী [illegible]

[illegible] ন মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এই [illegible] করিয়াছেন যে পুত্রশোকাতুরা কোন [illegible] অপর কোন শোকে কাতর কোন স্ত্রী [illegible] রাস্তার ধারে বসিয়া [illegible] কেহ কোন পদোপলক্ষে অশ্লীল [illegible] পারিবে না এবং গোয়ালারাও গরু [illegible] তাড়াইবার নিমিত্ত লাঠির অগ্রে লোহার কড়া লাগাইয়া শব্দ করিয়া শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবে না।

সম্প্রতি একজন ভদ্র লোক মফঃস্বলের এক জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কাছারি দেখিতে যান, এবং গৃহের এক পার্শ্ব স্থিত একটা কাগজের বাক্সের উপর ঠেস দিয়া বিচারকার্য্য দেখিতে থাকেন, মাজিষ্ট্রেট ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আদালতের অবজ্ঞা করা অপরাধে অপরাধী করিয়া ধৃত করেন এবং চারি ঘণ্টাকাল রাখিয়া শেষে দশ টাকা জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দেন। কম্পিটিসনওয়ালারা কি সদা সর্ব্বদা এমনি অভিমানমত্ত।

১৮৮০ অব্দের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ১৭৮৯৯৫৮ মণ ১৫ সের ৭ ছটাক লবণ বঙ্গদেশে খরচ হইয়াছে। এই লবণের শুল্কে গবর্ণমেণ্টের ৭৭২০৪৬৬ ৩ টাকা আয় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব তিন মাসেও বঙ্গদেশে [illegible] মণ ৩৬ সের ছটাক লবণ [illegible] হইয়াছিল। এ লবণের শুল্কেও গবর্ণমেণ্টের [illegible] টাকা আয় হইয়াছিল। এক্ষণকার জুলাই হইতে [illegible] পর্য্যন্ত এই [illegible]

[illegible]

হইয়াছে।

গত [illegible] সার জর্জ্জ ষ্ট্রাচি [illegible] বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

[illegible] সকলের তত্ত্বাবধানার্থ [illegible] একজন লোক নিযুক্ত করিতে [illegible] ।

হাইকোর্টের চীফজষ্টিস সার রিচার্ড গার্থ [illegible] গামী হবেন জন্য [illegible] সাহেবকে সেরিফের [illegible] মনোনীত করিয়াছেন। এ মনোনয়নটী রিচার্ড [illegible] র্থের উপযুক্ত হয় নাই।

মান্দ্রাজে গোবীজে টীকা দেওয়া প্রচলিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই বীজ রক্ষার জন্য মাসিক এক [illegible] টাকা ব্যয়ের অনুমতি দিয়াছেন। মনুষ্যের পানবসন্তের রস লইয়া লোককে টীকা দিবার চেষ্টা হইতেছে।

মান্দ্রাজের কতকগুলি ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক জেনেরল হাঁসপাতালের [illegible] নিকট ব্রাহ্মণ রোগীদিগের পথ্য প্রস্তুত করাইবার জন্য ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা করেন। শুনা গেল সাহেব [illegible] করিয়াছেন। মুদের ছেলে যে [illegible] পাচক ব্রাহ্মণের পৈতা ছিঁড়িয়া দিয়া [illegible] অধ্যক্ষ বোধ হয় তাহারই সহোদর।

[illegible] ও আয়ার্লণ্ড রেলওয়ে কোম্পানি [illegible] লক্ষ লোককে রেলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ভারতের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন সাহেব পদত্যাগ করিতেছেন বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছে তাহা অমূলক।

বোম্বাইয়ের মিস পুটলিভাই ডসাজিভাই ওয়াদিয়া নামক জনৈক পার্শী জাতীয় ষোড়শী যুবতী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাট্রিকিউলেসন পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্যের প্রশ্ন সকলের [illegible] সদুত্তর দিয়াছেন এরূপ পুরুষ পরীক্ষার্থীরা দিতে পারেন নাই।

এক ব্যক্তি হাবড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট আর এক ব্যক্তির নামে জুতা চুরির নালিশ করিয়াছিল। বিচারের দিবস [illegible] নিজের দোষ স্বীকার করাতে যে মুচি জুতা প্রস্তুত করিয়াছিল তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। [illegible] মুচি তাহাকে [illegible] স্পর্শ করাইয়া [illegible] করাইয়াছেন।

বাবু [illegible] হিন্দু [illegible] সম্বন্ধে [illegible] সম্প্রতি একটী সুন্দর [illegible] করিয়া[illegible]

[illegible] নিম্নলিখিত সংবাদটী [illegible] উদ্ধৃত হইয়াছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির [illegible] কোন স্থানে [illegible] বৎসরের একটী বালিকা পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। পার্শ্বে একটী বৃক্ষের উপর হইতে শব্দ হইল। "তোমার সঙ্গে আমি যাইতে পারি?" গাছ হইতে এইরূপ কথা শুনিয়া, এবং বৃক্ষোপরি কাহাকেও না দেখিয়া বালিকাটী ভয়ে জড়সড় হইয়া বাটী পলায়ন করিল, এবং পিতাকে বৃত্তান্ত কহিল। পিতা বলিল, চল দেখি কোথায় কে কি বলিল দেখিয়া আসি; এবং যদি ঐ কথা পুনরায় শুনিতে পাস, বলিস "আইস" এই কথা বলিয়া দিয়া আপনি বালিকার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সেইখান দিয়া যাইতেছে, পুনরায় সেই বৃক্ষ হইতে শব্দ হইল, "তোমার সঙ্গে যাইতে পারি।" বালিকা এবার পিতার উপদেশ অনুসারে বলিল, "আসিতে পার।" বালিকা সেই আসিতে পার এই কথা বলিয়াছে, অমনি বৃক্ষ হইতে একটা অজাগর সর্প নামিয়া তাহার শরীর বেষ্টন পূর্ব্বক মস্তকোপরি ফণা বিস্তার করিয়া রহিল। আর তাহাকে ছাড়িল না। সেই অবধি ঐ বালিকার ক্ষুধা তৃষ্ণা রহিত হইয়াছে। সে আর কিছু খায় না। দেশের ডাক্তারেরা এই ব্যাপার দেখিতে আসিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ ঐ সর্পকে গুলি করাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ঐ সর্পের শরীরে স্পর্শ করে নাই। বালিকাটী নাকি ঐ সর্পকে মারিতে নিষেধ করিয়াছে, এবং বলিয়াছে, এক পক্ষ কাল তাহাকে যেন পরীক্ষা করিতে দেওয়া হয়। গত ১৮ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত সে মিয়াদ গিয়াছে, পরে কি হইয়াছে বলা যায় না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মিডল টেম্পলের বারিষ্টার ডাক্তার কাঞ্জনাগকে এতদিনের পর সিংহাসনচ্যুত গুইকুমারের মলহর রাওর উপদেষ্টা হইতে আদেশ দিয়াছেন।

বাবু [illegible] পালিত নামক যে ব্যক্তি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতাগুলি সংগ্রহ করিয়া এক খানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন তিনি এক্ষণে বাবু [illegible] পালের বক্তৃতাগুলিও সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন।

সার জন লুবক নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছেন [illegible] মনুষ্যাদির ন্যায় সাধারণতন্ত্র প্রণালী [illegible] উহারা কোন প্রকারে বাধা বা [illegible] করিতে পারে তাহা হইলে তার [illegible] হইতে চাহে না।

[illegible] ভয়ানক যুদ্ধ হয় তাহাতে [illegible] ২৮৬৭৭১ লোক হত ও ১ লক্ষ লোক আহত হইয়া অকর্ম্ম হইয়া রহিয়াছে। [illegible] এই যুদ্ধে [illegible] লক্ষ নির্দ্দোষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। [illegible] শত কোটী টাকা যুদ্ধে [illegible] হইয়া গিয়াছে। দেশের লোকদিগের [illegible] কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। প্রুশিয়দিগেরও [illegible] জন লোক হত ও [illegible] জন লোক আহত হইয়াছে।

পাত্রীপরীক্ষা নামে একখানি পুস্তক আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

বঙ্গোপসাগরে এক প্রকার নূতন জন্তু দেখা গিয়াছে। ইহারা দেখিতে ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ। সমস্ত দেহ জলোপরি ভাসমান হয় না। নৌকার মাঝিরা যখন বড় বড় নৌকা লইয়া হাল ধরিয়া যায় সেই সময়ে এই জন্তু হালে এরূপ বেগে আঘাত করে যে তৎক্ষণাৎ মাঝি জলে পড়িয়া যায় এবং সে অক্লেশে তাহাকে লইয়া পলায়ন করে।

[illegible] ১৮ ই ডিসেম্বর। চীন গবর্ণমেণ্ট সীমা সংক্রান্ত [illegible] নিষ্পত্তির জন্য রুষের সহিত [illegible] প্রকার সান্ধ [illegible] সম্মত হন নাই। [illegible] মার্কিস মারা [illegible] দ্বারা [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন।

[illegible] পাওয়া [illegible] সেনাদিগের প্রধান সেনা [illegible]

[illegible] মহারাণীর জমিদারীর মধ্যে যাহাতে [illegible] আয়লণ্ডের লর্ড লেপ্টেনাণ্ট [illegible] করিয়া দিয়াছেন এবং এই জন্য তথায় [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ও মস্হর পাশা লণ্ডনে উপনীত হইয়া

[illegible] মিনিষ্টারের [illegible] মৃত্যু হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৯ এ ডিসেম্বর। সুলতান আলবানীয় [illegible] অর্থাৎ যাহারা পরস্পরের বিপত্তিতে পরস্পরে সাহায্য [illegible] প্রতিশ্রুত হয়) দলপতিদিগের কোর্ট মার্শালের [illegible] দিয়াছেন।

[illegible] আফিস টেলিফোন কোম্পানির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ [illegible] তাহা সিদ্ধ হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ ডিসেম্বর। সার জর্জ কলে ১৯ এ ডিসেম্বর [illegible] হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন পাঁচ হাজার বোয়ার্স [illegible] প্রকাশ না করিয়া হাইডেলবর্গ অধিকার করিয়া তথায় সাধা- [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছে। এম কক্‌সার ইংরাজদিগের [illegible] হইয়াছেন। [illegible] তাহারা [illegible] নাই। সার জর্জ কলে আবশ্যকমত সৈন্য [illegible] তথায় যাইতেছেন।

লণ্ডন ২১ এ ডিসেম্বর। দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ন সৈন্য [illegible] এবং লণ্ডনের ৩০০ কনষ্টেবল আয়লণ্ডে যাই

[illegible] আফিস টেলিফোন প্রস্তুত করিতেছেন।

সংবাদ আসিয়াছে ৯ ই ডিসেম্বর রুশ সৈন্যগণ টেকীদিগকে [illegible] ভঙ্গ করিয়াছে। নূতন তুর্কোমানেরা [illegible] সাহায্যার্থ তোপ প্রভৃতি লইয়া অগ্রসর হইতেছে।

[illegible] ২২ এ ডিসেম্বর। লিড্‌স নামক স্থানে রেলওয়ে [illegible] জন আরোহী হত ও আহত হইয়াছে।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] নামক স্থানে বিদ্রোহ হই- [illegible]

[illegible] এ ডিসেম্বর। [illegible]

[illegible] হওয়াতে [illegible] তথাকার লোকের বহু দূর হই [illegible]

[illegible] ডিসেম্বর। বোয়ারেরা পচেফষ্ট্রুম নামক স্থান [illegible] করিয়াছিল কিন্তু ঔপনিবেশিক সৈন্যেরা তাহাদিগকে [illegible]। বোয়ারেরা এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছে যে [illegible] করিবে না এবং কাহার অধীনও থাকিবে না, [illegible] স্বাধীন রাজ্যে বাস করিবে।

[illegible] এই [illegible] সার রিচার্ড টেম্পল একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন [illegible] তাঁহার পরিত্যাগের অনু- কূল মত প্রকাশ করিয়া [illegible] যখন বৈদে শিক মন্ত্রী ছিলেন ও [illegible] হয় নাই সেই সময়ে কন্দ [illegible] প্রবেশ [illegible] কল্পনা করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার আর সে [illegible] নাই। [illegible] রুশ যে সুযোগ [illegible] আক্রমণ করিবে সর্ব্বক্ষণ [illegible] চিন্তা করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০

১৫ ই ডিসেম্বর। দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ কিড সাহেব ফরিদপুরে ও ফরিদপুরের ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ কেলি সাহেব দিনাজপুরে বদলী হইলেন বলিয়া ১৪ ই তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইল।

১৬ ই ডিসেম্বর। মৌলবী ওয়াজিদ হোসেন বকসারের সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

প্রতিনিধি পুলিষ ইনিস্পেক্টার জেনেরল লায়েল সাহেব ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হই- লেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালে- ক্টার বিডন সাহেব বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট ও কালে- ক্টার হইলেন।

এচ পি কুক সাহেব প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের পদ প্রাপ্ত হইয়া বালেশ্বরে রহিলেন।

পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের ডেপুটী মাজি- ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, এম বেলি জলপাই- গুড়ির অন্তর্গত বক্সার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সার্প ও সি, আর ম্যারিণ্ডিন প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে- ক্টার বার্ক গয়ার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বিহারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে- ক্টার বাবু নবীনচন্দ্র সেন ভূমি সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে ক্টার মৌলবী জাকের হোসেন সারণে বদলী হইলেন।

দ্বারভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে- ক্টার বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ গয়ার অন্তর্গত আরেঙ্গা- বাদের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ভূমি রেজিষ্টারি করিবার জন্য বাবু নদের চাঁদ দত্ত বালেশ্বরের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালে- ক্টার হইলেন।

অঙ্গুলের প্রতিনিধি তহশিলদার বাবু হারাধন ঘোষ কটক খন্দ মহলের তহশিলদার হইলেন এবং ডেপুটী কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

জে, এস ডেভিডসন কটক সদর ষ্টেষণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বাবু শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায় যশোহর সদর ষ্টেষণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

মেদনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে- ক্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৮০ অব্দের ৭ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের ডেপুটী মাজি- ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু আশুতোষ গুপ্ত ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন এবং পাবনা হইতে সারা পর্য্যন্ত রাস্তা করিবার জন্য ভূমি সংগ্রহার্থ কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু গিরীশচন্দ্র সরকার সিরাজগঞ্জে বদলী হইলেন।

দীনাজপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু সীতা- নাথ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর ও বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় রাজসাহীর অন্ত- র্গত নাটোরের ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

অরঙ্গাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে ক্টার বাবু লছমি নারায়ণ পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের অধীন হইলেন। ইনি মজঃফরপুর রেলওয়ের জন্য ভূমি সংগ্রহার্থ কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

গয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী কালেক্টার বাবু আশু- তোষ সরকারের কার্য্য পূর্ত্তকার্য্যের অধীন হইল। ইনিও দ্বারভাঙ্গা ও পীপড়াঘাট রেলওয়ের নিমিত্ত ভূমি সংগ্রহার্থ কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে- ক্টার বাবু গৌরদাস বসাক (ইনি ছুটী লইয়াছেন) মালদহে বদলী হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

মেদনীপুরের অন্তর্গত তমোলুকের মুন্সেফ বাবু রাজকুমার সান্যাল বাখরগঞ্জের ২ য় সুবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

তমোলুকের মুন্সেফ বাবু রাধাকৃষ্ণ সেন বি, এল কিছু দিনের জন্য হুগলীর সহকারী সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত আলীপুরের মুন্সেফ বাবু জগৎদুর্ল্লভ মজুমদার ফরিদপুরের সুবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ হইলেন।

দারভাঙ্গার অন্তর্গত মধুবাণীর প্রতিনিধি এসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারানুসারে সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কটক খন্দমহলের তহশিলদার বাবু কৃষ্ণধন ঘোষ ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু কালীপসন্ন মুখোপাধ্যায় বি, এল বৰ্দ্ধমানের মুন্সেফ হইলেন।

ভ্রমণকারীর পত্র

কানপুর।

কানপুর ৩টী কার্য্যে প্রসিদ্ধ। প্রথম, ১৮৫৭ অব্দে বিদ্রোহীরা যে নিষ্ঠুর হত্যাক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে এখানে তাহার প্রমাণস্বরূপ দুটী স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখা হইয়াছে। বিদ্রোহীরা ইউরোপীয় স্ত্রী বালক বৃদ্ধদিগকে বধ করিয়া যে কূপে নিক্ষেপ করে ইংরাজেরা তাহা বাঁধাইয়া তাহার উপরে একটী পরী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। তথায় একটী বৃহৎ উদ্যান নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। যেখানে জেনারল হুইলার দীর্ঘকাল বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হন, তথায় তাঁহার স্মরণার্থ একটী বৃহৎ গির্জ্জাঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। গির্জ্জাটী পরমরমণীয় হইয়াছে। তাহার কারুকার্য্য দেখিলে শীঘ্র চক্ষু ফিরান ভার হয়। সেই স্থান দুটী দর্শন করিলে ও তৎকালের বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে এখনও বিদ্রোহী দিগের উপরে যুগপৎ ঘৃণা ও ক্রোধের উদয় হয়।

দ্বিতীয়, কানপুর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে একটী প্রধান বাণিজ্যের স্থান। এখানে যব গম [illegible] প্রভৃতি নানা প্রকার শস্যের আমদানি [illegible] হয়; এখানে গবর্ণমেণ্টের একটী বৃহৎ চামড়ার কারখানা [illegible] তথায় প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার মুটি কাজ করিয়া থা[illegible] গবর্ণমেণ্টের যত চামড়ার প্রয়োজন এখান হই[illegible] সরবরাহ [illegible]।

[illegible] যে গঙ্গা হইতে যে খাল খনন করা হইয়াছে তাহা কানপুরের মধ্য দি[illegible] প্রবাহিত হইতেছে। এখানে ইহাকে নহর বলে। এই নহরের জল পতিত হইয়া এক স্থানে ময়দা পেষা জাঁতা চালিত হয়, তাহাতে আটা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে এখানে পানচাকী বলে। তদ্ভিন্ন এখানে আটা ময়দা সুজী প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার একটী কল আছে। ঐ কল ভিন্ন কাপড় প্রস্তুত হইবার ৩টী কলের কথা শুনিলাম। আমি একটী কল দেখিতেও গিয়াছিলাম। অনেক অনভিজ্ঞ লোকে বলিয়া থাকে কলে তুলা দিলে আপনি কাপড় হইয়া বাহির হইয়া আইসে। এরূপ ভ্রান্ত বাক্য বোধ হয় দ্বিতীয় নাই। তাঁতিদিগের বস্ত্র বয়নার্থ যে যে উপকরণ ও প্রক্রিয়ার আবশ্যক হয় কলেও অবিকল সেইগুলির প্রয়োজন ও অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আগুনের কল অন্যান্য স্থানে যে উপাদানে নির্ম্মিত এখানকার কলও সেই উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যান্য স্থানের কল যে নিয়মে চলে এ কলও সেই নিয়মে চলিতেছে। তাঁতিরা যেমন তুলা পরিষ্কার করিয়া তাহার পাঁজ করে, নাটায়ে নলী প্রস্তুত করে এখানেও সেই সকল প্রক্রিয়া অবিকল অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাঁতিদিগের বোম মাকু প্রভৃতি যেমন প্রয়োজন হয় কলেও তাহার সম্পূর্ণ প্রয়োজন আছে। তবে বিশেষ এই কলে এককালে অনেক কাজ হইতেছে। অনেক তৈনাতি লোক আছে তাহারা যোগাড় করিয়া দিতেছে। অতি সাবধান হইয়া কলে কাজ করিতে হয়। আমরা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলাম একটী বালক অসাবধানতাবশতঃ একটী হস্ত হারাইয়াছে। কলের ভিতরে তাহার একটী হাত পড়িয়া কাটিয়া গিয়াছে। সে আর কাজ করিতে পারে না। কলের অধ্যক্ষেরা মাসে মাসে তাহাকে দুটী করিয়া টাকা দেন। আর যে সকল লোক কল দেখিতে যায় ঐ বালক তাহাদিগকে কোন খানে কি আছে দেখাইয়া দেয় তাহাতেও কিছু কিছু পাইয়া থাকে।

কানপুরেও গঙ্গার উপরি একটী প্রশস্ত রেলওয়ে সেতু প্রস্তুত আছে। এখানে মিউনিসিপালিটীর ব্যয়ে গঙ্গার উপরে একটী বৃহৎ ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ ঘাটের একাংশে পুরুষ ও অপরাংশে স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের ঘাটে পুরুষ যাই[illegible] পারেন না। ঘাটে যাইবার রাস্তার এই প্রকার বন্দোবস্ত। যে পথ দিয়া [illegible] [illegible]ন পুরুষেরা সে পথে যাইতে পান না। পুরুষ [illegible]দিগের নিবারণার্থ স্থানে স্থানে প্রহরী নিযুক্ত আছে। আমরা মিউনিসিপালিটীর এই বন্দোবস্ত দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এ প্রকার সুন্দর বন্দোবস্ত প্রায় নয়নগোচর হয় না। [illegible] দেখিয়া বড় [illegible] হইলাম, গঙ্গা ছাড়িয়া অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছেন। স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগকে বালি ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে যাইয়া গিয়া স্নান করিতে হইতেছে।

এখানে একটী প্রশস্ত সেনানিবেশ আছে। অনেকগুলি বারিক দৃষ্টিগোচর হইল। এখানে হাট বাজার ও গঞ্জও অনেকগুলি আছে। একটী নূতন গঞ্জ প্রস্তুত হইতেছে। তাহার শোভা বৰ্দ্ধনার্থ কর্তৃপক্ষ ব্যবসাদারদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এক আকারের কয়েকটী করিয়া ঘর প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। কর্তৃপক্ষের যখন এত যত্ন তখন উত্তরকালে ঐ গঞ্জটী যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিবে তাহা বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে। এখানে আউধ ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে।

আমি দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কানপুর এত বড় সহর কিন্তু এখানকার রাস্তাগুলি ধূলিতে পরিপূর্ণ। রাস্তায় জল দেওয়া হয় না। রীতিমত আলো দেওয়াও হয় না। আমি পূর্ব্বে যে যে সহরের বাটী ঘরের উল্লেখ করিয়াছি এখানকার বাটী ঘরগুলি তদপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট।

এখানে জজ, সদর আলা, মুন্সেফ, মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট, আসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আছেন। এখানে স্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। তন্নিবন্ধন এখানকার জমিদার ও প্রজা উভয়ের অবস্থাই মন্দ। এক বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে উভয় দলেই হাহাকার শব্দ উত্থিত হয়। তবে নহর হওয়াতে অনাবৃষ্টির বৎসরে নহরের নিকটবর্ত্তী লোকদিগের রক্ষার একটী সদুপায় হইয়াছে। এখানে শিক্ষাকার্য্যের তত প্রাচুর্য্য নাই। এখানে কালেজের কথা শুনা গেল না। একটী হাইস্কুল ও প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী স্কুল আছে।

এখানকার লোকে মন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে [illegible] অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। প্রয়াগনারায়ণ তেওয়ারি ও গুরুপ্রসাদ শুক্ল ইহাঁরা যে দুটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহার কারুকার্য্য দর্শন ও ব্যয়ের বিষয় চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম প্রয়াগনারায়ণ তেওয়ারির মন্দিরে [illegible] টাকারও অধিক ব্যয় হইয়াছে বার্ষিক [illegible] হাজার টাকা ঐ দেবালয়ের ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ঐ ব্যয় যদি বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে [illegible] হইত, কানপুরের [illegible] [illegible] বাকী [illegible] [illegible] থাকিতেছে। [illegible] দান [illegible] শিক্ষার ও প্রথম হিন্দী শিক্ষার [illegible] শালা করিয়াছেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি নাই। তাঁহার মাসিক আয় তিন শত টাকা ঐ বিষয়ে বিনিয়োজিত করিয়াছেন। প্রয়াগনারায়ণ তেওয়ারির যদি কেহ ঐরূপ সৎপরামর্শদাতা [illegible] তাহা হইলে তিনিও বোধ হয় ঐরূপ [illegible] মহোপকারকারক শিক্ষাকার্য্যে উল্লিখিত [illegible] সাড়ে ছয় হাজার টাকা বিনিয়োজিত করিতেন সন্দেহ নাই।

তবে কষ্টে স্বষ্টে তাহাদের মহরমের পর্ব্ব শেষ করিয়াছে। প্রতিবৎসর এখানে মহরমের সময় মুসলমানগণের যত আনন্দ ও উৎসাহ না হউক, হিন্দুগণ তদপেক্ষাও অধিক আনন্দ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া মহরম করিয়া থাকে। কিন্তু এবার জাতিনাশের ভয়ে কোন হিন্দুই এমন কি চামারেরাও তাহাতে যোগ দেয় নাই। সকল দোকানই প্রায় বন্ধ। মাজিষ্ট্রেট, পাছে মহরমের দিন হিন্দুরা কোনরূপ উৎপাত করে এই আশঙ্কায় গত ২৭এ অগ্রহায়ণ কয়েক জন হিন্দুর নিকট ৫০০০ টাকা করিয়া মোচলকা লইয়াছেন। ভয়ে তাঁহারাই বিবাদ করিতে না পারেন, কিন্তু অন্যে যদি কেহ বিবাদ করে (ঈশ্বর না করুন বিবাদ যেন না হয়) তবে তাঁহাদের স্কন্ধেই সে ভার আসিবার অনেক সম্ভাবনা। সকল হিন্দুই এ বিচারে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া সেই দিনই হাইকোর্টে মোসনের জন্য গমন করিয়াছেন। এখানে যত হিন্দু উকীল (ব্রাহ্মরাও এই দলে) আছেন, সকলেই এজন্য বিশেষ যত্নবান। আর পুলীস কি জন্য গোহত্যা করিয়াছেন, সেই অভিযোগ করিতেও অনেকে উদ্যত। ফলতঃ যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে সহজে যে এবিষয় মিটিয়া যাইবে এমত বোধ হয় না।

অবশ্য ইংরাজী স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত বাবু নিত্যানন্দ মিশ্র একজন যথার্থ স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি। তিনি এ দেশীয় সাধারণ ব্যক্তিগণকে জ্ঞান ধর্ম্মে বিভূষিত করিবার জন্য অনেক দিবস হইল, যথোচিত কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ছটকটী নামক একটী স্থানে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত ধর্ম্ম কথা শুনিবার জন্য বহুতর লোক প্রতি রবিবার সে স্থানে আসিয়া থাকে। গোহত্যার গোলযোগ হওয়ায় জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট (যিনি এখন মাজিষ্ট্রেটের ইন্‌চার্জ্জে কর্ম্ম করিতেছেন) তাঁহারও নিকট হইতে ৫০০ শত টাকার মোচলকা লইয়াছেন। হেতু এই পাছে ধর্ম্মকথা শুনিয়া লোকে উত্তেজিত হইয়া মুসলমানদিগের সহিত বিবাদ করে। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বুঝি আর লোকে ধর্ম্মকথাও শুনিতে পাইবে না? কি জন্য যে সে ব্যাচারির উপর মোচলকার আজ্ঞা হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। তিনি যদি কখন মুসলমানদিগের বিপক্ষে কোন কথা কহিতেন, বা গোহত্যার পর তাঁহার সভা স্থাপিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার নিকট মোচলকা লওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তিনি ধর্ম্মকথা ভিন্ন আর কোন কথাই বলেন নাই। অসাধু অভিপ্রায়ে তাঁহার সভা স্থাপিত হয় নাই।

প্রায় ১০। ১২ দিন হইল, মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সম্পাদক বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় ছটকটীতে আসিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে দুইদিবস দুইটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন! তাঁহার বয়স যেরূপ, তাহাতে আমাদের ভক্তিভাজন ভ্রমণকারী মুঙ্গের হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন। "তিনি কালে একজন সুবিখ্যাত বাগ্মী হইতে পারিবেন" এ কথা অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সাধু উদ্দেশের জন্য তিনি সহস্র বার আমাদিগের ধন্যবাদার্হ।

আজ কাল অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য মন্দ নহে। বাজার দরও উত্তম।

রাণাঘাট

ইতিপূর্ব্বে এখানে জ্বররোগের প্রাদুর্ভাবের কথা পাঠকবর্গকে জানাইয়াছিলাম, সম্প্রতি তাহার ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। যদিও এতদ্দ্বারা এই সবডিবিজনে মৃত্যুসংখ্যা কম হয় নাই, তথাপি আমরা ইহাকে কৃষ্ণনগর প্রভৃতির ন্যায় সাংক্রামিক জ্বর বলিয়া পরিগণিত করিতে পারি না। এখানকার নবাগত ডেপুটী বাবু এক্ষণে মফস্বলে তাম্বুতে কাছারি করিতেছেন এবং প্রতিদিনই ৩। ৪ খানি গ্রামের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন ও কোথায় জ্বররোগের আধিক্য আছে কি না তাহার সন্ধান লইয়া তত্রত্য অধিবাসিগণকে স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ দিতেছেন। আবার আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি সম্প্রতি এখানে বিসূচিকা রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। এতদ্দ্বারা দুই একটী লোকের মৃত্যু হইতেছে ডেপুটী বাবুর আদেশে কতকগুলি কলেরা পিল প্রস্তুত করান হইয়াছে এবং যাহাতে লোকে কোনরূপ অনিয়ম না করে ও বিশুদ্ধ জল পান করে পুলিসের প্রতি এমত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক ইন্দ্রযব ওলাউঠা রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আমরা জানি ফরিদপুরের ভূতপূর্ব্ব সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভোলানাথ বসু এম, ডি, এম আর, সি, এস, মহোদয় যে বৎসর সমস্ত ফরিদপুর জিলায় সাংক্রামিক বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল সেই বৎসর এক মাত্র ইন্দ্রযবের সাহায্যে শত শত নরনারীকে এই রোগ হইতে মুক্তি লাভ করাইয়াছিলেন। অনেক ভাল ভাল ডাক্তার তাঁহার এই নবাবিষ্কৃত ঔষধের উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ইন্দ্রযব সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় ইহা বেণের দোকানে থাকে। ইন্দ্রযবের মূল্যও যৎসামান্য। এক ছটাক ইন্দ্রযব থেঁতলাইয়া এক সের জল সমেত সিদ্ধ করিতে হয়। পরে অর্দ্ধসের জল থাকিতে নামাইতে হয়। রোগীকে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করান বিধি। আমরা সর্ব্বসাধারণ ডাক্তারগণকে এবং ব্যক্তিসমূহকে ও এখানকার অধিবাসিগণকে এই ঔষধের পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা শুনিয়াছি ডাক্তার বসু মহোদয়ের "Report on Indrajab" নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে। যাঁহারা ইন্দ্রযবের গুণ সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ বা ডাক্তার বসু মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

সর্ব্ব জিলাতেই নিয়ম আছে, চৌকীদারগণ নিজ নিজ থানায় প্রতি রবিবার হাজীরা দিয়া থাকে আমরা বাঁকুড়া বীরভূম, বর্দ্ধমান, হুগলি, চব্বিশ পরগণা, ফরিদপুর প্রভৃতি জিলার থানা সমূহে দেখিয়াছি, চৌকীদারগণ থানায় হাজীর হইলেই দারোগা মহাশয় বা জমাদার বাবু তাহাদের হাজীরা করিয়া ছাড়িয়া দেন অর্থাৎ যখন যে গ্রামের চৌকিদার (এক জনই হউক বা দুই জনই হউক) হাজীর হয় তৎক্ষণাৎ তাহাদের হাজীরা লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু রাণাঘাট পুলিস থানার এরূপ নিয়ম নহে। যাবতীয় গ্রামের চৌকিদারগণ একত্র সমবেত না হইলে ইহাঁরা কাহারও হাজীরা লন না। এতদ্দ্বারা এই সকল দুঃখী চৌকিদারের যে কি পর্য্যন্ত অসুবিধা ও ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহা লিখিতেও কষ্ট হয়। ইহারা যখন বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিরন্ন হইয়ে থানার গরুড়ের মত বসিয়া থাকে, তাহা দেখিলে পাষাণহৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যায়। আমরা ভরসা করি আমাদিগের মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও এখানকার পুলিসের সুযোগ্য ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু জহরলাল বসু মহাশয় চৌকীদারদিগের হাজীরা দেওয়ার নিয়ম সম্বন্ধে একটু সুবিচার [illegible] শুভকার্য্যে স্বপ্ন [illegible] দুঃস্থ চৌকিদারের ক্লেশ নিবারণ করিয়া দিয়া সংবাদ পত্রের সেবা [illegible] করেন।

বিজ্ঞাপন।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত আছে। আমাদিগের অতিশয় দুরবস্থা ও সঙ্গতির অভাবে উহার বিবাহ দিতে সমর্থ হইতেছি না, এজন্য সাধারণ হিতব্রতপরায়ণ মহাত্মগণের সমীপে সানুনয় প্রার্থনা যে তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য দানে এই মহৎ দায় হইতে আমাদিগকে মুক্ত করেন। যাহা দেন তাহা চাঙ্গড়িপোতানিবাসী মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্র-

কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে অং সোণাপুর ডাকঘর ঠিকানায় প্রেরণ করিলে আমি প্রাপ্ত হইব।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীহরলাল চক্রবর্ত্তী
মজঃপুর।

BABU MOHENDRA NATH BANERJEE

Homeopathic Practitioner.

Bagbazar, Calcutta.

ADVICE BY LELTER GRATIS.

জমিদারি কার্য্যের হিসাব নিকাশে বিশেষ যোগ্য কএকজন মোহরের এবং সদর ও মফস্বল নাএবের আবশ্যক হইয়াছে। আবেদনকারিদের মধ্যে যাহারা প্রশংসাপত্র দর্শাইতে পারিবেন, তাঁহাদের বিষয় বিশেষ বিবেচিত হইবে। প্রথমতঃ কেবল পত্রের দ্বারা আবেদন করিবেন।

শ্রীললিতমোহন রায়
জমিদার
চকদিঘী

২২এ কার্ত্তিক ১২৮৭।

শ্রীযুক্ত কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য জনৈক জমিদারি কার্য্যে পারদর্শী ও সচ্চরিত্র প্রধান কার্য্য কারক আবশ্যক। উপযোগিতা অনুসারে ১০০ শত হইতে ১৫০ শত টাকা পর্য্যন্ত বেতন নিদ্ধারিত হইতে পারে। কর্ম্মপ্রার্থিগণ নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট স্বীয় স্বীয় উপযোগিতার নিদর্শন সহিত পত্র প্রেরণ করিবেন।

ভাহেরপুর } শ্রীযাদবচন্দ্র চৌধুরী
রাজসাহী } বিএ বিএল।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপরিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পকতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃ শূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য [illegible]। মূল্য বড় শিশি ১॥০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক [illegible]।

[illegible]গোপচূর্ণ।

এই [illegible] মাজিলে দন্তশূল, দন্ত আবিল, দাঁ[illegible] ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত [illegible] দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের ম[illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ [illegible]।

উক্ত তৈ[illegible] ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত [illegible] বহু লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যন্ত্রনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চনকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্তপরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ রুগ্ন ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহাঁরা কখন গরমী, ধাত, বাঘী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০/০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং" ৮ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৭ সাল। ২০ এ পৌষ। ইং ১৮৮০। ৩ রা জানুয়ারি।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসম মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

প্রেরিতপত্র

তামাকের ইতিহাস।

১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ইউরোপীয়েরা এই তামাকের বিষয় প্রথম অবগত হন। ... কলম্বস যখন আমেরিকার আবিষ্কারার্থ ... জলধিকলে আপন দেহতরি ভাসাইয়া কৌতূহল মনে আটলাণ্টিক মহাসাগর দিয়া গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে স্বীয় সহচরদ্বয়কে ... দ্বীপ আবিষ্কার করিতে প্রেরণ করেন। ... দ্বয় যখন কিউবায় উপনীত হন, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে কতিপয় লোক একত্র সমবেত হইয়া বসিয়া আছে আর তাহাদের মুখ ও নাসিকা হইতে অনবরত ধূম বিনির্গত হইতেছে। নাবিকদ্বয় অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শন করিয়া প্রথমে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, উহারা স্ব স্ব দেহ সুবাসিত করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রকার ধূম সেবন করিতেছে। কিউবাবাসীরা নাবিকদ্বয়ের আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পরে আপনাদিগের ধূমপানের বিষয় তাঁহাদিগকে এই প্রকার পরিচয় দেন যে আমরা এক প্রকার গাছের পাত শুষ্ক ও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহার ধূম সেবন করিয়া থাকি। এই ধূমপানের দ্বারা আমাদের দৈহিক ও মানসিক ক্লেশের অনেক শান্তি হয়।

ইউরোপীয়েরা এই প্রথম তামাকের বিষয় অবগত হন। এই ঘটনার কিছু দিবস পরেই আমেরিকা ও উক্ত কিউবাদ্বীপনিবাসিগণ তাম্রকূট সেবনের এক প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। একটী ত্রিমুখযুক্ত নলের এক প্রান্তে তামাক গুঁড়া দিয়া সাজিত আর নলের অপর মুখদ্বয় নাসিকার রন্ধ্রে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া ঐ ধূম গ্রহণ করিত এবং মুখ দ্বারা সেই ধূম বহির্গত করিয়া ফেলিত।

১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে মহারনাণ্ডেজ নামক একজন স্পেনীয় ডাক্তার স্পেনাধিপতি দ্বিতীয় ফিলিপকে দেখাইবার জন্য ইউরোপের মধ্যে প্রথম তামাক আনয়ন করেন। ফিলিপ কি প্রকারে তামাক উৎপন্ন করিতে হয় জানিয়া আসিবার জন্য পুনরায় উক্ত ডাক্তারকে মেকসিকো প্রদেশে পাঠাইয়াছিলেন। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স দেশে নাইকট্ নামক এক ব্যক্তি রাণী কাথারাইনকে এই পদার্থ উপহার দেন। বোধ হয় এই জন্যই তামাকের বৈজ্ঞানিক বিষের নাম নিকোটাইন হইয়াছে। প্রথম যে স্থানে তামাক উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার নাম টোবাগো। সেই জন্যই স্পেনের লোকেরা ইহার নাম টোবাকো রাখেন। পূর্ব্বে কিউবাবাসীরা যে ত্রিমুখ নলে তামাক খাইতেন, তাহার নাম টোবাকো, বোধ হয় সে জন্যও ইহার নাম টুবাকু হইয়া থাকিবে।

পর্ত্তুগাল ও ইটালির লোকেরা ইহার নাম টোবাকো রাখিয়াছেন। পোলণ্ডবাসীরা ট্যাবাক্ কহিয়া থাকেন। হলন্দাজেরা এবং সুইডেনবাসীরা টোবাক কহেন। ফ্রান্সদেশবাসীরা ট্যাবাক কহিয়া থাকেন।

সার ওয়ালটার র‍্যালে মিষ্টার র‍্যালফলেন নামক একজনকে শাসন কর্ত্তা করিয়া ভাজিনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডবাসীদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম ধূমপান করেন। কাহার কাহার মতে কুইন এলিজাবেথের সময় ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইংলণ্ডে তামাক আসিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে তামাক আনীত হয়। সার ওয়াল টার র‍্যালে তামাক সেবনের উৎকৃষ্টতর পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

এই সময়ের দশ বৎসর পরে ইংলণ্ডের কতিপয় সমালোচক ব্যক্তি তাম্রকূট সেবনের প্রথা দেশ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আপত্তি ফলোপধানে সমর্থ হয় নাই। কারণ তামাক তখন ইংলণ্ডের সভ্য সম্প্রদায়ের এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহারা আর তাহা পরিত্যাগ করিতে কোন মতেই সমর্থ হইলেন না। ধূমপান তখন ভদ্র ব্যবহারের একটী চিহ্ন স্বরূপ হইয়াছিল। এমন কি তখনকার ভদ্রলোকেরা ধূমপান অভ্যাস করিবার জন্য স্বতন্ত্র বাটী ভাড়া লইতেন। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপখণ্ডে অধিক পরিমাণে ইহার উন্নতি হইয়াছিল তৎসমকালীন কবিগণ স্ব স্ব প্রণীত কাব্যে এবং সাময়িক পত্রিকা সমূহে ইহার যশ এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে একজন শাসনকর্ত্তার মানের সহিত ইহার মান সমান হইয়া উঠিয়াছিল।

১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে তামাকের বিষয়ে একখানি কাব্য প্রকাশিত হয়। উহার প্রণেতার নামোল্লেখ নাই বটে কিন্তু পুস্তকখানি ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ কবি মিচল ডেটনকে উপহার দেওয়া হয়। ঐ কাব্যে লিখিত আছে যে "কোন সময় পঞ্চ ভূতের সভা সংস্থাপিত হয়। প্রমিথিয়স নামক দেবতা উক্ত সভায় এই প্রকার বলেন যে পৃথিবীর সৃষ্টি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহাতে এখন এক প্রকার গাছ উৎপন্ন হইবে যে, তাহার ধূমে মৃত ব্যক্তিও কিছুক্ষণ চৈতন্য লাভ করিবে। পঞ্চভূত হইতে এই তামাক গাছের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু জুপিটর দেবতা তামাকের গাছ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। সেই সময় ক্রোধান্বিত জুপিটর এই অভিসম্পাত প্রদান করেন যে সমস্ত ইউরোপখণ্ড ও ইহার পরিচিত যে সকল দেশ আছে সে সমস্ত দেশেই যেন ইহার চাস না হয়। সেই জন্যই যত দিন আমেরিকা আবিষ্কার না হইয়াছিল, ততদিন ইহার প্রচলন স্থগিত ছিল"।

পারস্য দেশে বহুকাল অবধি তামাক প্রস্তুত করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী প্রচলিত ছিল। সেইজন্য কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে পূর্ব্বাঞ্চলেই ইহার প্রথম উৎপত্তি হয়। আমেরিকা হইতে এদেশে তামাক আনীত হইবার পূর্ব্বে এদেশে ইহা প্রচলিত ছিল কি না ইহা লইয়া অনেকে বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন ইউরোপখণ্ডে তামাক আনীত হইবার পূর্ব্বে এমন কোন পুস্তক দেখা যায় না যাহাতে তামাকের নাম উল্লেখ আছে। বেল সাহেব বলেন যে চীনবাসীরা কহিয়া থাকে তাহাদের দেশে বহুকাল অবধি তাম্রকূট সেবনের প্রথা প্রচলিত আছে। এস্থলে আমরা বিবেচনা করি বোধ হয় বেল সাহেবের ভ্রম হইয়া থাকিবে, না হয় তিনি যাহার মুখে শুনিয়াছেন তাঁহার ভ্রম হইয়া থাকিবে। কারণ চীন ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হইয়াছি যে তাহাদের দেশে বহুকাল হইতে ধূম পানের প্রথা প্রচলিত আছে সত্য কিন্তু তাহা যে তমাকের ধূম তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় গাঁজা প্রভৃতি অন্য কোন মাদকদ্রব্যের ধূম হইবে। চীনবাসীরা যে ভারতবর্ষ হইতে তামাক লইয়া গিয়াছিলেন ইহার প্রমাণ আমরা অনেক স্থানে পাইয়াছি। অসামান্য রূপমাধুরী সম্পন্না সুবিখ্যাত নুরজাহানের হৃদয়নাথ জাহাঙ্গির যখন দিল্লীর সিংহাসনে আধিপত্য করিতেছিলেন। সেই সময়ে অর্থাৎ ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্যপ্রিয় পর্ত্তুগালবাসীরা ভারতভূমিতে তামাক আনয়ন করেন। এই সময়ের ৩০ বৎসর পূর্ব্বে পর্ত্তুগালবাসীরা পারস্য উপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। পারস্য দেশে এই সময়ে তামাক প্রচলিত ছিল। কোন কোন ব্যক্তি কহেন পর্ত্তুগালের লোকেরা ভারতবর্ষ হইতে অনান্য বাণিজ্য দ্রব্যের সহিত তামাকও বহু পরিমাণে ক্রয় করিয়া পারস্যবাসীদিগকে বিক্রয় করিত।

তুরস্কবাসীরা পারস্যদেশ হইতে ক্রয় করিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেন। আবার কেহ কেহ

বলেন যে তুরস্কবাসীরাও ভারতবর্ষ হইতে তামাক ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। সার টমাস হারবট কহেন যে "আমি এক দিবস দেখিলাম বোগদাদের সরাইতে বৈকালে বহুসংখ্যক লোক সমবেত হইয়া ধূমপান করিতেছে। শ্রুত হইলাম তাহারা প্রত্যহ বৈকালে এই প্রকার ধূমপান করিয়া থাকে।" স্যাণ্ডিস সাহেব ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টিনোপলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তিনিও কহেন আমি এই প্রথম তুরস্কবাসীদিগের তামাক সেবন অভ্যাস হইতেছে দেখিলাম। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কদেশে তামাক প্রচলিত হইয়াছিল।

স্যাণ্ডিস সাহেব একথাও বলেন, যে ইংরাজেরাই প্রথম তামাক সেবন করিতে অভ্যাস করিয়াছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীকান্তিচন্দ্র সরকার
বারাসত

চম্পাইনগর।

শেষ পত্র।

"কথায় কথা বাড়িয়া থাকে" এ কথা মিথ্যা নহে। আমরা দেখিতেছি, কাল-চম্পাইনগর সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আর শেষ নিষ্পত্তি হইয়া উঠিল না। ইহার শেষ নিষ্পত্তি শীঘ্র হওয়াও সুদূরপরাহত। কেন না বৰ্দ্ধমানের চম্পাইনগরেও চাঁদের কীর্ত্তিকলাপ আছে, এখানেও আছে, এমত অবস্থায় কোন্ চম্পাইনগরে চাঁদের বাসস্থান ছিল, তাহা পাঠক মহোদয়েরা আপনারা বিচার করিয়া লইবেন। আমরা আজ এ সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিয়া জন্মের মত চম্পাইনগরের ইতিবৃত্তের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। এ সম্বন্ধে আর কোন বাদানুবাদ করিব না।

১ম। কোন স্রোতস্বিনী কালে যে অতি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিতে পারে, ইহা আমরা অবগত আছি। বেহুলা ও অন্যান্য খাল বিল পূৰ্ব্বে স্রোতস্বিনীরূপে প্রবাহিতা হইলেও হইতে পারে। যদি বেহুলা পূৰ্ব্বে যথার্থই স্রোতস্বিনী ছিল, তবে গঙ্গা যমুনা ও স্বরস্বতীর ন্যায় তাহার নামও থাকিত। কিন্তু মনসার গানে ভিন্ন আর কেহ কখন কি বেহুলার নাম শুনিয়াছে? না কোন প্রাচীন গ্রন্থে বেহুলাকে নদী বলিয়া নির্দ্দেশিত আছে? বেহুলা পূৰ্ব্বে প্রবলা নদী থাকিলে কখন বেহুলাকে বৰ্দ্ধমান হইতে ত্রিবেণী আসিতে ৭। ৮ দিন সময় নষ্ট করিতে হইত না। তিনি এক দিনেই ত্রিবেণী আসিতে পারিতেন। কিন্তু সম্বাদদাতা মহাশয় ৭ দিন জলে ভাসার কথা বলিয়াছেন।

২য়। ধান্য, চাউল পিত্তল ও কাংস্য নিৰ্ম্মিত বাসন লৌহ প্রভৃতি কি কেবল বৰ্দ্ধমানের বাণিজ্য দ্রব্য? এ সকল কি আর কোন স্থানে পাওয়া যায় না? এমত স্থান নাই, যেখানে ধান্য চাউলের অভাব আছে এবং বৰ্দ্ধমান অপেক্ষা ভাগলপুর ডিভিজনে অধিক ধান্য চাউল উৎপন্ন হয়। সংবাদদাতা মহাশয় কি এই সকলকেই বৰ্দ্ধমানের উৎকৃষ্ট বাণিজ্য দ্রব্য বলিয়া থাকেন? ইহার অপেক্ষা এখানকার চম্পাইনগরের তসর নির্ম্মিত বস্ত্র কি প্রসিদ্ধ নহে?

শেষ যুক্তিটী অতি রহস্য-জনক। আমাদের মাননীয়—বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে একজন সুরসিক লোক তাহা আমরা জানিতাম না। জানিলে বৰ্দ্ধমানের ওলার কথা লিখিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু ভাবিয়াছিলাম, আমাদের মাননীয় খামারগাছির সংবাদদাতা মহাশয় অনেক দিন হইতে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন, পাছে তাঁহাকে ওলা উপহার দিলে তিনি তাহাতে দন্তস্ফুট করিতে না পারেন এই ভয়েই শক্ত ওলার কথা বলি নাই। লালমোহন সীতাভোগেরই কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তিনি দন্তস্ফুট করিতে অপারগ নন। তাই মাননীয় দাতার হস্তে উদ্দেশে আজ একটী ওলা উপহার দিয়া চম্পাইনগরের ইতিবৃত্ত হইতে বিরত হইলাম।

ভাগলপুর
তারিখ ৮ ই পৌষ } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

মেদিনী পত্রিকার অকাল মৃত্যু।

মহাশয়! "মেদিনীর" অকাল মৃত্যুতে অনেকে শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন, কেহ বাচনিক, কেহ কেহ বা পত্র দ্বারা তাঁহাদের উদারহৃদয়ের সমবেদনা আমাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। "মেদিনীর" তিরোভাবে আমাদের বিশেষ যে মনঃপীড়া জন্মিয়াছে তাহা আর কি জানাইব। তবে আমাদের বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে গতায়ু মেদিনীর জন্য যে সদাশয় মহাত্মাগণ তৎপ্রতি সমবেদনা ও তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য অর্থানুকূল্য করিয়াছেন বা করিবেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা উপহার স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া "মেদিনী" স্বয়ং সকলের দ্বারস্থ হইতে পারিল না। অতএব আমরা মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, সদয় হইয়া আপনি সোমপ্রকাশে একটু স্থান দান করিলে আমরা "মেদিনী"র কৃতজ্ঞতা ঋণ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

যে মহাপুরুষের আন্তরিক ইচ্ছা সফল করিবার জন্য আমরা দুশ্চর সম্পাদকতাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম, মেদিনীপুরবাসী না হইয়াও যিনি মেদিনীপুরকে স্বীয় জন্মভূমির ন্যায় স্নেহ করেন, যাঁহার সম্পর্কে মেদিনীপুরের নাম চিরস্মরণীয় হইবে এবং যাঁহার অনুপমা মানসকন্যা "ধৰ্ম্মতত্ত্বদীপিকা" এই মেদিনীপুরেই সঞ্জাত হইয়াছিল, অদ্য আমরা সেই মহাত্মা বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ আমাদের মুমূর্ষু লেখনী ধারণ করিলাম। আমাদের সামর্থ্য অপ্রচুর হইলেও আশা করি যোগিবর বসুজ মহোদয় আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত আবেগ প্রতীতি করিয়া আমাদের এই অযোগ্য কৃতজ্ঞতা উপহার গ্রহণ করিবেন।

রাজনারায়ণ বাবু আমাদের প্রতি যেরূপ স্নেহ ও মেদিনীর প্রতি যেরূপ সমদুঃখতা প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আপনার পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিয়া দেখিবেন আমাদের শূন্যগর্ভ বাক্য দ্বারা তাঁহার প্রতি পর্য্যাপ্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব হয় কি না। তিনি লিখিয়াছেন "তোমার পত্র প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় বিষাদিত হইলাম। আমার একজন পরম প্রিয় অতি নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইলে আমার যেরূপ ক্লেশ হয় "মেদিনীর" ঐরূপ অবস্থাতে আমার সেইরূপ ক্লেশ হইতেছে। আমি মনের কথা বলিতেছি যে যদি আমার সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে আমি এখনি তিন শত টাকা পাঠাইয়া দিতাম। যাহা হউক, যৎকিঞ্চিৎ পাঠাইলাম তাহা গ্রহণ করিবে।"

রাজনারায়ণ বাবু কেবল মাত্র নিষ্ফল মিষ্ট কথায় আমাদিগকে তুষ্ট করেন নাই, তিনি অযাচিত হইয়াও "মেদিনীর" সাহায্যার্থ ৫ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট নানা বিষয়ে ঋণী। আবার তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ দান করায় আমাদের ঋণভার শতগুণরূপে বৃদ্ধি হইল। মেদিনীপুরবাসিগণ দেখুন রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাদের কেমন হিতৈষী? মেদিনীপুরকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন বলিয়াই তিনি "মেদিনীর" অকল্যাণে এরূপ ব্যথিত ও তাহার সাহায্যার্থ এত উদ্যত।

অধিকন্তু তিনি নিজে এরূপ অর্থ সাহায্য দ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, যাহাতে মেদিনী ঋণজাল হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় সচ্ছন্দে স্নেহপর পাঠকগণের সমীপস্থ হইতে পারে তদর্থ তিনি নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। মেদিনীপুর ও অন্যান্য নগরের যে সমস্ত সমৃদ্ধিশালী দানশীল ব্যক্তিগণের সাহায্যপ্রার্থী হইলে আমরা বৰ্ত্তমান বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিব, এরূপ অনেকগুলি মহাত্মার নামও লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। রাজনারায়ণ বাবুর এরূপ সহানুভূতি ও আন্তরিক যত্নের জন্য

আমরা তাঁহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

১১। ১২। ৮০ মেদিনীপুর। } মেদিনী সম্পাদক।

বৈদ্যসমাজসম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

অধুনা হিন্দুসমাজের যেরূপ বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে যে অচিরাৎ ইহার চিরপ্রচলিত প্রথাগুলি এক কালে বিলুপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দুসমাজ এক্ষণে নামে মাত্র হিন্দু সমাজ আছে, লোকের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে ইহাকে একটা প্রকৃত ম্লেচ্ছ সমাজ ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। সমাজের মধ্যে আবার বৈদ্যসমাজের যেরূপ দুর্দ্দশা দেখা যাইতেছে, তাহাতে যে ঐ সমাজটী সত্বরেই লয় প্রাপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে আর দ্বৈধ নাই। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বরাটকে লইয়া যে আন্দোলন চলিতেছে উহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন; কিন্তু তাহা বলিয়া বৈদ্যসমাজ মধ্যে নির্দ্দোষ লোক কয়জন আছেন? অধুনা ঐ সমাজে অনেকগুলি সংস্পর্শ দোষ ঘটিয়াছে। যথা,—বিলাতী, বঙ্গজ, ব্রাহ্ম, কর্ত্তাভজা এবং খ্রীষ্টান ইত্যাদি। তদ্ভিন্ন এই সমাজের মধ্যে যবনান্নভোজী, সুরাপায়ী ও বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিরও অসদ্ভাব নাই। ইহাঁরাই আবার পল্লীগ্রামে দলপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সকলেই প্রায় নিষ্কর্ম্মা, সুতরাং ঐরূপ একটা না একটা গোলযোগ না হইলে থাকিতে পারেন না। বৈদ্যসমাজের প্রায় প্রত্যেকেরই কোন না কোন সংস্পর্শ দোষ দেখা গিয়া থাকে। যাঁহাদিগের একটী মাত্র সংস্পর্শ দোষ আছে, তাঁহারা বরং অনেকাংশে ভাল, কিন্তু যাঁহারা ত্রিদোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এক সময় সেই দোষের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই সমধিক দলাদলিপ্রিয় দেখা যায়। নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী গ্রামে আজকাল দলাদলির বড় ধুম। গ্রামটী এক্ষণে ম্যালেরিয়ায় ধ্বস্ত প্রায় হইয়া অরণ্যপূর্ণ এবং শৃগাল, কুকুর ও কতকগুলি হিংস্রক লোকের আবাস ভূমি হইয়াছে। ঐ হিংস্রক লোকেরাই এ দলাদলির দলাধিপতি। ইহাঁরা সকল গুলিই প্রায় কর্ত্তাভজা, কেহ বা যথেচ্ছাচারী এবং কেহ কেহ বা ত্রিদোষ প্রাপ্ত হিন্দু। ইহাঁদের দলাদলি দেখিয়া আমাদের মাতালের মদনিন্দার কথা স্মরণ হইল। যে ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত করা হইতেছিল, তিনি একজন প্রবীণ ভদ্র লোক, কার্য্যতঃ পেন্সন। তিনি স্বয়ং আমাদিগকে দলাদলির কথা বলিয়া আক্ষেপ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্রের যে স্থানে বিবাহ দিয়াছেন এক্ষণে শুনিতেছেন তাঁহাদের বঙ্গজ সংস্রব দোষ আছে। তিনি পূর্ব্বে এবিষয় কিছুমাত্র জানিতেন না। নিজগ্রামের অপর একটী কন্যার তৎপূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছে দেখিয়াই বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রথম ব্যক্তি ধনী বলিয়া সমাজে চলিতেছে, তিনি নির্ধন বলিয়া সমাজচ্যুত হইতেছেন। দলাধিপতিরা কহিতেছেন "তোমার নবপুত্রবধূর গাত্রাভরণ বিক্রয় করিয়া স্কুলের জন্য চারি শত টাকা এবং তাঁহাদিগের ভোজের নিমিত্ত চারিশত টাকা প্রদান করিলে সমাজে পুনর্গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।" তিনি আরো কহিয়াছিলেন "এক ব্যক্তির ভ্রাতার সহিত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কোন সম্বন্ধ থাকায়, ভ্রাতা তথায় যাতায়াত করেন এই সূত্রে উভয় ভ্রাতা সমাজচ্যুত হইতেছেন; অথচ যাঁহারা গোলযোগ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে একজনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেশব বাবুর পুত্রের সহিত একপাতে খাইয়া সমাজে স্থান পাইতেছেন। এই সমস্ত কথা শুনিয়া কলিকাতার একটী হাস্যজনক কথা আমাদের স্মরণ হওয়ায় আমরা তাহাও এস্থলে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তথাকার কোন একজন বৈদ্যের সংস্রব দোষ ঘটিয়াছিল। তাঁহার দুইটী পুত্রের কলিকাতার দুইটী ভিন্ন ভিন্ন সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে বিবাহ দিয়াছিলেন। পুত্রবধূদ্বয়ের মধ্যে একজন বিদ্যালয়ে যাতায়াত করায় তাঁহার পিতা সমাজচ্যুত হইলেন অপর বিদ্যালয়ে যাওয়ায় সমাজ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। হায়! বৈদ্য সমাজে কি এমন নিঃস্বার্থ বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী লোক নাই [illegible] অত্যাচার হইতে পারে? আমি দলাধিপতি এজন্য আমার পুত্র এবং আত্মীয়গণ সহস্র দোষে দোষী হইলেও সমাজে চলিবে, তুমি দলাধিপতি নও এজন্য সামান্য দোষে সমাজ চ্যুত হইবে! একি অবিচার! বৈদ্যসমাজের মধ্যে আরো দেখা যায়,—বিলাত সংস্রবীদিগের মধ্যে অনেকে দায়ে পড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে প্রায়শ্চিত্তের কোন ফল নাই? যখন সেই পুত্রের উপার্জ্জনের অংশ লইতেছেন, পুত্র বাটী আসিলে একত্র বসিয়া আহারাদি করিতেছেন, তবে পুত্রকে পরিত্যাগ করিলাম বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন কি? কিন্তু সমাজ এসব বিষয়ে ততো লক্ষ্য রাখেন না। সমাজ সম্বন্ধে এক্ষণে আরো একটী কুপ্রথা দৃষ্ট হইতেছে, আজ কাল উপার্জ্জনের তারতম্য অনুসারে সমাজ তাঁহাকে মান্য করিয়া চলেন। এক জন ঘোর ম্লেচ্ছ, যবনান্নভোজী, কুকর্ম্মচারী ধনী পুরুষ বলিলেন "আমি ব্রাহ্মসংস্রবীদিগের সহিত আহার করিব না।" একজন খ্রীষ্টানসংস্রবী ধনী মহাত্মা কহিলেন "আমি বঙ্গজ সংস্রবীদিগের সহিত আহার করিব না।" সমাজ তাঁহাদিগেরই মত লইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। একবার বিচার করিলেন না যে, যে সমাজ লইয়া বিবাদ হইতেছে সে সমাজের উপযুক্ত ব্যক্তি কেহই নহেন। এই সমস্ত দেখিয়া আমরা বৈদ্যসমাজ সমীপে প্রার্থনা করিতেছি যদি প্রকৃত হিন্দুমতে সমাজ রাখিবার ইচ্ছা হয় আইস সকলে মিলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করি; নচেৎ আর দোষাদোষ বিচারের আবশ্যকতা নাই। যখন দেখা যাইতেছে প্রায় সকলেই কোন না কোনরূপ সংস্রব দোষে আবদ্ধ রহিয়াছেন, তখন আর বৃথা গণ্ড গোলে আবশ্যক কি? ধনমদে মত্ত ব্যক্তিদিগকেও জানাইতেছি, তাঁহারা যেন সমাজসম্বন্ধে সে মত্ততা প্রকাশ না করেন। কারণ, বৈদ্যজাতির মধ্যে ধনী নাই, তবে কেহ বা বড় কেরাণী কেহ বা ছোট কেরাণী, তাহার মধ্যে আবার অধিকাংশ রেলওয়ের। যখন আমরা সকলেই এক মোট ঘাড়ে করিতেছি, তখন একটু মোটা বেতন বলিয়া উন্মত্ত হইলে চলিবে কেন? লোকে উপহাস করিবে যে!!

বশম্বদ

সোমপ্রকাশ

২০ এ পৌষ সোমবার।

প্রেস কমিশনরের পদ।

অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালকদিগের কলিকাতাস্থ শিক্ষাগুরু, গবর্ণর জেনেরলের পদ, তাঁহার সভা এবং প্রেস কমিশনরের পদ এ গুলি থাকা উচিত কি না এই গুলি লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। কিন্তু ঘোর-সন্নিপাতিক-রোগগ্রস্ত হইলে যেমন বলে যমে মানুষে টানাটানি করিতেছে, সম্প্রতি তেমনি প্রেস কমিশনরের পদটী লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছে। কতকগুলি লোক কহিতেছেন পদটী থাকুক, আর কতকগুলি লোক কহিতেছেন পদটী রাখিয়া প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিতেছি প্রেস কমিশনর পোষা আর হাতী পোষা সমান। হাতী পুষিয়া তাহার পালনার্থ যে ব্যয় হয়, তাহার অনুরূপ ফল হয় না। প্রেস কমিশনরের নিজের বেতন ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের বেতন এবং সংবাদ আনাইবার ও সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ প্রভৃতি কার্য্যে গবর্ণ-

মেণ্টের যে বৃহৎ ব্যয় হয়, তাহার অনুরূপ ফল হয় না।

প্রেস কমিশনর যে সকল সংবাদ সমাচারপত্র সম্পাদকদিগকে দিয়া থাকেন, তাহার স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিলেই প্রেস কমিশনরের পদ রাখা উচিত কি না সহজে তাহার মীমাংসা হইয়া আসিবে। প্রেস কমিশনর সচরাচর যে সকল সংবাদ দেন, তাহা এই গবর্ণর জেনরল আলাহাবাদে পীড়িত হইলেন। প্রেস কমিশনর সংবাদ দিলেন, গবর্ণর জেনরলের গত রাত্রি অতি অসুখে গিয়াছে, অথবা তিনি গত রাত্রিতে সুখে নিদ্রা গিয়াছেন। এ সংবাদ দিবার নিমিত্ত প্রেস-কমিশনরের পদের কিছুই প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। দৈনিক সমাচার পত্রের সংবাদদাতা প্রায় সর্ব্বত্রই আছেন। তাঁহারা ঐ সকল সংবাদ সর্ব্বাগ্রে পাঠাইয়া দেন। যুদ্ধ প্রভৃতি প্রধান ঘটনা স্থলেও দৈনিক পত্র সম্পাদকেরা সংবাদদাতা নিয়োজিত করিয়া থাকেন। সেই সংবাদদাতারা যে সংবাদ দেন, প্রেস-কমিশনর তদতিরিক্ত কিছুই নূতন সংবাদ দেন না। গবর্ণমেণ্ট যে সকল সংবাদ গোপন রাখা আবশ্যক বোধ করেন, প্রেস-কমিসনর তাহার প্রচারে অধিকারী নহেন, যদি এরূপ হইল তবে প্রেস-কমিশনর-রূপ হাতী পোষার ফল কি? গবর্ণমেণ্টের অর্থ কৃচ্ছ্রের সময়ে গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার অসঙ্গত ব্যয় করা কোন ক্রমে সঙ্গত হয় না।

ঘটনা স্থলের সংবাদ পাওয়া সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের দুরূহ নয়, উপরে তাহা প্রতিপন্ন করা হইল। তবে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের যে সকল সংবাদ সহজে পাইবার সুবিধা নাই, গবর্ণমেণ্ট যদি ইচ্ছা করেন সেক্রেটারি দ্বারা অনায়াসে সে সকল সংবাদ সমাচারপত্রসম্পাদকদিগের নিকট পাঠাইতে পারেন। তন্নিমিত্ত প্রেস কমিশনরের পদের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্র দর্শনার্থ সমাচার-পত্র সম্পাদকদিগের প্রতি যেরূপ অনুমতি ছিল, সেই অনুমতি দানের ব্যবস্থা হউক এবং গবর্ণমেণ্টের বিশেষ বিশেষ সংবাদ সেক্রেটারি দ্বারা সমাচার পত্র সম্পাদকদিগকে দেওয়া হউক। তাহা হইলে প্রেস কমিশনরের পদ কাজে কাজে নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় প্রেস কমিশনরকে যত সত্বর বিদায় দেওয়া হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়।

প্রেস-কমিশনরের পদের প্রতিষ্ঠাই প্রথমে অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। বৃহৎ ব্যাপার হলে এরূপ অবিবেচনার কার্য্য হওয়া অসম্ভাবিত নয়। উপাদেয় ফল লাভ হইবে বলিয়া অনেক সময় অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু শেষে তাহার উপযোগিতা ও ফলোপধায়িতা সপ্রমাণ হয় না। অতএব সে কার্য্যের অনুষ্ঠান তত দূষিত নয়। কিন্তু যে কার্য্যের একবার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, তাহার বাঞ্ছানুরূপ ফললাভ হউক না হউক তাহার উপযোগিতা থাকুক না থাকুক তথাপি সে কার্য্যটীকে অবিপ্লুত ও অপরিবর্ত্তিত রাখিতে হইবেই হইবে, এ প্রকার দুরাগ্রহই দোষাবহ। প্রেস কমিশনর পদটী যে উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যখন সে ফল লাভ হইতেছে না এবং প্রেস কমিশনরের পদ রাখিয়া এখন যে ফল লাভ হইতেছে অন্য উপায়ে সে ফল লাভের সম্ভাবনা আছে তখন ঐ পদ রাখিয়া বৃথা ব্যয়গ্রস্ত হওয়া ন্যায়পর মিতব্যয়ী বিবেচক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন ক্রমেই উচিত হয় না।

প্রজা ও জমীদারের খাজনা আদায়ের সুবিধা সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়।

করসংক্রান্ত আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত আছে, উহা যদি বিধিবদ্ধ হয়, বঙ্গদেশে একটী মহান্ বিপ্লব উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। কাল পরিবর্ত্তনশীল। কালের অনুবর্ত্তী হইয়া যদি পরিবর্ত্তনে প্রয়াসবান হওয়া যায় অনেক সময়ে মঙ্গল হয় সন্দেহ নাই। পরিবর্ত্তন মঙ্গলদায়ী বলিয়া সকল পরিবর্ত্তনই যে মঙ্গলদায়ী এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নয়। অত্যধিক পরিবর্ত্তন-প্রবৃত্তি নিবন্ধন সময়ে সময়ে অনাবশ্যক পরিবর্ত্তন চেষ্টাও হইয়া থাকে। তাহাতে বিপরীত স্রোতোগমনের ন্যায় কষ্ট ও অনিষ্ট ঘটে। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মত এই, যে পরিবর্ত্তনে উপকার নাই প্রত্যুত অপকার হইবার সম্ভাবনা আছে সে পরিবর্ত্তন না হওয়াই ভাল। আমরা প্রস্তাবিত করসংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে শেষোক্ত অনিষ্টকর পরিবর্ত্তনেরই বড় সম্ভাবনা দেখিতেছি।

ভারতবর্ষীয় সভার প্রস্তাবক্রমে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে প্রজার স্বত্বের উপরে অন্যায় আঘাত ও আক্রমণ না হয় গবর্ণমেণ্টের এই ইচ্ছা। এ ইচ্ছা যে প্রশংসনীয় ও সাধুবাদের যোগ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে উপায়ে প্রজার স্বত্ব দান তাহার রক্ষণ ও তাহার বর্দ্ধন চেষ্টা হইতেছে, সেটী পূর্ণ ও প্রশংসনীয় নহে। গবর্ণমেণ্ট ক্রমে প্রজার স্বত্ব দানের ও স্বত্ব বর্দ্ধনের যে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা ফলোপধায়িনী হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে না। অনেক দুষ্ট কৌশলে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার বৈফল্য সম্পাদন করিবে। এই ক্রমসাধ্য চেষ্টাতে জমীদারদিগকে পদে পদে বেদনযাতনা দেওয়া হইবে। ইহাকে এক প্রকার দুশ্চেষ্টা বলিতে হইবে। এ দুশ্চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া স্বত্ব স্থিরীকরণার্থ এক কালে একটী বিশদ উপায় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। একটী স্থায়ী স্বত্ব স্থির করিয়া দিলে কোন উপদ্রবই থাকে না।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট প্রজার খাজনার হার বৃদ্ধির প্রসঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন, দশ বৎসর অন্তর এক এক কমিশন বসিয়া খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। জমীদারেরা তাহার অতিরিক্ত কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এ প্রস্তাবটী বহুদোষে দূষিত। এ প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য্য হওয়া কোন ক্রমে বিধেয় হয় না। এ ব্যবস্থায় জমীদার ও প্রজা উভয়েরই অনিষ্ট ঘটিবে। গবর্ণমেণ্টও নানাপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত হইবেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যে সাময়িক কর নিদ্ধারণ প্রথা আছে ও আমরা শুনিয়াছি তন্নিবন্ধন জমীদার ও প্রজা কাহারই মঙ্গল ও উন্নতি নাই। বঙ্গদেশে দশ বৎসর অন্তর কমিশন নিয়োগ প্রথা হইলেও সেইরূপ জমীদার ও প্রজা উভয় দলে ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইবে। "দগ্ধে দগ্ধে না মারিয়া একেবারে কাটিয়া ফেল" এই একটী প্রবাদ বাক্য আছে। এ প্রবাদ বাক্য অনুসারে গবর্ণমেণ্টের দশ বৎসর অন্তর কমিশন নিয়োগ প্রস্তাবটী যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যদি জমীর অবস্থা অনুসারে নিকৃষ্ট জমীর ২ টাকার ন্যূন না হয় এবং উৎকৃষ্ট জমীর ৫ টাকার উচ্চ না হয় এরূপ একটী নাকা ধার্য্য করিয়া দেন, জমীদার ও প্রজা কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। জমীদারেরা যদি একথা মনে করেন, খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে তাঁহাদের লাভ, খাজনার উত্তরোত্তর সমধিক বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে, সেটী তাঁহাদের ভ্রম। "আঙ্গুল ফুলিয়া কখন কলাগাছ হয় না।" [illegible] থাকিলে শস্য মহার্ঘ হইয়া প্রজারা কদাচিৎ কোন বৎসরে যেমন লাভবান্ হয়, তেমনি আবার, শস্যের অপ্রতুলতায় বৎসরে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। প্রজারা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করে, তাহাতে তাহাদের যদি কিছু লাভ থাকে থাকুক, তন্নিমিত্ত জমিদারদিগের ঈর্ষা কেন?

গবর্ণমেণ্ট যেন এরূপ সিদ্ধান্ত না করেন যে প্রজারা অতি সৎ ও সরল, জমিদারেরাই সকল অসৎ। বঙ্গদেশে প্রজাদের অনেক অসৎ হইয়াছে। তাহারা একটু সুযোগ পাইলেই একটা হুজুক [illegible]

জয় করুন, সহস্র পারস্যকে স্ববশে আনয়ন করুন তাহাতে যে ফল লাভ হইবে, মিত্র রাজগণের ও প্রজাগণের অনুরাগে তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক ফললাভ করিতে পারিবেন। রুশ যে অক্ষগণ্ডা তাহার অধিকারে যে, সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবার সম্ভাবনা নাই, ভারতের হৃদয়শালী বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিমাত্রেরই সে সংস্কার আছে।

অতএব ভারতবাসীরা রুশের প্রতি পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিবেন না, এটী সিদ্ধান্ত কথা। তবে যদি রাজপুরুষেরা তাহাদিগকে নিতান্ত বিরক্ত করিয়া তুলেন, তাহা হইলেই বিপরীত ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। ক্রোধে মত্ত হইলে লোক দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়। তখন তাহাদিগের নানা সাহেবের ন্যায় দূষিত পথ অবলম্বন করা বিচিত্র ও বিস্ময়কর হয় না।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা এতদিন রুশ ভয়ে ভীত ভীতের ন্যায় যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার এখন আর পরিবর্ত্তনের উপায় নাই। গত শোচনা বিফল। অতঃপর তাঁহারা দূষিত রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া সাহসিকভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করুন এবং নিজ রাজ্যকেই উল্লিখিত উপায়ে দৃঢ়তররূপে অনুরক্ত ও সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা করুন।

বাণিজ্যের স্বাধীনতা।

গত সপ্তাহের মধ্যে এক সঙ্গে দুটী সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। একটী সংবাদ এই, কয়েক মাসের মধ্যে লণ্ডন নগরে নানা দেশের সম্ভ্রান্ত বণিকদিগের একটী প্রতিনিধি সভা বসিবে। তাহাতে বাণিজ্যের স্বাধীনতা বিষয়ের বিচার হইবে। দ্বিতীয় সংবাদ এই, রুশিয়া সম্প্রতি বিদেশ হইতে আনীত সমুদায় দ্রব্যের শুল্ক বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই উভয় সংবাদ একত্র পাঠ করিলে দুই প্রকার বিসদৃশ চিন্তা অন্তরে উদিত হয়।

বাণিজ্যের স্বাধীনতার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই, বিদেশ হইতে আনীত, অথবা স্বদেশ হইতে প্রেরিত কোন প্রকার দ্রব্যের উপর শুল্ক করিলেই বাণিজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া যায়, বণিকদিগের লাভবান হইবার আশা অল্প হয়, সুতরাং তাহাতে বাণিজ্যের উন্নতির ব্যাঘাত করে। ইংলণ্ডে একবার অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া এই স্থির হইয়াছে যে বাণিজ্যকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন রাখা কর্ত্তব্য, তাহাতে দেশের কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণ নাই। রুশিয়া সম্প্রতি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই, তাহারা বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যাদি দুর্মূল্য করিয়া স্বদেশ-জাত দ্রব্যাদির উন্নতি করিবেন। ইহাকে ইংরাজীতে প্রোটেক্সন অর্থাৎ স্বদেশের শ্রমজাত দ্রব্যাদির রক্ষা বলে। কেবল যে রুসিয়া এই পথাবলম্বী, তাহা নহে। অমেরিকা প্রভৃতিও এই রাজনীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছেন। যাঁহারা বাণিজ্যের স্বাধীনতার পক্ষ, তাঁহারা বলেন যদি বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যের উপর শুল্ক হয়, তদ্দ্বারা দেশবাসিদিগেরই ক্ষতি হয়। মনে কর আজ ভারতবর্ষের লোক ৫০ লক্ষ মুদ্রার বিলাতি কাপড় পরিতেছে। যদি আজ গবর্ণমেণ্ট বিলাতি কাপড়ের উপর শতকরা ১০ টাকা শুল্ক বাড়াইয়া দেন, তাহার ফল এই হইবে যে বিলাতি কাপড় শতকরা দশ টাকা মহার্ঘ্য হইবে। লোক বাধ্য হইয়া দেশীয় বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিবে। মনে কর তাহাতে আরও অতিরিক্ত ২০ লক্ষ টাকা বস্ত্রের জন্য পড়িবে। এ বিংশতি লক্ষ মুদ্রা কার গেল? বস্ত্রের জন্য এই বিংশতি লক্ষ না পড়িলে এ টাকা কি অন্য অনেক কার্য্যে লাগিতে পারিত না? অতএব বাণিজ্যের স্বাধীনতাতে দেশের লোকেরই লাভ এই যুক্তিটীর মর্ম্ম গ্রহণ করিলেই পাঠকগণ মাঞ্চেষ্টরের বণিক সম্প্রদায়ের উক্ত কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা যে সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন বিলাতি বস্ত্রের শুল্ক তুলিয়া দিলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়ের লাভ, তাহার তাৎপর্য্য এই।

এখন প্রশ্ন এই অপর সকলেরা এই রাজনীতির অনুসরণ করেন না কেন? যে দ্রব্য স্বদেশে প্রস্তুত করা বহুব্যয়সাধ্য সে দ্রব্য বিদেশ হইতে আনিতে তাহাদের আপত্তি কেন? তাহাতে বাধা উপস্থিত করিলে যে প্রকারান্তরে প্রজাদিগকে অধিক মূল্য দান করান হয় তাহা কি তাঁহারা বুঝিতে পারেন না? ইহার মধ্যে যুক্তি আছে। যে দেশ যে [illegible] উৎপত্তির অনুকূল নহে, সে দ্রব্য যদি বিদেশ আনীত হয় তাহাতে লোকের বাস্তবিক [illegible]। ইংলণ্ডে উত্তম ধান্য জন্মে না সুতরাং [illegible] করিতে যে ধান্যের প্রয়োজন হয়, তাহা স্বদেশে উৎপন্ন করিবার প্রয়াস না করিয়া বিদেশ হইতে আনিবার সুবিধা করা বুদ্ধির কার্য্য। কিন্তু মনে কর ভারতবর্ষে অনেক লোমশ পশু আছে, কিন্তু লোকে সেই সকল লোম হইতে সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট শীত বস্ত্র প্রস্তুত করিতে অদ্যাপি শিক্ষা করে নাই। এইরূপ অবস্থায় যদি বিদেশের উৎকৃষ্ট শীতবস্ত্র সকলকে এদেশে আনিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে সে কৌশল আর শিখিবার অবসর হইবে না। সুলভ দ্রব্য বাজারে থাকিতে লোকে কখনও দেশীয় দুর্মূল্য দ্রব্য ক্রয় করিবে না। এরূপ স্থলে যদি কিছুদিন ভার আপন করিয়া বিদেশীয় শীতবস্ত্র সকল দুর্মূল্য করিয়া দেওয়া যায়, লোকে বাধ্য হইয়া স্বদেশজাত বস্ত্র সকল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। স্বদেশজাত বস্ত্রের ব্যবসায়ে লাভ হইতে থাকে, লোকে তাহার উন্নতি সাধনে অগ্রসর হয় এবং অচিরে কৌশল শিক্ষা করে। তৎপক্ষে বিদেশীয় দ্রব্যের শুল্ক তুলিয়া দিলে স্বদেশের ক্ষতি হই[illegible]। বিদেশীয় দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিলে য[illegible] আপাততঃ দেখিতে প্রজার ক্ষতি কিন্তু পরে সমুদায় ক্ষতি পূরণ হইয়া লাভ হয়। এই [illegible] অনুসরণ করিয়াই আমেরিকা প্রভৃতি কার্য্য [illegible] থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ কোন্ কোন্ দ্রব্যের জন্য পর[illegible]পেক্ষী হওয়া উচিত? অন্ন বস্ত্রের জন্য পরাপেক্ষা যত কম হয়, ততই ভাল। ইং[illegible] সহিত যখন আমেরিকার যুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়া তখন আমেরিকাবাসিদিগের একটী মহৎ কষ্ট [illegible]স্থিত হয়। তৎপূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতেই আমেরিকাবাসিদিগের অধিকাংশ শীত বস্ত্র যাইত। [illegible] উপস্থিত হওয়াতে উভয় স্থানের বাণিজ্যের সকলের গতিবিধি বন্ধ হইল। আমেরিকাবাসিদিগের ভয়ানক বস্ত্রের কষ্ট উপস্থিত হইল। এরূপ শুনা যায়, আমেরিকার গবর্ণমেণ্টকে সে সময়ে রাজবিধি [illegible] বন্ধ করিতে হইয়াছিল। তদ[illegible] আমেরিকা বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিয়া স্বদেশজাত [illegible] উন্নতি সাধন করিয়াছেন। অদ্য ভারতবর্ষ হইতে [illegible] আমেরিকাতে বস্ত্র প্রস্তুত হইত, এক্ষণে [illegible] উৎকৃষ্ট [illegible] প্রস্তুত করা হই[illegible] আমাদিগের মতে স্বাধীন বাণিজ্যের মত ভারত[illegible] [illegible] কোন প্রকারে খাটে না। [illegible] [illegible] ভারতবর্ষে [illegible] এমন কেহ নাই।

কানপুরস্থ আমাদের আত্মীয়ের একটী ব[illegible] [illegible] যে সকল বাঙ্গালি বালিকা ও রমণী[illegible] [illegible], তাঁহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না বলিয়া [illegible] করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার [illegible] বক্তব্য আমরা সেই পত্রখানি নিম্নে প্রকাশ করিলাম। তিনি বলেন কানপুরে যে সকল বাঙ্গালি আছেন, তাঁহাদের স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে যত্ন নাই। কিন্তু এদেশে উত্তমরূপ স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে। তিনি [illegible]

না। তিনি বঙ্গদেশের অবস্থা বিশেষরূপ অবগত। অতএব তাঁহার এ প্রকার সংস্কার হওয়া [illegible]র্গিক নয়। আমরা এক্ষণে স্বীকার করিতেছি, বঙ্গদেশের [illegible]ক্ষার অবস্থা মন্দ নহে, কিন্তু যাহাকে শিক্ষা বলে, যাহাতে মনের হৃদয় মার্জ্জিত হয়, যাহাতে হৃদয়ের উন্নত ভাব জন্মে; যাহার বলে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ন্যায় অন্যায় জ্ঞান জন্মে সে শিক্ষা [illegible]য়। সে শিক্ষা জন্মিলে বঙ্গবাসীরা অতুল [illegible]রিক ও পারিবারিক সুখভোগে অধিকারী [illegible]ন।

আমরা স্ত্রীশিক্ষার কয়েকটী প্রতিবন্ধক দেখি[illegible]। প্রথম, বাল্য বিবাহ। এই বাল্য বিবাহ [illegible]ন দিন প্রচলিত থাকিবে স্ত্রীগণের নিয়মিত শিক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্র আছে—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌ গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥

অষ্টবর্ষীয়া কন্যাকে গৌরী, নববর্ষীয়াকে রোহিণী [illegible]শম বর্ষীয়াকে কন্যা বলে। তাহার পর রজস্বলা।

অনেকে অষ্টম বর্ষেই কন্যার বিবাহ দেন। [illegible]ন বড় গোলমাল, তিনি দশম বর্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা [illegible]রিতে পারেন। তাহার পর কন্যার বিবাহার্থ [illegible]ন্ত অধীর হইয়া পড়েন। দশম বর্ষে কন্যার [illegible]বাহ হইল। সেই বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে কন্যার [illegible]দ্যালয়ে গমনও বন্ধ হইয়া গেল। এ অবস্থায় [illegible]মত শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা কি?

পিতৃগৃহে শিক্ষা আরম্ভ করিয়া স্বামিগৃহে গিয়া তাহার অনুশীলন করিতে পান, সেই শিক্ষা [illegible]মে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু স্বামিগৃহে শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি লাভের একটী বিঘ্ন [illegible]। বাল্যবিবাহ নিবন্ধন পুরুষেরা কৃতকর্ম্মা [illegible]য়েই পরিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং [illegible]বং পিতা মাতা জীবিত থাকেন, তাবৎ তাহা[illegible]দিগকে তাঁহাদেরই মতের অধীন ও অনুবর্ত্তী হইয়া [illegible]কিতে হয়। তাহারা যে স্বাধীন ভাবে ইচ্ছামত [illegible]ন আপন স্ত্রীর শিক্ষাকার্য্যের বন্দোবস্ত করিবে [illegible] থাকে না। অনেকেরই শিক্ষা এই কারণে [illegible] হইয়া যায়; সুতরাং তাহারা পিতৃগৃহে যে যৎ[illegible]ঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়া আইসে আলোচনার [illegible]ভাবে ক্রমে তাহা বিস্মৃত হইতে থাকে।

অনেকের আবার অবস্থা একান্ত মন্দ। সুতরাং তাহাদের স্ত্রীগণ সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া [illegible] অবসর পায় না যে অধ্যয়নে মনোনিবেশ [illegible] পারে। অবস্থা মন্দ হইবারও কারণ এই [illegible]রা উপার্জ্জনক্ষম ও কার্য্যক্ষম লোক হইয়া বিবাহ করে না। সুতরাং তাহাদের স্ত্রীগণ সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পায় না। মন সুস্থির ও অবসর যদি না রহিল, পাঠে প্রবৃত্তি জন্মিবার ও অধ্যয়ন কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার সম্ভাবনা কোথায়?

সাধারণেও হিন্দুসমাজের সকলে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা বুঝিতে পারেন না, অধিকাংশ লোকে স্ত্রীশিক্ষা হইতে অনিষ্টেরই আশঙ্কা করিয়া থাকেন। সুতরাং যাহাদের অবস্থা ভাল তাহাদের স্ত্রীগণের অবসর থাকে তাহারাও স্ব স্ব কলত্র ও কন্যাদিগকে অধ্যয়ন কার্য্যে বিনিয়োজিত করে না। এইরূপ নানা কারণে ভারতে স্ত্রীশিক্ষার বিঘ্ন ঘটিতেছে। অনেকে বলেন বঙ্গদেশের স্ত্রীগণের সুশিক্ষা হইতেছে কিন্তু আমরা বুঝিতেছি সেটী জনরব মাত্র। অনেক ইউরোপীয় ভ্রমে পতিত হইয়া মনে করিয়া থাকেন বঙ্গদেশে উত্তম স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে। সে দিন সার রিচার্ড টেম্পল বক্তৃতাকালে একথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। অন্য অন্য ইউরোপীয়েরাও সময়ে সময়ে এতদ্বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া বঙ্গদেশের প্রশংসা করেন। কিন্তু আমাদিগের এটী ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া বোধ হয়। যে গুলি স্ত্রীশিক্ষার বিঘ্ন, আমরা তাহার কতক গুলির উল্লেখ করিলাম, যাবৎ সেই বিঘ্নগুলি তিরোহিত না হইবে তাবৎ ভারতীয় রমণীগণের রীতিমত শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা নাই। পুরুষেরা যদি কৃতকর্ম্মা ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ের কুসংস্কার দূরীভূত হয় তাহা হইলে শীঘ্র স্ত্রীশিক্ষা পুষ্করাবর্ত্ত মেঘমালার ন্যায় ভারত গগনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলে। আমরা যে পত্রের প্রসঙ্গে এ কথাগুলি বলিলাম তাহা এই—

"সৃষ্টি সৃজন কর্ত্তা পরমেশ্বর নর নারীকে সমান মানসিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন এবং তজ্জন্য উভয়েই সমান বিদ্যা বুদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম কিন্তু এদেশীয় স্ত্রীগণ শিক্ষাভাবে তাহাদিগের বুদ্ধি বৃত্তি মার্জ্জিত না হওয়াতে নিতান্ত হীনাবস্থায় রহিয়াছেন। যদি উঁহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায় তাহা হইলে তাঁহারা কোন ক্রমেই পুরুষগণ অপেক্ষা ন্যূন নহেন ইহা বিবেচনা করিয়া বঙ্গদেশে অনেকেই স্ত্রী শিক্ষার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের যত্ন সফল হইতেছে, কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় বাঙ্গালিগণের তাদৃশ আস্থা না থাকায় এ প্রদেশীয় বালিকাগণের কিছু মাত্র বিদ্যা শিক্ষা হয় না কেবল জানানা মিসনের অনুগ্রহে অক্ষর পরিচয় হইয়া উপন্যাস ও নাটকাদি পঠনের শক্তি জন্মে। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার ফল লাভ হয় না। এই সকল কেবল অভিভাবকদিগের অযত্নের ও উত্তম শিক্ষকের অভাবের ফল। যদি অভিভাবকগণ স্বীয় স্বীয় বালিকাগণের শিক্ষার্থ যত্নবান হইয়া পরস্পর সাহায্য প্রদান পূর্ব্বক সুশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে অনায়াসে শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। এখানে ন্যূনাধিক প্রায় ২০০ শত বাঙ্গালি বসতি করেন। ইঁহারা সকলে উৎসাহী হইলে একটা বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া কোন ক্রমেই কঠিন হয় না। অতএব ভদ্র মহাশয়গণের সমীপে প্রার্থনা এবিষয়ে কথঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে সাধারণের যথেষ্ট উপকার হইবে। এখানে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহায্যে বালকগণের বঙ্গভাষা শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পাদন হইতেছে কিন্তু ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে যে বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কেহই চেষ্টিত নহেন।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের যেরূপ অবস্থা তজ্জন্য তাহাদিগকে বাল্যাবস্থায় শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক কেন না দশম বর্ষ উত্তীর্ণ হইলেই তাহাদের বিবাহ হয় এবং তদবধি তাহারা গৃহিণী হইয়া গৃহধর্ম্মে নিযুক্ত হয় এ জন্য তৎকালে তাহাদের সুবিধা ও অবকাশ দুইয়ের সম্পূর্ণরূপে অভাব হইয়া উঠে। স্থানীয় অনেক স্বদেশানুরাগী মহোদয়গণ বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত সভা সংস্থাপন ও পুস্তকাদি সংগ্রহ প্রভৃতি সদনুষ্ঠান দ্বারা দেশের হিত চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু যে পর্য্যন্ত নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে স্ত্রী বিদ্যার উন্নতি না হইবে তাবৎ দেশোন্নতির আশা কোথায়? যদি উক্ত মহাশয়গণ যথার্থ দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী হন, তবে স্থানীয় অভাবটী পূর্ণ করিয়া বঙ্গবালাদিগের দুঃখ দূর করিতে যত্নবান হউন, ইহাই একান্ত মনে প্রার্থনা।"

হিন্দুসমাজের এক্ষণকার অবস্থা।

পাঠক প্রেরিত স্থলে দেখিবেন একজন পত্রপ্রেরক বৈদ্যসমাজের অবস্থাদোষের উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। কেবল বৈদ্য সমাজের কেন যাবতীয় হিন্দু সমাজেরই তুল্য দশা ঘটিয়াছে। সামাজিক বিপ্লব তীব্র বিষের ন্যায় সমাজের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া উহাকে একান্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। কোন সমাজই আর সেই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের হিন্দু সমাজ নাই। এখন আর প্রায় কেহ ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু ভক্ষণে সুতহানির শঙ্কা করেন না। হাঁচি ও টিকটিকিও আর কাহার গমনোদ্যোগ নিবারণ করিতে পারে না। সিদ্ধিদাতা

গণেশও আর যাত্রা কালে স্মৃত ও পূজিত হন না। আহার দোষ ও অন্ন বিচার এখন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। পূর্ব্বে যে শূদ্রে দর্শন করিলে যে ব্রাহ্মণের অন্ন দুষ্ট ও পরিত্যাজ্য হইত, সেই ব্রাহ্মণ এখন সেই শূদ্রের উচ্ছিষ্ট পাত্রের প্রসাদভোজী হইয়াছে। নিত্য কর্ত্তব্য সন্ধ্যা বন্দনাদির বন্ধন শ্লথ হইয়াছে, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের সহিত এখন দেখা সাক্ষাৎ হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। এখন যবনের গায়ের বাতাস লাগিলে স্নান করে এরূপ লোক আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন রেলগাড়ীতে যবন ও মহাকুলীন ব্রাহ্মণ অঙ্গসংলগ্ন হইয়া গমন করিতেছেন। গাড়ীতে উভয়েরই আহার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। ইংরাজী লেখাপড়ার যত চর্চ্চা বৃদ্ধি ও উন্নতি হইবে, ততই হিন্দুসমাজ মধ্যে ঐ সকল বিপ্লবেরই অধিক প্রাদুর্ভাব হইবে। মুসলমানেরা ঘোরতর বারি প্রহার দ্বারা যে বিপ্লব ঘটাইতে পারে নাই, এক ইংরাজীশিক্ষা ও রেলওয়ে নিঃশব্দপদসঞ্চারে সেই বিপ্লব ঘটাইয়াছে।

যাঁহারা দলাদলি করিয়া হিন্দু সমাজের আচারভ্রষ্টদিগের দমন করিবার চেষ্টা পান এবং হিন্দু সমাজের দোষ সংশোধন করিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ রাখিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা নিতান্ত সাধু। এখন হিন্দু সমাজের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত হইয়াছে। এখন আর ঔষধ দিয়া প্রতীকার করিবার সম্ভাবনা নাই। এখন কালকৃত বিপ্লব স্রোতে গা ঢালিয়া চলিতে হইবে। যাঁহারা বিপরীত স্রোতোগামী হইবেন, তাঁহারাই যে কেবল অপদস্থ ও অপদস্থ হইবেন এরূপ নয়, তাঁহাদের হইতে হিন্দু সমাজেরও মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে।

আমরা যে অনিষ্টের কথা কহিতেছি সেটা সামান্যও নহে। পূর্ব্বের মত পীড়াপীড়ি করিতে গেলে হিন্দু সমাজের ক্রমে সারবান্ ও প্রধান অঙ্গগুলি বিকল হইয়া উঠিবে। পূর্ব্বকার লোকেরা যে আচার ব্যবহারকে হিন্দু সমাজের জীবন স্বরূপ জ্ঞান করিতেন, সে আচার ব্যবহার এখন শিক্ষিত দলের লক্ষপ্রতিষ্ঠ নয়। যাঁহারা সেই আচার ব্যবহার রক্ষায় দৃঢ়তর যত্নবান হন, শিক্ষিত দল তাঁহাদিগকে অজ্ঞ বলিয়া উপহাস করেন। এরূপ অবস্থায় শিক্ষিত দলকে যদি পূর্ব্ব আচারনিষ্ঠ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়, বন্ধনরজ্জু ছিন্ন হইয়া যাইবে। শিক্ষিতদল সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে দূরে প্রস্থান করিবেন। হিন্দু সমাজ যদি শিক্ষিতদলে বঞ্চিত হন, তাহা হইলে সারভূত অঙ্গবিহীন হইবেন। এক্ষণকার শিক্ষিত হিন্দুরাই সারভূত অঙ্গ স্বরূপ। অতএব এখনকার কর্ত্তব্য এই, যাঁহারা হিন্দু সমাজের প্রধান, তাঁহারা মিলিত হইয়া এক্ষণকার কালোপযোগী ব্যবস্থা করুন। সময়ে সময়ে হিন্দু সমাজে বরাবর কালোপযোগী পরিবর্ত্ত হইয়া আসিয়াছে। অতি প্রাচীন কালের আর্য্যেরা পোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রে গমনাগমন করিতেন এবং চতুর্ব্বর্ণে বিবাহ ও চতুর্ব্বর্ণের অন্ন ভোজন করিতেন। তাঁহার পরিবর্ত্তী পণ্ডিতেরা এইসকল ব্যবহারে দোষ বিবেচনা করিয়া রহিত করিয়া দেন। "সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং"। ইত্যাদি রঘুনন্দনধৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন দর্শন করিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন। এখন আবার উহার পরিবর্ত্ত করিবার কাল উপস্থিত হইয়াছে। এখনকার মনীষীরা এখনকার উপযোগী বিধি বিধান করুন। এখন দলাদলি কেবল চলাচলি হইয়া উঠিবে।

বৈদিক সময়ের আর্য্যেরা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া যে সকল বিধি প্রচলিত করেন, পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা তাহাতে দোষ বিবেচনা করিয়া তাহা যে রহিত করিয়া দেন তাহার প্রমাণ এই:—

কলৌ অসবর্ণায়া অবিবাহ্যত্বমাহ বৃহন্নারদীয়ং।
সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা।
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ।
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধশ্চ তথা মখং।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ।
মাংসাদনং গোমহিষাদেঃ। হেমাদ্রিপরাশর ভাষ্যয়োরাদিত্যপুরাণং।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তি দত্তকন্যা প্রদীয়তে।
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়িদ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্মযুদ্ধে নিহিংসনং।
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশোবিধিদেশিতঃ।
বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষমঘসংকোচনং তথা।
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং।
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।
দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্।
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদিক্রিয়াপি চ।
ভৃগ্বগ্নিমরণঞ্চৈব বৃদ্ধাদিমরণং তথা।
ইত্যাদীনাভিধায় এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং।
কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ।"
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবৎ ভবেৎ।

কলিতে অসবর্ণা কন্যা যে বিবাহ্য নয় বৃহন্নারদীয় পুরাণ সে কথা কহিতেছেন। যথা সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলু ধারণ, অসবর্ণ কন্যার বিবাহ, জ্যেষ্ঠের স্ত্রীতে দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্ক দিবার নিমিত্ত পশুবধ, শ্রাদ্ধ স্থলে গো মহিষাদির মাংস ভোজন, বানপ্রস্থ আশ্রম, দত্তা কন্যার অপরকে পুনর্দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ, হিমালয়াদিতে গমন করিয়া দেহ ত্যাগ, গোমেধ যজ্ঞ, পণ্ডিতেরা কলিযুগে এই ধর্ম্মগুলিকে পরিত্যাজ্য বলিয়াছেন। হেমাদ্রি ও পরাশরভাষ্য ধৃত আদিত্য পুরাণেও এই সকল বিষয়ের ও অন্যান্য বিষয়েরও নিষেধ করিয়াছেন। যথা—দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলু ধারণ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্ত কন্যার পুনর্দান, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অসবর্ণা বিবাহ, ধর্ম্ম যুদ্ধে আততায়ী (বধোদ্যত) ব্রাহ্মণের হিংসা, বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ, চরিত্র ও বেদজ্ঞান নিবন্ধন অশৌচ সংকোচ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাপের সংসর্গ দোষ, মধুপর্ক দানার্থ পশু বধ, দত্তক এবং ঔরস ভিন্ন অপরকে পুত্ররূপে পরিগ্রহ, শূদ্রের মধ্যে দাস, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরি ইহাদিগের অন্ন ভোজন, অতি দূরে তীর্থসেবা, শূদ্রকৃত ব্রাহ্মণাদির পাকক্রিয়া ভৃগু হইতে পতিত হইয়া বা অগ্নি প্রবেশ করিয়া মরণ, বৃদ্ধাদির মরণ, এই সকল কহিয়া বলা হইতেছে কলির প্রথমে মহাত্মা পণ্ডিতগণ লোক রক্ষার্থ ব্যবস্থা পূর্ব্বক এই কর্ম্মগুলির নিষেধ করিয়াছেন। সাধুদিগের নিয়মও বেদবৎ প্রমাণ হয়।

পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যেমন সমাজের মঙ্গল হইবে মনে করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব আর্য্যগণকৃত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তেমনি এখনকার সমাজ-বৃদ্ধদিগেরও কতকগুলি বিষয়ের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

রোম ২৫ এ ডিসেম্বর। পোপ আয়র্লণ্ডের শোচনীয় অবস্থার বিষয় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি সম্ভব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে এই গোলযোগে শান্তির পরামর্শ দিয়াছেন এবং পাদরী ও প্রজাদিগকে বলিয়াছেন বিদ্রোহী ব্যক্তিদিগের সহিত দরিদ্রগণ যাহাতে মিলিত হইতে না পারে সর্ব্বদা সে চেষ্টা করা উচিত।

মিউনিচ ২২ এ ডিসেম্বর। একজন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান দ্বারা একপ্রকার সুন্দর নীল প্রস্তুত করিতেছেন ইহা ভারতবর্ষীয় নীলের সমকক্ষ।

লণ্ডন ২৭ এ ডিসেম্বর। নেটাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে পচেফষ্ট্রম নামক স্থানে যে সকল গাড়ি বোয়ার্স জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জলমগ্ন

[illegible] সরের মাথায় কাঁটাল [illegible] কোপ [illegible] করিতেছেন অর্থাৎ [illegible] দিগের রক্ত শোষণ করিয়া নাম [illegible] অভিপ্রায়ে এই মোটা টাকা [illegible] দিয়াছেন। সমাচার পত্রে দেখা [illegible] দেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট এই [illegible] যে, অঙ্গীকৃত দান যদি গ্রহণ [illegible] তাহাদিগের মাথায় পা দিয়া [illegible] হইবে। এতদ্ভিন্ন অনেক প্রজা তাঁহার উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া আবেদন করিয়াছিল। [illegible] বিচারপতি মার্ক সাহেব এই বিষয়ের [illegible] অনুসন্ধান করিয়া এক রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে মার্ক সাহেবের অনুসন্ধানে প্রজারা যে সকল অত্যাচারের উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। নফর বাবু নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই দান স্বীকার করিয়া গিয়াই নাকি তাঁহার দেওয়ানকে দুই বৎসরের মধ্যে ঐ টাকা তুলিয়া দিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি নফর বাবুই ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু যাহারা ঐ প্রকার দান করেন তাহাদিগের অধিকাংশই নফর বাবুর ন্যায় প্রজাদিগকে পীড়ন করিয়া লইয়া থাকেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর দুইদল দেশীয় পদাতিকসৈন্যকে সাঁওতাল পরগণায় যাইতে আদেশ দিয়াছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধান উত্তেজক ডুম্বার মাঝি হাজারিবাগের নিকট ধৃত হইয়াছে।

ইংরাজদিগের কাণ্ডই অপূর্ব। এডিনবরার মিসেস কার্টার নামক এক বিবি তাঁহার স্বামীর নামে সেসন আদালতে এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবার অল্প কাল পরেই তাঁহার এক কন্যার প্রণয়ে মত্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিচারপতি কার্টার সাহেবকে বিবি কার্টারের জীবিকা নির্বাহার্থ বার্ষিক দুই হাজার টাকা প্রদানের আদেশ দিয়াছেন। পিতা কন্যার প্রণয়ে মুগ্ধ! এ কথা শুনিলেও চক্ষু [illegible] পড়ে।

[illegible] লোকে কাবুল যুদ্ধে জেনেরল রবার্টের বীরত্ব দেখিয়া তাঁহাকে খুব বাহাদুরী দিতেছেন। অনেকে তাঁহাকে কাবুল হইতে কান্দাহার যাত্রার পুরস্কার স্বরূপ ৫০০০০ টাকা দিবার জন্য পার্লামেণ্টকে অনুরোধ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আমরা শুনিতে পাই সেনাপতি রবার্টের বীরত্ব অপেক্ষা চতুরতাই অধিক কার্য্যকারী হইয়াছে।

ইংলণ্ডে আত্যন্তিক বরফ পাত ও ঝড় হইয়া জল প্লাবন হইয়াছে। [illegible] কি অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রকাশ পায় নাই।

হাইদরাবাদের নিজামের [illegible] ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদকের নামে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

আমেরিকায়ও অত্যন্ত বরফপাত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন শীতেরও আত্যন্তিক বৃদ্ধি হইয়াছে।

জাপানে অতি আশ্চর্য্য চৌর্য্য হইয়া গিয়াছে। এক দিবস টোকিও হইতে ইওকোহামায় তারে এই সংবাদ যাইল যে, টেলিগ্রাফের ডাইরেক্টর আড়াই লক্ষ ডলর দিবার আদেশ করিয়াছেন। যাহাকে ঐ ডলর দিবার আদেশ হয়; সে আবেদন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহাকে টাকা দেওয়া হইল, কিন্তু পরে প্রকাশ হইল সমুদয়ই প্রতারণাকাণ্ড। কে সংবাদ পাঠাইল, কে বা টাকা লইল তাহার কিছুই স্থির হয় নাই। ঐ সংবাদ প্রেরণের পরই কিয়দ্দূরের টেলিগ্রাফ লাইন কাটিয়া ফেলা হয়। টাকা পাওয়া যাউক না যাউক জাপানদেশীয় প্রতারকে এই অদ্ভুত প্রবঞ্চনা কাণ্ড করিল, তাহা জানিতে পারিলেও অনেক সন্তোষলাভ হয়।

চার্লস ক্লার্ক নামক এক জন ইংরাজ ১৮৭৮ অব্দে ১ লা ফেব্রুয়ারি তাঁহার স্ত্রীকে সেফিল্ড নিবাসী পিটার স্কট নামক এক ব্যক্তির নিকট ১০ বিক্রয় করেন। তাঁহাদিগের এই বন্দোবস্ত হয়, যত দিন পিটার জীবিত থাকিবেন ততদিন তিনি তাহার স্ত্রীর জন্য দাওয়া করিবেন না। পিটারের মৃত্যু হইলে চার্লস ডাউএন্স নামক এক ব্যক্তি ঐ স্ত্রীকে নয় পেন্সে ক্রয় করে, এক্ষণে পূর্ব্ব নিয়ম পত্রের মর্ম্মানুসারে চার্লস ক্লার্ক পুনরায় তাহার স্ত্রী পাইবার জন্য আদালতে নালিস করিয়াছে।

পারনামবিউকো হইতে সংবাদ আসিয়াছে কেবারিবাম নিবাসী জোবাকুইন মরিয়ো নামক এক ব্যক্তি ২৯ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় পাণিগ্রহণ করেন। এক্ষণে তাহার বয়স ১০৮ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে তাহার ৩৩ টী পুত্র কন্যা জন্মে। উহাদিগের আবার সন্তান সন্ততিতে এক্ষণে ২৩৩ টী পরিবার হইয়াছে।

নেপালের প্রধান মন্ত্রী সর রণদীপ সিংহ বাহাদুর জগন্নাথ দর্শনার্থ জগন্নাথক্ষেত্রে যাইতেছেন। তিনি তথায় পনর দিন থাকিবেন এরূপ সম্ভাবনা আছে। ১৫ দিন পরে কলিকাতায় আসিয়া গবর্ণর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রামেশ্বরে গমন করিবেন।

ইংলণ্ড আফগান যুদ্ধের কিয়দংশ দিবেন বলিয়া যে অঙ্গীকার করেন। টাইমস পত্র বলেন সেই অঙ্গীকার প্রতিপালনার্থ পাঁচ কোটি টাকা দেওয়া স্থির হইয়াছে।

সার জেমস কলবিলের নাম বোধ হয় অনেকে আজিও বিস্মৃত হন নাই। তিনি কলিকাতা সুপ্রিম কোর্ট হইতে গিয়া ইংলণ্ডের প্রিবিকৌন্সিলের জজ হইয়াছিলেন। গত ৬ ই ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি একজন উপযুক্ত বিচারপতি ছিলেন। তিনি বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন পাইতেছিলেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনর ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টগণের প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন ভারতবর্ষের যে যে জাতি মধ্যে মধ্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া থাকে তাহাদিগের সংখ্যা প্রভৃতি বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে এবং প্রত্যেক জেলার পুলিসে উক্ত কাগজ পত্র রাখিতে হইবে।

যদি রুশের সহিত চীনের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে তাহা হইলে রুশরাজের তৃতীয় পুত্র ডিউক এলাক্সিস একদল যুদ্ধ জাহাজের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে উপনীত হইবেন।

লোকসংখ্যা করিবার জন্য যে সকল ফরম মুদ্রিত করিতে হইবে বিখ্যাত সাবান বিক্রেতা এ, এফ পিয়ার্স সাহেব তাহা বিনা মূল্যে ছাপাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন তবে ঐ ফরমের পৃষ্ঠে তাহার সাবানের বিজ্ঞাপনটী রাখিতে হইবে। উপায়টী মন্দ নহে। এরূপ করিলে পিয়র্স সাহেবের বিজ্ঞাপন দিবার পয়সা বাঁচিয়া যাইবে এবং সেই সুযোগে বিনা ব্যয়ে গবর্ণমেণ্টের ফারমও ছাপা হইবে।

৩ রা জানুয়ারি লার্ড রিপনের এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিবার কথা শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু তাঁহার শরীরের অবস্থা যেরূপ শুনিলাম তাহাতে তাঁহার এত সত্বর কলিকাতায় আসিবার পথশ্রম স্বীকার করা উচিত হয় না। এখনও তিনি সবল হইতে পারেন নাই। পরিশ্রম করিলে পাছে পুনরায় পীড়িত হন এ শঙ্কা বিলক্ষণ আছে। অতএব আমাদের বিবেচনায় তাঁহার আর কিছু দিন এলাহাবাদে থাকা উচিত।

অনরেবল এ রিভার্স টমসন সি, এস, আই ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে এলাহাবাদে গবর্ণর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি শীঘ্র কলিকাতায় আসিয়া স্বপদ গ্রহণ করিবেন।

ইংলণ্ডে স্ত্রীশিক্ষা দৈনন্দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। এমন কি পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বিদ্যানুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রিষ্টল কলেজ হইতে ছাত্র ও ছাত্রীতে ৫০০ জন পরীক্ষা দেয় কিন্তু উহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অর্দ্ধেকেরও অধিক।

২৫ এ ডিসেম্বর বেলা আট ঘটিকার সময় কলিকাতায় জুলজিকাল গার্ডনে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা রেলওয়ে শকট পরিচালিত হইয়াছিল। এই অপূর্ব্ব ঘটনাস্থলে আমাদিগের মাননীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর উপস্থিত ছিলেন।

ষ্টেট-সেক্রেটারি বার্ষিক ৩॥০ টাকা সুদে ৩৫০০০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়া টেণ্ডার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুদ তিন মাস অন্তর ইংলণ্ডীয় ব্যাঙ্ক হইতে প্রদত্ত হইবে। ১৯৩১ অব্দের ৫ ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত টাকা পরিশোধ করিবেন।

পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে এক বিঘা জমিতে এক শত টন জল প্রবেশ করিলে তবে তাহার উপর এক ইঞ্চি পরিমাণ জল দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট গত রবিবার সার রনদীপ সিং রাণা বাহাদুরকে ৪০ মণ মিষ্টান্ন ৫০ মণ চাউল ২০ মণ আটা ৫ টা মৎস্য কএকটা পাঁটা কাষ্ঠ মসলা ইত্যাদি দিয়া ৪ হাজার টাকা মূল্যের একটী সিদা ও নগদ ৩ হাজার টাকা দিয়াছেন।

কুরসং হইতে সোণাদহ পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে খোলা হইয়াছে। এই দুই স্থানের দূরতা ১০ মাইল। সোণাদহ হইতে দারজিলিংও দশ মাইলের অধিক হইবে না। বোধ হয় আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ব্বে এই দুই স্থানের মধ্যে ট্রামওয়ে খোলা হইবে।

লাহোর ওরিয়েণ্টাল কালেজের যে কোন দেশীয় বালক উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন এবং যিনি বিজ্ঞানে ভাল হইবেন, তাঁহাকে পুরস্কার দিবার জন্য কপূর্থলার সর্দ্দার বিক্রম সিংহ এগার শত টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা সোণারপুর রেলওয়ের কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের যেরূপ গতিক্রিয়া দেখিতেছিলাম, তাহাতে যে উহা ডিসেম্বরের ভাঙ্গা ভাঙ্গি কয়টা দিনে আরব্ধ হইবে এমন বোধ হয় নাই। যাহা হউক, এখন মাটী পড়া আরম্ভ হইয়াছে। জানি না কত দিনে শেষ হয়। তবে গাড়ি না চলিলে বিশ্বাস নাই।

পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ের গুড্স বিভাগে যাহারা কর্ম্ম করেন নব বর্ষের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগের নিয়মাতিরিক্ত সময়ের খাটনীর মূল্য দেওয়ার বন্দোবস্ত তুলিয়া দিতেছেন। যে কর্ম্মচারীকে নিয়মাতিরিক্ত খাটিতে হইবে যে কয় ঘণ্টা তিনি খাটিবেন, সেই কয় ঘণ্টা তিনি ছুটী পাইবেন। এতদ্ভিন্ন সচরাচর স্টোপ ছুড়িবার জন্য ইংরাজ অথবা ফিরিঙ্গিকে অধিক বেতন না দিয়া অল্প বেতনে দেশীয় লোককেও নিযুক্ত করা হইবে।

গ্লাডষ্টোন সাহেব মদের শুল্ক কমাইবার সংকল্প করিয়াছেন। যে কম করা হইয়াছে, তাহাতেই মাতাল পাযে ঠেকিতে আরম্ভ হইয়াছে। আরো কম! বোধ হয় রাজপুরুষেরা সমুদায় ভারতকে মাতাল না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না।

আমাদিগের গবর্ণর জেনেরল রিপন সাহেব ৩ রা জানুয়ারি কলিকাতায় আগমন করিবেন।

মাদ্রাজের লোকেরা ডিউক অব বকিংহামকে ইংলণ্ড গমন কালে প্রস্তর নির্ম্মিত একটী বৃহৎ বৃষ উপঢৌকন দিয়াছিল। এটী দেশীয় মিস্ত্রীর ক্ষোদাই করা। শুনা গেল, তিনি যত্নপূর্ব্বক সেটী তথায় লইয়া গিয়াছেন।

পায়ওনিয়র ষ্ট্রাচি সাহেবের বড় সুখ্যাতি করিয়া একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার এরূপ প্রবন্ধ লিখিবার কারণ আছে। অতএব এ প্রবন্ধে ষ্ট্রেচি সাহেবের বিশেষ ইষ্টলাভ হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

রিভার্স টমসন সাহেবের শরীর সুস্থ নয়। তিনি যদি ভাল থাকেন আর এদেশের জল বায়ু যদি তাঁহার সহ্য হয়, তবে তিনিই আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কার্য্যকাল অতীত হইলে তৎপদ পাইবেন এরূপ জল্পনা শুনিতেছি।

ফ্লোরেন্সের এক ব্যক্তি ইটালীয় ভাষায় একখানি অভিধান লিখিয়াছেন। এখানিতে পৃথিবীর যাবতীয় শিক্ষিত লোকের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র রায় বাহাদুর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বাবু রামদাস সেনের জীবন চরিতও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

আমাদিগের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "সম্প্রতি সবডিবিজন রাণাঘাটের স্থানে স্থানে জ্বর বিকার ও ওলাউঠার দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এজন্য মহকুমার স্থানীয় ভদ্র লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটী সভা করার প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ঐ সভায় সবডিবিজনাল আফিসর বাবু রামচরণ বসু মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিবেন এবং সব ডেপুটী বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদকতাপদে বৃত হইবেন। সভার উদ্দেশ্যটী মহৎ সন্দেহ নাই।"

উক্ত শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা নিম্নলিখিত কৌতুককর সংবাদটী পাঠাইয়াছেন। "আজ কাল শান্তিপুরে চিক্তচোরের চৌর্য্য বৃত্তির বড়ই শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। সে দিন লক্ষ্মীতলায় জনৈক চিক্তচোর সন্ধ্যার পর ধরা পড়িয়া "হাড় গোড় ভাঙ্গা দ" হইয়া পুলিসে চালান আসিয়াছিল, কিন্তু ডেপুটী বাবুর সদ্বিচারে সে ব্যক্তি মুক্তি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার গাত্র বেদনা নিবারিত করিতে ডাক্তারকে অনেক প্রণামী দিতে হইবে। সম্প্রতি রামনগর পাড়ায় ঐ ভাবের একজন চোর ধরা পড়িয়াছে ও সে দিন মুচিবাড়ীতে একজন ঘোষের পুত্র ধরা পড়িয়া ধনঞ্জয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে এবং স্থানীয় পুলিস কর্ত্তৃক চালান হইয়া বিচারার্থ রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুর হুজুরে সোপর্দ্দ হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, বিচারে কাহার ভাগ্যে কি ঘটিয়া উঠে।"

উক্ত সংবাদদাতা বলেন আমাদের মিউনিসিপালিটীর অনুচরেরা পণ্য দ্রব্য বোঝাই সমুদায় গাড়ী ধরিয়া এক টাকা হারে প্রত্যেক গাড়োয়ানের নিকট লাইসেন্স আদায় করিতেছে সত্য, কিন্তু সুযোগ পাইলে আবার এক টাকার লাইসেন্সের পরিবর্ত্তে যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী লইয়া ছাড়িয়া দিয়া থাকে। এই জনরবটী এতদূর স্থানীয় লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে যে, অবিলম্বে উহার সত্যাসত্যতার অনুসন্ধান করা অত্যাবশ্যক। সামান্য বেতনভুক চাকরের হস্তে ঐরূপ আয়সা টাকা আদায়ের ভার দেওয়া নিতান্ত অনুচিত।

এখানে সন্ধ্যার পর যে সকল গোরুর গাড়ী গমনাগমন করিয়া থাকে, এ সমস্তের গাড়োয়ানেরা কেহই গাড়ীতে আলো দেয় না। এতন্নিবন্ধন পথিকদিগের সর্ব্বদা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব স্থানীয় পুলিসের ঐ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৯ এ ডিসেম্বর ১৮৮০। ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হার্বরের ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, এচ, হ্যাণ্ডলে সাহেব রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

আম্ষ্ট্রং সাহেব কলিকাতার প্রতিনিধি ডেপুটী কইম কালেক্টারের পদ গ্রহণ করাতে সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার গ্রিফিথ সাহেব ২৪ পরগণার ২য় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার গিবস সাহেব ময়মনসিংহের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

মেদনীপুরের একটী নদীর বাঁধ দিবার জন্য যে জমি ক্রোপ হইয়াছে সেই বিষয়ের গোলযোগ শেষ করিবার জন্য বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য সবডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

ঢাকার কমিশনর পিকক সাহেব প্রেসিডেন্সি বিভাগে কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

ময়মনসিংহের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ম্যাগরথ সাহেব রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

হাবড়ার সংকারী [illegible] ও কালেক্টর ডি নরটন সাহেব দার্জি[illegible]ের অন্তর্গত কুরসঙে বদলী হইলেন।

নদি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও [illegible]
[illegible]লিকট হাবড়ায় বদলী

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে[illegible] [illegible] দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৮০ অব্দের [illegible] আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হামটন সাহেব গয়ায় নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সৈয়দ আবদের রহমান দিনাজপুর সদর ষ্টেশনে রহিলেন।

বাকেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারিণীপ্রসাদ রায় হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরে বদলী হইলেন।

চট্টগ্রাম কক্সবাজারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বারবর ঐ জেলার সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

পাটনার মুন্সেফ বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র সারণের ২য় সবর্ডিনেট জজ হইলেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত আনওয়ারার মুন্সেফ বাবু দিগম্বর কানুনগো ২৪ পরগণার অন্তর্গত আলীপুরের মুন্সেফ বাবু জগৎচন্দ্র মজুমদারের পদে নিযোজিত হইলেন। ইনিও ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ও বাকেশ্বরের কুক প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারানুসারে সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বক সাহেব ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার রেলি মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

রঘুনাথপুরের মুন্সেফ বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট নাগপুরে বদলী হইলেন কিন্তু ইহাঁকে লোহারডগার অন্তর্গত রাঁচিতে অবস্থান করিতে হইবে।

রাঁচির মুন্সেফ বাবু বিহারীকৃষ্ণ ঘোষ ছোট নাগপুরে বদলী হইলেন কিন্তু ইহাঁকে মানভূমের অন্তর্গত রঘুনাথপুরে থাকিতে হইবে। ইনি ফৌজদারী আইনের ৩৬৮ ধারানুসারে ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। [illegible] মাজিষ্ট্রেটদিগের [illegible] [illegible]ের আপীল শুনিবেন এবং কুরসঙ ও ফাঁসিদেওয়া থানার ১০০ টাকা পর্যান্তের মকদ্দমার বিচার ছোট আদালতের জজের ন্যায় করিবেন।

দার্জ্জিলিঙের অন্তর্গত কুরসঙের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ডি নরটন ফাঁসিদেওয়া ও কুরসঙ থানার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে বিচার করিবেন এতদ্ভিন্ন উক্ত দুই থানার প্রজাদিগের বাকী খাজনার মকদ্দমার বিচার করিবার জন্য মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ইনি আবার কুরসঙে সবরেজিষ্ট্রারেরও কার্য্য করিবেন।

বাবু গোপীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলীর মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে জাহানাবাদে থাকিতে হইবে।

ঢাকার অন্তর্গত কালীগঞ্জের ২য় মুন্সেফ বাবু কালীদিন চট্টোপাধ্যায় ঐ জেলার মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে মুন্সিগঞ্জে থাকিতে হইবে। ইনি ১৮৭১ অব্দের ৬ আইন অনুসারে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ২৫ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ দাস বি, এল যশোহরের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে সদর ষ্টেশনে থাকিতে হইবে।

ভ্রমণকারির পত্র।

আগ্রা।

মুসলমান বাদসাহেরা যে কেমন সৌখীন বিলাসী, সুরুচিশালী ও ব্যয়শীল ছিলেন, আগ্রা নিজ বক্ষস্থলে এক তাজমহল এবং একটী দুর্গ ও তদ্মধ্যস্থিত কয়েকটী অপূর্ব্ব মনোহর অট্টালিকা ধারণ করিয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। তাজমহলের আজ আমি আর নূতন বর্ণন কি করিব, অনেক কবি ও অনেক সুলেখক ইহার বর্ণন করিয়া নিজ মস্তিষ্ক ও লেখনী ক্ষয় করিয়াছেন। পৃথিবীতে যে সাতটী অদ্ভুত পদার্থ আছে, তাজ তাহার অন্যতর। তবে আমরা ইহার প্রশংসার্থ এক বাক্যে এই মাত্র বলিতে পারি, যিনি জন্মিয়া তাজমহল না দেখিয়াছেন, তাঁহার জন্ম নিরর্থক। বিধাতা তাঁহাকে নয়নযুগল বিফল দান করিয়াছেন।

তাজমহলের যদি স্বরূপ বর্ণন করা যায়, হয়ত অনেক আর্য্য সন্তানের নিকটে উহা হতগৌরব হইবে। উহা সাজিহানের প্রিয়পত্নী তাজ বিবির একটী গোর মাত্র। অদ্যপি এরূপ অনেক আর্য্য সন্তান আছেন অপবিত্র বলিয়া গোর-স্থানে যাইতে সংকোচ করেন। কিন্তু তাজমহলকে অপবিত্র বলিয়া দূরে পরিহার করা দূরে থাকুক উহার নির্ম্মাণ ক্রিয়া ও কারুকার্য্য এবং নানাজাতীয় শ্বেত নীল লোহিতাদি বহুমূল্য প্রস্তরের আভরণ ও উহার সংগ্রহার্থ পরিশ্রম ও ব্যয়ের বিষয় চিন্তা করিয়া চমৎকৃত ও বিমোহিত না হন এমন কেহ আছেন কি না সন্দেহ স্থল। সাজিহানের সময়েই উহা নির্ম্মিত হয়। উহাঁরই অধিকার কালে মুসলমানদিগের ভারতে আধিপত্যের একশেষ হইয়াছিল। উহাঁর পর ভারতে মুসলমান আধিপত্যের শেষ হইতেও আরম্ভ হয়। সাজিহান সুরুচিসম্পন্ন লোক ছিলেন। অর্থের প্রতি তাঁহার কিছু মাত্র মমতা ও স্নেহ ছিল না। মুসলমানদিগের অন্য দিকে যত অধ্যবসায় থাকুক না থাকুক বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা যে একান্ত অধ্যবসায়শীল ছিলেন তাজমহল দ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। সাজিহান একান্ত অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া দুরন্তর স্থান হইতে নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তর আনাইয়া ছিলেন। আকবরের লালপ্রস্তরের এবং সাজিহানের শ্বেতপ্রস্তরের সংগ্রহে রুচি ও যত্ন ছিল। সেকেন্দারা নামক স্থানে আকবরের যে গোর আছে তাহা লালপ্রস্তরে নির্ম্মিত। আর তাজমহল শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়াই উহা সমধিক সৌন্দর্য্যশালী হইয়াছে। আকবরের কবরই তাজমহলের আদর্শ। কিন্তু সাজিহানের রুচির গুণে তাজমহল সমধিক সমৃদ্ধ, উন্নত ও সুশোভন হইয়াছে। ইহার সমৃদ্ধিশালিতার বিষয়ে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে স্থলে যে অক্ষরপংক্তি বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা দেখিবা মাত্র আপাততঃ এই বোধ হয় যে মসী দ্বারা লিখিত হইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। শ্বেতপ্রস্তর ক্ষোদিত করিয়া তাহাতে নীলপ্রস্তর বসাইয়া অক্ষর সংস্থান করা হইয়াছে। অট্টালিকাটীর ভিত্তি, গুম্বজ, গিলান, পার্শ্বস্থ উচ্চ মিনার এই সমুদয়ই শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। সাজিহান এত শ্বেত প্রস্তর কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন ইহা চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। ঐ শ্বেত প্রস্তর নিখাত করিয়া মধ্যে মধ্যে পদ্মরাগাদি বহুমূল্য প্রস্তর নিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই অধিকাংশ বহুমূল্য প্রস্তর এখন আর নাই। ভরতপুরের রাজা সূর্য্যমল যখন আগ্রা অধিকার করেন তখন তাঁহার লোকে অনেক বহুমূল্য প্রস্তর খুলিয়া লইয়া যায়। তাহারপর যাহা অবশিষ্ট ছিল গোরারা তাজমহল দেখিতে গিয়া মধ্যে মধ্যে তুলিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। এখনও সুযোগ পাইলে তুলিয়া লইবার চেষ্টায় বিমুখ হয় না। অট্টালিকাটী

এমনি চমৎকৃতরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে দেখিলে বোধ হয় কারিকরেরা এই নির্ম্মাণ করিয়া যেন চলিয়া গেল। কিন্তু আড়াই শত বৎসর হইতে চলিল উহার নির্ম্মাণক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তাজের দুই পার্শ্বে দুটী প্রশস্ত ভজনালয় আছে। সে দুটীও মনোহর। উহার অঙ্গনমধ্যে একটী সুন্দর প্রশস্ত উদ্যান ও ফয়রা প্রভৃতি আছে।

আমি এতক্ষণ যে অট্টালিকার বর্ণন করিলাম তাহা সাজিহানের তাজ বিবির প্রতি প্রণয়ের চিহ্ন স্বরূপ। তিনি যে তাজ বিবিকে কেমন ভাল বাসিতেন, তিনি তাহার আর একটী পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাজ বিবির সমাধির পার্শ্বেই তাঁহার নিজের সমাধি আছে।

আগ্রাতে বাদসাহেরা প্রায়ই অবস্থিতি করিতেন। তন্নিমিত্ত আগ্রার দুর্গ অতি প্রশস্ত উচ্চ ও সুন্দর রূপে নির্ম্মিত হয়। শত্রু যে সহসা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবে, তাহার যো নাই। অনেক গুলি দ্বার অতিক্রম করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। এক একটী দ্বার ও তাহার পার্শ্বস্থ প্রাচীর এরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে যে অপরাংশের সহিত যেন তাহার কোন সংস্রব নাই। দুর্গমধ্যস্থ দরবার গৃহ, উপাসনা গৃহ, স্নানাগার, শয়নাগার প্রভৃতি সমুদায়ই অদ্ভুত পূর্ব্ব অদ্ভুত পদার্থ। বেগমদিগের ভজনাগৃহ স্বতন্ত্র। পুরুষদিগের ভজনাগৃহ স্বতন্ত্র। স্ত্রীদিগের ভজনাগৃহকে নগিনা মসিদ ও পুরুষদিগের ভজনাগৃহকে মতি মসিদ বলে। দুর্গমধ্যে জাহাঙ্গিরের কৃত একটী বাটী আছে। দুর্গের লাল রঙ্গ। তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে দুর্গটী আকবরের করা। জাহাঙ্গিরের কৃত অট্টালিকাটী ও লাল রঙ্গের। দরবারথানা শিশ মহল মতিমসিদ প্রভৃতি শ্বেত প্রস্তর দ্বারা গঠিত। উহার ঐ প্রকার গঠন দ্বারা অনুমান হয়, সাজিহানই ঐ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

আগ্রা সহরের তিন ক্রোশ অন্তরে সেকন্দরা নামক স্থানে আকবরের গোর আছে। ঐ অট্টালিকাটী পাঁচতালা উচ্চ। নীচের তালায় আকবরের দেহ সমাহিত আছে কিন্তু সকলের উপর তালাতেও তাঁহার একটী সমাধি স্থান নির্ম্মিত আছে। সেই সমাধি স্থানের শিরোভাগে কিঞ্চিদুচ্চ একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত দেখিলাম। রক্ষক বলিল আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার আদেশক্রমে ঐ স্থানে প্রসিদ্ধ কহিনুর মণি স্থাপিত ছিল এবং ঐ সমাধির উপরিভাগে মণিমুক্তা খচিত চন্দ্রাতপ ছিল। ভরতপুরের রাজা সূর্য্যমল ঐ মণি ও চাঁদোয়া উভয়ই লইয়া যান। তাহার পর ঐ কহিনুর রণজিৎ সিংহের হস্তগত হয়। আকবরের কবর বাটী ১০২২ সালে নির্ম্মিত হইয়াছে।

আমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে আগ্রাতেই প্রথম ছোট ছোট ইটে গ্রথিত বাড়ী ঘর দেখিলাম। বঙ্গদেশে পুরাতন দুই একটী বাড়ীতে যে অতি ক্ষুদ্র ইট দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ক্ষুদ্র ইটে আগ্রার সকল বাটী প্রায় নির্ম্মিত। অধিকাংশ গৃহে চুনথাম করা নাই; সুতরাং বাটীগুলি দেখিতে তত সুন্দর দেখায় না।

সংবাদদাতার পত্র।

কানপুর।

১৬ ই ডিসেম্বর।

কয়েক দিবস হইল বঙ্গদেশীয় এক ব্যক্তি আমাদের এক বন্ধুর নিকট আসিয়া দেশে যাইবার খরচ নাই বলিয়া সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহাতে তিনি তাহাকে দুই দিবস পরে আসিতে বলেন। দুই দিবস পরে ঐ ব্যক্তি পুনরায় তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইল এবং নানা কথার পর একটী ঘোড়া বিক্রী আছে টাকা পাইলে সে তাহা ক্রয় করিয়া দিতে পারে বলিয়া প্রস্তাব করিল। পর দিবস সে একটী ঘোড়া লইয়া আসিল এবং তাহার দাম ৩৫ টাকা স্থির করিয়া ঘোড়া বিক্রেতাকে দিব বলিয়া টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। ইহার ৭। ৮ দিবস পরে একব্যক্তি উক্ত ঘোড়াটী তাহার চুরি গিয়াছে বলিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া যায়। সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল ঘোড়াটী বাস্তবিক তাহার পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালি চুরি করিয়া আনিয়াছিল। এদেশে বাঙ্গালীদের মধ্যে মধ্যে এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য আজ কাল কেহ কেহ আতিথ্য-কার্য্যে বিরত হইতেছেন। প্রায় যে সকল দুষ্ট এবং হতভাগ্য বাঙ্গালী এ অঞ্চলে কর্ম্ম কিম্বা অন্য কোন কারণে আইসে, তাহারা শেষে এইরূপ নীচ ব্যবহার করিয়া থাকে।

এক্ষণে পারসী অভিনয় এদেশের প্রায় সর্ব্বস্থানে হইতেছে; এখানে দুই তিন সম্প্রদায়ের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ভিক্টোরিয়া সম্প্রদায়ীরা অভিনয় করিতেছে। ইহাদের অভিনয়, পরিচ্ছদ এবং বাদ্য প্রভৃতি অতি উত্তম।

এখানকার মিউনিসিপালিটীর বন্দোবস্ত অতি শয় মন্দ, অধিকাংশ প্রধান পথ ধুলায় পরিপূর্ণ থাকে, তজ্জন্য গাড়ী ব্যতিরেকে গমনাগমন দুষ্কর হয়। ইউরোপীয়দিগের ভ্রমণের জন্য যে একটী পথ আছে, কেবল তাহাতেই জলসেচন করা হয়। এপ্রদেশের সকল স্থান অপেক্ষা এখানে বাণিজ্য কার্য্য অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে এবং সেই জন্য এখানে গরুর গাড়ির যাতায়াত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; যাহাতে এখানকার পথের উত্তম অবস্থা হয়, তাহার সদুপায় হওয়া উচিত।

গত কল্য এবং অদ্য এখানে অতি উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে, প্রায় সমস্ত দিন সূর্য্যের দেখা পাওয়া যায় নাই। ইহাতে গমের পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শিবে কিন্তু নীলের কিছু অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কানপুর জেলার অনেক স্থানে নীলের চাষ হয়।

জামালপুর।

খ্রিস্তখ্রীষ্টের উৎসব দিবস উপলক্ষে এখানকার সাহেবদিগের তত কিছু সমারোহ দেখা যাইল না। তবে ওয়ার্কসপের সাহেবেরা ঐ দিন বন্ধ থাকায় একটু বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রাসুখানুভব করিতে পাইয়াছিলেন এবং স্ব স্ব আবাস গৃহগুলি পুষ্পমালায় সুসজ্জিত করিয়া একটু বেশীরূপ আমোদ দিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন অনেকগুলি সাহেব পুত্র কন্যা সহ সাহেব কোম্পানির দোকানে যাইয়া কিছু কিছু আবশ্যক দ্রব্যও খরিদ করিয়াছিলেন। এবার নববর্ষোপলক্ষে কিছু সমারোহ হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কারণ এখন হইতেই ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাষ্ঠের রেলিং গুলি মেরামত করিয়া চিত্র বিচিত্র করা হইতেছে এবং ঘোড়সোয়ার সাহেবেরা প্রত্যহ অশ্বপৃষ্ঠে ঘোড়দৌড় অভ্যাস করিতেছেন। বিজ্ঞাপন দৃষ্টে অবগত হওয়া গেল এবৎসর তিন দিন ঘোড়দৌড় হইবে এবং এই উপলক্ষে সাত দিন ওয়ার্কসপ বন্ধ থাকিবে।

শীতকালেই এপ্রদেশে ব্যাঘ্রের অত্যন্ত উপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি এক ব্যক্তি পাহাড় হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাইয়া উক্ত হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক হত হইয়াছে। এখানকার সাহেবদিগকে প্রত্যহ ময়দানে যাইয়া রাশি রাশি বারুদ নষ্ট করিয়া লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করিতে দেখা যায়। এ লক্ষ্যভেদ যদি ব্যাঘ্রের উপর দিয়া হয় তাহা হইলে অনেক দুঃখী লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারে।

আজ কাল জ্বর গিয়া আবার হাম জ্বর আসিয়া দেখা দিয়াছে। এমন গৃহ নাই যে ২। ১ জন এই রোগে আক্রান্ত না হইতেছেন।

৬ ই ডিসেম্বর রবিবার জামালপুর ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্যটী সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন প্রাতে ৭॥ ঘটিকা হইতে ১১ টা পর্য্যন্ত প্রাতঃকালীন উপাসনাদি হয়। এবং দুই প্রহর হইতে ২ টা পর্য্যন্ত দীন দরিদ্রদিগকে শীতবস্ত্র এবং চাউল ইত্যাদি

এ পরম্য বিবরণ করা হইয়াছিল। অতঃপরে অপরাহ্ন [illegible] টা হইতে [illegible] টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন এবং [illegible] টা হইতে [illegible] পর্য্যন্ত সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইয়া [illegible] শেষ হইয়া যায়। এ বৎসর উৎসবে [illegible] কোন প্রচারককে আহ্বান করা [illegible]। [illegible] উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারক- [illegible] মহাশয়ই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া [illegible]। আমরা শুনিলাম কোন এক জন কেশব প্রচারক [illegible] উপস্থিত থাকায় এখানকার [illegible] আনিবার প্রস্তাব করিতেছিলেন, কিন্তু [illegible] এক মহাত্মা নববিধান সম্বন্ধে কিছু বলিবেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করায়, কেহ আর [illegible] করিয়া চলিত চলন শুনিতে অবসর [illegible] লেন না। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বসু এবং [illegible] মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে এবারকার দানব্যাপারটী অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী বেশী বোধ হইল।

বিজ্ঞাপন

শারীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯১ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও অল্প প্রাণ হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বাত, বাধী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৫ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸৽ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

সোমপ্রকাশের মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মুন্সি গোলামআলী চৌধুরী—হাটুরিয়া ১০
শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার—নারায়ণগঞ্জ ১০
" " বনমালী কুণ্ডু চৌধুরী—শিরাজগঞ্জ ১০
" " কালিদাস দাস—কীর্ণহার ১০
" " বনয়ারিলাল সেন—বীরভূম ৭
" " অভয়চন্দ্র সাহা—রঙ্গপুর ৭
" " ঈশ্বরচন্দ্র বসু—বহুবাজার ৭
" " প্রতাপচন্দ্র ঘোষ—রাণীগঞ্জ ৭
" " রতনমণি সেন তহশীলদার—নওয়াপাদি ৭
" " শ্রীমন্তচন্দ্র নাগ—ঘাটাল ৭
" " নরেন্দ্রচন্দ্র কর—গুজ্জরপুর ৭
" " কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—জলপাইগুড়ি ৫
" " গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—যশোহর ৫
" " ভোলানাথ দাস—শ্রীহট্ট ৫
" " রমানাথ সেন—কাজলা রেসমকুটী ৫
" " কামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়—জামুকি জেলা ময়মনসিং ৫
" " প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কাশীপুর ৪

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৸৽ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৽ দুই আনা তাহার পর ৴৽ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

২৪ শ ভাগ | " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " | ৯ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাস্তল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৭ সাল। ২৭ এ পৌষ। ইং ১৮৮১। ১০ ই জানুয়ারি।

অগ্রিম সাপ্তাহিক ৷৷৵০, অসমর্থ পক্ষে মাস্তল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া ছয় মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে সেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

কথা সরিৎ সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৷০ টাকা। ডাক মাস্তল ৵০ আনা। গ্রহণার্থী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

আগামী ২২ এ মাঘ তারিখ হইতে কৃষ্ণনগর বসন্ত মেলা আরম্ভ হইবে। উৎকৃষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শকগণ উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবেন।

কৃষ্ণনগর
২৭ অগ্রহায়ণ, ১২৮৭।

শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকালপক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃশূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট শ্রীকৈলাসচন্দ্র দেব ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ।

মূল্য ডাকমাস্তল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাস্তল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

প্রেরিতপত্র।

মৃচ্ছকটিকের চারুদত্ত।

[illegible] বিগত বৈশাখমাসীয় কল্পদ্রুম নামক মাসিকপত্রে মৃচ্ছকটিকের সমালোচনায় [illegible] সমালোচক মহাশয় [illegible] ব্রাহ্মণ বলিয়া [illegible] করিয়া আসিয়া [illegible] বৈশ্য বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। [illegible] চারুদত্তের বৈশ্যত্ব সমর্থন পক্ষে [illegible] প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা [illegible] প্রতীয়মান হইতেছে। [illegible] মূল টীকা [illegible] আলোচনায় অনুধাবন করিলে [illegible] প্রতীতি হইবেক যে, চারুদত্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন।

যথা—" অধিকরণিক। আর্য্য চারুদত্ত। নিশ্চয় [illegible] ব্রাহ্মণঃ [illegible] বাক্য [illegible],—

অয়ং হি পাতকী বিপ্রো ন বধ্যো মনুরব্রবীৎ।
রাষ্ট্রাদস্মাত্তু নির্বাস্যো বিভবৈরক্ষতৈঃ সহ।"

যখন আধিকরণিক (বিচারপতি বা জজ) বসন্তসেনার হত্যার অভিযোগের বিচার শেষ করিয়া [illegible] তখন তিনি শাসনাদেশ বা হুকুম না দিয়া বলিলেন, আর্য্য চারুদত্ত! আমরা অভিযোগের সত্যমিথ্যাংশের নিশ্চয়কারক; কিন্তু [illegible] রাজা [illegible] হইবে, ([illegible] দিকে চাহিয়া) শোধনক! তুমি রাজা পালককে জানাও, যে এ ব্রাহ্মণ বধ্য নহে; যেহেতু, মনু বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ পাপে অপরাধ করিলেও তাহাকে বধ না করিয়া অক্ষতশরীরে [illegible] রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেক।

উল্লিখিত কথা দ্বারা কি চারুদত্তকে ব্রাহ্মণ বলিয়া উপলব্ধি হয় না? বিপ্রশব্দ [illegible] ব্রাহ্মণের বর্ণকে বুঝায় না। এতদ্ভিন্ন আরও ব্রাহ্মণত্ব সমর্থন পক্ষে অনেক প্রমাণ মূলগ্রন্থে আছে।

সমালোচক মহাশয় স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য একটী প্রমাণ মূল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন; [illegible] তাঁহার পক্ষে অনুকূল নহে; প্রত্যুত প্রতিকূল। সে প্রমাণ এই—" ভো! এ দাব বম্হণীএ [illegible] চিদাধিরোহণং পাবমদাহরন্তি বিণীও।" [illegible] সমালোচক মহাশয়ের কল্পিত অর্থ এই—" ঋষিরা বলেন ব্রাহ্মণীভিন্নের চিতাধিরোহণে পাপ [illegible]।" বস্তুতঃ উক্ত প্রাকৃতের তাদৃশ অর্থ নহে! উক্ত প্রাকৃতের সংস্কৃত এই [illegible] ব্রাহ্মণ্যা [illegible] চিতাধিরোহণং পাপমুদাহরন্তি ঋষয়ঃ।

চারুদত্তের সহধর্ম্মিণী তাঁহার শূলাধিরোহণের সংবাদ শুনিয়া যখন অগ্নিক্রিয়ায় আত্মার্পণ করিতে যান, তখন বিদূষক বলিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মণী হইয়া আপনার ভিন্নরূপে (পতিশরীরের সহিত মিলিত না হইয়া) চিতাধিরোহণে ঋষিরা পাপদর্শিতম বলিয়া [illegible]। এই প্রকৃত অর্থ। ঋষিরা ব্রাহ্মণীর ভিন্নরূপে চিতারোহণ অর্থাৎ অনুগমনবিধির যে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ " [illegible] [illegible] সাংখ্যায়া টীকায়াধৃ শ্লোক পৃথক্ চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি।" " উশনাঃ। পৃথক্‌চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি। অন্যাসাং সর্ব্বনারীণাং স্ত্রীধর্ম্মোঽয়ং পরঃ স্মৃতঃ।" মিতাক্ষরাতে এবং [illegible] সাংখ্যায়া সংহিতার টীকাতে গৌতম ও উশনাদি বলিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণীর পৃথক্ রূপে চিতাধিরোহণ (অনুগমন) নিষিদ্ধ; অন্য বর্ণের পক্ষে উহা অনিষিদ্ধ। আপাততঃ কেবল মৃচ্ছকটিকের প্রতি নির্ভর করিলে সমালোচক মহাশয়ের প্রস্তাবের ব্যাখ্যা একরূপ সমীচীন হইতে পারে, কিন্তু ঋষিদিগের কথা খুঁজিয়া দেখিতে গেলে এবং অন্তর্দৃষ্টি দৃষ্টিপাত করিলে সব বিপরীত হইয়া পড়ে।

সমালোচক মহাশয় একটি যুক্তি দিয়াছেন যে "চারুদত্ত শব্দটীও বৈশ্যবাচক বলিয়া বোধ হইতেছে" তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ, হিন্দুস্থানের অনেক ব্রাহ্মণ [illegible] পদ্মনাভ দত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব কোন বিষয়ের সমালোচনা করিতে হইলে তাহার বিশেষ আলোচন করিয়া [illegible] উচিত; নচেৎ হঠাৎ একটী কথা লেখা ও [illegible] " [illegible] মৃচ্ছকটিকং " এই কথাটির [illegible] সমালোচকের ন্যায় [illegible]।

শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
[illegible]।
পুরুলী।

নূতন প্রথার বিজ্ঞাপন।

মহাশয়! আমার এই সমাজ হিতকর ক্ষুদ্র বিষয়টি আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকার পার্শ্বদেশে স্থান দান করিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখিবেন।

আপনার গতবারের প্রকাশিত সোমপ্রকাশে একটী নূতন প্রথার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। হরলাল চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্যক্তি অসঙ্গতি-নিবন্ধন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহদানে অসমর্থ হইয়া সাধারণ হিতব্রতপরায়ণ মহাত্মাগণের নিকট যৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বাস্তবিক এটি অতি দুঃখের বিষয়! মহাশয়! যথার্থ কথা বলিতে কি, পত্র পাঠ শেষ হইলে মনে হইল যে আজ কি কুক্ষণেই সোমপ্রকাশ হস্তগত হইয়াছিল! অদ্য সোমপ্রকাশ পাঠ না করিলে বড়ই সুখের হইত; কারণ তাহা হইলে এরূপ নিদারুণ সংবাদ অবগত হইতাম না। এরূপ সংবাদে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। পাঠকবর্গের অনেকেরই বোধ হয় আমার মত অবস্থা। সে যাহা হউক, হরলাল বাবুর ভ্রাতাটির বয়স কত? তাহার [illegible] ভাবনা কিছু বেশী দেখিতে পাইতেছি। পুন্নামনরকের ভয়াবহ দৃশ্য তাঁহার সহোদরের মানসে উদিত হইয়া এই বর্ত্তমান শতাব্দীতেও কি তাঁহার প্রাণ আকুলিত করিতেছে! অহো! কি ভ্রান্ত সংস্কার! এই কুসংস্কার বশেই স্বর্ণপ্রসূ ভারত ভূমি দরিদ্রপ্রসূ হইল, কুবেরের অট্টালিকা অনাথের পর্ণকুটীরে পর্য্যবসিত হইল। এখন সমস্ত জগৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর অখণ্ড যুক্তিবলে পরিচালিত হইতেছে। আচ্ছা হর বাবু কোন্ যুক্তিমার্গের অনুগামী হইয়া এরূপ ঘৃণিত লজ্জাকর বিষয় প্রকাশ্য পত্র মধ্যে প্রকাশিত করিলেন। অলস অকর্ম্মণ্য ও অধ্যবসায়শূন্য বলিয়া বিজাতীয় সমাজে বঙ্গবাসিদের যে একটা পরম্পরাগত কলঙ্ক প্রসিদ্ধ আছে, এরূপ ও অন্যরূপ দুই একটী বিষয় বোধ হয় সেই অপবাদের মূলীভূত কারণ। চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি সঙ্গতিবিহীন, অতএব তাঁহার পক্ষে সৎপরামর্শ এই যে দৃঢ় অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রে অর্থের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করুন, নচেৎ এরূপ দারিদ্র্যাবস্থায় ভ্রাতাকে উদ্বাহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কেন একজন অন্তঃপুরবাসিনী অবলা বালিকাকে চিরকালের জন্য নষ্ট [illegible] ও সমাজ মধ্যে দরিদ্রতা মাত্র বৃদ্ধি করিবেন। তিনি হিতব্রতপরায়ণ ও মহাত্মাগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এইটী কি সমাজের বড় হিতকর বিষয়? না যাঁহারা এরূপ বিষয়ে সাহায্য দান করেন, তাঁহারা মহাত্মা? কত শত দীন দরিদ্র শীতবস্ত্রাভাবে বক্ষঃস্থলে হস্ত লুক্কায়িত করিয়া এই নিদারুণ শীত কষ্ট নিবারণ করিতেছে, কত শত হতভাগ্য দুর্ভিক্ষের মর্ম্মভীষণ উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া অন্নকষ্টে মারা যাইতেছে, কত শত অনাথ নিরাশ্রয় রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসাভাবে উপযুক্ত ঔষধাভাবে অকালে কালকবলিত হইতেছে। হরলাল বাবু বলুন দেখি এইরূপ কষ্ট নিবারণ করা না তাঁহার বাসনা পূরণ করতঃ সমাজ মধ্যে দরিদ্রতার বৃদ্ধি করা কোন্‌টী বিশেষ হিতকর কার্য্য? হরলাল বাবু যেন আমাকে তাঁহার শত্রু বা সুখের পথের কণ্টক

স্বরূপ বিবেচনা না করেন, পরন্তু আমি তাঁহার পরম বন্ধু। তাহা না হইলে কখনই এত কথা কহিতাম না, এরূপ বিবাহ হইতে যে কি ভয়ঙ্কর অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহা একবার মিল, আডাম-স্মিথ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অকাট্য যুক্তি সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইবে।

উপসংহারে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, তাহাতে যে অপরাধ হইবে, সম্পাদক মহাশয় নিজ ঔদার্য্য গুণে মার্জ্জনা করিবেন। মহাশয় আপনি একজন বিজ্ঞ ও বহুদর্শী বিবেচক হইয়া কেন যে এরূপ বিজ্ঞাপন (১) নিজ সর্ব্বপ্রখ্যাত পত্রিকামধ্যে স্থান দান করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না।

একান্ত বশম্বদ।

সিমুলিয়া বলরাম দের ষ্ট্রীট নং ৬৯ } শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ।

সোমপ্রকাশ

২৭ এ পৌষ সোমবার

মৃচ্ছকটিকের চারুদত্ত ব্রাহ্মণ না বৈশ্য ?

আজ আমরা এ প্রশ্নের কেন উত্থাপন করিয়াছি, পাঠকগণ "কল্পদ্রুমের চারুদত্ত" এই নামাঙ্কিত প্রেরিত পত্রখানি দর্শন করিলেই বুঝিতে পারিবেন। পত্রপ্রেরক সোমপ্রকাশে এ বিষয়ের আন্দোলন করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া এই স্থলেই ঐ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। পত্রপ্রেরক যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, উহা বিজ্ঞজনোচিত যুক্তিসঙ্গত বাক্য দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে। অতএব উহা কোন ক্রমেই উপেক্ষার যোগ্য নহে। আমরা বহু মান সহকারে উহা স্থানান্তরে প্রকটিত করিলাম।

আমরা যে যে কারণে চারুদত্তের বৈশ্যত্বের অনুমান করিতেছি, নিম্নে ক্রমে তাহা লিখিত হইতেছে। প্রথম—

অবন্তিপুর্য্যাং দ্বিজসার্থবাহো
যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ।
গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য
বসন্তশোভেব বসন্তসেনা।

এখানে চারুদত্তের বিশেষণরূপে দ্বিজসার্থবাহ এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সার্থবাহ এই শব্দটী সচরাচর বৈশ্যের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সার্থবাহ ব্রাহ্মণের বিশেষণ কোথাও দেখা যায় না। মৃচ্ছকটিক অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উহাতে যে সময়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তৎকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বৃত্তির বিপ্লব ঘটে নাই। মনু ব্রাহ্মণের যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি যে বৃত্তি বিধান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তৎকালে ব্রাহ্মণের সচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ হইত, বৈশ্য-বৃত্তি অবলম্বনের কোন প্রয়োজন ছিল না। মনু ব্রাহ্মণের কষ্ট-দশা উপস্থিত হইলে বৈশ্য-বৃত্তি অবলম্বনের ব্যবস্থা দিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি, তৎকালে এ সকলের স্ব বৃত্তিতে কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

দ্বিতীয়, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে বসন্তসেনা ও মদনিকায় কথোপকথন হইতেছে। মদনিকা জিজ্ঞাসা করিল, বিদ্যাবিশেষ দ্বারা অলঙ্কৃত এমন কি কোন ব্রাহ্মণ যুবাকে আপনি কামনা করেন ? বসন্তসেনা উত্তর করিলেন, ব্রাহ্মণ আমার পূজনীয়। তাহার পর মদনিকা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, অনেক নগরে গমন করিয়া যে বিত্তবৃদ্ধি করিয়াছে, এমন কি কোন বণিক যুবাকে আপনি অভিলাষ করেন ? বসন্তসেনা উত্তর দিলেন, না, সে হইলেও প্রণয়িজনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বণিক জন দেশান্তরে গমন করিয়া মহৎ বিয়োগ দুঃখ উৎপাদন করে। মদনিকা পুনর্ব্বার কহিল, আপনি রাজা, রাজবল্লভ, ব্রাহ্মণ ও বণিক জনকে কামনা করেন না, তবে কাহাকে অভিলাষ (১) করেন ?

মদনিকার বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে চারুদত্ত ব্রাহ্মণ নন, বসন্তসেনা প্রকাশ করিয়াছেন তিনি ব্রাহ্মণ কামনা করেন না, ব্রাহ্মণ তাঁহার পূজনীয়।

তৃতীয়, শর্ব্বিলক চারুদত্তের গৃহে সিঁধ দিয়া চলিয়া গেলে পর বিদূষকের সহিত চারুদত্তের সেই বিষয় লইয়া কথোপকথন হইতেছিল, ঐ সময়ে চারুদত্ত কহিলেন।

ততঃ সুরুঙ্গঃ [illegible] [illegible] সার্থবাহস্য গৃহং প্রবিশ্য [illegible] [illegible] মিতি।

চারুদত্ত নিজ মুখেই সার্থবাহপুত্র বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিতেছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণে কখন আপনাকে সার্থবাহপুত্র বলিয়া পরিচয় দেন না। শর্ব্বিলক যে অতি দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সে ব্যক্তি চৌর্য্যকালে চতুর্ব্বেদবিদ অপ্রতিগ্রাহক ব্রাহ্মণের পুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় প্রকাশ করে।

চতুর্থ, তিনি বণিকদিগের সহিত শ্রেষ্ঠিচত্বরে (১) বাস করিতেন। ভারতে বাসের নিয়ম এই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত, বৈশ্য বৈশ্যের সহিত, কায়স্থ কায়স্থের সহিত বাস করেন। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির স্বতন্ত্র পল্লী হইয়া থাকে। চারুদত্ত ব্রাহ্মণ হইলে ব্রাহ্মণ পল্লীতেই বাস করিতেন। তিনি বৈশ্যপল্লীতে বাস করিতে গেলেন কেন ?

পঞ্চম, চারুদত্তের বসন্তসেনার বধ অপরাধে রাজা শূলে দিবার যে অনুমতি দেন, চারুদত্ত যে ব্রাহ্মণ ছিলেন না এটী তাহার প্রধান প্রমাণ। আধিকরণিক ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার নির্ব্বাসন দণ্ডের অনুরোধ করিয়া রাজা পালকের নিকটে বলিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। প্রত্যুত, তাঁহার শূলে দিবার আজ্ঞাই দৃঢ়তর করিলেন। চারুদত্ত যদি উচ্চ কুল জাত ব্রাহ্মণ হইতেন, তাহা হইলে রাজা কখনই শূলে দিবার আজ্ঞা বলবৎ করিতে সাহসী হইতেন না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যখন নন্দকুমারকে ফাঁসি দেন, তখন বঙ্গদেশে [illegible] পড়িয়াছিল, অনেক ব্রাহ্মণ দেশত্যাগী হইল বলিয়া বিলাপ উৎপাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু চারুদত্তকে যখন শূলে দিতে লইয়া যায়, তখন নগরবাসীরা তাঁহার সাধুতার উল্লেখ করিয়া খেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু নগরমধ্যে [illegible] ব্রহ্মহত্যা হইল বলিয়া কেহ ভয়, শোক ও খেদ প্রকাশ করেন নাই।

ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে, কর্ম্মগুণে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি যেমন ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তেমনি চারুদত্ত ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও কর্ম্মদোষে বৈশ্যভাব প্রাপ্ত হন। শর্ব্বিলকের চৌর্য্যকালে তিনি নিজ মুখে আপনাকে সার্থবাহপুত্র বলিয়া যে পরিচয় দেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে, তিনি এক পুরুষে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতিও বৈশ্যবৃত্তি আশ্রয় করিয়া বৈশ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্তই চারুদত্ত ব্রাহ্মণকুলজাত হইলেও [illegible]

---

(১) বিজ্ঞাপনদাতাদিগের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার সম্পাদকদিগের অধিকার নাই। [illegible] [illegible]। জ্ঞাপনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেশের মধ্যে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, সম্পাদকেরা তাহা প্রকাশ করেন না। এরূপ বিবাহ হওয়াও অসম্ভাবিত নয়, পত্রপ্রেরক [illegible] অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছেন, ঐ বিবাহোৎপন্ন সন্তান হইতে বিজ্ঞাপনদাতা মহাশয়ের চক্রবর্ত্তী [illegible] সমুন্নত ও দেশের মহৎ ইষ্ট সাধিত হইতে পারে। স।

(১) মদ। [illegible] [illegible] [illegible] রূপ্যা কামযসে।

বস। পূজনীয়ো [illegible]।

মদ। কিং [illegible] [illegible] অভিলষসি।

বস। [illegible] [illegible] [illegible]।

মদ। [illegible] [illegible] কমভিলষসি।

(১) মহা। [illegible] [illegible] [illegible]।

স্থানের নাম,	বাঙ্গালী কর্ম্মচারী,	পঞ্জাবী,	ফিরিঙ্গী ও ইংরাজ,
ঝিলাম	১৪	৭	৩
সংখ্যা সমষ্টি	৪৯	২১	১৬

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে আফগান যুদ্ধে পঞ্জাবী অপেক্ষা বাঙ্গালী কর্ম্মচারী দ্বিগুণেরও অধিক নিযুক্ত ছিল। Field service সমরক্ষেত্রের জন্য যতগুলি বাঙ্গালী কেরাণী ও বাঙ্গালী গোমস্তা নিয়োগ পত্র পান, তন্মধ্যে ৩।৪ টী কেরাণী ও ৩।৪ টী গোমস্তা ব্যতীত সকলেই যুদ্ধস্থলে গমন করিয়াছিলেন। যে ৩।৪ জন লোক যাইতে পারেন নাই, তাঁহারা রোগগ্রস্ত বিধায় বিভাগীয় ডাক্তারের "সার্টিফিকেট" দাখিল করিয়াছিলেন।

যে কাবুলের সমরশিক্ষা ইংরাজ সৈনিক পুরুষেরা কখন ভুলিবেন না, এবং যথা হইতে তাঁহারা সসৈন্যে সমস্ত রসদ ও রাশি রাশি দ্রব্য সামগ্রী ফেলিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন, সেই কাবুলে দেখুন পঞ্জাবী কর্ম্মচারী অপেক্ষা বাঙ্গালী সাত গুণ অধিক গিয়াছিল কি না? তথাপি "বাঙ্গালীরা" ভীরু বলিয়া তাহাদিগকে ষড়যন্ত্র করিয়া কমিশরিয়েট বিভাগ হইতে গলা ধাক্কা দিয়া দূর করিয়া দেওয়া হইতেছে! আশ্চর্য্য ন্যায়পরতা সন্দেহ নাই!!

জামরুদ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত কতকগুলি "পোষ্ট" ছিল, তাহাতে অল্পসংখ্যক পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী ভিন্ন সমস্তই বাঙ্গালী কর্ম্মচারী প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছে দেখা গিয়াছে। যুদ্ধ স্থলে ভদ্র বংশীয় বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের মান সম্ভ্রম প্রায় থাকে না, কেন না, গোরাদের নিকট তাঁহারা পদে পদে অপমানিত হইয়া থাকেন, চাবুক খাওয়া তাঁহাদের নিত্য কর্ম্মযোগের মধ্যে পড়িত। এবং তাঁহারা বিদ্যালয়ে থাকিয়া ও তাঁহাদের "আফিসার" মনিবদের প্রমুখাৎ যে সব সুমিষ্ট ইংরাজী গালাগালি কখন শুনেন নাই, তাহার নিরানিশি কাণ্ডজ্ঞানহীন নিরক্ষর গোরাদের শ্রীমুখ হইতে অনর্গল বর্ষণ হওয়ায় তাহাদের শ্রুতি পথ হইতে অনেক সময় অশ্রু জল বিগলিত হইত। যে দিন শিবির তুলিয়া সেনাগণ অন্য স্থানে যাইত, সে দিন তাঁহাদের উদরে অন্ন যাইত না, যে দিন পথের মধ্যে বন্দুকের গুলি খাইয়া কষ্টে আপনা নিবারণ করিতে হইত, এ সব মহাপ্রসাদ যে কেমন সরস, তাহা সেই সমস্ত হতভাগা রাজভক্ত বাঙ্গালী কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কে জানিবে? এত করিয়া যাহারা মহাপ্রভুদের স্নেহ ও দয়া আকর্ষণ করিতে পারিল না, তাহাদের মত নিতান্ত দুর্ভাগা ভারতে আর কে আছে?

২।১ জন বাঙ্গালী যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিয়াছিল বলিয়া যদি সমগ্র বাঙ্গালী জাতি কমিশরিয়েট বিভাগে রাজাগ্রহগ্রস্ত হইত ও অতঃপর বিদূরিত হয়, তাহা হইলে যে যে হিন্দুস্থানী ও ফিরিঙ্গী ঐ দোষে দোষী, তৎ তৎ জাতীয়েরা কেন না ঐরূপ অবিচারে দণ্ডিত হয়?

ইহা কি সত্য নয় যে কতকগুলি সৈনিক পুরুষ যুদ্ধ ক্ষেত্রে ইংরাজ শ্রেণী হইতে পলাইয়া বিপক্ষদলে মিশিয়াছিল, যদি হয়, তাহা হইলে তৎ দলস্থ সমস্ত সৈন্যকে কেন না নিরস্ত্র করা হয়।

এবিশেনিয়া, লুসাই, পিরাক ও ডফ্লা যুদ্ধ এবং সেদিনকার সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা কি ভীরুতা প্রদর্শন করিয়াছিল? তখন, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারীরা কোথায় ছিল? পঞ্জাব যুদ্ধের সময় শতদ্রুর পারে যে সিপাহীদের সঙ্গে ভয়ানক সংগ্রাম হয়, তখন কমিশরিয়েট বিভাগে কয়জন পঞ্জাবী ছিল? লক্ষ্ণৌ অবরোধ কালে হিন্দুস্থানী ও সিপাহীরা যখন ইংরাজদিগকে মূলকোচা করিয়া নির্দ্দয়তার একশেষ দেখাইয়াছিল, তখন ইংরাজ ভাগ্যের সঙ্গে কোন জাতীয় কর্ম্মচারী নিজ ভাগ্যলক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল? এসব সুস্পষ্ট রাজভক্তির জন্য বৃদ্ধবাঙ্গালী কমিশরিয়েট কর্ম্মচারীরা কি লর্ড রিপনের ন্যায় ধর্ম্মাত্মার নিকট এই নিদারুণ অস্ত্রাঘাত পাইবার উপযুক্ত পাত্র?

প্রথমতঃ, কাবুলের জলবায়ু বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাস্থ্যজনক নয় বলিয়া এবং একাউন্টেন্ট আফিস সমূহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রাখা উচিত বিবেচনায় দুইটী একাউন্টেন্ট আফিস খোলা হয়, এক্সিকিউটিব বিভাগের অনেক ভাল ভাল লোককে ঐ দুই আফিসে নিয়োগ করা হয়। তাহাদের সংখ্যা ৮০।৯০ জন হইবে। এতদ্ভিন্ন আবু পাহাড়ে আর একটা একাউন্টেন্ট আফিস খোলা হয়। সেখানে প্রায় ৭০।৮০ জন লোক নিযুক্ত হয়। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২৩ টী এক্সিকিউটিব বিভাগ ছিল, তন্মধ্যে ন্যূনাধিক ২৫০ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল, ইহার ভিতর হইতে উক্ত তিনটী একাউন্টেন্ট আফিসে ১৫০ কিম্বা ১৬০ জন ছিল। এই সব হতভাগা বাঙ্গালীদিগকে যুদ্ধাবসানে কি পুরস্কার দেওয়া হইল? অনেকে অনেক দ্রব্য পাইল, অনেকে পদক পাইল। অনেকে টাকা লুটিল, অনেকে দ্রব্যসামগ্রী ফেলিয়া পলাইয়া আসিল, তাঁহাদেরই জন্য রাজানুগ্রহ সহস্রধারে বর্ষিত হইল; প্রশংসাধ্বনি দশ দিক হইতে শব্দায়মান হইল, ইহাদের বীরত্ব ও সাহসের (অথবা কাপুরুষত্ব যাহাই বলুন) সীমা সমুদ্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তরঙ্গায়িত হইল, কিন্তু হায়! বাঙ্গালী চিরকাল যে কাঙ্গাল তাহাই রহিল! তাহাদের ভাগ্যে অধঃপতনরূপ পুরস্কার হইল! তাহাদের জন্য নিষ্কাশন বিধি শেষ পুরস্কার ফলিল! তাহাদের নিন্দায় ভুবন ভরিয়া গেল।।

কর্ম্মে পাঠাইবার সময় ইহাদিগের উচ্চ বেতনের প্রলোভন দেখাইয়া শেষে কেবল "ভাল" দিয়া নিরাশ করা হইল কেন? আমাদের সানুনয় প্রার্থনা যে দয়াবান ও প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট এবিষয়টী একবার পক্ষপাতশূন্যরূপে বিচার করিয়া দেখুন। কমিশরিয়েট বিভাগে পঞ্জাবীরা নিয়োজিত হয় তাহাতে কাহার দ্বেষ বা হিংসা নাই, তবে পঞ্জাবীরা যেমন রাজভক্তিপ্রধান বাঙ্গালীদিগকে সেইরূপই করিয়া রাখা হয়। অধিক বলিতে হইবে না। পরীক্ষা লইয়া লোক নিযুক্ত করা হউক। যে যে কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবে, সে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হবে, এইরূপ বিধিই প্রশস্ত। এক সন্তানকে মারিয়া আর এক সন্তানকে বাঁচান কি স্নেহপরবশ পিতামাতার ধর্ম্ম? এক সন্তানকে ক্রোড় হইতে ফেলিয়া দিয়া অপরকে অঙ্কে করিয়া পুত্র বৎসলতার পরিচয় দেওয়া কি সৎ পিতার উচিত?

স্থূল স্থূল বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় উপরে ব্যক্ত করিলাম, এতৎসম্বন্ধে অনেক গুহ্য কথা আছে, তাহা আবশ্যক হইলে পরিশেষে প্রকাশ করা যাইবে। ভরসা করি, আমাদের ন্যায়বান গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে একটু ক্ষমা ও ন্যায়দৃষ্টি করিয়া বঙ্গবাসী রাজভক্ত প্রজাসমূহের অনুরাগ বর্দ্ধন করেন।

নীলে ভারতের কি লাভ?

অনেক বক ধার্ম্মিক আছেন, তাঁহাদের মনে এক প্রকার ভাব; কিন্তু বাহিরে সাধু সদাশয় নিস্পৃহ আর্য্যগণের ন্যায় বড় বড় বক্তৃতা করিয়া বলিয়া থাকেন, ইংলণ্ড ও ইউরোপখণ্ড নিঃস্বার্থভাবে ভারতের কল্যাণ কামনা করিয়াই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কখন কখন এরূপ স্বতঃ ভাবনারূপে উত্থিত হইয়া থাকে যে, ভারতশাসন করিয়া ইংলণ্ডের কপর্দ্দকমাত্র লাভ নাই, ইংলণ্ড কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। অতএব ভারতশাসন পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই কথা বলেন কপট ধার্ম্মিকতার পরিচয় দেন, আমরা তাঁহাদের প্রবোধার্থ ত্রিহুত জেলার নীল বৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ণিয়া জেলায় ১৭৭৫ খ্রী অব্দে নীল চাসের প্রথম আরম্ভ হয়। তদবধি বর্ষগণনা করিলে ১০৬ অতীত হইল দেখিতে পাওয়া যায়। এই ১০৬ বৎসরের মধ্যে নীলের আবাদ নিবন্ধন প্রজারা কত লোক ধনী হইয়াছে? কত লোকে নীলের প্রসাদে পরম শোভন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া কলত্রকন্যাদি সহিত পরম সুখে কাল যাপন করিতেছে? কত লোকে অসংখ্য অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দোলদুর্গোৎসবপ্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে? নীলের লভ্য বাস্তবিক কোন দেশের লোকে উপভোগ করে? ১০৬ বৎসরের নীলে যে লাভ হইয়াছে, তাহা কোন দেশের উদর সাৎ হইয়াছে? এদেশের লোকে নীলে যে লাভবান হয় না, ১৮৬০ অব্দের নীল বিদ্রোহ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

১৮৭৯ অব্দে পূর্ণিয়া জেলায় নীলকুঠির সাহেবেরা যে হিসাব দাখিল করেন, তদনুসারে যে স্থানে যত নীল উৎপন্ন হয়, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

কুঠীর নাম।	যত জমিতে নীলের চাস হয়।	যত নীল উৎপন্ন হয়।
মানসাই	৩১৪৮ বিঘা	১৮৯ মণ
বীরপুর	২১৮৯ "	১১০ "
ময়নাগঞ্জ	৬০০০ "	৩০০ "
	১০০০ "	১০০ "
	১৭৫৬৮ "	৩৬১ "
[illegible]	২০৬৫ "	১০৫ "
[illegible]	৯০৯৪ "	৯২৫ "
নীলগঞ্জ	১৩৯১৩ "	৬৭৫ "
[illegible]	৮০০০ "	৩৫০ "
কোনাসি	৫০৭০ "	
[illegible]পুর	৩০০০ "	
[illegible]		
[illegible]		৩৫
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		৫০
দেওরিয়া		৮০
লালপুর	৯০০	৭৫

মুঙ্গের জেলার অন্তঃপাতী কয়েকটী স্থানের বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে উল্লিখিত হইতেছে।

কুঠী	আবাদ	উৎপন্ন	কত লোকে বাস করে	খরচ
নাকোল কুঠী	আবাদ ৮০০০ বিঘা	উৎপন্ন ৬০০ মণ মূল্য ১৫০০০০	কত লোকে বাস করে ১০০০ হইতে ৩০০০	খরচ ১১৫০০
বেগুনবাড়ি কুঠি	৩০০০ বিঘা	১০০ মণ	৮০০০ লোক	১০০০
ভগবানপুর কুঠি	৩৫০০ "	৪০০ "	১০০ "	১০০০
বেগমসরাই "	২০০০ "	৫০ "	৬০০ "	৬০
দৌলতপুর	৬৭০০ "	৪০০ "	৩০০০ "	১৭০০

১৮৭৫ সালের হিসাব অনুসারে ১০৭৫০ বিঘা জমীতে ৩৭০০ মণ নীল হইয়াছে। উৎপন্নের হারাহারি হিসাব করিলে ৩৭০০ মণ প্রতি ১২সের হয়।

নীল ভাল জমী না হইলে হয় না; নীলকরেরা অধিকাংশ ভাল জমী গ্রাস করিয়াছেন। ঐ সকল জমী যদি ভারতের কৃষকদিগের হস্তগত থাকিত, আর তাহারা ইচ্ছামত ভারতের উপযোগী শস্য তাহাতে উৎপাদন করিতে পারিত, তাহা হইলে কি ভারত লাভবান্ হইত না? এবং কৃষকদিগের অবস্থা কি সমধিক সমুন্নত হইত না? অনেকে বলেন নীলকরেরা নীল চাস না করিলে অনেক জমী পতিত হইয়া থাকিত। আমরা বলি, নীলকরেরা যে সকল জমীতে চাস করেন, তাহা পতিত থাকিত না। কৃষকেরা সেই সেই ভূমিতে ইচ্ছামত শস্য উৎপাদন করিয়া সমধিক লাভবান্ হইত সন্দেহ নাই। যে সকল ভূমি নিকৃষ্ট, তাহাই পড়িয়া থাকিবার সম্ভাবনা। নীলকরেরা যদি ভারতের কল্যাণ কামনা করিয়া এদেশে নীলের চাসে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা পতিত ভূমির উদ্ধার চেষ্টা পাইতেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের যখন যে পতিত ভূমির উদ্ধার চেষ্টা নাই তখন আর তাঁহাদের ভারতের মঙ্গল উদ্দেশ্য কৈ?

নীলকরেরা যদি ইউরোপীয় না হইয়া এদেশীয় হইতেন, তাহা হইলেও ভারতের কথঞ্চিৎ মঙ্গল সম্ভাবনা থাকিত। নীলোৎপন্ন যে অর্থ এদেশীয় নীলকরদিগের সিন্ধুকস্থ হইত, সে অর্থ কখন না কখন এদেশের মঙ্গলকার্য্যে ব্যয়িত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু ইউরোপীয় নীলকরেরা যে অর্থ নীল হইতে সংগ্রহ করেন, তাহা এদেশে থাকে না, তাহা ইউরোপ খণ্ডেরই শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে।

অনেকে হয় ত মনে করিবেন এদেশের যে সকল লোক নীল ক্ষেত্রে কর্ম্ম করে তাহারা নীল হইতে উপকৃত হয় কিন্তু আমরা তাহাদের বিশেষ উপকার দেখিতে পাই না। তাহারা নীল ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া যে মজুরি পায়, তাহা তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনে পর্য্যাপ্ত হয় না। একে ৵০ ৵১০ অথবা ৷০ মজুরি তাহাতে আবার তাহাদের কষ্টের পরিসীমা নাই। পূর্ব্বে রামকান্ত শ্যামচাঁদ প্রভৃতি প্রয়োগ হইত এখন ততদূর হয় না বটে কিন্তু এখন নীলকরেরা একটী নূতন পন্থার আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা নিজে আর মজুর খাটান না। মজুর খাটান কণ্ট্রাক্ট দেন, কিন্তু কণ্ট্রাক্টদারেরা মজুরদিগকে অসঙ্গতরূপ পরিশ্রম করান। আমরা পূর্ব্বে একবার কহিয়াছিলাম, পুনবার কহিতেছি একজন ভদ্র লোক জ্যৈষ্ঠমাসে বেলা একটার সময়ে মজুরদিগকে ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে জ্যৈষ্ঠ মাসে বেলা একটার সময় ক্ষেত্রে মজুর খাটাইবার তুল্য নিষ্ঠুর ব্যবহার আর কি হইতে পারে? এখন বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিলেন নীল হইতে ভারতবাসীরা কেমন লাভবান্ হয় এবং নীলকরেরা ভারতের উন্নতিসাধন করিতে আসিয়া কেমন ক্ষতিগ্রস্ত হন? বোধ হয় আমাদের বুদ্ধিমান পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন, কথায় বলে "বুকে বসে দাড়ী উবড়ান" ভারতে নীল চাস নিবন্ধন নীলকরদিগের ঐ প্রবাদ বাক্যের অনুরূপ ক্ষতি ও ভারতবাসীর লাভ হইয়া থাকে!

পার্লামেণ্ট সভার পুনরধিবেশন।

পার্লামেণ্ট খুলিবার ও বন্ধ করিবার সময়ে মহারাণীর বক্তৃতা নামে একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিবার রীতি আছে। সেই বক্তৃতার মধ্যে রাজমন্ত্রিদিগের রাজনীতির অনেক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা নামে মহারাণীর বক্তৃতা। মহারাণীর নাম করিয়া তাহা পাঠ করা হয়; কিন্তু রাজমন্ত্রিগণ অনেক বিচার ও তর্কের পর এই বক্তৃতাটী প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের অনেক চিন্তাশক্তির ব্যয় হইয়া থাকে।

সম্প্রতি পুনরায় পার্লামেণ্ট সভার কার্য্যারম্ভ হইবে। তাহাতে মহারাণীর যে বক্তৃতা পঠিত হইবে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কথা গুলির আভাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

প্রথম, ইউরোপীয় সম্রান্ত জাতিদিগের পরস্পরের সহিত যে সন্ধিপত্র আছে, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সীমান্ত প্রদেশ লইয়া তুরস্কের সহিত গ্রীসের যে বিবাদ চলিতেছে, ইউরোপীয় জাতিদিগের সাহায্যে তাহার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা হইবে। গ্লাডষ্টোন মন্ত্রিদল তুরস্ক ও গ্রীস উভয় দেশীয় গবর্ণমেণ্টকেই ঐ পরামর্শ দিতেছেন।

দ্বিতীয়, বন্ধুভাবে মধ্যস্থতা করিয়া বায়ুতো দেশের সমবায়ি নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করা হইবে।

তৃতীয়, কান্দাহার ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকিবে না।

চতুর্থ, আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করা হইবে। তন্মধ্যে একটী আইনের দ্বারা আয়র্লণ্ডবাসিদিগের অস্ত্রধারণ ও আয়র্লণ্ডে অস্ত্র আনয়ন সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম করা

হইবে। অপর একটী দ্বারা "হেবিয়স কর্পস" নামক আইনটী রহিত করা হইবে। অপর কয়েকটী দ্বারা ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ নিরূপণ করা হইবে।

পূর্ব্বোক্ত সংবাদগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রীতিজনক ও কতকগুলি কিয়ৎ পরিমাণে দুঃখজনক। প্রথমতঃ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বলপ্রকাশে বা সহসা পরের বিবাদে হস্তার্পণ করা বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুমোদিত কার্য্য নহে। উদার রাজনীতি-পথবর্ত্তী ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন, যদি পার্শ্ববর্ত্তী কোন জাতির সহিত অপর কোন জাতির বিরোধ থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকেই পরস্পর বিবাদের মীমাংসা করিতে দেওয়া উচিত। পরের বিবাদে হস্তার্পণ করিতে গেলে, কোথায় গিয়া যে দাঁড়াইতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু যখন এক জনের অধিকার, বা অত্যাচার বা স্বার্থপরতা নিবন্ধন দশ জনের অপকার ঘটে বা অপকারের সম্ভাবনা থাকে, তখন সেই দশ জনের সে বিবাদে হস্তার্পণ করিবার কারণ উপস্থিত হয়। যাহা হউক, ইউরোপীয় জাতিসকল যে প্রণালীতে পূর্ব্বাবধি কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন, গ্রীসের সীমান্ত ঘটিত প্রশ্নে হস্তার্পণ করা তাহার পরিণাম ও অপরিহার্য্য ফল হইয়াছে। যদি হস্তার্পণ করা হইল, তাহা হইলে সমরানল নির্ব্বাণ ও শান্তি স্থাপন করিয়া নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এই জন্যই গ্লাডষ্টোন, গ্রীস ও তুরস্ক উভয় দেশীয় গবর্ণমেণ্টকে ইউরোপীয় জাতিদিগকে মধ্যস্থ মানিবার পরামর্শ দিয়াছেন। পরের বিবাদে হস্তার্পণ করিবার পক্ষে একটী প্রধান আপত্তি এই যে মানবের স্বার্থপরতা বড় প্রবল, পাছে লোকে পরোপকার করিতে গিয়া নিজের স্বার্থসাধন করিয়া বসে। ইউরোপীয় জাতিগণ সকলে একত্র কার্য্য করিলে এ আশঙ্কা থাকিবে না; সুতরাং তাঁহাদিগকে মধ্যস্থরূপে স্বীকার করা উক্ত উভয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য।

বাসুতোপ্রদেশে যে সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হয়, তখন অনেকে বলিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড উদাসীনের ন্যায় দীর্ঘকাল দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে সমর্থ হইবেন না। তাঁহাদের আশঙ্কা পরিপূর্ণ হইল। নূতন মন্ত্রিদল স্থির করিয়াছেন যে, বিরোধপরায়ণ জাতি দ্বয়ের নিকট সদ্য প্রথমে নিজে মধ্যস্থতা করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন। বলা বাহুল্য যে যদি সে প্রস্তাব গৃহীত না হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই জানিতে বাকি নাই যে, কেপ কলনির গবর্ণমেণ্ট বাসুতোদিগের প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে বিদ্রোহাচরণে অগ্রসর করিয়াছেন, এখন যদি সেই অন্যায় যুদ্ধে ইংলণ্ড কেপ গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য করেন, তাহা হইলে অন্যায় কার্য্যের সাহায্য করা হইবে। কিন্তু কেপ গবর্ণমেণ্ট পরাস্ত হইলে ইংলণ্ডের ক্ষতি আছে। দেখা যাউক, লিবরল মন্ত্রিদল কতদূর অগ্রসর হন।

তৃতীয়, কান্দাহার যে পরিত্যক্ত হইবে, এ সংবাদে উদার নীতির পক্ষপাতী ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দিত হইবেন। এই সংকল্পের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া লিবরলগণ প্রকৃত সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। কান্দাহার ব্রিটিশ হস্তে থাকে, অনেক সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী ইংরাজের এই ইচ্ছা। তাঁহারা নানারূপে গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ পরামর্শ দিতে ও কান্দাহার হস্তে রাখিবার উপকারিতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই। এত আপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যে, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

আয়র্লণ্ড লইয়াই বিষম বিপদ। মন্ত্রিগণ প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, সহজে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণ করিবেন, বল প্রকাশ করিবেন না। সাধারণ আইনে অত্যাচার, উপদ্রব, হত্যা প্রভৃতি নিবারণের যে সকল উপায় আছে, তদবলম্বন করিয়াই বিদ্রোহ শান্তি করিবেন। এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়াই তাঁহারা বিদ্রোহী দলদিগকে আইন অনুসারে দণ্ডিত করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। কিন্তু প্রজাদিগের অত্যাচার দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, এখন প্রকারান্তরে দমন ব্যবস্থা ভিন্ন সে উপদ্রব শান্তির আশা নাই। ইতিমধ্যেই কয়েক দল সৈন্য আয়র্লণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে হেবিয়স কর্পস নামে একটী আইন আছে। লোকে ঐ আইনটিকে প্রজার স্বাধীনতার রক্ষক বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ঐ আইনটীর মর্ম্ম এই, যদি গবর্ণমেণ্ট বা অন্য কেহ কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে, সে বিচারালয়ে অভিযোগ করিলে উক্ত বন্দীকৃত ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করিতে হয় এবং কেন তাহাকে বন্দী করা হইয়াছে কারণ প্রদর্শন করিতে হয়। মন্ত্রিদল গবর্ণমেণ্ট আয়র্লণ্ডে আপাততঃ ঐ আইনটী রহিত করিবেন। অর্থাৎ যাহার প্রতি বিদ্রোহী বলিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতীতি জন্মিবে, তাহাকে বন্দী করা হইবে, তাহার আর কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে না। লিবরল মন্ত্রিদলকে অগত্যা এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইল, ইহা একটী পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে। যে কতিপয় জন লোকে দোষ যোগ করিতেছে, সেই দুষ্ট দলের [illegible] শান্তি হইতে পারে। কিন্তু যাহারা [illegible] নিজের দুঃখের কথা না জানাইয়া [illegible] প্রদর্শন করিয়া আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগের প্রার্থনা [illegible]। তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া এই কথা বলিতে হয় "তোমরা যদি ভদ্র লোকের ন্যায় কথা না কহ তোমাদের কথা শুনিব না।" লিবরল মন্ত্রিদল আন্দোলনকারীদিগকে সেই কথা বলিতেছেন। কিন্তু মন্ত্রিগণের একবার এ বিবেচনা কর্ত্তব্য, প্রজার [illegible] অভাবদিগের দুঃখ মোচন করিয়া কৃতজ্ঞ [illegible] কি না? যাহা হউক, প্রজাদিগের দুঃখ দূর করিবার কোন উপায় করা কর্ত্তব্য। আমরা দেখিয়া প্রীত হইলাম, গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র তাহার উপায় করিবেন। এখানে বোধ হয় লর্ড মহোদয়েরা [illegible] সভা [illegible] আর [illegible] করিবেন না।

[illegible]

ভারতেশ্বরীর প্রতাপ আজ কাল ভারতে এমনি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে অতি দূরবর্ত্তী জঙ্গলে বা নিভৃত প্রান্তরে কেহ কাহার প্রতি অত্যাচার করিতে সাহসী হয় না। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর কালে সুনন্দা তাঁহার অগ্রে যখন রাজগণের পরিচয় দিতেছিলেন, সেই সময়ে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিলেন:

অকার্য্যচিন্তাসমকালমেব
প্রাদুর্ভবংশ্চাপধরঃ পুরস্তাৎ।
অন্তঃশরীরেষ্বপি যঃ প্রজানাং
প্রত্যাদিদেশাবিনয়ং বিনেতা।

প্রজারা যেমন অকার্য্য চিন্তা করে অমনি তিনি অথবা [illegible] মনে [illegible] অমনি [illegible] ধনুর্ব্বাণ হস্তে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের অন্তঃকরণবৃত্তি অবিনয়ের নিবারণ করিয়া থাকেন।

[illegible] কার্ত্তবীর্য্যের [illegible] হইয়াছে, আমাদের [illegible] অনেক [illegible]। [illegible] সৈন্যমধ্যে এক [illegible] মনে উদয় [illegible] হইয়া সে আর [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] রাজপ্রতিনিধিগণের [illegible] রাজপ্রতিনিধিগণের [illegible] নিবারণ [illegible] যায়, [illegible] অতীব হয়, এটি বড় আশ্চর্য্যের কথা [illegible]। আমরা কলিকাতার [illegible] হইতে দৈবজ্ঞ [illegible]

উপরে কর করিলে যেমন দরিদ্র ক্রেতাদিগকে তাহার ভার বহন করিতে হয়, জমীদারেরা যে দান করেন, তাহার অধিকাংশের অর্থভার দরিদ্র প্রজাদিগকে বহন করিতে হয়। জমীদারের লোকেরা অন্যোকার নামে প্রজার নিকট হইতে তাহার সংগ্রহ করেন। এটীও জমীদারদিগের নিন্দা ও অপদস্থ হইবার একটী প্রধান কারণ হইয়াছে।

সকল জমীদারেই যে ঐ নিন্দনীয় নিকৃষ্ট কর্ম্ম করেন, আমরা এই কথা বলিতেছি, সৎকুলপ্রসূত সরা যেন এ সিদ্ধান্ত না করেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী ও পাইকপাড়ার রাজা প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান প্রধান জমীদার আছেন, তাঁহাদের জমীদারীতে পীড়ন নাই, অথচ তাঁহাদের দানশোভায় দেশ সুশোভিত হইয়াছে।

উপসংহারে আমরা জমীদার ও প্রজা উভয় পক্ষকেই অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা পরস্পর বিরোধিভাব পরিত্যাগ করিয়া ঐকমত্যে আপনাদিগের চিরবিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া লউন; এমন সুসময় আর পাইবেন না। ইডেন সাহেব বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানে আছেন। তিনি বঙ্গদেশে অনেক দিন অতিবাহিত করিলেন। তিনি বঙ্গদেশের যেমন বিশেষজ্ঞ, রাজপুরুষদলে এমন লোক অতি অল্প আছেন। তিনি কোন পক্ষে পক্ষপাতী নন। উভয় দলের মঙ্গল হয়, তাঁহার এই ইচ্ছা। এ সময়ে যদি উভয় দলে পরস্পর বিরোধ করিয়া আপনাদের অনিষ্ট আপনারা করেন, তাহাতে ইডেন সাহেব দোষী হইবেন না।

বিজ্ঞাপন

মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।

আগামী ২ঠা মাঘ (১৩ ই জানুয়ারি) রবিবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় আমাদের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হইবে। সর্ব্বসাধারণে অনুগ্রহপূর্ব্বক সভাস্থ হইয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

১। সভাপতির আসন গ্রহণ।

২। সঙ্গীত।

৩। ভূমিকা (শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

৪। রামমোহন রায়ের মতত্ত্ববিষয়ক বক্তৃতা (শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।)

৫। সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে সকালে উপস্থিত হইয়া সমস্বরে বন্দনা পাঠ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১ লা জানুয়ারি। রবিবার ল্যাণ্ডলিগ সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেওয়াতে অদ্য উহার অধিবেশন হইবে। রাত্রিতে যাহাতে উহারা সভা করিয়া কুপরামর্শ করিতে না পারে তজ্জন্য সৈন্যেরা চৌকী দিতেছে।

ডিসেম্বর মাসে বৈষয়িক রাজস্ব ১৯০০০০০০ টাকা আদায় হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৩১ এ ডিসেম্বর। মধ্য আসিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে রুশের সহিত তুর্কোমানদিগের গিওকটেপি নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; উভয় পক্ষের বিস্তর লোক হতাহত হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩১ এ ডিসেম্বর। সুলতান গ্রীক সীমাপ্রদেশে একলক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার যুদ্ধ সজ্জা করা যাইতেছে।

৩১ এ ডিসেম্বর। ল্যাণ্ড লিগরদিগের বিচারকালে এটর্নি জেনরল চারি দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি আসামীদিগের বিদ্রোহোত্তেজক বক্তৃতাই অনিষ্টের মূল কারণ বলিয়া বর্ণিয়াছেন।

লণ্ডন ২ রা জানুয়ারি। বোয়ারেরা অটরেচ্‌ট নামক স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে।

টাইমস বলিয়াছেন ভূমি সংক্রান্ত আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য মন্ত্রি সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে তদ্দ্বারা ১৮৭০ অব্দের ভূমি সংক্রান্ত আইনের কতক সংশোধন করিবার পক্ষে সাহায্য পাওয়া যাইবে।

লণ্ডন ২ রা জানুয়ারি। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে ঔপনিবেশিক সৈন্যদিগের সহিত বসুতোদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে বসুতোদিগের ৮০ জন হত ও কয়েকজন বন্দীকৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা জানুয়ারী। টাইমস বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট আয়রলণ্ডে বিদ্রোহ দমন সংক্রান্ত আইন প্রচলিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই আইনের পাণ্ডুলেখ্যে হেবিয়াস কর্পস ও জুরিদ্বারা বিচার প্রথা এবং অস্ত্র শস্ত্র খরিদ বিক্রী বন্ধ করিবার প্রসঙ্গ করা হইয়াছে।

অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটের বোয়ারেরা ট্রান্সভালের বিদ্রোহী বোয়ারদিগের সহিত যোগদানের চেষ্টা পাইতেছে।

লণ্ডন ৪ ঠা জানুয়ারি গবর্ণমেণ্ট [illegible] ফেনিয়ানেরা ইংলণ্ডে দস্যুবৃত্তি করিবে। [illegible] নিবারণের জন্য রক্ষিদিগকে সতর্ক হইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৫ ই জানুয়ারি। বোয়ারেরা নেটালে প্রবেশ করিয়াছে। উহারা ট্রান্সভালগামী ইংরাজ সৈন্যদিগের গতিরোধ করিবে।

গুপ্তহত্যাকারীরা ডিনামাইট দ্বারা কয়েকবার লিভারপুলের ভবন দগ্ধ করিয়াছে।

রুশ ও তুর্কোমান যুদ্ধে রুশের ১ হাজার সৈন্য হত ও আহত হইয়াছে।

ইংরাজদিগের ঔপনিবেশিক সৈন্যগণকে ডিলাগোয়া উপসাগরের মধ্য দিয়া ট্রান্সভালে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পোর্টুগিজ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

লণ্ডন ৬ ই জানুয়ারি। ইউরোপীয় রাজগণ একত্র হইয়া গ্রীসের সহিত তুরস্কের সীমা সংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

ট্রান্সভালে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রভুশক্তি পুনঃস্থাপিত করা আবশ্যক হইয়াছে।

বাসুতোদিগের সহিত যে গোলযোগ চলিতেছে বন্ধুভাবে মধ্যস্থতা দ্বারা তাহার মীমাংসা করা হইবে।

কান্দাহার রাখা অভিপ্রেত নহে।

বিদ্রোহ দমন, ভূমির স্বত্ব সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য ও কাউণ্টি সম্বন্ধে বিল এইবার পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা হইবে।

পার্নেল সাহেব গত কল্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন।

সার ইভেলিন উড কেপ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

ল্যাণ্ডলিগরদিগের ৯ জন অধিনায়ক [illegible] নামক স্থানে যুক্ত হইয়াছেন।

বোয়ারেরা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া কাপ্তেন ইলিয়ট ও ল্যাম্বার্টকে কারামুক্ত করিয়া দিয়া অবশেষে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে গুলি করিয়া বধ করিয়াছে।

কাবুলের সংবাদ।

পেশোর হইতে কাবুল পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে তাহাতে আর কোন গোলযোগ নাই। বাণিজ্যকার্য্য নিরাপদে চলিতেছে। আয়ুব খাঁ সৈন্য সামন্ত লইয়া ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন। কাবুলে এক নিমিত্ত মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমীর মুস্তফি হাবিবুল্লাকে কাবুলে প্রত্যাগত হইতে অনুরোধ

মিসোরী নদীতে এক প্রকার কীট হইয়াছে তাহা দেখিতে আটুলের ন্যায়, ঐ নদীর জলস্পর্শ করিলে উহারা মানুষের গায়ে লাগিয়া থাকে। উহাদিগের লাল যে খানে লাগে, সেইখানের চর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায় এবং ইহা তুলিয়া ফেলিলে সঙ্গে সঙ্গে ঘা দেখা দেয়।

রুশিয়া হইতে রুশ ভাষায় ৪১৭ খানি ৫৪ খানি পলিষ ৪০ খানি জর্ম্মণ ১০ খানি ফরাসী ১১ খানি লেটীশ ৭ ইথোনিয় ২ ফিনিস ৪ হিব্রু ৭ আর্ম্মেনিয় ৩ জর্জ্জিয় ও ১ তাতার ভাষাতে সংবাদ পত্র প্রচারিত হইয়া থাকে।

ইচ্ছামত কাগজ কাটিবার একটী সুন্দর কল হইয়াছে। ইহাতে অল্প সময়ে বিস্তর কাগজ কাটা যায়। খাম কাটিবার জন্যও ঐরূপ আর একটী কল হইয়াছে। এই কলের দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় ২৪৮০ খাম কাটা যাইতে পারে এবং তারের দ্বারা বই বাঁধিবার যে কল হইয়াছে, তদ্দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে একখানি পুস্তক বাঁধিতে যে সময় লাগে, এই কলে তাহা অপেক্ষা ১০ মিনিট কম সময় লাগিয়া থাকে।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, সূর্য্যের তেজ তিন শত ৫০ হাজার পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তির সহিত সমান, এ হিসাবে যদি সমস্ত সর্গই পূর্ণচন্দ্রময় হয় তাহা হইলেও সূর্য্যের এক চতুর্থাংশ কিরণের সহিতও সমান হয় না।

ডাক্তার ডে নামক মান্দ্রাজের একজন চিকিৎসক বলিয়াছেন মৎস্যদিগেরও পশুর ন্যায় জ্ঞান ও মনস্তাপ আছে। তিনি বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছেন কখন কখন দুইটী ভিন্ন জাতীয় মৎস্য একত্র হইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জলচরকে আক্রমণ ও তাহার বধসাধন করিয়া আহারের সংস্থান করিয়া থাকে।

রুশিয়ার লিপার নদীর তীরে যে সকল অরণ্য ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে যে স্থান অতিশয় দুর্গম ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহ দ্বারা বেষ্টিত ছিল, এক্ষণে তাহা তরুলতা পরিশূন্য মরুভূম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন অনেকগুলি ক্ষুদ্র নদী শুষ্কপ্রায় হওয়াতে লিপারে জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে নদীগর্ভে যে সকল পাহাড় পূর্ব্বে জলমগ্ন থাকিত, এক্ষণে তাহা নদীতল অপেক্ষা উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। নদীতে পোত চালনা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। লিপার অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী নগরের পাদদেশ দিয়া গমন করিতেছে। এক্ষণে যদি ঐ নদীতে পোতাগম বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে ঐ সকল সভ্য জনপদ অসভ্যদিগের বাসস্থান হইয়া নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।

সমস্ত পৃথিবীতে প্রতি বৎসর প্রায় ২৬০০০০ পাউণ্ড কুইনাইন জন্মে। ইহার মধ্যে জার্ম্মনিতে ৫৮২৫০ ইটালিতে ৪৫০০০ ফ্রান্সে ৪০৫০০ ইংলণ্ডে ২৭০০০ আমেরিকায় ৬৩০০০ ভারতবর্ষে ১১২৫০ পাউণ্ড কুইনাইন হয়।

মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর ডিউক বকিংহাম ইংলণ্ড যাত্রা কালে ৪১ সিন্দুক স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র লইয়া গিয়াছেন।

মহীশূরের মহারাণী ও রাজকুমারীরা মৃত মহারাজের রাজ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে ও যাহাতে তাঁহাদিগের স্বার্থ কেহ নষ্ট করিতে না পারে তজ্জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার রস জনসন সাহেবের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন।

"এবৎসর এখানকার মিউনিসিপাল স্কুল হইতে যে সাতটী ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গমন করিয়াছিল, তন্মধ্যে গিরীন্দ্রলাল সেন নামক একটী মাত্র ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রতিবৎসর উক্ত স্কুল প্রত্যাশানুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে, কিন্তু এবৎসর কেন যে ঈদৃশ বিষময় ফল ফলিত হইল, তাহা কোন সহৃদয় ব্যক্তি প্রশ্ন করিলে আমাদিগকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে যে, মিউনিসিপাল স্কুলের হেড মাষ্টার ভিন্ন অন্যান্য শিক্ষক অধ্যাপনাকার্য্যে আশানুরূপ পরিশ্রম করেন না। হেড মাষ্টার বাবু উহা বিশদরূপ অবগত আছেন, কিন্তু চক্ষুর লজ্জায় কখন কোন শিক্ষকের প্রতিকূলে রিপোর্ট করিতে পারেন না, সুতরাং উক্ত বিদ্যালয়টী ক্রমে ক্রমে শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইতেছে। এবার প্রবেশিকা পরীক্ষার পরীক্ষক মহাশয়েরা যেরূপ সরল প্রশ্নাবলী দিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে আমাদের বিবেচনা হইয়াছিল যে, মিউনিসিপাল স্কুলের প্রেরিত সাত জন ছাত্রের মধ্যে অন্ততঃ ৪।৫ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবে, কিন্তু "ডিরেক্টর" ইয়ারকা ও অন্যান্য নানা কারণে আমাদের সেই আশালতাটী পরিশুষ্ক করিয়াছে। এক্ষণে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা এই যে শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর সভাপতি বাবু উক্ত স্কুলের শিক্ষকগণের গুণাগুণ পরীক্ষা পূর্ব্বক কিংকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিবেন।

উক্ত সংবাদদাতা বলেন গত বুধবার রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু শান্তিপুরে আগমন করিয়াছিলেন, এতদুপলক্ষে একটী বিশেষ মিউনিসিপাল সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় ডেপুটী বাবু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এজন্য সভার কার্য্য প্রণালী বিশুদ্ধ ভাবে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের নেটিভ ডাক্তার বাবুকে মাসিক ৬০ টাকা বেতন দেওয়া উচিত কি না প্রথমতঃ প্রস্তাবিত সভায় এই প্রস্তাবটী উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু কমিশনর বাবুরা মিউনিসিপাল তহবীলে টাকার টানাটানি বলিয়া উহা নামঞ্জুর করিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন ডাক্তার বাবু ব্যথিত হৃদয় হইয়াছেন সত্য কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারের বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে ভাবিয়া তাঁহার মনকে প্রবোধ দেওয়া উচিত। সত্য বটে, ঐ চিকিৎসালয়ের ভূতপূর্ব্ব নেটিভ ডাক্তার বাবুরা মাসিক ৪০ টাকার হিসাবে বেতন লইয়াছেন, কেন না ঐ সময়ে মিউনিসিপাল তহবীলে টাকার টানাটানি ছিল না এবং তৎকালে তাঁহারা উক্ত চিকিৎসালয়ে "পোষ্ট মরটেম" পরীক্ষা করিতেন। এক্ষণে একেত মিউনিসিপাল তহবীলে টাকা নাই, তাহার উপর আবার বর্ত্তমান নেটিভ ডাক্তার বাবু "পোষ্ট মরটেম" পরীক্ষা উঠাইয়া দিয়াছেন, এমন অবস্থায় তাঁহার মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন যথেষ্ট বলিতে হইবে সন্দেহ নাই।

মিরাটের একজন সংবাদদাতা ৩ লক্ষ টাকা দানকারী বাবু নফরচন্দ্র পালের যেরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কথা লিখিয়াছেন চক্ষে দেখা দূরে থাকুক শুনিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তিনি বলেন একদা নফর বাবুর নায়েবের আদেশক্রমে তাঁহার লাঠিয়ালেরা খাজনার জন্য একজন দরিদ্র প্রজাকে চোরের ন্যায় বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিল এমন সময়ে উপবিভাগস্থ কর্ম্মচারী ব্লাক সাহেব তথায় দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি এই প্রকার কাণ্ড দেখিয়া লাঠিয়ালদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া এই ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে উহারা তাঁহাকে নীলকর সাহেব মনে করিয়া বলিল আমরা নায়েবের আদেশ ক্রমে ইহাকে কাছারিতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছি কর্ত্তা বলিয়া সাহেব তুমি যেন আমাদিগের জমিদারের ন্যায় এমন করিয়া প্রজাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইও না। সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা ইহাকে কাছারিতে লইয়া গিয়া কি করিবে? লাঠিয়ালেরা উত্তর করিল আমরা ইহাকে লইয়া গিয়া উত্তমরূপ প্রহার করিয়া শেষে কয়েদ করিয়া রাখিব। তখন এ ব্যক্তি খাজনা না দেওয়ার ফল বুঝিয়া খেদ করিবে। সাহেব এই কথা শুনিয়া তাহাদিগের কথায় সায় দিয়া এক বৃক্ষের তলায় তাহাদিগের সহিত গেলেন, এবং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া পকেটবুকে পেন্সিলে তাহাদিগের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সর্দ্দারকে দণ্ড করিলেন এবং তাহাকে ৬ মাস কারাবাসের আদেশ দিলেন।

আমরা শুনিয়া [illegible] মনোহরের মাড়বংশীয় শ্রীমতী [illegible] মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার দান [illegible] ছিল।

[illegible] একটী কোম্পানি খুলিয়াছেন। ইঁহারা [illegible] করিবার জন্য এক প্রকার [illegible] প্রস্তুত করাইবার অভিলাষ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত অতি অল্প দিনের মধ্যে [illegible] টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

মৌলবী সৈয়দ আমীর হোসেন কলিকাতার কেবল মুসলমানদিগের জন্য যে কালেজ খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য মাদ্রাসা ও কালেজ প্রভৃতির সাহায্য কমাইয়া উহার সাহায্যের যে কথা হইয়াছিল, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহাতে সম্মত হন [illegible]

[illegible]পুরের জল নির্গমন পথ প্রস্তুত করাইবার জন্য [illegible] বাবু মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী [illegible] টাকা দান করিয়াছেন।

আহম্মদনগরের ডিষ্ট্রীক্ট জজ অনেক দিন অবধি অনেক প্রকারে কৃষকদিগের উপকার করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি উহাদিগের উপকারার্থ কয়েকজন দেশীয়ের সাহায্যে একটী ব্যাঙ্ক খুলিয়াছেন। কৃষিকর্ম্মের যাহাতে দিন দিন উন্নতি হয়, ও কৃষকেরা যাহাতে অল্প ব্যয়ে ও সুখে কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে পারে তজ্জন্য তিনি নানাপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। চাসের সময়ে ব্যাঙ্ক কৃষকদিগকে আবশ্যক মত টাকা, লাঙ্গল গোরু বীজধান্য প্রভৃতি দিবেন।

১৮৮০ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে ২০১৮০০০০০ টাকা ইংলণ্ডীয় ধনাগারে প্রেরিত হইয়াছে। এই টাকার বাটা ৩৩৮০০০০০ টাকা লাগিয়াছে।

শুনা গেল অনরেবল উইলিয়ম [illegible] সাহেব পুনরায় ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইয়াছেন। কিন্তু কি কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন তাহা অদ্যাপিও জানা যায় নাই।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক [illegible] নামক পত্রে ভারতবর্ষীয়দিগের বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন "যাঁহারা ভারতেশ্বরীর মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া বাহাদুরী লইবার অভিপ্রায়ে রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করেন তাঁহাদিগকে দূরে পরিহার করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এরূপ কার্য্য করিতে যাঁহারা অভিলাষী তাঁহারা যে কিরূপ দায়ী ও তাঁহাদিগকে যে কিরূপ বিব্রত হইতে হয় এইরূপ অনুরোধ করিবার পূর্ব্বে তাহা তাঁহাদিগের একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য। শাসনকর্ত্তারা যদি হৃদয়ে এইরূপ স্থান দেন যে আমরা মহারাণীর প্রতিনিধি হইয়া ভারত শাসন করিতে যাইতেছি, ভারতবাসীদিগের উপকার সাধনের জন্য যাইতেছি আপনাদিগের লাভ অথবা সুবিধার জন্য যাইতেছি না তাহা হইলে সহজেই ভারত সংক্রান্ত সকল গোলযোগেরই মীমাংসা হইতে পারে।" উপদেশটী ভাল বটে, কিন্তু যাঁহারা অন্যায় কার্য্য করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করেন, ইংলণ্ডে তাঁহাদিগের মত সম্মানলাভ, দৈপুরুষিক ও ঐ পুরুষিক বৃত্তি বিধান হয়। সুতরাং ঐ উপদেশে ফল হয় না। ঐ সম্মানলাভ বন্ধ করিবার কি কোন উপায় আছে?

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন যে অতঃপর অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সিবিল ও সেসন জজেরা চার্জ্জোৎসবের ছুটীতে হেড কোয়ার্টার পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত স্থানান্তরে যাইতে পারিবেন না।

লার্ড রিপন এখনও অতিশয় দুর্ব্বল আছেন। অতএব তিনি কবে কলিকাতায় আসিবেন, তাহা স্থির হয় নাই।

কেপের গোলযোগ ক্রমে ভীষণ হইয়া উঠিতেছে। লণ্ডন হইতে তারে সংবাদ আসিয়াছে ১০১ নম্বর সৈন্যদলকে কেপায় যাইতে হইবে। ১২ ই জানুয়ারি ইহাদিগের যাইবার দিনস্থির হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতে তথায় বিস্তর সৈন্য যাইতেছে তথাপি আবার ভারতবর্ষীয় সৈন্যে টান পড়িয়াছে।

মুরশিদাবাদের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট হার্কার্ট মোসলি সাহেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কাছারির মধ্যে অবমান করাতে তিনি এই বিষয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের গোচর করাতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মোসলি সাহেবকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়াছেন। কেবল তিরস্কারে কাজ হয় না। ক্রমাগত কয়েকজনকে তিরস্কার করা হইল। সমস্ত মাজিষ্ট্রেটেরা মনে করেন, অন্যায় প্রভুত্ব প্রদর্শনে তাঁহাদিগের অধিকার আছে।

গত ১৮৭৯ অব্দে পৃথিবীতে নিম্নলিখিত ডলার মূল্যের দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে। যথা—

আমদানী।

আফ্রিকা হইতে	২০৩৪০০০
ইউনাইটেড ষ্টেট ছাড়া আমেরিকা	২৭৬১৫০০০০
আসিয়া	৪২১৮৪০০০
অষ্ট্রেলিয়া	১১৮৫০০০
ইউরোপ	২৫৫১৪৪০০০

রপ্তানি।

আফ্রিকা	৪৩২৬০০০
ইউনাইটেড ষ্টেট ছাড়া আমেরিকা	৯১১৫২০০০
আসিয়া	১২৫২০০০০
অষ্ট্রেলিয়া	৬৮০০০০০
ইউরোপ	৭০৮০০৯০০০

ফসেট সাহেব ম্যাঞ্চেষ্টারে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য যে অতিরিক্ত সৈন্য রাখা হইয়াছে এবং তাহাদিগের জন্য যে টাকা ব্যয় হইতেছে তাহা ও সামরিক বিভাগের অনাবশ্যক ব্যয় যদি সংক্ষেপ করা হয় এবং মিতব্যয়ী হইয়া যদি সকল কাজ করা যায় তাহা হইলে কেবল উক্ত বিভাগের উদ্বৃত্ত টাকা হইতেই ভারতবর্ষের পূর্ত্ত কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। কথা সত্য, কিন্তু শুনে কে?

আজকাল আমরা যাহা কিছু আশ্চর্য্য ও নূতন খবর পাইয়া থাকি তাহার অধিকাংশই আমেরিকা হইতে। প্রোফেসার মেনার্ড একদা তাঁহার গালভানিক ব্যাটারি দ্বারা একটী নূতন বিষয়ের পরীক্ষা করিবার অভিলাষে ব্যাটারির উভয় পার্শ্বের তার পরস্পর ১৮ ইঞ্চি দূরে ভূমির উপর রাখিয়া উহা পরিষ্কার করিতে থাকেন, তাঁহার একটী নিবীড় কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল দুইটী তারকে ইন্দুর মারা কল মনে করিয়া উহার আঘ্রাণ লইতে যায়। ঐ সময়ে এক তারে তাহার নাক ও অন্য তারে হঠাৎ উহার লেজ পড়িয়া যাওয়াতে বিড়ালটী এই দুইতারে আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে, বিড়ালটী যখন যাতনায় চিৎকার করিতে থাকে সেই সময়ে মেনার্ড উহা দেখিতে পাইয়া কল বন্ধ করেন কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাহার শরীরে এত বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবেশ করিয়াছিল যে ৭। ৮ দিন রাত্রিতে উহার শরীর ৮ শত বাতির আলোকের ন্যায় জ্বলিত।

ষ্ট্যাম্প জাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট জজ ও বিচার সংক্রান্ত বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে ইহার নিবারণের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হাইকোর্ট বলিয়াছেন কোর্টফির পরিবর্ত্তে কাগজের উপর অঙ্কিত ষ্ট্যাম্প প্রচলিত হইলে এ অনিষ্ট নিবারণের অনেক সম্ভাবনা আছে।

নিহিলিষ্টেরা রুশ সম্রাটকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সম্রাট প্রাণভয়েই ব্যাকুল, তিনি যখন সিবাষ্টিপোল হইতে সেণ্টপিটার্সবর্গ যান সেই সময়ে ৩৬০০০ পদাতি ও ১৭০০ অশ্বারোহী সৈন্য শান্তিরক্ষা করিয়াছিল। আবার সম্রাট যখন লিভাডিয়ায় অবস্থান করিয়াছিলেন সেই সময়ে যাহারা তাঁহার প্রহরীর কার্য্য করিয়াছিল তাহাদিগের জন্য তাঁহার ১৫০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

[illegible] আইনের [illegible] [illegible] মক
[illegible] জন্য [illegible] [illegible] পাশ হই-

ময়মনসিংহ [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible]
[illegible] মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

[illegible] মুন্সেফের কার্য্য করি-
[illegible] থাকিবেন।

[illegible] বি, এল, ময়মনসিংহ মুন্-
[illegible] থাকিবেন।

[illegible] বি, এল, মুর্শিদাবাদ [illegible]
[illegible] থাকিবেন।

[illegible] যশোহর মুন্সেফের কার্য্য [illegible]
[illegible] থাকিবেন।

[illegible] মুন্সেফের [illegible]
[illegible] থাকিবেন।

[illegible] মুন্সেফ [illegible]
[illegible] করিবেন [illegible]
[illegible] থাকিবেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও [illegible]
[illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত

ভ্রমণকারির পত্র।

জয়পুর।

সম্রাট জয়সিংহ এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নামেই ঐ নগরের নামকরণ হইয়াছে। সম্রাট জয়সিংহ অদ্বিতীয়। তিনি [illegible] মানসিংহের বংশের একজন উপযুক্ত লোক। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি জ্যোতিষ্কগণ দর্শনার্থে কাশীতে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যে একজন রুচিসম্পন্ন লোক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জয়নগর প্রতিষ্ঠা দ্বারাই তাঁহার সুরুচি [illegible] পরিচয় হইতেছে। তাঁহার [illegible] নগর পত্তন হইয়াছে বলিয়া নগরটী চিত্র-[illegible] দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। তিনি মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত রাস্তা রাখিয়া তাহার দুই ধারে এক আকারের [illegible] নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। সকল [illegible]। সকল গৃহের ভিত্তিতেই চিত্র কর্ম্ম আছে [illegible] তাঁহার ইচ্ছামত চিত্রিত গৃহ নির্ম্মাণ [illegible] তিনি গৃহনির্ম্মাণের [illegible]। নগরটী নানাবিধ হর্ম্ম্যে সুশোভিত [illegible] রামসিংহ ঐ নগরের সবিশেষ উন্নতি [illegible] করিয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে রাস্তায় [illegible] ও গ্যাসের আলো দেওয়া হইয়াছে। [illegible] চারি মুখ। এককালে চারিজন জল [illegible]। রাস্তায় প্রতিদিন জল দেওয়া হয়। রামনিবাস বলিয়া রাম সিংহ যে একটী প্রশস্ত উদ্যান করিয়াছেন তাহা দর্শন ও তাহাতে ভ্রমণ করিলে মন একান্ত আনন্দিত ও পুলকিত হয়। রামসিংহও একজন সুবুদ্ধি, সদাশয় ও প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাগণের উন্নতি সাধনার্থ ইংরাজী ও সংস্কৃত বিদ্যালয় ও শিল্প-বিদ্যালয় করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বত্রই সুশিক্ষা হইতেছে। আমরা শিল্পবিদ্যালয়ের কারুকার্য্য দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। কি কাষ্ঠের উপর কি ধাতুদ্রব্যের উপরে খোদকারী দেখিলে মন একান্ত আনন্দিত হয়। রাজা রামসিংহের এরূপ প্রজাবৎসলতা ছিল যে তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছে।

প্রজার হিতার্থে যে যে কার্য্য করা আবশ্যক, জয়পুরে তাহার অধিকাংশই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদ ও বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা দ্বারা উহার সমৃদ্ধিশালিতারও সবিশেষ পরিচয় হয়। রাজপ্রাসাদ নগরের প্রায় চতুর্থ অংশ অধিকার করিয়া আছে। যেখানে দরবার হয় ও ইউরোপীয়দিগের [illegible] হয় এবং যেখানে নৃত্য গীতাদি হয় সে অট্টালিকা গুলি অতি উৎকৃষ্ট।

জয়পুরের চতুর্দ্দিক পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। সেই পর্ব্বতের নির্ঝর জল কল দ্বারা নগরে আনীত হয়, পর্ব্বত কাটিয়া একটী রাস্তা করিয়া দেওয়া হইয়াছে; সেই রাস্তার দুই ধারে অনেক গুলি বাগান আছে। সেই রাস্তা দিয়া গমন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় পর্ব্বতের নির্ঝর জল পতিত হইতেছে।

জয়পুরের প্রায় তিন ক্রোশ অন্তর অম্বের নামক স্থানে রাজা মানসিংহের কৃত অনেকগুলি অট্টালিকা আছে। রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশ জয় করিয়া গিয়া ঐ [illegible] নির্ম্মাণ করেন; ঐ রাজবাটী পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত হয়। রাজা মানসিংহ দিল্লীর অনুকরণ করিয়া দরবারখানা প্রভৃতি অতি সমৃদ্ধরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। লোক মুখে উহার সমৃদ্ধির কথা শুনিয়া দিল্লীর বাদসাহ ঈর্ষান্বিত হইয়া ছিলেন। মানসিংহ যশোহর হইতে যে শিলাদেবী আনয়ন করেন ঐ অম্বের সহরে তাহার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দুর্গোৎসবের সময়ে মহা সমারোহে উহাঁর পূজা হইয়া থাকে। নিত্য পূজার ব্যবস্থাও উত্তম। জনপ্রবাদ এই অম্বের সহরে জয়পুর রাজবংশের অনেক ধন ও বহুমূল্য রত্ন সঞ্চিত আছে।

রাজা জয়সিংহ ও রামসিংহ প্রভৃতি নগরবাসীদিগের সমৃদ্ধি সম্ভোগের সহকার করিয়া দিয়া তাহাদের যেরূপ সুখিত করিয়াছেন, গ্রাম্য প্রজাদিগকে সেরূপ সুখী করিতে পারেন নাই। প্রজার সহিত কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। ইউরোপে মধ্য সময়ে যে প্রকার ফিউডাল বন্দোবস্ত ছিল জয়পুরের বন্দোবস্ত সেই প্রকার। জমীদারের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজার সম্বন্ধ। জমীদারদিগকে ঠাকুর বলে। ঠাকুরেরা মহারাজের প্রয়োজনানুসারে সৈন্য ও অর্থ দ্বারা সাহায্যদান করিয়া থাকেন। পুলিস বন্দোবস্ত ঠাকুরদিগের হস্তগত। ঠাকুরেরা সামান্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী রাখিয়া পুলিসের কার্য্য সম্পন্ন করেন; সুতরাং বঙ্গদেশে পূর্ব্বে পুলিসের যেমন দুর্দ্দশা ছিল, জয়পুরে পুলিসের সেই প্রকার দুর্দ্দশা। প্রজাদিগকে জমিদারের অত্যাচারের ন্যায় পুলিসের অত্যাচারও সহ্য করিতে হয়। ফলতঃ জয়পুরের কৃষক সাধারণ প্রজাগণ সুখিত নয়, সেখানকার ভূমি অতি উর্ব্বরা। বঙ্গদেশের ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি দর্শন করিয়া অনেকে চমৎকৃত হন, আমরা সেই বঙ্গদেশবাসী আমরাও জয়পুরের লঙ্কা ও দোক্তা-তমাক প্রভৃতি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। কৃষকেরা এমন উর্ব্বরা ভূমির কর্ষণ বহনাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়াও দারিদ্র্য দশা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। কেবল জমিদারী বন্দোবস্তের দোষই ইহার কারণ।

আমরা উপরে যে বন্দোবস্তের কথা কহিলাম, শীঘ্র তাহার পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই। মহারাজ যদি এ সম্বন্ধে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা পান ঠাকুরেরা তাহার বিপক্ষ হইয়া উঠেন। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া সেই অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত করেন।

মহারাজ রামসিংহ মৃত্যুকালে যাঁহাকে মনোনীত করিয়া যান তিনি এক্ষণে রাজপদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হন নাই। এক্ষণে কাউন্সিল সভাদ্বারা রাজকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। পোলিটিকাল এজেন্ট ঐ সভার অধিনায়ক। আমরা শুনিতে পাই রাজা রামসিংহ অতি উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই তিনি নয়টী বিবাহ করিয়াছিলেন, এই বহু বিবাহের দোষে তিনি পুত্র মুখ দর্শনে অধিকারী ও সুখী হন নাই। রাজারা মনে করেন বহু বিবাহ করিলে তাঁহাদিগের বংশ রক্ষা হইবে কিন্তু এটা তাঁহাদের বিষম ভ্রান্তি। এই বহু বিবাহ দোষে অনেক রাজার বংশ লোপ হইয়াছে

সংবাদদাতার পত্র

সোমড়া।

১৫ ই পৌষ ১৮০২ শকাব্দা।

বহু দিবসের পর আপনার সোমড়ার সংবাদদাতা

আজ পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি বিগত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে দেশ ভ্রমণের জন্য বহির্গত হইয়া জামালপুর, মুঙ্গের, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, অমৃতসহর, লাহোর, ঝিলম, রাউলপিণ্ডী, এবং মরি-পাহাড় পরিভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি স্বস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিবার আন্তরিক ইচ্ছাসত্ত্বেও বিবিধ কারণ বশতঃ যথা সময়ে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। পাঠক মহাশয়গণের কৌতূহল বৃত্তির চরিতার্থ সাধন জন্য অচিরে তাহা প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। সম্প্রতি দেশের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ সকল প্রকটিত হইল।

১। বিগত ২২ এ ডিসেম্বর বুধবারে আমাদের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ডবলিউ কলিন্স সাহেব, আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ইংলিস সাহেব ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডেভিস সাহেব মহোদয়গণ, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও সবডেপুটী বাবু ভুবনমোহন ঘোষ মহোদয়গণ সমভিব্যাহারে মফস্বল পরিদর্শনার্থ বলাগড়ে আগমন করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত প্রধান কেরাণী এবং আরও দুই জন কেরাণী আসিয়াছেন। ফলতঃ এবারে বড় জাঁকজমক এবং এবার যত কার্য্য হইয়াছে এরূপ আর কখনও হয় নাই। আমাদের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট সাহেব বড় পরিশ্রমী সদালাপী ও সামাজিক এবং নিরহঙ্কার ব্যক্তি। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়া আমরা সাতিশয় আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইয়াছি।

৩। বলাগড় ইউনিয়ন ২৭ খানি গ্রাম লইয়া সংগঠিত। এত বড় ইউনিয়ন অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। এখানে ১৮৭৬ সালের ৫ আইন জারি ছিল এবং ইহা মিউনিসিপাল ইউনিয়ন নামে অভিহিত হইত। এত বড় ইউনিয়নে কার্য্য করিবার অসুবিধা হয় বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এ ইউনিয়ন উঠাইয়া দিয়া এখানে চৌকীদারী ইউনিয়ন অর্থাৎ ১৮৭০ সালের ৬ আইন জারি করিলেন। বিগত ২৬ এ ডিসেম্বর [illegible] বলাগড় পুলিস ষ্টেশনে দেশস্থ সমস্ত ভদ্র লোককে আহ্বান করিয়া তাহা ঘোষণা করা হইয়াছে। আগামী এপ্রেল মাস হইতে এই আইন অনুসারে কার্য্য হইবে। কিন্তু ইউনিয়ন উঠিয়া যাওয়া সম্বন্ধে আপামর সাধারণ কাহারও অভিপ্রায় বা সম্মতি ছিল না। তাহারা ভবিষ্যতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া অবনতি হইবে আশঙ্কায় এ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছিল এবং ইউনিয়ন ছোট করিয়া যাহাতে ইহাকে কার্য্যকর করা যাইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের অভিমতি অনুসারে এ বিষয় ইতি পূর্ব্বে গেজেট হইয়া যাওয়ায় এবং এক্ষণে সকল বিষয় স্থিরীকৃত হওয়ায় সে প্রতিবাদে কোন ফল হইল না। আগামী বর্ষে পুনরায় নূতন করিয়া চেষ্টা করা যাইতে পারে।

৪। এ দেশের লোকের স্বাস্থ্যহানিকর, জীবননাশক ও অকারণ-কষ্টকর কতকগুলি ব্যাপার সংঘটিত হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত করিয়াছে।

(ক) আমাদিগের দেশে পানীয় জলের কোন পুষ্করিণী নাই। গুপ্তিপাড়ার দক্ষিণ হইতে একটি সঙ্কীর্ণ খাল প্রবাহিত হইয়া সোমড়ার নীচে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে আছে। ঐ খালের জল প্রায় ১০। ১২ খানি গ্রামের জীবন স্বরূপ। খালের উত্তরে গঙ্গা নদী প্রবাহিত। এবার যাহারা জলকর জমা লইয়াছে অধিক মৎস্য ধরিবার আশায় তাহারা সোমড়ার নীচে খালের মুখ কাটিয়া গঙ্গার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছে। বিগত কার্ত্তিক মাস হইতে অনবরত জল নির্গত হইয়া এক্ষণে খালের জল এত কমিয়া গিয়াছে যে, ডুব দিবার সময় নাসিকায় মৃত্তিকা স্পর্শ হয়। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি চৈত্র বৈশাখ মাসে এক ফোঁটা জলের জন্য আমাদিগকে হাহাকার করিতে হইবে। এখনও জল নির্গত হইয়া যাইতেছে। [illegible] যে স্থানটী কাটিয়া দিয়াছে [illegible] পালচৌধুরী বাবুরা তাহার অধিকারী। তাঁহাদের এ বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত।

(খ) এখানে শৃগালের উৎপাত এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে অতিশয় হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ৪। ৫ মাস গত একটী অনাথা বৃদ্ধা [illegible] স্ত্রীলোককে [illegible] গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। আবার গত ১১ ই পৌষ অপরাহ্ন সময়ে একটী ৫। ৬ মাস-বয়স্ক বালককে ঘরের দাওয়া হইতে লইয়া গিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। কি ভয়ানক ব্যাপার! শেষে আমাদিগকে শৃগালের ভক্ষ্য হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইল!! ইহা অপেক্ষা অমঙ্গল সমাচার ও দুর্ঘটনা আর কি আছে? ইহারা দিবসে অকুতোভয়ে লোকালয়ে ভ্রমণ করে। ইহাদের উপদ্রবে আমাদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্ক হইয়া থাকিতে হইয়াছে।

(গ) সোমড়ার বাজারের দোকানদারদিগের উৎপাতে আমাদিগের অনেক কষ্ট, অনেক ক্ষতি ও অস্বাস্থ্যের মূল হইয়াছে। ইহা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে আমাদিগের পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। ইহারা সর্ব্বদা অপকৃষ্ট জিনিস বিক্রয় করিয়া লোকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে অথচ অন্যায়রূপে অনেক অধিক মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় বলাগড়ে যে কলাই ১৵০ বিক্রয় হইতেছে, এক ক্রোশ দূর সোমড়ায় তাহা ১৷৵০। ইহাকে ডাকাইতি না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে। নারিকেল তৈলে এরূপ [illegible] মিশ্রিত যে তাহা অব্যবহার্য্য। ময়দা এত তিক্ত যে মুখে দেওয়া যায় না ইত্যাদি। বিশেষতঃ ইহাদের ওজন [illegible] বহুকালের ব্যবহারে কম হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ধারে বিক্রয় করে, তাহাদের ওজনের দ্রব্যগুলি আরও কম এবং অনেকের দুই প্রকার ওজনও আছে। মধ্যে মধ্যে পুরাতন ওজনগুলির পরিবর্ত্তে নূতন ব্যবহার সম্পূর্ণ উচিত।

আমরা [illegible] মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেখাইয়াছি এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক দরখাস্ত হইয়াছে। ভরসা ও প্রার্থনা করি তিনি সকল বিষয়ের সুনিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রজা সমূহের কষ্ট নিবারণ করিয়া সাধারণের প্রীতিভাজন হইবেন।

৫। গত ২৬ এ ডিসেম্বর অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট কলিন্স সাহেব, আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ইংলিস সাহেব লেডি ডেভিস এবং আর একজন ইউরোপীয় মহিলা সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয় সন্দর্শনার্থ শুভাগমন করিয়াছিলেন। পুস্তকালয়ের অবস্থা, কার্য্য ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ দেখিয়া সবিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। ইহার স্থাপনকর্ত্তা ও সম্পাদক বাবু [illegible] সেনের আন্তরিক যত্ন ও অধ্যবসায় দেখিয়া তাঁহারা যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। আমরা সাহেব বাহাদুরের নিকট বিনীত প্রার্থনা করি, তাঁহার বাৎসরিক রিপোর্টে এ পুস্তকালয়ের কথার উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেন।

৬। এখানে লোক সংখ্যার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট [illegible] বাবু [illegible] সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট [illegible] সোমড়ার শ্রীযুক্ত বাবু উমা[illegible], [illegible] বাবু [illegible] [illegible] সুপারভাইজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

৭। [illegible]রের কৃপায় এবার শস্যের অবস্থা অতি উত্তম, [illegible] মধ্যে [illegible] হইয়াছে। কিন্তু এখন প্রতি [illegible] মহার্ঘ।

সোমপ্রকাশের মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রদান করিয়া আমাদের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুমার শশিশেখরেশ্বর—বোয়ালীয়া	১০
শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়—লালগোলা	১০
" " কৃষ্ণপ্রসাদ সামন্ত—দেপালী	৭॥০
" " রাধাসুন্দর দাস—বনয়ারি আবাদ	৫
" " বনয়ারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—সিনামপুর	৬
" " রঘুনাথ রায়—জব্বলপুর	৫॥০
" " মোমেন উদ্দিন আহম্মদ—রায়পুর গ্রাম	৭
" " বাউলচন্দ্র বিশ্বাস—কুঠি কাগলী	৫
" " সুরেন্দ্রনাথ তরফদার—দেকুরগড়	৭
" " হারাধন মল্লিক—ঘাটাল	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ | " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। | ১০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৭ সাল। ৫ ই মাঘ। ইং ১৮৮১। ১৭ ই জানুয়ারি।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোনারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তৎপরে প্রতিবার ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

যিনি এক দিবসে জলসর্পের [illegible] বিষ দর্শন পূর্ব্বক এই দশা [illegible] অবগত হইয়া ঐ মাসে [illegible] চাহেন, যিনি আমাকে [illegible] দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

১।° শ্রীরামপুর।

———:*:———

কথা সরিৎ-সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১॥০ টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। গ্রাহকেরা আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়।

আগামী ২২ এ মাঘ তারিখ হইতে কৃষ্ণনগরে বসন্ত মেলা আরম্ভ হইবে। উৎকৃষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শকগণ উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবেন।

কৃষ্ণনগর
৭ ই অগ্রহায়ণ, ১২৮৭।

শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকালপক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃশূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১॥০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত [illegible], দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য [illegible] আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুসংখ্য লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং [illegible] ষ্ট্রীট শ্রীকৈলাসচন্দ্র দেব ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ।

মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৬৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

জ্বরনাশক [illegible]।

[illegible] কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় [illegible] ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া। [illegible] আউন্স ১২, ১৬ আউন্স শিশি [illegible] আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

প্রেরিতপত্র

কৃষ্ণগঞ্জের সভার কার্য্য-বিবরণ।

গত ২রা জানুয়ারি অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার সময় নদীয়ার অন্তঃপাতী কৃষ্ণগঞ্জ নামক স্থানে প্রায় ১০,০০০ দশ সহস্র প্রজা এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। জমিদার এবং প্রজাদিগের সম্বন্ধনিরূপক নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি (রেণ্ট বিল) সম্বন্ধে প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থন করাই এই সভার উদ্দেশ্য।

গবর্ণমেণ্টের আইন সম্বন্ধে কোন প্রকার মতামত প্রকাশার্থ প্রজাদিগের একস্থানে সমবেত হওয়া ভারতবর্ষে এই প্রথম; এবং ঈশ্বর প্রসাদাৎ এই প্রথম উদ্যোগের আশাতীত ফল প্রসূত হইয়াছে।

প্রজা ও ভূস্বামি সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে প্রজাদিগের মতামত জ্ঞাপনার্থ কলিকাতার অনেক গুলি ভদ্র লোক একত্র দলবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে কৃষ্ণগঞ্জের সভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রজাদিগকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
" " কালীশঙ্কর শুকুল—এম. এ.
" " কৃষ্ণকুমার মিত্র—বি, এ,
" " দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী
" পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

যাহাতে প্রজা ও জমিদারদিগের পরস্পর কোন প্রকারে অসদ্ভাব হইতে না পারে, তৎপ্রতি প্রত্যেক বক্তাই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। বক্তাগণ তাঁহাদের বক্তৃতাকালে জমিদারদিগকে তাঁহাদিগের ন্যায্য প্রাপ্য খাজনা যথা সময়ে প্রদানের নিমিত্ত প্রজাদিগকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত প্রস্তাব কয়েকটী যথাযথরূপে প্রস্তাবিত এবং সভা সম্মতিতে গৃহীত হইয়াছিল।

প্রথম প্রস্তাব। প্রজা ও ভূম্যধিকারিদিগের সম্বন্ধে মহামান্য বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছে এই সভা মূলতঃ তাহার অনুমোদন করেন। এই সভার বিশ্বাস এই যে, এই আইন বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশিত হইলে প্রজা ও জমিদার উভয়ের পক্ষে মঙ্গলের হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরল ১৭৯৩ অব্দের ১ আইনের সপ্তম প্রকরণের অষ্টম ধারানুসারে অধীনস্থ তালুকদার, প্রজা ও কৃষকদিগের হিতার্থে সময়ে সময়ে যে বিধানাদি প্রণয়নের ক্ষমতা নিজ হস্তে রক্ষা করিয়াছেন বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভায় যে প্রজা ও ভূম্যধিকারিদিগের সম্বন্ধে আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছে, উহা কোন অংশে উক্ত ক্ষমতার বহির্ভূত ও প্রতিকূল হয় নাই।

তৃতীয় প্রস্তাব। প্রজা ও ভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপিতে ১৬ ধারানুসারে প্রজাদিগকে দখলি স্বত্ব দান, ২০ ধারানুসারে ঐ স্বত্ব হস্তান্তর করণের ক্ষমতা, ৭৭ ধারানুসারে দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট ভূমির বৃক্ষাদি ছেদনের অধিকার, ৩৬ ধারানুসারে ভূস্বামির অনুমতি ব্যতীত দখলি স্বত্ব-বিশিষ্ট প্রজার ভূমির উপর আপনার ও আপন পরিবারের ব্যবহারের ও দখলের উপযোগী দালান গোশালাদি নির্ম্মাণের ক্ষমতা প্রদান, জমিদার খাজানা বৃদ্ধি করার দরুণ দখলি স্বত্ব-বিশিষ্ট প্রজাকে নিজ দখলি ভূমি পরিত্যাগ করিতে হইলে ২৮ ধারানুসারে পরিত্যাগার্থক ক্ষতিপূরণ এবং ২৯ ধারানুসারে ভূমির কোন উন্নতি করিয়া থাকিলে তাহার ক্ষতিপূরণ করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে এই সভা তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। এই সভার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া এক আবেদনপত্র প্রস্তুত করা এবং তাহাতে প্রজাদিগের স্বাক্ষর করাইয়া গবর্ণমেণ্টে প্রেরণার্থ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী সভা গঠিত হউক। তাঁহারা আবশ্যক বোধ করিলে অপর ব্যক্তিদিগকে এই সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ গোস্বামি
" শিবনাথ দত্ত
" ব্রজনাথ বিশ্বাস
" দীননাথ মুখোপাধ্যায়
" সত্যরাম দত্ত
" হরিনাথ দাস সম্পাদক।

পঞ্চম প্রস্তাব। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এবং প্রজা ও ভূস্বামি সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকর্ত্তাদিগকে তাঁহাদিগের শুভ অভিপ্রায়ের জন্য এই সভা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

বীজ গুটী তসর কীট এবং গুটী।

মহাশয়! সম্প্রতি, ইউরোপে বিশেষতঃ ফ্রান্সে তসর গুটী এবং তসর সূতার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। তজ্জন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ইহা সাধারণের গোচরার্থ রেবিনিউ বোর্ডকে আদেশ দিয়াছেন যে, তিনি যেন এই কথা কালেক্টর প্রভৃতিকে অবগত করান। এই হেতু এই বিষয় লইয়া আমাদিগের জাহানাবাদ মহকুমার শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার সেন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর তসরের উৎপত্ত্যাদি বিবরণ লিখিবার নিমিত্ত আমাকে আদেশ দেন। আমি তাঁহার ঐ আদেশানুসারে প্রকৃষ্টরূপ অনুসন্ধান পূর্ব্বক ইহার বিষয়ে যতদূর জানিয়াছি, তাহা সমস্তই লিখিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না, তবে এই লিখিত বিষয়টী অনেক স্থলে পঠিত হওয়াতে অনেকেরই মনঃপূত হইয়াছে। এই ভরসায় লিখিত বিষয়ের একখণ্ড কাগজ উপহার স্বরূপ আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম। যদি সাধারণের গোচরার্থ ইহা সোমপ্রকাশে স্থান পাইবার যোগ্য হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণশুদ্ধ সংশোধনানন্তর স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

১। আকার। পরমকারুণিক,পরমপিতা,পরমেশ্বরের বিচিত্র কৌশলে,পতঙ্গ জাতীয় প্রজাপতির ন্যায়, ষট্পদ বিশিষ্ট কীট হইতে "কাগজি লেবুর আকারে" তসর নামে এক প্রকার গুটীর উৎপত্তি হয়। এই গুটীর আকার গোল বলিয়া গোল শব্দের অপভ্রংশ নাম গুটী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। এই কীটজ পদার্থ হইতে এক প্রকার সূত্র নির্গত হইয়া থাকে। ইহার তার অর্থাৎ স্কাই রেসমের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম। অভিধানাদিতে "এই কীটোৎপন্ন গুটীর নাম" গুটী ব্যতীত অন্য কোন নাম নির্দিষ্ট নাই। কেবল অসভ্যাদিবাসীরা সংজ্ঞাবাচক জঙ্গলা ভাষায় এই কয়েকটী নাম নির্দ্দেশ করিয়াছে। যথা:—

২। নাম। (১) মুরল, (২) ডাবা, (৩) বগুই (৪) আমপেড়ে, (৫) বোড়ও, (৬) খুলে, (৭) মুগ, (৮) চীরে, (৯) চোপা, (১০) জাড়ুই, (১১) রামকাটা, (১২) কুকি। এই গুটী সকলের স্বভাবতঃ রঙ, ধূম, ধূসর, পিঙ্গল, পীত, এই চারি প্রকার।

৩। আকর, স্থান। পশ্চাৎ লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই গুটী গুলি রাঁচি বিভাগ জেলা চাঁইবাসা মানভূম, হাজারিবাগ, লোহারডগা, এবং কটক বিভাগ জেলা বালেশ্বর প্রভৃতি এবং বর্দ্ধমান বিভাগ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, এবং করদ রাজ্য ময়ূরভঞ্জ, ক্যাওঞ্জোর, প্রভৃতির পর্ব্বত, ও জঙ্গলে শাল, পীয়াল, মৌল, আশন, কুসুম, হরীতকী, বিভিতকী, আমলকী, বদরী প্রভৃতি নানা বৃক্ষ লতাদিতে শরৎ, বর্ষা, শিশির, হেমন্ত, এই চারি ঋতুতে মনুষ্যের যত্নে ঐ কীট হইতে গুটী গুলির জন্ম হয়। তুঁত পোকা পালনের যেরূপ চাষ আছে ইহার সেরূপ চাষ

উঠে। পরিবর্ত্তন [illegible] ভিন্ন হইয়া যায়। সেই কারণে [illegible] সকলে ইদানী-স্তন অবলম্বন [illegible] বলগ-র্ব্বিত [illegible] প্রবৃত্ত হয়। উহা-দিগের [illegible] নিবন্ধন [illegible] যে অনিষ্ট হয় এখন [illegible] বিদিত।

[illegible] সাহেব ইউরোপীয় রাজগণকে [illegible] তুরস্ক [illegible] যে গোলযোগ [illegible] এবং তুরস্ক ও গ্রীসের গোলযোগ মিটাইবার যে চেষ্টা পাইতেছেন তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, পূর্ব্বে ইউরোপখণ্ডে প্রবল ব্যক্তির দম[illegible] যে নীতি প্রবর্ত্তিত ছিল সেই নীতি পুনরুজ্জীবিত করা গ্লাডষ্টোন সাহেবের অভিপ্রেত। যদিও নেপো-লিয়ন বোনাপার্টির গর্ব্ব খর্ব্ব করা এবং [illegible] কারিয়া গ্রীসের সহিত তুরস্কের গোলযোগ নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া সমান নয় কারণ শেষোক্ত কার্য্যে [illegible] পরিচয় হইয়াছে। তথাপি এই [illegible] যদি গ্লাডষ্টোন সাহেবের চেষ্টায় সেই পুরাতন প্রবল দমন-নীতি পুনরুজ্জীবিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার এই [illegible] দোষ বলিয়া পরিগণিত না হইয়া তিনি যে ইউরোপের একটী মহৎ [illegible] করিলেন তাহাই পরিগণিত, কীর্ত্তিত ও প্রশংসিত হইবে।

ইউরোপে যেমন উঁহার নানারূপ মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, ভারতে যদি তাহার শতাংশের একাংশ একটী [illegible] অনুষ্ঠিত হইত তাহা হইলেও আমরা [illegible] ভারতের কল্যাণ হই-বার যে আশা করিয়াছিলাম তাহা [illegible] সফল হইত। [illegible] তাঁহার পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠিত পক্ষপাতিতা [illegible] দূর করিয়া তিনি [illegible] সংশো-ধনও করিলেন না। ভারতে [illegible] লাইসেন্স ট্যাক্স প্রভৃতি কয়েকটী আছে। [illegible] হইয়া আছে আজও তাহার মস্তক ছিন্ন হইল না। আবার নূতন পক্ষপাতিতাদূষিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে চলিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব বাঙ্গালিদিগকে বঞ্চিত করিয়া বেহারী-দিগকে রাজপদ প্রদান করিবার সম্প্রতি যে আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন আমরা তাহারই কথা কহিতেছি। আমরা পূর্ব্বে এই পক্ষপাতদূষিত কার্য্যের অনু-ষ্ঠানের আভাস পাইয়া উহার প্রতিবাদ করিয়া-ছিলাম। সম্প্রতি সেই আজ্ঞাটী আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। তাহা এই--

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অণ্ডর সেক্রেটারি এচ, এম কিম সাহেব পাটনা, সাহাবাদ, গয়া, মজফরপুর সারণ, চম্পারণ, ও দ্বারভাঙ্গার মিউনিসিপাল সভাপতিদিগকে এবং ঐ সকল স্থানের রোডসেস কমিটীর সভাপতিদিগকে এবং রেজিষ্টরির ইনস্পেক্টর জেনরল ও পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনরলদিগকে সম্বোধন করি। নিম্নলিখিত আজ্ঞাপত্রখানি প্রকাশ করিয়াছেন। যথা---

"বেহারে গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে সকল কর্ম্ম আছে সেই সেই কর্ম্মে ঐ প্রদেশের উপযুক্ত লোক-দিগকে বাঙ্গালির অপেক্ষা অগ্র মানানীত ও নিয়োজিত করিবার উদ্দেশে পাটনার কমিশনরকে ১৮৭১ অব্দের ৩ রা অক্টোবর ৩০২২ নং যে গবর্ণমেণ্ট আদেশ দেওয়া হয় তাহার এক অংশে (পারেগ্রাফ ১) যে উপদেশ আছে, সেই বিষয়ে আপনাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত আমি আজ্ঞপ্ত হই-য়াছি এবং আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি যে আপনারা পাটনার কমিশনরকে গবর্ণমেণ্টের ঐ বিষয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রেরণ করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত আপনারা প্রতি বর্ষের শেষে আপনাদিগের অধীনে স্থায়ী হউক আর অস্থায়ী হউক যত কর্ম্ম ঐ বর্ষে খালি হইয়াছিল তাহাতে কত বাঙ্গালি বা কত বেহারী নিযুক্ত হইয়াছে তদ্বৃত্তান্ত উক্ত কমি-শনরের নিকটে প্রেরণ করিবেন। যখন বাঙ্গালি-দিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইবে তখন বেহারী-দিগকে না দিয়া বাঙ্গালিদিগকে দেওয়া হইল কেন তাহার কারণ বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে। প্রথম বিবরণ ১৮৮২ অব্দের ১৫ ই জানুয়ারির ঐ কমিশনরের নিকটে পাঠাইতে হইবে।"

উদার মন্ত্রিদলের অধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের অধীনে এরূপ পক্ষপাতদূষিত অনুদার আজ্ঞা প্রচার হয় ইহার পর বিস্ময় ও দুঃখের বিষয় আর নাই। বেহা-রিরা অনুন্নত ও হীন অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহা-দিগকে উন্নত করিয়া তুলা দয়ালু ও সদ্বিবেচক গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সংশয় নাই। তাহাদিগের উন্নতিলাভের যে দ্বারগুলি প্রশস্ত আছে সে গুলি মুক্ত হউক, তদ্বিষয়ে কাহারও অনিচ্ছা ও অসম্মতি নাই। গবর্ণমেণ্ট এতদিন তাহাদের উন্নতিসাধনকল্পে উদাসীন ছিলেন বলিয়া আমরা অনেকবার আক্ষেপ করিয়াছি। এখন গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের হিতার্থ উদ্যত ও চেষ্টাবান্ দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম, কিন্তু এ পক্ষপাত কেন? বাটীর কর্ত্তার যদি পাঁচটী পুত্র থাকে যে কারণে হউক তিনি যদি দুএকটী পুত্রের প্রতি পক্ষ-পাতী ও স্নেহবান্ হন সে বাটীর অবস্থা কিরূপ হয়? যে পিতা পরমারাধ্য ও স্নেহপাত্র সে পিতার প্রতিও কি অবজ্ঞাত পুত্রদিগের ভক্তির ত্রুটী হয় না? আদেশপত্রে বাঙ্গালির নামোল্লেখ করা হইল কেন? বাঙ্গালিকে বেহারে কর্ম্ম না দিয়া বেহারি-দিগকে কর্ম্ম দিবে এরূপ উল্লেখ না করিয়া যদি কর্ম্মচারিদিগকে এই আদেশ দেওয়া হইত কর্ম্ম খালি হইলে বেহারিরা যাহাতে পায় সেই চেষ্টা করিবে এবং বেহারিদিগের উন্নতিলাভের যত উপায় আছে তদবলম্বনে তোমরা সবিশেষ যত্নবান হইবে, এই আদেশ দিলে কি সকল দিক রক্ষা হইত না এবং সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গললাভ হইত না? উক্ত আদেশে কেবল যে পক্ষপাতদোষ প্রদর্শিত হইতেছে এরূপ নয়, বাঙ্গা-লির প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিদ্বেষও প্রকাশ হইতেছে। আর একটী মহৎ অনিষ্ট এই, বাঙ্গালী ও বেহারী উভয়ের মনেই বিষম বিদ্বেষ বিজৃম্ভিত হইবে। বাঙ্গালী ও বেহারী পরস্পর পরস্পরকে আপনাদিগের উন্নতিপথের কণ্টক-স্বরূপ জ্ঞান করিবে সন্দেহ নাই।

আমাদিগের অধিকতর দুঃখের বিষয় এই আমা-দের ন্যায়পরায়ণ ইডেন সাহেবের লেখনী হইতে এরূপ অন্যায় আজ্ঞা বিনিঃসৃত হইয়াছে। আমরা তাঁহার ন্যায়পরতাকে অক্ষুন্ন বলিয়া জানিতাম কিন্তু দুটী পক্ষপাতিতা তাহার ন্যায়রূপ দুরারোহ দুর্ভেদ্য গিরির প্রাকারে দুটী দ্বার করিয়া দিল। একটী পক্ষপাতিতা দেশীয় ভাষা মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে ঘটে, আর এই একটী ঘটিল। পরম ধার্ম্মিক মহানু-ভব লর্ড রিপনের বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের এই আদেশটীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। ইউরোপীয় ও [illegible] দিগকে না দিয়া উপযুক্ত বাঙ্গালিদিগকে গাইনোর [illegible] কর্ম্ম দেওয়া হইবে, যদি এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়া দেওয়া হয় তাহা কি ইউরোপীয়েরা [illegible] সহ্য করেন?

লর্ড রিপনের কলিকাতায় আগমন।

গত মঙ্গলবার বেলা ৪ টার সময় মহানুভব লার্ড রিপন কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন। অন্যান্য গবর্ণর জেনরলের আগমন-সময়ে যেমন মহা ধূমধাম হয়, ইহাঁর আগমন কালে সেরূপ কিছুই হয় নাই। ইনি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় সামান্যভাবে রেলওয়ে শকট হইতে অবতীর্ণ ও অশ্বশকটে আরূঢ় হইয়া কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউসে উপনীত হইয়া-ছেন। এরূপ ভাবে আগমনের কারণ কি? তিনি কি স্বভাবতঃ জাঁকজমক ভাল বাসেন না? অথবা ইহাঁর পীড়ার এখনও অবশেষ আছে। যদি প্রথ মোক্ত-কারণ হয় তাহা হইলে আমরা তাঁহার আর একটী স্বাভাবিক গুণের পরিচয় পাইলাম। তিনি যেমন ধার্ম্মিক দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ তেমনি স্বভাবতঃ গম্ভীর। স্বভাব-গাম্ভীর্য্য রাজার একটী

স্থা, ওদিকে রায়তী [illegible] আর মধ্যে গবর্ণমেণ্ট এরূপ ব্যবস্থা করিলে সকল পক্ষেরই মঙ্গল হয়। জমিদারী সভা [illegible] জমীদারদিগের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন, ঐরূপ একটী রায়তী সভা হইয়া যদি রায়[illegible] স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কাহারও স্বার্থ হানির সম্ভাবনা থাকে না।

তবে আমাদের বক্তব্য এই, জমিদারী ও রায়তী সভা পরস্পরবিরোধিনী হইয়া উগ্রভাব ধারণ করিয়া পরস্পরের স্বার্থহানির চেষ্টা না করেন। অপরের স্বার্থহানি করিতে গেলে নিজের যে স্বার্থহানি হইবে, তাহা যেন তাঁহারা স্থির করিয়া রাখেন। আমরা একটী সামান্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি তদ্দ্বারা তাঁহারা আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমরা [illegible] গ্রামে পাঁচ জন বাস করি। তন্মধ্যে আমি ও শ্যামরাম দুজনে সম্পন্ন। অপর তিন জন দুঃস্থ। কিন্তু তাঁহারাও ক্রমে সম্পন্ন হইয়া উঠিবেন, তাহার সোপান হইতেছে। সেই উপক্রমে আমি ও শ্যামরাম আমরা দুজনে যদি তাহাদিগকে চাপিয়া রাখি, উন্নত হইতে না দি, তাহাতে তাহাদের স্বার্থহানি করা হইল বটে, কিন্তু তন্মূলক আমাদেরও স্বার্থহানি হইয়া গেল। অন্য গ্রামের লোকেরা যদি বিপক্ষ হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, শ্যামরাম ও আমার এত বল নাই যে আমরা দুজনে কেবল তাহাদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি, কিন্তু আমরা যে তিনজন প্রতিবেশীর উন্নতি-পথ রোধ করিয়াছিলাম তাহারাও যদি আমাদের ন্যায় বলসম্পন্ন হইত তাহা হইলে আমরা পাঁচজনে মিলিয়া অনায়াসে আক্রমণকারিদিগকে দূর করিয়া দিতে পারিতাম। আমরা সেই দুস্থ প্রতিবেশীদিগের স্বার্থহানি করিয়াছিলাম, তাহাদের উন্নতির ব্যাঘাত করিয়াছিলাম সেই নিমিত্ত আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। আক্রমণকারীরা আমাদের বাড়ী ঘর লুঠ করিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। কিন্তু [illegible] এই মানুষ কেমন মূঢ়হৃদয়, তাহার মন কেমন ঈর্ষা দ্বেষাদিতে কলুষিত যে মানুষ এই উন্নত বিশুদ্ধ যুক্তিটী বুঝিতে পারে না। এই নিমিত্তই আমরা উভয় সভাকে এই উপদেশ দিতেছি, তাঁহারা পরস্পর স্পর্দ্ধী হইয়া পরস্পরের স্বার্থহানির চেষ্টা না করেন। যাহাতে পরস্পরের স্বার্থরক্ষা হয় ও স্বার্থের [illegible] সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। সে চেষ্টা থাকিলে পরস্পর উন্নত হইয়া উঠিবেন। জমিদারদল ও প্রজাদল উভয়ে উন্নত না হইলে দেশ কখন উন্নত হইতে না। জমীদারেরা যদি এরূপ বিবেচনা করেন প্রজারা উন্নত হইলে তাঁহাদিগের অবনতি হইবে, সেটী তাঁহাদিগের ভ্রম। প্রজা উন্নত হইলে রাজার যদি অবনতি হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় প্রজাগণকে উন্নত করিয়া তুলিবার নিমিত্ত এত প্রয়াস পাইতেন না। প্রজার উন্নতি হইলে রাজার তাহাতে উন্নতি বিনা অবনতি নাই। গবর্ণমেণ্ট নানাপ্রকারে স্বচ্ছল হইয়া উঠেন। জমীদারদিগের বিষয়েও এই নিয়ম। রায়তেরা যত উন্নত হইবে তত তাহাদিগের স্বচ্ছন্দ ও মঙ্গল হইবে। তবে যে সকল জমীদারের প্রজার প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার করিবার ইচ্ছা, প্রজার উন্নতি তাহাদিগের পক্ষেই অমঙ্গলের কারণ। আমাদের কয়েকজন অত্যাচারপ্রিয়, প্রভুত্ব প্রদর্শনে অভিলাষী, স্বেচ্ছাচারী রাজপুরুষের ব্যবহার দর্শন আমাদিগকে এই বাক্যের প্রয়োগে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। বঙ্গদেশের যে সকল প্রজা কৃতবিদ্য হইয়া স্পষ্ট বক্তা হইয়াছেন, অন্যায় সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল স্বেচ্ছাচারী রাজপুরুষের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছেন। ঐরূপ যে সকল জমীদার অন্যায় ও অত্যাচারপ্রিয়, প্রজার উন্নতি তাঁহাদিগেরই অসুখের কারণ হইবে।

সৎ গবর্ণমেণ্টের অধীনে একদল কেবল উন্নত ও আর একদল রসাতলগত এরূপ ঘটনা অধিক দিন থাকে না। প্রাচীন রোম এবিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন রোম রাজনীতি সম্বন্ধে যেরূপ উন্নতিশালী ছিল, অন্য কোন রাজ্য সেরূপ ছিল না। ঐ প্রাচীন রোমই এক্ষণকার সভ্য ইউরোপখণ্ডের আদর্শস্থল। ঐ রোমকে অনুকরণ করিয়া ইউরোপীয়েরা অধিকাংশ রীতিনীতি স্ব স্ব রাজ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সেই রোমে প্রেট্রিসিয়ান ও প্লীবিয়ান নামে দুটী দল হইয়াছিল। পেট্রিসিয়ানেরা যাবৎ বিশুদ্ধ যুক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া প্লীবিয়ানদিগকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা পায়, তাবৎ ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। শেষে পেট্রিসিয়ানদিগকে অগত্যা প্লীবিয়ানদিগের নিকট মস্তক অবনত করিতে হয়। ক্রমে উভয় দলে সমকক্ষ হইয়া উঠে। তখনই রোমের প্রকৃত উন্নত অবস্থা। ঐরূপ যখন আমাদিগের দেশের প্রজারা রোমের প্লীবিয়ানদিগের ন্যায় উন্নত ও জমীদারদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে তখনই এদেশ প্রকৃত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

আমরা প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। যে সকল ব্যক্তি রায়তী সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই উগ্রভাব ধারণ করেন নাই। সকলেই শান্তভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন। তাঁহারা সকলেই প্রজাদিগকে জমীদারের প্রাপ্য খাজনা সহজে পরিষ্কার করিয়া দিবার উপদেশ দিয়াছেন, এটী বড় আহ্লাদের বিষয়। জমীদারের ও প্রজার খাজনা লইয়াই প্রধান বিরোধ। স্বত্ব লইয়া যে বিরোধ আছে, জমীদারী সভার ও রায়তী সভার সভ্যগণ যদি পরস্পর প্রণয় পূর্ব্বক তাহার মীমাংসা করিয়া লন, তাহা হইলে সহজেই অনেক বিবাদ নিষ্পত্তি হইতে পারে। উভয় সভার সভ্যগণ জমির অবস্থা বিবেচনা করিয়া জমীদার ও প্রজার উভয়ের লভ্যাংশ স্থির করুন। স্থির করিয়া একটী কায়েমী বন্দোবস্ত করুন। তাহা হইলে আর রোজ রোজ আদালতে হইতে হইবে না। গবর্ণমেণ্ট ক্রমে প্রজার সেই কায়েমী স্বত্বদানে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট হইতে যদি সেই স্বত্ব নির্ণীত হয় তাহা হইলে জমীদারদিগের অনেক অংশে অসুখের কারণ হইয়া উঠিবে। আমাদের গবর্ণমেণ্টেরও ইচ্ছা এইরূপ, প্রজা ও জমীদারের বিবাদের সহজে মীমাংসা হইয়া যায়। জমীদারের ও প্রজার সহজে নিষ্পত্তি না করিলে যে কি ঘোর কাণ্ড হয়, আয়র্লণ্ডে তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। বঙ্গদেশে পাবনার প্রজা-বিদ্রোহও একবার তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়াছে। জমীদারেরা যেমন প্রজার বাড়ী ঘর লুঠ করিয়া তাহাদিগকে যাতনা দিয়াছিলেন, প্রজারাও তেমনি দলবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিশোধ দিয়াছিল।

প্রেস কমিশনরের পদ রক্ষার্থ আবেদন।

প্রেস কমিশনরের পদ রক্ষার বিষয়ে আমাদের যে অভিপ্রায় পাঠকগণ তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতার সমাচার পত্রের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল মার্কুইস রিপনের নিকটে ঐ পদরক্ষার প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করিয়াছেন। ঐ আবেদন পত্রের একখণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহাতে ১২৩ খানি সমাচারপত্রের নাম দেখিলাম। উহার মধ্যে ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় প্রণীত উভয়বিধ পত্রই আছে। কেবল বঙ্গদেশের নয়, উত্তরপশ্চিম অঞ্চল ও পঞ্জাব প্রভৃতির পত্র উহার অন্তর্নিবিষ্ট। আবেদনপত্রখানি যে মর্ম্মে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা এই—

"পশ্চালিখিত ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় সমাচারপত্রের সম্পাদক ও অধ্যক্ষগণ নিম্নলিখিত বিবরণে পশ্চাৎবর্ত্তী আবেদনপত্র আপনার মহিমার অগ্রে বিনীতভাবে উপনীত করিতেছেন।" যদিও

রবটী সত্য বলিয়া যথাবিধি প্রমাণ না হউক কিন্তু আমরা শুনিয়াছি প্রেস-কমিশনরের আফিসটী বিলুপ্ত করিবার বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীনে আছে।

প্রেসকমিশনর নিয়োগের পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তান্ত আপনি অবগত আছেন, যদিও আমরা এরূপ অনুমান করিতেছি, তথাপি উপস্থিত আবেদনপত্রে ঐ পদ প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণগুলির পুনর্নির্দ্দেশ করা আমরা বিবেচনাসিদ্ধ বোধ করিতেছি।

এই দেশে প্রকাশ্য আবশ্যক বিষয় সকল সমাচারপত্র সম্পাদকদিগকে জানাইয়া দেওয়া যাঁহার কর্ত্তব্য, তাদৃশ একজন কর্ম্মচারী নিয়োগের আবশ্যকতাজ্ঞান নূতন নয়। যখন লর্ড লরেন্স ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি ছিলেন সেই সময়ে এই পদ প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব হয়। ঐ সময়ে প্রাথমিক আন্দোলন ভিন্ন এবিষয়ের যে অন্য কোন কাজ হইয়াছিল আমরা তাহা জানি না।

লর্ড মেওর অধিকারকালে এবিষয়ের পুনর্ব্বার আন্দোলন হয়, কিন্তু তৎকালে ইহা ভিন্নপ্রকার আকার ধারণ করে। তৎকালে এই প্রসঙ্গ করা হয় যে গবর্ণমেণ্টের নিজের একখানি সংবাদপত্র হউক। ঐ সংবাদপত্র দ্বারা আবশ্যক বিষয় সকল সাধারণের গোচর করা হইবে। যাহা হউক ইহা সুসাধ্য বলিয়া বোধ হইল না। কারণ এই বিবেচনা করা হইল এপ্রকার একচেটিয়া ভারতবর্ষের অন্য অন্য সমাচারপত্রের পক্ষে অনুকূল নহে এবং সমাচার পত্রে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের আন্দোলন কেবল আফিস সংক্রান্ত বিষয় লইয়াই হইবে, অতএব সাধারণে উহা স্বাধীন ও পক্ষপাতিতাদোষমুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। এ প্রকার বিশেষ সংবাদ দিবার যে সমাচারপত্র তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগেরই মুখপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই কারণেই এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না।

লর্ড নর্থব্রুকের অধিকারকালে ঐ প্রস্তাবটী কয়েকবার আন্দোলন হয় কিন্তু কাজ কিছুই হয় নাই।

আপনার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী লর্ড লিটন প্রেসকমিশনরপদ প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণকে যে সকল সংবাদ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই সকল সংবাদ কি ইংরাজী সমাচারপত্র কি দেশীয় সংবাদপত্র উভয়কে তুল্যরূপে প্রদান করা ঐ কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্যকর্ম্ম হয় এবং গবর্ণমেণ্ট আফিসের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদিগের প্রেসকমিশনরকে ঐসকল সংবাদ দান করা কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। তৎকালে এই বিবেচনা করা হইয়াছিল, লেখকেরা ঐ সকল অসংযুক্ত সংবাদগুলি প্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি ও স্ব স্ব পাঠকের প্রতি যথাবিধি স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। ১৮৭৭ সালে ঐ পদটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রোপর লেথব্রিজকে ঐ পদ প্রদান করা হয়। তিনি শিক্ষাবিভাগের একজন কর্ম্মচারী। ঐ কর্ম্ম সম্পাদন করিবার একজন সম্পূর্ণ উপযুক্ত লোক।

১৮৭৭ সালের এপ্রেল মাসে প্রেস কমিশনরের পদ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে বিনীতভাবে আমরা আপনার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছি। আমরা এ বিষয়ে আপনার চিত্তকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতেছি তাহার কারণ এই, সর্ব্বদা এই কথা বলা হইয়া থাকে ১৮৭৮ অব্দে দেশীয় সমাচারপত্র সংক্রান্ত যে ৯ আইন হয় তৎসংস্রবে ঐ পদটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রেস কমিশনরকে দেশীয় সমাচারপত্রের পরীক্ষক করা হইয়াছে। ঐ ৯ আইন পাশ হইবার ও ঐ পদ প্রতিষ্ঠার ভিন্ন ভিন্ন তারিখে দেখাইয়া দিবে যে যাঁহারা প্রেসকমিশনর পদ প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহাদিগের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না এবং আমরা ভারতবর্ষের সকল অংশের সংবাদ যতদূর জানি তাহাতে কখনও এরূপ একটীও দৃষ্টান্ত শুনি নাই যে প্রেসকমিশনর সমাচারপত্রের পরীক্ষক হইবার কখনও চেষ্টা করিয়াছেন। ৯ আইন পাশ হইয়া অবধি দেশীয় সমাচারপত্রের নামে যে কোন অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা স্থানীয় কর্ম্মচারিরাই করিয়াছেন। আমরা এই বিষয়টী বিশেষরূপে আপনার গোচর করা আবশ্যক বোধ করিয়াছি যে প্রেসকমিশনর সম্বন্ধে ঐ ভাব কেবল এদেশেই দেশীয় সমাচারপত্র লেখকদিগের হৃদয়ে সাধারণে উদিত হইয়াছে এরূপ নয় ঐ প্রেসকমিশনর পদের বিপক্ষেরা এদেশে ও ইংলণ্ডে কৌশলক্রমে ঐ ভাবের উৎপাদন করিয়াছেন।

প্রেসকমিশনর না থাকিলে অর্থদান ও তোষামোদরূপ নীচ উপায় দ্বারা গবর্ণমেণ্টের গুপ্ত কথা জানা ও প্রকাশ করিবার নিমিত্ত প্রতিযোগিতা হেতু যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া আপনার সময় নষ্ট করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। যে কর্ম্মচারীকে উৎকোচপ্রার্থী বা খোসামোদে বশীভূত করা যায় সে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসের যোগ্য নয়। ইংলণ্ডের প্রতি গবর্ণমেণ্টই সাধারণে অথবা বিশেষ বিশেষ সমাচারপত্র সম্পাদককে আবশ্যক সংবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টেরও স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সকল সমাচারপত্র সম্পাদককে তুল্যরূপ সংবাদ প্রদান করিয়া প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা আবশ্যক হয়।

প্রেসকমিশনরপদ প্রতিষ্ঠা অবধি দেশীয় সমাচার পত্রের যে সবিশেষ উন্নতি হইয়াছে আমরা তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে আপনার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছি। দেশীয় সমাচার পত্রের যে উন্নতি হইয়াছে এই আবেদনপত্রের সঙ্গে দেশীয় সমাচারপত্রের সম্পাদক ও অধ্যক্ষদিগের লিখিত যে চিঠি দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইবে। দেশীয় সমাচার পত্রসম্পাদকেরা এখন আর বাজার জনরবের উপর নির্ভর করেন না। লেখকেরা এখন প্রকৃত বৃত্তান্ত লইয়া আন্দোলন করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টও আবশ্যক বিষয়ে প্রজার প্রকৃত মনের ভাব জানিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই একমাত্র এই বাক্যটী প্রেসকমিশনর পদ রক্ষার উপযোগিতা প্রদর্শনে পর্য্যাপ্ত হইতেছে। এই যুক্তিটী কিঞ্চিৎ ন্যূনভাবে ইংরাজী পত্র এবং দেশীয়দিগের সম্পাদিত ইংরাজী পত্রের প্রতিও বর্ত্তিতেছে।

প্রেসকমিশনরপদ বিলুপ্ত করিবার পক্ষে অনুকূল কোনও বলবতী যুক্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি না। এই কথা বলা হইয়া থাকে সংবাদ সংগ্রহের ভার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অর্পণ করাই উচিত। সামান্য সংবাদ সংগ্রহের বিষয়ে একথা বলা সঙ্গত বটে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহের পক্ষে এক রকমে হউক বা অন্য রকমে হউক ইহাতে উৎকোচ দান বা অন্য প্রকার বিকার উৎপাদন করাই ইহার অর্থ। প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টই উহা নিবারণের বাসনা করেন। গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণে যে উপকার দান ও উপকার লাভ করিবেন তাহার সহিত তুলনা করিলে প্রেসকমিশনরের পদ রক্ষার ব্যয় অতি সামান্য মাত্র।

ইংরাজ ও দেশীয় সমাচার পত্রের সম্পাদক ও অধ্যক্ষেরা যে সকল পত্র লিখিয়াছেন যাহা এই আবেদন পত্রের সহিত গ্রথিত করিয়া দেওয়া হইল। ঐ বিষয়ে উপসংহারে আমরা বিশেষরূপে আপনার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছি। আপনি ঐ পত্রগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন সমাচারপত্র সম্পাদকেরা প্রায় ঐকমত্যে প্রেসকমিশনর পদ রক্ষা অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন, কেবল কয়েকজন মাত্র মত দান করেন নাই।

অতএব আমরা বিনীতভাবে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি প্রেসকমিশনরের পদটী অবিলুপ্ত থাকুক এবং প্রত্যেক আফিসের প্রধান কর্ম্মচারিদিগকে এই আদেশ দেওয়া হউক যে তাঁহারা সাধারণের জ্ঞাতব্য উপকারী আবশ্যক সংবাদ সকল অবিলম্বে প্রেসকমিশনরের নিকটে প্রেরণ করেন। যে সকল বিষয় গোপনীয় তাহা প্রকাশ করা না হয়।"

প্রেসকমিশনরপদপ্রতিষ্ঠা করা প্রথমেই উচিত কাজ হয় নাই। আবেদনপত্র মধ্যে ঐ পদ প্রতিষ্ঠার যে ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে তদনুসারেই ঐ পদ

কেরোসিন প্রভৃতি তৈলদ্বারা ল্যাম্প জ্বালিলে সচরাচর এমন একপ্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয় যে তাহার নিকটে বসিয়া কোন কাজ কর্ম্ম করিতে কষ্ট বোধ হয়। শুনা গেল ইহা নিবারণের জন্য এক ব্যক্তি ল্যাম্পের যে স্থান দিয়া সলিতা জ্বলে সেই স্থান পিতলের পরিবর্ত্তে এরূপ এক প্রকার ধাতুদ্বারা প্রস্তুত করিয়াছেন যে সেই ধাতুনিবন্ধন ল্যাম্প জ্বলিবার সময় আর কোন দুর্গন্ধ বাহির হয় না।

আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি হাই কোর্টের জজ হোয়াইট সাহেব ছুটী লইয়া বিলাত গমন করাতে একজন দেশীয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার কল্পনা করা হইয়াছে। সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে, মিষ্টার ঘোষ তৎপদে নিয়োজিত হইলেন। আমরা দেখিতেছি হাইকোর্টে তিন জন ঘোষ আছেন, ব্যারিষ্টার মনমোহন ও লালমোহন ঘোষ এবং উকীল বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ। ইহাঁরা তিন জনেই উপযুক্ত লোক অতএব ইহাঁদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন তাহা আমরা বিশেষ করিয়া জানিতে পারি নাই।

আমরা দেখিতেছি মার্কুইস রিপনের বুঝি ভারতে থাকা পোষাইল না। পীড়া নিবন্ধন তাঁহার শরীর মন্দ হওয়াতে বিলাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে ভারত পরিত্যাগ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার বিলাতস্থ বন্ধু বান্ধব তাঁহাকে অবিলম্বে কর্ম্ম পরিত্যাগের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব নাকি গোসেন সাহেবকে ভারতের গবর্ণর জেনরল করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

শ্যামের সহিত ব্রহ্মরাজের বড় গোলযোগ ঘটিতেছে। শুনা গেল সম্প্রতি শ্যামের পাঁচ হাজার সৈন্য ব্রহ্মরাজ্যে যাইতেছে।

কাপ্তেন বয়কট নামক এক ব্যক্তির উদযোগে আয়র্লণ্ডে গোলযোগ এতদূর গড়াইয়াছে। শুনা গেল সম্প্রতি তিনি ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে আয়র্লণ্ডের এই বিদ্রোহ বাধাইবার জন্য তাঁহার যে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে যদি তিনি তাহা পূরণ করেন তাহা হইলে তিনি ইহার কিছু সহায় করিতে পারেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব নাকি এতদুত্তরে বলিয়াছেন গোলযোগ নিবৃত্তির জন্য আয়র্লণ্ডে এক্ষণে যে আইন প্রচলিত আছে তদ্দ্বারাই উহা প্রশমিত হইবে তবে আইনগুলিকে কিছু কঠোর করিতে হইবে এই মাত্র।

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ১৯০১৯১৭ মণ চাউল মজুদ ছিল।

বিজ্ঞান বলে ক্রমে অসাধ্য-সাধন হইতে চলিল। বিজ্ঞানের দ্বারা ইচ্ছামত বৃষ্টি করা ও বৃষ্টি বন্ধ করিবার কল হইতেছে। দেশমধ্যে অনাবৃষ্টি হইলে শস্যাদি জন্মে না এবং করাল দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া বিস্তর লোক প্রাণত্যাগ করে, বিশেষতঃ সকল সময়েই মানুষকে দেবতাদিগের অনুগ্রহাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, এই সকল কারণে নিউইয়র্কের বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত, কি, এক বেলিসাহেব যে কল করিতেছেন আমরা দেখিতেছি তাহাতে আর দেবতাদিগের একচেটিয়া ক্ষমতা থাকিতেছে না। তিনি ১৫০০ ফুট উচ্চ কতকগুলি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেছেন, ঐস্তম্ভ গুলি ফাঁপা হইবে। যখন বৃষ্টির প্রয়োজন হইবে তখন তিনি ঐ স্তম্ভ দিয়া নিম্ন হইতে উর্দ্ধদেশে জল-বিমিশ্রিত বায়ু উঠাইয়া দিবেন। সেই বায়ু আকাশমার্গে গিয়া বিক্ষিপ্ত হইলে শীঘ্র বৃষ্টি হইবে। পক্ষান্তরে উহার বিপরীত কার্য্য করিলে বৃষ্টি বন্ধ হইবে। যখন আকাশপথ বারি বিমিশ্রিত বায়ুপূর্ণ হইবে তখন তিনি তাঁহার যন্ত্র যোজনা করিয়া সেই স্তম্ভ দিয়া উপরিস্থ বায়ুরাশি শোষণ করিবেন। ইহাতে সেই বায়ু নিম্নে আসিয়া পড়িলে আর বৃষ্টি হইতে পারিবে না।

এলাইক্রক নামক একখানি বাষ্পীয় পোত দক্ষিণ সাগরের এক দ্বীপে গিয়া আর আসিতে পারে নাই। দ্বীপবাসীরা নাকি নাবিকদিগকে বধ করিয়াছে।

৮ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সমষ্টিতে ২৫৬ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে [illegible]৩ জন বিসূচিকায়, ২৪ জন উদরাময়ে ৮৮ জন জ্বরে এবং অবশিষ্টেরা অন্যান্য পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

পঞ্জাবের অন্তর্গত কাঙ্গেনপুরের সন্নিকট চুরি নামক স্থানে একটী কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে ভারতের অনেক লোক কাবুল যুদ্ধে ইংরাজদিগের সেনা হইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছে।

আয়র্লণ্ডের ল্যাণ্ডলিগদিগের অধিনায়ক পার্ণেল সাহেব আমেরিকার স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

মিশরদেশের খেদাইব নিগ্রোদিগের দাস ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়াতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরের শ্রীমতী মৃণালিনী ও শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ৪ র্থ ও ৬ ষ্ঠ হইয়াছে। ইহাদিগের বয়ঃক্রম ৯ বৎসর।

আমাদিগের এক সহযোগীর সাময়িক পত্রে ইউক্লিডের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, সাধারণের ইহা অবশ্য জ্ঞাতব্য বোধে আমরা তাহার সারাংশ নিয়ে সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ৪২০ বৎসর পূর্ব্বে এথেন্সের দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তি মাগেরিয়া নগরে ইউক্লিড জন্মগ্রহণ করেন তৎকালে এই স্থানে বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের সম্যক চর্চ্চা ছিল। বাল্যকালে ইউক্লিডের বুদ্ধি তাদৃশ মার্জ্জিত ছিল না, তন্নিবন্ধন তিনি বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত যে প্রয়াস পাইতেন তাহাতে কোন ফলোদয় হইত না। তিনি অতিশয় চঞ্চলস্বভাব ছিলেন তজ্জন্য তিনি এক সময়ে এক ব্যক্তির মতের অপর সময়ে অপর ব্যক্তির মতের এইরূপ নানা সময়ে নানা ব্যক্তির মতের অনুসরণ করিতেন। যাহা হউক অবশেষে তিনি ডিয়োন নামক একজন নৈয়ায়িকের নিকট ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ঐ সময় হইতে তাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় এবং তিনি তর্ক শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সক্রেটিস ইউক্লিডের এই অদ্ভুত গুণের প্রসঙ্গ শুনিয়া তাঁহার নিকট গমন করেন। সক্রেটিস একজন ঈশ্বরবাদী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। ইউক্লিডের মত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। সুতরাং তাঁহাদের ঘোর বিবাদ হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সক্রেটিস যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিতেন ইউক্লিড তাঁহার প্রবল তর্কশক্তির প্রভাবে তাহার খণ্ডন করিয়া দিতেন। অবশেষে ইউক্লিড ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। যে সময় ইউক্লিড ও সক্রেটিসের এইরূপে সখ্য হয় তখন এথেন্সবাসিগণ এই আদেশ প্রচার করেন মাগেরিয়া হইতে যে ব্যক্তি এথেন্সে গমন করিবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু ইউক্লিড রমণীর বেশ ধারণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে সায়ংকালে এথেন্সে গমন করেন এবং তাঁহার নিকটে নানা বিষয় শ্রবণ করিতে আরম্ভ করেন। ইউক্লিড যে গণিত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন তাহা বলিবার আবশ্যক নাই কারণ তিনি যে জ্যামিতি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তাহাতেই তাহার পরিচয় হইতেছে। তিনি তাঁহার স্ত্রীর উপর বীতরাগ ছিলেন তজ্জন্য তাঁহার পুত্রাদি ছিল না।

পাকশীপুর হইতে দিনাজপুর পর্য্যন্ত একটী ট্রামওয়ে খোলা হইবে

চীন ও ভারতবর্ষে অহিফেন সেবন দ্বারা যে সকল বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া নিজাম স্বীয় রাজ্যে অহিফেন চাষ বন্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

দিবে এবং একটী পাথরের পাত্রে কিঞ্চিৎ জল দিয়া চাকন খোলা স্থান পাথরে লাগাইয়া কাঁকড়াটী ঘসিতে থাকিবে। পরে ঐ চন্দনের মত ঘসা পদার্থ রোগীকে জ্বর আসিবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কিয়ৎ পরিমাণে খাওয়াইলে জ্বর আসিবে না। রোগ ভাল হইবে।

বাবু উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ য় বিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

নবাব খাজে আবদুল গনি সাহেবের তিন জন অশ্বারোহী সৈন্য কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিত বলিয়া মধ্যে মধ্যে প্রায়ই জনরব শুনা যাইত সম্প্রতি ঐ তিন ব্যক্তি তাহাদের যন্ত্রের সহিত ধৃত হইয়া ঢাকা পুলিসে সমর্পিত হইয়াছে। ইহারা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসী।

বিসুভিয়স পর্ব্বতের উপর দিয়া যে রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে বৈদ্যুতিক আলোক প্রদত্ত হওয়াতে ঐ স্থানের শোভা অতি রমণীয় হইয়াছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে তাঁহারা অতঃপর ছোট উদয়পুরের হত্যাকাণ্ডের বিচার হইতে বিরত হইবেন। ছোট উদয়পুরের মহারাজ এবিষয়ের বিচার করিবেন। গবর্ণমেণ্টের ইহা হইতে বিরত হইবার কারণ এই যে তাঁহারা দেশীয় রাজাদিগের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং তাহা হইলে ১৮৫৮ অব্দে ভারতেশ্বরী যে প্রতিজ্ঞা করেন সেই প্রতিজ্ঞা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত হইতে হয়।

সাঁওতালেরা ইতিপূর্ব্বে বিদ্রোহী হইয়াছিল কিন্তু এ বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ কি তাহা জানা যায় নাই। কেহ বলেন তাহাদের সংখ্যা করা হইতেছে বলিয়া তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছে কিন্তু সম্প্রতি আমরা অবগত হইলাম যে তাহাদের জমির কর বৃদ্ধি করাতে তাহারা বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে।

সিংহল দ্বীপে স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে।

জেনরীডার্পার নামে যে ব্যক্তি সূর্য্যে অগ্নিজ্ঞান পদার্থ আছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তিনি সম্প্রতি দাক্ষিণদিগের যে রাশির উজ্জ্বল অংশে ছায়া পড়িয়াছে তাহার অবিকল ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন।

হিন্দুপেট্রিয়টে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন আলাহাবাদে লোক সংখ্যা গণনার কর প্রতি গৃহস্থের উপর তিন আনা করিয়া ধরা হইয়াছে। এ সংবাদে আমাদের বিশ্বাস হয় না।

পাটনায় বেহারী জমীদারদিগের যে সভা ছিল সেটী না কি উঠিয়া যাইতেছে।

বেহারের আদালত সমূহে হিন্দি অক্ষরে কাজ কর্ম্ম চালানই স্থির হইল। কেবল ফৌজদারী আদালতে যে সকল দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য উকীল মোক্তারের প্রয়োজন হয় না দরখাস্তকারী নিজে দাখিল করিতে পারে সেই সকল দরখাস্তের লেখা উর্দ্দুতে চলিবে।

বার্লিনের ক্লাডারাডক নামক হাস্যরসপ্রধান পত্রের সম্পাদক মৃত্যুকালে ১৪০০০০০ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার উক্ত পত্রের বার্ষিক আয় ৮০ হাজার টাকা। তিনি প্রথমে পুস্তক বিক্রয় করিতেন পরে ১৮৪৫ অব্দে ঐ হাস্যরসপ্রধান পত্রখানি প্রচার করিয়া এই অতুল সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক নাইট সাহেব বলিয়াছেন রাজপুরুষগণ যদি ভারতের উন্নতি ও মঙ্গলসাধন করিতে অভিলাষী হন তাহা হইলে তাঁহারা যেন একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ষ্টেটসেক্রেটরির পদে অপেক্ষাকৃত অধিক দিনের নিমিত্ত মনোনীত করেন নতুবা তাঁহারা ভারতের উন্নতিসাধন বিষয়ে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, রঙ্গপুরে ব্রাহ্মমতে একটী বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র বাবু হরিদাস রায় গোপালপুর স্কুলের অন্যতর শিক্ষক পাত্রীর নাম স্বর্ণময়ী বসু।

শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসনের তত্ত্বাবধারক বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে বার্ষিক ৬ হাজার টাকা বৃত্তি দানের আদেশ দিয়াছেন। তিন হাজার টাকা ওয়ার্ডের কার্য্যের জন্য ও আর তিন হাজার টাকা পুরাবৃত্ত সংগ্রহের পরিশ্রমের জন্য তিনি পাইবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এ পরীক্ষায় ৩৩৮ জন বালক উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩৭ জন ১৭১ দ্বিতীয় ও ১২৫ তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কলিকাতায় ১০ এ যে দায়রা বসিবে, হাইকোর্টের সিবিলিয়ান জজ [illegible] সাহেব তাহাতে বিচার করিবেন।

শুনা যাইতেছে সাঁওতালের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত বিদ্রোহী হইয়াছে। পুরুষদিগের নিকট বরং দয়া আছে; কিন্তু এই বীররমণীদিগের নিকট দয়া নাই। স্ত্রীলোকেরা রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। ক্যানডাহারের পূর্ব্ব ভূমভাগে নামক স্থানের স্ত্রীলোকেরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের লোকের নিকট ভৈরব বেশে বাহির হইয়াছে। তাহারা বর্শা নৌর প্রভৃতি লইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের তদ্দেশবাসী কর্ম্মচারিদিগকে আক্রমণ করিয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিতেছে। এই ঘটনা নিবন্ধন ঐ দেশ হইতে গবর্ণমেণ্টের সকল কর্ম্মচারীই প্রস্থান করিয়াছে। একদা একটী সাঁওতাল যুবতী গবর্ণমেণ্টের এক কর্ম্মচারীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া এরূপ কুঠার হানিয়াছিল যে সেই আঘাত রক্ষা করিতে গিয়া একজন চৌকীদারের হাত কাটিয়া গিয়াছে। শুনা যাইতেছে স্ত্রীলোকেরা এখন এমন প্রোৎসাহিত হইয়াছে যে তাহাদিগের পুরুষেরা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শান্ত করিতে পারিতেছে না।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, থানা বারুইপুরের অধীন সূর্য্যপুর, গোঁড়দহ ও পাকুড়দহের হাটে প্রতি হাটবারে জুয়া খেলা হইয়া থাকে। আমরা দক্ষিণাঞ্চলের আরও অনেক স্থানে প্রায় উক্ত ক্রীড়ার কথা শুনিতে পাই। পুলিস কি ইহার অনুসন্ধান রাখেন না? অথবা জাগিয়া ঘুমান; যাহা হউক, এই দুষ্ট লোকদিগের শাসন করা একান্ত আবশ্যক।

সে দিন বরাহনগরে যে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে পুলিস তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কোম্পানির কাগজ ১০০৲ হইতে [illegible]
৪॥০ ১৮৭০ (১৮৮৪) [illegible]
৪॥০ ১৮৭১—(১৮০১) [illegible]
৪॥০ ১৮৭৮ ৭৯ (১৮০৯) } [illegible]
৪॥০ ১৮৭৯ (১৮৯৯)
৫ ১৮৬৭ (১৮৮২) ১০১

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮১

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হাবড়ায় বদলী হইলেন কিন্তু আপাততঃ বর্দ্ধমানের কমিশনরের পার্সনাল আসিষ্টেণ্টের কার্য্য করিবেন।

[illegible] বাবু [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া [illegible] মাস [illegible] দিন বিদায় গ্রহণ করিবেন।

উড়িষ্যার কমিশনরের প্রতিনিধি পার্সনাল আসিষ্টেণ্ট বাবু আনন্দপ্রসাদ ঘোষ ঐ পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন। ইনি কটক করদ মহালের সহকারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন।

চট্টগ্রামের ককসবাজারের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এল, গুইনডেন ভূমি সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলী হইলেন।

[illegible] অন্তর্গত ফরিদপুরের ডেপুটী [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু অন্নদাচন্দ্র [illegible] পুলিশের [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] অন্তর্গত দক্ষিণ সাহাবাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] বদলী হইয়া ফরিদপুরের [illegible] করিবেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] রায় [illegible] দক্ষিণ সাহাবাজপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] মিত্র [illegible] বিদায়ের আদেশ [illegible] হইল।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] অস্থায়ী [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী [illegible]

[illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible]

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট [illegible] বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] হইলেন।

রাজসাহী [illegible] ও ডেপুটী কালেক্টর চার্লস [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং [illegible] ২২২ ধারানুসারে সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর পিকার্ড সাহেব [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত আনওয়ারার মহেশ বাবু [illegible] কানুনগো [illegible] পরগণার অন্তর্গত আলীপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র

শান্তিপুর।

এবৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় যদিও এখানকার মিউনিসিপাল স্কুলের একটী মাত্র ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য বঙ্গ বিদ্যালয়ের অনেকগুলি ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রত্যাশানুরূপ ফললাভ করিয়াছে। এখানকার মিসনরি বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অধ্যাপনাকার্য্যে যেরূপ আন্তরিক যত্নের সহিত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, মিউনিসিপল স্কুলের মাষ্টার [illegible] যদি তদনুরূপ করিতেন; তাহা হইলে এবার প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলশ্রুতি অধিকতর সন্তোষকর হইত সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, প্রস্তাবিত মিউনিসিপাল স্কুলের অনেক [illegible] শিক্ষকদিগকে বিদায় দিয়া তাঁহাদের পদে [illegible] কৃতবিদ্য শিক্ষক নিযুক্ত করাই বিশুদ্ধবুদ্ধির অনুমোদিত, নতুবা কেবল এক হেডমাষ্টার বাবুর উপর নির্ভর করিলে কখনই শ্রেয়ঃ লাভের সম্ভাবনা নাই।

ষ্টীমার "[illegible]" ম্যানেজর বাবুর দোষে আবার আরোহীগণের নানা কষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গতবৎসর ঐ ম্যানেজর বাবু অধিক [illegible] লইয়া [illegible] ষ্টীমার চালাইতেন, [illegible] পত্রের শান্তিপুরস্থ সংবাদ [illegible] প্রকাশ [illegible] দেন, তদনুসারে কলিকাতা [illegible] সাহেব উক্ত ষ্টীমারের অধ্যক্ষগণের [illegible] করিয়াছিলেন। সেই অবধি [illegible] ম্যানেজর বাবু বিশেষ [illegible] সম্পাদন করিতে [illegible] একে [illegible] উক্ত ম্যানেজর [illegible] ধারণ করিয়া [illegible]। [illegible] ষ্টীমারে "[illegible]" পত্রের [illegible] অধিক লোক [illegible] লইয়া [illegible] আরম্ভ করিয়াছে। অতএব আমরা আশা করি যে, উক্ত ষ্টীমারের অধ্যক্ষ মহাশয় ম্যানেজর বাবুর কার্য্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন এবং আরোহীগণের সুখ সৌকর্য্যার্থ [illegible] উপায় অবলম্বন করিবেন।

সম্প্রতি এখানকার শ্যামবাজারে একটী চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরটী স্ত্রীলোক। উহার বয়ঃক্রম অনুমান বিংশতি বৎসর। যে লোকের ঘরে চুরি হইয়াছে, সে লোকটী দুষ্ট প্রকৃতির লোক। কিন্তু সে ব্যক্তি প্রথমতঃ ঐ চুরির অনুসন্ধান না পাইয়া সন্দেহক্রমে একজন কোলুনীকে ধরিয়া বিলক্ষণ প্রহার করে। অনন্তর প্রকৃত চোরের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনে ও পুষ্করিণীতে চোবা ইয়া একরার করায় এবং তৎপরে ধনঞ্জন-মন্ত্রে অপ হৃত মালের কিনারা করিয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। পরে ঐ সংবাদ মতিগঞ্জের আউট পোষ্টের হেড কনষ্টেবলের কর্ণগোচর হইলে সময়োচিত মুষ্টিযোগ প্রয়োগ দ্বারা চোরের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, আমরা আশা করি, রাণাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য জানিয়া অপরাধীর সমুচিত শাস্তি বিধান করিবেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে এই সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, আজ কাল শান্তিপুরে চিঙ্-চোরের চৌর্য্যবৃত্তির দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সকল চোরের সমুচিত শাস্তি বিধান না হওয়াতে চতুর্দ্দিকে উক্ত প্রকার চুরির অধিকতর প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক দিন হইল, বেহারাচরণ নামক জনৈক চিঙ্ চোর বড়বাজারে ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু চোরের পৈতৃক পুণ্যে ও শান্তিপুরের মুক্তিকার গুণে কেহ তাহার গাত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। এরূপ জনশ্রুতি যে ঐ চিঙ্চোরের বিসদ বিবরণ রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুর কর্ণগোচর হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, বড় দিনে পরকীয়াপরায়ণ বেহারাচরণের পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হয়।

রাণাঘাট সব ডিবিজনের স্থানে স্থানে জ্বর বিকার ও ওলাউঠার দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি হওয়া উঠিয়াছে, এজন্য সে দিন সব ডিবিজনে একটী সভা সভ্য হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় ডেপুটী বাবু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সভার উদ্দেশ্য এই যে জ্বরবিকার ও ওলাউঠাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ সাধারণ লোকের নিকট হইতে চিকা দ্বারা চাঁদা সংগ্রহ করা। ঐ প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করণাভিপ্রায়ে ডেপুটী বাবু স্থানে স্থানে চাঁদা পুস্তক প্রেরণ করিয়াছেন। প্রত্যাশানুরূপ অর্থ, চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত হইলে সেই টাকায় রোগীদিগকে বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হইবে। আমরা প্রার্থনা করি, পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রসাদে ডেপুটী বাবু অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হউন।

এখানকার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র রায় বিস্তর ওলাউঠাক্রান্ত রোগীকে নিরাময় করিয়াছেন। ইনি শান্তিপুরে আসিয়া অবধি এ কাল পর্যন্ত অনেকগুলি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত লোকের জীবন দান করিলেন অথচ ইহাঁর অদ্যাপি আশানুরূপ পসার হইল না, ইহাই দুঃখের বিষয়। বলা বাহুল্য যে, গোপাল বাবুর কোন চরিত্রগত দোষ নাই,

সুতরাং ইহাঁর ঔষধ বড় তিক্ত ও কষায়। কিন্তু পরীশরায়ণ ডাক্তার বাবুর ঔষধ বড় সুমিষ্ট, এজন্য রংমহলে তাঁহার বড় পসার! ধন্য কলিকাল!

জামালপুর।

নববর্ষোপলক্ষে রেলওয়ে সাহেবদিগের এক সপ্তাহকাল যথেষ্ট আনন্দ উৎসবে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ঐ কয়েকদিবস ঘোড় দৌড়ের মাঠে অনেকগুলি তাম্বু ও অশ্বশালা নির্ম্মিত হওয়াতে মাঠ যেন নগরের আকার ধারণ করিয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অসংখ্য ইংরাজ, মেম ও পুত্র কন্যাগণ সহ কেহ বা পদব্রজে কেহ বা অশ্বপৃষ্ঠে এবং কেহ কেহ বা বগী ও চেরেটে পরিভ্রমণ করিয়া ময়দানের শোভা আরো বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ঘোড় দৌড় উপলক্ষে বেহারবাসীদিগেরও যথেষ্ট আনন্দ দৃষ্ট হইল। ইহারা দূরতর স্থান সকল হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আসিয়া সমস্ত দিবস ময়দানে অতিবাহিত করিয়া সূর্য্যাস্তের পর প্রস্থান করিত এই উৎসবটীকে একটী বৃহৎ মেলা বলিলে বলা যাইতে পারে; কিন্তু মেলাস্থলে যেমন দোকান ইত্যাদির আমদানী হয় এখানে তাহার কিছুই দৃষ্ট হইল না। এবংসব উদারচেতা লোকো সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ক্যাম্বেল সাহেব মহোদয়ের অনুগ্রহে এবং শ্রীযুক্ত বাবু তারাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে অনেকেই পাশ ও ছুটি পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাটী যাইতে পাইয়াছিলেন।

১লা জানুয়ারি রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে জমেষ্ট মিকানিক ইনিষ্টিটিউট হলে কাহার নামে কোন ঘোড়া উঠে এই সম্বন্ধে লটারি হয়। ৪ ঠা তারিখে অপরাহ্ণ ২ টার পর হইতে ঘোড় দৌড় আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ দিন সর্ব্বসমেত পাঁচবার দৌড় করান হয়। প্রথমবারে ১৩০ দ্বিতীয় বারে ৫০০ তৃতীয় বারে ৪৫০ চতুর্থবারে ১২০ এবং পঞ্চমবারে ৩৫০ টাকা পারিতোষিক ছিল; তন্মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ বারে ছোট ঘোড়া দৌড় করান হয়। ৫ ই তারিখে অপরাহ্ণ ২ টার পর হইতে ক্রিকেট ও পোলো খেলা আরম্ভ হয়। আমরা ঐ খেলা দেখিয়া বেশ আনন্দানুভব করিয়াছিলাম, যাহা কিছু অসুখ দুইজন সাহেব অশ্বসহ পতিত হইয়াছিলেন। বেশী আঘাত লাগে নাই। ৬ তারিখে অপরাহ্ণ দুইটার পর হইতে আবার ঘোড় দৌড় আরম্ভ হয়। ঐ দিন প্রথমবারে ১৬০ দ্বিতীয়বারে ৩৫০ তৃতীয়বারে ১৮০ চতুর্থবারে ৩৪০ এবং পঞ্চমবারে ১৮০ টাকার পারিতোষিক ছিল। তন্মধ্যে তৃতীয়বারে ছোট ঘোড়া দৌড় করান হয়। ৭ তারিখে পোলো এবং ক্রিকেট খেলা হইবে বিজ্ঞাপন ছিল, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন পোলো খেলায় আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় বোধ হয় এই দিন আর হইল না। ৮ তারিখে প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় হইতে ঘোড় দৌড় আরম্ভ হয়। ঐ দিন প্রথম বারে ১২০ দ্বিতীয়বারে ৩৫০ তৃতীয়বারে ৩০০ চতুর্থ বারে ৩১০ এবং পঞ্চমবারে ১৮০ টাকা পারিতোষিক দান করা হয়। তন্মধ্যে দ্বিতীয়বারে ছোট ঘোড়ার দৌড় হইয়াছিল। ঐ দিন অপরাহ্ণ ২ টার পর হইতে মানুষের দৌড় ইত্যাদি হইয়া নববর্ষের উৎসবক্রিয়াটী এবৎসরের মত সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঘোড় দৌড় উপলক্ষে বেতিয়া, বেগুসরাই, কানপুর এবং আড়া প্রভৃতি স্থান সকল হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঘোড়া আসিয়াছিল। তন্মধ্যে আড়ার নীলকর সাহেবেরাই প্রায় প্রত্যেকবারে জয়লাভ করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অডিট আফিসের কোচিং ডিপার্টমেণ্টের ডেভিড সাহেব অসুস্থ হওয়ায় তাঁহার অধীনস্থ কেরাণী বাবুরা সাহেব ভাল হইলে রক্ষাকালী পূজা করিবেন মনন করিয়াছিলেন। এক্ষণে সাহেব আরোগ্যলাভ করিয়া প্রত্যাগমন করায় পূজার আয়োজন হইতেছে। মুনীব যদি সৎ ও ভদ্র হয়েন ঐরূপ করিতে ইচ্ছা যায়। আর মন্দ হইলে কুলার বাতাস দিয়া বিদায় করিতে ইচ্ছা করে।

এ বৎসর জামালপুর বিদ্যালয় হইতে দুইটী বালক প্রাবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল। দুইটীই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টী পূর্ব্বে মধ্যশ্রেণীর ছিল। গত দুই বৎসরকাল হইতে ইহাতে প্রবেশিকা পরীক্ষার শ্রেণী খোলা হয়। এ বৎসর প্রথম পরীক্ষা দিয়া দুইটী বালক উত্তীর্ণ হওয়ায় আমরা আশাতীত আনন্দানুভব করিয়াছি। প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ ঘোষ মহাশয় দিন রাত বালকদ্বয়ের জন্য বিশেষ পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই এই সুফল প্রসব করিয়াছে দেখিয়া আমরা তাঁহাকেও অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

ভ্রমণকারির পত্র।

দিল্লী।

আমি জয়পুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দিল্লী গমনার্থ বাঁদিকুই ষ্টেসনে রেল গাড়িতে আরোহণ করি। আমি দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া যখন নগরটী দর্শন করিলাম, তখন পরস্পর বিপরীত ভাবস্রোত যুগপৎ উদিত হইয়া হৃদয়কে যে কেমন বিকল করিয়া তুলিল তাহা লিখিয়া পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করা আমার সাধ্য হইতেছে না। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া যদি কাহার মন কখন আমার মত হইয়া থাকে তিনিই বুঝিতে পারিবেন। দিল্লী যে কেমন স্থান "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই প্রার্থনাবাক্য দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। দিল্লীশ্বর হওয়া একটী উচ্চ প্রার্থনীয় ছিল। এই দিল্লীতে ও ইহার সন্নিহিত স্থান সকলে কুরুপাণ্ডবেরা নানা প্রকার অদ্ভুত কাণ্ড করেন। হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপস্থ, প্রকপ্রস্থ কুরুক্ষেত্র প্রভৃতির স্থান-সন্নিবেশ এখন নিশ্চিত রূপে জানিতে পারা যায় না বটে কিন্তু দিল্লীর ইতস্তত যে ঐ স্থান গুলি ছিল সে বিষয়ে সংশয় হয় না। ঐ সকল স্থানেই কুরুপাণ্ডবের রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, শাসনপ্রণালী, ও সমাজ-শাসন প্রভৃতির পরম অনুশীলন হয়। এইখানে বসিয়াই ব্যাসদেব বেদ বিভাগ ও পঞ্চম বেদ নামে প্রথিত মহাভারত রচনা করেন। এইখানেই বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র রাজনীতিজ্ঞতা ও বুদ্ধিচাতুর্য্যের পরিচয় হয়। এইখানেই ব্যাসদেব তাঁহাকে পরমারাধ্য দেবতা করিয়া তুলেন। এইখানেই ক্ষত্রিয় কুলক্ষয়কর দারুণ সংগ্রাম ঘটনা হয়। এইখানেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা তনুত্যাগ করে। ঐ সেনার অন্তর্নিবিষ্ট সৈনিকপুরুষ ও সেনাপতি বীরপুরুষগণের মধ্যে দশজন মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

মানুষ যে বিধাতার কেমন বিচিত্র সৃষ্টি, মানুষের মন যে কেমন চিন্তা ও বৃত্তিতে পরিপূর্ণ, মানুষ যত উন্নত হউক, যত সুসভ্য ও যত বুদ্ধিমান হউক বিধাতা, তাহার মনে যে ক্রোধ লোভাদির বিষময় বীজ বপন করিয়াছেন তাহার ক্রিয়া বিক্রিয়া হইতে কাহারও যে [illegible] করিবার ক্ষমতা নাই ঐ কুরুক্ষেত্র [illegible] প্রমাণ করিয়া দিতেছে। একজনের ক্রোধ [illegible] সংক্রামিত হইয়া যে অপরকে মত্ত করিয়া তুলে এটীও বিধি সৃষ্টির পরমাদ্ভুত কৌশল। এক দুর্য্যোধনের ক্রোধ লোভ সংক্রামিত হইয়া অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীকে উন্মাদিত করিয়া তুলে, ইহার পর আশ্চর্য্যব্যাপার আর কি হইতে পারে। মানুষ কখন কোন অবস্থায় যে, এই ক্রোধ লোভাদির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন, ইউরোপের ইদানীন্তন যুদ্ধ দর্শন করিয়া সে সিদ্ধান্ত করা যায় না। ফ্রান্স ও জর্ম্মনি ইংলণ্ডের ন্যায় পৃথিবীর মধ্যে এক্ষণে দুটী সভ্যতম জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সেদিন সেই কুরুবংশীয় রাজা দুর্য্যোধনের দুর্দ্দম ক্রোধ লোভ ইউরোপ খণ্ডে সঞ্চরণ করিয়া ঐ দুই জাতিকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। উভয় জাতির কত অর্থ ক্ষয়, কত সৈন্য ক্ষয়, কত হৃদয় বিদারণ কাণ্ড ঘটিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে জগতের কত অনিষ্ট হইল তাহার ইয়ত্তা নাই।

আজিও সেই [illegible] অভ্যন্তর সপ্রমাণ করিয়া [illegible] করিতেছে।

দিল্লী ও [illegible] কেবল যে ভীম, দ্রোণ, [illegible] কীর্ত্তি [illegible] তাহা নহে। [illegible] বাদসাহেরা যে কত কাণ্ড [illegible] ইয়ত্তা নাই। ইংরাজেরা [illegible] বাড়ী ভূমি করিয়া ফেলিয়া-[illegible] আজিও যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা [illegible] সম্রাটগণের মুসলমান বাদসাহদিগের [illegible] ও অতুল ঐশ্বর্য্যের [illegible] দিতেছে। আজিও সেই [illegible] সম্রাটগণের দরবারখানা, উপাসনা গৃহ ও [illegible] দর্শন করিলে হৃদয় বিস্ময়রসে [illegible]। [illegible] ও [illegible] বর্ণন করা হইয়াছে তাহাতেই পাঠক [illegible] দিল্লীতেও ঐরূপ সমৃদ্ধ [illegible]। [illegible] বর্ণন পুনরুক্তিমাত্র হইবে।

[illegible] আগ্রার অপেক্ষা অনেক পরিষ্কৃত [illegible]। দিল্লীর রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও নিম্ন জল-[illegible]। আগ্রার ন্যায় এখানকার [illegible] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকে গ্রথিত। কিন্তু আগ্রার [illegible] নাই বলিয়া [illegible] দেখা। না। [illegible] বাটী প্রায় [illegible] [illegible] করিতেছে। [illegible] [illegible] আমরা [illegible] করিলাম। আর পূর্ব্বে [illegible] ছিল তাহা যদি আজি বর্ত্তমান [illegible] হইলে মনে [illegible] [illegible] পারা যায় না। দিল্লীর [illegible] নাই, আর সে [illegible] নাই, [illegible] নাই। যাহা হউক আমি [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি দর্শন করিয়া [illegible] দেখিলাম ইহার মধ্যে [illegible] দিল্লী [illegible]।

দিল্লী যে এমন মহৎ ইহার একটী [illegible] স্বরূপ যে [illegible] দিল্লী [illegible] গবর্ণমেণ্ট তাহা উঠাইয়া দিয়াছেন, এটী অতি [illegible] বিষয়। এই দিল্লীকে [illegible] প্রদেশ মধ্যে গণনা করিয়া [illegible] কমিসনরের অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, [illegible] একটী [illegible] বিষয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-[illegible] নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা [illegible] বিবেচনা [illegible] দিল্লীকে কলিকাতার [illegible] প্রদেশ-মধ্যে গণনা করা কর্ত্তব্য

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্তপদাদি কম্প, অপস্মার, মানসিক বিকার, বধিরতা, চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
পোঃ কাঁথি
জেলা মেদিনীপুর।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে শীত ও সকম্পযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একেবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চম-কান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একেবারে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বাত, বাঘী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (সাবকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৫ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরচেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।
গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন
হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং
ওয়াটার্ল্য ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

প্রায়ই অধিকাংশ পোকা গুটির মুখ কাটিয়া বাহির হইয়া যায়, তন্নিবন্ধ [illegible] এ গুটিগুলির নাম রাখিয়াছে [illegible], [illegible], ধুপ, খুপ, ফুঁকি প্রভৃতি আখ্যা [illegible] হইয়াছে। এই কাটা গুটির মধ্যে [illegible] অতি সুশ্রী, বন- [illegible] ইহাকে ভগ্ন এবং ১০।১২ [illegible] করিয়া খোপ বাঁধিয়া বিক্রয় [illegible] চোপা এই গুটীগুলি পরিপক্ক না হইতে [illegible] অকালে ভগ্ন হইয়া পরম জলে সিদ্ধ হওয়াতে [illegible] এই নিমিত্ত ইহার নাম চোপা হইয়াছে। [illegible] নিতান্ত অপদার্থ, টিপিলেই [illegible] যায়। মুখ কাটা গুটীর ক্ষাই কি সুতা [illegible] একেবারে নষ্ট হয় না। গুটী হইতে কাটি [illegible] হইবার সময় "গুটীর বুঁটির দিকে" মুখের [illegible] ক্ষাই গুলি কিঞ্চিৎ আর্দ্র করিয়া ক্রমে ক্রমে [illegible] মুখের ঠেলায় সরাইয়া বাহির হয়। সুতরাং ক্ষাই বজায় থাকে এবং সুতাও পাওয়া যায়। যে গুটীগুলি বুঁটীর বিপরীত দিকে মূষক কি [illegible] বা পিপীলিকা কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হয়, তাহা কোন কাজে লাগে না এবং তাহার সুতাও আদায় হয় না। নষ্ট হইয়া থাকে।

১১। সংখ্যা। এই সকল গুটী [illegible] বিক্রয় হইবার রীতি নাই; ঠিক [illegible] নামে বিক্রয় হয়। যথা,—ইহার [illegible] গণ্ডা (২০) গণ্ডায় (/০) পণ (১৬) [illegible] কাহন ইত্যাদি। যে বৎসর [illegible] এই সকল গুটীর অল্প পরিমাণে জন্ম হয়, সেই বৎসর উত্তম গুটীর উচ্চ মূল্য প্রতি কাহন [illegible] টাকা হইতে ১২ টাকা, মধ্যমের দর প্রতি কাহনে ৫ টাকা হইতে [illegible] টাকা, অধমের দর প্রতি কাহন ৩ টাকা হইতে ৫ টাকা আর ঈশ্বরানুগ্রহে যে বৎসর প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেই বৎসর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুটীর দর প্রতি কাহন ৬ টাকা হইতে ৯ টাকা, মধ্যম গুটির দর প্রতি কাহন ৫ টাকা হইতে ৭ টাকা, নিকৃষ্টের দর প্রতি কাহন ২ টাকা হইতে ৪ টাকা পর্য্যন্ত। জঙ্গলে আবার কাঁচা পাকা এই উভয়বিধ দর আছে। জঙ্গল বাসীদের [illegible] কেহ (১৬) পণে (১) কাহন কেহবা [illegible] (২০) পণে (১) কাহন ধরিয়া সেই হিসাবে বিক্রয় করে। বিক্রয়ের কালে মহাজনেরা গুটীগুলি প্রথমতঃ [illegible] সুসজ্জিত করিয়া স্তূপে স্তূপে রাখে। ক্রেতারা সেই স্তূপ ভাঙ্গিয়া চাক্, অর্থাৎ চাক্‌লি করিলে সেই চাক্‌লাংশ গুটীগুলি নির্ব্বাচন হইয়া উত্তম, অধম, মধ্যম, এই তিন প্রকার গুটী, অবয়বের তারতম্য [illegible] সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া বিক্রয় হয়।

১২। আমদানি। চাঁইবাসা, সিংভূম, বরাভূম, মলভূম, মানভূম, ভুঞ্জভূম, শিখরভূম, ভট্টভূম, প্রভৃতি স্থানের বাণিজ্য ব্যবসায়িগণ দ্বারা সময়ে সময়ে এই সকল গুটী বিক্রয়ের নিমিত্ত আমাদিগের এই বদনগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে অপর্য্যাপ্ত আমদানি হয়। এখানকার আড়ৎদার, পাইকার, দালাল, মহাজনেরা লাভের আশায় তাহাদের নিকট ক্রয় করিয়া আমদানি গুটীর প্রায় অর্দ্ধেকাংশ স্থানীয় কাটনী-দিগকে বিক্রয় করিয়া অপর অর্দ্ধেক বিক্রয়ের নিমিত্ত স্থানে স্থানে প্রেরণ করে। ইহার সুতা স্ত্রী-লোকদিগের হইতে প্রস্তুত, এবং সূতাতে বস্ত্রবয়ন কার্য্য পুরুষদিগের হইতে সম্পাদিত হয়। এই বদনগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বাৎসরিক প্রায় ২০০০০ বিংশতি হাজার কাহন তসর গুটী আমদানি হইয়া থাকে। ইহার প্রতি কাহনের গড় মূল্য ৫ টাকার হিসাবে ১ লক্ষ টাকা। এই লক্ষ টাকা আমদানি গুটীর মধ্যে শ্যামবাজার, কৃষ্ণগঞ্জ, ফলুই, কয়াপাট, বদনগঞ্জ, বেলডিহা, গ্রামের অধিবাসী কাটনী দ্বারা অনূন পঞ্চাশ সহস্র টাকার সূতা কাটাই ও প্রস্তুত হইয়া ন্যূনাধিক ২০।২৫ হাজার টাকার সূতা স্থানীয় তন্তুবায় কর্ত্তৃক ক্রয় এবং ঐ সূতাতে নানারঙ্গে নানা-বকম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া ঐসকল বস্ত্র ও অবশিষ্ট সূতা নানাস্থানে প্রেরিত এবং হাটে, বাজারে, এবং কলিকাতাদি নগরে বিক্রয় হয়। এই সূতার স্বাভা-[illegible] [illegible] মেদনীপুর এবং [illegible] [illegible], কেঁওড়া প্রভৃতি গ্রামে এবং জেলা বাকু[illegible] রাজগ্রাম, সোণামুখী, বিষ্ণুপুর জয়পুর বৰ্দ্ধমানের অধীন মানকর রাণীগঞ্জ [illegible] প্রধান প্রধান স্থানে ঐ তসর গুটীর বহুল [illegible] আমদানী ও রপ্তানি এবং সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এখান অপেক্ষা ঐ সকল স্থানে মহাজনের সংখ্যা অধিক। গুটীগুলি সিদ্ধ না করিলে সূতা প্রস্তুত হয় না [illegible] এই জন্য গুটীগুলিকে এইরূপে সিদ্ধ করিতে হয়; [illegible]—

১৩। পাক। প্রথমতঃ একটী হাঁড়ির ভিতর সামান্য পরিমাণে খড় কুটী কিম্বা ঘাস বিছাইয়া তদুপরি ২।৩ পণ গুটী ও পরিমিত জল এবং ঐ জলের সহিত [illegible] সাজিমাটী কিম্বা অন্যপ্রকার ক্ষার মিশ্রিত করিয়া দিয়া ঐ হাঁড়ির মুখটী কোন একটী আধার দ্বারা আবরণ করিয়া একটী আধার উপর হাঁড়িটী বসাইয়া অগ্নি সংযোগে কাষ্ঠদ্বারা জাল দিতে হয়। এইরূপ ক্রমাগত জাল দিতে দিতে যখন জল মরিয়া গিয়া হাঁড়ির ভিতর সুঁ সুঁ শব্দ করিতে থাকে, তখন হাঁড়িটী চুল্লী হইতে নামাইয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাখিতে হয়। জলের সহিত সাজিমাটী এবং ক্ষার দিবার তাৎপর্য্য এই যে, পোকার জড় জড়িয়া গেলে গুটীর রং যে একটু বদরং থাকে, ক্ষার জলে সিদ্ধ হইলেই তাহার মলিনত্ব গিয়া গুটীটী চিক্কণ হয়। তৃণ বিছাইবার কারণ এই যে, গুটীগুলি চুঁয়িবার আশঙ্কা থাকে না।

১৪। সূতা প্রস্তুত হওয়া। এইরূপে গুটীগুলি সিদ্ধ হইয়া স্নিগ্ধ এবং কোমল হইলে স্ত্রীলোকেরা প্রথমতঃ নখে করিয়া গুটীর বুঁটীগুলি খোসাইয়া উপরের আঁশুয়া সকল উঠাইয়া দেয়। তদনন্তর কাটনী সমানভাবে দুইটী পা মিলিয়া বসিয়া তাহার ক্ষাই বাহির করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহার ক্ষাই অতি সূক্ষ্ম। সুতরাং এক ক্ষাইতে বস্ত্র বয়ন হইবে না; বয়ন হইলে বস্ত্র অতি সূক্ষ্ম এবং অপদার্থ হইবে, কোন কাজে লাগিবে না, এই জন্য গুটী বিশেষে ৪ টী হইতে ৬ টী পর্য্যন্ত ক্ষাই একত্র সংলগ্ন করিয়া সূত্র সঙ্কলন যন্ত্র অর্থাৎ বাঁশের একটী ছোট লাটাইক্ মধ্যে জড়াইয়া বসিবার বামভাগে (কিঞ্চিৎ অন্তর) একটী মৃত্তিকা বা ভগ্ন প্রস্তরাধারে গুটীগুলি সারি সারি বসাইয়া ক্ষাই সকল বাম জানুর উপর রাখিয়া বামহস্তের চেটো অর্থাৎ করতল দ্বারা ক্ষাই গুলি অল্পে অল্পে ঘর্ষণ ও মার্জ্জনা করিয়া পাক দিবার নিমিত্ত ঐ কর ক্রমাগত চালন করে এবং দক্ষিণ হস্তের করপল্লবে লাটাইয়ের বুন্ত ধরিয়া এবং লাটাইটীর অগ্রভাগ ঐ বামপদের উপর ঠেশন দিয়া তাহারই অবলম্বনে লাটাইটী ঘুরাইবার নিমিত্ত অল্পে অল্পে নাচাইয়া ঐ ক্ষাই গুলিকে ঈষৎ ঈষৎ টান দিলেই ঐ কৌশলদ্বারা সূতাগুলি ফুর ফুর করিয়া বাহির হয়। এবং বাহির হইলেই সঙ্গে সঙ্গেই তাহা লাটাইয়ে জড়াইতে থাকে। এই প্রকারে ক্ষাইগুলি ক্রমশঃ বাহির হইয়া যখন নিঃশেষ হয়, তখন গুটীর গর্ভ হইতে "অনড়া আঁটির ন্যায়" সিক্তপক্ক একটী মাংস খণ্ড বাহির হইয়া পড়ে। ঐ মাংসখণ্ড, মৃতগুটী কীটের কলেবর। উহা এক প্রকার মাংসপেশীর ন্যায় বলিয়া অন্ত্যজ জাতীয়েরা তাহা কাটনিদিগের নিকট প্রতি কপর্দ্দকে এক একটী ক্রয় করিয়া ভক্ষণের নিমিত্ত লইয়া যায়। এক একটী গুটীর ক্ষাই শেষ হইলেই কাটনী আবার তৎপরিবর্ত্তে ঐভাবে নূতন গুটী আধারে স্থাপন করিয়া কাটনা কাটিয়া শেষ করে।

১৫। অন্যান্য বিষয়। উত্তম ১২ টী গুটী কাটিলে সূতার পরিমাণ (১) তোলা মধ্যম ১৬ টীতে (১) তোলা, নিকৃষ্ট ২০ টীতে (১) তোলা হয়। লাটাইয়ে পরিমিত সূতা গুটান হইলেই তাহা নামাইয়া মোড়ক দিয়া এক একটী ফেটী করে এবং ফেটীগুলি জলে

ও সত্য নয়। সে দিকের দ্বার ত এইরূপে রুদ্ধ হইয়াছে। এখানে তাঁহারা ঐ পদগুলি এদেশীয়দিগের অনুগ্রহলভ্য করিয়া দুই একটী করিয়া অতি কষ্টে দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে একটী প্রতিজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে, তাহা এই-

"ইংলণ্ডেশ্বরীর চিহ্নিত যে সিবিল সর্ব্বাণ্ট পদ সচরাচর যে সকল লোক পাইয়া থাকেন, সেই পদে ভারতবর্ষীয়দিগকে নিয়োজিত করিবার ইংলণ্ডেশ্বরীর সেই সেক্রেটারির অনুমোদনক্রমে যে নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তদনুসারে ভারতের যে সকল ব্যক্তি সিবিলিয়ান পদে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা যদি সময়ে সময়ে প্রাদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হন তাহা হইলে পদস্থ থাকিতে পারিবেন না। তবে গবর্ণর জেনরল যদি কাহাকে পরীক্ষা-মুক্ত করিয়া দেন সে কথা স্বতন্ত্র।

সিবিল সর্ব্বিস-প্রবিষ্ট ঐ সকল ব্যক্তির কিরূপ পরীক্ষা গৃহীত হইবে ও কতদিনেই বা সে পরীক্ষা লওয়া হইবে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সকলকে ঐ বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা যেরূপ উত্তর দিয়াছেন তদ্বিষয় বিবেচনা করিয়া গবর্ণর জেনরল এই নির্দ্ধারণ করিতেছেন ভারতের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবিষ্ট ব্যক্তিরা যদি দুই বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের নিয়ম্যানুসারীর সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরীক্ষা দিতে পারেন তবেই পদস্থ থাকিতে পারিবেন। তবে উচ্চ-শ্রেণীর পরীক্ষার বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কোন নিয়ম করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন না। [illegible] বলিয়া রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্ব্বিস প্রবিষ্ট ব্যক্তিরা যদি উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিবেন [illegible] তাঁহাদের পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি হইবে না। [illegible] জানা কর্ত্তব্য [illegible] সিবিল [illegible] প্রবিষ্ট ব্যক্তিরা যদি নির্দ্দিষ্ট সময়-মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারেন তাঁহারা কর্ত্তব্যসম্পাদনের অযোগ্য বলিয়া কর্ম্ম হইতে অপসারিত হইবেন। সেই অপসারিত করিবার ক্ষমতা গবর্ণর জেনেরল নিজ হস্তে রাখিয়াছেন।"

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিবেন তাহাই আমাদিগকে শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে। অতএব আমরা এ ব্যবস্থায় অনাহ্লাদিত নহি কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি উদারভাবে ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতেও প্রতিযোগী পরীক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া দেন এবং ঐ পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে ইউরোপীয়দিগের তুল্যভাবে পদ প্রদান করেন তাহা হইলেই তাহা আমাদের অধিকতর সন্তোষের কারণ হয়। তবে গবর্ণমেণ্ট এই কথা বলিবেন সিবিল সর্ব্বিস পদ ভারতে প্রতিযোগী-পরীক্ষা-লভ্য করিয়া দিলে বিস্তর ভারতবাসী পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন। সিবিল সর্ব্বাণ্ট পদ এত নয় যে তাঁহাদিগকে বাঞ্ছানুরূপ প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করা যায়। তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিতে গেলে ইউরোপীয়েরা আবার অসন্তুষ্ট হন। গবর্ণমেণ্ট এখন কোন্ দিক রক্ষা করেন। এতদুত্তরে আমরা বলি গবর্ণমেণ্ট পদ গুলি দুই ভাগ করুন। এক ভাগ ইউরোপীয়েরা ও একভাগ এদেশীয়েরা পাইবেন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়েরই ভারতের সিবিল সর্ব্বিস পদে তুল্যরূপ দাওয়া আছে। ইংলণ্ডের দাওয়া স্বত্বাধীন, আর ভারতবর্ষীয়দিগের দাওয়া ভারতবর্ষবাসজাত স্বত্বাধীন। কতকগুলি লোকের এই সংস্কার ও সিদ্ধান্ত আছে ইংলণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন অতএব ভারতবর্ষের যাবতীয় স্বত্ব তাঁহাদিগেরই প্রাপ্য। কিন্তু আমরা ভারতবাসী আমাদের শাস্ত্রকারেরা যেরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন তদনুসারে এ সংস্কার ও সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত বলিয়া আমাদের স্থির আছে। একজন গ্রন্থকার বলেন জিগীষু রাজার অধীন যে স্বত্ব হয় সে স্বত্ব নূতন প্রকারের নয় পূর্ব্ব রাজার যে স্বত্ব ছিল জিগীষু রাজা সেই স্বত্বেরই অধিকারী। ইংরাজেরা মুসলমানদিগের হস্ত হইতে রাজ্য জয় করিয়া লইয়াছেন। মুসলমানেরা উচ্চ পদ দান কালে হিন্দু ও মুসলমান বলিয়া প্রভেদ করিতেন না। [illegible] পদ দান করিতেন। ইংরাজ [illegible] [illegible] আচরণ করা উচিত। অতএব আমরা [illegible] প্রার্থনা করিতেছি না [illegible] ভারতবর্ষীয় উচ্চপদস্থ [illegible] ইউরোপীয়েরা [illegible] দের নিকটে বিচারার্থ [illegible] হইবেন না। [illegible] অভিমানমূলক সংস্কার আছে এবং [illegible] প্রশ্রয় দিতেছেন তাহাতে [illegible] প্রকার সংস্কার [illegible] কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি প্রশ্রয় না দেন, ঐ ভ্রান্তিমূলক সংস্কারের লোপ হইয়া যায় সন্দেহ নাই। যিনি ধর্ম্মাধিকরণ বিচারাসন অলঙ্কৃত করিবেন, তিনি ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত ও সম্মানিত হইবেন। গৌরব কৃষ্ণবর্ণ নিবন্ধন সেই সম্মানের ন্যূনাতিরেক হইবার কারণ নাই। যিনি অপক্ষপাতে ধীরভাবে সুন্দররূপে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন তিনি যথাবিধি সম্মানিত হইবেন। এদেশীয়েরা যদি জজ ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি হন তাঁহারা যে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা নিকৃষ্টভাবে কার্য্য করিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে বরং বিষয় বিশেষে তাঁহারা ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা প্রাধান্য প্রদর্শনে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। এদেশীয়েরা যে সকল বিচারাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন তাহাতে তাঁহারা আইনের রেখামাত্র অতিক্রম করিতে দেখা যায় না বরং ইংরাজেরা স্বজাতীয় গর্ব্ব আছে বলিয়া অনেকে আইনকে পদ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমরা দেখিতেছি আমাদের বর্ত্তমান রাজপুরুষেরা এক অলীক আশঙ্কার পরবশ হইয়া ভীত ভীত হইয়া কার্য্য করিতেছেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের পদে পদে অনৌদার্য্য প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু পূর্ব্বগত গবর্ণর জেনেরল লার্ড বেণ্টিঙ্ক প্রভৃতি এরূপ ভীত ভীত হইয়া কার্য্য করেন নাই, তাহাতে তাঁহারা ঔদার্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান রাজপুরুষেরা যদি উদারনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন তাঁহারাও অল্পদিনের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন পথ সহজ ও পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে এবং ইউরোপীয়েরা এদেশীয় উচ্চ কর্ম্মচারীর নিকটে মস্তক নত করিতে শিখিয়াছেন। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্ট যত ইউরোপীয়দিগের বৃথা অভিমানের প্রশ্রয় দিবেন ততই তাঁহাদিগের উদার পথের পথিক হইবার বিষম বিঘ্ন ঘটিবে।

গবর্ণমেণ্টের একটী দল গঠন হওয়া উচিত।

বোম্বাইয়ের অন্তঃপাতী কোলাপুরে কতকগুলি মূর্খ একত্র হইয়া ইংরাজ রাজশক্তির উন্মূলনার্থ চক্রান্ত করে, সমাচারপত্রে এরূপ প্রকাশ হইয়াছে। সে সকল যেমন আদালতে চক্রান্তকারীদিগের বিচার হইতেছে। বিচার শেষ না হইলে উহার অগ্রনির্ণীত [illegible] পরিস্ফুট হইতেছে না। মূর্খের অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব উহাদিগের বাতুলের চেষ্টা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতেছে না। [illegible] ক মূর্খ [illegible] একজোট করিয়া কতকগুলা মূর্খ লোককে লইয়া বিটিশ রাজশক্তির বিলোপের চেষ্টা পাইয়াছিল। কতকগুলি মহারাষ্ট্র মূর্খ [illegible] একবার ঐরূপ চেষ্টা পায়। তাহারা পাহাড়ে একটী আড্ডা করিয়া নানা স্থান হইতে [illegible] সৈন্য সংগ্রহ করে। মূর্খ সিপাহিরাও একবার বিটিশ রাজত্ব বিলুপ্ত করিয়া স্বতন্ত্র রাজ্য [illegible] প্রয়াস পায়। মূর্খ তাই এই সকল অনর্থের কার

আমাদিগের রাজপুরুষগণের প্রশংসাস্থিত সুতরাং পূর্বে স্মরণ করিয়া এবং সে বাক্যের উপস্থিত বাক্য সম্বন্ধ করিয়া শ্রেণী [illegible] করা কর্তব্য, সে সমষ্টী এই—

[illegible] না হউন অনেকে মনে [illegible] দিগকে সুশিক্ষিত করিলে, তাহা- [illegible] হইবে, তাহারা সকল জানিতে [illegible] তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে, অতএব [illegible] ব্রিটিশ প্রভুত্ব নাশ করিবার চেষ্টা পাইবে।

[illegible] অসার কথা। ইংরাজ-রাজপুরুষেরা [illegible] ভারতবাসীদিগকে সুশিক্ষিত করিয়াছেন [illegible] এরূপ শক্তি ও চেষ্টা এখন [illegible] নাই, [illegible] দিনপাত করিতেন এবং অন্য অনেকে [illegible] দিগকে সঙ্গে করিয়া রাজবিপ্লবে প্রবৃত্ত হই- [illegible] পরে এরূপ ঘটনার কথা এপর্যন্ত আমা- [illegible] শ্রুতিগোচর হয় নাই। রাজপুরুষেরা নিশ্চয় জানিবেন, ইহারা যত ভারতবাসীদিগকে লেখা পড়া শিখাইতেছেন, ততই বিদ্রোহের পথ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। ইহাদিগের পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবার অভ্যাস হইতেছে। কিসে কি হয় ইহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। মনে করিলেই যে সমস্ত শক্তি ও অর্থ ও সৈন্য-বলসম্পন্ন একজন ইংরাজদিগকে এদেশ হইতে দূর করিতে পারা যায় না, ইহারা তাহা বুঝিতে পারেন, ইহারা ইহাও বুঝিতে পারেন, [illegible] বুদ্ধির সম্বন্ধে অনেকে কহিয়াছেন, যদি তোমাদিগের শত্রু জয় করিবার ইচ্ছা হয় তোমাদিগকে শত্রুর অপেক্ষা অধিক বল সম্পন্ন হইতে হইবে। এখন "[illegible] বীর্য্যায়ত্ত [illegible]।" এখন লোকদিগের বিপক্ষ, যাহা অস্ত্র ও সৈন্য দ্বারা শ্রেষ্ঠ। [illegible] তিনি বলিয়াছি- লেন "প্রকৃত ক্ষমতা সম্পদশালী" যে পক্ষে উৎকৃষ্ট [illegible] সেই পক্ষেরই অধীন হন, বদ্ধমূল প্রভু শক্তির সহজে উন্মূলন করা যায় না শিক্ষিতেরা ইহাও বিলক্ষণ জানেন। চতুর রাজনীতিজ্ঞ মহাপাত্র [illegible] নাদ মহাবীর সহায় থাকিতেও [illegible] সুদৃঢ়কে রাজপদস্থ বদ্ধমূল উৎপাটনের বিনাশার্থে অনেক তপোবল ও দৈববল সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল। অতএব ব্রিটিশ রাজশক্তির উন্মূলনার্থ [illegible] আয়োজনের প্রয়োজন। পক্ষান্তরে মূর্খ- দিগের [illegible] জ্ঞান নাই। তাহাদিগের মনে যেমন [illegible] অমনি তাহারা ব্রিটিশ সিংহের বিপক্ষে [illegible] হইল। সিংহের যে খর নখর ও তীক্ষ্ণ দন্ত্র আছে [illegible] তাহার আঘাত সহ্য করিতে পারিবে না [illegible] সে বোধ নাই।

বিশেষতঃ উপযুক্ত শিক্ষিতদিগের দ্বারা উপ- কারের প্রতি স্বভাবতঃ [illegible] হইয়া থাকে। সেই কৃতজ্ঞতা উপকৃতের হস্তকে বদ্ধ করিয়া রাখে, উপ- কর্তার বিপক্ষে উত্থিত হইতে দেয় না। আমাদের নীতিশাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন।

"বরং পণ্ডিত শত্রুর্ন তু মূর্খেণ মিত্রতা" পণ্ডিতের সহিত শত্রুতা বরং ভাল মূর্খের সহিত মিত্র তাও নয় ভাল। পণ্ডিতের সহিত শত্রুতা থাকিলেও তিনি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ অসঙ্গত অনিষ্ট করিতে পারেন না। ভারতবর্ষের সকলে যদি আজ সুশিক্ষিত হইত তাহা হইলে কোলাপুরের ঘটনা ঘটিত না। বঙ্গদেশীয় শিক্ষিতেরা ইংরাজদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের অন্যায় ও অবিচারের উল্লেখ করিয়া আয়ত্তত্ব সম্পাদনের চেষ্টা পান, তাহাতেই কতকগুলি রাজপুরুষ ইহাদিগকে বিদ্রোহী মনে করেন, এটী বড় ভ্রম। শিক্ষার মুখ্য লক্ষণ এই, শিক্ষা শিক্ষিতদিগকে সৎপথাবলম্বী করিয়া অনিষ্ট প্রতীকারে প্রবর্ত্তিত করে, কিন্তু মূর্খেরা অনিষ্ট নিবারণের যে রীতি নয়। তাহারা একেবারে মূলোৎপাটনে উদ্যত হয়। অতিশয় দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় এই, লার্ড মেওর অধিকারকালে কয়েকজন রাজপুরুষ উল্লিখিত ভ্রমে পতিত হইয়া এদেশীয়দিগের উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বিপরীত পথাবলম্বী ঐ সকল রাজ- পুরুষ স্বমত সমর্থনার্থ বলিয়া থাকেন সুশিক্ষার ফল যে বিদ্রোহ নয় ইহা প্রামাণিক নহে। তাঁহারা নানা সাহেবকে তাহার দৃষ্টান্তস্থলে প্রদর্শন করেন। নানা সাহেবের কি প্রকার বিদ্যা বুদ্ধি ছিল তাহা আমরা জানি না কিন্তু তাঁহার কার্য্য দেখিয়া বোধ হয় তিনি একজন হস্তীমূর্খ ছিলেন। তিনি যখন কান- পুরের বিদ্রোহীদলের সহিত মিলিত হন তখন বিদ্রোহীরা মনে করিল কানপুরে কতকগুলি সিপাহি থাকিলেই ইংরাজ রাজ্য জয় করা হইল। নানাসাহেব যদি পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান হইতেন তাহা হইলে তিনি কখনই বিদ্রোহীদিগের চক্রান্তে পতিত হইতেন না। যদি বা চক্রান্তে পতিত হই- য়াছিলেন কানপুরের এক স্থানে বসিয়া নিশ্চিন্ত- মনে রাজত্ব করিবার চেষ্টা না পাইয়া ইংরাজ- দিগের প্রভুশক্তির বিনাশার্থ যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতেন। ইংরাজেরা যে প্রবল বিপক্ষ যখন তাঁহার এ বোধ ছিল না, তখন তিনি কিসে পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান? আর যদি তিনি লেখা পড়া জানিতেন একপক্ষে হয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহার স্বার্থহানি হইয়াছিল, সেই ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিনি অগ্র পশ্চাৎ দেখিতে পান নাই। আর যদি দুই এক শিক্ষিতের অসদ্ব্যবহার উদাহরণ স্থলে প্রদর্শিত হয়, তাহাতে সমুদায় শিক্ষিত দূষিত হন না। মহাপ্রাজ্ঞ লর্ড বেকন প্রভৃতি বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন যে দোষ বিদ্যার নয়। এই সকল কারণেই আমরা কহিতেছি যেসকল রাজপুরুষের এসম্বন্ধে যে কিছু ভ্রম আছে তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করুন। শিক্ষিত হইতে ভারতের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। মূর্খ হইতেই অনি- ষ্টের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। রাজপুরুষেরা ভারতের অজ্ঞানান্ধকার যতই বিনাশ করিবার চেষ্টা করিবেন ততই তাঁহারা সুখী হইবেন।

অতুল মোসলি কাণ্ডে সর আস্লি ইডেনের অভিপ্রায়।

আমাদের গতবারের প্রতিজ্ঞা ছিল, মুরশিদা- বাদের মাজিষ্ট্রেট মোসলি সাহেব ও জঙ্গিপুর উপ- বিভাগের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু অতুলচন্দ্র চট্টো- পাধ্যায়ে যে বিবাদ হয়, তদ্বিষয়ে বঙ্গদেশীয় লেপ্ট- নেণ্ট গবর্ণর যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা এ সপ্তাহে পাঠকগণের গোচর করিব। অতএব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

কমিশনর মনরো সাহেব এ বিষয়ে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন এবং এতৎসংক্রান্ত কাগজ পত্র তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সে সমস্ত পাঠ করিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কমিশনরকে যে পত্র লিখেন, আমরা অভিনিবেশ সহকারে তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। পাঠ করিয়া আমাদিগের যে সংস্কার জন্মিল, তাহাতে আমরা মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলিতে পারি, ইডেন সাহেব যেমন উচ্চপদস্থ, তাহার সমদর্শী ও ন্যায়বানভাবে তাঁহার সকল বিষয় দর্শন ও তাহাতে স্বমত প্রকাশ করা উচিত, প্রস্তাবিত বিষয়ে তিনি তাহা করিয়াছেন। পত্রখানি পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয় অপক্ষপাতে সূক্ষ্মরূপে তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে। মনরো সাহেব মোসলি সাহেবের প্রতি পক্ষপাতিতা ও অতুল বাবুর প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া অতুল বাবুকে নিম্ন শ্রেণীতে অবনীত করিবার যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর স্বযুক্তি দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। মোসলি সাহেব "বজ্জাতি" শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিতেন না, তিনি অতুল বাবুকে তিরস্কার করি- বার অভিপ্রায়েই ঐ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, অপমান করিবার অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করেন নাই, এই- যে কৈফিয়ৎ দেন, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাহাতে অবিশ্বাস করেন নাই বটে, কিন্তু অধীনস্থ কর্ম্মচারির প্রতি এরূপ কটু শব্দ প্রয়োগ যে একান্ত অন্যায় হইয়াছে, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মোসলি সাহেবকে তাহার প্রায়

শ্চিত্ত স্বরূপ অতুল বাবুর নিকটে প্রকারান্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে কহিয়াছেন। অতুল বাবু আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া কুপিত হইলেও যথোচিত ধৈর্য্য-সহকারে শান্তভাবে যথারীতি তাঁহার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল, তিনি তাহা করেন নাই, অতএব তিরস্কৃত হইয়াছেন; অতুল বাবু গোরু ছাড়াইয়া লইবার মকদ্দমায় মোসলি সাহেবের উপদেশ সত্ত্বেও স্ববিবেচনা অনুসারে অপরাধীর যে লঘুদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তন্নিমিত্ত তাঁহাকে অবাধ্যতাদোষে দোষী করেন নাই। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যদি তাঁহাকে সে দোষে দোষী বোধ করিতেন, নিঃসংশয় তাঁহাকে কমিশনর মনরো সাহেবের অনুরোধ অনুসারে নিম্ন-শ্রেণীতে অবনীত করিতেন। মোসলি সাহেব অতুল বাবুকে অপরাধীর গুরুদণ্ড বিধানের যে উপদেশ দিয়াছিলেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের মতে তিনি তাহাতে অধীনস্থ কর্ম্মচারীর স্বাধীন বিচার-প্রণালীতে হস্তক্ষেপরূপ অন্যায় কার্য্যকারী বলিয়া দোষী হন নাই। মোসলি সাহেব একজন জিলার মাজিষ্ট্রেট, তিনি জিলার শান্তিরক্ষার দায়ী। শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা জন্মিলে যাহাতে শান্তি রক্ষা হয়, তিনি এমন উপদেশ দিবার অধিকারী। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এসম্বন্ধে যে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই, আইন বল, আদালত বল, সকলই শান্তিরক্ষার জন্য। শান্তি রক্ষা করিতে গিয়া যদি কিছু বেআইনী কাজ হয়, তাহাও নীতিজ্ঞদিগের অনুমোদিত। তবে অতুল বাবু অপরাধীর যে দণ্ডবিধান করেন, তাহাতে শান্তিভঙ্গের বাস্তবিক সম্ভাবনা হইয়াছিল কি না, ইহার অনুসন্ধান করা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের উচিত ছিল, তিনি তাহা করেন নাই, তন্নিমিত্ত আমরা দুঃখিত হইলাম। তাঁহার মীমাংসা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরই হইয়াছে, কেবল এই অংশে যে কিছু ত্রুটি লক্ষিত হইল এই মাত্র।

তিনি যে অতুল বাবুকে জঙ্গিপুর হইতে বদলী করিয়াছেন, সেটীও উচিত কাজ হইয়াছে। কারণ, যখন তাঁহার নিজ উপরিপদস্থ কর্ম্মচারীর সহিত সদ্ভাব নাই, তখন তাঁহার সেখানে থাকিয়া মঙ্গল নাই।

আমরা এতক্ষণ যে সকল কথা কহিলাম, তাহার উপসংহার এই—কমিশনর মনরো সাহেব বিবেচনার ত্রুটি বা ভ্রান্তিবশে অন্যায় পক্ষপাতী হইয়া যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা হইল না, তিনি অপ্রতিভ হইলেন। মোসলি সাহেব যে নিজ অধীনস্থ কর্ম্মচারির অবমাননা করেন, তাঁহার নিকটে প্রকারান্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলাতে তাঁহার অপরাধের সমুচিত দণ্ড হইল এবং অতুল বাবু সমুচিত বাক্যে প্রতিবাদ না করাতে তিনিও তিরস্কৃত হইলেন, তবে আমাদের ক্ষোভ এই, অতুল বাবু অপরাধিদিগের যে দণ্ডবিধান করেন, তাহাতে জঙ্গিপুরের শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা ছিল কি না, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহার অনুসন্ধান করেন নাই। ইহাতে এই একটী মহৎ দোষ ঘটিতেছে, ইহার পরে যিনি জঙ্গিপুরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া যাইবেন, তাঁহার বিবেচনায় লঘুদণ্ডেই যদি অপরাধিদিগের সমুচিত শাস্তি হয়, আর তিনি উপরিপদস্থের ভয়ে গুরু কারাবাস দণ্ড বিধান করেন, তাহাতে অধর্ম্ম হইবে কি না?

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কমিশনর মনরো সাহেবকে যে পত্র লিখেন তাহা এই:—

আপনি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রার্থনায় মুর্সিদাবাদের মাজিষ্ট্রেটের সহিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিবাদের যে ঘটনা বৃত্তান্ত ও পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমার হস্তগত হইল।

জঙ্গিপুর উপবিভাগে গরু ছিনাইয়া লইবার মকদ্দমা অতিশয় বৃদ্ধি হয়। বিচারপতি বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সকল মকদ্দমার আশামীদিগকে কেবল অল্প জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দেন। মকদ্দমার আধিক্য দর্শনে ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট মোসলি সাহেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ড লঘু বিবেচনা করেন এবং তাঁহার দণ্ডের লঘুতার বিষয় উল্লেখ করিয়া ঐ প্রকার মকদ্দমায় গুরুদণ্ড বিধানের আবশ্যকতা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার সবিশেষ চেষ্টা পান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সেই উপদেশবাক্য কিঞ্চিৎ কর্কশ ও গর্ব্বিত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ডেপুটী বাবু উত্তরোত্তর আশামীদিগকে পূর্ব্ববৎ দণ্ড বিধান করিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় সেই দণ্ড লঘু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে পুনরায় এইভাবে পত্র লেখেন যদি তিনি উক্ত অপরাধের প্রশ্রয়দানে অধ্যবসায়ারূঢ় হন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে উক্ত মহকুমা হইতে স্থানান্তরিত করিবার অনুরোধ করিবেন। যে সময়ে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মাজিষ্ট্রেটের এই প্রকার পত্র পান তৎকালে তিনি ঐ ধাতুর আর একটী মকদ্দমার বিচার করিতেছিলেন। এবার তিনি মকদ্দমার আশামীকে গুরুদণ্ড দেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট ঐ সম্বন্ধে তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন আপনার রায়ে ঐরূপ গুরুদণ্ডবিধানের কারণরূপে সেই পত্রের উল্লেখ করেন। তোমার মতে ঐ দণ্ড এরূপ হইয়াছিল যে ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে উহা আইনবিরুদ্ধ হইল। অতএব আপীলে ইহা টিকিবে না।

মাজিষ্ট্রেট এই বিষয়ে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে কথার অবাধ্য দেখিয়া তিনি যখন জঙ্গিপুরে যান সেই সময়ে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। অতুল বাবু আসিয়া সাক্ষাৎ করিলে মোসলি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন তোমার আচরণে বোধ হইতেছে " হয় তুমি অতি বোকা নয় তোমার কেবল বজ্জাতি।" ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তাঁহার মুখ হইতে এই প্রকার বাক্য নির্গত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথম মাজিষ্ট্রেটের নিকটে শেষে তুমি কমিশনর বলিয়া তোমার নিকটে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তুমি স্বীকার করিয়াছ মোসলি যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তিনি তাহার যে অর্থ করেন তাহার অর্থ তদপেক্ষা অধিকতর অপমানজনক। বাস্তবিক মোসলি অতুল বাবুর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিবার অভিপ্রায়ে বাঙ্গালা ভাষায় এই বজ্জাতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে অবমান করিবার জন্য বলেন নাই। এরূপ রূঢ় কথা অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে বলা অন্যায় এই জন্য তিনি বজ্জাতি শব্দ প্রয়োগ নিবন্ধন যা কিছু দোষী হইতেছেন। মাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে ও পরে অতুল বাবুর ব্যবহার সম্বন্ধে তোমারও এই ধারণা হইয়াছে। কতকগুলি মকদ্দমায় তিনি আশামীদিগের যে দণ্ড দেন তাহা লঘু এবং তিনি তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আদেশ পালন করিতে বাধ্য। মাজিষ্ট্রেট তাঁহার স্বাধীন বিচারকার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করাতে তাঁহার যে কোপ হয়, তাহাতেই তিনি মাজিষ্ট্রেটের উপদেশবাক্যকে অন্যায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তন্নিবন্ধনই তিনি একবার মোকদ্দমের যে গুরুদণ্ড করিয়াছিলেন তাহা তোমার বোধ হইতেছে তিনি বেআইনি জানিয়া করিয়াছিলেন। আর ঐ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন তাহা তোমার বিবেচনায় অবাধ্যতাসূচক বাক্যে লিখিত হইয়াছিল এবং ইহাতে উপরিস্থ কর্ম্মচারীর অভিপ্রায় ও আচরণের প্রতি যে দোষারোপ করা হইয়াছে সে দোষারোপ করিবার কোন কারণ ছিল না। অধীনস্থ কর্ম্মচারীর ঐরূপ আচরণ অতিশয় দোষাবহ। অতএব এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। এস্থলে তোমার অনুরোধ এই, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে নিম্ন-শ্রেণীতে অবনীত ও সদর ষ্টেষনে বদলী করিয়া তাঁহার দণ্ডবিধান করা হয়।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ইহা পাঠ করিয়া তোমার মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে অসমর্থ হইতেছেন। মাজিষ্ট্রেটের সহিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের যে পূর্ব্ব হইতে মনান্তর হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। অতএব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সহিত মাজিষ্ট্রে

বিশেষ সতর্কতার সহিত পত্র লেখা ও তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহা উচিত ছিল এবং তাঁহার পত্র [illegible] কড়া উক্ত না [illegible] লেখা কর্ত্তব্য ছিল। তিনি [illegible] না করিয়া যে ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন [illegible]। মাজিষ্ট্রেটের ডেপুটী [illegible] সম্মান রক্ষা উচিত [illegible] নাই। [illegible] অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [illegible] নির্দ্দিষ্ট তাঁহাকে বোকা [illegible] করিয়া শেষে মুখে বলিয়া [illegible] আচরণ দর্শনে বোধ হয়, "হয় [illegible] না হয় তোমার সকলই বজ্জাতি।" [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে মাজিষ্ট্রেটের এরূপ [illegible] উচিত হয় নাই এবং এরূপ পত্র [illegible] উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। ঐ পত্র [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার ভ্রমের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া না দিয়া প্রত্যুত তাঁহাকে অসঙ্গতরূপে উত্তেজিত ও অবাধ্য করিয়া তুলিয়াছিল। যে শব্দ প্রয়োগ করা হয় আভিধানিকেরা তাহার কিরূপ অর্থ করেন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহার বিচার করা আবশ্যক বোধ করিতেছেন না। মোসলি চলিত কথোপকথন ভাষায় উক্ত শব্দ যেরূপে প্রয়োগ করিয়াছেন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তাহার যেরূপ অর্থ করিয়াছেন বাস্তবিক উহার তত কুৎসিত অর্থ নহে এবং মাজিষ্ট্রেটেরও কুৎসিত অর্থে ঐ শব্দ প্রয়োগ করা অভিপ্রেত নহে। যাহা হউক জেলার মাজিষ্ট্রেটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে এরূপ কটু বলা অতি অন্যায় ও অসঙ্গত হইয়াছে। অতএব লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের মতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রতিবাদ করিয়া অন্যায় করেন নাই। মোসলি এই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা সরকারীভাবে হয় নাই, তিনি বলেন যে তিনি তাহার স্বভাবভাব কথা বলিবার জন্য উক্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ঐ সাক্ষাৎকারকে গোপনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না। জিলার মাজিষ্ট্রেটের সহিত তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎ ও যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা কেবল সরকারী কার্য্য সংক্রান্ত। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ, অতএব যাহা কিছু বলিবার মোসলির ইংরাজীতেই বলা উচিত ছিল। তবে যদি তিনি বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা হইলে তাঁহার [illegible] সমস্ত প্রকাশ করা উচিত ছিল যাহাতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আপনাকে অবমানিত ও নিন্দিত বিবেচনা করিতে না পারেন। মোসলির এক্ষণে কর্ত্তব্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে এই বলিয়া পত্র লেখা যে তিনি তাঁহাকে অবমান করিবার জন্য উক্ত কথা বলেন নাই।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, মাজিষ্ট্রেট যদি ভদ্ররীতিতে পত্র লিখিতেন তাহা হইলে বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তাঁহার স্বাধীন বিচার কার্য্যের উপরে হস্তক্ষেপ করা হইল এরূপ বিবেচনা করিবার কোন অধিকার থাকিত না। জিলার মাজিষ্ট্রেটই জিলার শৃঙ্খলা ও শান্তি [illegible] গবর্ণমেণ্টের নিকটে দায়ী। অতএব যে জিলার মাজিষ্ট্রেট তাঁহার অধীনস্থ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের দোষ প্রভৃতির সংবাদ না রাখেন ও তাহার সংশোধনে যত্নবান না হন তিনি গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত অসন্তোষভাজন হন। মোসলি যদি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে লোক তাড়াইবার মকদ্দমায় অপাত্র দয়াপরবশ ও কঠিন দণ্ড বিধানে অদূরদর্শিতা বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত দণ্ডে যদি উত্তরোত্তর উক্ত দোষের প্রশ্রয় হয় এমন বোধ হইয়াছিল তাহা হইলে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া যেরূপ দণ্ডবিধান করা উচিত তদ্রূপে তাঁহার পরামর্শ দেওয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। এরূপ হইলে কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটই তাঁহার স্বাধীন বিচারকার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করা হইল, মনে করিতে পারেন না। উপস্থিত বিষয়ে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের অবমান করা হইয়াছে এই বোধ হওয়াতে তাঁহার মনে যেরূপ ভাবোদয় হইয়াছিল লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন কিন্তু তা বলিয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বিনীত বাক্যে আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া উদ্ধত [illegible] বাক্যে যে পত্র লিখিয়াছেন এবং আপনার উপরিস্থ কর্ম্মচারীর চরিত্র ও আচরণ বিষয়ে যে অমূলক দোষারোপ করিয়াছেন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারেন না। এরূপ আচরণ নিতান্ত ভর্ৎসনার যোগ্য; অতএব তোমাকে অনুরোধ করা যাইতেছে [illegible] এই বিষয়টী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের গোচর করিবে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যদি এরূপ বুঝিতে পারিতেন যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ইচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছেন [illegible] যাহা তিনি আইন বিরুদ্ধ জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যদি তাহার কারণ স্বরূপ এই কথা বলিতেন যে মাজিষ্ট্রেটের পীড়াপীড়িতেই তিনি ঐরূপ করিয়াছেন তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র অধিকতর নিন্দনীয় হইত। কিন্তু লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের এই বিবেচনা হইয়াছে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট যে আইনবিরুদ্ধ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন তাহা তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক করেন নাই। কিন্তু কিছুকাল ধরিয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটে যে মনোবাদ চলিয়াছে এবং যাহা তোমার রিপোর্টে প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে ইহাই পরামর্শসিদ্ধ বোধ হইতেছে, বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অন্য জিলায় বদলী করা কর্ত্তব্য। অধিক দিন হয় নাই, তাঁহার চরিত্রের বিষয় হাইকোর্ট লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের জ্ঞাত করিয়াছেন, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর এই বিশ্বাস করেন, ভবিষ্যতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আপনার প্রতিপত্তি রক্ষার চেষ্টা করিবেন।

উপসংহারে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন যে মোসলি সাহেবকে সাবধান করা হয় তিনি ভবিষ্যতে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের প্রতি ভদ্র বিবেচক এবং স্থিরভাবে কার্য্য করেন এবং তিনি যখন তাঁহাদিগকে কোন পত্রাদি লিখিবেন তখন তাঁহার লেখার বিষয়ে যেন সতর্ক হন।

হিন্দুসমাজের এখন কি প্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য।

আমরা ইতিপূর্ব্বে হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা বলিয়া যে প্রস্তাবটী লিখিয়াছিলাম, একজন পত্রপ্রেরক তাহার প্রতিবাদ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। পাঠক স্থানান্তরে তাহা দর্শন করিবেন। তাঁহার পত্রের দুটী স্থূল কথা এই:—

প্রথম, যে সকল ব্যক্তি ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজী সবল শিখিয়াছেন, ইংরাজী রীতিনীতি ভাল বাসে, হিন্দু আচার ব্যবহার ঘৃণা করেন, তাহাদিগকে হিন্দুসমাজে লইয়া হিন্দুসমাজকে কি ইংরাজ সমাজ করিয়া তুলা হইবে? দ্বিতীয়, তাদৃশ ব্যক্তিরা আমাদের সমাজে মিশিতে চান কি?

পত্রপ্রেরকের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই, যাঁহারা হিন্দুসন্তান হইয়া সাহেব হইয়া গিয়াছেন, হিন্দুসমাজের সহিত মিশিতে চান না, তাঁহাদের ত কথাই নাই তাঁহাদিগকে হিন্দুসমাজমধ্যে গ্রহণ করিবার অনুরোধ করিয়া আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে লিখি নাই। আমাদের বাক্যের তাৎপর্য্য এই, দেশ কাল পাত্র ভেদে ব্যবস্থা। এখন যে প্রকার কাল পড়িয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় আঁটাআটী করিলে সমাজ রক্ষা হইবে না, কিছু আলগা দিতে হইবে। কালমহিমা রক্ষার্থ শৈথিল্য ভাব অবলম্বন না করিলে সমাজের উন্নতি হইবে না, সমাজের শ্রী হ্রাস হইয়া যাইবে। কথায় বলে "সকল কাল সমান যায় না।" পূর্ব্বে যে সকল আচার ব্যবহার শোভমান ও উপকারী হইয়াছিল, এখন তাহার অধিকাংশের আর শোভা ও উপকারিতা নাই, এখন প্রাচীন কালের অধিকাংশ আচার ব্যবহার অপকারী হইয়া উঠিয়াছে। এখন যদি কালের পরিবর্ত্তনশীলতার বিবেচনা হইয়া সেই প্রাচীন আচার

ব্যবহারাদি পূর্ব্ববৎ অবিকৃত ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা পাওয়া যায়, তাহাতে কেবল অনিষ্টই ঘটিবে, দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্ব্বকার ঋষিগণ বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা প্রশস্ত বিবেচনা করিয়া যত্যাচারের বিধান করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বকার বিধবারা কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন, তাঁহারা প্রাণান্তিক কষ্ট স্বীকার করিয়া শাস্ত্রের উপদিষ্ট আচারপরায়ণ হইয়াছিলেন, কোন অনিষ্ট হয় নাই, তাঁহাদের বিবাহদিবার চেষ্টারও প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু এখনকার বিধবারা কালবশে বিলাসিনী হইয়াছেন, তাঁহাদের আর কষ্টসহিষ্ণুতা নাই, সুতরাং এখন তাঁহাদের বিবাহের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। বিবাহ না দেওয়াতে অনেক কুল কলঙ্কিত ও ভ্রূণহত্যা মহাপাপে দেশ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছে, এখন বিধবা বিবাহ হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রচলিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এখন যদি কেহ বিধবা বিবাহ করেন, অপরে তাঁহাকে উৎসাহ দেন, তাঁহাদিগকে লইয়া পীড়াপীড়ি করা আর শোভা পায় না। তাহাতে সমাজের অনিষ্ট বিনা ইষ্ট নাই। এই নিমিত্ত আমরা কহিয়াছিলাম, কাল স্রোতে গা ঢালিয়া চলিতে হইবে। যদি কেহ অষ্টমবর্ষে কন্যার বিবাহ না দিয়া ষোড়শ বর্ষে দেন, তাঁহাকেও সামাজিকদিগের পরিত্যাগ করা বিধেয় হয় না।

ঐ সকল ব্যক্তিকে সমাজমধ্যে গ্রহণ করিলে সমাজ দূষিত হয় না এবং আর্য্যসমাজের আর্য্যসমাজত্ব ব্যাঘাত জন্মে না। পূর্ব্বকার ঋষি ও পণ্ডিতগণই সময়ে সময়ে ঐ প্রকার পরিবর্ত্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে সমাজের আর্য্যসমাজ বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভের কোন বিঘ্ন হয় নাই। আমরা আর একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিতেছি। সুরাপান হিন্দুশাস্ত্রে একান্ত নিষিদ্ধ। সুরাপান করিলে ব্রাহ্মণ্য হানি হয়। সুরাপায়ীর আর্য্যত্ব ব্যাঘাত হয় সন্দেহ নাই। সুরাপায়ীকে লইয়া আর্য্যসমাজকে আর্য্যসমাজ বলা সঙ্গত হয় না। সেই সুরাপান এখন হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রায় প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে হিন্দুসমাজের হিন্দুসমাজত্ব ব্যাঘাত জন্মিতেছে না। অনেক হিন্দুকে সুরাপায়ী কুলীনের পাত্রোচ্ছিষ্ট গ্রহণার্থ লালায়িত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সুরাপান যে কেমন শাস্ত্র নিষিদ্ধ নিম্নলিখিত বচনটী দ্বারা তাহা সুন্দররূপ প্রতিপন্ন হইবে।

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং
স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহু
স্তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ।"

ব্রহ্মহত্যা সুরাপান স্বর্ণ চৌর্য্য ও গুরুদারগমন এগুলি মহাপাতক। যে ব্যক্তি তাহাদের সংসর্গ করে সেও মহাপাতকী হয়।

মহাপাতক গণনায় সুরাপায়ী দ্বিতীয় স্থান ও তৎসংসর্গী পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে। মহাপাতকীর সংসর্গ করিতে নাই। কিন্তু সেই মহাপাতকী আর্য্যসমাজ মধ্যে অনেক স্থলে প্রধানরূপে পরিগণিত আদৃত পূজিত হইতেছে। তাহাতে কি আর্য্যসমাজের কোন অঙ্গ বৈলক্ষণ্য হইয়াছে? সুরাপায়ীরা কি হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতেছে না? না, যে সমাজে সুরাপায়ী আছে, সে সমাজের হিন্দু সমাজ বলিয়া গণনার কোন ব্যাঘাত জন্মিয়াছে? সুরাপান হইতে জাতিনাশরূপ একমাত্র অনিষ্ট নয়, উহা হইতে বল বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান ও শরীর সমস্তই বিনষ্ট হয়। যাহারা সুরাপায়ী হইয়া সমাজকে অধঃপাতে দিতেছে, তাহাদের হইতে আর্য্যসমাজের আর্য্যসমাজত্ব ব্যাঘাত হইতেছে না; আর বিধবা বিবাহ করিয়া যাহারা সমাজের উন্নতি সাধন চেষ্টা পাইবে, তাহাদিগকে সমাজমধ্যে লইলে আর্য্যসমাজের আর্য্যত্ব ব্যাঘাত জন্মিবে, এটী বড় বিচিত্র কথা। আমরা পুনরায় কহিতেছি, প্রাচীন আচার্য্যেরা সময়ে সময়ে যে আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে আর্য্যসমাজের আর্য্যত্ব ব্যাঘাত হয় নাই, আমরা তাহা "সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ" ইত্যাদি আদিত্যপুরাণাদি বচনাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি।

এখন বোধ হয় পত্রপ্রেরক বুঝিতে পারিলেন, আমরা কালকৃত পরিবর্ত্তন স্রোতে গা ঢালিয়া সমাজমধ্যে [illegible] অবলম্বনের যে উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহার এই তাৎপর্য্য, নতুবা যে সকল হিন্দু সন্তান [illegible] নিষিদ্ধ কোর্ট পেণ্টুলন পরিয়া সাহেব [illegible] করিয়া ফিরিঙ্গি সাজিয়াছেন, তাহাদিগকে হিন্দু সমাজ মধ্যে লইবার কথা আমরা বলি নাই। [illegible] যদি কোন ব্যক্তি দেশের প্রতিনিধি হইয়া ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সভায় দেশের দুঃখ [illegible] যান, আর তিনি বিলাত হইতে আসিয়া হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতে চান, তাঁহাকে [illegible] লওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা যে দলাদলিকে ঢলাঢলি কহিয়াছিলাম, সে ঐ প্রকার দলাদলি। তবে পত্রপ্রেরক যদি দলাদলি করিতে চান, সুরাপায়ী প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি হইতে সমাজের অধোগতি হইতেছে, তাহাদিগকে লইয়াই দলাদলি করুন। যাহাতে সমাজমধ্যে ধর্ম্মনীতির উন্নতি হয়, তাদৃশ দলাদলিতে ধর্ম্ম ও যশ উভয়ই আছে। পক্ষান্তরে, যাঁহারা দেশহিতৈষী, তাঁহাদিগের আচারগত কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিয়া তাহা লইয়া যদি দলাদলি করা হয়, তাহা কেবল ঢলাঢলি হইবে সন্দেহ নাই।

নূতন পুস্তক।

আমার চিন্তা। ডাঙ্গাসোড়া নিবাসী বাবু অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা মণ্ডল ষ্ট্রীট ডাইরেক্টরী যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকার সমাজে নূতন পরিচিত নহেন। ইঁহার আরো আট নয় খানি পুস্তক পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং গ্রন্থকার যে লেখা পড়ায় পটু এ কথা বলাই বাহুল্য। অম্বিক বাবু আমার চিন্তায় যে সকল প্রস্তাব সন্নিবেশিত করিয়াছেন সে গুলি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি, তিনি চিন্তা তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে যে সকল সার কথা বলিয়াছেন ও তাঁহার বিশুদ্ধ চিন্তায় যে সমাজের মঙ্গল আছে একথা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি, তিনি এইরূপ চিন্তায় অহরহ নিযুক্ত থাকেন ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা, পুস্তকের রচনাও যেমন সুললিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজ্ঞতারও তেমনি যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার যদি উপন্যাসী ধরণ আর কিছু বর্জ্জন করিতে পারিতেন তাহা হইলে এখানি সুকুমারমতি বালকগণের পাঠের উপযোগী হইত এবং তাহা হইলে আমার চিন্তার দ্বারা সমাজের [illegible] মঙ্গল হইত সন্দেহ নাই যাহা হউক এখনকার নাটককার যুবকেরা এক একবার আমার চিন্তা পাঠ করিয়া যাহাতে তাঁহাদিগের কলুষিত চিন্তাকে দূর করিয়া সুচিন্তাকে মনে স্থান দেন এই আমাদিগের অনুরোধ। ইহাতে ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয় সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ কয়েকটী লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী হইয়াছি, সাধারণতঃ এখানি আবাল বৃদ্ধ বনিতার পাঠোপযোগী হইয়াছে।

পাত্রী পরীক্ষা। শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং নন্দলাল অনুবাদিত ও বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। নামেই বিষয়াংশের পরিচয় হইতেছে। পূর্ব্বকালে পাত্রী পরীক্ষা এদেশের একটী প্রসিদ্ধ রীতি ছিল। আজিও যে নাই এমন নহে ক্রমে ক্রমে লোকে উহাতে মনোযোগী হইতেছেন। গৃহিণী লক্ষ্মীস্বরূপ। সংসারের অনেক মঙ্গলামঙ্গল তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করে, সুতরাং পূর্ব্বকালের লোকে ইহার উপকারিতা সম্যক বুঝিয়া পুত্রের বিবাহ দিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে পাত্রী পরীক্ষা

করিতেছেন। দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে এখনকার যুবকদিগের নিকট মহাত্মা ঋষিদিগের ও ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের বাক্য আর আদৃত হইতেছে না। যুবকগণ ক্রমে ইংরাজদিগের ন্যায় কোর্টসিপ প্রিয় হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা আর পিতা মাতার পাত্রী পরীক্ষায় সন্তুষ্ট নহেন। দুই পংক্তি লিখিতে ও পড়িতে পারে একরূপ কন্যা দেখিলেই তৎপ্রতি অনুরক্ত হন ও তাঁহাদিগের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে স্ত্রীলোকের যে সব শুভ লক্ষণ থাকা উচিত যে স্ত্রীলোকের তাহা নাই তাহাকে বিবাহ করিলে দম্পতী কখনই চিরকাল সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন না, বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয় পাত্রী পরীক্ষা নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধে অনেক প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহার বাঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, অনুবাদ সরল ও উত্তম হইয়াছে এবং তাঁহার অনুসন্ধিৎসাগুণের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রথম খণ্ড। ব্যবহারিক ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুপালন। কতিপয় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্যে বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রণীত। ময়মনসিংহ ভারতমিহীর যন্ত্রে মুদ্রিত। শরীরতত্ত্ব আমরা অবগত নহি সুতরাং আমরা ইহার গুণ দোষ বিচারে যে সম্যক পারদর্শী নহি এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে মোটামুটি আমরা এই কথা বলিতে পারি যে ইহার ভাষা সরল হইয়াছে এবং ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুপালন সম্বন্ধে যে গুলি লিখিত হইয়াছে তাহার সকল গুলিই যুক্তিযুক্ত। এরূপ পুস্তক সমাজের বিশেষ উপকারী এবং সকল গৃহস্থেরই যে ইহা বিশেষ করিয়া জানা উচিত বোধ হয় তাহা এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করিবেন। স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা অনেকে এখন বুঝিয়াছেন বলিয়া আজকাল অনেক স্ত্রীলোক উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, অন্ততঃ তাঁহাদিগের ও পল্লীগ্রামের ধাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা কিছু লেখাপড়া জানেন যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগের এ গ্রন্থখানি পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য, অধিকন্তু ইহা পাঠে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৫ ই জানুয়ারি। সালফোর্ডের অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, লোকে বলে এটী ফেনিয়নদিগের কার্য্য।

ল্যাঙ্কসায়ারের কয়লার খনির কার্য্যকারকেরা যে গোলযোগ উপস্থিত করে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি হইতেছে। ভারি দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

কেপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে উপনিবেশের লোকেরা ম্যানিক ও লোরাইবে নামক যে স্থান সুরক্ষিত করিয়া অধিকার করিয়া আছে, বাসুতোরা তাহা আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু পরাভূত হইয়া দূরীকৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই জানুয়ারি। সালফোর্ডের অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিবার যে চেষ্টা হয় যাহা ফেনিয়মদিগের কার্য্য বলিয়া লোকে অনুমান করে তাহার প্রকৃত কারণ অদ্যাবধি জানা যায় নাই।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৬ ই জানুয়ারি। পোর্টি নামক স্থানে দুই জন ইউরোপীয় রাজদূতকে জানান হইয়াছে যে এ মাসের শেষে গ্রীস তুরস্কের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। রাজগণ গ্রীক সীমা সংক্রান্ত প্রশ্নের সহজে মীমাংসা করিবার চেষ্টা দ্বিগুণতররূপে আরম্ভ করিয়াছেন। সুলতান পুনরায় আপনার নানা স্থানস্থ প্রতিনিধিগণের নিকটে এই ভাবে পত্র লিখিয়াছেন যে গ্রীকেরা ক্রমিক যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে এবং রাজগণের দূতেরা সহজে গ্রীক সীমাসংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৭ ই জানুয়ারি। সেনাপতি স্কবেলফের নিকট হইতে এই পত্র আসিয়াছে, গিয়োকটেপির সম্মুখে যে শিবির সন্নিবেশ ও উহার অবরোধার্থ যে সকল কার্য্য করা হইয়াছে টেকি তুর্কোমানেরা প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া তিন বার তাহা আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু তিনবারই ঘোরতর যুদ্ধের পর দূরীকৃত হইয়াছে। রুশিয়সেনাগণ ১০ ই গিয়োকটেপি দুর্গের সম্মুখ ভাগ আক্রমণ করিয়াছিল। উহাতে উভয় পক্ষের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই জানুয়ারি। ইংলণ্ডে শীতের আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

গ্লাডষ্টোন সাহেব আত্যন্তিক শরদি হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন, তিনি সুস্থ হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই জানুয়ারি। কমন্স হাউসে গত রাত্রিতে ইংলণ্ডেশ্বরী বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে অভিনন্দন সম্বন্ধে বিবাদের পুনরুত্থাপন হইয়াছিল। লংফোর্ডের মেম্বর হোমরুলার জষ্টিন ম্যাককার্থে বলেন যে পর্য্যন্ত ভূমি সম্বন্ধে আইনের পাণ্ডুলেখ্য বিধিবদ্ধ না হয় সে পর্য্যন্ত প্রজার কোন ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত সৈনিক সাহায্য গ্রহণ করা না হয়। গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিলেন এ কথায় ইংলণ্ডেশ্বরীর অবমাননা হইতেছে, এটী কেবল হাউসের কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করিবার চেষ্টা। তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, বিদ্রোহীদিগের দমন করিবার উপায় অবলম্বন করিবে। পার্ণেল সাহেব স্বীকার করিয়াছেন, আয়র্লণ্ডে স্বাধীনতা লাভ ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের শেষ উদ্দেশ্য, কিন্তু এ কথাও বলিলেন বিপ্লব ঘটান সেই স্বাধীনতা লাভের উপায় নহে। তিনি বলিলেন বিদ্রোহ দমন করিবার অতি প্রায়ে যে চেষ্টার কথা হইতেছে তাহা খাজনা বন্ধ করিবার এক প্রকার সঙ্কেত।

ডেলিনিউস লিখিয়াছেন; রাজগণ মধ্যস্থতা দ্বারা গ্রীক সীমা সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আফগান যুদ্ধের ব্যয় সংক্রান্ত সরকারী কাগজ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গত ২৬ এ অক্টোবর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সীমাপ্রদেশের রেলওয়ের ব্যয় সমেত সাড়ে সতর কোটি টাকা আফগান যুদ্ধের ব্যয় অনুমান করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি তৎসংক্রান্ত অতিরিক্ত ব্যয়কে ভারতবর্ষের চলিত ব্যয় বলিয়া পরিগণিত করিবেন। ষ্টেট সেক্রেটারি এই বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে তিরস্কার করিয়াছেন, যে সময়ে অতিশয় সাবধান ও সতর্ক হওয়া আবশ্যক সে সময়ে তাঁহারা সতর্ক হন নাই।

লণ্ডন ১৯ এ জানুয়ারি। ভারতেশ্বরীর বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে অভিনন্দন প্রেরণ সম্বন্ধে যে তর্ক বিতর্ক হইতেছিল তাহা বন্ধ রহিয়াছে। ম্যাককার্থে সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন কমন্স হাউসের ২০১ জন সভ্য তাহার বিপক্ষে ও ৩৭ জন স্বপক্ষে মত প্রদান করিয়াছেন।

ক্লার নামক স্থানের ও সিলগোর কিয়দংশের লোক বিদ্রোহী হইয়াছে। উলউইচের ধনাগারে পাহারা দিবার জন্য অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৯ এ জানুয়ারি। তুর্কোমানেরা গিওকটেপি ঘেরাও করিয়াছিল। রুশেরা তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া দিয়া তোপদ্বারা দুর্গ ভঙ্গ করিতেছে এবং উত্তরোত্তর আর আর দুর্গ অবরোধ করিতেছে।

২০ এ জানুয়ারি। আনকোনা নামক বাষ্পীয় পোতের যে কল ভঙ্গ হইয়াছিল তাহা সারা হইয়াছে। উহা পুনরায় যাত্রা করিয়াছে।

গত কয়েক দিবস হইতে ইংলণ্ডে যে ভয়ানক ঝড় হইতেছিল তাহা থামিয়াছে।

আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত লিষ্টওয়েল ও ওয়াটারভিল নামক স্থানের ৬০ জন ল্যাণ্ডলিগরকে বিদ্রোহত্তেজক বলিয়া সমন দেওয়া হইয়াছে।

১১ ই নবেম্বর ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন আফগানিস্থানে আবদুল রহমানের গবর্ণমেণ্টকে স্থায়ী করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব ব্রিটিশ সৈন্যগণ তথা হইতে চলিয়া আসিবে।

যোড়াসাঁকো নিবাসী দাতব্য মহাভারত-প্রকাশক বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদিত অনুশাসন-পর্ব্বের একখণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইল। ইনি যেরূপ যত্নসহকারে উহা প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে সমাজ অনেক অংশে তাঁহার নিকট উপকৃত হইয়াছেন এবং যে হইবেন তাহার আশাও আছে। প্রতাপ বাবু ৫ হাজার খণ্ড মহাভারত বিতরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার দেশের উপকার প্রবৃত্তি যে প্রবল তাহা তাহার অনুবাদিত হরিবংশে প্রকাশ হইতেছে। মহাভারত শেষ প্রায় বলিয়া প্রতাপ বাবু হরিবংশের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতাপ বাবু যেরূপ যত্নসহকারে পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের অনুবাদ প্রভৃতি করিয়া প্রকাশ করিতে অভিলাষী তাহাতে তিনি উৎসাহ পাইলে উহা যে দ্বিগুণিত হইবে সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা জানি প্রতাপ বাবু এমন ঐশ্বর্য্যশালী নন যে অনায়াসে এই সকল কার্য্য সমাধা করেন। আমরা দেখিতেছি প্রতাপ বাবু দেশহিতকরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া লোকের দ্বারস্থ হইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হউক তাঁহার এ উদ্যম অতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ত্তকার্য্যবিভাগে অধ্যাপক বেল কৃত টেলিফোন বসাইতে অভিলাষী হইয়াছেন। ভারতের টেলিগ্রাফ বিভাগেও পরীক্ষার জন্য পাঁচটী বসান হইবে।

মুসলমানদিগের পর্ব্বোপলক্ষে ভাগলপুরের মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে ও মোহরম করাতে উভয় জাতিতে পরস্পর যে মনোবাদ চলিতেছিল কমিশনর তাহা মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ বিবাদের মূল সেই কর্ত্তৃপক্ষ মাজিষ্ট্রেটটী এখন কোথায়? তিনি কমিশনরের নিকট হইতে এইবার কিছু জ্ঞান লাভ করুন। শান্তিরক্ষার জন্যই তাহারা নিযুক্ত আছেন বৈ শান্তিভঙ্গের জন্য নহেন।

এইরূপ শুনা যাইতেছে যে গবর্ণর জেনেরল মহাশয় নামক জনৈক এতদ্দেশীয় যুবাকে ভারতীয় সেনার সিবিল সার্জনের শিক্ষানবীশ মনোনীত করিয়াছেন।

রুশের রাজস্বমন্ত্রী সন্ধনা যুদ্ধ প্রভৃতিতে উত্যক্ত হইয়াছেন। তিনি এখন কিছু দিন শান্তিসুখ উপভোগ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধ প্রভৃতি কার্য্য হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিতেছেন। রুশের এখন যে বহুসংখ্যক সৈন্য রহিয়াছে তিনি তাহা কমাইয়া দিতে উৎসুক হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা রুশ গবর্ণমেণ্ট গ্রেটব্রিটন গবর্ণমেণ্টের ন্যায় চালে চলেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত জয়পুরে যে গোলযোগ হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল বিনা শোণিতপাতে তাহার শান্তি হইয়াছে।

এই সময়ে কান্দাহারে উদরাময় হইয়া থাকে। সেনা-শিবিরে তাহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে সেনাদল সম্প্রতি সীমা পার হইয়া গিয়াছিল তাহার দুইজন আফিসার এবং ২০ জন সৈনিকপুরুষ দেহত্যাগ করিয়াছে, আর সকলেই প্রায় পীড়িত, তন্মধ্যে দুই শতের অধিক কার্য্যক্ষম লোক নাই। ঐ দল যখন কান্দাহারে যায় তখন ৭০০ শত গিয়াছিল।

১৩ ই জানুয়ারি গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ৬৬১৮৭৬১ টাকা মজুদ ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের সহিত তুলনায় এবার ১৫৪৭০৭৩ টাকা হ্রাস হইয়াছে।

কোচিন রাজের দাওয়ান এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন অতঃপর তাঁহার রাজ্য মধ্যে কেহ গো হত্যা করিতে পারিবে না।

ঝিন্দের মহারাজ আফগান যুদ্ধে হত ও আহত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ৫০ হাজার ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট নদীয়ার মহারাজ এবং রাণাঘাটের জমিদার বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীকে অস্ত্র নিষেধক আইন হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু ৪ জন অনুচর রাখিবারও আদেশ পাইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে গবর্ণর জেনেরল তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য ষ্টোক্স সাহেবের উপর ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যয়ের ভারার্পণ করিয়াছেন।

কতকগুলি মিতব্যয়ী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিম্নশ্রেণীস্থ দরিদ্র কেরাণীদিগের বৃত্তি কমাইয়া দিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করিবার চেষ্টায় বেড়াইতেছেন। কেরাণীগণ গবর্ণর জেনেরলের নিকট এই অত্যাচার নিবারণের জন্য আবেদন করাতে তিনি রাজস্ব বিভাগে এই আদেশ পাঠাইয়াছেন আপাততঃ তাঁহাদিগের প্রস্তাব স্থগিত থাকিল। এপ্রেল মাসে সিমলা যাইবার পূর্ব্বে এবিষয়ের একটা শেষ করা হইবে।

কৃত্রিম নীল প্রস্তুতকারী বোনকলব বাবরের যে নীল প্রস্তুত করিতেছেন উত্তরোত্তর তাহার বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। কৃত্রিম নীলের কল্যাণে যদি ভারতের নীলের চাষ উঠিয়া যায়, কৃষকেরা একটা মহা বিপত্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়।

মিউনিচ নিবাসী প্রোফেসর হৌগ শীঘ্রই পারসিদিগের একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ করিবেন। হিন্দুদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ হিন্দুরা প্রকাশ না করিয়া ইউরোপের লোকে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মার্কুইস হার্টিংটন ভারতবর্ষের আমদানী তুলাজাত দ্রব্যের শুল্ক সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মত গ্রহণ করিয়া ঐ বিষয়ে ল্যাঙ্কাসায়রের বণিকদিগের প্রতিনিধিকে একটা স্থির জবাব দিবার নিমিত্ত ২৯এ ডিসেম্বর দিন স্থির করিয়া দিয়াছিলেন ২১ এ ডিসেম্বর ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকগণ এক বৃহৎসভা করিয়া হার্টিংটন সাহেবের মত প্রতীক্ষায় থাকিবেন স্থির করিয়াছেন।

১৮৮০ অব্দের জুলাই হইতে ডিসেম্বর এই ছয় মাসে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে খরচ খরচা বাদে ১০৭০০৮৭ টাকা লাভ হইয়াছে।

আসামের চীফ কমিশনর সার ষ্টুয়ার্ট বেলি সাহেব আগামী এপ্রেল মাস হইতে হাইদ্রাবাদে রেসিডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

আয়র্লণ্ডের জমিদারগণ মন্দ সুদখোর নহেন। তাঁহারা খাতককে একবার টাকা গছাইতে পারিলে খাতকের পুরুষানুক্রমে সে টাকা পরিশোধ হয় না। যত দাও সুদে কাটা যায়, লর্ড ল্যান্সডাউন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দুর্ভিক্ষ প্রতীকারের নাম করিয়া শতকরা ৩৷০ টাকা সুদে ৩০ বৎসরের মধ্যে আসল আর সুদ পরিশোধ করিবার করারে ঋণ গ্রহণ করিয়া দরিদ্র প্রজাদিগকে চিরজীবনের মত শতকরা ৫ টাকা সুদে টাকা ধার দিয়াছেন, এ টাকা আর তাহাদিগের জীবনে শোধ হইবে না। শুনা যায় ল্যান্সডাউন এই ব্যবসায়ে অনেক টাকা করিয়াছেন। ইহাঁরা মহাজন অপেক্ষা এক কাঠি সরস।

মিসরদেশে পাটের চাস ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। তদ্দেশবাসী লোকেরা ইহার চাস করিবার প্রণালী শিক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষ হইতে কয়েকজন ভাল কৃষককে তথায় লইয়া যাইতেছে। পাট প্রচুর পরিমাণে জন্মিলে তথাকার তুলাজাত দ্রব্যের সহিত তাহারা লোকে অধিক লাভ করিবার চেষ্টায় এই চাস করিতেছে।

১৮৭৯-৮০ অব্দে ৭৩৭০০৭৩০ টাকা মূল্যের অপরিষ্কার পাট বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে এবং এই দেশেই ১০০৩৬৮০ টাকা মূল্যের পাটে থলিয়া প্রস্তুত হইয়াছে।

মোহম্মদের আত্মীয় সেনাগণের ব্যারাকমন দেশীয় কয়েক ব্রিগেড সৈন্য কতকগুলি ইংরাজীয় সৈনিকের আর দাসানা কারণে বিবাদ হয়। সেনাদিগের দল বেশি এই নিমিত্ত তাহারা ঐ সকল দেশীয়দিগের কয়েকখানি খড়কুটীরে অগ্নি দিয়া ভস্ম করিয়া দিয়াছে। অবশিষ্টগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং তাহাদিগকে গুরুতররূপে আহত করিয়াছে।

মোসংবাদে কৃষক প্রভৃতি দরিদ্র লোকদিগের টাকা অথবা পয়সা জমা করিয়া লইবার ব্যবস্থা হওয়াতে অনেকের একমাসের মধ্যে যে সকল লোকের হাতে জমাদিবার সুবিধা নাই তাহারা নগদ টাকা

কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ দাস শ্রীরামপুরে বদলী হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত খুলনার প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার রায় চৌধুরী ও বসিরহাটের প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাস কিছু দিনের জন্য ২য় শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, এফ, ম্যাগরথ ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁর মুন্সেফ বাবু ভবনাথ ঘোষ কটকে বদলী হইলেন কিন্তু প্রায় বালেশ্বরে অবস্থিতি করিবেন।

বালেশ্বরের মুন্সেফ বাবু চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত দিনাজপুরে বদলী হইলেন কিন্তু প্রায়ই ঠাকুরগাঁয় থাকিবেন।

বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম, এ বি, এল পূর্ণিয়ার মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই আরারিয়ায় থাকিবেন।

বাবু ব্রজনাথ রায় এল, এল ঢাকার মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায় কালীগঞ্জেই থাকিবেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত চাঁদপুরের মুন্সেফ বাবু রাখাল চন্দ্র বসু বি, এল, ১৮৭১ অব্দের ৭ আইন অনুসারে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

বাবু হরিনাথ রায় বি, এল মেদিনীপুরের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু নিমকেই অবস্থিতি করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার মুদ্রাঙ্কন হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ⁄০ আনা; ⁄০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কল্পদ্রুম মাসিক পত্র।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্য, শ্রীহর্ষ, মনুসংহিতা, রমণী রতন, মৃচ্ছকটিক, যোগতত্ত্ব, সাংখ্যদর্শন, এই ৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আট পেজি ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছুক মহোদয়গণ সোণারপুর ডাকঘর সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহার নিকটে কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের [illegible] বাবু হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি [illegible] নং কলেজ ষ্ট্রীট [illegible] চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইলেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে [illegible] সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য [illegible] [illegible] পাঠাইবার [illegible] হইলে, তাঁহারা [illegible] [illegible] নিকট [illegible] [illegible]

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

যিনি এক দিবস হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া ৬ই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

কথা সরিৎ সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৷৷০ টাকা। ডাক মাশুল ⁄০ আনা। গ্রাহকগণ আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

আগামী ২২ এ মাঘ তারিখ হইতে কৃষ্ণনগরে বসন্ত মেলা আরম্ভ হইবে। উৎকৃষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শকগণ উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবেন।

কৃষ্ণনগর। শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়
৭ ই অগ্রহায়ণ, ১২৮৭। সম্পাদক।

কেশরঞ্জন তৈল।

এই সুপরিচিত অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকালপক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃপীড়াদি সকল প্রকার শিরোরোগ অল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপশম।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত [illegible], দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া [illegible] এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য। আনা।

[illegible] প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত [illegible] দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বহুবাজার ৮৫ নং মলোচন্দ্র দাসের [illegible] ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ।

মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ । “ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ” ১২ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা । ১২৮৭ সাল । ১৯ এ মাঘ । ইং ১৮৮১ । ৩১ এ জানুয়ারি অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ।

স্বাধি উচ্চাশয় ও মহানু... বড় লোকের স্বভা-
বতঃ যে যে গুণ থাকে আমরা ক্যাম্বেল সাহেবে তাহার সম্পূর্ণ সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি। বড়-লোক মাত্রেই স্বভাবতঃ পরহিতৈষী হইয়া থাকেন। যাঁহাতে সে হিতৈষিতা লক্ষণ না থাকে তাঁহাকে বড় লোক বলিয়া নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। ক্যাম্বেল সাহেব দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতবাসীদিগের উপর তাঁহার যেরূপ ভাব জন্মিয়াছে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়াও তাহা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি যখন বঙ্গদেশে ছিলেন, তখন বঙ্গদেশীয়েরা যাহাতে মানুষের মত হন, যাহাতে কাজের লোক হন এবং যাহাতে ইহাঁরা স্বাধীনভাবে শাসনকার্য্য শিক্ষা করিতে পারেন, তিনি অন্তরের সহিত সে চেষ্টা পাইয়া ছিলেন। কেবল চেষ্টা পাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার অধিকাংশ মনোরথ কার্য্যেও পরিণত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এদেশীয়দিগের উচ্চ পদ লাভের বিষয় লইয়া যে আন্দোলন চলিয়াছে তিনি ন্যাসনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক জর্ণাল পত্রে তদ্বিষয়ে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহার চিত্তের মহোদার্য্যের পরিচয় হইতেছে। বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত হ্যালিডে সাহেব অবধি অনেকগুলি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইয়া গেলেন, তাঁহারা আছেন কি নাই, কোথায় আছেন, কি করিতেছেন তাহার কোন সাড়াশব্দ নাই, তাঁহারা আমাদের কোন খবর লন না। আমরাও তাঁহাদের খবর জানি না। কিন্তু সার জর্জ ক্যাম্বেল তাঁহাদিগের ন্যায় সুখে ও নিশ্চিন্তভাবে ভারতবর্ষের অর্থ ভোগ করিতেছেন না। ভারতের অর্থে বহুদিন তাঁহার শরীর যে প্রতিপালিত হইয়াছে, তিনি এক্ষণে সেই ধার শুধিতেছেন। এদেশীয়দিগের উচ্চপদপ্রাপ্তি-বিষয়ে তিনি বলেন "যে সকল ভারতবর্ষীয় বিশেষ ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের এরূপ দাওয়া আছে যে কোন প্রতিবন্ধকই তাঁহাদের উচ্চতম পদে আরোহণের অন্তরায় হইতে পারে না। সেই সকল ভারতবর্ষীয়ের যদি আমি যেমন অন্তরের সহিত সমস্থপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া থাকি এরূপ আর কেহ করেন না। ঐ সকল ভারতবর্ষীয়কে উন্নত করিবার যে আইন ও উপদেশ আছে আমি বিশ্বাস করি যে তাহাকে ফলোপধায়ী করা হইবে। উহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা অতিশয় বিখ্যাত তাহাদিগকে শীঘ্র আমি উচ্চপদে আরূঢ় দেখিতে ইচ্ছা করি।" ইত্যাদি।

সার জর্জ ক্যাম্বেল সাহেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া শেষে কহিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়েরা উচ্চ ও উচ্চতর পদগুলিতে নিযুক্ত না হইয়া একেবারে যে উচ্চতম পদে অধিকঢ় হন সেটী তাঁহার ইচ্ছা নয়। সার জর্জ ক্যাম্বেল ক্রমোন্নতির নিয়ম অবলম্বন করিয়া শেষোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব আমরা তাঁহাকে দূষিতে পারি না। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উদারনীতি অবলম্বন করিয়া সকল কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। যে ভারতবর্ষীয় উচ্চতম পদ লাভের যোগ্য সদ্‌গুণ ও ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন তাঁহাকেই ইউরোপীয়দিগের সহিত তুল্যরূপে উচ্চতম পদ দান করাই কর্ত্তব্য। নতুবা যে কোন কার্য্যই করুন তাহাতে পক্ষপাতিতা শোভা পায় না।

ক্যাম্বেল সাহেব এদেশীয়দিগের উচ্চতম পদ লাভের উপযোগিতার একটী যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষীয় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরা ভারতবর্ষের ভাষা ও আচার ব্যবহারাদি যেমন জানেন, ইউরোপীয়েরা সেরূপ জানেন না, এটী অতি যথার্থ কথা। যে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী প্রজার ভাষা ও আচার ব্যবহারাদি ভালরূপ জানেন ও তাহাদের মনের ভাব ভালরূপ বুঝিতে পারেন তাঁহার দ্বারা যে, কার্য্য ভালরূপ হয় সে বিষয়ে সংশয় কি? ক্যাম্বেল সাহেব এক কার শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় অপেক্ষা পূর্ব্বকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকতর প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন এক্ষণকার নব্য সম্প্রদায় নগরে থাকিয়া সুশিক্ষিত হন অতএব তাঁহারা গ্রাম ও জনপদের লোকের মনের ভাব ও আচার ব্যবহারাদি ভাল জানেন না, পূর্ব্বকার লোকেরা ভাল জানিতেন। এ বিষয়ে আমরা ক্যাম্বেল সাহেবের মতের অনুমোদন করিতে পারিলাম না। এক্ষণকার নব্য সম্প্রদায় সহরে শিক্ষিত হন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশেরই পল্লীগ্রামে বাস নিবন্ধন পল্লীগ্রামবাসীদিগের সমুদায় বিষয় জানিতে পারেন। যাঁহাদের পল্লীগ্রামে বাসও নয় তাঁহারাও সহরের ভাষা ও আচার ব্যবহারাদিজ্ঞান থাকাতে পল্লীগ্রামের অনেক জানিতে পারেন। নগরের সহিত পল্লীগ্রামের ভাষা ও আচার ব্যবহারাদির বড় বৈলক্ষণ্য নাই।

এদেশীয়েরা ব্যবস্থাপক সভায় অধিকসংখ্যক দেশীয় সভ্য নিয়োগের যে প্রার্থনা করেন তদ্বিষয়ে ক্যাম্বেল সাহেব বলেন, "ভারতবর্ষীয়দিগের এই দাওয়া বলবৎ করা কি উপযুক্ত নয়? তাঁহারা উত্তম ও ফলোপধায়ীরূপে নগর গ্রাম ও জেলা কাউনসেল সভার কার্য্য সম্পাদন করিতে শিখিয়াছেন, তথায় প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র আছে। স্ব-শাসন সম্বন্ধে আমার সংস্কার এই নীচে হইতে ক্রমে উচ্চে উঠিতে হবে। রোম একটী গ্রামরূপে আরম্ভ হইয়াছিল, শেষে সমুদায় পৃথিবীর রাজত্ব করে। ঐরূপ আমার সংস্কার এই যে ভারতবর্ষীয় আপনার প্রতিবেশীদিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে এবং গ্রামের কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে পারেন তিনি ক্রমে উন্নত হইয়া ভারতবর্ষ শাসন করিতে পারিবেন।"

পাঠক দেখুন ক্যাম্বেল সাহেবের হৃদয় কেমন প্রশস্ত। তিনি ইডেন সাহেবের ন্যায় ভারতবর্ষীয়েরা কখন স্ব-শাসন শিখিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহাদের উন্নতি-দ্বার রুদ্ধ করিতে চান না।

উপসংহারে বিজ্ঞ ও সমাজের প্রধানদিগকে আমাদের অনুরোধ এই, ক্যাম্বেল সাহেবের কোন স্বার্থ নাই, তিনি কেবল মহানুভাবতাগুণে ভারতের শুভ অন্বেষণ করিতেছেন। অতএব কৃতজ্ঞতাসূচক একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২২ এ জানুয়ারি। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে চিলির জয়ী সৈন্যেরা লিমা হইতে কালাও বন্দর যাত্রা করে, এবং অত্রত্য উপসাগরে আপনাদিগের যে সৈন্য ছিল তাহাদিগের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২১ এ জানুয়ারি। চীনের দূত মারকুইস টিসেঙ্ রুশের সহিত যে প্রকার সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন চীন গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করাতে তদনুসারে সন্ধিপত্রের কার্য্য তথায় সমাধা করা হইবে।

লণ্ডন ২২ এ জানুয়ারি। কেপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে পণ্ডোমিসিগের সর্দ্দার উমদিচোয়া ৮ শত অনুচর সমভিব্যাহারে ঔপনিবেশিকদিগের শরণাপন্ন হইয়াছে।

সুলতান গ্রীক সীমা সংক্রান্ত প্রস্তাবের মীমাংসা করিবার জন্য রাজগণকে কনষ্টাণ্টিনোপলে যে সভা করিবার কথা বলিয়াছিলেন ইউরোপের অধিকাংশ বড় বড় রাজা তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।

টুইকেনহামে টেমস নদীর জল জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

ট্রান্সভেয়াল হইতে সংবাদ আসিয়াছে বোয়ারেরা লিডেনবর্গে ইংরাজদিগের যে দুর্গরক্ষি সৈন্যদিগকে অবরোধ করিয়াছিল সেই সৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

ল্যাঙ্কসায়ারের যে যে স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গাম চলি-

হেছে সেই সেই স্থানে নূতন সৈন্য প্রেরণের আদেশ হইয়াছে।

মহারাণীর বেল আইল নামক লৌহাবৃত রণতরীকে শীঘ্রই আয়র্লণ্ডের উত্তর পশ্চিম প্রদেশাভিমুখে যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এইরূপ জনরব যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী ও অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি বোঝাই জাহাজ ধরিবার জন্য উহা যাইতেছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২২ এ জানুয়ারি। রুশের সহিত চীনের যে সন্ধিপত্র হইয়াছে তাহাতে এই বন্দোবস্ত হইয়াছে কুলজা চীনেরই থাকিবে।

রাইল্যাণ্ড সাহেব ট্রান্সভেয়াল ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করা অন্যায় ও রাজনীতিবিরুদ্ধ বলিয়া যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কমন্স সভা তাহা শুনেন নাই। গ্লাডষ্টোন সাহেবও উহা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করা অন্যায় বিবেচনা করিতেছেন বটে কিন্তু তিনি বোয়ারদিগকে উহা ফিরাইয়া দেওয়া অসাধ্য বলিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ জানুয়ারি। ইংলণ্ডে যে ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছিল তাহা থামিয়াছে। বরফ গলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

উত্তমাশা অন্তরীপের গবর্নর সর চার্লস রবিনসন কেপটাউনে উপনীত হইয়াছেন।

ট্রান্সভেয়াল হইতে সংবাদ আসিয়াছে ইংরাজদিগের যে সকল দুর্গরক্ষি-সৈন্য পচেষ্ট্রুম নামক স্থানে বিপক্ষ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল তাহারা বাহির হইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু ফল এখনও জানা যায় নাই।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২৩ এ জানুয়ারি। জেনেরল স্কবেলফ সংবাদ দিয়াছেন রুশ সৈন্যগণ গিওকটেপির প্রাচীরের নিকটে গিয়াছে। তুর্কোমানেরা রুশের কৃত গড়খাই আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু ঘোরতর যুদ্ধের পর পরাস্ত হইয়াছে। উভয় পক্ষেরই বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। রুশেরা এক্ষণে উহাদিগের দুর্গ ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এথেন্স ২৩ এ জানুয়ারি। সুলতান যে সভার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং অধিকাংশ রাজা যাহাতে মত প্রদান করিয়াছেন গ্রীক গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় মধ্যস্থতা দ্বারা মীমাংসার প্রস্তাব অপেক্ষা তাহা অধিক আদরণীয় নহে।

গ্রীক সৈন্য-সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে।

লণ্ডন ২৪ এ জানুয়ারি। ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি ২১ এ মে আফগানিস্থান সম্বন্ধে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কাবুল ও কান্দাহারকে স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করিবার পক্ষে আপত্তি করিয়াছেন এবং গবর্ণর জেনেরলকে বলিয়াছেন বিনা কারণে যদি কেহ আফগানিস্থান জয় করিতে আইসেন তাহা হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে যে করারে আমীরকে সাহায্য দান করিবেন বলিয়া পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছেন তিনি যেন সেইগুলি পুনরায় তাঁহাকে বলিয়া দেন। তিনি উক্ত পত্রে আর লিখিয়াছেন একজন দেশীয়কে দূত রাখিলে উপকার দেখিতে পারে কিন্তু তথায় কোন ইংরাজ রেসিডেণ্ট রাখিবার জন্য আমীরকে যেন পীড়াপীড়ি করা না হয়। সুবিধা হইলে হিরাটকে ইউনাইটেড আফগানিস্থানের একটী অংশরূপে পরিণত করা উচিত।

ষ্টেট সেক্রেটারি ৩ রা ডিসেম্বর যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন যে তাঁহার বিবেচনায় কাবুলে একজন দেশীয় দূত রাখিলেই আমীরের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে এবং তিনি আশা করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র শীঘ্র ইহার কোন উপায় করিবেন।

লণ্ডন ২৫ এ জানুয়ারি। ফরষ্টার সাহেবের কৃত আইনের পাণ্ডুলেখ্য লইয়া গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে যখন বাদানুবাদ হয় সেই সময়ে ফরষ্টার স্বয়ং বলিয়াছেন ফেনিয়নেরা আয়র্লণ্ডের ভূমি সংক্রান্ত গোলযোগকে আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ বুঝিয়াছে।

ডবলিনের সভ্য রাইট্ দ লায়ন সাহেব ফরষ্টার সাহেবের কৃত আইনের পাণ্ডুলেখ্য সংশোধনের প্রস্তাব করিয়া বলেন, বলপ্রয়োগ উপায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কোন প্রকার সংস্কারের চেষ্টা পাওয়া উচিত।

সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বলিয়াছেন ফরষ্টার যে কথা বলিয়াছেন তাহা সত্য। হাউস তর্কবিতর্ক বন্ধ রাখিতে সম্মত হইয়াছেন।

নেটাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে সার জর্জ কলে সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে নিউ কাসল হইতে ট্রান্সভেয়ালে যাইতেছেন। বোয়ারেরা এই বাধা পাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতেছে।

লণ্ডন ২৫ এ জানুয়ারি। ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি আফগানিস্থান সম্বন্ধে ১১ই নবেম্বর গবর্ণর জেনেরলের নিকট যে পত্র লেখেন এবং যাহাতে তিনি যে কান্দাহারে অধিক দিন ইংরাজ সৈন্য রাখিবার প্রতিকূল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন সম্প্রতি যে ভূয়োদর্শিতা লাভ করা হইয়াছে তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের সীমা বৃদ্ধির উপযোগিতা খণ্ডন করিয়াছে।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন ষ্টামলি সাহেবের কভেনাণ্টেড ইঞ্জিনিয়র সংক্রান্ত প্রস্তাব এখনও গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। কিন্তু তিনি উহার কোন সন্তোষজনক ফলের প্রত্যাশা করেন না।

ফরষ্টার সাহেব গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে এই ভাবে আইনের এক পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন যে আয়র্লণ্ডস্থ ব্যক্তিদিগের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার উপায় করা হয় এবং তত্রত্য রাজপ্রতিনিধিকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয় যে সকল লোকের উপরে বিদ্রোহীতার সন্দেহ জন্মিবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বন্দী করা হইবে। আয়র্লণ্ডের লোকের অস্ত্র রাখিবার ও বিক্রয় করিবার নিয়ম করিবার নিমিত্ত একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্যও তিনি উপস্থিত করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ জানুয়ারি। ডবলিনের সংবাদ এই লাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের যে বিচার আরম্ভ হয় তাহাতে যাঁহারা জুরার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহারা ৮ ঘণ্টাকাল ঐ মকদ্দমার বিবেচনা করিয়াও ঐক্যমত্য অবলম্বন করিতে পারেন নাই। শেষে তাঁহাদিগকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। ঐ সংবাদ জ্ঞাত হওয়াতে পার্ণেল সাহেব সম্পূর্ণ জয়োল্লাসিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন ১১ই নবেম্বর আফগান সম্বন্ধে যে পত্র পাঠান হইয়াছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত তাহার উত্তর দান করেন নাই। যাহা হউক কান্দাহার সম্বন্ধে গোপনীয় বিশ্বস্তভাবের চিঠি পত্রাদি লেখা লিখি হইয়াছে। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি সেই সকল কাগজ পত্র প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং মাণ্ডালায়ের লার্ড নোর্থব্রুক ঐ বিষয়ে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন ষ্টেট সেক্রেটারি তাহাও প্রকাশ করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৬ এ জানুয়ারি। গ্লাডষ্টোন সাহেব গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে এই প্রস্তাব করিয়াছেন আর বিলম্ব না করিয়া বলপ্রয়োগ উপায় সর্ব্বাগ্রে অবলম্বন করা উচিত।

হোমরুলের সভ্যেরা এখন পর্য্যন্ত হাউসের কার্য্যে বাধা দিতেছেন। তন্নিবন্ধন কার্য্যের বড় বিশৃঙ্খলা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট মানস করিয়াছেন পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্য এখন বন্ধ করিবেন না। আর অধিক দিন চলিবে।

বিগার সাহেব প্রতিবন্ধকারিদিগের অগ্রণী বলিয়া স্থগিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় অণ্ডর সেক্রেটারি লর্ড সভায় প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট কান্দাহার সম্বন্ধে

বিলাতের [illegible] পোষাক পরিচ্ছদ ভাল [illegible] ঐ প্রকার পোষাক পরিধান [illegible] আর ইউরোপীয় রমণীকে [illegible] পরিধানে প্রবৃত্ত করিবার [illegible] কি ভাবদেখুন? [illegible] তথায় স্থরাটের মেনন [illegible] ঠাকুরের স্ত্রী ও তাঁহার কন্যাদিগের [illegible] দেশী পোষাক দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত [illegible] পোষাক পরিধান করিতেছেন।

[illegible] এক রমণী ইচ্ছামত আপনার [illegible] ও বিস্তৃত করিতে [illegible]। ইনি এরূপ কৌশলে শ্বাস ফেলিতে পারেন যে [illegible] শরীর প্রকৃত সংস্থান অপেক্ষা অনেক [illegible] এবং এমন শ্বাস গ্রহণ করিতে পারেন যে তাহাতে সমস্ত শরীর ফাঁপিয়া উঠে।

বেথুন স্কুলের ছাত্রী কামিনী ও সুবর্ণপ্রভা বৃত্তি [illegible] হইয়াছেন। কামিনী জুনিয়র বৃত্তি প্রাপ্ত [illegible] মধ্যে একাদশ হইয়াছেন।

[illegible] যখন কোহিমা আক্রমণ করিয়া ইংরাজ সেনাদিগকে অবরোধ করে, সেই সময়ে মণিপুরের মহারাজ ইংরাজদিগের সাহায্যার্থে সৈন্য প্রদান করিয়াছিলেন। যুদ্ধে কতকগুলি সৈন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এবং অবশিষ্টদিগকে ব্রহ্মদেশের লোকে ধৃত করিয়া লইয়া যায়। সেই সূত্রে মণিপুরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ও দিকে শ্যামের সেনাগণ তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এদিকে ইংরাজগবর্ণমেন্ট অসন্তুষ্ট। এই সকল নানা কারণে আমাদিগের বোধ হইতেছে ব্রহ্মরাজ বুঝি এইবার রসাতলে গেল।

আমরা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম, নবদ্বীপের ভবমোহন তর্কচূড়ামণি লোকান্তর গমন করিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ [illegible] শিরোমণির পুত্র। যত স্বপণ্ডিত নৈয়ায়িকের মৃত্যু হইতেছে, ততই আমাদিগের [illegible] নিমিত্ত ভাবনা উপস্থিত হইতেছে। [illegible] নৈয়ায়িক এখনও জীবিত আছেন, [illegible] শাস্ত্রে যে অন্যান্য [illegible] মৃত্যুমুখে পতিত [illegible]। ন্যায়শাস্ত্র কঠিন [illegible] প্রবেশ করিতে [illegible] করিয়া [illegible]। ন্যায়শাস্ত্র যদি বিলুপ্ত হয়, অন্যান্য [illegible] সন্দেহ নাই। ন্যায়শাস্ত্রে [illegible] অন্যান্য শাস্ত্র বিপদগ্রস্ত হইয়া আছে। [illegible] বিদ্যা না থাকিলে অন্যান্য দর্শন শাস্ত্রাদি পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া উঠা দুষ্কর হয়। এই সকল কারণে নৈয়ায়িক পণ্ডিতের মৃত্যু আমাদিগের অধিকতর শোকের কারণ হয়। ভবমোহন তর্কচূড়ামণির ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন ও মধুসূদন স্মৃতিরত্ন নামে আর দুই ভ্রাতা জীবিত আছেন। ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন নৈয়ায়িক এবং মধুসূদন স্মৃতিরত্ন স্মার্ত্ত। এখন আমরা দেখিতেছি, ভুবনমোহন বিদ্যারত্নই প্রধান হইলেন।

১৪ আইনের ইনিস্পেক্টর বাবু রাজনারায়ণ সেন [illegible] আতর ও কুসুম নামক [illegible] বেশ্যাকে প্রতারণা করিয়া থানায় আনয়ন করেন এবং অবৈধরূপে অবরোধ করিয়া রাখিয়া [illegible] নাম রেজিষ্টরি করিয়া লন। এই উপলক্ষে তাহাদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচারও করা হইয়াছিল। আতর ও কুসুম অত্যাচরিত হইয়া কলিকাতা পুলিষ কোর্টে নালিশ করে। বিচারে প্রতিবাদীদিগের দোষ প্রমাণ হওয়াতে রাজনারায়ণ বাবুর ২ শত ও একজন জমাদারের ৫০ ও অন্যের ২৫ টাকা জরিমানা হয়। এই ঘটনা হওয়াতে পুলিষের ডেপুটী কমিশনর রাজনারায়ণ বাবুর কৈফয়ৎ চাহেন। এতদুত্তরে তিনি লেখেন যে কুসুম ও আতর ১৪ আইনে নাম লেখাইবার যোগ্য। অতএব মাজিষ্ট্রেট অবিচার করিয়া তাঁহাদিগের দণ্ড করিয়াছেন। ডেপুটী কমিশনর এই কথা শুনিয়া বুক ও রবার্টসন নামক দুইজন [illegible] তাহার অনুসন্ধান লইতে বলেন। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া এই রিপোর্ট দিয়াছেন [illegible] বেশ্যা [illegible] ছিল না। তাহারা রক্ষিত স্ত্রীলোক সত্য; কিন্তু যে প্রকারে থাকিত, তাহাতে প্রতিবেশীরা তাহাদিগের পরস্পরকে দম্পতী বোধ করিত। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এই মকদ্দমার কাগজপত্র তলব করিয়াছেন।

[illegible] রাজা যখন ভারতবর্ষ দর্শন করিতে আসিবেন, সেই সময়ে তিনি বোম্বাই, গোয়া, দামা- [illegible] মান্দ্রাজ ও কলিকাতা দর্শন করিয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিবেন।

নেপালের মহারাজ সর জঙ্গবাহাদুর [illegible] মান্দ্রাজ প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল মাণিকতলা, পার্কষ্ট্রীট, ওয়েলেসলিষ্ট্রীট, নাপিত বাজার ও বউবাজার প্রভৃতি কলিকাতার ইউরোপীয় মহল্লের পোষ্ট আপীস সমূহে দেশীয় লোক পোষ্ট মাষ্টার না রাখিয়া ফিরিঙ্গি পোষ্ট মাষ্টার রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এতৎসংকল্প কেন?

সর্পদংশনের অনতিবিলম্বে দষ্ট ব্যক্তির ক্ষত স্থান হইতে যদি অনবরত চুম্বন দ্বারা রক্ত নির্গত করা যায় তাহা হইলে তাহাতেই বিষক্ষয় হইয়া রোগী আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। চুমকুড়ির দ্বারা আমরা কয়েকজন সর্পদষ্ট লোককে আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি. সম্প্রতি সার্জ্জন জেনেরলও ঐ প্রকারে কালসর্প-দষ্ট এক ব্যক্তিকে বাঁচাইয়াছেন। তিনি প্রথমে দষ্ট ব্যক্তির দ্বারা তাহার অঙ্গুলির ক্ষত স্থান জোরে চোষাইতে থাকেন, পরক্ষণেই ক্ষত স্থান চিরিয়া দিয়া চুষিয়া যাহাতে অধিক রক্ত নির্গত হয় তাহার উপায় করিয়া দিলে উক্ত ব্যক্তি ঢোক না গিলিয়া চুষিয়া অনবরত রক্ত ফেলিতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাল রক্ত বহির্গত হয়। তখন তিনি সেই স্থানটীর কিছু উপরে দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া দেন। রক্ত বন্ধ হইলে রোগীর হস্তের শিরায় যাতনা অনুভব হয়, এবং তাহাতেই সে শয্যাগত হয়, তাহার পর তিনি দুই তিন বার তাহাকে ব্রাণ্ডি খাওয়ান, ইহাতেই তাহার বিষক্ষয় হইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সে আরোগ্য লাভ করে।

ও, সি মল্লিক ও সৈয়দ মহম্মদ ইসারেল বিলাতের মিডল টেম্পলে আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হাকিম উদ্দিন আহম্মদ গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের পরীক্ষায় ও ডাক্তারি কার্য্য করিবার পূর্ব্বে যে পরীক্ষা দিতে হয় তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৫ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৭৮ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা ব্রহ্মদেশের সহকারী কমিশনর বিগ সাহেবের নিগ্রহের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। কি কারণে জানি না কমিশনর যখন বেসিন নামক এক স্থানের রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে ব্রহ্মদেশবাসীরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে থাকে। কমিশনর এই অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগের দন্ত চূর্ণ করিবার জন্য একগাছি যষ্ঠি লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। শুনা গেল তিনি ঐ প্রকার করিতে যাওয়াতে তাঁহার আর অবমানের বাকী ছিল না।

পুনার একজন ব্রাহ্মণ সূর্য্যকে একটী গোল রেখা দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়াছেন। তিনি ইহাকে একটী মহৎ অমঙ্গল চিহ্ন স্থির করিয়াছেন। সেখানকার লোকের সংস্কার এ বৎসর হয় আর একটী ঘোরতর যুদ্ধ ঘটনা হইবে নয় ভয়ানক মড়ক হইবে। পঞ্জিকাকারদিগের গণনায়ও বৎসরের শুভ ফল নহে।

১ আইন অনুসারে [illegible] জেলার কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] (ইনি ছুটী লইয়াছিলেন) ২য় আদেশ [illegible] ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible]।

[illegible]পুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ চৌধুরী খাটালে বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অমৃতাচরণ মল্লিক কর্ণা নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণের জন্য ভূমি সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভুবনমোহন রায় (ইনি ছুটী লইয়াছেন) হুগলীতে বদলী হইলেন।

আমীর আলী কলিকাতার প্রতিনিধি প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিলে বি, এল গুপ্ত বিদায় গ্রহণ করিবেন।

বেহারের স্কুল ইনস্পেক্টর গ্রীয়ার্সন সাহেব ২য় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

[illegible] অন্তর্গত বেগুসরাইয়ের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মাগরেগার সাহেব ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সারণের [illegible] ডেপুটী বাবু গিরিশচন্দ্র চৌধুরী চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু অমৃতলাল [illegible] সবর্ডিনেট জজ হইলেন।

মানভূমের অন্তর্গত বড়বাজারের মুন্সেফ বাবু [illegible] চৌধুরী ময়মনসিংহে বদলী হইলেন কিন্তু আপাততঃ কামালপুরে অবস্থিতি করিবেন। এই আদেশ নিবন্ধন ৭ ই তারিখে বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের উপর কামালপুরে যাইবার যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

[illegible] মুন্সেফ বাবু নীলমণি দাস কোটচাঁদপুরে বদলী হইলেন কিন্তু আপাততঃ মানভূমের অন্তর্গত [illegible] অবস্থিতি করিবেন।

[illegible] অন্তর্গত দক্ষিণ সাহাবাজপুরের মুন্সেফ বাবু [illegible] দত্ত রাজসাহীতে বদলী হইলেন [illegible] থাকিবেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্রকোণার মুন্সেফ বাবু বিপিনচন্দ্র [illegible] বদলী হইলেন কিন্তু আপাততঃ দক্ষিণ সাহাবাজপুরেই অবস্থিতি করিবেন।

বাবু গৌরচরণ রায় নেত্রকোণার মুন্সেফ হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু আনন্দকুমার সব দিকারী ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বহরমপুরের মুন্সেফ অবিনাশচন্দ্র মিত্র ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাশতের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

বাবু নন্দলাল দে বি, এল মুর্শিদাবাদে বদলী হইলেন কিন্তু আপাততঃ বহরমপুরে অবস্থিতি করিবেন।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত বরিশালের প্রথম মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র বসু বর্দ্ধমান সদর ষ্টেশনের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

বাবু চন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এল বাখরগঞ্জের অন্তর্গত বরিশালে বদলী হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র

সোমড়া।

১১ ই মাঘ ১৮০২।

বলাগড়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় জনসংখ্যা কার্য্যের নিমিত্ত প্রায়ই বলাগড়ে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং এক দফাতের সকল প্রকার মকদ্দমা তাঁহার নিকট নিষ্পত্তি হইবার ভারার্পিত হইয়াছে। কয়েকটী কার্য্যে দেখিলাম তিনি অতিশয় বিচক্ষণ, কার্য্যকুশল ও সদাশয় ব্যক্তি। আমাদের সর্ব্বদার ইচ্ছা যে বলাগড়ে একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্থায়ীরূপে নিযুক্ত থাকেন। কারণ এখন সকল লোকই মকদ্দমাপ্রিয় হইয়াছে। মকদ্দমা করিয়া জীবনসর্ব্বস্ব নষ্ট করিবে তাহাও ভাল, তথাপি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে না। যখন লোকের প্রবৃত্তিস্রোত এরূপ প্রবল প্রবাহিত হইয়াছে এবং প্রত্যাবর্ত্তনের কোন উপায় নাই, তখন যাহাতে সেই স্রোতের অনুকূল কার্য্য হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা সুযুক্তিসঙ্গত। হুগলী এখান হইতে ১৬। ১৭ মাইলেরও অধিক। গমনাগমনের সুন্দর পথ বা যানাদি নাই। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র, শীতের দুরন্ত হিমানীরাশি, সকল সময়েই লোকের অতিশয় কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। এই সকল কারণে আমরা প্রার্থনা করি, বলাগড়ে একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হউন। ভরসা করি, জেলার কর্তৃপক্ষ মহোদয় আমাদের এই প্রস্তাবে অনুকূল দৃষ্টিপাত করিবেন।

বিগত ৫ ঠা মাঘ প্রত্যুষে সুখড়িয়া গ্রামে একটী বড় শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ৩ টি বালক নারিকেল গাছের নিম্ন দিয়া যাইতেছিল। অকস্মাৎ একটী বালকের মস্তকে একটী নারিকেল পড়াতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

৫। ৬ দিবস হইল জিরাট গ্রামের অপর পারে গঙ্গার সহিত চূর্ণী নদীর সঙ্গমস্থলে, তিসি, মটর প্রভৃতি বোঝাই ৩ খানি বড় বড় নৌকা চড়ায় বানচাল হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। ঐ স্থানটীতে প্রায় সর্ব্বদা ঐরূপ ঘটনা হইয়া থাকে।

এতদঞ্চলে দুগ্ধ এত অসদ্ভাব হইয়াছে যে আর পাওয়া যায় না বলাই ঠিক। বস্তুবিকই আর পাওয়া যায় না। খাটী দূরে থাক, উচিত মূল্যের দ্বিগুণ দিয়াও অর্দ্ধজলমিশ্রিত দুগ্ধও দুষ্প্রাপ্য। এবং দুগ্ধের অসদ্ভাব প্রযুক্ত ছানা প্রভৃতিও পাওয়া যায় না! পূর্ব্বে এখানকার "গোল্লা" বিখ্যাত ছিল। এখন ভদ্রলোকেরা "গুড়ে মণ্ডা" মুখে দিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। আজ কাল সকল স্থানেই দুগ্ধের এইরূপ দুর্দ্দশা। তথাপি বাবু উমাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের প্রস্তাবিত গোহত্যা নিবারণ উদ্দেশ্য সফল হইল না। ধিক্ বাঙ্গালী জাতিকে! তাঁহারা না আর্য্যসন্তান? কলিকাতার সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট বিখ্যাতনামা বি, এল, গুপ্ত মহোদয় তথাকার গোয়ালাদিগকে ফুকা দিয়া দুগ্ধ বাহির করা অপরাধে শাস্তি দিয়া দেশহিতৈষিতার এবং ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। তিনি না আর্য্য বিপ্রের মতে হিন্দুসমাজচ্যুত? ধন্য আর্য্যসন্তানগণ!!!

সুখড়িয়ানিবাসী বিখ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রপতি মুস্তোফী মহাশয় শ্রীপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ এককালীন ১০ টাকা দান করিয়াছেন। ইনি সর্ব্বদাই সাধারণ হিতকর কার্য্যে দান করিয়া থাকেন।

শান্তিপুর।

এবার সংক্রামক জ্বর বিকার ও ওলাউঠায় শান্তিপুরে মেসর্স, ডি, গেরিশ ও চারলস ইঙ্গিশ কোম্পানির ২টী শাখা ঔষধালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত ঔষধালয়টী একজন ইংরাজের তত্ত্বাবধানে আছে, একারণ সেখানে প্রতিদিন বিস্তর ঔষধ বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু শেষোক্ত ঔষধালয়টী বাঙ্গালীর অধীন, সুতরাং সেখানে প্রত্যাশানুরূপ ঔষধ বিক্রয় হইতেছে না। এই দুইটী ঔষধালয় ভিন্ন এখানে অন্যান্য বিস্তর ঔষধের দোকান আছে সত্য, কিন্তু ঔষধের মূল্য আশানুরূপ সুলভ নহে। স্থানীয় ডাক্তার বাবুদের ঔষধালয়ে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ও চতুর্গুণ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় হইয়া থাকে, ইহা সাধারণ লোকের সংস্কার। অতএব আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, তাঁহারা লোকের ঐ সংস্কার বিদূরিত

করিতে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট হইবেন, নতুবা তাঁহাদের নিষ্কলঙ্ক নাম ক্রমে কলঙ্কিত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি এখানকার বহুবিবাহপ্রিয় বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের যুবতী স্ত্রী উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। যে দিন উক্ত লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হয়, সে দিন প্রত্যূষে শ্বশুড়ীর সহিত বৌয়ের ঘোর কলহ হইয়াছিল। বৌটী দেখিতে বিলক্ষণ সুশ্রী, এজন্য স্বামীর সহিত তাহার প্রত্যাশানুরূপ প্রণয় জন্মে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিপিনের বিধবা জননী উহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে পুত্রবধূকে তিরস্কার করিতেন, এবং পুত্রকে প্রতি রজনী দাম্পত্য সুখসম্ভোগ করিতে দিতেন না। এরূপ জনশ্রুতি যে, বিপিনের মাতা স্বভাবতঃ "বৌ-কাটকী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এজন্য মনের দুঃখে ও ঘৃণায় বৌটী উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। আমরা আশা করি, বহুবিবাহপ্রিয় বিপিন এবার বিশেষ সতর্কতার সহিত সংসার ধর্ম্ম করিবেন, নতুবা অতঃপর তাঁহার বিবাহ করা সুকঠিন হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

বসন্তকাল আগতপ্রায়, অতএব এ সময়ে কয়েকজন টীকাদারের নিতান্ত আবশ্যক। গত বৎসর বসন্তরোগে বিস্তর নর নারী অকালে কালকবলিত হইয়াছিল, এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান বাবু যদি এই বেলা টীকাদার আনয়ন করেন, তাহা হইলে লোকের সন্তান সন্ততি কখনই বসন্তরোগে অকালে প্রাণত্যাগ করিবে না। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, চেয়ারম্যান বাবু প্রস্তাবিত গুরুতর বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগী হইতে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট হইবেন, নতুবা লোকে তাঁহাকে চন্দ্রশেখর বাবুর ন্যায় দীর্ঘসূত্রী বলিতে কখনই সঙ্কুচিত হইবে না।

মসিদাবাদ।

জমিদারকৃত বাজারে যাহারা দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আইসে, তাহারাই বিক্রয় করিয়া যাইবার সময়ে জমিদারকে যৎকিঞ্চিৎ শুল্ক স্বরূপ দিয়া গিয়া থাকে। ইহাত আমরা দেখিয়া ও শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু যে সকল লোক বাজারে ২।৪ পয়সার দ্রব্য ক্রয় করিতে আইসে, তাহাদিগকে যে শুল্ক দিতে হয়, না আমরা কোন স্থানে দেখিয়াছি, না কাহার মুখে এ কথা শুনিয়াছি। কয়েক দিবস অতীত হইল, আমার এক জন লোক অত্রত্য আমানিগঞ্জ নামক বাজারে এক টাকার যব ক্রয় করিতে গিয়াছিল, সে ব্যক্তি প্রত্যাগত হইয়া বলিল, শুল্ক যদিও আমাদিগকে দিতে হইবে না বটে, কিন্তু এক্ষণে যাহারা আমানিগঞ্জের বাজারে কোন প্রকার দ্রব্য ক্রয় করিতে যাইবে, তাহাকে দিতে হইবে। কারণ ক্রেতার ক্রীত দ্রব্যের শুল্ক গ্রহণ করিলে জমিদারের ভাল হইতে পারে জমিদারকে এইরূপ বলাতে তিনি উপদেষ্টার উপদেশানুসারে উক্ত বাজার বার্ষিক ৬০ টাকায় অহোরুদ্দীন নামক একজন মহাজনকে ইজারা দিয়াছেন। সেই জন্য ইজারদার ইচ্ছামত শুল্ক ক্রেতার নিকট গ্রহণ করিতেছে। প্রথমতঃ আমরা এই কথায় বিশ্বাস করি নাই, পরিশেষে গবেষণায় পরিজ্ঞাত হইলাম কথা অমূলক নহে। এমন কি কেহ এক পয়সার লবণ ক্রয় করিলেও তাহাকে ইজারদারের ইচ্ছানুরূপ শুল্ক দিতে হয়।

লাক্ষ্ণৌ নগরীর ডেপুটী কমিশনর সাহেব মফস্বল পরিদর্শনে আসিয়া কানুনগুইদিগের বার্ষিক কাগজ প্রস্তুত না পাওয়াতে এখানকার তহশীলদার প্রেমনাথ পণ্ডিতকে ৩ মাসের জন্য সস্পেণ্ড করিয়া গিয়াছেন। যে কারণে উক্ত নিরীহ ভদ্র লোককে সাহেব বাহাদুর সস্পেণ্ড করিয়া গিয়াছেন, যদ্যপি তিনি লোকের কথা না শুনিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিতেন; তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি উক্ত ভদ্র লোককে তিনি কোন ক্রমেই সস্পেণ্ড করিতেন না। একজন লোকের দ্বারা ভিন্ন প্রকৃতির দুইটী কার্য্য যে এক সময়ে সমাধা হয় না, ইহা কে না স্বীকার করিবে? তাহা যখন কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে, তখন তহশীলদারের অধীনস্থ কানুনগুইগণের দ্বারা বার্ষিক কাগজ প্রস্তুত ও জনসংখ্যা গ্রহণ করা এক সময়ে কখনই হইতে পারে না। কাগজ গৃহে বসিয়া প্রস্তুত ও জন সংখ্যা দ্বারে দ্বারে গিয়া গ্রহণ করিতে হয়। পক্ষান্তরে জনসংখ্যা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহাতে অপরাপর কার্য্য যে রাখিয়া তাহা অগ্রে করা কর্ত্তব্য তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছিল। এমন অবস্থায় কানুনগুইগণ তাহাদের বার্ষিক কাগজ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে দেখাইতে পারে নাই বলিয়া সাহেবের তহশীলদারকে সস্পেণ্ড করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ না।

বীরভূম।

বীরভূম স্কুলের প্রবেশিকার ফল মন্দ নহে। তবে আরো কতকগুলি বালককে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে দেখিলে আমাদের বড় আনন্দ হইত। শুনিয়াছি এখানে গণিতের চর্চ্চা অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। এ কথাটী সত্য হইলে প্রধান শিক্ষক শিব বাবু এ ত্রুটির পরিহার করেন, ইহা আমাদের প্রার্থনা।

শুনিলাম এখানকার উকীল সম্প্রদায় একটী উকীল-গৃহ নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিতেছেন। এ অনুষ্ঠানটী বড় মন্দ হইতেছে না। এখন অর্থী প্রত্যর্থীদিগকে বৃক্ষতলে উপবেশন করিতে হয়। অনেক সময়ে তাহাদিগকে এ অভাব নিবন্ধন বড় অসুবিধায়ও পড়িতে হয়। আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে অচিরাৎ এ অভাবটীর নিরসন হইয়া যায়।

শুনিয়া সুখিত হইলাম কীর্ণাহারের শিবচন্দ্র বাবু এখন রোগমুক্ত হইয়া সবলকায় হইয়াছেন ও পূর্ব্ববৎ এখন বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যকলাপের দিকে বরাবর আমাদের দৃষ্টি আছে। আমরা আশা করিয়া আছি এক সময়ে তিনি বীরভূমের ভূরি উপকার করিবেন। প্রতি জেলায় এখন এক একখানি সংবাদপত্রের কার্য্য চলিতেছে। এখন আমাদের সানুরোধ প্রার্থনা এই তিনি "দিবাকর" পত্রিকাখানির উদ্ধারসাধন করুন। তিনি বিপুল অর্থের অধিকারী। সেই অর্থের কণামাত্র এ কার্য্যে উৎসর্গ করিলে বীরভূমের একটী স্থায়ী উপকার সাধিত হইয়া যায়। তিনি কার্য্য আরম্ভ করুন, অনেকেই তাঁহার পৃষ্ঠপূরক হইতে সমুৎসুক আছেন।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, রাইপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়টীর অবস্থা অতি মন্দ। সম্পাদক উদয়নারায়ণ বাবুর এটীর প্রতি বড় যত্ন আছে। শুনিতেছি চাঁদাদাতৃগণ একে একে চাঁদা প্রদানে বিরত হইতেছেন। সুতরাং উদয় বাবুর যত্ন কার্য্যকারী হইতেছে না। রাইপুর বীরভূমের একটী প্রধান গ্রাম। অনেকগুলি কৃতবিদ্য লোক আছেন। আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সকলে ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া যাহাতে এটীর বিনাশ সাধন না হয়, তৎপ্রতি মনোযোগী হন।

বোলপুরের নিকটে অজয় নদের পুলটী সাড়ে কয়েক বৎসর হইল ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। এতন্নিবন্ধন বর্ষাগমে লোকের যে কষ্ট হয়, তাহা সহজে রসনা ভিন্ন লেখনীর সহায়ে প্রকাশ করিবার উপায় নাই। বর্ষার এই মাত্র অবসান হইয়া গেল। এ সময়ে সংস্কারকার্য্য আরম্ভ হইলে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে শেষ হইতে পারে। কিন্তু কার্য্য আরম্ভ করে কে? শুনিয়াছি আমাদের নবাগত মাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্স সাহেব অতি অমায়িক লোক। তিনি একটু মনোযোগী হইলে এ কার্য্যটি সম্পন্ন হইয়া যায়। তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণের উপায়

কি? অনুবাদক মহাশয়ের কৃপা ... সাধিত হইবার নহে। অনুবাদক কি সেই কৃপা প্রদর্শন করিবেন?

এবারে ফসল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়াছে। চাউল অতি সামান্য মূল্যে বিক্রীত হই

বিজ্ঞাপন

আগামী ৮ ই ফাল্গুন শুক্রবার, ৯ ই ফাল্গুন শনিবার ১০ ই ফাল্গুন রবিবার দিবসে বোয়ালিয়া ধর্ম্ম-সভার পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক মহাধিবেশন হইবে।

কেশবর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকালপক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃশূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১॥০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রী কৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ।

মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

বিশ্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশত হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বাত, বাধী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৫ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।
গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং
ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মানি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ । "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাম্" [illegible]১ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ২৬ এ মাঘ। ইং ১৮৮০। ৭ ই ফেব্রুয়ারি অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

প্রেরিতপত্র।

[illegible] ঈশ্বর নাই?

[illegible] ও ঈশ্বর[illegible] আমাদের স্বাভাবিক [illegible] উৎপন্ন হইয়া [illegible]। কোন প্রকার [illegible] বা শিক্ষাদ্বারা [illegible] সে জ্ঞান উপা-[illegible] [illegible] প্রকৃতঃ তাহার অস্তিত্বের উপরেই আমাদের পরীক্ষা ও শিক্ষা নির্ভর করিয়া থাকে, [illegible] যদি আমাদের আত্মজ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কখনই কোন বিষয় শিক্ষা করিতে অথবা পরীক্ষা করিতে সক্ষম হইতাম না। আমা-[illegible] কাহাকারও জ্ঞানের [illegible] আত্মজ্ঞান [illegible] পাইয়া থাকে। আমরা এই বিশ্ব পুস্তক পাঠ [illegible] আরম্ভ করিয়া [illegible] কার্য্য-বিশেষের [illegible] জানিতে পারি [illegible] জানিতে পারি যে, [illegible] নিজে ইচ্ছা ও চেতনাবিশিষ্ট পুরুষ; আরও [illegible] পারি যে, আমরা নিজে আমাদের এই শরীরের হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমষ্টি নহি। [illegible] এই আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরজ্ঞান [illegible] পাইয়া থাকে। আমাদের অন্তরে বা প্রকৃতিতে যে [illegible] অনন্তের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা [illegible] অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে, এবং [illegible] আমাদের ঈশ্বরজ্ঞান স্ফূর্তি [illegible] সহায় বলিয়া [illegible] হইয়া থাকে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, [illegible] আমাদের অধিকাংশ যুবক, যাহাদের আপনাকে "[illegible]" [illegible] অভিমান [illegible], [illegible] আত্মার ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস [illegible] ও [illegible] বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। [illegible] "নাস্তিক" বলিলে লোকে গালি বিবেচনা [illegible], কিন্তু সময়ের গুণে এখন আমা-দিগের [illegible] নাস্তিক বলিলে তাহারা [illegible] [illegible] সম্মানিত জ্ঞান করিয়া থাকে! আমরা [illegible] দেশে এরূপই নাস্তিকের দল [illegible] লোকে ধর্ম্মের প্রতি, [illegible] হইয়া [illegible] লোকের ধর্ম্ম ও ঈশ্ব-রের [illegible] তাহারা ধর্ম্মের ও ঈশ্বরোপাসনার [illegible] বলিতে সক্ষম হয়, [illegible] বিধিমতে চেষ্টা [illegible] এই, যাঁহারা আপনা[illegible] দেশের হিতৈষী [illegible] তাঁহারা তদ্বিষয়ে [illegible] উদাসীন [illegible] করিয়া যাঁহারা সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের কথা বলিতেছি না, যাঁহারা সমস্ত নরনারীকে [illegible] আবদ্ধ করিবার জন্য ব্যগ্র, সমস্ত নরনারীকে [illegible] ধর্ম্মামৃত পান করাইবার জন্য উৎসুক, আমরা সেই সকল ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের কথা বলিতেছি। তাঁহারা তাঁহাদিগের নাস্তিক লোকদিগের অবস্থার প্রতি যেরূপ উদাসীন, বোধ হয় সেরূপ আর কেহই নহেন। তাঁহারা দেবো-পাসকদিগকে, ঈশ্বরোপাসক করিবার জন্য, অসচ্চ-রিত্র অধার্ম্মিক ও অভক্ত লোকদিগকে নীতি ও ধর্ম্মপরায়ণ, এবং ভক্তিমান করিবার জন্য, স্ত্রীলোক-দিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে ও বিধবাদিগকে বিবাহ দিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করিয়া থাকেন সত্য,—তাঁহাদের [illegible] এ সকল কার্য্য ও চেষ্টা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, ও প্রশং-সনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই সত্য, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, [illegible], [illegible], ও বিধবা প্রভৃতির অবস্থা [illegible] নাস্তিকের অবস্থা কি সহস্রগুণে শোচনীয় নহে? পরের মঙ্গল করা যদি কর্ত্তব্য হয়, অধিক-[illegible]র দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তির প্রতি অগ্রে সদয় হওয়া যদি কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে নাস্তিককে আস্তিক ও সংশয়াত্মাকে বিশ্বাসী করিবার চেষ্টা পাওয়া কি উচিত নহে? কিন্তু আমাদিগকে এখানে অধিকাংশ [illegible] জানিয়া [illegible] হইতেছে যে, তাঁহারা নাস্তিককে আস্তিক করিবার চেষ্টাকে তত আবশ্যক বিবেচনা করেন না। [illegible] বলেন যে, যে ঈশ্বর মানে না, ধর্ম্ম মানে না, তাহাকে উপদেশ দিতে যাওয়া বা তাহার নিকট প্রচার করিতে যাওয়া বৃথা!! কিন্তু আমরা বলি, এটা [illegible] দলের ভ্রম, অথবা [illegible]। নাস্তিকদিগকে উপদেশ দিতে গিয়া, নাস্তিকের মত খণ্ডন করিতে গিয়া পাছে তাঁহারা নিজে পরাস্ত হন, নিজে নাস্তিক ও সংশয়ী হইয়া উঠেন, বোধ হয়, তাঁহাদের অনেকেই এই ভয়ে নাস্তিকের [illegible] গমন করিতে সাহস করেন না, এবং এই জন্যই তাঁহারা তর্ক, বিচার, ও জ্ঞান চর্চ্চাকে এক প্রকার শত্রুজ্ঞান করিয়া থাকেন। পাঠকেরা জানেন, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তিনটী দল হইয়াছে,—কেশব বাবুর দল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দল, এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের দল। প্রথমোক্ত দল হইতে আজ কাল যে সকল পুস্তক, ও পত্রিকা বাহির হয়, এবং যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে, অবতারবাদ প্রচার ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে পৌত্তলিক ধর্ম্মে, পরিণত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা এবং জ্ঞান চর্চ্চা, প্রভৃতির সহিত তাঁহারা এক প্রকার সংস্রব পরিত্যাগই করিয়াছেন, অনেক দিন হইতেই তাঁহারা জ্ঞানকে স্পষ্টাক্ষরে মহাশত্রু বলিয়াই আসি-তেছেন। তাঁহাদের দল হইতে এক সময়ে এরূপ কথাও বাহির হইয়াছে যে, "জ্ঞান ও বুদ্ধির অনু-শীলন করিলে এই ফল হয়, যে আহারীয় সামগ্রীর বাচবিচার থাকে না, সুরার প্রতি স্পৃহা বৃদ্ধি হয়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ জন্মে, পরকালে অবিশ্বাস হয়।" দ্বিতীয় দল হইতে জ্ঞান ও বুদ্ধি সম্বন্ধে এরূপ অদ্ভুত অথবা অসারের অসার কথা এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহারাও জ্ঞানের প্রতি যে কারণেই হউক, বড় একটা সদয় নহেন। (১) তাঁহাদের দল হইতে এ পর্য্যন্ত এমন কোন একটী উপদেশ, পুস্তক, পত্রিকা বা প্রবন্ধ বাহির হয় নাই, যাহা পাঠ করিয়া কোন প্রকার বিশেষ শিক্ষা লাভ অথবা ঈশ্বর-তত্ত্ব, আত্ম-তত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয় দূর হইতে পারে। তৃতীয় দল অর্থাৎ আদি ব্রাহ্মসমাজের দল জ্ঞানের বড় পক্ষপাতী; তাঁহাদের দল হইতে যে কোন পুস্তক বা পত্রিকা বাহির হয়, জ্ঞানচর্চ্চা ও ঈশ্বর তত্ত্বালোচনা দ্বারা তাহার অধিকাংশ পূর্ণ হইয়া থাকে, নাস্তিকদিগের অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা যথার্থই দুঃখিত, এবং সেই জন্য নাস্তিকদিগের সংশয় দূর করিবার জন্য তাঁহারা সাধ্যমতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাঁহাদের এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থা; তাঁহাদের মধ্যে বড় একটা উৎসাহ বা জীবনের চিহ্ন লক্ষিত হয় না, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা নাস্তিক এবং সংশয়বাদী-দিগের কোন প্রকার উপকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। তবে উপায়? উপায় কি কিছু নাই? ঈশ্বর কি সত্য সত্যই তাঁহার [illegible] যুবক সন্তান-দিগকে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদরূপ নরকে নিমজ্জিত

(১) তাঁহাদের [illegible] এরূপ [illegible] আছে যে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ধর্ম্মপরায়ণতা ও সাধুতাই সর্ব্বের সহায়, তদ্ভিন্ন জ্ঞান, যুক্তি, তর্ক [illegible] প্রয়োজন করে না! কিন্তু একথা যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। ধার্ম্মিক ও সাধু লোক-দিগকে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা সম্মান করিতে পারে, শ্রদ্ধা করিতে পারে কিন্তু যতক্ষণ না তাহারা নিজের [illegible] ধর্ম্মের অসা-রতা অনুভব না করে ততক্ষণ তাহারা কখনই স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া ঐ ধার্ম্মিক ও সাধুদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম গ্রহণ করে না; সুতরাং তাহাদের অবলম্বিত ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে হইলেই জ্ঞান, বিচার, তর্ক ও যুক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। যদি কেবল ধর্ম্মপরায়ণতা ও সাধুতা দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার হইতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হিন্দুধর্ম্মীদিগের দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীর সকল স্থানে প্রচারিত হইত। এ পৃথিবীতে যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মহাজ্ঞানী ছিলেন। ধর্ম্মপ্রচারার্থে জ্ঞান, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সাধুতা ও চরিত্রে বিশুদ্ধতা, এ সকলেরই প্রয়োজন।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন; একণে অনেকানেক যুবকের মুখেই ওকথা শুনিতে পাওয়া গিয়া থাকে। আমরা এই জন্য দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি, আজ যদি কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন যে, "গোময়ের ন্যায় উপাদেয় খাদ্য আর নাই, যাহারা শরীর ও মন সুস্থ রাখিতে, বিশেষতঃ সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রতিদিন একতোলা করিয়া গোময় ভক্ষণ করা উচিত।" তাহা হইলে কল্য হইতেই আমাদের যুবকেরা প্রতিদিন এক তোলার পরিবর্ত্তে তিন তোলা গোময় খাইয়া শরীর ও আত্মার উন্নতি, এবং সভ্যতার একশেষ দেখাইয়া সকল লোককে চমৎকৃত করিয়া তুলেন। যাহা হউক অদ্য এই পর্য্যন্ত।

যমুনীয়া
২৪ এ জানুয়ারি ১৮৮১ } শ্রীভগবতীচরণ দে

তমাকের ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

সোলেনেসী জাতীয় নাইকোটিয়ানা নামক গাছের শুষ্ক পত্র। আমেরিকা, ইউরোপ ও আসিয়া খণ্ডের অধিকাংশ দেশে উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ বিচার গ্রন্থে ৪০ জাতীয় তমাকের গাছ আবিষ্কৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত সমস্ত জাতিই সোলেনেসী মধ্যে গণ্য। ইহার মধ্যে তিন জাতীয় তমাক উৎকৃষ্ট ও প্রধান। ভর্জ্জেনিয়ন, সিরীয়ান ও সিরাজ। ভর্জ্জেনিয়ন তমাকের গাছ প্রথমে সর ফ্রান্সিস ড্রেক ইউরোপ খণ্ডে আনয়ন করেন। এই জাতীয় তমাকের গাছ সকল কখন কখন প্রায় ৫ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। বৃক্ষ সকল কঠিন ও বক্রভাবে হইয়া থাকে। পাতা সকল এক হস্তেরও কিছু বড় হইয়া থাকে। ইহার পুষ্প মঞ্জরী আকারে হইতে দেখা যায়। তিন প্রকার তমাক ইহা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। [illegible] এই জাতীয় তমাকের গাছের স্থানবিশেষ [illegible] হইতেও দেখা যায়।

সিরীয়ান তমাক এই জাতীয় তমাকের গাছের গাত্র হইতে শাখা প্রশাখাদি বহির্গত হইয়া থাকে। প্রত্যেক [illegible] উপরে পৃথক্ পৃথক্ সবুজ বর্ণের [illegible] হয়। ভর্জ্জেনিয়ন তমাকের পত্র সকল যে প্রকার উক্ত [illegible] সংলগ্ন থাকে সিরীয়ান তমাকের পত্র সকল সে প্রকার থাকে না। আমাদের দেশের [illegible] ন্যায় শাখায় সংলগ্ন থাকে। এই জাতীয় তমাকের গাছ ভর্জ্জেনিয়ন তমাকের গাছ অপেক্ষা উচ্চতায় প্রায় এক হস্তেরও কম দৃষ্ট হয়। ইহার গন্ধও তাদৃশ উগ্র নহে। সেই জন্যই ইউরোপীয়েরা ইহার চুরোটকে অত্যন্ত প্রসংশা করিয়া থাকেন। ল্যাটাকিয়া সিরীয়ান তমাক ইহা হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমেরিকা দেশে ইহার প্রথম উৎপত্তি হয়। এক্ষণে অন্যান্য দেশেও উৎপন্ন হইতেছে। ইংলণ্ড দেশের উদ্যান সমূহে প্রতি বৎসর ইহা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই জন্যই বোধ হয় ইহার অন্য এক নাম ইংলিশ তমাক হইয়াছে।

সিরাজ তমাক। পত্রের আকৃতি ও পুষ্পের বর্ণে উক্ত উভয়বিধ তমাক হইতে ইহার পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। এই জাতীয় তমাকের পুষ্প শ্বেতবর্ণের হইয়া থাকে। পারস্য দেশে ইহার প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল। উপরি উক্ত উভয়বিধ তমাক অপেক্ষা ইহার উগ্রতায় লঘুত্ব দৃষ্ট হয়। পারস্য দেশে ইহা মিঠা তমাক বলিয়া প্রসিদ্ধ। লিণ্ডলে নামক সাহেব বলেন এই জাতীয় তমাকে উত্তম চুরোট প্রস্তুত হয় না, তাহার কারণ এই, অগ্নি সংলগ্ন করিলে এই তমাক শীঘ্র ধরে না। অন্যান্য তমাকের ন্যায় ইহা ঔষধার্থে ব্যবহার করিলে তাহার কোন ফল দৃষ্ট হয় না। তমাক চাষের প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা পরিদৃষ্ট হয়।

আমাদের দেশে ফাল্গুন হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত তমাকের জমীতে কৃষকেরা উত্তমরূপে চাষ দিয়া রাখে। নদীয়া, ২৪ পরগণা, যশোহর, রঙ্গপুর, পাবনা, হুগলী, মুরসিদাবাদ বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার লোকেরা তমাকের জমিতে পলিমাটি তুলিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিয়া থাকে। তমাকের জমিতে যদি গোময়, তৃণ, পত্রপচা ও তাহার সহিত প্রতি বিঘায় ৫। ৬ সের লবণ বা সোরা একত্র মিশ্রিত করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উত্তম তমাক উৎপন্ন হইতে পারে। অস্মদ্দেশে তমাক নানাবিধ। পানপুরী, হরিণপালী, হাতিকানী, [illegible], কুপি, শঙ্খনকানী, কালীজিরে, ছোটনা, ভেলেঙ্গি, খড়িয়া, চানা, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি বহুবিধ উৎপন্ন হয়। কৃষকেরা সম্পূর্ণ সসার ভূমিতে উত্তমরূপে চাষ দিয়া তমাকের বীজ বপন করে।

পরে যখন চারাগুলিতে ৩। ৪ টী করিয়া পাতা বহির্গত হয়, সেই সময়ে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ষিত ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া রোপণ করে। যখন গাছগুলির ১২ ১৩ টী করিয়া পাতা বহির্গত হয়, সেই সময়ে কৃষকেরা গাছের অগ্রভাগটী ভাঙ্গিয়া দেয়। আর প্রত্যেক পাতার গোড়া হইতে অন্যান্য যে সকল পত্র বহির্গত হয়, তাহাও প্রতি সপ্তাহে ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে। এই প্রকার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহার দ্বারা গাছের নির্দ্দিষ্ট পত্রগুলি অত্যন্ত মোটা হয়, আর কিছু উগ্রত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট পাতাগুলি পাকিয়া উঠিলে, এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা আর না থাকিলে গাছের গোড়ার দিক হইতে ক্রমশঃ পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া লয়। এ দেশে প্রতি বিঘায় ছুই পাটি হইতে ৭। ৮ পাটি পর্য্যন্ত তমাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহাজনেরা ছুই পাটি তমাককে এক ছালা কহিয়া থাকেন। প্রত্যেক ছালা ২০ টাকা হইতে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। আমাদের দেশে ইহার চাসের আয় হইতে ব্যয় বাদ দিলেও প্রতি বিঘায় ৮০। ৯০ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

ইউরোপ খণ্ডে সজল ভূমিতে উত্তমরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্থানবিশেষে এবং জাতি বিশেষে এই উদ্ভিদের আকার উচ্চ ও অনুচ্চ দৃষ্ট হয়। এমন কি কোন কোন দেশে ইহার গাছ সকল দশ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে ছুই হস্তেরও অনধিক উচ্চ দৃষ্ট হয় না।

ব্রিটনে যদি গবর্ণমেণ্টের অনুমতি থাকিত তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে তমাক উৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে সাধারণের তমাক উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা নাই। যদি কাহারও তমাক চাষ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া করিতে হইবে।

প্রেস্‌কট্‌ নামক সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত (টোবক্ক এণ্ড ইটস্ এডলটারএন্স) নামক পুস্তকে পৃথিবীর কোন্ কোন্ স্থানে তমাক উৎপন্ন হয় এবং কি প্রকারে ব্যবহৃত হয়, তাহা নির্ণয় করিয়া লিখিত হইয়াছে, আমরা এস্থলে তাহার তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ইউরোপ—জর্ম্মণি, হলণ্ড, ইউরোপীয় তুরস্ক সালোনিকা, ইংলণ্ড; এসিয়া,—চীন, পূর্ব্ব ভারতসাগরীয় দ্বীপ শ্রেণী, ল্যাটাকিয়া, আসিয়াটিক তুরস্কের কোন কোন অংশ, পারস্যের—সীরাজ, লুজন দ্বীপের ম্যানিলা নামক স্থানে এবং ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ। উত্তর আমেরিকা—ভর্জ্জেনিয়ন, কেণ্টকি, মেরিল্যাণ্ড। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—কিউবা, হেটী পোর্টেরিকো। দক্ষিণ আমেরিকা—ভারিনস, ব্রেজিল, কলম্বিয়া, এবং কিউমানা।

কিউবা, হাবিনা, কলম্বিয়া হইতে তমাকের পত্র আইসে। কলম্বিয়া, ভারিনস ও কিউমানার চুরোট অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিউবা, হাবিনা, কলম্বিয়াই ভারিনস, কিউমানার, তমাক পত্র সকল পীতবর্ণের আভাযুক্ত হইয়া থাকে। ভর্জ্জেনিয়ান, কেণ্টকি, মেরিলণ্ডের তমাক পাইপে

কিছু অতি সামান্য জীবনী শক্তি ছিল তাহাও হ্রাস হইয়াছিল। যথার্থ কথা বলিতে না দিলে স্বভাবতঃ মনুষ্যের মনে যে বিকার জন্মে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যে সম্যক্‌রূপে তাহা বুঝিয়াছেন একথা বলাই বাহুল্য। ভারতবাসিদিগের অদৃষ্ট-দোষে লর্ড রিপন এদেশে পদার্পণ করিয়াই অসুস্থ হইয়া ছিলেন, তাই তিনি ভারতবাসিদিগের উন্নতির ব্যাঘাতকারী পথগুলি দমন করিতে পারেন নাই। তিনি যেরূপ উদারমনা ও কর্ত্তব্যপরায়ণ তাহাতে তিনি কখনই লর্ড লিটনের ন্যায় ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ভারতের উপকার-সাধনে নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। ইনি যেরূপ বিচক্ষণ তাহাতে যে কাহারও কলের পুত্তল হইবেন তাহাও আমাদিগের বোধ হইতেছে না। তিনি অকৃত্রিমতা ও অমায়িকতা গুণে আপনিই ভারতবাসিদিগের উন্নতি-রোধক পথগুলির বিশেষ বৃত্তান্ত জানিয়া লইবেন এবং তাহা উন্মুক্ত করিয়া ভারতবাসিদিগের যে যশোভাজন হইবেন সে বিষয়েও সংশয় নাই। তিনি ভারতে প্রথম পদার্পণ করিয়াই যে যে স্থানে গিয়াছেন, সেই সেই স্থানের লোকের মুখে তাহাদিগের উন্নতির প্রতিরোধক যে যে বিষয় শুনিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার চিত্ত দয়ার্দ্র হইয়াছে এবং তাহাতেই তিনি দ্রবীভূত হইয়া, তাহাদিগের ক্রন্দনে সকরুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাহার কোন প্রতিবিধান করিবেন বলিয়া শান্তনা বাক্যে আশ্বস্ত করিয়াছেন। যিনি এইরূপ মহামনা, তিনি যে ভারতবাসিদিগের সুখের নিদান হইবেন তাহা অসম্ভাবিত নহে। তিনি যে ভারতবাসিদিগের উন্নতির জন্য নূতন নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত করিবেন তাহাও আশ্চর্য্যের নহে। যে যে উপায়ে ভারতের মঙ্গল হইতে পারে পশ্চাতে আমরা সেই সেই উপায়ের উল্লেখ করিব। বর্ত্তমানে কনসরবেটিবদিগের অনুষ্ঠিত ভারতবাসিদিগের উন্নতির পথ-রোধক কারণগুলির তিরোধান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। উচ্চশিক্ষার বহুল প্রচার, এদেশীয়দিগকে ইউরোপীয়দিগের সহিত সমভাবে পদ প্রদান, লাইসেন্স টাক্স উঠাইয়া দেওয়া, সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদিগের বয়োবৃদ্ধির নিয়ম করা ও এদেশে ঐ পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করা, ইংলণ্ড, রাজ্য বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ করিয়া ভারতবাসিদিগের স্কন্ধে অযথা ব্যয়ভার না চাপান দেশীয়দিগের দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে সেই কার্য্যে অধিক বেতনে ইউরোপীয় নিযুক্ত করিয়া অনর্থক ভারতের বহুল অর্থ নাশ না হয় তাহার কোন বন্দোবস্ত করা। সর্ব্বাগ্রে এই কার্য্যগুলির অনুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে মহানুভব। লর্ড রিপন উক্ত আইনের অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়া তুলিয়া দিলেন। কিন্তু লর্ড লিটন যখন ভারতের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন তিনি রাজস্ব-মন্ত্রী ষ্ট্রাচি প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির কথায় পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া ঐ আইনটীর সৃষ্টি করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। যাঁহাদিগের উদ্যোগে ঐ আইনটী হইয়াছিল লর্ড রিপন তাঁহাদিগের সম্মুখে তাহা উঠাইয়া দেওয়াতে ভারতবাসীরা যে কত আনন্দিত হইয়াছেন তাহা তাঁহারা দেখুন। শাসনকর্ত্তার প্রজারঞ্জকতাগুণ না থাকিলে কোন বিষয়েই সুবিধা হয় না। সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিলে অথবা একটু ক্রোধ সম্বরণ করিলে যদি লক্ষ লক্ষ লোকের মঙ্গল সাধিত হয় তাহা করা কি শাসনকর্ত্তার কর্ত্তব্য নহে? আর তাহা করিলে তিনি কি প্রজাগণের অনুরাগ-ভাজন হন না?

উপসংহারে পাঠকগণের নিকটে বিনীত বচনে আমাদিগের বক্তব্য এই, আমরা বড় দুঃখিত হই-তেছি মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনটী একা গেল না, লর্ড লিটন প্রভৃতি কয়েকজন মহাপ্রাজ্ঞের কীর্ত্তিকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

হাইণ্ড সাহেব পুনরায় সমর-ক্ষেত্রে।

ইংরাজেরা বাহুবলে যে বিশাল রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছেন এবং অনুপম উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে পৃথিবীময় বাণিজ্য বিস্তার করিয়া যে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন তাহা তাঁহাদের প্রকৃত মহত্ত্ব গৌরব ও মহিমার কারণ নয়। বালকেরা যেমন চাকচক্যশালী ভঙ্গ-প্রবণ চিক্কণ পদার্থ দেখিয়া মোহিত হয়, তেমনি মূঢ়-ব্যক্তিরা ইংরাজদিগের ঐ সকল সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া মোহিত হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক ইংরাজ জাতির প্রকৃত মহত্ত্বের কোন উচ্চতর কারণ আছে। ঐ জাতির কতকগুলি লোকের ন্যায়পরতা, দুর্ব্বলের প্রতি দয়া ও অপক্ষপাতিতাদি গুণ সেই কারণ। সময়ে সময়ে ইংরাজেরা জাতি-সাধারণে ঐ সকল মহামনা ব্যক্তির মতের যে অনুসরণ করিয়াছেন তাহাতেই ঐ জাতির চিরকালের জন্য অসামান্য মহত্ত্ব ও খ্যাতি লাভ হইয়াছে। কয়েকজন মহামনা ব্যক্তির মতানুসারী হইয়া ইংরাজেরা যে দাস-ব্যবসায় রহিত করিয়াছেন তাহাতে ইংরাজ জাতির যেপ্রকার মহত্ত্ব লাভ হইয়াছে সহস্র সহস্র ভারতবর্ষ জয় করিলেও সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। আজও যে ঐ জাতির মহিমা ও গৌরব রক্ষা হইতেছে তাহাও ঐরূপ কয়েকজন মহামনা ব্যক্তির গুণে। যাঁহারা নিতান্ত স্বার্থপরভাবে উন্নত স্বজাতির অধিকতর উন্নতির চেষ্টা করেন তাঁহারা ইংরাজ জাতির গৌরবের কারণ নন। এখনও যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে দুর্ব্বলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে উন্নত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন তাঁহারা ইংরাজ জাতির যথার্থ গৌরবের কারণ। দরাফ খাঁ এই বলিয়া গঙ্গার স্তব করিয়াছিলেনঃ—

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
সতরতি নিজ পুণ্যৈ স্তত্র কিন্তে মহত্ত্বং।
যদি চ গতি বিহীনং তারয়েঃ পাপীনং মাং
তদপি তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বং॥

হে মুনি-কন্যে গঙ্গে! তুমি যদি পুণ্যবানকে তরাও তাহাতে তোমার কিছুই মহত্ত্ব নাই, কারণ পুণ্যবান ব্যক্তি নিজ পুণ্যবলে তরিয়া যায়। যদি গতিবিহীন পাপী আমাকে উদ্ধার কর, তাহা হইলেই তোমার মহত্ত্ব,আর সেই মহত্ত্বেই মহত্ত্ব।

ভগবান অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন,

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥"

হে কুন্তিপুত্র! তুমি দরিদ্রকে প্রতিপালন কর, ধনবানকে ধন দিও না, পীড়িত ব্যক্তির ঔষধে আবশ্যক, নীরোগ ব্যক্তির ঔষধে কি প্রয়োজন?

যাঁহারা অধীন দরিদ্র-ভারতবর্ষকে শোষণ করিয়া ধনী ইংলণ্ডের উদর পূরণ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা ইংলণ্ডের গৌরব নন। তাঁহারা ইংলণ্ডের কলঙ্ক স্বরূপ কিন্তু যাঁহারা ভারতবর্ষকে দীন, দরিদ্র ও দুর্ব্বল, ভাবিয়া ইহাকে সস্নেহ নয়নে দর্শন করিয়া নিঃস্বার্থভাবে ইহার উন্নতি সাধন চেষ্টা করেন, তাহারাই ইংলণ্ডের গৌরব স্বরূপ। হাইণ্ড সাহেব শেষোক্ত দলের অন্তর্নিবিষ্ট। আজ কাল অনেকে ভারতকে সচ্ছল অবস্থা সম্পন্ন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা ভিতরের খবর জানেন না। সস্তা বিলাতী কাপড় ও ছাতা হইয়াছে। ১৵০ আনা ১॥০ সিকা হইলে একটী ছাতা ও এক জোড়া কাপড় হয় এবং এই সস্তা পাইয়া চাষারা পর্য্যন্ত ছাতা মাথায় দেয় ও পরিষ্কার কাপড় পরে। এই দেখিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন ভারতবর্ষ সচ্ছল হইয়াছে কিন্তু তাঁহারা যদি চাষাদিগের আহার দেখেন, নিঃসন্দেহ এ সিদ্ধান্তের বিপর্য্যয় হইয়া যায়। তাঁহারা যদি ভিতরের খবর না নিতে চান,তাহা হইলেও আমরা এই কথা বলি, ভারতবর্ষ যত সচ্ছল, এক দুর্ভিক্ষে তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। এক বৎসর যদি অনাবৃষ্টি হইয়া দুর্ভিক্ষ হয়, অমনি ভারতে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল এই কি ভারতের সচ্ছল অবস্থার লক্ষণ? হাইণ্ড সাহেব ভারতের দরিদ্রতার যে কারণ নির্দ্দেশ

করিয়াছেন অদ্য তাহা পাঠকগণের গোচর করা আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ইণ্ডিয়া টাইমসের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন, হাইণ্ড সাহেব এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, দীর্ঘকালীন অনুন্নতির পর যে উন্নতির আশা করা যায় ১৮৮০ অব্দের হিসাব সে উন্নতির সাক্ষী নয়। তিনি ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকগণকে এই বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন ভারতবর্ষ এত দরিদ্র কেন? যেখানে শান্তি, সুশৃঙ্খল ও উত্তম শাসন-প্রণালী বিদ্যমান সেখানে তাহার নৈতিমত ফলোৎপাদন না হয় কেন? হাইণ্ড সাহেব বিশেষ প্রমাণ দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, ১৮৮১ অব্দের ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল সভা, ইংলণ্ডের হিসাবে ১১০০০০০০০ টাকার কম ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করিবেন না। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে টাকা ভারত হইতে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবেন তাহা গণনায় ৫০০০০০০০ টাকা হইবে। বর্তমান বর্ষে জাহাজ ভাড়া সুদ প্রভৃতি বাদে কেবল কৃষিজাত দ্রব্য ২৪০০০০০০০ টাকার কম ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু উহার প্রতিশোধস্বরূপ কিছুই দেন নাই। ফসেট সাহেব নিশ্চিতরূপে দেখাইয়াছেন; খরচ খরচা বাদে ভারতবর্ষের ৪০০০০০০০০ টাকা আয়। যে দেশের এই আয় তাহা হইতে যদি উল্লিখিত টাকা ইংলণ্ডে গেল, তাহাই কি ঐ দেশের দারিদ্রের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ নয়? ইহাও যেন স্মরণ থাকে, ইংলণ্ড কেবল যে এই বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে ঐ টাকা গ্রহণ করিলেন, তাহা নয়, গত ২০ বৎসর ক্রমিক ইংলণ্ড ২০০০০০০০০ টাকা বর্ষে বর্ষে গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যাপারের পর ভারতবর্ষ যে কেন দরিদ্র হইয়াছে তাহা বুঝিয়া কে বিস্ময়াপন্ন হইতে পারে? কেবল ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া আফিসই বিস্ময়াপন্ন হই। তাহারা উক্তরূপ ক্যাবেন, ইহার অর্থ কি? হাইটেন সম্প্রতি গত বৎসর স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন যে, কোন ভারতবর্ষীয় রাজনীতিজ্ঞ, চিন্তাশূন্য হইয়া এই অর্থশোষণের বিষয় দেখিতে পারেন?" ইত্যাদি।

যাঁহারা বলেন ভারতবর্ষ হস্তে রাখিয়া ইংলণ্ডের কোন লাভ নাই। তাঁহারা হাইণ্ডম্যান সাহেবের বাক্যে কি উত্তর দেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহাদের কি এই ইচ্ছা, যে ভারতবর্ষে কিছু না থাকে, ভারতবর্ষ যে প্রকার উর্ব্বর ও ভারতবাসিরা যে প্রকার মিতব্যয়ী ও মিতাচারী ও সামান্য অশন বসনে তুষ্ট, উত্তম রাজার অধীনে ইহাদের কোন প্রকার কষ্ট থাকিবার সম্ভাবনা নয়। পূর্ব্বে শাসন-প্রণালীর বিশৃঙ্খলা থাকাতে প্রজার যে কষ্ট ছিল, তাহা এখন নাই। তবে কেন ভারতবাসির কষ্ট? ইংলণ্ড বর্ষে বর্ষে যে অর্থ গ্রহণ করেন, হাইণ্ডম্যান সাহেব যাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, সেই টাকা যদি ভারতবর্ষে থাকিত তাহা হইলে কি ভারতবাসির কষ্ট থাকিত? আমরা একটী আশ্চর্য্য দেখিতেছি, ধনীর উদর কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না। ইংলণ্ড ভারতের যত অর্থ গ্রহণ করিতেছেন ততই তাঁহার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইতেছে, পক্ষান্তরে ভারত ইংলণ্ডের উচ্ছিষ্টাবশিষ্ট যাহা কিছু পাইতেছেন, তাই লইয়া গুচাইয়া দুঃখের ভাত সুখ করিয়া খাইতেছেন, কিন্তু কতকগুলি ধনলুব্ধ ইংলণ্ডবাসির তাহাও সহ্য হইতেছে না। উঁহারা ভারত শরীরের কোন স্থানে রক্ত আছে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া সেইখানে শিঙ্গা বসাইবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন। এত টাকা যদি ভারতের ধনাগার হইতে ইংলণ্ডে না যাইত, তাহা হইলে ভারতের অর্থকৃচ্ছ্র দশা বলিয়া শোক করিতে হইত না, এবং নূতন প্রকার ট্যাক্সের কোন অনুসন্ধান করিতে হইত না।

আশাম প্রভৃতি প্রদেশে মজুর প্রেরণের আইন।

গবর্ণমেণ্ট যে যে বিষয়ে আইন করেন তাহার বিধি ও নিষেধ-বিষয়ে তাঁহার অনুমোদন ও প্রকারান্তরে যে হস্তাবলম্বন আছে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। গবর্ণমেণ্ট আইন করিলেন বেহারের দাক্তারখানাগুলি বাঙ্গালিদিগকে না দিয়া বেহারিদিগকে দিতে হইবে। ইহাতে বিধি ও নিষেধের অনুমোদন ও উভয় বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দানের আভাস প্রকাশ পাইতেছে। রাজপ্রতিনিধিগণ যদি বেহারিদিগকে রাজপদ দান বিষয়ে সাহায্য না করেন, তাহারা নিঃসংশয় অধিকারে বঞ্চিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট যে বিষয়ের আইন করেন সে বিষয়ে তাঁহার সাহায্যদান প্রাপ্ত হইল, যদি প্রমাণ হইল তবে যে বিষয়ে সাহায্য-দানে দোষ আছে, গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে আইন করা উচিত হয় না।

আমরা আশাম "প্রভৃতি প্রদেশে মজুর প্রেরণ বিষয়ক আইনটী লক্ষ্য করিয়াই এ সকল কথা বলিতেছি; ১৮৭৩ অব্দের ৭ আইন নামে [illegible] একটী আইন হয়। ১৮৮০ অব্দের ১৩ ই ডিসেম্বর বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সেই আইনটির সংশোধনার্থ এক কমিশন নিয়োজিত করেন। কমিশন স্বমত জ্ঞাপন করিয়া রিপোর্ট দিয়া সেই রিপোর্ট সাধারণের গোচরার্থ ২৬ এ জানুয়ারির কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশন ঐ আইনটী যেরূপে করিয়াছেন, আইনটী সেরূপে হওয়া আমাদিগের অনুমোদিত নহে। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরে বলপ্রয়োগকারিতা অপরাধে অপরাধী হইতেছেন।

উপনিবেশে উৎসাহ দান গবর্ণমেণ্টের অকর্ত্তব্য নয়। চিরকালই উপনিবেশ করিবার রীতি আছে। দেশ মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক হইলে অতিরিক্ত লোক লইয়া নির্জ্জন প্রদেশে বসতি করান হইয়া থাকে। কালীদাস হিমালয়ের বর্ণনকালে হিমালয়ের এই বিশেষণ দিয়াছেন—

"স্বর্গাভিষ্যন্দ বমনং কৃত্বে বোপনিবেশিতং।"

স্বর্গের অতিরিক্ত লোক লইয়াই যেন হিমালয়ে উপনিবেশ করা হইয়াছে।

কুমারসম্ভবের টীকাকার মহোপাধ্যায় মল্লিনাথ এস্থলে প্রসিদ্ধ নীতি-গ্রন্থকার কৌটিল্যেরও উপনিবেশ সংক্রান্ত একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু সেই উপনিবেশে, আর আশাম প্রভৃতি প্রদেশে মজুর প্রেরণে বহু অন্তর। সেই উপনিবেশের বাসকারীরা স্বাধীনভাবে ভূমির কর্ষণ বপনাদি কার্য্য সম্পাদন ও বাণিজ্যাদি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সেই স্বাধীন বাসকারিদিগের যত্নে, সেই নূতন উপনিবেশস্থান শীঘ্র উন্নতিশালী হইয়া উঠে। কিন্তু আশাম প্রভৃতি প্রদেশে যে উপনিবেশ নয়, এখানে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ সাধনার্থ স্বাধীন জীবনসম্পন্নদিগকে গো গর্দ্দভ পশুর ন্যায় আইনরূপ দৃঢ় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। সেখানে তাহারা চা-ক্ষেত্রের অধিকারিদিগের ইচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া পশুর মত খাটিয়া থাকে। আইন কর্ত্তারা কহিতেছেন, যে চা-কর যে মজুর কে লইয়া যাইবে তাহার [illegible] তাহাকে [illegible] কষ্ট করিতে [illegible] এ [illegible] দণ্ডনীয় হইবে। [illegible] নিয়ম করিবার কারণ এই, [illegible] চা-করেরা মজুর লইয়া [illegible] করিয়া থাকে। একজন যদি একটী মজুর লইয়া [illegible] আর একজন চা-কর তাহাকে [illegible] নিজ ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল।

আইনে এই কথা [illegible] স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, চা-ক্ষেত্রের মজুরের স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার কোন অধিকার নাই। এই বল প্রয়োগকারিতা বিষয়ে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করা হইতেছে। এটী সহৃদ্ভিশালী ন্যায়পর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উচিত নয়। গবর্ণমেণ্টের এইরূপ আইন করাই সঙ্গত যে, চা-ক্ষেত্রে যে সকল মজুর নীত হইবে, চা-করেরা তাহাদের উপরে অত্যাচার করিতে না পারে, তাহাদিগকে কদর্য্য আহার দিয়া কিম্বা [illegible]

বাস করাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত করিতে না পারে, তাহার তত্ত্বাবধান করা একান্ত কর্ত্তব্য। সে নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের যে আইন করা উচিত, তাহা করা বিধেয়। কিন্তু চা-ক্ষেত্রে গিয়া মজুর যে স্বেচ্ছানুসারে চলিতে পারিবে না, তাহার আইন করা উচিত হয় না। যদি কোন চা কর মজুরকে টাকা দিয়া থাকে, দ্বিতীয় চা কর সে টাকা পরিশোধ করিবে।

যদি বল প্রথম চা-করের কি লাভ হইল, সে মজুরকে লইয়া গেল, সে মজুর যদি অন্যত্র চলিয়া যায়, সে যে প্রথমে কষ্ট ও চেষ্টা পাইয়া ও অর্থ ব্যয় করিয়া মজুর সংগ্রহ করেন, তাহার কি ফল হইল? তদুত্তরে আমরা বলি, গবর্ণমেণ্ট যখন চাক্ষেত্রে মজুর যোগাইবার ভার প্রকারান্তরে গ্রহণ করিতেছেন। তখন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, অসমর্থ মজুরদিগকে টাকার দাদন দিয়া শেষে চা-করদিগের নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়া লন। মজুর যে চাক্ষেত্রে অধিক বেতন পাইবে, সেই খানেই সে কাজ করিবে। গবর্ণমেণ্ট, চাক্ষেত্রে মজুর সরবরাহ করিবার ভার গ্রহণ করিলে এই একটী লাভ হইবে যে অনেক অজ্ঞ মজুর প্রলোভনে পড়িয়া যে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হয়, সেই প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার ভাগ অল্প হইয়া আসিবে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যবিবরণ
শিক্ষা বিভাগ।

সার চারেল্‌স উড ভারতবর্ষে বিদ্যাশিক্ষা বিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৫৪ অব্দে যে শিক্ষা সংক্রান্ত পত্র প্রেরণ করেন তাহার উদ্দেশ্য এই, গবর্ণমেণ্ট ক্রমে শিক্ষাকার্য্য হইতে হস্ত সঙ্কোচ করিবেন এবং দেশীয় লোকেরা স্ব স্ব সন্তানাদির শিক্ষা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন। সেই উদ্দেশ্য ক্রমে সুসাধিত হইয়া আসিতেছে। ১৮৭৯-৮০ অব্দে গবর্ণমেণ্ট কার্য্যবিবরণে দৃষ্ট হইল, গবর্ণমেণ্টের ছয়টী স্কুল কমিয়া গিয়াছে এবং সাহায্যকৃত ৩১টী স্কুল বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্যদিকে গবর্ণমেণ্টের স্কুল সম্বন্ধে ব্যয় সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ লিখিত হইয়াছে, যেপর্য্যন্ত শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই অবধি এই পর্য্যন্ত ব্যক্তিবিশেষ শিক্ষা সম্বন্ধে যত টাকা দান করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহাদিগের কৃত গত বৎসরের দান গবর্ণমেণ্টের দানকে অতিক্রম করিয়াছে। কালেজ সংক্রান্ত গবর্ণমেণ্টের ব্যয় শতকরা ৫৫ হইতে ৩১ হইয়াছে। কলেজ ভিন্ন অন্য বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় শতকরা৩৫ হইতে ৩১ হইয়াছে, এবং ক্যাম্বেল সাহেবের পাঠশালার ব্যয় শতকরা ২৮ হইতে ২৫ হইয়াছে। কেবল বিশেষ শিক্ষাসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া শতকরা ৮২ হইয়াছে।

একাউণ্টেণ্ট জেনারল ব্যয়ের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বিষয়	১৮৭৯-৮০ অব্দে আনুমানিক ব্যয়	১৮৭৯৮০ অব্দে বাস্তবিক ব্যয়
	টাকা	টাকা
তত্ত্বাবধান	৩৯১০০০	৪২৭৬০৪
গবর্ণমেণ্ট কলেজ ও মাদ্রাসা	৪৬৬০০০	৪৪৬৮১৭
গবর্ণমেণ্ট স্কুল	৬১৪০০০	৬০৭০৬৫
সাহায্যকৃত বিদ্যালয় ও উচ্চ-শ্রেণীর স্কুল	৪৫০০০০	৪১৯২২৬
প্রাথমিক শিক্ষা	৪০০০০০	৩৮৮৬৩৬
ছাত্রবৃত্তি	১৫৬০০০	১৪৬১৫৫
অন্য প্রকার	৪৬০০০	৩৭৬৫৭
মোট	২৩২৩০০০	২৪৭৫১৬০
আয় বাদ	৪৫০০০০	৪৫০৭৪৫
গবর্ণমেণ্টের খাটি ব্যয়	২০৭৩০০০	২০২২৪১৫

গবর্ণমেণ্টের নিজের বিদ্যালয় ও সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা।

	১৮৭৯।		১৮৮০।	
	স্কুল।	ছাত্র।	স্কুল।	ছাত্র।
গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও কালেজ	৩০৭	২৮৪২৭	৩০১	২৯৩৩২
সাহায্যকৃত বিদ্যালয়	১৯৭৭	৮৩২৮১	১৭০৮	৮০০০৫
সংস্কৃত পাঠশালা	২৮১	১১৩৮৭	২৮০	১২৭৪৫
প্রাথমিক স্কুল	২৪৯২৪	৪৮০১২৮	৩০৪১৪	৫৮২৩০২
রেজিষ্টারী নাহিলেও গবর্ণমেণ্ট				
সাহায্য নাই	৬৯০৭	১১৪০৯৯	৬৩১৭	১০৬৯৪৬
মোট				

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৮ এ জানুয়ারি। ট্রান্সভেয়াল হইতে সংবাদ আসিয়াছে ইংরাজদিগের অল্প সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য ল্যাঙসক নামক স্থানে বোয়ার্সদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু বিস্তর ক্ষতির সহিত পরাভূত হইয়াছে।

বোয়ার্সেরা যেখানে আড্ডা করিয়াছে তাহার তিন মাইল দূরে সার জর্জ কলে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি শত্রুদিগকে আক্রমণের পূর্ব্বে নূতন সৈন্যের সাহায্য প্রতীক্ষায় তথায় রহিয়াছেন।

লণ্ডন ২৯ এ জানুয়ারি। ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন, কান্দাহার ইংরাজরাজ্যভুক্ত করা হইবে কি না যে পর্য্যন্ত তাহা স্থির হইতেছে, সেপর্য্যন্ত তথায় রেলওয়ে প্রস্তুত করার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইবে না।

লর্ড ওয়াস্তেনি লর্ডদিগের হাউসে একটী রেজলিউসন দিয়া কান্দাহার ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছেন। লর্ড এনফিল্ড গবর্ণমেণ্টের নীতির পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর রেজলিউসন তুলিয়া লইয়াছেন।

লণ্ডন ৩০ এ জানুয়ারি। ফর্ষ্টার সাহেবের কৃত আইনের পাণ্ডুলেখ্য লইয়া কমন্স হাউসে বাদানুবাদ হইয়া পুনরায় তর্ক বিতর্ক বন্ধ হইয়াছে। গত কল্য গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন আয়র্লণ্ডে অত্যাচার ও ল্যাণ্ডলিগ তুল্যরূপে বৃদ্ধি হইতেছে।

ল্যাঙসক নামক স্থানে ইংরাজ সৈন্যগণ যাহাতে বোয়ার্সদিগকে আক্রমণ করে তাহাতে কর্ণাল ডীন, মেজর পোলি, লেপ্টেনণ্ট রবার্ট হামণ্ড এলউইজ ও তাঁহার অনুচরবর্গ ও লেপ্টেনান্ট বাইলি হত এবং মেজর হিঙ্গেষ্টন, কাপ্তেন লভগ্রোভ ও লেপ্টেনান্ট ও ডোনেল আহত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সৈন্য প্রভৃতিতে ১৬০ জন হত ও আহত হইয়াছে।

এক ব্যক্তি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া বলিয়াছেন, বোয়ার্সের আহত লোকদিগকেও বধ করিয়াছে।

লণ্ডন ৩১ এ জানুয়ারি। নেটাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ক্রুকে ডউন নামক জাহাজ ৮৩ ও ৯২ নম্বর সৈন্যদলকে লইয়া দরবানে উপনীত হইয়াছে।

ষ্টাণ্ডার্ড বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনটী উঠাইয়া দিবেন।

টমস কারলাইল শয্যাগত পাড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩০ এ জানুয়ারি। এজেন্সি রুশি বলিয়াছেন, আতেকের তুরকোমানদিগের সম্বন্ধে রুশের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সেনাপতি স্কবেলফের বিবেচনানুসারে করা হইবে।

লিস্‌বন ৩০ এ জানুয়ারি। পর্ট্টুগালের ডেপুটী চেম্বার্স সভা পোর্টুগালের মধ্যস্থতা দ্বারা ট্রান্সভেয়ালের গোলযোগ নিষ্পত্তির প্রস্তাব লইয়া মহা আন্দোলন করিয়াছিলেন।

লণ্ডন ৩১ এ জানুয়ারি। ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন, ইংরাজ সৈন্যগণ কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলে পর, কাবুলের ন্যায় তথায় ও একজন দেশীয় লোককে প্রতিনিধি রূপে রাখিবার সঙ্কল্প আছে।

বিদেশীয় কার্য্যের অণ্ডর সেক্রেটরি প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন, গ্রীক সীমাসংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসার জন্য যে কনফরেন্স সভা করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর কোন উচ্চ বাচ্য হয় নাই। দূত প্রেরণ দ্বারা সন্ধি করিবার চেষ্টা হইতেছে। এ বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যেরূপ মত তাহার

কিছু পরিবর্ত্ত হয় নাই। অগুর সেক্রেটারির বিশ্বাস দূত প্রেরণ দ্বারা মীমাংসা করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে রাজগণ উদ্যোগী হইয়া বিনা গোলযোগে উক্ত প্রস্তাবের মীমাংসা করিবার চেষ্টা পাইবেন।

সংগ্রাম-কার্য্যের ষ্টেট সেক্রেটারি প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন, ১৫৫৪ জন সৈন্য ভারতবর্ষ হইতে দর্কানে উপনীত হইয়াছে। জিবরলটার হইতে যে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহারা কল্য তথায় উপনীত হইবে। ১০ ই ফেব্রুয়ারি আর কতকগুলি সৈন্য তথায় যাইবে। সমুদায়ে তথায় ৪৫০০ নূতন সৈন্য যাইতেছে।

বোয়ারদিগের মধ্যে যাহারা কোন অত্যাচার করে নাই, সভ্য জাতির সহিত যুদ্ধকালে তাহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, উহাদিগের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা হইবে। বণকাসীদিগের বশ করিবার কোন অধিকার আছে, কি না [illegible] সম্বন্ধে কোন কথাই [illegible] নাই।

লণ্ডন ১ [illegible] ফেব্রুয়ারি। [illegible] আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহসূচক [illegible] প্রচার করিয়াছে। পুলিষকে [illegible] আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের [illegible] করিবার জন্য [illegible] এক সভা হইয়াছিল।

লর্ড [illegible] বল [illegible] উপায় গ্রহণের [illegible] হইয়াছে [illegible] বাদানু বাদ হইয়া গিয়াছে।

গ্লাডষ্টোন সাহেব [illegible] সহিত [illegible] কার্য্য করিবেন [illegible] তিনি [illegible] স্বতন্ত্র [illegible] করিয়াছেন। হোমরুলারেরা [illegible] আচরণ করিতেছেন।

[illegible] গ্রীসের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে [illegible] করিলেন।

এম কমনডুরাম বলিয়াছেন, [illegible] দ্বারা গ্রীসের সীমানির্দ্দেশ [illegible] মীমাংসা হইলে গুরুতর অনিষ্ট [illegible], এবং রাজগণের মধ্যবর্ত্তিতা দ্বারা মীমাংসার প্রস্তাবে অনেক সুবিধা ছিল।

লণ্ডন ১ লা ফেব্রুয়ারি। কমন্স হাউসে হোমরুলারদিগের মতের প্রতিবাদ করা হইতেছে। সোমবার বৈকালে যে সভাধিবেশন হইয়াছে অদ্যাপিও তাহা ভঙ্গ হয় নাই।

লণ্ডন ২ রা ফেব্রুয়ারি। কমন্স হাউসের এখনও অধিবেশন ভঙ্গ হয় নাই। প্রতিবাদকারীরা বাদানুবাদ বন্ধ রাখিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। হোমরুলারেরা হাউসের অবমাননা করাতে ব্রাইট সাহেব তাহাদিগের নিন্দা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট প্রতিবাদকারিদিগের মুখবন্ধ করিবার কোন সদুপায় নির্দ্ধারণের জন্য শীঘ্রই একটী প্রস্তাব করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ডেলি টেলিগ্রাফ বলেন দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন উঠাইয়া দিবার জন্য ইণ্ডিয়া আফিস হইতে কলিকাতায় পত্র প্রেরিত হইয়াছে।

বলপ্রয়োক্তা উপায় গ্রহণ সম্বন্ধে কমন্স হাউসে যে বাদানুবাদ হইতেছিল অদ্য বেলা ১০ টার সময়ে তাহা বন্ধ হইয়াছে। হাউস আয়র্লণ্ডে বলপ্রয়োক্তা উপায় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করাতে হোমরুল সভ্যগণ তৎক্ষণাৎ সভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডুলেখটী একবার পাঠ করা হইয়াছে। অদ্য বৃহস্পতিবারের সময়ে দ্বিতীয়বার পাঠ করিবার কথা আছে।

লণ্ডন ২ রা ফেব্রুয়ারি। গ্লাডষ্টোন সাহেব এরূপ একটী নিয়ম করিবার সংবাদ দিয়াছেন যে, বিশেষ দরকারী বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্ট সভার তিন চতুর্থাংশ সভ্যের মত হইলে সভার কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত থাকিবে।

লণ্ডন ৩ রা ফেব্রুয়ারি। উভয় [illegible] জীবন সম্ভাবনা নাই।

কনষ্টান্টিনোপল ১ লা ফেব্রুয়ারি। তুরুস্ক গবর্ণমেণ্ট গ্রীস সীমা সম্বন্ধে কতদূর যে ছাড়িয়া দিবেন আগে সে কথা বলিতে সম্মত হন নাই।

লণ্ডন ৩ রা ফেব্রুয়ারি। ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান মাইকেল ডেভিড বন্দীকৃত হইয়াছেন।

গ্লাডষ্টোন সাহেব বিশেষ দরকারি বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্ট সভার তিন চতুর্থাংশ সভ্যের মতে কার্য্য প্রদান [illegible] সাহেব প্রস্তাব করাতে সভায় অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] হইয়াছেন, এবং বলপূর্ব্বক সভা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি। কমন্স সভা গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রস্তাব কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উহার পর কমন্স সভা আয়র্লণ্ডে বলপ্রয়োক্তা উপায় অবলম্বনের মত প্রদান করিয়াছেন।

পার্ণেল সাহেব একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া আয়র্লণ্ডের লোকদিগকে শান্তভাব অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন এবং এই কথা বলিয়াছেন তাহাদের নিমিত্ত পার্লিয়ামেণ্টঅন্তায় পুনরায় বিবাদ উত্থাপিত হইবে।

লণ্ডন ৩ রা ফেব্রুয়ারি। কমন্স হাউসে ক্রমাগত গোলযোগ চলিয়াছে। পার্ণেল সাহেব দূরীকৃত হইয়াছেন। যে সকল হোমরুলার সভ্য সভার কার্য্যের [illegible] দিতেছেন তাঁহারা প্রত্যেকে পর্য্যায়ক্রমে দূরীকৃত হইতেছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি। গ্লাডষ্টোন সাহেব ভারতবর্ষীয় রেশমের আমদানী মাসুল সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন, তিনি সম্ভাবনা করেন, গবর্ণমেণ্ট উহা রহিত করিতে পারিবেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩ রা ফেব্রুয়ারি। স্কোবেলেফের নিকট হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে, তিনি আস্কাবাদ অধিকার করিয়াছেন। একদল রুশিয়া অশ্বারোহী সৈন্য আস্কাবাদ ছাড়াইয়া আরো পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে।

কাবুলের সংবাদ।

কান্দাহার পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কতক গুলি কাজ শাকসিদ্ধ [illegible] হইবে, সার রবার্ট সাণ্ডিমান এই নিমিত্ত বিদায় লইয়া বিলাত যাওয়া বন্ধ করিয়া কলিকাতা হইতে পুনরায় কোয়েটায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

খাইবারপাস রক্ষার জন্য আফ্রিদিদিগের সহিত এখনও কোন বন্দোবস্ত হয় নাই।

লর্ড লিটন এক্ষণে লর্ড সভায় আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। তিনি ওরূপ সভায় কাবুল [illegible] ২। ৩ খানি গোপনীয় পত্র প্রকাশ করিবেন। ইতি পূর্ব্বে এ পত্রের কথা কেহ জানিতে পারে নাই।

হত ও আহত সৈনিকদিগের মধ্যে কেবল [illegible] বঙ্গালয়ের ৩৩৫ জন ইউরোপীয় [illegible] ৫২১ জন দেশীয় সৈনিকের পরিবার গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। পেট্রিয়টিক ফণ্ডে এক [illegible] এক লক্ষ ৮০ হাজার টাকা জমা হইয়াছে।

আমীর [illegible] হইয়াছেন। তিনি আফ্রিকান [illegible] বন্দোবস্ত করিতে পারিতেছেন না। তিনি কাবুলের বৃদ্ধ আমীর দোস্তমহম্মদ খাঁর সৈন্যদিগের নিকট হইতে অস্ত্র শস্ত্র আদায়ের বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন।

আমীর শীঘ্রই ভারতবর্ষে আগমন করিবেন, তিনি আসিবার আয়োজন করিতেছেন। ওদিকে আয়ুব খাঁ সেই প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ সৈন্যগণ চলিয়া আসিলে আয়ুব খাঁ যদি আবদুল রহমানকে দূরীকৃত করিয়া কাবুলের আমীরি লন তাহা হইলে ইংরাজ গবর্ণ-

যেটে তাঁহাকে মুক্তি দান করিবেন, বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

মহম্মদ হায়ত খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমীরের হীরকাদি মহামূল্য দ্রব্য সকল আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছেন, পাইওনিয়র এই সংবাদ প্রকাশ করাতে তিনি উহা মিথ্যা বলিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

আয়ুব খাঁ পারস্যের সাহের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। সাহ উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু দূত তুর্কদিগের সর্দ্দার হামজাবেগের নিকট যাওয়াতে তিনি আবশ্যকমত সৈন্য সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

আয়ুবের অধীনে এক্ষণে ২৫।৩০ হাজার সৈন্য রহিয়াছে, এতদ্ভিন্ন অনেক পার্ব্বত্য জাতিও আবশ্যকমত সাহায্য করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আয়ুব এক্ষণে হিরাটের চতুঃপার্শ্বের লোকের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতেছেন। প্রজারা তাঁহাকে সন্তুষ্টচিত্তে খাজনা দিতেছে। তত্রত্য লোকদিগের এই বিশ্বাস, আয়ুব যুদ্ধ করিয়া কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করিলে, পরে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইয়াকুবকে উদ্ধার করিবেন।

আবদুল রহমানের উপর প্রজারা বড়ই অসন্তুষ্ট। অধিক কি তাঁহার নিজের কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত এমন অসন্তুষ্ট যে সুবিধা পাইলে তাঁহাকে বধ করিতেও ছাড়ে না। এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদা সশঙ্ক হইয়া থাকেন।

নূতন পুস্তক সমালোচনা।

খ্রীষ্টীয় মহিলা। শ্রীমতী কামিনী শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত, বলরাম দের ষ্ট্রীট ৮৮ নম্বর ভবনে মুদ্রিত। স্ত্রীলোকের দ্বারা মাসিক পত্র প্রচারিত হওয়া সাহিত্য সমাজের বিশেষ উন্নতির একটী প্রধান চিহ্ন। এবার ইহাতে যে যে বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাতে লেখিকার সুশিক্ষার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সাহিত্য ভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য রত্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে তাহা সংগ্রহ করা যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ এতদুভয়কেই সমান ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতি দিয়াছেন। কিন্তু চর্চ্চার অভাবে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের পশ্চাৎ পতিত হইয়াছেন। তাহাদিগের উপর পুরুষদিগের অন্যায় প্রভুত্বই তাহাদিগের উন্নতির আর একটী প্রতিরোধক। অধুনা উন্নতিশীল নব যুবকদিগের উৎসাহে ও যত্নে হিন্দু স্ত্রীগণ শিক্ষাসম্বন্ধে অনেকাংশে উন্নতি লাভ করিয়াছেন সত্য কিন্তু খ্রীষ্টীয় স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক অংশে যে অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন আমরা পদে পদে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যাহা হউক এবার সম্পাদিকা প্রবন্ধগুলি যেরূপ লিখিয়াছেন তাহাতে বেশ বোধ হইতেছে পত্রখানি শীঘ্রই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। আশা করি সম্পাদিকা অধিকতর যত্নের সহিত ইহার উন্নতিকল্পে যত্নবান হইবেন।

ভিষক্। ঢাকা ভৈষজ্য সমালোচনী সভা হইতে প্রকাশিত এবং গিরীশ যন্ত্রে মুদ্রিত। আজ কাল আমাদের দেশে সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি আলোচনার জন্য অনেকগুলি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু যদিও তাহাতে সম্পূর্ণ না হউক অনেক পরিমাণে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা হওয়াতে দেশের অনেক উন্নতি সংসাধিত হইতেছে। অন্যান্য বিষয়ের পুস্তক পত্রিকার যেমন বহুল প্রচার হইতেছে তাহার সহিত তুলনায় চিকিৎসা সংক্রান্ত পুস্তক অথবা পত্রিকার প্রচার নাই বলিলেই হয়। আমরা অনেক দিন অবধি ইহার অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু ঢাকার ভৈষজ্য সমালোচনী সভা উপরিউক্ত নামের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকাখানি প্রচারে তাহার কিয়দংশ দূর করিলেন বটে কিন্তু উহা সমুদ্রে পাদ্যার্ঘের ন্যায়। আমাদিগের দেশে ডাক্তারের অপ্রতুল নাই। তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনুশীলন করা, দুঃখের বিষয় তাঁহারা তাহাতে বীতস্পৃহ হইয়া আমাদিগের আয়ুকল্প সমাজের পর্য্যন্ত ইংরাজী চিকিৎসার উপর ঘৃণা জন্মাইয়া দিয়াছেন। ভিষকে এবার যে বিষয়গুলি লিখিত হইয়াছে তাহা অতি সারবান।

শিক্ষা সোপান প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ প্রণীত। কলিকাতা ঝামাপুখুর ২০ সংখ্যক ভবনে সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত। সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠ সৌকর্য্যার্থ ইহা প্রণীত হইয়াছে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় শিশুশিক্ষা নামক তিন ভাগ পুস্তক লেখেন। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্য্য ও লালিত্য বশত বালকেরা শিশুশিক্ষার আদ্যন্ত মুখস্থ করিয়া ফেলে এবং তাহাতে তাহাদিগের বানান শিক্ষা ও স্মৃতি-শক্তির চালনার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে দেখিয়া তদীয় দোষ নিরাকরণ মানসে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণপরিচয় রচনা করেন। কিন্তু তাহাতে ও শব্দ কাঠিন্য দোষ প্রভৃতি থাকাতে যোগেন্দ্র বাবু বালকদিগের পাঠের সুবিধার জন্য উক্ত উভয় দোষ পরিহার মানসে শিক্ষা সোপান প্রণয়ন করিয়াছেন।

আমরা ইহার আদ্যন্ত ভাল করিয়া দেখিলাম, গ্রন্থকার বর্ণপরিচয়ে যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছেন তিনি নিজেই তাহার সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারেন নাই। তবে বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ অপেক্ষা শিক্ষাসোপানের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে অনেক নূতন কথা সংযোজিত হইয়াছে সুতরাং বর্ণপরিচয় অপেক্ষা ইহা পাঠে বালকদিগের কিছু অধিক শিখিবার সম্ভাবনা আছে। আমাদিগের বিবেচনায় বালকেরা শিক্ষা-সোপান প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পাঠ করিলে এককালে বোধোদয়, নীতিসার প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিতে পারে।

সচিত্র অনুবাদ ও সটীক মূল সমেত শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতা। মীমাংসা, শ্রুতি, ন্যায় বেদান্ত ও সংহিতাদির মতে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সংযুক্ত। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ঝামাপুখুর ২০ নম্বর সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত এবং সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ, প্রথম কাণ্ড। মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত ও বিষ্ণুবল্লভের টীকার বঙ্গানুবাদ সমেত বিষ্ণুপুরাণ। ময়মনসিংহ ভারতমিহির যন্ত্রে শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত। এই উভয় পুস্তকের এক এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইল।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা শুনিয়া আহলাদিত হইলাম গত ২ রা ফেব্রুয়ারি রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় কুটিয়া ইংরাজী স্কুলগৃহে ভারতবন্ধু ষ্টেটসম্যান সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবার্ট নাইট সাহেবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ও তাঁহার প্রার্থনা মত চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

আমরা প্রামাণিক ব্যক্তির পত্রে অবগত হইলাম যে মহা সমারোহে কুটিয়ার মহারাণীর শরৎসুন্দরী বঙ্গবিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব মফস্বল পরিদর্শনার্থ কুটিয়ায় দুই দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি পারিতোষিক বিতরণ সভায় উপস্থিত হইয়া সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া সভ্যগণকে মহোৎসাহিত করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট প্রেস কমিশনর লেথব্রিজ সাহেবকে নিরূপিত বেতনে নাকি ঐ আপীসের সেক্রেটারির কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

২৭ এ জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টের কোষাগারে ৮৫৭১৭১

টাকা মজুদ ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের সহিত তুলনায় এ সপ্তাহে ১৮৫৩১৫০ টাকা বেশী মজুত হইয়াছে।

পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৯ কোটী ২০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। আমেরিকার একজন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, সচরাচর গ্রীষ্মকালে এই সূর্য্যের তেজ পৃথিবী হইতে ৫০ ক্রোশ উপরে অগ্নি তুল্য। বড় গ্রীষ্মের সময়ে ৩৫ ক্রোশ উপরে কিরণ অগ্নির সমান হইয়া থাকে। বর্ষাকালে এক হাজার ক্রোশ উপরে এবং শীতকালে ৫ হাজার ক্রোশ উপরে উহার কিরণ জলন্ত অগ্নিসম অর্থাৎ অগ্নিতে যেমন তৃণ প্রভৃতি ধরিলে তৎক্ষণাৎ জলিয়া যায়, তেমনি উক্ত কালে উল্লিখিত পরিমাণ উচ্চে তৃণ প্রভৃতি রাখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা জলিয়া যায়।

ষ্টেটসম্যান সম্পাদক রবার্ট নাইট সাহেব নিজামের গ্লানি করাতে নবাব ইক্বাবউল ওমরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। জনরব এই যে, এক্ষণে তিনি নানা কারণে তাঁহার এটর্ণিকে উক্ত মকদ্দমা তুলিয়া লইতে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের লোকে নাইট সাহেবের বিপত্তিতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সাহায্যার্থ যথোপযুক্ত চাঁদাও সংগ্রহের চেষ্টা পাইতেছেন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের যত্নে এক ব্যক্তি দুই বৎসরের জন্য পুরাতত্ত্ব সংগ্রহার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক তাঁহার জন্য ১৫ হাজার টাকা বেতন মঞ্জুর করিয়াছেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টও নাকি ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করিতেছেন।

কষ্টম কালেক্টার জে, ডি মেক্‌লীন ও কেটলিওয়েল বুলেন কোম্পানির কার্য্যালয়ের জে, ডবলু ওকিফ আগামী বর্ষের জন্য দ্রব্যাদির উপর শুল্ক নির্দ্ধারণার্থ বিশেষ কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছেন।

পঞ্জাবের কেমিকাল একজামিনরের রিপোর্টে প্রকাশ হইয়াছে গত ১৮৭৯-৮০ অব্দে ২৫৭ জন লোকের ২৭৫ টী পশুর বিষ প্রয়োগে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হয়। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে ১২৪ জন লোক ও ১২৪টী পশু সত্য সত্যই উহাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বিষ খাওয়াইয়া মানুষ মারা আজিও যে উক্ত দেশ সমূহে প্রচলিত আছে ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা।

১৮৮০ অব্দে ইংলণ্ডীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে ৮৯৫ খানি ধর্ম্ম গ্রন্থ, ৬৭৫ খানি সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি উচ্চদরের গ্রন্থ, ছোট ছোট বালকদিগের পাঠোপযোগী ৭১৯ খানি গল্পের বহি, ৫৮০ খানি উপন্যাস গ্রন্থ, ১৪৫ খানি আইন, ৪৭৯ খানি শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক, ২৮৫ খানি ভ্রমণবৃত্তান্ত, ৩৬৩ খানি ইতিহাস ও জীবন চরিত, ২৮৭ খানি নাটক ও কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

তুরস্কের সুলতান ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কতকগুলি বিদ্রোহোত্তেজক কাগজ পত্র ছাপাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়াতে তিনি তাহা আর ভারতে পাঠাইতে পারেন নাই, কাজেই সেগুলি ব্যর্থ হইয়া যায়, আবার শুনা যাইতেছে আরবী ভাষায় উক্ত প্রকার ৬ইখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখাইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য মুসলমান মাত্রেই তাঁহার প্রজা হয়, ঐ ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলি ইতিমধ্যেই আলজিরিয়া, টিউনিস ও মরক্কো নামক স্থানের লোকের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

পোষ্ট আপীসের ডাইরেক্টর জেনেরল হগ সাহেব পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গুরুমহাশয়দিগের দ্বারায় পোষ্ট মাষ্টারের কাজ করানই স্থির করিয়াছেন, তিনি উহাদিগকে কিছু কিছু করিয়া বেতন দিবার সংকল্প করিয়াছেন। এ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টারের মত গ্রহণের জন্য তিনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মাহাত্ম্যে জাতিবিচার ত এক প্রকার অন্তর্দ্ধান হইতে চলিয়াছে, আমরা শুনিলাম কোন ভারতবর্ষীয় যুবক অনেক দিন অবধি সপরিবারে ইংলণ্ডে থাকিয়া এককালে সাহেব হইয়া উঠিয়াছেন। বিলাতে স্ত্রী-স্বাধীনতা অধিক, সুতরাং কর্ত্তার স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণী এমন স্বাধীনা হইয়াছেন যে তিনি তাঁহার এক ইউরোপীয় রমণী বন্ধুর সহিত সখ্য ভাব বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার কন্যার সহিত ইউরোপীয় রমণীর পুত্রের বিবাহ দিবার সংকল্প করিয়াছেন। উভয় কর্ত্তারই মত হইয়াছে। শীঘ্রই উদ্বাহক্রীয়া সম্পন্ন হইবার কথা আছে। পাত্র ও পাত্রী উভয়ের কোর্টসিপও এক প্রকার শেষ হইয়াছে।

বৃহস্পতিবার বেলেঘাটায় অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। অন্যূন একশত খানি গৃহ ও একশত মণ চাউল পুড়িয়া গিয়াছে।

রেলের গাড়ির কাগজের চাকার কথা পাঠকগণ অনেক দিন শুনিয়াছেন। সেই চাকা যেরূপে প্রস্তুত হইয়াছে সেইরূপে এক ব্যক্তি সিডনি নামক স্থানের মেলায় কাগজের একটী গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছেন। গৃহটী বড় ছোট নহে। ইহার প্রাচীর, ছাদ ও মেজ যে কেবল কাগজে নির্ম্মিত হইয়াছিল এমন নহে, নির্ম্মাণকারী সেই গৃহের সমস্ত দ্রব্যাদি ও কাগজের দ্বারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি কাগজের দ্বারা যে সকল বাসন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন।

২৯ এ জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩০৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

গত সোমবার দিবা দুই প্রহরের পর আহিরীটোলার ঘাটে, ৬ শত মন গম বোঝাই এক খানি নৌকা উলটাইয়া পড়াতে বোঝাই গমগুলি এককালে ডুবিয়া যায়। যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধার হইয়াছে তাহাও আবার ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে।

রাজস্বমন্ত্রী মেজর বেরিং সাহেব রাজস্ব সম্বন্ধে কথোপকথন করিবার জন্য বোম্বাইয়ের একাউণ্টেণ্ট জেনেরল গে সাহেবকে কলিকাতায় আসিতে বলাতে তিনি আসিতেছেন।

১৫ ই জানুয়ারি মধ্য প্রদেশের সিওনি ও লাখাণ্ডন নামক স্থানে এবং ২৭ এ শিমলায় ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

গত মঙ্গলবার রাত্রিতে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে যে দরবার হয় তাহাতে অনেক ভদ্রলোক আগ্রহাতিশয় সহকারে গমন করিয়াছিলেন। উদার-প্রকৃতি গবর্ণর জেনেরলকে দেখিবার জন্য এরূপ জনতা হইয়াছিল যে অনেকে ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন, মিরার সম্পাদক বলিয়াছেন, দর্শকদিগকে অনুরূপ স্বভাব যাতনার ন্যায় যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। নূতন গবর্ণর সাধারণের যে কেমন অনুরাগভাজন হইয়াছেন, পাঠক ইহা দ্বারাও তাহার কতক পরিচয় পাইতেছেন।

কোন শত্রু খাইবারপাস অতিক্রম করিয়া যাহাতে ভারতে উপদ্রব করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিয়া একটী কর্ত্তব্য অবধারণের নিমিত্ত আমাদিগের রাজ-প্রতিনিধি রিপন সাহেব ব্রিগেডিয়ার জেনেরল চার্লস গফ সাহেবকে কলিকাতায় আহ্বান করিয়াছেন।

ইউরোপে টিউটন, লাটিন ও শ্লেভ এই তিন জাতীয় লোক বাস করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে টিউটন ১৫৫০০০০০০, লাটিন ৮৯০০০০০০ এবং শ্লেভ ৮৫০০০০০০।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব কাছারি ও সরকারী কার্য্যালয় প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিবার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পরিদর্শনকালে সরকারী কার্য্যালয় প্রভৃতির দুরবস্থা দর্শন করিয়া এই সরকিউলার প্রচার করিয়াছেন যে

নের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মৌলবী দিলুয়ার হোসেন আহম্মদ ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

ভাগলপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী গোলাম নিজাহি সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকায় বদলী হইলেন।

ভাগলপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপীকৃষ্ণ পাল ঐ জেলার অন্তর্গত সুপুলের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

ঢাকার আইনের উপদেষ্টা বাবু বেণীমাধব দত্তের মৃত্যু হওয়াতে বাবু রজনীকান্ত চৌধুরী তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

রাজসাহীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, জি চারলস সাহেব ফৌজদারী আইনের ২৬৬ ধারা অনুসারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

দারজিলিঙের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, আর ম্যারিণ্ডিন সদর উপবিভাগে মুন্সেফের কার্য্য এবং দারজিলিং জেলার অন্যান্য স্থানের বিচার করিবার জন্য সুবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নদীয়ার মুন্সেফ হইলেন। কিন্তু ইনি প্রায়ই কুষ্টিয়ায় অবস্থিতি করিবেন।

রাজসাহীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ, জি, সার্প সাহেব, ফৌজদারী আইনের ৪৬, ১৪২, ১৪৩, ৪৯১ এবং ৫৭১ ধারা অনুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, ইনিও উক্ত আইনের ২৬৬ ধারা অনুসারে দ্বিতীয়, ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচারের আপীল শুনিবেন।

রঙ্গপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী ফজলল রহমান তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজসাহির সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিহারিলাল মুখোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত মুরাদনগরের বাবু চণ্ডীচরণ সেন (ইনি ছুটী লইয়াছিলেন) বাখরগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন। কিন্তু প্রায় বরিশালে অবস্থিতি করিবেন।

বরিশালের মুন্সেফ সি, ই প্যারকর্স যশোহরে বদলী হইলেন কিন্তু প্রায় সদর ষ্টেসনে থাকিবেন।

বাবু মতিলাল হালদার পাবনার মুন্সেফের পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু প্রায় ইহাঁকে বগুড়ায় থাকিতে হইবে।

বাবু প্রসন্নকুমার সেন হুগলীর মুন্সেফের পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু প্রায় শ্রীরামপুরেই থাকিবেন।

বাবু ভগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় মেদনীপুরের মুন্সেফের পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু প্রায় তমোলুকে থাকিবেন।

মেদনীপুরের অন্তর্গত তমোলুকের মুন্সেফ বাবু রাধাকৃষ্ণ সেন ত্রিপুরায় বদলী হইলেন কিন্তু প্রায় মুরাদনগরেই থাকিবেন এতদ্ভিন্ন ইনি হুগলীর এডিসনাল জজের কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র

শান্তিপুর।

আমরা নিরতিশয় আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, রাণাঘাটের বর্তমান সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহাশয়ের কল্যাণে ও প্রযত্নে এখানকার ঘোড়া ও গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদিগকে রাত্রিকালে আপনাপন গাড়ীতে আলো দিতে হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে ঐরূপ আলো দিবার প্রথাটী না থাকাতে মধ্যে মধ্যে অনেক দুর্ঘটনা সংঘটিত হইতাছিল, এজন্য আমরা উক্ত বিষয় লইয়া অনেকবার সংবাদপত্রে আন্দোলন করিয়াছিলাম।

বিগত ৫ ই মাসের সোমপ্রকাশে আমরা এখানকার শ্যামবাজারের যে চুরির কথা লিখিয়াছিলাম, সম্প্রতি রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু স্বয়ং ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া তাহার রীতিমত স্থানীয় তদন্ত করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কয়েকজন স্বনাম প্রসিদ্ধ বদমায়েসের ষড়যন্ত্রে প্রকৃত অপরাধী শাস্তি পাইল না।

আমরা দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম যে, রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুর কল্যাণে এবৎসর এখানে টীকাদার যথাকালে আগমন পূর্ব্বক স্থানীয় বালক বালিকাকে অতি যত্নের সহিত টীকা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ টীকাদার আমাদের দাতব্য চিকিৎসালয়ের নেটিভ ডাক্তার বাবুর অধীনে থাকিয়া টীকা দিতেছেন এবং প্রয়োজনানুসারে লোকের বাটী যাইয়াও টীকা দিয়া থাকেন। দক্ষিণা দুই আনা মাত্র।

আমাদের মিউনিসিপাল স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী প্রায় সমুদায় উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি উক্ত গৃহ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল না, ইহাই দুঃখের বিষয়। বলা বাহুল্য যে গতবৎসর রাণাঘাটের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট চন্দ্রশেখর বাবু ঐ স্কুলের ভাবী ভবনের ভিত্তি-ইষ্টক স্বহস্তে প্রোথিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এবৎসর অজন্মা মিউনিসিপালিটীর অর্থাভাব নিবন্ধন প্রস্তাবিত গৃহের অদ্যাপি কার্য্যারম্ভ হয় নাই। রাণাঘাটের বর্ত্তমান ডেপুটী বাবু যদি ঐ বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগী হইবার অবকাশ পান তাহা হইলে শীঘ্রই উক্ত গৃহারম্ভ হইবার সম্ভাবনা নতুবা কখনই উহা সম্পন্ন হইবে না। অতএব আমরা আশা করি যে, রামচরণ বাবু ঐরূপ দেশহিতকর কার্য্যে মনোযোগী হইতে সাধ্যানুসারে যত্নবান হইবেন সন্দেহ নাই।

এখানকার ব্রাহ্মসমাজটী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বিরহে ক্রমে অস্তমিতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। বিজয় বাবু বহুযত্নে ও পরিশ্রমে উক্ত সমাজটী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে উহার প্রতি অন্য কোন ব্রাহ্মের আশানুরূপ যত্ন নাই। ইতঃপূর্ব্বে প্রস্তাবিত সমাজে যে সকল পুস্তক ও উপকরণাদি সংগৃহীত হইয়াছিল, এক্ষণে তৎসমস্ত ঋণের দায়ে বিক্রীতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার সাধারণ ব্রাহ্ম মহাশয়েরা অবস্থানুসারে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ .... ব্যয় স্বীকার করিলে সমাজের .... পারে সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের এম, বি, উপাধিধারী পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র শ্রীযুক্ত ডাক্তার যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এখানকার বড়গোস্বামীদের অন্তর্গত প্রথের সরাপের গাঙ্গুলী পাড়াকে একটী ঔষধালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে ডাক্তার যদুনাথের বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে এবং ইহাঁর কোন চরিত্রগত দোষ নাই। ইনি পূর্ব্বাহ্ণ ৬টা অবধি ৮টা, পর্য্যন্ত দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাঁর ঔষধালয়ের ঔষধের মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ, এজন্য আমরা আশা করিতেছি যে, পরমেশ্বর প্রসাদে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহাঁর প্রত্যাশানুরূপ পসার হইবার সম্ভাবনা। যদু বাবুর আগমনে এত দিনের পর, "অপবিত্র গাঙ্গুলী পাড়াটী" পবিত্র হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল, ইহাই আমাদের অধিকতর আনন্দের বিষয়।

আমরা শুনিয়া সন্তোষিত হইলাম যে, এখানকার হিতকরী সভার সম্পাদক মহাশয় আগামী ফাল্গুন

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ১৪ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ৪ ঠা ফাল্গুন। ইং ১৮৮০। ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

"উইডো" গণের পুত্রের ন্যায় দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বীয় জননীকে পুনঃ পরিণীতা হইতে দিবে? সে স্থলে এরূপ হইলে কত পরস্পরায় আবার ফিরিয়া আসিয়া মাতৃরক্তে স্বীয় [illegible] কলঙ্কিত করিয়া আপনিও মরিবে, তাহাদের জন্মের মত বিবাহ দেওয়াইবে। তাই বলি সমাজকেও আরও কিছু উন্নত হইতে দিলে কি ভাল হয় না?

ভাগলপুর
[illegible] মাঘ } শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

আমরা পূর্ব্বে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম যে হিন্দু [illegible] বাল্য বিবাহ রহিত হওয়া ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া [illegible] পত্রপ্রেরক আমাদের এ অভিপ্রায় বুঝিতে [illegible] পুনরায় পত্র লিখিয়াছেন। অতএব [illegible] স০ স০।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

[illegible] বাবু হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন উহা [illegible] পত্রখানি প্রকাশিত হইল না। এক কারণ এই, নিজ [illegible] অনুসারে পত্রখানি লিখিত হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ, [illegible] দেখিয়া সাধারণে একটা সিদ্ধান্ত স্থির [illegible] হয় না। আমরা [illegible] আছে, আজও অনেক হিন্দু হিন্দুশাস্ত্রোক্ত নিয়ম [illegible] থাকেন। [illegible] হিন্দুর [illegible] না। বৈদিক সময়ে হিন্দুরা যেরূপ ছিলেন [illegible] সময়ে তাহার বহু পরিবর্ত্ত হয়। পৌরাণিক সময়ে আবার [illegible] এখন আবার তাহার অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। স০ স০।

সোমপ্রকাশ

৪ ঠা ফাল্গুন সোমবার।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কান্দাহার স্বহস্তে রাখিবেন কি না?

এই বিষয় লইয়া লার্ডদিগের সভায় বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। ঐ বাদানুবাদে কেবল যে লার্ড লিটনের হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইয়াছে এরূপ নয়, তাঁহার অবলম্বিত কাবুল সংক্রান্ত রাজনীতির পর্য্যালোচনাও হইয়াছে। আমরা ইংরাজ রাজনীতির একটী বিশেষ পরিবর্ত্ত দেখিতে পাইতেছি। ব্রিটীশ সিংহ গ্রাস করিয়া যে উদ্গার করিয়া ফেলেন আমরা ইহা কখন দেখি নাই। সিংহের কখন এরূপ ক্ষুধা মান্দ্য হয় নাই, প্রায় শওয়া শত বৎসর ভারতে ইংরাজ রাজ্য হইতে চলিল এপর্য্যন্ত সিংহ অনেকগুলি রাজ্য উদরসাৎ করিয়াছেন কিন্তু কখন এরূপ বমনস্পৃহা হয় নাই। পার্লিয়ামেণ্ট সভায় এই সকল বিষয় লইয়া মহা বাদানুবাদ হইয়াছে বিস্তু শেষে কিছু হয় নাই। এবার আমরা সেই রাজনীতির একটী বিশেষ পরিবর্ত্ত দেখিতেছি। কাবুলে অন্যায় প্রবেশ করা হইয়াছিল অতএব কান্দাহারটী ব্রিটীশ রাজ্যভুক্ত করা উচিত নয় এই বিবেচনা করিয়া হউক, অথবা লার্ড লিটন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কাবুলের স্বাধীনতা হরণ করিবেন না, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিবার অভিপ্রায় করিয়া হউক কিম্বা কান্দাহার ইংরাজ জাতির হস্তে থাকিলে কাবুলীদিগের সহিত সর্ব্বদা গোলযোগ ঘটিয়া ব্যতিব্যস্ত ও দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে ভাবিয়া হউক অথবা কান্দাহার ব্রিটীশ রাজ্যভুক্ত করিয়া কোন লাভ নাই, কেবল ক্ষতি, এই চিন্তা করিয়া হউক কান্দাহার পরিত্যাগ করা হইতেছে, যে কারণে পরিত্যাগ করা হউক এটী যে ব্রিটীশ রাজনীতির একটী বিশেষ পরিবর্ত্ত সে বিষয়ে সংশয় নাই।

আমরা উপরে যে বাদানুবাদ উপস্থিত করিবার কথা কহিলাম এটী লার্ড লিটনের যত্নেই হইয়াছিল। পৃথিবীতে অনেকে অনেক প্রকার কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, লার্ড লিটনও মনে করিলেন কাবুলে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া তিনিও জগতীতলে একটী চির-কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন; কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না, সমুদায় বিপরীত ঘটনা ঘটিল, তিনি দেখিলেন ইংরাজ সমাজেই কি, আর পার্লিয়ামেণ্ট সভাতেই কি তাঁহার কাবুল-নীতির প্রশংসা গান করে তিনি বিনা এমন আর কেহই নাই। যদি কান্দাহারটীও ইংরাজেরা ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে তাঁহার কীর্ত্তি জলের রেখার ন্যায় এক কালে লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। এই ভাবিয়া তিনি স্বয়ং প্রবৃত্ত ন্যায়ে যদি কোন রূপে কান্দাহারটী ইংরাজ জাতির হস্তে রাখিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার নাম কথঞ্চিৎ রক্ষা হয়, এই ভাবিয়া তিনি যত্নবান হইয়া উপরি উল্লিখিত বাদানুবাদটী উপস্থিত করেন।

আমরা লার্ড লিটনের বক্তৃতাটী দেখিয়া বড় বিস্মিত হইলাম, বুদ্ধিমান লোকে নিজ বাক্যের সমর্থন-যোগ্য যুক্তির বলাবল বিবেচনা না করিয়া কোন প্রকার প্রস্তাব করিতে উদ্যত হন না কিন্তু লার্ড লিটনের প্রস্তাব উপস্থিত করিবার কালে সে চিন্তা ছিল না। তিনি সরলভাবে কহিলেন কান্দাহারটী যদি না রাখা হয় তাহা হইলে কাবুল-যুদ্ধে যে এত আড়ম্বর করা হইল সমুদায় বিফল হইয়া গেল। লার্ড লিটন কান্দার ব্রিটীশ হস্তে রাখিবার যে যে কারণ প্রদর্শন করেন তাহার মধ্যে রুশিয়ার ভয়ই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। তিনি বলেন "পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট সমুদায় বিষয় উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন গত আফগান যুদ্ধে যে ভয়াবহ আপদের বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে পুনরায় তাহার অভিনয় না হয় এই নিমিত্তই তথায় ব্রিটীশ প্রাধান্য রক্ষার্থ প্রধানরূপে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। আফগানযুদ্ধে এই বিষয়টী স্থিরীকৃত হইয়াছে যদি রুশিয়া তথায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয় তাহা হইলে সে অনায়াসে ভারত সাম্রাজ্যের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া ইউরোপ খণ্ডে ইংলণ্ডের রাজনীতিকার্য্যেরও ব্যাঘাত করিতে পারিবে। রুশিয়া আফগানস্থানের সহিত মৈত্রী করিয়া ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমায় সর্ব্বদাই উপদ্রব উপস্থিত করিবে। যাঁহারা ভারত সাম্রাজ্যের নিমিত্ত দায়ী তাঁহাদের এই বিষয়টী বিশেষরূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আফগানস্থান বারুদপূর্ণ পিস্তলের ন্যায় আমাদের দ্বার-দেশে রহিয়াছে। রুশিয়া যখন মনে করিবে তখনই সেই পিস্তলে আগুন দিবে, রুশিয়ার সদৃশ গবর্ণমেণ্টের তত দূরে থাকিয়া তাঁহাদের কর্ম্মচারিদিগের উপরে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব রাখা সাধ্যায়ত্ত নয়। অতএব তাহাদের শাসনকর্ত্তারই সচরাচর কার্য্য-ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ঘটিবার সমধিক সম্ভাবনা। তিনি যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া যদি তাহাতে অকৃতকার্য্য হন তাহা হইলে রুশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে অনুমোদন করিবেন না। আর যদি তিনি কৃতকার্য্য হন তাহা হইলে জয় লাভার্থ তাঁহার সম্মান লাভ হইবে। কাবুলে রুশের যে দূত আইসে তাহা এক দিনের কার্য্য নয়, তাহা তিন বৎসরের বিবেচনা ও বন্দোবস্তের ফল। কাবুলের আমীর সর্ব্বদাই তাস্কন্দের গবর্ণমেণ্টের সহিত সংবাদ আদান প্রদান ও পত্র লেখা লিখি করিতেন। ১৮৭৫ অব্দ হইতে ১৮৭৮ অব্দ পর্য্যন্ত তাস্কন্দ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই কাবুলে আপনাদিগের লোক পাঠাইয়াছেন। একজন গিয়াছে আর একজন আসিয়াছে। আর এক কথা, এই আফগানস্থান কখনই অসহায় থাকিতে পারিবে না। যদি ইহা ইংলণ্ডের শাসনাধীন না হয় অবশ্যই রুশিয়ার শাসনাধীন হইবে। এমন কি কোন ব্যক্তি আছেন, যে তিনি এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন, যে রুশ যদি আফগানস্থানে প্রভুত্ব লাভ করে, ভারতবর্ষের শান্তি রক্ষার সম্ভাবনা থাকিবে? লার্ড লরেন্স পরিষ্কাররূপে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রুশিয়াকে আফগানস্থান হইতে দূরবর্ত্তী রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত রুশিয়াকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যদি রুশিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমা পার হইয়া আইসে তাহা হইলে ইংলণ্ডের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিবে। ইংলণ্ডের পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট অকারণ কান্দাহার ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন

নাই। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যদি গণ্ডামকের সন্ধি যথারীতি প্রতিপালিত হয় তাহা হইলে তাঁহারা কান্দাহার ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিবেন না কিন্তু সন্ধি অতি গর্হিতরূপে ভগ্ন করা হয়, তাহাতেই পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। সেনাপতি রবার্টস যে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন তাহাতে উপেক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়। পৃথিবীর ঐ অংশে আমাদের যে ন্যায়ানুগত প্রভুত্ব প্রদর্শন করা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। ঐ প্রতিপত্তির হানি হইলে শান্তি স্বাধীনতা ও কুশল এ সমুদায়েরই হানি হইবে, অধিক কি ভারতে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর রক্ষার্থ যাহা বাঞ্ছনীয় তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। অধিক দিন গত হয় নাই, লিবারল দল হিরাট রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু হিরাট কান্দাহারের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। কান্দাহার রক্ষার বিষয়ে যে সকল আপত্তি উত্থিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী প্রধান আপত্তি এই, কান্দাহার ব্রিটিশ হস্তে রাখিতে গেলে অনেক ব্যয় হইবে, কিন্তু কত ব্যয় হইবে, তাহার কিছু প্রমাণ নাই। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস এই,যে অল্পকালের মধ্যে বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইয়া উহার আয় বৃদ্ধি হইবে। আর এক কথা এই,একটী রাজ্যকে নির্বিঘ্ন রক্ষা করিতে গেলে, এক পয়সাও ব্যয় হইবে না, তাহা হইতে পারে না। পররাষ্ট্র বিভাগীয় ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন, রুশিয়ার অব্যবহিত আক্রমণের ভয় হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন নয় বটে, কিন্তু রুশিয়া হিরাট সদৃশ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যে সর্ব্বদা উপদ্রব করিবার চেষ্টা পাইতেছে তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টের আত্মরক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। এটী অতি যথার্থ কথা। অনেকবার বলা হইয়াছে যে, কান্দাহার ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করা নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য। কারণ, তত্রত্য লোকেরা যদি ঐ প্রদেশটীকে ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিতে ইচ্ছুক না হন, তাহা হইলে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উহা স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইবার অধিকার নাই। ভারতীয় বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারি ঐ আপত্তিটীর উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু স্থির চিত্তে তাঁহার বিবেচনা করা উচিত যে, যুদ্ধ এবং জয় প্রস্তাব হইলেই ভয়ঙ্কর হয় না। সকল বিষয়েই উহা পরিহার্য্য হইতে পারে না। যুদ্ধ ও জয় পরিহার্য্য কি না তাহা অবস্থার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এ কথা বলা হইয়া থাকে যে কান্দাহার ব্রিটিশ হস্তে রাখিতে গেলে, আফগানদিগের জাতীয় মনোভাব কলুষিত হইবে। উহা হইতে পারে না, কারণ আফগানদিগের একটী জাতীয়ভাব নাই। আফগানিস্থান একটী "স্বতন্ত্র স্থান। লার্ড লরেন্স বলিয়াছিলেন, ঐ স্থানে আমাদিগকে একটী বলবৎ গবর্ণমেণ্ট রাখিতে হইবে। এই একটী বিশেষ প্রশ্ন যে, এক রাজ্যের রাজ্যান্তরের সহিত সংযোজিত করিবার নীতি কতদূর সম্পাদিত হইয়াছে, ঐ প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করা যেমন উচিত, উহার উত্তরদান ও তেমনি আবশ্যক। যাঁহারা ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের সাধারণতঃ অভিপ্রায় এই যে, যুদ্ধ ও জয় কার্য্য পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু তোমরা যুদ্ধ ও জয়কার্য্যকে এককালে দূষিত করিতে পার না, কারণ উহা সভ্যতার একটী প্রধান অঙ্কুর। এ কথাও ন্যায়ানুরূপে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যে দিল্লী ও এলাহাবাদের উপরে কি আমাদের কোন স্বত্ব আছে? তত্রত্য লোকেরা বলিবে "না।" ভারতবর্ষের উপরে আমাদের কোন স্বত্ব নাই, পাপ কার্য্য দ্বারা উহা উপার্জ্জিত হইয়াছে, এবং ঐ স্থানে আমাদিগের অবস্থান আমাদিগের চির অনুতাপ স্বরূপ। যাঁহারা ঐরূপে তর্ক বিতর্ক করেন, তাঁহারা আমাদিগের সাম্রাজ্য দৃঢ়তররূপে রক্ষা করিবার বিষয়ে কোন কথা বলিতে অধিকারী নহেন। আফগানিস্থান অসহায় থাকিতে পারে না। যদ্যপি উহাকে ইংরাজ শাসনাধীনে না আনা যায়,উহা রুশিয় শাসনাধীন হইবে, উহাই আফগান যুদ্ধের কারণ। যদ্যপি ঐ যুদ্ধকে তোমরা শোচনীয় ভ্রম বলিয়া বিবেচনা কর,অধিক দিন বিলম্ব হইবে না, তোমাদিগকে ফিরিয়া কান্দাহারে যাইতে হইবে, নতুবা হয় তোমাদিগকে রুশিয়ার টিকা প্রজার ন্যায় ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে হইবে, অথবা সেই প্রধান ইউরোপীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে পঞ্চনদ পার হইয়া একটী লাইন দৃঢ়তররূপে রক্ষা করিতে হইবে। এক্ষণে লার্ড মহোদয়গণ বিবেচনা করুন এ বিষয়টীর আমাদিগের রাজ্যের এবং তাঁহার বাক্য সম্বন্ধ সম্মান, কুশল ও মঙ্গলের সহিত সবিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।"

লার্ড লিটন যেরূপ বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কান্দাহার ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, এই কথা শুনিয়া তিনি মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছেন। মর্ম্মান্তিক ব্যথা না পাইলে কখন ঐরূপ করুণাপূর্ণ বাক্য সকল তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইত না। তিনি এমনি দুঃখিত হইয়াছেন, যে যুদ্ধ ও জিগীষাকে পাপকার্য্য বলিয়া গণনা করিতে সম্মত হন নাই। অন্যায় হউক, পাপ কার্য্য হউক তথাপি কান্দাহার ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিতে হইবে, নির্ব্বৃতচিত্ত ব্যক্তি কখন এ কথা বলিতে পারেন না, তাঁহার এরূপ মনের ভাব হওয়া অসম্ভাবিত নহে, তাঁহার প্রিয় কাবুলনীতি উপেক্ষিত হইল, তাঁহার প্রিয় কান্দাহার পরিত্যক্ত হইল, ইহা যে তাঁহার অন্তঃকরণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ডিউক আর্গাইল ও লার্ড নর্থব্রুক তাঁহার বাক্যের যে উত্তরদান করিয়াছেন, এ স্থলে তাহার সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়া দিতে পারিলে পাঠকগণ প্রীতি লাভ করিতে পারিতেন কিন্তু স্থান সমাবেশ না হওয়াতে আমরা পাঠকের সে মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিলাম না। এস্থলে ডিউক আর্গাইলের বক্তৃতার কিয়দংশ মাত্র অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল। উহা পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যে লার্ড লিটনের বাক্যগুলি অনায়াসে কেমন খণ্ডন করা যায়।

যে যে কারণে পূর্ব্ব মন্ত্রিগণ মন্ত্রিত্ব হইতে অপসারিত হইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া ডিউক আর্গাইল কহিলেন, "ইংলণ্ডের অধুনাতন রাজনীতি সংক্রান্ত ইতিহাসে পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের পদচ্যুতির ন্যায় পদচ্যুতি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি সর্ব্বদাই এই বিষয়টী অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিয়া থাকি, পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট সেনাচেরিব দলের ন্যায় প্রাতঃকালে মৃতসবরূপে দৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা সকলেই সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক সভ্যতার চক্র হইতে দূরীকৃত হইলেন। এই নির্ব্বাসনের অনেকগুলি কারণ আছে, কিন্তু আমার দৃঢ়তর বিশ্বাস এই, যে সকল কারণে উক্ত গবর্ণমেণ্টকে এদেশের লোকের নিকট বিশেষ অপদস্থ করিয়াছে, এবং যাহাতে তাঁহাদিগের সবিশেষ নিন্দা হইয়াছে, আফগানিস্থান সংক্রান্ত রাজনীতি তন্মধ্যে প্রধান। লার্ড মহোদয়গণ। আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিতেছি,যে মহান আর্ল (লর্ড লিটন) এইমাত্র বক্তৃতা করিয়া উপবেশন করিলেন,তাঁহার বক্তৃতার একাংশে আমার সম্পূর্ণ একমত হইতেছে, সকলে যেমন লার্ড লরেন্সকে দূষিত করেন তিনি সেরূপ করেন নাই। তিনি এই কথা বলিয়াছেন,লার্ড লরেন্সের সর্ব্বদা এই চেষ্টা ছিল আফগানিস্থানে রুশিয়ার প্রাদুর্ভাব হইতে দেওয়া উচিত নয়। লার্ড লরেন্সেরই কেবল যে ঐ মত ছিল এরূপ নয়, লর্ড লিটনের পূর্ব্বে যাঁহারা গবর্ণর জেনেরল হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই ঐ মত। মহান আর্ল নিজের কোন কথাই বলেন নাই কিন্তু আমি বলি, আফগানিস্থানে রুশের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন ভারত-রাজ্যে যে বিপদ ঘটিয়াছে সে কেবল পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের কেবল পূর্ব্ব আমীরের প্রতি অনুচিত ও উদ্ধত ব্যবহার নিবন্ধন তুমি রুশিয় দূতের কথা কহিলে কিন্তু তোমারই স্বীকার অনুসারে কাবুলে রুশিয় দূত প্রেরিত হইবার ১৪ মাস পূর্ব্বে তুমি আমীরকে রুশিয়ার আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করি-

য়াছ। ১৮৭৭ অব্দের এপ্রেল মাসে আমাদের প্রতিনিধিকে কাবুল হইতে উঠাইয়া আনা হয়। ১৮৭৮ অব্দের জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত কাবুলে রুষিয় দূত উপনীত হন নাই। তখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থা ঘটিয়াছিল। ১৮৭৭ অব্দের ১০ ই মের পত্রে এতান আরল বলেন পেশোয়ারের সভা র পর আমীর সম্পূর্ণরূপে রুষের হস্তগত হইয়াছিলেন। উহাই ঠিক কথা বটে ; ঐ ঘটনাই ঘটিয়াছিল। বোধ হইতেছে মহান আরল পূর্ব্বেই আয়র্লণ্ডে পার্ণেলের শিষ্যগণের কার্য্যের অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে হতভাগ্য আমীরকে ভয় প্রদর্শন করেন তাহার পর তাঁহাকে (বয়কট) করেন। শিয়ার আলীকে এই রূপে যখন ভয় প্রদর্শন করা হইল তখন আর তিনি কি করেন রুশিয়ার শরণাপন্ন হইলেন। কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীরের সহিত সেনাপতি কফম্যানের যে পত্রাদি লেখা লিখি হয় মহান আরল এরূপ ভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন যেন আমীর রুষিয়ার সহিত পূর্ব্বাবধি যোগযাগ করিতেছিলেন। আমরা জানি যে পূর্ব্বগবর্ণমেণ্ট অদ্যত্ত তাঁহাদের বান্ধবগণ আত্মপক্ষ সমর্থনে যখন উৎসুক হইয়াছিলেন সেই সময়ে এই কথা রাষ্ট্র করিয়া দেন, যে গুপ্ত কাগজ পত্র কাবুলে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমীর যে দোষী তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। আমি গবর্ণমেণ্টকে ঐ কাগজ পত্র প্রদর্শন করিতে কহিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা তদ্বিষয়ে অস্বীকার করেন, তাহার পর আমি কাগজপত্র দেখিয়াছি এবং আমি নিশ্চিত রূপে বলিতেছি আমীরকে যে পর্য্যন্ত না ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল এবং আমাদিগের মহান আরল তাঁহাকে উদ্ধতরূপে ভয়প্রদর্শন না করিয়াছিলেন, সেপর্য্যন্ত আমীরের রুষিয়ার আনুগত্য করিবার সামান্য চিহ্নও লক্ষিত হয় নাই। মহান আরল যে বিশেষপত্রে আমীরের বিশ্বাস-ভঙ্গ দোষের স্থাপন করিয়াছেন তাহা লার্ডদিগের সভার টেবিলে রহিয়াছে। আমি স্পর্দ্ধা করিয়া কহিতেছি, যে কোন ব্যক্তি হউন তাহাতে রুষিয়ার ভয় ভিন্ন আর কিছু দেখাইয়া দিন। লার্ড মহোদয়গণ ! আফগান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের সারসংগ্রহ এই, কান্দাহার ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাখা হইবে কিনা, আমি অবশ্য স্বীকার করিব মহান আরল কান্দাহার রক্ষার যে মহৎ আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতেছেন আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি নিজের গবর্নর জেনেরলি পদে শেষ কাল পর্য্যন্ত কান্দাহার অধিকার করিবার মানস করেন নাই এবং আমি নিশ্চিতরূপে জানি পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট কান্দাহার লইবার মানস করেন নাই।” ইত্যাদি।

এই রূপে ডিউক আরগাইল লার্ড লিটনের প্রত্যেক বাক্যের খণ্ডন করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। আমরা সে সমুদায়ের অনুবাদ করিয়া দিতে পারিলাম না যে পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া দিলাম তাহাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। লার্ড লিটন আফগানদিগের জাতীয় ভাব নাই বলিয়া প্রবোধ দিবার যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে ডিউক পরিহাস করিয়া বলেন, আফগানদিগের স্বাধীনতা ভাব যেরূপ প্রবল ইংরাজ ভিন্ন অন্য কোন জাতির সেরূপ আছে কিনা তাহা সন্দেহ, ইংরাজ সেনাগণ কাবুলে প্রবেশ করিয়া যেপ্রকার হত্যাকাণ্ড করে ও ঘর জ্বালাইয়া দেয় ও নানা প্রকার অত্যাচার করে ডিউক তাহারও উল্লেখে বিমুখ হন নাই। যখন কাবুলের মুসলমানেরা ইংরাজ সৈনিকদিগের নানা প্রকার অত্যাচারে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল সে সময়ে ৭০ জন লোক সঙ্গে দিয়া ক্যাভাগনরিকে পাঠাইয়া দেওয়া যে অন্যায় কাজ হয় ডিউক তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন, লার্ড নর্থব্রুক যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি এই প্রতিপন্ন করিয়াছেন কান্দাহার ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য কাবুল যুদ্ধ আরম্ভ করা হয় নাই। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন সীমা রক্ষা করাই কাবুল যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু এখন কান্দাহার ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিবার কথা বলা হইতেছে, এতদ্দ্বারা পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি যে বিশুদ্ধ ছিল না এবং তাঁহাদের মতের যে স্থৈর্য্য ছিল না তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

গ্লাডষ্টোন সাহেবই ইংলণ্ডেশ্বরীর উপযুক্ত মন্ত্রী।

ইংলণ্ড যেমন সকল বিষয়ে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্য যেমন বিশাল হইয়া পড়িয়াছে, এই উনবিংশ শতাব্দীর লোকের মন যেমন দিন দিন উদার ও সঙ্কীর্ণতাদি দোষশূন্য হইতেছে, এ সময়ে সর্ব্ব বিষয়ে দক্ষ পারদর্শী মন্ত্রি বেতক নীতিজ্ঞ [illegible] কর্ণধার না হইলে এই বিশাল রাজ্য সুশৃঙ্খলরূপে চলা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নয়। যিনি সর্ব্বগুণান্বিত না হইবেন, তিনি যদি কর্ণধারের ভারগ্রহণ করেন, তাহা হইলে রাজ্য কোনরূপেই সুশৃঙ্খলরূপে চলিবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বে যাঁহারা মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। বর্ত্তমান মন্ত্রী সম্প্রদায় দ্বারাও ঐ বাক্যের দৃঢ়তররূপে সমর্থন হইতেছে। এই নিমিত্তই আমরা বলিতেছি গ্লাডষ্টোন সাহেব ও তাঁহার দলই ইংলণ্ডেশ্বরীর উপযুক্ত মন্ত্রী।

গ্লাডষ্টোন সাহেব ও তাঁহার দল যখন প্রথম মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন পূর্ব্ব মন্ত্রীদলপক্ষপাতী ব্যক্তিরা কহিয়াছিলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন না। কিন্তু গ্লাডষ্টোন সাহেব যেরূপে কার্য্য চালাইতেছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তিনি ভিন্ন ইংলণ্ডেশ্বরীর উপযুক্ত মন্ত্রী ইংলণ্ডে আর নাই। আয়র্লণ্ডে ঘটিত যেরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায় ফেনিয়ানদিগের যোগে যে প্রবল চক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, হোমরুলরেরা পার্লিয়ামেণ্ট সভার যেরূপ কার্য্যের বিঘ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে অনেকেই বিশেষতঃ পূর্ব্ব মন্ত্রীগণের পক্ষপাতী লোকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা বর্ত্তমান মন্ত্রী সম্প্রদায়ের রাজকার্য্য সম্পাদনের অযোগ্যতার যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা বুঝি সুসিদ্ধ হইয়া উঠিল। স্থান স্থান হইতে বর্ত্তমান মন্ত্রী সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্ত রবও তারস্বরে উত্থিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত ও বিস্মিত হইলাম, বর্ত্তমান মন্ত্রীসম্প্রদায় সমুদ্রস্রোতোহত শৈলের ন্যায় অবিচলিতচিত্তে কার্য্য করিয়া যাবতীয় বিঘ্ন ও বিপত্তি অতিক্রম করিয়াছেন। এবারের ইউরোপীয় সমাচারে জানা যাইতেছে ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের উপদ্রব শান্তি হইয়াছে, আয়র্লণ্ডের প্রজারা খাজনা দিতে উদ্যত হইয়াছে। বাত্যা বিরত হইলে সাগর যেমন শান্তভাব অবলম্বন করে ইংলণ্ড যে শীঘ্র সেইরূপ শান্তভাব অবলম্বন করিবে তাহার উপক্রম দেখা যাইতেছে।

মন্ত্রীসম্প্রদায় কেবল যে বল প্রয়োগ করিয়া আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ শান্তি করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন এরূপ বোধ হইতেছে না। যাহাতে প্রজার পক্ষে মঙ্গল হয় তাঁহারা এরূপ চেষ্টাও করিবেন। কিন্তু সে চেষ্টার অনুরূপ কার্য্য এ গোলযোগের সময়ে হওয়া সম্ভাবিত নয়। ক্রমে যে তাহা সম্পাদিত হইবে তাহা তাঁহাদিগের কার্য্য দেখিয়া অনুমান হইতেছে। তাঁহারা কোন কার্য্যেই ব্যগ্রতা ও দুরাগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন না। তাঁহারা সাধুতা ও সদাশয়তা প্রেরিত হইয়া ধীর ভাবে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। গ্রীস সীমা লইয়া গ্রীকদিগের সহিত তুরস্কের যে গোলযোগ চলিতেছে ইংলণ্ডেশ্বরীর বর্ত্তমান মন্ত্রীসম্প্রদায় সদাশয় ভাবে তাহার সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন উভয় পক্ষ তাহাতে সম্মত নহেন তখন তাঁহারা সে বিষয় হইতে বিরত হইলেন। তাহাতে তাঁহাদিগের লিবারল (উদার) এই নামের

ম্যাড্রিড ৮ ই ফেব্রুয়ারি। স্পেনের মন্ত্রিসম্প্রদায় পদত্যাগ করিয়াছেন। সিনর সাগাস্তা সংগ্রাম-মন্ত্রী মার্টিন কম্পসকে লইয়া আর একটী নূতন সভা সংগঠিত করিয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ফেব্রুয়ারি। সার জর্জ কলের সহিত সংবাদ আদান প্রদানে যাহা বোয়ারেরা এককালে বন্ধ করিয়াছিল এক্ষণে তাহা কিয়ৎপরিমাণে চলিতেছে, তিনি উহাদিগের দলভঙ্গ করিবার জন্য ৬০ নম্বর রাইফল সৈন্যদলকে প্রেরণ করিয়াছেন।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলিয়াছেন, প্রধান সেনাপতি কান্দাহার হস্তে রাখিবার জন্য বড়ই জেদ করিতেছেন।

লণ্ডন ৯ ই ফেব্রুয়ারি। আমীর সেয়ার আলীর সহিত রুশের যে পত্র লেখালিখি হইয়াছিল জেনেরল ৺রবার্টস এতদিনের পর সেই গুলি প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৭৮ অব্দের আগষ্ট মাসে রুশের সহিত আমীরের যে সন্ধি হয় তাহাতে এই সরত ছিল যে পরস্পরে পরস্পরের বিপত্তিতে পরস্পরকে সাহায্যদান করিবেন। আমীর বৈদেশিক শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে রুশ তাঁহার সাহায্য করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ অব্দের অক্টোবর মাসে জেনেরল ষ্টলিটফ তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়া এই উপদেশ দেন তিনি যেন ইংরাজদিগের সহিত বাহিরে সন্ধি করিয়া ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের আয়োজন করেন। আমীর ১৮৭৮ অব্দের নবেম্বর মাসে তাহার প্রত্যুত্তরে ৩০ হাজার সৈন্য সাহায্যের জন্য তাঁহাকে লেখেন। ষ্টলিটফ আবার প্রত্যুত্তরে লেখেন অত্যন্ত শীতনিবন্ধন তিনি আপাততঃ উক্ত সৈন্য প্রেরণে সমর্থ হইলেন না। এই সকল পত্র লেখালিখি দৃষ্টে বোধ হইতেছে, রুশের কৌশলে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা একবার ইংরাজদিগের বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল।

লণ্ডন ৯ ই ফেব্রুয়ারি। বলপ্রয়োগ্য উপায় গ্রহণ সম্বন্ধে ফর্ষ্টার সাহেবের কৃত আইনের পাণ্ডুলেখ্য কমন্স সভায় পঠিত হইয়াছিল। উহার অনুকূলে ১৫০ ও প্রতিকূলে ৫৬ জন সভা মত প্রদান করিয়াছেন।

৮ ই সার জর্জ কলের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে শক্ররা তাহার সহিত নিউকাসলস্থ সৈন্যদিগের সংবাদ আদান প্রদান পাছে বন্ধ করে এই শঙ্কা করিয়া তিনি ইঙ্গোগোর নিকটস্থ প্রান্তরে সৈন্যের অবস্থিতি করিতেছিলেন বোয়ারেরা [illegible] সেনোর সাহায্যে ক্রমান্বয়ে ৬ ঘন্টা তাঁহার সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। সূর্য্যাস্ত হইলে পর তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া চলিয়া যায় এবং সার জর্জ কলও সৈন্য সমভিব্যাহারে শিবিরে গমন করিয়াছিলেন।

১০ ই ফেব্রুয়ারি। ডেলি টেলিগ্রাফ বলেন, পার্ণাল সাহেবকে ধৃত করিবার জন্য কমন্স হাউস হইতে সমন বাহির হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই ফেব্রুয়ারি। লর্ড হার্টিংটন প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন রুশের গোপনীয় কাগজপত্র কাবুলে পাওয়া যাওয়াতে গবর্ণমেণ্ট কান্দাহার পরিত্যাগের বিষয়ে ভিন্ন মত করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন কেম্ব্রিজের ডিউক কান্দাহার ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিবার স্বপক্ষতা করিয়া যে মিনিট দিয়াছিলেন তাহা তিনি উঠাইয়া লইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

মাতলা রেলওয়ের চাঁপাহাটী ষ্টেষণের পশ্চিম গোবিয়া নামক গ্রামের রামচন্দ্র বর্ম্মী মোণ্ডল নামে এক ব্যক্তি কাপড়ের ব্যবসা করিয়া থাকে, কলিকাতা হইতে কাপড় আনিয়া ব্যবসায় করিত এই কারণে তাহার মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় গতিবিধি ছিল। সম্প্রতি ২৪ মাঘ শনিবার কলিকাতায় কাপড় আনিতে যায়। তাহার এই নিয়ম ছিল সে যে দিন কাপড় আনিতে যাইত সেই দিবসই বাটীতে ফিরিয়া আসিত কিন্তু শনিবার প্রত্যাগত না হওয়াতে তাহার পরিবারেরা পরদিন তাহার তত্ত্ব আরম্ভ করে। তাহারা নানাস্থানে নানা রূপ অনুসন্ধান করিয়াছে, রামচন্দ্র যে দোকান হইতে প্রতিনিয়ত কাপড় আনয়ন করিত তথায় অনুসন্ধান করাতে তাহারা বলিল রামচন্দ্র তাহাদিগের দোকানে এবার কাপড় আনিতে যায় নাই, তাহার বয়ঃক্রম ৩৮। ৩৯ বৎসর হইবে, তাহার আত্মীয় স্বজনেরা অনুমান করিতেছে, জুয়াচোরেরা তাহাকে কোন বিপথে লইয়া গিয়াছে। তাহার নিকট নগদ ৭০ টাকা ছিল, অনুসন্ধানকারীরা সপ্তাহকাল অনুসন্ধান করিয়াছে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। যাহা হউক আমরা বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম ইহার নিগূঢ় তত্ত্বের উদ্ভেদ হইল না।

ডিসেম্বর মাসে ভারত মহাসাগরে গারো দ্বীপের নিকট কর্দ্দমবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পটোমি নামক ষ্টিমার সেই বৃষ্টির মধ্যে পড়িয়াছিল। সেই কর্দ্দমের আভযুক্ত হরিদ্রা বর্ণ।

লর্ড রিপন সুস্থ হইয়াছেন শুনিয়া ভাওয়ালপুরের নবাব সন্তোষ প্রকাশার্থ এক দরবার করিয়াছিলেন। তিনি এই উপলক্ষে ৫০ জন কয়েদীকে কারা মুক্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দান করিয়াছেন! এতদ্ভিন্ন তাঁহার রাজ্যের যে যে স্থানে লোকের অত্যন্ত জলকষ্ট সেই সেই স্থানে এক একটী কূপ খননের জন্য দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

একজন জরমান রসায়নবিৎ পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, অক্রুগুলের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে শর্করা মিশ্রিত আছে।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বন গাঁ নামক স্থানে একটী ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ১৫০ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়া অনুমান ৬০ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ফর্ষ্টার সাহেব কমন্স হাউসে এইরূপ এক ফর্দ্দ দিয়াছেন, যে আয়র্লণ্ডের অন্যূন দুই হাজার এক শত জন কৃষকের জোত বরখাস্ত হইয়াছে।

গত বর্ষে কেবল বঙ্গদেশে ও বোম্বাইয়ের অহিফেন বিক্রয়ে গবর্ণমেণ্ট খরচ খরচা বাদে ৬০.১২৪৮৩ টাকা লাভ করিয়াছেন।

গত বর্ষে বিলাতের ক্লাইড নামক স্থানে ৫০৮ খানি নূতন জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছে।

দার্জ্জিলিঙে ট্রামওয়ে হওয়াতে কলিকাতা হইতে ২৪ ঘণ্টায় এখন তথায় পৌঁছিতে পারা যায়।

কলিকাতা হইতে বর্ষে বর্ষে তিন লক্ষ ৫০ হাজার টন পাট বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মেটেবুরুজে অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব নবাবের পুত্রদিগের শিক্ষার জন্য একটী বোর্ডিং স্কুল খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। অপরাপর ধনী মুসলমান বালকেও মাসিক একশত টাকা বেতন দিয়া তথানে পড়িতে পারিবে।

পারিস নগরের অনতিদূরবাসী জনৈক ভদ্রলোকের একটী কুকুর আছে। ঐ কুকুরটীর সহিত একটী ঘোটকের সদ্ভাবের কথা শুনিয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। উক্ত ভদ্রলোকের উদ্যানে যে সকল ফল মূল তোলা থাকিত ঐ কুকুরটী প্রত্যহ তাহা চুরি করিয়া ঘোটককে খাইতে দিত। যে ব্যক্তির উপর বাগানের তত্ত্বাবধানের ভার আছে সে এই বিষয় জানিতে পারিয়া চোরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পরে ঐ ব্যক্তি একটী বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে এমন সময়ে দেখিতে পাইল ঐ কুকুরটী কয়েকটী ফল মুখে করিয়া গমন করিল। কুকুর ফল ভক্ষণ করে না সুতরাং ঐ ব্যক্তি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কুকুরের অনুগমন করিল এবং দেখিতে পাইল যে ঐ ফল ঘোটককে প্রদান করিল।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণী সভার অবৈতনিক সম্পাদকের যত্নে অশেষ দানশীলা শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী, ঢাকার নবাব আবদুল গণি ও তাঁহার পুত্র আসান উল্লা খাঁ বাহাদুর, এবং কতকগুলি দানশীলা হিন্দু স্ত্রীলোক ও কতকগুলি স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা পশু·

দিগের জল পানার্থ জলছত্র দানে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহারা প্রায় সকল মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানকে যে যে স্থানে ছত্র হওয়া আবশ্যক, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া সেই সেই স্থানে এক একটী ছত্র করিয়া দিবেন।

কাশ্মীরের মহারাজ মদ্য প্রস্তুত করাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে পাঁচজন ইউরোপীয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহারা মহারাজের নিযোজিত ফরাসী কর্ম্মচারিদিগের সহিত মিলিত হইয়া মদ্য প্রস্তুত করিবে। মহারাজের এ কুবুদ্ধি কেন?

ব্যবস্থাপক সভার ১১ ই যে অধিবেশনের কথা ছিল তাহা বন্ধ করিয়া ১৮ ই বেলা ১১ টার সময়ে হইবার কথা হইয়াছে।

লোকসংখ্যা গ্রহণের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া দার্জ্জিলিঙের নির্ব্বোধ কুলিরা বড়ই গোলযোগ বাঁধাইয়াছে। উহারা আশঙ্কায় পুত্র কন্যাদিগকে কদাচ বাটীর বাহির হইতে দেয় না। তাহাদিগের সংস্কার, ইংরাজেরা আপনাদিগের প্রভু জগন্নাথকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য প্রতি বাটী হইতে এক একজন লোককে লইয়া গিয়া দার্জ্জিলিঙের প্রচলিত ট্রাম ওয়ের চক্রের নীচে ধরিবে, এবং তাহাতে তাহারা খণ্ড বিখণ্ড হইলে তবে প্রভু সদয় হইবেন। কাহারও কাহারও আবার এইরূপ সংস্কার যে প্রত্যেক বাড়ীর এক একজনের দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া লইবার জন্যই এই কাণ্ড হইতেছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার কর্জ্জ কুপার সাহেব আগামী জানুয়ারি মাসে কর্ম্মত্যাগ করিবেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল মারকুইস রিপন সাহেব ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভা ও ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভার সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহ দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভা আগামী ১৮৮২ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের পাঠের জন্য লেথব্রিজ সাহেবের কৃত সিলেক্সন সাহিত্য স্থির করিয়াছেন।

লেডি রিপন মার্চ্চ মাসের প্রথমেই শিমলা গমন করিবেন এবং গবর্ণর জেনরল ২০ এ তথায় যাত্রা করিবেন।

বিজ্ঞানের বলে বুঝি শরীরতত্ত্ববিদ্যারও মাহাত্ম্য যায়। মিবার্ বলিয়াছেন বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা একজনের চক্ষুর ছানি তোলা হইয়াছে। ডাক্তরেরা ছানি তুলিলে ভবিষ্যতে আবার তাহা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু ইহাতে আর সে আশঙ্কা পর্য্যন্ত থাকে না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, অনরেবল মহারাজ যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি, এস, আই গবর্ণর জেনরলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন, ইনি এইবার লইয়া তিন বার উক্ত পদ লাভ করিলেন।

সংস্কৃত কালেজে কেবল সংস্কৃত পাঠার্থীদিগের পরীক্ষা হইয়া যে উপাধি দানের নিয়ম হইয়াছে আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী পরীক্ষার্থিদিগের উৎসাহ দানার্থ তাহাতে ৮০৫০ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকায় দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত বাবু, রাজা লোকনাথ রায়, রাজা হরনাথ রায় ও রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের নামে চারিটী বৃত্তি স্থাপিত হইবে। দর্শন, স্মৃতি, বেদ ও সাহিত্য এই পৃথক পৃথক বিষয়ের পরীক্ষায় যে যে ছাত্র সর্ব্বোচ্চ হইবে তাঁহারাই উক্ত বৃত্তির এক একটী প্রাপ্ত হইবেন।

আমরা বেঙ্গলি পাঠে অবগত হইলাম আলীপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট লি সাহেব বড় উগ্র ধাতুর লোক। তিনি গরিব আমলাদিগকে মারিতে ধরিতে গালাগালি দিতে বড় ভাল বাসেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার এক আমলাকে দপ্তর ছুড়িয়া মারিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি সেরেস্তার এক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীকে এরূপ কটু গালি দেন যে সেরূপ গালি কোন ইতরেও কাহাকে দেয় না। গরিব ব্রাহ্মণ সকলের সম্মুখে অপমানিত হইয়া ব্রাডবরি সাহেবের নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করিয়াছিলেন। ব্রাডবরি না কি নালিস অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ফুচুর দুইজন চীনাম্যান মেকি টাকা প্রস্তুত করাতে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ধৃত করেন এবং উভয়ের গলা পর্য্যন্ত চুণের গাদায় পুতিয়া ফেলেন। ইহাতেই তাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে।

পুলিসের অত্যাচার সর্ব্বত্রই সমান, হিন্দুপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে কবিমগঞ্জ উপবিভাগের নিকটবর্ত্তী কোন এক দরিদ্র পাটনীর কলাইয়ের ক্ষেত্রে তত্রত্য জনৈক হেড কনষ্টেবলের ঘোড়া যাইয়া সমস্ত ফসল নষ্ট করিতে থাকে। পাটনী ইহা জানিতে পারিয়া ক্ষেত্র হইতে ঘোড়াটি তাড়াইয়া দিতে যায়। হেড কনেষ্টবল এই সংবাদ পাইয়া লোক জন সমভিব্যাহারে গিয়া দরিদ্র পাটনীকে এই অপরাধে গুরুতর লগুড়াঘাত করেন। ইহাতেও তাঁহার ক্রোধ শান্তি না হওয়াতে তিনি পাটনীর পরিবারবর্গকেও যথোচিত অপমান করিতে ত্রুটী করেন নাই।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত কালেজ হইতে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রথম বিভাগ।

প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে—পাঁচকড়ি দে, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও কিশোরীলাল গোস্বামী, হুগলী কলেজ হইতে—যোগেন্দ্রনাথ ধর।

২ য় বিভাগ

ঢাকা কলেজ হইতে কালীমোহন সেন, জগন্মোহন সরকার, তারকচন্দ্র বসু। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে—দণ্ডধারী বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লালবিহারী ভাদুড়ী, রঘুনন্দন প্রসাদ, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃতান্তকুমার বসু, যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র রায় শ্রীকান্ত সেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রলাল দে, কালীমোহন দেব, প্রসন্নকুমার রায়, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ক্ষেত্রমোহন দাস, পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়, নৃত্যগোপাল গোস্বামী। কৃষ্ণনগর কালেজ হইতে—কিশোরীমোহন শিকদার, শশধর রায়, ইন্দ্রনারায়ণ রায়। হুগলী কালেজ হইতে—চন্দ্রশেখর তেওয়ারি, কিশোরীলাল সেন, শৈলেন্দ্রবন্ধু রায়। ক্যানিং কলেজ হইতে—রাজেন্দ্রনাথ রায়, নিজামুদ্দিন হোসেন। পাটনা কলেজ হইতে—ব্রজনন্দন সিংহ, ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, জগৎনারায়ণ সরকার।

১ লা ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ১৯৭৯৮০৫ মণ চাউল মজুদ ছিল. ইহার মধ্যে ৯॥ লক্ষ মণ বিদেশে রপ্তানি করিবার উপযুক্ত।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তুলজাত দ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। ইণ্ডিয়া গেজেটে এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত পালিয়াঙ্কি নামক স্থানে এক ব্যক্তি লোকসংখ্যা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, তথায় নেয়ার জাতীয় একটী স্ত্রীলোক পাঁচ জনকে বিবাহ করিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে একজন স্বর্ণকার, একজন মেসন, একজন ওয়ারিআর, একজন এরাক এবং অন্য দল ঐ নেয়ার জাতীয়। ইহারা সকলেই সেই স্ত্রীর নিকট এক বাটীতে থাকে। এবং সেই স্ত্রীই তাহাদিগের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

বিলাতের সংবাদপত্রের যে কত আদর পাঠক। নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহা স্পষ্ট উপলব্ধী করিতে পারিবেন। বিবাহ উৎসব উপলক্ষে তত্রত্য গ্রাফিক পত্র ৬০০০০ কাপি ছাপা হয়। ইহাতে ৫০০০০ টাকার কাগজ, কম্পোজ ও ছাপা প্রভৃতিতে ৬০০০০ টাকা এবং ছবি সকল খোদাইতে ১০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ছাপা প্রভৃতি শেষ হইয়া গেলে, আবার

[illegible] লোকে উক্ত [illegible] করিবার জন্য মূল্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পাদক তাহা দিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে মূল্য ফেরত দিয়াছেন।

[illegible] যিনি এক্ষণে পার্লামেণ্ট [illegible] তাঁহাকে এক্ষণে গুপ্ত [illegible]।

[illegible] অন্তর্গত মংপো নামক স্থানে [illegible] করিবার জন্য শীঘ্রই একটী কার-[illegible] হইবে।

[illegible] অন্য সকল স্থানের অপেক্ষা [illegible] বাহক নগরীতেই ২০০০ খানি [illegible]।

[illegible] যাই আরও লোকজন পরি-[illegible]।

[illegible] সভায় কি দেশীয় [illegible] সভার [illegible] বেতন পাইয়া [illegible] অন্যান্য [illegible] অপেক্ষা [illegible] অধিক হইয়া থাকে।

[illegible] বড় [illegible] বিরুদ্ধ [illegible] [illegible] নিকট [illegible] করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন [illegible] [illegible] তিনি [illegible] করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইবেন।

[illegible] কাবার্ট ইংলণ্ডে আগমন করিবেন।

[illegible] সাহেবের নিকট

[illegible] করেন তাহা [illegible] মূল্য হইবে।

[illegible] এক প্রকার বৈদ্য-[illegible] করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা [illegible] তাহারা অনেক [illegible] পড়িয়া প্রাণ-[illegible] করিলেন [illegible] না।

[illegible] হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত [illegible] দিল্লী হইতে বোম্বাই [illegible] মাইল দূর। [illegible] দিল্লী ও আগ্রা হইতে বোম্বাই যাইতে হইলে ১ম ও ২য় শ্রেণীতে যে সময় ও যে রেল ভাড়া লাগিত তাহা অপেক্ষা ইহাতে অনেক কমি-যাছে। দিল্লী হইতে যাইতে হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে প্রথম শ্রেণীতে ৬০ ও ২ য় শ্রেণীতে ২৩৸৴১০ এবং আগ্রা হইতে যাইলে ৫২।৯ পাই ও ২য় শ্রেণীতে ২০৷৷/১ পাই ভাড়া কম লাগিয়া থাকে।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব খাঁযবর, রবার্ট ওডোভা ১ ক্রোর ১০ লক্ষ টাকা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে যিনি সামান্য কাজ কর্ম্ম করিয়া যান মৃত্যুকালে তিনিও দুই দশ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান।

সৈন্যদিগকে শাসন করিবার জন্য এখন যে বেত্রাঘাতের প্রথা প্রচলিত আছে তাহা আর রাখা অনাবশ্যক বোধে অনেক দিন অবধি তাহা উঠাইয়া দিবার কথা বার্ত্তা হইতেছিল, কিন্তু কার্য্যে এতদিন কিছুই হয় নাই। এখন দেখিতেছি আর থাকে না। অনেকেই ইহার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিতেছেন, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যে সেই দিকেই ঝুঁকিবেন তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সৈন্য-দিগকে বেত্রাঘাত অপেক্ষা যদি আর কিছু গুরুদণ্ড বিধানের ব্যবস্থা হয় তাহা হইলেই ভাল হয়। উহারা একটু ছাড়া পাইলেই প্রায় একটা না একটা কাণ্ড করিবে, তাহার উপর বেত্রাঘাত করা বন্ধ হইলে উহারা অপ্রতিহত [illegible] পাইবে। উহাদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য সকলকে [illegible] উপদ্রবে লোককে কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে, সকলকেই [illegible] করিতে হইবে এবং তাহা [illegible] করিবে।

[illegible] করিবার বাস [illegible] টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

সার আশলি ইডেন সাহেব ভারতবর্ষীয় সভার সভাপদ [illegible] করিবেন। সার রিচার্ড মিডের

১ লা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোন স্থানেই বৃষ্টি হয় নাই। বঙ্গদেশ ও পঞ্জাবে বৃষ্টির আবশ্যক, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টি না হওয়াতে ক্ষতি হইতেছে।

নবাব উনায়েৎ আলী খাঁ লেপ্টেনেণ্ট গ্রিফিন ও জেনেরল রবার্টের নামে দুইটী বৃত্তি স্থাপনার্থ প্রায়ে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বরদার মুখ্যার্জি দাদাভাই দাদিসেঠ বিলাতের ইনিস কোর্টের সাধারণ আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং মাসিক ২৫০ টাকার একটী বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাধারণ আইনের পরীক্ষায় দেশীয়দিগের মধ্যে ইনিই কেবল এই প্রথম বৃত্তি লাভ করিলেন।

ষ্টেটসম্যানের সম্পাদকের ন্যায় ভেনিটী ফেয়া-রের সম্পাদকের নামে বুঝি অভিযোগ হয়। তিনি আবার বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর রিচার্ড টেম্পলের গ্লানি প্রকাশ করাতে রিচার্ড টেম্পল তাঁহার নামে মিথ্যা গ্লানি করার অভিযোগ করি-য়েছেন। সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের বিষম বিপদ। সত্য ঘটনা প্রমাণ করিতে না পারি-লেই মিথ্যা গ্লানি। এইজন্য যার কাণানে আজিও দশ জন সংবাদপত্র সম্পাদক কারারুদ্ধ রহিয়াছেন।

আমেরিকাবাসীরা নিউইয়র্কে ভূগর্ভ দিয়া রেল-ওয়ে চালাইবার আয়োজন করিয়াছেন। যে কল দ্বারা এই রেলওয়ের গাড়ি চলিবে,সে কলে কয়লা ও অগ্নি থাকিবে না।

বিলাতের টাইমস পত্রে লিখিত হইয়াছে, তত্রত্য এক যুবতীর সহিত কোন এক যুবকের গাঢ় প্রণয় হয়, যুবক তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য যুবতীর পিতার নিকট পত্র লেখেন, কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর পান না। তৎপরে উপর্যুপরি তিনি কয়েক খানি পত্র লেখেন, কিন্তু তাহারও কোন উত্তর পাইলেন না। অবশেষে প্রণয়িনী লাভে হতাশ হইয়া বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন, যে দিন এই ঘটনা হয়, ঠিক তাহার পরদিবসই যুবতীর পিতা তাঁহার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের সম্মতিসূচক পত্র লেখেন, পাত্রের পিতা তদুত্তরে এই ভয়ানক বার্ত্তা তাঁহাকে জানান। পাত্রী এই সংবাদ শুনিয়া প্রণয়ী বিহনে জীবন ধারণে ফল নাই, ভাবিয়া বিষভক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে

গত পূর্ব্ব শনিবার কলিকাতার নিকটস্থ বালি-গঞ্জে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। দস্যুরা অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বাবু [illegible] রায়ের বাটীতে প্রবেশ করিয়া ৭ হাজার টাকা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

লর্ড ও লেডি রিপন শুক্রবার বারাকপুর দর্শন করিয়া সোমবার গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে পুনরাগমন করিয়াছেন।

সাঁওতালেরা বড়ই উৎপাত করিতে লাগিল। উহারা স্থানে স্থানে বিদ্রোহাচরণ করিতেছে. নিবা-রণের জন্য গবর্ণমেণ্টের সৈন্য প্রভৃতি যাইলে, সেখানকার লোকে বিদ্রোহভাব পরিত্যাগ করে, কিন্তু অন্য স্থানের লোকে আবার বিদ্রোহী হই-তেছে

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী ষ্টেষণ বিষ্ণুপুরের এলাকাধীন এবং বাও-য়ালীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বাবু রাধামোহন মণ্ডলের জমিদারীর অন্তর্গত তরফ পাথরবেড়িয়া গ্রামের গমস্তা দিগম্বর মাল বড় কালীকাপুরের গোবর্দ্ধন

দত্তের সহিত আলিপুরের মুন্সেফ আদালতে একটী মকদ্দমার তদ্বির করিবার জন্য গত ৬ ই ডিসেম্বর রাত্রি প্রায় ২৸৹ প্রহরের সময়ে দুই জন লোক সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে আপন বাটী পাথর-বেড়িয়া হইতে আলিপুর গমন করিতেছিল। পথিমধ্যে মতিসগোট নামক রাস্তার উপর উপস্থিত হইলে, কৃতান্তের সহচরের ন্যায় কতকগুলি লোক লাঠি দ্বারা গমস্তাকে প্রহার করিতে লাগিল। তাহার সমভিব্যাহারী লোকদ্বয়ের মধ্যে নবীন কর নামক এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়াছিল। সে দিগম্বরের আর্ত্তনাদ শ্রবণে ভীত হইয়া প্রাণভয়ে দৌড়িয়া নিকটবর্ত্তী গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষা করিল। এবং যাদব বাউর নামক অপর ব্যক্তি দিগম্বরের সন্নিহিত থাকায়, দুরাচারেরা তাহাকেও প্রহার করিয়াছিল। কিন্তু সে বুদ্ধি পূর্ব্বক ২।১ টী লাঠির আঘাতেই মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে নিষ্ঠুরেরা কেবল গমস্তাকে প্রহার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে যাদব তাহাদিগের অগোচরে পলায়ন করিয়া রাসগঞ্জ নগরের সনাতন চৌকীদার ও চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়কে সংবাদ দেওয়ায়, চট্টোপাধ্যায় মহোদয় তৎক্ষণাৎ ৩০।৪০ জন লোক সঙ্গে লইয়া যাদবের উপদেশানুসারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে মৃত কিংকের ন্যায় রক্তাক্ত কলেবর বিকৃতাবয়ব দিগম্বরকে মুমূর্ষ ভাবাপন্ন দেখিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, এবং পুলিসে সংবাদ দিলেন।

ডৈবণ বিষ্ণুপুরের সুযোগ্য সবইনস্পেক্টর বাবু কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় এই সংবাদ পাইবামাত্র তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দিগম্বরের চৈতন্য নাই, প্রাণবায়ু কেবল স্বকীয় দুর্দ্দশার ফল ভোগ করিবার জন্যই যেন তাহার শরীরে অবস্থিতি করিতেছে। তিনি তাহাকে চিকিৎসার্থ সত্বর হাঁসপাতালে প্রেরণ করেন। সে সেইভাবে তথায় তিন দিন মাত্র জীবিত থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

সবইনিস্পেক্টর বাবু উল্লিখিত হত্যাকারীদিগের মধ্যে কেবল ১৬ জন লোকের নাম প্রকাশ পাইয়া, তাহাদিগকে ধৃত করিয়া চালান দিয়াছিলেন। আলিপুরের প্রসিদ্ধনামা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের বিচারে ১৪ জন দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে এবং এক জন শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর সাক্ষীশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে এবং পরাণকুণ্ডি নামক একব্যক্তি নিরপরাধী বলিয়া খালাস পাইয়াছে।

সংবাদদাতার পত্র

শান্তিপুর।

এ বৎসর বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় এখানকার রামনগর মিশনরী বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীভূপতি মিত্র ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া নদীয়া জেলার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহাদের মধ্যে কেহই এবার ছাত্রবৃত্তি পাইল না!! এতন্নিবন্ধন উক্ত বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রের অভিভাবক ব্যথিত হৃদয়ে আপন আপন পুত্রকে অন্য বিদ্যালয়ে পড়াইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, অধিকাংশ ছাত্রের অভিভাবকের মনে সংস্কার জন্মিয়াছে যে, মিশনরী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া জেলার মধ্যে ১ ম, ২য়, অথবা ৩ য় হইলেও তাহারা ছাত্রবৃত্তি পাইবে না, কিন্তু অন্যান্য বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই বৃত্তি পাইবে। এই ভ্রমাত্মক সংস্কারটী স্থানীয় লোকের মনে এতদূর বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে যে, উক্ত মিশনরী বঙ্গবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যদি প্রস্তাবিত সংস্কারটী অপনয়ন করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের অধীন বিদ্যালয় সমূহের নিতান্ত অবনতি ও শোচনীয় দশা সমুপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। অতএব আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, মিশনরী বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ভূপতি মিত্র ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যাহাতে বৃত্তি পায় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ও যত্নশীল হইবেন এবং রাজধানী বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের সুযোগ্য ইনস্পেক্টর মেং গ্যারেট সাহেবকে উক্ত অবিচারের বিবরণ বিনম্রভাবে পত্র দ্বারা বিজ্ঞাপন করিবেন সন্দেহ নাই।

এবার এখানে যে প্রণালীতে জনসংখ্যা গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আশানুরূপ বিশুদ্ধ বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহাদিগকে বেগার ধরিয়া জনসংখ্যা গ্রহণকারী পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই সরস্বতীর বরপুত্র সাক্ষাৎ কালিদাস। সুতরাং তাঁহাদের বিশুদ্ধ করিয়া বানান করিতে হইলেই বিদ্যা ব্রহ্মণ্য বাহির হইয়া পড়ে, এমন অবস্থায় ঐ সকল অকৃতবিদ্য ব্যক্তির হস্তে জনসংখ্যা গ্রহণের গুরুতর কার্য্যভার বিন্যস্ত করা নিতান্ত অন্যায় ও অনুচিত হইয়াছে। এই ত গেল নিজ শান্তিপুরের জনসংখ্যাগ্রহণকারীদের কথা! পল্লীগ্রামের জনসংখ্যাগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় সকলেই তদ্রূপ! এক্ষণে রাণাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু জনসংখ্যাকারীদের মধ্যে ঐরূপ ধাতুর অনেক লোক আছেন বুঝিতে পারিয়া সম্প্রতি কয়েকজন স্থানীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে টেষ্টিং আফিসরের পদে নিয়োজিত করিয়াছেন; তাঁহারা সংখ্যাকারীদের লিখিত পুস্তক সকল তন্ন তন্ন রূপে পরিদর্শন করিবেন এবং আবশ্যকমতে ভ্রম প্রমাদ গুলি সংশোধন করিয়া দিবেন। এক্ষণে যে কয়েকজন টেষ্টিং আফিসর নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও দুই একজন অকৃতবিদ্য লোক আছেন, কিন্তু তাঁহারা পরের সহায়তায় স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া লইবেন; সুতরাং তাঁহাদের বিদ্যা ব্রহ্মণ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক জনসংখ্যাগ্রহণ সম্বন্ধে জেলার ও মহকুমার হাকিমেরা যেরূপ আদা জল খাইয়া দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিতেছেন, তদ্দ্বারা সমীচীনরূপে অনুমিত হইতেছে যে, পরমেশ্বর প্রসাদাৎ ঐ কার্য্যটী এবার সুচারুরূপে সম্পাদন হইবার সম্ভাবনা। তবে যে রজনী ঐ জনসংখ্যা গৃহীত হইবে, সে দিন এখানকার বড়বাজারের অন্নপূর্ণা পূজা; এ জন্য আমোদপ্রিয় লোকেরা আশঙ্কা করিতেছে যে, পাছে সে রাত্রি জনসংখ্যা গ্রহণ নিবন্ধন নৃত্য গীতের কোন প্রতিবন্ধক জন্মে।

পরম [illegible] পরমেশ্বর প্রসাদাৎ এ বৎসর এখানকার মদনগোপাল গোস্বামী পাড়ায় শ্রীশ্রীমদনগোপাল ঠাকুরের দোলোট পার্ব্বণটী প্রত্যাশানুরূপ সমারোহ ও উৎসবের সহিত সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। ঐ কয়েকদিন কীর্ত্তনের ভাব-তরঙ্গে গোস্বামী মহাশয়েরা ও বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা ভাসমান হইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই শ্রীশ্রী কৃষ্ণের প্রেমময় কীর্ত্তন শ্রবণে অনর্গল প্রেমাশ্রুপাত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কোন কোন গোঁড়া গোস্বামী ও গোঁড়া বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের "রাস ও" "কুঞ্জ ভাঙ্গা" শ্রবণে এমনি গদগদ চিত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন [illegible] তাঁহাদিগকে অনেক কোন কোন ব্যক্তি থামাইতে পারেন নাই। [illegible] আমাদের বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণের রাস কুঞ্জভাঙ্গা শ্রবণ করা [illegible]। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, [illegible] প্রভু-সন্তানেরা উহা সর্ব্বসাধারণে শ্রবণ করিতে লজ্জিত হয়েন না। বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর এবং কোন কোন গোস্বামী মহাপ্রভুর আবার ঐ রাস ও [illegible] শুনিয়া "দশায়" ধরে, ইহাই অধিক [illegible] বিষয়। দোলোটের শেষদিন "কুঞ্জ ভঙ্গ" হইয়া থাকে। এটী আমাদের আশৈশব

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কল্পদ্রুম মাসিক পত্র।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থা, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, বল্লালসেন সম্বন্ধে একটী ভ্রমের প্রতিবাদ, ইতিহাস ও পুরাণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা, মনুসংহিতা, যোগতত্ত্ব, হংসপ্রশ্নোপনিষদ এই ৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। হিমালি আটিপেজি কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৩ তিন টাকা। গ্রাহকেচ্ছুক মহোদয়গণ সোণারপুর ডাকঘর সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারো নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

কলিকাতার এজেণ্ট।

কলিকাতা গরাণহাটা ৮৭ নং পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

আশু বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই ঔষধ মালিস করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বাত, বাঘী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।
গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ওইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অদ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ১১ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৮১। ২১ এ ফেব্রুয়ারি। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

সার ফ্রেডরিক রবার্টস কাবুলে নিম্নলিখিত পত্রগুলি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৭৮ অব্দের [illegible] জেনেরল [illegible] কাবুলের আমীর নিকট এ পত্রখানি লেখেন।

অধুনা আপনার রাজ্যসম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের [illegible] তাহাতে এ বিষয়টী [illegible] আমার [illegible] উচিত বোধ হয়। এই নিমিত্ত আমি মেজর জেনেরল [illegible] প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিলাম। ইনি [illegible] পরম বন্ধু, আর ইনি রুশ [illegible] প্রকার বীরোচিত কার্য্য করাতে সম্রাটও [illegible] ভাল বাসিয়া থাকেন। অতএব ইনি আপনার সমক্ষে আমার মনের ভাব [illegible] করিবেন। ভরসা করি আপনি ইহাঁকে [illegible] বিশ্বাস করিয়া মনোযোগ সহকারে [illegible] শুনিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক [illegible] করিবেন। আর রুশ গবর্ণমেন্টের সহিত আপনার সৌহার্দ্দ হইলে তাঁহারও উপকার এবং আপনারও যে বিশেষ উপকার আছে, ইহা আপনি জানিবেন।

১৮৭৮ অব্দের ২০ এ আগষ্ট আমীর এইরূপ উত্তর লেখেন।

পরম মান্য সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক আপনার [illegible] ১০ ই [illegible] তারিখের [illegible] মাজির খাঁর দ্বারা [illegible] ১১ ই রবিয়ল সানি মঙ্গলবার (১৮৭৮ — ১৬ই এপ্রেল) আমার হস্তগত হইয়াছে। আপনি এই পত্রে রুশের সহিত তুরস্কের যুদ্ধ ও [illegible] বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন এবং [illegible] ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সহিত আফগান গবর্ণমেন্টের সৌহার্দ্দ-বৈপরীত্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি প্রস্তাবিত পত্রের ভাব আদ্যোপান্ত [illegible] পারিয়াছি। নাজির খাঁকে [illegible] বিদায় করিবার জন্য আপনার পত্রের প্রত্যুত্তর [illegible] মনে করিতেছি এমন সময়ে সম্রাটের [illegible] প্রতিনিধি জেনেরল মেজর ষ্টলিটফের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় তিনি তাসখন্দ হইতে আপনার লিখিত [illegible] দুইখানি পত্র আমাকে প্রদান করেন। আপনি পত্রে যাহা লিখিয়াছেন আমি তাহা [illegible] করিলাম এবং আপনার ও সম্রাটের বিশস্ত প্রতিনিধির মুখে যাহা শুনিলাম তদ্দ্বারা আপনাদিগের অভিপ্রায় বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। রুশ গবর্ণমেন্টের সহিত আমার সৌহার্দ্দ বৃদ্ধির বাসনায় ষ্টলিটফ মৌখিক কথাবার্ত্তাগুলি সংক্ষেপে লিখিয়া আমাকে দিয়াছেন। আমি আপনার কথার উত্তর সমস্তই ইহাঁকে বলিলাম, আপনি ইহাঁর নিকট সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন। ইনি শীঘ্রই এখান হইতে যাইবেন এবং আপনার নিকট সবিস্তার সকল বিষয়ের বর্ণন করিবেন।

সেনাপতির সম্মতিতে সম্মানার্থ আমি কামনাব মির্জ্জা মহম্মদ হাসেন এবং গোলাম হায়দর খাঁকে তাসখন্দ পর্য্যন্ত ইহাঁর সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলাম।

১৮৭৮ অব্দের ২৯ এ সেপ্টেম্বর জেনেরল ষ্টলিটফ আফগানিস্থানের বৈদেশিককার্য্যের মন্ত্রিকে নিম্নলিখিত পত্রখান লিখিয়াছিলেন। যথাঃ—

আমি ঈশ্বর প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে তাসখন্দে উপনীত হইয়াছি, এবং যথাসময়ে রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়াছি। আমি দিবারাত্রি আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি, ভরসা করি কৃতকার্য্য হইব। এই সকল বিষয় সম্রাটের কর্ণগোচর করিবার জন্য আমি কল্য তৎসদনে গমন করিব। জগদীশ্বর যদি প্রসন্ন হন তাহা হইলে আবশ্যক বিষয় সকল সম্পন্ন হইয়া উঠিবে। আমি ভরসা করি ঈশ্বরের অনুকম্পায় পৃথিবীর হইতে যাহারা কাবুলে প্রবেশের জন্য আসিবে তাহারা উভয় দ্বার বদ্ধ দেখিতে পাইবে এবং ঈশ রাজ্য কম্পিত হইয়া উঠিবে। আপনি আমীরকে আমার সম্মাননা জানাইবেন। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী ও অক্ষুণ্ণ ঐশ্বর্য্যশালী করুন এবং আপনাকে সুখে রাখুন। জানিবেন ঈশ্বর প্রসাদে নিশ্চয় আমরা আপনাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিয়া লইব।

১৮৭৮ অব্দের ৮ ই অক্টোবর জেনেরল ষ্টলিটফ উজীর শা মহম্মদ খাঁকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

আমি আশা করি আপনি সর্ব্বাগ্রে আমীরকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইবেন। ঈশ্বর কৃপায় তিনি [illegible] লক্ষ্মীলাভ করুন। আমি যতদিন বাঁচিব তাঁহার আতিথ্যের কথা স্মরণ করিব। আমি তাঁহার কামনা সিদ্ধির জন্য দিবা রাত্রি চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি বিফল মনোরথ হই নাই। সম্রাট আমীরের একজন যথার্থ বন্ধু এবং আফগানিস্থানের প্রকৃত হিতৈষী। তিনি উহার জন্য যখন যাহা কিছু করা আবশ্যক বিবেচনা করিবেন তদ্দণ্ডেই তাহা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা পাইবেন। বোধ হয় আপনার বেশ স্মরণ থাকিবে আমি যে আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম দেশের ভিতর কতকগুলি পর্ব্বত, উপত্যকা ও নদী থাকা যেমন রাজ্যের রাজকার্য্য সেইরূপ। যে ব্যক্তি অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করে সে এই সকল পদার্থ উত্তমরূপ দেখিতে পায়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও অনুগ্রহে আমাদের সম্রাটের তুল্য রাজা নাই। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন। অতএব আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আপনাকে যে উপদেশ দিতেছেন তাহাতে আপনার কর্ণপাত করা উচিত। আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট সর্পের ন্যায় সাবধান ও পারাবতের ন্যায় নির্দ্দোষ। রাজকার্য্য সম্বন্ধে এমন অনেক গুরুতর বিষয় আছে, যে তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন না কিন্তু আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবেন। সর্ব্বদা এইরূপ ঘটিয়া থাকে, যে বিষয় প্রথমে অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় তাহাতে পরে বহু উপকার লাভ হইয়া থাকে। যাহা হউক এক্ষণে হে মদেক সদয় প্রিয় বন্ধু! আমি আপনাকে জানাইতেছি যে আপনাদিগের ধর্ম্ম বিরুদ্ধাচারী শত্রু তুরস্কের সুলতানকে হাত করিয়া আপনাদিগের সহিত সন্ধি-বন্ধনে সমুৎসুক হইয়াছেন। অতএব নবার পরপারস্থিত জাতিগণের প্রতি আপনার দৃষ্টিপাত করা উচিত। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় যুদ্ধার্থ তাহাদিগের অস্ত্র গ্রহণে প্রবৃত্তি হয় তাহা হইলে (বিসমোল্লা) ঈশ্বরের নাম করিয়া [illegible] করিবেন। অন্যথা আপনাকে সর্পের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। প্রকাশ্যে সন্ধি করুন, এবং ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের আয়োজন করিতে থাকুন। তৎপরে যখন ঈশ্বরের আদেশ হইবে তখন আপনি যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন। শত্রুপক্ষীয় দূত যখন দেশে প্রবেশ করিতে চাহিবে সেই সময়েই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে শত্রুদিগের দেশে অন্তরে গরল ও বাহিরে মিষ্ট কথায় তাহাদিগের মনের ভাব জানিয়া আপনার সহিত তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবর্ত্তিত করিতে পারে এমন একজন যোগ্য লোককে চর করিয়া পাঠান। বন্ধু! আমার বিশ্বাস ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করিবেন ও আমীরের রাজ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিবেন এবং আপনাদিগের শত্রুর দলকে কম্পিত করিবেন।

এই পত্রের প্রত্যুত্তর শীঘ্রই রাজধানীতে প্রেরণ করিবেন, আপনি পত্র আরবী অক্ষরে লিখিলে আমি পড়িতে পারিব।

১৮৭৮ অব্দের অক্টোবর মাসে সেয়ারআলী জেনারল ভন কফমানকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

সম্প্রতি নিম্নোল্লিখিত ঘটনাগুলি এখানে ঘটিয়াছে। আপনাদিগের প্রতিভাশালী গবর্ণমেণ্টের তাসখন্দস্থ দূত জেনেরল ইলিটফ এখান হইতে প্রতিগমন করিলে পর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ জননা ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে শত্রুতাচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং মদীয় রাজ্যের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। আপনি পলকানিকের পত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন, উঁহারা এক্ষণে আফগান রাজ্যের সীমা খাইবার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। এবং যুদ্ধের সকল আয়োজনই করিয়াছে, এক্ষণে আমরা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিলেই হয়। সংক্ষেপে বলিতে কি, সময়োচিত কার্য্য করিবার সময় এখন উত্তীর্ণ হইয়াছে, উঁহারা আক্রমণকারী হইয়াছে, এই জন্য এখন প্রজাদিগের ধন মান রক্ষার্থ আমার কর্ম্মচারিগণ প্রাণপণে সীমা রক্ষার চেষ্টা করিতে বাধ্য। কিন্তু যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, সহজে তাহা নির্ব্বাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার বোধ হইতেছে আমার এই বন্ধুত্বসূচক পত্র আপনার হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই শুনিতে পাইবেন, আফগানদিগের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। আপনার সহিত সৌহার্দ্দ থাকাতে, আমার অনেক ভরসা আছে। আমি আশা করি, আপনি স্নেহগুণে আমার বাক্যে বিশেষ মনোযোগী হইয়া সুযোগমত অবসরে উপযুক্ত সাহায্যদান করিয়া সুখী করিবেন, আমি আপনার গোচর জন্য এই পত্র মধ্যে সম্রাটের একখানি সৌহার্দ্দসূচক পত্র লিখিলাম। সম্রাটের পত্রখানি এবং এই উপযুক্ত বিশ্বস্ত ও সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধি দ্বারা প্রেরণ করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু শত্রুগণকে এখন কালক্ষেপ করিবার আর সময় নাই বলিয়া, ইহা একজন অশ্বারোহী বার্ত্তাবাহক দ্বারা প্রেরিত হইল। ভরসা করি, এ ত্রুটি নম্রত ও বিবেচনা সিদ্ধ বোধে গ্রহণ করিবেন না।

১৮৭৮ অব্দের ৯ ই অক্টোবর আমীর সিয়ার আলী কফমানের নিকট যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা এই,—

আপনার সহিত আমার বন্ধুতা আছে। যখন কোন ঘটনা উপস্থিত হয়, বন্ধুর নিকট তাহা গোচর করা কর্ত্তব্য-বোধে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি। যে দিবস আমাদিগের উভয়ে সখ্য-বন্ধন হয়, যে দিবস আমাদিগের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান আরম্ভ হয়, সেই দিবস ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের অন্তরে আঘাত লাগিয়াছে। তাহারা বহুদিবস অবধি আমাদিগের কর্ম্মচারিদিগের প্রতি নানাপ্রকার উপদ্রব ও অত্যাচার করিতেছে, এবং পরস্পর প্রতিবেশী রাজ্য সমূহের রাজগণের মধ্যে যে সকল নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য, তাহারা তাহার বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছে। যখন আপনার দূত আমার রাজধানী কাবুলে আগমন করিয়াছিলেন তখন তাহারা অন্যায় আচরণে পরাঙ্মুখ না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষে ও পরক্ষে নানাপ্রকার শত্রুতার চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছে প্রথমতঃ দৌত্যের ভান করিয়া আমার রাজ্যের সীমাপ্রদেশস্থিত জামরুদ নামক স্থানে কতকগুলি ইংরাজ প্রবেশ করে, বিনা অনুমতিতে আমার রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া আপনার দূতকে অবমাননা করা এবং আমাদিগের অনিষ্ট করা তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। আমার পুলিস-কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে এই বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে, যে বলপূর্ব্বক বন্ধুতা করিবার এবং এত অধিক সংখ্যক বৈদেশিক এককালে রাজ্যে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই। তাহারা পেশওয়ারে প্রত্যাগত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, এবং যেরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহাতে বোধ হয় আফগানস্থান এককালে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। ইংরাজদিগের এই সকল অন্যায়াচরণ সত্ত্বেও আমার কর্ম্মচারীরা তাহাদিগের প্রতি কোন প্রকার শত্রুতাচরণ করে নাই। তাহারা এই বিবেচনা করে যে, প্রথম শত্রুতা আরম্ভ করায় অবিজ্ঞতা ও অসাবধানতা প্রকাশ পায়; কিন্তু এটী সত্য, আমরা যত তাহাদিগের নিকট নম্র হইতেছি ততই তাহাদিগের শত্রুতা বৃদ্ধি হইতেছে। প্রায় ৪০ বৎসর গত হইল, রুশ ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দূত আফগানস্থানে আগমন করিলে যেরূপ ঘটনা হয় এক্ষণে সেইরূপ ঘটনার পুনরভিনয় হইতে চলিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব আমীর নিজ সদ্বিবেচনার গুণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষা আপনার গবর্ণমেণ্টের বন্ধুত্ব অধিকতর মনোনীত করিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন আফগানস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়; সুতরাং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আফগানস্থানে যুদ্ধ করিতে স্থিরসংকল্প হইয়াছে এবং আফগানেরাও ইংরাজদিগের সাধ্যানুসারে তাহাদের রাজ্য সীমা ও সম্পত্তি রক্ষা করিবে। দেখা যাউক জগদীশ্বরের ইচ্ছায় এ যুদ্ধে কি হয়।

আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রকৃত কথা যথারূপে আপনার গোচরার্থ লিখিত হইল, এক্ষণে আফগানস্থানের শান্তিরক্ষার জন্য সাহায্য দান করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।"

১৮৭৮ অব্দের অক্টোবর মাসে সেয়ারআলী জেনেরল ইলিটফকে এই পত্র লেখেন যথা :—

যে সময়ে আপনি আমার রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়া সৌহার্দ্দসূচক কথোপকথন করিয়াছিলেন, সেই সময়েই আপনি আফগানস্থানের প্রতি ইংরাজদিগের অসৎ অভিপ্রায়ের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। আপনার তাসখন্দ অভিমুখে যাত্রা করা অবধি উঁহাদিগের শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া এখন এমনি হইয়াছে যে, উঁহারা এখন প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচরণ করিতেছে। আপনি বোধ হয় পলকানিকের পত্রে এ সকল বিষয় সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, কিয়দ্দিবস হইল আমি আপনার কোন সংবাদ পাই নাই। এখন আর সময়োচিত প্রতিবিধানের চেষ্টা পাইবার অবসর নাই। যুদ্ধকাল আসন্ন, ইংরাজেরা আক্রমণকারী। তথাপি আফগান গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা যাহাতে বিচ্ছেদ না হয় সে চেষ্টা পাইয়াছে। কিন্তু যবনিকার অন্তরালে এখন যাহা আছে তাহাই দেখিতে হইবে। এই ঘটনা রুশ সম্রাট ও জেনেরল কফমানকে জানাইতে আমি সময়ক্ষেপ করি নাই। এক্ষণে আপনার নিকট আমার বক্তব্য এই, আপনিও বন্ধুর বিপত্তিতে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতির উপযুক্ত সাহায্যদানে সুখী করিবেন।

১৮৭৮ অব্দের ৪ ঠা নবেম্বর সেয়ার আলী জেনারল ভন কফমানকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন:—

আপনার দুইখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। একখানি ২৯ এ সেপ্টেম্বরে, ঐ পত্রে এই আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, পলকানিক কারালিক পারস্য ভ্রমণার্থ নিয়োজিত হওয়া তাসখন্দ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং মায়মনা হইয়া আমাদিগকে উপনীত হইয়াছেন, আপনি এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আফগানস্থানের গবর্ণরেরা তাঁহাকে সাহায্য দানে বিমুখ হইবেন না। আপনার ১৮৭৮ অব্দের ৭ ই অক্টোবরের পত্রে জানা যাইতেছে, পলকানিক [illegible] অন্যতর সমভিব্যাহারে [illegible] ভ্রমণ নিয়োজিত হইয়াছেন। তাহাতে আপনি এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আফগানিস্থানের গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা ঐ মেটিকের [illegible] সাহায্য করিবেন। আমি উক্ত পত্রদ্বয় উত্তমরূপে পাঠ করিয়া উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, এবং আপনার অনুরোধক্রমে আমি আফগানিস্থানের গবর্ণরদিগের উপর এই মর্ম্মে আদেশ প্রচার করিয়াছি যে তাঁহারা পলকানিক কারালিককে যথোচিত সম্মান সৎকারে গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাকে

করিতে লিখুন আপনি এ সময়ে আফগানস্থান পরিত্যাগ করিবেন না। তাহাতে আপনার উপকার হইবে। আমার বাক্য বিফল নয়। আপনি এখন রুশ রাজ্যে আগমন করিলে আপনার অনিষ্ট হইবে।

১৮৭৮ অব্দের ১১ ই জানুয়ারি জেনেরল ভন কফমান সিয়ারআলীকে যে পত্র লেখেন তাহা এই :

বিদেশীয় কার্য্যের মন্ত্রী জেনেরল গর্চ্চাকফ তারযোগে আমাকে জানাইয়াছেন, যে সম্রাট আপাততঃ আপনাকে তাস্কন্দে আসিবার ক্লেশ স্বীকার করাইবার অনুমতি করিয়াছেন। অতএব আমি অতি সন্তোষ সহকারে আপনাকে এই সংবাদটী জানাইতেছি। এই অবসরে আমি এই বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি যে আমি আপনার পিটার্সবর্গে গমনের বিষয়ে কোন উপদেশ প্রাপ্ত হই নাই। আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে আমাদিগের বন্ধুত্বের সবিশেষ বৃদ্ধি হইবে।

১৮৭৯ অব্দের ২ রা ফেব্রুয়ারি সিয়ার আলী জেনেরল ভন কফম্যানকে যে পত্র লেখেন তাহা এই—

মাজারি সরিফে আমার পৌঁছিবার পর ৮ ই ১৩ ই ও ১৭ ই মহরম (২ রা ৭ ই এবং ১১ ই জানুয়ারি) ১৮৭৯-তারিখের আপনার তিনখানি বন্ধুভাবের পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। আমি তাহা পাঠ করিলাম এবং তাহার অভিপ্রায় অবগত হইলাম, আপনার ১৭ ই তারিখের পত্রে যে বিনীতভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রুশিয়ায় যাইবার আমার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি রুশিয় গবর্ণমেণ্টের দূতের সহিত পরামর্শ করিয়া শীঘ্রই গন্তব্য স্থানে যাইবার কথা অবধারণ করিয়াছিলাম এবং এই অভিপ্রায় বোখারা রাজের নিকটে জানাইয়াছিলাম। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি হঠাৎ বাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছি এবং এক্ষণে আমি রুশিয় ডাক্তারের এবং আমার নিজ চিকিৎসকগণের চিকিৎসাধীনে আছি। এই অবস্থা ঘটাতে আমি যাইতে পারিলাম না। পক্ষান্তরে সময় যাইতেছে, আমি দূতকে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিলাম এবং আমার ভ্রাতা সর্দ্দার সিয়ার আলী খাঁ, সা মহিমাদ খাঁ ও কাজী আবদুল কাদের খাঁকে অবিলম্বে তাস্কন্দে গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলাম। ইঁহারা ঈশ্বর দত্ত গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসপাত্র ও মন্ত্রী। এখানে কার্য্যের যে অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা ইঁহারা আপনাকে মৌখিক বলিবেন। আমি আপনার পত্রের একটী অংশ স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আপনাদিগের সম্রাটের যত্নে ব্রিটিশ মন্ত্রিগণ আপনাদিগের লণ্ডনস্থ দূতকে এই কথা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা আফগানস্থানের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও ইংরাজেরা শেরাবাবাদ হইতে জেলালাবাদে এবং পেসিন হইতে কান্দাহারে অগ্রসর হইতেছেন। ঈশ্বর দত্ত গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিগণ ইহার বিশেষ বিবরণ আপনাকে জানাইবেন। আমি আশা করি, আমার মন্ত্রিগণ আপনাকে এই রাজকার্য্যের বিষয় যাহা জানাইবেন, আপনি তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন, এবং তাহাদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে অবিলম্বে বিদায় দিবেন।

আপনাকে জানাইতেছি যে জেনেরল রসগনফ এবং তাঁহার সহচরগণের ভদ্র ব্যবহারে ও মহৎ গুণে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। জেনেরল রসগনফ একজন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কার্য্যদক্ষ রুশিয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এবং এই ঈশ্বর দত্ত গবর্ণমেণ্টের হিতৈষী।

সিয়ার আলীর মৃত্যুর পর ইয়াকুব খাঁর সহিত রুশ কর্ত্তৃপক্ষের যে পত্র লেখালিখি হয় তাহা এই—

১৮৭৯ অব্দের ৯ ই মার্চ্চ জেনেরল ভন কফম্যান ইয়াকুবখাঁকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। আপনার সম্পূর্ণ সুখ সৌভাগ্যের ইচ্ছা করিয়া নিম্নোক্ত বাক্যগুলি লিখিতেছি।

আমি আমার বন্ধু আপনার প্রিয় ন্যায়পরায়ণ পিতা আমীর সাহেবের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি এবং আপনি ও আফগানস্থান তাঁহার মৃত্যুতে যে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন আমি তন্নিমিত্ত অকপটভাবে শোক করিতেছি।

আপনি আইনানুসারে উত্তরাধিকারী। অতি বিপদের সময়ে আপনার পিতা আপনাকে দেশের শাসনকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনি এক্ষণে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

আমি অকপট হৃদয়ে আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের বাসনা করিতেছি।

আমি আপনার মৃত অমায়িক পিতার বন্ধু। আপনার মৃত পিতা আমীর সাহেব আমাকে যেরূপ বিশ্বাস করিতেন এবং আমার প্রতি যে সদাশয়তা প্রদর্শন করিতেন, আমি আশা করি যে, আপনিও আমার প্রতি সেইরূপ করিবেন।

আমি ইচ্ছা করি আপনি বিজ্ঞতা ও ন্যায়পরতা অনুসারে প্রজাদিগকে শাসন করিবেন। তাহারা আপনাকে বিপদের সময়ে পরিত্যাগ করিবে না। তাহারা সর্ব্বদাই আপনার সিংহাসন রক্ষার নিমিত্ত সজ্জিত থাকিবে।

আপনার মৃত পিতার দূতগণ সর্দ্দার সিয়ারআলী খাঁ, ওয়াজির সা মহম্মদ খাঁ, কাজি আবদুল কাদের এবং কামনাব দেবীর মহম্মদ হাসেন ফিরিয়া যাইতেছেন। আমার বিশ্বাস এই, এই সকল ব্যক্তি যেরূপ বিশ্বস্তভাবে আপনার পিতার কার্য্য করিয়াছেন আপনারও সেইরূপ কার্য্য করিবেন।

ঈশ্বর আপনাকে জ্ঞান স্বাস্থ্য ও প্রজার অনুরাগভাজন করুন।

১৮৭৯ অব্দের ২৯ এ মার্চ্চ মেজর জেনেরল ইবানফ ইয়াকুব খাঁর পুত্র সর্দ্দার মুসা খাঁকে যে পত্র লেখেন তাহা এই—

আমি আপনার রাবিঅল আউল ২৬ এ তারিখের (২০ এ মার্চ্চ) পত্র অতি শুভক্ষণে পাইলাম এবং ইহার অভিপ্রায়ও অবগত হইলাম। আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং এই বিষয় গবর্ণর জেনেরল কফমানের গোচর করিলাম। আপনি রুশিয় আফগান গবর্ণমেণ্টের বন্ধুতার বিষয় উল্লেখ করিয়া এবং বন্ধুতার ইচ্ছা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই, আমরাও আপনার বন্ধু হইবার অভিলাষী। মৃত আমীরের সময়ে উভয় গবর্ণমেণ্টের যে বন্ধুতা ছিল আমি আশা করি, আমীর মহম্মদ ইয়াকুবখাঁ উহা বর্দ্ধিত করিবেন। ঈশ্বর তোমার দেশের যুদ্ধকে সুখে পরিণত করুন এবং রাজ্য মধ্যে শান্তি বিরাজমান হউক ও আপনাদিগের গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়ীভূত হউক। আমি আপনাদিগের সমুদায় পত্র গবর্ণর জেনেরল কফম্যানের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছি। ঈশ্বর আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে রাখুন।

১৮৭৯ অব্দের ৮ ই এপ্রেল জেনেরল ভন কফম্যান সর্দ্দার মুসা খাঁকে যে পত্র লেখেন তাহা এই—

যুবরাজ সর্দ্দার মহম্মদ মুসা খাঁ, উলাল আয়দর খাঁ, আমীর মহম্মদ ও মীর মহম্মদ ও খাবী উল্লার প্রতি।

আমি এই বাসনা করি আপনারা সকলে নূতন শাসনকর্ত্তা আমীর সাহেবের অনুগ্রহ ভাজন হউন। আমি নিম্নলিখিত বাক্যগুলি আপনাদিগকে জানাইতেছি।

আমি সরল ভাবে আপনাদিগকে বলিতেছি যে আমার বন্ধু আমীর সাহেব সিয়ার আলী খাঁর মৃত্যুতে আমি অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছি। আপনার রাবীঅল আউল ২৯ এ তারিখের পত্রে আমি অবগত হইলাম যে আফগানের লোকেরা সর্দ্দার মুসা

খাঁকে উত্তরাধিকারী বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন। ইহাতে এই প্রমাণ হইতেছে আফগানস্থানের লোকের আপনার বংশের প্রতি অতিশয় অনুরাগ আছে। আমি আপনার মৃত পিতামহের পুরস্কার বন্ধু। অতএব এই সংবাদে আমার অতিশয় আনন্দ লাভ হইয়াছে।

আমি আপনাদিগের সকল কার্য্যের সিদ্ধি লাভের বাসনা করিতেছি আপনারা ভাগ্যবান আমীর সাহেব মহম্মদ ইয়াকুব খাঁর প্রবল পরাক্রমশালী সহায় হউন।

১৮৭৯ অব্দের ৭ ই মে জেনেরল ভন কফম্যান ইয়াকুব খাঁকে যে পত্র লেখেন, তাহা এই—

আপনার মঙ্গল ও সৌভাগ্যের প্রার্থনা করিয়া শেষে আপনাকে লিখিতেছি, আমার উপরে যে রাজ-কার্য্যের ভার ছিল, আমি কিছু দিনের জন্য তাহা হইতে বিদায় লইয়া ১৫ ই মে রুশিয়ার রাজধানীতে যাইবার মানস করিয়াছি, অতএব আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনি আমাকে অকপট মিত্র ও প্রকৃত হিতৈষী বিবেচনা করিয়া আমি যতদিন অন্যত্র থাকিব, আপনার রাজ্য মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিবে তাহা আমাকে জানাইবেন।

আমি আমার লোকদিগকে এই আদেশ দিয়াছি আমীর যে সকল পত্র পাঠাইবেন তাহা অবিলম্বে সেণ্টপিটার্সবর্গে পাঠাইয়া দিবেন। জগদীশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী ও [illegible] করুন।

১৮৭৯ অব্দের ২৬ এ জুলাই ইয়াকুব খাঁ জেনেরল ভন কফম্যানকে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

আপনার ৭ ই মের বন্ধুভাবের পত্রখানি নাসির খাঁর হস্ত দ্বারা আমার নিকট পৌঁছে। ইহাতে যে বন্ধুভাবের কথা [illegible] তাহা আমি অবগত হইলাম।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহ ২৬ এপ্রেল সন্ধি ও [illegible] হইয়াছে যে, তাহাতে উভয় গবর্ণমেণ্টেরই মঙ্গল হইবে। উভয় গবর্ণমেণ্টের বিবাদের কারণ দূরীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে উভয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা সন্তুষ্ট ও সুখী হইয়াছেন। নাসির খাঁকে [illegible] দেওয়া হইয়াছে, আমি আপনার বন্ধুভাবের পত্রের উত্তরদান উচিত বিবেচনা করিয়াছি এবং এই কথা কহিতেছি যদি কোন সময়ে আপনি [illegible] গবর্ণমেণ্ট বন্ধুত্ব নিয়মের অনুসারে [illegible] লিখেই হউক আর মুখেই হউক, আমার গবর্ণমেণ্টকে জানান আবশ্যক বোধ করেন, তাহা [illegible] পিটার্সবর্গে যে ব্রিটিশ দূত আছেন, লণ্ডনে যে রুশিয় মন্ত্রী আছেন, তদ্দ্বারা কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল দ্বারা অথবা কাবুলে যে ব্রিটিশ দূত আছেন, তদ্দ্বারা জানাইবেন। কারণ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আমার গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হইয়াছে, তদনুসারে এইরূপ কার্য্য করাই কর্ত্তব্য

রুশিয় গবর্ণমেণ্টের সহিত আমীর সিয়ারআলীর সন্ধি। ইহা আমীরের একজন কর্ম্মচারী পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন, মূল সন্ধিপত্র পাওয়া যায় নাই।

১। রুশিয় গবর্ণমেণ্ট এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতেছেন, আফগানস্থানের আমীর সিয়ারআলী খাঁর সহিত রুশ গবর্ণমেণ্টের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হইবে।

২। রুশ গবর্ণমেণ্ট এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতেছেন যে, আমীরের পুত্র আবদুল্লা জানের মৃত্যু হওয়াতে আমীর যে ব্যক্তিকে আফগানস্থানের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিবেন, রুশ গবর্ণমেণ্টের বন্ধুত্ব তাহারি সহিত দৃঢ় ও স্থায়ী হইবে।

৩। রুশ গবর্ণমেণ্ট এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতেছেন, যদি কোন বিদেশীয় শত্রু আফগানস্থান আক্রমণ করেন, এবং আমীর তাহাকে তাড়াইয়া দিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি রুশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। রুশ গবর্ণমেণ্ট পরামর্শ দ্বারা হউক, আর অন্য কোন বিবেচনা-সিদ্ধ উপায় দ্বারা হউক শত্রুকে দূরীভূত করিয়া দিবেন।

৪। আফগানস্থানের আমীর রুশ গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ না করিয়া এবং ঐ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া কোন বিদেশীয় রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না।

৫। আফগানস্থানের আমীর এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতেছেন, তাঁহার রাজ্য-মধ্যে যখন যে ঘটনা ঘটিবে, তিনি তাহা বন্ধুভাবে রুশ গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন।

৬। আফগানস্থানের আমীরের যখন যে [illegible] বা [illegible] কথা উপস্থিত হইবে, তিনি তুর্কিস্থানের গবর্ণর জেনেরল ভন কফম্যানকে তাহা জানাইবেন, রুশ গবর্ণমেণ্ট তুর্কিস্থানের গবর্ণর জেনেরলকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন, যে তিনি আমীরের সেই মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

৭। রুশ গবর্ণমেণ্ট এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতেছেন, আফগানস্থানের যে সকল বণিক রুশ রাজ্যে বাণিজ্য করিতে যাইবে, রুশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের কোন অনিষ্ট করিবেন না। তাহারা নিজ বাণিজ্যের লাভ লইয়া স্বচ্ছন্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

৮। আফগানস্থানের আমীরের এই ক্ষমতা থাকিবে, যে তিনি নিজ কর্ম্মচারীদিগকে শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার্থ রুশ রাজ্যে পাঠাইতে পারিবেন রুশ কর্ম্মচারীরা তাহাদিগের পদমর্য্যাদা অনুসারে তাহাদিগের মান সম্ভ্রম করিবেন।

৯। এ প্রকরণটী লেখকের স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় নাই।

১০। রুশ গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসপাত্র প্রতিনিধি মেজর জেনেরল ষ্টলিটফ নিকলস উপরি উক্ত সন্ধির নিয়মগুলি নির্দ্ধিষ্ট করিয়াছেন, এবং তাহাতে মোহর করিয়াছেন।

আমীর সিয়ারআলী খাঁর সহিত [illegible] গবর্ণমেণ্টের সন্ধি। আমীরের একজন কর্ম্মচারী কাবুলে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন, মূল সন্ধিপত্র পাওয়া যায় নাই।

১। আফগান গবর্ণমেণ্টের সহিত রুশ গবর্ণমেণ্টের বহুকাল অবধি যে বন্ধুত্ব আছে, তাহা পুনরুজ্জীবিত করা হইল

২। যিনি কেন উত্তরাধিকারী হউন না, উভয় গবর্ণমেণ্টের এই বন্ধুত্ব তাঁহার সহিত চিরস্থায়ী হইবে।

[illegible]। আমীরকে রুশ গবর্ণমেণ্টের তুর্কিস্থানস্থ গবর্ণর জেনেরলের নিকট প্রত্যেক বিষয় জানাইতে হইবে।

৪। যদি কোন বিদেশীয় শত্রু আমীরকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে রুশ গবর্ণমেণ্ট তুর্কিস্থানের গবর্ণর জেনেরল দ্বারা সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন।

আমীর নিজ রাজ্যে সৈন্যশক্তি বদ্ধমূল করিয়া রাখিবেন। যদি তাঁহার [illegible] কেহ অথবা অন্য কোন [illegible] অসুবিধা হয় তাহা হইলে রুশ গবর্ণমেণ্ট [illegible] জিজ্ঞাসা করিবেন।

[illegible] আছে, অতএব [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] আফগান- [illegible] পারিবেন।

৭। [illegible] গবর্ণ- [illegible] আমীরেরই [illegible]।

সোমপ্রকাশ।

১১ ই ফাল্গুন সোমবার।

[illegible]

[illegible]

যে রুশকে নিমিত্ত করিয়া ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব

মন্ত্রিগণ কাবুলে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত করিলেন, একটী স্বাধীনতাপ্রিয় বীরজাতি উৎসন্ন হইল, লার্ড লিটন নির্দ্দয় নিষ্ঠুর অপদার্থ গবর্ণর জেনেরল বলিয়া সাধারণের সংস্কার জন্মিল, ষ্ট্রাচি সাহেব অপদস্থ হইলেন; ভারতের স্কন্ধে অন্যায় ব্যয়ভার নিক্ষিপ্ত হইল, মন্ত্রি-বিপ্লব হইয়া গেল এবং আফগানস্থানের ভূতপূর্ব্ব আমীর শোকে ক্ষোভে লজ্জায় ও অবমানে দেহত্যাগ করিলেন, সেই রুশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মৃত আমীর সিয়ার আলীর যে কিরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল তাহা উভয় গবর্ণমেণ্টের লিখিত কয়েকখানি পত্রদ্বারা সুন্দররূপে পরিজ্ঞাত হইতেছে। আমরা ঐ পত্রগুলির স্থানান্তরে অনুবাদ করিয়া দিলাম। ঐ গুলি পাঠ করিলে পাঠকগণ যে পক্ষের ন্যায় অন্যায় স্বয়ং তাহার বিচার করিতে পারিবেন। সোমপ্রকাশ পাঠকগণ স্বয়ং সকল বিষয়ে বিচারক্ষম হন, সেটীও সোমপ্রকাশ প্রচারের একটী মোক্ষ উদ্দেশ্য। অতএব অনুবাদে সোমপ্রকাশের অধিকাংশ স্থান গ্রাস করিল বলিয়া পাঠক বিরক্ত হইবেন এরূপ বোধ হয় না।

কান্দাহার বিজেতা সার ফ্রেডরিক রবার্ট কাবুলে ঐ পত্রগুলির আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। কান্দাহার জয় করাতে তাঁহার যে যশোলাভ হয় ঐ পত্রগুলির আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা সেই যশ অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ঐ পত্রগুলি প্রকাশ হওয়াতে অনেকের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইয়া যাইবে। যাঁহারা রুশকে অবলম্বন করিয়া আপনাদিগের কাবুল সংক্রান্ত রাজনীতি-সমর্থন চেষ্টা পাইতেছিলেন, তাঁহাদের সে চেষ্টা সিকতাময় স্থান-নির্ম্মিত ভিত্তির ন্যায় ভূতলশায়ী হইবে, এবং যাঁহারা ঐ রুশকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পদ-বিপ্লাবন বাসনা করিতেছেন, তাঁহাদের সেই বাসনা দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হইবে। রুশ গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষভাবে যে কোন কার্য্য করেন নাই, ঐ পত্রগুলি দ্বারা তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। রুশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শত্রুতা করা যদি অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তাহা আলীমসজিদের যুদ্ধকালে প্রকাশ হইয়া পড়িত। শত্রুতা করা দূরে থাক, রুশ গবর্ণমেণ্ট প্রতি পদেই আমীরকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি করিবার পরামর্শ ও উপদেশ দিয়াছেন, আমীরকে বার বার যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন কাবুলে রুশের যে দূত ছিলেন, ইংরাজেরা পাছে সন্দেহ করেন এই ভাবিয়া, জেনারেল রুফম্যান তাঁহাকেও কাবুল হইতে লইয়া গেলেন। আমীর আর্ত্ত হইয়া রুশ গবর্ণমেণ্টের নিকট যতবার সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ততবারই রুশ গবর্ণমেণ্ট নানা ছল করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অন্য কথা কি, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পাছে সন্দেহ করেন ভাবিয়া আমীরকে রুশ রাজধানীতেও যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি রুশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষভাব কিরূপে সপ্রমাণ হইবে।

পত্রগুলি দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আফগান গবর্ণমেণ্টের সহিত রুশ গবর্ণমেণ্টের কখনও অসদ্ভাব ছিল না। দোস্ত মহম্মদ খাঁর সময় অবধি বন্ধুত্ব চলিয়া আসিতেছে। আমীর সিয়ার আলী যখন ইংরাজদিগের ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন, যখন যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল, তখন আমীর নিতান্ত নিরুপায় হইয়া রুশ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়চ্ছায়া অবলম্বন করিলেন। আর্ত্ত ও নিরুপায় ব্যক্তির স্বভাবত এইরূপ গতি হইয়া থাকে। রুশ গবর্ণমেণ্ট চিরকালের মিত্র বলিয়া আমীরকে এককালে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। তাহাতেই রুশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আফগান গবর্ণমেণ্টের যে কিছু সংস্রব ছিল। সে সংস্রবে আমীরেরই অনিষ্ট হইয়াছে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কোন অনিষ্ট হয় নাই।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে রুশের আক্রমণ-শঙ্কা কাবুল যুদ্ধের প্রকৃত কারণ নয়, অন্য কোন নিগূঢ় কারণ আছে তাহা ব্যক্ত হয় নাই। রুশের আক্রমণ-শঙ্কা কোনক্রমেই কারণ হইতে পারে না। অনুবাদিত অন্যতম পত্রে স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে রুশ গবর্ণমেণ্ট মধ্যবর্ত্তী হইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত আফগান গবর্ণমেণ্টের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন আফগানস্থানের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না।

আমরা যে দুই খানি সন্ধিপত্রের অনুবাদ করিয়া দিলাম তাহা অকৃত্রিম বলিয়া বোধ হইতেছে না। যে রুশ গবর্ণমেণ্ট আমীর সিয়ার আলীর প্রতি মৌখিক বন্ধুতা ভিন্ন কার্য্য দ্বারা বন্ধুতার কোন পরিচয় দেন নাই, সেই রুশ গবর্ণমেণ্ট আফগানস্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সন্ধি বিধান করিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে। বাস্তবিক সন্ধি হইলে অবশ্যই তাহার একটীর আদর্শ থাকিত, যাহাহউক আমাদিগের একটী আনন্দের বিষয় এই, বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় রুশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়া আপনাদিগের লিবরাল (উদার) নাম সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা সংকীর্ণমনা ব্যক্তিদিগের ন্যায় রুশ গবর্ণমেণ্টকে শত্রু বলিয়া যদি বাস্তবিক শঙ্কা করেন, রুশ গবর্ণমেণ্ট ক্রমে বাস্তবিক শত্রু হইয়া উঠিবেন যে; যে বিষয়ের শঙ্কা করে, ক্রমে তাহার কার্য্যও তদনুরূপ কার্য্য হইয়া উঠে।

এ স্থলে আর একটী বিষয়েরও উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। ইংরাজ রাজপুরুষেরা স্থির করিয়াছেন, ইয়াকুব খাঁর চক্রান্তেই কাভাগনরি হত হইয়াছেন। কিন্তু ইয়াকুব খাঁ আফগানস্থানের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তুর্কিস্থানের গবর্ণর জেনেরল ভন কফমানকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে কোনরূপে এরূপ প্রতীয়মান হয় না, যে ইংরাজদিগের উপরে তাঁহার মনের কোন বিরুদ্ধ ভাব ছিল। ইয়াকুব স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়াছেন, ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হওয়াতে তিনি এবং তাঁহার কর্ম্মচারীগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ঐ সন্ধি অনুসারে আফগান গবর্ণমেণ্টকে যেরূপে পত্র লেখা উচিত, রুশ গবর্ণমেণ্টকে তাহাও জানাইয়াছিলেন। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, পত্রগুলি সৌভাগ্যক্রমে যখন প্রকাশিত হইয়াছে এবং লিবারল মন্ত্রিগণ যখন তাহা পাঠ করিয়াছেন তখন ইয়াকুবের প্রতি অন্যায়ের অপনোদন একান্ত কর্ত্তব্য।

শিক্ষিত যুবকদিগের শারীরিক অনুন্নতি।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট অনেক বিষয়ে অপরাপর প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা প্রবল উন্নতি বিষয়ে অধিক অগ্রসর। তত্রত্য প্রজাদিগকে কৃষিকর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য উক্ত গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর যেরূপ পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। এতদ্দেশে এতদিনের পর গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে অগ্রসর হইতেছেন।

সম্প্রতি মান্দ্রাজ প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেবের আপীসে উক্ত বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের একটী সভা হয়। মান্দ্রাজি শিক্ষিত যুবকদিগের শারীরিক বল বীর্য্যের উন্নতির উপায় বিধান করাই উক্ত সভার উদ্দেশ্য ছিল। সভাগণ কি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু এবিষয়ে যে কর্ত্তৃপক্ষের এত দৃষ্টি ইহাই আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে।

কেবল মান্দ্রাজ কেন, সর্ব্বত্রই যুবকদলের শারীরিক বলবীর্য্যের অনুন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। এমন কি যে পঞ্জাব শৌর্য্য ও দৈহিক পরাক্রমের জন্য বিখ্যাত এবং ব্যায়াম-শিক্ষা ও সংগ্রাম-শিক্ষা যে প্রদেশের যুবকগণের অতি আদরণীয় কার্য্যের মধ্যে চিরদিন

পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে, সেই পঞ্জাব দেশের এবিষয়ে দিন দিন অধোগতি হইতেছে। এক্ষণেও অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পঞ্জাবে ব্যায়ামাদির আদর দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐ সকল ক্রীড়া অধিকাংশ অশিক্ষিত দলেই নিবদ্ধ। শিক্ষার প্রভা যতদূর বিকীর্ণ হইয়াছে, ততদূর শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যের প্রতি অনাদর বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই রোগটী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সাংক্রামিক রোগের ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

দৈহিক বলবীর্য্যের হানির কারণ কি? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে সর্ব্বদাই জাতিতে জাতিতে, গ্রামে গ্রামে, দলে দলে যুদ্ধ বিগ্রহাদি ঘটনা হইত। সভ্য সমাজে অর্থোপার্জ্জনের এবং লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দৈহিক বল বিক্রম ও সমরকুশলতাই অর্থ লাভ বা প্রতিষ্ঠা লাভের একটী প্রধান উপায় ছিল; সুতরাং উক্ত উভয় অভিসন্ধি দ্বারা চালিত হইয়া অনেকেই দৈহিক বল বীর্য্যের উন্নতির চেষ্টা করিত। সম্প্রতি সর্ব্বত্র অর্থাগমের নানা দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। এখন লোকের আত্মরক্ষা বা অর্থোপার্জ্জনের জন্য শারীরিক বল বাহুল্যের অধিক প্রয়োজন হয় না। সুতরাং লোকে ক্রমেই অলস ও দৈহিক শ্রমকাতর হইয়া উঠিতেছে। এ যুক্তি নিতান্ত অসঙ্গত নয়। কিন্তু ইহার অপরাপর কারণ আছে। দৈহিক শ্রম নিকৃষ্ট শ্রেণীর কর্ম্ম, এই জাতিগত সংস্কার চিরকাল লোকের মনে বদ্ধমূল রহিয়াছে। যাহারা কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করে তাহারাই আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীতে উন্নীত ভাবিয়া থাকে সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের বংশ পরম্পরাগত শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যের প্রতি অনাদর জন্মে।

তৃতীয়তঃ বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে যে সকল উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, তাহার অধিকাংশই মানসিক শ্রমসাধ্য। শারীরিক শ্রমের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং শারীরিক শ্রম করা অনেকের পক্ষে অনভ্যাস হইয়া পড়িতেছে। এই সকল কারণে যুবকদিগের শারীরিক বলবীর্য্যের হানি হইতেছে।

এ অনিষ্ট নিবারণের উপায় কি? এক্ষণে অনেক বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। অতএব পক্ষে ইহা একটী প্রধান উপায় বলিতে হইবে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য কি? কতকগুলি বারবান কুস্তীর পালওয়ান প্রস্তুত করা ত আমাদের লক্ষ্য নয়। সবল শরীর, শ্রমশীল, সুস্থ, ও দীর্ঘজীবী মনুষ্য প্রস্তুত করাই আমাদের লক্ষ্য। যুবকগণ বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও হৃষ্ট-চিত্ত থাকিয়া সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়, ইহাই আমাদের দ্রষ্টব্য। সুতরাং যদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্য সিদ্ধ হয় এইরূপ শারীরিক উন্নতির ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমাদের বোধ হয় ব্যায়ামাদির অপেক্ষা নানা প্রকার ক্রীড়ার প্রথা প্রচলিত করা ও তদ্বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। বাচ খেলা, ব্যাট খেলা, ঘোড় দৌড়, খাত উল্লম্ফন, প্রভৃতি বিষয়ে যুবকদিগকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করা উচিত। এজন্য যে সময় ব্যয় হয় তাহা অপব্যয় বিবেচনা করা উচিত নয়। এরূপ ক্রীড়া কৌতুকে দুই প্রকার উপকার আছে। প্রথমতঃ এতদ্দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল বীর্য্যের উন্নতি হয়; দ্বিতীয়তঃ এতদ্দ্বারা চিত্তের আমোদ ও প্রফুল্লতা জন্মে।

দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জনবিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্ট যেমন একদিকে নানাপ্রকার দৈহিক শ্রমজাত শিল্পাদির উন্নতির বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবেন, দেশের সুশিক্ষিত ও মান্য গণ্য ব্যক্তিগণও সযত্নপ্রযত্নে ঐ সকল বিষয়ে যুবকদিগকে উৎসাহিত করিবেন। এইরূপ করিতে করিতে যুবকদিগের রুচির পরিবর্ত্ত হইতে পারে।

পরিশেষে দৈহিক বলবীর্য্যের প্রধান অন্তরায় স্বরূপ একটী প্রথার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে: এটী গণ্য বিচার্য্য প্রথা। ঐ প্রথাটী অল্প বা অধিক পরিমাণে ভারতবর্ষের সকল দেশেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্দ্বারা সুকুমারমতি যুবকদিগের শারীরিক ও মানসিক যে কতপ্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। এপ্রথার পরিবর্ত্তন ব্যতীত শারীরিক বল বীর্য্য ও স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ আশা করা যায় না।

দেশীয় সভা সকলের নির্জ্জীব ভাব।

গত দুইবৎসর কাল আমাদের দেশীয় সকল সভাই কিরূপ নিশ্চেষ্টভাব ধারণ করিয়াছে। কোন প্রকার সাধারণের হিতকর কার্য্যে লোকের আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ দৃষ্ট হইতেছে না। ডাক্তার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগীত বিদ্যালয়গুলি ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। লোকের অনুরাগ ও উৎসাহের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। এবিষয়ে লোকের আর পূর্ব্বানুরূপ উৎসাহ নাই। বাবু নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলাও নিষ্প্রভ ও দুর্ব্বলতার ধারণ করিয়াছে, এবারেও মেলার কার্য্য এক প্রকার হইয়াছিল, কিন্তু এদিকে লোকের আর পূর্ব্বের ন্যায় অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে না। রাজনীতি চর্চ্চার জন্য যে সভাগুলি আছেন, তাঁহারাও অর্দ্ধ তন্দ্রিতভাবে কার্য্য করিতেছেন। ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত নূতন আইনটী না হইলে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভাও বোধ হয় একদিনে বিশ্রাম সুখভোগে রত থাকিতেন। সামাজিক সভাগুলির ত কথা নাই। তাহারা একে একে আলস্য-শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। গৃহস্থের পরিজন সকলে কাজ কর্ম্ম সারিয়া যেরূপ নিদ্রা যায়, ইহাঁদের কাজ কর্ম্মও যেন সেইরূপ সমাধা হইয়া গিয়াছে। এ সময়ে যদি কেহ আসিয়া দেখেন, তাঁহার মনে হইবে, ইহাঁদের যেন ভাবিবার, বলিবার বা করিবার কিছুই নাই। বস্তুবিক কি তাহাই? ভারতবর্ষের দিগন্তব্যাপী দুর্দ্দশা এখনও অপনীত হয় নাই। শিক্ষার উন্নতি, কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি, রাজনীতির উন্নতি স্ত্রীজাতির উন্নতি, সামান্য লোকদিগের উন্নতি, সকলপ্রকার উন্নতিই এখন অবশিষ্ট রহিয়াছে। অবশিষ্ট কেন কোনটীই প্রকৃত পক্ষে আরব্ধ হয় নাই বলিলেও হয়।

লোকের মনের এপ্রকার নিরুৎসাহ ভাবের কারণ কি? দেশে যদি অন্নকষ্ট বা মহামারী উপস্থিত হয়, তাহা হইলে লোকে ধনে প্রাণে মারা হইয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। কোন প্রকার দেশহিতকরকার্য্যে ব্যাপৃত হইবার উপযোগী উৎসাহ থাকে না। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে এ কথাও খাটিতেছে না। এই দুই বৎসর দেশের যেরূপ স্বচ্ছন্দের অবস্থা যাইতেছে, এরূপে অনেক দিন হয় নাই। সাংক্রামিক রোগ সকলের প্রকোপও যেন কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব বোধ হইতেছে। তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না, যে লোকের অন্নকষ্ট সুতরাং দুর্ভাবনা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ভার, অনেকের পক্ষে ক্রমেই দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। একদিকে যেমন ব্যয়ের বৃদ্ধি হইতেছে, অপরদিকে তেমনি তদনুরূপ নূতন নূতন আয়ের দ্বার দেখা যাইতেছে না, সুতরাং ভদ্র অভদ্র অনেক পরিবারের পক্ষে দিনপাত করা ক্লেশকর ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে। লোকে দেশহিতকর কার্য্যে উৎসাহিত হইবে, কি অন্ন চিন্তাতে তাহাদের উদরের অন্ন দুর্লভ প্রায় হইতেছে। এ কথা যথার্থ কিন্তু এত সকল অসচ্ছল ও অসুবিধা সত্ত্বে পূর্ব্ব কয়েক বৎসরে সকল দিকে যেমন লোকের অনুরাগ ও উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল তাহা আর লক্ষ্য করা যাইতেছে না। ইহার কারণ কি?

ইহাতে এই প্রমাণ হইতেছে যে কিরূপে কাজ করিতে হয় এদেশের লোক অদ্যাপি তাহা শিক্ষা করেন নাই। সেই জন্য আমাদের উৎসাহাগ্নি স্থায়ী হয় না। স্বল্পকালের মধ্যে দেদীপ্যমান হইয়া দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করে, এবং অচিরে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। ইংরাজেরা যে ভাবে কার্য্য করেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে আমাদের দোষ গুণ আরও স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। ইংলণ্ডে বহুসংখ্যক পুরুষ ও রমণী নানাপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী আছেন। অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত কেহ জানে না, তাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া গোপনে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। এক এক জন ২০।২৫ বৎসর এইরূপে পরিশ্রম করেন। তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারাই তাঁহাদের সভার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহাদিগের কার্য্য কেবল বাক্য ও আড়ম্বরে পর্য্যবসিত হয় না। ইংরাজ জাতির স্বভাব এই যে, তাঁহারা প্রকৃত কাজ না দেখিলে আকৃষ্ট হন না, আমাদের প্রকৃতি যেন তদ্বিপরীত। আমরা যতদূর অনুভব করি তদপেক্ষা অধিক প্রকাশ করিয়া ফেলি, আবার যতদূর অনুভব করি তাহাও অধিক কাল থাকে না। এই কারণে আমাদের কার্য্য অপেক্ষা মৌখিক আড়ম্বর অধিক হইয়া পড়ে। দেশীয় সভাগুলিকে এই সাংক্রামিক রোগে ধরিয়াছে। আমরা উপরে যে সকল উন্নতির উল্লেখ করিয়াছি তাহার এক একটীতে কতগুলি লোক একাগ্র চিত্তে ২০।৩০ বৎসর রত থাকিলে তবে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের সে অধ্যবসায় ও সে সহিষ্ণুতা বোধহয় অদ্যাপি জন্মে নাই। দেশীয় [illegible] যদি প্রথমেই মহাড়ম্বর না করিয়া [illegible] ও গোপনে কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক [illegible] আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করেন [illegible] হয়। সভাপতি[illegible] এইভাবে কার্য্য করিতে [illegible] করুন।

বিবিধ সংবাদ।

কলিকাতা [illegible] সাহেব [illegible] বলিতে [illegible] একথা [illegible] বাক্য। [illegible] ইণ্ডিয়ান সম্পাদক [illegible] করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বাক্যে [illegible] জন্য মহাজন [illegible] আসিয়া [illegible] ধরিল, একণে মুদ্রাযন্ত্রালয় প্রভৃতি লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে, ওদিকে বিলাতে স্বর্ণট নাইট সাহেবের ঘোর বিপদ, নাইট সাহেব ভারতবাসিদিগের উপকারার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি দেশীয়দিগের একজন পরম বন্ধু। রাজদ্বারে আর শ্মশানে যে উপকার করে সেই বন্ধু, সুতরাং নাইট সাহেব স্পষ্ট কথা বলিয়া এখন রাজদ্বারে দণ্ডায়মান, এই সময়ে উপকার করিলে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় কাজ করা হইবে, এবং তাঁহার উপকারেরও কথঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করা হইবে। সাহায্য শারীরিক ও আর্থিক, ভারতবাসিদিগের পক্ষে শারীরিক সাহায্য করা অসম্ভব সুতরাং আর্থিক সাহায্যই এ স্থলে আবশ্যক। ভরসা করি স্বদেশ বৎসল মহাত্মারা তাঁহার এই বিপত্তিতে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খাঁকড়ার প্রাণ যায়। আমরা আজকাল বঙ্গভাষার সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালার তত্ত্বাবধায়কগণের সহিত কার্য্য নির্ব্বাহক সভার যে প্রকার মনোবাদ চলিতেছে দেখিতেছি তাহাতে শীঘ্রই ইহার একটী মীমাংসা না হইলে বঙ্গভাষার পাঠশালাটীর বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আবার ঐ প্রকার ভারত সভার সম্পাদক বাবু আনন্দমোহন বসুর সহিত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বনিবনাও না হওয়াতে আনন্দমোহন বাবু না কি সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাহা হউক এ সকল ভাবের চিহ্ন নয়, তাঁহারা এমন বিজ্ঞ ও শিক্ষিত হইয়া যদি বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া সকল ছাড়িয়া ছুড়িয়া দেন, তবে কাহার দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে, ভাবিলে [illegible] অনিষ্ট [illegible]।

[illegible] বৰ্দ্ধিত [illegible] সংখ্যা [illegible] হইয়াছে। [illegible] কিন্তু [illegible] উঠিয়াছিল, [illegible] সকলকে চাবি আঁটা করিয়া [illegible] বলিয়া লোক সংখ্যা গণনা করিতেছে। [illegible] লোকেরা বাহার [illegible] বাটীর বাহিরে [illegible] সংখ্যা বলিয়া দিয়াছিল, সংখ্যাকারীরা [illegible] কিছু পাইবার প্রত্যাশায় তাহাদিগকে নানাপ্রকার কল্পিত ভয় প্রদর্শন করিয়াছে, সেই সেই স্থানেই কেবল কার্য্য উদ্ধারের কিছু কিছু অসুবিধা ঘটিয়াছে মাত্র।

[illegible] লোহারডগা জেলার এক ব্যক্তির কঠিন পীড়া হয়। তাহার বাটীর সকলেই তাহার আরোগ্যার্থ দেবী চণ্ডীর নিকট নরবলি দিয়া ষোড়শোপচারে পূজা মানে, কিন্তু তাহাতেও তাহার পীড়ার শান্তি না হওয়াতে উহারা দেবীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বাটীর একজনের গলায় নলিকাটিয়া রক্ত দেয় কিন্তু ইহাতেই সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

মহীশূরের মহারাজ প্রাপ্ত ব্যবহার হইয়াছেন। ১৭ ই মার্চ্চ তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইবে।

আমেরিকার একজন বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত চন্দ্রের আলোক দ্বারা সাগর সাজাইবার চেষ্টা করিতেছেন, গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা যেমন সভা প্রভৃতি সাজান হয় ইহার দ্বারাও সেইরূপ হইবে।

গ্যাসপার ও কলেট নাম্নী বিলাতের দুইজন বিবি ইউরোপীয় অনেকগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়া এক্ষণে ভারতবর্ষে সংস্কৃত উর্দ্দূ ও পারস্য প্রভৃতি শিক্ষা করিবার জন্য আসিতেছেন, ইহাঁরা ভারতবর্ষের ভাষা সকল উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়া তথায় একটী বিদ্যালয় খুলিয়া তত্রত্য বালিকাদিগকে ঐ সকল ভাষা শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছেন।

পবলিকওয়ার্ক বিভাগ দ্বারা গবর্ণমেণ্টের যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহাতে অনেক অর্থ অনর্থক ব্যয় হইয়া থাকে, এবং অনেক সময়ে তাহা আবার নিষ্ফল হয়, বর্ত্তমান রাজস্বমন্ত্রী ব্যয় সংক্ষেপের জন্য ও এই সকল অসুবিধা দূর করণার্থ নূতন অট্টালিকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ভার যে সকল কণ্ট্রাক্টর অথবা ওভরসিয়ার স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে জুবাইয়া দিয়া করাইবার সংকল্প করিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের একজন জমাদারের পুত্র অশ্বারোহণে বহরমপুরস্থ ছাউনির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট সেই সময়ে তথায় [illegible] বেড়াইতেছিলেন বালক তাঁহাকে সেলাম প্রভৃতি না করাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার এক টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

এখন কেহ কাহার নিকট টেলিগ্রাফ করিলে যে ব্যক্তির নিকট টেলিগ্রাফ যায় তাহার নাম একটী খামের উপর লিখিয়া টেলিগ্রাফ প্রেরণ করা হইয়া থাকে। একপ কার্য্যে নানাপ্রকার অসুবিধা হয় বলিয়া [illegible] এই নিয়ম করিয়াছেন, টেলিগ্রাফ, একখানি কাগজে লিখিয়া খোলা

লণ্ডন নগর ও তাহার উপনগর সমূহে ১৪ লক্ষ ৯৩ হাজার স্ত্রী এবং ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার পুরুষ আছে। সমুদায় ইংলণ্ডে ৩৭ লক্ষ ৭১ হাজার পুরুষ ও ৩৮ লক্ষ ৯৬ হাজার স্ত্রীর আদৌ বিবাহ হয় নাই। ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার পত্নীশূন্য পুরুষ ও ৮ লক্ষ ৭৬ হাজার বিধবা স্ত্রী। এক লণ্ডনে ২০ ও ২৫ বৎসর বয়সের ১ লক্ষ ১৯ হাজার মেয়ে। বিবাহ হয় নাই। লণ্ডনে ৫০ হাজার মজুর স্ত্রীলোক আছে।

আমরা কলিকাতার সিটী স্কুলের স্থাপয়িতাদিগের উদ্যোগ ও অধ্যবসায় দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। দুই বৎসর হইল উক্ত স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে প্রবেশিক পরীক্ষার সন্তোষজনক ফল দর্শনে স্থাপয়িতাগণ উহাতে বালকদিগকে উচ্চ শিক্ষা দানার্থ সিণ্ডিকেটের সম্মতিক্রমে কলেজ খুলিয়াছেন। এই বিদ্যালয় কেবল যে বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এরূপ নয়, ইহাতে ছোট ছোট বালকদিগকে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয় ব্যায়াম, ড্রইং সঙ্গীত ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য এক একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী আছে। স্থাপয়িতা কালেজ বিভাগের ছাত্রদিগের বেতন ৩ টাকা করিয়াছেন, এবং দরিদ্র বালকদিগের পাঠের সুবিধার জন্য কয়েকটী বালককে বিনা বেতনে ভর্ত্তি করিবার নিয়ম করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট যেমন ক্রমে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় সংক্ষেপ করিতেছেন, তেমনি যদি দেশীয় লোকে উদ্যোগী হইয়া সেই ক্ষতি পূরণ করেন তাহা হইলে সমাজের মঙ্গল লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

রাজপুতানার অন্তর্গত বেওয়ারের একটী মিশনরি বিদ্যালয়ের একটী বিধবা ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গত বৎসর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বশুদ্ধ ১১৪৯৯৫ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৭৯ অব্দে ১১১৭৯৪ লোকের মৃত্যু হয়।

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত পুনায় ১১৬ বৎসর বয়সের একজন বৃদ্ধ আজিও জীবিত আছেন। ইনি গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী। অদ্যাপি ইনি অক্লেশে ইচ্ছামত স্থানে যাতায়াত করিতে পারেন।

হলণ্ডের নদীকূলবর্ত্তী ১৮ খানি গ্রাম হঠাৎ ভূগর্ভে প্রোথিত হওয়াতে অনেক মনুষ্য ও পশু প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বর্দ্ধমানের মহারাজ বোম্বাই রওনা হইয়াছেন। ইনি প্রথম ইটালী পরিদর্শন করিয়া ইউরোপ ভ্রমণ করিবেন।

জেনেরল আসেম্বি ইনিষ্টিটিউশনের ভূতপূর্ব্ব সাহিত্যাধ্যাপক উইলসন সাহেব এই মাসেই কলিকাতায় আসিয়া পুনর্ব্বার নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন, অতঃপর টীকার তত্ত্বাবধারকগণ যেখানে সেখানে গিয়া চিকিৎসা করিতে পারিবেন না, তবে যদি কোন চিকিৎসক পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যান, তবেই যাইতে পাইবেন, অন্যথা নহে।

গঙ্গাসাগরে কোপিল মুনির যে আশ্রম ছিল, সমুদ্রের ঢেউয়ে তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে মহারাজ কমলকৃষ্ণ একটী নূতন আশ্রম প্রস্তুত করাইয়া দিতেছেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এল, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রিদিগের জন্য একটী মাসিক ২৫ ও একটী ২০ টাকার স্বতন্ত্র বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ছাড়া ইহাও পাইতে পারিবেন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের এই উৎসাহদানে অবশ্য আমরা সুখী হইয়াছি, এবং ছাত্রিদিগেরও যে বহুপরিমাণে উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় অনেক ছাত্র এতদ্দর্শনে নিরুৎসাহ হইয়াছেন।

মিস, এ হিগার বিন নামক বিলাতের একটী বিবি তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭০ জন পরীক্ষার্থীর অপেক্ষা পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ হইয়া জেনেরল হিউমের প্রতিষ্ঠিত বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১২ ফেব্রুয়ারি। ডেলিনিউস নামক সংবাদ পত্র জনরবমূলক এই সংবাদ প্রচার করিয়াছেন উইণ্ডসার দুর্গ উড়াইয়া দিবার যে চক্রান্ত হইয়াছিল তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তন্নিবন্ধন রাজ্ঞী উইণ্ডসারে আগমন করেন নাই এবং সতর্কতার জন্য অন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।

উক্তপত্র বলেন জেনেরল স্কবেলফের মূল সৈন্যদল আস্কাবাদ এবং গিয়োকটেপি হইতে ভিন্ন ভিন্ন দলে বামী নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে।

আয়র্লণ্ডে বলপ্রয়োগ উপায় অবলম্বন করা হইবে এইরূপ সঙ্কল্প করা হইয়াছে। গত ১ লা অক্টোবর হইতে তাহার কার্য্য চলিবে।

পার্ণেল সাহেব পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইতেছেন না। এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে তিনি পারিসে আছেন।

চাইল্‌ডার্স সাহেব ১০ দিনের মধ্যে সার জর্জ কলেকে নানা প্রকার অস্ত্রের সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। সার জর্জ ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন।

লার্ড এনফিল্‌ড লর্ড সভায় প্রশ্নোত্তরে অঙ্গীকার করিয়াছেন, ২৪ এ ফেব্রুয়ারি কান্দাহার বিষয়ক বাদানুবাদ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তিনি তৎসংক্রান্ত গোপনীয় ও বিশ্বস্ত কাগজ পত্র সকল সভায় উপস্থিত করিবেন।

লণ্ডন ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। নেটাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে নিকার্সবর্গ ও নিউকাসলে বোয়ার্সদিগের একদল সৈন্য আছে, ম্ববান নামক স্থান হইতে ইংরাজদিগের যে সৈন্য যাইতেছে তাহাদিগের প্রতি এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া লেডিস্মিথ নামক স্থানে অপেক্ষা করে।

বাসুতো সর্দার লেট্‌সিয়া এক সপ্তাহের সন্ধি প্রার্থনা করিয়াছেন।

কাবুলে যে গুপ্ত কাগজ পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহার কতকগুলি বাক্যের ব্যাখ্যায় এরূপ প্রকাশ হইতেছে না যে, রুশিয়া ভারতবর্ষে মুসলমানদিগকে বিদ্রোহকার্য্যে উত্তেজিত করিবার মানস করিয়াছিলেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১১ ই ফেব্রুয়ারি। সরকারি কাগজে এই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তুর্কোমানেরা সাধারণে রুশিয়দিগের অধীনতা স্বীকার করিতেছে। জেনেরল স্কবেলফ জাতীয় প্রতিনিধি লইয়া সাময়িক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

এজেন্স হবস নামক রুশের অর্দ্ধ সরকারি পত্র প্রকাশ করিয়াছে, যে রুশিয়েরা আফগানস্থানে সরল ভাবেই কার্য্য করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। টাইমস পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে লেপ্টেনাণ্ট জেনেরল হার্ডিঞ্জ বোম্বাইয়ের প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন।

একাদশ ও চতুর্দ্দশ হসার সৈন্য ও সহস্র নবোনীত সৈন্য সার জর্জ কলের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইতেছে।

ড্যানকোষ্টিনার চতুর্দ্দশ হসার সৈন্য দলের এক অংশ আনিবার জন্য দরবন হইতে বোম্বাইয়ে যাইতেছে।

কেপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে বাসুতো সর্দার লেট্‌সিয়া এক সপ্তাহের যে সন্ধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা গ্রাহ্য করা হইয়াছে।

গত কল্য হার্ডলোক নামক স্থানে বৃহৎ জনতা হইয়া আয়র্লণ্ডে বলপ্রয়োগ আইনের [illegible] সকল দগ্ধ করা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। গ্রীক প্রশ্ন পুনরুত্থাপিত হইয়াছে।

গোসেন সাহেব কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে পৌঁছিয়াছেন এবং জর্ম্মন দূত হেটফল্ড পথে আছেন।

লণ্ডন ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। জেনেরল রবার্টসকে লণ্ডন নগরের স্বাধীনতা এবং সম্মানসূচক তরবারি প্রদান করা হইয়াছে।

হোম ডিপার্টমেণ্টের ষ্টেট সেক্রেটারি ডেভেনের চিঠি খোলা হইয়াছিল কিনা এই প্রশ্নের উত্তরদানে অসম্মত হইয়াছেন। কারণ, এ প্রশ্ন সময়োপযোগী নহ

[illegible] মাসের ২৮ এ তারিখে পৌঁছিয়াছেন। বোধ হয় তিনি কটক হইয়া বালেশ্বরে আসিবেন।

পুরীর বন্দরের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে দেখা যাইতেছে। একখানি কলের জাহাজ সেখানে আছে ১০ টাকা ভাড়া লইয়া প্রত্যেক যাত্রীকে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতায় পৌঁছিয়া দেয়।

বালেশ্বর জেলার অন্তঃপাতী [illegible] একটি খুন হইয়াছে। সামান্য [illegible] একজন অন্য জনকে গুরুতররূপে আঘাত করাতে তাহার প্রাণনাশ হইয়াছে।

বাঁকীর ভূতপূর্ব [illegible] কোন কার্য্যে অপরাধী [illegible] কণ্টিলো মোকামে [illegible] হইয়া কঠিন [illegible] ও ১০০ শত [illegible] জরিমানা [illegible] হইয়াছিল। কিন্তু [illegible]

[illegible] রাজবল্লভ [illegible] অপরাধে ৬ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস ও ১৯০০ [illegible] টাকা জরিমানা হইয়াছে।

মহারাণী স্বর্ণময়ী বালেশ্বরে একটী দেবমন্দির নির্ম্মাণার্থ ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

ধান্য চাউল অতি শস্তা দরে বিক্রীত হইতেছে। ১ টাকায় ১।৵ মণ পর্য্যন্ত চাউল পাওয়া যায়।

আজ কাল এখানে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বালেশ্বর নগরে এক সপ্তাহে ৪। ৫ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

শান্তিপুর।

বিগত ১৩ ই ফেব্রুয়ারি রবিবার [illegible] ঘটিকার সময় অত্রত্য হরিপাড় [illegible] বাঙ্গালা [illegible] পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে যথাযোগ্য পারিতোষিক পুস্তক বিতরণার্থ একটী বৃহৎ সভাধিবেশন [illegible] গিয়াছে। ঐ সভায় স্থানীয় প্রায় [illegible] কৃতবিদ্য ভদ্রলোক ও রাণাঘাটের বর্ত্তমান [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ [illegible] হইয়াছিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ [illegible] শান্তিপুর হিতকরী সভার অবৈতনিক [illegible] শ্যামাচরণ সান্ন্যাল তৎকালোচিত একটী [illegible] বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অনন্তর সভাপতি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু স্বহস্তে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে পারিতোষিক পুস্তক বিতরণ পূর্ব্বক একটী সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহিণী বাঙ্গলা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার পরিসমাপ্ত হইলে নদীয়া জেলার বিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্টর বাবু হরিনাথ সেন মহাশয়ও একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন, তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

লণ্ডন ষ্টেটসম্যান সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবর্ট নাইট [illegible] প্রতিকূলে বিলাতে যে লাইবেল মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, সেই মকদ্দমায় উক্ত ভারতবন্ধু সাহেবকে সময়োচিত অর্থ সাহায্য করণার্থ স্থানে স্থানে সভা হইয়া চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। এই সংবাদ কলিকাতা ষ্টেটসম্যানের কৃষ্ণনগরস্থ সংবাদদাতা বাবু রামগোপাল সান্ন্যাল এখানে প্রচারিত করাতে অত্রত্য কৃতবিদ্য সহৃদয় সমাজ উক্ত সাহেবের অর্থ সাহায্যার্থ একটী বিশেষ সভা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। রামগোপাল বাবু ঐরূপ সভা রাণাঘাটে করাইবার জন্য সেখানে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে সেখানকার সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্রিত হইয়া শীঘ্র সভা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, লণ্ডন ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক নাইট সাহেব ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি ভারতসন্তানের দুঃখে দুঃখিত হইয়া লণ্ডন ষ্টেটসম্যান পত্র প্রচারিত করিয়াছেন এবং ঐ পত্রে ভারতের হিত সম্পাদনার্থ যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তৎসমস্ত পাঠ করিলে উক্ত সম্পাদককে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতে ও শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে প্রবৃত্তি হয়। এক্ষণে পরমপিতা পরমেশ্বর প্রসাদাৎ উক্ত সাহেব উপস্থিত মকদ্দমায় সম্মানের সহিত মুক্তিলাভ করেন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

১৭ ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার জনসংখ্যা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া এখানকার মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান বাবু ভোলা [illegible] ঘোষণা দিয়াছেন যে, ঐ রজনীতে স্থানীয় লোকদিগের কেহ কোন স্থানে যেন গমন না করে এবং প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তৃপক্ষদের এক একটী আলো জ্বালিয়া জনসংখ্যা গ্রহণকারীর প্রতীক্ষা করিতে হইবে। আর কোন প্রকাশ্য বারইয়ারীপূজায় ঐ রজনীতে কোনপ্রকার নৃত্য গীত হইতে পারিবে না ও স্থানীয় দোকানদারেরা রাত্রি আট ঘটিকার মধ্যে দোকান বন্ধ করিয়া আপন আপন বাটীতে উপস্থিত [illegible]। আমাদের বিবেচনায় ভাইস চেয়ারম্যান বাবুর ঐ হুকুমটী আইনসঙ্গত নহে।

এবৎসর এখানে যে টীকাদার আগমন করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আমরা যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। ইনি যেসকল টীকা দিয়াছেন ঈশ্বরেচ্ছায় তৎসমস্ত ফলপ্রদ হইয়াছে। ঐ টীকাদারের ব্যবহার প্রণালীও আশানুরূপ বিনম্র বটে।

পাবনা।

পাবনা এখন প্রথম শ্রেণীর জেলা। এখানে অনেক কৃতবিদ্য লোক আছেন কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা পাবনার কোন উপকার সাধিত হইতেছে না। ইঁহারা একটী সভা করিয়াছিলেন। ৬ মাস না হইতেই তাহা অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। ইতিমধ্যে আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে পাবনার কয়েকজন শিক্ষিত লোক “পাবনা ষ্টুডেন্ট লাইব্রেরি” নামক একটী পুস্তকালয় স্থাপিত করিতে সযত্ন হইয়াছেন। বাস্তবিক পাবনায় এরূপ একটী অভাব আছে। অনেক কৃতবিদ্য সদাশয় মহোদয় অর্থ ও পুস্তক সাহায্য করিয়াছেন। মান্যবর প্রোফেসর শ্রীযুক্ত গ্রিফিথ সাহেব তাঁহার কৃত গ্রন্থ প্রদানে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিয়াছেন। পাবনা গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার ও হেড পণ্ডিত মহাশয়েরা পুস্তক ও অর্থ সাহায্য দ্বারা সভার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। অন্যান্য অনেক মহাত্মা দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অত্রত্য অধিবাসী ও বিদেশস্থ মহোদয়গণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা তাঁহারা এই মহৎ ব্যাপারে যোগ দান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন।

পাবনার ছাত্রদিগের “সরস্বতী পূজা” অতিশয় সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। প্রথম দিবসে “নন্দের” নাটকাভিনয় ও দ্বিতীয় দিবসে যাত্রা গান হয়। পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত চাঁদা হইতে লাইব্রেরির জন্য অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। ভদ্র লোকের প্রতি ছাত্রদিগের সমাদর দেখিয়া আমরা যথেষ্ট প্রীত হইয়াছি।

পাবনা পাঠশালাদের অতিশয় দুরবস্থা। তারক বাবুর প্রধান হইতে বাড়ওয়াই হইবার অবনতির কারণ। তিনি একখানি ঘর নির্ম্মাণের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিন্তু কার্য্য বশতঃ স্থানান্তরিত হওয়ায় তাঁহার সে আশা সফল হয় নাই। আমরা অত্রস্থ ব্রাহ্মদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যত্ন পূর্ব্বক সমাজটীর জীবন প্রদান করেন।

পাবনার জেলখানার গৃহে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহার আকার অতিশয় বৃহৎ হইয়াছে। শেষ হইতে বোধ হয় তিন বৎসর লাগিবে। জেলখানাই সকল রোগের আকর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে জেলটী ঠিক টাউনের উপর হইল।

পাবনা জেলায় মদের এত ভাঁটী হইয়াছে যে প্রায় প্রতি পল্লীতেই ২। ১ টী দেখা যায়। ইহাতে লোকের যে কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ক্রমেই দেশের উন্নতি হইতেছে ও সভ্যতা বাড়িতেছে!!

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু দ্বারকানাথ রায়ের স্ত্রীর ব্রাহ্ম মতে শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

প্রতি বৎসরেই পাবনার নিম্ন বাহিনী ইচ্ছামতী নদী শুকাইয়া যায়। লোকের বড় জলকষ্ট হয়। এবৎসর আবার লোকে উহার তীরে মলমূত্র পরিত্যাগ করায় যে জল আছে, তাহাও দূষিত হইয়া উঠিয়াছে। স্নান পানের ভয়ানক অসুবিধা। পুলিশ সাহেব এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদান পূর্ব্বক পাবনাবাসিদিগকে জলকষ্ট হইতে উদ্ধার করুন।

সালগাড়িয়া গ্রামে অদ্ভুতাকার একটী মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জন্ম অবধিই মেয়েটীর মস্তক বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এখন এত বৃহৎ হইয়াছে, যে সে আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না। সর্ব্বদা শয়নাবস্থাতেই থাকে। এই অবস্থাতেই ইহার বিবাহ হইয়াছে, ইহার বয়স ১৩ বৎসর। আমরা স্বচক্ষে এই কন্যাকে দেখিয়াছি।

এবার পাবনা স্কুলের ১৪ টী ছাত্রের মধ্যে ২ টী প্রথম, ৫ টী দ্বিতীয় ও ৪ টী তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে, প্রথম ২টী ১৫ ও ১০ টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। হেড মাষ্টার গোবিন্দ বাবুর যত্নেই এরূপ সুফল হইয়াছে। ইনি এখান হইতে বগুড়ায় বদলি হওয়ায় আমরা দুঃখিত আছি।

পাবনায় পীড়ার প্রাদুর্ভাব নাই। ধান চাউলের অবস্থা মন্দ নহে। টাকায় ৩৮ সের চাউল ও পাঁচ সের তৈল পাওয়া যায়। অন্যান্য জিনিষ ও মহার্ঘ নয়। বৃষ্টির অভাবে অনিষ্ট হইতেছে।

সেদিন আগুন লাগিয়া কয়েকখান গৃহ জ্বলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এই সময়ে আগুনের বড় ভয় হইয়া থাকে। সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত।

পাবনায় একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে, তাহার অবস্থা তত ভাল নহে। স্থানীয় অনেক লোকেরই এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ নাই। শ্রীমতী কাদম্বিনী দে নাম্নী একটী ছাত্রী ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। কিন্তু কিছু দিন বিবাহ হওয়াতে অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াছে। পরীক্ষা দিবার কথা হইয়াছিল। হিন্দু বালিকাদিগের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই পড়া শুনার অন্তর্দ্ধান হয়, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। আমরা ভরসা করি স্থানীয় ভদ্রলোকেরা ঐ বিদ্যালয়টীর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিবেন।

কানপুর।

আজকাল কানপুরে বড় ধুমধাম। এখানে গুরুপ্রসাদ শুকুল ও প্রয়াগ নারায়ণ তেওয়ারি নামে দুইজন ধনাঢ্য লোক আছেন, ইহাঁদের কল্যাণে অত্রত্য লোকেরা সময়ে সময়ে মেলা দেখিতে পায়। শুকুলজি অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয়, রামলীলা ও কৃষ্ণ লীলা এই দুইটী মেলায় ইনি বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। দুর্গোৎসবের সময়ে রামলীলা শেষ হইয়া গিয়াছে; এখন কৃষ্ণলীলা আরম্ভ হইয়াছে, প্রত্যহ দিন অপরাহ্ণ ৫ টার সময় হইতে রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত মেলার কার্য্য হইয়া থাকে। শুকুলজি বৃন্দাবন হইতে কতকগুলি লোক আনাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের অবর্ত্তমানে তাহারাই লীলা করিতেছে।

তেওয়ারিও মেলা আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি মনুষ্যের পরিবর্ত্তে কতকগুলি মৃৎপুত্তলিকা দ্বারা মেলা সম্পাদন করিয়া থাকেন, ইহাঁর মেলাতে কেবল বিবিধ চিত্র প্রদর্শিত হয়। কোন স্থানে গয়াতীর্থ কোন স্থানে গোমুখ, কোন স্থানে কাবুলের যুদ্ধ কোথায়ও বা শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদিগের বস্ত্র হরণ করিতেছেন ইত্যাদি নানাপ্রকার চিত্র দ্বারা মনুষ্যদিগের মনোরঞ্জন করিতেছেন। রাত্রিতে ঠাকুরের মন্দিরের ভিতরে রাসধারীর গান হইয়া থাকে।

এই মহাত্মাদ্বয় মেলা প্রভৃতি কার্য্যে যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন উহা দেশের মঙ্গলার্থ ব্যয়িত হইলে যে কত হিতসাধন হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

সম্প্রতি এখানকার সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার মাননীয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন অসুস্থ হওয়ায় নবাবগঞ্জের চিকিৎসালয়ের মেডিকেল ডাক্তার এক সপ্তাহ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার বাবু যেরূপ দয়ালু ও সুযোগ্য ব্যক্তি, ইহাঁর অসুখে আমরা সকলেই অসুখী ছিলাম, যাহা হউক পরমেশ্বরের কৃপায় তিনি আরোগ্য হইয়া আবার কার্য্য করিতেছেন। ইহাতে আমরা পরমানন্দ অনুভব করিতেছি।

এখানে শস্যাদি পূর্ব্বাপেক্ষা সুলভ দরে বিক্রয় হইতেছে। গম ১৯ হইতে ২২ সের, যব ২৫ সের হইতে ৩০, ছোলা ২২ হইতে ৩০ সের, আতপ চাউল ১১ হইতে ১৬ সের এবং সিদ্ধ চাউল ১৫ হইতে ২২ সের দরে বিক্রয় হইতেছে। যা। গম গোধূমের নূতন আমদানি হইলে আরও সুলভ হইতে পারে।

আজ কাল এখানে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, দুই একটী লোককে উক্ত রোগে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে শুনা গিয়াছে। মড়ক কম, এই সুখের বিষয়।

গত মাঘী শ্রীপঞ্চমীতে অত্রত্য বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রেরা আপনা আপনি চাঁদা করিয়া শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর প্রতিমা গঠন পূর্ব্বক অতি সমারোহের সহিত পূজা করিয়াছিল। বালক-হৃদয়ে এতদূর উৎসাহ ও যত্ন দেখিয়া আমরা উক্ত বালকগণকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি।

অদ্য (১৪ ই ফেব্রুয়ারি।) মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে গঙ্গাস্নানের বড় ধুম। নানা স্থান হইতে যাত্রীরা গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছে, এখানে সময়ে সময়ে প্রায় গঙ্গাস্নান উপলক্ষে এরূপ লোকের ভিড় হইয়া থাকে।

এই ৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোদপুর পোষ্টাফিস সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহার নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, আউন্স ১১, ১৬ আউন্স [illegible] আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল [illegible] দিতে হয় না।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি [illegible] তৈল কেশের অকালপক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের [illegible] শূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ [illegible] দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১||০ টাকা ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত অরিশ, দাঁতের গোড়া ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া, [illegible] রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্য প্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট শ্রী কৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

BABU MOHENDRA NATH BANERJEE

Homœpathic Practitioner.

Bagbazar, Calcutta.

ADVICE BY LETTER GRATIS

বসু ব্রাদর্স।

কলিকাতা হইতে মফস্বলের ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকার।

আপীস—২০ নং বাটী, রুক্মিণীর লেন।

নিমুলিয়া কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়। দ্রব্যাদির নমুনা কিম্বা বাজার দর জানিতে ইচ্ছা করিলে ডাক ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ভার লওয়া যাইবে না। কলিকাতায় যাহা কিছু প্রাপ্য সমস্তই আমরা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি, অন্যূন এক টাকা মূল্যের দ্রব্যাদিও খরিদ করিয়া পাঠান যাইবে। নগদ মূল্যে খরিদ করিলে দ্রব্যাদি সস্তা ও ভাল পাওয়া যায়। দ্রব্যাদির যথার্থ খরিদ মূল্যের উপর নিম্নলিখিত হারে আমরা কেবল কমিশন মাত্র লইয়া থাকি

২৫ টাকা টাকা প্রতি /০ আনা।
২৬ " " ১০০ " " " ১০ অৰ্দ্ধ আনা।
১০ " " ৫০০ " " " ৫ এক পয়সা।

৫০০ টাকার উপর হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে। দ্রব্যাদি পাঠাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। পাঠাইবার পূর্ব্বে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাক করিয়া পাঠান যাইবে।

শ্রী সুরেশচন্দ্র বসু, ম্যানেজার।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ সিংহ—আমলা সদরপুর ১০
" " কৃষ্ণগোপাল ঘোষ—পাঁচথোপী ১০
" " অবিনাশচন্দ্র দেবরায় নওয়াবিডাঙ্গা ১০
" " নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—সাতনা ১০
" শ্রীশচন্দ্র বসু—গুরাপ ডগাড়া ১০
" হরিশ চন্দ্র—কাশী ১০
" মধুসূদন রায়—ঝাড় বাড়ি
" চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাদুড়ঘাট
" গোবিন্দচন্দ্র মিত্র—এলাহাবাদ
" গোঁসাইদাস সরকার—মগুলাই
" কালীভৈরব তালুকদার—আলিপুর
" প্রহ্লাদচন্দ্র চৌধুরী—কুলাঘাটা
" গঙ্গানারায়ণ মজুমদার গোস্বামীখণ্ড ৭
" কালীচরণ তরফদার—সাতনা ব্রিজ ৭
" মধুসূদন প্রামাণিক—ইংরাজাবাদ ৫
" রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়— মহারাজপুর ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোদপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিটী, মান অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অৰ্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে [illegible] হবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোদপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

দেখিতে না পাইলেও অনেকে [illegible] থাকেন সুরেন্দ্র দুইটী অপরাধ করিয়াছিল – একটী হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্ট [illegible] অপরটী অখাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ। সুরেন্দ্রের [illegible] বলেন সুরেন্দ্র অখাদ্য [illegible] করুক বা না করুক, [illegible] স্বীকার করিয়া লইলাম সে [illegible] করিয়াছিল। কিন্তু আমাদের [illegible] আজকাল হিন্দুসমাজ মধ্যে যাঁহারা প্রধান লোক বলিয়া বিখ্যাত, আজ কাল যে সকল কৃতবিদ্য যুবক হিন্দুসমাজের অলঙ্কার বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের অধিকাংশ, এমন কি তাঁহাদের প্রধান প্রধান লোকে কি অখাদ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান প্রভৃতি করেন না? তাঁহাদের প্রায় সকলেই কি এক প্রকার হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই? কেহ কেহ নাস্তিক পর্য্যন্ত কি হন নাই? যাঁহারা আপনাদিগকে খাঁটি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও অনেকে কি সুরাপান করিয়া জাতির মুণ্ডপাত করেন নাই? পচা ভাত প্রভৃতি দ্বারা যে সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং চামার হইতে মুসলমান পর্য্যন্ত সকলে যাহা স্পর্শ করিয়া থাকে, যাঁহারা সেই সুরাপান করিয়া থাকেন তাঁহাদের জাতির মুণ্ডপাত হয় নাই এ কথা আমরা কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারি? অতএব যখন সুরাপায়ী, গো মাংস ও কুক্কুট মাংস ভোজী, এবং হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক প্রভৃতিরা পর্য্যন্ত হিন্দু বলিয়া স্বীকৃত ও হিন্দুসমাজের অন্তর্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন তখন বালক সুরেন্দ্রনাথের অপরাধ কি? যদি কাহারও ক্ষমতা থাকে, সাহস থাকে তবে "ঠিক বাছিয়া গ্রাম উজাড়" করুন, সমস্ত গোখাদক ও সুরাপায়ী, নাস্তিক ও অবিশ্বাসিদিগকে হিন্দুসমাজ হইতে দূর করিয়া দিন, আমাদের, তাহা অনাবশ্যক বোধ হইলেও তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যখন সেরূপ করা অসম্ভব, যেহেতু সমাজের অধিকাংশ প্রধান লোকই যখন সেরূপ অপরাধে অপরাধী, তখন সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় দুই একটী ক্ষুদ্র প্রাণীকে লইয়া পীড়াপীড়ি করা অপেক্ষা, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে সমাজ মধ্যে প্রবেশাধিকার দিলে কি অধিকতর সহৃদয়তা ও অপক্ষপাতিতা প্রকাশ পায় না? কিছু দিন হইল প্রাচীন সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন "এখন কালকৃত বিপ্লবস্রোতে গা ঢালিয়া চলিতে হইবে। যাঁহারা বিপরীত স্রোতোগামী হইবেন, তাঁহারাই যে কেবল অপ্রতিষ্ঠ ও অপদস্থ হইবেন এমন নয়, তাঁহাদের হইতে হিন্দুসমাজেরও মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে।" (১) আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার এ কথাগুলির অনুমোদন করি এবং সেই জন্য হিন্দুসমাজকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন কালকৃত বিপ্লব-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া একটুকু অগ্রসর হন এবং যে সকল খ্রীষ্টান পুনরায় হিন্দুসমাজভুক্ত হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহাদিগকে সমাজে আশ্রয় দিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

আমরা উপরে বলিয়াছি যে, এখন অনেক কৃতবিদ্য যুবক ও সমাজের প্রধান লোকে সুরাপানাদি করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াও যখন হিন্দু সমাজে স্থান পাইয়াছেন, তখন যাঁহারা খ্রীষ্টান হইয়া পরে হিন্দু সমাজে আসিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকেও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, কে কোথায় গোপনে কি করিয়া হিন্দু সমাজে রহিয়াছেন বলিয়া যিনি প্রকাশ্যভাবে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, বা প্রকাশ্যভাবে অখাদ্য ভক্ষণ করিবেন তাঁহাকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ইহার প্রত্যুত্তরে আবার আমরাও বলিতে চাহি, গোপনে কে কোথায় নহে, আজ কাল অনেকেই প্রকাশ্যভাবে সুরাপানাদি করিয়া থাকেন। এখনই আমরা শত শত বিখ্যাত লোকের নাম করিতে পারি, যাঁহাদের পানেচ্ছিত [illegible] অন্ন না হইলে তৃপ্তিলাভ হয় না, এবং প্রমাণ করিতে পারি যে, দলপতি ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও দেখেন না, এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটি বাক্যব্যয়ও করেন না। "কলা খান নাই কেন? না, পান নাই বলিয়া" যেখানে হোটেলাদি নাই, সেখানকার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে হোটেলাদি আছে সেখানে স্কুলের ক্ষুদ্র বালক হইতে আর কৃতবিদ্য যুবা পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই হোটেলের কোন না কোন দ্রব্যদ্বারা কি আপন আপন উদর পবিত্র করেন না? দলপতিদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা সত্য করিয়া বলুন, তাঁহারা ইহা কি জানেন [illegible]? জানিয়াও যখন তাঁহারা নিস্তব্ধ হইয়া আছেন, তখন সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার ন্যায় অপর লোকদিগকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা পাওয়া কেন? কেহ হয় তো বলিবেন, সমস্ত হিন্দুর তুলনায় সুরাপায়ী প্রভৃতির সংখ্যা অতি অল্প সুতরাং তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। ইহার উত্তরে আমরা বলি, অল্প সংখ্যায় কিছু আসে যায় না, যখন দশজনকে কিছু বলা হয় না, তখন এক জনকে লইয়া পীড়াপীড়ি করা হয় কেন? কেহ হয় ত বলিবেন, যাঁহারা অভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করেন, তাঁহারা নামে হিন্দু মাত্র, হিন্দু সমাজের সহিত তাঁহাদের বিশেষ সংস্রব নাই কিন্তু যাঁহারা হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়, যাঁহাদের দ্বারা হিন্দু সমাজ পরিচালিত হইয়া থাকে, সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ অনুসারে চলিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদিগের আচারাদিকে আদর্শ করিয়া অন্যান্য লোকের আচারাদির পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সুরাপানাদি করেন না সত্য, কিন্তু আজ কাল তাঁহারাও এক প্রকার পতিত ও জাতিনষ্ট হইয়াছেন। দেখুন শাস্ত্রে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, ও প্রতিগ্রহ (অত্রিসংহিতা মতে আর একটি বেশী তপস্যা) এই ছয়টি ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম বৃত্তি বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, সন্ধ্যোপাসনা ও সদাচারহীন ব্রাহ্মণের দ্বাদশাহ অশৌচের বিধি আছে; অনসূয়া, শৌচ মঙ্গল, অনায়াস, অস্পৃহা, দম, দান, ও দয়া এই আটটি ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। যব, তিল, তণ্ডুল, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ হরিদ্রা, দধি, গুড়, দাড়িম্ব, বিল্বফল, আম্র, পনস এই দ্রব্যগুলি মাত্র ব্রাহ্মণের খাদ্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে; শাস্ত্রে ইহাও আছে ব্রাহ্মণে সদাচারহীন হইলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন; শূদ্রের সহিত একাসনে বসিতে, শূদ্রের কোন প্রকার দান গ্রহণ করিতে নিষেধ আছে; ঋতুমতী কুমারীর পাণিগ্রহণ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষেধ আছে। পাঠক! আর কত বলিব? এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়েরা শাস্ত্রের এই বিধি ও নিষেধ অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন কি পাঠক! আপনি এক শতের মধ্যে একটী ব্রাহ্মণকে কি নির্দ্দেশ করিতে পারেন, যিনি শাস্ত্রের সকল বিধি ও নিষেধ মান্য করিয়া চলিয়া থাকেন? তাহা যদি না পারেন, তাহা হইলে এক প্রকারে বলা যাইতে পারে তাঁহারাও সকলে পতিত। বিশেষতঃ যাঁহারা অপেয় পান ও অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের সহিত একত্রে আহার, ও বিবাহ প্রভৃতিতে যাঁহার কোন সংস্রব নাই এমন একটী ব্রাহ্মণ কি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে? যদি পাওয়া না যায় তবে কি প্রকারে বলিব, তাঁহারা পতিত নহেন? অতএব দেখুন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও এক প্রকারে পতিত হইয়া, এবং সমাজের প্রধান লোকেরা অপেয় পান ও অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া এ[illegible]

(১) সম্পাদক মহাশয় [illegible] লিখিয়াছেন যে, "* * * তবে কেহ যদি দেশের প্রতিনিধি হইয়া ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সভায় দেশের দুঃখ জানাইতে যান, আর তিনি বিলাত হইতে আসিয়া হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতে চান, তাঁহাকে সমাজ মধ্যে লওয়া কর্ত্তব্য।" তবে কি সম্পাদক মহাশয়ের মতে যাঁহারা বিদ্যাশিক্ষার্থে, ধনোপার্জ্জনার্থে অথবা নিজের উপকারার্থে ইংলণ্ডে গমন করিবেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদিগকে হিন্দু সমাজে লওয়া হইবে না? যদি এরূপ হয়, তবে তিনি কালকৃত বিপ্লবস্রোতে গা ঢালিয়া দিতে অপরকে পরামর্শ দিয়াও তিনি নিজে সেই স্রোতের বিপরীত পথগামী হইয়াছেন বলিতে হইবে।

কথায় এই যে, একপ্রকারে সকলেই জাতিচ্যুত হইয়া যখন হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, তখন অবোধ বালক সুরেন্দ্রের অপরাধ কি ? কেহ হয় তো বলিবেন হিন্দু সমাজের চিরকাল একভাবে কোন আচার ব্যবহার চলিয়া আসে নাই, সুতরাং এক্ষণে যাঁহারা আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পতিত বা জাতিচ্যুত বলা যাইতে পারে না। এ কথা বড় ভাল কথাই; কিন্তু অপরের পক্ষে যদি এ কথা খাটে, তবে যাঁহারা বিলাত গমন করেন, তাঁহাদের পক্ষেও খ্রীষ্টান সুরেন্দ্রের পক্ষে এ কথা খাটে না কেন ? তাঁহাদিগকে কেন তবে "পতিত" বলা হইয়া থাকে। তাই আমরা কালকৃত বিপ্লবস্রোতে গা ঢালিয়া দিবার জন্য সকলকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি।

যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দুধর্ম্ম লোপ হইল, হিন্দু সমাজ উচ্ছিন্ন গেল বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের প্রকৃতি অবগত নহেন। হিন্দু ধর্ম্মের আর যত কেন দোষই থাকুক, এক ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতিরেকে ইহার ন্যায় উদার ধর্ম্ম আর দ্বিতীয় নাই। অন্যান্য ধর্ম্মসকল এক এক খানি সঙ্কীর্ণ গ্রন্থ মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ কোন গ্রন্থ বিশেষে আবদ্ধ নহে। হিন্দুদিগের বেদ আছে সত্য, কিন্তু বাইবেল যেমন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের, কোরাণ যেমন মুসলমান ধর্ম্মের হস্তপদ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে, বেদ সেরূপ হিন্দুধর্ম্মের হস্তপদ বন্ধন করিয়া রাখিতে পারে নাই। বেদের বিধি না মানিয়াও হিন্দু হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতির বিধি না মানিয়া খ্রীষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি হওয়া যাইতে পারে না। দেখুন হিন্দুরা এক সময়ে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জড়পিণ্ড সকলের উপাসক ছিলেন, তাহার পরে ব্রহ্মোপাসক হন, এক্ষণে আবার মূর্ত্তি উপাসক হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথমে যেমন হিন্দু ছিলেন, পরেও সেইরূপ হিন্দুই ছিলেন, এবং এক্ষণেও সেই হিন্দুই রহিয়াছেন। তাঁহাদের উপাস্য দেবতার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত অথবা "একঘরে" হইতে হয় নাই। দেখুন, এক্ষণে লোকে ভিন্ন জাতির অন্ন, গোমাংস, শূকরমাংস কুক্কুটমাংস না খাইয়াও হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, পূর্ব্বে যাঁহারা এ সকল খাইতেন, তাঁহারাও হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতেন। এখনকার লোকেরা খান নাই বলিয়া সমাজচ্যুত হন নাই। তখনকার লোকে খাইতেন বলিয়াও সমাজচ্যুত হন নাই। পূর্ব্বে শূদ্রের দান গ্রহণ করিলে, স্বধর্ম্মবৃত্তি ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মবৃত্তি গ্রহণ করিলে এবং ঋতুমতী বালিকার পাণিগ্রহণ করিলে পতিত হইতে হইত কিন্তু এখন ও সকল কর্ম্ম করিলে আর পতিত হইতে হয় না। অথচ পূর্ব্বকার লোকেরাও হিন্দু ছিলেন, এখনকার ইঁহারাও হিন্দুই রহিয়াছেন। পূর্ব্বে এক পতিসত্ত্বে অপর পতি গ্রহণ অথবা নিজ পতিসত্ত্বে পরপুরুষে গমন করিতে ও বিধবারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিতেন কিন্তু এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগের সে সকলে কোন অধিকার নাই। এক্ষণে স্ত্রীলোকেরা তাহা করেন না বলিয়া সমাজচ্যুত হন নাই। এবং পূর্ব্বে তাঁহারা তাহা করিতেন বলিয়াও সমাজচ্যুত হন নাই। পূর্ব্বে শূদ্রের কন্যা ব্রাহ্মণে বিবাহ করিয়া হিন্দুই ছিলেন, এক্ষণে আবার যাঁহারা ওরূপ অসবর্ণ বিবাহ করিতে না পাইতেছেন, তাঁহারাও সেই হিন্দুই রহিয়াছেন, ইঁহাদের কেহই একবারে বা সমাজচ্যুত হন নাই। পূর্ব্বে যাঁহারা অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ, ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ব্রত করিতেন, পরে যাঁহারা তাহা ত্যাগ করেন, আবার যাঁহারা তাহার পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান করেন এবং এক্ষণে যাঁহারা তাহা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন, ইঁহাদের সকলেই হিন্দু ছিলেন এবং এখনও সকলে হিন্দু রহিয়াছেন। অধিক দিনের কথা নহে, দেখুন পঞ্জাবের গুরু নানক এবং নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য সকল জাতিকে এক করিয়া মুসলমান প্রভৃতির অন্ন গ্রহণ করিয়া হিন্দুই ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের শিষ্যেরা তাহা না করিয়াও হিন্দুই রহিয়াছেন, অথচ তাঁহারাও জাতিচ্যুত হন নাই, ইঁহারাও জাতিচ্যুত হন নাই। ফল কথা এই, চিরকালই হিন্দু সমাজ কালকৃত বিপ্লবস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া আসিয়াছেন, এবং চিরকালই হিন্দুধর্ম্ম নিজে রূপান্তরিত হইয়া সময়োপযোগী বিধি ব্যবস্থা দ্বারা নূতন নূতন শাস্ত্র সকল প্রসব করিয়াছেন। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং তন্ত্র সকল ইহার দেদীপ্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। অতএব পুরাতন শাস্ত্রের বিধি বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া "হিন্দু জাতি লোপ হইল" হিন্দু সমাজ রসাতল গেল বলিয়া আর বৃথা ক্রন্দন করা কেন ? এখন তাহাতে আর কোন ফল নাই। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে কলের জলপান করিতে এক প্রকার নিষেধ থাকিলেও যেমন কতকগুলি পণ্ডিত প্রয়োজনের দাস হইয়া তাহা ব্যবহারের বিধি ব্যবস্থা দিয়া কলিকাতার লোকদিগের মহোপকার করিয়াছেন, সেইরূপ কতকগুলি প্রধান ও উপযুক্ত লোকে একত্র হইয়া এখনকার উপযোগী অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাবিবাহ, জাতিভেদ রহিত প্রভৃতি কতকগুলি সদাচারের এবং সেই সঙ্গে বহুদেবোপাসনার পরিবর্ত্তে মুক্তিপ্রদ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মোপাসনার বিধি ব্যবস্থা দিয়া একখানি নূতন হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া হিন্দু সমাজের মহোপকারসাধন করেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক হিন্দু সমাজ-হিতৈষীর ইহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। এখানে এ কথা পুনর্ব্বার বলা বাহুল্য মাত্র যে, "এখন কালকৃত বিপ্লবস্রোতে গা ঢালিয়া চলিতে হইবে। যাঁহারা বিপরীত স্রোতোগামী হইবেন, তাঁহারাই যে কেবল অপ্রতিভ ও অপদস্থ হইবেন এরূপ নহে, তাঁহাদের হইতে হিন্দু সমাজেরও মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে।"

যমুনিয়া
১৮ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮১। } শ্রীভগবতীচরণ দে

সোমপ্রকাশ।

১৮ ই ফাল্গুন সোমবার।

বঙ্গদেশের লোকের পরীক্ষা।

বঙ্গদেশের কত লোক-বৃদ্ধি হইয়াছে, ৭ ই ফাল্গুনে কেবল যে তাহারই একমাত্র পরীক্ষা হয়, তাহা নয়, বঙ্গবাসিদিগের অবস্থার যে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, ১১ ই ফাল্গুন তাহারও পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ৭ ই ফাল্গুন বঙ্গদেশে যেসমস্ত লোক গণনা করা হয়, হিসাব করিয়া তাহা ঠিক করিবার নিমিত্ত ৭ শত লোকের প্রয়োজন উপস্থিত হওয়াতে এ বিষয়ের প্রধান অধ্যক্ষ একটী বিজ্ঞাপন দেন। তদনুসারে কলিকাতা ছোট আদালতের সম্মুখের এক বাটীতে প্রায় ২। ৩ হাজার কর্ম্মার্থী উপস্থিত হয়। সাত শত মাত্র পদ, দুই তিন হাজার অর্থী; এরূপ স্থলে কি ভয়ানক বিশৃঙ্খল ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা, পাঠক ! একবার অনুমানের চক্ষে তাহা দর্শন করুন। সকলেরই চেষ্টা, প্রথম প্রবিষ্ট হইয়া দরখাস্ত করিবেন। এই চেষ্টা নিবন্ধন দ্বার-রক্ষক কনষ্টেবল ও সারজনদিগের সহিত ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইল। উহার মধ্যে কৌতুকপ্রিয় এক রসিক যুবা পথপার্শ্বপতিত ছেঁড়া গুণচটে রাস্তার ধূলি পূরিয়া একজন সারজনের মস্তকে ফেলিয়া দিল। তাহার মাথার টুপি ভূতলে শয়ন করিল। সারজন পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ও ঘোর গর্জ্জন করিয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। সম্মুখবর্ত্তী একটি গাছে ঠেস দেওয়া [illegible] এক খোঁটা ছিল, সে সেই খোঁটা লইয়া লোক তাড়াইতে আরম্ভ করিল। অপর কনষ্টেবলেরাও রুল চালাইতে লাগিল। এই খোঁটা ও রুলের আঘাত পাইয়াও কতকগুলি লোক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, আর

রহিয়াছে যে তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের রাশি রাশি অর্থ ক্ষয় হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যদি প্রেসকমিশনরের পদের ন্যায় সেই পদ গুলি বিসর্জ্জন দিতে পারেন, তাহা হইলে অনেক অর্থ বাঁচিয়া যায় সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়, রেবিনিউ বোর্ড। এখন স্বতন্ত্র রাজস্বমন্ত্রী হইয়াছেন, বিভাগেই গবর্ণমেণ্টের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেক্রেটারি আছেন, এখন রেবিনিউ বোর্ড যে কাজ করিয়া থাকেন সেক্রেটারিগণ দ্বারা কি তাহা সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা নাই?

তৃতীয়, গবর্ণর জেনেরলের পদ। এ পদের এখন আর কোন প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে তারযোগে সংবাদ আদান প্রদানের সুবিধা ছিল না, জাহাজের গমনাগমনেরও বহু বিলম্ব ঘটিত, সুতরাং সে সময়ে ভারতবর্ষে একজন সর্ব্বময় কর্ত্তা না হইলে চলিত না। বিশেষতঃ তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন রাজ্য, চতুর্দ্দিকে শত্রু, সে সময়ে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের কার্য্য চলিবার কোন প্রকারেই সম্ভাবনা ছিল না। এখন সে দিন গিয়াছে, এখন সমুদায় বিষয়েরই পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন শীঘ্র সংবাদ আদানপ্রদানাদি দ্বারা ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের প্রতিবেশিস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, এখন দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষ হইতেই ইংলণ্ড শাসন হইতেছে। এখন আর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলদিগের সে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব নাই। এখন তাঁহারা মন্ত্রিগণের ধামাধরা হইয়া উঠিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কাবুলের যুদ্ধে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া গেল, মন্ত্রিগণ ইংলণ্ড হইতেই সকল কাজ করিয়াছিলেন, লর্ড লিটন কেবল কলের পুতুলের ন্যায় নাচিয়াছিলেন মাত্র। এরূপ গবর্ণর জেনেরল পদে আর দরকার কি? লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরেরাই ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য করিবেন। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বেলভেডিয়রে এবং তাঁহার সেক্রেটারি কলিকাতা ধর্ম্মতলায় থাকেন, ইহাতে কি কাজ চলিতেছে না? ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ প্রায় বেলভেডিয়র ও ধর্ম্মতলা হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর্থ, ষ্টেট সেক্রেটারির কাউন্সিল সভা। এ সভাতেই বা আর প্রয়োজন কি? মন্ত্রিসভাই ভারতবর্ষের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ষ্টেটসেক্রেটারি ইংলণ্ড ভারতবর্ষ উভয়ের যোগস্থলে দ্বারস্বরূপ রহিয়াছেন, যখন ষ্টেট সেক্রেটারি মন্ত্রিগণের অমতে চলিতে পারেন না, তখন আর তাঁহার সভ্যগণ তাঁহাকে কি পরামর্শ দিবেন আর সেই পরামর্শেই বা কি উপকার হইবে? বরং সময়ে সময়ে তাঁহারা ষ্টেট সেক্রেটারির কার্য্যের প্রতিবন্ধক হন এই মাত্র। কার্য্যের প্রতিবন্ধক রাখিয়া টাকার শ্রাদ্ধ করা কি উচিত? এটী একটী প্রধান অপব্যয় সন্দেহ নাই।

পঞ্চম, ভারতবর্ষের নাম করিয়া ইংলণ্ডের ব্যয়, হাইণ্ডমান সাহেবের বর্ণনানুসারে বর্ষে বর্ষে প্রায় ২০ কোটী টাকা ইংলণ্ডে যায়। অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের যে টাকা ইংলণ্ডে যায়, তাহার বিষয়ে এখন আমরা কোন কথা বলিতেছি না, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে ইংলণ্ডে অর্থ যাইবার কোন কারণ দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ এখন ভারতবর্ষের অসচ্ছল অবস্থা, ভারতবর্ষে সৈন্যাদির কখন যদি কোন প্রয়োজন হয়, তন্নিমিত্ত ইংলণ্ডে নিত্য ব্যয় করা কিরূপে পরামর্শসিদ্ধ হইতে পারে? "তদানীং তচ্চিন্ত্যাং" যখন সৈন্যের প্রয়োজন হইবে সেই সময়েই তাহার ব্যবস্থা করিলেই চলিবে। তন্নিমিত্ত নিত্য অপব্যয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কোনক্রমেই বিধেয় হয় না।

ষষ্ঠ, সৈনিক ব্যয়। ইংলণ্ডেশ্বরীর পূর্ব্ব মন্ত্রিগণ এক ভৌতিক কাণ্ড উপস্থিত করিয়া অকারণ সৈনিক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন, এত সৈন্যের এখন কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ভারতবর্ষে অথবা তাহার নিকটে ব্রিটীশ সিংহের প্রতিযোগী কোন শত্রু নাই, তবে এক রুশিয়ার আতঙ্ক; তাহাও অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, রুশের ভারত আক্রমণ শঙ্কা দ্বারা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ব্রিটীশ-সিংহ যেমন রুশ-ভল্লুকের শঙ্কা করেন রুশ ভল্লুকও ব্রিটীশ সিংহের তেমনি শঙ্কা করিয়া থাকেন। সার ফ্রেডরিক রবার্টস কাবুলে যে পত্রগুলি পাইয়াছেন তদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রিটীশ জাতির বিরাগ সঞ্চার, কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর সিয়ার আলী কর্ত্তৃক বারম্বার প্রার্থ্যমান হইয়াও রুশ গবর্ণমেণ্ট আমীরকে এক পয়সা বা একজন সৈন্যেরও সাহায্য করেন নাই। রুশেরা যখন ব্রিটীশ জাতিকে এত ভয় করেন তখন রুশদিগের হইতে ইংরাজদিগের সত্বর কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ স্থলে অনায়াসেই এখন সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া অপব্যয় নিবারণ করা যাইতে পারে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৯ এ ফেব্রুয়ারি। আমীর ইয়াকুব খাঁর সহিত জেনেরল কফমানের যে সকল চিঠিপত্র লেখালিখি হয়, তাহা এবং তদ্ভিন্ন অপরাপর যে সকল গোপনীয় পত্র কাবুলে পাওয়া যাওয়াতে একণে প্রকাশিত হইয়াছে, রুশ গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে বলিয়াছেন, অবিশুদ্ধ অনুবাদ নিবন্ধন বন্ধু শব্দের পরিবর্ত্তে সন্ধি বন্ধনের কথা সকল স্থানেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৮০ অব্দের অক্টোবর মাসে রুশ গবর্ণমেণ্ট লার্ড গ্রানভীলকে এই কথা জানান, সম্রাট জেনেরল কফমানকে আমীরের সহিত পত্রের আদান প্রদান বিষয়ে বিরত হইবার উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, বাহ্য ব্যবহার সম্বন্ধে আমীরের পত্রের যে সকল উত্তর প্রদত্ত হইবে তাহাও যেন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হাত দিয়া পাঠান হয়। ১৮৮১ অব্দের ১৪ ই জানুয়ারি রুশের লণ্ডনস্থ দূত, লার্ড গ্রানভীলকে জানাইয়াছেন, রুশ গবর্ণমেণ্ট বার্লিনের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া কাবুলের সহিত উভয় রাজ্যের বাণিজ্য বিষয়ক যে কথোপকথন করিতেছিলেন, জেনেরল ষ্টলিটফ তাহা অবগত ছিলেন না। তিনি আমীর সেয়ারআলীর নিকট হইতে সন্ধি পত্রের যে একখানি পাণ্ডুলিপি লইয়া যান, রুশ গবর্ণমেণ্ট তাহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেন।

নেটাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সার ইভলিন উড শীঘ্র শীঘ্র আর কতকগুলি নূতন সৈন্য সংগ্রহার্থ মারিজবর্গ নামক স্থানে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। ইংলণ্ডেশ্বরী অসবরণ হইতে উইণ্ডসর দুর্গে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

অদ্য সন্ধ্যাকালে পার্নেল সাহেব কমন্স হাউসে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। জেনিনিউস ৭ ঠা গেলাং হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন, জেনেরল স্কবেলফ ও মার্ভের সর্দ্দারদিগের অগ্রসর হওয়ার কথা মিথ্যা। স্কবেলফ লোভঙ্গ নামক স্থানে পৌঁছিয়াছেন। তিনি তথা হইতে রুশে প্রত্যাগমন করিবেন।

কমন্স হাউসের কমিটীর বক্তার সুবিধার নিমিত্ত যে কঠিন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

লার্ডদিগের হাউসে ডিউক আর্গাইল এই কথা বলিয়াছে যে লর্ড লিটন ১৮৭৬ অব্দে নিশ্চয়ই আফগানস্থান আক্রমণের সংকল্প করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন।

লর্ড লরেন্সও উক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

লর্ড লিটন এ কথা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই!

লর্ড বিকন্সফিল্ড আগ্রহ সহকারে লর্ড লিটনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

লর্ড হার্টিংটন গতকল্য কমন্স হাউসে বলিয়াছেন, কান্দাহার ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিলে উহা রক্ষা করিতে যে ব্যয় হইবে, তাহা আয় অপেক্ষা অধিক দেখিয়াই উহা পরিত্যাগ করাই স্থির হইয়াছে, কিন্তু আর যে একটী নূতন হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব হিসাবের অপেক্ষা অনেক কম। তিনি স্পষ্টতঃ এই প্রচার করিয়া দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট কান্দাহার সম্বন্ধে একবার যে কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছেন, তাহার আর অন্যথাচরণ হইবে না।

লণ্ডন ২১ এ ফেব্রুয়ারি। গোল্ড কোষ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে ১০ ই তারিখে অসাস্তিরা যেখানে পৌঁছিয়াছে, এলমিনা সেখান হইতে তিন দিনের পথ মাত্র।

ট্রান্সভেয়াল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সার ইভলিন উড জাহাজী হসার সৈন্য দিগকে লইয়া নিরাপদে ওয়াকারষ্ট্রুম নামক স্থানের ৫ ক্রোশের মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত কল্য ক্লেয়ার নামক স্থানে এক বৃহৎ জনতাপূর্ণ সভা হইয়াছিল, পার্ণেল সাহেব শ্রোতাদিগকে লাণ্ডলিগের কার্য্যের

অঞ্চলে দেখা যায়, তাহার নীচে অতি উৎকৃষ্ট পাথরিয়া কয়লার খনি প্রকাশ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এস. এল. ডি বথশচাইলড বিদ্যোৎসাহিকে বয়স্যাদিগকে এক এক বৎসরের বেতন পুরস্কার দিয়াছেন।

ডিভাসের প্রো ফেসর কুপ আগ্রাম নামক স্থানে সম্প্রতি যে ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে, তাহার উৎপত্তির কারণ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। ভূগর্ভে যে সকল ধাতব পদার্থ আছে তাহা সমুদ্রের জোয়ারের ন্যায় স্ফীত হওয়াতে মৃত্তিকা নিক্ষেপিত হয় এবং যেরূপ সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র ও নদী সময়ে সময়ে অধিক স্ফীত হয় সেইরূপ উক্ত ধাতব পদার্থ সকল ঐরূপ আকর্ষণ দ্বারা স্ফীত হইলে ভূমিকম্প হয়।

লণ্ডনের কতকগুলি দুষ্ট লোক সমবেত হইয়া তথাকার কয়েকটী সরকারী ইমারতে অগ্নি লাগাইয়া ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে, উহারা তথাকার নূতন কষ্টম হাউসে অগ্নি দিবার উদ্যোগ করে কিন্তু চেষ্টা বিফল হইয়াছে। ১৮১৪ অব্দে পুরাতন কষ্টম হাউসটী ঐরূপে ধ্বংস হয়। লিভারপুল ডক ও অন্যান্য দুই একটী সরকারী কার্য্যালয় ধ্বংস করিবারও চেষ্টা হইতেছে।

১ লা মঙ্গলবার দায়রার ২ য় অধিবেশন হইবে। জষ্টিস উইলসন এবার ইহাতে বিচার করিবেন।

লণ্ডনে তিন সপ্তাহ ধরিয়া ভয়ানক তুষারপাত হইতেছে। এই তুষারপাতে নদ নদী প্রভৃতির জল জমিয়া যাইতেছে। শীতে অনেক লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে। টেমস নদীর জল জমিয়া যাওয়াতে জাহাজ আদির গতিবিধি বন্ধ হইয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে এবং গ্যাস আদি আলোক প্রজ্বালিত করিবার অসুবিধা হইয়াছে। মজুরগণ কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। শীতার্ত্ত ব্যক্তিদিগের জন্য গরম কাপড় ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য সভা হইতেছে।

সম্প্রতি তাঁহার এক বন্ধু ডাক্তার নবীনচন্দ্র দত্তের নিকট টাক ভাল হইবার এক সুন্দর ঔষধ শিক্ষা করিয়াছেন। মাছির বিষ্ঠাই সেই মহৌষধ। তিনি বলিয়াছেন মক্ষিকা পুরীষ সংগ্রহ করাও কঠিন নহে। ঘরের কড়িতে এক গাছ দড়ি ঝুলাইয়া রাখ, রাত্রি কালে শত শত মক্ষিকা সেই রজ্জুতে আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং মনোমত পুরীষ রাখিয়া যাইবে। সেই পুরীষময় রজ্জু পর দিন জলে দিয়া ভিজাইয়া রাখ দেখিবে কিছুক্ষণ পরে একটু সার পদার্থ জলের পাত্রের তলস্থ হইয়া রহিয়াছে। সে পদার্থ টুকু মস্তকে টাকে মালিস কর। এক পক্ষকাল এই ব্যবস্থা অনুসরণ করিলে টাক ভাল হইবে।

শনিবার আলবর্ট হলে ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক রবর্ট নাইট সাহেবের সাহায্যার্থ একটী বৃহৎ সভা হইয়াছিল। এই সভায় ডাক্তার কে, এম বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গুলি দেশীয় বড় বড় লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গত জানুয়ারি মাসে মান্দ্রাজ বন্দর দিয়া যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, পূর্ব্ব বর্ষের ঐ সময়ের সহিত তুলনায় সওয়া ছাব্বিশ লক্ষ টাকা হ্রাস হইয়াছে।

লয়েড সাহেব বলিয়াছেন গত বর্ষে ৩৬৬ খানি জাহাজ দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছিল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর নেপালের সহিত ইংরাজদিগের সীমাসংক্রান্ত গোলযোগের এইবার একটী মীমাংসা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হগ সাহেব পীড়িত হইয়া বিলাত যাইতেছেন।

কাবুলের আমীরের দূত তাঁহার স্বহস্তে লিখিত একখানি পত্র লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন, শনিবারে তিনি এখানে উপনীত হইয়াছেন।

সেগেডিন নামক স্থানের জলপ্লাবনপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ৩০০০০০০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। তুরস্ক, মিশর, ভারতবর্ষ, পারস্য, জাপান, আলজিরিয়া, ও টিউনিসের লোকে অন্যকেরও অধিক এবং জর্ম্মণি ৩৯৮০৪১১ ফ্রান্স ২৮৩১৮২ ইংলণ্ড ১৩০৬০৬, আমেরিকা ৬৭৪০৮ ইটালি ৫১৭৬৩ বেলজিয়ম ৪০৩৮ সুইট্জারলণ্ড ৭০৩৭৪, রুমানিয়া ২৮৩১ ও রুশিয়ার লোকে ৩৬৭৫৮ টাকা দিয়াছে।

বিলাতের একজন নিঃস্ব গবর্ণমেণ্টের রিলিফ কার্য্যে ১৫ বৎসর কার্য্য করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার পর্ণ কুটীর হইতে সঞ্চিত অর্থ চারি হাজার টাকা, ইহা ভিন্ন নানাবিধ মূল্যবান সাংসারিক দ্রব্যাদি বাহির হইয়াছে।

জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন সূর্য্যের উত্তাপ সমুদ্রের জলের মধ্যে অর্দ্ধমাইল পর্য্যন্তও প্রবেশ করিতে পারে না। এবং আলোক ১৫০ হাত পরিমাণ প্রবেশ করিতে পারে।

ইউনাইটেড ষ্টেটস সর্ব্ব শুদ্ধ ৫০০০০০০০ কোটী লোক আছে। দশ বৎসরের মধ্যে ১১ মিলিয়ন লোক বৃদ্ধি হইয়াছে।

প্রবেশিকা ও এল. এ, পরীক্ষায় কলিকাতা বেথুন বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্রী উত্তীর্ণা হইয়াছেন, বারাণসীর মহারাজ তাঁহাদিগকে এক এক খানি বারাণসীর শাটী উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

আমরা ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন পাঠে অবগত হইলাম, আজ কাল বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে না। কোন কোন শ্রেণীতে শিক্ষয়িত্রী নাই, আর যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও তাদৃশ উপযুক্ত নহেন। ছাত্রিদিগের পড়াশুনাও ভাল হইতেছে না। যাহা হউক গবর্ণমেণ্টের ইহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

সার বার্টল ফ্রিয়ার উত্তর আফ্রিকার লোকসংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। নেটালে ২২৬৫০ ইংরাজ ২৯০০০০ আফ্রিকান; ও ১১৯০০ কুলি। ট্রান্সভাল ৪০০০০ ইংরাজ ও ২৯০০০০ দেশীয়। অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট ২৬০০০ মিশ্র জাতি আছে।

ইউরোপের অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা হঙ্গেরিতে সাধারণ শিক্ষায় লোকের অনুরাগ কিছু বেশী। হঙ্গেরিতে ৫৭৭ পুস্তকালয় ও ৫৫ লক্ষ পুস্তক আছে। ইটালির ৪৯৪ পুস্তকালয় ৪৩৫০০০০ পুস্তক আছে। প্রুসিয়াতে ৪০০ পুস্তকালয় ও ২৫ লক্ষ পুস্তক আছে। ইংলণ্ডে ২০০ পুস্তকালয়ে ৩০ লক্ষ পুস্তক আছে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ১০০ টাকা বেতনে একজন দেশীয় স্ত্রীলোককে তত্রত্য স্কুল সমূহের দেশীয় ভাষার পারদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত ইহাঁর বেতন বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। ১ লা মার্চ্চ হইতে এই পদের সৃষ্টি হইবে।

৪ টাকা সুদের কোম্পানির কাগজ ১০০৷৵০ হইতে ১০০৷৶০

৪৷	১৮৭০। ১৮৮২)	১০২
৪½	১৮৭৯ (১৮৮১)	১০০৷০ " ১০০৷৵০
৪৷	১৮৮০ ৭৯ (১৮৮৩)	[illegible] " ১০০৷০
৪৷	১৮৭৯ (১৮৮৩)	
৫	১৮৭৭ (১৮৮২)	১০১

এইরূপ জনশ্রুতি রুশের এক জিলায় ৭৫০০০০ কৃষক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ডান ষ্টানলি বলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেবের বিশেষ গুণ এই, তিনি যে যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাহাতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের আয়র্লণ্ড সংক্রান্ত রাজনীতির প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত লণ্ডনের নানা জিলায় সভা হইতেছে।

গ্রীসের সহিত তুরস্কের যুদ্ধঘটনা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। তুরস্ক-গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ করিয়াছেন, সরকারি রাজস্ব যুদ্ধের নিমিত্ত আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মচারিদিগের বেতন দেওয়া বন্ধ থাকিবে।

প্রিন্স গর্চ্চাকফ এপ্রেল মাসে রুশের চান্সেলরের পদ পরিত্যাগ করিবেন। ইনি অবাধে ২৫ বৎসর কাল এই কর্ম্ম করিয়াছেন।

কালেক্টার বাবু চণ্ডীচরণ বসু গত নবেম্বর মাসে বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে বাবু হরিমোহন [illegible]র পরিবর্ত্তে কিছু দিনের জন্য সুবর্ডিনেট এক্জিকিউটিব সর্ব্বিসের ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

রেভিনিউ বিভাগের প্রতিনিধি পারসনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য এম, এ কিছু দিনের জন্য সুবর্ডিনেট এক্জিকিউটিব সর্ব্বিসের ৭ ম শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার কিছু দিনের জন্য সুবর্ডিনেট এক্জিকিউটিব সর্ব্বিসের ৭ ম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু রঙ্গপুরের পাঙ্গা এবং কোয়ারপুর ষ্টেটের ম্যানেজারের কার্য্য করিবেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্যের জন্য সেক্রেটরির বিশেষ ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ ঘোষ কিছু দিনের জন্য ৭ ম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

সি. ডি, ডিকেন্স সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত পাটনার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

এফ, ডবলিউ, আর, কলি সাহেবের অনুপস্থিতি কাল অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য কোন আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত ফরিদপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ সি, এ কেলি সাহেব পাবনার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

সি, এ, কেলি সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য কোন আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত ত্রিপুরার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলিউ এফ মেরিজ সাহেব (ইনি ছুটী লইয়াছেন) ফরিদপুরে ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

রাজসাহীর প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ জে, ডুইড সাহেব কিছু দিনের জন্য গয়ার আডিশনাল জজ ও ক্রিমিনাল সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

টি, টি, এলেন সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য কোন হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত বাকরগঞ্জের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, সি চারলস সাহেব উক্ত বিভাগের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

জে, এ, হপকিন্সন সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য কোন আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত ফরিদপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, উইক্স সাহেব পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

জে, আণ্ডারসন সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত ফরিদপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, ই, বি, জেক্ সাহেব উক্ত বিভাগে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ইনি ছুটী লইয়াছেন) কিছু দিনের জন্য মুঙ্গেরে বদলী হইলেন।

ব্যবস্থাপক। ১৯ এ ফেব্রুয়ারি।

ডবলিউ, ই, এচ, ফরসিথ সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য কোন আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত বারিষ্টার সি, এচ, বেলি সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক বিভাগের সহকারী সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ ই ফেব্রুয়ারি। মুর্শিদাবাদের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, বি গ্যারেট সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৭ ই ফেব্রুয়ারি। সাঁওতাল পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ,এ ওয়েস সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচারের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ছোটনাগপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২২ এ ফেব্রুয়ারি। পাবনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, ডি, সি, উইণ্টার সাহেব ফৌজদারী আইনের ৩৬ ধারা অনুসারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচারের আপীল শ্রবণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

রাণাঘাট।

আমাদিগের রাণাঘাট সবডিবিজনের লোকসংখ্যার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। এই কার্য্যটী নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া যাইবার জন্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু, সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ আপনাদিগের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ও পরিশ্রমের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমাদিগের মাজিষ্ট্রেট মহামতি টেলর সাহেব সস্ত্রীক মফঃস্বলে আগমন করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি এখানে যে বালিকা বিদ্যালয়টী আছে টেলর-পত্নী সেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া বালিকাগণের পরীক্ষা গ্রহণান্তর তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

সম্প্রতি মনোহর দাস নামে এক ব্যক্তি প্রতিবেশী এক গৃহস্থের বধুকে বাহির করাতে রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তাহার কঠিন পরিশ্রম সহ পাঁচ মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। এত কঠিন দণ্ড সত্ত্বে মনোহর দাস সদৃশ লম্পট ব্যক্তিগণের চৈতন্য হয় না ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

হুগলী।

২১ এ ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে এখানকার পুলিষ সাহেবের কুঠিতে সমারোহের সহিত নাচ ও ভোজ হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর শ্রীযুক্ত বেভেন্স সাহেব কয়েকমাস ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন। তাঁহার সম্মানের জন্য অত্রত্য ইংরাজ মণ্ডলী চাঁদা করিয়া এই উৎসব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

জনরবে শুনা যায় যে অত্রত্য জজ সাহেব বাহাদুর শ্রীযুক্ত গ্রাণ্ট বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরির পদে নিযুক্ত হইবেন। বোধ হয় ককরেল সাহেবের পদে ইহাঁকে মনোনীত করা হইয়াছে। গ্রাণ্ট সাহেব একজন সুলেখক, অতএব তিনি যে সেক্রেটরির কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিবেন তাহা এখানকার সাধারণের বিশ্বাস।

হুগলীর রাস্তাগুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। রাস্তার ধুলা গগনস্পর্শী। পথিকের ইন্দ্রিয় দ্বার সমস্ত রুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব এখানকার মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে সানুনয় নিবেদন যে, অনাবশ্যক বিষয়ে অর্থ ব্যয় না করিয়া অথবা কোন কোন ব্যক্তির উদর পরিপূর্ণ না করিয়া রাস্তাগুলিতে উত্তমরূপে জল সেচন করান। এক্ষণে রাস্তার মধ্য স্থলে ২। ৩ হাত মাত্র জলসিক্ত হইয়া থাকে। তাহা আবার সকল রাস্তায় হয় না।

শুনিতেছি যে, বহরমপুর কলেজের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস ঘোষ হুগলী কলেজে বদলি হইতেছেন, এবং তিনি কলেজের ১ ম ও ২ য় শ্রেণীতে গণিত শাস্ত্র অধ্যাপনা করিবেন। আমাদের বিবেচনায় ২ য় শ্রেণীর গণিত অধ্যাপক গ্রিফিত সাহেবের হাতে থাকিলে ভাল হয়।

কয়েক বৎসর ধরিয়া হুগলীর সম্মুখে নদীতে একটী চর পড়িতেছে। ক্রমশই উহার বৃদ্ধি হইতেছে। এইরূপ আর ২। ৪ বৎসর হইলে ভাগীরথী হুগলী পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বপার আশ্রয় করিবেন

জামালপুর ও মুঙ্গের।

গত মাঘী পূর্ণিমার দিবস সীতাকুণ্ডের মেলা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন মেলাস্থানে অসংখ্য বেহার বাসি উপস্থিত হইয়া পিতৃপিতামহের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিয়াছিল।

কয়েক দিবস অতীত হইল কানপুর হইতে এক দল রেজিমেন্ট সাঁওতাল-বিদ্রোহ দমন জন্য রামপুরহাট ষ্টেষণ অভিমুখে যাইয়াছে। যাইবার সময় তাহারা জামালপুর ষ্টেষণে কিছুক্ষণের জন্য নামায় অনেক বাঙ্গালী কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া দেখিতে যায়। তখন ষ্টেষণটী বেশ মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল।

বেহারের অশিক্ষিত লোকেরা প্রজা-সংখ্যা গণনায় অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। ভবিষ্যতে কোনরূপ কর স্থাপনই তাহাদের আশঙ্কার কারণ। আমরা ইচ্ছা করি গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রজা-সংখ্যা গ্রহণের প্রকৃত উপকারিতা কি, তাহা বিবিধ ভাষায় মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচর করিলে ভাল হয়।

২১ এ মাঘ বৃহস্পতিবার হইতে মুঙ্গের আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার ৫ ম বার্ষিক উৎসবকার্য্যটী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীমন্নারায়ণ, বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণাদিসহ ও সরস্বতী দেবী মূর্ত্তির পূজা হয়। পূজান্তে অঞ্জলি প্রদান সময়ে বিহারী ও বাঙ্গালিদিগের একত্র হইয়া অঞ্জলি প্রদান করার দৃশ্যটী বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। এরূপ উভয় স্থানের লোক একত্র হইয়া অঞ্জলি প্রদান পদ্ধতি আমরা কখন দেখি নাই, এইবার মাত্র নূতন দেখিলাম। এরূপ দেখিয়া আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইল যে, উভয় স্থানের লোক সত্বরেই বিদ্বেষ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া সকলেই যে এক দেশবাসী এ জ্ঞান লাভ করিবে। মধ্যাহ্ন সময়ে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান হয়, এবং অপরাহ্ণ ৩ টা হইতে নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তনের সময়ে জামালপুর প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক লোক যাইয়া যোগদান করেন। এবং সকলে মিলিয়া পথে পথে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া সহরটীকে কাঁপাইয়া তুলেন। পরিশেষে সায়াহ্ন সময়ে আরতি হয়।

২৩ এ শুক্রবার অপরাহ্ণে সমারোহের সহিত প্রতিমা বিসর্জ্জন করা হয়। ঐ দিনও বিস্তর লোক এই উপলক্ষে ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়াছিল। পরে রাত্রি ৬॥ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত বালকবর্গের "সুনীতি সঞ্চারিণী" সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে কার্য্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভাইরাম অগ্নিহোত্রী মহাশয় হিন্দি ভাষাতে "বালকদিগের নীতি শিক্ষার আবশ্যকতা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। তৎপরে বালকগণ কর্ত্তৃক কয়েকটী সঙ্গীত গীত হয়। সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় কিছুক্ষণ উপদেশ প্রদান করেন, এবং "পিতা মাতার প্রতি প্রকৃত ভালবাসা কিরূপ" এতৎসম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়া বালকদিগের নীতিশিক্ষার উপযোগী কয়েকটী পদ্য পাঠ করেন।

২৪ এ মাঘ শনিবার অপরাহ্ণ বেলা ৩ টা হইতে পণ্ডিতদিগের সভাধিবেশন ও তাঁহাদিগের শাস্ত্রা দিতে তর্ক বিতর্ক হয়, পরিশেষে যথাযোগ্য দান করিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। এবং সভান্তর্গত সংস্কৃত পাঠশালার পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্যার্থিবর্গকে পারিতোষিক স্বরূপ যথাযোগ্য বস্ত্র ও অর্থ এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া সহযোগী সম্পাদক "পণ্ডিতগণ সাধারণের নিকট যথোচিত সম্মান পায়েন না কেন?" এই সম্বন্ধে হিন্দি ভাষায় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—"যেমন ইংরাজি শিক্ষার্থী বালকগণ বিদ্যাশিক্ষা করিবার সময়, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল এবং গণিত শাস্ত্রাদির শিক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং সামান্য বিদ্যা লাভ করিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেও তাহাদিগকে যে কাজে নিযুক্ত করা যায় তাহা একপ্রকার সম্পন্ন করিতে পারে, আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষার্থিদিগকে পণ্ডিতগণ সে নিয়মে শিক্ষা প্রদান করেন না। ছাত্রগণের মধ্যে কেহ দর্শনশাস্ত্র, কেহ ব্যাকরণ-শাস্ত্র এবং কেহ কেহ বা ন্যায় শাস্ত্র ইত্যাদি এক একটী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। সুতরাং একজন দার্শনিকের দ্বারায় অন্যান্য শাস্ত্রের কাজ পাওয়া যায় না এবং যতদিন না লোকের একজন দার্শনিকের আবশ্যক হয় ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সমাদরও হয় না। সুতরাং পণ্ডিতগণ সাধারণের নিকট কি প্রকারে সমাদর পাইবেন? পূর্ব্বকার পণ্ডিতগণ এ নিয়মে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন না, তাঁহারা এককালে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করায় লোকের নিকট বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইতেন।" সন্ধ্যার পর হইতে বিশুদ্ধ স্বর তান লয় সিদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্গীত ও হরিসংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

২৫ এ মাঘ রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ টা হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত "সদালোচনী" সভার অধিবেশনে ধর্ম্ম-সঙ্গীত, শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বাবু কর্ত্তৃক আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ উপদেশ ব্যাখ্যান হয়। উপদেশটী অত্যন্ত গম্ভীর ভাবপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ইহার পর হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়। মধ্যাহ্নে দরিদ্রদিগকে যথাসাধ্য দান করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণে বেলা ২ টা হইতে ছটুলাল কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত এবং অম্বিকাদত্ত মিশ্র কর্ত্তৃক মনুসংহিতার ব্যাখ্যান হয়। তৎপরে সহযোগী সম্পাদক সভার কার্য্য-বিবরণ পাঠ করেন। কার্য্য বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া গেল যে, গত বৎসর সহকারী সম্পাদক মহাশয় সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারার্থ বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা ও উত্তেজনায় স্থানে স্থানে বিশেষতঃ বেহার প্রদেশে কতিপয় ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হইয়াছে। বেতিয়ার মহারাজ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া অত্র সভার বিশেষ সম্মাননা করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বাবু কর্ত্তৃক "আর্য্যধর্ম্ম কি?" এতৎসম্বন্ধে একটী বক্তৃতা হয়। তিনি আর্য্যধর্ম্মকে শ্রুতি, চিকিৎসা-শাস্ত্র ও জ্যোতিশ শাস্ত্র এতত্ত্রিতয়ের সম্মত বলিয়া ব্যাখ্যান পূর্ব্বক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক রীতিতে তাহা বুঝাইয়া দেন। তাঁহার মতে বৈদিক মতই ধর্ম্ম-সাধনের প্রকৃত পথ। স্মৃতি, পুরাণ, বেদের টীকা মাত্র। তিনি বাহ্যানুষ্ঠান অপেক্ষা প্রকৃতিগত নির্ম্মলতা লাভ ও ভগবৎ সহানুভূতি আর্য্য-ধর্ম্মের উচ্চতর লক্ষ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে স্তোত্রপাঠ শ্রীমন্নারায়ণের আরতি ও হরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হইয়া যায়।

মুঙ্গেরের ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত নিতাই সাহেবের অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় এখানকার সকলে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি অতি সৎ ও ভদ্রলোক ছিলেন।

মুঙ্গেরের পরপারে একজন জমিদার গঙ্গ স্নানার্থ আসিয়া শিবির সন্নিবেশন করিয়া কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একদিন রজনীতে তাঁহার শিবির হইতে প্রায় ১০। ১২ শত টাকার অলঙ্কারাদি অপহৃত হয়, এপর্য্যন্ত তাহার কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

ইতি পূর্ব্বে কয়েকদিন পর্য্যন্ত মুঙ্গেরের ব্রাহ্ম সমাজের একটী বৃক্ষের উপর "মা, জননী মুঙ্গের" ইত্যাঙ্কিত একটী পতাকা উড়িয়া ছিল। এরূপ অভিনব শব্দ সংযুক্ত পতাকা আমরা আর কোন ব্রাহ্ম সমাজে দেখি নাই। বোধ হয় এটী নববিধানের একটী তরঙ্গ হইবে। ব্রাহ্মগণ দয়াল পিতা ছাড়িয়া এক্ষণে "মা জননী" বলিতেছেন কেন, তাহা পারিলাম না ... হয় বাবা ... সহিলেন না ... মা ... কাছে আবদার লইবেন মনস্থ করিয়াছেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের এজেন্ট ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ... মাসের বিদায় লওয়ায়, লোকোমটিভ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডি, ডবলু, ... সাহেব তৎপদে কার্য্য করিবেন।

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্" ১৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৭ সাল। ২৫ এ ফাল্গুন। ইং ১৮৮১। ৭ ই মার্চ্চ

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

জ্যোতিষ দর্পণ।

বহুবিধ জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ
মাসিক পত্রিকা
শীঘ্রই প্রকাশ হইবে, বারেক
গ্রহণেই জানিতে পারিবেন

নগদ বিক্রি প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৶
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৪॥/

অগ্রিম অর্দ্ধেক মূল্য ২।১০ আনা পত্র সহ, নাম ধাম জেলা পোষ্ট ঠিক ঠিকানা পাঠাইলে, নিশ্চয় গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন, ইচ্ছুক হইলে নিয়মিত মূল্য সহ পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে প্রেরণ করিবেন।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মাচার্য্য

সাং মকিমাবাদ	জ্যোতিষ দর্পণ
পোষ্ট হাজিগঞ্জ	প্রকাশক ও
জেলা ত্রিপুরা	কার্য্যাধ্যক্ষ।

রি, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৫ নং বাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দারদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।
আর, লায়েল কোম্পানি
১৩৫ নং বাধাবাজার
কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বাত, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীন মানসিক বিকার, বধিরতা, চাঞ্চল্যতা প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে তাহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

অদ্ভুত ইন্দ্রজাল
বা
কাম ধেনু।

ইহাতে ভৌতিক সম্বন্ধীয় অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কৌতুক দর্শন অর্থাৎ অসম্ভবনীয় অমানুষিক ইন্দ্রজালিক মায়ার দ্বারা মানবগণের চিত্ত চমৎকৃত ও সমস্ত সভামণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ অতি সহজ উপায়েই করিতে পারা যায়। অত্যাশ্চর্য্য অগ্নিক্রীড়া দ্রব বস্তু দ্বারা অপর্ব্ব অপূর্ব্ব কৌতুক দেখান ও বহুবিধ জাদু, বাজিকরণ ইত্যাদি নানাবিধ কুহক ও কোন কোন স্থলে মানবগণের আন্তরিক ভাবের মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিয়া বলিবার সদুপায় এবং এতৎ সম্বন্ধীয় কয়েকটী প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিষয় ইহাতে বিশেষ রূপে প্রকটিত হইবে যথা।—

প্রজ্জলিত পাবকের মধ্যে ঝাঁপ দিবার বা উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রণালী। একটী আম্রের আঁটি মৃত্তিকাতে রোপণ করত এক ঘটিকার মধ্যে গাছ সমেত তিন প্রকার আম্র দেখান এবং যে কোন বৃক্ষের বীজ হউক না কেন, উহা মৃত্তিকাতে রোপণ মাত্রেই গাছ মুকুলিত হইয়া ফল ধারণ করিবে, গৃহ মধ্যে কৃত্রিম সর্প দেখান বা গৃহ সলিলে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবম্বিধ রাশি রাশি প্রচুর পরিমাণে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শাইবার প্রণালী ইহাতে বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে।

যথা—অদৃশ্য হওন, রাবণের ন্যায় দশ মুণ্ড ধারণ, বা মহাদেবের ন্যায় পঞ্চ বদন, কিম্বা কমল যোনি প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় চতুরানন এবম্বিধ যাবতীয় পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতির রূপ ধারণ করিবার প্রণালী এবং, পুরুষের স্ত্রী-দেহ বা স্ত্রীলিঙ্গ ধারণের প্রক্রিয়া ও স্বীয় অঙ্গ হইতে সূর্য্যের ন্যায় শিখা বহির্গত করণ, শত যোজনস্থিত দ্রব্য দর্শন বা ধরণীর কোন স্থানে কোন পদার্থ আছে তাহা দর্শন করা বা শূন্যমার্গে গমন করা কিম্বা ইচ্ছা মাত্রে ভেক সর্প, বৃশ্চিক প্রভৃতি জন্তু সমূহ উৎপাদন করা, দিবা ভাগে তারাগণ দর্শন, সর্ব্বজন সমক্ষে অন্তর্হিত অর্থাৎ অদৃশ্য হওন, এবং রসায়ন, বশীকরণ, মারণ, স্তম্ভন আকর্ষণ ও মূর্চ্ছাকরণ, যোগবলে অপ্রত্যক্ষ বর্ণন, চক্ষু বিনা দর্শন, অদৃষ্ট কথাদির প্রক্রিয়া, বধিরের শ্রবণশক্তি বা সুরজ্ঞান, মৃতব্যক্তির দেহমধ্যে

...হের আত্মা আনয়ন করত তাহাকে দণ্ডায়মান ... তাহার সহিত কথোপকথন, কাষ্ঠ পাদুকা দ্বারা নদী কিম্বা গঙ্গার উপর দিয়া ...র ন্যায় গমনাগমন প্রভৃতি বাটীচালা, নল চালা, সর্প, কুকুর প্রভৃতি দংশন, বিষ ঝাড়ন অর্থাৎ ...নামান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইবে, তৎসমস্তই ইহাতে বিশেষরূপে প্রকটিত হইল। অনন্তর এমন কোন কার্য্যই নাই যে ইহার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহা যে কেবল আমাদের বাঙ্গালা মতে আছে এমন নয়, ইন্দ্রজাল সকল দেশে ও সর্ব্বজাতিতেই এইরূপ ভৌতিক অমানুষিক কার্য্য-প্রণালী দৃষ্ট হয়। অতএব যখন ইহা সকল জাতিতেই দেখা যাইতেছে, তখন নব্য সম্প্রদায়ী মহাশয়দিগের নিকট আমার এই আবেদন যে, আপনারা এই অসম্ভবনীয় কার্য্যগুলি বিশ্বাস করিয়া কার্য্য দ্বারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, আর যদি এই সকল কার্য্য অলীক বোধ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন যে, কেবল আপনাদিগেরই অপশ্রদ্ধায় বাঙ্গালা দেশ ক্রমশঃ নিস্তেজ ও উচ্ছেদ দশায় পতিত হইবে।

এই ইন্দ্রজাল শাস্ত্রখানির বিষয় দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে বিশেষরূপে কহিয়াছিলেন, অতএব ইহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে।

অতএব ধনী মানী সদ্‌জ্ঞানী মহোদয়গণের নিকট আমাদিগের এই প্রার্থনা যে, একপ পুস্তক গৃহি মাত্রেই একখানি করিয়া গৃহে রাখেন।

এই অদ্ভুত ইন্দ্রজাল শাস্ত্রখানি ভোজরাজ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া অনেকানেক তান্ত্রি মহাত্মাগণের সাহায্যে ও বহুল অন্বেষণ ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

এতৎ সম্বন্ধে যদ্যপি কেহ কোনরূপ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের কার্য্যালয়ে আসিলে সমস্ত প্রকরণাদি জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ১৸৵০ এক টাকা চৌদ্দ আনা, যাণ্মাষিক ৸৶০ আনা। মাসিক ৵১০ আনাই আনা। অতএব যাঁহারা ইহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা এই নিম্ন লিখিত স্থানে পত্রাদি পাঠাইবেন, এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইলে কিম্বা মূল্য পাঠাইতে হইলে মণি-অর্ডার বা অর্দ্ধ আনা মূল্যের ষ্টাম্প পাঠাইবেন। ইন-সফিসেণ্ট পত্র গৃহীত হইবে না।

কার্য্যালয় কলিকাতা— প্রকাশক শ্রীশশীভূষণ ঘোষ ঠাকুরদাস পালিতের লেন ২০ নং ভবন

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

ইহা অতি উৎকৃষ্ট সরল গৌড়ীয় সাধুভাষায় বা নভেলাকারে মিষ্ট্রিজ অব দি কোর্ট অব লণ্ডন হইতে অবলম্বনে রচিত। ইহার কমপ্লিট সেট দ্বাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ১৷৹ এক টাকা আট আনা মাত্র। মাশুল ।৹ চারি আনা, প্রতিখণ্ড রয়েল ১০ ফরমার নগদ মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র। পাঠকগণ! কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

এজেণ্ট আর, এল, ঘোষ,
কলিকাতা হইতে টালা নং ২ আপিস।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

কথা সরিৎ সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৷৹ টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। গ্রহণার্থী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

প্রেরিতপত্র।

ধর্ম্মাম্বুবাহী আর্য্যসমাজের হৃদয়-বিনোদনার্থ কর্ত্তব্য বিষয়ক যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে লিখিত হইতেছে আপনার দেশবিখ্যাত পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

একজন দয়ানন্দ সরস্বতী নামধেয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শুনিতেছি না কি বেদে এবং বেদাঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে কৃতবিদ্য। তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা ও লিপি দ্বারা স্বকীয় এই মত প্রচার করিতেছেন যে, এক্ষণে আর্য্যসমাজে ধর্ম্ম প্রকাশক যে সকল শাস্ত্র প্রচলিত আছে তন্মধ্যে বেদ চতুষ্টয়, মনুসংহিতা, মহাভারতের কিয়দংশ ও বাল্মীকীয় রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থই প্রামাণিক; এই সকল শাস্ত্রে যাহা বিহিত আছে তাহাই কর্ত্তব্য ও যাহা নিষিদ্ধ আছে তাহা অকর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন পুরাণ উপপুরাণাদি সকলই অপ্রামাণিক, অর্থাৎ তদ্বিহিত কার্য্য কার্য্য নহে এবং তন্নিষিদ্ধ কার্য্য যে সমস্তই নিষিদ্ধ তাহাও নহে। তাঁহার মত এই যে, ঈশ্বর-বুদ্ধিতে প্রতিমা পূজা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে পাপই সমুৎপন্ন হয়; তীর্থ গমন করিয়া তীর্থ নিমিত্তক কোন কর্ম্ম করা এবং মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করা নিষ্ফল। এবম্বিধ নানা-প্রকার মত প্রচার দ্বারা পশ্চিম প্রদেশীয় অনেক আর্য্য সন্তানকে স্বমতাবলম্বী করিয়াছেন; এমন কি তাঁহারা অনেকে তাঁহার মতে আকৃষ্ট হইয়া পিতৃ পিতামহের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ-মূর্ত্তিকে জলসাৎ করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম্যের ন্যায় দারুণ ধর্ম্মবিপ্লব দেখিয়া পশ্চিম ও অন্যান্য দেশীয় কতকগুলি পণ্ডিত মথুরাধামের শেঠ বাবুদের আনুকূল্যে কলিকাতায় আসিয়া এতদ্দেশস্থিত প্রধান প্রধান শতাধিক পণ্ডিতগণ ও ধনাঢ্য ধার্ম্মিকগণের সহিত এক সভায় সমবেত হইয়া উক্ত সরস্বতীর মত কিয়দংশে উদ্ঘাটিত করিলে সকলে শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। পণ্ডিতেরা কেহ কেহ তাঁহার মত খণ্ডন করিলেন এবং অপরাপর সকলে সেই খণ্ডনে অনুমোদন করিলেন, কিন্তু বিরোধী পণ্ডিত উপস্থিত না থাকাতে এক তরফা ডিক্রী হইল।

ইহাতে সেই বিপক্ষ পণ্ডিত উক্ত সভায় থাকিলে তাঁহার মত খণ্ডন হইত কি না এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। আবার এমনও দেখা যায় যে বাদী প্রতিবাদীর সম্মুখ-বাগ্‌বিচার হইলেও জয় পরাজয় নিশ্চিত জানা যায় না। যেহেতু একপক্ষ অসঙ্গত বলিয়াও বাক্যের আড়ম্বরে জয়িত্ব প্রকাশ করিতে পারেন, অপরে সঙ্গত বলিয়াও মৃদু-ভাষিতা প্রযুক্ত তাঁহার পরাজয় প্রকাশিত হয়। সভাস্থ ব্যক্তিরাও ফল অফল সুস্থির করিতে পারেন না। সন্দিগ্ধ বিষয়ের যথার্থ ভাব লিখিত বিচার দ্বারাই সুস্থির হইতে পারে। এমন সময়ে কোন ব্যক্তি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার সাহায্য করা ধার্ম্মিক ধনিগণের একান্ত কর্ত্তব্য। প্রয়োজনীয় পুস্তক সকল নিশ্চিন্ত ভাবে দর্শন করা ও লেখা এবং তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রচার করা বিশেষ অর্থ সাধ্য, এই জন্য পণ্ডিতগণ তাহাতে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইতে প্রোৎসাহী হন না। যাহা হউক আমরা অকুণ্ঠচিত্তে বলিতেছি, যে ব্যক্তি বেদ চতুষ্টয় এবং মনুসংহিতার যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইবেন, তাঁহাকে অন্যান্য স্মৃতিকারের সংহিতা এবং পুরাণাদি ও প্রমাণ বলিতে হইবে, মূর্ত্তি পূজা ও স্বীকার করিতে হইবে। যদি আমাদের অভিপ্রেত পুস্তকখানি প্রচারিত হয়, তাহা হইলে সকলে জানিতে পারিবেন, যে ঐ পণ্ডিত বেদের ও মনুসংহিতার কত স্থানে কত বিপরীত অর্থ স্থির করিয়াছেন।

১৪ ফাল্গুন।
পোষ্ট আঁটপুর
ভায়া শ্রীরামপুর।

প্রেরক
শ্রীশ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ
প্রভৃতি।

সোমপ্রকাশ

২৮ এ ফাল্গুন সোমবার।

নেটালের শোচনীয় সংবাদ।

২৮ এ ফেব্রুয়ারি লণ্ডন হইতে তারযোগে যে হৃদয়বিদারণ শোচনীয় সমাচার আসিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া সকল লোকেই যার পর নাই দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই। সার জর্জ্জ কলে বোয়ারদিগের সহিত সমস্ত প্রাতঃকাল ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। বিস্তর আফিসর হত হইয়াছেন। এক শত মাত্র ব্রিটিশ সৈন্য রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছে।

এটী সার জর্জ্জ কলের কেবল প্রাণ বধের নয়, তাঁহার চরিত্র বধের ও ব্রিটিশজাতির মানবধের সমাচার। অতএব এটী যার পর নাই গুরুতর শোকের সংবাদ সন্দেহ নাই। আমরা সচরাচর দেখিয়া আসিতেছি এবং বরাবর বলিয়াও আসিতেছি, গবর্ণমেণ্ট নিজকর্ম্মচারির দোষে অনেক সময়ে অতিগ্রস্ত অপমানিত ও নিন্দিত হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান স্থলে যে সেই ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। [illegible] অনুমান হইতেছে, সার জর্জ্জ কলে আত্মশ্লাঘী অতিরিক্ত উদ্ধত ও যশোলোলুপ ছিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ সেনা যাইতেছিল, তাহার সে অপেক্ষা সহিল না। তিনি যে উদ্ধত ছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। এই একটা নিবন্ধন কেবল যে তাঁহার প্রাণহানি যশোহানি ও ব্রিটিশ জাতির মানহানি হইয়াছে, তাহা নয়, বোয়ারদিগের সহিত যে সন্ধি প্রস্তাব চলিতেছিল, তাহারও ব্যাঘাত জন্মিল। তাহার ব্যাঘাত হওয়াতে ভবিষ্যতে আরো যে কত সার জর্জ্জ কলে হত ও বোয়ারেরা উন্মত্ত হইবে তাহার পথ প্রস্তুত হইল। আমরা সার জর্জ্জ কলেকে আত্মশ্লাঘী ও অতিরিক্ত যশোলোলুপ [illegible] বলিবার কারণ এই, ট্রান্সভাল পর্ব্বতময় স্থান। তথায় নদ, নদী, প্রভৃতি বিস্তর। এমন সংকট স্থানে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে যাওয়া নিতান্ত অবিবেচকের কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাঁহার আত্মবলের উপর একান্ত নির্ভর ছিল। হয়, তিনি মনে করিয়াছিলেন, আমি সার জর্জ্জ কলে! আমি এত যুদ্ধ জয় করিয়া আসিলাম আর এই সামান্য শত্রু বোয়ারদিগকে পরাভব করিতে পারিব না! তন্নিমিত্ত আমার অধিক সংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন কি? অথবা তিনি রোমান কন্সলের ন্যায় এই মনে করিয়াছিলেন সাহায্য পাইবার পূর্ব্বেই জয়ী হইয়া অদ্বিতীয় যশোলাভ করিবেন!

ব্রিটিশ সৈন্যেরা যে পরাভূত হয়, তাহারা সেরূপ নয়; তথাপি যে তাহারা পরাজিত হইল, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, রুশ-তুরস্ক যুদ্ধে প্রথম যে ঘটনা ঘটিয়াছিল ফরাসি এবং জর্ম্মাণ যুদ্ধে যে ঘটনা ঘটে উপস্থিত স্থলে সেই ঘটনাই ঘটিয়াছে। বোয়ারদিগের সৈন্য অধিক ও ইংরাজদিগের সৈন্য অল্প ছিল। এই সৈন্যগত তারতম্য হওয়াতে ফরাসিরা যেমন জর্ম্মাণদিগের নিকটে পরাস্ত হয় এবং রুশেরা তুরস্কদিগের নিকটে প্রথম পরাজিত হয়, সার জর্জ্জ কলেও সেইরূপ পরাস্ত হইয়াছেন। ব্রিটিশ গৌরবের পুনরুদ্ধার হইবে। কিন্তু তাঁহার অযশের আর উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমরা ১৮৭৯ অব্দের কথা কহিতেছি, জুলুযুদ্ধেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। “১১ ই ফেব্রুয়ারি কেপ হইতে লণ্ডনে এই সমাচার উপনীত হয়, ২০,০০০ জুলু ইংরাজদিগের একদল সেনাকে সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট করিয়াছে। ৫০০ সৈনিক দুই জন মেজর চারি জন কাপ্তেন বার জন লেপ্টেনেণ্ট, একজন কোয়ার্টার মাষ্টার, গোলন্দাজ সৈন্যের দুই জন কাপ্তেন এবং ইঞ্জিনিয়ার দলের একজন কর্ণেল একজন কাপ্তেন চারি জন লেপ্টেনেণ্ট এবং দেশীয় সেনার ২০ জন আফিসর নিহত হইয়াছেন। জুলুদিগের ৫০০০ সৈন্য মারা পড়িয়াছে। চতুর্বিংশ দলের নিশান ও বিস্তর বারুদ শত্রু হস্তে নিপতিত হইয়াছে। সার বার্টল ফ্রিয়ার অধিক সংখ্যক সৈন্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।” জুলুদিগের সহিত যুদ্ধে ইংরাজজাতির যে অবমাননা হয় অবিলম্বে তাহার যেরূপ সংশোধন করা হইয়াছিল, বোয়ারদিগের নিকট পরাভবের সেইরূপ সংশোধন হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, সার জর্জ্জ কলে আপনার উদ্ধত দোষে সমুদায় নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় উদার ভাবে বোয়ারদিগের সহিত সন্ধি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সার জর্জ্জ কলে যদি কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করিতেন, বোধ হয় সহজে সন্ধি হইয়া যাইত। তাঁহারও প্রাণ হানি হইত না। ব্রিটিশ আফিসর ও সেনাগণ সমরশায়ী হইত না, এবং ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সেনাগণের পতঙ্গ বৃত্তি অবলম্বনের নিমিত্ত অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিবার আয়োজন ও হইত না। বড় আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই এক কুলপ্পা লইয়া তিন বৎসর ধরিয়া চীনে ও রুশে গোলযোগ চলিতেছিল, সন্ধি দ্বারা সে গোলযোগের শান্তি হইল কিন্তু সার জর্জ্জ কলে কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া সন্ধি দ্বারা বোয়ারদিগের সহিত বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তিনি বীর হইতে পারেন, সাহসী হইতে পারেন, কিন্তু ধৈর্য্য যে সেনাপতির একটী প্রধান ও আবশ্যক গুণ, তিনি তাহাতে বঞ্চিত ছিলেন। সেই ধৈর্য্যগুণ না থাকাতেই তিনি আফগান যুদ্ধের একজন প্রধান অভিনেতার কার্য্য করিয়াছিলেন।

ইউরোপীয় সমাচার পাঠে জানা গেল, আফগানযুদ্ধ-জেতা সার ফ্রেডরিক রবর্ট নাল [illegible] কলের পদে নিয়োজিত হইয়াছেন। তিনি আফগান যুদ্ধের ন্যায় বোয়ার যুদ্ধে নষ্ট ব্রিটিশ গৌরবের উদ্ধার করিয়া দ্বিগুণতর যশস্বী হন, এই আমাদিগের বাসনা।

ইংরাজ জাতির অনুদারতা।

ইংরাজ ভিন্ন ফরাসী জর্ম্মণ প্রভৃতি উচ্চতর সভ্যতাসম্পন্ন জাতি সকল আছেন বটে, কিন্তু ইংরাজের তুল্য উদারতা, স্বাধীনতা-রক্ষকতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা কাহারই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজ জাতির উদারতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা এত প্রবল, যে তাঁহারা কোন বিষয়ে বন্ধন ও পরাধীনতা ভাল বাসেন না। তাঁহাদের স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের অধীন প্রজাগণও যে মূর্খতা ও অজ্ঞানের [illegible] পরাধীন হইয়া থাকিবে, তাঁহারা তাহা ভাল বাসেন না। এই নিমিত্ত তাঁহারা ভারতবাসিদিগের বিদ্যা শিক্ষার কেমন সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রবল লোকেরা দুর্ব্বলদিগকে যে অধীন করিয়া রাখিবে, ইংরাজেরা সে পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহার নিমিত্ত পুলিসের ও আদালতের এবং আইনের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। অন্য কথা কি, যে জমিদারের ও প্রজার নিত্য বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ, সেই জমিদারেই প্রজাকে নিজ দাস রাখিতে উকিল লইয়া দাঁড়াইতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন। দাসত্ব প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত কোন জাতি ইংরাজের ন্যায় পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করেন নাই। যে জাতির উদারতা এইরূপ সর্ব্বতোমুখী, সেই জাতির একটী বিষয়ে অনুদারতা দেখিয়া আমরা যার পর নাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। সে অনুদারতা এই—

স্বাধীনতার ন্যায় প্রিয় পদার্থ তাঁহাদিগের আর নাই। যদি কেহ তাঁহাদের দেশের স্বাধীনতা হরণে উদ্যত হয়, তাঁহাদের স্ত্রী বালক বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সমরক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া সেই স্বাধীনতা হরণোদ্যত ব্যক্তির গর্ব্ব চূর্ণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। যে জাতি স্বাধীনতা এত ভাল বাসেন, স্বাধীনতা যে জাতির দেহ, মন, শোণিত ও মজ্জার সহিত এক হইয়া গিয়াছে, সে জাতি যে সময়ে সময়ে অপরের স্বাধীনতা অপহরণে ব্যগ্র হন, এই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

অনুষ্ঠানে একান্ত ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অন্য কথা কি, সুশিক্ষিত দল যাঁহারা এই নৃত্য গীতাদির অবশ্যকর্ত্তব্যতা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহারাও এবিষয়ে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এটী অধিকতর ক্ষোভের বিষয়। নৃত্যগীতাদি আমাদিগের শিক্ষার একটী অঙ্গ হওয়া উচিত। সঙ্গীত আমাদিগের দেশে এক সময়ে একটী প্রধান বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইত। সঙ্গীত চর্চ্চার দ্বারা মন যত প্রসন্ন থাকে, এরূপ আর কিছুতেই থাকে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এদেশের ভাল ভাল লোকে যে সঙ্গীতাদির চর্চ্চা করিতেন, তাহা জয়দেব প্রভৃতির সঙ্গীতানুশীলন দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি এবং সরস্বতী ও মহাদেব প্রভৃতি দেব দেবীদিগের গীতানুষ্ঠানের যে সংবাদ আছে, তদ্দ্বারাও সুন্দররূপে জানিতে পারা যাইতেছে।

আমরা আমাদিগের ইউরোপ ভ্রমণকারী কোন বন্ধুর মুখে শুনিলাম, তিনি ইউরোপের যে যে স্থানে গিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই সঙ্গীতের যেরূপ আদর দেখিয়াছেন ভারতবর্ষের কোথায়ও তিনি সেরূপ দেখেন নাই। বাস্তবিক, ভাল সঙ্গীতে যেরূপ বিশুদ্ধ আমোদ প্রাপ্ত হওয়া যায় এরূপ আর কিছুতেই যায় না। দুঃখের বিষয় এখনকার শিক্ষিত যুবকেরা সঙ্গীতবিদ্যার উপর প্রসন্ন নহেন, তাঁহারা সঙ্গীত শিক্ষাকে আপনাদিগের চরিত্র কলুষিত হইবার একটী প্রধান কারণ বিবেচনা করেন। যাঁহারা সঙ্গীত শিক্ষা করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকে অপদার্থ ও অবজ্ঞা করেন বলিয়া অধুনা কি যুবক, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ কাহাকেও উহার শিক্ষা বিষয়ে তাদৃশ যত্নবান দেখা যায় না। সাধারণতঃ সঙ্গীতের উপর গুরুতর বিদ্বেষ নিবন্ধন যাঁহারা আবার কিছু জানেন, তাঁহারা আবার সাহস করিয়া কোন স্থানে কিছু গাইতে পারেন না। আমরা দেখিয়াছি দুই একজন শিক্ষিত যুবক যাঁহারা কিছু কিছু সঙ্গীত জানেন, তাঁহারা নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কখন কখন দুই চারিটী গীত গাইয়া থাকেন, কিন্তু দশজনের সম্মুখে সেরূপ গাওয়াকে নীচতা প্রকাশ বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে সঙ্গীত বিদ্যার ক্রমে অবনতি বই কিছুমাত্র উন্নতি দেখা যায় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে সঙ্গীত বিদ্যার কিছু কিছু চর্চ্চা আছে বটে, কিন্তু যেমন সেই সকল স্থানে উচ্চ শিক্ষার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তেমনি ক্রমে সঙ্গীত বিদ্যারও অবসাদ হইতেছে। আমরা [এবিষয়ে] প্রায় কাহারও উৎসাহ দেখিতে পাই না। সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী লোকও আমাদিগের দেশে অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। যে দুই চারি জন লোকের উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা আবার সরলভাবে লোককে শিক্ষা দেন না। সুতরাং তাহাও উহার অবনতির অন্যতর কারণ। আজকাল দেশে যত শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে সঙ্গীতের ততই যে অবনতি হইতেছে তাহার প্রমাণ এই ১৫। ২০ বৎসর পূর্ব্বে অস্মদ্দেশে যাত্রা ও কবি প্রভৃতির যেরূপ প্রাদুর্ভাব এবং লোকের শ্রবণেচ্ছা যত বলবতী দেখা যাইত, এখন আমরা তাহার শতাংশের একাংশও দেখিতে পাই না। এখন কোন স্থানে ভাল যাত্রা প্রভৃতি হইলে ভদ্রলোকেরা তাহা বড় শুনিতে যান না। অধিকাংশ চাষা লোকেই মহা গোলযোগ করিয়া থাকে, সুতরাং যাত্রাওয়ালারা প্রত্যাশানুরূপ উৎসাহ না পাইয়া দল ছাড়িয়া দিয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে অনুরাগ না থাকাই উহার অবসাদের একটী প্রধান কারণ। শিক্ষিত সম্প্রদায় সঙ্গীতের চর্চ্চা করিলে যরূপ বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগের সম্ভাবনা আছে, অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গীত শিক্ষার কখনই তেমন বিশুদ্ধ আমোদ পাইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সঙ্গীতচর্চ্চা বেশ্যাসেবা ও সুরাপান প্রভৃতি অপেক্ষাও ঘৃণিত।

ভারতের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে লোকের অর্থ চিন্তা করিতে করিতেই প্রাণান্ত হইতে হয়। এ অবস্থায় তাঁহারা প্রত্যহ কিছু ক্ষণ করিয়া উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সঙ্গীতেরও কথঞ্চিৎ উন্নতি হয় এবং তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের চিত্ত প্রফুল্ল হওয়াতে কথঞ্চিৎ শারীরিক উপকার লাভ হইতে পারে; ফলতঃ সঙ্গীত শিক্ষা আমাদিগের বিদ্যা শিক্ষার একটী অঙ্গ হওয়া উচিত। ডাক্তার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই উদ্দেশে সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের যেমন সকল বিষয়ে অধিক দিন অধ্যবসায় থাকে না, এবিষয়েও সেইরূপ অধ্যবসায়ের অভাবে বিদ্যালয়ের অবস্থা ক্রমে মলিন হইয়া উঠিতেছে।

সঙ্গীত-শিক্ষকদিগের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান বিষয়ে কৃপণতা, শিক্ষিত সমাজের বিদ্বেষ ও উপযুক্ত উৎসাহ অভাব নিবন্ধন ছাত্রগণের উৎসাহের হ্রাস হওয়াতেই তাহারা ক্রমে উক্ত বিদ্যালয় সকল পরিত্যাগ করিতেছে। সুতরাং ক্রমে উহার অবনতি বই উন্নতি হইতেছে না। যাহা হউক সঙ্গীতশাস্ত্রে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যত্ন, সঙ্গীতাধ্যাপকদিগের সরল ভাবে ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান ও অর্থ উপার্জ্জন মুখ্য উদ্দেশ্য বিবেচনা পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিলে বোধ হয় অচিরে আমরা ইহার উন্নতি দর্শন করিতে পারি।

উপসংহারে আমরা একান্ত দুঃখিত হইয়া কহিতেছি যে এ বিষয়ে আমাদিগের এমনি রুচিবিকার ও অভ্যাস দোষ ঘটিয়াছে, যে আমরা ইউরোপীয় ভদ্রলোকদিগকে নৃত্যগীত বাদ্যের আমোদ অনুভব করিতে দেখিলে উপহাস করিয়া থাকি। অনভ্যাস দোষে আমাদিগের এমনি সংস্কার জন্মিয়াছে যে, ভদ্রলোক ও বিদ্বান হইলে তাঁহাদিগকে নিতান্ত গম্ভীরভাবে অবস্থান করিতে হইবে। অমুক নৃত্য করিতেছেন একথা শুনিলে আমরা হাসিয়া আকুল হই। বিদ্যাসাগর নৃত্য করিতেছেন, একথা প্রচার হইলে তাঁহার অযশের সীমা থাকিবে না, হয় ত কেহ মনে করিবেন তিনি পাগল হইয়াছেন কিন্তু ঐ নৃত্যগীতাদি যে আমাদিগের কেমন আবশ্যক তাহা যদি আমরা বিচার করিয়া বুঝিতে না পারি, ইউরোপীয়দিগের দৃষ্টান্ত তাহা আমাদিগকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বুঝাইয়া দিতেছে।

নূতন পুস্তক সমালোচনা।

ব্রিটীশ সঙ্গীত কাব্য। (রাজভক্তি প্রদর্শনী অধ্যায়িকা) শ্রীযুক্ত মুকুন্দচন্দ্র লাহিড়ী কর্তৃক প্রণীত। চাটমোহরের অন্তর্গত শালিকা হইতে লাহিড়ী এবং চক্রবর্ত্তী কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা ২২১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গুপ্ত প্রেসে মুদ্রিত। নামেই বিষয়াংশের পরিচয় হইতেছে, ইংরাজদিগের কৃত কার্য্য কলাপ দর্শনে গ্রন্থকার মুগ্ধ হইয়া ব্রিটিশ সঙ্গীতে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং যথোচিত রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কবিতাগুলি এক প্রকার মন্দ হয় নাই। স্থানে স্থানে কবিত্ব শক্তিরও বেশ পরিচয় আছে। গ্রন্থকার এই উপলক্ষে ভারতের পরাধীনতা নিবন্ধন অনেক দুঃখও প্রকাশ করিয়াছেন।

উদ্ভট চন্দ্রিকা। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য দ্বারা সঙ্কলিত, তৎকৃত চন্দ্রিকা সবিবৃতি নাম টীকা সহিত ভাষান্তরিত। কলিকাতা বসু যন্ত্রে মুদ্রিত। কোন কোন সুকবি কর্তৃক বিরচিত সংস্কৃত এমন অনেক মিষ্ট শ্লোক আছে, গ্রন্থবিশেষে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তর্করত্ন মহাশয় যত্নপূর্ব্বক সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া টীকার সহিত বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থ প্রচারে যে মহৎ মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইংরাজেরা সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি যে কিছু নূতন দেখেন,

তাঁহারা তৎক্ষণাৎ যেমন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লন, ভারতবাসীরা সেরূপ পূর্ব্বে লন নাই বলিয়া কত ভাল বিষয় একবারে লোপ পাইয়াছে, অধিকন্তু জাতীয় উন্নতির মূল যে ইতিহাস, লিপিবদ্ধ করিবার রীতি না থাকাতে তাহা পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় এইরূপ না থাকার অনিষ্টকারিতা দর্শন করিয়া এক্ষণে সকল সুন্দর কবিতা, জীবনচরিত, ইতিবৃত্ত, প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া দেশের অনেক মঙ্গল সাধন করিতেছেন। তর্করত্ন মহাশয় বিরল প্রচার উদ্ভট কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতা গুলির বাঙ্গালা অনুবাদ থাকাতে এখানি সাধারণের পাঠের উপযোগী হইয়াছে।

গোবিন্দ-গীতিকা। ব্রহ্ম সঙ্গীত। নাড়াজোল ও মেদনীপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন প্রণীত। কলিকাতা বহুবাজার ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি সঙ্গীত বিদ্যার একটী সহায়, যেরূপে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হয়, এখানি পাঠ করিলে তাহার কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। এই পুস্তকের দ্বারা সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কিছু কিছু উপকার লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ইহাতে যে গান গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেগুলিও এক প্রকার মন্দ নহে।

মাতার উপদেশ প্রথম ভাগ। অল্প বয়স্ক বালিকাদিগের পাঠার্থ সঙ্কলয়িত্রী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী প্রণীত। কলিকাতা নিউ স্কুলবুক প্রেসে শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ইহাতে গদ্য ও পদ্য উভই আছে। ঈশ্বরের মহিমা, সন্তানের প্রতি মাতার উপদেশ, অর্থের মাহাত্ম্য এই তিনটী বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, রচনা প্রশংসনীয় এবং ভাষা সরল হইয়াছে

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৫ এ ফেব্রুয়ারি। বোয়ার্সদিগের সহিত সার জর্জ কলির কথোপকথন চলিতেছে।

ট্রান্সভেয়ালের সংবাদ এই, অরেঞ্জ ফ্রিষ্টেটের সাধারণতন্ত্র বোয়ার্সদিগের প্রতি সমদুঃখতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বোয়ার্সদিগের যুক্তিসঙ্গত প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন।

গ্রাণ্ট ডফ সাহেব কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, বাসুতোদিগের সহিত যে সন্ধির বন্দোবস্ত হইতেছিল তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। তাহারা যে প্রস্তাব করে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

লণ্ডন ২৬ এ ফেব্রুয়ারি। লার্ড হার্টিংটন প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন বোম্বাইয়ের প্রধান সেনাপতি হার্ডিঞ্জ সাহেব তৎপদে যে কতদিন থাকিবেন পশ্চাতে তাহার বন্দোবস্ত করা হইবে।

উক্ত লার্ড অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে কহিয়াছেন মান্দালায়ে ব্রিটিশ প্রতিনিধি পুনর্নিয়োগের আপাততঃ কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

ফরষ্টার সাহেব বল-প্রযোজ্য আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, কমন্স হাউস তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ ফেব্রুয়ারি। পলায়িত বন্দীরা কহিয়াছে কোয়াঙসনকে ৭০০০ বোয়ার্স ও ৬টী কামান আছে। তাহারা আত্মরক্ষার্থ পাথরের দেয়াল দিতেছে

লণ্ডন ২৮ এ ফেব্রুয়ারি। নেটাল হইতে তার যোগে সংবাদ আসিয়াছে যে স্পিঙ্কফ নামক স্থানে বোয়ার্সদিগের ইংরাজদিগের সহিত একটী যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা কয়েক ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ব্রিটিশ শিবিরস্থ সৈন্যেরা অতিশয় গোলা গুলি চালাইয়াছিল বলিয়া বোয়ারেরা পলায়মান সেনাগণের পশ্চাদ্ধাবমান হইতে পারে নাই।

জেনিসিউস এই কথা বলেন ব্রিটিশ সেনাগণ মার্চ মাসের শেষে সান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া আসিবে তাহার আয়োজন হইতেছে।

নেটালের আর এক সংবাদ এই যে সার জর্জ কলি ছয় দল সৈন্য লইয়া ল্যাংসনেকের নাম পাহাড় স্পিঙ্কফ অধিকার করিয়াছিলেন।

সমস্ত প্রাতঃকাল যুদ্ধ হইয়াছিল। সার জর্জ কলির সেনাগণ যেস্থানে ছিল বোয়ারেরা তাহাদিগকে তথা হইতে দূরীকৃত করিয়া দেয়। সার জর্জ কলি এবং অনেক আফিসার মারা গিয়াছেন কেবল এক শত মাত্র ব্রিটিশ সৈন্য পলাইয়া আসিয়াছে।

লণ্ডন ১ লা মার্চ্চ। সার ইভলিন উড নেটাল হইতে তারযোগে ইংলণ্ডে নূতন সৈন্য পাঠাইবার সংবাদ লিখিয়াছেন।

স্পিঙ্কফের যুদ্ধে যে সকল আফিসারের মৃত্যু হইয়াছে যত দূর জানা গিয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ৫৮ সৈন্যদলের কাপ্তেন আনটন এবং ৯২ সৈন্যদলের লেপ্টেনণ্ট হ্যামিলটন সামান্যরূপ আহত হইয়াছেন, ৫ সৈন্যদলের কাপ্তেন হরনবি, ৯২ সৈন্যদলের কাপ্তেন ম্যাকগ্রিগর এবং লেপ্টেনেণ্ট রাইট ম্যাকডন্যাল্ড এবং ষ্টাপটন ৯৩ সৈন্য দলের লেপ্টেনেণ্ট সিঙ্গর বন্দীকৃত হইয়াছেন। ৩ ডাঙ্গুন দলের কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট এবং মেজর ফ্রেজরকে পাওয়া যাইতেছে না।

লণ্ডন ২ রা মার্চ্চ। স্পিঙ্কফের শেষ সংবাদে জানা যাইতেছে ইংরাজদিগের প্রচুর বারুদ ছিল বারুদ ফুরাইয়া যাওয়াতে পরাজয় হইয়াছিল তাহা নহে।

প্রত্যক্ষ বৃত্তান্তদর্শী এক ব্যক্তি বলিয়াছে যে সময়ে বোয়ারদিগের গোলায় অতি বৃষ্টি হইতেছিল ও ব্রিটিশ সেনাগণ ভীত হয় ক্রমশ সময়ে বোয়ারেরা সার জর্জ কলের অবস্থানস্থান অধিকার করে

লণ্ডন টাইমসের প্রত্রপ্রেরককে বোয়ারেরা বন্দীকৃত করিয়া লইয়া যায় তিনি সার জর্জ কলের শরীর চিনিয়াছেন। সার জর্জের মস্তকের ভিতর দিয়া গুলি চলিয়া গিয়াছে। আর যে সকল আফিসরের মৃত্যু হয়, তাহাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। ৯ সৈন্যদলের কাপ্তেন মড এবং ৫৮ সৈন্যদলের কাপ্তেন মরিস এবং হ্যাবার্ট মারা পড়িয়াছেন। ৫৮ সৈন্যদলের মেজর হে এবং কাপ্তেন সিম্পসন এবং ৫৮ সৈন্যদলের লেপ্টনাণ্ট পুনি ও [illegible] ডাক্তার ব্যানেটন গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন।

যে জাহাজ পাঠান হইয়াছে, উহা ১০০০ নাবিক সেনা নেটালে নামাইয়া দিবে। ঐ সকল সৈন্য সম্মুখ যুদ্ধ করিবে।

... ও ৫৮ সৈন্যদল এবং ১০৩ সৈন্যদলের ৪ টী বিভাগের ট্রান্সভালে যাইবার আদেশ হইয়াছে।

সার এভেলিন উড সার জর্জ কলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

হোমরুলেরা পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সৈন্য সংক্রান্ত আনুমানিক ব্যয়ের বাধা দিতেছেন।

লণ্ডন ৩ রা মার্চ্চ। আয়লণ্ডের নিমিত্ত বল-প্রযোজ্য উপায় অবলম্বনার্থ যে আইন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, মহারাণী তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। আয়র্লণ্ড সম্প্রদায়ের ভাব প্রশান্ত নহে।

মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত [illegible] নামক স্থানে মড়ক উপস্থিত হইয়াছে।

[illegible] সম্বন্ধে [illegible] সময় শেষ হইয়াছে। গ্রীক [illegible] গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি বন্ধনে অনিচ্ছু হইয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা মার্চ্চ। শকট হইতে পতিত হইয়া গ্লাডষ্টোন সাহেবের যে আঘাত লাগিয়াছিল তিনি তাহা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩ রা মার্চ্চ। তুরস্ক মন্ত্রিগণ মধ্যে মধ্যে সভা করিতেছেন, কিন্তু গ্রীক সীমা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির হইতেছে না।

লণ্ডন ৪ ঠা মার্চ্চ। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কান্দাহার

সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, লার্ড লিটন তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া লার্ড হাউসে এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষের লোকেরা গবর্ণমেণ্টের ঐ নীতির প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি এ কথাও বলিয়াছেন, ইংরেজেরা যদি নির্ভীক চিত্তে ও দৃঢ়তা সহকারে কান্দাহার রক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলে হিরাটে কাবুলের অধীশ্বরের অদৃষ্টে যে ঘটনা ঘটুক এবং রুশিয়া হিরাটে যে কাজ করুক ইংরাজজাতির তাহা দেখিবার ও দরকার হইবে না।

লার্ড এনফিল্ড এতদ্বিষয়ে বলিলেন, ভারতবর্ষীয় রাজগণ ইংরাজদিগের অপর রাজ্য গ্রহণ-নীতির বড়ই শঙ্কা করেন। কান্দাহার চিরকাল ইংরাজ হস্তে থাকিলে যে সাংগ্রামিক উপকার লাভের কথা বলা হয় তদ্বিষয়ে বড় মতামত ও মতভেদ আছে। বাণিজ্য বিষয়ক উপকার-লাভও সন্দেহ, রাজনীতিঘটিত ফললাভের বিষয়ে বিপদের বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে, রাজস্বের ও অতিশয় অপ্রতুল হইবে। লার্ড ডর্বি, লার্ড নর্থব্রুক, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতির অনুমোদন করিয়াছেন এবং লার্ড সালিসবরি ঐ নীতির প্রতিবাদ করিয়াছে।

লার্ড হাউস একমত হইয়া এতদ্বিষয়ক বাদানুবাদ স্থগিত রাখিলেন

বিবিধ সংবাদ।

মানুষের অসাধ্য কাজ কিছুই নাই, একথা বড় মিথ্যা নহে। ফরাসীদিগের একজন রাসায়নিক এক চমৎকার উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন। যদ্বারা আপাততঃ আয়র্লণ্ডের সাধারণ প্রজাদিগের বড় সুবিধা হই য়াছে। তিনি একপ্রকার আশ্চর্য্য চূর্ণ প্রস্তুত করিয়াছেন, প্রজারা জমীদারদিগের পাক পেয়াদার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া যে যে দিন জমীদারের লোকের খাজনা আদায়ের জন্য আসিবার কথা থাকে তাহার পূর্ব্বদিন তাহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই চূর্ণবাটীর অনতিদূরে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ছড়াইয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে দিন এই চূর্ণের তেজে বাটীর নিকটে কেহ আসিতে পারে না, তাহার পর আবার আবশ্যক হইলে উক্ত প্রক্রিয়া করা যাইতে পারে। এই চূর্ণ নাসিকার নানাপ্রকার পীড়াদায়ক, এবং ইহার গন্ধে তৎক্ষণাৎ শারীরিক নানাপ্রকার পীড়া জন্মে কিন্তু মারাত্মক নহে।

আমেরিকাবাসিদিগের অসাধারণ অধ্যবসায় ও আশ্চর্য্য বুদ্ধি কৌশল দর্শনে আমরা মোহিত হইয়াছি। আমেরিকার একজন দরিদ্র ধোবার বাটীর নিকটে একটী পচা পুষ্করিণী ছিল, মিউনিসিপালটী অনুসন্ধান করিয়া পুষ্করিণী বুজাইবার জন্য তাহাকে নোটীশ দেন। দারিদ্র্য নিবন্ধন সে তাহা করিতে না পারাতে মিউনিসিপালিটী তাহার একবার জরিমানা করেন এবং পুনর্ব্বার তাহাকে উহা বুজাইতে বলেন, সে কোনক্রমে তাহা না করিতে পারাতে মধ্যে মধ্যে প্রায় তাহাকে এইরূপ দণ্ড দিতে হইত, অবশেষে সে বিরক্ত হইয়া একজন ধনী লোককে তাহার বিষয় আশয় বিক্রয় করিয়া স্থানান্তরে যায়। তৎপরে সে দিনেরবেলায় জাতীয় ব্যবসায় বস্ত্র ধৌত প্রভৃতি করিয়া রাত্রিতে চিন্তা করিয়া প্রায় দুই বৎসরের পর একটী সুন্দর কলের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে। ইহার দ্বারা পুষ্করিণী বজায় থাকিবে অথচ জল পরিষ্কার হইবে এবং গ্যাস প্রভৃতি উঠিবে না, সে এখন এই ব্যবসায়ে অতি সামান্য পয়সা লইয়া লোকের পচা ও পঙ্কিল পুষ্করিণীর সংশোধন করিয়া ৬ মাসের মধ্যে প্রায় ৫০। ৬০ হাজার টাকা সংস্থান করিয়াছে।

আমরা কুকুরের অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। কুকুর যাহার ভক্ত হয় তাহার জন্য না করিতে পারে এমন কাজই নাই। আমরা শুনিলাম পারিসের কোন একটী স্ত্রীলোকের একটী কুকুর তাঁহার আদেশক্রমে নিত্য এক কসাইয়ের দোকান হইতে মাংস চুরি করিত। কসাই চোর ধৃত করিবার জন্য একদা লুক্কায়িত থাকিয়া দেখিল রাত্রিতে একটী বৃহৎ কুকুর আসিয়া প্রায় ৫ টাকা মূল্যের একখানি রাণ লইয়া পলায়ন করিল। কসাই তখন কুকুরের পশ্চাদ্গামী হইয়া দেখিল কুকুরটী তাহার প্রভুর নিকটে গিয়া সেই রাণ দিয়াছে, এবং প্রভু তাহাকে তাহা হইতে কিয়দংশ দিয়াছে, কসাই এই নিমিত্ত তাহার প্রভুকে চোর বলিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। পারিসের পুলিষ কোর্টে এই বিষয়ের বিচার হইতেছে।

সাঁওতাল পরগণায় যাহারা বিদ্রোহ বাঁধাইয়াছিল এখন তাহারা তাহার ফলভোগ করিতেছে, দলে দলে লোক সকল এই জন্য ধৃত হইতেছে। কাতিকাকুণ্ডের মাজিষ্ট্রেটকে যাহারা অবমান করে তাহাদিগের মধ্যে ১৩ জন দোষী প্রমাণ হওয়াতে প্রধান আসামীর ৬ বৎসর কারাবাস ও ৫০ টাকা জরিমানা এবং অবশিষ্টদিগের ৪ বৎসর ও ৩ বৎসর করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। অপরিণাম দর্শীতার এই ফল।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ফিরোজপুরের আর্য্যসমাজের যত্নে তথায় একটী অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কি দেশীয়, কি ইউরোপীয় সকলেই ইহার উন্নতিকল্পে যারপর নাই বিশেষ যত্ন করিতেছেন। অনাথ দরিদ্র বালক মাত্রেই এখানে স্থান প্রাপ্ত হইবে। জাতি-মর্য্যাদা অনুসারে কাহারও প্রতি ইতির বিশেষ ব্যবহার হইবে না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল জাতীয় বালককে ইহাতে রাখিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় ও কারখানায় কাজ শিক্ষা দেওয়া হইবে।

কান্দাহারের ভূতপূর্ব্ব ওয়ালীর পাঁচজন ক্রীতদাসী পলায়ন করিয়া করাচির পুলিষে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু পুলিষ কর্ম্মচারীরা তাহাদিগের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কান্দাহারে গমন করিতে আদেশ করাতে উহারা ভয়ে মাজিষ্ট্রেট ওয়ালেস সাহেবের শরণাপন্ন হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদিগকে অভয় দিয়া পুলিষের অধীনে রাখিয়াছেন। উহারা এক্ষণে মাজিষ্ট্রেটী কাছারির সন্নিকটে অবস্থিতি করিতেছে।

দেশীয় রাজাদিগের মধ্যে যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ কাবুল যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গবর্ণমেণ্ট এক একটী পদক উপঢৌকন দিবেন স্থির করিয়াছেন।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর নিজ চেষ্টায় ও সাধারণের সাহায্যে আমাদিগের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর অনরেবল সার আসলি ইডেন সাহেবের একটী বৃহৎ ও সুন্দর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন।

চীন দেশে এরূপ প্রথা আছে যেসকল স্ত্রীলোক অতিশয় মুখরা হয়, স্বামী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন।

সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তি একটী গ্রামের কয়েক ব্যক্তি সমবেত হইয়া বিধবা বিবাহের যাহাতে উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। যাঁহারা বিবাহ করিবেন, তাঁহাদিগের যদি কোন আপদ বিপদ উপস্থিত হয়, উক্ত সমবেত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করিবেন বলিয়া রেজিষ্টারি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন। যাঁহারা সাহায্য দান না করিবেন, তাঁহারা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

বোম্বাইয়ে যে লোক সংখ্যা হইয়া গিয়াছে তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫০০০০ লোক গণনা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যে গণনা হয়, তাহাতে ৬৪৪০০০ লোক হইয়াছিল।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৫৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা বেঙ্গলি পত্রে দেখিলাম বীরভূমের অন্তঃপাতী লেওসাই নামক স্থানে রায়তদিগের একটী সভা হইয়াছিল, প্রায় ১১০০১ হাজার লোক উপস্থিত হয় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ সভার যত্নে ঐ সভাটী হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া বড় অসুখী হইলাম, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন যেমন জমীদারের পক্ষপাতী, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন তেমনি রায়তের পক্ষপাতী হইয়াছেন। আমরা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনকে সমদর্শী মনে করিয়াছিলাম।

আমাদের দেশে শ্রুতি আছে "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" বোধ হয় ভারতবর্ষের লোক প্রায় শত বৎসরের অধিক দিন বাঁচেন না। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে মানুষ অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে, প্রফেসার হিউফলণ্ডের মতে মানুষ দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে, কয়েকটী উদাহরণ দিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। ইংলণ্ডের ইয়র্কসায়ারে হেনেরি জেনকিন্স নামে একব্যক্তি ১৯৬ বৎসর জীবিত ছিল। সে ১৬৭০ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ ব্যক্তি ধীবর, যখন তাহার একশত বৎসর বয়স সে বেগবতী নদী পার হইত। স্পর্ক সায়ারের টমাস পার নামে একজন মজুর ১৫২ বৎসর বাঁচিয়াছিল। ১২০ বৎসরের অধিক বয়সে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছিল।

ঢাকা প্রকাশ বলেন নবাবগঞ্জ ষ্টেষণের অন্তর্গত চরকুশাই গ্রামে গত ১০ ই ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে ৫ জন নেটীব খ্রীষ্টান-সাহেব বাবুদিগের পোষাক পরিধান পূর্ব্বক গননার পরীক্ষার ব্যপদেশে উপস্থিত হইয়া হিন্দি ও ইংরেজী ভাষায় লোকদিগকে গালি দেয় এবং যাহারা নিকে গমীক শয়ন করিয়াছিলেন তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগের বাড়ির নম্বর জিজ্ঞাসা করে। তন্নিবন্ধন স্ত্রীলোকেরা ভয়ে চিৎকার করিয়া জঙ্গলাদি গুপ্ত স্থানে পলাইতে আরম্ভ করে। এমন সময়ে গণনাকারীরা উপস্থিত হইয়া ছদ্মবেশিদিগের মধ্যে ৩ জনকে ধৃত করিয়া পুলিসে পাঠাইয়া দেন। বিচারে ১ জনের ৩ মাস এবং ২ জনের এক এক মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন যথাঃ—সাহিত্য ২ য় বিভাগ। জেনেরল আসেম্ব্লির নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় ও সুধাকুমার চৌধুরী। প্রেসিডেন্সি কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, হুগলী কলেজের ত্রৈলোক্যনাথ সোম ও বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়। ফ্রি চর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসনের দ্বারকাদাস। ৩ য় বিভাগ—প্রেসিডেন্সি কালেজের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্যানিং কালেজের সনাতন চট্টোপাধ্যায়। সংস্কৃত সাহিত্য—২ য় বিভাগ সংস্কৃত কালেজের রামপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। ইতিহাস ৩ য় বিভাগ,—জর্জ্জ আরণ্ট শিক্ষক। গণিত ১ ম বিভাগ—প্রেসিডেন্সি কালেজের সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৩ য় বিভাগ—প্রেসিডেন্সি কলেজের নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, যদুনাথ গোস্বামী, রমানাথ চট্টোপাধ্যায়। হুগলী কলেজের শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী, মিউর সেণ্ট্রাল কলেজের গোবিন্দ প্রসাদ, ক্যানিং কলেজের ছোট্টুলাল। পদার্থবিদ্যা ১ ম বিভাগ—হুগলী কলেজের কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগবতীচরণ মিত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী মিউর সেণ্ট্রাল কলেজের আর. এচ, নিবলেট. পাটনা কলেজের পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ। ৩ য় বিভাগ—প্রেসিডেন্সি কলেজের রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিহারিলাল সরকার।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—প্রেসিডেন্সি কলেজের আশুতোষ চৌধুরী কৃষ্ণলাল দত্ত, চন্দ্রকান্ত সেন, তক্রিমুদ্দিন আহম্মদ দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, নির্ম্মল চন্দ্র সিংহ, নমঃশিবায়। ঢাকা কালেজের কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। কেথিড্রাল কলেজের চন্দ্রকান্ত লাহিড়ী. মিউর সেণ্ট্রাল কালেজের নৃত্যগোপাল বসু, ও বিনোদলাল মুখোপাধ্যায়। ক্যানিং কালেজের বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

বোম্বাইয়ের সার জেমস ফার্গুসন একটী নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার সংস্কার, ষ্টেট সেক্রেটারি কোন একটী আইন প্রচলিত করিবার আদেশ দিলে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা তাহা যদি দোষাবহ মনে করেন তাহা হইলে তাঁহারা তাহা নামঞ্জুর করিতে পারেন।

ভারতবর্ষীয়গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিয়ট আপীস ১০ ই মার্চ্চ কলিকাতা হইতে উঠিয়া ৩০ এ শিমলায় যাইবে।

মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র বিলাতে গমন করিয়াছেন, ইনি তথায় ওকালতি করিবেন।

১৮৭৯ অব্দে ভারতবর্ষের উপনিবেশে কুলি দ্বারা ২৮৫২৩৪০ মণ চিনি প্রস্তুত হইয়াছে।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দরিদ্র লোককে উপনিবেশে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে অনেকে তথায় থাকিয়া বেশ সঙ্গতিশালী হইয়াছে। গত চারি বৎসরে উহারা তাহাদিগের ভারতবর্ষের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সাহায্যার্থ ৮৮২২ টাকা প্রেরণ করিয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সিরাজগঞ্জ মুন্সেফি আদালতের মুহুরি প্রভৃতি আমলারা বেতন বৃদ্ধির জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। অপর অপর স্থানের মুন্সেফি আদালতের আমলারা যাহাতে তাঁহাদিগের কার্য্যে যোগ দেন তজ্জন্য তাঁহারা প্রত্যেক মুন্সেফির আমলাদিগের নিকট এক একখানি পত্র প্রেরণে উদ্যত হইয়াছেন। বাস্তবিক আমলাদিগের যেরূপ অল্প বেতন তাহাতে কষ্টে সৃষ্টেও দিন চলা ভার। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের বিষয়ে বিবেচনা করেন ইহা আমাদিগের অনুরোধ। এই অল্প বেতন নিবন্ধন অনেক সময়ে অর্থীপ্রত্যর্থীকে কোন কোন আমলার হাতে পড়িয়া বড় কষ্ট পাইতে হয়।

কাবুলে নাকি শিখদিগের যুদ্ধকার্য্যে বিশেষ ক্ষমতা ও সাহসীতার কথা শুনিয়া কতকগুলি লোককে লইয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছে, কেহ কেহ যাইতেও সম্মত হইয়াছে। তাহাদিগের সংস্কার শিখেরা অন্যান্য যাবতীয় জাতি অপেক্ষা সবল প্রকৃতির লোক।

মধ্যপ্রদেশে বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সিন্ধু ও খানদেশে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে। গত সপ্তাহে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে, কেবল আলীগড় অত্যন্ত শীলাবৃষ্টি হয়। পঞ্জাবে প্রচুর বারিবর্ষণ হওয়াতে কৃষিকার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে, অমৃত সহরে এমন বৃষ্টি হইয়াছে যে রাস্তাঘাট জলপূর্ণ হইয়াছে। আমাদিগের এঅঞ্চলে ১৩ এ শনিবার বিলক্ষণ ঝড় বৃষ্টি ও শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

রূপার নামে এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে হত্যা করাতে আলাহাবাদ হাইকোর্টে তাহার বিচার হয়। বিচারপতি জষ্টিস ষ্ট্রেট সাহেব হত্যাকারীর ফাঁসীর হুকুম দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারীর আপীসে যে সকল রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহাতে মধ্যে মধ্যে দেশীয় ভাষার যে সকল শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছিল তিনি বোধহয় সেগুলি পাঠ করা কষ্টসাধ্য বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট হইতে সে সকল শব্দ তুলিয়া দিয়াছেন এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন অতঃপর তিনি যেন উক্ত শব্দ সমূহ ব্যবহারকালে ইংরাজীতে তাহার প্রতিবাক্য দেন। ষ্টেট সেক্রেটারি দেশীয় ভাষার শব্দ সকল বুঝিতে না পারিয়া বিরক্ত হইলেন, কিন্তু এদিকে ভারতবর্ষস্থ মহাপ্রভুরা দেশীয় ভাষার পুস্তক সকলের শব্দ সকল ইংরাজী অক্ষরে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিলাম বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী নাকি ইংরাজী বর্ণে লিখিত হইয়াছে।

গির্টন কালেজের এক যুবতী এবার কেম্ব্রিজের রাঙ্গলার হইয়াছেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব

এপ্রেল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দার্জ্জিলিঙ্গ গমন করিবেন, তিনি ইতিমধ্যে একবার বৰ্দ্ধমানে যাইবেন।

পুনা অবজার্ভার বলেন সোলাপুরের মিষ্টার মুলকা ওয়ার্থ নামক লিঙ্গায়ত বেণিয়া জাতীয় এক ব্যক্তি ১০৮টী বিবাহ করিয়াছেন। ইহাঁর এই সকল বিবাহে প্রায় ৫০ হাজার টাকা আনুমানিক ব্যয় হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম পাকপাড়ার কুমার কান্তিচন্দ্র সিংহ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একণে ইহাঁর চিকিৎসা করিতেছেন।

ফরাসী রাসায়নিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন অধুনা চীন হইতে যে সকল সবুজ রঙ্গের চা বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে তাহা জেল। ২।৩ প্রকার রঙ্গ একত্র মিশ্রিত করিয়া একণে উহার উক্ত প্রকার রঙ করা হইয়া থাকে। উহার প্রকৃত রঙ সবুজ নহে।

অমৃতবাজার বলেন পিপীলিকাদের শীতকালে ঘোর নিদ্রা হইয়া থাকে, এমন কি তাহাদিগের এক ঘুম কখন কখন পঞ্চাশ দিবস পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। তাহাদিগের স্মরণশক্তি এরূপ প্রবল যে বহুদিবস অনুপস্থিতির পরও যদি একটী পিপীলিকা তাহার স্বজাতীয়ের নিকট গমন করে তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে তাহাকে চিনিতে পারে। তাহারা স্বজাতীয়দিগের নিমিত্ত বিলক্ষণ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ বিপন্ন হইলে সাধ্যানুসারে তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে। এতদ্ভিন্ন প্রাসাদ নির্ম্মাণ বিষয়ে তাহারা বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। আমরা প্রাগুক্ত ঘটনাগুলি অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি সুতরাং ইহাতে অবিশ্বাস করিবার আমাদের কোন কারণ নাই। কিন্তু তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছেন যে পিপীলিকারা গো-পালন ও দুগ্ধদোহন করিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে বীজ বপন ও নানা প্রকার কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকে। এই বিষয়টী কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না।

অযোধ্যার অন্তর্গত আমেঠির রাজা বার্ষিক ৩ হাজার টাকা ব্যয়ে অযোধ্যায় একটী সংস্কৃত পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

ঈশ্বর মানুষের যে কত প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে। সম্প্রতি আমেরিকার অন্তর্গত চিকাগো নামক স্থানে এক যুবকের অদ্ভুত রোগ হইয়াছে। ইহার শরীর দিয়া আজ সাত বৎসর রক্ত ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। সময়ে সময়ে এই রক্তপীড়া এরূপ বৃদ্ধি হয়, যে সে এখন যায় তখন যায় এইরূপ হয়। তাহার শরীরে কাল কাল কতকগুলি দাগ দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত দিয়া ফোটা ফোটা রক্তও পড়ে, আর মুখ, নাক, চোখ দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। হঠাৎ ভয় বা ক্রোধাদির উদয় হইলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

খ্রীষ্টীয় বান্ধব বলেন কিছু দিন হইল বিলাতে বোলাভিউ নামক হাঁসপাতালে একটী রোগী ছিল। এই ব্যক্তি শূকরমাংস বিক্রয় করিত, বয়স ১৯ বৎসর। তাহার কি রোগ হইয়াছিল প্রথমে কেহ জানিতে পারে নাই। লোকে মনে করিত বাতরোগ হইয়াছে। আর তাহার চিকিৎসার্থে সে হাঁসপাতালে আইসে কিন্তু বাতরোগের লক্ষণ তাহার শরীরে দৃশ্যমান না থাকাতে চিকিৎসকেরা তাহার স্কন্ধদেশ হইতে মাংসপেশীর কিয়দংশ লইয়া অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহা ট্রিচিনী নামক কীটে পরিপূর্ণ। তাঁহারা ইহাও নির্ণয় করিয়াছিলেন যে পীড়িত শূকর মাংস ভক্ষণ দ্বারা তাহার শরীরে উক্ত কীট রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। চিকিৎসক দ্বারা ঐ ব্যক্তির কোন উপকার হয় নাই। গত ৬ ই ডিসেম্বর তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

সার জর্জ কুপার ১৫ ই মার্চের মধ্যে নাইনিতালে যাত্রা করিবেন। গ্রীষ্মকাল তিনি তথায় অতিবাহিত করিবেন।

সমস্ত ভারতবর্ষে যে দিবস রাত্রে লোকসংখ্যা করা হয় ইংলণ্ডেও সেই সময়ে গণনা করা হইয়াছি। এই কার্য্যের জন্য ইংলণ্ডে ১৭৪০ মণ কাগজ লাগিয়াছে।

কেবল সাঁওতাল পরগণায় নয় বঙ্গদেশেও লোক সংখ্যা উপলক্ষে অনেক কৌতুককর ব্যাপার ঘটিয়াছে। বাড়াঙ্গা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন একজন লোক সম্পাকালী চন্দ্রাদিগের বাটীতে গিয়া বলে তোমাদের ছোট ছোট ছেলেদিগকে গবর্ণমেণ্টের চালান দিবার হুকুম হইয়াছে অতএব আমাকে যদি কিছু দাও আমি ছেড়াই দি। এই ভয় প্রদর্শন করিয়া সে ব্যক্তি কিছু কিছু লইয়াছিল। এই বিষয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের গোচর হওয়াতে তিনি তাহাকে ও দুইজন চৌকীদারকে হাজতে দিয়াছেন।

রুশের অধ্যাপক মনোভিয়েফ হিন্দু দর্শন ও বিবেকশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ ভারতবর্ষে আগমন করিতেছেন।

গবর্ণর জেনেরল কলিকাতায় ভলণ্টিয়ার সৈন্যদিগকে পুরস্কার বিতরণকালে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের ভদ্রলোকদিগের উক্ত কার্য্যে উৎসাহ ও তাঁহাদিগের দান দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

হিন্দু এনুইটী ফণ্ডের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। ১৮৭২ অব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি এই ফণ্ডটীর প্রতিষ্ঠা করেন, প্রথমত দশজন গচ্ছিতকারী লইয়া এই ফণ্ডটী স্থাপিত হয়। এক্ষণে ৩৫৬ জন উহার গচ্ছিতকারী হইয়াছে এবং উহার আয়ও বিলক্ষণ বাড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে ইহার পৃষ্ঠপূরক হইয়াছেন। এই ফণ্ডটী হওয়াতে সামান্য বেতনভোগী এবং দরিদ্র ব্যক্তিদিগের বিশেষ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। তাঁহারা মাসে মাসে কিছু কিছু জমা দিলে উত্তরকালে তাঁহাদিগের বালক বালিকারা এই ফণ্ড হইতে ভরণপোষণের উপযোগী নিয়মিত বৃত্তিলাভ করিতে পারিবেন। এক্ষণে ১৪ জন বালক বালিকা ও অনাথ রমণী এই ফণ্ড হইতে মাসিক ২০, ২৫, ১০ ও ৫ টাকার হিসাবে বৃত্তি লাভ করিতেছেন।

ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন শুনিয়াছেন ঢাকা কলেজের অন্যতর অধ্যাপক ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় আগামী বর্ষের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগের ইতিহাসের একজন পরীক্ষক মনোনীত হইয়াছেন।

ইটালী দেশীয় রসায়নবিৎ পণ্ডিত এক প্রকার কালী প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ কালীদ্বারা যেসকল পুস্তক লিখিত হয় তাহা অন্ধকারেও পড়া যাইতে পারে।

৫৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক লোক গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতে পারিবেন না বলিয়া যে নিয়ম আছে তদনুসারে ৭৫০ লোককে এবার কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতর অধ্যাপক জি ওয়াট সাহেব কৃষ্ণনগর কালেজের প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল হইলেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কপূরতলার মহারাজ লাহোরস্থ পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক ৫ হাজার টাকা দানের অনুমতি দিয়াছেন।

রুশের কতিপয় পণ্ডিত শূন্যে গমন করিবার জন্য একটী যান প্রস্তুত করিয়াছেন। ব্যোমযানের ন্যায় ইহাতে বাষ্প সন্নিবিষ্ট হয় না। ইহা কলের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। এই ব্যোমযান খানি প্রায় ২০০ মণ ভারি।

কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট হাউসে ৩০ টাকা ও ৮০ টাকা বেতনের দুইজন কেরাণীর প্রয়োজন হওয়াতে ১৩০০ দরখাস্ত পড়িয়াছিল।

বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে যাহাতে বি, এ অধ্যাপনা হয় তজ্জন্য উক্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে ষ্টেটসেক্রেটারি রিভার্স টমসন কেই বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট-গবর্ণরের পদে মনোনীত করিয়াছেন। ইডেন সাহেব আর দুই বৎসর উক্ত পদে থাকিবেন। মধ্যে কিছু দিন আর্মি কমিশনের কাজ করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৫ এ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১। ১৮ ই তারিখে সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, এস, বেলি সাহেব বিদায় গ্রহণ করিবার যে হুকুম প্রাপ্ত হন তাহা রহিত হইয়াছে।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাজকিশোর নারায়ণের দ্বারভাঙ্গায় বদলী হইবার যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইয়াছে। ইনি বাবু বিমলা চরণ ভট্টাচার্য্যের অনুপস্থিতকাল পর্য্যন্ত গয়ার রেওয়ারিস বিষয় সকলের বন্দোবস্ত করিবার জন্য বোর্ড অব রেবিনিউয়ে কার্য্য করিবেন।

২৮ এ ফেব্রুয়ারি। মেদিনীপুরের ভার প্রাপ্ত সবডেপুটী ক [illegible] বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান ও হুগলীর সবডেপুটীকালেক্টার হইলেন এবং ১৮৭৫ অব্দের (বি, সি) ৫ আইন অনুসারে সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ও ১৮২২ অব্দের ৭ আইন অনুসারে কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

ডি, ই, রাভেনস্য সাহেবের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত জে, বিমস সাহেব বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

১ লা মার্চ্চ। সি, ডবলিউ বলটন সাহেব ছুটী লওয়াতে ২৮ এ হইতে ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, এস, বেলি সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইলেন।

২২ এ তারিখ হইতে মজঃফরপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, এফ, ওয়ারসলি সাহেব এফ ম্যাইয়ারের পরিবর্ত্তে কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

২২ এ তারিখ হইতে সি, এফ ওয়ার্সলি সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, টইনবি সাহেব কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

হাজারিবাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, এচ, কলিন সাহেব পাচম্বার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বক্সার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, এম, রেলি ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবারের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, ডবলিউ কমিরেট সাহেব বক্সারের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

জে, সি, প্রাইস সাহেব বিদায় গ্রহণ করাতে রাজসাহীর জয়েণ্টমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, জি, সার্প সাহেব মেদনীপুরে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

প্রাইস সাহেবের অনুপস্থিতকাল পর্য্যন্ত সি, সি, কুইন সাহেবের মেদনীপুরে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবার জন্য ৮ ই তারিখে যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

২১ এ জানুয়ারি হইতে এস, হেয়ার সি, এস, পুনরায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোম, রাজস্ব ও কৃষি বিভাগের কার্য্য করিতেছেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী দলিলুদ্দীন আহম্মদ ১৮৬৮ অব্দের (বি, সি) ৭ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু সুরৎচন্দ্র দাস উক্ত বিভাগের চাঁদপুরের রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য ভূমি সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, এ, ওয়েস সাহেব কিছু দিনের জন্য বীরভূমে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

২২ এ তারিখে গয়ার অন্তর্গত নওয়াদার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এচ, কল্প সাহেবের উপর যে আদেশ দেওয়া হয় তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে রাজসাহীতে বদলী করা হইয়াছে। উক্ত দিবস সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, ই, ষ্টানি সাহেব রঙ্গপুর হইতে গয়ায় বদলী হইলেন বলিয়া যে হুকুম হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের বিশেষ ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র নদীয়ায় বদলী হইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত (ইনি ছুটী লইয়াছেন) বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী সায়দ [illegible] আলী পাবনায় বদলী হইলেন।

সাহাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কে, আর, [illegible] সাহেব গয়ায় বদলী হইলেন এবং নওয়াদার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২২ এ ফেব্রুয়ারি। দেওয়ানী আদালতের ১৮৭১ অব্দের ৬ আইনের ২১ ধারা অনুসারে বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কাঁথির মুন্সেফকে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা দান করিলেন। ইনি ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

২৫ এ ফেব্রুয়ারি। [illegible], মিলেট সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত কলিকাতা ছোট আদালতের জজ ব্যারিষ্টার আর, এস, টি, ম্যাকুইন সাহেব প্রথম জজের কার্য্য করিবেন।

আর, এস, টি ম্যাকুইন সাহেব প্রথম জজের পদে উন্নীত হওয়াতে ব্যারিষ্টার উড্রফ [illegible] তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত জামতাড়ার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টার ই, ম্যাকল স্মিথ সাহেব ফৌজদারী আইনের ২২০ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১ লা মার্চ্চ। সাহাবাদের প্রতিনিধি দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু চণ্ডীচরণ সেন ৮ ই তারিখে আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন ৪ ঠা ডিসেম্বরে ইনি [illegible] তিক অবকাশ লইবার হুকুম প্রাপ্ত হন তাহা রহিত হইয়াছে।

টি, জোন্স ব্যারিষ্টার কলিকাতা ছোট আদালতে পঞ্চম জজের প্রতিনিধি রূপে কার্য্য করিবেন।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি। বসিরহাটের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৫ দিন, [illegible] মুন্সেফ বাবু জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় এক বৎসর [illegible] পুরের নেলফামারির মুন্সেফ বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র পাল ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

ভাগলপুর।

এতদিনের পর এখানকার কৈশব ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ভজনার্থ একটী ব্রাহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়া গত ১৭ ই ফাল্গুন রবিবারে আচার্য্য বাবু কেশবচন্দ্র সেনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। [illegible] কতক দিন কতক ব্রাহ্ম মতাবলম্বী বাবু শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ অর্থ ব্যয়ে সাধারণের জন্য এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ

মেদিনীপুর।

[illegible] জেলায় "রোড্ সেস্" ধার্য্যের নিমিত্ত [illegible] প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ ক্রমশ বালেশ্বরে [illegible] ছেন। এই রোডটি গঙ্গা হইতে পুরী পর্য্যন্ত হইবার কথা চলিতেছে। তাহা হইলে সকলে [illegible] গঙ্গা হইতে পুরী পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে [illegible]। ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড হার্টিং-[illegible] এ বিষয়ে অনুকূলমত প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] রোড্ সেস্ ধার্য্য দ্বারা এ জেলার যে কি উপ[illegible] সাধিত হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি [illegible]। এ সম্বন্ধে সকলের প্রতিকূল মত দেখা যায়। [illegible] রোড্ সেস্ সম্বন্ধে, অনুকূল-[illegible] প্রকাশ করিয়াছেন তখন আমাদের [illegible] [illegible] অবশ্যে [illegible] [illegible] দ্বারা উড়িষ্যাবাসিদিগের কোন [illegible] হইবে না, বরং উহা উড়িষ্যাবাসিদের [illegible] হইয়া পড়িবে। যদি [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্ট রোড্ সেস্ [illegible] [illegible] সুবিধা হইবে ইহা [illegible] স্বীকার করা যাইতে পারে না। এ জেলায় [illegible] রোড্ সেস্ ধার্য্য হওয়াতে আমা[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] [illegible] প্রতিকূল মত প্রকাশ করিয়া [illegible]। যদি গবর্ণমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটগণের কথায় [illegible] [illegible] করেন, তাহা হইলে প্রজাদিগের অনেক [illegible] উপস্থিত হইতে [illegible] বালেশ্বর [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] ভারতবাসিদের কোটি কোটি টাকা [illegible] অকারণে ব্যয় করিবেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বীরভূমে বদলী হইয়া গিয়াছেন। [illegible] একজন বহুদর্শী ও উপযুক্ত বিচারপতি [illegible]।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, [illegible] ও ওলাউঠা রোগে দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুরের জমিদারির যে অংশে রোড্ সেস্ [illegible] তাহা তিনি বিনা মূল্যে ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শুনিলাম এ জেলার অন্যান্য জমিদারগণকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব রাজা বাহাদুরের ন্যায় স্ব স্ব অংশের সেসারস্ত ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন। যদি রোড্ সেসে [illegible] কোনও উপকার হইত তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহাশয়ের অনুরোধকে আমরা অবশ্য প্রশংসা করিতাম।

১২ ই ফেব্রুয়ারি বালেশ্বর সহরে একজন ময়রার যুবতী স্ত্রী গলদেশে রজ্জু দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

১৭ ই ফেব্রুয়ারি আমাদের এ অঞ্চলে উত্তমরূপে লোকসংখ্যা গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল বালেশ্বরে (পোদ জাতীয়) একটী লোক ভয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

শান্তিপুর।

সবডিভিজন রাণাঘাটের অন্তর্গত সমুদায় গ্রাম ও উপনগরের জনসংখ্যা গ্রহণ কার্য্যটা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহাশয় এ কার্য্যটী প্রত্যাশারূপ পরিশ্রম যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং তাঁহার অধীনস্থ প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারি উপদেশানুরূপ জনসংখ্যা গ্রহণ করাতে কুত্রাপি কোন প্রকার অত্যাচার হয় নাই।

সেদিন এখানকার অন্যতম জমীদার বাবু জগবানচন্দ্র রায়ের ভবনে লণ্ডন ষ্টেটস্ম্যান সম্পাদক নাইট সাহেবের মকদ্দমার সাহায্যার্থ একটী বিশেষ সভাধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় স্থানীয় কতকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন, কৃষ্ণনগরের উকীল বাবু জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় উক্ত সভায় বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সভার উদ্দেশ্য উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন, একত্রিবন্ধন সভাস্থ প্রায় সমস্ত ভদ্রলোক নাইট সাহেবের সাহায্যার্থ অবস্থানুরূপ চাঁদা বহিতে স্বাক্ষর করিয়া সহৃদয়তার বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। স্থানীয় কৃতবিদ্য ভদ্রলোকের মধ্যে ২।৩ জন ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে চাঁদা সংগ্রহকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

সম্প্রতি একজন সাহেব এখানকার মিউনিসিপালিটীর আয় ব্যয় পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। একত্রিবন্ধন মিউনিসিপাল তহবীল হইতে তাঁহাকে উপযুক্ত দক্ষিণা ও পাথেয় ব্যয় প্রদান করিতে হইয়াছে। মিউনিসিপাল তহবীলে একেত টাকার টানা টানি, তাহার উপর আবার এত অপব্যয়, এমন অবস্থায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে প্রজার শোণিত শোষক টাক্সের টাকা ব্যয়িত করা নিতান্ত অনুচিত ও বিচার যুক্তির অননুমোদিত।

ইতি পূর্ব্বে নিনকতক ঘোড়ার গাড়ী ও গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদিগকে রজনীতে গাড়ী চালাইতে হইলে অবস্থানুরূপ আলো ব্যবহার করিতে হইত, এক্ষণে স্থানীয় পুলিষের কোন কোন পদাতিকের কর্ত্তব্যকর্ম্ম শিথিলতা-দোষে আলো ব্যবহার প্রথাটী ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। আমরা আশা করি, রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু ঐ বিষয়ে কিঞ্চিৎ তীব্রতর দৃষ্টি রাখিবেন।

এখানে কোন রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের বিধবা দুহিতা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে উদ্যতা হইয়াছেন, এ সংবাদটী এই সোমপ্রকাশ ও নববিভাকর পত্রে প্রকাশিত হওয়াতে নানা স্থানের পাত্রেরা চিত্রকরী সভার সম্পাদককে পত্র লিখিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ পাত্রই পাত্রীর অমনোনীত হওয়াতে পত্রোত্তর দেওয়া হয় নাই। বলা বাহুল্য যে পাত্রটী মনোনীত হইবেন তাঁহারই পত্রের প্রত্যুত্তর দেওয়া হইবে, অতএব পত্র প্রেরক মহাশয়েরা ঐ অপরাধ নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন।

কল্পদ্রুম মাসিক পত্র।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থা, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, বল্লালসেন সম্বন্ধে একটী ভ্রমের প্রতিবাদ, ইতিহাস ও পুরাণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা, মনুসংহিতা, যোগতত্ত্ব, হংসপুরাণ, পদ্য এই ৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ চাঙ্গড়িপোতা ডাকঘর সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারেরা এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এক্ষণে সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুয়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাবকালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতায় ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতায় সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

ইহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এইরূপ গুণযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৮৯ নং বাটী।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত-তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৷০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মসুলসহ ৭।০ টাকা, পদামৃত সমুদ্র-সটীক ৩৷৵, পদ্ম পুরাণ ১২ শ খণ্ড ৪৷৵, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৵, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথবল্লভ নাটক ১, টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণযন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা

ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অক্লাত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

আশ্চর্য্য বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশত হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহারা কখন গরমী, বাত, বাগী অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (পারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৫ টাকা, ছোট ২ টাকা।

নবডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।
গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং
ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকালপক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃশূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট শ্রী কৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

—:০:—

বসুমিত্রাদর্শ।

কলিকাতা হইতে মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকার।

আপীস—২০ নং বাটী, কৃষ্ণসিংহের লেন।
সিমুলিয়া কলিকাতা।

কলিকাতার বাজারদরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়। দ্রব্যাদির নমুনা কিম্বা বাজার দর জানিতে ইচ্ছা করিলে ডাক ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ভার লওয়া যাইবে না। কলিকাতার যাহা কিছু প্রাপ্য সমস্তই আমরা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি, অন্যূন এক টাকা মূল্যের দ্রব্যাদিও খরিদ করিয়া পাঠান যাইবে। নগদ মূল্যে খরিদ করিলে দ্রব্যাদি সস্তা ও ভাল পাওয়া যায়। দ্রব্যাদির যথার্থ খরিদ মূল্যের উপর নিম্নলিখিত হারে আমরা কেবল কমিশন মাত্র লইয়া থাকি।

১ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত টাকা প্রতি /০ আনা।
২৫ " " ১০০ " " " ১০ অর্দ্ধ আনা।
১০০ " " ৫০০ " " " ৫ এক পয়সা।

৫০০ টাকার উপর হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে। দ্রব্যাদি পাঠাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না; পাঠাইবার পূর্ব্বে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাক করিয়া পাঠান যাইবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, ম্যানেজার।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয় ও মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন। ক,

ভগুলা রিডিং ক্লবের সেক্রেটারি—ভগুলা ১০
শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ সিংহ—চট্টগ্রাম ১০
" " রামকিশোর দেওয়ান—শ্রীরামপুর ১০
কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর জয়দেবপুর ১০
" গিরিজা প্রসাদ পালধি—বৈরাতি ৭
" হরিনাথ চক্রবর্ত্তী—মহিষাদল ৭৷০
" অদৈতচন্দ্র রায়—মাকুপগঞ্জ ৭
" সিদ্ধেশ্বর কুমার—সীতামারি ৭
" গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চালতাবাড়িয়া গ্রাম
" অবিনাশচন্দ্র মিত্র—শ্রীরামপুর
" পরেশনাথ রায়—রঙ্গপুর
গগুহাকুল্লা সরকার—পত্তাপনগর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

পাদুকা দ্বারা নদী কিম্বা গঙ্গার উপর দিয়া ভূমির ন্যায় গমনাগমন প্রভৃতি বাতি চালা, নল চালা, সর্প, কুকুর প্রভৃতি দংশন, বিষ ঝাড়ন অর্থাৎ বিষ নামান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইবে, তৎসমস্ত ইহাতে বিশেষরূপে প্রকটিত হইবে। অনন্তর এমন কোন কার্য্যই নাই যে ইহার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহা যে কেবল আমাদের বাঙ্গালা দেশে আছে এমন নয়, ইন্দ্রজাল সর্ব্ব প্রদেশে ... এইরূপ ভৌতিক অমানুষিক ... দৃষ্ট হয়। অতএব যখন ইহা সকল ... দেখা যাইতেছে, তখন নব্য সম্প্রদায় মহাশয়দিগের নিকট আমার এই আবেদন যে, আপনারা এই অসম্ভবনীয় কার্য্যগুলি বিশ্বাস করিয়া কার্য্য ... পরীক্ষা করিয়া দেখুন, তাহা যদি এই ... অলীক বোধ করেন, তাহা হইলে ... জানিবেন যে, কেবল আপনাদিগেরই অপ... বাঙ্গালা দেশ ক্রমশঃ নিস্তেজ ও উচ্ছেদ দশায় ... হইবে।

এই ইন্দ্রজাল শাস্ত্রখানির বিষয় দেবাদিদেব ... পার্ব্বতীকে বিশেষরূপে কহিয়াছিলেন, অতএব ইহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে।

অতএব ধনী মানী সদ্‌জ্ঞানী মহোদয়গণের নিকট আমাদিগের এই প্রার্থনা যে, এরূপ পুস্তক ... মাত্রেই একখানি করিয়া গৃহে রাখেন।

এই অদ্ভুত ইন্দ্রজাল শাস্ত্রখানি ভোজরাজা হইতে ... করিয়া অনেকানেক ... মহাত্মাগণের ... ও বহু পরিশ্রম ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

এতৎ সম্বন্ধে যদ্যপি কেহ কোনরূপ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের কার্য্যালয়ে আসিলে সমস্ত প্রকার ... জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ১৸৵০ এক টাকা চোদ্দ আনা, ষাণ্মাসিক ৸৵০ আনা। মাসিক ৶১০ আড়াই আনা। অতএব যাঁহারা ইহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা এই নিম্ন লিখিত স্থানে পত্রাদি পাঠাইবেন, এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইলে কিম্বা মূল্য পাঠাইতে হইলে মণি-অর্ডার বা অর্দ্ধ আনা মূল্যের ষ্টাম্প পাঠাইবেন। ইন-সফিসেণ্ট পত্র গৃহীত হইবে না।

কার্য্যালয় কলিকাতা—প্রকাশক শ্রীশশীভূষণ ঘোষ ঠাকুরদাস পালিতের লেন ২২ নং ভবন

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত-কথা।

ইহা অতি উৎকৃষ্ট সরল গৌড়ীয় সাধুভাষায় বা নভেলাকারে মিষ্ট্রীজ অব দি কোর্ট অব লণ্ডন হইতে অবলম্বনে রচিত। ইহার কমপ্লিট সেট দ্বাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ১৷৹ এক টাকা আট আনা মাত্র। মাশুল ।৹ চারি আনা, প্রতিখণ্ড রয়েল ১৬ ফরমার নগদ মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র। পাঠকগণ! কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

এজেণ্ট আর, এল, ঘোষ,
কলিকাতা হইতে টালা নং ২ আপিস।

প্রেরিতপত্র।

টুণ্ডুলা রিডিংক্লব।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

আপনার সোমপ্রকাশ টুণ্ডুলা রিডিংক্লবে আসিয়া থাকে। এ পত্রখানি সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইলে ক্লবের তত্ত্বাবধারকেরা আমাদের মনোগত ভাব ও প্রার্থনা জানিতে পারিবেন ভাবিয়া আমার পত্রখানি আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার সোমপ্রকাশের এক পার্শ্বে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

আপনি জানেন যে কার্য্য সৌকর্য্যার্থে সমস্ত ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ৫ টী ডিষ্ট্রীক্টে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ডিষ্ট্রীক্টে এক একজন ট্রাফিক স্থপরিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিস আছে এবং প্রত্যেক আফিসেই কতকগুলি করিয়া বাঙ্গালি কেরাণী আছে। টুণ্ডুলা সেইরূপ একটী ডিষ্ট্রীক্ট, ইহার অধীনে ভাউপুর হইতে দিল্লী ও টুণ্ডুলা হইতে ধোলপুর প্রায় ৩০০ মাইল পথ ও ৩২ টী ষ্টেষণ। এই সমস্ত ষ্টেষণে বাঙ্গালি কর্ম্মচারির সংখ্যা অনুন ২০০ হইবে। প্রতি ষ্টেষণে ৩। ৪ বা ততোধিক কর্ম্মচারী অবস্থিতি করে। জন্মভূমি হইতে প্রায় শত যোজন দূরে প্রান্তর মধ্যে বা অপরিচিত স্থানে ভিন্ন প্রকৃতি জনগণের মধ্যে অবস্থিত হইয়া জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা যাঁহারা একবার তদবস্থ হইয়া না দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। ষ্টেষণ সমূহের বর্ত্তমান কর্ম্মচারিদিগের প্রায় অধিকাংশই যুবক। একরূপ অবস্থায় সমাজ শাসনের বহির্ভূত থাকিয়া ও জ্ঞানার্জ্জনে বঞ্চিত হইয়া ইহারা যে কুমার্গে বিচরণ করিবে ইহা বিচিত্র নহে। এই অশুভ নিরাকরণের জন্য টুণ্ডুলায় কতিপয় মহোদয় একত্র হইয়া প্রায় ১০ বৎসর হইল একটী রিডিংক্লব স্থাপন করেন। হিতৈষণা প্রনোদিত নবোৎসাহী মেম্বরগণ প্রথমে অতি সুন্দররূপে এই ক্লবের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পাঠকগণের নিয়মিত মাসিক দান হইতে ইংরাজি ও বঙ্গীয় প্রায় ৫০০ খণ্ডেরও অধিক পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল কিন্তু বাঙ্গালির স্বাভাবিক নিরুৎসাহভাব কে কত দিন দমন করিয়া রাখিবে? কালে সেই উৎসাহ, সেই পরহিতেচ্ছা, সেই একতা আকাশ-কুসুম হইল। ক্লবটী এখন অতি মন্দ অবস্থায় চলিতেছে। নিজ টুণ্ডুলা ব্যতীত অন্য ষ্টেষণের লোকদিগকে আর পুস্তক বা পত্রিকা দেওয়া হয় না, সুতরাং ক্লবের অর্থাগমের ও কার্য্যের পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কয়েকখানি সংবাদ পত্র গ্রহণ এবং টুণ্ডুলার কতিপয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাহা পাঠ ভিন্ন ক্লবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কিছু বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কার্য্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া যখন এতগুলি বাঙ্গালি এ ডিষ্ট্রীক্টে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের উন্নতি ও মঙ্গল চেষ্টা করা যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোন যুক্তির আবশ্যক করে না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ক্লবের কর্ম্মচারিগণের মনে এ বিষয় একবারও উদিত হয় না, বিশেষতঃ টুণ্ডুলা ভিন্ন অন্য ষ্টেষণের কর্ম্মচারিদিগের প্রতি এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। অপর ষ্টেষণের লোকেরা যে কেবল মাত্র নিয়মিত মাসিক দানে প্রস্তুত এমন নহে, তাঁহাদিগকে পুস্তক বা পত্রিকা দেওয়াতে যদি কোনরূপে কোন পুস্তক বা পত্রিকা নষ্ট হয় তাঁহারা সে ক্ষতিপূরণে স্বীকৃত আছেন ইহা জানাইয়াও দেন যে ক্লবের কার্য্যাধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করতঃ ক্লবের উন্নতি সাধন না করেন তাহা বলিতে পারি না।

উপসংহারকালে মহাশয়ের নিকট এই সবিনয় নিবেদন যে আপনি হিতগর্ভ উপদেশ দ্বারা ক্লবের কার্য্যাধ্যক্ষগণের পরহিতাভিলাষ ও কর্ত্তব্য সাধন-প্রবৃত্তি যদি উত্তেজিত করিয়া দেন তাহা হইলে এখানকার বাঙ্গালি সাধারণের অশেষ উপকার সাধন করেন।

শ্রীঃ—

গোরাদিগের অত্যাচার কি নিবারিত হইবে না?

মানুষের অদৃষ্ট দুই প্রকার। এক পাতা চাপা কপাল আর এক পাথর চাপা কপাল; পাতা চাপা কপাল যাহাদের, পাতা উড়িলেই তাহাদিগের কপাল বাহির হইয়া পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যলক্ষ্মীও ফিরিয়া চান। দেশীয়দিগের পাথর চাপা

কপাল, তাহাদিগের সে স্কন্ধে, বাতাসে অধিকন্তু যুগউল্টনেও তাহা স্থানভ্রষ্ট হইবার নহে। যে স্থানে আছে, জীবিতকাল সেই স্থানেই থাকিবে, তাহার আর কিছু পরিবর্ত্ত হইবে না। অদৃষ্টবাদী লোকই জগতে অধিকাংশ, সুতরাং ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের অদৃষ্ট ফিরিবে, ভাগ্যলক্ষ্মী আবার মুখ তুলিয়া চাহিবেন তাহারা এই আশায় বাঁচিয়া আছে। কিন্তু তাহারা যদি তাহাদিগের পাথর চাপা কপালের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা যেমন ভাবী মঙ্গলের আশা পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ হতাশা-স্রোতে ভাসিয়া যায়, সেইরূপ দেশীয়েরা যদি ইংরাজদিগের সুবিচারের আশায় বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে বোধ হয় তাহা। হতাশায় ডুবিয়া সে কোথায় যায়, তাহার আর অভিসন্ধি পাওয়া যায় না। তাহারা রোগ, শোক, করভার ও অন্যায় অত্যাচারে জর্জ্জরিত। তাহারা একমুষ্টি উদরান্নের জন্য, ইংরাজের নিকট লালায়িত। তাহারা পেটের ভাত ও পরিধানের বস্ত্রের জন্য সওদাগরের ও গবর্ণমেণ্টের আফিসে কয়েদী আসামীদিগের ন্যায় দিবা রাত্রি খাটিতেছে, এরূপ তাহাতেও ইঁহাদিগের মন উঠে না সুতরাং নানা প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া তাহারা কি শারীরিক কি মানসিক এই উভয়বিধ দৌর্ব্বল্যে আক্রান্ত হইতেছে, ইহার উপর তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের একটু ত্রুটি হইলে তাহাদিগের আর নিস্তার থাকে না। কাহার হয়ত তাহাতেই প্লীহা ফাটিল, কাহার হয়ত মুগা মারা অথবা শারি ভঙ্গ হইল, তিনি মৃত হইলেন, তিনি সামলাইলেন, আর তিনি তাহা না পারিলেন তাঁহাকে তাহাতেই নিতান্ত দণ্ড করিতে হইল।

মধ্যে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে পার্লেমেণ্টও ইহার নিবারণ-বিষয়ে মনোযোগ দান করেন, কিছুদিন যদ্র সাহেবদিগের দ্বারা দিগের প্রাণ কি কম ফাটিতেছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, লেবিয়ান উচ্চপদস্থ সাহেবদিগের সে ভাব যেমন কিছু কমিয়া গিয়াছে, মূর্খ সৈন্য ও গোরাদিগের তেমনি উপদ্রব বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন দেশীয়দিগের প্লীহা ফাটিয়া মৃত্যুর পরিবর্ত্তে ঘটনাক্রমে মৃত্যু হইতেছে। আমরা দেখিতেছি এখন যত কিছু ঘটনাক্রমে মৃত্যু তাহা দেশীয়দিগেরই হইয়া থাকে। মূর্খ ও নীচ ইউরোপীয়েরা দেশীয়দিগের জীবন পশু পক্ষীর প্রাণের ন্যায় বিবেচনা করে, এই জন্যই বন্দুক প্রভৃতি ছুড়িবার সময় লক্ষ্য থাকে না। আবার ইঁহারা যখন পরিভ্রমণে বাহির হন, তখন যথার্থ ব্রিটিশ সিংহ এই নামের পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহারা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া দেশীয়দিগের প্রতি যখন যে হুকুম করেন, তাহা তামিল করিতে অল্পমাত্র বিলম্ব হইলে সময়ে সময়ে তাঁহারা তাহাদিগকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে আক্রমণ করেন যে, তাহাতেই হয়ত অনেককে জীবলীলা সম্বরণ করিতে হয়। অধিক কথা কি, পুলিস শান্তিরক্ষার জন্য নিয়োজিত, তাঁহাদিগের পর্য্যন্ত এই সকল মহাত্মার হস্তে সময়ে সময়ে যেরূপ দুর্দ্দশা হয় তাহা শুনিলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন আর দরিদ্র ও নিরীহ লোকদিগের কথা কি? পুলিসের উপর যখন ইহারা এত অত্যাচার করে, তখন ইহারা দেশীয়দিগের উপর যে আরও ভয়ানক অত্যাচার করিবে তাহা কিছু আশ্চর্য্যের নহে। গবর্ণমেণ্ট গোরাদিগের কৃত অত্যাচারের উপযুক্ত শাস্তি না দেওয়াতেই দৈনন্দিন যে তাহাদিগের দোষের বৃদ্ধি হইতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা অনেক সময়ে কলিকাতার রাধাবাজার প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাই, এই শ্বেতকায় পুরুষেরা এমন ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করে যে, দেশী কনষ্টেবল দূরে থাকুক ইউরোপীয় কনষ্টেবল ও সার্জ্জন প্রভৃতি ইহাদিগের নিকটে যাইতে পারে না। সুতরাং মূর্খের প্রশ্রয় দিলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, ইহাদিগের দ্বারা যে তাহা সংঘটিত হয় তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, নিষ্ঠুর গোরারা দেশীয়দিগকে নির্জ্জনে পাইলে তাহাদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া তামাসা দেখিয়া থাকে, আমরা কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে একবার কেল্লায় যাইতে যাইতে দেখিয়াছিলাম, কয়েকজন গোরা একত্র হইয়া যাইতে যাইতে দুইটী বালককে ধৃত করিয়া তাহাদিগের একজনের হস্তে প্রস্রাব করিয়া দেয়, আর একজন অপর বালকের মুখে থুথু দেয়, কিয়ৎক্ষণ বাদে আবার তাহারা পরস্পর পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া একদল আগন্তুক যুবকের ঘাড়ের উপর দিয়া চলিয়া যায়। শান্তিরক্ষকদিগকে জানাইলে তাহারা তাহাতে উপেক্ষা করে. সকল কারণে উহারা প্রশ্রয় পাইয়া এখন গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছে। কলিকাতায় নীচ ইউরোপীয়, ইউরেসীয় ও ইহুদীয় ভিন্ন জাহাজী গোরা ও কেল্লার সৈন্যের অত্যাচারে বাস্তবিক দেশীয়দিগের বিশ্রাম ভাব হইয়াছে। আমরা মফস্বলের হাকিমদিগের অপেক্ষা ইহাদিগের বুদ্ধি ও অত্যাচারের কথা শুনিয়া থাকি। আমাদিগের বিবেচনায় উহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র আইন করা উচিত, দরিদ্র নির্জ্জীব দেশীয়দিগের সামান্য অর্থ-দণ্ড অথবা কারাদণ্ডে তাহারা যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করে। ইহাদিগের সেরূপে হইবে না, ইহাদিগের পক্ষে কিছু গুরুদণ্ড বিধান করা আবশ্যক। অন্যথা বানরের প্রশ্রয় দেওয়ার ন্যায় ফল ফলিবে। আমরা একটী গল্প শুনিয়াছিলাম এক রাজা একটী বানর পুষিয়াছিলেন। বানর নিত্য প্রাতঃকালে রাজাকে একটী করিয়া মোহর দিত। রাজা মোহর লইয়া তাহাকে নিত্য রক্ষা করিয়া উপাদেয় আহার করিতেন। বানর মার খাইয়া সভার এক প্রান্তে গিয়া বসিত। একদা মন্ত্রী এইরূপ দেখিয়া রাজাকে তাঁহার এই অবিচারের কথা বলেন, তখন তিনি মন্ত্রীকে দেখাইবার জন্য, পরদিন বানর মোহর লইয়া আসিলে তাহাকে কিছুই বলিলেন না, তৎপর দিন আবার সে সেই প্রকার মোহর দিয়া ক্রমে সভার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, এইরূপে দুই চারি দিন পরে একদিন সে রাজার স্কন্ধে আরোহণ করিল, তখন রাজা মন্ত্রীকে এই ঘটনা দেখাইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তখন বানরও পূর্ব্বের ন্যায় সভার প্রান্তভাগে গিয়া বসিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ ইহাদিগকে প্রশ্রয় দিয়া এরূপ বাড়াইয়াছেন যে, অতঃপর ইহাদিগের প্রতি গুরুদণ্ড দানের ব্যবস্থা না করিলে ইহারা ক্রমে স্কন্ধে চাপিয়া বসিবে। ইহাদিগের অত্যাচার যে নিরীহ দেশীয়দিগের নিবারণ করা অসম্ভব, পাঠক নিম্ন লিখিত ঘটনা দ্বারা তাহার কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন।

গত ২১ এ ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে কলিকাতায় গঙ্গার ধারের জেটীতে একজন দেশীয় পাহারাওয়ালা পাহারা দিতেছিল। টমাস বাউন, উইলিয়ম, উইলসন এবং উইলিয়ম সিম্‌সন এডজুটেণ্ট জাহাজ হইতে সেই জেটীতে উপস্থিত হয়। ইহারা তিন জনেই ইংরাজ নাবিক। একজন নিজ ভাষায় পাহারাওয়ালাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাহা বুঝিতে পারিল না, কাজেই উত্তর অসম্ভব, গোরাদিগের মধ্যে একজন তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল, তাহাতে সমর্থ হইল না। তৃতীয় নাবিক একজন দূরে ছিল এখন আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথম ও দ্বিতীয় একটা লোহার বেড়া ভাঙ্গিয়া লইয়া দিবার চেষ্টা করিল। বিদেশীয় পাহারাওয়ালা তাহাতে বাধা দিল। কাজেই তাহাকে প্রহার সহ্য করিতে হইল। প্রথম আঘাতেই তাহার চৈতন্য লোপ হয়, একজন ইংরাজ নাবিক তাহার বক্ষের উপর উপবেশন করিয়া তাহার গলার নলীর নিকট একস্থান কাটিয়া দিয়া অবিলম্বে ডিঙ্গিতে চড়িয়া জাহাজে পৌছিল তাহার পর আর দুইজন পাহারাওয়ালা আসিয়া তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। যদি সে ওরূপ সাহায্য না পাইত তবে এ পাহারাওয়ালাকেও এ তিন জন নেয়াবদের কল্যাণে গোলাম শাঁর পথ অনুসরণ করিতে হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই

বিচারে উহাদিগের একজন নির্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে, অপর দুই জনের দুই মাস মাত্র করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। জাল জিজ্ঞাসা করি, এই কি হত্যা করিতে উদ্যত ব্যক্তির উপযুক্ত দণ্ড? এ দণ্ড কি তাহারা দণ্ড বলিয়া গ্রাহ্য করে? এই সকল কারণে ইহারা প্রোৎসাহিত হইয়া এরূপ নিত্য যে কোথায় কত অত্যাচার করে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইহারা মধ্যে মধ্যে গড়ের মাঠে দিনে, দুপুরে সন্ধ্যায় ডাকাইতি করিয়া লোকের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়। পুলিশ তাহাদিগের নিকটেও যাইতে পারেন না। তাঁহারা কেবল দেশীয়দিগকে মিথ্যা চোর বানাইয়া ও তাহাদিগের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট বাহবা লইয়া থাকেন। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্টের এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য; অন্যথা, সুবিচারের আশায় যদি দেশীয়েরা বঞ্চিত হইয়া উত্তরোত্তর এই সকল গোরাদিগের হস্তে নিহত হয়, তবে ৫।৭ গু[illegible] দিকার লোক মিলা ভার হইবে। শ্রীঃ—

সোমপ্রকাশ

২ রা চৈত্র সোমবার।

ইউরোপীয় রাজনীতির মহিমা।

কোন্ মানুষের মনে কি আছে, কাহার মন কখন কোন স্থান হইতে কোথায় যায়, কখন কি চিন্তা করে; ইহা বরং বুঝা যায়; কোন বর্ষের কোন্ মাসে কোন্ তিথি [illegible] কড় হইবে, তাহার বরং গণনা করিতে পারা [illegible]। আকাশের কোন স্থানে কোন্ লোক ও কোন্ লোকে কোন্ জাতের বাস আছে, তাহা বরং বলিতে পারা যায়; কিন্তু ইউরোপীয় রাজনীতির মহিমা বুঝিতে ও তাহার বর্ণন করিতে পারা যায় না। উহা যে কখন কি রূপ ধারণ করে, তাহার নির্ণয় করা মনুষ্যের সাধ্য নয়, তবে দেবতারা যদি কিছু বলিতে পারেন, বলিতে পারি না। উহার কোন নির্দ্দিষ্ট যুক্তি নাই; কোন প্রকার সম্বন্ধনও নাই, উহা কোন গ্রন্থেও নিবদ্ধ নয়। রাজনীতিজ্ঞগণের স্বার্থপরতা, রুচি ও ইচ্ছানুসারেই উহার অভিনয় হইয়া থাকে। স্বার্থপরতার রূপ একবিধ নয়। উহা কখন সংকীর্ণ স্থানে রুদ্ধ থাকে, কখন বা বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিশ্বব্যাপী হয়। আমরা এক আফগানিস্থান লইয়া উহাকে শত শত রূপ ধারণ করিতে দেখিলাম। আমরা কোন্ সময়ে যে উহার বিরূপ দর্শন করিয়াছি, তাহা ক্রমে বর্ণিত হইতেছে। সম্প্রতি যে দুটী অপরূপ রূপ দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, অগ্রে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম, বোধ হয়, পাঠকের স্মরণ আছে, গত সপ্তাহে রিউটর প্রচার করিয়াছিলেন, মার্চ্চ মাসের শেষে কান্দাহার পরিত্যাগ করা হইবে, তাহার আয়োজন হইতেছে। আবার সেই রিউটর এ সপ্তাহে সমাচার দিতেছেন, কান্দাহার পরিত্যাগ করা হইবে কি না, লার্ড সভায় লার্ড লিটন এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সভ্যগণের মত গ্রহণ করা হয়। ১৬৫ জন পরিত্যাগ বিষয়ে অমত করিয়াছেন, আর ৭৬ জন মাত্র পরিত্যাগের মত দিয়াছেন

পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্য সচরাচর যেরূপে হইয়া থাকে, যদি সেইরূপ হয়, অর্থাৎ বহুসংখ্যক সভ্যের মতে কার্য্য হয়, তাহা হইলে কান্দাহার পরিত্যাগ করা হইতেছে না। তাহা হইলে লার্ড লিটন ও ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণেরই জয় হইল। বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় পরাস্ত হইলেন। মন্ত্রিগণের জয় পরাজয়ে সাধারণের কিছু আইসে যায় না। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন, কান্দাহার পরিত্যাগ করা হইবে, এখন যদি তাহা পরিত্যাগ করা না হয়, ইংরাজ জাতির বাক্যের উপরে সাধারণের বিশ্বাস থাকিবে না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়াতে ইংরাজ জাতির গৌরব লোপ হইবে কি না? সাধারণে কি এ কথা বুঝিবেন যে অধিক সভ্যের মতে কার্য্য হইতেছে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন? তাঁহাদের অপরাধ কি? সাধারণে এই জানেন, যখন যে গবর্ণমেণ্ট পদস্থ থাকেন, তাঁহাদের প্রতিজ্ঞানুসারেই সমুদায় কার্য্য হইয়া থাকে। তাঁহাদের কৃত অঙ্গীকার কখন ব্যর্থ হয় না। আজ যে প্রতিজ্ঞার যদি ভঙ্গ হইল, তবে কাহার কথায় লোকের বিশ্বাস ও আশ্বাস হইবে? পদস্থ গবর্ণমেণ্ট কি ইংরাজ জাতির সমষ্টি নন? গবর্ণমেণ্ট যে কাজ করেন, তাহাই কি ইংরাজ জাতির কৃত বলিয়া প্রমাণিত হয় না? এরূপ স্থানে গবর্ণমেণ্টের কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে কি ইংরাজ জাতির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষ ঘটিতেছে না?

যাহা হউক, বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কান্দাহার পরিত্যাগ করা উচিত কি না, এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া লার্ড সভার যেমন মতামত গ্রহণ করা হইল এবং কমন্স সভায় ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া মতামত গ্রহণ করিবার যেমন চেষ্টা হইতেছে, কাবুল যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কাবুল যুদ্ধ করা উচিত কি না? আমীর সিয়ার আলির বাস্তবিক দোষ আছে কি না? তিনি যে ইংরাজদিগের উপর চটিয়াছেন, বাস্তবিক চটিবার কারণ আছে কি না? রুশ বাস্তবিক ভারতবর্ষ আক্রমণার্থী কি না? রুশ গবর্ণমেণ্ট যে ভারতবর্ষ আক্রমণে অভিলাষী হইয়াছেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাইয়াছেন কি না? এ সকল প্রশ্ন ও প্রস্তাব লার্ড সভায় বা কমন্স সভায় উপস্থিত করিয়া মতামত গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার নিবারণের চেষ্টা ত কৈ হয় নাই? অন্যায় করিয়া যে কাবুল যুদ্ধ আরম্ভ করা হইয়াছে, অনেকে তৎকালে সে কথা স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন। অধিক কথা কি, লার্ড লিটনকে পদচ্যুত করিবারও কথা উঠিয়াছিল। কাবুল যুদ্ধ প্রসঙ্গ লইয়া তৎকালে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় যে বাদানুবাদ হয়, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইতেছে, পাঠক তাহা দর্শন করুন। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, ইউরোপীয় রাজনীতি কেমন বিচিত্র।

"১৮৭৮ অব্দের ১৮ ই নবেম্বর ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে একখানি পত্র লিখেন। ১৮৫৫ অব্দ অবধি কাবুলের সহিত যেরূপ ভাবে কার্য্য করা হইয়াছে, ঐ পত্রে সংক্ষেপে সেই গুলি বিবৃত করিয়া ষ্টেট সেক্রেটারি বলেন যে, গবর্ণর জেনেরলকে বলা হইয়াছিল, তিনি ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়া আমীরকে রীতিমত মাসহারা দিবেন, তাঁহাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া গ্রাহ্য করিবেন, কেহ তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিলে সাহায্য করিবেন এবং নিজ কাবুলে না রাখিয়া অন্যান্য স্থানে ইংরাজ দূত রাখা হইবে, গবর্ণর জেনেরল এরূপ ভাবে সন্ধি করিবেন। ১৮৭৩ অব্দ হইতে ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণর জেনরল আমীরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, সে গুলির সমালোচনা করিয়া ক্রানব্রুক সাহেব দেখাইয়াছেন, ১৮৭৩ অব্দ অবধি আমীর ইংরাজের উপর চটিয়াছেন, কিন্তু লিটন সাহেব যেরূপ নীতি অবলম্বন করেন তিনি তাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন! টাইমস্ পত্র এই পত্রে সমালোচনা করিয়া বলেন, যে আমীরের সঙ্গে এই বিবাদের সূত্রপাত ১৮৭৩ অব্দে হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিসভা লার্ড নর্থব্রুককে রুশিয়ার বিপক্ষে আমীরকে সাহায্য দান করিতে নিষেধ করাই উহার কারণ। ঐ পত্র আরো বলেন, তখন ঐরূপ নিষেধ করিবার যে যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তখন যদিও তাহা সঙ্গত বোধ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ফল বিষময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

পাঠক! বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইংরাজেরা কাবুল যুদ্ধ বাধাইবার মূল কি না? তাঁহারাই আমীরকে মাসহারা দিয়াছিলেন; তাঁহারাই বন্ধ করিলেন, সুতরাং আমীর চটিয়া গেলেন। আমীরকে এইরূপে চটাইয়া যুদ্ধ বাঁধান কি অন্যায় নয়? এই মাত্র অন্যায় নহে, তিনি রুশের সহিত যোগ করিয়াছেন, রুশ তাঁহাকে দ্বার করিয়া ভারত আক্রমণ

করিবেন, এই কথা বলা হয়। কিন্তু রুশ ১৮৭৩ অব্দে আমীরের সহিত কোন প্রকার সংস্রব করেন নাই।) আমরা ১৮৭৮ অব্দের ২৩ এ ডিসেম্বরের পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্য বৃত্তান্তের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম তাহাও পাঠক দর্শন করুন।

"সেণ্টপিটর্সবর্গস্থ ইংরাজ প্রতিনিধি মধ্য আসিয়া সংক্রান্ত যে সকল কাগজ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করা হয়। ২২এ সেপ্টেম্বর ইংরাজ প্রতিনিধি প্রিন্স গর্চ্চাকফের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রিন্স গর্চ্চাকফ বলিয়াছেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত যেরূপ সন্ধি আছে, রুশ গবর্ণমেণ্ট তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন কাবুলের বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা নাই, সেরূপ উদ্দেশ্যও নহে, যদি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত কাবুলের যুদ্ধ বাঁধে, রুশ গবর্ণমেণ্ট সৈন্য দ্বারা কিম্বা অর্থ দ্বারা আমীরের সাহায্য করিবেন না।"

পাঠক! চমৎকার দেখুন. যে লিবারল গবর্ণমেণ্ট কাবুল পরিত্যাগের নিমিত্ত দৃঢ়তর প্রয়াস পাইতেছেন. সেই লিবারল গবর্ণমেণ্টই কাবুল যুদ্ধ বাঁধাইবার প্রধান কারণ। তাঁহারা আমীরের মাসিক বৃত্তি বন্ধ করাতে আমীর চটিয়া গেলেন। ১৮৭৩ অব্দে এই বিবাদের সূত্রপাত হয়। আমীর যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্য লাভে বঞ্চিত হলেন, তখন তিনি রুশরাজের যে সাহায্যার্থী হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তথাপি রুশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাহায্য দান করেন নাই।) এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কাবুল যুদ্ধ বাঁধাইবার যে কি যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

যাহা হউক, কান্দাহার পরিত্যাগের কথা শুনিয়া আমাদিগের মনে এই এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, সিংহ যে বস্তু আক্রমণ করে, তাহা কখন তাহার গ্রাস হইতে বিমুক্ত হয় না: কিন্তু কান্দাহার যে ব্রিটিশ সিংহের গ্রাস হইতে মুক্ত হইল, এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অধিকার অবধি আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, এরূপ ঘটনা কখন হয় নাই। আজ আমাদের সে সন্দেহ দূর হইল। যে প্রকার উদ্যোগ দেখিতেছি, তাহাতে কান্দাহার যে পরিত্যক্ত হইবে, তাহার আর সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না) এখন সহৃদয় পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইউরোপীয় রাজনীতি বিচিত্র কি না? বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কান্দাহার পরিত্যাগের মত প্রকাশ করিয়া আপনাদিগের নিস্পৃহতা ও উদারভাব সম্পূর্ণ পরিচয় দিলেন, অথচ কান্দাহার পরিত্যক্ত হইল না। এটী কি বাস্তবিক বিচিত্র ব্যাপার নয়?

(লার্ড সভায় ১৯৬ জন সভ্য কান্দাহার পরিত্যাগ প্রস্তাবে যে অমত করিলেন, তাহার কারণ কি? অনুধাবন করিয়া দেখিলে দুটী কারণ বুদ্ধি-পথে উপস্থিত হয়। প্রথম, রুশের ভারত আক্রমণ শঙ্কা; দ্বিতীয়, রাজ্য বৃদ্ধির বাসনা। রুশ দুরাকাঙ্ক্ষা ও দিগ্বিজয়বৃদ্ধির পরবশ হইয়াছেন। তিনি মধ্য আসিয়ায় জয় লাভ করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার যে ভারতের প্রতি লোভ নাই, আমরা এ কথা বলি না। রুশ ভল্লুক ব্রিটিশ সিংহের সহিত একবার বল পরীক্ষা না করিয়া যে ক্ষান্ত হইবে, তাহাও বোধ হইতেছে না। তবে কান্দাহার ইংরাজ হস্তে থাকিলে রুশ সে মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিবেন না, তাহার প্রমাণ কি? পূর্ব্বে কাবুলের দিকে যে ব্রিটিশ সীমা ছিল, সে সীমা থাকিলেও যে ফল, কান্দাহারকে সীমা করিলেও সেই ফল। এটী কেবল হানিবলের আগমন নিবারণার্থ রোমক সেনাপতি সিপিয়োর পেভিয়ায় অগ্রসর হইয়া থাকা হইতেছে মাত্র। অনেক ইতিহাস লেখকের মত এই, সিপিয়ো পেভিয়ায় না থাকিয়া যদি আল্প পর্ব্বতের পাদদেশে শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে হয় ত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। কান্দাহার সেরূপ আল্প পর্ব্বতের পাদদেশ নয়। রুশের যদি একান্তই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার অভিলাষ থাকে, কান্দাহার তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবে না। পারস্য রুশের অনুগত। রুশ পারসীকদিগকে সহচর করিয়া অনায়াসে কান্দাহার আক্রমণ করিবে। রুশ যদি এ পথ অবলম্বন না করে, তাহার কি অন্য পথ নাই? রোমকেরা কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল হানিবল আল্প পর্ব্বত পার হইয়া রোম আক্রমণ করিতে আসিবেন? কান্দাহার ইংরাজদিগের হস্তে থাকাতে যদি রুশের আক্রমণ শঙ্কা নিরাকৃত না হইল, তবে কান্দাহার স্বাধিকারে রাখিবার প্রয়োজন কি? রাজ্যবৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজন দৃষ্টি-পথে পতিত হয় না। অনেক ইংরাজ মুখে নিস্পৃহতা প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু কার্য্যে সে নিস্পৃহতা দেখিতে পাওয়া যায় না। আপনাদিগের অপেক্ষা হীনবলদিগের সহিত চতুর্দ্দিকেই প্রায় যুদ্ধ ঘটনা। রাজ্যবৃদ্ধি করিবার বাসনা বিষয়ে রোমের সহিত ইংলণ্ডের অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।)

জমীদার ও কৃষকের খাজনা ঘটিত বিবাদের মূল উৎপাটন করিবার উপায় কি?

আমরা ইংরাজি ১৮৭২ অব্দ অবধি জমিদার ও কৃষকের খাজনা ঘটিত বিবাদ উন্মূলনের যে উপায় প্রদর্শন করিয়া আসিতেছি, গত বারের হিন্দু পেট্রিয়টে দেখিলাম পেট্রিয়ট সম্পাদক "রেণ্ট ল কমিশনের রিপোর্ট প্রসঙ্গে সেই উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন। সে উপায় এই—একটী নির্দ্দিষ্টহারে কৃষকের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করা। যে জমীর অবস্থা যেরূপ, তাহা বিবেচনা করিয়া কৃষকের ভূমির কর্ষণাদি যাবতীয় ব্যয় বাদ দিয়া কৃষকের যুক্তিসঙ্গত লভ্য, জমীদারের প্রাপ্য ও গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাখিয়া নির্দ্দিষ্টহারে একটী স্থির বন্দোবস্ত করিলে সকল বিবাদের শান্তি হইয়া যায়। কেবল বিবাদের শান্তি নয়, ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়, তন্মূলক বাণিজ্যের উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং কৃষকেরা সচ্ছল ও উন্নত হইয়া উঠে। প্রজা সচ্ছল হইলেই জমীদার ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই লাভ। বঙ্গদেশে প্রজা সচ্ছল আছে, অতএব এখানে জমীদারের খাজনা আদায়ের বিশেষ কষ্ট নাই, গবর্ণমেণ্টেরও প্রাপ্য অনায়াসে আদায় হয়।

পক্ষান্তরে, উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি অঞ্চলের প্রজারা সচ্ছল নয়, সেখানে অতি কষ্টে জমীদারের খাজনা আদায় হইয়া থাকে। প্রজারা সচ্ছল নয়, জমীদারেরাও সচ্ছল নয় সুতরাং গবর্ণমেণ্টেরও প্রাপ্য খাজনা নিঃশেষে আদায় হয় না। ভূমির অবস্থা একরূপ নয়, কোন স্থানের ভূমিতে অল্প শ্রমে ও অল্প ব্যয়ে বহু শস্য উৎপন্ন হয়; আবার কোন স্থানের ভূমিতে বহু শ্রম ও বহু ব্যয় করিয়াও অল্পমাত্র শস্য লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এ সকল নির্ণয় করা কঠিন নয়। ভূমির গুণ দোষ চর্চ্চিয়া দেখিলেই অনায়াসে জানিতে পারা যায়। এক আকারের এক গুণের একরূপ ভূমি এক এক গ্রামে ও এক এক স্থানে অধিক আছে। অতএব চর্চ্চিয়া দেখাও অনায়াসসাধ্য হইতে পারে। ১৮৮১ অব্দের ৭ ই মার্চ্চের হিন্দু পেট্রিয়টে যে প্রসঙ্গে যে অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

একবিধ হার নির্ণয় বিষয়ে রেণ্ট ল কমিশন অনেক প্রকার আশঙ্কা করিয়াছেন। যথা "যেখানে খাজনা টাকায় দিতে হয়, সেখানে রায়তকে শস্য বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে হয় যদি বাজার নিকটে থাকে, সেখানে পরিশ্রম ও গাড়ী ভাড়া সামান্য ব্যয় হয়। রায়ত অনায়াসে বাজারে গিয়া আপনার মনোমত মূল্যে শস্য বিক্রয় করিয়া আসিতে পারে. কিন্তু যেখানে বাজার দূর, গাড়ী যাইবার রাস্তা নাই ও নালা পার হইবার সাঁকো নাই, সেখানে বড় বিড়ম্বনা। কতক ক্ষেত্র গ্রামের নিকটবর্ত্তী; শস্য পাকিবা মাত্র সে ক্ষেত্রের শস্য অনায়াসে খামারে আনিয়া ফেলা যায়, পক্ষান্তরে অনেক ক্ষেত্র দূরবর্ত্তী মাঠে আছে। তথা হইতে শস্য বলদ বা মাথায় করিয়া আনিতে হয়। শস্য পরিয়া পথে পড়িয়া যায়" ইত্যাদি আশঙ্কা করিয়া

[illegible]শে কহিয়াছেন, এরূপ স্থলে একবিধ হার স্থির করা সুবিধার নয়। সুবিধার নয় কেন, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ক্ষেত্রের দূরবর্ত্তিতাদি নিবন্ধন ব্যয় বাহুল্যাদির বিষয় স্থির করা কমিশনরদিগের যে কেন এত দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে, তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে না। আমরা পল্লীগ্রামে থাকি, অনেক গ্রামের ও মাঠের অবস্থা জানি, বোধ হয় এই কারণে একপ্রকার হার স্থির করা অতি সহজ বোধ হইতেছে। কমিশনরেরা ক্ষেত্রের ও মাঠের অবস্থা জানেন না, অতএব তাঁহাদিগের কঠিন বোধ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু [illegible] অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া শেষে লিখিয়াছেন "[illegible] কৃষক ও জমীদারের অধিকার [illegible] সকলকে [illegible] এবং [illegible] দলের সম্মান বর্দ্ধিত করিয়া বিবাদ শান্তির বাস্তবিক বাসনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের উচিত যে, একটী নির্দ্দিষ্ট হারের নিয়ম করেন।" ভূমির অবস্থা বিবেচনা করিয়াই যে, হার নির্দ্দিষ্ট হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ঐ হার যদি বরাবর স্থায়ী হয়, তাহা হইলে কেবল যে, বিবাদের সম্ভাবনা থাকিবে না, এরূপ নয়, কৃষকদিগেরও ভূমিতে মমতা জন্মিবে। তাহারা স্ব স্ব অধিকৃত ভূমিকে ক্রমে উন্নত করিয়া তুলিবে। কৃষকদিগের ভূমিতে আপনার বলিয়া জ্ঞান জন্মিলে যে, কি মহা লাভ হয়, তাহা আমেরিকা ও ইউরোপ খণ্ডের যে যে প্রদেশে কৃষকদিগের স্থায়ী স্বত্ব ও কৃষকাধিকার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানের কৃষিকার্য্যের [illegible] করিলেই বিদিত হইবে। উহার উপকারিতার বিষয় মুক্তকণ্ঠে কে স্বীকার না করিবেন? [illegible] ও ওয়েষ্ট মোরলাণ্ডের কৃষকদিগের উন্নতি দর্শন করিয়া যাহার হৃদয় প্রফুল্ল না হয় তাঁহার হৃদয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কৃষকদিগের [illegible] বর্ণন করিয়াছেন, ঐ দুই প্রদেশের কৃষকদিগের [illegible] তাহা সম্পূর্ণ খাটিয়া থাকে। ঐ উন্নতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কে না বলিবেন যে, কৃষকদিগের স্বাধীনতাই উহার মূল। সমস্ত ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে [illegible]ণ্ডের ন্যায় প্রস্তরময় অনুর্ব্বর ভূমি অন্যত্র [illegible] দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তথাকার কৃষকদিগের [illegible] উহা অধিকতর উর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছে। [illegible] নিকটবর্ত্তী স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করেন, তিনি তত্রত্য কৃষকদিগের অসামান্য পরিশ্রম দর্শন করিয়া একান্ত বিমোহিত হন। তৎস্থানদর্শী এক ব্যক্তি একদা কহিয়াছিলেন, আমি রাত্রি ৪। ৫ টার সময়ে গৃহের বাতায়ন উদ্ঘাটন করিয়া দেখিয়াছি যে, কৃষকেরা আপন আপন ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং অপরাহ্নে ভ্রমণের পর ৮ টার সময় প্রত্যাগত হইয়াও দেখিয়াছি তাহারা তৃণচ্ছেদ বা দ্রাক্ষালতা বন্ধন করিতেছে। ঐ প্রদেশের কুত্রাপি এমন একটী ক্ষেত্র, উদ্যান, বৃক্ষ বা উদ্ভিজ্জ নাই, যাহাতে কৃষিপারিপাট্য অসীম পরিশ্রমচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। পূর্ব্বে ঐ প্রদেশের সমুদয় অংশে যত শস্য উৎপন্ন হইত, কৃষকাধিকার প্রবর্ত্তিত হইলে পর তাহার চতুর্থাংশে তত শস্য উৎপন্ন ও তত মেষ গবাদি সম্বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে নরওয়েতে সর্ব্বপ্রথম কৃষকাধিকার-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। লেং সাহেব বলেন তথাকার কৃষকেরা যেরূপ ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া পরিশ্রম সহকারে ভূমিতে জল সেচন করে, অন্য কোন স্থানের কৃষকে সেরূপ করে না। তাঁহার মতে ভূসম্পত্তি যদি উত্তম ও স্পৃহণীয় হয়, তাহা হইলে উহার ক্ষুদ্রাংশও উত্তম ও স্পৃহণীয় সন্দেহ নাই। যে সমাজে ঐ সম্পত্তি বিস্তৃতরূপে বিভক্ত হইয়াছে তাহাই উৎকৃষ্ট ও সমৃদ্ধি, সম্পন্ন সমাজ।

জর্ম্মনির অনেকসংখ্যক প্রদেশে কৃষকাধিকার প্রণালী আছে। সেই সকল প্রদেশের মধ্যে পালাটিনেট সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী। হাউইট সাহেব ইংলণ্ডের অনুমোদিত বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ই অনুকূল নয়নে দর্শন করেন না। তিনিও ঐ প্রদেশের কৃষি প্রণালীর প্রশংসা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলেন, ঐ প্রদেশের কৃষকেরা অন্যান্য প্রদেশের কৃষকদিগের ন্যায় ভূসম্পত্তিবিহীন নহে। তাহারা যে ভূমি কর্ষণ করে, তাহা তাহাদিগের সম্পত্তি। এই নিমিত্তই তাহারা সমধিক সৌভাগ্যসম্পন্ন দৃষ্ট হয়।

বেলজিয়মের ভূমি অতি অনুর্ব্বর, কিন্তু তত্রত্য কৃষকেরা উর্ব্বর ভূমি চায় না। যত কদর্য্য ভূমি হউক না কেন, এক মাত্র শ্রমের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা তাহাকে শস্যশালিনী করিয়া তুলে। কালসহকারে তাহাদিগের নিকট ভূমির অপকর্ষ দোষ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তত্রত্য কৃষকেরা অতিশয় মিতব্যয়ী। তাহারা ক্রমে ক্রমে অর্থ সঞ্চয় করিয়া সুযোগ পাইলেই ভূমি ক্রয় করে। ভূমি বিক্রয়ের নাম শুনিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া উঠে। এইরূপে প্রতিযোগিতা দ্বারা ঐ প্রদেশের ভূমির মূল্য এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ক্রেতারা শতকরা ২ টাকা মাত্র লাভ পায়। ইংলিস সাগরস্থ দ্বীপ সমূহেও ঐরূপ কৃষিপদ্ধতি প্রচলিত আছে। ঐ সকল দ্বীপ সম্বন্ধে উইলিয়ম থরনটন বলিয়াছেন, ক্ষুদ্র গারন্সি দ্বীপে যত শস্য বিক্রীত হয়, সমুদয় ইংলণ্ডে তত হয় না। ইন্দ বলেন এই ক্ষুদ্র দ্বীপ বাসিরা যেরূপ সুখী, এরূপ সুখী লোক আমি অন্যত্র প্রায় দেখি নাই। সার জর্জ্জ হেড কহিয়াছেন, পথিকেরা যে দিকে নেত্রপাত করুন, সেই দিকেই কৃষকদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিতে পাইবেন।

বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতির কৃষকদিগের সহিত যদি এইরূপ একটী পাকা বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে জমীদারের সহিত বিবাদ বিসম্বাদের কেবল যে নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে এরূপ নয়, কৃষকেরাও উন্নত ও চিরসুখী হইয়া উঠিবে। নিম্ন শ্রেণী উন্নত না হইলে দেশ সমৃদ্ধ সম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত হয় না।

আমরা এই প্রস্তাবটী লিখিতেছি এমন সময়ে নিম্নলিখিত পত্র খানি আমাদিগের হস্তে পতিত হইল। পত্র খানি এই:—

"গত ১৬ ই ফাল্গুন নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমায় প্রায় ৬০০০ ছয় হাজার প্রজা একত্র হইয়া জমিদারের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, জমিদারের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার জন্য যায়। তাহারা শুনিয়াছিল যে, ঐ দিবস মান্যবর কমিশনর সাহেব বাহাদুর ঐ মোকামে উপস্থিত হইবেন। তাহাদের অভিপ্রায় যে, তাহারা অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ঐ মহোদয়ের নিকট দরখাস্ত করে, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, কি কমিশনর, কি স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট বা অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষ ঐ দিবস ঐ মোকামে ছিলেন না। তাহাতে তাহারা হতাশ হইয়া এই যুক্তি করিয়া নিজ নিজ বাটীতে ফিরিয়া গিয়াছে "যে আমরা ত আর অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না, অল্প দিন মধ্যে কলিকাতায় লাট সাহেবের নিকট যাইয়া এই বিষয় সাক্ষাৎকারে বলিব। তিনি যদি আমাদের প্রার্থনা না শুনেন, তবে তাঁহার বাটীরক্ষক প্রহরী সেপাইদের প্রহার দ্বারা প্রাণ নষ্ট করা সহস্রগুণে শ্রেয়।" বোধ হয় তাহারা অল্প দিনের মধ্যে কলিকাতায় যাইবে। তাহারা আরও এই আক্ষেপ করে যে, ইংরাজ রাজত্বে কি ন্যায় বিচার নাই? প্রায় এক বৎসর হইল ছোটলাট বাহাদুরের নিকট ৩৫ খানি গ্রামের লোক এক দরখাস্ত করে ও তাহার পর তিন খান গ্রামের লোক ২৫। ৩০ খান ছোট ছোট দরখাস্ত উক্ত বাহাদুরের নিকট ও কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠায় কিন্তু এতাবৎকাল কি তাহার অনুসন্ধান বা বিচার বা উদ্ধার কিছুই হইল না? এক দুঃখ এত কাতরোক্তি সম্বলিত দরখাস্তের কি কোন হুকুম হইল না? আর আমরা কি দুর্ভাগ্য যে, এত লোক একত্র হইলাম, কিন্তু কি মাজিষ্ট্রেট কি কমিশনর কেহই দয়া করিলেন না। যাহা হউক আর পারি না, তবে কলিকাতায় যাইয়া অনাহারে ও প্রকারে প্রাণত্যাগ করা বরং ভাল তথাপি আর জমিদারের অত্যাচার সহ্য হয় না।" ইত্যাদি।

...ভেষের জন্য টাকা বাঁচাইতে পারা যায় কমিটী তাহার সদুপায় স্থির করিয়া তদ্বিষয় কালেক্টারের গোচর করিয়া তাহাতে তাঁহার অভিমত গ্রহণ করিবেন। এই সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজার প্রভৃতি যদি কেহ কোন অন্যায় কাজ করেন, কমিটী তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে তাহারা দেওয়ানী আদালতে [illegible] হইবেন। সম্বন্ধীয় হিসাব পত্রাদি কিছু প্রস্তুত হইবে কমিটী ইচ্ছা করিলে তাহা দেখিতে পারিবেন।

কমিটীকে বর্ষে বর্ষে কালেক্টারের নিকট অধীনস্থ দেবোত্তর বিষয় বিভব সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে হইবে এবং কালেক্টারের যখন কিছু জানিতে ইচ্ছা হইবে তিনি তজ্জন্য সভা করিতে পারিবেন। কালেক্টার ইচ্ছা করিলে তাঁহার অধীনস্থ দেবোত্তর বিষয়ের তত্ত্বাবধানকার্য্যে উক্ত সভার সম্পাদককেও নিযুক্ত করিতে [illegible] কিন্তু কমিটীর সভ্য নির্বাচন করিবার ও তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার ভার গবর্ণমেণ্টের থাকিবে।"

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মার্থ বিত্ত রক্ষার উপযোগিক আইন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহার সে চেষ্টা ও সদাশয়তা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তবে তিনি যে কার্য্যপ্রণালীর কথা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে অনুমোদনীয় নহে। তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। যাহা হউক আমরা দুঃখিত হইলাম, আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন কোন কোন অংশ পরিবর্ত্ত না করিয়া একেবারে যে প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য করিয়াছেন সেটী বিবেচনাসিদ্ধ কার্য্য বলিয়া আমাদের বোধ হইতেছে না। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের প্রস্তাবটী আইনবদ্ধ হইয়া কার্য্যে পরিণত হইলে যে মহোপকার লাভ হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোধ হইতেছে দুটী কারণে লর্ড রিপনের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার আতঙ্ক জন্মিয়াছে। প্রথম তিনি স্বধর্ম্মে দৃঢ় দীক্ষিত ও শাস্ত্রানুরক্ত, যে কারণে ও যেরূপে হউক অন্য ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাঁহার মনে আঘাত লাগে। দ্বিতীয়, অনেকের আপত্তি দর্শন করিয়াছেন. তিনি অন্য কোন কোন গবর্ণর জেনেরলের ন্যায় আত্মচ্ছন্দে নন, একগুঁয়ে নন, গোঁয়ার নন, সুতরাং অনেকের আপত্তি দর্শন করিয়া এ বিষয়ে বিরত হওয়াই শ্রেয়স্কল্প বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু যে কারণে তিনি এবিষয়ে নিবৃত্ত হউন, আইন না হওয়াতে এ দেশের একটী মহৎ অনিষ্ট হইল।

প্রভুত্ব ও আইন।

অহিনকুলে, আলোক ও অন্ধকারে শীত গ্রীষ্মে ও সুখ দুঃখে যেরূপ বিরোধীভাব প্রভুত্বে ও আইনেও সেইরূপ বিরোধীভাব আছে। আইন সকল বিষয়ে বন্ধন করিয়া দেয়; প্রভুত্ব কোন প্রকার বন্ধন ভালবাসে না। আইনের মহিমা রক্ষা করিতে গেলে প্রভুত্বের মহিমা রক্ষা পায় না। আমরা এই ভারতবর্ষের রাজকর্ম্মচারী দলে প্রায়ই আইনে ও প্রভুত্বে বিরোধীভাব দেখিতে পাই। বলিতে কি, আইনরূপ দৃঢ়পাশে বদ্ধ হইয়া যে প্রভুত্ব করিতে হয় সে প্রভুত্বই বৃথা। আপনি যাহা বুঝিব তাহাই করিব, আপনার মনে যাহা জন্মিবে তাহা করা হইবে, এরূপ না হইলে প্রভুত্বের শোভা হয় না। পাঠক বলিবেন এরূপ ব্যবহারকে ত যথেচ্ছাচার বলে, আমরা বলি যথেচ্ছাচার, প্রভুত্বের অপর পর্য্যায়। আইনের মান রক্ষা করিতে গেলে প্রভুত্বের মান রক্ষা হয় না। কিন্তু সুখের বিষয় এই, যোগলি প্রভৃতি কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী আইনে পদাঘাত করিয়া প্রভুত্বের মান রক্ষা করিয়াছেন। যে নিমিত্ত আজ আমরা এ বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি তাহা এই:—

সম্প্রতি ফরিদপুর উপবিভাগীয় কর্ম্মচারী এলেন সাহেব নেটীব হসপিটাল অ্যাসিষ্টাণ্ট বাবু তারিণীচরণ সেনের উপর কোন বিষয়ে সন্দেহ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার বাটীর অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া খানাতল্লাস করেন। এবং তাঁহার নিজের যে কিছু হিসাব পত্র তাহা পরিদর্শন করেন অবশেষে বিফল মনোরথ হইয়া বাটীতে তাঁহার " ক্যাস বুক " লইয়া আসেন। তৎপরে এক অমূলক ছল ধরিয়া নিজে স্থানীয় পোষ্ট আপীসে দরখাস্ত করেন ও যে জেলার পোষ্টআপীসের অধীনে তাঁহার বাটী, সেই জেলার পোষ্ট আপিসে হস্তাব অনুসন্ধানার্থ তত্রত্য মাজিষ্ট্রেটকে পত্র লেখেন। তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইলে সাহেব তারিণী বাবুকে তাঁহার বাঙ্গালায় ডাকাইয়া লইয়া যান এবং তিনি ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ করিতে না পারেন তদনুরূপ লেখাইয়া লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার তারিণী বাবুর উপর এই অত্যাচার হওয়াতে তাঁহার তথায় যে কিছু সম্মান ছিল, তাহা নষ্ট হইয়াছে, তাঁহার শারীরিক ও মানসিক অসুখ হইয়াছে, তাঁহার চিকিৎসা কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, তিনি স্থানান্তরিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ লোকের যাহাতে উপযুক্ত শাস্তি হয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের তাহা করাই কর্ত্তব্য, নচেৎ এক একটু কৈফিয়ৎ তলব করিয়া কেবল গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ প্রদর্শনে এ সকল যথেচ্ছাচারের নিবারণ হইবার সম্ভাবনা নয়। আমাদিগের দেশের লোকের বিশ্বাস, সাপ কাটিয়া করা অপেক্ষা এককালে তাহাকে মারাই ভাল, অতন্তঃ তাহার বিষদন্ত এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত যে, আর কখন কাহাকে দংশন করিলে তাহাতে তাহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা না থাকে। অতএব লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ইহাঁদিগের সম্বন্ধে যাহাই কেন করুন না, যাহাতে রাজপ্রতিনিধিরা প্রজার উপর অত্যাচার করিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক না হইলে নিরীহ ভদ্র লোকদিগের তিষ্ঠান ভার হইবে।

প্রু ।

লিবারল গবর্ণমেণ্ট রাজদণ্ড পাইলেন। ভারতবাসীরা সেই সঙ্গে আহ্লাদিত হইল। কন্সরভেটীব গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বে তাঁহারা যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন সুবিচারের নমুনা দেখাইয়া জগতের সকল লোককেই সুখী করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত এখন তাঁহাদিগের জয়ে আমরা আমাদিগেরই জয় মনে করিয়াছিলাম। কোন অত্যাচারী রাজা প্রজাদিগকে উত্যক্ত করিলে পর, প্রজারা ব্যক্তির ভয়ে বলিতে না পারুক, মনে মনে তাঁহাকে নানা প্রকারে অভিসম্পাত করিতে থাকে এবং তৎস্থান যাহাতে শীঘ্র অন্যের দ্বারা অধিকৃত হয় তজ্জন্য তাহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে। কন্সরবেটীব গবর্ণমেণ্টের শাসনকালে ভারতবাসিদিগের ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল, তাঁহাদিগের যেমন পদচ্যুতি হইল, অমনি তাহারা আপনাদিগকে সুখী মনে করিল এবং সকল অত্যাচার নিরাকৃত হইবে ভাবিয়া সুখ শয্যায় নিদ্রা গেল। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিল সকলই শূন্য। অত্যাচরিত ব্যক্তিরা যে কিছু সুখের আশা করিয়াছিল, সে সকলই সেই সঙ্গে ভঙ্গ হইল। কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাসের একবারে ব্যত্যয় ঘটে না, সুতরাং ভারতবাসিদিগের অন্তঃকরণ হইতে তাঁহাদিগের প্রতি যে অবিচলিত ভক্তি, তাহা একেবারে উন্মূলিত না হইয়া উহা ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। মানুষের মনে সৎকার্য্য দ্বারা ভক্তি ও অসৎকার্য্য দ্বারা অভক্তি জন্মান স্বতঃসিদ্ধ। আমরা লিবারল গবর্ণমেণ্টের দ্বারা এখন প্রজার কোন মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পাইতেছি না বরং তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপে পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের কৃত কার্য্যের পোষকতা দেখিতে পাইতেছি। তাঁহারা কোথায় কন্সরবেটীব গবর্ণমেণ্টের কৃত কার্য্যের দোষগুণ বিচারে মন্দ কার্য্যগুলির সংশোধন করিবেন না এখন তাঁহারাও তাই লইয়া রহিলেন। কন্সরবেটীব গবর্ণমেণ্ট যেসকল অন্যায় কার্য্য করেন, এক স্থলে তাহার উল্লেখ করিতে গেলে এক খানি বৃহৎ ইতিহাস হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের কৃত অত্যাচারে ভারতবাসীরা যখন হাড়ে হাড়ে সিদ্ধ হইয়াছে তখন আর তাঁহাদিগের নিকটে তাহার উল্লেখ করিলে পৌনরুক্তি দোষে দূষিত হইতে হইবে। সুতরাং এস্থলে আমরা তাহার উল্লেখে নিবৃত্ত হইলাম।

মানুষের কথাই মূল বস্তু। সেই কথার যদি এদিক ওদিক হয়, তাহা হইলে তৎসঙ্গেই বিশ্বাসও ভঙ্গ হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গেই ভগ্ন-হৃদয়ের সকল স্থানই নিরাশার দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। আমরা দেখিতেছি লিবারেল দলের পূর্ব্বাপেক্ষা উদারতার হ্রাস হইয়াছে। "আত্মবন্মন্যতে জগৎ" লোকে জগতকে আপনার ন্যায় ভাবিয়া থাকে। তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ যখন অত্যন্ত উদার ছিল তখন তাঁহারা সকল লোককেই উদার দেখিতেন এবং তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। এখন তাঁহারা বোধ হয় আর জগৎকে উদার দেখেন না, সকলকেই ইউরোপীয়দিগের ন্যায় চতুর ভাবিয়া থাকেন, তাই সরলভাবে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না।

সন্দেহ বড় ভয়ানক পদার্থ, তাঁহারা সকল লোকের উপর সন্দেহ করিবেন, ততই উহা বৃদ্ধি হইবে, শেষে অন্তঃকরণকে এমন কলুষিত করিবে যে, আদৌ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না। তখন তাঁহারা আপনা হইতেই সংকীর্ণমনা ব্যক্তির ন্যায় কাজ করিয়া উদার নামে কলঙ্কারোপ করিবেন। নিজ বিশ্বাসানুসারে অবিচলিতচিত্তে দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করা আবশ্যক, সকল কার্য্যে ইতস্ততঃ করিলেই দৃঢ়তা থাকে না এবং চিত্তদৌর্ব্বল্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। এক কান্দাহার পরিত্যাগ ও মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন উঠাইয়া দেওয়ার সম্বন্ধে পদে পদে তাঁহাদিগের চিত্তের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। যদি তাঁহারা ভাল কাজ করিতে চাহেন, অগ্রে কন্সরবেটিব গবর্ণমেণ্টের কৃত অন্যায় কার্য্যগুলির সংশোধন করুন এবং দৃঢ় অধ্যবসায়ী হউন। অনুদার দলের প্রতিবাদে ভয় পাইলে চলিবে না। এখন এক প্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত, এখন তাঁহাদিগের দৃঢ় অধ্যবসায় আবশ্যক। কান্দাহার পরিত্যাগ, মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন, বোয়ারের যুদ্ধ, ও আয়ারলণ্ডের গোলযোগ প্রভৃতি যদি তাঁহাদিগের অন্যায় অনুষ্ঠান বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, তাহা হইলে দৃঢ়তার সহিত সে গুলির নিবারণ চেষ্টা করুন। তাহা হইলে কান্দাহার অবিলম্বে পরিত্যাগ করা হউক, অনর্থক অজস্র অর্থ ব্যয়ের আবশ্যক নাই। যতই তাঁহারা এই সকল বিষয়ে আন্দোলন করিবেন, ততই তাঁহারাও নানাপ্রকার চিন্তায় সুস্থির হইতে পারিবেন না এবং প্রজাদিগের মনেও সন্দেহের বৃদ্ধি হইবে। তাঁহারা তাহা হইলে কোন দিক পরিষ্কার করিতে পারিবেন না। এইরূপে যাহা কর্ত্তব্য বোধ হইবে, অবিলম্বে তাহার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, অন্যথা সুবিধার সম্ভাবনা নাই। গ্লাডষ্টোন সাহেব স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছিলেন ইংলণ্ডেশ্বরীর যাহাতে মান রক্ষা হয়, অথচ বোয়ারদিগের সহিত সকল গোলযোগের মীমাংসা হয়, গবর্ণমেণ্ট সেই চেষ্টা পাইতেছেন। কৈ সে কথার কি হইল? যদি বাস্তবিকই এইরূপ প্রসঙ্গ হইয়াছিল, সার জর্জ্জ কলে কেন ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন না? এরূপ ঘটনা হওয়াতে ইংরাজ জাতির ত অপযশের শেষ হইয়াছে এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদার হ্রাস হইয়াছে, তদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের বাক্যের দৃঢ়তাও নষ্ট হইয়াছে। লোকে সহজেই এরূপ ভাবিতে পারে লিবারল গবর্ণমেণ্ট জিগীষা পরবশ হইয়া স্তোভ বাক্যে বাহিরের লোককে ভুলাইতেছেন এবং ভিতর ভিতর যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিতেছেন। লিবারল গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে মত না থাকিলে একজন সেনাপতি কি তাঁহাদিগের কথা না শুনিয়া, স্বেচ্ছাপরবশ হইয়া, শত্রুজন ছিন্ন করিয়া, বোয়রদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইতে গিয়াছিলেন? যাহা হউক আমরা দেখিতেছি, এখন তাঁহারা বিবেচনা করিয়া কথাবার্ত্তা না কহিলে ও সাবধান হইয়া কাজকর্ম্ম না করিলে, নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের উপর হইতে লোকের বিশ্বাস যাইবে এবং তাঁহাদিগের অযশ জগতে চিরদিন থাকিয়া যাইবে। আমাদিগের বিবেচনায় যে সকল স্থানে এই প্রকার গোলযোগ হইতেছে, সে সকল স্থানে এখন সার জর্জ্জ কলের ন্যায় উদ্ধত স্বভাব সম্পন্ন লোককে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করা উচিত নহে। গোলযোগের মীমাংসা করিতে হইলে শীতল মস্তিষ্ক লোকের প্রয়োজন। অতএব ঐ সকল স্থানে শীতল মস্তিষ্ক লোক প্রেরিত হউক।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৪ ঠা মার্চ্চ। লার্ড হার্টিংটন কমন্স হাউসে বলিয়াছেন, দক্ষিণ আফগানস্থানের শান্তিময় বন্দোবস্তের উপর কান্দাহার হইতে সৈন্য উঠাইয়া আনিবার প্রস্তাব নির্ভর করিতেছে না। ঐ বন্দোবস্ত কবে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। পক্ষান্তরে সৈন্য উঠাইয়া আনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে।

গ্লাডষ্টোন সাহেব কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন বায়ুরোদিগের সহিত অল্প দিনের জন্য যে সন্ধি হইয়াছিল, তাঁহার বিশ্বাস এইরূপ যে, তাহার সময় বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লার্ড এনফিলড লার্ড সভায় বলিয়াছেন, রিউটারে ইণ্ডিয়া টাইমসের বাক্য প্রমাণে রুশের মার্ভ অধিকারের কথা কহিয়াছেন কিন্তু রুশেরা বাস্তবিক মার্ভ অধিকার করিবে কি করিয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন সংবাদ পান নাই।

কর্ণেল নিউডিগেট সেনাপতি রবার্টের সমভিব্যাহারী হইয়া নেটালে যাইবেন।

সার ইভলিন উড মেজর জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

ওয়াসিংটন ৪ ঠা মার্চ্চ। সেনাপতি গারফিল্ড ইউনাইটেড ষ্টেটের প্রেসিডেণ্ট পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই মার্চ্চ। লার্ড লিটন যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তদুপলক্ষে গত রাত্রিতে লার্ড সভায় বাদানুবাদ হইয়াছে।

লার্ড ক্রানব্রুক বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি আক্রমণ করিলেন এবং কান্দাহার সম্বন্ধে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের মত কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত তৎসংক্রান্ত কাগজ পত্র উপস্থিত করিবার জন্য আন্তরিক পীড়াপীড়ি করিলেন।

ডিউক আরগাইল বলিলেন, গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি রুশের অঙ্গীকার বা আফগানদিগের প্রতি অটল বিশ্বাসের উপরে স্থাপিত হয় নাই। আফগানেরা গবর্ণমেণ্টের নিস্পৃহ আচরণ দর্শন করিয়া বিনত ও আশ্বস্ত হইবে এই ভাবিয়াই, গবর্ণমেণ্ট কান্দাহার সম্বন্ধে উল্লিখিত রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

আরল লিকন্ফিলড গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বলিলেন, তাঁহার এরূপ বিশ্বাস নয় যে কান্দাহার ভারতবর্ষের প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। লণ্ডনই ভারতবর্ষে প্রবেশ পথ রোধ করিবার যন্ত্র। পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধ্যবসায় ইংরাজদিগের কার্য্যদক্ষতা ও অর্থ ও সৈন্যাদি সংগ্রহকারিতা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনাগণের যুদ্ধ ক্রিয়াই কেবল ভারতবর্ষের প্রবেশ-পথ রোধ করিবার যন্ত্র স্বরূপ।

লার্ড গ্র্যানভিল গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, মারকুইস বিউট কান্দাহারের পরিত্যাগ বিষয়ে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন।

লার্ড সভায় উক্ত প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অবলম্বিত হইল ১৬৫ জন গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে এবং ৭৬ জন গবর্ণমেণ্টের স্বপক্ষে মত প্রদান করিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের প্রধান রাণী ইণ্ডিয়া ক্রাউন অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় মুকুট এই উপাধি পাইয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৪ ঠা মার্চ্চ। এজেন্সি রুশি নামক এক খানি অর্দ্ধ সরকারি রুশ সমাচার পত্র ইণ্ডিয়া টাইমসের মার্ভ অধিকার বিষয়ক পত্রের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই মার্চ্চ। মন্ত্রিগণ আয়র্লণ্ডের নিমিত্ত

যে অস্ত্র বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ্য করিয়াছেন, কমন্স সভায় তাহা দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়াছে।

আয়র্লণ্ডের নিমিত্ত যে বল প্রয়োগ উপায় অবলম্বনার্থ আইন করা হইয়াছে, তাহা আয়র্লণ্ডের ৯টী জিলায় প্রয়োগ করিয়া দেওয়াতে বিদ্রোহের উত্তেজনাকারীরা সেই সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে।

নেটালের শেষ সংবাদ এই, বোয়ারেরা সভাপতি ব্রাণ্ডকে এই কথা জানাইয়াছে যে, তাহারা সন্ধি প্রস্তাব লইয়া বাদানুবাদ করিতে ইচ্ছুক আছে, কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করা তাহাদিগের মনস্থ।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৫ ই ফেব্রুয়ারি। রুশ সমাচার পত্র প্রচার করিয়া দিয়াছে যে, রুশিয়ানেরা আস্কাবাদ ছাড়িয়া যায় নাই।

লণ্ডন ৬ ই মার্চ্চ। কেপের সংবাদ এই যে, বেসুটোলণ্ডে অনবরত বৃষ্টি হওয়াতে যুদ্ধকার্য্য স্থগিত রহিয়াছে

ভিয়ানা ৭ ই মার্চ্চ। ইসচিয়া নামক স্থানে ভূমিকম্প হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। একশতেরও অধিক মনুষ্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

১৯ এ এপ্রেল পারিসে মুদ্রা প্রচলন বিষয়ক যে সভা হইবে, তাহাতে অষ্ট্রিয়া অধিপতি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

ওয়াসিংটন ৬ ই মার্চ্চ। জেমস গিলস্পি ব্লেন্ ষ্টেট সেক্রেটারির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৬ ই মার্চ্চ। সুলতানের প্রতিনিধিগণ ইউরোপীয় প্রধান রাজগণের দূতদিগের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ই মার্চ্চ। ডেলিনিউস পত্রে নেটালের এই সমাচার প্রচারিত হইয়াছে যে, সার ইভলিন্ উডের জোবর্টের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং ৮ দিনের নিমিত্ত সন্ধিবন্ধনে সম্মতি দান করা হইয়াছে।

মরণিং পোষ্ট পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, সার গার্ণেট উলস্‌লি (পিয়ার) এই সম্মাননা সূচক পদলাভ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ই মার্চ্চ। এই সঙ্কট সময়ে আফগানিস্থান হইতে সৈন্য আনয়ন করা নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য, ষ্ট্যানহোপ সাহেব কমন্স সভায় এইরূপ একটী প্রস্তাব করিবার সংবাদ দিয়াছেন।

গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, বোয়ার সভাপতি ক্রুগরের নিকটে সন্ধির যে সকল সর্ত্তের কথা বলা হইয়াছে, তাহার উত্তরদানের অবসর দিবার নিমিত্ত বোয়ারদিগের সহিত সাময়িক সন্ধি করা হইয়াছে। এই অবসরে লেংস্‌নেকস্থ দুর্গরক্ষি সৈন্যদিগের পুনরায় খাদ্য সংগ্রহ করা হইবে।

লণ্ডন ৮ ই মার্চ্চ। গোল্ডকোষ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, স্থানীয় রক্ষার যাবতীয় বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু আশান্তি সৈন্য এখনও দেখা দেয় নাই।

শ্রীযুক্ত আর, এ, অর্ণল্ড ও জেনেরল গর্ডন ষ্টানহোপের প্রস্তাবের সংশোধন করিবার সংবাদ দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট্ সেক্রেটারি প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, পেশোয়ারের রাজস্ব উহারই রাজকার্য্য সম্পাদনের ব্যয়সমাধানে অপর্য্যাপ্ত। চিরকালের নিমিত্ত কান্দাহার যদি অধিকারে রাখা হয়, তাহা হইলে পেশোয়ারের প্রকৃত ব্যয় সংক্ষেপের সম্ভাবনা থাকিবে না।

ট্রান্সভালস্থ দুর্গরক্ষি সৈন্যের নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্য পাঠান হইয়াছে।

কোয়ারসন আক্ট নামে আয়র্লণ্ডের নিমিত্ত যে বলপ্রয়োগ আইন করা হইয়াছে, তাহার বলে ২০ জনকে বন্দী করা হইয়াছে।

গ্লাডষ্টোন সাহেব কহিয়াছেন, পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্যের প্রতিবন্ধ না হয়, এরূপ অবসর বুঝিয়া তিনি কান্দাহার সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্থাপন করিবেন।

শীঘ্র কান্দাহার পরিত্যাগের সম্ভাবনা নাই।

বণিক সভার বাণিজ্যসংক্রান্ত আয় ব্যয়ের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে গত মাসে ৩৬৮২৫০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানি হইয়াছে। গত বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে ১১৫৫০০০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। আর ১৬৮১২৫০০০ টাকা দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসরের সহিত তুলনা করিলে ৩১২৫০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

ডঙ্গারভেনের সভ্য ওডনেল কমন্স হাউসে গত রাত্রে বিশৃঙ্খল ব্যবহার করাতে সভ্যপদ হইতে স্থগিত হইয়াছেন।

আয়র্লণ্ডে কোয়ারসন আক্ট নামক আইনের প্রভাবে যে সকল ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে, ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের প্রধান ব্রেনও সেই সঙ্গে বন্দী হইয়াছেন। তিনি ইউনাইটেড ষ্টেট্ গবর্ণমেণ্টের নিকটে শরণার্থী হইয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ই মার্চ্চ। কোয়ারসন্ আক্ট নামক আইনের অনুসারে আরো অনেককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গোল্ড্‌কোষ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আশান্তির রাজদূত যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অশান্তির রাজা বলেন, তাহা তাঁহার জ্ঞাতসারে হয় নাই। তিনি কখন ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করেন নাই।

লার্ড হার্টিংটন প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, আয়ুব খাঁর প্রেরিত দূত কান্দাহারে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। সেই দূতের সহিত কোন প্রকার সন্ধি প্রস্তাব চলিয়াছে কি না তাহা তিনি জানেন না, আপাততঃ এবিষয়ে অধিক কথা বলা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

লণ্ডন ১০ ই মার্চ্চ। ট্রান্সভালের সংবাদ এই বোয়ার সেনাপতি জোবার্ট উট্রেক্ট জিলাস্থ ইংরাজভক্ত বোয়ারদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন।

সভাপতি ব্রাণ্ড, ইংরাজদিগের সহিত বোয়ারদিগের সন্ধি করিয়া দিবার আন্তরিক চেষ্টা পাইতেছেন।

লণ্ডনে গতকল্য একটী সভা হইয়া গিয়াছে; তাহাতে বিস্তর লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। লার্ড একো সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কান্দাহার পরিত্যাগের বিরোধী প্রস্তাব সকল ঐ সভায় পরিগৃহীত হইয়াছে।

লার্ড হার্টিংটন কয়েক জন প্রেরিত প্রতিনিধির বাক্যের প্রত্যুত্তরে কহিয়াছেন, তিনি বাইমেটালিক কনফরেন্স সভায় উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু আপাততঃ বোধ হইতেছে যাঁহারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে কনফরেন্স সভার অবলম্বিত মুদ্রা প্রচলন-রীতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই নিমিত্ত যে পর্য্যন্ত না নিমন্ত্রণ পত্রের শব্দের পরিবর্ত্ত হয়, সে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইতেছে না। যে সভা স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন পরিত্যাগের ইচ্ছা করিবেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সে সভায় যাইবেন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রৌপ্য মুদ্রাকে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত করিবার ইচ্ছুক আছেন।

বিবিধসংবাদ।

আমাদিগের রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ যখন বাবা পুরদর্শন করিতে গমন করেন, তখন তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ৫ শত টাকা ব্যয়ে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়াছেন। ইহাতে তথাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও কয়েকজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমবেত হইয়া এক শত ব্রাহ্মণ ও বিদ্যালয়ের ৫০ জন ছাত্রকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়াছেন। এই ভোজনের সহিত পরিশেষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলে কর্ম্মটী সম্পূর্ণাঙ্গ হইত।

গবর্ণমেণ্টের ৪ টাকা সুদের কাগজের ১০০৷৷৵০ হইতে ১০০৸৶০ আনা ১৮৭০ অব্দের ৫ টাকার ১০২ ও ১৮৭৯ অব্দের ৪৷৷০ টাকা ১০৯ আনা হইতে ১১০ ও ৫ টাকা সুদের কাগজ ১০১

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেট্রোপলিটান কালেজ পরিত্যাগ করিয়া সিটি কালেজে আসিয়াছেন।

মহীশূরের যুবরাজ সিংহাসনে আরোহণকালে বিস্তর কয়েদীকে কারামুক্ত করিবেন। তাঁহার সব সুখের হইয়াছে, কেবল দুঃখের মধ্যে এই যে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ৫॥০ লক্ষ টাকা আয় বিশিষ্ট বাঙ্গালোরটী ছো দেখাইলেন।

কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য মান্দ্রাজে কালেজ আছে। তত্রত্য বালকেরা গবর্ণমেণ্ট যাহাতে তাহাদিগের জন্য কোন উপাধির সৃষ্টি করেন তজ্জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের দ্বারা গতবর্ষে ১২১ টী কূপ খনন ২৬ টী পুষ্করিণী ৩টী ধর্ম্মশালা, ১ টী বাজার ৮ টী ঘাট ও ১ টী সরাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইগুলি প্রস্তুত করাইতে তাঁহাদিগের ১৮১১২৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

পৃথিবীতে ৩২৮৪ প্রকার ভাষা চলিত আছে। ইহার মধ্যে ইউরোপে ৫৮৭ আসিয়ায় ৯৩৬, আফ্রিকায় ৩৭ ও আমেরিকায় ১২৬৪।

আফগানিস্থানে যে সকল উষ্ট্র ও অশ্বতর হত হইয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গবর্ণমেণ্টের ৬০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কোকন্দা, নাগপুর ও আরোনা নামক স্থান হইতে পেপার করেন্সি তুলিয়া দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া গত ২১ এ ফেব্রুয়ারি ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

বিচারে কোলাপুরের চক্রান্তকারিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তির [illegible] ৮ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ ও জনের ৭ বৎসর ৫ জনের ৫ বৎসর [illegible] জনের ৩ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। অবশিষ্টেরা মুক্তিলাভ করিয়াছে।

অষ্ট্রীয়ার রাজ্ঞী গতবর্ষে আয়র্লণ্ডে শীকার করিতে আসিয়া ২০০০০ টাকা ব্যয় করেন। এবার ইনি শীকারার্থ ইংলণ্ডে আসিয়াছেন।

অহিফেনের চাস ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। গতবর্ষে বেহার এজেন্সির অধীনে ৪১৫২৮০ বিঘা জমীতে অহিফেনের চাস হয়; উহা হইতে ৪১২৬৮ মণ পোস্ত হইয়াছে, এ হিসাবে প্রতি বিঘায় ৪ সের মাত্র পোস্ত জন্মিয়াছে, বারাণসী এজেন্সির অধীনে ৩১৫৮২০ বিঘাতে অহিফেনের চাস হইয়াছিল, উহাতে ৫৬৯৩৭ মোণ পোস্ত জন্মিয়াছে। এ হিসাবে প্রতি বিঘায় ৫॥০ সের ফলিয়াছে। চীনে, ও পারস্যে অহিফেনের চাসের দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। উক্ত স্থানদ্বয়ের অহিফেনের মূল্যও ভারতবর্ষীয় অহিফেন অপেক্ষা অল্প সুতরাং এই সকল কারণে গবর্ণমেণ্টের অহিফেনের ব্যবসায়ে পূর্ব্বে যে লাভ হইত এখন তাহা অপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে, কাজেই এদিকে অহিফেন চাসের জমীর সংখ্যাও দিন দিন কমিতেছে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ১৮৮১ অব্দের মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ১৯৮১৯২৭ মণ চাউল মজুদ হয়। ইহার মধ্যে ৯॥০ লক্ষ মণ রপ্তানির যোগ্য।

১৯ এ শনিবার উপাধি বিতরণের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার বার্ষিক অধিবেশন হইবে। ভাইসচান্সেলর ওঁরিন উইলসন ইহাতে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিবেন।

আরাকানে মেটে-তৈলের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। তথাকার কূপ হইতে নিত্য এখন প্রায় ৬৮৮ পিপা তৈল বাহির হইতেছে। কূপ হইতে কলের দ্বারা তৈল বাহির হইতে আরম্ভ হইলে, নিত্য অন্যূন ৪১০০ পিপা তৈল বাহির হইবে। তথায় এখন সর্ব্ব শুদ্ধ ১৭২ টী তৈলের কূপ আছে।

ওরেণবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, [illegible] কিরগিজ নামক স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব [illegible] দিগকে অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। কেহ বা দ্রব্যের বিনিময়ে পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে, বালিকাগণ ক্ষুধায় প্রাণত্যাগ করিতেছে। তাহাদিগকে বিক্রয় করিতে যাইলে কেহ ক্রয় করে না।

প্রেসকমিশনর লেথব্রিজ সাহেব এবারে গবর্ণর জেনেরলের সহিত সিমলায় গমন করিবেন না, পিয়নিয়র উক্ত পদের লোপাশঙ্কা করিয়া, অনেক কাঁদুনি গাহিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল উত্তরপাড়া হিতকরী সভার একজন হিতৈষী হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ও উক্ত সভার সাহায্যার্থ একশত টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা পোষ্টআফীস সমূহের ডাইরেক্টর জেনেরলের আফীস ১লা কলিকাতায় বন্ধ হইয়া ১১ই এপ্রেল সিমলায় খোলা হইবে।

গত সপ্তাহে বর্দ্ধমানের মহারাজ গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের হিসাবে ৭ লক্ষ সিক্কা টাকা টেঁকশালে প্রেরণ করিয়াছেন।

৫ ই মার্চ্চ শনিবার তালতলার থানায় বজ্রাঘাত পড়িয়াছিল। কিন্তু কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

গত জানুয়ারি মাসে কলিকাতার টেঁকশালে ৮৭৩৯১১ ও বোম্বাই টেঁকশাল হইতে ১৮৫২০২৪৭ টাকা প্রস্তুত হইয়াছে। বিগত বর্ষে কলিকাতা টেঁকশাল হইতে ১০১০২৭১১ ও বোম্বাই হইতে ৩০৯৭৪৩১০ টাকা প্রস্তুত হইয়াছে।

গয়ার ডিষ্ট্রীক্ট জজের নিকট টিকারির মহারাণীর বিরুদ্ধে যে মকদ্দমা চলিতেছে, বাদী তাহাতে ৬০ লক্ষ টাকারও উপর দাবী করিয়াছে।

সাগরের ম্যাজিষ্ট্রেট মাকডোনল্ড সাহেব বড় বাঁচিয়া গিয়াছেন। গত ৪ ঠা যখন তিনি কাছারি করিতেছিলেন, সেই সময়ে বায়ুরোগগ্রস্ত একব্যক্তি একখানি কুঠার হস্তে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য, যেমন উহা উত্তোলন করিয়াছিল, অমনি পশ্চাদ্দিক হইতে একব্যক্তি ধরাতে তিনি সেই যা সামলাইয়াছেন। পাগল ধৃত হইয়াছে।

গত শনিবারে ৪॥০ টার সময় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর টাউনহলে গমন করিয়া [illegible] ঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ মুক্ত করিয়া দেন।

রুষিয়ে নব রাজকুমারের সহিত প্রিন্স ওয়েলসের [illegible] কন্যার বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে।

[illegible] ইংরাজদিগের উপনিবেশ ও [illegible] আক্রমণের বিশেষ সম্ভাবনা আছে বলিয়া, [illegible] সৈন্য প্রেরণের আদেশ হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে, ষ্টেটসেক্রেটারি শীঘ্রই ভারতবর্ষের অস্ত্র সংক্রান্ত আইনের সংশোধনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে [illegible]। ভয়ের বিষয় [illegible] দিবার আদেশ দিবেন না।

[illegible] সহিত [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] নাকি স্থানীয় ব্যাঙ্ক হইতে ১০০০০০০ টাকা লইয়া ব্যয় করিয়াছেন।

জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বোদার পোষ্টমাষ্টার [illegible] চট্টোপাধ্যায় মিথ্যা পার্শেল ভাঙ্গিয়া ও রেজিষ্টারি চিঠি খুলিয়া ৮ শত টাকা চুরি করাতে [illegible] বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা চীফ কোর্টের জজদিগকে এই অনুরোধ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসর হইতে ২য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ভিন্ন, কেহ যেন মোক্তারি করিতে না পারে। ২য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র দুই বৎসর আইন অধ্যয়ন করিয়া যে পরীক্ষা দিবেন তাহাতে যাঁহারা ভালরূপ উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা নিম্ন আদালতের উকীল ও যাঁহারা ভালরূপ পাস না হইতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে মোক্তারি করিতে হইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এবৎসর প্রেসি-

হুগলি কালেজের বাবু হরিহর লাহিড়ী বি, এ পরীক্ষায় প্রথম ও সংস্কৃতে সর্ব্বোচ্চ হওয়াতে রাজা রাধাকান্তের প্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহীশূরের কোন কোন স্থানে সম্প্রতি পীত বর্ণের বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই বারি বর্ষণে তথাকার গ্রামবাসিগণ মহীশূর মহারাজের সুলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। যে যে স্থানে বারি বর্ষণ হইয়া গিয়াছে তথাকার অট্টালিকার ছাদ প্রভৃতির উপর পীতবর্ণের আভা রহিয়াছে।

নিম্নলিখিত প্রতিবাদ পত্রখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, "আপনার ১৮ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে, পাবনার কলেক্টর সাহেব "সিরাজগঞ্জ স্কুল দেখিয়া বড় ভাল লিখিয়া যান নাই।" ইহা শুনিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলাম। কেন না পাবনার কলেক্টর মাননীয় শ্রীযুক্ত কে সাহেব গত মাঘ মাসে এই সিরাজগঞ্জ স্কুল পরিদর্শন করিয়া যে, যথোচিত সন্তোষ লাভ করিয়াছেন, তাহা অত্রত্য স্কুলের পরিদর্শন-পুস্তকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। এমন কি, এই স্কুলের ইংরাজি ভাষার উন্নতি দর্শনে তিনি আন্তরিক সন্তুষ্ট হইয়া ইহার ভবিষ্যত উন্নতির জন্য কয়েকটী নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। এবং এই স্কুলের বর্ত্তমান হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়কে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা পদে উন্নত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া গিয়াছেন।

আমাদিগের দেহুড়দার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—কলিযুগে শিখণ্ডী দেখিয়া আমরা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি। দীপিকার একজন সম্রান্ত পত্রপ্রেরক (মঞ্জুসার হেড দেওয়ান) মহাশয়ের পত্রে অবগত হইলাম যে, মহীশূরের অন্তঃপাতী চিন্নাপাট্টি গ্রামে মহীশূরের রাজার সভাপণ্ডিত শ্রী মহদাদর্শনাচার্য্যের একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় সেই কন্যার "অহোবলম্মা" নাম দিয়াছিলেন। যথাসময়ে তাহার বিবাহ হইল কিন্তু কন্যা ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত ঋতুমতী হইল না। তাহার বক্ষঃস্থল ক্রমে পুরুষের বক্ষঃস্থলের ন্যায় হইতে লাগিল। ক্রমে শ্মশ্রু রক্ষিত হইল, স্ত্রীর আর কোনও চিহ্ন লক্ষিত হইল না। এই সময়ে তাহার পিতা পরলোক প্রাপ্ত হওয়াতে, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি পুত্র সকলে ভাগ করিয়া লইল এবং ভগিনীকে তৎপতির সমীপে প্রেরণ করিল। তাহার ভগিনীপতির পরীক্ষায় "অহোবলম্মা" এক পুরুষ বলিয়া জানা গেল। অহোবলম্মার স্বামী তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া অন্য বিবাহ করিলে পর অহোবলম্মা স্বীয় ভরণ পোষণার্থ বেঙ্গালোর মুন্সেফী আদালতে অভিযোগ করাতে যথাকালে তাহার স্বামী বিচারস্থলে উপস্থিত হইয়া জবাব দিল যে, অভিযোগকারিণী স্ত্রী, স্ত্রী নহে পুরুষ, অতএব আমি উহার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহে অসম্মত। মুন্সেফ বাবু অভিযুক্ত ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ করিয়া অহোবলম্মাকে ডাক্তার সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিলেন। ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা করিয়া সাক্ষী দিলেন যে, "অহোবলম্মা" ১২ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রী ছিল, পরে ২ বৎসর নপুংসক হইয়াছে; তৎপরে সম্পূর্ণ পুরুষ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।" ইহাতে মুন্সেফ বাবু চমৎকৃত হইয়া মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন। বাদিকে কহিলেন তুমি স্ত্রী নহ পুরুষ, স্বামীর নিকট হইতে কোনরূপে খোরাক পোষাক পাইতে পারিতেছ না। তাহার পর সে "অহোবলম্মা" নাম পরিত্যাগ করিয়া অহোবলাচার্য্য নাম ধারণ করিল এবং তাহার উপনয়নাদি কার্য্য সম্পন্ন হইল। এখন সে ভ্রাতাদিগের নিকট হইতে অংশ লইয়া রাজ্য পালন করিতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

যশোহরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ই, এচ, বড়ক রাজসাহীর ১ ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত চমকার সহকারী কমিশনর রিজেট কার্ণাক বারাকপুরের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইলেন ও ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ১৮৮০ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

লোহারডগার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রামচরণ ঘোষ ছোটনাগপুরের পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর হইলেন।

মুঙ্গেরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কুবী ১ লা হইতে ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

এফ, জে, এস কটন হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর কর্ণিশের কার্য্যভার অন্যের উপর নিক্ষিপ্ত হইলে তিনি ঐ জেলার প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র কিছু দিনের জন্য হুগলীতে বদলী হইলেন।

কটকের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু ফিডিয়ান মেদনীপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন সার্প সাহেবের উক্ত পদে নিয়োজিত হইবার যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্রীনাথ ভদ্র দক্ষিণ সাহাবাজপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন বাবু তারিণী শঙ্কর রায়ের উপর উক্ত স্থানে যাইবার যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

বীরভূমের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, এ, ওয়েস সাহেব দার্জ্জিলিঙের ডেপুটী কমিশনর হইলেন।

উড়িষ্যার কোষ্ট কেনাল প্রস্তুত করিবার জন্য হাবড়ার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু শশীভূষণ সেন ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ভূমি সংগ্রহার্থ কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মৌলবী মহম্মদ আবদুল বক কিছু দিনের জন্য বর্দ্ধমান বিভাগের ২ য় শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

ছোটনাগপুরের পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু রাজগোপাল রায় ১৯ এ হইতে ৬ মাস, বালেশ্বরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, জি, কুক ৫ ই হইতে ৩ মাস, কটকের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ ডবলু ম্যাকফার্সন ১ সপ্তাহ অতিরিক্ত বিদায়, দার্জ্জিলিঙের বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসু যে দিন হইতে তিনি ছুটী লইতে ইচ্ছা করিবেন সেই দিন হইতে ২৮ দিন, দার্জ্জিলিঙের ডেপুটী কমিশনর আর, এম ওয়ালার ১ লা এপ্রেল হইতে ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

রাজসাহীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, এচ, বড়ক ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার জন্য ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বারাকপুরের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন রিজেট কার্ণাক ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার জন্য প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শিবনন্দন লাল রায় ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন

ময়মনসিংহের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার শ্রীবস ফৌজদারী আইনের ৫২১ ধারা অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মহান্ত ভাগবৎ রামজান দাস পুরীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মুন্সেফ বাবু অঘোরচন্দ্র হাজরা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বশিরহাটে থাকিবেন।

নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার মুন্সেফ বাবু বরদা প্রসন্ন সোম হুগলীতে বদলী হইলেন কিন্তু প্রায় জাহানাবাদে অবস্থিতি করিবেন।

জাহানাবাদের মুন্সেফ বাবু বিপিন বিহারী সেন নদীয়ায় বদলী হইলেন কিন্তু প্রায় কুষ্টিয়ায় অবস্থিতি করিবেন।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল রঙ্গপুরের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায় নেলপামারীতেই থাকিবেন।

মেদনীপুরের অন্তর্গত নিমলের মুন্সেফ বাবু তারাচরণ রায় চট্টগ্রামে কার্য্য করিবেন কিন্তু প্রায় কক্স বাজারে অবস্থিতি করিবেন।

কক্সবাজারের মুন্সেফ বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পাবনার অন্তর্গত সাহাজাদপুরের কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমোলুকের মুন্সেফ বাবু জগবন্ধু গাঙ্গুলী কটকের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২ য় মুন্সেফ বাবু জয়গোপাল সিংহ তমোলুকে বদলী হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিবেন।

মতিহারির মুন্সেফ বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কার্য্য করিবেন।

ছাপরার মুন্সেফ বাবু তারাপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় সারণের অন্তর্গত মতিহারিতে কার্য্য করিবেন।

পাটনার মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস সারণের অন্তর্গত ছাপরার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

বাবু শ্যামচাঁদ রায় মেদনীপুরের অন্তর্গত গড়বেতার মুন্সেফ হইলেন।

বাবু রাজচন্দ্র সান্যাল ময়মনসিংহের অন্তর্গত সোনগাঁর মুন্সেফ হইলেন কিন্তু ইনি আপাততঃ বাযরগঞ্জে সব জজের কার্য্য করিবেন।

বাবু রাধাকৃষ্ণ সেন নওয়াখালীর অন্তর্গত সন্দীপের মুন্সেফ হইলেন; কিন্তু ইনি এখন হুগলীতে সব জজের কার্য্য করিবেন।

বারিষ্টার বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবারের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু এখন ইনি বারাসতেই মুন্সেফী করিবেন।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত আরারিয়ার মুন্সেফ এটর্নি বাবু হেমচন্দ্র মিত্র মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বহরমপুরের মুন্সেফ হইলেন।

ঢাকার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের মুন্সেফ বাবু যদুনাথ দাস পূর্ণিয়ার অন্তর্গত আরারিয়ার ভার গ্রহণ করিলেন।

নওয়াখালীর অন্তর্গত বেগমগঞ্জের মুন্সেফ বাবু অক্ষয়কুমার বসু ঢাকার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

সন্দীপের মুন্সেফ বাবু হরকুমার দাস বেগমগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন।

আরারিয়ার প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু কপালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সন্দীপের কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন।

বাবু গোপাল চন্দ্র বসু এম, এ, বি এল, দীনাজপুরের অন্তর্গত চিন্তামনের মুন্সেফ হইলেন।

বাবু কালীকৃষ্ণ চৌধুরী বি, এল, মেদনীপুর সদর ষ্টেসনের মুন্সেফ হইলেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার জন্য ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হাবড়ার সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ আবুবকর ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চিন্তামনের মুন্সেফ বাবু শ্যামাকিশোর বসু যে দিন হইতে ছুটী লইতে ইচ্ছা করিবেন, সেই দিন হইতে ২ মাস, এবং মেদনীপুরের ১ ম মুন্সেফ বাবু বিনোদ বিহারী চৌধুরী ২১ এ ফেব্রুয়ারি হইতে ৩ মাস ছুটী পাইয়াছেন। ত্রিহুতের অন্তর্গত হাজিপুরের ২য় মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১ ই ফেব্রুয়ারি হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যে প্রতিবিক্ত বিদাবাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা রহিত হইল।

সংবাদদাতার পত্র

জামালপুর।

আজকাল জামালপুরে সজোরে বসন্তের হাওয়া বহিতেছে হাওয়ায় এত ধূলি উড়াইতেছিল যে লোকের চক্ষু বাঁচাইয়া পথের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সুখের বিষয় কয়েকটী বাঙ্গাল মেয়ের গায়ে হরিদ্রার দিন এক পসলা বৃষ্টি হইয়া যাওয়ায় ধূলার দৌরাত্ম্য অনেক কমিয়াছে, আমরা নির্ব্বিঘ্নে রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেছি। এখানে বসন্তের প্রারম্ভে কোকিলের ঝঙ্কার কিম্বা বৃক্ষের নবপল্লব দেখা যায় না, তবে মৌও বৃক্ষগুলি সর্ব্বাগ্রেই নব পল্লব ও নবপুষ্পে শোভা দিয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে আমাদের অনৈক বন্ধুর পরিচারিকা স্বর্ণকারের দোকান হইতে ৩০ টাকা আন্দাজ মূল্যের এক জোড়া হাক চৌদানি লইয়া দেখাইতে যাইতেছিল। ইত্যবসরে একটী চীল কাগজে মোড়ক করা চৌদানি দৃষ্টে খাদ্য দ্রব্য ভ্রমে অপহরণ করিয়াছে। কেরাণিগিরির রক্তউঠা টাকা এপ্রকার চীল শকুনে নষ্ট করিলে বড়ই কষ্ট হইয়া থাকে।

বিগত ২০ এ ফাল্গুন অত্রত্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষাল মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শশিভূষণ ঘোষালের সহিত শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের কন্যার শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র জামালপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন, দেখিতে শুনিতে মন্দ নহেন। ইনি পিতা মাতার অগোচরে এ বিবাহ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে সম্বন্ধটী অনেক দিন হইতে গোপনে গোপনে হইতেছিল এবং মধ্যে কলিকাতা হইতে দুইটী বাবুও পাত্র দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকের নিকট বালকের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়া লন। আমরা বালকগণকে শিক্ষকের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া বিদ্যালয়ে দিয়া থাকি। দুঃখিত হইলাম যে, শিক্ষক মহাশয় এ ঘটনা বালকের পিতা মাতাকে না জানাইয়া গোপন রাখিয়াছিলেন। ছাত্র বলিয়াও যদি তাঁহার স্নেহ না থাকে, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর অপেক্ষা কালীকৃষ্ণ ঘোষাল তাঁহার বিশেষ বন্ধু অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু উভয়েরই বাস জামালপুরে। এ সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে অনেক রহস্য প্রকাশ পাইতেছে। জনরব এই—এক কায়স্থ যুবা এবিবাহে ভগ্ন পাইক ও ঘটকের কাজ করিয়াছিল। লোকটী বেশ সুরসিক। শুনিলাম বালককে রেলওয়ে ট্রেণে রওনা করিয়া দিয়া নিজে যেন কিছু জানে না এই ভাব প্রকাশ করে এবং শ্রবণ মাত্র "মা লক্ষ্মী" এইরূপ শব্দ করিয়া থিয়েটরি ধরণে মূর্চ্ছা যায়। তৎপরে বালকের পিতা মাতার নিকট গমন করিয়া দেখে, তাঁহারা বুক চাপড়াইয়া রোদন করিতেছেন তদ্দৃষ্টে সেও কিছুক্ষণ বুক চাপড়াইয়া করে "আমি অদ্যই রওনা হইয়া লক্ষ্মীকে ফিরাইয়া আনিব, যদি পাই আনিব, নচেৎ আর জামালপুরে ফিরিব

যদি বিবাহ হয় লক্ষ্মীর ঘটকালি লইয়া সকলের সোসাহেবি করিব; আর ফিরিব না বলিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে যাতায়াতের ট্রেন ভাড়া লইয়া প্রস্থান করে এবং বিবাহ পর্য্যন্ত থাকিয়া সকল কাজ শেষ হইলে এক্ষণে এখানে প্রত্যাগমন করি

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কল্পদ্রুম মাসিক পত্র।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থা, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, বল্লালসেন সম্বন্ধে একটী ভ্রমের প্রতিবাদ, ইতিহাস ও পুরাণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা, মনুসংহিতা, যোগতত্ত্ব, হংসপ্রয়াণ, পদ্য এই ৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘর সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—১, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতার ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-...দায় জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

ইহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এইরূপ গুণযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের শিথিলতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন নিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দয়ালদাস বসু, এল এম এস

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "

বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৫৯ নং বাটী।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত-তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ ম

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং" ১৯ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৭ সাল। ৯ ই চৈত্র। ইং ১৮৮১। ২১ এ মার্চ্চ।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

প্রেরিতপত্র।

নূতন ব্যবসায়ের দালালী।

সম্পাদক মহাশয়! আমরা একটী নূতন ব্যবসা করিবার মনস্থ করিয়াছি। এ ব্যবসায়ে মূল ধন চাই না, অথচ বেশ দশ টাকা লাভ আছে। হয় ত এই ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকা সঞ্চিত করিয়া লইব এবং বঙ্গদেশ মধ্যে একজন বিখ্যাত লোক হইয়া দাঁড়াইব। আমাদের নূতন ব্যবসার বিজ্ঞাপনটী আপনার সুবিখ্যাত সোমপ্রকাশকে কিছু দিন বিনা ব্যয়ে বহন করিতে হইবে। আপনি প্রবীণ সম্পাদক, আপনাকে আমরা বঞ্চিত করিব না, লাভের অংশ হইতে যথাযোগ্য অংশ প্রদান করিব। বঙ্গ জীবদিগকে বিনা মূল ধনে নূতন ব্যবসার পথ দেখাইব। সে ব্যবসাটী কি? বোধ হয় জানিবার জন্য আপনি এবং আপনার পাঠকবর্গ বিশেষ কৌতূহলী হইতে পারেন। সে ব্যবসাটী "[illegible] বাজারের দালালী।" বলি শুনুন [illegible] একটু নূতন

কেবল ঘটক নামে ত এক প্রকার দালাল আছে।” আছে সত্য, কিন্তু তাহারা ইংরাজীতে মেরিট বলিতে পারে না, কয় পরুষের পরিবর্ত্তে কয়টা পাশ তাহা নির্দ্ধারণের পদ্ধতি জানে না এবং কোন্ বালক কোন্ স্কুলের কোন্ ক্লাশে পড়ে তাহাও স্মরণ রাখিতে পারে না। আমরা এই দুঃখে স্থির করিয়াছি বিজ্ঞাপন দ্বারা কাহার কয়টী পুত্র আছে এবং ছেলেগুলি পাশালো কি পাশালো এবং কত দরে বিক্রয় করিতে পারেন জানিয়া লইব এবং কাহার কয়টী কন্যা আছে তাঁহাদের কিরূপ অবস্থা এবং কি দরের তিনি পাত্র চাহেন আমাদিগকে অভূত করিবেন আমরা তদনুসারে সরবরাহ করিব এবং বিবাহ রাত্রে স্বয়ং শরীরে এবং পোষ মেকাপে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিবাহান্তে লুচি চিনির ফলার খাইব। তৎপরে গহনাদির একটা ইষ্টিমিট করিয়া শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে কমিশন লইয়া চলিয়া আসিব।

আমরা ড্যামেজ মাল বিক্রয় করিব না; যদি দেখি কোন মাল বিবাহের পূর্ব্বে বিদ্যালয় ছাড়িয়া ড্যামেজ হইতেছে, অর্থানুকূল্য করিয়া তাহাকে বিদ্যালয়ে দিব এবং যতদিন বাজারে দরে বিক্রয় না হয়, ঐ প্রকার খাঁট দিতে থাকিব। পরে বিবাহ হইলে আমাদের কমিশন বাদ খরচার টাকা কাটিয়া লইব। আমরা এই ব্যবসার জন্য গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়া পাঁচ বৎসর মিয়াদে লাইসেন্স নিয়া একচেটিয়া করিয়া লইব। এবং মফস্বলে ব্যবসার জন্য এক একজন এজেণ্ট রাখিব। গ্রাহকগণ এজেণ্টদিগকে বায়নার টাকা দিয়া রসিদ লইতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন এই ব্যবসার জন্য আমাদের একটী অফিস ও একটী সভা থাকিবে। অফিসে বালক বালিকার সংখ্যা নির্ণয় জন্য ১৫ টাকা বেতনের সাত শত কেরাণীর আবশ্যক হইবে। বিজ্ঞাপন স্থির হইলে নম্রপ্রার্থিগণ প্রশংসাপত্র সহ আবেদন করিতে পারেন। এক্ষণে আমাদের স্থানাভাব।

সভা হইতে কতকগুলি নিয়ম হইবে। যথাঃ—যদি কেহ আমাদের অজ্ঞাতসারে পুত্র কন্যার বিবাহ দেন, রাজদ্বারে দণ্ড পাইবেন। আমরা খেসারতের দাবিতে যত টাকার ইচ্ছা নালিস করিতে পারিব। বৃদ্ধ বয়সে যদি কেহ কিছু কোম্পানীর কাগজ পাইতে ইচ্ছা করেন, আমাদিগকে জানাইয়া এবং পরিচারিকাকে ৬ মাসের জন্য নোটিশে রাখিয়া তৎস্থানে একজন একটীন দিয়া তাঁহাকে ড্যামেজ নাম খণ্ডন করিতে পারেন। তাঁহার নাম খণ্ডন হইবামাত্র আমরা একটী বালিকাকে এনগেজ করিয়া তাঁহার এক হাতে দিব অপর হস্তে এক খানি চতুর্গুণ বিশিষ্ট কোম্পানির কাগজ দিব। বালিকা তাঁহার পরিচারিকার স্থলে পেট ভাতায় কাজ করিবে। কিন্তু এরূপস্থলে আমরা অঙ্ক চতুর্থাংশ কাটিয়া লইব। (৩) যদি কাহারও পুত্র ৮। ৯ বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল হন। তিনি আমাদের বিনা অনুমতিতে পুত্রকে বিদ্যালয় ছাড়াইয়া ড্যামেজ করিতে পারিবেন না। এরূপ স্থলে নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন এবং আমাদিগকেও করিবেন, এটী যেন স্মরণ থাকে। (৪) “বাক্য দান করিলে সম্প্রদান করা হয়” এ নিয়ম আর চলিবে না। ব্যবসাদার মাত্রেরই মিথ্যা বলিতে হয়। অতএব যদি কেহ নিজ পুত্রের কোন স্থানে বহুদিন হইতে সম্বন্ধ করিয়া থাকেন, পাত্রে হরিদ্রার পূর্ব্বদিন “ছেলে এক্ষণে বিবাহ করিবে না” বলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন। তাহা হইলে পাত্রীর পিতা জাতি যাইবার ভয়ে যথা সর্ব্বস্ব ব্যয়ে অপর পাত্রের জন্য আমাদিগকে অর্ডার করিবেন। আমরা বেশ দশ টাকা লাভ করিব। (৫) ব্যবসা করিলেই হাজা শুকা সকল প্রকার থাকিতে পারে। এজন্য আমরা দায়ী নহি, তবে বিবাহের রাত্রে দেখাইয়া বিক্রয় করিব। পরে যদি দোকান থায় ফেরৎ রাখিবার দোষ। (৬) আমরা বাজার দর গবন করিব না—ফাষ্ট, সেকেণ্ড, থার্ড, তিন রেটের দর বাঁধিয়া রাখিব, যাহার যেরূপ আবশ্যক পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন। কোথায় পাত্র কোথায় পাত্র করিয়া কাহার আর ঘুরিয়া বেড়াইবার আবশ্যক হইতেছে না। আমরা বিলাত থেকেও আমদানী করিব মনস্থ করিয়াছি; কিন্তু ম্যানচেষ্টরের ভয়ে সাহস হইতেছে না।

সম্পাদক মহাশয়! আপনাকে আমরা ঐ প্রদেশের এজেণ্ট পদে বরণ করিলাম। এ ব্যবসা সম্বন্ধে আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে বলিয়া বাধিত করিবেন।

উক্তবৃত্তির দালাল
আপনার
জামালপুরস্থ সংবাদদাতা।

৺ প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া।

গত ১৫ ই ফাল্গুন শুক্রবার রাত্রি ৩॥০ ঘটিকার সময়, গৌরীপুরাধিপ রায় প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর গৌরীপুর অনাথ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। ইহাঁর বয়স ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। ইহাঁর আকার মধ্যম প্রকার ও উত্তম শ্যামবর্ণ ছিল। ইহাঁর চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ ও স্বভাবতঃ রক্তবর্ণ, মুখ ঈষৎ গোল এবং শ্মশ্রু চিরকাল অক্লিপ্ত ছিল। শরীর অত্যন্ত বলিষ্ঠ বলিয়া মৃগয়াবিষয়ে বিশেষ অনুরাগ ছিল।

১০ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া মাতা শ্রীমতী তারিণীপ্রিয়া বড়ুয়ানী মহোদয়ার যত্নে পালিত, বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষায় শিক্ষিত হন। ১৬ বৎসর বয়সে গোয়ালপাড়ার আসিষ্টাণ্ট কমিশনর সাহেবের নিকট জমিদারী কার্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আপন সম্পত্তি মাতৃহস্ত হইতে লইয়া এতকাল পর্য্যন্ত সুচারুরূপে জমিদারী কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন।

প্রজাদিগের সন্তোষ ক্রমে আপনার সম্পত্তির প্রায়, ৯০,০০০ হাজার টাকা কর বৃদ্ধি করেন।

নিজ দুঃখি প্রজাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে মধ্যম শ্রেণীর বঙ্গবিদ্যালয়, পাঠশালা স্থাপন ও নিজ বাটীতে একটী চতুষ্পাঠী এবং মধ্যম শ্রেণীর একটী ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনপূর্ব্বক অসীম কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নিজ বাটীতে একটী সদাব্রত আছে। আতিথিক লোক আসুক না কেন সকলেরই আপন আপন পদমর্য্যাদানুসারে আতিথ্য হইয়া থাকে।

উক্ত রায় বাহাদুর মহোদয় যে চরম পত্র লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ঐ সমুদয় কার্য্য অব্যাহত রাখিবার আদেশ করিয়াছেন। ইহাঁর নিকট বিদ্বানের বড় আদর ছিল। গরীব দুঃখি সকলকেই যথোচিত দান করিতেন। বিশেষ দায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে কেহই বিমুখ হইতেন না। অনাহূত ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণগকে আশাতিরিক্ত ফল প্রদান করিতেন। বিচারালয় সংস্থাপন জন্য গবর্ণমেণ্টকে আপন জমীদারীর মধ্য হইতে গুবড়ি পরগণা দান করেন। ভোট যুদ্ধে, শ্রী শ্রীমতী মহারাণীর সাহায্য করিয়া রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। লুসাই যুদ্ধে সাহায্য করিয়া এক বহু মূল্য বন্দুক পাইয়াছিলেন। এবং গারোদের গোলযোগেও সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে সাধ্যমত সাহায্য করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

ইহাঁর হিন্দু ধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তি থাকায় তদ্ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। এমন কি ইহাঁর মৃত্যুতে হিন্দুধর্ম্ম এ প্রদেশ পরিত্যাগ করিবে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁর ন্যায় ধার্ম্মিক, বদান্য, সদাশয় লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে ক্রমশঃ চারিটী বিবাহ করিয়াও পুত্র মুখ দেখিতে পান নাই। শেষে নিরুপায় হইয়া চারি পত্নীকেই দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। রায় বাহাদুর মহোদয় স্বীয় প্রতিষ্ঠিত সৎকার্য্যাদির বিশৃঙ্খলা আশঙ্কা করিয়া স্বয়ংই বিবেচনা পূর্ব্বক আপনার অভিমত ধার্ম্মিক কার্য্যক্ষম দেখিয়া আপন সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত এক্‌জিকিউটার নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নীলমণি বাবুর রঘু ও ভট্টি।

অনেকে বলেন আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা হয় না। একথা যথার্থ বটে, ইহার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে সংস্কৃত পুস্তকের উত্তম সংস্করণ পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ অদ্য আমরা নীলমণি বাবুর রঘু ও ভট্টির সংস্করণের দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

(১) মল্লিনাথ

অথাভ্যর্চ্য বিধাতারং প্রয়তৌ পুত্রকাম্যয়া।
তৌ দম্পতী বশিষ্ঠস্য গুরোর্জগ্মতুরাশ্রমম্ ॥'

রঘুবংশ, ১ম সর্গ, ৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'দম্পতী' পদ বিষয়ে "দম্পতী জায়াপতী রাজদন্তাদিষু জায়াশব্দস্য দমিতি নিপাতনাৎ সাধুঃ" এই কথা বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এই:—'রাজদন্তাদিষু পরম্' (পাঃ ২।২।৩১) সূত্র অনুসারে রাজদন্ত প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ প্রয়োগে পূর্ব্ব শব্দ পরে প্রযুক্ত হয়। যথা দন্তানাং রাজা এই সমাসে রাজদন্ত হইল। এই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভট্টোজিদীক্ষিত লিখিয়াছেন 'জায়াশব্দস্য জম্ভাবো দম্ভাবশ্চ বা নিপাত্যতে'। ইহার অর্থ, জায়া শব্দ স্থানে বিকল্পে জম্ ও দম্ আদেশ হয়। (সিদ্ধান্ত কৌমুদী, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সংস্করণ, ৪৩২পৃঃ)। নীলমণি বাবু এস্থলে তাঁহার পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় 'যথা' দিয়া এক অপূর্ব্ব বিগ্রহবাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। সেই বিগ্রহবাক্য এই: 'দমস্য গৃহস্য পতী অধিকারিণী'। এই বাক্যের যে কি অর্থ, তাহা নীলমণি বাবুই অবগত আছেন। যথার্থ বটে, ঋগ্বেদে 'দম' শব্দের গৃহ অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। যথা 'বর্দ্ধমানং স্বে দমে'। কিন্তু এই শব্দের এই অর্থে প্রয়োগকে বৈদিক প্রয়োগ কহে, ইহা লৌকিক প্রয়োগ নহে। বোধ হয়, আমাদের সংস্কারক মহাশয় বৈদিক ও লৌকিক এই দুই প্রয়োগের বিভেদ অবগত নহেন। প্রাচীন ঋষিগণ লৌকিক-বিরুদ্ধ অনেক পদের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদিগকে আর্ষ প্রয়োগ কহে। তাহা বলিয়া যে আমরা সেই প্রকার প্রয়োগ করিব এবং প্রয়োগ করিলে যে হেয় ও অশুদ্ধের হইবে না, তাহা অসম্ভব। সেই প্রকার নীলমণি বাবু বৈদিক 'দম' শব্দ আনিয়া 'পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টম্' (পাঃ ৬।৩।১০৯) সূত্র অনুসারে অকারের নাশ করিয়া 'দম্পতী' পদ সিদ্ধ করিলেন। যে স্থলে কোনও প্রকারে কতকগুলি পদ সিদ্ধ না হয়, সেই সেই স্থলেই 'পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টং' সূত্রের আবশ্যক। নীলমণি বাবুর স্বকপোলকল্পিত অনাবশ্যক বিগ্রহবাক্যের সিদ্ধির নিমিত্ত পাণিনি এই সূত্রের সৃষ্টি করেন নাই।

২। সংস্কারক মহাশয় রঘুবংশের ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন 'স্ব ঈরম্ স্বৈরং স্বৈচ্ছা প্রাপ্তম্'। 'স্বৈচ্ছা' ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ। বোধ হয় আমাদের সংস্কারক মহাশয় 'স্বাক্ষয়োরীরোহিন্যোঃ' (মুগ্ধবোধ, সন্ধিপ্রকরণ, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংস্করণ, ১৮ পৃষ্ঠা) সূত্রটী সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। ইহার অর্থ এই 'স্ব' শব্দের অকারের পর 'ঈর' শব্দের ঈকারের ও 'অক্ষ' শব্দের অকারের পর উহিনী শব্দের উকারের বৃদ্ধি হয়। এস্থলে সংস্কৃতজ্ঞ মহোদয়গণ দেখুন, আমাদের সংস্কারক মহাশয় 'স্বৈচ্ছা' লিখিয়া কি এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি করিলেন! যদ্যপি এই সংস্করণে মুদ্রণ দোষের অসম্ভব নাই, তথাপি তাহার উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া উঠে। সুতরাং তদ্বিষয়ে বিরত রহিলাম।

৩। সংস্কারক মহাশয় রঘুবংশের ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ—(যৎ অত্র বরাহময়ূরাদীনাং মলিনিমা শ্যামত্বং টীকাকারেণ ব্যাখ্যাতং তন্ন সমীচীনং")। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে "মলিনিমন" শব্দ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ। বোধ হয় "গুণাদিমন্ ভাবে" (মুগ্ধবোধ, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংস্করণ তদ্ধিত প্রকরণ, ২৬০ পৃষ্ঠা) এই সামান্য সূত্র দেখিয়া ইহাঁর ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে।

৪। আমাদের সংস্কারক মহাশয় রঘুবংশের ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "আদৌ সুপ্তা পশ্চাদুত্থিতা সুপ্তোত্থিতা। "যস্য চ পূর্ব্বকালে" ইত্যনেন সমাসঃ। পূর্ব্বকালৈক সর্ব্বজরৎপুরাণনবকেবলাঃ সমানাধিকরণেন" ২।১।৪৯ পাঃ (তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সংস্করণ ৩৫৪ পৃঃ) সূত্র অনুসারে সমাস বিধেয়।

৫। সংস্কারক মহাশয় রঘুবংশের ১২৩ পৃষ্ঠায় "যথা" দিয়া লিখিয়াছেন "গবয়োর্দানং ইতি গোদানং। গোমিথুনং দক্ষিণা ইত্যাশ্বলায়নে উক্তত্বাৎ। কেশশব্দেন শ্মশ্রুরত্র বিবক্ষিতঃ"। এস্থলে "গো" শব্দের ষষ্ঠীর দ্বিবচনে যে "গবয়োঃ" পদ হয় তাহা সম্পূর্ণ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ। পাঠক মহাশয়গণ আবার দেখুন "শ্মশ্রুরত্র বিবক্ষিতঃ" লিখিত হইয়াছে। "শ্মশ্রু" শব্দ যে ক্লীবলিঙ্গ তাহা বোধ হয় এণ্ট্রান্সপরীক্ষার্থিরাও সম্যক অবগত আছেন। সমস্ত কথা সম্যকরূপে বলিতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া উঠে। এবং সমস্ত পুস্তক পাঠ করিতে গেলে সময়ও অনেক নষ্ট হয়। এজন্য এখানে সেখানে পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম, যে পাতা দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সেই পাতে যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বস্তুতঃ আমার উল্লিখিত ভিন্ন যে এই সংস্করণে ভ্রম ও প্রমাদ নাই তাহা নহে।

৭। সংস্কারক মহাশয় রঘুবংশের ১৪২ পৃষ্ঠায় "বৃত্রহা" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইয়াছে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম, ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অপেক্ষা নিজের বিদ্যাবত্তা প্রকাশ মাত্র। Western Scholar. আরম্ভ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সায়নাচার্য্যের মত। তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নামোল্লেখের আবশ্যক কি?

৮। আমাদের সংস্কারক মহাশয় রঘুবংশের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "ভ্বাদিগণীয় চলধাতোঃ শতৃপ্রত্যয়েন চলন্নিতি পদং নিষ্পন্নম্"। এস্থলে বক্তব্য এই যে ভ্বাদিগণীয় চলধাতুর উত্তর শতৃ করিয়া "চলন্" পদ সিদ্ধ হয়। "চলয়ন্" সিদ্ধ করিতে হইলে ণিজন্ত চলধাতু বলা উচিত ছিল।

৯। সংস্কারক মহাশয় (রঘুবংশ অগ্রভাগ) ৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "গোদানমিতি ছেদনার্থকস্য দাধাতোঃ অনট্ প্রত্যয়েন সিদ্ধম্। দা—দাতি, অদাসীৎ, দদে। কর্ম্মণি দায়তে।" ছেদনার্থক "দা" ধাতু পরস্মৈপদী, সুতরাং "দদে" ব্যাকরণ বিরুদ্ধ। লট বিভক্তিতে দাতি পদ হয়, দাতি প্রয়োগ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ।

১০। সংস্কারক মহাশয় (রঘুবংশ, অগ্রভাগ) ১১ পৃষ্ঠায় শাসধাতুর "অশাসৎ" একপদ দিয়াছেন, ইহা যে কোন লকারের, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বোধ হয় সংস্কারক মহাশয়ের মতে ইহা লুঙের প্রথম পুরুষের (পরস্মৈপদ) এক বচনের পদ। কিন্তু তাহা অসম্ভব। কারণ, তাহা হইলে, "অশিষৎ" হইত।

১১। এক্ষণে বাঙ্গালা অনুবাদের কিয়দংশ দৃষ্টি পথে পতিত হইল।

মূলশ্লোক।

ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তুর্গুণোদয়ং।
আকুমারকথোদ্ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ ॥

রঘুবংশ, ২০ শ্লোক, ৪ র্থ সর্গ।

অনুবাদ। শালিরক্ষায় নিযুক্ত কৃষকরমণীগণ ইক্ষুচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া সেই রক্ষা কর্ত্তা রঘুর গুণগ্রাম হইতে উৎপন্ন যে যশ, তদ্বিষয়ক গাথা সকল গাইতেছিল।

মূলশ্লোক।

অবাকিরন্ বয়োবৃদ্ধাস্তং লাজৈঃ পৌরযোষিতঃ।
পৃষতৈর্মন্দরোদ্ধূতৈঃ ক্ষীরোর্ম্ময় ইবাচ্যুতম্ ॥

রঘুবংশ, ২৭ শ্লোক, চতুর্থ সর্গ।

অনুবাদ। বয়োজ্যেষ্ঠ পৌরযোষিদগণে যাত্রাকালে রঘুর উপর মাঙ্গল্যলাজ বর্ষণ করিলেন;

উচিত ছিল। বিগ্রহবাক্য দেখাইতে হইলে অলৌকিক বিগ্রহবাক্য দেখান উচিত ছিল। সেই অলৌকিক বিগ্রহবাক্য এই:—'ষষ্ঠী অম্ আরুঢ়ঃ সি'।

২৬। আমাদের সংস্কারক মহাশয় ভট্টির ১৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "বনেচরাগ্রাণাং দ্বিষন্! হে ঋষিহিংসক! সম্বন্ধে ষষ্ঠী।" 'বনেচরাগ্রাণাং' পদে সম্বন্ধে ষষ্ঠী না বলিয়া শতৃপ্রত্যয়ান্ত দ্বিষ্ ধাতুর যোগে ষষ্ঠী বলা উচিত ছিল। কারণ "দ্বিষঃ শতুর্বা" বলিয়া একটি বার্ত্তিক আছে। (সিদ্ধান্তকৌমুদী, ৩০৪ পৃ০) এই বার্ত্তিকটির অর্থ, শতৃপ্রত্যয়ান্ত দ্বিষ্ ধাতুর যোগে বিকল্পে ষষ্ঠী হয়।

২৮। আমাদের সুনিপুণ সংস্কারক মহাশয় ৫ ম সর্গের ১০৮ শ্লোকের টীকায় (ভট্টিকাব্য ১৭৮ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, "যে চরন্তীতি খচরাস্তেষাং উত্তমঃ খচরোত্তমঃ জটায়ুঃ।" এস্থলে বক্তব্য এই যে, সংস্কারকমহাশয় 'ন নির্দ্ধারণে' ২।২।১০ পাণিনি সূত্রটি জানেন নাই বলিয়া বোধ হইতেছে। এই সূত্র দ্বারা নির্দ্ধারণার্থ ষষ্ঠী সমাস নিষিদ্ধ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য। (১)

শ্রীরামনারায়ণ অগস্তি।

১৫ নং মিরজাফর্ লেন

কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ

৯ ই চৈত্র সোমবার।

রুশরাজ দ্বিতীয় আলেগ্জাণ্ডরের অপমৃত্যু।

আজ আমরা আর একটী শোচনীয় সংবাদ প্রদান করিয়া পাঠকগণের চিত্তকে উদ্বেজিত করিতে চলিলাম। লার্ড বিকন্সফিল্ডের কূটবুদ্ধি যে রুশরাজ দ্বিতীয় আলেগ্জাণ্ডারের বুদ্ধিচক্র ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই; যিনি নিজ বুদ্ধিবলে ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণকে হতবুদ্ধি প্রায় করিয়া তুরস্করাজ্যে সংগ্রামের অভিনয় করেন; মধ্য আসিয়ায় যাঁহারা জয়কার্য্য ও বুদ্ধিকৌশল দর্শন করিয়া ইংরাজেরা কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আফগান যুদ্ধরূপ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; ব্রিটিশসিংহও যাহাকে বরাবর ভয় করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, সেই রুশরাজ দ্বিতীয় আলেগজাণ্ডার আর ভূতলে নাই। তিনি হত্যাকারীর হস্তে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার বধার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কয়েকজন দুরাত্মা গাড়িতে বোমা ফেলিয়া দিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। তাহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। দুরাত্মারা অনেক দিন অবধি তাহার প্রাণবধের সংকল্প করিয়া সেই চেষ্টায় ফিরিতেছিল, এইবারে কৃতকার্য্য হইয়াছে।

এক বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বরকে ধড় ফড়ন্ত বধ করিয়া হত্যাকারিদিগের যে কি ইষ্ট লাভ হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাতে ব্যক্তি বিশেষের কোন উপকার দেখিতেছি না, সাধারণেরও কোন উপকার দেখিতেছি না। রোমকেরা টারকুইনস সুপর্ব্বস্কে দূরীভূত করিয়া রোমে যেরূপ সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিল এবং ব্রুটস ও তাঁহার সহচরগণ জুলিয়স সীজারের প্রাণসংহার করিয়া সেই সাধারণতন্ত্র অবিলুপ্ত রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এ স্থলে সে প্রকার কোন চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। নিহিলিষ্টেরা একনায়ক তন্ত্রের বিদ্বেষী, তাহারা রুশরাজ দ্বিতীয় আলেগজাণ্ডারকে বধ করিয়া রুশে সাধারণতন্ত্র স্থাপনে উদ্যত হইয়াছে, রিউটর এ সংবাদ দেন নাই। একজন হত হইলেন, আর একজন অবিবাদে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহার অভ্যন্তরে সাধারণতন্ত্র স্থাপন চেষ্টা থাকিলে নূতন রাজা কখন নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিতেন না। রিউটর বরং এ সংবাদ দিয়াছেন, প্রজাগণ নূতন রাজার রাজ্যাভিষেকে সবিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিয়াছে, প্রত্যুত, হত সম্রাটের নিমিত্ত শোকপ্রকাশ করে নাই। এ সমাচার পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, দ্বিতীয় আলেগ্জাণ্ডর অত্যাচারী ছিলেন। তিনি প্রজার অনুরাগভাজন ছিলেন না। কিন্তু তিনি যেরূপ প্রজার অকপট হিত চেষ্টা পাইয়াছিলেন, রুশের অন্য রাজারা সেরূপ পান নাই। তিনি ২৩০০০০০০ প্রজাকে দাসবৎ অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

যে হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে, তাহার নিকট হইতে যে হত্যার প্রকৃত কারণ জানিতে পারা যাইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। সে এমনি মুখ মুদ্রণ করিয়াছে যে তাহার সে মুদ্রা ভঙ্গ করা কাহারও সাধ্য নয়। পুলিষকর্ম্মচারিরা ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লার্ড মেয়ো ও বিচারপতি নর্ম্যাণের হত্যাকারিদিগের নিকট হইতে বহু প্রয়াস পাইয়াও হত্যাকারণের আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আর রুশরাজের হত্যাকারীর মুখ হইতে তাহার হত্যার প্রকৃত কারণের যে কেহ নিষ্কাশন করিতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না। মানুষ কখন্ যে কোন্ অভিপ্রায়প্রণোদিত হইয়া কি কার্য্য করে, তাহার নির্ণয় করা সহজ নয়। এথেন্সের ন্যায়পরায়ণ আরিষ্টাইডিস্ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন বলিয়াই নির্বাসিত হইয়াছিলেন। রুশরাজ দ্বিতীয় আলেগ্জাণ্ডর সেইরূপ কোন সৎকার্য্যকর্ত্তা বলিয়া হত হইলেন কি না তাহার নির্ণয় করা কঠিন।

রুশরাজ দ্বিতীয় আলেগ্জাণ্ডারের হঠাৎ মৃত্যু হইল, তিনি অন্য বিষয়ে কি, তাঁহার অবলম্বিত রাজনীতির বিষয়েই বা কি, তাঁহার উত্তরাধিকারীকে কোন কথা বলিয়া যাইতে পারিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। তাঁহার উত্তরাধিকারীও কিরূপ নীতি অবলম্বন করিবেন, রাজ্যে

(১) এ বিষয়ের আন্দোলনের আর প্রয়োজন হইতেছে না। সোমপ্রকাশে এতৎসংক্রান্ত পত্র আর প্রকাশিত হইবে না। লেখক বৃথা পরিশ্রম না করেন, এই অনুরোধ। সো—স।

অভিষেককালে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। এখন আমাদের তর্ক এই, তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার অবলম্বিত রাজনীতির কোন প্রকার পরিবর্ত্ত হইবে কি না? মধ্য-আসিয়ায় রুশরাজত্ব বদ্ধমূল হইয়াছে। তুর্কিস্থানে তাঁহাদিগের একটী গবর্ণমেণ্ট ছিল, আবার একটী নূতন গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় আলেগজাণ্ডর জীবিত থাকিলে এই স্থানে তাঁহাদের আক্রমণ সীমাবদ্ধ থাকিত, তাহা বোধ হইতেছে না। তিনি মুখে যতই সরলভাব প্রকাশ করুন, তাহার অন্তরের ভাব কোন প্রকারে উদ্ধাবা নিরুদ্ধ হইত না। তাহার অন্তরে জিগীষারূপ বাড়বানলের ন্যায় নিরন্তর প্রদীপিত ছিল; সুতরাং তিনি সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি অনিচ্ছ হইলেও ঐ এক জিগীষারূপ পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া তাঁহাকে অগ্রে লইয়া যাইত। নূতন রাজা সেই নীতি অবলম্বন করিবেন কি না, রিউটার তাহার কোন আভাস দেন নাই। নূতন রাজা যদি "বেয়াল্লিশকর্ম্মা" হন, তাহা হইলে আমাদের মহাবিপদ, এক আশঙ্কাতেই ভারতের স্কন্ধে ২০ কোটী টাকা চাপিয়াছে, আবার যদি নূতন রুশসম্রাট দুই চারি পদ অগ্রসর হন, তাহা হইলে যে কত কোটী টাকার ব্যয়ভার ভারতকে বহন করিতে হইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। আমাদের মনে বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিপরিবর্ত্তের বহুল আশঙ্কা জন্মিতেছে। তাঁহারা যে শীঘ্র কান্দাহার পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, তাহা বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, নূতন রাজার রাজনীতি প্রভাবে যদি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠে, ইউরোপখণ্ডে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। রুশ আজকাল ইউরোপখণ্ডের প্রধান রাজশক্তি হইয়া উঠিয়াছেন; সুতরাং উঁহার সহিত অনেকের দুশ্ছেদ্য বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। অতএব রুশ-ইংরাজ-যুদ্ধ ঘটিলে কুরুক্ষেত্রী কাণ্ড ঘটিয়া উঠিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। ম্যান অফ্ টাইম্ পত্রে দ্বিতীয় আলেগ্‌জাণ্ডারের জীবনবৃত্ত যেরূপ লিখিত হইয়াছে, পাঠকগণের প্রীত্যর্থ এস্থলে তাহার অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ১৮১৮ অব্দের ২৯ এ এপ্রেল জন্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার পিতৃব্য প্রথম আলেকজাণ্ডর রাজত্ব করিতেন। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডরের বয়ঃক্রম সাত বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে প্রথম আলেকজাণ্ডরের মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতা কনষ্টাণ্টিনাইনের রাজ্যে যে স্বত্ব ছিল, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিলেন; তাহাতেই নিকলাস সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার তাঁহার উত্তরাধিকারিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেন। তৎকালে রাজ্য মধ্যে বিষম গোলযোগ চলিতেছিল; বহুল শোণিতপাতের পর তাহার শান্তি করা হইল। প্রথম নিকলাস দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন। বিদ্রোহপ্রবৃত্ত সৈন্যদল তাঁহার ঐ দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া বিদ্রোহপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিল। তিনি ১৮৩৫ অব্দের ২৬ এ ডিসেম্বর হইতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি রুশ প্রজাগণকে দাসবৎ করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। যুবরাজ এতদিন তাঁহার মাতার নিকটে শিক্ষিত হইতেছিলেন। তাঁহার মাতা প্রুশিয়ার তৃতীয় ফ্রেডরিকের কন্যা। অতঃপর তাঁহার শিক্ষাকার্য্যের ভার সাংগ্রামিক শাসনকর্ত্তার হস্তে ন্যস্ত হইল। তাঁহার বাহিরে শিক্ষা অতিশয় ক্লেশকর বোধ হওয়াতে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মাতার অধীনে পুনরায় গমন করিলেন। সাংগ্রামিক শিক্ষার প্রতি অনিচ্ছা প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার রুশরাজের উত্তরাধিকারী হইবার আশঙ্কা জন্মিল। কারণ প্রাচীন সম্প্রদায়ের এরূপ ব্যক্তির সিংহাসনে আরোহণ বিষয়ে আপত্তি জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। নিকলাসের দ্বিতীয় পুত্র গ্রাণ্ড ডিউক কনষ্টাণ্টাইনের সাংগ্রামিক প্রবৃত্তি থাকাতে তিনি প্রাচীন সম্প্রদায়ের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে উভয় ভ্রাতার পরস্পর বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কনষ্টাণ্টাইন জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি বিদ্বেষ বশতঃ একদা তাঁহার ভ্রাতাকে বন্দী করিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহার এই অত্যাচারের দণ্ড বিধান করিলেন। নিকলাস তাঁহার পুত্রদ্বয়ের পরস্পর এইরূপ শত্রুভাব দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন।

১৮৫৩ অব্দে আলেগজাণ্ডরের প্রথম পুত্র জন্মেন। ঐ সময়ে নিকলাস কনষ্টাণ্টাইনকে রাজভক্তিতে বদ্ধ করিবার নিমিত্ত শপথ করান; তাহার পর তিনি যখন মৃত্যু শয্যায় শয়ন করেন, তখন তাঁহার পুত্রদ্বয়কে ডাকিয়া আলেগজাণ্ডরকে রাজা দেন এবং তুই ভ্রাতাকে এই প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ করেন যে তাঁহারা রাজ্যের মঙ্গলার্থ সদ্ভাবসম্পন্ন হইবেন। ঐ সময়ে নূতন সম্রাট মন্ত্রিগণ ও রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকের সমক্ষে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং দ্বিতীয় আলেগজাণ্ডর বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ঐ দিবস বৈকালে রাজ্যের প্রধান লোকেরা এবং সেনাগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। তিনি সভামধ্যে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, রুশিয়া তৎকালে যে যে যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন, তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। তিনি রুশদিগের সমক্ষে এই ঘোষণাও করিয়া দিলেন পিটার ক্যাথেরাইনও প্রথম আলেগজাণ্ডর যে রীতিতে রাজ্যের গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনিও সেই রীতিতে রাজ্যের গৌরব রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইবেন। তিনি ঐ সময়ে জেনেরল কাউণ্টকে ওয়ার্‌সা হইতে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার উপরে ইম্পিরিয়াল গর্ড নামক সেনাগণের অধ্যক্ষতা ভার অর্পণ করিলেন এবং তাঁহার পিতা পিতামহ ও অন্য রাজগণের সহিত যে সন্ধিবন্ধনে বদ্ধ ছিলেন, তিনি তিষানায় সেই সন্ধি পুনরুজ্জীবিত করিলেন এবং এই ঘোষণা করিয়া দিলেন প্রিন্স গর্চ্চাসকফ তাঁহার পিতার প্রতিনিধি হইয়া যে কার্য্য করিয়াছেন, তিনি তাহার অনুসরণ করিবেন। রাজ্য মধ্যে শান্তি বিরাজমান হইলে তিনি রাজ্যের সংস্কারক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিলেন। যাহাতে রাজ্যের গৌরব রক্ষা হয় অথচ বিপদের আশঙ্কা না থাকে এরূপ করিয়া সৈন্য সংখ্যা যত দূর কমিবার কমাইয়া দিলেন। রাজস্ব উত্তম অবস্থাসম্পন্ন করিবার এবং বাণিজ্যকে উন্নত করিয়া তুলিবার গাঢ়তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কারকার্য্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এই যে তিনি ১৮৬১ অব্দের ৩ রা মার্চ্চ ২৩০০০০০০ লোককে কয়েকটী বিশেষ নিয়মে দাসবৎ অবস্থা হইতে মুক্ত করেন। ভূমি, খাজনা, পরিশ্রম, প্রভৃতির নিয়ম করিবার নিমিত্ত দুই বৎসর কাল অতীত হইয়া যায়। ১৮৬৪ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পোলাণ্ডের দাসতুল্য প্রজাদিগের প্রতিও ঐ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়। পোলাণ্ডের জমিদারেরা তথাকার অধিকাংশ ভূমির অধিকারী; সুতরাং তাহারা তথাকার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল।

দ্বিতীয় আলেগজাণ্ডর প্রজাদিগের শিক্ষা বিষয়ে ও সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সরকারী কালেজ গুলিকে

ইউরোপ খণ্ডের কালেজের তুল্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই প্রাদেশিক সভাতে প্রজাদিগের মনোনীত প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ১৮৬৫ অব্দে প্রথম এই প্রতিনিধি সভা হয়, ইহা হইতেই জাতীয় প্রতিনিধি সভার সৃষ্টি হইবে তাঁহার এই বাসনা হইয়াছিল। ১৮৬৬ অব্দের নবেম্বর মাসে তুর্কিস্থানে বোখারার আমীরের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করা হয়; আমীর দেড় বৎসর কাল যুঝিয়া শেষে পরাজিত হন। শেষে তাঁহার সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। ১৮৬৮ অব্দের মে মাসে রুশিয় সৈন্যগণ সমরকন্দ নগর অধিকার করিয়া লয়। আমেরিকার সহিত রুশের যে সম্বন্ধ ছিল ১৮৬৭ অব্দে ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ১৪০০০০০০ টাকায় তাহা বিক্রয় করেন। যখন জর্ম্মানেরা পারিস নগর অবরোধ করে, তৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন যে ১৮৫৬ অব্দের সন্ধিতে কৃষ্ণসাগরের উপরে তাঁহার স্বত্ব সংকোচ করিয়া দিয়াছে, অতএব তিনি সে সন্ধিতে বাধ্য নহেন। এই কারণেই ১৮৭১ অব্দে লণ্ডনে একটী কনফরেন্স সভা করা হয়, সেই সভায় সম্রাটের ইচ্ছাক্রমে পূর্ব্ব সন্ধির সর্ত্তের পরিবর্ত্ত করা হয়। [illegible] অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বর্লিনে গিয়া জর্ম্মান ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাটদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও সেন্টপিটার্সবর্গে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আইসেন। ১৮৭৩ অব্দে সেনাপতি কফ্‌ম্যানের অধীনস্থ রুশ সৈন্যগণ খীভা জয় করে, ঐ রাজ্যের কিয়দংশ রুশ রাজ্যের সহিত সংযোজিত করা হয় এবং মুসলমান রাজ্যের উপরে রুশ সম্রাটের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হয়। সম্রাট ১৮৭৪ অব্দের মে মাসে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। অনেক লোকেরা আদরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল। রুশ সম্রাটের এই একটী ইচ্ছা ছিল, তিনি যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানে ছিলেন তাহার সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। এই নিমিত্ত অন্য অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি প্রসন্ন ছিলেন না; এই নিমিত্ত তিনি ক্যাথলিক বিসপদিগকে রুশ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রাণ সংহারের দুই বার চেষ্টা হয়। ১৮৬৬ অব্দের ১৬ ই এপ্রেল যখন তিনি গাড়ীতে উঠিতেছিলেন সেই সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহাকে গুলি করে, কিন্তু জিমিট্রি কোমাকোফ নামে একজন মজুর ঘাতক ব্যক্তির নিকট দাঁড়াইয়া থাকে। সম্রাট ঐ মজুরকে মহৎ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮৬৭ অব্দের ৬ই জুন যখন তিনি পারিসে গিয়াছিলেন সেই সময়ে পোলাণ্ডের বেরি জোস্কি নামে একব্যক্তি তাঁহার গাড়ীতে গুলি করিয়াছিল। ঐ গাড়ীতে তাঁহার দুই পুত্র ও সম্রাট নেপোলিয়ন বসিয়াছিলেন। কাহাকেই আঘাত লাগে নাই কেবল একটী ঘোড়া আহত হইয়াছিল। বধোদ্যত ব্যক্তি পুনরায় গুলি করিবার চেষ্টা পায় কিন্তু পিস্তল ফাটিয়া যাওয়াতে তাহার হাত অবশ হইয়া পড়ে।

সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ১৮৪১ অব্দের ২৮ এ এপ্রেল হেসির রাজকুমারী মেরিয়া আলেগজাণ্ড্রোভনার পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহার গর্ভে সম্রাটের অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছিল। নিকোলাস নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৮৪৩। ২০ এ সেপ্টেম্বরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৬৫ এপ্রেল মাসে নাইস নামক স্থানে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার যে পুত্র সম্প্রতি তৃতীয় আলেকজাণ্ডার নামে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, ইনি ১৮৪৫ অব্দের ১০ ই মার্চ্চ জন্মিয়াছেন; ইনি ১৮৬৫ অব্দের ৯ ই নবেম্বর ডেনমার্কের রাজকুমারী মেরি সোফিয়া ফ্রেড্রিক ডগমার পাণিগ্রহণ করেন। মৃত সম্রাটের জ্যেষ্ঠা কন্যা গ্রাণ্ড ডাচেস মেরির ১৮৭৪ অব্দের ২৩ এ জানুয়ারি এডিনবরোর ডিউকের সহিত বিবাহ হইয়াছে

আমাদের এ প্রস্তাবটীর লিখন সাঙ্গ হইলে ইউরোপীয় সমাচার পাঠে জানিতে পারিলাম, নূতন রুশ সম্রাট ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, তিনি তাঁহার পিতার অবলম্বিত নীতির অনুসরণ করিবেন।

এতদ্দেশীয়দিগকে রাজপদ দিবার ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির দ্বিতীয় আদেশ পত্র।

“ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবং” এ একটী মহার্থ প্রাচীন নীতিবাক্য আছে। ইহার অর্থ এই, কেহই দুর্ব্বলের গৌরব করে না। একটু বেগবান্ বায়ু প্রবাহিত হইলে দুর্ব্বল দীপশিখা অমনি নির্ব্বাণ হইয়া যায়; কিন্তু ঐ বেগবান্ বায়ু বলবান দাবানলকে নির্ব্বাণ করিতে পারে না। প্রত্যুত তাহার সহায়ভূত হইয়া থাকে; আমরা সাংসারিক কার্য্যে সচরাচর ইহার ভূরিপরিমাণ উদাহরণ দেখিয়া থাকি, আমাদের রাজপুরুষেরা আবার পদে পদে ইহার পরঃসহস্র প্রমাণ দেখাইতেছেন। ভারতবাসিরা ক্রন্দন করিয়া জানাইলেন, এ অসচ্ছলের সময়ে একদল ধনী বণিকের উদর পূরণার্থ তুলজাত দ্রব্যের মাশুল কমান বা পরিত্যাগ করা উচিত নয়; কিন্তু তাঁহারা দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহাদের প্রার্থনা উপেক্ষিত হইল, পক্ষান্তরে মাঞ্চেষ্টর প্রবল বলিয়া তাঁহাদিগেরই মনোরথ পূর্ণ করা হইল। এইরূপে প্রবলের সন্তোষসাধনার্থ ভারতের আয় কমিয়া যাইতেছে, এদিকে সেই আয়ের ক্ষতি পূরণার্থ ভারতবাসির গলে রজ্জু দিয়া টানাটানি আরম্ভ করা হইতেছে। একজন কবি কহিয়াছিলেন: —

শেষে ধবাক্ষকাক্ষে শেতে নারায়ণঃ শ্রিয়া
লক্ষ্মীবক্ষোন জানন্তি দুঃসহাং পরবেদনাং॥

অনন্ত একে পৃথিবীর ভারে আক্রান্ত হইয়াছেন, নারায়ণ আবার তাহার উপরে লক্ষ্মীকে লইয়া শয়ন করিয়াছেন, তাহাতে অনন্তনাগের যে কি কষ্ট হইতেছে নারায়ণ তাহা বুঝিতেছেন না, তাহাতে কবি শ্লিষ্টবাক্য দ্বারা অর্থান্তরন্যাস করিয়া কহিতেছেন, যাঁহারা লক্ষ্মীবান্ হন, তাঁহারা পরের দুঃসহ বেদনা জানিতে পারেন না। এস্থলে লক্ষ্মী শব্দ শ্লিষ্ট, এক পক্ষে লক্ষ্মী নারায়ণের স্ত্রী, আর এক পক্ষে ঐশ্বর্য্য। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী হন, দরিদ্রেরা যে কি দুঃসহ দুঃখ ভোগ করে, তাঁহারা তাহা জানিতে পারেন না।

আমাদের রাজপুরুষেরা অট্টালিকায় বাস করেন, রাজভোগ উপভোগ করেন, দরিদ্র ভারতবাসী যে কি কষ্টভোগ করে, তাঁহারা তাহা কিরূপে জানিতে পারিবেন? তাঁহারা দিবা দ্বিপ্রহরে গমনকালে দেখিতে পান, ভারতবাসিরা বিলাতি ছাতা মাথায় ও জুতা পায় দিয়া রাস্তায় চলিয়া যাইতেছে। তাহারা মনে করেন, ইহাদের পর সুখী আর নাই। কলিকাতায় যখন সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হয়, যাঁহারা ঐ আদালতের প্রথম জজ হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্গবাসিদিগের পায়ে পাদু

ও খালি গা দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছিলেন, যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি কত বড় অত্যাচারী, তাঁহারা প্রজার উপরে এমনি অত্যাচার করিয়াছেন যে, ইহাদিগের পায়ে ষ্টকিং জুতা ও গায়ে কোর্ত্তা পর্য্যন্ত নাই। অতএব আমরা এ অত্যাচার নিবারণ করিয়া ইহাদিগকে জুতা ষ্টকিং কোর্ত্তা পরাইয়া তবে ক্ষান্ত হইব। সুপ্রিম কোর্টের প্রথম জজদিগের বঙ্গবাসির খালি পা ও খালি গা দেখিয়া যেরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল, আমাদিগের এক্ষণকার গবর্ণমেন্ট রাজপুরুষদিগেরও ভারতবাসির পায়ে জুতা ও মাথায় ছাতি দেখিয়া সেইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে; কিন্তু ভারতবাসির যে কত দুঃখ কত কষ্ট ও কত প্রকার রাজকর রাজসংসারে দিতে এবং রাজপুরুষদিগের ভ্রমপ্রমাদকৃত কত ব্যয়ভার বহন করিতে হয়, তাহা তাঁহারা জানিয়াও জানেন না। ভারতবাসিরা যদি সুখী হইত, তাহা হইলে ১৫ টাকার একটী চাকরীর নিমিত্ত হাজার হাজার লোক লালায়িত হইত না। এই কি ভারতবাসির সৌভাগ্যলক্ষ্মীলাভের চিহ্ন?

ভারতবাসী এক এক ব্যক্তিকে রাজসংসারে কত প্রকারে টাকা দিতে হয়, তাহা রাজপুরুষেরা জানিয়াও জানেন না। প্রধান গবর্ণমেন্ট ও অপ্রধান গবর্ণমেন্টের ভিন্ন ভিন্ন রাজস্বপ্রণালীর যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাই যত অনর্থের মূল। ঐ ব্যবস্থা ভারতবাসির ইষ্টের না হইয়া অনিষ্টেরই কারণ হইয়াছে। এক ব্যক্তিকে যে কত প্রকারে কর দিতে হয় পাঠক একবার তাহা বুঝিয়া দেখুন। বোধ কর এক ব্যক্তি মিউনিসিপালিটির অধীনে বাস। যে স্থানে মিউনিসিপালিটীর অধিকার নাই, এমন স্থানে তাহার কতকগুলি জমী আছে, তাহাকে সেই জমীর ও বসতবাটীর খাজনা প্রধান গবর্ণমেন্টকে এবং ঐ জমীর রোডসেস্ ও পবলিক ওয়ার্কসেস স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে দিতে হয়। আর যে মিউনিসিপালিটীর অধীনে বাস, সেই মিউনিসিপালিটী তাহার কেশ আকর্ষণ করিয়া ট্যাক্স আদায় করিয়া থাকেন। সে ট্যাক্স আবার একরূপ নয়, জল আলোক প্রভৃতিতে নানারূপ ধারণ করিয়াছে।

এখন পাঠক বুঝিয়া দেখুন, আমরা উপরে "ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবং" বলিয়া যে কবিতার এক চরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, কার্য্যে তাহা ঘটিতেছে কি না? যে ভারতবাসির উল্লিখিত অবস্থা তাহাদে মারিয়া লম্বোদর ম্যাঞ্চেষ্টর বণিকের উদর পূরণ করা হইতেছে, কি আশ্চর্য্য! পাঠক! আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের বিষয়টা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। রুশ ভারতসীমা আক্রমণ করিয়াছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে সেই আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, যদি এরূপ হইত, আমাদের স্কন্ধে সে ব্যয়ভার নিক্ষেপ করিলে অসঙ্গত হইত না। রুশ যে ভারত আক্রমণ করিবেন, তাহার স্থিরতা নাই, কেবল অনুমান করিয়া কল্পনা করা হইতেছে মাত্র। রুশ ভারত আক্রমণ না করিলেও করিতে পারেন। এরূপ স্থলে এক ব্যক্তির খেয়াল বা বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ঘোর যুদ্ধ বাঁধাইয়া ক্ষীণস্কন্ধ ভারতের স্কন্ধে যে বৃহৎ ব্যয়ভার নিক্ষেপ করা হইল, এটী কি দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের সচরাচর যে ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাই নয়? সে ভার সামান্য নহে, কুড়ি কোটী টাকার (১) ভার। ইংলণ্ড তাহার মধ্যে পাঁচ কোটী দিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। কিন্তু সর ষ্ট্যাফোর্ড নর্থকোট যে ধুয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে সহজে যে সে টাকা (২) পাওয়া যায়, তাহা বোধ হইতেছে না। ইংলণ্ডের লোকেরা প্রবল, অনায়াসে ইহার বাধা দিতে পারিবেন। ভারত দুর্ব্বল, তাহার বাধা দিবার শক্তি নাই; সুতরাং তাহাকে কাঁধ পাতিয়া বহিতে হইবে।

পাঠক! ভারতের আর একটী ক্ষীণতার প্রমাণ দর্শন করুন, আমাদের এখানকার রাজপুরুষেরা ভারতকে ক্ষীণ বিবেচনা করিয়া বলপূর্ব্বক পক্ষপাতদূষিত মুদ্রাযন্ত্রসংক্রান্ত ৯ আইন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি তাহা রহিত করিবার আদেশ দিয়াছেন কিন্তু আমাদের রাজপুরুষেরা সে আদেশ সেল্‌ফগত করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্য আমরা যে বিষয়ের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা ভারতের ক্ষীণতার একটী প্রধান প্রমাণ। ষ্টেট্ সেক্রেটারি ভারতবাসিদিগকে বহুল পরিমাণে রাজপদে নিয়োজিত করিবার পূর্ব্বে একবার যে আদেশ দেন, বোধ হয় তাহা এতদিনে সেল্‌ফ মধ্যে থাকিয়া কীটনিষ্কুষিত হইয়া গেল। ষ্টেট সেক্রেটারি আবার ঐ বিষয়ের আদেশ পাঠাইয়াছেন। ইহাও বোধ হয় সেল্‌ফগত হইয়া পুত্তিকার ভক্ষ্য হইবে যাহা হউক, আমরা ভারতবর্ষীয় ষ্টেট্ সেক্রেটারিকে ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করিতাম, কিন্তু আমরা এখন দেখিতেছি গতিশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-হীন গৃহস্থ যেমন গৃহেরকর্ত্তা, ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারিও তেমনি ভারতের কর্ত্তা। ষ্টেট্ সেক্রেটারি এদেশীয় দিগকে বহুল পরিমাণে কার্য্য দিবার যে আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা এইঃ—

রাজনীতি ও রাজস্ব বিষয় বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতবর্ষের উপযুক্ত লোকদিগকে যত দূর সাধ্য তাহাদের দেশের সিবিল কার্য্যে নিয়োজিত করা অতিশয় আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন।

(১) ইউরোপীয় সমাচারে দেখা গেল গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন ১১ কোটী টাকা।

(২) প্রস্তাব লেখা শেষ হইলে দেখা গেল ৫ কোটী টাকা দিবার বিষয়ে কমন্স সভা একবাক্যে মত প্রদান করিয়াছেন।

যদিও কোন কোন স্থলে প্রথমক্ষণে ও প্রথম অবস্থায় ইংরাজ প্রার্থীদিগের দ্বারা কার্য্য সুন্দর ও সন্তোষকররূপে সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তথাপি ভারতবর্ষীয়দিগকে ঐ সকল কার্য্যে নিয়োজিত করা উচিত।

বাস্তবিক এ বিষয়ে যে বহুদর্শিতা লাভ করা গিয়াছে, তাহাতে এই প্রমাণ করিয়া দিতেছে, যখন ইংরাজদিগের স্বদেশীয়ের সমক্ষে কোন আফিসের কর্ত্তার অনুগ্রহ-লাভ বিষয়ে ভারতবর্ষীয়ের সহিত প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়, তখন ইংরাজদিগের যত দূর কৃতকার্য্য হওয়া উচিত, সচরাচর তদপেক্ষা অধিকতর কৃতার্থতা লাভ হইয়া থাকে।

আপনি (গবর্ণর জেনরল) যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, সিবিল ও মিলিটরি আফিসর দিগের যে সকল সন্তানের অন্যত্র কোন উপায় হয় না, তাহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহারা সকল কাজের নিমিত্ত আফিসর দিগকে ধরিয়া থাকে। তাহারা উপযুক্ত হউক, আর না হউক, তাহাদিগের নিমিত্ত অনুরোধপত্র পড়িয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আরো কতকগুলি লোক আছে রাজনীতি সম্বন্ধে হউক, আর অন্য সম্বন্ধে হউক, তাহাদের সহিত আফিসের অধ্যক্ষদিগের এরূপ বাধ্য বাধকতা সম্বন্ধ আছে যে, সময়ে সময়ে তাহাদের হাত ছাড়াইবার যো নাই, সময়ে সময়ে হাত ছাড়ান কঠিন হয়। ইহাতে এই ফল হয়, আফিসের কর্ত্তা দিগকে কর্ত্তব্যপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়, গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত রাজনীতির অনুরূপ কার্য্য হইবারও বাধা জন্মে। এই নীতির সম্পূর্ণ প্রয়োগ বিষয়ে যে, প্রতিবন্ধক আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিবার নিমিত্ত এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট সকলকে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সাধনের সাহায্য করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডেশ্বরীর পার্লমেণ্ট ইহা সৎপরামর্শ সিদ্ধ বিবেচনা করিয়াছেন যে, উপরিলিখিত যুক্তির সম্মাননা রক্ষার্থ-মাসিক দুইশত টাকারও অধিক বেতনের আচরিত কার্য্যে ভারতবর্ষীয় দিগকে নিয়োজিত করিতে হইবে। ইহাতে কয়েকটী বন্ধন বিধি থাকিবে, তবে সময়ে সময়ে এরূপ অবস্থা ঘটিয়া উঠিবে যে, উল্লিখিত নিয়ম প্রতিপালন করা কঠিন হইবে সন্দেহ নাই, সে সকল স্থলে ষ্টেট সেক্রেটারির মত লইয়া কার্য্য করিলে কোন প্রকার কষ্ট অনুভূত হইবে না ইত্যাদি।

ভ্রমণকারীর পত্র। (১)

২৭এ ফেব্রুয়ারি রবিবার প্রাতে আমরা মান্দ্রাজে যাত্রা করি। যখন জাহাজ ছাড়িবার সময় উপস্থিত হইল, ঘন ঘন ঘণ্টার ধ্বনি সহকারে লোকেরা ত্বরা ও ছুটা ছুটি করিতে লাগিল, তখন অন্তরে একপ্রকার বিচিত্র ভাবের উদয় হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে অনেকে (ইংরেজই অধিক) স্বীয় স্বীয় বন্ধু বান্ধবকে জাহাজে তুলিয়া দিতে আসিয়া ছিলেন, তাঁহারা কেহ বা করমর্দ্দন, কেহ বা চুম্বন, কেহ বা সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাড়াতাড়ি ষ্টীমার পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে গেট অর্থাৎ অবতরণ মঞ্চ হইতে জাহাজে আসিবার কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতু আকৃষ্ট হইতে লাগিল; আরও দুই এক ঘণ্টা ধ্বনি না হইতে হইতে নঙ্গর উত্তোলিত ও শৃঙ্খল এবং রজ্জু সকল উন্মুক্ত হইতে লাগিল। আমরা বুঝিলাম এইবার কলিকাতার সহিত সম্পর্ক ঘুচিয়া যায়; ক্রমে ক্রমে সকল বন্ধনরজ্জু উন্মুক্ত হইয়া তখনও দুই এক গাছি রজ্জু রহিয়াছে, জাহাজের মুখ ফিরিতেছে, কূলে দণ্ডায়মান বন্ধুগণ রুমাল টুপি প্রভৃতি দুলাইয়া সংকেত করিতেছে; জাহাজস্থিত বন্ধু অনেকের নেত্রে জলধারা পড়িতেছে. ভাবিলাম এইরূপেই মানবকে এই জগত হইতে বিদায় লইতে হয়। যে সকল রজ্জুতে মানবের প্রাণ সংসারে বদ্ধ থাকে তাহা সহসা ছিন্ন হয় না, তখন এইরূপই বন্ধু বান্ধব পরকালের কূলে দাঁড়াইয়া বিদায় দিয়া থাকে; তখন এইরূপে নেত্রজলে ভাসিয়া বিদায় লইতে হয়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই জাহাজ গঙ্গার বক্ষে ভাসমান হইল এবং গভীর জলরাশি আন্দোলিত করিয়া সবেগে বাহিত হইল। তখন কালিদাসের নিম্নলিখিত কবিতাটী মনে পড়িতে লাগিলঃ—গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ। চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।

ভাবিলাম কলিকাতার নিকট ত বিদায় লইলাম, কিয়ৎকাল পরেই বঙ্গ ভূমির নিকট বিদায় লইতে হইবে। অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক স্থান দেখিয়াছি, কিন্তু আজ কেন চিত্ত এত চঞ্চল হইল জানি না। আজ যেন মন পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। যতই অগ্রসর হই, গঙ্গা ততই বিস্তীর্ণ। দেখিতে দেখিতে গ্রাম জনপদ সকল অতিক্রম করিতে লাগিলাম।

জাহাজও ছাড়িল আমাদের আহারেরও আয়োজন হইল, সহযাত্রিগণের সকলেই শ্বেতকায়, কেবল আমি একমাত্র কালা বাঙ্গালি; তাহাতে আবার নিরামিষাশী। ভোজনগৃহে গিয়া দুর্দ্দশার সীমা নাই। পরিবেষ্টা যিনি তিনি ইংরাজ, আহারে যাহারা বসিলেন তাঁহারাও ইংরাজ, সে স্থানে নিরামিষের সম্পর্ক নাই। বিবিধ ভূচর খেচর, জলচর আহারার্থ আসিতে লাগিল, আমি হস্ত গুটাইয়া বসিয়া আছি [illegible] সাহেব বিবিরা আহার করিতেছেন এবং আমাকে গোপন করিয়া পরস্পর [illegible] জানোয়ারটা আবার কোথা হইতে আসিল। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, আমি নিরামিষাশী। [illegible] সিদ্ধ গোল আলু এবং [illegible] কাঁচপাত্র বাহনে আগমন করিলেন, আমি [illegible] দিগকে কিঞ্চিৎ লবণাক্ত করিয়া [illegible] কথঞ্চিৎ উদরস্থ করিলাম। [illegible] হইল, ভাবিলাম এইরূপে যদি তিন চারি দিন আহার করিতে হয় তবেই গিয়াছি। যাহা হউক আহারান্তে ছাদপৃষ্ঠে উঠিয়া জাহাজ খানি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। এ ত জাহাজ নয়, যেন একখানি নগর। কোন দিকে অশ্বগণ [illegible] চিহ্ন [illegible] করিতেছে এবং [illegible] পরস্পরকে সম্ভাষণ করিতেছে, কোন স্থানে [illegible] দুগ্ধবতী ধেনু সকল [illegible] করিতেছে। কোন দিকে ছাগমেষাদি [illegible] সংখ্যক ছাগ ও মেষ [illegible] করিতেছে। কোন স্থানে [illegible] হংস; তিত্তির পেরু প্রভৃতি পক্ষী [illegible] আহার বিহার করিতেছে। [illegible] ভিন্ন এই সমুদায় প্রাণী জাহাজে [illegible] এক প্রকার বীভৎসভাবের উদয় হইল। [illegible] মনুষ্য কি স্বার্থপর এবং বিশ্বাসঘাতক। এই সকল অবোধ জীব আশ্রয় [illegible] বিশ্বাস [illegible] অন্নপান গ্রহণ করিতেছে, কল্য [illegible] ইহাদের প্রাণ নষ্ট হইবে। এই [illegible] ভোজনের প্রতি [illegible] হইল।

ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। সহযাত্রিগণ সকলে ছাদপৃষ্ঠে আসিয়া বসিলেন। অনেক ইংরাজ সপরিবারে গমন করিতেছিলেন, স্বামী স্ত্রী পিতা পুত্র, ভাই ভগ্নী সকলে [illegible] আসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন, আমি দূরে দাঁড়াইয়া বড় পরিতাপ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম এরূপ সুখ আমাদের দেশের লোকে জানে না। রমণীদিগের অবরোধ প্রথা না ঘুচিলে এরূপ সুখ পাইবার আশাও নাই। জাহাজ সে রাত্রি গঙ্গায়ই নঙ্গর করিয়া থাকিল। তখনও আমরা সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হই নাই।

পরদিন প্রাতে পুনরায় জাহাজ ছাড়িল। আমরা দিবা তৃতীয় প্রহরের সময়ে সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হইলাম। প্রিয় বঙ্গভূমি দেখিতে দেখিতে নেত্রের অদর্শন হইতে লাগিল, এবং অপর দিকে নীল জলরাশি আমাদিগকে [illegible] করিবার জন্যই

(১) শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মান্দ্রাজে গমন করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

[illegible]গমব হইয়া আসিল। জলের আবিলতা ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল, তখনই [illegible] সাগর সীমায় উপনীত হইয়াছি। ক্রমে নীলাম্বু নিধির গর্ভে আসিয়া উপনীত। কি সুন্দর নীল জল! দেখিলে নয়ন মন মুগ্ধ হয়। [illegible] অপেক্ষাকৃত নিকটে [illegible] দুই একটী পক্ষী দৃষ্ট হইতে লাগিল। [illegible]; ইহারা [illegible] উড়িয়া মৎস্য ধরিয়া [illegible] করিয়া [illegible] সমুদ্র [illegible]

দেখিলাম [illegible]। যতই অগ্রসর হইতে লাগি[illegible] দিগকে দেখা গেল না; [illegible] তাহারা [illegible] পূর্ব্বে পশ্চিমে, [illegible] জলরাশির অনন্ত [illegible] বা বিশ্রাম নাই। কেবল [illegible] মৎস্য তাহাদের [illegible] উড্ডীয়মান [illegible] দেখি নাই। [illegible] বলিয়া [illegible] বৃহৎ নয়, [illegible] মাছের মত, [illegible] বৃহৎ, [illegible] এক প্রকার [illegible] আনন্দ হইতে লাগিল, [illegible] বিস্ময়ের উদয় হইল

ক্রমে দিবা অবসান [illegible]। ক্রমে নীলবর্ণে [illegible] অন্ধকারময় [illegible] একটী প্রকাণ্ড স্বর্ণ[illegible] ভাসিতেছে। এই সময়ে মনে মনে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী রচনা করিয়া গুন গুন স্বরে গান করিতে লাগিলাম।

সঙ্গীত।

[illegible] আজি এ সুন্দর
[illegible] নয়ন,
[illegible] গলবস্ত্র হয়ে
[illegible] করি তোমারে বন্দন।

১ম কলি [illegible] পড়িছে উঠিছে
[illegible] আসিয়া লুটিছে
[illegible] উভপাশে ছুটে
[illegible] গম্ভীর গর্জ্জন।

২য় কলি।—দেখিলে [illegible] তোমার,
[illegible] সঞ্চার,
[illegible] নিস্তার,
[illegible] কাঁদিছে প্রাণ।

৩য় কলি।—[illegible] অপার তোমার মহিমা,
[illegible] কেবা করে সীমা।
আমি ক্ষুদ্র প্রাণী কিরূপে বাখানি
হারিল কল্পনা, হারিল বচন।

৪র্থ কলি।—ছোট বড় নাই এ বিষম স্থান
তুমি যাবে মার নাহি তার ত্রাণ,
নরের বিক্রম তৃণখণ্ড সম,
[illegible] তুমি কর নিবারণ,

৫ম কলি।—বায়ু [illegible] রোষ তুমি যবে,
হুহুঙ্কার ছাড়ি [illegible] কর তবে
ধাও বাহু তুলে অবনী মণ্ডলে
লক্ষ জীবে কর নিমেষে হরণ।

৬ষ্ঠ কলি।—ও নীলাম্বু তলে কত নারী নরে,
পুতিয়াছ সিন্ধু অকাল কবরে!
মানব সংসারে তাই হে তোমারে
স্মরি, কত ঘরে ঝরে দুনয়ন।

৭ম কলি।—ঘরে যারা ছিল আশা পথ চেয়ে
কত যে কাঁদিল তত্ত্ব নাহি [illegible],
তুমি হেসে হেসে গেলে দেশে দেশে
সেই সব অশ্রু না করি গণন।

৮ম কলি।—যদি আমি আজ ডুবিহে অতলে,
আমার বারতা কে দিবে সকলে?
ঘোর আর্ত্তনাদে গভীর বিষাদে
[illegible] হইবে আমারো ভবন।

৯ম কলি।—কিন্তু একদিন মরিতে ত হবে,
মরিলেও জানি সকলে কাঁদিবে,
মরি দুঃখ নাই অন্তে যেন পাই
মঙ্গলময়ের মঙ্গল চরণ।

১০ম কলি।—তাঁরি কথা কর্ণে বলহে আমার
তাঁরি নাম প্রাণে করহে প্রচার,
তাঁহাতে পাইব তাঁরি দয়া বল
প্রাণে মম সিন্ধু এই আকিঞ্চন।

ক্রমে চারি দিন অবিশ্রান্ত নীল তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আমরা মান্দ্রাজের উপকূলের সন্নিকৃষ্ট হইলাম। রাত্রিকালে জনস্থ ইংরাজগণ নিস্তব্ধ হইয়া শয়ান হইলে, আমি [illegible] বসিয়া স্থিরনেত্রে ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যখন চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম, নিম্নে অনন্ত জলধি উপরে অনন্ত আকাশ, চারিদিকে অনন্ত অন্ধকার, এই সময়ে মনে যে অপূর্ব্ব ভাব হইত তাহা বর্ণন করা কঠিন। এই অবস্থাতে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া একটী সঙ্গীত রচনা করি তাহা এই:—

ডাকিছে আমারে প্রভু এ সিন্ধু মাঝারে,
আর কে ডাকিবে কে দেখে বল আমারে,
আজি এ [illegible]।

১। ডুবিল রবি ঐ নীল জল পারে
আবরি দিক দশ আঁধার বিস্তারে।
২। নীল জলে নীল নভ মিশিয়া আঁধারে
অসীম অসীম মিলে ব্যাপিল আমারে।
৩। পাছে রাখি বন্ধু জনে প্রিয় পরিবারে,
তোমারি চরণ ধরি ভেসেছি অপারে।
প্রাণ মন উচাটন আজি এ পাথারে,
প্রাণে আমি প্রাণ সখা রাখহে আমারে।

ক্রমে যখন বুধবারের রজনী অবসান হইতে লাগিল, সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন চলিয়া অস্তাচলাভিমুখীন হইলেন, তখন দূর হইতে মান্দ্রাজের দীপাধার(লাইট হাউসের) দীপালোক নেত্রগোচর হইতে লাগিল। সে আলোক একবার প্রকাশ হইতেছে একবার লুকাইতেছে। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই পূর্ব্বাকাশে অরুণ-প্রভা পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল আমরাও নীহার জালের মধ্য দিয়া মান্দ্রাজের প্রাসাদশ্রেণী লক্ষ্য করিতে পারিলাম। এবং সমুদ্র তরঙ্গোপরি মান্দ্রাজি জলজীবীদিগের কতকগুলি ভেলায় [illegible] দৃষ্ট হইল। ইহা দেখিলে ভয় হয়, দুই খণ্ড কাষ্ঠমাত্র একত্র বাঁধিয়া ইহারা অকূল সমুদ্রে মৎস্য ধরিতে বাহির হয়। ইহাকে ক্যাটমারান বলে। ইহা দেখিয়া বিস্ময়ে নিমগ্ন হইলাম। ক্রমে আমরা মান্দ্রাজ নগরের কৃত্রিম বন্দরের মধ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলাম।

বিবিধসংবাদ।

শ্রীহট্টের একটী ব্রাহ্মণ বিধবা রমণী একটী মুসলমানকে পতিত্বে বরণ করিবার আশয়ে তথাকার ডেপুটী কমিশনর সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

আবদুর রহমন কাবুলের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া আমার দোস্ত মহম্মদের পুত্রগণকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আমীর রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তাঁহাদিগের সকলকেই হত্যা করিয়াছেন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে নেভিস নামে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ২০ বর্গ মাইল। দ্বীপটী অতি উর্ব্বর, ইহাতে সর্ব্বসমেত ১৮২২ জন লোকের বাস আছে।

ইংরাজেরা টেমস নদীর নিম্ন দিয়া যেমন পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, আমেরিকাবাসিরাও সেইরূপ লোহের নল দ্বারা আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের নিম্ন দিয়া ইংলণ্ড পর্য্যন্ত ৩ হাজার মাইল দীর্ঘ ২৬ ফুট প্রশস্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিতেছে।

প্রেস কমিশনরের পদ উঠিয়া যাইলেও রোপর লেথব্রিজ সাহেব পেনসন লইয়া স্বদেশ যাইবার সংকল্প করিয়াছেন।

আমাদের এ অঞ্চলে গত বুধবার হইতে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে।

লিভারপুল সাউথ পোর্ট ডেলিনিউস নামে একখানি পত্রের ছয় বৎসরের পর প্রচার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার সম্পাদকের এই পত্রখানি চালাইতে ৫৫০০০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

নড়াখালিতে আবার এক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা গোলযোগের আমূল বৃত্তান্ত এখনও জানিতে পারি নাই, তবে শুনিলাম, তত্রত্য ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের সহিত স্থানীয় রোডসেস কমিটীর সভ্য সাণ্ডস সাহেবের কোন কারণে বিবাদ হয়, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়র তৎপলক্ষে সাণ্ডস সাহেবের সমুচিত সম্মান রক্ষা করেন নাই, এবং এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন, সাণ্ডস ও ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এই বিষয় ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটকে জানাইয়া ও তাঁহার আনসমিত কার্য্যের উল্লেখ করিয়া সত্বর কর্ম্মচ্যুত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

৩০০ বেলুচিস্থানবাসি ডাকাইত খানদেশের মধ্য দিয়া হায়দ্রাবাদ যাত্রাকালে কতকগুলি লোকের বাটী লুণ্ঠন ও অনিষ্ট করিয়াছে। ইহা ভিন্ন উহারা ভারতবর্ষের নানা স্থানে অত্যাচার করিয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম পাকপাড়ার কুমার কান্তিচন্দ্র সিংহ গত সোমবার বেলা ৫ টার সময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

অর্থস্পৃহা এমন ভয়ানক যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এত করিয়াও উহার স্রোত পোষ্ট আফিস হইতে রোধ করিতে পারিলেন না। রাউলপিণ্ডির মণি-অর্ডর আফিসের একজন কেরাণী তহবিল ভাঙ্গিয়া

১৫০০০ হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করে। এ ব্যক্তি এক্ষণে হাজতে আছে।

বোম্বায়ের একটী গির্জ্জার সম্মুখের দ্বারে সম্প্রতি এক নূতন প্রকার গ্যাসের আলোক প্রজ্বলিত হইতেছে। এই আলোক অতিশয় পরিষ্কার ও অধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাতে তৈলের কোন আবশ্যক হয় না, অথবা গ্যাসের আলোক প্রজ্বলিত করিবার জন্য যেরূপ গ্যাসের সঙ্গে রাখিতে হয় ইহাতে তাহাও রাখিতে হয় না। ইহা ভিন্ন এই আলোকে কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা অথবা দুর্গন্ধ নাই।

বাবু প্রমদাচরণ সেন গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বি, এ ও এম, এ ডিগ্রী দিবার জন্য তথাকার কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট আবেদন করায় তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া ইণ্ডিয়া আফীস দিয়া আবেদন পত্র প্রেরণ করিতে হইবে তাঁহারা এই কথা বলাতে, বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিষ্ট করা হইবে। আপত্তি অকিঞ্চিৎকর।

কাবুলের আমীর আবদুল রহমনের প্রেরিত দূত গত মঙ্গলবার কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাবুলী সৈন্যদিগের জন্য যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাইবার অভিপ্রায়েই তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহাকে পেশোর অস্ত্রাগার হইতে কতকগুলি টোটা লইবার আদেশ দিয়াছেন।

আলীগড় ওরিএণ্টাল কালেজের অন্যতর সংস্কৃত অধ্যাপক গণেশচন্দ্র গত ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষার সংস্কৃত প্রশ্নের মধ্যে কয়েকটী ভুল বাহির করিয়া দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলরের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্র উপলক্ষে পেট্রিয়ট মহা আন্দোলন করিতেছেন। গত এম, এ পরীক্ষায়ও যে সকল প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল তাহা অতি কঠিন এবং অন্যায় বলিয়া স্থির হইয়াছে।

আলীপুরের মাজিষ্ট্রেটের হেডক্লার্ক বাবু নন্দকুমার রায়। মাজিষ্ট্রেটের অজ্ঞাতে সেরেস্তা হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া দেওয়াতে মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কমিশনর পিকক সাহেব তাঁহার যোগ্যতার বিষয় অবগত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে পদস্থ করিবার জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে পদ প্রদান করিয়াছেন। নন্দকুমার বাবুর কর্ম্মকালের মধ্য হইতে ছয়মাস বাদ যাইবে।

সাধারণীর জনৈক সম্বাদদাতা গবর্ণমেণ্টের খাসমহলের দুরবস্থার কথা লেখাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইহার অনুসন্ধানের আদেশ দিয়াছিলেন। অনুসন্ধানকারীরা প্রকাশিত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া এই রিপোর্ট দেন, উক্ত পত্রে সংবাদদাতা অনেক মিথ্যাকথা প্রকাশ করিয়াছেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এই কথা সাধারণের গোচরার্থ প্রচারিত করিয়াছেন। পিয়নিয়র সাধারণীর সংবাদদাতার পত্র উপলক্ষে দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের উপর দোষ দিয়াছেন। ব্যক্তি বিশেষের দোষে যে ব্যক্তি সকল লোককেই দোষী স্থির করে, সে আমাদিগের বিবেচনায় অল্পবুদ্ধি। সাধারণীর সংবাদদাতা মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়াছেন, তজ্জন্য সাধারণীকে দোষী করা অথবা তাহাকে গালি দেওয়া ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নহে। সংবাদদাতাদিগের পত্রের সত্য মিথ্যা অনেক সময়ে জানা কঠিন হইয়া পড়ে, অতএব পিয়নিয়র জানিবেন উক্ত দোষ কেবল যে বাঙ্গালা সংবাদপত্রেরই হইয়া থাকে এমন নহে, ইংরাজী সংবাদপত্রেরও হয়। আবার ইহাও তাঁহার জানা উচিত যে সত্য ঘটনাও সময়ে সময়ে প্রমাণ করিতে পারা যায় না। সুতরাং লোকের নিকট মিথ্যাবাদী হইতে হয়। ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক নাইট সাহেব ও এই নিমিত্তই অভিযুক্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন।

একখানি রুশিয় মানওয়ার সম্প্রতি বোম্বাই বন্দরে উপনীত হইয়াছে। এই জাহাজের নাবিক বোম্বাই পুলিশে এই বলিয়া অভিযোগ করেন, যে তাঁহার একজন রুশ ভৃত্য লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ৩৫০ ইউরোপীয় স্বর্ণমুদ্রা ও ১৩০০ টাকা মূল্যের রুশিয় নোট আত্মসাৎ করিয়াছে।

মহীশূর গবর্ণমেণ্টের ধনাগার লুণ্ঠনে যে ১৬ জন ডাকাইত লিপ্ত থাকে, তাহারা সিমোগা নামক স্থানে বন্দীভূত হইয়াছে।

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী এক্ষণে আগ্রায় অবস্থিতি করিতেছেন।

রুশিয় বালকদিগকে যুদ্ধ কার্য্যাদি শিক্ষা দিবার জন্য উত্তম উত্তম বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে ১১৩০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। উহার মধ্যে ৮৮০০ জন ছাত্র বিদ্যালয়েই অবস্থিতি করে। এই সকল বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ব্যয় ৪০০০০০০ ষ্টারলিঙ্গের ও অধিক।

১৫ ই মার্চ্চ মঙ্গলবার অপরাহ্নে আমাদিগের রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া সিমলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

একজন পারস্য দেশীয় স্ত্রীলোক ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ১১৫ জন পরিবার রাখিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই মার্চ্চ। রুশিয় গবর্ণমেণ্ট এই মনস্থ করিয়াছেন যে, তাঁহারা বামি নামক স্থানে একটী গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবেন। উহা আসকাবাদ পর্য্যন্ত ব্যাপী হইবে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১১ ই মার্চ্চ। গ্রীস সীমা সংক্রান্ত প্রশ্নের বিচারার্থ ইউরোপীয় রাজগণের দূতদিগের যে সভা হয়, সেই সভায় তুরস্কের সুলতান যে ভাবে কথা বার্ত্তা কহিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, যাহাতে বিবাদের মীমাংসা হইয়া যায়, তাঁহার মনের এইরূপ ভাব হইয়াছে।

লণ্ডন ১২ ই মার্চ্চ। কান্দাহারবাসিদিগের নিকটে যে অঙ্গীকার করা হয়, তাহা ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া, গত রাত্রিতে লার্ড সভায় কথোপকথন উঠিয়াছিল। ইংরাজেরা যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে লার্ড এনফিল্ড তাহা অস্বীকার করিয়াছেন, তিনি বলেন গ্রাঙ্গারাই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে। তিনি আরো বলিলেন, কান্দাহার ও কন্দোহার জিলা উপযুক্ত গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে, কিন্তু সে বন্দোবস্তের বিশেষ কথা এখন বলা সুবিধা নয়।

গ্লাডষ্টোন সাহেব কমন্স সভায় এই সংবাদ দিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে আফগান যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ৫ কোটী টাকা দেওয়া হইবে। দুই কোটী টাকা ভারতবর্ষীয় ঋণ পরিশোধার্থ দেওয়া যাইবে, অবশিষ্ট টাকা বার্ষিক নিয়মে দেওয়া হইবে।

রাডল পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভাপদ গ্রহণকালে প্রথম শপথ না করিয়া সভায় উপবেশন ও মত প্রদান করাতে ক্লার্ক সাহেব তাঁহার নামে ৫০০০টাকা দণ্ড দিবার যে মকদ্দমা উপস্থিত করেন তাহাতে কুইন্স বেঞ্চ আদালত রাডলের ঐ দণ্ড করিয়াছেন।

কমন্স সভা আয়র্লণ্ডের নিমিত্ত মন্ত্রি সম্প্রদায়ের অস্ত্র নিয়ামক আইন নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই মার্চ্চ। ঔপনিবেশিক সেক্রেটারি লার্ড সভায় প্রস্তাব করিয়াছেন ট্রান্সভালের সন্ধির নিমিত্ত কমিশন নিয়োগের বিষয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

কেপটাউন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, অরেঞ্জ ফ্রিষ্টেটের লোকেরা এই ভাবিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইয়াছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের রাজ্য স্বরাজ্যভুক্ত করিবেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৩ ই মার্চ্চ। রুষ সম্রাট অদ্য

যখন রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে একটা বোম গাড়ীতে ফাটিয়া যায়, সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত এই, দুটী বোম নিক্ষিপ্ত হয়। একটীতে কোন অনিষ্ট হয় নাই, দ্বিতীয়টীতে সম্রাটের পদদ্বয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। দুই ঘণ্টা পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে। বোম ফাটিয়া যাওয়াতে কয়েক ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে।

সম্রাটের মৃত্যু হওয়াতে প্রজাগণের কোন প্রকার অসন্তোষ লক্ষণ লক্ষিত হয় না। নূতন সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করাতে প্রজারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। পর হত্যাকারীর সহচরগণ পলায়ন করিয়াছে।

গত রাত্রিতে কমন্স সভায় গবর্ণমেণ্ট অর্থ দান বিষয়ক প্রশ্ন উপস্থিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ জিদ করিয়াছেন। সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বলিলেন এ বিষয়ে বিবেচনা আবশ্যক।

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ্চ। সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট এই ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট অর্থের নিমিত্ত যে জিদ করিতেছেন, সেই প্রশ্ন দ্বারা কমন্স সভার স্বত্ব অধিকার ও স্বাধীনতার উচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট এ কথাও প্রচার করিয়াছেন, আফগান যুদ্ধের ব্যয় দিবার প্রশ্নটী নূতন। অতএব এ বিষয়েরও বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক।

রুশ সম্রাট হত হওয়াতে ইউরোপখণ্ডে তাহার ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৫ ই মার্চ্চ। যিনি রুশের নূতন সম্রাট হইয়াছেন, তিনি তৃতীয় আলেকজাণ্ডর এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই ঘোষণা করিয়া প্রজাদিগকে জানাইয়াছেন, সম্রাটবংশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছে তিনি কি প্রকার নীতি অবলম্বন করিবেন, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। হত্যাকারির একজন সহচর ধৃত হইয়াছে।

এডিনবর্গের ডিউক ও তাঁহার পত্নী এখানে উপনীত হইয়াছেন।

রুশ সম্রাটের হত্যাকারী যুবা পুরুষ। তাহার ২১ বৎসর বয়স। যখন তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সে আত্মস্থির প্রায় ছিল। বন্দীভাব অবধি সে মৌনাবলম্বী হইয়াছে, কোন কথা কয় না।

লণ্ডন ১৫ ই মার্চ্চ। ব্রিটিশ রাজ-সভা রুশ সম্রাটের মৃত্যু নিবন্ধন এক মাস কাল শোক প্রকাশ করিবেন।

কান্দাহার সংক্রান্ত প্রশ্নের আন্দোলন করিবার নিমিত্ত গিল্‌ড হলে যে সভা হইবার কথা হয়, লণ্ডনের লার্ড মেয়র ওপায় সে সভা হইতে দেন নাই। তিনি এই কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, এ প্রকার সভায় কেবল দলাদলির ভাব প্রকাশ পায়।

লণ্ডন ১৫ ই মার্চ্চ। রুশ সম্রাটের অকালমৃত্যুতে পার্লিয়ামেণ্ট সভার উভয় গৃহই রুশের রাজ্ঞী ও এডিনবর্গের ডচেসের নিকটে শোক প্রকাশের মত করিয়াছেন।

ছাপরা নামক জাহাজ ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য লইয়া কেপের অন্তঃপাতি দরবাণে উপনীত হইয়াছে।

সর ইভিলিন উডকে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, বোয়ারদিগের সহিত অল্প দিন স্থায়ী যে সন্ধি করা হইয়াছে, বর্ত্তমান মাসের ১৮ ই পর্য্যন্ত তাহার মিয়াদ যেন বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেটের এক হাজার লোক বোয়ারদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৬ ই মার্চ্চ। গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, ষ্টানহোপ সাহেবের প্রস্তাবের কিরূপ ফল হয়, যে পর্য্যন্ত জানা না যাইতেছে, সে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কান্দাহার সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তদ্বিষয়ে কোন উপদেশ দিবেন না।

ট্রেজরির রাজস্ব সেক্রেটরি লার্ড ফ্রেডরিক কাভেণ্ডিস কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে ১৮৭৯ অব্দের দুই কোটি টাকার ঋণদায় হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বর্ষে ভারতবর্ষকে অর্দ্ধ কোটি টাকা দিবার মানস করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ঋণের সহিত উহার কোন সংস্রব নাই।

বোয়ারদিগের সহিত পুনরায় শত্রুতাচরণ করা না হয়, এই অভিপ্রায় করিয়া ব্রাইট সাহেব এক পত্র লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যাহাতে সম্মান রক্ষা হয় এরূপে সন্ধি করিয়া দিবার বিষয়ে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন।

সর ইভিলিন উড বর্ত্তমান মাসের ১৮ ই অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেটের সভাপতি ব্রাণ্ড এবং বোয়ারদিগের সভাপতি ক্রুগারের সহিত কথোপকথন করিবেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৫ ই মার্চ্চ। হত্যাকারী নিজ দোষ স্বীকার করিয়াছে। আর কয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৬ ই মার্চ্চ। সুলতান গ্রীসকে থেসেলির কিয়দংশ ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপীয় রাজদূতগণ বলিয়াছেন, উহা পর্য্যাপ্ত নহে। তাহার পর সুলতান থেসেলির কিয়দংশের পরিবর্ত্তে ক্রীট দিতে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু এপিরস ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন নাই।

লণ্ডন ১৬ মার্চ্চ। আফগান যুদ্ধের যে ৫ কোটী টাকা ব্যয় দিবার প্রস্তাব হয়, কমন্স সভা ঐকমত্যে তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব পুনরায় এই কথা বলেন যে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিবার মানস করিয়াছেন যে দ্বারা ভারতবর্ষকে ১৮৭৯ অব্দের ২ কোটী টাকা ঋণ হইতে মুক্ত করা হইবে। ৫ কোটী টাকা বার্ষিক ৫০০০০০০ লক্ষ টাকার কিস্তিতে দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আফগান যুদ্ধে সমুদায়ে যে ১৩ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে ঐ ৫ কোটী টাকা তাহার অংশ স্বরূপ দেওয়া হইবে না, তবে গবর্ণমেণ্ট যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালনার্থ উহা দেওয়া হইবে। ভারতবর্ষকে এই টাকা যে দেওয়া আবশ্যক তাহা নহে, তবে দিলে ভারতবর্ষের ধনাগারের কিছু স্বচ্ছল হইবে। এবং ভারতবর্ষের গৌরব রক্ষা হইবে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৬ ই মার্চ্চ। লোকের এই প্রকার বিশ্বাস সম্রাট-পুত্রের গৃহে সুড়ঙ্গ করা হইয়াছে। তাহার অনুসন্ধানার্থ লোক নিযোজিত হইয়াছে। নিযোজিত লোকেরা দেখিয়াছে, সম্রাট-পুত্রের গৃহ পর্য্যন্ত একটী সুড়ঙ্গ গিয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই মার্চ্চ। মানসন হাউসের দেয়ালের নীচে ৪০ পাউণ্ড বারুদ পূর্ণ একটী বাক্স গত রাত্রিতে দৃষ্ট হইয়াছে। ঐ বাক্সের সঙ্গে দাহ্য-পদার্থ-পূর্ণ একটী নল ছিল।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৭ ই মার্চ্চ। রুশ সমাচারপত্র সম্পাদকেরা এই প্রার্থনা করিতেছেন যে রুশে জাতি সাধারণ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু সম্পাদকদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই মার্চ্চ। ইংরাজেরা যে সন্ধি নিয়মের প্রস্তাব করিয়াছিলেন বোয়ারেরা তাহা গ্রাহ্য করিয়াছে, কেবল কোন কোন অংশে অমত করিয়াছে।

জর্নাল ডি পিটার্সবর্গ নামক পত্র বলিয়াছেন যে, নূতন রুশ সম্রাট তাঁহার পিতার অবলম্বিত রাজনীতির অনুসরণ করিবেন।

লণ্ডন ১৮ ই মার্চ্চ। টাইমস বলেন, গবর্ণমেণ্ট ১৫ই এপ্রেল কান্দাহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবার মানস করিয়াছেন; কিন্তু আমার এই অনুরোধ করিয়াছেন যে পর্য্যন্ত তিনি নগর ও প্রদেশের ভালরূপ বন্দোবস্ত করিয়া লইতে না পারেন সে পর্য্যন্ত ইংরাজেরা কান্দাহার পরিত্যাগ না করেন।

এথেন্স ১৭ ই মার্চ্চ। সুলতান সীমাসংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসার্থ যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, গ্রীব গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানু

নিয়োগ

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১০ ই মার্চ ১৮৮১। ছোটনাগপুরের কিছুদিনের জন্য ভার প্রাপ্ত সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় হাজারিবাগের ভার প্রাপ্ত হই-লেন।

১১ ই মার্চ। ময়মনসিংহের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, বি, [illegible] সাহেব [illegible] পর-গণায় বদলী হইলেন।

১২ ই মার্চ। [illegible] প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজি-ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এ, উইলকিন্স সাহেব চিফ জষ্টিসের অফিসে কার্য্য করিবেন।

১৫ ই মার্চ। পি ডি, ডিকেন্স সাহেবের অনুপ-স্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত [illegible] ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ ডব লিউ ম্যাকফার্সন সাহেব নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

এচ ডবলিউ জি, [illegible] নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন বলিয়া ২১ এ তারিখে যে আদেশ প্রচারি[illegible] হইল।

এচ, এম [illegible] সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত সারণের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ বি, টেম্বর সাহেব ঐ জিলার [illegible] বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার অন্তর্গত বাড়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ঠ, ষ্টুয়ার্ট সাহেব মজঃফরপুরে বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত ষ্টুয়ার্ট সাহেবের [illegible] কার্য্য করিবার জন্য ২২ এ তারিখে যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনারেল কুমার রামেশ্বর সিংহকে সিবিল সার্ব্বিস পদে নিযোজিত করিলেন।

সি. নোলান সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত [illegible]দের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, এচ, বারো সাহেব উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ঞ, এম লুইস সাহেব বিদায় গ্রহণ করাতে প্রেসিডেন্সি জেল প্রেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ [illegible] সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ছাপাখানার সুপ-রিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

এচ, রাটে সাহেব বিদায় গ্রহণ করাতে সহকারী কমিশনর ডবলিউ এন, সামুয়েল সাহেব হাজারিবাগের অন্তর্গত পাচম্বা বিভাগের ভার প্রাপ্ত হই-লেন।

১ লা তারিখে প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, এচ, কলিন সাহেব পাচম্বার ভার প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হই-য়াছে।

চট্টগ্রামের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর কে, কেনিডি সাহেব কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে ডেপুটি কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

আর, জি, ব্রাইথ সাহেব ও বাবু জগদম্বা সহায় কিছু দিনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্যের জল সেচন বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালে-ক্টরের কার্য্য করিবেন।

সাওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুড়ের প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর ডবলিউ এন, ক্যাম্বেল সাহেব ঐ জেলার অন্তর্গত গোড্ডার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

এ, জে, আর, হেনব্রিক সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ দি, এ, কেলী সাহেব প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১২ ই মার্চ। চট্টগ্রামের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর, আর, পোপ সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৫ ই মার্চ। হুগলির অন্তর্গত শ্রীরামপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণী প্রসাদ রায় ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু শ্যামচাঁদ ধরের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত এটর্নি বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন বর্দ্ধমানে প্রতিনিধি মুন্সেফের কার্য্য করিবেন কিন্তু সচরাচর উক্ত বিভা-গের সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

সারণের অন্তর্গত পোরসার মুন্সেফ মৌলবী ইমাম আলী ১ লা এপ্রেল হইতে উক্ত জেলার সদর ষ্টেষণের মুন্সেফ হইলেন।

বাবু মন্নুলাল চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত বীরভূমের প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র মুর্শিদাবাদের ছোট আদালতের সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

ফরিদপুরের সুবর্ডিনেট জজ বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য বীরভূমে সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

সোমড়া।

১৫ এ ফাল্গুন ১৮০২।

বারুইপাড়া, পাটুলি, বাক্ সাগড় প্রভৃতি গ্রামে ব্যাঘ্রের ভয়ানক উৎপাত হইয়াছে। দুইটী লোককে ব্যাঘ্রে এরূপ আঘাত করিয়াছিল যে, শুনিলাম, একজন চুচুঁড়ার হাঁসপাতালে গিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। একটি ব্যাঘ্র নিহত হইয়াছে। আর একটী অতি-শয় দৌরাত্ম্য করিতেছে। সোমড়া ও উহার পার্শ্ব-বর্ত্তী গ্রামসমূহে বন্য শূকরের উপদ্রব উপস্থিত হই-য়াছে। সেদিন আমাদের বাটীর পার্শ্ব হইতে একটী শূকর ধৃত ও হত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে পাঠক-গণকে জানাইয়াছি শৃগালের হস্তে সোমড়া গ্রামে দুইটী লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। সোমড়ায় বিসূচিকা ভীষণভাব ধারণ করিয়া প্রত্যহ ২। ১ টী গ্রাস করিতেছে। মৃত্যু কোলাহল, ক্রন্দন রোল মানবহৃদয় ভাসিত করিতেছে। গ্রাম মধ্যস্থিত নিবিড় অরণ্যানী দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। লোকা-লয় শ্বাপদসঙ্কুল হইতেছে। বানরের উপদ্রবে ফল ও শস্য সমূলে নির্ম্মূল হইতেছে। পানীয় জলের এক-মাত্র জলাশয় জলকরগ্রহীতাদিগের অত্যাচারে ক্রমশঃ শুষ্ক, কর্দ্দমাক্ত ও অব্যবহৃত হইতেছে। পাঠক দেখুন, আমাদের কিরূপ অবস্থা। আমরা গড়ে, কি বনে, শ্মশানে কি মশানে বাস করিতেছি কিছুই বলিতে পারি না। চিত্তের স্থৈর্য্য নাই। এক্ষণে অরণ্য আমাদের প্রমোদ কানন; শূকর আমাদের প্রতিবাসী, শৃগাল কুক্কুর সহচর; বানর প্রিয় মিত্র, লোকালয় বঙ্গভূমি; ক্রীড়া শোনহস্তে চটকের ন্যায় আমাদের জীবন নিধন। যাহা হউক, অতঃপর আমরা প্রার্থনা করি, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ বিষয়ে আর উদাসীন না থাকিয়া অবিলম্বে এস্থলের জঙ্গল কাটিবার আদেশ প্রদান করিয়া প্রজা রক্ষা করুন। ইতিপূর্ব্বে সোমড়া গ্রামের শৃগাল কুক্কুর মারিবার জন্য যে টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল, স্থানীয় কার্য্যকারী লোকের অসদ্ভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না; অথচ সেই টাকা এত অল্প যে, বিদেশ হইতে লোক আনান দুঃসাধ্য। জলকর-গ্রহীতারা সাধারণের পানীয় জল বাহির করিয়া দিল, ময়লা করিল, অনিষ্ট করিল, সেই ফলে ওলাউঠার আবি-র্ভাব হইল, লোকের জীবন নষ্ট হইল, অথচ পঞ্চা-য়েত কর্ত্তৃক তাহাদের নামে কৃত মকদ্দমায় তাহারা নির্দ্দোষ হইয়া অব্যাহতি পাইল! মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহার কারণানুসন্ধান করেন, ইহাও প্রার্থনীয়।*

* আমরা বারান্তরে এবিষয়ে আমাদের অভি-প্রায় ব্যক্ত করিব।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই [illegible] জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

কথা সরিৎসাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৷৷০ টাকা। ডাক মাসুল /০ আনা। গ্রহণার্থী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৴১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুব্যয়সাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত মূত্রপ্রস্রাবকালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

জ্বরাগ্নি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

ইহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এইরূপ গুণযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী মুক্ত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। [illegible] বায়, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের বিচ্ছিন্নতা ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ৵ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার পদ্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল. এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং এজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪৩ নং বাটী।

প্রস্তাব লিখিয়াছেন, মাননীয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় ১২ ই শ্রাবণের সোমপ্রকাশে পত্র-প্রেরকের প্রতি বলিয়া যদিও তাঁহার প্রধান প্রধান কয়েকটী দোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় নাই; এজন্য তৎসম্বন্ধে আজ আমাদিগকে আরও দুই একটী কথা বলিতে হইল।

ভগবতী [illegible] আপত্তি এই, যখন হিন্দু-সমাজে অনেকে স্বাধীনভাবে ব্রাহ্মের ন্যায় গোপনে চুরুট্ খাইয়াও বিনা আড়ম্বরে বিনা গোলমালে ও বিনা আন্দোলনে সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইতেছেন, তখন তাঁহার বিবেচনায় হিন্দু সমাজ সুরেন্দ্রকে লইয়া আন্দোলন করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। আমাদের বিবেচনায় কিন্তু ভাল বলিয়াই বোধ হইতেছে। কেন না গোপনে হিন্দুসমাজ—শুদ্ধ হিন্দু সমাজে কেন সকল সমাজেই সেই সেই সমাজবিরুদ্ধ অনেক কার্য্য অনেকের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু তৎ সমাজস্থ অন্যান্য লোকেরা তাহাতে সাধারণের সহসা কোন অনিষ্ট হইতে পারিবে না বিবেচনা করিয়া বিরুদ্ধ কার্য্যকারী ব্যক্তিগণকে প্রকাশ্যভাবে কিছুই বলেন না। আবার অনেক স্থলে বলিবার সুবিধা থাকিলেও বলিতে পারেন না; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ গোপনে সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য করেন নাই। তিনি প্রকাশ্যভাবে যখন কুহকে পড়িয়াই হউক, আর স্বেচ্ছা ক্রমেই হউক, হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, তখন তাঁহাতে আপত্তি না করিলে সমাজ বজায় থাকে কৈ? সকলেই যে সেরূপ করিতে পারে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অনেক শাস্ত্র-উপাধিধারী ব্যক্তি বিদেশ হইতে বাটীতে আসিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা কন্যারও বিবাহ দিয়াছেন। তাঁহাদের সে বিবাহে কোন আপত্তিই উপস্থিত হয় নাই। তবে জিজ্ঞাসা করি যখন কেশব বাবু কুচবিহারের রাজার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ প্রকাশ্যভাবে দিলেন, তখন তাঁহাকে লইয়া ব্রাহ্মগণ কেন বহু আন্দোলন করিয়াছিলেন? সে আন্দোলনে কি এই কারণ ছিল না, গোপনে যে কার্য্য হয়, তাহাতে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে না, প্রকাশ্যভাবে হইলেই সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে। এস্থলে হয়ত বলিতে পারেন, কেশব বাবু স্বয়ং নিয়ম করিয়া নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে লইয়া লোকে আন্দোলন করিয়াছিল। তাহা হইলেও কি প্রকাশ্যভাবে করিয়াছিলেন বলিয়া তাহা হয় নাই? গোপনে ত অনেকে অনেক নিয়ম ভঙ্গ করিতেছেন? সে যাহা হউক, উদার হিন্দুধর্ম্ম সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষার জন্য অল্প কষ্ট দিয়াও স্বীয় উদারতা পরিত্যাগ করেন নাই, বরং ব্রাহ্মধর্ম্ম অপেক্ষা বহুগুণে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কেশব বাবু কন্যার বিবাহ দিয়াই সাধারণ ব্রাহ্মগণের নিকট একেবারে পতিত হইলেন, আর উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিধর্ম্মী হইয়াও আবার উদার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাতে সমাজে পুনর্গৃহীত হইতেছেন। এ অংশে কোন্ ধর্ম্মের উদারতা অধিক? তাই বলি আন্দোলন করিয়াও সুরেন্দ্র পুনর্গৃহীত হইলেন, ও আন্দোলনে যখন উপকার আছে, তখন সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া আন্দোলন করিয়া হিন্দু সমাজ উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন।

ভগবতী বাবুর দ্বিতীয় আপত্তি এই, সমাজের অধিকাংশ (তাই বলিয়া সকলেই নহে) লোকে সমাজ বিরুদ্ধ মদ্যাদি পান করিয়াও যখন সমাজ-বহির্ভূত হন না, তখন সুরেন্দ্রনাথই কি সত দোষ করিয়াছে? ইত্যাদি। সত্য বটে সমাজের অনেকেই মদ্যাদি পান করেন; কিন্তু রাজাই যখন মদ্য ব্যবসায়ী হইয়া দিন দিন বহুবিধ মদ্য আনিয়া প্রকারান্তরে প্রজাকে খাইতে শিক্ষা দিতেছেন, তখন সমাজ আর তাহাতে কি করিবে? একটী দুইটী সুরাপায়ী হইলে সমাজ তাহাদের দমন করিতে পারে কিন্তু এখন যে আর দমন করিবার উপায় নাই! সুরাপায়ীর দল যে অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইয়াছে! এ অবস্থায় যদি রাজাজ্ঞায় মদ্যের আমদানি বন্ধ না হয় বা লোকে সুশিক্ষা পাইয়া চৈতন্য প্রাপ্ত না হয়, তবে সুরাপানাদির দমন করিতে সমাজ কখনই সক্ষম হইবে [illegible] এ অবস্থায় সুরাপানের সহিত ধর্ম্মত্যাগের তুলনা হইতে পারে না। যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে তাহাদের ত কথাই নাই, এখন যে দুই একজন খ্রীষ্টান হইতেছেন, দুই একজন বলিয়া সমাজ অনেকাংশে এখনও তাহাদের দমনে সমর্থ। যতদিন সমর্থ থাকিবে, ততদিন চেষ্টা করিলে দোষ কি?

মনুসংহিতাদিতে যখন যাজনাদি ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্মবৃত্তি বলিয়া এবং তণ্ডুলাদি তাঁহাদের খাদ্য দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু এক্ষণে তাহার অনেক ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া ভগবতী বাবু হিন্দু শাস্ত্র মতে সকল হিন্দু সন্তানকেই প্রায় পতিত ও জাতিভ্রষ্ট বলিয়াছেন, এটী তাঁহার মত বিজ্ঞের কথা হয় নাই। তিনি হিন্দু শাস্ত্রের আগম দেখিয়াছেন তাহার নিগম দেখেন নাই বলিয়া যাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দুধর্ম্মের লোপ হইল বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাই তিনি তাহাদিগকে হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের প্রকৃতি অবগত নহেন বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে আমাদের তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বোধ হইল। কেন হইল বলিতেছি।

মনু সত্যযুগের ব্রাহ্মণগণের জন্য (যখন ব্রাহ্মণগণ কষ্টসহিষ্ণু ও দীর্ঘায়ু ছিলেন) যজন যাজনাদি সামাজিক ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যতই সমাজের পরিবর্ত্ত হইতে লাগিল, ততই লোকে অল্পায়ু ও কষ্টভোগে অসমর্থ হইতে লাগিল, ততই যে ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের জন্য ক্রমান্বয়ে বর্ণচতুষ্টয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কি তিনি অবগত নহেন? এ সম্বন্ধে যে অসংখ্য প্রমাণ আছে, তিনি কি তাহা সকলই বিস্মৃত হইয়াছেন? [illegible] বলি সত্যযুগের করণীয় কার্য্যের অনেক ব্যতিক্রম হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ যে পতিত ও জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন, এ কথা বলা নিতান্ত অন্যায়। কালক্রমে আচার ব্যবহারাদি কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইলে মানুষ কখনই পতিত ও জাতিভ্রষ্ট হইতে পারে না।

ভগবতী বাবুর চতুর্থ বা মূল আপত্তি এই, তোমরা সকলে কালস্রোতের অনুকূলে ভাসিতে থাক, প্রতিকূল দিকে উজান যাইতে চেষ্টা করিও না ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করি যে স্রোত দেখিলেই কি তাহাতে স্রোতের দিকে ভাসিতে হইবে? না বুদ্ধ্যাদির দ্বারা অগ্রে বিচার করিয়া যদি ভাসিলে সমাজের বা নিজের উপকার হয় তবে ভাসিতে হইবে? এই যে আজকাল মদ্যপান, বাঙ্গালী সাহেব হওয়া বা নাস্তিক হওয়া স্রোত বাঙ্গালায় বহিতেছে, ইহাতেও কি ভাসিতে হইবে? ভগবতী বাবুর লেখার ভাব যেরূপ, তাহাতে কিছুই ছাড়িবে না। চক্ষু মুদিয়া ভাসিতে থাকিবে। শেষে ভাসিতে ভাসিতে যেখানে গিয়া দাঁড়াও।

যাহা হউক, আমরা বলি, কালস্রোতে যে ভাসিতেই হইবে এমন নহে। যাহার যে ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহার সেই ধর্ম্মশাস্ত্রে যদি তাহার কোন কথা না থাকে, তবে আপনার বুদ্ধি দ্বারা পরিণাম বিবেচনা করিয়া দেখ, পরে যদি ভাসা আবশ্যক হয় তবে ভাসিও। নতুবা বিপরীতগামী হইও। স্রোতের অনুকূলে যে ভাসিতে হইবেই হইবে এমন কোন কথা নাই। হিন্দুধর্ম্মের কিছুরই অভাব নাই। যদি অভাব থাকে, তবে যাহা হয় করিও। কিন্তু অভাব ত কিছুরই নাই। তবে নূতন হিন্দুধর্ম্মের প্রণয়নের আবশ্যকতা কি? যাহা আছে, তাহারই অন্ন খায় কে?

কুরুণ বেলিয়া } শ্রী বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গা বেলিয়া } তারিখ ৩০ এ ফাল্গুন।

কে বলে আত্মা নাই ঈশ্বর নাই?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শরীর ও আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিবার

পন্ন হয়। কিন্তু একের বিনাশের সঙ্গে অন্যের বিনাশ প্রতিপন্ন হয় না। " ধর্ম্মতত্ত্ব।

ক্রমশঃ

জনুনিয়া
১১ ই মাঘ ১৮৮১ } শ্রী ভগবতীচরণ দে।

সোমপ্রকাশ

১৬ ই চৈত্র সোমবার।

ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট নামক আইন।

এই আইনটী ভারতবর্ষে নূতন প্রবেশ করিল। এই আইনের পাণ্ডুলেখটি যখন ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধিবদ্ধ হয় তখন কান্দাহার লইয়া পার্লামেণ্ট সভায় এবং আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহিদলের আইনের পাণ্ডুলেখ্য লইয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভার উভয় পক্ষে আন্দোলনের ন্যায় তুমুল আন্দোলন হইয়া গেল সম্পাদক মহলেও ইহার ঘোরতর আন্দোলন হইল। অধিকাংশ সমাচার পত্র সম্পাদক অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এই একটী আইন লইয়া এত আন্দোলন হইবার কারণ কি? অতএব এ আইনের গুণ দোষ, উপকারিতা ও অপকারিতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমরা দেখিতেছি, এ আইনটী হওয়াতে একটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। ভারতবাসীরা নানা কারণে দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে, তাহার উপরে অতিরিক্ত পরিশ্রম হইলে তাহারা যে অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে সে বিষয়ে সংশয় নাই। অতএব যাহাতে সেই অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রবৃত্তির বাধা জন্মে, এই আইনটীর দ্বারা সেই উপায় নির্দ্ধারিত করা হইতেছে। এটী সদাশয়তা ও সদয়তার কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। যে জাতি পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভা করিয়া খঞ্জ পশুকে যান বহন করিতে দিতেছেন না, যে জাতি অশ্বের ক্লেশ হইবে এই আশঙ্কায় অশ্ব শকটে নির্দ্দিষ্ট জনের অধিক আরোহী লইতে নিষেধ করিতেছেন, যে জাতি যে যেমন নৌকা তাহাতে তাহার সমান্দাজমত লোক না হইলে পাছে জলমগ্ন হয় এই ভয়ে নৌকায় লোক লইবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন সেই জাতি যে মানুষের অকালমৃত্যুর কারণ সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া উদাসীন হইয়া থাকিবেন, ইহা সম্ভাবিত নহে। অতএব তাঁহারা উল্লিখিত আইনটী করিয়া তাঁহাদিগের সদাশয়তারই পরিচয় দিয়াছেন।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন এটী যদি সন্তোষের কার্য্য হইল তবে ইহাতে অনেকের অসন্তোষ জন্মিয়াছে কেন? সে অসন্তোষের কয়েকটী কারণ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। প্রথম, অনেকের এই ধারণা হইয়াছে, এ আইনটী ম্যাঞ্চেষ্টরের চেষ্টা ও উদ্যোগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাঁহাদিগের সংস্কার এই, বোম্বাইয়ে অধিক তূলার কল হইয়াছে। ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষে শ্রমজীবীর বেতন অল্প। সেই অল্প বেতন দিয়া বোম্বাইয়ের কলের অধিকারীরা যদি কলের কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহাদিগের কলে অল্প ব্যয়ে বস্ত্র প্রস্তুত হইবে, তাহা হইলে ম্যাঞ্চেষ্টারের কলের অধিকারীরা বোম্বাইয়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সুলভ মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিয়া উঠিতে পারিবেন না, সুতরাং ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন; এই কারণে ম্যাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়েরা কৌশল করিয়া উল্লিখিত আইনটী করাইয়াছেন। এ যুক্তিতে ম্যাঞ্চেষ্টরের নিতান্ত নীচ ও স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়। যাঁহারা এই স্বার্থপর দলের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া আইন করেন, তাঁহাদের তুল্য নীচ ও ঘৃণার্হ লোক আর নাই। আমাদের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ উচ্চ পদস্থ ও উচ্চ জ্ঞানালোক সম্পন্ন হইয়া যে এই নীচ কার্য্য করিবেন, ইহা কি সম্ভাবিত হয়? বিশেষতঃ যে ব্যবস্থাপক সভার শীর্ষ স্থানে মান্যবর লার্ড রিপন আছেন, সেখানে যে এরূপ নীচতার কার্য্য হইবে ইহার কি কখন সম্ভাবনা করা যায়? তিনি স্বমুখেও কহিয়াছেন, যে তিনি কোন স্বার্থপর লোকের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া ঐ আইনটী করেন নাই। তাঁহার বাক্যে অবিশ্বাস কি সঙ্গত?

এই আইনটী হওয়াতে ম্যাঞ্চেষ্টরের সুবিধা হইবে যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইহাতে ম্যাঞ্চেষ্টরের সুবিধা কি? আমাদের আইন কর্ত্তারা শ্রমজীবীদিগের ৯ ঘণ্টা শ্রমকাল নিদ্ধারণ করিয়া দিতেছেন, কিন্তু বোম্বাইয়ের কলের অধিকারীরা যদি ভিন্ন ভিন্ন দল নিযোজিত করেন এবং পর্য্যায়ক্রমে ঐ ৯ ঘণ্টা করিয়া তাহাদিগকে খাটাইয়া লন, তাহা হইলে সমস্ত দিবা রাত্রি কলের কার্য্য হইবার বাধা জন্মিবে না। তবে কিছু অধিক ব্যয় হইবে, এই মাত্র; সেই ব্যয়ও ইংলণ্ডের ব্যয়ের অপেক্ষা ন্যূন হইবে সন্দেহ নাই। যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে ম্যাঞ্চেষ্টর বোম্বাইয়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যদি ম্যাঞ্চেষ্টরের লাভ না রহিল, তবে তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া এই স্বার্থপর আইন করাইয়া কি লাভ করিলেন? অতএব ম্যাঞ্চেষ্টরের যত্নে যে এ আইনটী হইয়াছে, আমাদিগের এরূপ বোধ হইতেছে না। যাঁহারা এই আইনটী করিয়াছেন, তাঁহারা দয়া-প্রণোদিত হইয়া শ্রমজীবীদিগের হিত বুদ্ধিতেই যে করিয়াছেন, সে বিষয়ে বড় সংশয় জন্মিতেছে না। তবে আমাদের দুঃখের বিষয় এই, যদি ভারতীয় শ্রমজীবীর উপকারার্থ এই আইনটী হইল তবে সর্ব্বসাধারণ্যে যাবতীয় শ্রমজীবীর হিতার্থ আইনটী করা হইল না কেন? অনেক স্থলের শ্রমজীবির অতিরিক্ত পরিশ্রম আছে। অন্য কথা কি, আমরা দেখিতে ও শুনিতে পাই, ছাপাখানা ও অন্যান্য কারখানা প্রভৃতিতে অতিরিক্ত শ্রম করান হইয়া থাকে। তাহার অন্য প্রমাণ দিবার বড় প্রয়োজন হইতেছে না," একষ্ট্রা " এই শব্দটী তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। ছাপাখানা প্রভৃতি এমন অনেক কারখানা আছে, একষ্ট্রা কর্ম্ম না করাইলে সে সকল কর্ম্ম চলে না। কারণ, সে সকল কারখানায় যে সকল কাজ করিতে হয়, সে সমুদায় কার্য্য অগ্রে শিক্ষা করা আবশ্যক হয়, তত্তৎ কার্য্যে শিক্ষিত ব্যক্তিরেকে কোন আগন্তুক আসিয়া হঠাৎ সেই সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। এই কারণে একষ্ট্রা কর্ম্ম করাইবার প্রয়োজন হয়। গবর্ণমেণ্ট ছাপাখানাতেও কি একষ্ট্রা কর্ম্ম করাইবার রীতি প্রচলিত নাই? অতিরিক্ত শ্রমের নিবারণ করাই যদি আমাদের দয়ালু ব্যবস্থাপকগণের উদ্দেশ্য ছিল, ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না কেন? নীল ও চা-ক্ষেত্রে কি মজুরদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় না? নীল ও চা ক্ষেত্র বর্জ্জিত বিধির মধ্যে পড়িল কেন?

বোধ হয় এখন পাঠক আমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। ঐ আইনটী হওয়াতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদিগের কোন একটী বিষয়ে অসন্তোষ জন্মিয়াছে। আজ কাল আমরা অনেক বিষয় দেখিতেছি, ব্যবস্থাপকগণ সমদর্শী হইয়া ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করেন না। তাঁহারা প্রায়ই পক্ষপাত দোষে দূষিত হন। এস্থলেও সেই পক্ষপাত দোষ ঘটিয়াছে। তাঁহারা ফ্যাক্টরি শব্দের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা রহিত করিয়া যাবতীয় কারখানাকে সেই ফ্যাক্টরি শব্দের অন্তর্গত করা উচিত ছিল এবং সর্ব্বত্রই ৯ ঘণ্টা কর্ম্মকাল ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না করাতেই বোধ হয় ঐ আইনটী বিশেষ অসন্তোষকর হইয়াছে।

কান্দাহারের পরিণাম।

পশ্চিম নভোমণ্ডলে বিতস্তিপ্রমাণ মেঘের উদয় হইল; দেখিতে দেখিতে বায়ুবেগে নীত, চালিত ও আলোড়িত হইয়া গগন ব্যাপিয়া উঠিল, মেঘের ঘোর গর্জ্জন, বিদ্যুদ্বিলাস ও সম্পাত হইয়া গেল,

মুষলধারে বর্ষণ হইল; বোধ হইল যেন প্রলয়কাল উপস্থিত; বোধ হইল মহাকাল এইবার বুঝি সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন! সব বুঝি রসাতলে যায়! তাহার মুহূর্ত্তকাল পরে দেখি, আকাশ বেশ পরিষ্কার, দিকসকল প্রসন্ন, মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, আর কোথায় কিছু নাই, প্রকৃতি যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতিই হইয়াছে। ভূতলে যে জল জমিয়াছে, তাহাও সূর্য্যের রশ্মিযোগে নীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, দুই এক দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইবে। আমরা কাবুল ও কান্দাহার লইয়া ঐরূপ ব্যাপার দেখিলাম। মহা ধুমধাম হইল, বৈরূপ মহামেঘের উদয় হইল, শোণিতবৃষ্টি হইয়া গেল, তুমুল গোলযোগ হইল, ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে তর্জ্জন গর্জ্জন হইল, শেষে সব পরিষ্কার, কাবুল যেখানে ছিল, সেই খানেই রহিল, তাহার যে পূর্ব্ব অবস্থা, তাহাই হইল। রুশিয়ার আক্রমণ নিবারণার্থ বৈজ্ঞানিক সীমা ভাসিয়া গেল। মধ্য হইতে শিয়ার আলি সিংহাসনচ্যুত হইলেন। ইয়াকুব খাঁর নির্ব্বাসন হইল। ১৭ কোটী টাকা ভারতের [illegible] স্কন্ধে গেল। কান্দাহার বর্ত্তমান [illegible] গতি আবদেল রহমানের হস্তগত হইল। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদের সহায়তা করিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। আমরা এক্ষণে সংক্ষেপে যাহা বলিলাম পাঠক। এখন তাহা বিস্তারিতরূপে শুনুন।

লার্ড হার্টিংটন ২১ শে মার্চ প্রশ্নোত্তরে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় বলিয়াছেন, আমীর কান্দাহার গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন, [illegible] এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে তথায় উপনীত হইবে এবং ব্রিটিশ সেনাগণ ঐ স্থান পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছে। লার্ড হার্টিংটন এ কথাও বলিয়াছেন, [illegible] জেনরল আমীরকে জানাইয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সন্তোষ সহকারে কান্দাহার তাঁহার হস্তে দিবার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। যখন কান্দাহারে তাঁহার গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুমোদন করিবেন এবং কাবুলের ন্যায় তাঁহাকে সঙ্গতরূপে বিশেষ সাহায্য করা হইবে। লার্ড হার্টিংটন এ কথাও বলিয়াছেন যে কান্দাহারের কয়েক জন প্রধানতম অমাত্য ও সরদার আমীরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন।

আমরা উপরে যে উপমাটী দিলাম, পাঠক বিবেচনা করিয়া বলুন, সেটী সঙ্গত হইয়াছে কি না? কাবুল ও কান্দাহার সেই এক জন আমীরের হস্তে দেওয়া হইল। তাঁহাকে নিয়মিতরূপে সাহায্য দান করা হইবে, ইহাও অঙ্গীকার করা হইল। যদি পূর্ব্ববৎ সমুদায় বিষয়েরই অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থা করা হইল, তবে শিয়ার আলীকে পদচ্যুত করিবার কারণ কি? এত অর্থ ও সৈন্যক্ষয় ও অবমাননা স্বীকার করিবার প্রয়োজনই বা কি, যদি পূর্ব্ববৎ সমুদায়ই হইল, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট রুশের ভয়ে যে কাবুল যুদ্ধ বাধাইয়াছিলেন, সে কথা অলীক, সেটী ছল মাত্র। সেটি যদি ছল হইল, তবে ভারতবর্ষকে তাহার ব্যয় দিতে হইল কেন? তাহার যুক্তিই কি আর তাহার বিচারই বা কি? ভারতবর্ষকে এই অন্যায় ব্যয় দেওয়ান স্বেচ্ছাচারিতার কার্য্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

রুশ যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই, সেটী কেবল অনুমানমূলক আশঙ্কা মাত্র। অনেকে এই অনুমান করেন, রুশ সেনাগণ যখন মরুময় ও অসভ্য ভূমি ভেদ করিয়া ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে, তখন তাহাদের একটী মহৎ উদ্দেশ্য আছে সন্দেহ নাই। সেই উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ আক্রমণ; কিন্তু বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে রুশের অগ্রসরতাকে হেতু করিয়া ভারত আক্রমণের অনুমান করা সঙ্গত হয় না। ঐ হেতু সৎ হেতু নয়, উহাতে অসিদ্ধি ও অনৈকান্তিকত্ব প্রভৃতি দোষ আছে। একথা বলা হইতে পারে, রুশগবর্ণমেণ্ট মধ্য আসিয়ার যে সকল অধিকার করিয়াছেন তাহাতেই তুষ্ট হইবেন, আর অধিক দূর অধিকার বিস্তার করিবার ইচ্ছা করিবেন না। রুশগবর্ণমেণ্টের এরূপ বিবেচনা হওয়াও অসম্ভাবিত নয় যে মধ্য আসিয়ার মুসলমানদিগকে রুশরাজ যেমন সহজে বশ করিয়াছেন, ব্রিটিশ অধিকৃত [illegible] সেরূপ সহজে বশ করিবার যো নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মুসলমান গবর্ণমেণ্টের ন্যায় অল্পসারবান নন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অর্থশক্তি, উৎসাহশক্তি, ও প্রভুশক্তি, তিনই বলবতী, কোষ দণ্ডও তেমনি প্রবল। একরূপ স্থলে রুশসেনাগণ প্রবল বেগে আইল এবং [illegible] ন্যায় [illegible] সেনাগণকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়া গেল, ইহা সম্ভাবিত হইতে পারে না। এই সকল চিন্তা করিয়া রুশরাজ ভারতবর্ষ আক্রমণ চেষ্টায় নিবৃত্ত হইবেন। এরূপ স্থলে রুশ [illegible] যখন মধ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন তাহারা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে এই অনুমান সহেতুক হইতে পারে না। অসদ্ধেতুক অনুমান করিয়া, অকাণ্ড অগ্নিবৃষ্টি প্রজ্বালিত করা যার পর নাই স্বেচ্ছাচারিতার কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, আমরা এতদিনের পর নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম, কান্দাহার পরিত্যাগ করা হইবে। এটী অতিশয় আহ্লাদের হইল। যদি কান্দাহার পরিত্যাগ করা না হইত, তাহা হইলে ব্রিটিশ জাতির উপরে কাহারও বিশ্বাস থাকিত না। সেই অবিশ্বাস যে জন্মিল না, ইহাই পরম লাভের বিষয়।

একজন বাঙ্গালি সিবিলিয়ানকে জিলার মাজিষ্ট্রেট করিবার কল্পনা।

আমাদের একজন প্রামাণিক সংবাদদাতা আহ্লাদিত হইয়া লিখিয়াছেন, আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট যে মাসের মধ্যে একজন বাঙ্গালিকে জিলার মাজিষ্ট্রেট করিবার কল্পনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল গুপ্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত এ উভয়ের অন্যতর একব্যক্তি সংবাদদাতার লক্ষ্যপথে পতিত হইয়াছেন। ইহার অন্যতর কোন ব্যক্তি যে মাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত হইবেন সংবাদদাতা তাহা নিশ্চিত সংবাদ দিতে পারেন নাই, [illegible] হইবেন, সংবাদদাতার [illegible]।

এটী [illegible] বলে "[illegible]" [illegible] দিন যে এদেশ [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible] সম্মুখ হইয়াছে। [illegible] কাল [illegible] ইহাও একটী [illegible] যে ইংলণ্ড [illegible] পারেন, [illegible] আলোচনা করিলে [illegible] কৌতুহলের বিষয় নয়, [illegible] ও [illegible] নিজ [illegible] করেন, [illegible] আমাদের [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] করিয়া [illegible] বর্ত্তমান [illegible] হইতে চলিল।

আমরা [illegible] করিয়াছি, বঙ্গদেশীয় [illegible] সাহেবের এ [illegible] আছে সন্দেহ নাই। [illegible] ইহা সম্পাদন [illegible] নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর [illegible] দেশীয়দিগকে উচ্চ [illegible] দিয়াছেন, কিন্তু [illegible] পারেন নাই। ইডেন সাহেব [illegible] করিয়া [illegible] ও বঙ্গবাসিদিগের কৃতজ্ঞতা [illegible] হইলেন। [illegible] অধিকার কালে একজন [illegible] জজ হইয়াছেন, [illegible] একজন বাঙ্গালি যদি

[illegible] উচিত সদ্ভাব সাহায্য দান করিয়া প্রজাবর্গকে [illegible] করিবার চেষ্টা করুন।

বর্ত্তমান সম্পাদক বর্বাট নাইটের মকদ্দমার অদ্যাপি নিষ্পত্তি হয় নাই। অতএব সে বিষয়ে এখন কোন কথা বলা, যুক্তি আইন ও ন্যায়সঙ্গত [illegible] হয় না। কিন্তু ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান সম্পাদক এতৎসংক্রান্ত যে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ না করিয়া দিয়া আমরা নিরস্ত হইতে পারিলাম না। ঐ পত্রখানি নিজাম রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব রেসিডেন্ট সার রিচার্ড টেম্পল কে, সি, এস, আই সি, ঈর নিকট লিখিত। পত্রখানি এই—

মহাশয়! ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ানুসারে সেক্রেটারি অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া অথবা আপনার নামে যে লিবেলের মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন তাহার আলোচনায় যে সাক্ষ্যের প্রয়োজন বিশেষ আবশ্যক। অতএব এ মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে সাধারণের বিশেষ ক্ষতি হইবে। [illegible] অনেক বৎসর হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] রাজ্যের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন [illegible] উইকার উল-ওমরার তাঁহার সহকারী পদে নিয়োগ কালে যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে [illegible] ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর হইয়া যাহাতে তাঁহারা তাহার সম্যক অনুসন্ধান করেন, ইহা দেখিবার জন্য আমি একান্ত উৎসুক ছিলাম।

আমি নিজে এই বিষয় এই সেক্রেটারিকে জানাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু কয়েকটী বিশেষ কারণে তাহা হইতে নিবৃত্ত হই, ঐ সকল কারণের মধ্যে দুটীর এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধে নিম্নে তাহা লিখিয়া দিলাম। প্রথম—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর দ্বারা এ বিষয়ের অনুসন্ধান হইলে নিশ্চয় তাহাতে কোন ফলোদয় হইবে না এবং তাহাতে সালার জঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থা আরও নিকৃষ্টভাব প্রাপ্ত হইবে। কলিকাতা ফরেণ আফিসের সহিত যাঁহার কোন সংস্রব নাই, এমন লোকের দ্বারা ইহার অনুসন্ধান হইলে ইষ্টফল লাভ হইবে। এই কারণে আমি মনে করিতেছি যে আপনি এই অপবাদের মকদ্দমা উপলক্ষে প্রকাশ্য আদালতে ও ইংলণ্ডেশ্বরীর বিচারপতিদিগের সমক্ষে আমীর কাবীরের নিয়োগের স্বরূপ, এবং গত অনেক বৎসর হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সালার জঙ্গকে ক্রমাগত যে পীড়ন ও অবমান করিতেছেন তাহা উত্তমরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়—এ বিষয়ে সালার জঙ্গের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্তির আশা নাই। তাঁহার উপর গত কয়েক বৎসর যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাতে ও তাঁহার নিজ বহুদর্শনে তাঁহার এই ধারণা হইয়াছে যে, রেসিডেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার তাঁহার কোন ক্ষমতা নাই, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাহার কোন প্রতীকার প্রার্থনা করিলে কোন ফলোদয়ও হইবে না। এই সকল কারণে তিনি স্বভাবত এরূপ সতর্ক হইয়া উঠিয়াছেন, যে তাহা এক্ষণে দোষ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

আমীর যে কারণে আপনার নামে অভিযোগ করিয়াছেন আমি উপরে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। আমার বড় আনন্দ হইতেছে যে, এই ঘটনা হওয়াতে সালার জঙ্গকে ইহাতে লিপ্ত হইতে হইল না, এবং তাঁহার উপর যে অত্যাচার হইয়াছে এবং হইতেছে তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে আমিও আপনার সহায়ার্থ আমীর কাবীরের যেরূপ প্রকৃতি তাহা যথাযথরূপে বর্ণন করিব। আমি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে কহিতেছি আপনি ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা অত্যুক্ত নহে, এবং তৎসমুদায়ই সত্য। সার সালার জঙ্গের উপর্য্যুপরি প্রতিবাদ সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট বলপূর্ব্বক যাঁহাকে তাঁহার সহকারীর পদ প্রদান করিয়াছেন তিনি উহার একজন বিখ্যাত [illegible] তিনি উৎকোচ প্রদান দ্বারা অন্যান্য লোককে বশীভূত করিয়া উহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই একজন ভৃত্য তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে হত্যা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, হাইদ্রাবাদে এখন যে আর ন্যায়োচিত কোন কার্য্য হয় না, এ কথা আমিও আপনার ন্যায় লোক মুখে শুনিয়াছি।

আপনি বেরার হস্তে রাখিবার সম্বন্ধে ও আর আর বিষয়ে যে দুটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন আমি আমার এ পত্রে তদ্বিষয়ে কোন কথারই উল্লেখ করিলাম না। তবে আমার এই প্রকার বিশ্বাস যে, ঐ বিষয়ে আপনি যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা সত্য। আর এ সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ঘটনাও আমাদিগের কর্ম্মচারিগণের রিপোর্ট দ্বারা সপ্রমাণিত হইবে।

নূতন পুস্তক সমালোচনা।

সোহাগ। প্রিয়তমার প্রতি। শ্রীযুক্ত গোঁসাইদাস সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। তৃতীয় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত। কলিকাতা আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত। এখানি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। গ্রন্থকার ইহার প্রতি পংক্তিতে কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ইহাঁর অনেক সুললিত পদ্য সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে সুতরাং সোমপ্রকাশ পাঠকের সহিত ইহাঁর এই নূতন পরিচয় নহে। স্ত্রী সরলা ও গুণযুক্তা হইলে স্বামীর যে কিরূপ আদরের ধন হয়, সোহাগ পাঠ করিলে পাঠক তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

অদ্ভুত ইন্দ্রজাল বা কামধেনু। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইল। গ্রন্থকার ইহাতে প্রজ্বলিত পাবকের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রকরণ; অগ্নিদাহ নিবারণ, করতলোপরি হোম করিবার বিধি, অগ্নি ভক্ষণ প্রক্রিয়া প্রভৃতি যে সকল প্রক্রিয়ার কথা লিখিয়াছেন তাই একব্যক্তি তাহার কোন কোনটীর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এই সকল প্রক্রিয়া করিতে হইলে যেসকল দ্রব্য আবশ্যক, তাহাও অতি সহজলভ্য, রসায়ন শাস্ত্রে তাহার অধিকাংশই পাওয়া যায়। তবে যত্ন করিয়া কেহ শিক্ষা ও পরীক্ষা না করাতেই সকলই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অধ্যাত্মবিদ্যা। শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রণীত আত্মানাত্মবিবেক গ্রন্থ। বলাগড় নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পদ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল যাহার ভাল তাহার তাৎপর্য্যও যে ভাল হইবে একথা বলাই বাহুল্য।

আদর্শিনী। মাসিকপত্র ও সমালোচনী। শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৬১ নং বওয়ালিস ষ্ট্রীট কর প্রেসে মুদ্রিত। ১২৮৭ অগ্রহায়ণের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে অবতরণিকা, নৈশবিহার ভুলিব কেমনে (পদ্য) জ্যোতির্ম্ময়ী (উপন্যাস) এই কি প্রণয় বিধি (পদ্য) এই কয়েকটী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি সরস হইয়াছে, আমরা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। ভরসা করি সহযোগীর উৎসাহ ও উদ্যম বলে শীঘ্রই এখানি উন্নত পদবী লাভ করিবে।

বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ও শরৎচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ভারতকোষ দ্বিতীয় খণ্ড। এলাহাবাদের ইংরাজী ও বঙ্গবিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট। প্রীষ্টীয় বান্ধব ৩য় খণ্ডের ৩য় সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইল।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ই মার্চ্চ। চাইল্ডার্স সাহেব ৩রা মার্চ্চ কমন্স হাউসে সৈন্য সংস্কারের যে প্রস্তাব করেন সর্ব্বসাধারণে তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

এবার সিরাজগঞ্জ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ধান্য [illegible] ১০.১১ পয়রীরও অধিক কোন কোন সময় [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। চাউলের মণ [illegible] আনা মাত্র। কলাই প্রভৃতিও বিলক্ষণ [illegible] বিক্রী হইতেছে। এবার এদেশে গতবারের [illegible] জন্মে নাই এবং খেসারি ও মটর কলাই [illegible] হইবে এমন বোধ হয় না।”

এক ব্যক্তি আমাদের নিকটে লিখিয়া পাঠাই- [illegible] মঙ্গলবার রাত্রে একজন ব্যবসায়ী [illegible] কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ সুপ্রসিদ্ধ [illegible] রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে কলা [illegible] নিকট বাটি ৮। ৯ ঘটিকার সময় দস্যু কর্ত্তৃক [illegible] নিকটে নগদ ১০০ টাকা ছিল। তিনি একক নহেন। তাহার সঙ্গে একটী [illegible] ছিল। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] আক্রমণ করে এবং [illegible] [illegible] অঙ্গভঙ্গী করে তাহাতে ব্যবসায়ির [illegible] বাতুল বলিয়া [illegible] হইয়াছিল। এই- [illegible] যাইতে যাইতে ঐ বাতুল-বেশধারী দস্যু [illegible] হইয়াযান [illegible] হইল। সে অবিলম্বে [illegible] [illegible] [illegible] প্রহার করিতে লাগিল, [illegible] আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। [illegible] তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী দুই জন [illegible] উপস্থিত হইল। দস্যু বিপদ [illegible] প্রস্থান করিল।

[illegible] শিক্ষার উন্নতি করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ [illegible] পরামর্শ হইতেছে। ২৪ [illegible] [illegible] সাহেব স্থির করিয়াছেন, ২৬ [illegible] [illegible] টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে [illegible] পাঠশালার নিমিত্ত দেবিনীগণের নিমিত্ত [illegible] প্রদত্ত হইবে; সুতরাং আগামী ডিসেম্বর [illegible] নানা স্থানে পরীক্ষা হইবে এবং [illegible] ডিসেম্বর মাসে যেরূপ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে, তাহার দ্বিগুণের কম পুরস্কার দেওয়া হইবে না।

বাবু রজনীকান্ত গুপ্তের সঙ্কলিত “সাহিত্য [illegible]” ১৮৮৩। ৮৪ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার [illegible] পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

[illegible] বলেন—“প্রেসিডেন্সি কমিশনরের পদ উঠিয়া [illegible]। মিষ্টার লেথব্রিজ পেন্সন লইতেছেন। তিনি [illegible] ৮০০০ টাকা পেন্সন পাইবেন।”

[illegible] যমুনা নামক রণতরীর ২২ জন [illegible] প্রবল [illegible] [illegible] [illegible] গিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্রসংক্রান্ত আইন উঠাইয়া দেওয়া না দেওয়ার সম্বন্ধে শীতকালের মধ্যে কিছু হইতেছে না। অনেক বড় বড় ইংরাজ ইহার তিরোভাব দর্শনে অত্যুৎসুক।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত সিঙ্গর [illegible] একজন আবাদ কর নিজ আবাদের ভিতরে একটী চুণের খনির আবি ষ্কার করিয়াছেন।

পোর্টুগাল গবর্ণমেণ্ট ৫০ বৎসরেরও অধিক- বয়স্ক মান্যী দিগের বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য একটী আইন করিয়াছেন। ইহারা সচরাচর দরিদ্র যুবক দেখিয়া বিবাহ করিয়া থাকে।

আজকাল এক সম্প্রদায় লোক যোগীর বেশ ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদিগের অধিকাংশই প্রায় চোর। আমরা জানিতাম, উহারা অপরের সম্পত্তিই চুরি করে। এখন দেখি ছেলেও চুরি করিয়া থাকে। সম্প্রতি ঐ প্রকার [illegible] [illegible] কলিকাতায় এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের ১০। ১২ বৎসর বয়স্ক একটী পুত্রকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। [illegible] [illegible] হইয়াছে। বালক [illegible] জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছে, উহারা কি এক দ্রব্য দিয়া তাহার বাক্‌রোধ ও তাহাকে অচৈতন্য করিয়া রাখে, মধ্যে একবার যখন যৎসামান্য জ্ঞানের সঞ্চার হয়, সেই সময়ে উহারা তাহার মুখে আর এক প্রকার গুঁড়া দেওয়াতে তাহার অবস্থা পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অণ্ডর সেক্রেটারি বাইথ সাহেব গত শনিবার রাত্রিতে ঘোড়া হইতে পড়িয়া [illegible] তাহার গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে দেরাদুনে যে ইণ্ডিয়ান [illegible] সাধারণ পরীক্ষা গৃহীত হয় তাহাতে এদেশের নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যথা সৈয়দ হাসেন; এচ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়; এস, [illegible] , কে, এচ মিত্র।

পাবনার [illegible] কেম্ব্রিজের আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে কেম্ব্রিজের উপাধি ইনিই এই প্রথম প্রাপ্ত হইলেন।

সুরাটের হসন আলী খাঁ বাহাদুরের পুত্র আব- দুল আলা ১ ম আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মিডেল টেম্পলে, ও আনন্দমোহন বসুর শ্যালক জগদীশচন্দ্র বসু কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করিতেছেন।

সিরেন্সেষ্টারের কৃষি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি- বার জন্য সৈয়দ শাকোয়াৎ হোসেন বি, এ ও বাবু অম্বিকাচরণ সেন এম, এ, এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আহম্মদাবাদের সালামক ইব্রাহিম ইব্‌লদার ও আশাম হইতে জি, সি বাঁজবোয়া তথায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন।

আমরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন সভার এক খানি ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। সভা দেশের উপকারার্থ গত ১৮৮০ অব্দের জুলাই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংশোধনের জন্য পার্লামেণ্টে আবেদন করিয়াছিলেন। যথা—রাজস্ব ও কর, ন্যায় বিচার, রাজকার্য্যে দেশীয়দিগের নিয়োগ প্রভৃতি অনেকগুলি সদনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিয়াছেন। সংবাদ পত্রে এ সকল বিষয়ে আন্দোলন হইয়া গিয়াছে বলিয়া এস্থলে আমরা ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত উল্লেখ করিলাম না।

আমরা বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেসনের প্রথম বর্ষের কার্য্যবিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। এদেশীয়দিগের অবস্থার উন্নতি করাই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাতাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। জনসাধারণের সুবিধার জন্য আবশ্যক মূলধনের প্রতি অংশের মূল্য দশ টাকা নিরূপিত হইয়াছে। এপ্রেল হইতে ডিসেম্বর এই কয়েক মাসের মধ্যে ৬৮২ জন লোক ১০৬৪১ টী অংশ ক্রয় করিয়াছেন। অংশের মূল্য এককালীন দিবার নিয়ম নাই বলিয়া এখনও সমস্ত টাকা আদায় হয় নাই। ক্রেতাগণের নিকট হইতে অংশের মূল্য ৩৫০২৬ টাকা আদায় হইয়াছে এবং ৭১৩৮৮ টাকা বাকী রহিয়াছে। যাহা হউক ইহার অধ্যক্ষগণ যেরূপ উৎসাহসহকারে কার্য্য করিতেছেন তাহাতে ইহার যে শীঘ্র উন্নতি হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

গবর্ণমেণ্টের ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০১ হইতে ১০১৸০।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নদির গোলযোগ করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সস- পেণ্ড করিয়াছিলেন কিন্তু বৰ্দ্ধমানের প্রতিনিধি কমিশনর বামন সাহেবের অনুরোধে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুনরায় কর্ম্মে বাহাল করিয়াছেন।

১৯ এ মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৭৭ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

হলণ্ডের এক ব্যক্তির মজ্জায় লাল বর্ণের এক প্রকার কীট জন্মে, অনেক দিন অবধি সে তাহাতে কষ্ট পায়। চিকিৎসকে অনেক চিকিৎসা করিয়াও তাহার কোন প্রতীকার করিতে না পারিলে সে ব্যক্তি তাহাতেই প্রাণত্যাগ করে, শেষে অনেক পরীক্ষা দ্বারা ডাক্তারেরা স্থির করিয়াছেন অত্যন্ত চিন্তা নিবন্ধন মজ্জা গরম হওয়াতে প্রথম মস্তক বেদনা আরম্ভ হয় শেষে মস্তিষ্ক শীতল করিবার জন্য অধিক পরিমাণে কুক্কুট ডিম্বের সার দেওয়াতে ঐ রোগ জন্মিয়াছিল।

বেঙ্গলি শুনিয়াছেন আর এক জন দেশীয় লোককে গবর্ণর জেনেরলের সভার সভ্যপদ প্রদান করিবার সংকল্প করা হইয়াছে, ঢাকার নবাব আশানুল্লা, তাতোয়া বা দ্বারভাঙ্গার মহারাজ এই তিন জনের মধ্যে এক জনের উক্ত পদ লাভের সম্ভাবনা আছে।

গত এপ্রেল মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দশ মাসে গবর্ণমেণ্টের নিজের ১৭৫ লক্ষ টাকার দ্রব্য ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে।

তরবারির আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যেমন ঢাল আছে, সেইরূপ বন্দুকের গুলি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার ঢাল প্রস্তুত করিবার কল্পনা করা হইতেছে।

ডাক্তার জর্জ স্মিথ মৃত ডাক্তার ডফের যে জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

জর্ম্মণির প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স বিসমার্কের একটী দয়ার কার্য্য দেখিয়া আমরা বড় প্রীত হইয়াছি। তিনি যাদবলণ্ড নামক স্থানের দরিদ্রদিগকে সর্ব্বপ্রকার কর হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন এবং তাহাদিগের সন্তানেরা যাহাতে বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করিতে পারে তিনি তাহারও সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন মধ্য প্রদেশের পাটনা নামক স্থানে একজন মদ্য ব্যবসায়ী দেবোদ্দেশে নরবলী দেওয়াতে বিচারে তাহার ফাঁসের আদেশ হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ গেজেট বলেন, ওরেণবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া তাসখন্দ, বল্ক ও কাবুলের মধ্য দিয়া পেশোয়ার পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিবার জন্য রুশ-গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়াছেন, এতদ্বিষয়ে উভয় গবর্ণমেণ্টের একটী লেখাপড়া হইতেছে, আবশ্যক মূলধনের ; অংশ রুশ-গবর্ণমেণ্ট দান করিবেন, অবশিষ্ট ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দিবেন। দশ বৎসরের মধ্যে এই রেলওয়ে হইবে। রুশ জরিপ করিবার ভার গ্রহণ করিবেন।

খ্রীষ্টভক্ত ক্যাথলিকদিগের গোয়াটীমালা নামক স্থানে যাইবার যো নাই। তথাকার সাধারণ তন্ত্রের এই আইন আছে যে, তথায় কোন ক্যাথলিক গমন করিলে বলপূর্ব্বক তাহার প্রাণ বধ করা হইবে। হেন্‌রী গিলেট নামে একজন ক্যাথলিক পুরোহিত নিজ স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধনার্থ তথায় গমন করিয়াছিলেন। সাধারণ তন্ত্রের লোকেরা কোনরূপে তাঁহাকে ক্যাথলিক জানিতে পারিয়া ধৃত করে, এবং খালী পায়ে ৩ দিন অনবরত পর্ব্বতের উপর দিয়া অন্যূন একশত মাইল পথ হাঁটাইয়া লইয়া গিয়া অবশেষে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। আজিও এরূপ কুসংস্কারাবিষ্ট সাধারণতন্ত্র আছে? আমরা দেখিতেছি ইহাঁদের হইতে সাধারণ তন্ত্র শব্দটীর অবমাননা হইতেছে।

লর্ড রিপনের পুত্র আরল ডি গ্রের শীকার উপলক্ষে দ্বারভাঙ্গার মহারাজের এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ঐ টাকাগুলি যদি রাজ্যের উন্নতিকল্পে বিনিযোজিত হইত দ্বারভাঙ্গার যে কত মঙ্গল হইত বলা যায় না। এরূপ অপব্যয় করা অতিথি ও আতিথেয় উভয়ের পক্ষেই অকর্ত্তব্য।

১৯ এ মার্চ্চ শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি দান-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি জষ্টিস এ, উইলসন সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন এবং ছাত্রদিগকে উপাধি দিয়া একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বরণ কোম্পানি সোণাপুর মগরাহাট রেলওয়ের কণ্ট্রাক্ট লইয়াছেন। বর্ত্তমান ১৮৮১ অব্দের মধ্যে ইহাঁদিগের কার্য্য শেষ করিয়া দিবার কথা ছিল কিন্তু অসময়ে কণ্ট্রাক্ট দেওয়াতে তাঁহারা আর কিছু সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিয়া ১৮৮২ অব্দের ৩১ এ মে পর্য্যন্ত সময় দিয়াছেন। এবং বারুইপুর ষ্টেসণ স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাবে লোকে আপত্তি করাতে উক্ত ষ্টেসণ বারুইপুরের পাকা রাস্তার ধারে করিবারও আদেশ হইয়াছে। বরণ কোম্পানি যেরূপে কার্য্য করিতেছেন ৮২ অব্দে যে শেষ হয় আমাদের এমন বোধ হইতেছে না।

পশ্চিম ভারতবর্ষের মাউ নামক তালুকের কুলকার্ণি নামে এক ব্যক্তি লোকসংখ্যা গণনার কাগজ পত্র পুড়াইয়া দিয়াছে।

পুণার এক ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যার বিবাহের পর পুনরায় স্বামী মরিয়া যাওয়াতে ব্রাহ্মণ আবার তাহার বিবাহ দিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর একটী দয়ার কার্য্য করিয়া অনেক ইংরাজের বড় প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। কুপার নামে যে ব্যক্তি হত্যাপরাধে অপরাধী হওয়াতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্ত্তৃক প্রাণ দণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হয়, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের বিচারে তাহার ফাঁসের আদেশ রহিত হইয়াছে, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইহার হেতুবাদে এই কথা বলিয়াছেন কুপার অন্যায় কার্য্য দর্শনে ক্রোধে অভিভূত হইয়া হত্যা করিয়াছিল, সে প্রকৃতিস্থ থাকিয়া এ দুষ্কর্ম্ম করে নাই, অতএব তাহার প্রাণ দণ্ডের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাসনই উপযুক্ত দণ্ড স্থির হইয়াছে। কুপার যেমন অপ্রকৃতিস্থ হইয়া হত্যা করিয়াছিল ফাঁসের আদেশও বোধ হয় সেইরূপ অবস্থাতেই রহিত করা হইয়াছে।

বলটীক রেলওয়ে কোম্পানি আবার এক নূতন কথা শুনাইতেছেন, ইহাঁরা ফিনল্যাণ্ডের উপসাগরে বরফের দ্বারা জমাট জলের উপর দিয়া পাঁচ মাইল দীর্ঘ একটী রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের আদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়র পরীক্ষা করিয়াছেন, বরফ এক হস্ত পরিমিত থাকিবে অতএব গাড়ী চলিবার কোন ব্যাঘাত হইবে না।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ চিকিৎসা শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন:—

২ য এম. বি, পরীক্ষা; প্রথম বিভাগ।

মেডিকাল কালেজের পুলিনচন্দ্র সান্যাল, শ্রীনাথ বোস।

দ্বিতীয় বিভাগ।

মেডিকাল কালেজের বিনোদবিহারি আশ, শরৎকুমার বসু, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম বোস, নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী, জানকীনাথ পাল ও মতিলাল বস।

দ্বিতীয় এল, এম, এস, পরীক্ষা।

মেডিকাল কালেজের বিজয়গোবিন্দ বাগচি, দ্বারনাথ বস, অবিনাশ ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র দাস, প্রিয়নাথ দত্ত, কামাখ্যানাথ ও প্রসন্নকুমার বোস, অমৃতলাল কর, অম্বিকাচরণ কুণ্ডু, রামচন্দ্র মজুমদার, নীলমনি মণ্ডল, অঘোরনাথ ও শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, গোপীবল্লভ সাহা।

প্রথম এম, বি পরীক্ষা।

মেডিকাল কলেজের রামপ্রসাদ বাগচি, গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলমনি বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র অধিকারী, হৃষীকেশ লাহিড়ী, এস. কে, পিসাক্, রমানাথ দে।

২ য় বিভাগ।

মেডিকাল কলেজের কুমুদনাথ ভট্টাচার্য্য, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, জহরিলাল দে, ফটিকচন্দ্র রায়।

মৃত বাবু রামগোপাল ঘোষের প্রতিমূর্ত্তি বিলাত হইতে আসিয়াছে, টাউনহলে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবে। হিন্দুসমাজ এই মহাত্মার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী আছেন।

এ বৎসর মোক্তারি পরীক্ষায় ২০৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের লবণকর এবার হ্রাস হইয়াছে। গত এপ্রেল হইতে ৭ ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট ১৫০১ লক্ষ টাকা লবণের কর প্রাপ্ত হইয়াছেন, পূর্ব্ববর্ষে ইহার অপেক্ষা ১১ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইয়াছিল।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজের দাওয়ান প্রতি পল্লীতে একজন তহশীলদার বা তত্তোধিক মুন্সেফ নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। প্রত্যেক মুন্সেফের বিচারাধীনে দুই শত ঘর মাত্র লোক থাকিবে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন, কলিকাতা গড়েরমাঠে যাহারা নূতন ঘোড়াকে শিক্ষা দেয় তাহাদিগের প্রত্যেককে বার্ষিক ৫০ টাকা কর দিতে হইবে।

জাপান সম্রাটের পুত্র সমরবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

অযোধ্যার কৃষির উন্নতির বিষয়ে যিনি ভাল প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন বিজয়নগরের রাজা তাঁহাকে দুই শত টাকা পারিতোষিক দিবেন।

সদরল্যাণ্ডের চিউক, সর এ বোর্থউইকের নিকট হইতে টাকা মূল্যে মর্নিংপোষ্ট নামক সংবাদপত্র ক্রয় করিয়াছেন।

অশীতিবর্ষীয়া রমণী ব্যারনেস বার্ডেট কাউট্স নিজ বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার প্রত্যেক পেন্সনরকে ১০ টাকা বাড়াইয়া দান করিয়াছেন। এবং বড় বড় কর্ম্মচারীদিগকে ৫।৬ হাজার করিয়া দিয়াছেন।

রুশের ৬ খানি জাহাজ জাপানে আসিয়াছে।

মান্দ্রাজের এস পি, জি উ স্কুলের অধ্যক্ষ মার্গোসিস সাহেব উন্মত্ত হইয়া দুইজন দেশীয়কে গুলি করিয়াছেন। একজন আহত ও অপর প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সাহেব ক্ষিপ্ত হইলে দেশীয়দের ভিন্ন তাহাদিগের ত আর কোন উপসর্গের কথাই শুনা যায় না, ইহারই বা কারণ কি?

পাইকপাড়ার কুমার কান্তিচন্দ্র সিংহ বাহাদুর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান কলেজের উন্নতি বিধানার্থ দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

প্যারিসের কতকগুলি শিক্ষিত লোক একত্র হইয়া এক নূতন প্রকারের এজেন্সি খুলিয়াছেন। ইঁহারা কমিশন লইয়া কেবল যে ঘটকালী করেন এমন নহে, বিবাহের জন্য পাত্র ও পাত্রী পরীক্ষা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন।

আমেরিকায় চীনের যে হাবার্ড বিশ্ববিদ্যালয় আছে, গবর্ণমেণ্টকে তাহার জন্য বার্ষিক ৪০৬২১৬০ টাকা দিতে হয়, কিন্তু আয় ৩০০ টাকা মাত্র।

কাবুলে সংবাদ আসিয়াছে বোখারার আমীরের মৃত্যু হইয়াছে, এবং রুশেরা সমরখন্দ হইতে তথায় সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে।

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম গ্লাডষ্টোন সাহেব শকট হইতে পতিত হইয়া যখন শয্যাগত ছিলেন সেই সময়েও তিনি এত কাজ করিয়াছিলেন যে অপরে সুস্থদেহে তত কাজ করিতে পারে কি না সন্দেহ। তিনি আবশ্যক বিষয় সকল বলিতেন এবং তাঁহার সেক্রেটারি লিখিতেন।

ষ্ট্রাচি যেমন লিটনের গবর্ণমেণ্টে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন ফরেণ বিভাগের সেক্রেটারি লায়েল সাহেবও নাকি তেমনি লর্ড রিপনের গবর্ণমেণ্টে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছেন। লিটন যেমন ষ্ট্রাচির কলের পুতুল হইয়াছিলেন ইনি সেরূপ হন নাই, কিন্তু হওয়া আশ্চর্য্যের নহে। এই বেলা হইতে সাবধান না হইলে বোধ হয় শেষে ইঁহারও বড় অযশ হইবে; ভারতবর্ষে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের কাহারও পরামর্শের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিলে কোন দিকেই তাঁহার প্রতুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

রঙ্গপুর শাখা রেলওয়ের উত্তর দিকের শেষ সীমা কাউনিয়া হইতে কুরীগ্রাম পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে প্রস্তুত হইতেছে, বর্ত্তমান মাস হইতে তাহাতে ট্রামওয়ে চলিল.

৩০ এ শিমলায় গবর্ণর জেনেরলের সভার অধিবেশন হইবে।

১৮৮০-৮১ অব্দে অহিফেনের শুল্কে গবর্ণমেণ্টের ১০ ক্রোর টাকা আয় হইয়াছে।

পুরুষদিগের ন্যায় বক্তৃতা করা অভ্যাস করিবার জন্য পুনার মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকেরা একটী সভা করিয়াছে।

গত ৪ ঠা শুক্রবার রঙ্গপুরে শীলাবৃষ্টি হয় তাহাতে উক্ত দিবস রঙ্গপুর ও শ্যামপুর ষ্টেষণের খানি আরোহীর গাড়ী উল্টাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু কাহারও গুরুতর আঘাত লাগে

এবার একটী ইউরোপীয় বালিকা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হিউম সাহেবের প্রদত্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ঢাকার অন্তঃপাতী এক স্থানে এক দুষ্টা স্ত্রীলোক উপপতির সাহচর্য্যে নিজ হস্তে স্বামীর প্রাণ বধ করিয়াছিল। বিচারে উহারা দোষী প্রমাণ হওয়াতে স্ত্রীলোকটীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ ও তাহার উপপতির ফাঁসী হইয়াছে।

সিংহাসনচ্যুত গুইকুমার মলহর রাওর আইনের উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার ক্যাভনাগ সাহেব গুইকুমারের উপর যে সকল অত্যাচার ও অন্যায় হইতেছে তাহার প্রতীকার প্রার্থনা করিয়া গবর্ণর জেনারেলের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন, তিনি তাহাতে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে আমরা এস্থলে দুটীর বর্ণন করিতেছি। যথা—মান্দ্রাজের ডবটন হাউসে তিনি আটক থাকাতে তাঁহার শরীর ক্রমেই ভগ্ন হইতেছে। মান্দ্রাজের জলবায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে; এমন কি, তিনি তথায় আর কিছু কাল থাকিলে তাঁহার বাঁচা ভার হইবে। এতদ্ভিন্ন পোলিটীকাল এজেন্ট আপীনর সিওয়ার্ড সাহেব তাঁহার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেন তাহাও কয়েদী আসামীর ন্যায়। একেই বলে ধনে প্রাণে যাওয়া। এক ত চমৎকার নীতি অনুসারে রাজ্যচ্যুত করা হইল, তাহার উপর ব্যবহারও চোরের ন্যায় করা হইতেছে, এ অবস্থায় তাঁহার বাঁচা অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল। মলহর রাওর যেরূপ দুরবস্থা হইল এরূপ আমরা কোন সিংহাসনচ্যুত রাজা অথবা নবাবের দেখি নাই।

আমরা ২৪ এ ফাল্গুনে সমারোহে সম্পন্ন দুইটী বিবাহের সংবাদ পাইলাম। এক, পুঁটিয়ার মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর দত্তকপুত্র শ্রীযুক্ত কুমার যতীন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিবাহ; দ্বিতীয়, রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কাকিনার ভূম্যধিকারী কুমার মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরীর কন্যার বিবাহ। এই উভয় বিবাহে বিস্তর ব্যয় হইয়া গিয়াছে, পুঁটিয়ার সংবাদদাতা বলেন, কেবল কাঙ্গালীদিগের বিদায়ে মহারাণী শরৎসুন্দরীর ১৫ হাজার টাকারও অধিক ব্যয় হইয়াছে। পাঠক ইহাতেই অন্য অন্য বিষয়ের ব্যয় অনুমান করিয়া লউন। আমাদের দেশে ধনী লোকের কন্যা পুত্রের বিবাহ ও পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে বিস্তর ব্যয় হয়, বাবুকতারা মৃত কুমার কান্তিচন্দ্র সিংহের মেট্রপলিটান বিদ্যালয়ে দেড় লক্ষ টাকা দানের ন্যায় বিদ্যালয়াদি সাধারণ কার্য্যে যদি কিছু কিছু দান দিবার নিয়ম করেন তাহা হইলে দেশের মহা মঙ্গল হইতে পারে। যে কার্য্যে যে ব্যয় অনুমিত হইবে; তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের কিছু কিছু ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া অন্ততঃ সে অনুমিত ব্যয়ের চতুর্থাংশ সাধারণের হিতকর কার্য্যে দেওয়া কর্ত্তব্য।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পুলিশ কর্ম্মচারী এবং বঙ্গদেশের চিকিৎসা বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা লইবে সেই সোমবারে গৃহীত হইবে।

লর্ড রিপনের শরীর যেমন ভাল নহে লেডি রিপনের শরীর ও তেমনি ভাল নহে। তিনি গ্রীষ্মের পূর্ব্বেই ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

ভিয়েনার বিদ্যালয় সমূহের উন্নতি কল্পনা করিয়া আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে, একজন সভ্য তাহার প্রতিবাদ করাতে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যূন চারি শত ছাত্র একত্র হইয়া গত ২১ এ ফেব্রুয়ারি তাঁহার বাটীর সম্মুখে গিয়া এরূপ চীৎকার করিয়াছিল যে সভ্য মহাশয় তাহাতে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ২০ জন বালক এই অপরাধে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

বিলাতে বয়েসি সাহেবের প্রস্তাবিত ব্রাহ্ম মন্দির নির্ম্মাণার্থ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একাউণ্টেণ্ট জেনেরলের আপীসের সহিত ঐ বিভাগস্থ ডেপুটী সেক্রেটারির আপীস শীঘ্রই এক হইয়া যাইবে। দুটী পৃথক্ থাকিবে না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

নওয়াখালির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ মাদরে বদলী হইলেন।

[illegible] এফ, মিলিক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible], রেভিনিউ ও কৃষি বিভাগে কার্য্য ক[illegible]রেন।

হাবড়ার সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী [illegible] বর্দ্ধমানে এবং বর্দ্ধমানের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু প্রসন্নকুমার বসু হাবড়ায় বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] পরার অন্তর্গত [illegible] ভার প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্য ভার অন্যের উপর সমর্পিত না হয় সে পর্য্যন্ত প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] নওয়াখালির কার্য্য করিবেন।

চট্টগ্রাম [illegible] প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর এ, ই, পর্ডন কুচবিহারের ডেপুটী কমিশনর হইলেন।

পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] অন্তর্গত [illegible] ভার প্রাপ্ত হইলেন।

রঙ্গপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] সিরাজগঞ্জে বদলী হইলেন।

ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] বদলী হইলেন।

বাবু ভোলানাথ দাস কিছু দিনের জন্য ঢাকার [illegible] শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভুবনমোহন রায় ২৪ পরগণার অন্তর্গত [illegible] বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible]নাথ [illegible] সাহাবাদে কার্য্য করিবেন।

পুর্ণিয়া নগর হইতে বহুস্থপর পর্য্যন্ত ৫ নম্বর যে রাস্তা আছে তাহা বিস্তৃত করিবার জন্য ভূমি সংগ্রহার্থ পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারিণীপ্রসাদ বায় জাহানাবাদের অন্তর্গত মধুপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

টি, জে, সি, গ্রাণ্ট সাহেব পুলিস মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এবং জে, সামুয়েল আম্বষ্ট্রং [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার রিকেট্‌স কটকের অন্তর্গত জাজপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বিদায়াদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন যথা—

মেদনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ ঘোষ ৩ রা হইতে ৩ মাস, নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারণচন্দ্র সরকার ১০ ই হইতে অথবা যে দিন হইতে তিনি আবশ্যক বোধ করিবেন সেই দিন হইতে ৩ মাস, কুচবিহারের ডেপুটী কমিশনর ডালটন ২২ এ এপ্রেল হইতে ২০ মাস, বক্সারের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হার্ডি ১১ ই এপ্রেল অথবা তাহার পর যে দিন হইতে তিনি আবশ্যক বোধ করিবেন সেই দিন হইতে ৬ মাস, মধুপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible]ভূষণ দত্তের কার্য্যভার যে দিন ভার-প্রাপ্ত ব্যক্তি গ্রহণ করিবেন সেই দিন হইতে ৩ মাস, জাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] ১৪ ই অথবা যে দিন হইতে তিনি আবশ্যক বিবেচনা করিবেন সেই দিন হইতে ৩ মাস।

বিচার-সংক্রান্ত বিভাগ।

বাবু ভুবনমোহন রায়কে ফৌজদারী আইনের ৩১১ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান হইলেন।

[illegible] জয়েণ্টমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] ৩৬ ধারানুসারে [illegible] ও ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট দিগের [illegible] আপীল শুনিতে পারিবেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] ধারানুসারে [illegible] বিচার করিতে পারিবেন।

[illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এই আদেশ [illegible] কুলোপাধ্যায়ের [illegible] আদেশ হয় [illegible] হইল।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] বাবু [illegible] বদলী হইলেন কিন্তু [illegible] কার্য্য করিবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন যথা—

মুর্শিদাবাদের [illegible] ও ছোট আদালতের জজ বাবু [illegible], [illegible] সহকারী মুন্সেফ মৌলবী [illegible] ২৩ দিন (বর্ত্তমান মাসের শেষ পর্য্যন্ত) [illegible] প্রথম মুন্সেফ বাবু [illegible] ১ মাস।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন রায় মহোদয় এখানে বদলি হইয়া আসিয়াছেন। ভুবন বাবু নিতান্ত ভদ্র অমায়িক ও ধর্ম্মভীরু হাকিম। ব্যবহারশাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। ভুবনবাবু এখানে আসিয়া অবধি যে কয়েকটী বিচার করিয়াছেন তদ্বারা তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা ও সুবিচারকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভুবনবাবু এখানে কিছুদিন স্থায়ী হন গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

আমরা সময়ে সময়ে হুগলীর ঘোড়ারগাড়ীর গাড়োয়ানদিগের অত্যাচার দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হই; তাহারা একটু সুযোগ পাইলেই আরোহিগণের নিকট হইতে অধিক ভাড়া লইয়া থাকে আবার যদি কোন পথিক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিবার থাকে তাহা হইলে গাড়োয়ানদিগের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণের নির্দ্দিষ্ট ভাড়ার দ্বিগুণ ত্রিগুণ ও সময়বিশেষে চতুর্গুণ পর্য্যন্ত ভাড়া ঐ সকল ভদ্র পরিবার বিশিষ্ট পথিকগণের নিকট হইতে লইয়া থাকে। [illegible] সবডিবিজনের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহোদয় হাকনি ক্যারেজ আক্ট অনুসারে তথাকার কয়েকজন গাড়োয়ানকে সাজা দিয়া ঐ সবডিবিজনের ভদ্রলোকদিগের অজস্র আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি হুগলীর মাননীয় নবাগত সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কটন সাহেব মহোদয় এখানকার ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদিগের অত্যাচার নিবারণ করিয়া হুগলীবাসী ও সর্ব্বসাধারণ পথিকদিগের সেইরূপ কৃতজ্ঞতার ভাজন হউন।

আমরা কনৈক শিক্ষকের কুব্যবহারের কথা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। ইঁনি পবিত্রধর্ম্মী ও স[illegible] শাস্ত্রে ইঁহার বেশ অধিকার আছে। কিন্তু হায়! এক লাম্পট্য দোষ দারিদ্র্য দোষের ন্যায় ইঁহার গুণরাশি নাশ হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদিগের এই দোষ বরং কথঞ্চিৎ মার্জ্জনীয় হয় কিন্তু তাহার ধর্ম্মযাজক ও শিক্ষকের লাম্পট্য দোষ কোন প্রকারেই উপেক্ষনীয় নহে। আমরা যেরূপ শুনিয়াছি তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমরা তাঁহাকে বন্ধুভাবে সতর্ক করিয়া দিতেছি অতঃপর তিনি সাবধান হউন।

সংবাদদাতার পত্র।

উত্তরসং।

হুগলী। ৮ ই চৈত্র। ১২৮৭।

সম্প্রতি ব্রাহ্মণবেড়িয়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূতপূর্ব্ব [illegible]

পেশোয়ার।

গতকল্য ইঞ্জিনিয়ার দপ্তরের একজন সব সর্জেণ্ট রুম, মেকিশন্ কেল্লা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রাতে যখন বড়বিয়ার নামক স্থান দিয়া পেশোয়ারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময়

[illegible] ইষ্টিম গাড়িতে হঠাৎ একজন আফ্রিদি [illegible] উঠিয়া ছুরিকা দ্বারা উক্ত সর্জেণ্ট সাহেবকে [illegible] আঘাত করে। কিন্তু সে আঘাত গুরু [illegible] না হওয়াতে সাহেব সাহস সহকারে তাহাকে গাড়ির উপর হইতে নীচে নিক্ষেপ করেন। তাহাতে গাড়ির একখানি চাকা তাহার পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়াছে। সেখানে অন্য কেহই ছিল না, সাহেব এবং তাহার সহিস দুই জনে তাহাকে দৃঢ়তররূপে বন্ধন করিয়া গাড়িতে লইয়া এখানকার ডেপুটী কমিশনরের কাছারিতে হাজির করিয়া দিয়াছেন। [illegible] জিজ্ঞাসা [illegible] আমি মারিয়াছি [illegible] এক্ষণে থাকিতে [illegible]।

[illegible] মধ্যে শৈশব বিবাহ [illegible] আছে। ইহারা শিশু বালকের বিবাহ [illegible] আইবড় হইয়া গেলে [illegible]। ইহাদের [illegible] হইয়া থাকে। কোন [illegible] হইলেই বিবাহের কথোপকথন [illegible]।

[illegible] আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কাবুলাধি- [illegible] দিবেন মানস করিয়াছেন। [illegible] এখানকার কমিশনরেট সাহেব [illegible] অনুমতি প্রাপ্ত [illegible]।

এখানকার ক্ষত্রিয়েরা সহরে অত্যন্ত ধুমধাম [illegible] দোল সমাপ্ত করিয়াছেন। ৪।৫ দিবস নানা প্রকার সঙ বাহির করিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে [illegible] প্রভৃতি করিয়াছিলেন।

[illegible]।

[illegible] জজ শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার এপ্রেল মাসের [illegible] কলিকাতায় পঁহুছিবার কথা আছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে শ্রীযুক্ত আউ- [illegible] কাবুল যুদ্ধে হতাহত সৈনিক [illegible] ভরণপোষণার্থ ৫০০ শত টাকা [illegible] সেক্রেটরী মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

[illegible] বাপ্টিষ্ট গির্জ্জার পশ্চাতে এবং [illegible] নামক পুষ্করিণীর সম্মুখে যে তাড়ির দোকান [illegible] লম্পটেরা পরস্পর বাজী রাখিয়া [illegible] লড়াই করায়, ইহারা কুকুটের পদে এমন [illegible] ছুরি বাঁধিয়া দেয় যে বিপক্ষ যে কুক্কুট হারিয়া যায় তাহার পেট, কিম্বা গলা চিরিয়া গিয়া রক্তপাত হইতে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। মালিকেরা তাহা দেখিয়া উচ্চস্বরে আনন্দধ্বনি করিতে থাকে। জনাকীর্ণ স্থানে সরকারী সড়কের নিকট এবং সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিপথে দিনের বেলায় এ প্রকার নিষ্ঠুর কার্য্য করা অত্যন্ত অন্যায়। অতএব এরূপ ঘটনা যাহাতে না হয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

বসন্ত রোগ এ সময়ে উড়িষ্যার নানাদিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এক এক স্থানে ভয়ানক মৃত্যু হইতেছে।

২৭ এ ফাল্গুন আমাদের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কুক সাহেব বেলা ৮ টার সময় নগর পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন, সিপাহিগণের লাইনের নিকট তাঁহার ঘোড়া অতি দ্রুতবেগে যাইতেছিল। পথিমধ্যে হঠাৎ একটী হস্তী দেখিয়া ঐ ঘোড়া চমকিয়া উঠাতে সাহেব মাটীতে পড়িয়া পতিত হন। সুখের বিষয় এই গুরুতর আঘাত লাগে নাই।

৫ ই মার্চ্চ বেলা ১১ টার সময়ে ভয়ঙ্কর লবণের গোলায় আগুন লাগিয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। ১৮ টী গোলা ঘরই নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ২৮০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

এখানে বিশেষরূপ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। একণে জ্বর ইত্যাদি রোগেরও কিঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব কমিয়াছে।

এখানে সময়ে সময়ে ডাকের সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ দৃষ্ট হয়।

জামালপুর।

গত ৩০ এ ফাল্গুন শনিবার হইতে মঙ্গলবার পর্য্যন্ত জামালপুর হরিসভার সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শনিবার অপরাহ্নে ৪ টা হইতে মনুসংহিতা ব্যাখ্যা শ্রীশ্রীমন্নারায়ণের আরতি ও হরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। রবিবার প্রাতঃকালে ৪ টা হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসংগীত, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ব্যাখ্যা ও হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়, এবং অপরাহ্নে ১ টার সময় দরিদ্রদিগকে যথাসাধ্য দান ও ৫ টা হইতে সভার সহযোগী সম্পাদক কর্তৃক বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত হইয়াছিল।

এবার হোলি উপলক্ষে জামালপুরে হিন্দুস্থানীদিগকে তাদৃশ অশ্লীল নৃত্য গীত করিতে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তবে ঐ দিন এই উপলক্ষে মুঙ্গেরে এমন অশ্লীল নৃত্য গীত হইয়াছিল যে, ভদ্রলোকেরা বাটীর বাহির হইতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট হইতে অশ্লীল নৃত্য গীত রহিত করিবার কোন আইন প্রচার হইলে ভাল হয়। ধর্ম্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে আমরা পরামর্শ দিতেছি না; কিন্তু এরূপস্থলে হস্তক্ষেপ করায় কোন দোষ নাই।

গত সপ্তাহে দুই তিন দিন এখানে বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি হওয়ায় এক্ষণে আবার শীতানুভব হইতেছে।

সুবর্ণপুর।

সংসারে হতভাগ্যের সুখ কোথায়ও নাই। যখন ভাগলপুর হইতে লিখিয়াছিলাম, বৃষ্টি না হওয়াতে গঙ্গার জল দূষিত হইল। ইহার মধ্যেই বিসূচিকা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানে অনিষ্ট [illegible] দেখিতেছি। মোতাবেলিয়া সুবর্ণপুর প্রভৃতি স্থানে বিসূচিকা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দেশের জল যেরূপ দূষিত হইয়াছে, তাহাতে সেই জল পান করিয়া লোকের রোগের হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। কতবার আমরা গবর্ণমেণ্টকে যমুনার উদ্ধারে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু যমুনার উদ্ধার ত হইল না। তাঁহার বিপরীত দেখা দিয়াছে। শৃগালের আনন্দ বৃদ্ধি হইতেছে। স্থানে স্থানে লোকে জলের জন্য [illegible] মধ্যে কষ্ট অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখনও দিন পড়িয়া আছে। [illegible] গবর্ণমেণ্ট যদি অনুগ্রহ করিয়া কিছু কিছু অর্থ [illegible] স্বরূপ দেন, তাহা হইলে অনেকে কর্জ লইয়া পুষ্করিণী কাটিতে পারে ও পরে ২।৩ বৎসরের মধ্যে শোধ দিতে পারে। চাঁদা করিয়া কি কোন ধনীর নিকটে কর্জ করিয়া লোকে যে পুষ্করিণী খনন করিবে এমন সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন তাহাদের অনেকের দাঁড়াইবার স্থল নাই।

আমাদের মাননীয় খামারপাড়ির সংবাদদাতা মহাশয় ৮ জগন্নাথ দেবের কপালে বক্রের জন্য যে লিপির কথা লিখিয়াছেন, আমরা দেখিতেছি, তাহা এদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি ইহার কোন কারণ অবগত হইতে পারিয়াছেন।

গত ৩ রা চৈত্র এখানে বিকই নামক স্থানে ৮ মদনগোপালের দোল বড় সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের এই ঠাকুর। পূর্ব্বে ইহাঁর অবস্থা অতি উত্তম ছিল। বহুদূর হইতে লোকে ইহাঁকে দেখিতে আসিত। কিন্তু এক্ষণে কৃষ্ণচন্দ্র রাজার বংশাবলীর যে উন্নতি ইহাঁরও সেই উন্নতি হইয়াছে! দিন কতক পরে হয়ত চরম উন্নতি বা নির্ব্বাণ দশায় পতিত হইবেন।

এই দিন ঘোষ পাড়ায়ও দোল হইবে। ইহা কর্ত্তাভজাদিগের দোল। এই দোলে ঈশ্বর ঘোষের পুত্রেরা উঠিয়া থাকেন! কবে এ দোল উঠিয়া যাইবে? কর্ত্তাভজারা দ্বিতীয় কৃষ্ণ! ইহাদের দেবও নাই দেবীও নাই, থাকিবার মধ্যে আছে কতকগুলি সেবাদাসী, আর ছড়িদার! সুবর্ণ বণিক মহলে কর্ত্তাভজাদিগের বড় আধিপত্য।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ⁄০ আনা; ⁄০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাব চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সী... দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাই...র অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের ...ধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকা... ...ণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে ...বাগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

সাহিত্য-সমালোচনীসভার বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ জয়দেবপুরস্থ শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সমালোচনী সভার অধ্যক্ষ কমিটির সভ্য হইলেন। এই কমিটীর কোন সভ্য কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ বাঙ্গালা-ভাষার উন্নতি কি শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল জ্ঞান করিয়া সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে, সভা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পুস্তকালয়ে কিংবা বিদ্বৎসমাজে বিতরণের জন্য সেই গ্রন্থের বহু খণ্ড ক্রয় করিয়া লইবেন, অথবা অন্য প্রকারে গ্রন্থকারের সাহায্য করিবেন। এইরূপ পুরস্কার বিতরণ কিংবা সাহায্যদানে সম্পাদকের পূর্ব্ববৎ অধিকার থাকিবে এবং সম্পাদকও উল্লিখিত অধ্যক্ষ-কমিটীর অন্যতম সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

অধ্যক্ষকমিটির সভ্য।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল।
" " চন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল।
" " বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
" " গঙ্গাচরণ সরকার।
" ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র রায়বাহাদুর C. I. E.
" রেবারেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়।
" বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
" " ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল।
" " যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ।
" " রজনীকান্ত গুপ্ত।

ঢাকা, জয়দেবপুর। ২৮এ ফাল্গুন, ১২৮৭। — শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ, সম্পাদক।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দারদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্রলোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড়লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কিনা, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।
আর, লায়েল কোম্পানি
১৩৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, ও আময়িক প্রয়োগাদি এবং সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসার্থিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ৶১০ আনা। কলিকাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৮০ নং "চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস" ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট "মেডিকেল লাইব্রেরিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

নূতন পুস্তক।

পার্থ-পরাজয় নাটক।

সুপ্রসিদ্ধ নাটক-লেখক কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু মহাশয় উক্ত নামধেয় বীর, করুণ ও হাস্য-রসাশ্রিত যে চমৎকার নাটক প্রচার করিয়াছেন, তাহা আমাদের ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, কলিকাতাস্থ অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তক বিক্রেতার নিকট এবং ২০২ নং করণওয়ালিস ষ্ট্রীট গ্রন্থকারের নিজ বাটীতে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১ টাকা, মাশুল ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিজ্ঞাভঙ্গে ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হইবে, তিনি সেটী বুঝিলেন না, তিনি কি ইংরাজ জাতির একজন নন?

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, পার্লামেণ্ট মহাসভার অন্যতর সভ্য ষ্টানহোপ সাহেব লিবরেল গবর্ণমেণ্টের কান্দাহার পরিত্যাগ নীতির বিরুদ্ধে সম্প্রযুক্ত করিয়া যে তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি কান্দাহার রক্ষার বিষয়ে সভাগণের মত গ্রহণার্থে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা বিফল হইয়া গিয়াছে। ষ্টানহোপ লার্ড লিটনের ন্যায় লর্ড বিকন্সফিল্ডের এক জন। অতএব তাঁহার কান্দাহার হস্তে রাখিবার বিষয়ে মত থাকা আশ্চর্য্যের নহে। যাহা হউক, তাঁহারা কাবুল যুদ্ধকে অন্যায় যুদ্ধ বোধে তৎকালে মহা হুলস্থুল করিয়াছিলেন, আজ আমরা তাঁহাদিগের কান্দাহার হস্তে রাখিবার বিষয়ে মত দেখিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমরা চিরকাল জানি, ইংলণ্ড ন্যায়ের প্রতি পক্ষপাতী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। তবে কেন আজ আমরা তাঁহাদিগকে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষায় উদাসীন, ও অব্যবস্থিত চিত্তের ন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিতেছি। বিকন্সফিল্ড তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে যে সকল অন্যায় কার্য্য করেন, ইংলণ্ডবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা তদ্দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত হওয়াতেই তাঁহাদিগের পদচ্যুতি হয় এবং লিবারল গবর্ণমেণ্ট পদস্থ হন। আশ্চর্য্য, ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় এই, স্বার্থ এখন তাঁহাদিগের পবিত্র হৃদয়কেও কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। কান্দাহার এখন তাঁহাদিগের একটী লোভা বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদিগের ধারণা কান্দাহার হস্তে রাখিলে তাঁহাদিগের বিশেষ লাভ হইবে এবং সীমা প্রদেশ অধিকতর নিরাপদ হইবে। স্বার্থ এখন তাঁহাদিগের মনকে এমন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে যে তাঁহারা এখন কান্দাহার হস্তে রাখিবার অনিষ্ট ফল বুঝিতে পারিতেছেন না, কান্দাহার এখন তাঁহাদিগের চক্ষে পার্ব্বত্য প্রদেশ নহে, স্বর্ণধান্যে পরিপূর্ণ স্থান, পেশোয়ার অপেক্ষা উহা শত্রুদিগের দুর্ভেদ্য এবং রক্ষা করাও অল্প ব্যয়সাধ্য। এই জন্যই তাঁহারাও কন্সরবেটীবদিগের ন্যায় উহা হস্তে রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিবারল গবর্ণমেণ্টের কান্দাহার পরিত্যাগ নীতির প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন। কিন্তু কান্দাহার ইংরাজেরা হস্তে রাখিলে উহা রক্ষা করিতে যে ব্যয় হইবে, ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে সেই টাকা যদি দিতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারা এ চেষ্টা করিতেন না, [illegible] ডি দিয়া বিক্রয় করিবার যে একটী [illegible] তাঁহারাও সেইরূপ বর্ত্তমান আমীর আবদুল রহমানকে কিছু দিয়া কান্দাহার তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিতেন। এখন যেরূপ বন্দোবস্তে কান্দাহার ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাতে এক প্রকার লর্ড লিটনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। কারণ, আমীরকে বাধ্য রাখিবার জন্য সময়ে সময়ে অর্থ, সৈন্য ও অস্ত্রাদি দান দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে। লর্ড লিটন যদি পরিণামদর্শী হইতেন, তাহা হইলে লিবারল গবর্ণমেণ্টকে আর এ কষ্ট পাইতে হইত না এবং মধ্যে মধ্যে তজ্জন্য ভারতবর্ষকেও কাবুলের আমীরের উদ্দেশে অর্থ দান করিতে হইত না। যাহা হউক, এই উপলক্ষে ইংলণ্ডবাসীদিগের অধিকাংশের যেরূপ প্রকৃতি, আমরা তাহারও অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। অন্য কথা কি, লর্ড লিটন এক জন উচ্চ শ্রেণীর লোক, তিনি না বুঝিয়া যে কাজ করিয়াছেন, তাহার আর উপায়ান্তর নাই। কিন্তু তিনি যে কিরূপ অপরিণামদর্শী, পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন, যে দিন তিনি লর্ড সভায় গবর্ণমেণ্টের কান্দাহার পরিত্যাগ নীতির বিরুদ্ধে যখন বক্তৃতা করেন, সেই সময়ে সর্ব্বসমক্ষে অম্লানবদনে তিনি বলিয়াছিলেন, কান্দাহার পরিত্যাগ করা ভারতবাসীদিগের অভিপ্রেত নহে। কি আশ্চর্য্য! তৎকালে তিনি একবারও ভাবেন নাই যে রিউটার তারযোগে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের যে নিকট সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার এ রহস্যের উদ্ভেদ হইবে। তাঁহার সত্যবাদিতার যে ব্যাঘাত হইবে, বোধ হয় তখন তাঁহার সে জ্ঞান ছিল না। বোধ হয় তিনি জানিতেন না যে এ কথা প্রকাশ হইলে তাঁহার অপমান ও অসম্মান হইবে। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইংলণ্ডবাসিরা ঐকমত্যে কোথায় এরূপ শ্রেণীর লোকের উপর অবিশ্বাস করিয়া উদারমতাবলম্বী দলের প্রতিপোষকতা করিবেন, না, তাঁহারা আবার সেই সকল লোকের সহিত যোগ দান করিয়া নানা স্থানে সভা প্রভৃতি করিয়া লিবারল গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করিতেছেন। এই কারণেই ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিদল উৎসাহ সহকারে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছেন। আমরা দেখিতেছি এই সকল কারণেই লিবারল গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা সত্ত্বেও ভারতবাসীদিগের হিতানুষ্ঠান করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা যে কার্য্য করিতে যাইতেছেন, সেই কার্য্যেই অধিকাংশ লোকের মতবিরোধ উপস্থিত হইতেছে। এই কারণেই তাঁহারা সাহস সহকারে অগ্রে পাদবিক্ষেপ করিয়াও আবার পশ্চাতে ফিরিয়া আসিতেছেন। আমরা লিবারল গবর্ণমেণ্টের এক একটী কার্য্যে এত প্রতিবন্ধকতাচরণ দেখিতেছি যে তাহাতে প্রতিক্ষণেই আমাদিগের বোধ হইতেছে, লিবারল দলের পদচ্যুতির বড় বিলম্ব নাই। সংবাদ পত্র পাঠেও জানা যায়, ইংলণ্ডবাসীদিগেরও এই দৃঢ় বিশ্বাস যে বর্ত্তমান বর্ষের মধ্যে মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্ত হইবে। বিকন্সফিল্ডও তাঁহার পদচ্যুতিকালে একথাও বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, একথা শুনিতেও কষ্ট হয়। বিকন্সফিল্ডের বাক্যে আমাদিগের বোধ হয় ইংলণ্ডে ন্যায়ের মর্য্যাদা নাই, তাই সাহস সহকারে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন। বাস্তবিক যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে লিবারল গবর্ণমেণ্ট কখনই এত সঙ্কুচিত ভাবে কার্য্য করিতেন না। বিকন্সফিল্ড তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে যেসকল কাজ করিয়াছেন, তাহার সংশোধন করিতে গিয়া যদি উদার গবর্ণমেণ্টের পদচ্যুতি হয়, এবং বিপক্ষ দল জয় লাভ করেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের অধীন রাজ্য সমূহের যে কি শোচনীয় দশা ঘটিবে, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, ইংলণ্ডবাসী অধিকাংশ লোকের এখন যেরূপ মত দেখা যাইতেছে, তাহাতে সহজেই আমাদিগের এই বিশ্বাস জন্মিতেছে, ইংলণ্ডে স্বেচ্ছাচারী লোকের অপেক্ষা ন্যায়ের পক্ষপাতী লোকের সংখ্যা অধিক নহে।

কলিকাতায় রায়তী সভা ও রেণ্ট বিল।

২৬ এ মার্চ্চ কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রায়তদিগের একটী বৃহৎ সভা হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চলের স্থানের স্থানের অনেকগুলি প্রতিনিধি আসিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্পষ্ট বোধ হইতেছে, পূর্ব্ব বঙ্গবাসিদিগের উদ্যোগে সভাটী হইয়াছিল। কেবল এ বিষয় নয়, সকল বিষয়েই পূর্ব্বাঞ্চল-বাসিদিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের যে কিছু সামাজিক উন্নতি হউক, পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই হইবে সন্দেহ নাই। নীল হাঙ্গামা পূর্ব্বাঞ্চল হইতে উঠিল, প্রজা-বিদ্রোহ পূর্ব্বাঞ্চলেই হইল। ব্রাহ্মদলের পুষ্টি পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই হইতেছে। জমীদারের সহিত প্রজার সমকক্ষ আচরণও পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই হইতেছে। রেণ্টবিলের যে যে অংশে জমীদারের স্বার্থ হানি সম্ভাবনা আছে, জমীদারেরা স্থানে স্থানে সভা করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, প্রজাদিগেরও যে যে অংশে আপত্তি আছে, তাহারাও সেই সেই অংশে আপত্তি করিতেছে।

স্বার্থপরতার বিরোধ, প্রবলের অত্যাচার ও দুর্ব্বলের তৎপ্রতীকারচেষ্টা চিরকালই আছে। পৌরাণিক আর্য্যেরা রূপকরূপে বর্ণন করিয়াছেন, পৃথিবী যখন যখন অত্যাচারপীড়িত হইয়াছেন, তখন তখন নানারূপ ধারণ করিয়া কোন সর্ব্ব-

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

[illegible]

[illegible] সাব-ডেপুটী কালেক্টার [illegible]

[illegible] বাবু হরিমোহন সান্ন্যাল মুঙ্গেরের [illegible] এবং [illegible] সব ডেপুটী কালেক্টার [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

[illegible] ডেপুটী কমিশনর [illegible] ডেপুটী [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible]

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] ডিষ্ট্রিক্ট ও [illegible] বদলী হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] আদেশ হয়, তাহা [illegible] হইল।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] কালেক্টার [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible]

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] ২৪ [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] বদলী হইলেন। [illegible] সাহেব ২৪ পরগণা [illegible]

শিক্ষা সংক্রান্ত।

ঢাকার ইডেন [illegible] প্রেসিডেন্সি কালেজের [illegible] ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের [illegible]

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible]

[illegible] মুন্সেফ হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন গোপালচন্দ্র বসুর উপর যে আদেশ হয়, তাহা রহিত হইল।

হুগলীর অন্তর্গত জাহানাবাদের মুন্সেফ বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন।

সিরাজগঞ্জের মুন্সেফ মৌলবী আবদুল মনসুর নওয়াখালীর অন্তর্গত [illegible] বদলী হইলেন।

দিনাজপুরের অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফ বাবু নীলমাধব সামন্ত কটকে বদলী হইলেন। কিন্তু সদর ষ্টেসনেই অবস্থান করিবেন।

মৌলবী আবদুল [illegible] দিনাজপুরে বদলী হইলেন কিন্তু সদর [illegible] অবস্থিতি করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

রাণাঘাট।

১৪ ই চৈত্র ১২৮৭।

আমাদিগের রাজপুরুষগণ ভারতবর্ষ চোর ডাকাইত প্রভৃতির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ব্রিটিশ শাসনে এই সকল দৌরাত্ম্য অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়াছে, একথা বলা দ্বিরুক্তিমাত্র। কিন্তু এমন প্রবল ইংরাজ রাজ-শাসনে আমরা যে এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব হইতে পারিতেছি না, ইহা নিতান্ত বিস্ময় ও আক্ষেপের বিষয়। রাণাঘাট সব ডিবিজনের, মফস্বলের কথা দূরে থাকুক, লোকে নিজ রাণাঘাট, শান্তিপুর, চাকদহের রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না। সম্প্রতি চাকদহে, ও শান্তিপুরে যে কয়েকটী চুরি হইয়া গিয়াছে, পুলিস তাহার অধিকাংশেরই এপর্য্যন্ত কিনারা করিতে পারেন নাই। যখন নিজ চাকদহ ও শান্তিপুরে পুলিস অত্যাচারীদিগের কিছুই করিতে পারিতেছেন না, তখন এই সব ডিবিজনের পল্লীগ্রামে কি হইয়া থাকে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

আমরা উপরে যে এত কথা কহিলাম, নিজ রাণাঘাটের একটী চুরিই আজ আমাদিগের এই প্রস্তাবের অবতারণার কারণ হইয়াছে। প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইতে চলিল, রাণাঘাটের বুকের উপর পুলিসের আউট্‌পোষ্টের কয়েক শত হস্ত দূরে, সব ইন্‌স্পেক্টর চন্দ্রবাবুর থানার অতি নিকটে নাড়ুগোপাল পালের কাপড়ের দোকানে চোরেরা একটী বৃহৎ সিঁদ কাটিয়া বস্ত্র, নগদ টাকা, গহনা প্রভৃতিতে ন্যূনাধিক চারি পাঁচ শত টাকা মূল্যের দ্রব্য লইয়া গিয়াছে। ঈদৃশ স্থানে চুরি হওয়া সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা চাকদহ, ও শান্তিপুরের চুরির সংবাদ পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, এখন এই সব ডিবিজানের হেড কোয়াটার নিজ রাণাঘাটের বক্ষস্থলেই চুরি হওয়ার সংবাদ পাইয়া অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এখানকার সুযোগ্য পুলিস এই চুরির এপর্য্যন্ত কিছুই কিনারা করিতে পারেন নাই। কিনারা করিতে পারিবেন এমন বোধও হয় না। রাণাঘাটের মিউনিসিপালিটীর প্রজাগণের শোণিত-শোষক করের অধিকাংশই মিউনিসিপাল পুলিসের উদরসাৎ হইয়া থাকে। তাহাদের দ্বারা উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং সময়ে সময়ে নিরীহ লোকের উপর উপদ্রব করা হয়। যাহা হউক, আমাদিগের বোধ হইতেছে এখানকার কি মিউনিসিপাল পুলিসে কি বেঙ্গল পুলিসে যোগ্য লোক নাই। যোগ্য লোক থাকিলে তস্করগণ নিজ রাণাঘাটের থানার অতি নিকটে চুরি করিয়া এ পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকিত না। কোন ব্যক্তি কি প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কোন্ ব্যক্তির কি প্রকার প্রকৃতি, তাহা জানা পুলিসের অবশ্য একটী কর্ত্তব্য কার্য্য; কিন্তু এখানকার কি মিউনিসিপাল পুলিসে কি বেঙ্গল পুলিসে ঈদৃশ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক অতি বিরল বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং তাহার ফলও সেইরূপ ফলিতেছে।

উপসংহারকালে আমাদিগের এখানকার নবাগত সুযোগ্য মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহোদয়ের নিকট নিরুক্তাতিশয় সহকারে অনুরোধ এই যে তিনি যেমন বিষ্ণুপুরের চোর ডাকাইতগণকে শাসন করিয়া সে সব ডিবিজানকে নিরুপদ্রব করিয়া আসিয়াছেন, এখানকার বদমায়েস ও চোরগণকে সেইরূপ শাসন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে নিঃশঙ্ক করিয়া আমাদিগের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার ভাজন হউন। আর তাঁহার নিকট ও আমাদিগের পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনেরল ম্যাক্‌নামা মনরো সাহেবের নিকট প্রার্থনা এই, তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া রাণাঘাট সব ডিবিজনের পুলিসের পঙ্কোদ্ধার করুন।

চন্দননগর।

১। আজ প্রায় দেড় বৎসরের পর আপনার চন্দননগরের সংবাদদাতা আপনার ও পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ঈশ্বর করুন, আমার সোমপ্রকাশ সুস্থ শরীরে থাকিয়া জগৎ আলোকিত করুন, এবং আমিও ভক্তি-কুসুমাঞ্জলিরূপ সংবাদ দানে পিতার কলেবর পুষ্ট করি।

২। এখানে গত পূর্ণিমা হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ভয়ানক বৃষ্টি ও শিলাপাত হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য স্থানে বৃষ্টিতে উপকার হইয়াছে, কিন্তু এ স্থানে উপকারের নাম মাত্র নাই। ওলাউঠা সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইহার মধ্যেই চারি পাঁচ জনকে শমনভবনের অতিথি করিয়াছে। ইহার উপর আবার শীতলা আছেন।

কলিকাতা হইতে পশ্চিমে যাইবার কালে অথবা পশ্চিম হইতে কলিকাতায় আসিবার কালে, বিদেশীয় লোকেরা এখানকার কুঠীর মাঠে বিশ্রাম করিবার কারণ ঐ স্থানে রন্ধনাদি করিয়া সেই স্থানেই মলত্যাগ করিত। এজন্য ঐ স্থানবাসী ও সাধারণ লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার ভয়ে আমাদের মাননীয় মিউনিসিপাল কমিটীর অধ্যক্ষ সি, সি ডুমেন সাহেব কৃপা করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী পাকা পায়খানা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, সকলেই বিনা বাধে তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে।

হুগলীর অধীন গড়বাটীতে গদাধর কলু নামক এক ব্যক্তি স্বীয় ভার্য্যার চরিত্রের উপর সন্দিহান হইয়া প্রমাণাভাবে কিছু করিতে না পারায়, এক দিবস সহসা কলহ উপস্থিত করিয়া এমন নৃশংসরূপে আঘাত করিয়াছে, যে তাহার প্রাণের আশা নাই। আঘাতকালে ঐ ব্যক্তির নাবালক পুত্র তাহার ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছিল, আহা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! তাহাকে আঘাতকালে ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় ঐ শিশুর নাসিকার উপর প্রচণ্ড আঘাত করায় বালকটীর আর জীবনের আশা নাই! এক্ষণে উভয়েই চুঁচড়ার হাঁসপাতালে আছে, এবং হত্যাকারীও ধৃত হইয়া হাজতে আছে।

সিউড়ি।

সিউড়ি বা সিওড়ি বীরভূম জেলার সদর ষ্টেষণ। গবর্ণমেণ্ট কাগজপত্রে ইহা 'সুরি' বলিয়া লিখিত হয়। এখানকার নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেষণ সিঁথিয়া এখান হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

ইতিপূর্ব্বে বীরভূম জেলা বিস্তৃতায়তন ছিল। ইহার অন্তর্ভুক্ত সাঁওতাল পরগণা একটী পৃথক জেলা হইয়া ডুমকার সদর ষ্টেষণ হইয়াছে, পরে সার জর্জ কাম্বেল সাহেব ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিয়া সেই শোণিত মাংসে বৰ্দ্ধমান বহরমপুর ও ভাগলপুরের পুষ্টিসাধন ও কলেবর বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ইহা একটী ক্ষুদ্র (বি) শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্টে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বে এ জেলার জল বায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ছিল। এখন আর সেরূপ নাই। সংক্রামক জ্বরের প্রাদুর্ভাবে এই ক্ষুদ্র নগর সিউড়িতে ছয়টী ঔষধালয় নির্ব্বিঘ্নে জীবিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন দাতব্য চিকিৎসালয়েও অসংখ্য লোক আরোগ্য লাভ করিতেছে। সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার ডি, সি, রায় এখানে বিলক্ষণ যশোলাভ করিয়াছেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের আসিষ্টাণ্ট বাবু ভবিমোহন ভট্টাচার্য্য একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক; তাঁহার চিকিৎসাপ্রণালী ও যত্ন দেখিয়া এখানকার প্রায় সকলেরই তাঁহার উপর দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

এ জেলার বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের শিক্ষা ও পরিদর্শন কার্য্য এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় হইতেছে না দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ইন্স্পেক্টার বাবু বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যত্ন পরিশ্রম ও শিক্ষাকার্য্যে আগ্রহাতিশয্য দর্শনে আমরা সুখী হইয়াছিলাম, বিদ্যালয়গুলিও ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। শুনিতেছি বর্ত্তমান ডেপুটী ইন্স্পেক্টার বাবু সর্ব্বদা পীড়িত, স্বকর্ত্তব্য-সাধনে ইচ্ছা সত্ত্বেও অগত্যা তাঁহাকে নিবৃত্ত থাকিতে হয়, এবং তাঁহার কার্য্য হইতে অবসর লইবার সময় অতি নিকট হইয়াছে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও তাঁহাকে লইয়া বড় পীড়াপীড়ি করেন না। যদি ইহা প্রকৃত হয়, তবে তাঁহার শীঘ্রই অবসর লওয়া উচিত। সিউড়ি বঙ্গবিদ্যালয়টী তত্ত্বাবধায়ক কমিটীর অধীন। এখানকার প্রধান প্রধান ভদ্র লোক ঐ কমিটির সদস্য, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এ বৎসর উহার শিক্ষাকার্য্য ভাল হয় নাই। আসিষ্টাণ্ট ইন্স্পেক্টর ব্রজমোহন বাবুও তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গত ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার ফলও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা মন্দ হইয়াছে।

এখানকার ইংরাজি বিদ্যালয়টী এখানকার ও বিদেশস্থ যাঁহারা এখানে পদার্পণ করেন, তাঁহাদের নয়ন আকর্ষণ করিয়া থাকে। প্রধান শিক্ষক বাবু শিবচন্দ্র সোম শিক্ষাকার্য্যে একজন অসাধারণ অধ্যবসায়শীল পরিশ্রমী ও পারদর্শী ব্যক্তি। বলা বাহুল্য যে কেবল তাঁহার নিরন্তর যত্নই ইহার উন্নতির একমাত্র কারণ। এ বিষয়ের বৃত্তান্ত বিস্তারিত বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। গত কল্য এডুকেশন কমিটীর অধিবেশনে বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষার রিপোর্ট পঠিত হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুপস্থিতিতে ডাক্তার ডি, সি, রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেক্রেটারি শিবচন্দ্র বাবু এবং মেম্বরগণ মিসনরি বেকেয়ান সাহেব, বাবু মদনগোপাল সিংহ; বাবু ধনকৃষ্ণ ঘোষ ও বাবু দাক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সাধারণতঃ পরীক্ষার ফল ভাল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পণ্ডিতের অধ্যাপনা কার্য্যে শৈথিল্য জন্য পঞ্চম শ্রেণীর বালকেরা সম্বৎসরে বাঙ্গালাব্যাকরণ কিছুমাত্র শিক্ষা করে নাই ও ঐ শিক্ষক প্রায় প্রতি বৎসরেই ঐরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন বলিয়া কমিটী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সারকল ইন্স্পেক্টারকে ঐ বিষয়ে মনোযোগী হইবার জন্য অনুরোধ করা এবং ভবিষ্যতে শিক্ষাকার্য্যে ঐরূপ অমনোযোগী হইলে তাঁহার কর্ম্ম স্থায়ী থাকা বিবেচনাধীন হইবে বলিয়া পণ্ডিতকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতি শীঘ্র বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হইবে।

এ জেলার প্রধান জমীদার রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর। তাঁহার পুত্র সম্প্রতি এই ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য প্রবেশ করিয়াছেন। ভরসা করি এবার রাজা বাহাদুরের এ বিদ্যালয়ে শুভ দৃষ্টি পড়িবে।

নূতন সব জজ বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এখানে আসিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি এই জেলার মফস্বলে মুন্সেফী করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছিলেন। ভরসা করি এবারও সেইরূপ যশস্বী হইবেন।

সিউড়ি বীরভূম—১২ ই চৈত্র।

শান্তিপুর।

(২৪ এ মার্চ্চ। ১৮৮১)

গত ১৯ এ মার্চ্চ শনিবার এখানে যে একটী মিউনিসিপাল সভাধিবেশন হয়, সেই সভায় স্থানীয় প্রায় যাবতীয় মিউনিসিপাল কমিশনর ও চেয়ারম্যান বাবু রামচরণ বসু মহাশয়ও উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে প্রথমতঃ ১৮৮০। ৮১ খ্রীঃ অব্দের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত পঠিত হইয়া সকলের অনুমোদিত হইল। তৎপরে মিউনিসিপাল সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচনার্থ কমিশনর বাবুদিগকে মত দিবার অনুরোধ করা হইল। ইহাতে কমিশনর বাবু মধুসূদন প্রামাণিক ভিন্ন অন্যান্য প্রায় সমুদয় কমিশনর হাকিমের আফিসের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎপদে অভিষিক্ত করিতে সম্মত হইলেন। ইহাতে সভাপতি ডেপুটী বাবু উপস্থিত সমুদয় কমিশনরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বর্ত্তমান সহকারী বাবু মহেশচন্দ্র রায়ের পূর্ব্বে এ মিউনিসিপালিটীর সংস্থাপন হওয়া অবধি (এক বৎসর ভিন্ন) বাবু আনন্দময় দেব মহাশয় প্রশংসানুরূপ যোগ্যতার সহিত সহকারী সভাপতির কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ঐ পদে পুনর্ব্বার নির্ব্বাচন করা কেন না হইল? এতদুত্তরে একজন নূতন কমিশনর বাবু কহিলেন, আমরা আনন্দময় বাবুকে কেন পুনর্ব্বার মনোনীত করিলাম না, তাহার কারণ দিতে প্রস্তুত নাই, অতএব আমাদের "মত" লইয়া কার্য্য করাই আইনের অনুমোদিত। কমিসনর বাবুর এই গর্ব্বিত উত্তরে অগত্যা সভাপতি বাবুকে নিরুত্তর হইতে হইল। বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায়ই ১৮৮১। ৮২ খ্রীঃ অব্দের জন্য আমাদের মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতি হইলেন;

কিন্তু উহা বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের অনুমোদন সাপেক্ষ। এস্থলে বলা আবশ্যক যে [illegible]নাথ বাবু একজন নূতন কমিশনর। তিনি কমিশনর হইয়া অবধি একাল পর্য্যন্ত অনুমান [illegible] মিউনিসিপাল সভায় উপস্থিত হওয়া কায়[illegible]ছেন। এমন অবস্থায় একজন পুরাতন [illegible] কমিশনরকে সহকারী সভাপতির পদ প্রদান করা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত।

এক্ষণে প্রতি বৎসর যখন [illegible] পরিবর্ত্তন প্রথাটী প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল, তখন প্রতি বৎসর কিম্বা তিন বৎসর অন্তর কেন কমিশনর পরিবর্ত্তন হউক না। মিউনিসিপাল আইনে ঐরূপ বিধান আছে, কিন্তু আমরা [illegible] কখন কমিশনর পরিবর্ত্তন হইতে দেখিলাম না। মিউনিসিপালিটীর সংস্থাপন অবধি একাল পর্য্যন্ত কোন কোন অনিবার্য্য কারণ নিবন্ধন [illegible] কমিশনর পরিবর্ত্তন হইয়াছে; নতুবা প্রায় সমুদয় কমিশনর বাবুই যেন পুরুষানুক্রমে ঐ পদ [illegible] ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন।

এখানকার মিউনিসিপালিটীর প্রায় সমুদয় টাকা পুলিসে গ্রাস করিয়া থাকে, এজন্য রাস্তা, ঘাট, সাধারণ অথবা সাধারণ হিতকর অন্যান্য বিষয়ের অনুষ্ঠান হয় না। বিদ্যা শিক্ষার ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটীর যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য আছে সত্য, কিন্তু এক্ষণে উহা উঠাইয়া দিবার জন্য প্রায় অনেকেই শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি, বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে এক কপর্দ্দক ব্যয় করিতে অনেকের অনিচ্ছা। এতন্নিবন্ধন প্রতি বৎসর বাজেট পাশ হইবার সময় আপত্তিসূচক [illegible] খানি [illegible] মিউনিসিপালিটী [illegible] স্বার্থপর ব্যক্তির চক্ষুঃশূল হইয়াছে, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এখানে গ্রীষ্মের সময় স্থানীয় লোকের বড় জলকষ্ট হয় ও বর্ষাকালে জল নির্গম হইবার উত্তমরূপ পয়ঃপ্রণালী নাই। এই দুইটী আবশ্যকীয় সাধারণ হিতকর বিষয়ে অর্থ ব্যয় করিতে মিউনিসিপাল কমিশনর বাবুরা কেন যে [illegible] তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। প্রজার [illegible] প্রজার অধিকার না থাকাই ঐরূপ অন[illegible]। এখানে যদি একটী করদাতৃসভা থাকিত ও মিউনিসিপালিটীতে যদি "ইলেক্টীভ সিষ্টেম" অর্থাৎ নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত থাকিত, তাহা [illegible] "[illegible] বনের বাঘ" হইতে [illegible] না। অতএব আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, এখানকার কৃতবিদ্য কমিশনরগণ যেন এ প্রস্তাবিত দুটী বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগী হন।

কমিশনর বাবু মধুসূদন প্রামাণিকের কল্যাণে ও লাইসেন্স টাক্সের গুণে এবৎসর আমাদের মিউনিসিপালিটীর মান সম্ভ্রম রক্ষা হইয়াছে, নতুবা অন্যভাবে উহা এত দিন দেউলিয়া হইয়া পড়িত, কিম্বা হাউস টাক্সের রেট্ বৃদ্ধি করিয়া নিয়মিত ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হইত, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় গুড়ের গাড়ীর লাইসেন্স বাবদী টাকায় সম্ভ্রম রক্ষা হইয়াছে, এজন্য অনেকেই এখন আপন আপন বেতন বৃদ্ধির তদ্বির করিতেছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গুড়ের গাড়ীর আমদানী রপ্তানী নিবন্ধন যে সকল রাস্তার [illegible]পঞ্জর বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে, তৎসমুদয়ের সংস্করণ কার্য্যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিতে কাহারও ইচ্ছা নাই। ধন্য স্বার্থপরতা।

গত ২০ এ মার্চ্চ রবিবার পূর্ব্বাহ্নে স্থানীয় পুলিসের হাজত ঘরে খুদে নিকারী নামক একজন আসামী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই সংবাদটী প্রচারিত হইলে অনেকেই সন্দেহ করিল যে, পুলিসের [illegible] ঐ ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে। সব ডিভিজনাল মেডিকেল ডাক্তার বাবুর রিপোর্টে প্রকাশ যে আসামী খুদে নিকারী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পর দিন প্রত্যুষে ঘটনাস্থলে আগমন পূর্ব্বক যে স্থানীয় তদন্ত করেন, তাহাতেও "উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা" প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আসামী খুদে নিকারীকে চোর সন্দেহ ক্রমে হেড্ কনষ্টেবল ধৃত করিয়া আনে ও তাহাকে হাজতে রাখে। উহার আত্মীয় কুটুম্বেরা জামীন হইতে আইসে, কিন্তু হেড্ কনষ্টেবল জামীন লইতে সম্মত হয় না। অনন্তর রাত্রি ১০। ১১ টার সময় উক্ত আসামী চুরী স্বীকার করে, এজন্য অপহৃত মালের অনুসন্ধানার্থ একজন কনষ্টেবল তাহাকে লইয়া ঘটনাস্থলে যায়, কিন্তু মালের কোন কিনারা না হওয়াতে পুনর্ব্বার তাহাকে হাজতে আনিয়া রাখে। পরদিন প্রত্যুষে ঐ একরারী আসামীকে বাহির করিয়া সব ইনেস্পেক্টর বাবুর সম্মুখে লইয়া যায়, কিন্তু তিনি "ঝাঁকা একরার" বলিয়া উহার কথায় অবিশ্বাস করেন। তদন্তকারী হেড্কনষ্টেবল তাহাকে পুনর্ব্বার হাজতে পুরিয়া রাখিয়া অন্যান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, ইত্যবকাশে আসামী স্বীয় পরিধেয় বসন ছিঁড়িয়া ও তাহা পাকাইয়া হাজত-ঘরের জানালায় উদ্বন্ধনে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। ঐ সময় পুলিসের সমুদয় কর্ম্মচারী থানায় উপস্থিত ছিলেন ও আসামী গোপাল সেখ কনষ্টেবলের পাহারায় ছিল। খুদে নিকারীকে চোর বলিয়া ধৃত করা হয়, কিন্তু তাহার নিকট অপহৃত মাল পাওয়া যায় নাই ও যে বাটীতে চুরি হয়, সে বাটী তাহার মামার। বাদী তাহার উপর কোন সন্দেহ করে নাই, বরং তাহাকে জামীনে খালাস করিয়া লইবার জন্য পুনঃ পুনঃ হেড্ কনষ্টেবলের উপাসনা করিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই আসামীকে ছাড়াইয়া আনিতে পারে নাই। এই ত গেল ঘটনার আসল কথা, এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, আসামী খুদে নিকারী কেন আত্মহত্যা করিল? পুলিস কি উহাকে হাজতে যন্ত্রণা দিয়াছিল? না সে কয়েদ হইবে বলিয়া মানের ভয়ে উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিল? যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায় ঐ ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ "জুডিসিএল এন্কোয়ারী" হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা কখনই উহার রহস্য বিবরণ প্রকাশিত হইবে না।

পণিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দারদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্রলোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড়লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কিনা, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি

১৩৫ নং রাধাবাজার

কলিকাতা।

যিনি এক দিবসে জ্ঞানদর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎ ক আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

শ্রীরামপুর।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, ও আময়িক প্রয়োগাদি এবং সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসার্থিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা। কলিকাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৮০ নং "চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস" ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট "মেডিকেল লাইব্রেরিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

নবীন আবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৭ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৴১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুব্যাধিনাশক মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র শুক্রদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাবকালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহকাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতায় ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অথবা পালা জ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

ইহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এইরূপ উপযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নে প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের শিথিলতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা কাশরোগ, যক্ষ্মা নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পঞ্চাশৎ স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দয়ারাম বসু, এল এম এস

" " কেদারমোহন মিত্র, " " "

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু নরেন্দ্রনাথ দে অ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

বাবু নিত্যানন্দ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৭০ নং বাটী।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। “প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং” ২২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৭ সাল। ৩০ এ চৈত্র। ইং ১৮৮১। ১১ ই এপ্রেল। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা

প্রেরিতপত্র।

সেণ্ট্র্যাল বেঙ্গল রেলওয়ে ও তাহার শাখা।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহামতি ইডেন সাহেব যে বঙ্গের বিশেষজ্ঞ শাসনকর্ত্তা উক্ত রেলওয়ের প্রতিষ্ঠা প্রস্তাবেই তাহা সুবিদিত হইয়াছে, বস্তুত এই লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী অনেকগুলি ভাল ভাল জনপদ রেলওয়ের অভাবে সমুচিত উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। যদি লিটনের গবর্ণমেণ্ট উক্ত মহোদয়ের হস্তপদ রুদ্ধ না করিত তবে এত দিন এই রেলওয়ে সাধারণের মহোপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিত সন্দেহ নাই। যাহা হউক সকলে আশা করিতেছিল, লর্ড লিটনের গবর্ণমেণ্টের সহিত উক্ত রেলওয়ের যাবতীয় অন্তরায়েরও তিরোধান হইবে, কিন্তু কই তাহা হইল? প্রদেশবাসীরা এত দিন যে আশাটুকু অতি হৃদয় মধ্যে রাখিয়াছিল; কলিকাতা গেজেটে রেলওয়ের জন্য ভূমি ক্রয়ের আদেশ পাঠে যাহা অতিমাত্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, গেজেটের দ্বিতীয় আদেশে উক্ত কার্য্য রহিত হইবার কথা শুনিয়া তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছে, অকস্মাৎ কেন এমন বজ্রাঘাত হইল, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ক্ষুধাতুর দরিদ্রের মুখ হইতে প্রদত্ত অন্নগ্রাস কেন পুনর্গ্রহণ করিলেন। ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করা আমাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। অনুমানে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে লাইনের কোন দোষ হয় নাই, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরও এ বিষয়ে বিলক্ষণ সচেষ্ট, আন্তরিক উত্তেজনাতেই তিনি সংস্থানের সংখ্যা না দেখিয়া সমগ্র লাইনের জন্য ভূমি ক্রয়ের আদেশ প্রকাশিত করেন, তাহাতেই লোকের এত নিরাশ্বাস, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সাহেবও বোধ হয় সাধারণের নৈরাশ্য দেখিয়া আন্তরিক ব্যথিত হইয়াছেন এবং টাকার অনটনেই আপাততঃ বারাশত পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছেন; পরে টাকার স্বচ্ছল হইলে উহা ক্রমে বনগ্রাম ও খুলনীয়া পর্য্যন্ত যাইবে। এই অনুমান সত্য বিবেচনা করিয়া দুই এক কথা বলিব।

১ম। বারাশত কলিকাতা হইতে ১৬ মাইল মাত্র দূরবর্ত্তী, অথচ এখানে পাকা উৎকৃষ্ট রাস্তা আছে, ঘোড়ার ও গরুর গাড়ীও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং বারাশত হইতে কলিকাতায় যাতায়াত বা মাল আমদানী রপ্তানি করা তাদৃশ কষ্টকর নহে, দূরবর্ত্তী গোবরডাঙ্গা ও বনগ্রাম অঞ্চলের লোকেরই নিতান্ত কষ্ট। কিন্তু এ রেলওয়ে দ্বারা তাহাদের কোন উপকারই হইতেছে না, যশোহর অঞ্চলের যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য বনগ্রাম ও চাকদা দিয়া কলিকাতায় যাতায়াত করে এবং গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের প্রভূত দ্রব্যজাত যেমন বক্র জলপথে ও গরুর গাড়ীতে গমনাগমন করিয়া থাকে বারাশত পর্য্যন্ত লাইন খুলিলেও তাহাদের সেরূপ যাতায়াত করিতে হইবে, সামান্য ৮ ক্রোশ মাত্রের সুবিধার জন্য পুনঃ পুনঃ গাড়ী পরিবর্ত্তনরূপ ঘোর অসুবিধা স্বীকারে কেহই স্বীকৃত হইবে না। সুতরাং এক বারাশত দ্বারা রেলওয়ের লাভ হওয়া একান্ত অসম্ভব, এই কারণে ভবিষ্যতে উহাও উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা। যদি গবর্ণমেণ্টের নিতান্তই অর্থকষ্ট হইয়া থাকে তথাপি চিৎপুর হইতে অন্ততঃ বনগ্রাম পর্য্যন্ত লাইন খোলা একান্ত আবশ্যক, কেবল বারাশত পর্য্যন্ত রেলওয়ে দ্বারা কি গবর্ণমেণ্ট কি দেশীয় লোক কাহারও বিশেষ সুবিধা দেখিতেছি না।

২য়। বারাশত লাইন ক্রমে খুলনীয়া পর্য্যন্ত যাইবে এ কথায় আমাদের তাদৃশ বিশ্বাস নাই, ইডেন সাহেব থাকিতে থাকিতে যাহা হইল তাহার অতিরিক্ত আশা আমাদের নাই। কাঁচড়াপাড়া হইতে চারঘাট পর্য্যন্ত যে মৃত যমুনা নদী আছে, তাহাতে আর নৌকাদি চলে না বলিলেই হয়। নাবিকেরা ইছামতী হইতে গোবরডাঙ্গা পর্য্যন্ত নিতান্ত কষ্টে নৌকা আনিয়া থাকে। এই নদীর কলুষিত জল আবার আমাদের পানীয়। ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর টেম্পল সাহেব আমাদের এই দারুণ কষ্টের বিষয় বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সহিত যমুনা সংস্কার প্রস্তাবও চলিয়া গেল, ইডেন সাহেবের শাসনকালও প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল সুতরাং প্রস্তাবিত রেলওয়ে ব্যাপারও যে তাঁহার সহিত অদৃশ্য হইবে না তাহার নিশ্চয় কি? ইডেন সাহেবের যেমন রেলওয়ের দিকে স্বাভাবিক অনুরক্তি আছে, ভাবী গবর্ণরের তাহা না থাকিতে পারে, অথবা বারাশত লাইনে লাভ হইতেছে না দেখিয়া উহা রহিত হওয়াও অসম্ভাবিত নহে। ক্রমশঃ রেলওয়ের বিস্তারে যে এই লাইন বিশেষ লাভজনক হইবে তাহা বুঝাইয়া দিলেও তিনি তাহা বুঝিবেন না, নবাগত ব্যক্তি ইডেন সাহেবের ন্যায় বঙ্গের বিশেষজ্ঞ হইবেন এ আশা দুরাশা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তাহাই বলিতেছিলাম যদি আপাততঃ বনগ্রাম পর্য্যন্ত লাইনটী খোলা হয় তবে নিশ্চয়ই লাভ হইবে, লাভ হইলেই উহার ক্রমশঃ বিস্তারের সম্ভাবনা। বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট আমাদের প্রচুর আশা আছে, একটুখানি চেষ্টা করিলে আমাদের ইহ ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে। অতএব এ বিষয়ে যেন একটু বিবেচনা করেন এই আমাদের অনুরোধ।

যে সকল প্রজা কোটাঘরে বাস করিতেছে তাহারা প্রত্যেক ব্যক্তি ২ টাকার হিসাবে দিবে। আর যাহারা খোলা ও খড়ো ঘরে বাস করে তাহারা এক টাকার হিসাবে দিবে। এক বাটীর মধ্যে যদি চারি ব্যক্তি রোজগারী থাকে তাহা হইলে ৪ ব্যক্তিকেই দিতে হইবে, এক ব্যক্তি থাকে এক ব্যক্তিকেই দিতে হইবে। না কেহ থাকে দিবে না। এই হুকুম জারী হইবে বলিয়া সমস্ত জগতের লোক গণনা। এবং কে কি করে তাহার সঙ্গে দশ বার রকম নাম ধাম জাতি ইত্যাদি যোগ দিয়া লেখা হইয়াছে, কিন্তু এই সংবাদ পত্র শুনিবামাত্র তোমরা উক্ত হিসাবে টাকা দিয়া পুনর্ব্বার তোমাদের নাম ধাম লিখিয়া দিবে, কোন ওজর আপত্তি করিলে শুনা যাইবে না; দ্বিতীয়বার তাগাদা করিতে কেহই যাইবে না। সেনসস আপিসে ৭০০ শত লোক ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহাদের মাসিক ১০ হাজার ৫০০ শত টাকা দিতে হইবে আর যদ্যপি তোমাদের কাছে টাকা না থাকে পরস্পর কর্জ করিয়া কিম্বা গায়ের গহনা বন্ধক দিয়া দিবে। না দিলে মাস পেয়াদার রোজ, রোজ রোজ এক টাকার হিসাবে দিতে হইবে। কাবুল ও রুশিয়দিগকে যে পর্য্যন্ত জয় করা না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমাদিগকে যাহা করিতে বলিব তাহাই তোমাদিগকে করিতে হইবে। দেখ রুশিয় দেশের রাজা প্রত্যেক ঘর হইতে এক এক ব্যক্তিকে সৈন্য করিয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তোমরা টাকা না দাও যুদ্ধার্থ গমন করিতে হইবে, বিবেচনা করিয়া ওজর আপত্তি করিও। ইতি তাং ৪ ঠা মার্চ্চ ১৮৮১ সাল।

দোকানদার, বেশ্যা যাহারা টাকা দিতে বিলম্ব করিবে, তাহাদের মাল উঠাইয়া আনা হইবে আর গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত লোক সকলকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল সকলেই জানিবে।

The above order issued by the Government of India for general information

H. W. Pimrose Private secretary to the Viceroy & Governor General of India, J. Lambert Dy Commissioner of Police J. A. Bourdillion Deputy Superintendent of Census.

পাঠকবর্গ দেখুন আমাদিগের জাল ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেমন সুচতুর লোক তাহা বিজ্ঞাপনেই প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হউক আমরা এক্ষণে অন্যান্য জিলার প্রজাবর্গকে সাবধান করাইয়া দিতেছি তাহারা যেন কাবুল যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে বলিয়া যাহারা ডেপুটী কালেক্টার হইয়া ট্যাক্স আনিতে যাইবে তাহাদিগকে ট্যাক্স না দেন বরং নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট সংবাদ দিয়া উক্ত জাল ডেপুটী কালেক্টারদিগকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করাইয়া দিবেন। আর রাণাঘাটের জাল ডেপুটী কালেক্টার ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইয়াছে। তাহার শেষ ফল আপনাদিগকে পরে জানাইব।

রাণাঘাট ১ লা এপ্রেল ১৮৮১।	বশম্বদ আপনার রাণাঘাটস্থ নিয়মিত সংবাদদাতা

মহাশয়। বঙ্গভাষা শিক্ষা বিষয়ে আমি আপনার নিকট ঋণী; শুদ্ধ আমি কেন? সমস্ত বঙ্গসমাজ বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। সেই কারণে, আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ও কেমন একরূপ অভিনব কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ হইয়া ভবদীয় শ্রীচরণে আপনা হইতেই ধাবিত হইতেছে। আমি জানি না, কেমন করিয়া সেই কৃতজ্ঞতা জানাইতে হয়; তথাপি যতদূর পারি জানাইব, এই উদ্দেশে আপনার পবিত্র পদে মদীয় মানস-সরসী সম্ভূত এক অভিনব পুষ্প অর্চনাচ্ছলে অর্পণ করিলাম। এই পুষ্প কোমল সুরভিস্মরভিত বা কর্কশ দুর্গন্ধদূষিত তাহাও জানি না। কিন্তু তথাপি আশা করি, আমার যত্নের সামগ্রী এই কুসুমটি অবহেলা না করিয়া গ্রহণ করিবেন এবং ভবদীয় জগদ্বিখ্যাত পত্রিকার পার্শ্বে কোণে স্থান দান করিয়া অন্তরনিহিত সেই কৃতজ্ঞতার বেগ আরও কিয়দংশে বৃদ্ধি করিবেন।

উপকূলে।

সংসার দাহনানল,   করিবারে সুশীতল,
বসিনু একাকী গিয়া নীরনিধিকূলে।
যতদূর দৃষ্টি চলে,   হেরিলাম কুতূহলে,
কেবলিরে পয়োরাশি গগনের তলে॥

হেরে সেই জলরাশি,   আকাশে যাইছে মিশি,
(উপজিল নানাভাব মানস ভিতরে।)
অতল সুনীল জল,   করিতেছে টলমল,
গগনে কুমুদনাথ কৌমুদী বিতরে।

[illegible] আভা নীল জলে!—তাহে ঝিকিমিকি জ্বলে,
অনন্ত প্রশান্ত বারি [illegible] উপরে।
মৃদু সমীরণ [illegible]   কুলুকুলু ধ্বনি করে,
সে নীনাদ [illegible] বহে ধীরে ধীরে।

[illegible]   [illegible]
[illegible] আকাশ মন, ঘন আবরণে।
[illegible] বাতাস বহে,   [illegible] নাহি রহে।
[illegible] আসি যোগ দিল তার সনে॥

উত্তুঙ্গ তরঙ্গময়,   উঠিল সাগর ময়,
নিদ্রিতা প্রকৃতি যেন জাগিল এখন।
উচ্চৈঃ নভঃপ্রদেশে,   মেঘ হুহুঙ্কার করে,
[illegible] সিন্ধু বক্ষে [illegible] গর্জ্জন॥

সে আরাবে ভয়ঙ্কর,   [illegible] দিগন্তর
হইল, বাজিল যেন প্রলয় বাজনা।
সৌদামিনী মেঘপাশে,   দুষ্টি [illegible] দেখি হাসে,
প্রকাশিছে পতি কাছে [illegible] বাসনা॥

বসি নভঃসিংহাসনে,   শীতল কিরণ দানে,
চন্দ্রমা তুষিতেছিল জগতের প্রাণ।
সহসা এ বিপর্য্যয়,   হেরি এই জ্ঞান হয়,
মানব জীবন যেন উহার সমান॥

মুদিয়া এ [illegible],   ভাবে হয়ে নিমগন,
বারেক স্মরিনু সেই শৈশবের কাল।
শোকের গভীর রেখা,   [illegible] দিক না দেখা,
[illegible] জানি না [illegible]॥

ভয়ঙ্কর রিপুদল,   [illegible]
করিবারে, সে শৈশবে শোক না জন্মাস।
থাকি জননীর বুকে,   ভাসিতাম মহা সুখে,
মনোমাঝে নাহি ছিল উচ্চ অভিলাষ॥

প্রবঞ্চনা প্রতারণা,   কিম্বা পর উপাসনা,
[illegible] এ সব নাহি জানিনে কেমন।
ছিল না চিন্তার ছায়া,   অথবা সংসার মায়া,
ইচ্ছাহীন নির্ব্বিকার ছিলাম যখন?

জানিনে শৈশবকালে,   [illegible] সবে,
ভাবিতাম এ সংসার সরলতাময়।
[illegible]   [illegible] তেমন ভাবে,
[illegible]॥

[illegible]   সে শৈশব কোথা গেল,
[illegible] আবরিল।
চিন্তা [illegible]   [illegible] করে,
[illegible] দরশন॥

সেই চিন্তা [illegible],   শোকদুষ্টি বিন্দুরাশি
[illegible] মম।
চতুর্দ্দিক [illegible]   কিছু নাহি দেখি আর,
উপজিল এ মানসে বিশ্বমায়াভ্রম॥

[illegible]   [illegible]
[illegible] জীবনসাগরে।
[illegible]   [illegible] জীবনে,
[illegible] করে॥

[illegible] মেছে পর নিন্দা লয়ে, কেন এত ব্যস্ত হয়ে,
[illegible] ভুলে যাও নিজের সাধন।
অপরের ধরে ছল, দল হবে কিবা ফল,
আপনি আপন ছিদ্র কর দরশন ॥)

যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে, সংসার কর্ম্মের রঙ্গে,
মত্ত হয়ে, ক্ষুদ্র প্রাণ বুঝি বাড়িবায়।
চির দিন কোথায় যাই, কিছু না ভাবিয়া পাই,
এ অসহ্য জ্বালা আর কত সহা যায় ॥

[illegible] নাহি দেয় দরশন,
[illegible] পায় মানব জীবন।
[illegible] ঝাঁপ, ধীরে ধীরে বহি যায়,
[illegible] ভবে প্রাণ মন ॥

[illegible] দাবানল, [illegible]
ওরে সবে হে ঈশ্বর! হয়ে এক মন।
[illegible] সবে কেন, সংশয় করি তেন,
এ বিশ্ব মোহ প্রেম! রবিলে স্মরণ ॥

[illegible] বাঁধিয়া [illegible], সহিছে অশেষ দুখ,
আমি সব কত শত মানবজীবন।
[illegible] হয়ে, কেমনে আছ তা সয়ে?
না পারি কহিতে এই কষ্ট নিরূপণ ॥

একান্ত বশম্বদ
শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী।

সোমপ্রকাশ

৩০ এ চৈত্র সোমবার।

১২৮৭ সাল।

অদ্য ১২৮৭ সালের শেষ দিন, কাল আর ইহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না। কল্য আমরা নূতন বর্ষে পদার্পণ করিব। এই শেষ দেখা, আজ যদি যথাবিধি আমন্ত্রণ না করিয়া ইহাকে বিদায় করিয়া দি, আমরা অকৃতজ্ঞতা দোষে দূষিত হইব। কিন্তু বলিতে কি, মানুষের মন কেমন অকৃতজ্ঞ, ও নূতনের নামে কেমন মুগ্ধ, মন নূতন বর্ষের শুভাগমনে কেমন সমুৎসুক, যে যিনি ৩৬৫ দিন আমাদের স্কন্ধে ভোগ করিয়া গেলেন, তাঁহার বিয়োগেই তেমন দুঃখিত নহে।

কাল পরিবর্ত্তন হইল। আমরা কালস্রোতে ভাসিতেছি, কাল আমাদের শরীরের সম্বন্ধে, বিষয়ের সম্বন্ধে, দেশের সম্বন্ধে, সমাজের সম্বন্ধে, ও পৃথিবীর সম্বন্ধে, নিত্য নানা ঘটনা ঘটাইতেছেন; স্বেচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, সচেষ্ট হইয়া হউক, আর নিশ্চেষ্ট হইয়া হউক, আমাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে।

কাল আকাশের ন্যায় অখণ্ড। ইহার প্রবাহ সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় ভঙ্গ হয় না। অনবরত প্রবাহিত হইতেছে। আমরা কেবল কল্পনা-বলে আকাশের ন্যায় ইহার বিভাগ করিয়া লই। ১২৮৭ সাল সেই একটী বিভাগ। এই কল্পিত বিভাগ মধ্যে কাল আমাদের কি কি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন সর্ব্বাগ্রে তাহাই উল্লিখিত হইতেছে। ১২৮৭ সাল আমাদের শতাব্দ শত বৎসর আয়ুঃকালের এক বৎসর হরণ করিয়া লইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বলবীর্য্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় অপহৃত হইল। এ অংশে আমরা ১২৮৭ সালের নিকটে কৃতজ্ঞ হইতে পারিলেম না। তবে আমাদের বিষয় সম্বন্ধে ১২৮৭ সাল যে ঘটনা ঘটাইয়াছেন তন্নিমিত্ত ইহাঁর নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন একান্ত আবশ্যক। এই সোমপ্রকাশ ১২৮৫ সালে মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত ৯ আইনের কোপে পড়িয়া অথবা রাজ-পুরুষদিগের কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া এক বৎসর বন্ধ হইয়াছিল। ১২৮৭ সালে ইহা পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে এবং ঈশ্বরের কৃপায় ও গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উন্নত পদে আরোহণ করিয়াছে।

কাল আমাদের সমাজ সম্বন্ধে বড় বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। ঐ বিপ্লবের মধ্যে ধর্ম্ম-বিপ্লবই প্রধান। ইংরাজী লেখা পড়ার চর্চ্চা যত বৃদ্ধি হইতেছে ততই হিন্দু-ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। যে কারণে হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্কোচ হইতেছে সেই কারণেই আমাদের দেশে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মেরও প্রাদুর্ভাব কমিয়া আসিতেছে। নৌকা জলমগ্ন প্রায় হইলে আরোহিদিগের যেরূপ অবস্থা ঘটে ভারতবাসিদিগের বিশেষতঃ বঙ্গবাসিদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধে সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। কে যে কোন ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছে না। যে এক নূতন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম হইয়াছে তাহার অবস্থাও উন্নত নয়। আমাদের সমুদায় আচার ব্যবহারাদি ধর্ম্মের অনুগত। সেই ধর্ম্মেই যখন বিপ্লব ঘটিয়াছে তখন আচার ব্যবহারাদিরও যে বিপ্লব ঘটিবে তাহা কিছু আশ্চর্য্যের নহে।

কালকৃত দেশের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বক্তব্য এই, লেখা পড়ার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে বটে, কিন্তু যাহারা লেখাপড়া করিতেছে, তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে না। তাহাদিগের অবস্থা এক প্রকার শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের অধিকাংশই মাসিক ২০।২৫ টাকা আয়ের নিমিত্তই লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। এ প্রকার বিপরীত ঘটনার কারণ, সকলেরই চাকুরী করিবার চেষ্টা। অন্য উপায়ও ইহাদিগের সহজগম্য নয়। কৃষকদিগের অবস্থা যেরূপ উন্নত বলিয়া অনেকে মনে করেন বাস্তবিক সেরূপ নয়। ১২৮৭ সালে সুবৃষ্টি হইয়া শস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে শস্যের মূল্য সুলভ হইয়া গিয়াছে। শস্যের মূল্য সুলভ হওয়াতে অনেক কৃষকের অবস্থা পূর্ব্ববৎ নাই।

এক ব্যক্তি বলিলেন জয়নগরে যে রাধাবল্লভের দোল হয়, অন্য অন্য বৎসর বিস্তর বিলাতি ছাতা জুতা, ঢোল, তবলা প্রভৃতি বিক্রয় হইত। ধান্যের অধিক মূল্য ছিল, ধান্য বিক্রয় করিয়া দক্ষিণ দেশের কৃষকেরা ঐ সকল ক্রয় করিত। ১২৮৭ সালে ধান্য সস্তা হইয়াছে, জমীদারের খাজনা দিয়া অনেক কৃষকের উদরান্ন সংস্থান করাই কঠিন হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের আর সে রস ও ছাতা জুতা প্রভৃতি ক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই। এবার দোকানদারেরা ঐ সকল দ্রব্য লইয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। এক ১২৮৭ সালে ধান্য সস্তা হওয়াতে কৃষকদিগের যদি এই অবস্থা হইল, তিন চারি বৎসর যদি এইরূপ সস্তা যায় তাহাদের দুরবস্থার ইয়ত্তা থাকিবে না। অথবা যদি হঠাৎ অনাবৃষ্টি হয় তাহা হইলেও তাহাদের দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইবে।

শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা আমাদিগের রাজপুরুষগণেরও অবিদিত নাই। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ইহার উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহারাই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবেন। রাজ্যের প্রধান পদ গুলি তাঁহারা স্বজাতীয় ও স্বদেশীয়দিগকে অবিসম্বাদিতরূপে প্রায় দিয়া থাকেন। সে দিন ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়াছিলেন এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ উপরোধ ও অনুরোধে পড়িয়া কাজ কর্ম্ম গুলি প্রায় ইউরোপীয়দিগকে দেন। প্রধান রাজপদগুলি যদি ইউরোপীয়দিগের হস্তগত হইল সুতরাং এদেশীয় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা রাজ্যের মধ্যম ও নিকৃষ্ট পদগুলি গ্রাস করিলেন। কাজে কাজেই যাহারা মধ্যম প্রকার লেখা পড়া শিক্ষা করে তাহারা নিরুপায় হইয়া পড়ে।

গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত পরিবর্ত্ত।

গত বৎসর ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানে গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে বড়ল পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে কন্সরবেটীব মন্ত্রিদল নানাবিধ দুষ্কর্ম্মের কার্য্য করাতে পদচ্যুত ও লিবরল দল পদস্থ হন। বিকন্সফিল্ড পদ পরিত্যাগ করাতে তাঁহার দল বল চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দলাক্রান্ত অরল ক্রানব্রুক ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির পদত্যাগ করাতে মার্কুইস হার্টিংটন তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

করিয়া [illegible]দের সহিত সন্ধি করা হইতেছে। [illegible]দিগকেও স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে, এরূপ [illegible] প্রকাশ করা হইয়াছে। ট্রান্সভালস্থ রাজ-পুরুষগণের দোষেই আফ্রিকায় যুদ্ধ ঘটনা হয়। [illegible]দিগের এই ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিয়াছিল, তাহা [illegible] রাজ্য ইংলণ্ড রাজ্যভুক্ত করিয়া লইবেন। বোয়রদিগের সহিত যুদ্ধে ইংরাজদিগের অতিশয় [illegible] হইয়াছে। একজন প্রধান সেনাপতি সহ অনেক [illegible] প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইংরাজ জাতির [illegible] ঔদার্য্য মহানুভাবতা ও স্বাধীনতা প্রিয়-[illegible] বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পর রাজ্য গ্রহণকালে তাঁহাদিগের ঐ [illegible]গুলি যেন বিলুপ্ত হইয়া যায়। স্বার্থপরতা [illegible] তাঁহাদিগকে যেন অন্ধ করিয়া তুলে। [illegible] উদারনৈতিক গবর্ণমেণ্ট শীর্ষস্থানে থাকাতে [illegible] জাতির মান রক্ষা হইয়াছে। আর্থপরতা [illegible] অনেক দূরীকৃত হইয়াছে। [illegible] অবিরোধিতরূপে প্রবাহিত হই-[illegible] তুর্কিস্থানের ন্যায় বাসীতে আর একটী [illegible]মেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে। রুশেরা আর এক-[illegible] পারিবেন না, তাহারা রুশ গবর্ণমেণ্টকে [illegible] করিতে চান। [illegible] দ্বিতীয় [illegible] স্বপ্রজাবর্গকে ভালবাসিতেন। তিনি [illegible] আবদ্ধ করিয়া মনে করিয়া [illegible] সৈনিকগণকে [illegible] করিয়া অন্যমনস্ক করিয়া রাখিবেন এবং [illegible] করিয়া প্রজাদিগকে বিমোহিত করিয়া রাখিবেন। কিন্তু তিনি প্রজাদিগকে ভুলা-[illegible] পারেন নাই, নিজেই ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। [illegible] নিহিলিষ্ট দল তাঁহার পরম শত্রু হইয়াছিল। ঐ দলের কোপে পড়িয়াই তাঁহাকে [illegible] করিতে [illegible]ছে। [illegible] অধিরূঢ় হইয়াছেন, তিনি প্রজার মনের [illegible] সুন্দররূপে বুঝিতে পারিয়া কতক সাবধান হই-[illegible]ন। তিনি সম্প্রতি রুশ রাজধানীতে মিউনিসি-[illegible] প্রজার স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। [illegible] বিষয় এই, চিরন্তন কুসংস্কার পরিহার [illegible] ও ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া রাজা প্রজা [illegible] গবর্ণমেণ্ট স্থাপনে অনুমতি দান করিতে [illegible]ন নাই।

[illegible] মাসে রুশের প্রধান যুদ্ধকার্য্য জিয়োক-[illegible] সাধিত হইয়াছে। অতঃপর মার্ভই প্রধান লক্ষ্য। এই মার্ভ লইয়াই রুশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ইংরাজদিগের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। ইংরাজেরা এমনি [illegible]ইতেছেন, রুশেরা [illegible] মার্ভের দিকে এক পদ অগ্রসর হন, [illegible] ইংরাজদিগের সহিত সৌহার্দ্দের বিচ্ছেদ হইয়া যাইবে। ইংরাজদিগের এত আতঙ্ক হইবার কারণ এই, যদি যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠে, রুশের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। "নেড়ার নাই বাটপাড়ের ভয়।" যুদ্ধ বাঁধিলে ইংরাজেরই বিশেষ ক্ষতি। ইহাঁরা ধন জন সম্পন্ন। ইহাঁদিগের নানা দিকে ক্ষতি হইবে। বিশেষতঃ এক রুশের আতঙ্ককে নিমিত্ত করিয়া আরল বিকন্সফিল্ডের অধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট আফগান যুদ্ধ বাঁধাইয়া ভারতের স্কন্ধে ২২ কোটী টাকা চাপাইয়া দেন, যদি সত্য সত্যই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠে, কত ২২ কোটী লাগিবে, তাহার নিরূপণ কি? ভারত কি সে টাকা দিতে পারিবে? ইংরাজদিগের রুশের এই আতঙ্ক এখনও দূর হয় নাই। এই আতঙ্কমূলক কান্দাহার লইয়া মহা কেলেঙ্কার হইতেছে। এমনি ব্যাপার দেখি-তেছি, লিবরাল দলকে বুঝি পদত্যাগ করিতে

কান্দাহার যে কেমন অলক্ষণে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রস্তাবিত বর্ষে আয়ুব খাঁ এই কান্দা-হারের নিকটে সসেনাপতি একদল ইংরাজ সৈন্যকে নিহত করেন। তাহার পর সর ফ্রেডরিক রবর্টস তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ইংরাজ জাতির হৃত-মানের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। ঐ কান্দাহার এক্ষণে আব-দুর রহমানের হস্তে দিবার প্রস্তাব চলিয়াছে। এদিকে ঘোরতর আপত্তিও তরঙ্গ উঠিতেছে। অতএব "না আঁচাইলে আর বিশ্বাস হয় না।"

উক্ত সালে নাগারা ব্রিটিশ অধিকার মধ্যে উৎ-পাত করিয়াছিল, লোক সংখ্যা গ্রহণ উপলক্ষে দাও-য়াল প্রদেশেও গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া-ছিল; কিন্তু কর্তৃপক্ষের সতর্কতা নিবন্ধন অঙ্কুরা-বস্থাতেই তাহা উন্মূলিত হইয়াছে।

জমীদারের প্রজা বিরোধ।

আয়র্লণ্ডে এই ব্যাপার লইয়া তুমুল কাণ্ড হই-তেছে। অদ্যাপি বিরোধবহ্নি নির্ব্বাণ হয় নাই। এই উপলক্ষে উদার মতাবলম্বী দলও নিতান্ত অনু-দারের কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রজা দমনের যে এক ভয়ঙ্কর আইন করা হইয়াছে, তাহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে। যে দিনও জোত উচ্ছেদ মূলক দাঙ্গা হইয়া কয়েক প্রজা হতাহত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে লিবরাল মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধ বুদ্ধির অনুমোদিত ও তাঁহাদের যোগ্য হই-তেছে না। যেমন প্রজা দমনের আইন করা হইল, তেমনি, যাবৎ বিবাদের নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ জমীদারেরা জোত উচ্ছেদের চেষ্টা করিতে না পারেন, এরূপ একটী আইন করাও উচিত ছিল; তাহা না করাতে বর্তমান ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অনৌদার্য্যের কার্য্য হইয়াছে। এই উপ-লক্ষে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় অতি বীভৎস কার্য্যও হইয়া গেল। কিন্তু ন্যায়ানুসারে কার্য্য হইলে কখন ঐ বিভৎস কাণ্ড হইত না। ভারতবর্ষেও ঐরূপ জমীদার ও প্রজায় বিরোধ চলিতেছে। কিন্তু বঙ্গ-দেশীয় গবর্ণমেণ্ট অতি সাবধান ও ন্যায়পথগামী হইয়া কার্য্য করিতেছেন বলিয়া আয়র্লণ্ডের ন্যায় এখানে কোন উপদ্রব ঘটে নাই।

মিত্র রাজগণের সহিত ব্যবহার।

প্রস্তাবিত বর্ষে দেশীয় রাজগণের সহিত ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। তাঁহারা যেমন অধীন ও রাজভক্ত ভাবে চলিয়া আসিতেছেন, তেমনি চলিয়া আসিয়াছেন, কেবল কাশ্মীররাজকে লইয়া কিছু টানাটানি করা হইয়া-ছিল। দেশীয় রাজগণ যে স্বপদস্থ থাকেন, অনেক ইংরাজের সে ইচ্ছা নয়। বিশেষতঃ কাশ্মীর-দেশ ভূস্বর্গ। অনেক ইংরাজ ঐ স্থানে বিহারসুখ অনুভব করিতে যান। ঐ দেশটী অপরের হস্তে থাকাতে অনু-মতি গ্রহণ-কষ্ট অনুভব করিতে হয়। তাহা তাঁহাদের সহ্য হয় না। দেশটী ইংরাজ হস্তে থাকিলে সে কষ্ট থাকে না, এই কারণে কাশ্মীররাজের অনেক দোষ অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি অনেক দোষেরও আরোপ করা হয়; অন্য কথা কি ইংরাজেরা যে রুশের নামে ও গন্ধে নাচিয়া উঠেন সেই রুশের সহিত কাশ্মীররাজের যোগ হই-য়াছে বলিয়া রটনাও করা হইয়াছিল কিন্তু অনুস-ন্ধানে সমস্তই মিথ্যা প্রমাণ হইয়াছে। রাজাদিগের প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার ব্যবহার করা বিড়ম্বনার বিষয়।

এতদিন মহীসুর রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তে ছিল। বর্তমান বর্ষে উহা রাজাকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

উপসংহার।

এবার ব্যবস্থাপক সভাগুলি ব্যবস্থাপনক্রিয়া লইয়া অধিক সময়-ক্ষেপণ করেন নাই। তাঁহারা নিস্তব্ধভাবে চলিয়াছেন, তাঁহারা নিস্তব্ধ থাকিলে জগৎ স্বাস্থ্যলাভ করে। এবার অধিক নূতন আইন হয় নাই, কেবল কতকগুলি পুরাতন আইনের সংশো-ধন হইয়াছে; তাহাতেও কিছু বিশেষ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষ আড়ম্বরের আইনের মধ্যে কেবল ফ্যাক্টরি আক্ট নামে আইনটী হইয়াছে। আমাদের নূতন রাজস্বমন্ত্রী মেজর বেরিং সাহেব সে দিন বর্তমান বর্ষের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত বর্ণন করি-য়াছেন। তিনি কোন প্রকার নূতন কর করিয়া প্রজা গণকে উদ্বেজিত করেন নাই। বরং রাজস্বের সচ্ছল অবস্থা, এইরূপ ঘোষণা করিয়া সকলের চিত্তকে

সম্বোধিত করিয়াছেন। তঁাহার দুইটী বিষয়ে ত্রুটি দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছি, ইংলণ্ডের ব্যয় বলিয়া ভারতের ধনাগার হইতে যে টাকা লওয়া হয় তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। তাহার সমুদায়গুলি লওয়া সঙ্গত কি না তাহাও বলেন নাই। দ্বিতীয় ত্রুটী এই, সিমলাবাসে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কত ব্যয় হয়, বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করা উচিত ছিল। তাহা হইলে ভারতবাসীরা বুঝিতে পারিতেন তাঁহাদের দুঃখার্জ্জিত অর্থে রাজপুরুষেরা কেমন সুখ ভোগ করেন। বর্ত্তমান বর্ষের যত আয় ও যত ব্যয় তাহা আমরা গত সপ্তাহে পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। এক্ষণে তাহার আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন হইতেছে না।

১৮৭৮ অব্দের ৯ আইনের উৎপত্তির কারণ।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে উক্ত আইনটী রহিত করিবার যেপ্রকার আদেশ দিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে সত্বর বৎসর উহা রহিত না করিলেও করিতে পারেন। ষ্টেট সেক্রেটারি অতএব গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিয়াছেন। যে কারণে ঐ আইনটী করিবার বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল সে কারণটী এখনও নিরাকৃত হয় নাই। অতএব অবশ্য গবর্ণমেণ্টের ঐ আইনটি রহিত করিবার বিষয়ে যে প্রবৃত্তি জন্মিবে, তাহার সম্ভাবনা কি? সে কারণটী এই:—

এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা রাজদ্রোহী নন, তাঁহারা রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টা করেন না। তাঁহারা দেশীয় ভাষায় যে সমস্ত সমাচার পত্র প্রচার করেন, তাহাতে বিদ্রোহোদ্দীপক প্রস্তাব লিখিত হয় না, যদি বিদ্রোহোদ্দীপক প্রস্তাব লিখিত হইত তাহা হইলে আমাদের রাজপুরুষেরা যেরূপ অভিমানী, এতদিনে অনেক সম্পাদককে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে হইত। [illegible] তাহাদের যে [illegible] নাই, তাহারা [illegible] দ্রোহোদ্দীপক প্রস্তাব [illegible] [illegible] প্রমাণ। তাঁহারা বাস্তবিক কটুভাষীও নন, রাজপুরুষদিগের অকারণ গ্লানিও করেন না। বোধ হয় পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, এদেশীয় ভাষার সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের যদি এ সকল দোষ নাই, তবে রাজপুরুষেরা উক্ত ৯ আইনটী করিলেন কেন করিলেন, তাব পাঠক মন দিয়া শুনুন। আমাদের রাজ্য মধ্যে শীর্ষস্থানে কয়েকজন ঘোর অভিমানী রাজপুরুষ আছেন। তাঁহারা আপনাদিগকে মনুষ্যের অগম্য দেবতা মনে করেন। দেবতারা এক এক জনে ২৭ টী বিবাহ করুন, আর গুরুপত্নীগমন করুন, মানুষের সে সকল কথা বলিতে নাই। আমাদের প্রধান রাজপুরুষেরাও সেইরূপ মনে করেন, তাঁহারা স্বদেশীয়ের স্বজাতীয়ের প্রতি পক্ষপাত করুন, আর স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত অন্যায় আইন বা অন্যায় ব্যবহার করুন, নররূপী সম্পাদকেরা দেবরূপী রাজপুরুষদিগের সে সকল কথা বলিবে কেন? সেই দোষের কথাগুলি এদেশীয়দিগের মুখ হইতে নির্গত হইলে আমাদের রাজপুরুষ দেবতাদিগের তাহা একান্ত অসহ্য হয়। অতএব এদেশীয়েরা কোনরূপে সে কথাগুলি বলিতে না পারেন, সেই নিমিত্ত ৯ আইনের সৃষ্টি করা হইয়াছে। গুণের যত বর্ণন করিতে পারেন করুন, দোষের কথা বলিবেন না। দোষের বিষয়ে এদেশীয়দিগের মুখ বন্ধ করাই উক্ত আইন সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য।

পক্ষান্তরে, এদেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকেরা এমনি নির্ব্বোধ যে সেই দোষের কথাগুলি না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। তাঁহারা এমনি মূঢ়মতি, এই প্রকার বিবেচনা করেন, রাজপুরুষদিগের যে যে দোষে দেশের মারাত্মক অনিষ্ট ঘটিতেছে আমরা যদি সেগুলির কথা না বলি, তাহা হইলে আমাদের সমাচার পত্র সম্পাদকতা করাই বিফল। তাঁহাদের নিরক্ষিতা-বিজৃম্ভিত সংস্কার এই, রাজপুরুষের হউক আর অপর পুরুষের হউক, যাহার যে যে দোষ হইতে দেশের অনিষ্ট ঘটিবে, উপরোধে হউক, অনুরোধে হউক, আর ভয়ে হউক, যদি আমরা সেগুলির উল্লেখ না করি, তাহা হইলে আমাদিগকে কর্ত্তব্যকর্ম্মের অন্যথাচরণজনিত প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে এবং আমাদের অবলম্বিত ব্রত ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তাঁহারা হিত ভাবিয়া যে কথা বলেন, তাহা বিপরীত হইয়া উঠে। তাঁহারা কর্ত্তব্যকর্ম্মে দৃঢ়তর আবেশ নিবন্ধন বুঝিতে পারেন না যে "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।" হিত কথা বলিলে শ্রোতার ভাল [illegible] না। বঙ্গদেশের [illegible] লেফ্টেনেণ্ট [illegible] [illegible] উপেক্ষা নিবন্ধন উড়িষ্যায় লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিয়া যায়। এদেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকেরা তাহার উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিলেন, [illegible] সাহেব চটিয়া গেলেন। [illegible] পত্র সম্পাদকেরা যদি রাজপুরুষদিগের [illegible] [illegible] [illegible] রাজপুরুষেরা আইন [illegible] না, কিছু মানেন না। তাঁহারা ইচ্ছামত সকল করিতে চান, তাঁহাদের ইচ্ছাই আইন ও যুক্তি। তাঁহারা আইন ও ন্যায় লঙ্ঘন করিয়া কাহারও অনিষ্ট না করেন, এদেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকেরা এই চেষ্টা পান। এই নিমিত্তই তাঁহারা রাজপুরুষদিগের চক্ষুঃশূল হইয়াছেন। রাজপুরুষেরা যেরূপে পারেন এদেশীয়দিগকে স্বপ্রাপ্য রাজপদ হইতে বঞ্চিত করিয়া ইংরাজদিগকে উচ্চতর রাজপদ দান করিলেন, যদি এদেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকেরা সে কথা বলিলেন, তাহা হইলেই তাঁহারা অপরাধী হইলেন। এই সকল কারণেই ৯ আইনের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ফলতঃ এদেশীয়দিগের দোষৈকদর্শিতা অঙ্কুশের ন্যায় রাজপুরুষদিগের মনে বিদ্ধ হইয়া থাকে। [illegible] [illegible] সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের রাজপুরুষেরা তাহা কোনরূপে সহ্য করিতে পারেন না। এখন পাঠক এ কথা বলিবেন এদেশীয়দিগের মুখে যদি রাজপুরুষদিগের দোষের কথা [illegible] না, তবে এদেশের যে সকল ব্যক্তি ইংরাজী সমাচারপত্র প্রণয়ন করেন, তাঁহারাও রাজপুরুষদিগের দোষের উল্লেখ করেন, তাহাতে রাজপুরুষেরা কুপিত হন না কেন? কুপিত হন না, তাহা নয়, বিলক্ষণ কুপিত হন, তবে কি না কুপিত হইয়াও কিছু করিতে পারেন না। ইংরাজী সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিতে গেলে, সাধারণো সকল ইংরাজীপত্রের মুখ বন্ধ করিতে হয়। সে চেষ্টা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রলয় উপস্থিত হইত। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। সমুদায় সকল ইংরাজী সমাচারপত্রের যে মুখ বন্ধ করেন, ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষদিগের সে সাহস কোথায়? তবে পাঠক এস্থলে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষেরা যখন ভারতবর্ষে পক্ষপাতিতা প্রদর্শনে সঙ্কোচবোধ করেন না, তখন ইংরাজদিগের প্রণীত [illegible] পত্রগুলিকে অব্যাহতি দিয়া কেবল এদেশীয়দিগের [illegible] [illegible] [illegible] আইনের [illegible]

[illegible] আমাদের বক্তব্য [illegible] সম্পাদিত সমাচারপত্র [illegible] [illegible] এদেশীয়দিগের [illegible] [illegible] দেশীয় ভাষা [illegible] এদেশীয় [illegible] উপায় নাই, [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible]

[illegible] আমরা এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলাম

তাহার কারণ এই, ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি লার্ড হার্টিংটন উল্লিখিত আইনটী রহিত করিবার যে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার উপরে নির্ভর করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি এরূপ ভাবে লিখিয়াছেন, তিনি ঐ আইনটী করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পান না, আইনটী করায় যে কি কাজ হইয়াছে বা হইতেছে তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। আমরা বরাবর উক্ত আইনটীর যে পক্ষপাতদোষ দূষিততার কথা বলিয়া আসিতেছি, হারটিংটন স্পষ্টাক্ষরে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঐ আইনটী যদি ইংরাজী সমাচার পত্রের প্রতি প্রবর্তিত করা না হয়, উহা ষ্টাটিউট বুকে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে যথেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করিয়া অন্যায় ও পক্ষপাত করিবেন বলিয়াই আরল বিকন্সফিল্ড ও আরল লিটন ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় রাজ্যের শাসন রজ্জু গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের আত্মাভিমানী ভারতীয় প্রধান রাজপুরুষদিগের রামরাজ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন লিবরাল মন্ত্রীদলের অধীনে আর সে পক্ষপাত ও সে অন্যায় শোভা পায় না। এখন যত শীঘ্র পক্ষপাতদূষিত আইন ও কার্য্যগুলি বিলুপ্ত হইবে, ততই ইংলণ্ডের নষ্ট-গৌরবের প্রত্যুদ্ধার হইবে। সর্বশেষে আমাদের বক্তব্য এই, ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষদিগের এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকগণের লেখনীর আঘাত যদি এতই অসহ্য হইয়াছে, যাহাতে সে আঘাত সহ্য করিতে না হয়, এরূপ কাজ করিলে ত আর কোন উৎপাত থাকে না।

পৃথিবীতে ন্যায়ের মান মর্য্যাদা অল্প।

মানুষের কার্য্য, মনের ভাব ও গতি দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, বিধাতা মানুষকে স্বভাবতঃ অন্যায়ের প্রতি অনুরাগী করিয়া যেন সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখিতে পাওয়া যায়; অনেকেরই ন্যায্য কথা ভাল লাগে না। বিশেষতঃ যিনি ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি পক্ষপাতী, তাঁহার নিকটে ন্যায় যেন পশ্চিম দেশীয় বিচ্ছুর স্বরূপ। ন্যায্য কথা তাঁহাকে দংশন করিয়া মরণাধিক যাতনা দেয়। অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নাই। আমরা গতবারে জমীদার ও প্রজা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম, তাহাতে উভয়ের লাভালাভ গণনা করিয়া উভয়ের লভ্য রাখিয়া যে একটী ন্যায্য বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহা দেখিতেছি এক ব্যক্তির একান্ত হইয়াছে। আমাদের এ প্রস্তাবটী নূতন নয়, ১৮৬২ অব্দ অবধি আমরা ঐ প্রস্তাবটী করিয়া আসিতেছি। পত্রপ্রেরক পক্ষপাতিতা-দোষে অন্ধ বলিয়া আমাদের প্রস্তাবটী বুঝিতে পারেন নাই। তিনি নিতান্ত কুপিত হইয়াছেন বলিয়া অনেক অসার কথা কহিয়াছেন। আমরা সেগুলি অগ্রাহ্য করিয়া যাহাতে কিছু কিছু সার কথার আভাস আছে, তাহারই উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রেরিত পত্রখানি এই:—

"আপনি কি তত্ত্ব রাখেন যে জমিদারবর্গ প্রজার প্রতি কত অন্যায় ব্যবহার করেন? না, সহরের মনোরম গৃহে বাস করিয়া প্রজার বিষয় লিখিতে হয় বলিয়া লিখেন? আচ্ছা প্রজা শব্দের অর্থ কি বলুন? অভিধান দেখিতে পাইবেন না কিন্তু ভ্রমণাভিজ্ঞতা হইতে বলিতে হইবে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন যেমন—

'ভিনত্তি দর্পাৎ করিরাজ কুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ।

তদ্রূপ জমিদার বাহ্যিক দান দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে তাক্ লাগান, আর কাগজ পত্রে আপনাদের অমায়িকতাই দেখান, তাঁহারা প্রজাশোষক এবং নাশক ভিন্ন আর কিছুই নহেন। প্রজাদের প্রতি তাঁহাদের কড়ার মমত্ব নাই; শুদ্ধ অর্থ অর্থ অর্থ!!

জমিদার শব্দে আমি তালুকদারাদি চিরস্থায়ী স্বত্ব মৌজা ক্রয় বিক্রয়কারী সম্প্রদায়কে অর্থ করিতেছি!

যখন পত্রিকা সম্পাদক, তখন আপনি ব্রহ্মাণ্ডের সমাচার রাখিবেন এমন আশা লোকে করিয়া থাকে; অতএব আপনকার সেই সর্ব্বজ্ঞতা প্রভাবে বলুন দেখি—কে জমির উৎকর্ষ করে? প্রজা না জমিদার? এবং নামোল্লেখ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিউন কোন জমিদার আপনকার জমিদারির উন্নতিসাধনে যত্নবান্?

প্রজাকে ভোগস্বত্ব দিলে জমিদারের ক্ষতি কি? ইহাতে বার্ত্তাশাস্ত্রের কোন দোষ ঘটে নাকি? প্রজার সঙ্গে জমিদারের যদি অর্থ লইয়া সম্পর্ক, ভোগস্বত্ব প্রজা পাইলে সে খাজনার ব্যাঘাত ঘটিবে কিসে? জমিতে কাহার অধিকতর স্বত্ব থাকা আবশ্যক? ত্রিতলবাসী, ইন্দ্রিয়বিলাসী জমিদারের? না, জমির উর্ব্বরতা সম্পাদনার্থ বদ্ধপরিকর ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর প্রজালোকের? সাধ্য সত্ত্বে কোন প্রজা নিজ জমিতে কোপা বিলি করে না, যদিই সহস্রের মধ্যে একজন করে তাহাতেই বা খাজনা আদায়ের ব্যাঘাতটা কি? ভোগস্বত্ব থাকিলে মমত্ব হওয়ায় জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি দ্বারা পরোক্ষে দেশের উন্নতি করিতে প্রজার ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইতে পারে কি না? এমন সব জমিদারি আছে যেখানে অনেক জমি পতিত। কিন্তু যদি জমিদার স্থায়ী স্বত্ব দিয়া সেই সকল জমি অল্প হারে বিলি করেন, তাহা হইলে অনেক প্রজা তাহা লইতে স্বীকার করে; অথচ জমিদার তাহা দেন না কিন্তু মিয়াদী বিলিও হয় না এজন্য জমি পতিত রহিয়াছে; ফসলও উৎপন্ন হয় না। ইহাতে দেশের ইষ্ট, না অনিষ্ট? এবং তাহা কাহা হইতে হইতেছে? যদি ভোগস্বত্ব পাইত প্রজারা প্রাণপণে জমি উদ্ধার করিয়া ফসলোৎপত্তি দ্বারা দেশের কত উপকার করিতে পারিত। এখানে কথামালার গল্প মনে পড়ে "আপনিও খাইবে না অন্যকেও খাইতে দিবে না।" আপনি অবশ্য আয়মা কাহাকে বলে জানেন সেই আয়মা উর্ব্বর হইয়াছে কি না?

ন্যায়ের কোন্ যুক্তিতে বলে যে জমিদার বর্দ্ধিত খাজনা পাইবার অধিকারী? তবে গবর্ণমেণ্টে ক্ষমতা তাঁহাদিগকে দেওয়ায় পক্ষপাতী হইয়াছেন গবর্ণমেণ্ট কি জমিদারের নিকট হইতে বেশী খাজনা চাহেন, যে জমিদার প্রজা হইতে বর্দ্ধিত খাজনা প্রাপ্তি জন্য লোলুপ? যত টাকা সদর মালগুজারিতে জমিদারি ক্রয় করা হয়, তাহার উপর পর্ব্বত প্রমাণ লাভ থাকে। তবে কেন আরও লাভ পাইবার জন্য জমিদারের লোলা লক্ লক্ করে? আপনকার বিমত, প্রজা যেন কৃষি দ্বারা ধন সঞ্চয় করিতে না পারে ও চাসের প্রতি যেন কোন ভদ্রলোকের প্রবৃত্তি না জন্মে? কৃষি দ্বারা যদি কিছু লাভ হয়, তাহার সমগ্র জমিদারদিগকে দিয়া উঁহারা জমিদারের ধনবৰ্দ্ধক হউক, আর আপনারা হা অন্ন হা অন্ন করিয়া চিরদিন অধোবস্থাতে থাকুক। জমিদারের উচিত হস্তবুদ লইয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন; আর কালধর্ম্মেই হউক অথবা প্রজাদিগের যত্নেই হউক কৃষিতে যাহা লাভ হইবে তাহা জমির উর্ব্বরার্থ ব্যয়শীল ও কষ্টভোগী প্রজালোকের পাওয়া উচিত।

আপনি কি প্রত্যেক মহলে বেড়াইয়া সমাচার গ্রহণ করিয়াছেন যে বাকী খাজনা হয় কেন? আপনার বিশ্বাস আছে এবং জমিদারেরাও গবর্ণমেণ্টের হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন যে প্রজারা খাজনা দেয় না, অনর্থক কষ্ট দেয়, সুতরাং নালিশ না করিলে চলে না। কিন্তু মহাশয় তাহা নহে। জমিদারের অন্যায় দাবিতে প্রজা সম্মত না হইলে, কোন কারণে নায়েব গমস্তার সঙ্গে প্রজার মনোমালিন্য জন্মিলে, গমস্তা যদি দেশের লোক হয়, আর, সে দেশে যদি দলাদলি থাকে এবং সে যদি এক দলের নেতা হয়, তাহা হইলে বিপক্ষকে জব্দ করিবার মানসে ঐ গমস্তা জমিদারের কর্ণে মিথ্যা রটাইলে; প্রজার নিকট ইচ্ছা

পূর্ব্বক খাজনা না লইলেই বাকী খাজনা হইয়া থাকে। আপনি প্রবাদবাক্য জানেন "নাতোয়ানের জন্যে মালগুজারি।" সেই জন্যে মালগুজারির লোভে জমিদার ধনপতি হওয়া বশতঃ নাতোয়ানের প্রতি বিরক্ত নহেন। এমন লোভী জমিদার আছেন, যিনি বৎসরান্তে একবার খাজনা আদায় করেন; কিন্তু আদায়ের সময় উচ্চ সুদসহ খাজনা আদায় লয়েন। নিশ্চয় জানিবেন বাকী খাজনার নালিশগুলি অধিকাংশ স্থলে প্রজাকে জব্দ করিবার জন্য, খাজনা আদায়ের জন্য নহে। বর্ত্তমানে বাকী খাজনার যে আইন আছে, তাহাই প্রজার পক্ষে পীড়নযন্ত্র; ইহা অপেক্ষা উহা আরও সুবিধাকর হইবে কি প্রজার বাঁচোয়া আছে। আমার নিকট দেশের তত্ত্ব পাইলেন; এখনও কি আপনি খাজনা আদায়ের আইন-টীকে জমিদার পক্ষে আরও অধিকতর সহজ করিতে চান?

ভদ্রলোক চাসের দিকে অগ্রসর হইতে সাহস করেন না কেন? তাহা হইলে কি লোক সকল চাকরির জন্য এত লালায়িত হইত? স্বচ্ছন্দে চাস করিত। শুদ্ধ, জমিদারের দৌরাত্ম্যের জন্য এবং দিন দিন চাসের খরচ যে প্রকার বৃদ্ধি হইতেছে, অথচ, লাভ থাকে না, এজন্য ভদ্রলোক চাস করে না। কথায় বলে "লাভ লোকসান জেনে শুনে, চাস করে না সোণার বেণে।" অতএব বলি গবর্ণমেণ্টের উচিত যে যাহাতে কৃষির প্রতি লোকের প্রবৃত্তি গাঢ়তর বৰ্দ্ধিত হয় তাহার চেষ্টা করা; এবং জমিদার যে হস্তবুদ্ পান, তাহাই লইয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে বিধান করা; বর্ত্তমানে যেখানে যেমন খাজনা আছে তাহাই বজায় রাখা বরং কমাইয়া দেওয়া, তালুকদারাদি উঠাইয়া, কেবল জমিদারিই যাহাতে প্রচলিত থাকে তাহার আইন করা। যেহেতু এতদ্দ্বারায় গবর্ণমেণ্টের কোন লাভ নাই, অথচ জমির সঙ্গে যাহাদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক সেই সকল প্রজা-লোকের কষ্ট ও পীড়ন হয় মাত্র।"

পত্রপ্রেরক জমীদার ও প্রজা-সংক্রান্ত সোমপ্রকাশে লিখিত প্রস্তাবগুলি যদি আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিতেন তাহা হইলে কখনই প্রস্তাবিত পত্রখানি আমাদের নিকটে পাঠাইতেন না। পত্রপ্রেরক নিজেই প্রেতা শব্দের অর্থ করিয়াছেন অতএব আমাদিগকে ঐ শব্দের অর্থ করিবার আর ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল না। জমীদারের দোষ নাই আমরা এ কথা কখনই বলি নাই। যে যে জমীদারের বাস্তবিক প্রজার ইষ্টসাধন করিবার ইচ্ছা আছে, আমাদিগের দোষে সময়ে সময়ে তাঁহাদিগেরও অপযশ হয় কিন্তু পত্রপ্রেরক জানিবেন, প্রজারা অধিকাংশ সময়ে জমীদারের অকারণ অত্যাচার রটনা করিয়া বেড়ায়। বোধ কর একজন প্রজা পাঁচ বৎসর কাল পাঁচ বিঘা ভূমি আড়াই বিঘা বলিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছে। জমীদার তাহার সন্ধান পাইয়া যদি জরিপ করিতে গেলেন, অমনি প্রজা চীৎকার করিয়া উঠিল, জমীদার অত্যাচারী। পত্রপ্রেরক বলুন দেখি, এইটী কি বাস্তবিক অত্যাচার? জমীদারেরা কি দুই টাকা বিঘা ধরাইয়া বলপূর্ব্বক চারিটাকা লন? উভয় পক্ষের দোষ আছে বলিয়াই আমরা সর্ব্ব আপদের শান্তির নিমিত্ত বরাবর প্রজার সহিত জমীদারের ন্যায়ানুসারী একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি। এবার আর আমাদিগের অধিক লিখিবার অবসর নাই, সোমপ্রকাশে স্থান ও নাই। পত্রপ্রেরক যদি ভদ্ররীতিতে এ বিষয়ের আন্দোলন করিতে চান আমাদের তাহার উত্তরদানে অনিচ্ছা নাই কিন্তু অভদ্র রীতিতে পত্র লিখিত হইলে সে পত্র উপেক্ষিত হইবে। গবর্ণমেণ্টের সহিত জমীদারের স্থায়ী বন্দোবস্ত আছে এই কারণে গবর্ণমেণ্ট জমীদারের নিকট অধিক লইতে পারেন না। কিন্তু যাবৎ প্রজার সহিত জমীদারের সেইরূপ বন্দোবস্ত না হইতেছে তাবৎ জমীদার অধিক খাজনায় জমী ধরাইতে ও ইচ্ছামত ফেলিয়া রাখিতে না পারিবেন কেন?

পত্র প্রেরক আর একটী কথা নিশ্চয় জানিবেন, আমরা ভূয়োদর্শনবলে বলিতেছি, খাজনা যত কম হউক অধিকাংশ প্রজা সহজে ইচ্ছাপূর্ব্বক জমীদারের খাজনা পরিষ্কার করিয়া দেয় না।

ইউরোপীয় সমাচার

[illegible] এপ্রেল। [illegible] সাহেব [illegible] যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন গ্রীস গ্রিক্সদের [illegible] অর্দ্ধান্নিয় [illegible] পীড়াপীড়ি করিতেছেন।

লণ্ডন ১লা এপ্রেল। [illegible] হার্টিংটন কমন্স [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, ইয়াকুব খাঁ কাবুলে [illegible] দিলে যদি [illegible] দান করিতে বলেন অথবা [illegible] চুক্তি করিবার [illegible] করা হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের তাহাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা নাই।

মধ্য আসিয়ায় রুষের যুদ্ধ বিষয়ে সরকারী পত্র প্রচারিত হইয়াছে। লার্ড নর্থকে রুষ গবর্ণমেণ্ট কিরূপ রাজনীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা, স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য লর্ড ডফরিণ যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার উত্তরে [illegible] জিয়ার্স জিজ্ঞাসার যেরূপ অস্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন তিনি তৎপাঠে অত্যন্ত [illegible] হইয়াছেন।

২৫ এ মার্চ্চ লর্ড ডফরিণের নিকট হইতে যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, এম [illegible] সম্রাটের আদেশ অনুসারে লিখিয়াছেন, রুষের মার্ভ অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার বিষয়ে কোন কথাই হয় নাই। সম্রাটের বিশ্বাস ট্যাকি [illegible] ও তাহার সহায় কর্ম্মচারীদিগকে মার্ভের উদ্দেশ পাদদেশ [illegible] করিতে যাইতে উপদেশ না দিয়াও তাঁহারা যাহাতে তুর্কোমানদিগকে তাহাদিগের দিকে উত্তেজিত করিতে না পারেন তাহা। সম্পাদিত [illegible]

কণকে যাহাতে এই পথ [illegible] অবলম্বন করিতে না হয় তাহার উপায় বিধান করিবেন।

লর্ড বিকন্সফিল্ডের [illegible] পাওয়া এখন পায়ের তলায় পর্য্যন্ত ধরিয়াছে। তিনি [illegible] ভোগ করিতেছেন। তাঁহার দৌর্ব্বল্য পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে। মধ্যে মধ্যে নিদ্রাও হইতেছে, এবং [illegible] না।

চান্সেলার সাহেব বলিয়াছেন নেটাল [illegible] ১২ [illegible] কল্পনা [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইতে সংবাদ আসিয়াছে [illegible] ইংরাজভক্ত লোকদিগকে [illegible]

[illegible] কমন্স সভাপতি [illegible] করিয়াছেন [illegible] মাননীয় [illegible] চেষ্টা করিতেছেন।

সংবাদ আসিয়াছে [illegible] জন্য ফরাসী [illegible] কার্য্য [illegible] বন্ধ হইয়াছে।

[illegible] ফরাসী সৈন্য-দিগের যুদ্ধ হইতেছে।

লণ্ডন ৪ঠা এপ্রেল। [illegible] প্রজার [illegible] আমাদের অনুগত [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] প্রাণ [illegible] হইয়াছে।

[illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] সম্মত হন নাই। [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] প্রতি [illegible]

[illegible] এপ্রেল। [illegible] জমিকম্পে [illegible] লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

[illegible] চান্সেলার অব দি এক্সচেকর [illegible] তাঁহার ১৮৮০—৮১ অব্দের আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করিয়া [illegible] ৮৪০৭২৫০০০ টাকা আয় হয় ও ৮০১২৫০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

[illegible] ৮৩০০০০০০ টাকা [illegible] ৩৪৯৮৭৫০০০ [illegible] ৬৩০০০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে [illegible] ১২২০০০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

[illegible] কমাই-[illegible] টাকার মধ্য হইতে ২৭৭০০০ টাকা [illegible] হইবে। [illegible] দলের [illegible] কিছু [illegible] করিবার [illegible] প্রস্তাব হইয়াছে।

[illegible] কিছু বেশী [illegible] যাহাতে [illegible] প্রস্তাব করা হইয়াছে। [illegible] ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। [illegible] টাকা উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। [illegible] অবস্থা [illegible]

লণ্ডন ৫ই এপ্রেল। লর্ড হার্টিংটন কমন্স হাউসে বলিয়াছেন [illegible] একদিন জেনেরাল রবার্টকে সাধারণের [illegible] ধন্যবাদ দিবার কল্পনা করা হইয়াছে।

[illegible] আয়োজন করিতেছেন। ফরাসী সংবাদপত্র সম্পাদকেরা ইহাতে অত্যন্ত [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] কইয়াছেন ইংরাজ- [illegible] বিবেচনা [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রস্তাব করা হইয়াছে।

[illegible]

[illegible] উদ্ভিন্ন হইয়াছেন।

[illegible] সম্বন্ধে মত [illegible]

[illegible] সভা মফিসলবাসীদের উপর [illegible] সম্প্রদায় [illegible]

বিবিধসংবাদ।

সম্প্রতি বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর উভয়ে পরামর্শ করিয়া [illegible] কম্পাউণ্ডার প্রস্তুত করিবার উপায় [illegible]। [illegible] ক্যাম্বেল স্কুল [illegible] কটক এই [illegible] স্থানে কম্পাউণ্ডারদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এক একটী স্কুল হইবে। যে সকল [illegible] ইংরাজী কিম্বা নিম্ন [illegible] পরী- [illegible] ইংরাজী অধ্যয়ন করি- [illegible] জ্ঞান আছে [illegible] ইহাতে প্রবেশাধিকার পাইবেন।

মিরাটনগরের কোন একটী বাঙ্গালি বাবুর বাটীর নিকট দিয়া একটী গোরা চলিয়া যাইতেছিল। যাইতে যাইতে সে দেখিল ঐ বাটীর একটী স্ত্রীলোক তাহাকে দেখিতেছে। এই দেখিয়া গোরা একে- বারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে এবং বলপূর্ব্বক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনটী দরজা ভঙ্গ করিয়া ফেলে অবশেষে স্ত্রীলোকটী যে ঘরে ছিল সেই ঘরের দরজার নিকট উপস্থিত হয়। যাহা হউক এই সময়ে পুলিষ উপস্থিত হইয়া তাহাকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৮১ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার পরীক্ষক মনোনীত হইয়াছেন:—

ইংরাজী সাহিত্য।

রেবরেণ্ড জনসন—লণ্ডন মিশনরী ইনিষ্টিটিউসন।
রেবরেণ্ড জে এডওয়ার্ড—জেনেরল আসেম্বী।
জে ম্যান—হুগলি কালেজ।
ডবলিউ ইয়ং—জব্বলপুর হাইস্কুল।

সংস্কৃত।

পণ্ডিত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়—সংস্কৃত কালেজ।
" নকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—কৃষ্ণনগর।
" রজনীকান্ত গুপ্ত—কলিকাতা।
" গোপালচন্দ্র গুপ্ত—হুগলী কালেজ।

ইতিহাস ও ভূগোল।

কার্টার শোয়ার—সেণ্টপল কালেজ।
এ এস রড্স।
লালবিহারী দে—হুগলী কালেজ।
প্রসন্নকুমার রায়—ঢাকা কালেজ।

এম এস সমাম।
জে মার্টিন—কৃষ্ণনগর কালেজ।
টি হান—সেণ্ট জেভিয়ার্স কালেজ।
এম, এ, এচ, [illegible]।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার স্কুলবুক সোসা- ইটিকে পূর্ব্বে মাসিক যে পাঁচ শত করিয়া টাকা দিয়া সাহায্য করিতেন আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টে- নাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব এখন আর ঐ সাহায্য দানের আবশ্যকতা না দেখিয়া উহা বন্ধ করিবার সংকল্প করিয়া [illegible] নিয়মানুসারে [illegible] করি- য়াছেন। যথা —

সোসাইটি এখন [illegible] অধিক সাহায্য পাইবেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বর্ষে বর্ষে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের সহিত পরামর্শ করিয়া নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে সাহায্য দানের ন্যূনা- ধিক্য ব্যবস্থা করিবেন।

১ ম—সোসাইটী উড়িয়া, কাছাড়িভিল্লি, সাঁও- তালি, কোল, খাসাই, এবং আশামের অন্যান্য দেশীয় ভাষায় (বাঙ্গালা, উর্দ্দু ও মাগধি ছাড়া) বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী পুস্তক প্রচারে বিশেষ যত্ন করিবেন।

২ য়—সোসাইটী কেবল স্কুলের ব্যবহারোপ- যোগী ইংরাজী ও দেশীয় ভাষার পুস্তক প্রভৃতি বিক্রয় করিবেন এবং তদতিরিক্ত কেবল দেশীয় ভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠ্য নয় অথচ সারগর্ভ পুস্তকও বিক্রয় করিতে পারিবেন।

৩ য়—শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অতিরিক্ত সভাপতি হইবেন।

৪র্থ—সোসাইটী প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের নিকট এক একটী কার্য্য বিবরণ প্রেরণ করিবেন। লেপ্টনন্ট গবর্ণর শেষে ডিরেক্টরের সহিত ঐকমত্যে বলিয়াছেন ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারি আশু সাহেব বরাবর সোসাইটীর ও সাধারণের বিশেষ সন্তোষজনক কাজ করিয়া আসিয়াছেন।

বেঙ্গলি বলেন আলীপুরের মাজিষ্ট্রেট পেল্ল সাহেব সচরাচর আমলা ও মুহুরী প্রভৃতিকে কুণী চাপরাসী ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়া থাকেন। ঐরূপ মানভূমের কমিশনর তাঁহার আমলাবর্গকে মূর্খ নির্ব্বোধ প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে কুণ্ঠিত হন না। ইঁহার নিকট ভদ্রলোকের মান মর্য্যাদা প্রায় থাকে না।

কাম্বেল হাঁসপাতালের অন্যতর অধ্যাপক তামিজ খাঁ ১লা এপ্রেল হইতে পেন্সন গ্রহণ করি- য়াছেন।

এবার মেলে রুশ সম্রাটের হত্যা সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে:—

সম্রাট যখন কেথেরিন খালের ধার দিয়া শকটা- রোহণে যাইতেছিলেন সেই সময়ে একটী বোমা আসিয়া তাঁহার শকটের পশ্চাতে ফাটিয়া যায়। সম্রাটের আঘাত লাগে নাই কিন্তু তাঁহার একজন শরীররক্ষক ও কতিপয় ব্যক্তি উক্ত আঘাতে প্রাণত্যাগ করে। সম্রাট শকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া আহত ব্যক্তিগণের শুশ্রূষাদি সম্বন্ধে নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এমন সময়ে আর একটী বোমা আসিয়া তাঁহার পদের নিকটে ফাটিয়া যায়। আঘাতে রক্তাক্ত হইয়া সম্রাট ভূমে পতিত হন। তাঁহার তখনও একটু সংজ্ঞা ছিল। তিনি তাঁহার প্রাসাদে [illegible]। [illegible] ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তাঁহার সহচরেরা তাঁহাকে তথায় লইয়া যান। কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সব জজ্ঞ কলিব একবারে [illegible] জানা যায় যে বোয়ারেরা অত্যন্ত সাহসী, এমন কি তাহারা আদৌ ইংরাজ সৈন্যকে ভয় করে না। তাহারা আহত ইংরাজসেন্যের প্রতি অতি সদয় ব্যবহার করে। আমাদিগের বীর পুরু- ষেরা যখন যে জাতির সহিত অন্যায় যুদ্ধ করেন

তাঁহাদিগের নানা প্রকার বীভৎস দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

লেথব্রিজ সাহেবের এত শীঘ্র শীঘ্র বিলাত যাই-সম্বন্ধে কোন কোন সহযোগী বলেন যে, তিনি বিলাতে গিয়াই ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সুবিচারের জন্য ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিবেন।

সংবাদ পত্রে দেখা গেল কলিকাতায় একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক আসিয়াছেন। ইনি অক্লেশে এবং মুখে মুখে নানা প্রকার সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের কতকগুলি বালক একত্র হইয়া সম্প্রতি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বালককে অতি দুরূহ সমস্যা দিয়া শ্লোক রচনা করিতে বলেন। বালক অনায়াসে এই জটিল সমস্যার মূলনতি ভাষায় রচনা করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছেন।

রেবরেণ্ড সি এচ ডাল সাহেব শীঘ্রই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিবেন। তিনি বহুদিন এদেশে আসিয়া দেশীয়দিগের হিতকর অনেক কার্য্য করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি আর ফিরিয়া আসিবেন না।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে মিউনিসিপাল আইনের সংশোধন বিষয়ক পাণ্ডুলেখ্য লইয়া ঘোর তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার উপনগরে কলের জল দিবার প্রস্তাব বহুকাল হইতে চলিতেছে। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অনরেবল কৃষ্ণদাস পালের মত, উপনগরে জল দিতে গেলে সহরের করদাতাগণের স্কন্ধে বায়ভার পড়িবে। অনরেবল মেকেঞ্জি সাহেব ইহা খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে কলিকাতাবাসিগণের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে গেলে অগ্রে উপনগরবাসিগণের স্বাস্থ্যরক্ষা করা আবশ্যক। সভাপতি উহার অনুমোদন করাতে মেকেঞ্জি সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করা ধার্য্য হইয়াছে।

বিলাতে এইরূপ জনরব যে, আগামী বৎসরের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব প্রকাশিত হইবার পর যদি গ্লাডষ্টোন সাহেব রাজকোষের প্রধান কর্ম্মচারীর পদ পরিত্যাগ করেন, তবে চাইল্ডার্স সাহেব তৎপদ প্রাপ্ত হইবেন। লর্ড হার্টিংটনও নাকি চাইল্ডার্স সাহেবের পরিবর্ত্তে সামরিক কার্য্যালয়ের ভার প্রাপ্ত হইবেন এবং লর্ড ডার্বি ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারী হইবেন। লর্ড ডার্বি ষ্টেট সেক্রেটারী হইলে ভারতবর্ষের উপকার বই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা অল্প। কারণ ডার্বি সাহেব অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন।

অসভ্য এবং অর্দ্ধ সভ্য রাজাদিগের কার্য্য দেখিয়া মধ্যে মধ্যে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের রাজা একটী নূতন রকমের নাট্যশালা করিয়াছেন। উহাতে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। কেবল নাট্যাভিনয়ে সাহায্য করিবার জন্য খোজারা প্রবেশ করিতে পারে। রাজার একটী বাগানে নাট্যালয় হইয়াছে। ইহার সমুদয় অভিনয় কার্য্যই রমণী দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ষ্টেটস্‌ম্যান প্রস্তাব করিয়াছেন, যে সকল ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের বৃত্তি প্রাপ্ত হন; গবর্ণমেণ্ট যদি বিলাতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাদিগের কিছুদিন অধ্যয়ন করিবার নিয়ম করিয়া দেন তাহা হইলে ভাল হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা আট হাজার টাকা পান। ইহা দ্বারা দুই তিন বৎসর বিলাতে স্বচ্ছন্দে অধ্যয়ন করা যাইতে পারে। আমরা সহযোগীর প্রস্তাব শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। অধিকাংশ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত যুবক পরীক্ষার পর আলস্যে কালক্ষেপ করেন। তাঁহাদের দ্বারা শিক্ষিত সমাজের বিশেষ কোন উপকার হয় না। তাঁহারা বিলাতে গিয়া শাস্ত্রবিশেষের অধ্যাপনা করিলে ভারতবর্ষের কল্যাণ এবং তাঁহাদিগের নিজেরও অশেষ উপকার হয়। যত ছাত্র ঐ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবল বাবু আনন্দমোহন বসুই ঐ শ্রমলব্ধ বৃত্তির সৎ ব্যয় করিয়াছেন এবং তাঁহার দ্বারা আমরাও নানা প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইতেছি।

আয়ুব খাঁর সম্বন্ধে নানা রকম জনরব উঠিয়াছে। কেহ বলিতেছেন তিনি খুব বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, এমন কি এক্ষণে তিনি বন্দীদশায় আছেন, কেহ বলিতেছেন তিনি স্বচ্ছন্দে আছেন, তাঁহার বিপদ হওয়া দূরে থাকুক তিনি ক্রমশঃ অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। সে দিন ফরেণ আফিস হইতে সংবাদ আসিল যে তিনি হিরাটে বন্দী হইয়াছেন, পরদিন পাওনিয়র জানাইলেন যে ফরেণ আফিসের সংবাদ ঠিক নয়। আয়ুব অধিকতর উৎসাহের সহিত সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন এবং ইংরাজেরা কান্দাহার পরিত্যাগ করিলে তিনি উহা অধিকার করিবার চেষ্টা করিবেন। এই দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত সংবাদের কোনটী সত্য কোনটী মিথ্যা তাহা ঠিক করা সহজ নয়। ফরেণ আফিস যে আমাদিগকে মিথ্যা সংবাদ দিবেন তাহাও আমাদিগের বোধ হয় না এবং পাওনিয়র যিনি গবর্ণমেণ্টের সকল গোপনীয় সংবাদের বিশেষ খবর রাখেন তিনিও যে মিথ্যা সংবাদ রটনা করিবেন আমাদিগের এমন ধারণাও নাই। সুতরাং ন্যায় অনুসারে এই সংবাদদ্বয়ের একটী সত্য ও অপরটী যে মিথ্যা সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আমরা বলি, এই উভয় সংবাদের কোনটী সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আমাদিগের বোধ হয় বাস্তবিক আয়ুব বন্দী নহেন কিম্বা তিনি এক্ষণে অধিক সৈন্যের অধিনায়কও নহেন। তাঁহার অবস্থা মধ্যবিত। যাহা হউক শীঘ্রই এ রহস্যের উচ্ছেদ হইবে।

ব্রাউন নামে এক জন চিকিৎসক বারমিংহামের নিকট, লণ্ডন এবং উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের শকট সংঘর্ষণ দ্বারা আহত হইয়াছিলেন। কুইন্স বেঞ্চের জুরীরা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁহাকে ৮ লক্ষ হাজার টাকা দেওয়াইয়াছেন। আমরা আশা করি রেলওয়ে এবং ট্রামওয়ের দুর্ঘটনা উপলক্ষে অস্মদ্দেশীয় জুরীরা এইরূপ বিচার করিতে শিক্ষা করিবেন।

ওয়াসিংটনে বিবি স্যাল ডিক্‌টার নামে এক বৃদ্ধা রমণী ১১৫ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ভার্জিনিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। সকলে অনুমান করেন যে জর্জ ওয়াসিংটনের দাস দাসীগণের মধ্যে ইনিই এ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

১৮৮০ সালের প্রবেশিকা ও ফার্ষ্ট আর্টস এবং ১৮৮২ সালের বি এ পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকের গুণ দোষ বিচার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যায়দিগের সভার সভ্যেরা যে আবেদন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা পরিতোষ লাভ করিলাম। তাঁহারা যেরূপে গুণ দোষ বিচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট দরখাস্ত খানি যেন মনোযোগের সহিত দেখেন।

শনিবারে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার শেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় পাঁচটি আইনের পাণ্ডুলেখ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন আমেরিকার লোকেরা বর্ষে বর্ষে অনুমান ৩০ লক্ষ ছেঁড়া জুতা ফেলিয়া দিয়া থাকে। মুচিরা উহার মধ্যে ভাল গুলি বাছিয়া অকর্ম্মণ্যগুলি অতি অল্প দরে ভয়ঙ্কা গুড়িদিগের বিক্রয় করিয়া থাকে। শুঁড়িরা নাকি উহা দিয়া আমেরিকা-রম নামে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।

আমাদের চন্দন নগরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "আজ কাল এখানে ভয়ানক গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। মধ্যাহ্নকালে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় বেন লু চলিতে থাকে। রৌদ্রের যে প্রকার তেজ এইরূপ কিছু দিন হইলেই ওলাউঠায় এ স্থান জনশূন্য হইয়া যাইবে। ইহার মধ্যেই পুষ্করিণী প্রভৃতি শুষ্ক হইতেছে, এবং স্থানে স্থানে জলকষ্ট হইয়াছে।

যাইবে!! বোধ হয় এক সপ্তাহ মধ্যে অটক পর্য্যন্ত এই লাইন খুলিবে, আর কিছু দিন পরে পেশোয়ার পর্য্যন্ত খোলা হইবে। তাহা হইলে কলিকাতা হইতে টিকিট হস্তে লোক অবাধে ছয় মাসের পথ ছয় দিনে আসিয়া উপস্থিত হইবে! বিজ্ঞানের কি অদ্ভুত বল! কি আশ্চর্য্য ক্রিয়া! কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা!!

লাহোরে যে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, তাহা চিরস্থায়ী করণাভিলাষে এতদ্দেশস্থ সমস্ত ধনী লোক বদ্ধপরিকর হইয়াছেন দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। ইঁহারা যদি কেবল গবর্ণমেণ্ট সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে পঞ্জাবে "ইউনিভারসিটী" কদাপি হইত না। এই শুভ অনুষ্ঠানের মূলে অনেকগুলি বড় বড় নবাব ও কতিপয় এতদ্দেশবাসী কৃতবিদ্য স্বদেশহিতৈষী বাঙ্গালী আছেন। সে দিন লাহোর কালীবাটীতে ইঁহারা এক সভা করিয়া কেবল যে ট্রিবিউন সম্পাদক ভারতহিতৈষী নাইট সাহেবের উপস্থিত বিপদে অর্থানুকূল্য করিবার জন্য চাঁদা দিয়াছেন এমন নহে, অপিচ উল্লিখিত বিদ্যালয়টীকে স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহাদেরই অধ্যবসায় গুণে এতদিন পরে পঞ্জাবে "ট্রিবিউন" নামে এক খানি সুন্দর ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহা আপাততঃ যে ভাবে লেখা হইতেছে অল্পদিন মধ্যে উহা যে, এতদ্দেশে কলিকাতার "হিন্দুপেট্রিয়টের" ন্যায় সুবিখ্যাত হইয়া উঠিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এই সকল মহাত্মা ভিতর ভিতর কতদূর যত্ন করিতেছেন তাহা দেখাইবার জন্য ঐ বিদ্যালয়ের নিমিত্ত ইঁহারা নানা স্থান হইতে যে সব অর্থ সাহায্য লাভ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

মহারাজ কাশ্মীর বার্ষিক	৩৬০০ টাকা
ঐ ঐ সম্পত্তি (এণ্ডাউমেণ্ট)	৯৩৮৭৮ ,,
পাতিয়ালা রিজেন্সী ষ্টেট হইতে	২৫০০০
ঐ ঐ বাৎসরিক দান	১০০০ ,,
লুধিয়ানা ডিষ্ট্রীক্ট হইতে চাঁদা মাসিক	১০০ ,,
গুজরানওয়ালা মিউনিসিপালিটী	৫০০ ,,
ঝিলাম ডিষ্ট্রীক্ট হইতে মাসিক	২৫ ,,
লাহোর মিউনিসিপালিটী হইতে বার্ষিক	৩০০ ,,
ঝিন্দ মিউনিসিপালিটী ছাত্রবৃত্তি	১০০ ,,
মহারাজ ঝিন্দ এককালীন	৫০০০ ,,

(এই দান হইতে গুরুমুখী ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যাপনা হইবে)

এতদ্ভিন্ন পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এতদ্দেশীয় লোকের দৃষ্টি আছে কি না, এবং পঞ্জাবীরা লেখাপড়া শিক্ষা করিতে চায় কি না তাহা দেখাইবার জন্য গত চারি বৎসরের চাঁদা ও কালেজের ফীর তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

	ফীস্ (Fees)	চাঁদা।
১৮৭৭ খ্রীঃ	৭১৩৩	৬৭৫৩ টাকা
১৮৭৮ খ্রীঃ	১০৬১১৵১০	৭০১১ ঐ
১৮৭৯ খ্রীঃ	১০৭৫৫/১০	৮১৬৬ ঐ
১৮৮০ খ্রীঃ	১৫৩৯১।৵১০	৯৮৮০।৵১৫ ঐ
মোট	৩৯৯৮০১॥৵১০	৩১৭৯৪।৵১৫

পঞ্জাবীদের দিন দিন ইংরাজী বিদ্যা উপার্জ্জনে যেরূপ বলবতী স্পৃহা ও চেষ্টা দেখা যাইতেছে, আর দশ বৎসর পরে এ সব স্থানও যে কলিকাতা অঞ্চলের ন্যায় কেরাণীর দলে মাথা ঠোকাঠুকি হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখানে ১৫ টাকা বেতনের জন্য বাঙ্গালী কেরাণী ৫। ৬ জন উমেদার আছে। লাহোরে ৮। ৯ টাকা বেতনের কর্ম্ম খালি হইলে পঞ্জাবী কেরাণীর গাদি লাগিয়া থাকে! ইংরাজী শিক্ষার এক মহৎ ফল এই যে, কৌশলপূর্ব্বক ভারতবাসী বীরপুরুষদিগকে পর্য্যন্ত ক্রমশঃ কেরাণীর দলে মিশাইয়া ফেলিল। হায়! "কেরাণী-যুগের" কি মাহাত্ম্য!

বীরভূম।

"দিবাকরের" পুনরুদ্ধার সাধন মানসে আমরা কতই না উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগ করিলাম, কিন্তু কাহাকেও এ কার্য্যে হস্তাবলম্বদানে প্রোৎসাহিত চিহ্ন দেখিলাম না। আমাদের হেতমপুরের রাজা বাহাদুর ত বিপুল অর্থের অধিকারী। তিনি মনে করিলে, স্বয়ং সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিতে পারেন। তিনি কি এ কার্য্যের উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন না? সত্য কথা বলিতে কি, বীরভূমে একখানি সংবাদপত্রের কার্য্য চলা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা দক্ষিণা বাবুকে অনুরোধ করি, তিনি এ কার্য্যের আর একবার পৃষ্ঠপূরক হউন।

সুরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম লইয়া আপনাদের ওদিকে তলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের এ অঞ্চলেও ঐরূপ একটী ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। আমাদের অভিনেতাও ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত দীক্ষিত হন নাই—তবে ঐ ধর্ম্মাবলম্বীদের সঙ্গে সহবাস—এমন কি আহার বিহার পর্য্যন্তও চলিয়াছিল। তাঁহার ঈপ্সিত বিষয় সাধিত হইল না বলিয়াই হউক, বা ঐ ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ হউক, তিনি আবার এখন সমাজ প্রবেশে সমুৎসুক হইয়াছেন। আমরা শুনিতেছি, এস্থলেও একজন টোলের অধ্যাপক তাঁহাকে পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তবে তাঁহাকে একটা সামান্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে। আমরা দেখিতেছি এরূপ ব্যবস্থা সময়োচিতই হইতেছে। টোলের অধ্যাপকেরাও যে সময় বুঝিয়া ব্যবস্থা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাও সময়ের পরিবর্ত্তন পরিচায়ক বলিতে হইবে।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম রাইপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পাদক বাবু উদয় নারায়ণ সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। উদয়নারায়ণ বাবু একজন অমায়িক লোক ছিলেন। তাঁহার সদাশয়তা গুণে চিকিৎসালয়টীর কার্য্য একরূপ চলিতেছিল। [illegible] মানে ওটীর কার্য্য কিরূপ চলে তাহা দেখিবার [illegible] আমরা উৎসুক রহিলাম।

বোলপুর হইতে ইলাম বাজারের দিকে [illegible] পাকা রাস্তা গিয়াছে। ঐ রাস্তার উভয় পার্শ্বে অনেকগুলি জমি আছে। ঐ জমিগুলিতে [illegible] পরিমাণে ধান্য জন্মে। কিন্তু ঐ রাস্তার [illegible] সেতু না থাকায় মধ্যে মধ্যে জল নিকাশের [illegible] হইয়া রহিয়াছে। [illegible] জমিগুলির অনেক পরিমাণে উৎপন্ন শস্যের হ্রাস হইতেছে। [illegible] [illegible] প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু [illegible]

নাই [illegible]

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম এখানকার [illegible] ইন্সপেক্টার [illegible] সাধারণ শিক্ষকদের [illegible] হইতে পারেন না। তিনি একটি উপযুক্ত [illegible] কথা সকলেই বলিয়া থাকে, ইহা [illegible] [illegible] [illegible] এ দোষ থাকে তাহা পরিহার করা কর্ত্তব্য।

সে দিন এদিকে একটু বৃষ্টি হইয়া গেল এ বর্ষণ সাধারণতঃ মঙ্গলকর হইবে না। [illegible] অতি স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হইতেছে [illegible] খাদ্য দ্রব্যের মূল্যও অতি সুলভ। সাধারণ [illegible] এ সময়ে কিঞ্চিৎমাত্র ক্লেশ নাই।

সোমড়া।

১৫ ই চৈত্র ১৮০২।

আমরা সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ে "অম্বষ্ঠ সম্মিলনী বা আয়ুর্ব্বেদ সভার" ১২৮২। ৮৬ ৭ ৮৭ সালের কার্য্য বিবরণ দেখিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলাম। সভা এ পর্য্যন্ত যে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন তাহা নিতান্ত প্রীতিপদ। আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত চিকিৎসা আমাদের যে কি পর্য্যন্ত উপযোগী, বোধ হয় কাহারই অবিদিত নাই। আজ কাল বাঙ্গালা চিকিৎসার ক্রমশঃ যেরূপ আদর দেখা যাইতেছে, তাহাতে এ সময়ে অম্বষ্ঠ সম্মিলনী সভার অভ্যুত্থান, সম্মিলন-উদ্যোগ ও আয়ুর্ব্বেদীয়

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারা নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যান্য যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোঁতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।